মদন ব্যাকুল, কুন্তল আকুল
অঞ্চল নেহি সামারে,—
কুঙ্কুম মারে, খেল শ্যাম ফুকারে,
ধাওত দেওত ঘন করতালি॥

[ললিতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ললিতা। কি ভাবচি, কত কি ভাবচি;—ভেবে কি হবে? পরের মন পর কি বোঝে! আমি তার মন কি ক'রে বুঝবো? আমার মুখ পানে চেয়ে রইল;—অমন ত চায়,—ফুলটি বুকে তুলে রাখলে, এতে কি বুঝবো? কিন্তু বুঝেছি, আমি জন্মের মত মজেছি। সে উড়ো পাখী এলো, চ'লে যাবে, বোধ হয় আর দেখা হবে না। মনের কথা কারেও জানাবো না, উপহাস করবে। আমিই কত লোকের সঙ্গে উপহাস করেছি,মনের আগুনে পুড়ে খাক হবো। আমায় সে কেন চাইবে?—কত শত সুন্দরী আছে। আমি মেয়েমানুষ, মান রেখে দুটো মিষ্টি কথা ক'য়েছে;—ও পুরুষের স্বভাব।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। এই যে, আমার প্রাণপ্রতিমা এইখানে ব'সে! আহা মরি মরি, রূপের লহরী যেন খেলচে!

ললিতা। এ কি! এখানে কেন? আমার জন্য কি এসেছে, না বেড়াতে বেড়াতে এ দিকে এসে পড়েছে। হোরির দিন প্রহরীরা কিছু বলে নাই।

নির। দেবি! আজ হোরির দিন, গায়ে ফাগ দিতে যাচ্ছে, কিছু মনে করো না। (ফাগ দেওন)

ললিতা। তোমার গায়ে ফাগ দি, কিছু মনে করো না। (ফাগ দেওন)

নির। মনে করবো না!—চেয়ে দেখ, সেই ফুলটি আমি বুকে রেখেছি।

ললিতা। শুকিয়ে গেলে ফে'লে দিও।

নির। তোমার হাতের ফুল শুকোবে না, তবে যদি আমার বুকের তাপে শুকোয়।

ললিতা। ইস,—তোমার বুকে কি বড় তাপ?

নির। তুমি কি বড় [illegible]

নেপথ্যে। মাধুরী! মাধুরী! কোথায় গেল?

ললিতা। ঐ সখীরা খুঁজচে।

নেপথ্যে। মাধুরী—মাধুরী!

ললিতা। আমি চললুম।

নির। শোন শোন—যতদিন থাকি, একবার দিও। আমি প্রতিদিন বৈকালে এই উ[illegible] বাহিরে বেড়াব, তুমি কৃপা ক'রে এক এ[illegible] এইখানে এসে দাঁড়িও।

[ললিতার প্র[স্থান]

নির। নাম শুনলুম মাধুরী!—রাজা উদয়নর[illegible] কন্যার নাম শুনেছি মাধুরী,—তবে এই মাধুরী। আজই আমি পিতাকে পত্র লিখ[ি] যদি এই মাধুরীর সঙ্গে বিবাহ দেন, [illegible] বিবাহ করবো, নচেৎ আর বিবাহ করবো [না।] পুরজনকে এ কথা জানাবো না, সে [উপহাস] করবে। মরি মরি, কি মাধুরীময়ী নাম! মুহু নব মাধুরী অঙ্গে বিকশিত! মাধুরীর [হাসি]তে ভুবন মাধুরীময়; প্রকৃতি মাধুরী-প্র[ভায়] পরিপূর্ণ! মাধুরীর ধ্যানে মাধুরী, বচনে মা[ধুরী,] নয়নে মাধুরী, মাধুরীর সকলই মাধুরীময়। [illegible] কি পাবো?—নিত্য ভ্রমণচ্ছলে আসবো, [illegible] কি পাবো না?

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। এদেরও ভালবাসাবাসি হয়েছে; লু[কিয়ে] ভালবাসা—লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়; [illegible] জানি, শেষে কি হয়! খুব ভালবাসাবাসি, ভালবাসাবাসি। আমারও এমনি হ'য়েছি[ল,] লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়—দুঃখ পেতে [হয়,] দুঃখ পেতে হয়,পথে পথে ঘুরতে হয়,—জানাব[ার] যায় না।

[প্রস্থা[ন।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

মাধুরীর কক্ষ।

[illegible]

মদন ব্যাকুল, কুন্তল আকুল
অঞ্চল নেহি সামারে,—
কুসুম মারে, খেল শ্যাম ফুকারে,
ধাওত দেওত ঘন করতালি॥

[ললিতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ললিতা। কি ভাবচি, কত কি ভাবচি ;—ভেবে কি হবে ? পরের মন পত্র কি বোঝে ! আমি তার মন কি ক'রে বুঝবো ? আমার মুখ পানে চেয়ে রইল ;—অমন ত চায়,—ফুলটি বুকে তুলে রাথ্‌লে, এতে কি বুঝ্‌বো ? কিন্তু বুঝেছি, আমি জন্মের মত মজেছি। সে উড়ো পাখী এলো, চ'লে যাবে, বোধ হয় আর দেখা হবে না। মনের কথা কারেও জানাবো না, উপহাস করবে। আমিই কত লোকের সঙ্গে উপহাস করেছি,মনের আগুনে পুড়ে খাঁর হবো। আমায় সে কেন চাইবে ?—কত শত সুন্দরী আছে। আমি মেয়েমানুষ, মান রেখে দুটো মিষ্টি কথা ক'য়েছে ;—ও পুরুষের স্বভাব।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। এই যে, আমার প্রাণপ্রতিমা এইখানে ব'সে! আহা মরি মরি, রূপের লহরী যেন খেলচে!

ললিতা। এ কি! এখানে কেন ? আমার জন্য কি কি এসেছে, না বেড়াতে বেড়াতে এ দিকে এসে পড়েছে। হোরির দিন প্রহরীরা কিছু বলে নাই।

নির। দেবি! আজ হোরির দিন, গায়ে ফাগ দিতে আছে, কিছু মনে করো না। (ফাগ দেওন)

ললিতা। তোমার গায়ে ফাগ দি, কিছু মনে করো না। (ফাগ দেওন)

নির। মনে করবো না!—চেয়ে দেখ, সেই ফুলটি আমি বুকে রেখেছি।

ললিতা। শুকিয়ে গেলে ফে'লে দিও।

নির। তোমার হাতের ফুল শুকোবে না, তবে যদি আমার বুকের তাপে শুকোয়।

ললিতা। ইস,—তোমার বুকে কি বড় তাপ ?

নির। তুমি কি বুঝ্‌তে পারছো না ?

ললিতা। আমি তো তোমার বুকে হাত দিই নাই, —কেমন ক'রে বুঝবো ?

নেপথ্যে। মাধুরী! মাধুরী! কোথায় গেল ?

ললিতা। ঐ সখীরা খুঁজচে।

নেপথ্যে। মাধুরী—মাধুরী!

ললিতা। আমি চললুম।

নির। শোন শোন—যতদিন থাকি, একবার দেখা দিও। আমি প্রতিদিন বৈকালে এই উপবনের বাহিরে বেড়াব, তুমি কৃপা ক'রে এক একবার এইখানে এসে দাঁড়িও।

[ললিতার প্রস্থান।

নির। নাম শুনলুম মাধুরী!—রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার নাম শুনেছি মাধুরী,—তবে এই সেই মাধুরী। আজই আমি পিতাকে পত্র লিখ্‌বো। যদি এই মাধুরীর সঙ্গে বিবাহ দেন, তবেই বিবাহ করবো, নচেৎ আর বিবাহ করবো না। পুরঞ্জনকে এ কথা জানাবো না, সে ব্যঙ্গ করবে। মরি মরি, কি মাধুরীময়ী নাম! মুহু-র্মুহু নব মাধুরী অঙ্গে বিকশিত! মাধুরীর মাধু-রীতে ভুবন মাধুরীময়; প্রকৃতি মাধুরী-প্রবাহে পরিপূর্ণ! মাধুরীর ধ্যানে মাধুরী, বচনে মাধুরী, নয়নে মাধুরী, মাধুরীর সকলই মাধুরীময়! দেখা কি পাবো ?—নিত্য ভ্রমণচ্ছলে আসবো, দেখা কি পাবো না ?

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। এদেরও ভালবাসাবাসি হয়েছে ; লুকিয়ে ভালবাসা—লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়; কি জানি, শেষে কি হয়। খুব ভালবাসাবাসি, খুব ভালবাসাবাসি। আমারও এমনি হ'য়েছিল। লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়—দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পেতে হয়,পথে পথে ঘুরতে হয়,—ভালবাসা যায় না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

মাধুরীর কক্ষ।

(গঙ্গা ও মাধুরী)

গঙ্গা। কেন গা কুমারি, আজ অমন দেখছি কেন ? কোন অসুখ হয়েছে কি ?

মাধুরী। কে জানে গঙ্গা, আজ আমার মন কেমন হয়ে গেছে, আমার কেবল কান্না পাচ্ছে,—আচ্ছা, বাবা যাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, তারা কে, তুমি জান ?

গঙ্গা। ওঃ, বুঝেছি! তা কারে দে'খে মন কেমন কর্‌ছে ?

মাধুরী। না, তা নয়, আমার মন কেমন হয়ে গেছে, আমি তার হাত ধরেছিলুম, যেন আমার পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খে'লে গেল। আমি তার কথা শুনেছিলুম, এমন কথা আমি কখনো শুনি নাই। এ কি হলো, আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, বনে গিয়ে আবার তার সঙ্গে কথা কই।

গঙ্গা। কুমারি! তোমার বে'র ফুল ফুটেছে, তাই মন অমন হয়েছে।

মাধুরী। বে'র ফুল ফোটা কি ? তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, আমি বল্লুম যে, জীবজন্তু মার্‌লে আমার মন কেমন করে, সে বল্লে, আর আমি শীকার কর্‌বো না। সত্যি শীকার কর্‌বে না,—সে আমার কথা শুন্‌লে কেন ?

গঙ্গা। সে তোমায় দে'খে ভালবেসেছে।

মাধুরী। ভালবেসেছে ?—সে তো আমার কেউ নয়, আমায় ভালবাসলে কেন ?

গঙ্গা। তুমি তারে ভালবাসলে কেন ?

মাধুরী। আমি তারে ভালবেসেছি ?—কই, কেমন ক'রে ?

গঙ্গা। ঐ অমনি ক'রে।

মাধুরী। না—না, তুমি বুঝতে পাচ্চ না,—আমার মন হু হু করচে। বাবাকে ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হু হু করে না; ললিতাকে ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হু হু করে না!

গঙ্গা। কুমারি, একটি গান শুনবে ?

মাধুরী। না না, আমার গান শুন্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না, গান গাইতে ইচ্ছা কর্‌ছে না, কিছু কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না।

গঙ্গা। তারে দেখতে ইচ্ছা কর্‌ছে ?

মাধুরী। হাঁ। তাতে দোষ আছে কি ? না, আমি দেখা কর্‌বো না, আমার লজ্জা কর্‌বে। দেখ, একদিন আমি লজ্জা কর্‌তে পার্‌তুম না, আজ আমার লজ্জা হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ, আমি হাত ধর্‌লুম, সে কি মনে কর্‌। বাবাকে যদি ব'লে দেয়, তা হ'লে আর ব বাবার সাম্‌নে বেরুতে পার্‌বো না। ভুলে হাত ধরেছি,—সে আমার জন্য রক্তব তুল্‌তে জলে নাম্‌তে যাচ্ছিল, সেখানে বড় সা ভয় জান তো, তাই ভয়ে হাত ধ'রে করেছি।

গঙ্গা। সে কি কর্‌লে ?

মাধুরী। আমার মুখপানে চেয়ে রইলো;—পদ্ম তুলতে গেল না।

গঙ্গা।— (গীত)

কে জানে কেমন
যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে দিছি,
নই তো, আর তেম
কে জানে কি যেন চাই, কি যেন হারাই হায়
কি হয় কি হয় মনে হয় সদাই,
মনের কথা মন বলে না, সরমে করে বার
কেন মন উদাস হয়ে ধায়,
জানে না কি কথা কয়, কারে কি শুধায়,
বুকের ভিতর উথলে উঠে আঁখি বয়ে যায়,
সাধের সনে বিষাদ মিলে চলেছে সোনার স্ব

মাধুরী। দেখ, তোমার গান শুনে আরও ক কান্না পাচ্ছে,—আরও যেন কি মনে হচ্ছে যেন আমার আপনার লোক, কোথায় তারে দেখেছি—কোথায় যেন তার সঙ্গে করেছি—বল্‌তে পার, কোথা ও কি দেখেছি

গঙ্গা।— (গীত)

এ কি দায় মন কেন তার চায়।
পায় কি না পায় ভাবে না হায় উধাও হয়ে ধা
অঘোরে সোহাগভরে আপনি বিকোয়
কিন্‌তে প
আশা ধ'রে আকুল অন্তরে কাঁপে আশা প্রাণ
কাঁপ
মনে মনে উঠাপড়া, মনে মনে ভাঙ্গাগড়া;
অকূল সাগরে ভসে সাধ করে,
কাঁদে প্রাণ ফির্‌ছে কূলে সাধের তরী বয়ে যা

মাধুরী। ঠিক বলেছ গঙ্গা!—তুমি এত কি ক'রে, তোমার কি অমনি আপনার আছে ?

গঙ্গা। না।

মাধুরী। তবে তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে কেন?—আমার কথা শুনে কি তোমার ব্যথা লগ্‌লো?

গঙ্গা। কুমারি, আমরা এমন আপন লোক কোথা পাব?

মাধুরী। কেন, আর কি কেউ এমন পায় না? তুমি ওর সঙ্গে কথা কয়েছ?

গঙ্গা। না, আমার সঙ্গে উনি কথা কইবেন কেন?

মাধুরী। কথা কইবে;—তুমি কথা কয়ে দেখো দেখি!—কথা শুন্‌লে মনে হবে, তোমার আপনার লোক,—সত্যি আপনার লোক—পর বল্‌তে প্রাণ কেঁদে উঠবে! তুমি তারে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার, সে কি আমায় আপনার ভাবে?—ভাবে, নইলে আমি কেন তারে আপনার মনে কর্‌বো?

গঙ্গা। কুমারি! তুমিই তারে এই কথা জিজ্ঞাসা কর না কেন?

মাধুরী। কোথা দেখা পাব, কি ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি তারে তোমার মহলে যদি নিয়ে আসি?

মাধুরী। কি ক'রে? কেউ যে টের পাবে, সকলে যে বলে, পুরুষমানুষকে মহলে আন্‌তে নাই?

গঙ্গা। পরপুরুষকে আন্‌তে নাই, যে আপনার, তারে আন্‌তে দোষ কি?

মাধুরী। না না, তুমি লুকিয়ে আন্‌তে পার তো এনো। না না,—এনো না, কিছু যদি মনে করে।

গঙ্গা। কি মনে কর্‌বে?

মাধুরী। কি জানি, আমার ভয় হয়—আমি যেন আর এক রকম হয়েছি,—আমার এ সব ছিল না। আমার ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, কিছু গোপন কর্‌তে পার্‌তুম না। লোকে চুপি চুপি পরামর্শ কর্‌তো, আমি হাসতুম,—ভাবতুম, লুকোনো কথা আবার কি? কিন্তু লুকোনো কথা আছে—সে কথা বলতে নাই—বলা যায় না।

[গঙ্গা]। তুমি দেখা করবে?

[মাধুরী]। কর্‌বো, না না, কি কর্‌বো বল দেখি?

[গঙ্গা।] যদি দেখা কর তো আজকের মত সুযোগ [আর] হবে না। আজ হোরির দিনে দোষ নাই, সকলের সঙ্গে হোরি খেল্‌তে হয়। আমি রাত্রে তোমার কাছে আন্‌বো, দুজনে হোরি খেলো।

মাধুরী। চুপি চুপি এনো, কেউ যেন টের না পায় আমি কি সেজে গুজে দেখা কর্‌বো? আচ্ছা, কি পর্‌লে আমায় ভাল দেখায়? তুমি আমায় সাজিয়ে দেবে?—না, এই সাজেই দেখা কর্‌বো।

গঙ্গা। হোরির দিনে বেশ ফুলের গয়না পরো।

মাধুরী। গঙ্গা, তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু যদি ভাল না দেখায়, সে গয়না আর পরব না, আমি ঠাকুর-বাড়ী যে গয়না প'রে গিয়েছিলেম, তাই পর্‌বো। আমি তফাত থেকে তার গায় ফাগ দেবো, ছোঁব না—ছুঁলে কেমন হয়ে যাব, কথা কইতে পার্‌ব না। ছুঁয়েছিলুম, সে কথা মনে হ'লে কেমন হয়ে যায়। দেখ গঙ্গা, কি কর্‌বো, আমি তা বুঝতে পাচ্চি না।

গঙ্গা। কুমারি, ঠিক বুঝতে পার্‌বে, মনের কথা মনই ব'লে দেবে। আমি চল্‌লুম।

মাধুরী। তুমি যাচ্ছ?—তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে না, এই কথাই তোমার সঙ্গে কইতে ইচ্ছে হচ্চে। তবে যাও, আমি কোথায় থাক্‌বো?—এইখানেই থাক্‌বো, না না—দেখ, কুঞ্জের মধ্যে দেখা কর্‌বো। আমার ইচ্ছা হচ্চে, সেই দেবীর উপবনে দেখা করি। তুমি এসো, আমি যাই—একলা গিয়ে ভাবি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বিলাস-কক্ষ।

(উদয়নারায়ণ)

উদয়। কন্যা—কন্যা কেন জন্মে হিন্দুর আলয়ে?
যেতে হ'ল পরবাসে কন্যাদায় হেতু।
কি কুক্ষণে দেখা মম অন্নদার সনে
পিতৃবাক্য করি অবহেলা
সহি এই মনস্তাপ।

ক্ষুদ্র শালিগ্রাম, তার এত মান,
অসম্মত কন্যা মম নিতে ঘরে!
তাই করে এত ছল।
কি করিব কলঙ্ক রটেছে।
সুপাত্র—তনয়ারে বাসে ভাল,
কুঠার মেরেছি আমি আপনার পায়—
বেশ্যা বলি পরিচয় দিয়েছি সতীরে।

(মাধুরী ও ললিতার প্রবেশ)

মা, এতদিনে আমি এক দায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। যে দুটি যুবা আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসেছে, ওর একটির নাম নিরঞ্জন,—

ললিতা। নিরঞ্জন কে?

উদয়। রূপে গুণে দুটিই সমান বটে, আমারই ভ্রম হয়, তা তোমরা তো তফাৎ হ'তে দেখেছ, তার মন মাধুরীকে বিবাহ করে।

ললিতা। কে নিরঞ্জন?

উদয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ—শোন্ না। আমিও তার বাপ শালিগ্রামকে পত্র লিখেছিলেম, তিনি বিবাহে সম্মত। কিন্তু অপমান স্বীকার করতে হবে;—কি করবো, তাদের কুলপ্রথামতে মেয়ে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিতে হবে।

মাধুরী। বাবা, বাবা! এতে তোমার অপমান হবে, আমি বিয়ে করবো না।

উদয়। আরে ছাই, আমি কি সম্মত হতেম, বড় দায়ে পড়েই সম্মত হয়েছি। কুলোকে কু-কথা কয়—বিশেষ ললিতাকে নিয়ে আমি আরও বিপদে পড়েছি।

ললিতা। কেন—কেন—মহারাজ, আমায় নিয়ে বিপদ্ কি?

উদয়। মা, তুমি আমার বন্ধুর মেয়ে নও, আমার আপনার কন্যার অধিক। তোমারও বিবাহ দিতে পারছি নে। নিরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর বিবাহ দিতে পারলে তোমার বিবাহ নিয়ে আর আমার দায়ে ঠেকতে হবে না।

ললিতা। নিরঞ্জন?

উদয়। আরে, এই দুটো নাম আর মনে রাখতে পারিস্ নে? পুরঞ্জন আর নিরঞ্জন,—শালিগ্রামের ছেলের নাম নিরঞ্জন। মাধুরী, তোর কি অসুখ হয়েছে?

মাধুরী। বাবা, তোমার এতে বড় অপমান হবে।

উদয়। আমার তোদের নিয়ে মান-অপমান। সুপাত্র পাওয়া গিয়েছে, কি বলিস্ ললিতা?

ললিতা। নিরঞ্জন কি বাড়ী গেছে?

উদয়। যাবে না? যে নিয়ে একটা কথা উঠেছে, এখানে থাকলে তার বাপ কি বলবে? পুরঞ্জনও আজ তার দেশে যেত, তা যাত্রা করবার সময় হাঁচি পড়েছে না কি হয়েছে, তাই আজ গেল না। এ হোরিতে কদিন দুজনে রাত জেগে খুব অসুখ করেছিস্ দেখছি।

ললিতা। হ্যাঁ মহারাজ! আমার শরীর কেমন হয়েছে, আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমার মাথা ঘুরছে।

উদয়। সে কি রে? কা'ল যে আমাদের যেতে হবে; তবে যা শুগে যা।

ললিতা। না না, বলুন না, শুনে যাই;—নিরঞ্জন কি বলে সে—মাধুরীকে দেখেছে, মাধুরীকে ভালবাসে?

উদয়। তুই যে অন্যমনা হচ্ছিস্;—সে যে বড় করতে চাইতো না, মাধুরীকে দে'খে বাড়ীতে পত্র লিখেছে যে, ঐ মেয়ে হয় তো বে করবো। বড় সুখের কথা, কি বলিস্?

ললিতা। তা বৈ কি। (মাধুরীর প্রতি) কেমন লা—না?

উদয়। নে নে, তোরা দুজনে পরিহাস করিস্, এখন কথা শোন। (ললিতার প্রতি) এখন তোমার মা একটি সুপাত্র দে'খে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

ললিতা। তা নিরঞ্জন কি বলে?

উদয়। দ্যাখ, এ কথা প্রকাশ করিস্ নে। সে যে কদিন আমাদের বাড়ীতে ছিল, সে উপবনের বাইরে এসে ছাদের উপর চেয়ে থাকতো, যদি একবার মাধুরীকে দেখতে পায়। আমি সেই জন্যেই অপমান স্বীকার করলেম।

ললিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই মাধুরী ছাদে উঠতো বটে।

মাধুরী। নে, মিছে কথা বলিস্ নে। বাবা আমা হ'তে তোমার অপমান হলো।

উদয়। তা হোক্, আমার সহস্র অপমান হো সুখে থাকলেই আমার হলো।

মাধুরী। না বাবা, আমি বড় অসুখী হব

উদয়। তা যা হয়, তা হবে, মে। (স্বগত) মেয়েটা ভাল মন্দ কিছুই জানে না; যে'র কথা বলছি —তা একটু লজ্জা হচ্ছে না! (প্রকাশ্যে) ললিতা, কিবল্তে এসেছি, শোন্। মাধুরী, মনোযোগ দাও। শ্বশুর-বাড়ীতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে, তাতে মনে কিছু করো না। তোমার মা পরম পবিত্রা, কিন্তু লোকে কলঙ্ক দেয়। তার কারণ, আমি পিতার অমতে বিবাহ ক'রেছিলুম, সেই জন্যে সে বিবাহ প্রকাশ কর্‌তে পারি নাই। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী, যাকে তুমি মা বল্‌তে, সে নিঃসন্তান; তোমায় মানুষ ক'রেছিল। কিন্তু আমার পিতার পরলোকের পরও লোকনিন্দার ভয়ে তোমার মাকে ঘরে আন্‌তে পারি নাই। অভিমানিনী চ'লে গিয়ে শুনি না কি কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেছে, সে দাগ আজও আমার প্রাণ হ'তে উঠে নাই, কি কর্‌বো, ফেরবার নয়। আহা! মাধুরীর বে সে দেখতে পেলে না, এই আমার পরম দুঃখ।

ললিতা। আহা, ছোট মা থাকলে এ বে'তে খুব আনন্দ কর্‌তেন।

উদয়। আর বাছা, সে সব ভেবে কি কর্‌বো, এখন এক দায়ে নিশ্চিন্ত হলেম, তোমার বিবাহটি দিতে পার্‌লেই, তোমার স্বামীকে বিষয়-আশয় দিয়ে আমি জুড়ই। লোকে কি বলে জান মা, আমি বিষয়ের লোভে তোমাকে এনে গৃহে পালন ক'রেছিলুম। তোমার বাপের সঙ্গে আমার যে কি বন্ধুত্ব ছিল, তা হীনবুদ্ধি লোকে কি বুঝবে বল? মা, তুমি কাঁদচো কেন?

ললিতা। এতদিনে মাধুরী আমায় ছেড়ে যাবে।

উদয়। তা মা, চিরদিন তোদের আই-বুড়ো নাম রাখ্‌বো? পুরঞ্জনও অতি সুপাত্র, ভেবেছি, তোমার বেয়ে আমি তার সঙ্গে দেব।

মাধুরী। পুরঞ্জন!—সে কি ললিতাকে ভালবাসে?

উদয়। তা কৈ কিছু শুনি নাই। তা ভালবাসবেই না বা কেন? মা আমার জগদ্ধাত্রী।

ললিতা। রাজমহলে কি আমারও যেতে হবে? আমার শরীর বড় অসুখ।

উদয়। ঘুমলেই সেরে যাবে। কি কর্‌বো, অপমান স্বীকার কর্‌তে হলো। দুর্জ্জনেরা বলে কি জানিস্ যে, মাধুরীর গর্ভধারিণীর কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই,—আরও কত কলঙ্ক দেয়, তা উচ্চারণ কর্‌তে জিহ্বা দগ্ধ হয়। আমি চল্লেম, তোরা শুগে যা।

মাধুরী। বাবা, বাবা, পুরঞ্জন কি ললিতাকে বিবাহ কর্‌বে? আপনাকে কিছু জানিয়েছে?

উদয়। সে পরের কথা পরে।

[প্রস্থান।

ললিতা। তুই মনের মতন রতন পেয়েছিস।

[প্রস্থান।

মাধুরী। প্রাণবিসর্জ্জন ভিন্ন উপায় নাই! যে দিন পুরঞ্জনকে দেখেছি, সে দিন মজেছি, তার পায়ে বিকিয়েছি, তারেও মজিয়েছি। কলঙ্কের কথা কেমন ক'রে পিতাকে জানাব? অন্যের গলায় কেমন ক'রে মালা দেব? এ কি, এ কি, কি হলো, কেন সে এলো,—কার কাছে যাব?—কি হলো, কেন সে এলো—পাখী ধ'রে দেবে, —রক্তোৎপল তুলবে—সে নয়, তবে কে?—কি হবে, কি হলো—কোথায় যাব—এই যে—এই যে।—কই—কি!—আর তো দেখা হবে না, আর তো দেখা হবে না!

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। এ কি, এ কি? মাধুরী, মাধুরী!

মাধুরী। তুমি এসেছ, আমায় নিয়ে যাও, আমায় ফেলে যেও না। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাস কি?

পুর। কি বল্‌ছো—তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব! আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, আবার শীঘ্রই আস্‌বো। আমার পিতা পত্র লিখেছেন, তাই যাচ্ছি।

মাধুরী। তুমি চল্লে—যাও—যাও।

পুর। তুমি না বল, আমি যাব না।

মাধুরী। না, না, যাও—যাও, আর বোধ হয়, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আমায় মনে রেখো।

পুর। সে কি,—তুমি এমন কচ্ছো কেন?

মাধুরী। তুমি শুনো না—তোমায় বল্‌বো না। শুন্‌লে তুমি যেতে পারবে না। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তুমি কারেও বলো না,—আমিও কারে বল্‌বো না। তোমায় আমি ভালবাসি, এ কথা কারে জানিও না।

পুর। কেন—কেন? কি হয়েছে?

মাধুরী। এখন নয়, এখন নয়, যদি কখনও দেখা হয়, সব বল্‌বো। তোমায় না ব'লে কারে বল্‌বো, এখন যাও।—পার যদি যাবার সময় আর একবার দেখা করো। এখানে আর এসো না—এলে তোমায় লোকে নিন্দা করবে। পার যদি আর একবার দেখা দিও। তুমি রাস্তায় দাঁড়িও, আমি জানালা হ'তে তোমায় দেখবো। আমি চল্লুম, তোমার কাছে আর আমি থাক্‌বো না।

পুর। মাধুরি, যদি তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন যেতে বল্‌ছো? নিন্দা হয় হবে।

মাধুরী। না, না, তোমায় ভালবাস্‌তে নাই, আমিও তোমায় ভালবাস্‌বো না, তুমিও আমার ভালবেসো না। তুমিও আমায় ভুলে যাও, আমিও তোমায় ভুলে যাব।

পুর। কেন মাধুরি, তুমি ত আমায় ভালবাস।

মাধুরী। না, না, তুমি বিশ্বাস করো না।—আমি কেন ভালবাসি বলেছি, জানি নে। তুমি আমায় ভালবেসো না, দুঃখ পাবে, দুঃখ পাবে। যাও, যাও, আমি চল্লুম, তুমিও হেথায় থেকো না।

[প্রস্থান।

পুর। এ কি? সহসা উন্মাদিনী হলো না কি? আমি যাব ব'লে কি অভিমান করেছে? কোন কি বিপদ হয়েছে? কারে জিজ্ঞাসা করবো? আমায় ভালবাসে! কি করবো? যাব না। না, না,—যাই। পিতার কাছে বিবাহের অনুমতি লব।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(ললিতা)

ললিতা। প্রতারণা,—সকলই প্রতারণা—মেদিনী প্রতারণা-পূর্ণ, মাধুরীও আমার কাছে মনের কথা বলে নাই। এখনও ভাণ করলে, যেন সে নিরঞ্জনকে চায় না। যে দিন নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়,—ধিক্ মন, এখনো তার আকিঞ্চন!—সে আমার নয়, সে মাধুরীকে ভালবাসে। সয় স'ক, আমারই প্রাণে স'ক্! পুরুষ এত কপট, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। বনে ফুলের ডাল নুইয়ে ধর্‌লে,—আমার মনে হলো—যেন ফুল পেড়ে আমায় পূজা করবে। একটি ফুল আমার হাত থেকে প'ড়ে গেল, সেই ফুলটি তুলে বুকে রাখলে। আমার সঙ্গে দেখা হ'লে ভাব-ভঙ্গীতে জানাতো, যেন আমার জন্ত উন্মত্ত; কিন্তু কি অদ্ভুত ছল! মাধুরীর জন্ত আস্‌তো, তা আমি স্বপ্নেও জানিনি।—কিংবা তার সকলেরই সঙ্গে প্রতারণা করা স্বভাব;—না, মাধুরীকে ভালবাসে, নচেৎ বিবাহ কর্‌তে চাইবে কেন?

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। আপনি আমায় ডেকেছেন?

ললিতা। কেন, ডাকতে নাই?

গঙ্গা। না, আপনি ত বড় ডাকেন না। আর আমিই বা কি গান শোনাব, আপনার কাছে বড় বড় গায়িকা এসে শিখে যেতে পারে।

ললিতা। তুমি কত দিন মুজরো ক'চ্চ?

গঙ্গা। ষোল বছর বয়স থেকে এই কাজ কচ্চি।

ললিতা। অনেক পুরুষ দেখেছ?

গঙ্গা। কি করবো দেবি, যে ডাকে, সেইখানেই যেতে হয়; পাঁচ দোরের ভিকিরী। আর জাত-জন্ম যখন ভাসিয়ে দিয়েছি, তখন আমাদের আর কি?

ললিতা। আচ্ছা, পুরুষ তোমার কি রকম মনে হয়? বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী?

গঙ্গা। এ কথার উত্তর কি দিব দেবি! আমাদের কাছে যারা আসে, আমাদের সঙ্গে যারা আলাপ করে, কেউ ভালবেসে আসে না, চোখের নেশায় দুটো মিষ্টি কথা বলে। জানে কুকর্ম্ম কচ্চি, তবু স্বভাবের দোষে আসে। কিন্তু যে পুরুষ-মাত্রই অবিশ্বাসী, এ কথা আমি বল্‌তে পারি নে।

ললিতা। আচ্ছা,—তুমি ত অনেককেই দেখেছ—তোমার কাউকে বিশ্বাস হয়?

গঙ্গা। বিশ্বাস করলে আমাদের ব্যবসা চলে? বিশ্বাসে ভালবাসা জন্মায়,ভালবাসলেই আ

সর্ব্বনাশ। ভালবাসা আর রোজগার একত্রে দুই হয় না। দেবি, আমরা বড় অসুখী! লোকের মন ভোলাবার জন্য বেশভূষা করি, হেসে প্রেম-কথা কই, কিন্তু সদাই সতর্ক থাকি, পাছে কাঁরো ভালবাসাতে পড়ি। যত দিন যৌবন আছে, তত দিন, তার পর সকলেরই ঘৃণ্য ;—আমাদের আপনার লোক নাই।

ললিতা। আপনার লোক কেউ নাই! আপনার লোক হয় না! ভালবাস না, তাই সুখে আছ। ভালবাস্‌লে যন্ত্রণা পেতে, কেউ ফিরিয়ে ভালবাস্‌তো না! পুরুষ স্ত্রীলোককে অবিশ্বাসী বলে, কিন্তু পুরুষের চেয়ে অবিশ্বাসী কেউ নাই।

গঙ্গা। অমন কথা বল্‌বেন না, আমি দেবতার মত পুরুষ দেখেছি। কি কর্‌বো, সে আমার হবার নয়! সে যদি আমার হতো, তা হ'লে পৃথিবীতে স্বর্গ পেতেম।

ললিতা। চমৎকার বটে! কে বলে মেয়েমানুষের মন কঠিন?—সে আমাদের মন জানে না। তুমি বেশ্যা, তুমিও ভালবাসতে চাও, কিন্তু পুরুষের মনে ভালবাসা নাই,—ভালবাসার ভাণ জানে।

গঙ্গা। দেবি, যদি মার্জ্জনা কর ত একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি কুলবালা, কখনও পর-পুরুষের সঙ্গে দেখা করেন নাই, পুরুষের কথা কি ক'রে জান্‌লেন?

ললিতা। আমি একটি গল্প পড়েছি; চমৎকার গল্প! একটি নায়িকার সঙ্গে একটি নায়কের দেবমন্দিরে দেখা হয়। নিত্য সেই যুবা সেই যুবতীর সহিত দেখা কর্‌তে আস্‌তো। যুবতী মনে কর্‌তো, তারে কত ভালবাসে, কিন্তু তা নয়, তার দেখা কর্‌তে আসা ভাণ মাত্র। হঠাৎ সেই যুবতীর সখীকে সে বিবাহ কর্‌লে। যার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌তো, তার আর কোন সংবাদ নিলে না!

গঙ্গা। তার পর সে যুবতী কি কর্‌লে?

ললিতা। তার পর যুবতী এ সংবাদ পেয়ে মনে কর্‌লে, আত্মহত্যা কর্‌বো। পড়তে পড়তে আমার মন কেমন হয়ে উঠ্‌লো।

গঙ্গা। তার পর সে মলো?

ললিতা। মর্‌বে কি না মর্‌বে, মনের ভেতর তোলাপাড়া কর্‌ছে;—তার পর আমি পড়্‌তে পার্‌লুম না।

গঙ্গা। আমার সঙ্গে যদি সে যুবতীর আলাপ থাক্‌তো, তা হ'লে আমি তারে মর্‌তে দিতেম না।

ললিতা। কেন? তার বেঁচে সুখ? আজীবন দুঃখ পাওয়া চেয়ে মরাই ভাল।

গঙ্গা। কেন, মরা কেন? মলেই ত সকল আশা-ভরসা ফুরায়ে গেল।

ললিতা। আশা-ভরসা তো তার সব ফুরায়েছে।

গঙ্গা। কেন, কি ফুরায়েছে? সে তো তারে ভালবাসে, মনে কর্‌লে তো তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারে, তার সেবা কর্‌তে পারে, তার দাসী হ'তে পারে। পৃথিবীতে আপনার সুখই যে সুখ, তা নয়। যদি সে নায়িকা যথার্থ তারে ভালবাসে, তারে সুখী দে'খে সুখী হ'তে পারে।

ললিতা। তা কি হয়?

গঙ্গা। সবই হয়;—মন নিয়ে কথা, ভালবাসার সুখই তো যারে ভালবাসি, তারই সুখে সুখ। নইলে আমাদের বেশ্যার ভালবাসা! যত দিন দিলে থুলে, মিষ্টি কথা বল্‌লে, ভালবাস্‌লুম তার, পর ফুরুলো। আমাদেরও ভালবাসার লোকের জন্য বিষ খাওয়াখায়ি হয়। কিন্তু সে ছ্যাচড়া ভালবাসা, তারে আমি ভালবাসা বলি নে। আমি চল্‌লুম।

ললিতা। আচ্ছা,—তোমার কেউ ছিল না বল্‌চো, যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন বেরিয়েছ, তোমার ভাবনা হতো না?

গঙ্গা। অনেক ভেবেছি। তার পর দেখ্‌লুম, পৃথিবী পড়ে রয়েছে, ভগবান্ ছুটি খেতে দেন।

ললিতা। একলা বেড়িয়ে বেড়াও, তোমার ভয় হয় না?

গঙ্গা। প্রথম প্রথম ভয় হতো, তার পরে স'য়ে গেছে।

ললিতা। আচ্ছা,—কত লোক এমন তোমার মত একা বেড়াচ্চে?

গঙ্গা। কত শত!

ললিতা। তবে ভগবান সকলই দেখেন, সকলকেই রক্ষা করেন। আচ্ছা, তুমি এসো।

[গঙ্গার প্রস্থান।

ললিতা। আর কেন? শত শত লোক একলা বেড়াচ্ছে, আমিও বেড়াব। কি ভয়? মৃত্যুর উপায় তো নিজের কাছে। পোড়া মন, এখনো নিরঞ্জনকে দেখতে চাস্? মাধুরীকে বামে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা ক'বে, তাই দেখবি? তোরে উপহাস কর্‌বে, তাই শুন্‌বি? যাই। কিন্তু প্রহরীরা যে ধর্‌বে। নর্ত্তকীর বেশে যাই। গঙ্গা মনে ক'রে ছেড়ে দেবে। ছিঃ ছিঃ, এত অদৃষ্টে ছিল। কত সাধ মনে উঠেছিল, কত কথা মনে হ'তো, আজ ফুরুলো!

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। তুই কি ভাবচিস্? চ'লে যাবি! আমি বুঝেছি, তোর আমার দশা হয়েছে! ছাখ, আমি পাগলী বটে, যদি কেউ অকূল পাথার ভাবে, তার মুখ দে'খে আমি বুঝতে পারি। আমিও অকূলে ভেসেছি, অকূলে কেন ভাসে, তা জানি, আমি বুঝতে পারি, বুঝতে পারি।

ললিতা। তুমি কে?

অন্নদা। আমি যে হই না;—তোর ত অকূল পাথার, তোর আর ভয় কি? বেন্নায় বড় বাথা লাগে! যারে আপনার ভাবি, সে আপনার না হ'লে বড় ব্যথা লাগে! আমি জানি—আমি জানি! তুই আসবি? আমার সঙ্গে আয়।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। ঠিকানা ক'রে কি যেতে পার্‌বি? ঠিকানা ক'রে যেতে চাস্ তো ঘরে থাক্; সইতে পারিস্ তো ঘরে থাক্। কিন্তু সইবে না,—সইবে না,—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

ললিতা। মা, তুমি কে? আমার ব্যথায় ব্যথী কেন?

অন্নদা। মা বলিস্ নি,—মা বলিস্ নি। আমায় মা বল্লে তোর কলঙ্ক হবে, তোর মাথা হেঁট হবে, তোরে ঘেন্না কর্‌বে—আমায় মা বলিস্ নে।

ললিতা। কেন, কেন? তুমি কে?

অন্নদা। আমি কে, তা কি জানি!—তবে লোকে পাগলী বলবে কেন? স্রোতে পাঁচটা কুটো ভাসে না?—আমিও তেম্নি ভাসচি। তুই যাবি? চ'—তুই যারে ভালবাসিস্, জানি, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। চল্—চল্।

ললিতা। আমি কারে ভালবাসি?

অন্নদা। আমি কি জানি নি?—আমি সব জানি। সে তোর গায়ে ফাগ দিয়েছিল জানি, তুই তার গায়ে ফাগ দিয়েছিলি জানি। সে তোর—সে তোর। দেখা হ'লে বুঝতে পার্‌বি। মিছি-মিছি মন খারাপ করিস নে। তারে দেখবি আয়—দেখবি আয়।

ললিতা। আর সে যদি আমায় না চায়?

অন্নদা। না চায়, ভেসে বেড়াবি। কিন্তু ভুলতে পার্‌বি নি, ভুলতে পারাব ি,—ভোলা যায় না—ভোলা যায় না—সে দাগ উঠে না; এই ছাখ না, আমি পাগল হয়েছি, তবু ভুলতে পারি নে। আয়—আয়, আর দেরী করিস নে। এখনি সকলে জাগবে, রাজমহলে যাবার জন্য তয়ের হবে। তুই চল্,—তুই চল্, তুই তারে পাবি। আমি মিলিয়ে দেব। আমি মিছে কথা কই নে, মিছে কথা জানি নে, আমার বড় সরল প্রাণ। তুই আমার সঙ্গে থাকলেই বুঝতে পার্‌বি।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। চল্ না, চল্ না, সব দিক্ বজায় থাক্‌বে। যার যে—সে তার হবে। তোর ধন আমি তোরে দিইয়ে দেব। যার ধন, সেই পাবে,—আমিও পাব। তার পর তার চিতেয় শুয়ে কুলের কলঙ্ক ঘোচাব। কারো মুখ হেঁট হবে না, কারো কলঙ্ক রবে না, প্রাণ দিয়ে কলঙ্ক দূর কর্‌বো, চিতেয় শুয়ে জুড়ুবো। সব দিক্ বজায় কর্‌বো!—নইলে এত দিন বাঁচতেম না। আয়, আয়—শীগ্‌গির আয়—ভাবিস নে।

ললিতা। চল মা, তোমার কথায় অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।

অন্নদা। কি ভাবছিস, কি ভাবছিস?—আমি লুকিয়ে রাখবো, কেউ খুঁজে পাবে না। ওরা সব বজরায় গিয়েছে, তোদের বজরা পেছিয়ে আছে। রাজা এগিয়ে গিয়েছে, মাধুরী তার সঙ্গে গেছে, তোর আর খোঁজ কর্‌বে কে?—তোর তো আর কেউ নেই।

ললিতা। না মা, ত্রিভুবনে আমার কেউ নাই।

অন্নদা। আছে, সব আছে—সব পাবি। বিধাতার বাঁধন—জন্মের আগে বাঁধন, দিনকতক বিচ্ছেদ

—এখানে না দেখা হয়, সেখানে দেখা হবে, চিতেয় দেখা হবে। চল, চল, কেন ভাবছিস? কালীবাড়ীর দোর খুলে রেখেছি, প্রহরীরা টের পাবে না, কেউ জেগে নেই, আর দেরী করিস নে, চল্—চল্—চল্।

ললিতা। মিছে কেন ভাবি, ঘরে ব'সে কেন জল্‌বো, সে পরের—আমি দেখতে পার্‌বো না। না না—আত্মহত্যা কর্‌বো না, চ'লে যাই।

অন্নদা। আয় আয়, কথা ক'সনে, পেছনে পেছনে আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•—

উপবনস্থ বহিঃপ্রকোষ্ঠ।

(পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন)

নির। কি হে, তুমি আমার পত্র না পেয়েই বেরিয়ে পড়েছ নাকি?

পুর। কৈ, তোমার পত্র তো পাই নাই, আমি অম্‌নিই বেরিয়ে এসেছি, কেন, খবর কি?

নির। এই তুমি যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির এসো, ভাই। আমার বল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে।

পুর। কি, কথাটা কি?

নির। যদি আমার বে হয় তো কি বল?

পুর। বল্‌বো আর কি, আইবুড়ো নাম ঘুচে গেল।

নির। সত্যি আমার বে।

পুর। এর আর সত্যি মিথ্যে কি,—তোমার যদি বে হয়, কোন্ না আমারও বে হবে।

নির। উপহাস ক'চ্চ, আমিও কোন্ না উপহাস কত্তেম, কিন্তু যে দিন আমার মত ঠেকবে, সে দিন বুঝতে পার্‌বে। এতদিন মনে কর্‌তেম, ভালবাসা একটা কথার কথা—প্রণয় একটা দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাই, রাজসাহী গিয়ে আমার চৈতন্য হয়েছে। প্রেমই মানব-জীবনে সর্ব্বস্ব। এতদিন জীবনে লক্ষ্যহীন বেড়িয়েছি, ভেবে-ছিলেম, স্বাধীনভাবে কাটাবো, কিন্তু সে সব বদ্‌লে গিয়েছে।

পুর। তা বেশ তো, তুমিও বদ্‌লেছ, আমিও বদ্‌লাব। ব্যস্, শোধ-বোধ যাবে।

নির। যথার্থ ভাই, আমি মজেছি। আমার দিবা-রাত্রি এক ধ্যান, এক জ্ঞান। যতদিন না তার সঙ্গে মিলন হয়, আমার একদিন যুগ মনে হচ্ছে। যেন নূতন চক্ষু পেয়েছি, নূতন সংসার দেখছি।

পুর। তা বেশ ক'চ্ছ, আমিও দেখবো, তার আর ভাবনাটা কি?

নির। শোন, তার পর বাক্‌চাতুরী ঝেড়ো।

পুর। শুনতে নারাজ কিসে বুঝছো বল? তোমার পালা, তুমি গেয়ে নাও, তার পর আমার পালা, আমি গাচ্ছি। আমিও এক সাট বেঁধে এনেছি, মনে কর্‌ছ কি, তুমি একলাই আসর মাতাবে?

নির। তুমি রাজা উদয়নারায়ণের মেয়ে মাধুরীকে দেখেছ?

পুর। কেন? কে জানে? দেখেছি বোধ হয়।

নির। না, তুমি নিশ্চয় দেখ নাই। যদি দেখতে, তুমি হাজার পাষাণ হও, কখন ভুল্‌তে না। মানবীতে যে কখনও এমন রূপ সম্ভব, তা কেউ কল্পনাতেও জানে না।

পুর। হ'তে পারে।—তা কি,—তুমি তারে দেখেছ না কি? কোথায় দেখলে? তোমার সঙ্গে কি তার আলাপ হয়েছে? কি কোথায় আলাপ হলো? কেমন ক'রে হলো?

নির। ইস, তুমি যে প্রশ্নের ঝাঁক ছেড়ে দিলে। আমি কটার উত্তর কর্‌বো বল? সব বল্‌চি, শোন না।

পুর। বল না, বল না, তোমার সুখের কথা শুন্‌বো, তাই মনটায় আগ্রহ হয়েছে।

নির। সে ফুল তুল্‌তে এসেছিল। মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা হয়।

পুর। তোমার সঙ্গে প্রণয় হলো না কি? তোমাকে মহলে নিয়ে যেত? তাই কি তুমি শ্বশুরবাড়ী হ'তে আসতে চাইতে না? সে তোমায় ভাল-বাসে?

নির। তা বল্‌তে পারি নে। নিত্য উপবনের বাইরে

আমি থাকতেম, সে নিত্য উপবনে আস্‌তো,—দেখা হতো।

পুর। না, তুমি বলছো না, তোমায় তার মহলে নিয়ে যেতো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি গোধূলির সময়টা বড় উতলা হ'তে, দেখেছি। তার পর, তার পর কি হলো?

নির। তুমি কি সিদ্ধি খেয়েছ না কি? অমন বক্তা হয়েছ কেন? শোন না, সব বলছি।

পুর। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু খেয়েছি,—বল বল, শুনি।

নির। তার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে।

পুর। কি, তোমার বাপ রাজী হয়েছেন? উদয়নারায়ণের কুলে যে একটা কলঙ্ক আছে! তোমার বাপ রাজী হয়েছেন?

নির। সে মিথ্যা কলঙ্ক। মাধুরী উদয়নারায়ণের পত্নীর গর্ভের কন্যা।

পুর। তবে বিবাহের সব ঠিক হয়েছে? উপবনে নিত্য দেখা হতো? কারেও বিশ্বাস নাই, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই, ওরা অদ্ভুত সরলতার ভাণ জানে, কে শিখালে জানি নি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

নির। ভাই, আমিও ঐরূপ মনে করতেম। কিন্তু না, সে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, দেখলে তোমার মনেও সন্দেহ থাকতো না।

পুর। হ'তে পারে,—না, কখনো না, তুমি জান না, বড় কুটিল, স্ত্রীলোক অতি কপট, কি নাম বল্লে? মাধুরী?—উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরী? যার বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেম, তার কন্যা?

নির। কি হে, তুমি কি বক্‌চো?

পুর। কে জানে, আমার নেশা হয়েছে, আমার শরীর কেমন হয়েছে। আমার বড় অসুখ। এসে ভাল করিনি। আমি কালই বাড়ী চ'লে যাব। তুমি এখন যাও ভাই, আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি নি। সকালে এসো—সব শুনবো। এখন আমার মাথা ঠিক নাই, কে জানে ভাই, কি রকম হয়ে গেছে। প্রাণ কেমন কচ্ছে—প্রাণ কেমন কচ্ছে!

নির। ইস, তুমি বেজায় নেশা করেছ দেখছি। চল, তুমি শোবে, তোমার মাথায় জল দিই গে।

পুর। না না, কিছু করতে হবে না। আমি ঘুমুলেই সুস্থ হব। তুমি এসো, তুমি থাকলেই বকবো, বকলেই নেশা বাড়বে।

নির। আচ্ছা, তবে তুমি স্থির হয়ে শোও গে, আমি আসি।

পুর। হাঁ হাঁ, এসো। স্থির হব—স্থির হওয়া ভিন্ন উপায় কি? এসো এসো, দেরি করো না, আমার নেশা বাড়বে।

নির। আচ্ছা, আমি তোমার চাকরকে ডেকে দিয়ে যাই, তোমার মাথায় জল দিক। তুমি স্থির হয়ে শোও গে।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

নির। বুঝেছি, বুঝেছি, সব বুঝেছি। আমাকে যেমন গোপনে ঘরে নিয়ে যেতো, ওকেও তেম্‌নি নিয়ে যেতো। না না, তা কি হয়? তা হ'লে যে মারা যাব, কি ক'রে প্রাণ ধরবো, বুক ফেটে যাবে। না না, মাধুরী নয়, আর কে!

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। সর্ব্বনাশ হয়েছে, আপনি না উপায় করলে আর উপায় নাই।

পুর। আমি কি উপায় করবো, তার এত ছল, তার এত কপটতা। না না, আমা হ'তে কি উপায় হবে? উপায় তারে করতে বল। নিজের উপায় নিজে করুক, আমা হ'তে হবে না, আমি কি করবো?

গঙ্গা। সে বালিকা, সে কি উপায় করবে? সে সব কথা তার পিতাকে কেমন ক'রে বলবে? অনর্থ ঘটবে আপনি নিবারণ করুন, সে আপনা ভিন্ন কারেও জানে না, সে উন্মাদিনীর মত হয়েছে, দিবা-রাত্রি কাঁদছে। আপনি সব কথা আপনার বন্ধুকে খুলে বলুন। তিনি মহাশয়, এ সব কথা জানলে তিনি কদাচ বিবাহ করবেন না।

পুর। তুমি কি আমার বন্ধুকে দেখেছ? সে আনন্দে উন্মত্ত হয়েছে, পল গুণ্‌ছে, জগৎ মাধুরীময় দেখ্‌ছে। সে আমার বাল্যবন্ধু, এ আনন্দে তারে নিরানন্দ করবো? তার সরল বুকে ছুরি মারবো? এ কাজ আমা হ'তে হবে না। তুমি জান না, পুরুষের প্রাণ তোমাদের মত নয়। লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা করা তোমাদের কাজ, আমাদের প্রাণ সেরূপ নয়।

ঙ্গা। প্রাণের গরব ক'চ্ছেন? এই কি উচ্চ প্রাণের পরিচয়? যে সরলা বালিকা জীবনযৌবন অর্পণ করেছে, তারে অকূলে ভাসিয়ে দেবেন? তারে কলঙ্কিনী কর্‌বেন? তার জীবন শ্মশান কর্‌বেন? ভাল, খুব উচ্চ প্রাণের পরিচয় দিচ্ছেন বটে! কঠিনতার আর এক নাম পুরুষ! নচেৎ এ কমল-কলি চরণে দলিত কর্‌তে পার্‌তেন না।

ুর। কেন, কি বল্‌চো, দোষ কি? আমার বন্ধুর মত জগতে রূপ-গুণ কার? আমার বন্ধুর মত কে আদর জানে? অমন ভাল মাধুরীকে আর কে বাস্‌বে? আমার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই, চোখের দেখা দেখেছি, দুটো কথা কয়েছি। আমায় বন্ধুর আদরে দুদিন পরে ভুলে যাবে। তাকে জিজ্ঞাসা করো, বিদায়ের দিন সে আমায় বলেছে, সে আমায় ভালবাসে না।

ঙ্গা। যদি বুঝে না বোঝেন, তা হ'লে কি ক'রে বোঝাব বলুন? একবার তারে মনে করুন, বিদায়ের চক্ষুজল মনে করুন, দীর্ঘনিশ্বাস মনে করুন, তার সরলতা মনে করুন। প্রফুল্ল কমল-বনে আগুন ধরিয়ে দেবেন না। আপনা ভিন্ন সে কিছু জানে না,—আপনি তার ধ্যান-জ্ঞান—জীবন-সর্বস্ব—হৃদয়েশ্বর।

ুর। কেন কেন, আর কেন জ্বালা দাও, আর কেন হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত কর? সত্য বলেছ, আমি বড় কঠিন, এখনো জীবিত রয়েছি!—কঠিন না হ'লে এতক্ষণে ফেটে যেতেম। পুড়ে খাক হ'চ্ছি, তবু দারুণ অনল চেপে রেখেছি।

ঙ্গা। মহাশয়, অনর্থক কেন এ জ্বালা সহ্য করছেন? কেন আর একজনকে জ্বালাচ্ছেন? কেন বালিকার সর্বনাশ,—আপনার সর্বনাশ কর্‌ছেন? সব দিক বজায় থাক্‌বে, আপনি সমস্ত কথা বন্ধুকে ভেঙ্গে বলুন। দেখুন—বালিকা আপন প্রাণ মন সর্বস্ব আপনাকে অর্পণ করেছে। তার সঙ্গে অন্যের বিবাহ হবে, এতে তার সর্বনাশ হবে, আপনার অধর্ম হবে। আপনার বন্ধুকে বলুন, বালিকার মিনতি রাখুন। আপনার বন্ধুর অতি উচ্চ প্রাণ, জান্‌লে কখনো এ অনিষ্ট ঘট্‌তে দেবেন না।

ুর। নিরঞ্জনের উচ্চ প্রাণ, তা তুমি আমার কাছে পরিচয় দিচ্ছ? এ কথা আমি জানি না? আমার মত সে সব পারে, সে আপনাকে বিসর্জন দিতে পারে, সে সর্বত্যাগী হ'তে পারে। আমি বললে সে সমুদ্রে ভেসে যেতে প্রস্তুত। তুমি জান না, আমি তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। আমার মলিন মুখ দেখ্‌লে সে দশদিক্‌ অন্ধকার দেখে, ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, ক্রীতদাসে যেমন মন যোগায়, সেইরূপ আমার শুশ্রূষা করে,—এই বন্ধুর প্রাণে আমি আঘাত দেব?—একজন স্ত্রীলোকের জন্য এই বন্ধুকে আমি পর কর্‌বো?—কখনো না—কখনো না—প্রাণ থাক্‌তে না। আমি মরি মলুম, মাধুরী মরে মরুক, ধর্ম্ম নষ্ট হয় হোক, সংসার ভেসে যায় যাক, নিরঞ্জন সুখে থাকুক।

গঙ্গা। বুঝ্‌লেম—অবলা অকূলে ভাস্‌লো।

পুর। তুমি যাও, আর সে কথা তুলো না। মাধুরীকে মনে হ'লে আমি স্থির থাকতে পার্‌বো না, আমি কর্ত্তব্য ভুলে যাব, বন্ধুকে ভুলে যাব, আমি কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার কর্‌বো, আমি নিরঞ্জনের সর্বনাশ কর্‌বো। যাও—যাও।

গঙ্গা। এর অধিক আর কাপুরুষত্ব কি কর্‌বেন?

পুর। তিরস্কার কর, যত পার তিরস্কার কর, তারে তিরস্কার কর্‌তে বলো। ভেব না—ভেব না—আর পৃথিবীতে আমার স্থান নাই। আমি প্রাণ-ত্যাগ ক'রে তার হৃদয়ের কণ্টক দূর কর্‌বো, আমি ম'লে সব কণ্টক দূর হবে, দুদিন সকল স্মৃতি লোপ হবে, নিরঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাক্‌বে।

[পুরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। আমিই সর্বনাশের মূল! কি উপায় কর্‌বো?—কেন দুজনের মিলন ক'রে দিয়েছিলেম? আমি রাজা উদয়নারায়ণকে কি জানাব? কি ফল হবে—আমারই প্রাণবধ হবে। জান্‌লেও এ বিবাহ বন্ধ হবে না। পুরঞ্জন এর না উপায় কর্‌লে উপায় হবে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—*—

পুষ্পবাটিকা।

(রঙ্গলাল ও নিরঞ্জন)

রঙ্গ। তোমার কিছু গাঢ় প্রণয়।—প্রেম হ'তে না হ'তে বিরহ-যন্ত্রণা। এই তো তোমার বাপও বিবাহ দিতে রাজী হয়েছেন, আর উদয়নারায়ণ তো—"খ্যাপা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা," তোমার বাপের কথা বজায় রেখে, তোমাদের কুলপ্রথা-মতে এত বড় একটা মানী লোক হয়ে, ক'নে ঘাড়ে ক'রে তোমাদের দেশে বিবাহ দিতে আস্‌ছে, এখন আর দুর্ভাবনা কেন?

নির। দুর্ভাবনা কিসের?

রঙ্গ। দুর্ভাবনা কিসের? নাগাড় দুর্ভাবনা চলেছে। এতেও যদি তোমার না ভরপুর হয়ে থাকে, তোমার পীরিতকে দুশো ছেলাম!

নির। আমার মনে বড় দুঃখ হয়েছে।

রঙ্গ। সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, লম্ফ-ঝম্প—প্রেমের অঙ্গ, এ সব ত আছেই,—এ সব তো আর নূতন নয়।

নির। দেখ, পুরঞ্জনের মনে কি হয়েছে,—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। যে বাল্যাবধি আমার জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, সে যেন ইচ্ছা ক'রে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে। সদাই অন্যমনস্ক, সদাই মলিন বদন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, আমাদের সঙ্গ ছেড়ে নির্জ্জনে নদীর ধারে গিয়ে ব'সে থাকে।

রঙ্গ। ওর বাড়ীর কোন দুর্ঘটনা হয় নাই তো?

নির। এই তো আমোদ ক'রে বাড়ী থেকে এলো।

রঙ্গ। হয়েছে, রোগের লক্ষণ আমি বুঝেছি। এখন মনে পড়্‌লো—তোমার সঙ্গে রাজসাহী বরাহ শীকার করতে গিয়েছিল।

নির। তাতে কি?

রঙ্গ। পীরিতে পড়েছে আর কি।

নির। কিসে জান্‌লে?

রঙ্গ। ও একলষেঁড়ে চাল প্রায়ই পীরিতের লক্ষণ।

নির। না না পীরিতে পড়বে কেন?—বরাবরই তো জানিস্, তার বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা নাই, আর কিছু হয়েছে?

রঙ্গ। কেন, তোমারও তো বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। তার পর রাজসাহী হতে এসে পীরিতে একেবারে লাট্টু হয়ে গেছ। উনিও রাজসাহী গিয়েছেন, শীকারেও ফিরেছেন, তোমার মত দৈববিপাকবশতঃ কোন কামিনীর কুঞ্জে গিয়ে পড়বার আপত্তিটে কি? তার পর শীকার করতে গিয়ে তোমারই মতন শীকার হয়ে এসেচেন।

নির। দ্যাখ্‌ তোর কথাটা আমার এক রকম লাগচে। আমি যখন রোজ সন্ধ্যাবেলা গোপনে মাধুরীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতেম, ও-ও কোথা যেতো। আমি আগে ফিরে আস্‌তুম কোন কোন দিন সে আগে ফিরে আস্‌তো

রঙ্গ। তার পর তোমার জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌তে,— "এই এদিকে একটু বেড়িয়ে এলেম" সেও বল্‌তো "এই ওদিকে একটু বেড়িয়ে এলেম।" পরস্পর কেউ কারুকে কিছু ভাঙ্গতে না।

নির। তুই খুব বিদ্বান্ আমি শুনেছি, কিন্তু তোর এমন যে হাতগোণা বিদ্যা আছে, তা আমি জান্‌তেম না। দ্যাখ এখন আমার মনে পড়ছে। আমিও যেমন কখন বেরুই কখন্ বেরুই কর্‌তেম, ও-ও তেমনি কখন বেরুই কখন বেরুই করতো, আর আমিও যেখানে মাধুরীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতেম, ও-ও বোধ হয় তার কাছা-কাছি কোথায় যেতো। হুঁ—ঠিক।—বোধ হয় সেই বাড়ীতেই কার সঙ্গে দেখা কর্ত্তো।—হাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে—ঐ ই বটে। একদিন দুপুরে গিয়ে বেরুতে দেখেছি,—অন্ধকারে আমি ভাল করে ঠাওরাতে পারি নাই। আর মাঝে মাঝে পথে দেখা হতো। আমি ওরে দেখেও দেখতেম না পাশ কাটিয়ে চলে যেতেম।

রঙ্গ। তুমি একা পাশ কাটাতে না, ও-ও পাশ কাটিয়ে সর্‌তো। তুমিও যেমন দেখেও দেখতে না, ও-ও তেমনি দেখেও দেখতো না। এবার ঠিক ধরেছি, পীরিতে পড়েছে।

নির। আচ্ছা, তুইও কেন পীরিতে পড়্ না—তুই একা কেন ফাঁকে পড়িস্?

রঙ্গ। রসো, প্রেমতীর্থ রাজসাহী একবার ভ্রমণ করে আসি। রাজসাহী তো নয়—বোধ হয়, ঐখানে প্রমীলার পুরী ছিল, দেখছি—প্রেমের বাগান, দু দুটো বয়াটেকে প্রেমে জর-জর ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

র। নে, তুই-ও একটা দেখে শুনে পীরিতে পড়।

দ। ও দেখে শুনে কি আর পড়ে?—পড়বো যখন হুমড়ি খেয়ে পড়বো।

র। আচ্ছা, তুই যে কর্‌বি নে?

দ। যে কর্‌বো না বল্‌বো, যখন মেয়েমানুষবংশ নির্ব্বংশ হবে; কিংবা যখন কণ্ঠশ্বাস হবে। নইলে তোমাদের মতন তাল ঠুকে পালোয়ানী ক'রে বেড়াতে বেড়াতে আর কুঞ্জে গিয়ে সেঁধুবো, হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে থাক্‌বো, আর সরল প্রাণে তিন পাক রে গাঁট দেবো।

র। সে কি, প্রেমে নূতন জীবন হয়, তা জানিস্? সে দিন গান গাইলে শুন্‌লি নি—"পীরিতে গজায় নূতন প্রাণ"।

। পুরোণো প্রাণে এখনও একটু দরদ আছে, প্রেমের শুঁটকো চারা সখের হৃদ্‌বাগানে পুঁততে চাই নি।

র। প্রেম শুঁটকো?—কে তোরে বিদ্বান্ বলে? তুই মূর্খ। প্রেমে প্রাণ উদার করে, তা জানিস্?

। এই যেমন উদার প্রাণ তোমরা দু'জনে হয়েছ। বাবা, আমি ঢের দেখেছি, যেই একটি মাগী জুটলো, অম্‌নি লুকোচুরী আরম্ভ হলো, বন্ধুত্বের গলায় অম্‌নি পিণ্ডি পড়লো, মনের দ্বারে অম্‌নি বিধুমুখী চাবী দিলেন! আপনা হতেই বোঝ না। এক আত্মা, এক প্রাণ—দুই বন্ধুতে শীকারে গেলে, তার পর বিধুমুখীদের পাল্লায় প'ড়ে মনের দোরে আগড় দিয়ে জুদো হয়ে এলে, প্রেমের কথা কেউ কারেও ভাঙ্গলে না।

। আমি যে ভাই, কুর্কুটেগিরি করে ভাঙ্গিনি, তা নয়, আমি ওরে ভয় করতুম। ওর বড় পটপটানি, জানিস্ তো, মেয়েমানুষের মুখ দেখতে নাই বল্‌তো; কি জানি উপদেশের লম্বা এক ছড়া আউড়ে দেবে, তাই বলি নাই।

। ও-ও উপদেশের ভয়ে তোমায় ভাঙ্গে নাই, তা জেনো। তুমিও কি কম পালোয়ানী করতে, তুমিও যে কতবার বল্‌তে, "মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াতে নাই।" তোমারই মুখে শুনেছি, মেয়েমানুষের পাল্লায় প'ড়ে দশরথ রামকে বনে দিলেন, কৃষ্ণ গয়লার ভাত খেয়ে বাঁশী বাজালেন—তার পর বিধুবদনীর পায়ে ধ'রে আমানী খোঁমানী কাঁদ্‌লেন।

নির। ভাখ ভাখ, পুরঞ্জন আমাদের দে'খে স'রে যাচ্ছে, আজ ওরে চাপাচাপি করে ধর্‌তে হবে। দেখতে পেয়েছি হে—দেখতে পেয়েছি, পালাচ্ছ কোথায়?

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। এঁ্যা—তোমরা হেথায়?

রঙ্গ। আমি ভাই, পালাবো পালাবো কর্‌ছিলুম, কোন নদীর ধারে গিয়ে ভাবছিলুম, দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বো, কিন্তু নিরঞ্জন ছাড়ে না, ও ওর প্রেমের কথা বল্‌ছে।

পুর। কেন, নদীর ধারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বে কেন?

রঙ্গ। কেন? রাজসাহী যে তোমাদের একচেটে জায়গা, তা ত নয়, আমি শীকার করতে গিয়েছিলেম। তোমাদের মতন আমারও এক জমীদারের বাড়ীতে হোরির নিমন্ত্রণ হয়। সেইখানে হোরি খেল্‌তে খেল্‌তে বাগানে তোমাদেরই মতন এক নাগরীর সঙ্গে দেখা; তার কি রূপ! কি গুণ! চকোর খেতে মুখে চাঁদ এসে নাবছে, মৃণালের মত সরু সরু কাঁটাওয়ালা দুই ভুজ, হাত দু'খানি সহস্রদলপদ্ম ফুটে রয়েছে, আর পদ্মপাতার মতন ঘোরালো দুই চক্ষু—তাতে আরক্ত আভা, সদ্য যেন ছাগল কেটে রক্ত দিয়েছে! কম্বুকণ্ঠী বামা পোঁ পোঁ মধুর ধ্বনিতে যেন আরতি কর্‌তে লাগলেন। আমি অম্‌নি অনিমিষ-নয়নে লাল দুই ত্যালাকুঁচা অধরে কোকিলের মত শাঁস খাবার জন্যে অধীর হলেম; এখন সেই ত্যালাকুঁচা অধর-শাঁসের বিরহে আমার কোকিল-প্রাণ নিরিবিলি কোন্ নির্জ্জন কুঞ্জে কু কু কর্‌বে ভাবছে।

পুর। তুই নেহাত বেল্লিক, কে বলে তুই লেখাপড়া শিখেছিস্?—কবিরা মৃণাল-ভুজ, কম্বুকণ্ঠী, বিম্বাধর, করকমল, মুখচন্দ্র ব'লে বর্ণনা করে, তাই তোর ঠাট্টা হচ্ছে, তুই নেহাত বেরসিক।

রঙ্গ। ব্যস্—রাজসাহী বেড়িয়ে এলেম, আবার বেরসিক? প্রাণে কবিতার লহরী খেল্‌ছে।

"ভ্রমণ করিনু সখা রাজসাহী বিমল আকাশে,
পুরাতন কেশজাল তার ছিল জাগিয়া বসিয়ে,

লম্ফ দিয়া ধরিল আমায়—সুপ্রবীণা সে নাগরী,
মরি, হৃদয়ে কৈল বিদ্যুৎগর্জ্জন।

নির। আঃ, চুপ কর। পুরঞ্জন, তোমার কি হয়েছে ?

পুর। সে কি হে, কি হবে ?

নির। কেন ভাই, আমাদের কাছে গোপন কর কেন ? তুমি বল, আমার মনে বড় কষ্ট হয়েছে। এই জিজ্ঞাসা কর, রঙ্গলালকে আমি এই কথা বলেছিলুম। দু'দিন বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌লে না, আমার কাছে ছুটে এলে। কিন্তু আমি যখন পরিচয় দিলেম যে, রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছে, তুমি যেন কি রকম হয়ে গেলে। এ বিবাহে কি তোমার অমত ?

পুর। না না, তুমি তারে ভালবাস, সে যদি তোমায় ভালবাসে, তা হ'লে আমার অমত ঠাওরাও কেন ?

নির। তোমায় তো বলেছি, সে ভালবাসে কি না জানিনে, কিন্তু আমি তারে যেদিন অবধি দেখেছি, সে দিন হ'তে তারে আমি ভুলি নাই, কিন্তু বল, যদি তোমার অমত হয়, আমি প্রাণ ছিঁড়ে ফেলে দেব, তোমার অমতে কোন কার্য্যই করবো না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। পুরঞ্জন, আমি ভুলি নাই, যে জিনিস তোমার মিষ্ট লাগ্‌তো, সেই জিনিস তুমি আমায় দেবার জন্য তুলে রাখতে, আমি পড়া বুঝ্‌তে পার্‌তেম না, তুমি আমায় শিক্ষা দিতে; তোমার শিক্ষায় আমি অস্ত্রবিদ্যায় দেশবিখ্যাত। বাল্যকালে আমার প্রায়ই উৎকট পীড়া হতো, তুমি জীবন উপেক্ষা ক'রে আমার শুশ্রূষা করতে। তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে বিদেশে আমার কাছে থাক্‌তে ভালবাস। তুমি বল, এ বিবাহে কি তুমি অসম্মত ?

পুর। না না, কেন তুমি এ কথা মনে কচ্ছ ? তুমি আবার কি ভাব্‌বে—আমার শরীর বড় অসুস্থ কে জানে, কেন এমন হয়েছে; আমার অমত নয়, আমার অমত নয়! আমি ভাই চল্লুম, কতকগুলা পত্রের জবাব দিই নাই, জবাবগুলো দিতে হবে, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান

নির। কেমন হয়েছে দেখলি ?

রঙ্গ। আচ্ছা, বলছি। তোমরা দুজন রাজসাহী গেলে, তুমি ডাল নুইয়ে ধর্‌লে, রূপসী ফুল পেড়ে নিলেন, তার পর উদয়নারায়ণ তোমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল, সে দিন হোরি, তোমরা দুজন রইলে, তার পর ?

নির। তার পর তো বলেছি, ভাং খেয়ে গায়ে ফাগ দেওয়া-দেওয়ি করলেম, তার পর নেশার ঝোঁকে অন্দরমহলে উপবনে গিয়ে পড়ি, দেখলেম, ওড়নাতে ফাগ নিয়ে, ফাগে সর্ব্বশরীর লাল, একটি যুবতী দাঁড়িয়ে।

রঙ্গ। তিনি সেই রূপসী, যিনি—তুমি ডাল নুইয়ে ধরেছিলে, তিনি ফুল পেড়ে নিয়েছিলেন। তার পর ?

নির। আমি সম্মানের সহিত তার গায়ে ফাগ দিলেম, যুবতীও হেসে আমার গায়ে ফাগ দিলে। এমন সময় কে একজন মাধুরী মাধুরী বলে ডাক্‌লে, সে অমনি চ'লে গেল।

রঙ্গ। তাই বুঝ্‌লে, যুবতীর নাম মাধুরী ?

নির। হাঁ, তার পর অনুসন্ধানে জান্‌লেম, মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা।

রঙ্গ। মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা হ'তে পারে, কিন্তু তুমি যারে দেখেছ, তার নাম মাধুরী কি না, ঠিক জান ? সে যুবতী মাধুরীর কোন সখীও তো হ'তে পারে ?

নির। না না, আমি যারে দেখেছি সেই মাধুরী! তার পরিচ্ছদ চাল-চলন সব রাজকুমারীর ন্যায়। উদয়নারায়ণের একটি বই কন্যা নয়, তবে সে যদি মাধুরী না হয়, তবে অমন সুন্দরী, সুবেশা রমণী উদয়নারায়ণের অন্তঃপুরে আর কে হবে ?

রঙ্গ। বুঝ্‌লেম, তোমার রোগ এইখানে ধর্‌লো। তার পর একটু স্মরণ করো,—তুমি যখন নেশায় মেতে হোরি খেল্‌তে লেগে গেলে, তখন বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ পুরঞ্জনও হোরিযুদ্ধে মেতেছিলেন ?

নির। না, সে দিন যে ও কোথায় ছিল, তা আমি জানি নে। সে রাত্রে দেখাও হয় নাই। পরদিন প্রাতে শুন্‌লেম, বড় নেশা হয়েছিল, রাজবাড়ীতেই ছিল।

রঙ্গ। দেখ, তুমি ঠিক জেনো, ঐ বাড়ীতে তিনিও কোথায় হোরি খেলেছেন।

নির। তার পর?

রঙ্গ। কালসাপ বুকে কামড়ে দিয়েছে আর কি।

নির। তোর সাক্ষাতে কোন কথা ভেঙ্গেছে না কি?

রঙ্গ। ও ভাঙ্গ্‌বার কথা নয়। এমন হৃদ্‌বন্ধু অতি বিরল, যিনি প্রেমের কথা ভাঙ্গেন।

নির। তোর কি ঠিক বোধ হয়, কারও প্রেমে পড়েছে? তা যদি হয়, আমি সে কথা বার ক'রে নিচ্চি।

রঙ্গ। সে বল্‌বে না।

নির। কি, আমায় বল্‌বে না? আমার সঙ্গে কপটতা কর্‌লে তার সাম্‌নে আমি বুকে ছুরি দেব না? আমার বিমর্ষ দেখ্‌লে সে অধীর হয়, তা তো তুই জানিস্।

রঙ্গ। আচ্ছা, মনে কর, যদি সেই মাধুরীই ওর গায়ে ফাগ দিয়ে থাকে, অম্‌নি ক'রে হেসে চ'লে গিয়ে থাকে।

নির। সে কি? তাও কি হয়?

রঙ্গ। হবার তো বিশেষ আপত্তি দেখ্‌ছি নে। বোঝ, আমোদ ক'রে দেশ থেকে তোর বাড়ী এলো, বের কথা শুনে আমোদ কর্‌লে—তার পর যেই শুন্‌লে, উদয়নারায়ণের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, অম্‌নি মাথা ধর্‌লো, ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়, তোর সঙ্গে দেখা করে না। এ দিকে রাজসাহীতে তুমিও যে দিকে মাধুরীকে খুঁজতে, সে দিকে তার দেখা পেতে, আর চক্ষের উপর দেখ্‌লেম, কথা শুন্‌তে পার্‌লে না, মুখ কেমন হয়ে গেল, শরীর অসুখ, বাড়ীতে চিঠি লেখার ধুম পড়্‌লো, এ দিকে যাচ্ছিলেন নদীর ধারে।

নির। অ্যাঁ অ্যাঁ! তোর কথা আমার সত্যই বোধ হচ্ছে। তা হ'লে কি হবে?

রঙ্গ। হবে আর কি, যখন এক সর্ব্বনাশী এসে মাঝ্‌খানে জুটেছেন, তখন বন্ধুবিচ্ছেদ, মনঃকষ্ট, এই আর কি। শেষ তুমি ঘরের ছেলে ঘরে থাক্‌বে, ও ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাবে। মুখ-দেখাদেখিটি পর্য্যন্তও থাকবে না।—আর ছুরি-ছোরাও যদি চ'লে যায়, তাতেও আমি আশ্চর্য্য হব না। ইস, তোমার ভাব ঘোরাল হয়ে আস্‌ছে দেখছি। একটা কিছু কেলেঙ্কার বাধাবে।

নির। তুমি ওকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার?

রঙ্গ। ধর কর্‌লুম। আর ধ'রে নাও, সে সব মনের কথা খুলে বল্‌লে। জানা গেল যে, ঐ মাধুরীই তার বুকে ছুরি মেরেছে।

নির। তা যদি সত্য হয়, আমি মাধুরীকে চাইনে, ওর সঙ্গেই বে দেবার চেষ্টা পাব। মাধুরী যেমন সুন্দরী, তার যোগ্য আমি নই, সুরঞ্জনই তার যোগ্য।

রঙ্গ। বিবাহ ত দেবে—তার পর বনগমন কর্‌বে বাসনা ক'চ্ছ? তোমার উঁচু প্রাণ, লম্বাচওড়া ঝাড়্‌ছো বটে, আর যে কর্‌বে, তাও আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তার পর ঘরে টেঁকতে পার্‌বে না চাঁদ, প্রাণ হু হু কর্‌বে। আর যদি সত্যি পীরিতে প'ড়ে থাক, সে ছিনে জোঁক ছাড়্‌বে না। ভুল্‌বো মনে কর্‌লেই মানুষ যদি ভুল্‌তে পার্‌তো, তা হ'লে দুনিয়ার মেয়েমানুষের প্রেমোন্মত্ত কেউ কর্‌তো না, এই তোরে পাকা বল্‌লুম। ও প্রেম কাঁটালের আটা, এখনও এমন তেল বেরোয় নি, যাতে ও আটা ছাড়ায়।

নির। হুঁ।

রঙ্গ। এই দেখ না, এখন হ'তেই "হুম-হাম" আরম্ভ। একটা কথা শুন্‌বে?

নির। কি?

রঙ্গ। যদি এক রূপসী উভয়ের প্রাণ হয়ে থাকেন, তবে উভয়েই প্রেমে ইস্তোফা দাও। অমন যোনাড়া ধনী কেউ ঘরে এন না।

নির। তুমি ঠিক বল, জীবন সমস্যাপূর্ণ।—আমার জীবনে এই প্রথম সমস্যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

উদ্যানসংলগ্ন নদীতীরস্থ পথ।

(পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন)

নির। হেরিয়ে তোমায় মম উদ্বাহ-সময়,
হয়েছিল কি আনন্দে পূর্ণিত হৃদয়—
কথায় কি কব,
বুঝ তুমি আপনার মনে।
কিন্তু হরিষে বিষাদ,
বিবাহের সাধ
আর মম নাহি পুরঞ্জন!
হেরি তব দিবানিশি মলিন বদন,
দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন ;
তব প্রফুল্ল বদনে
নাহি সে আনন্দ-ছবি।
প্রাণ সম মাধুরী আমার।
কিন্তু হেরি তোমার এ দশা,
প্রেমের পিপাসা নহে আর বলবতী।
যারে করি ধ্যান, ধরা মম স্বর্গ হ'তো জ্ঞান,
সে ছবি বিষাদ-পূর্ণ আজি।
বিষণ্ণ তোমারে সখা হেরি
মাধুরীর নাহি সে মাধুরী,
বল ভাই এ ভাব কি হেতু তব ?
এ জীবনে প্রিয় বস্তু যা আছে আমার,
সকলি অসার,
এ দশা তোমার আর সহিতে না পারি।
মনোভাব কি হেতু গোপন কর ?
জান তুমি, যদি তব হয় প্রয়োজন,
এ জীবন বিসর্জন দিব অনায়াসে।
বল বল কেন তব হেন দশা ?

পুর। তুমি চির-আনন্দ আমার,
দুই দেহ তুমি আমি এক প্রাণ।

নির। তবে কেন দীর্ঘশ্বাস প্রকাশে হতাশ ?
তবে কেন সজল নয়ন,
অবিশ্বাস কি হেতু আমায়,
মনের কপাট নাহি খোল ?
যেবা প্রয়োজন,
বিষাদের যে হয় কারণ,
করি জীবন অর্পণ,
মোচন করিব তাহা।
কপটতা ক'রো না আমার সনে।

পুর। কেন হে বিষাদ-পূর্ণ করিব তোমায় ?
যে পীড়ায় নাহিক উপায়,
শুনি তব বেদনা বাড়িবে,
উপায় না হবে ;
জানালে বাড়িবে জ্বালা না হবে নির্ব্বাণ।

নির। সন্দেহ কি জন্মেছে হে বন্ধুত্বে আমার,
যেই হেতু যত্নে কর হৃদয় গোপন ?
পর কি হয়েছি এতদিনে ?
খেলিতাম বালক যখন,
হ'লে কোন বিষাদ-কারণ,
ছুটিয়ে আসিয়ে,
গলা ধ'রে কহিতে আমারে ;—
তবে কি হেতু এ কপটতা আজি ?
ভেবেছ কি মনে,
বাল্যবন্ধু তব ভুলিয়াছে পূর্ব্ব-ভালবাসা ?
বাল্যক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ,
জীবন উৎসর্গ পরস্পরে,
আজি কি হে তার ভাবান্তর ?
প্রাণান্তরে সম্ভব তো নয়।
হেন কুটিলতা কি হেতু জন্মিল তব মনে ?
দেখেছ কি কভু মম কুটিল আচার ?
কুটিলতা করি হেন হয় যদি মনে,
তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
অন্তরের অভ্যন্তর দেখাব তোমায়!
বিচ্ছেদ-আশঙ্কা মম বাজ সম বাজে।
তোমা বিনে কে আছে আমার ?

পুর। হয়েছে হৃদয়ে তব প্রেমের সঞ্চার।
মাধুরী তোমায় করিয়াছে
প্রেমে প্রতিদান।
কেন প্রাণ করিবে শ্মশান
শুনিয়ে হৃদয়-ব্যথা মম ?

নির। বল, নহে বুঝে যাই
বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ এতদিনে।
ভাই ভাই, আত্মঘাতী করিবে আমায় ?

পুর। না জান, না জান সখা,
কিবা অস্ত্র ধরি এ জিহ্বায়,
ছিন্ন প্রাণ হবে এক ঘায়।

কর সংবরণ,—জেনো না কারণ,
উদ্গারিতে দারুণ অনল
করো না হে অনুরোধ।
ভস্ম হবে,
ভস্ম হবে দুর্দ্দম গরলে।
নির। চাহ যদি দেখিতে মরণ—
করহ গোপন,
নহে জানাও বেদনা তব!
পুর। ভাই, বিষম সঙ্কট!
নির। হা রঙ্গলাল, সত্য তব অনুমান!
নিদারুণ প্রেমের মমতা,
বুঝেও না বুঝে মন!
খুলিয়াছে মমতার আবরণ।
পুর। কি কি?
নির। পুরঞ্জন, প্রবঞ্চনা ক'রো না আমার সনে,
বুঝিয়াছি কি পীড়া তোমার।
করো না গোপন,
বান্ধব তোমার আমি,
মুগ্ধ তুমি মাধুরীর প্রেমে—
সে তোমার প্রেমে বাঁধা।
দিও না হে মনে স্থান,
হেন হীন প্রাণ বন্ধুর তোমার,—
বিচ্ছেদ ঘটিবে তোমা সনে,
সামান্য নারীর তরে।
শপথ তোমার,
তব প্রণয়িনী আজি হ'তে আমার ভগিনী,
বান্ধব-রমণী আদরিণী।
তুমি যোগ্য তার!—
মিলন হেরিয়ে আমি জুড়াব জীবন।
পুর। এ কি এ কি, নিরঞ্জন!
কেন দাও আত্ম-বিসর্জ্জন?
ভালবাস তুমি তারে,
সে বিনা হইবে তব জীবন শ্মশান।
বন্ধু হ'য়ে বুকে ছুরি হানিব তোমার!
ছি ছি, ব্যথা আর দিও না আমায়।
সত্য ভালবাসি তারে,
ভুলে যাব দিন দুই পরে।
কিন্তু যদি ভুলিতে না পারি,
এলো গেলো কিবা তাহে।
তোমা হেতু জীবন অর্পণ।
তার নহে জান তুমি!
ভালবাস তারে।
যদি না হয় মিলন,
তিক্ত হবে সংসার তোমার।
নির। রূপ-মোহে মুগ্ধ মন;
প্রণয়ে আবদ্ধ নহি তোমা সম!
পুর। ভাল নাহি বাস তারে?
উদ্বাহের কথা মোরে কহিলে যখন
অন্তরের প্রেম তব দেখেছি নয়নে,
শুনিয়াছি, বচনে সে প্রেমের উচ্ছ্বাস,
ছিলে তুমি আনন্দে বিভোর।
আজি হের দর্পণে বদন,
নাহি সে আনন্দভাব—
অন্তর-মালিন্য দেয় পরিচয় মুখে।
করি তারে ত্যজিবারে পণ,
রসহীন করো না জীবন।
তব সুখের জীবনে দুঃখের কারণ
কি হেতু করিতে চাও সুহৃদে তোমার?
দেহ বিদায় আমায়
দেশে যাই চ'লে,
দিন দুয়ে যাব সব ভুলে।
দ্বিচারিণী পত্নী কি করিবে মোরে দান?
এই কি হে বন্ধুত্ব তোমার?
তোমার রতন করিব গ্রহণ
বন্ধুর কি এই উপহার?
পুর। কেন, কিসে দ্বিচারিণী?
হয় নাই উদ্বাহ আমার সনে।
নির। কহ সত্য, লুকায়ে রেখোনা কথা,
দোঁহে দোঁহা প্রেমে বাঁধা বুঝেছি নিশ্চিত।
পুর। শুন তবে স্বরূপ ঘটনা।
হোরি খেলা হয় যেই দিন,
নর্ত্তকী অনেক
লয়ে গেল মাধুরী-সদন।
সেথা পরস্পর হলো বাক্যালাপ।
কিন্তু বাসে না বাসে ভাল,
স্থির আমি না জানি অদ্যাপি।
বলেছিল বাসি ভাল,
কিন্তু বিদায়ের দিনে
চুপেচুপে কহিল আমায়—
তোমারে বাসি না ভাল।

শপথ তোমার—
সন্দেহের ছায়া প'ড়ে রয়েছে হৃদয়ে।
নির। যাইতে কি নিত্য তার পাশে?
বিদায়ের কালে
পুনঃ আসিবারে অনুরোধ করিত রূপসী?
পুর। হাঁ, কিন্তু কে বোঝে নারীর মন!
নির। কারে কহ ভালবাসা?
পূর্ব্বরাগে হয় সত্য সন্দেহ-সঞ্চার,
মনে হয় বাসে বা না বাসে ভাল।
কিন্তু তুমি বুঝহ লক্ষণ,
অবহেলি কলঙ্কের ডর,
গোপনে আনিত নিত্য নির্জ্জন আলয়!
কেন? কিবা অভিপ্রায়?
নহে কি এ প্রেমের লক্ষণ?
পুর। তুমি কিন্তু বলেছ আমায়,
দাঁড়াইত তব প্রতীক্ষায়।
নির। ভ্রম মম,
প্রতীক্ষায় থাকিত তোমার।
কর' অঙ্গীকার গ্রহণ করিবে তারে।
নহে শুন স্বরূপবচন,
শেষ দেখা তোমায় আমায় আজি।
পুর। কহ যাহা সম্ভব কিরূপে?
তব কুলপ্রথামত,
কন্যা লয়ে আসে রাজা উদয়নারা'ণ।
সম্বন্ধ তোমার সনে,
মোরে কেন করিবে অর্পণ?
লোকে কিবা কবে,
দেশে দেশে কুরব রটিবে,
এ ঘটনা কিরূপে সম্ভব?
বিশেষতঃ জানি না নিশ্চয়,
নহে তব প্রেম-পিপাসিনী।
ক্রীড়াচ্ছলে হয় তো বা ডাকিত আমারে,
অসম্ভব নয়,
বালিকা সে নির্ম্মল-হৃদয়,
বোঝে নাই পরিণাম।
নির। বিশ্বাস যদ্যপি তব থাকে মম ভাবে,
মন্ত্রণা সয়ো না আর।
প্রেমাধীনী সে রমণী তব।
মনে মনে বুঝ নিজ মন,
সরল অন্তর নাহি করে কপটতা।
পুর। কহ ভাই, কিরূপে প্রবোধ দিব মনে,
ছিন্ন করি তোমার হৃদয়?
নির। মম মমতায় কর্ত্তব্যে না হও পরাঙ্মুখ,
ভাসায়ো না অকূলে বালায়।
মন-প্রাণ অর্পেছে তোমায়,
যদি মোরে হবে বিচারিণী।
আমিও বা কিরূপে তাহারে লব গৃহে?
তুমি যদি কর পরিহার,
কি উপায় আছে তার আর?
হিন্দু-নারী অকূলে ভাসিবে,
নহে ধর্ম্ম নষ্ট হবে।
জেনে শুনে হেন আচরণ
উপযুক্ত নহে তব।
পুর। সত্য যদি হয় এ সকল,
ভাল যদি বাসে সে আমায়,
সম্মত কথায় তব আমি।
কিন্তু মম সনে বিবাহ তাহার
কেমনে হইবে?
নির। আমি তার করিব উপায়।
পুর। কি উপায়?
পিতারে তোমার কহিবে এ বিবরণ?
নির। ক্ষতি কিবা?
পুর। না না—
কলঙ্ক রটিবে তার ভুবন ভরিয়ে।
গোপনে সে লয়ে যেত নির্জ্জন আবাসে
লোকে শুনে কি বলিবে?
একে আছে কলঙ্ক মাতার তার,
তার পর এ ঘটনা হ'লে প্রচার,
বেশ্যাসুতা—বেশ্যাধিক কহিবে সকলে।
সে যদি না জানাত বারতা,
তনুত্যাগে এ কথা না কহিতাম কারে।
মিনতি তোমায়,
জানাইও না অন্যে তোমার।
নির। মাধুরীর কলঙ্কে তোমার ডর!
আশঙ্কায় প্রকাশে হৃদয়-অনুরাগ,
ভালবেসে বুঝিয়াছি আতঙ্ক প্রেমের।
রহ নিশ্চিন্ত-হৃদয়,
আমি করিব উপায়,
এস ভাই, সখারে করহ আলিঙ্গন।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—•—

শিবিরাভ্যন্তর।

(মাধুরী)

মাধুরী।— (গীত)

কোর হে দিনমণি।
যেও না কলঙ্ক-ঘোরে ফেলিয়ে দীনা রমণী॥
…হ তম-সহচরী আসে নিশা নিশাচরী,
যেও না তিমির-অরি, আঁধার করি ধরণী॥
…রা হেরি ধরা'পরে, ছায়া ঢাকিবে অন্তরে,
হরি জনমের তরে সতীত্ব হৃদয়মণি॥
…র পুনঃ হেমভূষা, প্রকৃতি হাসাবে উষা,
রহিবে অন্তরে নিশা সহ অনুতাপ-ফণী॥

মাধুরী। এই তো সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, রাত্রি এলো, আমারও বলিদানের সময় হ'লো। যে দিন গেল, আর ফিরবে না, সে ছেলে-খেলা ফিরবে না, সে চঞ্চলতা ফিরবে না, সে মনের সরলতা ফিরবে না! দিনদেব, আজ তোমার সঙ্গে সব অস্ত গেল। আজ নির্ম্মলা দেখ্‌ছো, কাল প্রাতে হেসে যখন উদয় হবে, দেখবে, আমি আর সে নির্ম্মলা বালিকা নাই,—পরে স্পর্শ করেছে, পরের গলায় মালা দিয়েছি, আর সে সরল অকপট হৃদয় ফিরে পাব না, আর মনের কথা কেউ জানবে না। সন্ধ্যার ছায়া যেমন তোমায় ঢাকছে, কলঙ্কের ছায়া আমার অন্তঃকরণ আবরণ কচ্চে। আত্মহত্যা মহাপাপ কেন? কোথায় যাব? পিঞ্জরের পাখী কোথায় পালাব? দিনদেব! শুনেছি তুমি রূপের আকর, আমায় কুরূপা কর! ঘৃণা ক'রে যেন কেউ আমায় স্পর্শ না করে। কি হবে? কে আমায় রক্ষা করবে? শেষে কি দ্বিচারিণী হলেম!

(উদয়নারায়ণের প্রবেশ)

উদয়। হ্যাঁরে, ললিতার অসুখ হয়েছে শুনে, তার জন্তে বজরা রেখে এসেছিলেম। তার প্রাতে আসবার কথা, কিন্তু পরিচারিকারা তারে খুঁজে পায় নাই। শুনছি, ঠাকুরবাড়ীর দোর খুলে কোথায় চ'লে গেছে।

মাধুরী। চ'লে গেছে, কোথায় চ'লে যাবে?—চ'লে যাবার স্থান কোথায় আছে, আমি তাই ভাবছি? কোথায় লুকিয়ে আছে। বোধ হয়, অপমানের ভয়ে রাজমহলে এলো না।

উদয়। তোরে কি কিছু বলেছে?

মাধুরী। না, কিছু তো বলে নাই।

উদয়। যা হবার হয়েছে, আজকের কথা নয়। ভাবিস্‌নে, সে কোথায় লুকিয়ে আছে। (সখীগণের প্রতি) ওগো বাছারা, কি সব করতে হয় কর। ক'নে সাজিয়ে গুজিয়ে সব ঠিক ক'রে রাখ।

[উদয়নারায়ণের প্রস্থান।

মাধুরী। চ'লে গেছে? চ'লে যাবার স্থান আছে? রাত্রি এলো, সব ছায়াময় দেখ্‌ছি—ছায়ার সংসার দেখ্‌ছি, বিপুল ছায়া আমার হৃদয়ে পড়েছে।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ।— গীত।

নাই তো তেমন বনে কুসুম মনে যেমন ফুটে ফুল।
মধুভরে থরে থরে আপ্‌নি মুকুল হয় আকুল॥
সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে,
ফুলে ফুলে অজানা তান হাসি মুখ তুলে,
মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে,
আলোক-লতায় মালা গাঁথা বিকিয়ে গিয়ে
চায় না মূল॥

[সকলের প্রস্থান।

——

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

বনস্থান—অদূরে শিবির।

(নিরঞ্জন ও ললিতা)

নির। ওই দূরে নেহারি শিবির;
এসেছে মাধুরী,
মরি ব্যাকুলা সুন্দরী,
কত ব্যথা অবলার মনে!
পিতৃপণে মিলন-আশঙ্কা মম সনে;
কিরাতের জালে বিহঙ্গিনী;
কিন্তু যবে আদরে তাহারে,
হৃদয়পিঞ্জরে

পুরঞ্জন করিবে স্থাপন,
সাধ হয় দেখিতে সে সুখের বয়ান।
নয়নে নয়নে প্রতিদান,
পুলক ঝলক সলাজ রক্তিম আভা।
যাই দূরে—
নহে দূতগণে পাবে অন্বেষণ,
লয়ে যাবে পিতার সদন।
বাক্যদত্তা— অনুরোধ না মানিবে পিতা,
মাধুরীর সনে, বদ্ধ হব উদ্বাহবন্ধনে!
শুকাবে কুসুম!
স্বর্ণকান্তি মৈনাক যেমন,
বিষাদসাগরে নিমগন হবে পুরঞ্জন।
নির্জ্জন এ স্থান,
অদ্য রাত্রি রহি লুকাইয়ে,
ফিরি প্রাতে বন্ধুরে করিব আলিঙ্গন।

ললিতা। অনন্ত অনন্ত এই স্থান,—
অনন্ত আকাশে ফোটে কত ক্ষুদ্র তারা,
অনন্ত, অনন্ত সময়—
আদি অন্ত নাহি তার।
বহিতেছে অনন্ত প্রবাহ।
অনন্ত প্রবাহে,
অনন্ত এ স্থান,
বুদ্বুদের মত, কত শত ফুটেছে ললিতা,
কেবা রাখে সমাচার,
মিশে গেছে অনন্ত সময়ে।
দিন দুই জীবন-উত্তাপ,
ফুরায় সকলি, চিহ্ন তার নাহি রহে।
সময়-প্রবাহে কত শত ললিতা-হৃদয়ে
জ্বলিয়াছে কত তাপ,
নিভে গেছে ক্ষুদ্র হৃদাগারে,
স্মৃতি মাত্র নাহি আর তার।
নিভিবে এ জ্বালা,
ধরা রবে রয়েছে যেমন।
নিরঞ্জন!
মরণে কি হয় স্মৃতিলোপ?
না হয় না হবে,—
জ্বলে যদি জ্বলুক অনল,
জ্বলে কত শত হৃদিমাঝে।
সয়েছে সকলে,—সহিবে আমার;
না না, আত্মহত্যা মহাপাপ।

নির। (স্বগত) থাকি লুকাইয়ে—
যতক্ষণ বিবাহ না হয় সমাধান।
পিতা সনে এসেছে মাধুরী,
পুরঞ্জন সনে রাত্রে মিলন হইবে,
কালি গিয়া করিব দম্পতি-সম্ভাষণ।
(প্রকাশ্যে) এ কি, তুমি হেথা একাকিনী?

ললিতা। নিরঞ্জন!
আরো কিছু আছে কি তোমার মনে?
বল—কি হ'লে সম্পূর্ণ হয় মনের কামনা?

নির। কেন কেন? পেয়েছ তো মনের মতন?
দিয়েছি তো আত্মবিসর্জ্জন,
নহি আমি পিয়াসী তোমার।

ললিতা। কতদিন সত্য অনুরাগী!

নির। কেন? কি বিষাদে এসেছ এখানে?
করিয়ে যতন, মিলায়েছি তব প্রাণধনে;
তবে কেন, লো বিষণ্ণ মনে
বসেছ বিজনে?

ললিতা। কেন তাই ভাবিয়া না পাই।
বুঝি দেখিতে তোমায়,
কি জানি, না বুঝি আপন মন।
বুঝি তোমার কারণে, এসেছি এখানে,
কে জানে—
কেন এসেছি হেথায়।
বুঝিয়াছি, কেন জান?—
যেন এ জীবনে
আর নাহি দেখা হয়
তোমা সনে;
নিরঞ্জন নাম, শ্রবণে না শুনি আর,
যেন স্মৃতিলোপ হয়,
যেন ভস্ম হয় নারীর হৃদয়।

নির। কি কি, কেন কর অপরাধী?

ললিতা। অপরাধী! অপরাধী নহ তুমি।
কুক্ষণে কাননে করিলাম কুসুম-চয়ন,
কুক্ষণে তোমায় সনে দেখা
কুক্ষণে জনম,
কুক্ষণে এ জীবন-ধারণ—
রমণীর কুক্ষণে সকলি।

নির। কি, কি বল—ভালবাস তুমি কি আমায়?

ললিতা। কে বলেছে ভালবাসি?
ভালবাসা নারীর লাঞ্ছনা!—

—ভালবেসে কিবা ফল।
ভালবাসা! কারে বল ভালবাসা?
ভালবাসা আছে কি ধরায়?
হয় কভু চোখে চোখে দেখা,
ভালবাসা সে তো নয়।
জান তো সকলি,—
ভালবাসা কথা অতি মধুময়।
তবে প্রতারণাময় এ ধরায়,
কথা মাত্র ভাসে, হৃদে না পরশে,
ভালবাসা শুনিতে বলিতে সুমধুর।

নির। ধন্য নারী, ধন্য লো চাতুরী,
নারী হ'তে সকলি সম্ভব।
হৃদয়-গঠন কুটিল যেমন,
তেমনি কুটিল ভাষা।
ছিঃ ছিঃ! সুখ-আশা ক'রে—
চাহে নারীর প্রণয়।
প্রবঞ্চনা! ভুলায়েছ মজায়েছ মোরে,—
পেয়েছ যাহারে মনে নাহি ধরে,
আর কার তরে ব'সে আছ এ নির্জ্জনে?—
ফুল্ল উপবনে ভ্রমিতে যেমন—
মম দরশন আশে!

ললিতা। আরো কিছু করিবে লাঞ্ছনা?
তব কল্পনা প্রসর,
কথা তব অতি মনোহর,
শ্রবণ জুড়ায়, হৃদয় জ্বালায়,—
শোন শোন নিরঞ্জন,
তুমি ভুলিবার নয়।
বহু যত্ন করি,
ভুলিতে তোমারে নারি।
কিন্তু যদি আর কভু তোমারে নেহারি,
তীক্ষ্ণ ছুরিকায় উপাড়িব দু'নয়ন;
কথা তব শুনি যদি কভু,
হলাহল ঢালিব শ্রবণে।
কিন্তু মন কেমনে করিব নিবারণ,
কি ঔষধে হয় স্মৃতি লোপ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

নি। কোথা যাও—কোথা যাও?

ললিতা। যাব, যাব! কোথা যাব?
নাহি হেন নির্জ্জন গহ্বর,
যথা স্মৃতি নাহি রহে সাথে।
অনন্ত আকাশব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে,
যেতে যদি পারি কোনমতে,
স্মৃতি রবে সাথে;
হ'লে মন আত্মবিস্মরণ,
তথাপি জাগিবে স্মৃতি;
স্মৃতিলোপ স্বপ্নে নাহি হয়।
নিরঞ্জন, এই শেষ দেখা,—
যাই আমি যথায় দিয়েছ স্থান।

[ললিতার প্রস্থান।

নির। কোথা গেল?
এসেছিল ভ্রমণ কারণ,
ফিরিল শিবিরে।
যাই দূরে—
আমারে কি ভালবাসে?
ছল মাত্র।
দেখা যেই দিন,
সেই দিন হ'তে,
মন প্রাণ লয়ে করে খেলা।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

সুসজ্জিত প্রাঙ্গণ।

(উদয়নারায়ণ, সরফরাজ খাঁ ও পারিষদ্‌গণ)

উদয়। (স্বগত) চ'লে গেছে? না রাজমহলে আসবে না ব'লে কোথাও লুকিয়ে আছে। চ'লে গেল কি? তা হ'লে তো অপমানের উপর অপমান। দুটি মেয়ে নিয়ে আমি বড় বিব্রত হলেম। কন্যা নয়, কালসর্প।

সরফ। আপনার মনে কিছু রনজ্ দেখ্ছি।

উদয়। না- না।

সরফ। এই যে দুটি তস্‌বীর দেখ্‌লেম, আমার দেল তর হয়ে গেছে। কোন্‌টি আপনার লেড়্‌কী, আর কোন্‌টি আপনার দোস্তের লেড়্‌কী?

উদয়। এইটি আমার কন্যার,—এইটি বন্ধুকন্যার।

সরফ। বাঃ বাঃ, দুনো বরাবর। দুনিয়া ঢুঁড়ে নবাবের ঘরে সুন্দরী নিয়ে আসে, পদ্মিনীর কেচ্ছা শুনা, ও বহুৎ খুবসুরৎ ছিল, কিন্তু এ দোনকার বরাবর নাই। বাঃ বাঃ, বহুৎ খুবসুরৎ!

[উদ]য়। দেখুন, আমার প্রতি নবাবের বড় কৃপা, আমার কন্যার বিবাহে নবাব আপনাকে পাঠিয়েছেন। এ কৃতজ্ঞতার কিছু উপহার আমি নবাবকে ছেলাম দিয়ে জানাব।

[আশ]রফ। বাঃ বাঃ, দোনই খুবসুরৎ!

(শালিগ্রামের প্রবেশ)

[শ]ালি। মহারাজ, আপনারও সর্ব্বনাশ করেছি, আমারও সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

উদয়। কি বেয়াই?—কি হয়েছে?

শালি। বৈবাহিক ব'লে আমায় সম্বোধন কর্ব্বেন না।

উদয়। কেন কেন, কি হয়েছে? কোন অমঙ্গল তো হয় নাই?

শালি। সম্পূর্ণ অমঙ্গল। আমার পুত্র কোথা চ'লে গেছে, আমি উদ্দেশ পাচ্ছিনে। অকস্মাৎ সে তার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করে। আমি অসম্মত হই, সে আমায় ভয় দেখায়, সে কোথায় চ'লে যাবে, আমি তারে বন্দী ক'রে রেখেছিলেম, কিন্তু সে কিরূপে পলায়ন করেছে, আমি জানি নে।

উদয়। শালিগ্রাম! ঢের হয়েছে, আর ভান দেখায় না? বোধ হয়, তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা এ বিবাহে অসম্মত হচ্ছে, তাই তুমি এ কৌশল কর্‌ছো। তুমি সকল বৃত্তান্ত জান। আমার বিবাহিতা পত্নীর কন্যা। যে কারণে তারে গ্রহণ কর্‌তে পারি নাই, তাও তুমি জান। শালিগ্রাম! আমি তোমার দেশে বিবাহ দিতে এসেছি, এই যথেষ্ট হয়েছে, আর অপমান ক'রো না। অপমান দূরে থাক্, কুল-গৌরব দূরে থাক্, কন্যার গাত্রহরিদ্রা হয়েছে। আজ না বিবাহ হ'লে পূর্ব্বপুরুষ নরকস্থ হবে। শালিগ্রাম! তোমায় মিনতি কর্‌ছি, যোড়হস্ত কর্‌ছি, আমার সর্ব্বস্ব তোমার পুত্রের নামে লিখে দিচ্ছি, আমার পিতৃপুরুষ নরকস্থ করো না। তোমার পুত্র আন, আমি কন্যা সম্প্রদান করি। আমার কন্যাকে ঘরে নিও না, তোমার পুত্রের আর বিবাহ দিও। আমায় রক্ষা কর। শালিগ্রাম! আমার সর্ব্বনাশ করো না! তুমি আমার বাল্যবন্ধু, কথার ছলে তোমার সঙ্গে কখনো বিবাদ হয় নাই।

শালি। মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমি ছলনা কর্‌ছিনে। আমার পুত্র যে কোথায় চ'লে গেছে, তা আমি জানিনে। দেখুন, আপনার কন্যাকে দেখ্‌তে এসে আমি মাতৃসম্বোধন করেছি, নচেৎ আমি গ্রহণ কর্‌তেম। আপনার জাতিপাত হবে না। পুরঞ্জন নামে আমার পুত্রের এক বন্ধু আছে,—গুণবান্, সদ্বংশজাত, তারে আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন।

উদয়। তুমি তোমার পুত্রের বিবাহ দেবে না?

শালি। মহারাজ, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, আমার কোন দোষ নাই। অবাধ্য সন্তান সহসা আমায় বল্লে, 'আমি বিবাহ কর্‌বো না।'

উদয়। রায় সাহেব, তুমি পত্রে লিখেছিলে যে, "আমার কন্যা ব্যতীত তোমার পুত্র অপর কাহারও পাণিগ্রহণ কর্‌বে না।" তুমিই পত্র লিখেছিলে,—যদি আমার কন্যার বিবাহ না দিই, তা হ'লে তুমি পুত্র-হারা হবে। তুমিই পত্র লিখেছিলে,—তোমার পুত্রের আর আমার কন্যার হোরি-খেলা হয়েছে। তুমিই পত্র লিখেছিলে যে,—নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়ে তোমার পুত্রকে বোঝাতে পার নাই—সে আমার কন্যার একান্ত অনুরাগী। এখন বল্‌ছ, বিবাহ কর্‌তে অসম্মত। তুমি সৌজন্যবশতঃ তারে আবদ্ধ করেছিলে, তথাপি সে কোথায় চ'লে গেল? রায় সাহেব, আমি যদি তোমায় এই সব কথা বল্‌তেম, তুমি কি প্রত্যয় কর্‌তে?

শালি। মহারাজ! আমি স্বীকার কর্‌ছি—না,—কিন্তু আমি স্বরূপ নিবেদন কর্‌ছি।

উদয়। ভাল, তোমার পুত্রের বন্ধু কে?

শালি। সেও আপনার অতিথি হয়েছিল, রাজ গোপীনাথের পুত্র, আমা অপেক্ষা সম্মানে রাজ গোপীনাথ উচ্চ।

উদয়। লোককে কি বল্‌বো যে, তুমি তোমা[র] পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হ'লে, দায়ে প'[ড়ে] যারে হয় আমি বিবাহ দিয়েছি।

শালি। মহারাজ, কি উত্তর কর্‌বো।

উদয়। লোককে জানাব, আমার জারজ দুহিত[া] তোমার দ্বারস্থ হয়ে তোমার পুত্রের সহি[ত] বিবাহ দিতে পার্‌লেম না। রায় সাহে[ব] এতটা অপমান করা তোমার কর্ত্তব্য? র[ায়] সাহেব, আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'[রে] শপথ কর্‌ছি, আমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে এ

কন্যার জন্য। আমার স্ত্রী পবিত্রা। আমি লোকলজ্জায় তারে গ্রহণ করি নাই, সেই অভিমানে সে চ'লে গেছে। তোমার কুলে কোন কলঙ্ক হবে না। তুমিও পূর্ব্ববিবরণ জান। নিন্দুকের কথায় আমায় হীনের হীন করো না। আমি তোমার চরণ ধ'রে মিনতি কর্‌ছি।

শালি। মহারাজ, কেন আমায় অপরাধী করেন? আমি নিরুপায়। আমি পুনঃ পুনঃ বল্‌ছি, আমি নিরুপায়, আমি কোন প্রকারে পুত্রের সন্ধান পাচ্ছিনে। আমি সভায় প্রকাশ কর্‌ছি, আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ হ'চ্ছে। আপনি পুরঞ্জনকে কন্যা দান করুন, আপনার কন্যা সুখী হইবে। রাজা গোপীনাথের পুত্রকে কন্যা দান কর্‌লে আপনার অসম্মান হবে না।

উদয়। নিতান্তই আমার কন্যা গ্রহণ কর্‌বে না? তবে আর বিলম্ব নয়, আপনার পুত্রের বন্ধু কোথায়? তারে লয়ে আসুন; এখনি মাল্য বদল ক'রে বিবাহ হোক।

শালি। কে আছিস্?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ!

শালি। পুরঞ্জনকে ডাক।

উদয়। (জনৈক ভৃত্যের প্রতি) ধাত্রীকে বল, আমার কন্যাকে লয়ে আসে। রায় সাহেব, আপনার পুত্রকে খুঁজে পাওয়া যাবে না? বড় অপমানিত হব, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হব, আমার সর্ব্বনাশ হবে!

শালি। মহারাজ, কেন আর অধিক অপরাধী করেন?

উদয়। অপরাধ তোমার নয়, আমার। কেন আমি পিতার অবাধ্য হয়েছিলেম, কেন আমি কন্যাকে ঘরে এনে পালন করেছিলেম, কেন আমি বিষদানে তার প্রাণ নষ্ট করি নাই? কেন সমরক্ষেত্রে প্রাণ দিই নাই? কেন রাজসম্মান গ্রহণ করেছিলেম? কেন আমার দুরন্ত কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল? আহা, বাছার কি দোষ! অবলা—প্রাণময়ী—প্রেমময়ী দুহিতা! মা গো, তোর অদৃষ্টে এই ছিল, স্বপ্নেও জানিনে!

(এক দিক্ হইতে পুরঞ্জন ও অপর দিক্ হইতে মাধুরীর প্রবেশ)

উদয়। পুরঞ্জন—বাবা, বাবা, তুমি আমর জাত রক্ষা কর্‌বে?

পুর। মহারাজ, আমি আপনার সন্তান।

উদয়। মা, এই যুবা তোমার ধর্ম্মরক্ষা ক'র্‌বে। নিরঞ্জনকে ভুলে যাও, ওরা চণ্ডাল। গলার হার তুমি এঁর গলায় দাও। (মাধুরী কর্ত্তৃক পুরঞ্জনের গলে মাল্য প্রদান) বাবা, আজ হ'তে সকল ভার তোমার উপর। আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম।

সরফ। বাঃ বাঃ, কিয়া খুবসুরৎ! ইস্কি ওয়াস্তে জান দেনে সেকে।

উদয়। শালিগ্রাম, আমার দুর্ভাগ্য তো বটেই, হয় তো তোমারও দুর্দ্দিন নিকট! ভেবেছিলেম, বৈবাহিক ব'লে আলিঙ্গন কর্‌বো, বোধ হয়, অন্যমুখে আবার সম্ভাষণ হবে; কিংবা তুমি আমার অন্নেরও উপযুক্ত নও। তুমি হীন, তুমি হিন্দু নও, হিন্দু হ'লে হিন্দুর ধর্ম্মনাশের প্রয়াস পেতে না।

শালি। মহারাজ, আমি সত্য বলেছি।

পুর। পিতঃ! সত্যই আমার বন্ধু নিরুদ্দেশ।

উদয়। বাবা, তুমি যেরূপ উচ্চবংশজাত, তোমার সৌজন্যও সেইরূপ। তুমি এই চণ্ডালকে আবরণ কর্‌বার চেষ্টা করছ, এ হিন্দুকুলাধমের অপরাধ হরণের চেষ্টা পাচ্ছ। কিন্তু কি কর্‌বো? সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

সরফ। ওয়া ওয়া ক্যা খুবসুরৎ!

শালি। মহারাজ, আমি অপরাধী নই, মার্জ্জনা করুন।

উদয়। শালিগ্রাম, সাধ্যহীন কার্য্য কিরূপে কর্‌বো? যে হিন্দু মর্য্যাদা জানে না, যে পিতৃপুরুষের মর্য্যাদা জানে না, যে অবলার মান জানে না, তারে মার্জ্জনা করাও অপরাধ।

শালি। কি উদয়নারায়ণ, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আমি হিন্দু নই? আমি পিতৃপুরুষকে সম্মান করি না? আমি অবলার মান জানি না? তা নয় উদয়নারায়ণ, তোমার অনুমানই সত্য। আমি বেশ্যা-কন্যার সহিত কেন পুত্রের বিবাহ দিব? আমি পিতৃপুরুষের সম্মানের জন্য, হিন্দুধর্ম্মরক্ষার

জন্ত বেশ্যাসক্ত চণ্ডালের বেশ্যাকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিই নাই। তোমার কত দম্ভ, এখনি বুঝ্‌তেম। কিন্তু আমার অধিকারে এসেছ,অতিথি ব'লে এনেছি,—কথার প্রয়োজন নাই—তুমি অতিথি।

রক। বাহবা, ক্যা খুবসুরৎ!

নির। দেখ, যথেষ্ট হয়েছে। আবার তোমার চরণে ধর্‌ছি, স্থির হও। আমার কন্যা-জামাতার কর্ণ তোমার কুৎসিত ভাষায় কলুষিত করো না। জেনে শুনে পবিত্র সতী স্ত্রীর উপর কলঙ্ক আরোপ করো না। তোমার অধিকার? তুমি জান না, সহস্র নবাব-সৈন্য আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, এ স্থানে উপস্থিত আছে, কিন্তু আজিকার এ কথা নয়!

রক। বাঃ বাঃ, ক্যা খুবসুরৎ!

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। রাজা, রাজা, লুকিয়ে মেয়ের বে দেবে। আমায় জামাই দেখাবে না? বাঃ বাঃ! আমার চাঁদপানা জামাই—আমার চাঁদপানা মেয়ে।

শালি। রাজা, এই যে তোমার পত্নী উপস্থিত, পত্নীর সহিত আলাপ করুন।

রক। ইয়া আল্লা—ক্যা খুবসুরৎ!

অন্নদা। না না, আমি ওর উপপত্নী, আমি ওর পত্নী নই। কে বলে, আমি ওর পত্নী? আমার ও মেয়ে নয়। কি করলুম—মেয়ের মুখ হেঁট করলুম। কেন এলুম—কেন এলুম? আমি যাই, আমি যাই, উদয়নারায়ণ, আমার পতি নয়—আমার উপপতি।

[প্রস্থান।

শালি। রাজা, ধর্ম্মের ঢাক দেশে দেশে বাজে। আমার পিতৃপুরুষের পুণ্য, আমার কুল কেন কলুষিত হবে।

উদয়। মেদিনি! দ্বিধা হও। (পতনোন্মুখ ও পুরজন কর্ত্তৃক ধৃত হওন।)

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম অঙ্ক।

—*—

দণ্ড-ভূমি।

(শালিগ্রাম ও উদয়নারায়ণ)

শালি। উদয়নারায়ণ! আমার সর্ব্বনাশ করেছ, আমায় উদ্‌বাস্ত করেছ, আমায় কারাগারে দেবার অনুমতি নবাবের নিকট লয়েছ, এতে কি তোমার তৃপ্তিসাধন হয় নাই? আমার পুত্রের কেন আর অনুসন্ধান ক'চ্ছ? আমায় কারাগারে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। সে বালক—তোমার পুত্রের সদৃশ—তারে এ নিদারুণ যন্ত্রণা দিও না।

উদয়। না না রায় সাহেব! তুমি না আমায় দণ্ড দেবে? তোমার অধিকারে অতিথি হয়েছিলেম, তাই ক্ষমা করেছ। আমার উচ্চ মাথা হেঁট করেছ। আমার কন্যার হৃদয়গ্রন্থি ছেদ করেছ। তোমার পুত্রের সন্ধান না পেলে এর সমস্ত পরিশোধ হবে না। আমি কারো ঋণ রাখি নাই, তোমারও ঋণ রাখ্‌বো না।

শালি। উদয়নারায়ণ, যে অপরাধ ক'রে থাকি, তার সমুচিত দণ্ড দিয়েছ। সামান্য অপরাধীর ন্যায় আমায় বিবস্ত্র ক'রে রৌদ্রে [illegible] দাঁড় করিয়ে রেখেছ। আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান—মুসলমানেরা উপহাস ক'রে যার নাম "বৈকুণ্ঠ" দিয়েছে, সেথানে আমায় আবদ্ধ করেছ!

উদয়। না, আমার হৃদয়ে এখনও শান্তি হয় নাই। তোমার পুত্রই সকল অনিষ্টের মূল; সর্পশিশু সর্প অপেক্ষা খল। তার দণ্ড তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌বে, তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। মহারাজ, মহারাজ! আপনি যথার্থ অনুমান করেছেন। আমিই সকল অনিষ্টের মূল আমায় দণ্ড দেন, আমার পিতাকে নিষ্কৃতি দেন। পিতা—পিতা, আমি আপনার

কুলাঙ্গার সন্তান। হায় হায়, পুত্র হয়ে আপনার সর্ব্বনাশ করলেম!

উদয়। না না, তুমি সুসন্তান! পিতার যথেষ্ট সাহায্য করেছ! রক্ষি! এরে বন্ধন কর! দু'দিন রৌদ্র ও হিমে রেখে দাও, এক বিন্দু জল দিও না, তার পর পিতা-পুত্রকে কারাগারে স্থান দিও।

(রক্ষিগণের নিরঞ্জনকে বন্ধন করণ)

শালি। উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর! ও বালক—অতি যত্নে লালিত—নরহত্যা ও বালকহত্যা করো না, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, তোমার পদস্পর্শ করতে আমি প্রস্তুত।

উদয়। প্রাচীরকে বলো, প্রস্তরকে বলো, অচল তরুকে তোমার মনের যন্ত্রণা জানাও, আমার ক্ষমা নাই। স্বচক্ষে পুত্রের যন্ত্রণা দেখ, তার পর কারাগারে বাস কর।

শালি। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, বালককে ক্ষমা কর।

উদয়। আমিও ঐরূপ অনুনয়-বিনয় বিস্তর করেছি।

শালি। দেখো—দেখো, নিতান্ত বালক,—দুঃখতাপে মলিন, পথের ভিখারী,—ক্ষান্ত হও!

নির। পিতা, কেন কাতর হচ্ছেন? আমি আপনার এই গুরুতর যন্ত্রণার কারণ, আমার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হোক, আপনি কাতর হবেন না, রাজা, আমায় যে যন্ত্রণা দিতে হয় দেন,—ভগবান্ আমায় বল দেবেন—আমি সহ্য কর্ব্বো। মহারাজ, অপরাধীর দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হোন। আমিই আপনার কন্যাকে বিবাহ করি নাই। আমার পিতার কোনও অপরাধ নাই। ইনি আমায় বন্দী ক'রে রেখেছিলেন, আমি রক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে পালিয়েছিলেম। যে শাস্তি আপনার অভিপ্রেত, আমায় দেন, আমার পিতার মুক্তির আদেশ করুন।

দয়। কারাগার তোমাদের উপযুক্ত স্থান; তোমাদের অপরাধের অতি সামান্য দণ্ড দিলেম।

[প্রস্থান।

লি। হা পরমেশ্বর!

র। পিতা, কেন শোক করেন? শত্রুর হৃদয় এতে প্রফুল্ল হচ্ছে! আমি কুসন্তান, আমার মমতা ত্যাগ করুন। ভগবান্ কি দিন দিবেন না?

(সরফরাজ খাঁর প্রবেশ)

সরফ। শুন রায় সাহেব! তুমি আমার একটি কাম যদি করতে পারো, আমি তোমাদের উভয়কে মুক্তি দিতে পারি।

শালি। কি আজ্ঞা করুন, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত।

সরফ। অবশ্য তুমি বুঝিয়াছ যে, রাজা উদয়নারায়ণ তোমার কিছুই করিতে পারিত না। তোমার খাজনা বাকি ছিল না। আমিই নবাবজাদাকে বলিয়া—হিসাব গোল করিয়া তোমাদের ঐ দণ্ড দিয়াছি।

শালি। নবাবজাদা, তবে আমাদের মুক্তি দেন, আমাকে না দেন, আমার পুত্রকে মুক্তি দেন।

সরফ। আচ্ছা, আমি মুক্তি দিব, কিন্তু যদি আমার সেই কার্য্য সাত দিনের মধ্যে করিতে না পার, তবে তোমার পুত্রের প্রাণদণ্ড হইবে। তুমি কোন সন্ধান করিয়া উদয়নারায়ণের কন্যাকে আমায় দিতে পারিবে?

নির। পিতা, পিতা, এ প্রস্তাবে কর্ণপাত কর্ব্বেন না। উদয়নারায়ণ চণ্ডাল,—আপনি চণ্ডাল নন—ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য ক'রে সকল সহ্য করুন।

সরফ। শুন রায় সাহেব! (রক্ষিগণের প্রতি) ইহাকে আমার পশ্চাৎ লইয়া আইস।

নির। পিতা, পিতা! আমার মিনতি,—জীবন ক্ষণভঙ্গুর, দুর্দ্দিন স্থায়ী নয়—পুত্রের অনুরোধ, অধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন না।

শালি। নবাবজাদা, আমার পুত্রকে নিদারুণ যন্ত্রণা হ'তে অব্যাহতি দেন, কারাগারে স্থান দেন।

সরফ। আচ্ছা, ইহাদের পিতা পুত্রকে কারাগারে লইয়া আইস, যুবার বন্ধন খুলিয়া দাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুরঞ্জনের বাটীর কক্ষ।

(পুরঞ্জন ও মাধুরী)

পুর। শুভক্ষণে দেখা তব সনে।
বংশে হলো কলঙ্ক-সঞ্চার,
ছারখার-বন্ধুর আবাস।
বন্ধু নিরুদ্দেশ, পিতা তার কারাবাসে।

ঘৃণা হয়, করি ছার পরিণয়,
মজায়েছি সুখের সংসার।

মাধুরী। কেন কর অপরাধী ?
ভালবাসি, নহি অন্য দোষে দোষী।
দেহ পদাশ্রয়, হয়ো না নিদয়,
ভয় হয় কথায় তোমার ;—
বিমুখ না হও প্রভু অধীনীর প্রতি।

পুর। ভালবাস !
বেশ্যাসুতা—বেশ্যার আচার—
ভালবাস কত জনে ?
ভালবাসা ভাণ করেছিলে নিরঞ্জন সনে ;
ভালবাসা-ভাণ দেখালে আমায় ;
কেবা জানে আর কত জন
হবে তব ভালবাসা অধিকারী।
কলঙ্কিনি ! জান অতি সুমধুর বাণী !—
কে জানিত, চিকণ-সাপিনী
গরল তোমার এত।
নটীর আচার—
মুখে মাখা সরলতা—
কপটতা আপাদ-মস্তক !
ভালবাস ?
দেখ, আছে বহু পুরুষ এ দেশে,—
মম সম, নিরঞ্জন সম,—
প্রতারিত হবে অনায়াসে ;—
যত পার ভালবাসা বিলাও তোমার।

মাধুরী। নহি বেশ্যাসুতা,
নিরঞ্জন দেখি নি কেমন,
একমাত্র জানি হে তোমারে।
কটুভাষা বলো না—বলো না,
অকারণ দিও না বেদনা,
আমি পরিণীতা পত্নী তব।

পুর। আপাদমস্তক তব মিথ্যায় গঠন !
ধন্য ধন্য বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশল ;—
ধন্য ধন্য চাতুরী তোমার।
নাহি হেন সন্দিগ্ধহৃদয়, না করে প্রত্যয়
কথায় তোমার,
নেহারি চাতুরীপূর্ণ বদনের ভাব,—
সরলতা-মাখা যেন !
সুশিক্ষিত ধন্য তব দুনয়ন,
স্বেচ্ছায় সলিল-পূর্ণ হয় !
ভুলিয়াছি—ভুলিব না আর।
রাখিয়াছ পিতার সম্মান।
বেশ্যাসুতা করেছেন দান ;—
সকল হোরির নিমন্ত্রণ।

মাধুরী। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর,
অহেতু করো না তিরস্কার !
যদি হয়ে থাকি ভার,—
গৃহে স্থান দিও না আমায়,
রাখ কোন নির্জ্জন কুটীরে ;—
দাসী আমি, দিও মাত্র সেবা-অধিকার।

পুর। কেন ? কুটিরে কি হেতু রবে ?
লাবণ্য শুকাবে,
নাহি রবে বদনে আরক্ত আভা।
তবে কেমনে ভুলাবে আমা সম অন্য জনে ?
রয়েছে যৌবন,
প্রেম-অভিনয় কি হেতু করিবে সমাপন ?
যাও ফিরে পিত্রালয়ে।
পুনঃ হবে হোরির সময়,
এনো গৃহে সরল যুবায়।
কর প্রেম সম্ভাসন বিরল নিকুঞ্জে-ব'সে,
করিলাম বর্জ্জন তোমায়।
যেবা ইচ্ছা হয় কর তুমি,
নাহি মম বাধা ;—
কলুষিত করো না আলয়,
এইমাত্র প্রার্থনা আমার।

মাধুরী। কোথা যাব ?

পুর। যথা ইচ্ছা তব।
যাও কাশীধামে,
গিয়েছিল জননী তোমার।
কিংবা যাও পিত্রালয়ে—
ঘটকের শিরোমণি তিনি।
ফুরায়েছে এই অভিনয়,
অন্য নাট্য কর আয়োজন।

মাধুরী। রাখ রাখ, অবলায় দেহ স্থান পদে।

পুর। বেশ্যাসুতা—বেশ্যা-কলঙ্কিনী,
এখনো কি প্রতারণা ?
জানিহ নিশ্চয়,
গ্রহণ না করিব তোমায়।
খুলেছে নয়ন,
ভুলাইতে না পারিবে আর।

মাধুরী। সাক্ষী হও অলক্ষ্য শরীরি দেবগণ,
সাক্ষী হও জন্মদে মেদিনী,
সাক্ষী হও স্থল, জল, বন,
সাক্ষী হও পবন, তপন,
স্বামী মোরে করেন বর্জ্জন,
কিন্তু আমি দাসী তাঁর চিরদিন।
যদি অন্য জন কভু হৃদে পায় স্থান,
কালসর্প দংশে যেন শিরে,
তনু যেন হয় পরমাণু,
তিন লোকে না পাই আশ্রয়।
করহ বিদায়--
কিন্তু আমি তব দাসী চিরদিন।
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি দেহ প্রাণ,
পতি তুমি সর্ব্বস্ব সতীর।

পুর। যাও যাও—শিবিকা প্রস্তুত,
লয়ে যাবে আজ্ঞামত তব।

মাধুরী। প্রভু প্রণাম চরণে। [প্রস্থান।

পুর। এত ভাণ!
তবু কাঁদে প্রাণ, রূপমোহ অতি চমৎকার!
পেয়েছি প্রমাণ—
তবু হয় জ্ঞান,
যেন আমা বিনা নাহি জানে।
মন চায় করিতে প্রত্যয়—
ছিঃ ছিঃ কলঙ্কিনী পত্নী মোর।
মনে হয় আনি ফিরাইয়ে।
আদরে হৃদয়ে ধরি।
বিষম দংশন—বিষম দংশন,
মরুভূমি করেছে জীবন,
পড়িলাম বেশ্যার প্রণয়ে!
কে আছে রে?

নেপথ্যে। মহারাজ!

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

পুর। যাও, কর আয়োজন যাইব ভ্রমণে।
নিরঞ্জন কোথা আছ ভুলে।
দেখ এসে ত্যজিয়াছি পাপিনীরে;
আর কেন আছ লুকাইয়ে?
দিক্ অন্ত করিয়া ভ্রমণ
করিব তোমার অন্বেষণ,
জীবন-সর্ব্বস্ব তুমি মম। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

সরফরাজ খাঁর বিলাসকক্ষ।

(সরফরাজ খাঁ, উদয়নারায়ণ ও বাঁদীগণ)

বাঁদীগণ। (গীত)

কালো-কোকিল-তানে প্রাণে হানে শর।
প্রেমে আকুল ধাইল কত মধুকর,
ঢলে ঢলে রসে ভ্রমে চুমে কুসুম অধর॥
অনিল চঞ্চল ধীরে বহিল,
লুটিয়ে পরিমল দিক্ মোহিল,
বিপিন নবীন মুঞ্জরিল,
চিত মোহিত হেরি শোভা বিরহিণী জরজর॥

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

সরফ। দেখো নবাবজাদাকো বোল্‌কে তোম্ যো মাঙ্গা সব কিয়া;--বাপ বেটাকো কয়েদ কিয়া, মোকাম লুট কিয়া।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার অপার কৃপা।

সরফ। তোমবি জেরা কৃপা কিয়ো।

উদয়। কৃপা! নবাবজাদা এমন কথা বল্‌বেন না, আমিই আপনার কৃপাপ্রার্থী।

সরফ। নেই, হাম তোমারা দোয়ারমে ফকির হ্যায়, ভিক্ মাঙনেওয়ালা।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ কর্‌তে পার্‌বো না। আপনি অনুগ্রহ ক'রে হুকুম করুন, গোলাম হুকুম তামিল কর্‌বে। নবাবজাদা, আমার হৃদয়ের আগুন নির্ব্বাণ করেছেন! শালিগ্রামকে কয়েদ ক'রে আমার প্রতিহিংসা তৃপ্তি করেছেন।

সরফ। ওস্‌কো জাত লেঙ্গে—মুসলমান করেঙ্গে।

উদয়। না না, তা কর্‌বেন না, ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌বেন না।

সরফ। নেই? আচ্ছা, নেই করেঙ্গে। দেখো, তোমারা দেল হাম্ ঠাণ্ডা কিয়া—

উদয়। আমার অপমানের সমুচিত দণ্ড আপনি দিয়েছেন। অধিক কি জানাবো, আপনার শত্রুর তরবারি আর আপনার মাঝে আমি যদি বুক দিতে পারি, তবে এর কিঞ্চিৎ প্রতিদান হবে। আমি বড় অপমানিত হয়েছিলেম, আপনার কৃপায় তা পরিশোধ হয়েছে।

সরফ। দেখো, তোমারা লেড়কী বড় খুপসুরৎ !

উদয়। ত্রিভুবনে অমন আর আছে কি না, জানি নে।

সরফ। হায় ;—তোমারা দোস্তকা লেড়কী ! ওস্‌কো কুছ পাত্তা মিলা ?

উদয়। না, কেউ তো কোথায় খুঁজে পেলে না।

সরফ। হামবি ঢুঁড়্‌তে হে।

উদয়। আপনার এমনই অনুগ্রহ বটে।

সরফ। তোমারা জান তো ঠাণ্ডা হো গিয়া ?—আউর কুছ মাঙ্গো ? নবাবকা উজীর হোনে মাঙ্গো ?

উদয়। না নবাবজাদা ! নবাবের অনুগ্রহে সমস্ত রাজসাহীর খাজনা আদায়ের ভার আমার উপর, আমার আর অধিক প্রার্থনা নাই।

সরফ। তোমারা জিউ তো ঠাণ্ডা হ্যায় ?

উদয়। নবাবজাদা, সকলি আপনার কৃপায়।

সরফ। দেখো, নবাবকা শ্বশুর হোনে মাঙ্গো ?

উদয়। এ কি ?

সরফ। আরে, বাত্তিকা বাত হাম পুছে।

উদয়। না না, আপনার কৃপায় আমার যা আছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

সরফ। তোমারা জিউ তো ঠাণ্ডা হ্যায় ?

উদয়। আপনার কৃপায় বহুৎ ঠাণ্ডা।

সরফ। হামারা জিউ ঠাণ্ডা করো।

উদয়। কি ব'ল্‌ছেন ?

সরফ। হাম দানা-পানি ছোড় দিয়া।

উদয়। কেন, কেন, আপনার কি অসুখ হয়েছে ?

সরফ। হ্যাঁ—ইস্কা মারে, দোস্তিকা মারে। তোমারা লেড়্‌কীকো হাম দেখা।

উদয়। নারায়ণ ! কি বলে !

সরফ। দেখো, আক্‌বর শা চলন কিয়া হ্যায়, হিন্দু লোক মুসলমানকা ঘরমে আওরাত দেতাথা, দেখো মানসিং কবুল কিয়া।

উদয়। হাঁ হাঁ নবাবজাদা—কিন্তু সবাই কি তা করে—সবাই কি তা করে ?

সরফ। উস্‌মে গুণা ক্যা, হামারা জান বাঁচাও।

উদয়। নাবাবজাদা, আর তো আমার কন্যা নাই।

সরফ। সো তো মালুম হ্যায়, লেকেন একঠো তো হ্যায়।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার সাম্‌নে তো সাদি হয়েছে।

সরফ। পরোয়া ক্যা—কল্‌মা পড়ায়কে ঘর্‌মে লেঙ্গে।

উদয়। না না, হিন্দুর ঘরে তা হয় না।

সরফ। রাজা সা'ব, সব কুছ হোতা। পইলে পইলে রাজোয়াড়ামে এ বাত উঠা, লেকেন কোন্ শাজাদা না হিন্দুকা লেড়কী বেগম কিয়া ? তোমারা ধরম বড়া সিদা হ্যায় ;—সব কুছ সড়ক মিলে, সব হো সেক্তা। হাম নবাব হোঙ্গে, তোমকো উজীরী মিলেগা, উস্কা খসম্‌কো দশহাজারী করেঙ্গে, আচ্ছা সাদি দেলায়ে দেঙ্গে।

উদয়। নবাবজাদা, এ কাজ আমার জীবন থাক্‌তে হবে না।

সরফ। পইলে সবকোই উসিমাফিক বোল্‌তা, লেকেন সম্‌জো, নবাবকা মেহেরবানগি থোড়া নেহি। মেরি বাত্‌সে নবাব উঠে বৈঠে। দেখো, শালিগ্রাম খাজনা দিয়া, নবাবকো বহুৎ সেলাম দিয়া, উস্কা কয়েদ কেস্ উঠাস্তে হুয়া ?—হামারা বাতসে। হাম ওজর কিয়া নবাব মান লিয়া। নবাবকা লেড়্‌কা নাই—হাম বেটিকা লেড়কা, হামকো নবাবী ... ঙ্গে—নেইতো শালিগ্রাম ক্যা কসুর কিয়া, ... বেটা কয়েদ হুয়া। দেখো, বেটীকা মাঙ্গায়কে ... মারা পাশ ভেজ দিও। তোমারা দোস্তক ... লেড়্‌কীকো হাম ঢুড় ঢুড় পাক্‌ড়াঙ্গে। ও ... গমকা লায়েকী। দুনো বরাবর, দুনো খুবসু...

উদয়। নবাবজাদা, আমার লেড়কী তো আমার কাছে নেই, তার কথা আমি কেমন ক'রে বল্‌বো ?

সরফ। আচ্ছা, তোম উস্‌কি সম্‌ঝাও, হামকো দেনেকা তোমারা মত্‌লব নেই হ্যায় হাম্ সম্‌জা। তোমারা গোস্বা হুয়া, হাম দেখ্‌তে। লেকেন হামারা দাদ কো রাজমে রহোগে, কাঁহা যাওগে চাচা ! থোড়া সম্‌ঝ্‌কে লেড়কীকো ভেজ দেও ! যাও, যাও, সম্‌ঝ্‌কে পিছে কহিও।

[সরফরাজ খাঁর প্রস্থান।

উদয়। বুঝি বা আমার প্রায়শ্চিত্ত হয় ! হিন্দু হয়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশ করেছি, এই বুঝি বা আমার দণ্ড।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কারাগার-দ্বার।

(জমাদার ও প্রহরীদ্বয়)

[illegible]। দেখো, রায় সাহেব আর উস্‌কা লেড়কা কভি নেহি ভাগে—নবাবজাদা সরফরাজ্‌ খাঁকা জোর হুকুম হায়,—বহুৎ হুঁসিয়ার! বহুৎ হুঁসিয়ার!!

প্র। বহুৎ হুঁসিয়ার হায় খামিন।

[জমাদারের প্রস্থান।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

প্র। কোন্‌ রে?

। তোম্‌ তো গোলাম আলী হায় আর তোম তো নবীবক্স?

প্র। তব্‌ কা?

। এই পীরের দরগার সিন্নি নাও, আর দু তোড়া টাকা নাও। একশো একশো আছে, ফকিরসাহেব তোমাদের দিয়ে পাঠিয়েছে।

প্র। ফকির সা'ব?

। আরে, তোমাদের নসীব ফিরে গেছে। একজন হিন্দু যদি পাকড়াতে পার—যারে কোত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়—তা হ'লে তোমাদের জায়গীর আর এক এক নবাবজাদী মেলে। নাও নাও টাকাগুলো তোল, আমায় ফকির সাহেবকে খবর দিতে হবে।

প্র। আরে, ও ক্যা বাৎ বোলে?

শুন্‌বে তো গোলো, রাত হয়েছে, আমি [illegible]'লে যাই।

প্র। আরে শুনো তো ভাই—শুনো তো ভাই!

আর কি শুন্‌বো বল? একটা হিন্দু পাক্‌ড়া[illegible]ার যোগাড় দেখ না, যে এমনই কসুর করে, [illegible]াতে কোত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়। বলি, [illegible]ার্‌বে? ফকির সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন। [illegible]ীরের কোত্তা একটা হিন্দু খাবার জন্তে [illegible]খেপেছে।

[illegible]। আরে, এসা হিন্দু কাঁহা মিলে ভাই? [illegible]ারদমে পাহারা দেতে হেঁ।

রঙ্গ। কেন তার ভাবনা কি? সরফরাজ খাঁর তো হুকুম এই যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে কেউ যদি গারদ হ'তে বার ক'রে দেয়, তারে ধর্‌তে পার্‌লে কোত্তা খাওয়াবে, এই সহরে ঢাঁড়ড়া দিয়েছে।

২য় প্র। আরে, সো তো দিয়া, সো তো দিয়া।

১ম প্র। আরে, হাম লোক পাহারা দেতা, কোন্‌ আয়েগা?

রঙ্গ। কেন, খুব সোজা—এই ধর, আমি এসেছি। এই কথার কথা ব'ল্‌ছি, ধর আমি এসেছি।—তোমার হাতে চাবী, তুমি চাবী খুলে দু'জনকে বা'র ক'রে দিলে, তার পর আমায় পাকড়ালে। নবাব সাহেব কোত্তা খাওয়াবার হুকুম দিলে,—তোমরা দু'জন জায়গীর পেলে, নবাবজাদী পেলে।

১ম প্র। আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ!

রঙ্গ। আরো মজা শোন। কোন্‌ না দুচার ঘা মা'র্‌বে, হাতের সুখ কোন্‌ না হবে? তোমরা গারদ পাহারা দাও, কাউকে মার্‌তে ধর্‌তে পাও না,—সে খুব মজা হবে।

২য় প্র। আরে, সো তো ঠিক—আরে সো তো ঠিক, লেকেন এসা হিন্দু মিলে কাঁহা?

রঙ্গ। কেন, যে হিন্দুর বরাত ভাল, সেই তোমাদের হাতে ধরা পড়বে।

১ম প্র। এ বড়া মজেকা বাত বলে। কাহে, কাহে, ওস্কা বহুৎ কাঁহে আচ্ছা?

রঙ্গ। কি জান—তুমি কা'ল সকালে ফকির সাহেবের কাছে যেও না, শুন্‌বে—ঐ পীরের কোত্তা সে হিন্দুকে যত কামড় খাবে, তত লাখ লাখ বরষ সে বেহেস্তে হাউড়ি নিয়ে থাকবে। কা'ল ছুটী হ'লে ফকির সাহেবের কাছে গিয়ে শুনো না।

২য় প্র। আরে শুন্‌কে ক্যা করে ভাই। হিন্দুকা বিচ্‌মে ধরম করে, এসা আদ্‌মি কাঁহা?

রঙ্গ। কেন, অমন কথা ব'লো না; আমার ধরম কর্‌তে ভারি মন।

১ম প্র। কেঁও, তোম্‌ পাকড়া যানে রাজী?

রঙ্গ। রাজী হয়ে কি ক'র্‌বো বল! তুমি যদি আমায় ধরো, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে? আমি একা, হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নাই, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে বল

যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে আমি গারদ হ'তে বা'র কর্‌তে এসেছি। ওঃ হরি! একটি কথা ভুল হয়েছে। ফকির সাহেব এক পরামর্শ দিয়েছিল। বেশ হবে, একজন হিন্দুকে কা'ল ভুলিয়ে ভালিয়ে এনো! তার পর চাবী খুলে দিয়ে তাদের তো বিদায় ক'রে দিলে। সে হিন্দু যেন খুব জোয়ান, তোমাদের একজনকে বেঁধে ফেলেছে, আর একজন যেন ধ'রে ফেলেছো!

২য় প্র। ক্যা, হাম সম্‌ঝা নেই।

রঙ্গ। এই দেখ, তোমায় সমঝে দি। এই যেন তোমার তলোয়ারখানা আমি নিয়েছি, কেমন নিলুম বল?

২য় প্র। হঁ্যা হঁ্যা।

রঙ্গ। আর এরও এম্‌নি তলোয়ার নিয়েছি, এই দড়ি দিয়ে দু'জনকে বেঁধেছি, বেশ ক'রে জড়াচ্চি, চ্যাঁচালে বুকে তলোয়ার বসিয়ে দেব। এই চাবী নিয়ে দরজা খুল্‌লুম, চ্যাঁচালেই বুকে দেব। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো, চ্যাঁচাবারও যো রাখ্‌ছিনে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছি। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো, দোর খুলে দিয়েছি, ঘোড়া তোয়ের আছে, শীগ্‌গির পালাও।

নির। তুমি?

রঙ্গ। শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির পালাও—ফটকের প্রহরি ভাং খেয়ে প'ড়ে আছে। (প্রহরিদ্বয়ের প্রতি) নড়্‌বার চড়্‌বার চেষ্টা ক'রো না। এই বুকে তলোয়ার দেব।

[শালিগ্রাম ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। ও কি কচ্চ, খুলে দিচ্চ যে?

রঙ্গ। কেন, এদের দুজনকে মার্‌বো আঁচ ক'চ্চ কি'? তুমি পালাও—নইলে তোমায় ধ'র্‌বে, আমায়ও ধ'র্‌বে।

গঙ্গা। কি ক'চ্চ, ধরা দেবে না কি?

রঙ্গ। তা নয় তো কি, এই গরীব দুজনের সর্ব্বনাশ কর্‌বো? পালাও পালাও—তুমি স'রে যাও—নৈলে ধরা পড়বে!

গঙ্গা। না না, তুমি এসো।

রঙ্গ। চল, তোমায় রেখে এসে এদের খুলে দেব।

গঙ্গা। নিশ্চয় আমি যাব না।

রঙ্গ। তুমি না আমায় বল, ভালবাস? যদি ভালবাস, কথা শোন। যাও, শীগ্‌গির যাও, নইলে এই দেখ, আমি আত্মঘাতী হব।

গঙ্গা। ভগবান্, এ কি সর্ব্বনাশ কল্লেম। কেন প্রহরীদিগকে ভাং খাওয়ালেম?

রঙ্গ। সর্ব্বনাশ করনি, বেশ করেছ। যাবে তো যাও, নইলে এই আমি বুকে মার্‌লেম।

গঙ্গা। ভগবান্, কি করলে!

[গঙ্গার প্রস্থান।

রঙ্গ। এইবার মিঞাসাহেব! মুখের কাপড় খুলে দিলেম। ব্যস্ত হয়ো না, এই বাঁধন কেটে দিচ্ছি। চ্যাঁচাবে কেন? এই তো আমি ধরা দিচ্চি। দেখ, দুটো গরাদে কেটে ফেল, এই আমার কাছে উকো আছে। বল্‌বে, তিন জনের সঙ্গে দু'জনে পার নাই। দু'জন বেরিয়ে গেছে, একজনকে ধরেছো। কেমন মিঞাসাহেব, আমায় কুকুরে খাবে, খুব মজা হবে! দেখো, আমি বড় কাছুড়াই, একটু মারো আর আমি অমনি ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বো।

১ম প্র। তোবা তোবা!

রঙ্গ। তোবা কেন, আমায় পিছমোড়া ক'রে বাঁধো না। তবে জাইগীর আর নবাবজাদী যদি না পাও, এই নাও দু'টুকরো হীরে নাও।

২য় প্র। তোম্ কোন্ হ্যায়?

রঙ্গ। হাম্ হিন্দু হ্যায়, আর কোন্ হ্যায়?

১ম প্র। হাম লোককা জান যাগা

রঙ্গ। কিছু পরোয়া করো না মিঞা সাহেব, এই দেখ, যেন ওদের ঠেঙ্গে উকো ছিল, রেল কেটে বেরিয়েছে। আমি যেন দোরের প্রহরীদের ভাং খাইয়ে এখানে এসেছি। ওরা বেরিয়ে গেছে, আমি তোমাদের সঙ্গে দাঙ্গা করেছি। ব্যস্! কত সুক্ষ্মবিচার হয়, তা তো তোমরা জান; আর আমি এক রকম ক'রে বুঝিয়ে দেব, ভেবো না।

২য় প্র। জমাদার ক্যা সম্‌ঝায়েগা, হাম লোক চিল্লায় নেই কাহে?

রঙ্গ। এখন চেল্লাও না।

১ম প্র। জমাদার—জমাদার, কয়েদী ভাগা।

রঙ্গ। দেখ, ততক্ষণ তোমরা কানটা-আস্‌টা মলো, দুচার ঘা মারো, খুব আমোদ কর না।

১ম প্র। শালা বেইমান! (প্রহারকরণ)
রঙ্গ। ও বাপ রে—গেলুম রে, কেমন, আমোদ হ'চ্ছে না?
২য় প্র। আরে মারো মাৎ, শালা দেও হায়!
(জমাদারের প্রবেশ)
জমা। ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া?
১ম প্র। কয়েদী ভাগা।
জমাদার প্রভৃতি সকলে। কয়েদী ভাগা—কয়েদী ভাগা।
[রঙ্গলালকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সরফরাজ খাঁর কক্ষ।

সরফরাজ খাঁ, শালিগ্রাম ও মাধুরী।

সরফ। তোম্ কোন্?
শালি। আমি শালিগ্রাম রায়।
সরফ। তোম্ গারদসে কেস্ তরে নিকালা?
শালি। তা তোমায় ব'লছি, ফিরে গারদে দিতে হয় দাও, কিন্তু এই উদয়নারায়ণের কন্যা এনেছি দেখ। তুমি ব'লেছিলে, কারাগারে মুক্তি দেবে,—যদি আমি উদয়নারায়ণের কন্যাকে এনে দিতে পারি।
সরফ। এই তো মেরি জানি!
মাধুরী। অ্যাঁ অ্যাঁ, আমার পিতা কোথায় রায় সাহেব?
সরফ। ডরো মাৎ পিয়ারি! এ সহরমে হ্যায়। (শালিগ্রামের প্রতি) তোম্‌কো ক্যায়সে মিলা? রায় সাহেব, বহুত সেলাম!
শালি। আমি গারদ থেকে পালাচ্ছিলুম, পথে এর সঙ্গে দেখা। উদয়নারাণের বাসা খুঁজে পাচ্ছিল না, আমায় বন্ধু বিবেচনা ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আপনার কাছে এনেছি।
সরফ। হাঃ হাঃ, রাজা তো চলা গিয়া। দেখো, বড় মজা হুয়া! হাম ওসকা লেড়কীকো মাঙ্গে থি, ও গোস্বা হোকে চলা গিয়া। তোম্ বহুত কাম কিয়া। আল্লা ক্যা মিলা দিয়া!—তোমারা যাঁহা খুশী চলা যাও, এই আঙ্গুটী লেও—কোই নেহি রোখে গা।
শালি। একটু অনুগ্রহ ক'র্‌তে হবে।
সরফ। ক্যা কহো? হামার দেল খোস হো গিয়া, যো মাঙ্গো, সো দেঙ্গে।
শালি। রঙ্গলাল ব'লে যে একজন আমাদের মুক্ত ক'রেছে, মুক্ত ক'রে আপনি কয়েদ হয়েছে, তারে আপনি মুক্তি দেন।
সরফ। কুছ পরোয়া নেই, আবি দেঙ্গে।
মাধুরী। এ কি রায় সাহেব! কোথায় আন্‌লেন?
সরফ। বিবি—বিবি, ডরো মাৎ।
মাধুরী। সাহেব—সাহেব! আমায় ছেড়ে দেন!
সরফ। পরোয়া মাৎ কর বিবি, ঠাণ্ডা হও। (শালিগ্রামের প্রতি) কাঁহা তোমারা রঙ্গ দুলাল? ঠারো। এস্‌মালি!
এস্। (প্রবেশ করিয়া) খামিন্!
সরফ। এই আঙ্গুটী লেকে যাও, গারদমে যাকে কহো—রঙ্গদুলালকো ছোড়নে হামারা হুকুম হুয়া। (শালিগ্রামের প্রতি) তোমারা জমীদারী তোম্‌কো মিলেগা—যাও।
মাধুরী। রায় সাহেব, রায় সাহেব! আপনি কি অনাথিনী, পথের কাঙ্গালিনী কুলকামিনীর সহিত প্রতারণা করেছেন? আপনি কি বাঙ্গালার অন্তঃপুরের গৌরব—সতীত্ব—যবনের পায়ে ফেলে দিতে এনেছেন? সত্যই কি আপনি রায় সাহেব? আমি আপনার দুহিতা, আশ্রিতা, আমায় রক্ষা করুন। আমি তো আপনার চরণে অপরাধিনী নই। কেন আমায় কলঙ্কসাগরে ভাসিয়ে দিতে নিয়ে এসেছেন?
শালি। কেন? বেগম হয়ে তোমার পিতাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্যো, তিনি আনন্দ ক'র্‌বেন। তিনি আরও নবাবের কৃপাভাজন হবেন। তিনি আরও অনেক জমীদারকে কারাগারে আবদ্ধ ক'রে তাঁদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পার্‌বেন। তিনি তোমায় তাঁর কুলের গৌরব মনে ক'র্‌বেন। ভেবো না, ভেবো না? বেগম হবে! তোমার পিতা নবাবজাদার শ্বশুর হবেন!
মাধুরী। কি বল্‌ছেন? কি বল্‌ছেন? আমি যে আপনার কুলকামিনী, আমি

যে আপনার অন্তঃপুরনিবাসিনী। আমার পিতা আপনার শত্রু হ'তে পারেন, আমি নই। তিনি আপনার ঐহিক সর্ব্বনাশ করেছেন, সেই অপরাধে নিরপরাধিনীর ঐহিক-পারমার্থিক সর্ব্বনাশ করবেন না। আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, এত কুটিলতা আপনাতে সম্ভবে না! আপনি হিন্দু—বাঙ্গালী। যে বাঙ্গালী-রমণী পতির সহমৃতা হয়, সেই সতী-বঙ্গ-রমণীর গর্ভে আপনার জন্ম। আপনি সতীত্বের আদর করুন, হিন্দুরমণীর সতীত্ব রক্ষা করুন। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

শালি। কে বলে আমি হিন্দু? আমি কারাগারে যবন-অন্নে প্রতিপালিত। আমি নিরপরাধী, নিরপরাধী পুত্রের সহিত কারাগারে বাস করেছি। যবনের দানাপানিতে আমার দেহ পুষ্ট হয়েছে, সে তোমার পিতার প্রসাদাৎ! সে ঋণ কি আমি রাখ্‌তে পারি? তোমার মত আমিও 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' ব'লে চীৎকার করেছি, নিরপরাধী পুত্রের প্রতি দয়া কর, দয়া কর বলেছি।—তিনি আমার শিক্ষাদাতা, তাঁর শিক্ষা ভুলবো কেমন ক'রে?

[শালিগ্রামের প্রস্থান।

মাধুরী। কি হলো! কি হলো!

সরফ। বিবি—বিবি, ডরো মাৎ!

মাধুরী। নবাবজাদা, আমি আপনার প্রজা—দুহিতা—আমার সতীত্ব ভিক্ষা দেন। আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন, জাতি রক্ষা করুন, রমণীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সরফ। পিয়ারি, তোম্ হামারা দেল্‌মে কাটারি মারি!—বহুত যতনসে ছাতিপর রাখেঙ্গে। ডরো মাৎ।

মাধুরী। নবাবজাদা, সতীর সতীত্ব নাশ করবেন?—সহস্র নবাব একত্র হয়ে পারবেন না। মা নিস্তারিণী, সতীকুলরাণী আমায় লোহার পিঞ্জর ভেঙ্গে নিয়ে যাবেন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সতী হই, সতীত্ব-প্রভাবে আমার দেহ অনিলে মিশিয়ে যাবে, আমার প্রাণ মৃত্তিকাপিঞ্জর ভেঙ্গে পতির পদে লয় হবে! নবাব সাহেব, আমায় রাখ্‌তে পারবেন না, সতীত্ব নাশ করতে পারবেন না। আমার মা স্বর্গ হ'তে ডাক্‌ছেন, আমার প্রাণ দেহপিঞ্জর ভেঙ্গে চল্‌লো। (মূর্চ্ছা)

সরফ। এ কিয়া! গুল কেয়া শুখ গেয়ী? বিবি—বিবি! বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ)

দেখো,—লে যাও—যতনসে রাখো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দেবী-মন্দির।

(ললিতা ও যোগবালাগণ।

সকলের গীত।

ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-সোহিনী,
মুক্তিযোগ-রঙ্গিণী।
দোহিত বাসনা-বিভূতি-ভূষণা,
জ্ঞানকরুণা সঙ্গিনী॥
সত্তা নিত্য, নিত্য বিত্ত, সত্যচিত্ত-বাসিনী—
সাধক শান্তি, বিবেক কান্তি,
শ্রান্তি-ভ্রান্তি-নাশিনী,
উপাধি নগনা, সমাধি-মগনা,
ত্রিগুণাতীত অঙ্গিনী॥
কারণার্ণব, (অ) নাদি প্রণব,
ভাবাভাব-ভঙ্গিনী॥

[যোগবালাগণের প্রস্থান।

ললিতা। মা গিরিনন্দিনি, শিবরাণি, মা কৌমারী-স্বরূপিণি, কুমারজননি, মা যোগিনি, শান্তি-দায়িনি, আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত কর মা! আমি কৌমার-ব্রত গ্রহণ ক'রে তোমার চরণে আশ্রিতা, আমার চিত্ত স্থির কর মা। আমার চঞ্চল মনপ্রবাহ এখনও তার প্রতি ধাবিত। মা, তোমার ধ্যান করি, তার মুখ মনে পড়ে, তোমায় অন্তর-ব্যথা জানাতে গেলে জ্ঞান হয়, তার সঙ্গে কথা কচ্ছি—মা, তোমার দর্শনে এসে আগে তারে দেখ্‌তে পাই, এ কি মা, আমার কি হলো! সদাই মনে হয়, সে আস্‌ছে, সে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মা, তোমার পদে আশ্রয় নিয়ে কি শেষে ব্রত-ভঙ্গ হবে? মা, আমার হৃদয়-ভাবে কি তোমার

মন্দির কলুষিত হবে? তোমার চরণে কি আমার এই কলুষিত বাসনা অঞ্জলি দেব? এ কি হলো! কি ক'রে তারে ভুল্‌বো?

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। কে ও মাধুরী?

ললিতা। না না নিরঞ্জন, আমি মাধুরী নই; যদি মাধুরী হ'তেম, তোমায় পেতেম। মাধুরী হেথায় আস্‌বে কেন?

নির। মাধুরী—মাধুরী! তুমি বল, তুমি হেথায় কেন?

ললিতা। মাধুরী হেথায় আস্‌বে কেন? স্থির হও, চেয়ে দেখ, আমি মাধুরী নই।

নির। তোমার কি হয়েছে, তোমার এ সন্ন্যাসিনী বেশ কেন? তুমি কি পূজা দিতে এসেছ?

ললিতা। তাতে তোমার কি?

নির। আমার কিছু নয়, তুমি ভাল আছ তো?

ললিতা। কেন, আমার ভালোয় তোমার কি?

নির। এখনও তুমি কথা বল্‌ছো? দেখ, তোমার জন্তে আমি পথের ভিখারী, পিতার সর্ব্বনাশ হয়েছে, কিন্তু তাতে আমার খেদ নাই। তুমি বলো, তুমি সুখে আছ—শুনে আমি চ'লে যাই। তুমি আমার হবে বড় আশা ছিল, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হলো। আমার অদৃষ্ট। তোমার ভালই আমার ভালো। বল, তুমি সুখে আছ, তা হ'লে আর বিরক্ত কর্‌বো না।

ললিতা। নিরঞ্জন, এখনো প্রতারণা? কেন, আর প্রতারণায় প্রয়োজন কি? তুমি তো আমায় ভাসিয়ে দেছ, তবে আর কেন সোহাগ জানাও? চেয়ে দেখ, তোমার মাধুরী নই, দেখ, দুখিনী—জননী—বর্জ্জিতা—ঘৃণিতা!

নির। কি কি, কি হয়েছে?

ললিতা। না, কিছুই নয়। তুমি হেথা আর থেকো না। কেন আমায় পাতকিনী কর্‌বে? তোমার কথা শুন্‌লে, তোমায় দেখ্‌লে—আমি ধর্ম্ম রাখ্‌তে পার্‌বো না, তোমায় পাব না, কিন্তু আমি—তাতে তোমার কি এসে যায়, কেন তোমায় বলি?—নিরঞ্জন, আর আমায় পতিত করো না। এই আশীর্ব্বাদ করো, যেন জন্ম-জন্মান্তরে তুমি আমার হৃদয়ে স্থান না পাও। অনেক চেষ্টা করেছি, এ জীবনে তোমায় ভুলতে পার্‌বো না। চ'লে যাও, চ'লে যাও, আমায় মহাপাতকিনী করো না।

নির। চল্লুম, আর তোমার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবে না।

ললিতা। সেই ভাল;—সুখে থাক, দেবীর কাছে এই আমার প্রার্থনা!

নির। সুখ? সুখে আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি।

ললিতা। আবার ঐ কথা! আমি চল্লুম।

[ললিতার প্রস্থান।

নির। এ কি! পুরঞ্জনের কি অমঙ্গল হ'লো? দুর্দ্দম মনোবেগ কোন মতেই ফিরাতে পারি নে;—দিবারাত্রি পরস্ত্রীর চিন্তা। ইচ্ছা হ'চ্ছে, ছুটে গিয়ে পায়ে ধ'রে প্রেম প্রার্থনা করি। পিতার সর্ব্বনাশ করেছি. পরিবারবর্গ পথে পথে ফির্‌ছে, নিজে পথের ভিখারী হয়েছি, এ দুরবস্থায়ও মাধুরী! এই কি আত্মত্যাগ, এই কি স্বার্থ-বিসর্জ্জন! ধিক্! আমার আত্মবিসর্জ্জনে ধিক্, আমার বন্ধুত্বে ধিক্! যাই, পুরঞ্জনের সন্ধান নেব; তার পর মাধুরীকে যদি না ভুল্‌তে পারি, মার চরণে কলুষিত বক্ষের শোণিতদানে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো!

[প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। মা! শুনেছি, সকল নারীদেহে তুমি বিরাজিতা। আমি পাতকিনী, কিন্তু মা, তুমি পতিতপাবনী,—পতিত দুহিতাকে দয়া কর! মা অন্তর্যামিনি, আমার অন্তরের কথা বোঝো,—আমার রঙ্গলাল কারাগারে। আমার মহাপাপের শাস্তি যা তোমার ইচ্ছা দাও, কোটি কোটি জন্ম আমার শরীর নরকের কীটে দংশন করুক্—মা, আমি দেখি, সে মুক্ত হয়েছে! মা, মা, বাঞ্ছাকল্পতরু!

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

কি, তুমি পালিয়ে এসেছো?

রঙ্গ। তোমার কি বোধ হ'চ্ছে কারাগারে আছি?

গঙ্গা। কি জানি। তোমার ঢঙের কথা তুমিই জানো।

রঙ্গ। আ মরি মরি! ঢং-ঢাং যা তোমাতে নাই।

গঙ্গা। হ্যাঁ, ঢং-ঢাং আমাদের আছে বটে, কিন্তু তোমার মতন নয়।

রঙ্গ। তুমি আমায় ভালবাসই বাসো; কি বল?

গঙ্গা। সে আমরা অমন কত লোককে বলি।

রঙ্গ। বল না কেন, একটু ভালবাস; না?

গঙ্গা। তোমায় ভালবেসে কি ক'র্‌বো, তোমার কাছে তো এক পয়সার পিত্তেশ নেই।

রঙ্গ। কেন বিবি, আমি তো তোমায় টাকা দিতে চেয়েছিলুম। তুমি প্রহরীদের ভাং খাইয়েছ, আমায় কিনে রেখেছ। তুমি যা চাও, আমি তো দিতে রাজী।

গঙ্গা। আমি তোমায় চাই।

রঙ্গ। তা আমায় কিনে নিও, আর একটি কাজ কর।

গঙ্গা। কি?

রঙ্গ। রাজা উদয়নারায়ণের কন্যাকে সরফরাজ খাঁ তার বেগমমহলে নিয়ে গেছে, সতীর ধর্ম্ম নষ্ট হবে, তারে তুমি রক্ষা কর।

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমার পরের জন্য অত মাথাব্যথা কেন? তুমি তো ধর্ম্মকর্ম্ম ছাই মানো। এই তো মায়ের সাম্‌নে একবার মাথাটাও নোওয়ালে না।

রঙ্গ। মার কোলে ছেলে থাকে, ক'বার স্তবস্তুতি করে? ক'বার বলে—তুমি হ্যান, তুমি ত্যান? ক্ষিদে পেলে দরকার হ'লে এসে মার পায়ে যে মাথা খোঁড়ে না, তাতে কি মা বেজার হয়? তবে সৎমা হ'লে নানা কথা কইতে হয় বটে। বল্‌তে হয়,—মা গো, জননী গো, আর মনে হয়, সর্ব্বনাশী গো, কথায় কি ত্রুটি হবে গো, অমনি ঘাড় ভাঙ্‌বে গো;—তাই মুখে বল্‌তে হয়—তুমি জননী গো, তুমি কি না পার গো।

গঙ্গা। তবে মাকে মান?

রঙ্গ। অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না; দেখ না, এক পোড়ার মুখ নিয়ে প'ড়ে আছেন, না হয় জিব বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলি—থাক মা, বিল্ব-পত্রের গাদায়, টিকিদাস ভট্টাচার্য্যির মুখে চিড়িং চাড়াং—ফিড়িং ফাড়াং শোলোক।

গঙ্গা। তুমি নাস্তিক নাকি?

রঙ্গ। আমি নাস্তিক! যে আমায় নাস্তিক বলে, সেই নাস্তিক। আমি অমন অন্ধকারে তীর ন্দাজী করি না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর।

গঙ্গা। কে তোমার দেবতা শুনি?

রঙ্গ। মানুষ আমার দেবতা।—যারে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান বলে ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে, এ কথার তর্কবিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ,—যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না, ভাল করেছি কি মন্দ করেছি। এ দেবতা-পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, কোন তর্ক নাই। দেখ বিবিজান একবার মানুষের সেবা ক'রে দেখ, প্রাণ তর হ'য়ে যাবে। এই ত ঢং-ঢাং ক'রে রোজগার করেছ, মনে মনে একবারও ওঠে—যতই মনকে চাপা দাও—সে কসব করাটা বড় ভাল কাজ হয় নাই। কিন্তু আমার দেবতার পূজা যদি কর, তা হ'লে মনে কর্‌বে, টাকা রোজগার করেছ, সার্থক; ঠিকঠাক্ দেবতার পূজায় লেগেছে।

গঙ্গা। আমি ঠিক ঠাওরেছি তুমি নাস্তিক।

রঙ্গ। কেন বিবি, বোঝ। বড় বড় টিকিদাস ভট্টাচায্যিকে জিজ্ঞাসা করো—ব'ল্‌তে হবে, সকল মানুষেই মা আছেন, বড় বড় মোল্লা মান্‌বে—খোদার অংশে সবাকার জান; পাদ্রীতে বল্‌বে—ভগবান্ ফুঁ ঝেড়ে মানুষ তৈয়ারি করেছেন; তা হ'লে আর আমি নাস্তিক কি ক'রে বল? 'মা সর্ব্বময়ী—মা সর্ব্বময়ী' ব'লে পূজা দিয়ে গেল, মুখে বলেন, সর্ব্বভূতে মা আছেন, আর জীবজন্তু দূরে থাকুক, মানুষের বুকেই ছুরি দেন। একশ টাকা ধার দিয়ে পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে নিয়ে তার পর তারে কয়েদ দিলে; ক্ষিদেয় একটা লোক হা হা কচ্ছে, আপনি পেট ঠাণ্ডা ক'রে দারোয়ানকে বল্লে, নিকাল দেও। কিন্তু প্রতি হাত বলা আছে—'মা ব্রহ্মময়ি' তুমি সর্ব্বভূতে আছ।' তার মা বলা তাতেই থাক্, অমন মা বলতে চাইনে। তিনি কৈলাস প্রাপ্ত হোন, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হোন্, তাতে আমার হিংসা নাই। মার কাছে আমার প্রার্থনা, তুমিও আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন দু একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপছে, তাকে একখানা কম্বল দিতে পারি, তা হলেই আমি চরিতার্থ হব।

গঙ্গা। ঠাকুর-দেবতা মান না—তুমি নরকে যাবে

…। মানি নে কেন বল্‌ছো বল! এই যে তোমার বুঝিয়ে বল্লুম। আর এতে যদি নরকে যেতে হয়, আমি রাজী আছি। বিবিসাহেব, তোমার একটা কথা বলি।

…। কি?

…। দেখ, একদিন একজনকে—খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চারটি খেতে দিও, খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দিও; খেয়ে ব্যাটারা 'আঃ' কর্‌বে,শুনে যে তোমার সুখ হবে, কোন ব্যাটার চোদ্দপুরুষের কল্পনায় স্বর্গ সৃষ্টি করে, এত সুখ সৃষ্টি কর্‌তে পারে নাই। জোর স্বর্গসুখ করেছে কি জান?—অপ্সরীর সঙ্গে প্রেমালাপ হলো, পারিজাতের মালা গলায় দিলে, খাঁটী না খেয়ে একটু সুধা খেলে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ফুরোলো, পারিজাতের মালা বা্সী হলো, আর অমৃতের নেশার খোঁয়ারী এলো। এগুলো বিবিজান, তুমি তো দেখেছ, এ আমোদ না ছাই? ব্যাটারা সন্দেশ ফেলে বিষ্ঠে খায়। যাক্, রাত ফুরুলো সকালেই তোমাকে এ কাজ কর্‌তে হবে।

…। কি কর্‌বো বল?

…। মাধুরীকে উদ্ধার কর্‌তে হবে।

…। কি ক'রে?

…। তা তুমিই জান। যদি পার স্বর্গ কোথায় বুঝ্‌বে। আমি যাই, আমার কাজ আছে।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

…। রঙ্গলাল, তুমিই আমার স্বর্গ!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

সরফরাজ খাঁর কক্ষ।

(সরফরাজ খাঁ ও মাধুরী)

…ফ। বিবিজান, মেহেরবাণী করো, নেক্ নজর দাও।

…ধুরী। এ কি! পাপ দেহে এখনও জীবন রয়েছে, এখনও যবনগৃহে রয়েছি?

সরফ। বিবি, গোলামসে জেরা বাৎ করো, তোম্ দেলখোস হোয়!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। গঙ্গা তয়ফাওয়ালি আয়ি,—

সরফ। হাম নেই বোলায়া, তোমলোক চলা যাও, মাৎ আও। (মাধুরীর প্রতি) বিবিজান, ছাতি পর লুটো, সিনা পর লুটো, (আক্রমণ-করণোদ্যত)

মাধুরী। ভগবান্, রক্ষা কর! (মূর্চ্ছা)

(গঙ্গার প্রবেশ)

সরফ। তোম কাহে হিঁয়া আয়ি?

গঙ্গা। নবাবজাদা, বুঝ্‌ছো না, কেন জোর জবরদস্তি কর্‌চ? তোমার জন্য ও মরে!

সরফ। ক্যা? ক্যা?

গঙ্গা। ওর বের দিন তুমি ছিলে?

সরফ। হাঁ হাঁ, উসি ওয়াক্ত জান্‌মে কাটারি লাগা!

গঙ্গা। এই দেখ, ঠিক হয়েছে! এই তোমায় চিন্‌তে পাচ্ছে না, তাই এমন কচ্ছে! তুমি সেই পোষাকটি প'রে এসো দেখি, তা হ'লেই তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে, তোমার মুখ-চুম্বন ক'র্‌বে।

সরফ। সাচ্?

গঙ্গা। নবাবজাদা, তোমায় মিছে বল্‌চি? ওর স্বামীকে ভুলিয়ে শুধু শুধু মুরশুদাবাদে এসেছে? ও বাপকে খুঁজ্‌তে আস্‌বে কেন?—ওর বাপ কি হারিয়েছে যে, খুঁজ্‌তে আসবে?

সরফ। দেখো গঙ্গা, ইস্‌কি ঠাণ্ডা করো, হাম্ ঐ পোষাক পিহিনকে আওয়ে।

গঙ্গা। যাও—যাও শাজাদা, শীগ্‌গির এসো।

[সরফরাজ খাঁর প্রস্থান।

গঙ্গা। দেবি, ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো, এই ওড়না মুড়ি দিয়ে পালাও।

মাধুরী। মা, মা, কে তুমি?

গঙ্গা। কথার সময় নাই, শীগ্‌গির পালাও,—নইলে এখনি জাত যাবে। শোয়ারি তয়ের আছে তুমি শীগ্‌গির পালাও।

[মাধুরীর প্রস্থান।

পাই—বড় তৃপ্ত হব! এসো, আমি প্রস্তুত।
(উভয়ের অস্ত্রগ্রহণ)

উদয়। সকলে সাক্ষী হও, আমি অন্যায় যুদ্ধ করবো না। (যুদ্ধ করিতে করিতে) হয়েছে, ক্ষান্ত হও।

শালি। না—না, ক্ষান্ত কেন হব? (পুনরায় যুদ্ধ)

উদয়। এখনো ক্ষান্ত হও।

শালি। এখনো বল আছে, তোমার বক্ষের রক্ত দেখতে পারি, ক্ষান্ত হব না।

উদয়। না—না, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

শালি। তোমার কন্যা—বেশ্যাকন্যা, তোমার কন্যা মুসলমানের উপপত্নী, তুমি হিন্দু নও, তোমার মুখে আমি নিষ্ঠীবন দি।

উদয়। তবে মর! মুসলমানের কবর-ভূমিতে তোমায় ফেলে দেব।

(শালিগ্রাম রায়ের পতন)

কে আছিস্?—একে লয়ে গিয়ে মুসলমানের কবর-স্থানে ফেলে দিয়ে আয়। (শালিগ্রামের দেহ লইয়া প্রস্থান) খাঁ সাহেব, সমাগত জমীদারবৃন্দ, আমি বিদ্রোহে প্রস্তুত! সরফরাজ খাঁর শোণিত যদি দেখতে পাই, তবে আমার তৃপ্তি হবে! চণ্ডাল আমায় বলেছিল,—তোমার কন্যাকে আমার বেগম কর, এর কি শোধ হবে? আমি নরশোণিতসিক্ত অসি ধারণ ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি—নবাব-বংশ ধ্বংস করবো, নচেৎ প্রাণ তৃণজ্ঞান হচ্ছে, তুচ্ছ প্রাণ এখনই ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত। আপনারা সকলে এক্ষণে আসুন। বহুদিনের পর আমার কন্যার দেখা পেয়েছি, দুটো কথা কব।

[মাধুরী ও উদয়নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধুরী, তোমার অঙ্গে আমি অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না, কিন্তু তুমি কিসে ম'রবে? অস্ত্রে, অনলে, সলিলে না বিষপানে? মরবার জন্য প্রস্তুত হও।

মাধুরী। বাবা—বাবা, আমায় মেরে ফেলুন। আপনিই আমায় অস্ত্রাঘাত করুন, আমি বুঝেছি,—মরণই আমার পক্ষে মঙ্গলকর। আমি কলঙ্কিনী, আমার জন্য অনেক সয়েছ, অনেক কষ্ট পেয়েছ, বাবা, আমায় বধ কর।

উদয়। না, বধ করতে পারবো না। তোমার মুখ দেখলে তার মুখ মনে পড়ে, ঠিক তার মত চক্ষু, ঠিক তার মত অধর, তার মত অবয়ব, তার মত কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম, আমি স্বহস্তে তোমায় বধ করতে পারবো না—তুমি আপনি মর; অস্ত্রে, অনলে, গরলে বা গঙ্গাসলিলে প্রাণ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হও। তুমি আমার কলঙ্কের কারণ, তা বুঝেছ, তবে মরণে প্রস্তুত হও।

মাধুরী। বাবা—আমি কালসর্পিণী, তা আমি বুঝেছি। আমি কলঙ্কিনী, আমি বুঝেছি,—আমি পতিবর্জ্জিতা, তা আমার হৃদয়ে বিঁধে আছে, আমি মুসলমানের ঘরে গিয়েছি, তা আমার স্মৃতিতে জ্ব'লছে—বাবা, আমি মরণে প্রস্তুত।

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। রাজা, ভেবো না—ভেবো না, আমি পাগলিনী নই, কন্যা তোমার নয়, আমার। আমি তোমার চক্ষে নিরুদ্দেশ, সকলের চক্ষে নিরুদ্দেশ; কিন্তু আমি সর্ব্বস্থানে বেড়িয়েছি, সকল দেখেছি, পাখীর মতন আমার বাছাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছি, তোমার মেয়ে নয়, তুমি আর দেখা পাবে না; মৃত্যুকালে দেখবে, আমি তোমায় দেখাবো। আমি যেমন সতী, আমি যেমন পবিত্রা, আমি যেমন পতি-অনুরাগিণী, আমার কন্যা সেইরূপ মৃত্যুকালে বুঝবে। রাজা, আমি অনেক [illegible]ছি, তুমিও কিছু সও, আমার কন্যা [illegible] নিয়ে যাচ্ছি, তোমায় আর ভার নিতে হবে না।

উদয়। অন্নদা!—অন্নদা!—(মূর্চ্ছা)

অন্নদা। আয়, আয় চ'লে আয়, আমার সঙ্গে আয়! আয় আয়, তুই সতীর কন্যা সতী, মনে দুঃখ করিস্‌নে; আয় আয়, হেথা থাকিস্ নে—শীগ্‌গির আয়—শীগ্‌গির আয়! তোর পিতা নয়, তোর শত্রু।

[মাধুরীকে লইয়া অন্নদার প্রস্থান।

উদয়। (উত্থিত হইয়া) এ কি, আমার কি দুঃস্বপ্ন দেখলাম? কে এলো? প্রহরী, প্রহরী,—

প্রহরী। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ, মহারাজ! দেও আয়েথি! আঁখ জলতা রহা, খাসমে আগ

ছুটতো, মহারাজ, আমি,—চলা গেমি। দেও—দেও—মহারাজ দেও !!

উদয়। কোথা গেল, কোথা গেল ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

দেব-মন্দির।

(গঙ্গা ও ললিতা)

গঙ্গা। দেবি ! আপনি হেথায় কেন ?

ললিতা। কি গঙ্গা, রাজমহলে যে দেখে এলে ?

গঙ্গা। না।

ললিতা। কেন ? তুমি তো রাজমহলে যে দেখতেই গেলে ?

গঙ্গা। আমি একজনকে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলুম।

ললিতা। কে ? যারে তুমি ভালবাস ?

গঙ্গা। আমি তো সর্ব্বত্রই ঘুরি, আপনি এখানে কেন ?

ললিতা। তুমি তো বলেছ, সংসারে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গঙ্গা। (স্বগত) বুঝি বিষের জ্বালায় বেরিয়ে এসে সংসার ভেসে বেড়াচ্ছে। ছিঃ ছিঃ, আমিই সর্ব্বনাশ কর্‌লেম। রঙ্গলালকে খুঁজে যদি পেতাম, উপায় হ'তো। সে দিকে সে জ্বলছে,—এ দিকে এ জ্বলছে। সংসারে আগুন জ্বাল্‌তেই এসেছিলেম, কত সরল হৃদয়ে আগুন জেলে দিয়েছি, —শেষে কুলবালা মজালুম।

ললিতা। কি গঙ্গা, কি ভাব্‌ছো ?

গঙ্গা। আপনি কি উদাসিনী হয়েছেন ?

ললিতা। না, আমার বেশ দে'খে ভুল না। যেমন তোমার বেশ দেখে বোধ হয়, তুমি প্রণয়হীনা বারবিলাসিনী, কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি তা নও। নারী নারীই থাকে, আমিও রমণী, মনে করি উদাসিনী, কিন্তু উদাসিনী নই। কৈ—উদাসিনী তো হওয়া যায় না।

গঙ্গা। আপনি কি গৃহ ত্যাগ ক'রে এসেছেন ?

ললিতা। আমার কখনও গৃহ ছিল না, ত্যাগও করি নাই। আমি চিরদিন সংসারে একাকিনী। তবে গৃহের বাসনা ছিল, আজ ও যে নাই, তা বল্‌তে পারি নে। অনেক দিনের বাসনা, অনেক দিন যারে যত্ন করেছি,কত সোহাগ করেছি, কত তার মধুময় কথা শুনেছি, তারে ছাড়বো মনে করি, ছাড়্‌তে পারি না। তখন যে আদরিণী ছিল, সোহাগিনী ছিল,এখন সে সাপিনী—দংশন কর্‌ছে ; তবু তার সেই আদরই আছে, সেই সোহাগই আছে।

গঙ্গা। যা ছাড়া যায় না, তবে তারে ছাড়াবার চেষ্টা কেন কর্‌ছেন ? কেন ফিরে যান না ?

ললিতা। ফির্‌বো কোথায় ? ফিরে কি কর্‌বো ? আমার সোহাগই আমায় ফির্‌তে দেয় নাই। আচ্ছা, তুমি এখনও বল যে, যারে ভালবাসে, তারে সুখী দে'খে তার সুখ ?

ললিতা। কিন্তু আমি একটি গান শুনেছিলেম, শোন—

(গীত)

কেন চাহিব তারে,—যারে দিয়েছে পরে।
কেন ভুলিতে নারি, কেন তারে নেহারি,
কেন নয়ন ঝরে॥
সহিয়ে ঘৃণা, কেন মন বোঝে না,
সহি যাতনা, ছিঃ ছিঃ ভাল এ তো না,
তবে এ কি লো জ্বালা, গলে শুকালো মালা,
ছিঃ ছিঃ মালা ছেঁড়ে না, ফুল ঝরে পড়ে না,
নীরস হারে, কেন যতন করে, কেন হৃদয়ে ধরে॥

তুমি গানটি বুঝতে পার ?

গঙ্গা। বেশ বুঝ্‌তে পারি। আমার মালাও জ্বালিয়েছে,আমার মালাও শুকিয়েছে,কিন্তু ছেঁড়ে নি, ছিঁড়তে পারি নি ; এখনও সে শুক্‌নো ফুল ঝরে নাই। তবু তারে আদর করি, তবু তারে হৃদয়ে ধরি, মনে হয় যেন সেই শুক্‌নো ফুল আবার ফুটবে।

ললিতা।— (গীত)

এত নয়ন-জল ঢালি,
কই সরস হয় কলি।
শুকিয়ে মধু গরল হ'লো
তাই তো লো অলি॥
অযতনে ফোটে এ মুকুল,
হৃদয়-আলোক করা ফুল,
সৌরভে প্রাণ করে আকুল;
কেন কে জানে, সে ফুল শুকায় যতনে,
শুকায় বুঝি মনের আগুনে;
এ ভুলের কুসুম ভুলে গাঁথা,
ভুল বুঝে সই কই ভুলি॥

গঙ্গা। ভুললে যদি ভোলা যায় না, তবে ভুলবো ব'লে আবার ভুল কর কেন? যা হয় না, যা হবার নয়, তা মিছে ভেবে কি হবে?

ললিতা। মিছে ভাবলে যদি মিছে হ'তো, তবে অনেক জিনিস মিছে হয়ে যেতো। সকলই মিছে হ'তো, আমিও মিছে হয়ে যেতেম, কিন্তু মিছেও নয়—সত্যও নয়, এই এক বড় খেলা।

গঙ্গা। দেবি! কি মিছে বলচেন? খেলা বটে, কিন্তু মিছে খেলা নয়—প্রাণের খেলা; এ খেলা মিছে ব'লে শেষ হবে না, সত্যি ব'লে শেষ হবে না, খেলে শেষ হবে না, না খেলে শেষ হবে না।

ললিতা। তবে কি হবে?

গঙ্গা। কি হবে জানলে আমি একটা রকম করতুম। কেন খেলচি, জানি নে, কিন্তু খেলচি; কেন মজেছি, জানি নে, কিন্তু মজেছি; কেন চাচ্ছি, জানি নে, কিন্তু চাচ্ছি।

ললিতা। এমন কেন হ'লো?—এ কি ভাল?

গঙ্গা। ভালমন্দ ছাড়া এ এক নূতন জিনিস। ভালমন্দের ভেতর এরে পাই নি। তবে মনে করি, যদি ভাল ভেবে নিই, তবে বুঝি হয় তো ভাল হয়। আপনি কি সত্য সত্যই সন্ন্যাসিনী হবেন?

ললিতা। এখন তো এই, তার পর কি হবে—কে জানে!

গঙ্গা। সন্ন্যাসিনী হয়ে আপনিই তো বলচেন, ভুলতে পারবেন না; তবে কেন গৃহে যান না? আপনার সব আছে—সবই হবে।

ললিতা। গঙ্গা! তুমি ভালবাসো না, মন বোঝ না, মনে করেছ ভালবেসেছ। এখন ফের, অনায়াসে ফিরতে পারবে। এখনো তোমার দাগ পড়ে নি, —মুছে ফেলবার চেষ্টা কর, মুছে ফেলতে পারবে। আমার দাগ পড়েছে, আর উঠবে না, মোছবার যো থাকলে, মুছে ফেলে ঘরে থাকতেম।

গঙ্গা। এখানেও কোন্ মুছে ফেলতে পারছেন? তবে কেন ঘরে যাবেন না?

ললিতা। কেন? তুমি যে রাজমহলে যেও নি, তা হ'লে বুঝতে কেন? যদি তাদের দুজনের একবার আনন্দমুখ দেখতে, তা হ'লে বুঝতে কেন? যদি ছল-ঢাকা সরল আবরণ-পূর্ণ মুখ দেখতে, তা হ'লে বুঝতে কেন? যদি সেই চাতুরী-ঢাকা মধুময় কথা শুনে আশা ধ'রে ভেসে অকূলে ডুবতে, তা হ'লে বুঝতে কেন? সে স্থান বিষ, সে কথা বিষ, সে হাসি বিষ, সে চোখের চাহনি বিষ, কিন্তু সে বিষে যে জ্বলছি—আমি তারে দেখাব না। সে দে'খে যেন উপহাস না করে, সে দে'খে যেন মুচকে হেসে চ'লে না যায়, সে যেন মাধুরীর গলা ধ'রে দেখতে না এসে। গঙ্গা, হ'লো না, তোমার কাছে থাকবো না, তুমি জ্বলে যাবে—ভস্ম হবে। দেখ, পার যদি একবার দে'খে এসো, তারা কেমন আছে দে'খে এসো, আমায় বলতে ইচ্ছা হয়, কেমন আছে বলো,—না, বলো না। তোমার যা ইচ্ছা হয় করো।

গঙ্গা। আমি দেখতে চল্লুম, যদি ফিরে আসি তবে কোথায় দেখা পাব?

ললিতা। বোধ হয়, এইখানে।

গঙ্গা। কিন্তু যদি মাধুরী দেবী পুরঞ্জনের অনুরাগিণী হন, তা হ'লে তাঁর জ্বালা আপনার চেয়ে বেশী।

ললিতা। কেন?

গঙ্গা। দেবি, আমরা বেশ্যা; অনেকের কঠোর করস্পর্শ আমাদের অনিচ্ছায় সহ্য করতে হয়, সে সহ্য করা আমাদের অভ্যাস। কিন্তু সে যে কি জ্বালা, তা সেই জানে।

ললিতা। কেন, নিরঞ্জন তো তাঁরে ভালবাসে? কিংবা কে জানে,—সে চাতুরীময়, হয় তো তারেও মজিয়েছে; সে সকলই পারে, চতুরে সকলি সম্ভব।

গঙ্গা। আর মাধুরী যদি তারে না ভালবাসে ?

ললিতা। এ্যাঁ! না, তুমি জান না। নিরঞ্জন নিত্য আস্‌তো, সেও ছাদের উপর প্রতীক্ষায় থাক্‌তো; চোখে চোখে কথা হয়েছে, মনের ভাব চোখে চোখে ব্যক্ত হয়েছে। সে আমায় দেখতে আস্‌তো না, ছলনা,—ছলনা;— না, আর ও কথায় কাজ নাই, আমি চল্লুম।
[প্রস্থান।

গঙ্গা। এ কি! তবে কি মাঝে ভুল হ'লো? নিরঞ্জন কি একেই মাধুরী ভেবেছে? মাধুরী তো পুরঞ্জনেরই প্রত্যাশায় থাক্‌তো, নিরঞ্জনের নয়। ইনিই কি নিরঞ্জনের প্রত্যাশায় থাক্‌তেন? রাজশাহীতে যে গল্প বলেছিলেন, সে গল্পের ভাবে আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। এখন আমার স্পষ্ট অনুভূত হ'লো, ইনি আপনিই সেই নায়িকা। আত্মহত্যা না ক'রে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। তবে তো বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমি রাজমহলে যাই, এর তত্ত্ব নিই। রঙ্গলাল কোথায় গেল? তারে তো কোথাও খুঁজে পেলেম না। তার দেখা পেলে উপায় হতো; এখনও উপায় হয়, সে সব পারে।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

গ্রাম্য-পথ।

নিরঞ্জন।

নির। অমি কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম! মাধুরী কি আমার জন্যে উদাসিনী হয়েছে? পুরঞ্জন কি তারে ত্যাগ করেছে? কি হলো, সকল দিকেই বিভ্রাট্‌ হলো! পৃথিবীতে আমি একটি কণ্টক জন্মগ্রহণ করেছিলেম; পিতার কণ্টক, বন্ধুর কণ্টক, মাধুরীর সুখের কণ্টক, আমার আপনার হৃদয়ের কণ্টক! হয় তো,পুরঞ্জন মাধুরীর বিরহে অতিশয় কাতর। শুনেছি, সে দেশে দেশে পর্য্যটন ক'চ্ছে, মাধুরীকে খুঁজছে। যদি দেখা পাই, সংবাদ দেব, পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা পাব। ঐ যে পুরঞ্জন! দেখা দেব কি? হ্যাঁ, দেখা দি, মাধুরীর সংবাদ ব'লে দি।

(গঙ্গারাম ও উদাসভাবে পুরঞ্জনের প্রবেশ)

গঙ্গা। তবে রে ব্যাটা, আবার ঘুর ঘুর ক'রে ফির্‌চো?

পুর। কে ও?

গঙ্গা। আজ্ঞে, ও বদমাইস, কি দাঁওয়ে ঘুর্‌চে। ব্যাটা ভিকিরী সেজেছে, ডাকাতীর চেষ্টায় ফির্‌চে। খালি সন্ধান রাখছে, আপনি কোথায় যান, কি করেন। ব্যাটা, ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেব ব্যাটা?

পুর। না না, কিছু বলো না, কি চায়, জিজ্ঞাসা কর।

গঙ্গা। কি চাস্‌ রে ব্যাটা—কি চাস্‌?

নির। আমি, আমি,—

গঙ্গা। তুমি, তুমি! ধাড়ী বদমায়েস ব্যাটা, ডাকাত ব্যাটা!

নির। তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা কর্‌বো।

গঙ্গা। অত রসে কাজ নাই ব্যাটা, দূর হ ব্যাটা! আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাচ্ছে ব্যাটা।

নির। (স্বগত) এ কি! আমায় চিন্‌তে পাচ্চে না? আমি তো সহস্র লোকের ভিতর পুরঞ্জনকে চিন্‌তে পারি; না, আমার দৈন্য-দশা দে'খে বোধ হয়, ইচ্ছা ক'রে চিন্‌তে পাচ্ছে না, নচেৎ আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না, কোনরূপে সম্ভব নয়, কথা কই।

গঙ্গা। এই নে রে ব্যাটা নে, ব্যাটা দেখ্‌ছে দেখ হাঁ ক'রে! না নিস্‌, ব্যাটা চ'লে যা।

পুর। কি, কি বলে?

গঙ্গা। আজ্ঞে, একটা টাকা দিয়েছি, ব্যাটার পছন্দ হচ্ছে না।

পুর। দাও, একটা মোহর দাও। বোধ হয়, বেশী আশা ক'রে আমার কাছে এসেছে।

গঙ্গা। (মোহর দিয়া) ব্যাটা খুব দাঁও মার্‌বে!

নির। তুমি, তুমি—

গঙ্গা। হ্যাঁ হাঁ আমি, তোমার বোনাই আমি, তোমার সম্বন্ধী আমি.—হুবা লাগাতে পার্‌লে বুঝ্‌তেম,আমি,—ব্যাটার মোহরও মনে ধর্‌চে না। সোনা রে ব্যাটা সোনা, মোহর

যে ব্যাটা মোহর, তোর বাপ দাদা কখনো দেখে নাই রে ব্যাটা!

পুর (স্বগত) আর কোথায় দেখা পাব? কোথা যাব, নিশ্চয়ই বেঁচে নাই; নিরঞ্জন, একবার যদি তোমার দেখা পেতেম, তা হ'লে এই দণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আমি প্রস্তুত। ভাই, তুমি আমায় ভুলে রয়েছ?

নির (স্বগত) মুখ ফিরিয়ে নিলে, চিনেও চিন্‌লে না। তবে আর কেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাই। দেহ ভার ব'লে বোধ হচ্ছে।

[প্রস্থান।

গয়া। দেখুন মশায়—দেখুন, ব্যাটা মোহর ফেলে ছুট্‌লো; ব্যাটা রাহাজানি করবে মশায়, দলে খবর দিতে গেল মশায়! আপনি আবার আপনার বন্ধুকে খুঁজতে বেরিয়েছেন, সন্ধান পেয়েছে ব্যাটা। কোন্ দিকে যান, তাগ্ রাখছিলো।

পুর। কি, মোহর নিলে না।—ডাকো ডাকো!

গয়া। ওরে, ফের্ রে ব্যাটা।

পুর। যাও, তুমি ওরে ধরো।

গয়া। আজ্ঞে দেখুন মশায়, ব্যাটা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে মশায়! আমি ধরতে পার্‌বো না মশায়, ব্যাটা ছুরি হেনে দেবে মশায়, ব্যাটা বদমাইস্, রাহাজানীর ফিকিরে আছে মশায়!

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। কি হে, নিরঞ্জন তোমার কাছে এসেছে?

পুর। না, সে কোথায়?

রঙ্গ। দেখ, কারাগার হ'তে বেরিয়ে যে কোথা চ'লে গেছে, তার আমি কিছু নির্ণয় করতে পাচ্ছিনে। নবাব তার বাপের জমীদারী ফিরিয়ে দিয়েছে, এ সংবাদ সে জানে না।

পুর। আমি তো ভাই, তার দেশে দেশে অনুসন্ধান করেছি, পুরস্কার স্বীকার ক'রে শত শত লোক চতুর্দ্দিকে পাঠিয়েছি, কিন্তু কোথাও তো তার তত্ত্ব পেলেম না। ভাই রঙ্গলাল, আমার পিতা অতুল সম্পত্তি রেখে গেছেন, সে সমস্ত তুমি লও, তোমার সৎকার্য্যে ব্যয় করো। আমার জীবনে ঘৃণা হয়েছে। নিরঞ্জন বোধ হয় বেঁচে নাই, তা হ'লে নিশ্চয়ই সে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তো। আমিই সকল সর্ব্বনাশের মূল, আমার মরণই মঙ্গল।

রঙ্গ। মরণ যে মঙ্গল, এ তো আজ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রেও পড়ি নাই, লোকেও বলে না। তবে প্রেমের নূতন বিধি, সে বিধিতে কি লেখে জানিনে।

পুর। রঙ্গলাল, তুমি এখনও পরিহাস কচ্ছ?

রঙ্গ। মরি মরি, কি তোমার চমৎকার অনুমান! তুমি মরতে চাচ্ছ আর আমি পরিহাস কচ্ছি! আমার তো তোমার মত প্রেমিক প্রাণ নয় যে, মরাটা নকড়া-ছকড়া। মরো না, এখন দুদিন থাকই না। মরণ বড় খুঁজতে হবে না, সেই খুঁজে পেতে নেবে এখন।

পুর। না না, আমার জীবনে ঘেণা হয়েছে!

রঙ্গ। তা বেশ তো, ক্ষেমা-ঘৃণা ক'রে দু'দিন টেঁকেই যাও না। ম'রে কি বাহাদুরী করবে বল? জ্যান্ত থাক্‌তে থাক্‌তে খুঁজে যদি বন্ধুর দেখা পাও, সে একটা কাজ হবে। যদি সে মরেই থাকে, তার ছেলেপিলে নাই, একটা পিণ্ডি ত দিতে পার্‌বে; বন্ধুর খাতিরে তার বাপেরও কিছু উপকার কর্‌তে পার্‌বে। তা 'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' ব'লে বিশেষ কিছু ত সুবিধা হবে না। সংসারটা চেয়ে দেখ, বড় যে খুব সুখে সবাই আছে, তা নয়। একটা না একটা বেগোড় চলেইছে। তোমার জন্য তো আর নূতন সংসার হবে না। এক রকম গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে, দিনকতক কাটিয়ে দাও।

পুর। আহা, সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বেড়াচ্ছে।

রঙ্গ। এ কথা তুমিও জানো, আমিও জানি। এ কথা তো বিশেষ কোন সংবাদ হলো না।

পুর। কি করবো?

রঙ্গ। হারালে খুঁজতে হয়, এ নিয়ে তো বেশী তর্ক-বিতর্ক দরকার নাই।

পুর। নিরঞ্জনের ছবি আমার কাছে ছিল। আমি তার অনুরূপ সহস্র ছবি তয়েরি ক'রে লোক দিয়ে চতুর্দ্দিকে পাঠিয়েছি।

রঙ্গ। সে বেশ করেছ।

পুর। তবে এখন কি কর্‌বো, কোথায় খুঁজবো?

রঙ্গ। কোথায় খুঁজতে হবে, যদি জান্‌তেম তা হ'লে তোর খোঁজ কর্‌তেম না—তোমার কাছে আস্‌তেম না। সেইটুকু না জেনে প্যাঁচ পড়েছে। তাই তোমার কাছে এসেছি। আর

এক কথা—শুনছি নাকি, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছ ?

পুর। হ্যাঁ, সে সর্ব্বনাশের মূল।

রঙ্গ। বেশ ঠাউরেছ। প্রেম করলে তুমি, নির্জ্জন নিকুঞ্জে গেলে তুমি, আর সর্ব্বনাশ করলে সেই অবলা।

পুর। বেশ্যা-কন্যা—বেশ্যা ! সে নিরঞ্জনকে মজিয়েছে, আমায় মজিয়েছে।

রঙ্গ। মজতে মজেছে সেই। গলা পেতে বরমাল্য না নিলে না নিতে পারতে, সে জুলুম করতো না। ধর—তুমি যদি মনে কর, দু'দশটা বিয়ে করতে পার। কিন্তু তার দফা গয়া !

পুর। তুমি কি করতে বল ? সেই বেশ্যাকে ঘরে রাখতে বল ?

রঙ্গ। একটা সমস্যা বটে। আমি বরাবরই তো বলি, জীবন সমস্যাময়। তবে সমস্যার এক কাটান মন্ত্র আছে।

পুর। কি ?

রঙ্গ। সংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক ; কূল-কিনারা নাই। তাতে একটি ধ্রুবতারা আছে দয়া। দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদশাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এটি প্রত্যক্ষ, তর্কযুক্তির দরকার নাই।

পুর। কি দয়া ! দুর্জ্জনের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, কপটতার দণ্ড দেওয়া উচিত নয় ?

রঙ্গ। দেখ, একটা বাড়াবাড়ির কথা তুলছো। যেন ভট্চাজ্জি হয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। দুর্জ্জনের দণ্ড, কপটতার শাস্তি বলতে কইতে বড় সোজা ; কিন্তু মনটা উট্‌কে পাট্‌কে দেখ্‌লে, ক'জন যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, আমি, দুর্জ্জন নই, ক'জন যে বলতে পারে, আমি কপট নই, তা আমি আমার মন দিয়ে বুঝ্‌তে পারি নাই। যদি কেউ থাকে, তারে দুশো বাহবা বটে।

পুর। ও কথা যাক্। চল, দু'জনে দুদিক্ দিয়ে বেরুই।

রঙ্গ। আচ্ছা, তুমি বেরিয়ে পড়। আমার একটু কাজ আছে।

পুর। কি কাজ ?

রঙ্গ। মনে কচ্ছি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করবো।

পুর। সে কোথা ?

রঙ্গ। বোধ হয়, তার বাপের বাড়ী।

পুর। আমি তো পাল্কী ক'রে পাঠিয়েছি বটে ; কি হে, তোমায়ও মজিয়েছে না কি ?

রঙ্গ। তোমার তাতে আপত্তি কি ? তুমি তো বলছো সে বেশ্যা। আর যদি মজেই থাকি, কি এমন গুরুতর অপরাধ করেছি ? এমন দশ জনে মজে, আমিও না হয় মজেছি।

পুর। তবু কথাটা কি শুনি ?

রঙ্গ। দেখ চাঁদ, মনের উপর জুলুম করো না। তারে ত্যাগ করেছ, তবু কথাটা কি শুনতে চাচ্ছ। ভাবছো, হা হুতাশ বন্ধুর জন্যই করো ! তা নয়, অর্দ্ধেক নিশ্বাস মাধুরীর চরণে। হাতে পেয়ে পালোয়ানী ক'রে তারে ত্যাগ করেছ, কিন্তু ত্যাগ করেই যে তারে ভুলেছ—এ কথা তুমি দিব্বি করলেও আমার বিশ্বাস হবে না। তুমি তোয়ের আছ দেখছি, বেরিয়ে পড়।

গয়া। ঠাকুর বড় কথা জানে।

পুর। তবে ভাই আসি।

[প্রস্থান।

রঙ্গ। (গয়ারামের প্রতি) ওহে, তুমি সঙ্গে চলেছ, মুনিবটা একটু ক্ষেপামত দেখছ তো ? হা-হুতাশ করেন করবেন, পরম মঙ্গল মরণ যেন না আলিঙ্গন করেন ! তুমি একটু হুঁসিয়ার থেকো, উনি সব পারেন।

গয়া। আজ্ঞে ঠাকুর—আজ্ঞে ঠাকুর, আপনি ঠিক্ বলেছেন,—ক'দিন যেন কেমন কেমন হয়েছেন।

[প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রবেশ)

রঙ্গ। কি বিবি, হেথায়ও যে ধাওয়া করেছ ?

গঙ্গা। তোমার গুমোর করতে হবে না, তোমার মুখের উপর এই আমি হাত নেড়ে বলছি, তোমায় আমি চাইনে।

রঙ্গ। অমন ক'রে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না, আমি যে তোমায় চাই।

গঙ্গা। মুখপোড়া, তোর কি চোখ আছে যে, তুই

আমার পানে চাইবি? তুই কি গানের ধার ধারিস্, তুই কি রূপের ধার ধারিস্, তুই কি গুণের ধার ধারিস্, তুই কি রসিকতার ধার ধারিস্? তোর প্রাণে যদি একটু রস থাকতো, তা হ'লে তুই আমায় চাইতিস্।

রঙ্গ। একটু রস আছে বিবিজান!

গঙ্গা। না, সে নিংড়ে পাওয়া যায় না।

রঙ্গ। তোমা চেয়ে আমি রসিক।

গঙ্গা। তোর রসের মুখে আমি হুড়ো দি।

রঙ্গ। দেখ,—তোমার চিটে-গুড়ের রস! কেমন যেন—মুখে মুখে থুতু খাওয়া-খাওয়ি, নির্জ্জনে চোখে চাওয়া-চাওয়ি, 'তোমায় ভালবাসি মণি, তোমায় ভালবাসি প্রাণ!' এই তো তোমার রস? এ চিটেগুড়ের রস,—দুনিয়ায় ছড়াছড়ি। এক জোড়া পায়রা দেখো, দুটো চড়াই পাখী দেখো, তারাও ঠিক ঐ চিটেগুড়ের রসিক। তোমরা মন্ত্রেষ হয়ে আর কি বড় বাড়াবাড়ি করলে?

গঙ্গা। তোমার রসটা কি শুনি?

রঙ্গ। এ রসের তরঙ্গ! দুনিয়া একবার ঠাউরে দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌বে, আমার প্রাণে রস আছে কি না। যাকে তুমি রসিক বল, সে তোমায় চাঁদের মতন মুখ বল্‌বে, পদ্মের মত চোক বল্‌বে, নদীর জলের মত ঢলঢলে অঙ্গ বল্‌বে,—এই ত তোমার চূড়ামণি কবির বর্ণনা। তা চাঁদ দেখ্‌লেম, পদ্ম দেখলেম, নদীর ঢেউ দেখলেম, তা হ'লেই ত ফুরোল। কিন্তু গঙ্গা, একটি ছোট ফুল ফুটে কি কথা কয়, তা কি তুমি শুনেছ? মেঘের মুখে কি প্রেম, তা কি তুমি দেখেছ? চাঁদে তারায় নীরবে কেন ভেসে যায়, তা কি তুমি ভেবেছ? দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি মানুষকে কি তুমি ঠাওর করেছ? দেখ, এ দুনিয়া একটি দেখ্‌বার জিনিস। দেখ্‌লে দেখ্‌তে পার। যদি দেখ্‌তে শেখ, তা হ'লে আমার মত একটা ছোট-খাট কীট-পতঙ্গ দেখ্‌বে না। তোমার প্রাণ উদার আকাশে মিশিয়ে যাবে, তুমি আপনাকে খুঁজে পাবে না, দেখ্‌বে যে, রসের তরঙ্গ বইছে।

গঙ্গা। তোমার মত অত রস আমার নেই। আমি একটি ছিটেফোঁটা রসের কথা বল্‌তে এসেছি, শোন।

রঙ্গ। কি?

গঙ্গা। একটা ভুলে সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমি রাজমহলে গিয়ে শুন্‌লেম, পুরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে হয়েছে, নিরঞ্জনের সঙ্গে নয়।

রঙ্গ। তা বেশ শুনেছ।

গঙ্গা। তোমার সব কথায় ঠাট্টা, কথাটা শোন না।

রঙ্গ। তোমার বলাটা আগে, আমার শোনাটা ত আগে নয়; তুমি বললেই পার সোনার চাঁদ!

গঙ্গা। ললিতা বলে, রাজা উদয়নারায়ণের বন্ধুর এক কন্যা ছিল। উদয়নারায়ণ তারে ঘরে এনে রেখেছিলেন। নিরঞ্জন মনে করেছে, সেই মাধুরী;—তাতেই এই জঞ্জাল বেধেছে।

রঙ্গ। মরি মরি, একটু যদি আগে বলতে বিবিজান, তা হ'লে এতটা ওলট-পালট হতো না।

গঙ্গা। তুমি আমায় তিরস্কার করো না, তোমার তিরস্কার আমার বাজের মত ঠেকে; তোমার জিবে আগুন আছে, আমায় পুড়িয়ে খাক ক'রে ফেলে।

রঙ্গ। দেখ, গল্পে আছে,—এক রকম পাখী বুড়ো হ'লে, আপনি চিতে সাজিয়ে পুড়ে মরে; পুড়ে নবযৌবন পায়। সংসারে এসে যে পুড়্‌তে পারে, সে নবযৌবন পায়। একটু পোড় না, নবযৌবন পাবে।

গঙ্গা। নাও নাও—ঠাকুরা রাখ, এখন কি করবে বল?

রঙ্গ। কি করবো, ঠাউরে আমি কোন কাজই কর্‌তে পারি নে। আমি ঠাউরেছি এক রকম, হয়েছে আর এক রকম। কে এক ব্যাটা সয়তান আছে, সে মানুষ নিয়ে খেলা করে। তবে দেখ, তুমিও একটু চেষ্টা কর, আমিও একটু চেষ্টা করি, এই পর্য্যন্ত আমাদের হাত। এই বোঝ না, আর একটু আগে তোমার এই কথা জানলে, ঘটনা-স্রোত আর এক রকম চল্‌তো। এখন কোন্ দিক্ দিয়ে কি চলবে, তা তোমারও হাত নাই, আমারও হাত নাই। তবে আসি বিবিজান, তুমিও একটু চেষ্টায় থেকো।

(প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। শোন না, শোন না,—আমি ললিতা কোথা আছে জানি, কিন্তু নিরঞ্জন কোথা বিবাগী হয়ে চ'লে গেছে।

রঙ্গ। সেই খবরটি চাও? সেটি আমি জানি নে। খুঁজতে পার তো দেখ, সেলাম।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। মন, সত্যই ভালবাসলি? সত্যই দাসী হলি? —রাজারাজড়াও যে পায়ে ফিরিয়েছিস্; এই বাউণ্ডুলেকে নিয়ে মজ্‌লি? ওর কথার ঠিক নাই, কাজের ঠিক নাই, ওকে কখনও পাবি নি, কিন্তু ও মর্‌তে বল্লে অনায়াসে মর্‌তে পারিস্! ছিঃ ছিঃ! এ আমার কি হলো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কবর-ভূমি।

(শালিগ্রামের মৃতদেহ পতিত)

নিরঞ্জন।

নির। জীবন স্বপ্নমাত্র! সমস্ত জীবনই একটি ঘোর দুঃস্বপ্ন! পুরঞ্জন কি আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না? এ কি সম্ভব? আমার দুর্দ্দশা দে'খে ঘৃণা করলে? তা কি সম্ভব? কিছু নয়—কিছু নয়, একটি স্বপ্ন —একটি ঘোর দুঃস্বপ্ন! স্বপ্ন ব্যতীত এ ঘটনা কখনও সত্য হতে পারে না! কি ছিলেম, কি হলেম, সমস্তই স্বপ্ন! এ কি সমাধিক্ষেত্র? অতি শান্তিময় স্থান! মহা নিদ্রায় মহা শ্মশানে নিমগ্ন! নিশ্চিন্ত—আর জ্বালা-যন্ত্রণা নাই,— জীবনের তাপ শীতল! আশ্চর্য্য! ক্ষণিক জীবনে এত তাপ? নিদ্রাই আনন্দ—মহানিদ্রায় মহা আনন্দ! এ কি পিতা! তোমার এ দশা? কুক্ষণে তোমার সন্তান জন্মেছিলেম! কি হলো, কি সর্ব্বনাশ হলো! এ কি রাজ-অঙ্গুরী! তবে কি নবাব, তুমি বধ করেছ? পিতা—পিতা! একবার চাও,একবার কথা কও! কে রে নির্দ্দয়, বধ করেও কি তোর আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই? এই কুৎসিত স্থানে ফেলে দিয়েছিস্?

(দুই জন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্র। দেখ ভাই, হিঁয়া কোন্‌; দানা হ্যায়।

২য় প্র। মেই—মেই, কবর উখারকে কাপড়া চোরা নে আয়া।

১ম প্র। ঠিক মুর্দা নিকালা। শালাকো পকড় লে।

২য় প্র। তোম কোন্ রে?

নির। বাবা—বাবা! একবার কথা কও! সন্তান হয়ে শেষে কি তোমার এই দশা দেখ্‌লেম?

১ম প্র। হুঁসিয়ারসে পাকড়ো, শালাকো পাশ হেতিয়ার হ্যায়।

নির। আমার অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণা ছিল?

(প্রহরীদ্বয়ের ধৃতকরণ)

১ম প্র। এ ক্যা—খুন কিয়া।

নির। না—না, আমায় বেঁধ না, আমার পিতা!

১ম প্র। আরে বেত্‌না কবরমে যো সব আদমী হ্যায়, সব কৈ তেরা বাপ হ্যায়?

২য় প্র। আরে চলো, বাবাকা পিছে দেখিও।

নির। সিপাই—সিপাই—আমি এঁর সন্তান।

১ম প্র। হাঁ—হাঁ, বেটাকো কাম কিয়া হ্যায়।

নির। আমায় নিয়ে যেও না, আমায় নিয়ে যেও না। (মূর্চ্ছা)

২য় প্র। শালা সরাপ পিয়া।

১ম প্র। ইধার আয়া বড়া কাম কিয়া।

২য় প্র। বক্‌সিস মিলেগা, খুনি পাকড়া।

১ম প্র। রাম নাম সত্য হ্যায়।

২য় প্র। তেরা কি চাচা হ্যায়?

১ম প্র। চাচা সে বেহেতর রাম নাম সত্য।

২য় প্র। রাম নাম সত্য।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

দেবী-মন্দির।

(ললিতা ও গঙ্গা)

গঙ্গা। ললিতা দেবি, সর্ব্বনাশ হয়েছে। নবাব-সরকারে প্রচার যে, নিরঞ্জন কারে হত্যা করেছে। আমি কারাগারে তারে দে'খে এলেম।

ললিতা। মিথ্যা কথা।

গঙ্গা। মিথ্যা কথা আমি জানি, কিন্তু বিচারস্থানে তিনি কোন কথা উচ্চারণ করেন নাই; সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি হত্যা করেছেন। নবাব সাহেবের ধারণা যে, যারে খুন করেছেন, সে নবাবপক্ষীয়। উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী। সরফরাজখাঁ বলেছে যে, নিরঞ্জন উদয়নারায়ণের লোক, তাই খুন করেছে। কে জানে, কেন তিনি নীরব, কোন উত্তর করেন না।

ললিতা। গঙ্গা, আমি বুঝেছি, কেন তিনি কথার উত্তর করেন নাই। আমি কালসাপিনী, আমি তাঁর হৃদয়ে দংশন করেছি। সে আমা ছাড়া জানে না। আমি তার উপর নির্দ্দয় হয়েছি, সে জন্ত সে জীবনের মমতা রাখে নাই গঙ্গা, আমার আনন্দ হচ্ছে।

গঙ্গা। কি কথা বল্‌ছেন?

ললিতা। সত্য বল্‌চি, আমার আনন্দ হচ্চে! আমি তাঁর জীবন রক্ষা কর্‌বো। আমি আপনার জীবনদানে তাঁরে দেখাব যে, তাঁর ছবি এক-দিনের জন্তও আমার হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত হয় নাই! আমি তাঁর জন্তে সন্ন্যাসিনী, আমি জীবন আহুতি দিয়ে এই প্রেমব্রত উদ্‌যাপন করবো!

গঙ্গা। কি বল্‌ছেন,—কি উপায় কর্‌বেন?

ললিতা। গঙ্গা, তোমার অনেক সুন্দর পরিচ্ছদ আছে, একটি আমায় ভিক্ষা দেবে?

গঙ্গা। যা চান, তাই দেব, কিন্তু আপনি কি উপায় কর্‌বেন?

ললিতা। উপায় আছে। এটি কি দেখ্‌ছো—এ হলাহল; আর দেখ, এ তীক্ষ্ণ ছুরি, কোমল বক্ষে মমতাশূন্ত হয়ে প্রবেশ করে। গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি নিরঞ্জনকে রক্ষা কর্‌বো। তোমার একটি সুন্দর পরিচ্ছদ দাও। আমায় সুবেশা ক'রে দাও। তুমি বেশভূষা ক'রে দাও। তুমি বেশভূষা কর্‌তে নিপুণ, তুমি আমায় বেশভূষা করে দাও, এই তোমার কাছে আমার মিনতি।

গঙ্গা। অ্যাঁ!

ললিতা। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? যদি কোন উপায় কর্‌তে না পারি, রাজদণ্ডে যদি নিরঞ্জনের প্রাণবধ হয়, তার সঙ্গে সহমরণে আমি যাব। কুরূপা দেখে সে যেন ঘৃণা না করে।

গঙ্গা। হায়—হায়, কি উপায় হবে? আমি দূতী হয়েই এই সর্ব্বনাশ করেছি, আমার কি নরকেও স্থান আছে?

ললিতা। কেন গঙ্গা, তুমি কেন খেদ কচ্ছ? তুমি তো কিছু কর নি। আমার সে প্রাণপতি, আমি মনে মনে তারে বরণ করেছি।

গঙ্গা না না, আমিই বিভ্রাট ঘটিয়েছি।

ললিতা। গঙ্গা, তোমায় মিনতি, যত দিন না নিরঞ্জনকে উদ্ধার করি, তত দিন আমায় কিছু বলো না। তার পর যদি কখনো নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়, কথার সময় টের পাব।

গঙ্গা। (স্বগত) সত্যি, এখন জানিয়ে কি ফল? (প্রকাশ্যে) তুমি অবলা, কি উপায় কর্‌বে?

ললিতা। তুমি কেন ভাবছো? নিশ্চয় উপায় কর্‌বো। সতী যদি প্রাণপতির প্রাণ ভিক্ষা চায়, ভগবান্ এত নিষ্ঠুর নন যে, তিনি দেবেন না। না পারি, পরিণাম তো আমার নিকটেই রয়েছে দেখলে। যখন অসহায় আমি গৃহ হ'তে বেরিয়ে আসি, তখনই আপনার উপায় আমি করেছি। নিরঞ্জনকে আমি বাঁচাবো, তজ্জন্ত তুমি চিন্তা করো না। মা জগদম্বার রাজ্য, সতী পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, আমি তাঁর কন্যা, তিনি কি আমায় স্বামীর প্রাণবধ দেখতে সৃজন করেছিলেন?—কখনই না। ঐ দেখ, মা হাস্‌চেন, অভয় হাত তুলে বল্‌চেন—ভয় কি? গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি তাঁরে রক্ষা কর্‌বো। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি স্নান ক'রে আসি, অঙ্গের ভস্ম ধুয়ে আসি।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। পোড়ারমুখো কোথায় গেল? দেখতে পেলে মুখে নুড়ো জ্বেলে দি, পোড়ারমুখো কি এক মন্ত্র দিলে, পরের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই গেলেম। গাল দিলে গায়ে মাখে না, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে পোড়ারমুখো জন্মেছিল। আমার এত কেন, আমি বেশ্যা, নেচে গেয়ে বেড়াই, ও মা, কে মরে, কে বাঁচে, আমার এত মাথাব্যথা কিসের গা? ঐ পোড়ারমুখোর জন্তে! মরে না গা, মরে না? আমার আপদ্ চোকে না? দূর ছাই আর ভাবতে পারি না! যা দুই খ্যাংরা মার্‌তে

পারি তো গায়ের ঝাল মেটে। পোড়ারমুখো কি জানে, ও অনেককে মজিয়েছে।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। গঙ্গা—গঙ্গা, তোমার বেশ চেহারা!

গঙ্গা। পোড়ারমুখো, বল না, তোমার কি কথাটা বল না?

রঙ্গ। তোমায় সাজলে-গুজলে যা দেখায়, তা তোমার কি বল্‌বো।

গঙ্গা। হ্যাঁ, তোমার পিণ্ডি দেওয়া হয়।

রঙ্গ। গঙ্গা, তুমি বড় চমৎকার দেখতে!

গঙ্গা। তা বুঝেছি,তোমার কি পিণ্ডিতে লাগবে বল?

রঙ্গ। আমার তো মন ভুলিয়েছ, আর একজনের মন ভুলাতে পার?

গঙ্গা। তোমার মতন ঢং-চাং আমি অনেক জানি। সোজা কথায় বল—কি চাও? ওর যেন চোদ্দপুরুষের বাঁদী।

রঙ্গ। গঙ্গা, তোমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার না হলো, তার জীবনই বৃথা। তুমি একবার তোমার জেতের বুলি ধ'রে গাল দাও।

গঙ্গা। দেখ, দিন-রাতই দিচ্চি, তোমার গালে লজ্জা আছে কি? এমন বেহায়া পুরুষ জন্মে দেখি নি।

রঙ্গ। আমি যে তোমার পায়ে ধরা।

গঙ্গা। দেখ মুখপোড়া, অমন বক্‌বক্ করবি তো ঝাঁটা খাবি।

রঙ্গ। তোমার হাতে তো ঝাঁটা নাই, কেন কষ্ট ক'রে আন্‌তে যাবে?

গঙ্গা। দেখ মুখপোড়া, কি বলবি বল, নইলে আমি চল্লেম।

রঙ্গ। আমার পীরিতে পড়েছ, কোথা আর যাবে বল?

গঙ্গা। ও মা, আমার কান্না পাচ্ছে, এই পোড়ারমুখোকে গর্দ্দানা দিয়ে কেউ তাড়িয়ে দেয় না গা?

রঙ্গ। কেঁদো না কেঁদো না, আমি তোমার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছি।

গঙ্গা। আচ্ছা, ভাই, আমি রাজী আছি, তুই কি বলবি—বল্ না।

রঙ্গ। বেশ ক'রে সেজে-গুজে নবাবের মন ভুলাতে পার?

গঙ্গা। ও মা, বুড়ো মুরশিদকুলি খাঁ! পোড়ারমুখো বলে কি গো!

রঙ্গ। গঙ্গা, আমি সত্য বল্‌ছি, তোমার গানে দেবতা মোহিত হয়।

গঙ্গা। হয় হবে, আমি কি কর্‌বো?

রঙ্গ। তুমি সভায় গিয়ে গান কর। যখন তোমায় বক্‌সিস দিতে চাইবে, তখন তুমি বল্‌বে, যে হিন্দুকে জ্যান্তো কুকুর খাবার হুকুম হয়েছে,তার প্রাণভিক্ষা দেন।

গঙ্গা। কে সে?

রঙ্গ। আমি জানি নে, শুন্‌লুম একজন পাগল।

গঙ্গা। কেন, তুমিও তো নবাবের ব্যামো ভাল করেছিলে, তোমায় তো বক্‌সিস দেবে বলেছিল, এখন কেন চাও না?

রঙ্গ। আমি বিস্তর অনুরোধ করেছি, নবাব কোন কথা শোনেন না, তিনি বলেন, এ রাজা উদয়নারায়ণের চর।

গঙ্গা। তা আমার কথা শুনবে কেন?

রঙ্গ। তোমার একলার কথা শুনবে না, কামদেব তোমার সহায় হবেন। তুমিও যেমন নয়নবাণ মারবে, তিনিও তেম্‌নি পঞ্চবাণ ছেড়ে দেবেন।

গঙ্গা। তুই দূর হ—তুই দূর হ! নইলে পোড়ারমুখো, আমি চল্লেম। (স্বগত) থাক্ মুখপোড়া, আমি আর এক বুদ্ধি করচি, তোরই বুদ্ধি আছে আর আমার বুদ্ধি নাই? আমি আর এক ওষুধ ঝাড়্‌বো, মিন্সে তাক্ হয়ে যাবে; দেখবে গঙ্গার বুদ্ধি আছে কি না। মিন্সে দেমাকেই মলো, আপনার বুদ্ধির গরবে ফেটে মরচে। পোড়ারমুখো জানে না যে, নিরঞ্জন ধরা পড়েছে। মনে করেছে, আর কে ধরা পড়েছে। এখন কিছু বল্‌বো না। আচ্ছা দেখি, তোর কাজ ক'রে দিতে পারি কি না।

[প্রস্থান।

রঙ্গ। মা, তুমি কি সত্যি মা, না জিব বার ক'রে অম্‌নি দাঁড়িয়ে আছ? দুনিয়ায় ধর্ম্মকর্ম্ম, দেবতা মানামানি আমি বুঝে নিয়েছি। সংসারের দুঃখ ভোগ ক'রে মানুষের ভোরপুর হয় না। ম'রে স্বর্গে গিয়ে এম্‌নি যাতে খোয়ার হয়, তার চেষ্টা

প্রাণ। তোমার জুটো বিল্বপত্র দিয়ে পূজা ক'রে তারি ফলে স্বর্গে উর্বশী, রম্ভা প্রভৃতি মেয়েমানুষ চান। পরকালেও মান-অপমান খোঁজেন! সাবাস মানুষের বুদ্ধি! মেয়েমানুষ চান, মান চান, আবার সুখও চান! ভাবেন, মেয়েমানুষ আছে, প্রতারণা নাই, মান খোঁজেন—ভাবেন, সেথা অপমান নাই! শুনেছি, তোমার নাম মহামায়া, তুমি যদি সংসার গড়ে থাকো, তোমার বাহবা বটে। ছিটে-ফোঁটা কি একটু দিয়েছ, মানুষ মনে করে, এই বুদ্ধি। যদি কেউ নির্ব্বোধ বলে, রেগে টং। সব বোঝেন, শুধু কোথা হ'তে এসেছেন আর কোথায় যাবেন, তা জানেন না! যদি সত্যি সত্যিই এই কীর্ত্তিটা তোমার হয়, তা হ'লে তোমার দেখা পেলে একবার বলি, তুমি সয়তানের সয়তাননী, এত দুঃখও তোয়ের কর্‌তে পেরেছ! শাস্ত্রের মুখে ঝাঁটা, বলে, লীলা—লীলা—লীলা, তোমার সাতগোষ্ঠীর লীলা, কিন্তু তোমার লীলার চোটে মানুষের প্রাণ হায়রাণ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সরফরাজখাঁর বিলাস-কক্ষ।

(সরফরাজখাঁ ও নর্ত্তকীগণ)

সখীগণ।— (গীত)

চমকি চমকি রহে বিজুরী।
চলে দলকে দলকে নিশা উজরি॥
দমকে দমকে ঘন গরজন গভীর ঘোর,
বাদর খরতর প্রখর
ডুরু ডুরু মদন-ডঙ্কা বাজে,
বিরহি-হৃদিমাঝে, কঠোর বাজ বাজে,
শ্বাস পবন স্বন—
তর তর ঝর ঝর নয়ন বরিখন
থর থর কম্পন, মন্মথ শাসন,
কেই সে সামহারি নারী।
পিয়া বিনু কেই সে গুজারি॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(গঙ্গা ও ললিতার প্রবেশ)

সরফ। তোম্‌কো হাম কুত্তা খিলায়েঙ্গে। উস্‌কো বাদ মাধুরীকে পাকূড়াঙ্গে। দেখো, তোমারা ক্যা হাল হোয়।

গঙ্গা। নবাবজাদা, আমার অপরাধ কি? সে যাদু জানে। ওড়না মুড়ি দিয়ে শুলো, আপনি উড়ে গেল, আমারও উড়িয়ে দিলে! আচ্ছা দেখ, কারে এনেছি দেখ, তার পর কুত্তা খাইয়ো; দেখ—একবার মুখখানি দেখ।

সরফ। বাঃ বাঃ গঙ্গা! তোম্‌কো ইনাম দেঙ্গে—যো মাঙ্গো। হাম ইস্‌কো মাঙ্গা।

গঙ্গা। আমি তোমার জন্য মরি, আর তুমি কুত্তা খিলাও।

সরফ। (ললিতার প্রতি) বিবি, বিবি! তোম্ মেরা জানি।

গঙ্গা। তুমি এখন তোমার জানি নিয়ে থাকো, আমি চল্লেম।

[গঙ্গার প্রস্থান।

সরফ। যাও যাও, কাল ফজিরমে আও। বিবি, বিবি, তোমারি এত্তি মেহারবান গি!

ললিতা। নবাবজাদা, তোমার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল হয়েছি। কতক্ষণে তোমায় দেখা পাব—কতক্ষণে তোমার দেখা পাব, এই আমি ভেবেছি।

সরফ। কাহে! কাহে নেই পুর্জ্জা ভেজি? হাম তোম্‌কে ঢুঁর ঢুঁরকে হায়রাণ।

ললিতা। সত্যি?

সরফ। বহুত সাছ হ্যায়।

ললিতা। আচ্ছা, তার একটা প্রমাণ দাও।

সরফ। কহো, ক্যা পরখ মাঙ্গো?

ললিতা। কি মাওবো, তাই তো ভাবচি। আচ্ছা, কাল একজনায় কুত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়েছে নয়?

সরফ। হাঁ হাঁ—সো হুয়া।

ললিতা। আচ্ছা, তারে খালাস দাও। দেখি কেমন আমায় ভালবাস।

সরফ। আচ্ছা, ও তোমারা কোন হ্যায়?

ললিতা। কেউ নয়, আমি পরখ কর্‌ছি, তুমি কত আমায় ভালবাস।

সরফ। দেখ বিবি, বড় মুস্কিলকা বাত উঠায়ি।

নবাবসাবকা পোষা কুত্তা ও দুষমন হ্যায়। নবাবকা বহুৎ দুষমন খাড়া হো গিয়া, প্রজা বেগড় গিয়া,—উন্‌কা তো ছোড়েগা নেই।

ললিতা। ও! তোমার পীরিতের কথা সব মিছে, তবে তোমার সঙ্গে দোস্তি কর্‌বো না।

সরফ। ক্যা করোগি? হাম তো তোম্‌কি ছোড়েগা নেই।

ললিতা। নবাবজাদা, এই ছুরি দেখছো?

সরফ। বিস্‌মোল্লা!

ললিতা। চেঁচিও না, আমি তোমায় মার্‌বো না, নিজের বুকে বসিয়ে দেব। যারে ভালবাসি, সে যদি না ভালবাসে, তবে এ প্রাণের আবশ্যক কি? এই দেখ, আমি বুকে বসাই।

সরফ। নেই নেই, সবুর, হামকো দাদাকো পাশ জানে দেও।

ললিতা। তুমি যে মিছামিছি আমায় বল্‌বে, তা আমি শুন্‌বো না। আমি দেখ্‌বো, সে ছাড়ান পেলে।

সরফ। কেইসে দেখোগি?

ললিতা। কেন? যখন কোন কাফেরকে কুত্তা খাওয়ান হয়, বেগমেরা তো সব পরদার আড়াল হ'তে দেখে।

সরফ। আচ্ছা, সোহি হোগা। বাঁদী, বাঁদী!—

(বাঁদীর প্রবেশ)

সরফ। মেরা জানিকি খিদ্‌মদ্ করো।

বাঁদী। যো হুকুম নবাবজাদা!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রাজপথ।

(জনতা—রাজকর্ম্মচারিগণ)

রাজ-কর্ম্ম। (ঢেঁড়্‌রা দেওন) আজ জিতা আদ্‌মি কুত্তা খিলায়া যাতা, যো দেখোগে ময়দান মে চল। বহুৎ হুঁসিয়ার, কোই বিগ্‌ড়ো মাৎ। যো বিগড়োগে, নবাবকা হুকুমসে কুত্তা খিলায়া যাওগে, বিগড়কে নবাবকা দুষমণি মাৎ করো।

[রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

(দুই জন মুসলমানের প্রবেশ)

১ম মু। হ্যাদে মামু চ' চ।

২য় মু। হ্যাদে কনেরে ছাওয়াল?

১ম মু। শোন্‌চিস্ নে, ঢ্যাঁটির্‌া মাত্তিছে। কোত্তা খাওয়া করাবে?

২য় মু। কেডারে খাওয়া করাবে—কেডারে খাওয়া করাবে?

১ম মু। একটা হেঁদুরে—হেঁদু!

২য় মু। এঁ্যা—কি বল্‌ছিস!—আরে চ'চ'—তোর নানীরে খপর দে; তোর মামীরে খপর দে, তোর দাদারে খপর দে।

১ম মু। আরে সেটা কবরের মুদ্দর, সেটাকে সাথে নিতে চাস্?

২য় মু। আঃ—দেখ্‌তি পাবা না? বুড়া হইচে, তামাসা দেখ্‌বা না?

(একজন বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাবা, এই যে ঢাঁড্‌রা দিচ্ছে, তা কাঙ্গালী বিদেয় কর্‌বে না?

১ম মু। হ্যাদে মামু, কইচে কি শোন? বলে,—কাঙ্গালী বিদায় কর্‌বা না?

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাবা, নবাব-সরকারে কি বিদেয় দেবে বাবা?

১ম মু। এই এক হাতা খিঁচড়ি আর এক এক হাতা গোস্ত।

বৃদ্ধা। পয়সা দেবে না বাবা, পয়সা দেবে না? আমরা গোস্ত খাইনি বাবা, দুটি চিঁড়ে-মুড়কি কিনে খাব।

(জনৈক হিন্দুর প্রবেশ)

হিন্দু। নারায়ণ—নারায়ণ—হিন্দুকো কুত্তা খিলায়ে গা!

১ম মু। খেলাবে না—দুষমুনি কর্‌বার পারে?

[হিন্দুর প্রস্থান।

(জনৈক বৃদ্ধ মুসলমানের প্রবেশ)

বৃদ্ধ মু। এ বহুৎ তামাসা, এস্‌কা বরাবর তামাসা নেই।

২য় মু। হ্যাঁ খাঁসাহেব;—এ বড় তাম্‌সা হবে এ্যানে। হ্যাদে, এমন তাম্‌সা তুমি কয়ডা দ্যাখছো?

বৃদ্ধ মু। আরে, এ ক্যা নবাবী আনূতা, নবাবী হয়া এলকা আগাড়ি।

২য় মু। সে নবাবীটা কি রাজা খাঁচ্ছেন, কি বাজা?

বৃদ্ধ মু। আরে শুন্ লে, হিন্দু চার পাঁচঠো খাড়া কর দিয়া,—ওন লোককা মাথেমে পাট লপে-টকে মোশাল বানায়া—আঃ, রোসনাই হো গিয়া! ছ'চারঠোকে পিঁজরামে ঘুসাকে দরক্ত-পর পলট্কা দিয়া। দানা-পানি বেগর চিল্লা চিল্লা মরে।

২য় মু। ওঃ—তেমন তামাসা এখনো হত্তিছে। আজম খাঁ সাহেব জমীদার ধরি অন্তিছে, ল্যাঙ্গা ক'রে রোদি রাখত্তিছে। সে দিন মুই দে'খে এলাম, একটা জমীদারকে বাঁদ্‌ছে আর সে পানি পানি কত্তিছে,—আঃ, হেস্তে বাঁচি নে।

১ মু। তোমার নবাবী আমলে কি বৈকুণ্ঠ ছ্যালো? এই বৈকুণ্ঠ মদ্যি জমীদারগুলাকে ঘোসাচ্ছে, আর তোবা তাল্লা ডাকৃত্তিছে।

বৃদ্ধ মু। আরে, কুত্তা খিলায়াকা সাম্‌নে বহুৎ থোড়া হ্যায়। টুকরা টুকরা গোস্ত ছিন লে, আউর আদ্‌মি তড়প্‌মে লাগে। আর গিদ্ধা-রকা মাপিক চিল্লাও এ!

২য় মু। আরে, তুং ডব্‌কা ছোরা, তুই কি বুঝবি, —এটা ভারি তাম্‌সা।

১ম মু। হাদে, তুই চ'না ক্যান, মুই কি মানা কত্তিছি? মুই তো তোরে কলাম।

২য় মু। আরে চ, চ—ঐ ঘণ্টা দিত্তিছে।

বৃদ্ধা। দান-বাড়ী কোন্ দিকে বাবা? তোমাদের সঙ্গে যাব বাবা! আমি বড় কাঙ্গাল, বাবা!

১ম মু। আরে বক্ বক্ কত্তিছে, চল মামু, চল।

[বৃদ্ধা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৃদ্ধা। বল্‌বে না, বক্‌রার কম হবে। দাতায় দান দেবে, কাঙ্গালের বুক ফাটে। মর্‌—অহঙ্কারে মট্ মট্ ক'র্‌চে। হন্ হন্ ক'রে চলবে, গতরের গুমর কর্‌চে। ও গুমর থাক্‌বে না, আমারও একদিন ছিল।

[প্রস্থান।

(গয়ারাম ও পুরঞ্জনের উভয়দিক্ হইতে প্রবেশ)

পুর। কোথায় ছিলে? চল প্রস্তুত হও, দেখে আওয়া যাক্। আর কোথায় তার দেখা পাব? সে জীবিত নাই।

গয়া। আজ্ঞে, সেই বদ্‌মাইস ব্যাটা ধরা পড়েছে। তারে ডালকুত্তোয় খাওবার হুকুম হয়েছে।

পুর। কে বদ্‌মাইস?

গয়া। আজ্ঞে, সেই যে সেই, যে ব্যাটা মোহর ফেলে পালিয়েছিল! আমি ঠিক ঠাওরেছি, ব্যাটা ডাকাত।

পুর। সে কি করেছে?

গয়া। আজ্ঞে মশায়, শালিগ্রাম রায় সাহেবকে খুন করেছে।

পুর। কেন?

গয়া। আজ্ঞে মশায়, সে বোম্বেটে। ব্যাটা ধরা প'ড়ে এখন পাগল সেজেছে। ব্যাটা পাহারা-ওয়ালাদের বলেছিল যে, রায় সাহেব ওর বাবা। এখন ব্যাটার মুখে আর বাক্যি নাই।

পুর। কি কি, রায় সাহেব তার বাবা?

গয়া। আজ্ঞে না, ব্যাটা দরবারে নবাবের দাব্‌ড়ি খেয়ে চুপ ক'রে রইলো, ব্যাটার মুখে বাক্ হরে গেল।

পুর। সে কোথায়?

গয়া। আজ্ঞে, ময়দানে তারে ধ'রে ডালকুত্তা খাও-য়াতে এনেছে। দেখ্‌ছেন না, তামাসা দেখতে ময়দানে পালে পালে লোক ছুটছে?

[পুরঞ্জনের বেগে প্রস্থান।

ওই! খেপলো না কি? ভুলো আমায় এই খ্যাপা মুনিবের কাছে জুটিয়ে দিয়ে গেল। কাজে ভর্ত্তি হয়ে অবধি ঘুরে ঘুরে সারা হলেম। দিলে দিলে—বউটাকেই গর্দ্দানা দিলে, মোহরটা মোহরটাই দিয়ে দিলে। দু'হাতে টাকা খরচ করছি, তাহার হিসেবও নাই, কিতাবও নাই। মুনিবটা খ্যাপাও বটে, ভালও বটে।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বধ্য-ভূমি।

মুরশিদকুলি খাঁ, সরফরাজ খাঁ, অৰ্দ্ধ-প্রোথিত নিরঞ্জন, জল্লাদ ও প্রহরিগণ ইত্যাদি)

সরফ। দাদা, তোমারা গোড় পাকৃড়ে, আসামীকো ছোড় দেও, ওস্‌কা কসুর নেই।

মুর। ভেইয়া, তোম তোমারা গাহানা-বাজানাকা কাম জানো, হাম্‌কো রাজকা কাম কর্‌নে দেও, তোমারা দেল মোলায়েম হ্যায়। ইসি ওয়াস্তে এস্‌কো ছোড়নে মাঙতে হো। লেকেন সম্‌ঝো, রাজা উদয়নারায়ণকা নোকর ওমরাওকে মারা—রায়সাহেবকা মারা। এক আদমীকো জান মাঙতে হো, রাজমে বেগড় হোনেসে বহুৎ আদমীকো জান যাগা। এসকো সাজা হোনেসে আদমী লোক ডরেগা।

সরফ। দাদা, মুঝপর মেহেরবানগি ফরমাইয়ে, এস্‌কা জান লেনা মৌকুব কি জিয়ে।

মুর। লেড়কা, এনসাফ কর্‌নে দেও। এ আওরাতসে রং ঢং কি কাম নেই, জুদা কাম। (নিরঞ্জনের প্রতি) তোম কাহে হত্যা করিয়াছ?

সরফ। দাদা—

মুর। হুঁসিয়ার, ম্যায় নবাব হোঁ (নিরঞ্জনের প্রতি) তুমি কি নিমিত্ত আমার বাক্যের জবাব দিতেছ না? কুকুরের দ্বারা তোমায় বধ করিবার হুকুম হইয়াছে, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখনো কিছু বলিবার থাকে বল।

নির। আমি কোথায়? নরকে কি? নরক যে ভয়ঙ্কর স্থান বলে, কই, যন্ত্রণা কই? পিতৃঘাতকীর দণ্ড কই? এ কি সব?

মুর। আমার বাক্য কি তুমি শ্রবণ করিতে পারিতেছ না? তুমি কি ভাবিতেছ? তুমি সমস্ত প্রকাশ কর। কে তোমার দলপতি, আমার নিকট বল; তাহা হইলে হয় তো তোমায় মাপ করতে পারি। দেখ, কুকুর দেখ, ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, এখনই তোমার গোস্ত খণ্ড খণ্ড করিবে। এখনো সমস্ত প্রকাশ কর।

নির। কুকুর! নরকের কুকুর! আমা অপেক্ষা হীন নয়। কুকুর পিতৃঘাতী নয়, কুকুর পিতার সর্ব্বনাশ করে না—আমা অপেক্ষা ভাল—আমা অপেক্ষা ভাল।

মুর। কি বলিতে চাহ বল? কেন উত্তর করিতেছ না? কেন মৃত্যু মাঙ্গো? বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণ কি তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়াছে? রায় সাহেব আমার পক্ষীয়, তাই কি তুমি তারে বধ করিয়াছ? তাহাদের মুখ চাহিও না, তাহারা তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না, উদয়নারায়ণের হুকুম তামিল করিয়াছ কি?

নির। উদয়নারায়ণ! মাধুরীর পিতা! সে এখানে কেন? না, অহো—পিতৃঘাতী! কৈ, কৈ, কুকুর! কুকুরেও আমায় স্পর্শ করবে না।

মুর। এ কি, তুমি প্রকাশ করিবে না? পাগলের ভান করিতেছ? নরকে যাইয়া পাগলগিরি কর।

নির। নরক—নরক!

মুর। হাঁ দোজক। জল্লাদ, তৈয়ারী হও।

নেপথ্যে। ছোড় দেও—ছোড় দেও।

(পুরঞ্জনের বেগে প্রবেশ)

পুর। ভাই, ভাই, নিরঞ্জন! তোমার এ দশা? জনাব! আমি খুন করেছি।

মুর। (জল্লাদের প্রতি) সবুর।

নির। পুরঞ্জন। তুমি এখানে কেন? ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—পিতৃঘাতকীকে ছুঁলে তুমি অপবিত্র হবে।

পুর। জনাব, আমি খুন করেছি, আমার শ্বশুরের শত্রু, তাই খুন করেছি। জাঁহাপনা, এক খুন হয়েছে, বিনা অপরাধে আর এক খুনের হুকুম দেবেন না।

মুর। কেঁও, তুমি খুন করিয়াছ?

পুর। হাঁ জনাব, একে ছেড়ে দেন, নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেবেন না, আমায় দণ্ড দেন।

মুর। তুমি আপনার উপর কেন গুনা নিতেছ? কুত্তা গোস্ত ছিনাবে, অনেক দুঃখ পাইবে, তথাপি মউত হবে না; অনেক দুঃখ। তুমি কবুল করিতেছ কেন? তোমার এরূপ আক্কেল কি নিমিত্ত হইল?

পুর। জাঁহাপনা, আমি খুন করিয়াছি।

মুর। সমঝাও, তুমি তথাপি কবুল করিতেছ?

পুর। হাঁ জাঁহাপনা, আমিই নর-হত্যা করিয়াছি।

কেবল নরহত্যার জন্ত ইহার দণ্ড হইতেছে না। রাজদ্রোহীরা গোপনে আমার ওমরাওদিগকে বধ করিতেছে। রায়সাহেব আমার একজন ফৌজসাহেব, তাহাকে বধ করিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার গুরুতর দণ্ড হইতেছে। এ রাজা উদয়নারায়ণের অনুচর, বেগড় জমীদারদের পক্ষ লোক।

পুর। না জনাব, এ নির্দ্দোষী।

মুর। দেখো, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া সিধা, জিতা কবরে যাওয়া সিধা, কিন্তু এ বড় দুঃখের মউত। অঙ্গের মাংস কুত্তা ছিনাইয়া লইবে, হড্ডি থাকিবে, লেকেন তথাপি মউত হইবে না। সমজ লেও!

পুর। হাঁ জাঁহাপনা, আমি খুন করেছি। আমার বধের হুকুম দেন, ওকে ছেড়ে দেন। রায় সাহেব এর পিতা, ও কখনো খুন করে নাই।

মুর। রায় সাহেব এর পিতা! এই উল্লু, তোম কুছ উজর নেহি কিয়া কাহে?

পুর। দুঃখে পড়ে এর মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেছে। আমি সত্য বল্‌ছি, ও নির্দ্দোষী। হুজুর, নির্দ্দোষীকে বধ কর্‌বেন না।

মুর। হুঁ!

পুর। জাঁহাপনা, আমি রাজদ্রোহী, আমায় বধ ক'রে নগরে দৃষ্টান্ত প্রচার করুন যে, রাজদ্রোহীর এই দণ্ড হয়। নিরপরাধকে মুক্তি দেন।

(চিন্তিতভাবে মুরশিদকুলিখাঁর পরিভ্রমণ)

নির। এখনো বেঁচে আছি? বাবা, তোমার কাছে এখনো যাই নি? তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, আমি অধম সন্তান, শত শত অপরাধে অপরাধী! এখনো জীবিত আছি? বাবা, তুমি বল, নইলে আমি বিশ্বাস কর্‌বো না। প্রাণ কি এত কঠিন!

মুর। (সরফরাজখাঁর প্রতি) ভেইয়া, তোমারা বাৎ আধা রাখ্‌খা। আজ খুন মোউকুব রহে (প্রহরিগণের প্রতি) এ দোনোকো কয়েদ রাখো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কারাগার।

(নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন)

নির। পুরঞ্জন, কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে? কেন অকারণ দোষ স্বীকার ক'রে আপনার প্রাণসংশয় কর্‌লে? আমার যা হয় হবে ধিক্ আমায়! শেষে কি তোমারও প্রাণনাশের কারণ হলেম?

পুর। ভাই, তোমার এ সর্ব্বনাশের কারণ কে? কুক্ষণে আমি মাধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলেম। অহো! অনুতাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হচ্ছে! কি মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলেম, তোমায় চিন্‌তে পারি নাই,—ভিখারী ব'লে বিদায় ক'রে দিয়েছিলেম।

নির। প্রাণদানেও কি তোমার মনে শান্তি হয় নাই? তুমি না আত্মসমর্পণ কর্‌লে, এতক্ষণ কুক্কুরের জঠরে আমি থাক্‌তেম। তুমি আদর্শবন্ধু,—জগতে তোমার তুলনা হয় না। আমার যা হবার হয়েছে, কিন্তু কি উপায়ে তোমার প্রাণরক্ষা হবে? তুমি কিরূপে পরিত্রাণ পাবে? আমি এমনি অভাগা, মৃত্যুকালে মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌বো না যে, তুমি সুখে আছ। বোধ হয়, রাজদূত আমাদের নিতে আস্‌ছে। এস ভাই, একবার শেষ আলিঙ্গন করি।

(রাজদূতের প্রবেশ)

দূত। আপনারা নির্দ্দোষী, নবাব প্রমাণ পেয়েছেন। আপনারা বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছেন, এতে নবাব ক্ষুণ্ণ। আপনাদের পুরস্কার দেবার নিমিত্ত দরবারে যেতে তিনি আহ্বান করেছেন; আপনারা উভয়েই মুক্ত।

পুর। মহাশয়, মহাশয়! নবাব কি প্রমাণ পেয়েছেন?

দূত। মুক্তির জন্ত সরফরাজখাঁ যথেষ্ট অনুরোধ করেন, আর রঙ্গলাল নামে একজন হকিম,

তিনি এক সময় জাঁহাপনাকে উৎকট পীড়া হ'তে আরোগ্য করেছিলেন, এঁদের দু'জনের অনুরোধে নবাব খুন মৌকুব করবেন ভেবেছিলেন, এমন সময়ে শুন্‌লেন, দুজন বিদ্রোহী জমিদার জাঁহাপনার শরণাপন্ন হয়ে নিবেদন করেছে যে, রায় সাহেবের হত্যা তারা স্বচক্ষে দেখেছে। রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ-মন্ত্রণা-গৃহে সে সময় তারা উপস্থিত ছিল।

নির। কে—কে? কে হত্যা করেছে?

দূত। বিদ্রোহি-প্রধান স্বয়ং উদয়নারায়ণ হত্যা করেছে।

নির। উদয়নারায়ণ—উদয়নারায়ণ! পিতৃঘাতী জীবিত! আমি কারাগারে! হা পিতঃ, হা পিতঃ! এর কি প্রতিশোধ হবে? চণ্ডালের কি দেখা পাব? উদয়নারায়ণ, এততেও তৃপ্ত হও নাই, বধ করেও তৃপ্তি হয় নাই—কবরভূমিতে ফেলে দিয়েছ! পিতা—পিতা! ওঃ! আমিই পিতৃঘাতী!

পুর। মাধুরী, তুমিই সর্ব্বনাশের মূল।

দূত। বিনা অপরাধে আপনাদের কারারুদ্ধ ক'রে নবাব দুঃখিত হয়েছেন। আপনাদের সসম্মানে পুরস্কার দিবেন, এ নিমিত্ত আহ্বান করেছেন, আপনারা আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

দরবার।

(মুর্শিদকুলিখাঁ, রঙ্গলাল ও অমাত্যগণ)

মুর। অ্যায়সা?

রঙ্গ। হাঁ জাঁহাপনা!

মুর। হকিম, বড়া তাজ্জবকি বাৎ!

(পুরঞ্জন ও নিরঞ্জনের প্রবেশ)

তোমাদের বন্ধুত্বের কথা হকিম আমার নিকট সমস্ত বলিয়াছে। তোমাদের দোস্তি বড় সাচ্চা, খামাখা তুমি দুঃখ পেয়েছ। বেইমান উদয়নারায়ণ তোমার বাপকে খুন করেছে, জমীদার লোককে সব বিগড়িয়েছে; হাম তুরানৃত শিখলায়েঙ্গে। কুত্তা বাঙ্গালী লড়াই করবে, বাঙ্গালী এককাট্টা হবে! আরা বেগড় জমীদার লড়াইকা আগে হামারা তরফ আগিয়া। উদয়নারায়ণ বাওরা হায়। ইস্ ওয়াসতে নবাবসে বেগড় কিয়া। তুমি কিছু মাঙ্গো, আমি বক্‌সিস করিব।

নির। তরবারি ভিক্ষা করি নবাব-দরবারে,—
যাচি পিতৃ-বৈরি-নির্যাতন।
জাঁহাপনা! এইমাত্র আকিঞ্চন।

মুর। কি, তুমি লড়াই করবে?

নির। পিতৃঘাতী পাষণ্ডের বক্ষের শোণিতে,
করিব হে নরনাথ পিতার তর্পণ;—
নহে তুষানলে তনু-ত্যাগ করিব নিশ্চয়।
আমি অধম তনয়,—
জনকের হত্যার কারণ!
জাঁহাপনা,
প্রের এই নফরে সমরে,
পিতৃশত্রু রাজশত্রু করিব নিধন।

মুর। আচ্ছা লেও, হামারা "শামশের" তোম্‌কো দেতা হ্যায়। এহি এনাম বাঙ্গলেমে কোইকো নেহি মিলা। আলি মহম্মদ ফৌজ লেকে যাতা হ্যায়, তোম্‌কো ওস্‌কা সাথ মিলায়েঙ্গে। (পুরঞ্জনের প্রতি) তোম কুছ মাঙ্গো?

পুর। জাঁহাপনা,
তব জয় নিশ্চয় হইবে।
সৈন্যগণ করিবে লুণ্ঠন।
প্রভু, করি নিবেদন,
বৃদ্ধ, নারী, বালক বা নির্ব্বিরোধী প্রজা
কিংবা অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু যে জন,
তার প্রতি নাহি হয় অত্যাচার,
নাহি হয় নিপীড়িত সৈন্যের তাড়নে,
সে সবার রক্ষা-ভার করুন অর্পণ।

মুর। আচ্ছা, তোমকো পরোয়ানা মিলেগা, তোমরা বাৎ হামারা ফৌজ মান লেগা। আর দেখো, এই আঙ্গুটি তোমকো দেতা হায়—বাদশাসে হামকো মিলাথা, তোমার বন্ধুত্বের পুরস্কার। তোমার নিকট দুনিয়া যেন বন্ধুত্ব শিক্ষা করে। (রঙ্গলালের প্রতি) তোম কুচ্ছ মাঙ্গো?

রঙ্গ। হুজুর, যদি লড়াই বাধে—আমি হকিম—শত্রু

মিত্র দু'জনকেই দাওয়াই দিব, এতে যেন কেউ আমায় দুষমন না ঠাওরায়।

মুর। নেহি নেহি, হকিমকো তো ঐ কামই হ্যায়। লেকেন তোম হামরা দুষমন নেহি হো!

রঙ্গ। না হুজুর, জান্ থাকতে নয়।

মুর। তোম্ সাচ্চা আদমী, হাম জান্‌তা। একদফে হামারা জান্ বাঁচায়া, কোই হকিম নেহি সেকা, হামারা সাথ্ আও, তোমকো কুছ পুছেঙ্গে।

[মুর্শিদকুলিখাঁ ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

পুর। একান্ত কি প্রতিহিংসা-পণ?
নাহি কি মার্জ্জনা?

নির। মার্জ্জনার আছে সীমা।
নরাধম, হত্যা করি জনকে আমার,
তৃপ্ত না হইল,
হিন্দু হয়ে হিন্দুর না করিল সৎকার,
যবন-সমাধিস্থলে
ফেলে দিল ব্রাহ্মণের মৃতদেহ,
যাহে পরকালে শান্তি নাহি পায়।
মার্জ্জনা তাহায়?
শ্বশুর তোমার,
সেই হেতু হেন কথা কও।
কোন্ দোষে দোষী মম পিতা?
মাধুরীর সনে তব বিবাহ কারণ,
নিরুদ্দেশ হইলাম আমি,
সংবাদ না জানিতেন তিনি,
কন্যার উপায় হার, তোমা সম সুপাত্র মিলিল,
মিনতি করিল কত পিতা,
তাহে তোমার মন না উঠিল—
রুদ্ধ কৈল কারাগারে;
তবু তাহে হলো না মার্জ্জনা,
হত্যা করি অগতি করিল।
বধ করি তাঁরে,
মৃত্যুকালে বারি-বিনিময়ে
যবনের নিষ্ঠীবন পারি যদি দিতে,
শান্তি তাহে হয় কথঞ্চিৎ।

পুর। যথোচিত ক্রোধের কারণ তব;
কিন্তু প্রতিশোধ নাহি জেনো
মার্জ্জনা হইতে।

নির। হয় নাই পিতৃহত্যা তব,
হয় নাই পিতার অগতি,
মার্জ্জনার ব্যাখ্যা তাই মুখে।
হতো যদি অবস্থা-বর্ত্তন,
অন্যতম বাক্য নিঃসরণ
হইত জিহ্বায় তব।
যা'ক, তোমায় আমায়
বিতণ্ডার নাহি প্রয়োজন।
হৃদে মোর জ্বলে হুতাশন;
শত্রুর শোণিতে তাপ হইবে নির্ব্বাণ।

[প্রস্থান।

পুর। অতিশয় রোষের সময়,
তাই রুষ্ট-ভাষা কহিল আমায়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

সরফরাজখাঁর কক্ষ।

(ললিতা)

ললিতা। নিরঞ্জন মুক্তি পেয়েছে, তবে কেন আর জীবনের মমতা করি? এ সময়ে যদি তার দেখা পেতেম, তা হ'লে দেখতে দেখতে মরতেম, ব'লে যেতেম, তারে কত ভালবাসি। কিন্তু বৃথা আশা কেন করি! আর বিলম্ব করবো না, জীবিত থাকতে যবন না স্পর্শ করে। বাল্যকাল মনে পড়্ছে, পুষ্পচয়ন মনে পড়্ছে, বাল্যক্রীড়া মনে পড়্ছে, বাল্য-সঙ্গিনী মনে পড়্ছে, নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা মনে পড়্ছে। এখনও জীবনের মমতা রয়েছে? ধিক্ আমায়, কি সুখে বাঁচবার সাধ হচ্ছে?

(সরফরাজখাঁর প্রবেশ)

সরফ। বিবি, তোমার কাম হুয়া, হাম্‌কো পরখ লিয়া?

ললিতা। হাঁ নবাবজাদা!

সরফ। তব্ হামসে দোস্তি করো।

ললিতা। নবাবজাদা, শোন, কাছে এসো না।

(ছুরিকা বাহির করণ)

সরফ। এ কেয়া! ফের ছুরি নিকালতা কাহে?

ললিতা। নবাবজাদা, তুমি আমায় ভালবাস না,—আমায় দেহ ভালবাস।

সরফ। নেই নেই, তোম মেরা জানি, তোম মেরা কলিজাকা কলিজা।

ললিতা। না নবাবজাদা, যদি তুমি আমায় ভালবাস্‌তে, তা হ'লে তুমি আমায় নষ্ট কর্‌তে চাইতে না। রমণীর সতীত্বরক্ষা পরম ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম ভঙ্গ কর্‌তে চাইতে না। আমি মনেপ্রাণে সেই নিরঞ্জনের—যারে তুমি উদ্ধার করেছ। আমি তোমায় দেহ দান কর্‌তে আস্‌তেম না, তাতেও আমার মহাপাপ; অন্যে মৃতদেহ স্পর্শ কর্‌লেও মহাপাপ। কিন্তু আমি যারে ভালবাসি, তার জন্যে পাপভার মাথায় নিয়ে ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াব; তাঁরে বল্‌বো,—"প্রভু, নারীর প্রাণ, কি কর্‌বো, ভালবেসেছি, তাই মহাপাতকে ভয় করি নাই, অন্যকে দেহ স্পর্শ কর্‌তে দিয়েছি। তুমি দয়াময়, আমায় মার্জ্জনা কর। কিন্তু যদি এ মহাপাতকের মার্জ্জনা না থাকে, পিতা! দণ্ড গ্রহণ কর্‌তে তোমার কন্যা তোমার সম্মুখে উপস্থিত।"

সরফ। বিবি, হামারা দোস্তি তোম কাহে ছোড়্‌তি? দুনিয়াকা বিচমে তোমারি মাঙ্গনেকা লায়েক কুছ নেই হ্যায়? আও, তোম মেরা সাথ আও, হাম্‌ ছোঁয়েঙ্গে নেই। হামারা মালখানা দেখো, জহরৎ দেখো, সব কুছ তোমারি পায়েরমে ডালেঙ্গে; যেতনি বেগম হ্যায়, তোমারি বাঁদী কর দেঙ্গে। দিল্লীকে যেইসি নুর্জ্জিহান রহি, বাঙ্গালেমে তোম ঐসি হয়েগি। মরো মৎ!

ললিতা। নবাবজাদা, কোথাও কোন ইন্দ্র নাই—যার শচী হবার আমার সাধ আছে, কোথাও কোন স্বর্গ নাই—যা আমার তুচ্ছ নয়। আমি স্বাধীন নই, আমি পরের বাঁদী, আমার স্বর্গভোগেরও অধিকার নাই। সে আমার ধর্ম্মকর্ম্ম, জীবন, স্বর্গ;—সে বিনা আমার কিছুই নাই। নবাবজাদা, তোমায় এত কথা বল্‌তেম না। বল্‌চি কেন জান? তুমি দু'দিন পরে রাজ্যেশ্বর হবে, হিন্দুরমণী কি, তা জেনে রাখো। কখনো কোন হিন্দুরমণীর অঙ্গে করস্পর্শ করবার ইচ্ছা ক'রো না। নবাবজাদা, সেলাম! (বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্‌যোগ)

সরফ। সবুর বিবি, মরো, মৎ। তোম চলা যাও—হাম ছোড় দেতে। হাম তোমারি দোস্ত জান্‌ লিও। যব্‌ কুছ্‌ কাম পড়ে, হামকো বাতাইও। সেলাম বিবি! তোম মেরী মায়ী হ্যায়। মায়ি, তোমারি বাৎ হাম্‌ সারা জিন্‌দিগি ইয়াদ রাখেঙ্গে, আজতক হিন্দুকা লেড়কী হামারা মায়ী।

ললিতা। নবাবজাদা, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সরফ। তোমারি বাৎসে হামারা আঁখি খোলা। তোমারি বাৎসে হামারা আল্লা মিলেগা। তোমারি বাৎসে হাম আজসে দোসরা আদমী। তোমারি ইয়ারসে মিলো, খোস্‌ রহিও।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

মুরশিদকুলিখাঁর কক্ষ।

(মুরশিদকুলিখাঁ ও রঙ্গলাল)

মুর। দেখো হকিম, তোম হামারা জান বাঁচায়া, কুছ হামসে তোম মাঙ্গো?

রঙ্গ। জনাব, আমি যা চেয়েছি, তা তো আপনি দিয়েছেন।

মুর। দেখো হকিম, তুমি দয়ালু ব্যক্তি। তুমি আদমীর প্রাণরক্ষা কর্‌বে, এস্‌মে হাম তোমকো কেয়া দিয়া? তুমি বড় জবর হকিম। তোমায় পুরস্কার দেওয়া নবাবের কাজ; এ কাম হামারে করিতে দাও।

রঙ্গ। নবাব সাহেব, আমার যে বাহাদুরী আমি জানি, একটু নাক টিপে ধর্‌লেই অক্কা পাই। সামনে দুটো চোখ আছে, কিন্তু পেছন হ'তে সাপে কামড়ালে টের পাইনে। কিছু কি দেবেন বলুন?—টাকা দেবেন? বেশ ফূর্ত্তিতে বেড়াচ্ছি, কেন একটা ভাবনা জোটাবেন? যদি আপনাকে আরাম করাতে খুশী হয়ে থাকেন, তবে আমাকেও হুকুম করুন, আমি ফূর্ত্তি ক'রে হাওয়া খেয়ে বেড়াই।

মুর। তুমি কি ফকির? তোমারা ফকিরকা মাফিক ভোল হাম দেখ্‌তা।

রঙ্গ। নবাব সাহেব, তবে আপনি কিছু ঠাওরেছেন। কিন্তু আমি তো ঠাওরে পাই না—আমি কি কচ্ছি। যদি ঠাওরাই উত্তরে যাব, কে গলা-ধাক্কা দিয়ে দক্ষিণে চালান দিয়েছে। নবাব সাহেব, আমি কে যদি বুঝতে পারতেম, তিন তুড়ি লাফ খেতেম। কিন্তু সে যো কি! খালি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিছুই বুঝি না। তবে বোঝ্‌-বার মধ্যে একটা বোঝা যায় যে, মর্‌তে হয়,কিন্তু নানা রকম ফন্দী কর্‌তে হয়, যাতে না মরি—যা হবার যো নাই।

মুর। আচ্ছা, তুমি হিন্দু কি মুসলমান?

রঙ্গ। নবাব সাহেব, আপনি কি? হিন্দু না মুসল-মান?

মুর। আরে এ ক্যা বাৎ! হামি তো মুসলমান হ্যায়। তোমবি মুসলমান হো গিয়া। হামারা ঘরমে খিচড়ী খায়া, তোমারা জাত মার দিয়া। হাম্‌কো দাওয়াই দেনেকো খাতের, হামারা ঘরমে র' গিয়া, হামারা খানা খায়া। লেকেন আমি গৌকা গোস্ত নেই দিয়া; দেনেকো মানা কর দিয়া।

রঙ্গ। জনাব, খানা খেয়ে যদি হিন্দু কি মুসমান হয়, তা হ'লে আপনি হিন্দু হয়েছেন। আপনার অসুখের সময় আমি গাঁদালের ঝোল বেঁধে খাইয়েছি।

মুর। লেকেন তোম্ ব্রাহ্মণ হোকে মুসলমানকা খানা খায়া, তোমারা জাত গিয়া।

রঙ্গ। একে একে তো সব যাবে নবাব সাহেব, শরীরটাও যাবে, না হয় জাত গেছে।

মুর। আচ্ছা, তোম সাদি নেই কিয়া?

রঙ্গ। না হুজুর! তোমার মত গোলামী কর্‌বার সখ আমার নেই। ক্ষিদে পেলে ছুটি খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেম, তোমার মতন গোলামী আমি চাইনে।

মুর। হাম নবাব হ্যায়, হামকো গোলাম কহো?

রঙ্গ। গোলামী আর কারে বলে নবাব সাহেব? দিল্লীতে খাজনা পাঠাবার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয় না; খাবার দিলে এক জনকে না খাইয়ে খেতে পার না,—মনে করো, কে বিষ দিয়েছে; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চম্‌কে উঠ, ভাবো কে ছুরি মার্‌বে। আমার অতশত কিছুই নাই। যেখানে পড়ি, সেইখানেই ঘুমাই, যা পাই, তাই খাই, দিল্লীর খাজনার ভাবনা ভাবি নে। বল দেখি নবাব সাহেব, তুমি নবাব, না আমি নবাব?

মুর। আচ্ছা, তোম ডরতা নেই? হামকো গোলাম বলতে হো,হাম তোমরা জান লেনে সেক্তা হ্যায়।

রঙ্গ। আচ্ছা, আমার জান তো নিতে পার। কিন্তু নবাব সাহেব, তোমার মউত এলে একদিনও বাঁচতে পারবে? এক ঘণ্টা—এক পল?

মুর। আচ্ছা হকিম, তোমারা মনমে এত্তা বল ক্যায়সে? তোমারা এত্তা জোর ক্যায়সে? তোম নবাবকো নেই মানো?

রঙ্গ। নবাব সাহেব, ভারি সোজা, আবার ভারি শক্ত। আমি যদি আপনার জন্য বাঁচ্‌তেম, তা হ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হোতো—মর্‌তে চাইতেম না। কিন্তু আমার মনে কি হয় জান? যে মর্‌বার সময় পর্য্যন্ত যদি হাত উঠে, তা হ'লে একটা পরের কাজ ক'রে যাব; আমি পরের জন্যে বেঁচে আছি। এক মরণ-ভয় গেলেই সব ভয় গেল। আপনার জন্যই লোক বেঁচে থাকতে চায়, পরের মাথা গেলে, তাতে কার কি? আমি ত আমার নই, আমি পরের। তা পর মলো আর রইলো, তাতে আমার কি বয়ে গেল?

মুর। হকিম, তোম কেয়া ধরমকা ওয়াস্তে অ্যায়সা কর?

রঙ্গ। নবাব সাহেব, যে ধর্ম্মের জন্য পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পারে নাই। সে ব্যাটার মনে ধোঁকা আছে,মর্‌তে ভয় আছে, সে ব্যাটা আঁচে কি জানেন—পারে যদি মরে একটা কিছু আমোদ কর্‌বে; 'বেহস্ত' যাবে, স্বর্গে যাবে, বৈকুণ্ঠ যাবে, খুব আমোদে থাক্‌বে। আমি ও সবের অত তোয়াক্কা রাখিনে। ঐ তো তোমায় বল্লেম—ক্ষিদে পেলে খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেম। তবে খেতে শুতে গাঁট দেয়, আমি তা দিই না।

মুর। তোম্ আবি কাঁহা যাওগে?—

রঙ্গ। যদি জান্‌তেম নবাব সাহেব, তা হ'লে আমি আপনাকে মাতব্বর ঠাওরাতেম। এক ব্যাটা সয়তান আছে, কান পাক্‌ড়ে ঘোরাচ্ছে। যদি ব্যাটার দেখা পেতেম, দু'কথা শুনিয়ে দিতেম।

মুর। ক্যা, তোম খোদা নেহি মান্‌তে হো?

রঙ্গ। ইচ্ছা হয় মানি, কিন্তু আক্কেলে গাল দিই। বলি, তোমার এত বদ্‌মাইসি? যদি মানুষ তোমার হাতেগড়া জিনিস হয়, তার সঙ্গে এত বদ্‌মাইসি? রক্ত-মাংসের শরীর দিয়ে পাপ-পুণ্যের নানারকম 'বায়নাক্কা' করেছ! নবাব সাহেব, তুমি আমায় কিছু দিতে চাচ্ছিলে। আমি তোমার কাছে মেগে নিচ্ছি, মানুষকে ভালবাস। মানুষ বড় দুঃখী! আর একটি নিবেদন —

মুর। ক্যা?

রঙ্গ। ইচ্ছে হচ্ছে, একবার উদয়নারায়ণের সঙ্গে দেখা কর্‌বো। যদি আমি তারে ফেরাতে পারি, আমার প্রার্থনা যে, আপনি তারে মার্জ্জনা কর্‌বেন।

মুর। আচ্ছা যাও, তোম ফক্কড় হ্যায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(অন্নদা, মাধুরী ও ললিতা)

অন্নদা। এইখানে থাক—দুটি বোনে থাক। কে আমার মেয়ে, কে আমার মেয়ে নয়, তা আমি চিন্‌তে পাচ্ছি নে। তোমরা দু'টিই আমার মেয়ে, তোমরা দু'টিই সমান। আমার দু'টি মেয়েরই দু'টি ভাল বর হয়েছে; আমার যেমন মনের মতন স্বামী, তোমাদেরও তেম্‌নি হয়েছে। তবে আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, আমার মত দুঃখ পাস্‌ নে। ভাবিস্‌ নে—ভাবিস্‌ নে, আমি মিলিয়ে দেব; আমি যখন তার সঙ্গে যাব, মিলিয়ে নিয়ে যাব। কলঙ্কের ভয় রাখিস্‌নে, আমি কলঙ্ক রাখ্‌বো না। আমি সতী, দেশে দেশে জানিয়ে যাব—রাজ্যময় জানিয়ে যাব। সতীপুরে আমার ঢ্যাট্‌রা বাজ্‌বে, এখানেও ঢ্যাট্‌রা বাজিয়ে যাব। ভাবিস্‌নে—ভাবিস্‌ নে, সতী তার পতি পায়, তোরাও পাবি।

উভয়ে। মা, মা,—

অন্নদা। না, এখন না, অনেক কাজ আছে, আমায় মা বলা শুন্‌তে সাধ আছে, শুন্‌বো—শুন্‌বো, এখন নয়, এখন নয়।

[প্রস্থান।

ললিতা। (স্বগত)
বুঝি
জগজ্জননী বিপদ্‌সময়,
মার বেশে দেখা দেন দুহিতায়।
চ'লে গেল স্বপন সমান;
পুরালি না মা ব'লে ডাকিতে সাধ।

মাধুরী। (স্বগত) কে এ পাগলিনী!
জীবিতা কি জননী আমার?
কিংবা স্নেহ তাঁর ভ্রমে ধরামাঝে,
জননীর সাজে,
অনাথিনী দুঃখিনী নন্দিনী সাথে!

ললিতা। মাধুরী!

মাধুরী। ললিতা!
সন্ন্যাসিনী তুমি?

ললিতা। নহি সন্ন্যাসিনী
বেশে মাত্র সন্ন্যাসিনী হের,
নহে বাসনায় পূর্ণ হৃদাগার।
সাধ মম করিবারে বিরাগ আচার;
কিন্তু কই, সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান!
দিছি পরে, তবু তারে ভুলিবারে নারি;
সে আমারে করিয়াছে অধিকার;
সন্ন্যাসিনী? নহি সন্ন্যাসিনী,
দেখ মাত্র সন্ন্যাসিনী-বেশ!

মাধুরী। সখি, ভগ্নী আমি তব,
আমারে না কবে মনোব্যথা?
কহ কার তরে তুমি উদাসিনী,
সে কি হেন নির্দ্দয় তোমার প্রতি?
তব রূপের ছটায়—
মুগ্ধ করে দেবতায়;
কেবা হেন কঠিন হৃদয় ধরে,
ত্যজেছে তোমারে,
যার প্রেমে বাসনায় দেছ বিসর্জ্জন?
সন্ন্যাসিনী হয়েছ লো ভুবনমোহিনি!

ললিতা। কেন সন্ন্যাসিনী?
কেন লো তোমারে দিব ব্যথা?

কিন্তু ব্যথা পাই হেরিয়ে তোমার দশা,
আদরে যে নিয়েছে তোমারে,
কেন সখি ত্যজিয়ে তাহারে,
কঠোর কুটীরে
আসিয়াছ আশ্রয়ের তরে?
হেরি সীমন্তে সিন্দূর,
তবে কেন অনাথিনী সম,
ভ্রম তুমি পাগলিনী সনে
প্রাণ কাঁদে তোর এ দশায়!
হায় হায়, কপট যে হয়,
কপটতা সকলের সনে তার!

মাধুরী। সখি,
অদৃষ্ট-লিখন,
দোষ কেন দিব তারে?

ললিতা। ছিঃ ছিঃ, ধিক্ নারীর জীবন!
করে প্রাণ বিসর্জ্জন
তবু প্রিয় জনে নাহি পায়;
সাধি কাঁদি, তবু সে নিষ্ঠুর ঠেলে পদে।
কতমত জানায় যতন,
হ'লে বাসনা-পূরণ দেয় বিসর্জ্জন!
পুরুষ পাষাণ;
ছিঃ ছিঃ, তবু রমণীর প্রাণ চায় তারে!

মাধুরী। সখি,
তুমিও কি পড়েছ এ বিষম প্রমাদে?
তাই কি স্বজনি সন্ন্যাসিনী তুমি?
কে হেন কঠিন,
করিয়াছে লাঞ্ছনা তোমায়?
সত্য সখি, ধিক্ নারী-প্রাণে;
ভোলা তো না যায়,
সাধ হয় হৃদে রাখি তার পা দু'খানি!
ব্যথা পাই, তবু তারে চাই।
এ কি, এ কি সখি বিড়ম্বনা?

ললিতা। কঠিন সে হেন হয়েছিল অনুমান;
কিন্তু প্রবোধ দিয়েছি আমি মনে,—
তব অতুল মাধুরী—.
হরিবে হৃদয় তার।
ছিঃ ছিঃ, সকলি ছলনা,—
পুরুষের সবই প্রতারণা।
যন্ত্রণা যন্ত্রণা—
যন্ত্রণা সহিতে হায় নারীর জনম!

মাধুরী। সখি, তুমি কি বেসেছ ভাল কারে,
নহে ভালবাসা জানিলে কেমনে?
কি পিয়াস, কি নৈরাশ,
নহে শুধু নারীর হৃদয়ে;
কাটিত পাষাণ!
শত লাঞ্ছনায় রমণী না বুঝে
সহে, দহে, জেনে শুনে মজে,
তবু সেই ধ্যান জ্ঞান,
সেই মম প্রাণ!
সখি, এত অযতনে—
বাঁচিতে তো হয় সাধ?
মনে হয় একদিন দেখা পাব তার!

ললিতা। মনে মনে কত কথা বলি,
মনে করি যাব তারে ভুলি,
ভুলিবার নয়—
মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে।
সত্য সখি, বিলায়েছি পরে,
তবু হয় নাই মরণ-কামনা;
এ কি মন করে প্রবঞ্চনা,
তথাপি বাসনা, ব্যাকুল দেখিতে তারে!
রহ তুমি; যাব দেবী-পূজা হেতু।

[ললিতার প্রস্থান।

মাধুরী।—

(গীত)

সাধে কি বিষাদে যতন করি,
তারে ভুলে কিসে জীবন ধরি,
কেঁদে মরি তবু কাঁদিতে চাই।
তারি অযতনে অতি সযতনে—
দিবানিশি মনে রেখেছি তাই॥
ঘুরে সারা তবু মন না বারি,
ধরি ধরি যেন ধরিতে নারি,
পারি হারি তবু ধরিতে যাই॥
তৃষাতাপে গেছে পুড়িয়ে আশা,
পুড়াইয়ে আশা নিভেছে পিপাসা,
বুক পেতে দিছি নিরাশে বাসা,
ভালবাসা তাই তারে বিলাই।
বুঝেছি মজেছি, মজিতে বাসনা,
যত বুঝি তত মজিয়ে যাই।

[মাধুরীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

মন্ত্রণা-গৃহ।

(উদয়নারায়ণ ও রঙ্গলাল)

উদয়। নিশ্চয় যবনচর তুমি ;
নহে গুহ্য মন্ত্রণার স্থানে
কি কারণে গোপনে এসেছ ?

রঙ্গ। নহি যবনের চর।
ভিক্ষা দেহ ব্রাহ্মণে ভূপাল,
রাজ্যের মঙ্গল যাচি।
সমরে না হবে কভু জয় ;
জেনো রাজা যবন দুর্জ্জয়।
অকারণ রাজ্যময় জ্বলিবে অনল,
প্রজাপুঞ্জ হইবে বিকল,
নরহত্যা হবে শত শত।
নিজ নিজ স্বার্থের কারণ জমীদারগণ,
উৎসাহিত করিয়াছে আপনারে।
কিন্তু ফেরে ঘরে ঘরে নবাবের চর—
করে প্রলোভন দান।
রাজ-প্রলোভনে অনেকে ভুলিবে,
জমীদারী পাবে,
পাবে রাজ-সম্মান সকলে,
তব পক্ষে পাবে কয়জন ?
যদি প্রজার কারণে,
জমীদারগণে,
নিঃস্বার্থ হইত এই সমরে উৎসাহী,
হত ফলপ্রদ ;
নহে নিঃস্বার্থ এই আয়োজন।
স্বার্থ কভু উচ্চ কার্য্য না করে সাধন।

উদয়। তব উপদেশ নাহি প্রয়োজন—
ত্যজে যদি সকলে আমারে,
একা আমি করিব সমর,
কিন্তু কর আপনার রক্ষার উপায়।
আসিয়াছ মন্ত্রণা-আলয়,
ছেড়ে দিতে নারিব তোমায়।
অস্ত্র ধর পক্ষে মম,
নহে হও প্রস্তুত মরণে।

রঙ্গ। মহারাজ, বামুনের ছেলে, হানাহানি কাটা-কাটি আমি পার্‌বো কেন ?

উদয়। করো না ছলনা।
এখনি স্বচক্ষে আমি করেছি দর্শন,
নিরস্ত্র একাকী, পঞ্চজন অস্ত্রধারী করেছ দমন ;
বহু কষ্টে ধরেছে তোমায়।
বীর তুমি,
তবে মাতৃভূমি হেতু কেন না হও সজ্জিত ?

রঙ্গ। মহারাজ, আমার যদি শত প্রাণ থাক্‌তো, জননী জন্মভূমির কার্য্যে আমি তৃণের ন্যায় ত্যাগ করতেম। কিন্তু এ বিদ্রোহের পরিণাম মাতৃভূমির অমঙ্গল। আমায় বধ কর্‌তে ইচ্ছা হয়, করুন। প্রজাদের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত হোন। তাদের সর্ব্বনাশ হবে। যবন-বিরুদ্ধে জয়লাভ কখনো হবে না।

উদয়। জয় পরাজয় ঈশ্বর নিয়ন্তা তার।
কিন্তু কার্য্যে আছে মানুষের অধিকার ;
কাপুরুষ—কার্য্যে পরাঙ্মুখ !

রঙ্গ। মহারাজ, ঈশ্বরের দোহাইটে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু যখন আপনার সৈন্যেরা নিরাশ্রয় প্রজাদের উপর পীড়ন ক'রে বেতন আদায় করে, তখন ঈশ্বরের দোহাই দেন না। যবনেরা অত্যাচারী, জাতীয় রাজ্য অধিকার করেছে ; যদি তারা পীড়ন করে, তা কতক মার্জ্জনীয়। কিন্তু আপনারা কি করেন ? দীন প্রজাদের কিরূপ পীড়ন ক'রে কর্‌লেন, তা যদি পরমেশ্বর থাকেন, দেখেন ; আপনার সৈন্যেরা প্রজার ঘর লুঠ কচ্ছে, তা ঈশ্বর দেখেন। নবাবের উপর ক্রোধ হয়েছে, নবাব আপনার উপর অত্যাচার করেছেন, তারই প্রতিশোধ দিতে যাচ্ছেন, জন্মভূমির জন্য অস্ত্র ধরেন নাই—ভগবান্ তা বোঝেন। শুনেছি, ভগবান্ অবতার হয়ে, প্রজার মঙ্গল জন্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন দিয়েছিলেন। যবন যদি হিন্দু অপেক্ষা অত্যাচারী হতো, তা হ'লে তিনি যবনকে ভারত-অধিকার দিতেন না।

উদয়। দেখছি, তুমি সম্পূর্ণ যবনের পক্ষ। তুমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ যবনের উপর অনুরাগ।

রঙ্গ। আপনারও সম্পূর্ণ যবনের প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি নয়। আপনার যে অঙ্গের পরিচ্ছদ, এ কার হাতে প্রস্তুত?—যবনের! দিন দিন রাজভোগ প্রস্তুত হয়, তা কার অনুকরণে—যবনের। কার দোকান হ'তে আসবাব ক্রয় ক'রে আপনার রাজ-প্রাসাদ সজ্জিত?—যবনের! যবন পরিত্যাগ ক'রে কোন্ হিন্দুশিল্পীকে উৎসাহ দেন? যবন গোলাম মহম্মদ আপনার বন্ধু, সে হিন্দু নয়। যবনকে আপনি ঘৃণা করেন না। তবে নবাবের প্রতি ক্রোধ হয়েছে, তাই বিগ্রহে সজ্জিত হচ্ছেন।

উদয়। তুমি প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হও।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, নবাব-সৈন্য নিকটবর্ত্তী হয়েছে। সংখ্যায় প্রায় দশ সহস্র অনুমিত হইল। দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ আলি মহম্মদ ও রঘুবীর নামক একজন সেনা-নায়ক চালনা কচ্ছে, আর এক অংশের নায়ক শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন। গোলাম মহম্মদ মহারাজের দুই সহস্র সৈন্য লয়ে অগ্রসর হয়েছেন। পঞ্চশত অশ্বারোহী প্রস্তুত আছে। গোলাম মহম্মদ বলেছেন, তাদের চালনা ক'রে মহারাজ অগ্রসর হউন।

উদয়। জমীদারের সেনারা কোথায়? জমীদারেরা কি অগ্রসর হয়েছে?

দূত। মহারাজ, সে সংবাদ দাস জানে না।

(২য় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। মহারাজ, বড় কুসংবাদ এনেছি—রাজপদে নিবেদন করতে আশঙ্কা হচ্ছে।

উদয়। কি, কি, পরাজয় হয়েছে?

২য় দূত। আজ্ঞে না, এখনো যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

উদয়। তবে কি?

২য় দূত। মহারাজ, সমস্ত জমীদারই নবাব পক্ষে মিলিত হয়েছে, তারা নিজ দলবলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর।

উদয়। কি!—অসম্ভব—মিথ্যাকথা।

২য় দূত। মহারাজ, গোলাম মহম্মদ এই পত্র দিয়েছেন। আমি বেগবান্ অশ্বারোহণে এসেছি, পথে অশ্ব হত হয়েছে, অধিক কি জানাবো।

উদয়। ব্রাহ্মণ, তুমি মুক্ত, তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর। দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যবাদী।

রঙ্গ। মহারাজ, এখনো নিরস্ত হোন, নবাব দয়াবান্।

উদয়। না।

রঙ্গ। বাঃ বাঃ—ঠিক এক ব্যাটা সংসার চালাচ্ছে বটে, দেখা পেলে তারে কুর্ণিশ লাগাই।

[প্রস্থান।

উদয়। হে বাঙ্গালী, বাঙ্গালীই তুলনা তোমার;
নাহি এ ভুবনে অনুরূপ তব।
সাধু এ ব্রাহ্মণ—সত্যবাদী—
চিনিয়াছে স্বজাতিরে।
সত্য কি সংবাদ?
দেবতা সাক্ষী করি প্রতিজ্ঞা করিল,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অভিমানে দিয়ে জলাঞ্জলি,
বর্জ্জন করিল মোরে!
হে বাঙ্গালী,
বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নাহিক তোমার!
এ আচার সম্ভবে কি নরে?
অশেষ সম্মান দান করেছেন নবাব আমায়,
অত্যাচারী দৌহিত্র তাহার,—
নবাব নহে তো অপরাধী।
পাইয়া উপযুক্ত ফল,
কৃতঘ্নের এই পরিণাম!
নিশ্চয় সমরে পরাজয়।
অর্ণব-সমান আসে নবাবের সেনা;
জমীদারবৃন্দ তাহে মিলিত সকলে,
ক্ষুদ্র নদী মিলি যথা ভাগীরথী সনে
প্রবাহ প্রখর করে তার।
পরাজয়!
যা থাকে ললাটে, যুদ্ধে হই অগ্রসর।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বন-প্রান্ত।

(অন্নদা)

অন্নদা। আবার স্থয্যি হেসে ডুব্‌ছে,—আবার সন্ধ্যা আস্‌ছে। সন্ধ্যা! তোমায় বড় ভালবাসতেম। তুমি আমার দূতী ছিলে; তারে আন্‌তে, তারে ডেকে এনে আমার কাছে দিতে। তোমায় বড় ভালবাসতেম। কখন্ এসো, কখন্ এসো ভাবতেম, এখন আর ভালবাসি নে, তুমি তারে এনে তো দাও না। না না, এখনো ভালবাসি, তোমায় দে'খে সে ছবি আমার মনে হয়। তুমি জান তো, কত সোহাগ কর্‌তেম, মুখে মুখে বুকে বুকে থাক্‌তেম্! তখন বিচ্ছেদ হয় নি, বিচ্ছেদের ভয় তখন ছিল না! সে দিন দেখেছ; আজ দেখ; সে দিন পতিসোহাগিনী দেখেছ, আজ পতিবর্জ্জিতা কাঙ্গালিনী দেখ। সন্ধ্যা, তুমি আমার সখী, মনের কথা তোমায় বলি, আর কারে বল্‌বো, কারে জানাবো, কে শুন্‌বে পরিহাস কর্‌বে।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। এ কি! তিমিরবসনা ছায়া-সহচরীর মত তমসাচ্ছন্ন বিজনে বেড়াচ্ছে! যেন কোথাও দেখেছি। ভয়ঙ্করী অথচ স্নেহময়ী মূর্ত্তি!

অন্নদা। এসো এসো, তোমার জন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এ পথে আস্‌বে, আমি জানি, কে যেন আমায় ব'লে দেয়, আমি আপনার লোকের কথা সব জানি। আমার মন তোমাদের কাছে প'ড়ে আছে, একবারও আমার কাছে থাকে না, তোমাদের সঙ্গে থাকে, যেখানে থাক, সেখানে থাকে।

পুর। এ কি মাধুরীর মা,—এই কি সেই উন্মাদিনী?

অন্নদা। ভাব্‌চো উন্মাদিনী! উন্মাদিনী নই,—এ সময় উন্মাদিনী নই। আমি দিন গুণ্‌চি, আমার সুখের দিন এলো ব'লে। সে দিন আবার নব বাসর! সে দিন কেউ পাগলিনী বল্‌বে না, সে দিন কেউ ঘেন্না কর্‌বে না, সে দিন আমি তারে নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাবো!

পুর। কে মা তুমি?

অন্নদা। দেখ চেয়ে—
বেশ্যা আমি, হয় কি প্রত্যয়?
কর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ,
অন্তর-দর্পণ নেহার নয়ন,
কুটিলতা কি বেশ্যার নেহার বদনে?
আমি পতিপ্রাণা—
পতি-প্রেমে ভিখারিণী—
উন্মাদিনী পতি-প্রেমে আমি;
পতি ধ্যান-জ্ঞান;
আছি এ সংসারে—
পতির হইতে সহগামী।
দেখ দেখ, বুঝহ লক্ষণ,
পতি হেতু করিয়াছি আত্ম-বিসর্জ্জন;
রাখিবারে পতির সম্মান,
ভ্রমি দেশে দেশে ভিখারিণী-বেশে
রাজরাণী কেহ নাহি জানে।
নাহি কর অধর্ম্ম-সঞ্চয়—
সতীরে অসতী জ্ঞানে।
সুখে থাক করি আশীর্ব্বাদ।

পুর। কে মা তুমি?

অন্নদা। দেখেছ আমায় তব বিবাহের দিনে।
হয় কি স্মরণ—এসেছিল উন্মাদিনী?
সেই আত্মত্যাগী কাঙ্গালিনী।
স্বেচ্ছায় করেছি শিরে কলঙ্ক ধারণ,
করি কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট অশন,
শয্যা ধরাতল, আচ্ছাদন নীলাম্বর।
তুমি মম দুহিতার পতি।
সতী সে জননী সম তার;
তোমাগত-প্রাণা,
দুঃখের পাথারে—
ভাসে বামা তোমার বিরহে।
এস, এস—
উন্মত্ততা আসিবে আবার
ভুলে যাব অভিপ্রায়।
এস,—
মনে উঠে তার নিষ্ঠুরতা,
মনে উঠে সহিয়াছি যতেক যন্ত্রণা;
অনল—অনলে দহে স্মৃতি,
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি!

যাই—যাই গঙ্গাতীরে,—
যথা অস্তাচলগামী পবিত্র তপন,
দেখেছিল সম্মিলন,
যথা পতিত-পাবনী.
সাগর-গামিনী— স্বর্ণ আভরণে,
ছলে ছলে বেড়েছিল পতি-দরশনে।
এস, এস,—
যাই—যাই রহিব না আর।

[অন্নদার প্রস্থান।

পুর। মাধুরীর জননী এ অভাগিনী
অসতী না হয় অনুমান,
নহে মিথ্যাবাদী ;
তবে অকারণে মাধুরীরে করেছি বর্জ্জন।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রণস্থল।

(উদয়নারায়ণ)

উদয়। স্রোতে তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্র সৈন্য ভেসে গেল। যুদ্ধে একমাত্র উপায় জীবন-বিসর্জ্জন। ঐ রঘুবীরের সৈন্য পদাতিক সেনা লক্ষ্য ক'রে আস্চে ; অসংখ্য অরাতি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী-বর্ষণ কচ্ছে, দেখি যদি কোনরূপে নিবারণ কর্‌তে পারি।

[প্রস্থান।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। অকারণ নরহত্যা কচ্ছি। চণ্ডালকে শত-বার আক্রমণ কর্‌লেম, শতবার আমার হস্ত হ'তে নিস্তার পেলে। এ বয়সে আশ্চর্য্য বীর্য্য —একাকী সহস্র হয়ে যুদ্ধ কচ্ছে; আশ্চর্য্য পরিচালন-শক্তি, ক্ষুদ্র সেনা এখনো দলিত হলো না; হা পিতা, পিতা! কতক্ষণে তার বক্ষের শোণিত দর্শন কর্‌বো? দুরাচার কোথায়, এখনও অসির শোণিত-পিপাসা নিবারণ কর্‌তে পার্‌লেম না? তবে বৃথা পরিশ্রম, বৃথা নরহত্যা, বৃথা ব্রাহ্মণের হস্ত অস্ত্রধারণে কলুষিত কর্‌লেম। কি, পিতৃঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না? আমার জীবন বৃথা! কোথায় গেল? কোথাও তার সাক্ষাৎ পাচ্ছি নে। ঐ যে—ঐ যে, দুর্জ্জন উচ্চকণ্ঠে সৈন্য উত্তেজিত কচ্ছে।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

(গঙ্গা ও রঙ্গলালের প্রবেশ)

গঙ্গা। ও মুখপোড়া, এই নে, জল নে। তুই মর মর, আমি নিশ্চিন্দি হই। আরো, এখানে আসচে যে রে মুখপোড়া, এখনি মর্‌বি যে।

রঙ্গ। তুমি সহমরণে যাবে, ভাবনা কি? আমার সাম্‌নে দাঁড়িও না, স'রে পড়—স'রে পড়, এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আস্‌চে। বিবিজান, স'রে পড়, স'রে পড়,—দোহাই বিবিজান, তোমার পায়ে ধরি, স'রে পড়।

গঙ্গা। তুই আগে মর, তা দে'খে তবে আমি যাব। ও মুখপোড়া, এর পর আসিস্ এখন, তার পর জল দিতে হয় দিস্।

রঙ্গ। (একটি গুলী কুড়াইয়া লইয়া) আহা গুলীচাঁদ! মানুষের বুকের রক্ত খেতে পেলে না, তাই অভিমানে ধূলায় লুট্‌ছো?

গঙ্গা। মুখপোড়া স'রে আয়, নইলে তোর সাম্‌নে আমি স্ত্রীহত্যা হব।

রঙ্গ। (একজনের মুখে জল দিতে দিতে) বিবি-জান! সর, এখানে বড় গোলযোগ, বড় গরম গরম গুলী আস্‌চে।

(রক্তাক্ত উদয়নারায়ণের প্রবেশ)

উদয়। জল—জল—একটু জল দাও, আবার যুদ্ধে যাব। আমাদের হার হয়েচে— জল—জল —একটু জল দাও,—আবার যুদ্ধে যাব (পতন)

রঙ্গ। (মুখে জল দিয়া) বিবিজান, এখানে কোথা কুটীর টুটির আছে?

গঙ্গা। আছে—আছে, নে, তোল, আমিও ধর্‌ছি।

উদয়। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি যাব, ছেড়ে দাও।

রঙ্গ। চলুন—চলুন, যাবেন চলুন।

উদয়। জল—জল—

[উভয়ের উদয়নারায়ণকে লইয়া প্রস্থান।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। কোথায় গেল, আমার অস্ত্রাঘাতে পরিত্রাণ পেলে, ধরাশায়ী হলো না? রুধির দর্শন করেছি, কিন্তু বধ কর্‌তে পারি নাই—বধ কর্‌তে পারি নাই। কোথায় গেল, কোথায় গেল? নিশ্চয় তোমায় বধ কর্‌বো; প্রলয়ের ছায়া তোমায় আবরণ কর্‌তে পার্‌বে না; তোমার শতজীবন হলেও নিস্তার নাই। কোথায় গেল? এদিক্ দিয়ে নিশ্চিত যেতে দেখেছি। কোথায় গেল? আমার কি ভ্রম হ'লো? পিতা—পিতা, অদ্যই তোমার তর্পণ কর্‌বো।

[প্রস্থান।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। এই ত সমর অবসান। প্রজার সর্ব্বনাশ; নবাব-সৈন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ ক'চ্ছে, আমি কত দিক্ রক্ষা কর্‌বো?

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। পুরঞ্জন—পুরঞ্জন,—উদয়নারায়ণ কোন্ দিকে গেছে দেখেছ? পালিয়েছে—পালিয়েছে, যাদু জানে, নৈলে আমার হাত হ'তে নিস্তার পেতো না। কোথায়—কোথায় বল্‌তে পার?

পুর। নিরঞ্জন,
এখনো কি হয় নাই সম্পূর্ণ তোমার?
পরাজিত, নিপীড়িত, মুমূর্ষু অরাতি,
তার প্রতি এখনো আক্রোশ?
তোমায় সাজে না ভাই!

নির। হাঁ হাঁ, জান তবে কোথা সে দুর্জ্জন;—
বোধ হয় অদূরে কুটীরে।

পুর। প্রতিশ্রুত নই আমি আমি দানিতে সংবাদ।

নির। না—না, নহ প্রতিশ্রুত,
শ্বশুর তোমার, রক্ষিবে তাহায়।
ভুলিয়াছ মম আত্মত্যাগ;
সর্ব্বনাশ-হেতু তুমি মম!
করিতাম যদ্যপি উদ্বাহ,—
অপমৃত্যু হতো না পিতার,
পুরী না যাইত ছারেখার;
পুরঞ্জন, ভাল তব প্রতিদান!

পুর। সত্য কহি, নাহি জানি—
কোথা সেই উদয়নারা'ণ।
কেন তার হও অনুগামী, কর ক্ষমা।

নির। ক্ষমা, ক্ষমা—
উঠিছে তরঙ্গ তব মুখে।
বুকে ধ'রে মাধুরীরে আছ মহাসুখে!
ভিক্ষুকের সম মোরে করিলে বিদায়;
পরে বধ্যভূমে মাহাত্ম্য দেখালে।
জান, অতীব অতীব সদাশয়—
পত্নীরে পাঠায়ে দিয়ে যবন-আগারে,
প্রাণরক্ষা-উপায় করিয়ে,
বধ্যভূমে করেছিলে মাহাত্ম্য প্রচার।
মিথ্যাবাদী তুমি!
নাহি জান কোথা সেই উদয়নারা'ণ?

(দূরে কুটীর দেখিয়া)

আমি জানি—আছে ঐ কুটীর-মাঝারে।
বধি তারে—
যবনের করে মৃতদেহ করিব অর্পণ।

পুর। এ সঙ্কল্প তব না পূরিবে,
প্রত্যক্ষে আমার।
হেন অহিন্দু-আচার দেখিতে নারিব,
প্রবেশিতে নারিবে কুটীর-দ্বার।

নির। ভীরু তুমি! আমায় রোধিবে,
রোধিবারে চাহ পিতৃ-বৎসল তনয়ে?
প্রতিহিংসা বিরোধী হইবে?
ভীরু, মিথ্যাবাদী
শক্তি হেন নাহি তব ভুজে।
তুমি রাজদ্রোহী;
রাজ-শত্রু কর আবরণ?

পুর। রাজদ্রোহী তুমি।
রাজ-আজ্ঞা আছে মম প্রতি,
রক্ষিবারে আহত অরিরে।

নির। তবে কর রক্ষা শক্তি থাকে ভীরু!
পশিব কুটীরে আমি
তুচ্ছ করি তোমা হেন জনে।

পুর। মুখের গর্জ্জন আর কার্য্যে পরিচয়
প্রভেদ উভয়ে বহু।

নির। রোধ তবে কুটীরের দ্বার।

(পুরঞ্জনের অস্ত্রাঘাত নিবারণের চেষ্টা)

তবে যাও যমপুরে। (পুরঞ্জনের পতন)

পুর। নিরঞ্জন—নিরঞ্জন!
ফিরে এস মৃত্যুর সময়।

(নিরঞ্জনের কুটীরাভিমুখে যাত্রা ;—সহসা মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার বেগে বাহির হওন)

মাধু। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর, একবার ফিরে চাও! আমি তোমার দাসী, অসতী নই। চাও—চাও—চাও—ফিরে চাও—একটি কথা কও! যদি অপরাধিনী হয়ে থাকি, আমায় মার্জ্জনা করো, অনুমতি দাও, আমি সহমরণে যাব; চিতায় আমায় ত্যাগ করো না।

পুর। কে, মাধুরী! তুমি সতী, সতীর কন্যা, আমি জেনেছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর!

রঙ্গ। (স্বগত) বড় শেষাশেষি জান্‌লে, আগে জান্‌লে বড় মন্দ হতো না।

ললিতা। মাধুরী—মাধুরী! নিরঞ্জন তোমার স্বামী নয়?

নির। এ কি? তুমি মাধুরী নয়? তবে কি ভ্রমে ঘুরেছি, কি সর্ব্বনাশ করেছি!

পুর। নিরঞ্জন, ভাই! মৃত্যুকালে প্রার্থনা কচ্ছি, তুমি উদয়নারায়ণকে মার্জ্জনা কর।

নির। ভাই—ভাই, নিরস্ত্র তোমায় বধ কর্‌লেম! তুমি আত্মদানে আমায় কুক্কুরের মুখ হ'তে বাঁচিয়েছ, তার যথেষ্ট প্রতিদান দিলেম! আমি অতি হীন! আমি বন্ধুঘাতী!

পুর। তুমি হীন নও, তুমি পিতৃবৎসল, তুমি বন্ধুবৎসল, তুমি আমার জন্য সকল বিসর্জ্জন দিয়েছ, স্বেচ্ছায় নিজের সর্ব্বনাশ করেছ। আমি মৃত্যুকালে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, আমি তোমার নিকট ঋণী,—তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই।

নির। পুরঞ্জন, নিরস্ত্র আমি তোমায় বধ কর্‌লেম,—এ কি ক'রে ভুল্‌বো? এ কি,—তোমায় বধ কর্‌লেম!

রঙ্গ। তা করেছ—করেছ, এখন যদি কোন রকমে বাঁচে, তার চেষ্টা কর না, তাতে তো আর তত আপত্তি নাই। (মাধুরীর প্রতি) মা, মা, ভয় নাই, তত সাংঘাতিক লাগে নাই। নিরঞ্জন, একটি কাজ কর, উন্মত্ত সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণ কর। পুরঞ্জন আহত, তুমি এ কার্য্যের ভার লও।

নির। (ললিতার প্রতি) শোন শোন, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমার ভ্রান্তিই সকল সর্ব্বনাশের মূল। পিতার হত্যার কারণ হয়েছি, তোমায় সন্ন্যাসিনী করেছি, কাঙ্গাল হয়ে আপনি পথে পথে বেড়িয়েছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, অবশেষে বন্ধু হত্যা কর্‌লেম! এই প্রার্থনা, একবার দেখা দিও, সকল কথা শুনো। যদি অপরাধী বোধ কর, আর কখনও অভাগার দেখা পাবে না।

ললিতা। না—না, তুমি অপরাধী নও, আমি অভাগিনী, কেন মনের কথা গোপন করেছিলেম?

রঙ্গ। দিন গিয়েছ, আক্ষেপ ফির্‌বে না। যাও ভাই, উন্মত্ত সৈন্যদের নিবারণ ক'রে এদের রক্ষার উপায় কর। তারা এ দিকে এলে কি জানি, কি হয়।

নির। সত্য রঙ্গলাল, আমি চল্লেম। পুরঞ্জন ভাই—

রঙ্গ। যাও ভাই, সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণ ক'রে ভ্রান্তির কতক প্রায়শ্চিত্ত কর; অনুতাপের দিন ঢের পাবে, ইচ্ছা হয়, আজীবন অনুতাপ করো।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। (ললিতার প্রতি) কেমন দেখি! যে যারে ভালবাসে, সে কি তারে পায়?

ললিতা। কি হয় কে জানে!

রঙ্গ। (পুরঞ্জনের প্রতি) অত বড় জোয়ানটা, একটা পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে,—তাতে অমন ক'চ্ছ কেন? এই লও, এই ঔষধটা খাও।

পুর। রঙ্গলাল, তুমিই সুখী। (ঔষধ সেবন)

রঙ্গ। তা হ'তে পারি, সে প্রশ্ন এখন নয়। এখন তোমার বাঁচবার কথা, বেঁচে উঠ। (গঙ্গার প্রতি) এই যে বিবি সাহেব রয়েছ?

গঙ্গা। হ্যাঁরে মুখপোড়া, তোমার মুখে নুড়ো দিতে রয়েছি। দেখ দেখি গা, আমি বেশ্যা, আমার অত কেন গা?

রঙ্গ। কি কর্‌বে ভাই, পিরীত সইতে হয়, একটু ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নিতে হয়। এস তো চাঁদ, ধরাধরি ক'রে একে একবার কুটীরে নিয়ে যাই।

[পুরঞ্জনকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

—•—

(মুরশিদকুলিখাঁ, ওমরাওগণ ইত্যাদি)

মুরশিদকুলিখাঁর শিবির।

স্তবাদক :— গীত।

তব নীতি শাসন স্থল জল কানন মাঝে
গগন-ধারা সম, তব কৃপা-বরিষণ,
দীন অদীন তব দানে॥
যশরস গান, পূর্ণ বিমান,
বিজয়-ধ্বজ হেরি অরি ম্রিয়মাণ,
বরষে জলধর—শ্যামল প্রান্তর,
ফুল্ল নারী-নর শান্তি-বিধানে॥

(অন্নদা ও তয়ফাওয়ালীগণের প্রবেশ)

য়ফাওয়ালীগণ।— (গীত)

রসনা কুটিল ফণী মানা মানে না।
জলে নি যার বাসনা, কত জ্বালা সে জানে না॥
ভাবে হায় কথার কথা, বোঝে না কত ব্যথা,
সরল প্রাণে গরল ঢালে হয় না মমতা;
বুক ফেটে কালিমা ছোটে—
প্রিয়জনের বুকে ফোটে,
বিষ-দাঁতে কলঙ্ক-রেখা লুকিয়ে টানে না॥

[তয়ফাওয়ালীগণের প্রস্থান।

। উহারা কোথায় চলিয়া গেল ?

দা। জাঁহাপনা, ওদের আমি সঙ্গে এনেছিলেম, ওদের পুরস্কার দিয়ে বিদায় করেছি।

। তোম ক্যা মাঙ্গো,—কি চাও? হাম বড়া খোস্ হুয়া।

দা। জনাব, আমি আমার স্বামী চাই, আমার কন্যার কলঙ্ক মোচন করতে চাই, আমি পতির সহগামিনী হ'তে চাই।

। তোমার খসম কোন্ ব্যক্তি ?

দা। আপনি অঙ্গীকার করুন, তারে আপনি দেবেন ?

। তোমার খসম তোমায় দেব,—এ কেমন অঙ্গীকার ?

দা। আমার স্বামী আমায় গ্রহণ করবেন, আপনি দেখবেন, আপনি সাক্ষী হবেন, আর কিছু নয়।

। এ ক্যা দেওয়ানা হ্যায় ?

দা। না নবাব সাহেব, আমি পাগলিনী ছিলেম, এখন আর পাগলিনী নই; আমি ভিখারিণী ছিলেম, এখন আর ভিখারিণী নই। আমি সতী, রাজরাণী, আমি জগতে এ কথা প্রচার করবো, নবাব-দরবারে এই আমার প্রার্থনা।

মুর। তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি রাজরাণী—এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?

অন্নদা। নবাব সাহেব, আমার সঙ্গে একবার আসুন, এই আমার প্রার্থনা।

মুর। কাঁহা ?

অন্নদা। আমার স্বামী যেখানে মরচে।

মুর। এ ক্যা বাৎ?

অন্নদা। যদি কৃপা হয়, এই ভিক্ষা দিন।

মুর। আচ্ছা চল,—কাঁহা লে যানে মাঙ্গো?

অন্নদা। আপনি একা নয়, দরবার শুদ্ধ আসুন।

মুর। আচ্ছা, হাম যাতে, আউর কুছ মাঙ্গো?

অন্নদা। উদয়নারায়ণের দুটি কন্যা আছে, তারা যেন স্বামী নিয়ে সুখে, থাকে, তাদের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।

মুর। আচ্ছা বিবি, কবুল।

অন্নদা। তবে আসুন, দরবার শুদ্ধ হংস-সরোবরে আসুন।

মুর। তোম কাঁহা যাতি ?

অন্নদা। আমি সে তামাসা আরও লোকদের দেখাব। [প্রস্থান।

মুর। আও তামাসা দেখে, হিন্দুলোককা বিচমে এসো তামাসা বহুৎ হোতা।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

—•—

হংস-সরোবর।

(উদয়নারায়ণ)

উদয়। আমি কাপুরুষ,—যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে এসেছি —পরিণাম আত্মহত্যা ভিন্ন কি হ'তে পারে? যে অস্ত্রধারী যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে আসে, আত্মহত্যাই তার প্রায়শ্চিত্ত। নবাব-সমীপে আত্মসমর্পণে জীবনরক্ষা হয়; মুসলমানত্ব অঙ্গীকার করলে রাজ্য-মান পুনঃ প্রাপ্ত হই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়ে সনাতনধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেব? এ অপেক্ষা আত্মহত্যা লঘু পাপ। হলাহল! এ সময়ে তুমিই বন্ধু। তোমার সাহায্যে সকল মন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পাবো; বিস্মৃতির আবরণে ঘৃণা,

উপহাস আর আমায় স্পর্শ করবে না। তীব্র হলাহল, যত্নে তোমায় লুকিয়ে রেখেছিলেম, এসো, তোমায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধারণ করি। (বিষপান) এ সময় অন্নদাকে মনে পড়ছে, মাধুরীকে মনে পড়্‌ছে, ললিতাকে মনে পড়ছে; তারা কোথায় গেল? হেথা থাক্‌লে ভাল হতো —একবার দেখ্‌তেম! গরলে দেহ অবসন্ন, ক্রমে জগৎ অন্তরিত হচ্ছে, এই আসন্ন সময়।

(একদিকে অন্নদা, পুরঞ্জন, নিরঞ্জন মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার এবং অন্যদিকে সদলে মুরশিদকুলিখাঁর প্রবেশ)

অন্নদা। বিষ খেয়েছ? তোমার মেয়ে এসেছে; মরবার সময় ব'লে যাও যে, তোমার মেয়ে তোমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে।

উদয়। তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় ছিলে?

অন্নদা। সে সন্দেহ আমি তোমার সঙ্গে চিতেয় পুড়ে সকলের মন থেকে দূর কর্‌বো। এই দেখ, চেয়ে দেখ, আমি সেই বাসরের সাজে এসেছি। ন্যাকড়া প'রে বেড়াতেম,—মড়ার ন্যাক্‌ড়া পরে বেড়াতেম; কিন্তু এ বেশ আমি তুলে রেখেছিলেম, বাসরে পরেছিলেম, আজ আবার পরেছি, এবার আর বিচ্ছেদ হবে না। চেয়ে দেখ, আমি চিতা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

উদয়। অন্নদা, অন্নদা—প্রিয়ে! কাছে এসো— একবার তোমায় দেখি।

অন্নদা। (পুরঞ্জন ও মাধুরীকে দেখাইয়া) এই দেখ, তোমার মেয়েকে দেখ, তোমার জামাইকে দেখ, তুমি বড় অসুখী। এতদিন আমি মনে কর্‌তেম, আমি বড় দুঃখিনী, কিন্তু তোমার মত দুঃখ আমি পাই নাই। আমি পাগল হয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করেছি, কিন্তু তুমি জলেছ—দিন দিন মেয়ের মুখ দেখেছ—তোমার আগুণ দ্বিগুন হয়ে জলেছে। আমি ভুলে থাক্‌তেম—পাগ-লাম ক'রে ভুলে থাক্‌তেম,—কিন্তু তুমি ভোলো নাই, তুমি বড় সয়েছ, বড় সয়েছ। আমিও সয়েছি, পাগল হয়েও ভোলা যায় না, আজ চিতায় শুয়ে দু'জনে সব ভুলে যাব। (মুরশিদ কুলিখাঁর প্রতি) নবাব সাহেব, তুমি সাক্ষী, আমি সতী, আমার কন্যার না অপবাদ থাকে।

উদয়। নবাব, এসেছেন? আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমি কৃতঘ্ন,—তার দণ্ড আমি আপনি গ্রহণ করেছি।

মুর। (রঙ্গলালের প্রতি) হকিম! হকিম! এস্‌কা দাওয়াই হ্যায়?

রঙ্গ। না জনাব, কালের ঔষধ নাই!

অন্নদা। নবাব সাহেব, আমার পুরস্কার দাও— সাক্ষী হও, আমি সতী,—আমার কন্যার কলঙ্ক-মোচন হোক্‌!

মুর। তু মেরা মায়ী হ্যায়।

অন্নদা। দেখ দেখ, চেয়ে দেখ—তোমার কন্যা জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর।

উদয়। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।

অন্নদা। (ললিতা ও নিরঞ্জনকে দেখাইয়া) এও তোমার কন্যা, এও তোমার জামাতা, এদেরও আশীর্ব্বাদ কর।

উদয়। মা ললিত, পতি লয়ে সুখে থেকো। বাবা নিরঞ্জন, আমায় মার্জ্জনা কর, আমি অনেক অপরাধে অপরাধী। অন্নদা, চ'ল্লেম। (মৃত্যু)

অন্নদা। নবাব সাহেব, সেলাম! আমার মেয়ে দু'টিকে দেখো। মা ললিতা, মাধুরী! আমি চল্লেম! তোরা একবার মা ব'লে ডাক্‌,—আমার 'মা' ব'লে ডাক্‌ শুন্‌তে সাধ আছে! তোরা মা ব'লে ডাক,—আমি শুন্‌তে শুন্‌তে রাজার সঙ্গে যাই!

ললিতা ও মাধুরী। মা! মা!

অন্নদা। জগৎ জেনো, আমি অসতী নই। দাঁড়াও— দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি।

(উদয়নারায়ণকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন)

রঙ্গ। বিবিজান, সংসারে এও প্রেমের খেলা। এ খেলায় তোমার আমার কাজ নাই। ভ্রান্তি— ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—আগাগোড়া ভ্রান্তি—তবে কাজ কর্‌তে এসেছি, কাজ ক'রে বেড়াই এসো পরের দায় মাথায় নিলে, আপনার দায়ে নিশ্চিন্ত হবো, অতটা ঘোর থাক্‌বে না।

গঙ্গা। ঠিক বলেছিস্‌ বামুন!

মুর। ইঃ ক্যা—হকিম দেখো, আওরাৎ মর গিয়া!

রঙ্গ। হ্যাঁ জাঁহাপনা, ও ঠিক মরেছে।

মুর। তাজ্জব হ্যায়। তোমলোক আপনা দেওতাক নাম লেও!

সকলে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

যবনিকা পতন।

দক্ষ-যজ্ঞ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

—•—

পুরুষ।

দক্ষ, মন্ত্রী, মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, দধীচি,
নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রহরী, দূতগণ, প্রমথগণ,
ইত্যাদি।

স্ত্রী।

প্রসূতি, ভৃগুপত্নী, সতী, তপস্বিনী ও চেড়ী।

দক্ষ-যজ্ঞ

প্রথম অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

কানন।

(তপস্বিনী তপে মগ্ন—মহামায়ার আবির্ভাব)

মহা। বর নে রে; পূর্ণ মনস্কাম তোর।
তপ। মা মা, আমার!
* কোথা ভুলে ছিলে মোরে?
মহা। বর নে রে, সদয়া তোরে আমি।
তপ। মা গো, চিরদিন রব তোর সনে,
অন্য সাধ নাহি মা আমার,
আর কভু নাহি রহ মোরে ছাড়ি।
মহা। আজি হ'তে তুমি মম প্রধানা সঙ্গিনী।
শুন তপস্বিনি,
দেহ হ'তে যে হেতু সৃজিনু তোরে;—
আছি মুগ্ধ নিজ মায়া-পাশে,
মায়া-পাশে বাঁধিতে মহেশে
এ বেশে এ লীলা মম।
শিব নাহি বিমুগ্ধ হইলে
জীব নাহি রবে ধরামাঝে,
আনন্দ-উৎসব—
বহু রূপে করিব আনন্দ-লীলা।
শিব-শক্তি-সঙ্গিনী হইবি তুই।
তপ। মা মা, অপার করুণা তব।
মহা। এবে কার্য্য বাকী তোর।
তপ। মা, মা, আর নাহি দেহ কার্য্যভার।
মহা। বৎসে! শিব-পূজা শিখাইবি মোকে;
হেন কার্য্য-ভার আমার বাঞ্ছিত সদা।
তপ। মা মা, তোরে পূজা কি শিখাব?
মহা। মুগ্ধ নিজ মায়ার প্রভাবে,
দক্ষালয়ে আছি মহাদেবে ভুলি,
তুমি মোরে করিবে চেতন।
তপ। মাতা, কোথা দক্ষগৃহ?
মহা। দেখ, নাহি একার্ণব আর;
স্তম্ভিত লহর-মালা,
শ্যামকান্তি ধরা শোভে তায়;
মায়ার প্রভাবে,
ভৃঙ্গ গুঞ্জে কুসুম-সৌরভে;
রাজ্য এবে যথা ছিল একাকার।
দিব্য আঁখি করিনু প্রদান,
উচ্চ তত্ত্ব হও অবগত,
চতুর্ম্মুখ অগোচর যাহা।
পদ্মা নাম পাইবি কৈলাসে
পাইবি সুন্দর কান্তি রবি-শশী জিনি।

[সকলের প্রস্থান

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

উদ্যান।

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ। কি মধুর স্নিগ্ধ বায়ু পরশিছে ভালে!
মম করে আদরে অর্পিল তাত
প্রজা-স্থাপনের ভার,
দক্ষ নাম দক্ষ জানি দিল।
কি কৌশলে করি ভবে প্রজার স্থাপন?
বার বার কত প্রজাপতি
কত কত করিল নির্ম্মাণ,

কিন্তু কোন মতে
না হইল প্রজায় স্থাপন।
সমাজ-বন্ধনে কেমনে মানব রবে ?

(চেড়ীর প্রবেশ)

চেড়ী। প্রভু, রাজ্ঞী যাচে রাজ-দরশন।
দক্ষ। (স্বগত) একতা-বন্ধন ;
কিন্তু কোন্ সাধারণ প্রয়োজনে
একতা-বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে ?
একতার মূল প্রয়োজন।
চেড়ী। প্রভু, চহে রাজ্ঞী চরণ দর্শন।
দক্ষ। (স্বগত) তর্ক অতি চমৎকার,
কিন্তু দোষ মূলে !--
প্রয়োজন বিনা,
একতা-বন্ধনে কভু না মানব রবে।
কত দিনে ওঠে কথা, মায়ার বন্ধন—
অনুমান, অনুমান,
যুক্তি মাত্র নাহি তাহে,—
মায়া—মায়া !
কিবা মায়া কহ কে বা জানে ?
মায়া বলি বর্ণনা যাহার,
মায়া নাম দিলে তারে
এ সংসারে মায়া নয় কি বা ?
তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া ব্যোম তরুলতাগণে !
তবে মায়া-বন্ধনে
কি হেতু না নহে নয় ?
চেড়ী। দেব !
দক্ষ। (স্বগত) অযৌক্তিক কথা—

[চেড়ীর প্রস্থান।

মায়ার বন্ধন,
শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা !
কিবা সাধারণ নয়ে ?
হিত চিন্তা সধারণ সবাকার
নিজ হিত হেতু।
ভয়ে নয়ে রহিতে সংসারে,
যে সংসারে মৃত্যু ভয়।
অনাচার মৃত্যুর কারণ—

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। নাথ, এস ত্বরা, একা আছে সতী।
নাথ,
না জানি গো কেন মম কপাল ভাঙ্গিল!
দক্ষ। রাজ্ঞি,
সতীর বিবাহ ভুলি নাই, প্রাণেশ্বরি !

(সতীর প্রবেশ)

সতী। মা, আর ত শোব না ;
একা রেখে এলে তুমি !
পিতা—পিতা—
দক্ষ। সতি, আমি ছেলে তোর,—
আর কটি আছে ছেলে ?
প্রসূতি। নাথ, ধরি পায়,
এ কথা সতীরে পুনঃ না জিজ্ঞাস, প্রভু,
আয়, মা আমার !
দক্ষ। কি হয়েছে রাণি ?
প্রসূতি। নাথ, আজি গোধূলির বেলা
সতী মোর খেলিতে খেলিতে,
মা ব'লে আইল ধেয়ে ;
বদন মুছিনু, চাঁদমুখ চুমিনু যতনে,
কোলে লয়ে বসিনু তরুর তলে—
দক্ষ। কি হয়েছে মা আমার ?
সতী। শুয়েছিনু মার কাছে,
একা রেখে এলেন জননী,
তাই আইনু উপবনে।
প্রসূতি। নাথ,
না শুনিলে কেমনে বুঝিবে ?
কোলে লয়ে সুধাইনু সতীরে আমার,
"কত পুত্র আছে তোর ?"
উঠি দ্রুত বিল্বমূলে বসিল সহসা ;
শত রবি-ছবি ফুটিল উদ্যানে অকস্মাৎ ;
নাহি সতী আর,
উজ্জ্বল কিরণময়ী প্রতিমা সুন্দর !
কত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লোটে পায় ;
করযোড়ে তিনলোকে
"মা" বলে ডাকিছে ;
হাস্যময়ী করুণা-প্রতিমা,
কৃপাকণা সবারে দানিছে ;
আনন্দে নাচিছে সবে !

"সতী, সতী" বলি উচ্চৈঃস্বরে,
অচেতন হইনু প্রভু!
"সতী" ব'লে জাগি পুনঃ;
পাশে শুয়ে মা আমার!
কেন হেন সতীরে হেরিনু প্রভু?
দক্ষ। মহিষি! কি অসুস্থ শরীর তব?
প্রসূতি। নাথ, ব্যাকুল উন্মাদ প্রাণ মোর।
মা হ'য়ে কি দেখিনু নয়নে?
জীবিত যে জন,
দেবীরূপে দেখিলে তাহারে,
অকল্যাণ হয় তার।
দক্ষ। তব মন-তৃপ্তি হেতু,
যাগ, যজ্ঞ,
যেবা কার্য্য ইচ্ছা তব কর রাণি;
রাজমন্ত্রী করিবেক আয়োজন;
কিন্তু জেনো মাত্র স্বপন কেবল।
(স্বগত) আহা কি সুন্দর বায়ু!
নিদ্রা মম আসে চ'খে।
কোথো ছিনু?—
হাঁ, অনাচার-নিবারণ।
প্রসূতি। স্বপ্ন নহে,
করি নাথ নিবেদন।
দক্ষ। জেনো স্থির স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।
স্বপনের কথা কি কব তোমারে রাণি?
আজি নিশা-অবসানে হেরি—
স্বর্ণময়ী ঝিয়ারী আমার,
অর্পি ভোলানাথ-করে।
সতী। ভোলানাথ? কে সে পিতা?
দক্ষ। ভুল সৃষ্টি আপাদমস্তক,
আপাদমস্তক ভোলা!
সতী। সকলই কি যায় ভুলে?
যদি কেহ কহে কটু,
তাও যায় ভুলে?
দক্ষ। (স্বগত) অনাচার-নিবারণ—
সতী। পিতা, পিতা, সকলই কি যায় ভুলে?
দক্ষ। হুঁ।
(স্বগত) কিসে হয় অনাচার-নিবারণ?
সতী। আমি বড় ভালবাসি তারে।
ভুলে যায়, কে খাওয়ায় অন্ন-পানি?
দক্ষ। রাণি, তব আজ্ঞা পাইলে সচিব,
যাগ-যজ্ঞ আয়োজন,
কিংবা,
সতীর কল্যাণ জন্য যে যা প্রয়োজন,
সাধ্যমত ক'রে দিবে সমাধান।
কিন্তু জেনো স্থির,
স্বপ্ন মাত্র অন্য কিছু নয়।
সতী। পিতা, কেবা দেয় অন্ন-পানি?
দক্ষ। ভূতে।
সতী, আসি কার্য্য-গৃহ হ'তে;
উপকথা ক'বি,
ঘুম পাড়াইবি তুই।
যাও গৃহে।
(স্বগত) মন্ত্রিগণে কি যুক্তি দানিবে?
বিরলে করিব স্থির।

[প্রস্থান

সতী। ও মা, ভূত কি, মা?
ভূতে কেন দেয় অন্নপানি?
প্রসূতি। বল দেখি, মা আমার,
কত অন্ন করিলি রন্ধন?
সতী। কি কব কত অন্ন করিনু রন্ধন,
কত জনে দিনু মাতা!
কিন্তু ভোলানাথে না দেখিনু।
প্রসূতি। আয় কোলে ঘুমা মা আমার।
সতী। বল না, মা,
কোথা ভোলানাথ?

(তপস্বিনীকে লইয়া চেড়ীর প্রবেশ)

চেড়ী। রাজরাণি, এই সেই তপস্বিনী,
ভৃগুপত্নী বলেছেন যাঁর কথা।
সতী। হাঁ মা, ভোলা কে, মা?
তপ। (স্বগত) মা আমার ব্যাকুলা ভোলার তরে
শিবপূজা কি শিখাব তোরে?
প্রসূতি। (স্বগত) এ কি অপূর্ব্ব যোগিনী!
নলিনী-নিন্দিত কায়া,
নবীন বয়সে কেন উদাসিনী বালা?
(প্রকাশ্যে) গোধূলিতে দেখিয়াছি অলক্ষণ।
শুনিলাম ভৃগুপত্নী-মুখে,
তব অঙ্গের সৌরভে
মহাযোগী পাইল পরিত্রাণ;—
তনয়ারে অর্পি তব পায়।

দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি দুহিতায়!
সতি, নে মা পদধূলি।
(সতী কর্ত্তৃক তপস্বিনীর পদধূলি গ্রহণ)

প। (স্বগত) শিব, শিব, শিব।
(প্রকাশ্যে) শঙ্কা ত্যজ রাজরাণি;
কল্যাণী তনয়া তব;
অকল্যাণ কভু না সম্ভবে।

প্রসূতি। ভগবতি!
তব মধুময় বাণী অমৃত ঢালিল প্রাণে।
ক্ষম মা আমারে—
কেন, মা গো,
বিভূতি মাখিলি কিশোরী কায়?

তপ। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা মম, রাজরাণি
প্রসবি জননী
পলাইল অর্ণবে ভাসায়ে মোরে;
অভাগিনী, তবু নাহি গেল প্রাণ।
মা'র তরে আমি উদাসিনী,
কোথায় জননী?
মা ব'লে নিয়ত কাঁদি।
মাতৃমন্ত্র সাধি,
দেব দেবী নাহি করি উপাসনা।
মুখে মা'র নাম মম অবিরাম,
যে শুনে বাসনা পূরে তার;
কিন্তু মম জননী কঠিনা,
না পূরায় মনস্কাম মম।

প্রসূতি। (স্বগত) এ কি উন্মাদিনী?
(প্রকাশ্যে) ভগবতি,
অপূর্ব্ব কাহিনী তব।

তপ। ভৃগুর রমণী
প্রেরিলেন মোরে তব পুরে;
কার্য্য কিবা আদেশ মহিষি!

প্রসূতি। হেন কার্য্য কর, ভগবতি,
হয় যাহে সতীর কল্যাণ।
যদি তব হয় অভিমত,
পবিত্র করুন পুরী
কয় দিন রহি এই স্থানে।

তপ। রব তব আদেশে, মহিষি!

প্রসূতি। সতি, আয় মা আমার;
ভগবতি কৃপা করি আসুন সংহতি।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

(দক্ষ আসীন)

দক্ষ। এত দিতে পারিনু বুঝিতে,
কেন প্রজা না হ'ল স্থাপন—
শিব-পূজা সৃষ্টিনাশ হেতু
বিরিঞ্চির ঘটিয়াছে বুদ্ধিভ্রম!
আজি দেখি দক্ষপুরে
স্বপনের অধিকার।
প্রাতে স্বপ্ন, অর্পি দুহিতায় হরে,
গোধূলিতে কন্যা দেবী হেরে রাণী;
রজনীতে বিধাতার আকিঞ্চন;
অর্পি কন্যা ভাঙ্গড়ের করে।
অনাচার-নিবারণ শিবের দমন,
অগ্রে প্রয়োজন,
মৃত্যু-নিবারণ,
সংসারে উচিত আগে।
নহে, ক্ষণস্থায়ী পুরে
কি সুখে রহিবে জীব?
লয়-কর্ত্তা শিব;
লয়-নিবারণ না হবে কখন,
অনাচারী শিব-নিবারণ বিনা।

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। নাথ!
এখন কি হয় নাই নিদ্রার সময়?

দক্ষ। ভাবি, প্রাণেশ্বরি, কি উপায় করি;
সতীর না মিলে বর।
হেম-হার-নন্দিনী আমার,
কার গলে করিব অর্পণ,
নিশি-দিন তাই ভাবি মনে।
পুন ডরি,
বিলায়ে কুমারী,
কেমনে রহিব, বল।
সতী মম নয়নের নিধি,
যে অবধি সতী মোর ঘরে,
প্রজাপতি-বরে দক্ষ প্রজাপতি আমি।

সর্ব্বসুলক্ষণা সতী
বিষ্ণুরে না করিব অর্পণ,
পাবে সতিনীর জ্বালা।
প্রসূতি। প্রভু, না হও উতলা,
যবে জন্মিল তনয়া,
বর তার অবশ্য জন্মেছে।
দক্ষ। কোথা বর?
তিন পুরে
কিবা মম অগোচর?
সতী-যোগ্য উপযুক্ত পাত্র কেবা,
যারে কন্যা করি দান
কুল মান হইবে উজ্জ্বল,
নন্দিনী রহিবে সুখে?
অকলঙ্ক শশিকলা সম
কন্যা বাড়ে দিন দিন;
ভাবি মনে পাছে হয় জাতি-নাশ।
প্রসূতি। সতীর যে বর, সামান্য সে নয় কভু!
দক্ষ। কর্ত্তব্য আমার উপযুক্ত পাত্রে দান।
প্রসূতি। প্রভু, কোন্ কন্যা করেছ অপাত্রে দান,
সতীরে অপাত্রে দিবে?
সতী তব সর্ব্বস্ব রতন,
আদরে তোমার না পারি বারিতে তারে।
দক্ষ। শুন প্রিয়ে, রহস্য নূতন,
ব্রহ্মা ক'ন ভাঙ্গড়ে অর্পিতে;—
যোগাযোগ দেখেছেন সার,
সতী যাবে ভাঙ্গড়ের গৃহে,
তোমারে আমারে নাহি ক'য়ে।
প্রসূতি। ভাঙ্গড় কে, প্রভু?
দক্ষ। পিশাচপতি, পিতামহ মম,
শুভ্রকান্তি বলদ-বাহন।
প্রসূতি। মহাদেব?
দক্ষ। মহাদেব!
চতুর্ম্মুখ শিখায়েছে নাম তবে।
প্রসূতি। প্রভু, রহি অন্তঃপুরে,
কে কেমন পাত্র নাহি জানি,—
লোকে কহে, মহাদেব।
দক্ষ। অনাচারী লোকে কহে।
পড়িলাম বিষম ব্যাপারে,
সভাস্থলে মহা অনুরোধ বিরিঞ্চির,
না দিলেই নয় শিবে সতীরে আমার।
তনয়ার অধিকার তব;
মতামত সুধাই তোমায়,
পিশাচে কি দিব দুহিতারে?
প্রসূতি। প্রভু, কি হেতু উতলা?
বাড়িল রজনী, ভ্রম দূর কর আজি।
দক্ষ। ক'ন বিধি, ঘটনার স্রোতে
কন্যা মম মিলিবে শিবের সনে।
না জানি কি
জোটাজোট আছে তাঁর মনে!
প্রসূতি। নাথ, ত্রিকালজ্ঞ তাত;
কি জানি কি ঘটে নাথ,
দৈবের প্রবাহে!
দক্ষ। দৈবের প্রবাহ!
তবে কেন মোরে অনুরোধ?
শুন দেবি,
কোথায় ঘটনা-স্রোত
ঘটনা না করিলে সৃজন?
আজি যদি অন্যপাত্রে করি আমি দান,
কোন্ দৈব-বলে তাহা হইবে লঙ্ঘন?
দৈব, শুনি, বিধির লিখন;
ছিল উচিত ধাতার
লিখিতে কন্যার ভালে বর অন্যমত।
এবে লিপি-পূর্ণ বাসনা তাঁহার,
এই হেতু এত অভিযোগ।
প্রসূতি। ভাল মন্দ বিচার উচিত; প্রভু;
উতলার কার্য্য ইহা নহে।
দক্ষ। শুন, যে বা করেছি মনন,—
স্বয়ংবরা করিব সতীরে;
যারে অভিরুচি,
তারে মালা করিবে অর্পণ।
প্রসূতি। যদি বরে মহাদেবে?
অপূর্ব্ব দৈবের লীলা!
দক্ষ। কি? আমার অঙ্গজা,
কুৎসিত প্রকৃতি কভু তার না সম্ভবে;
আছে তার পুরীষ-কুসুম-জ্ঞান।
প্রসূতি। প্রভু,
উদ্বিগ্নের নহে এ মন্ত্রণা।
দক্ষ। রাণি, তব মতে নিতান্ত অযোগ্য আমি।
ধরা-মাঝে সম্বন্ধ স্থাপনা ভার
মোরে দিয়েছেন ধাতা।

ভাব কি, মহিষি,
কন্যার সম্বন্ধে হবে মতিভ্রম মোর ?
ভাব যদি বিধাতার বাক্য হেতু,
আমি পাত্র নাহি করি স্থির,
রুচিমত কন্যা বাছি লবে বর ;
লিপি পূর্ণ হউক আপনি,
নাহি করি প্রতিরোধ ;
কিন্তু প্রস্তরে বাঁধিয়ে কর পদ,
ফেলিব অতল জলে,
পিতা হ'য়ে না পারিব।
স্বয়ংবরে কি তব অমত ?

প্রসূতি। তব পদ বিনা সংসারে কি জানি প্রভু ?
বাস অন্তঃপুরে কার্য্য মম তব সেবা।
প্রভুর যে মত,
অন্যমত কেমনে করিবে দাসী ?
নারী জাতি,—সদা শঙ্কা হয় মনে ;
কর নাথ, যে বা ভাল হয়।
স্বয়ংবরে ধাতার কি মত ?

দক্ষ। সুধি, রাণি, তব মতামত ;
তাঁর মত পশ্চাৎ সুধিব।
কন্যা যদি হয় দুঃখভাগী,
ভাল মন্দ তাঁরে না লাগিবে,
কাঁদিবে তোমার প্রাণ।

প্রসূতি। সকলের অধিকারী, নাথ, তুমি মম,
মম মত অপেক্ষা কি আর ?

দক্ষ। ভাল, তব অভিমত
আজই করি আয়োজন।

[দক্ষের প্রস্থান।

প্রসূতি। মা গো নিস্তারিণি,
না জানি কি আছে তোর মনে !
মম সতীর বিবাহে
পিতা পুত্রে কেন হয় কথান্তর ?
কেন রাজা সহসা উতলা ?
দেবদেব মহাদেব কহে লোকে ;
বিরঞ্চির অভিমত বর।

[প্রসূতির প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—•—

উদ্যান।

(তপস্বিনী আসীনা)

তপ। ওরে নবীন নয়ন,
মা'র বরে হও প্রস্ফুটিত ;
হের, বিস্মৃতি-কালের দ্বার
উদ্ঘাটিত সম্মুখে তোমার।
এ কি, একাকার একার্ণব !
মহান্ উদ্ভব কে পুরুষ তিন জন ?
হের, হের,
তব ভাতি সম সকুণ তপন, হের
ফোটে শশী ;
নবীন জীবনে
ঝিকি ঝিকি ঝকে তারাগণ !
দেখ, দেখ, নবীন পবন
দ্বন্দ্ব করে নীর সনে !
হের, তরঙ্গ বিশাল ;
দেখ, দেখ, স্তম্ভিত লহর-মালা।
নাহি আর বিলোল লহরী,
সোপানিত ধবল কৈলাস ;
হৃদাকাশে বিকাশে নবীন ছবি ;
কে রে বামা হর-উরুপরে ?
ডরে না পবন চলে !
আহা, এলোকেশী—
দোলে রাঙা পা দু'খানি !
আহা, রজত-মৃণাল-করে
বামারে কে আদরে রে ধ'রে
কায় কায় ? মুখপানে চায় ;
না ফিরে নয়ন আর !—
ছি ! ছি ! লজ্জাহীন কেমন সন্ন্যাসী ?
উলঙ্গ, কি রঙ্গ—হের !
এ কি, ঘোর আবরণ !
রে নয়ন, আর না দেখিতে পাই।

(সতীর প্রবেশ)

সতী। একাকিনী হেথা তুমি তপস্বিনী ?
শুন গো যোগিনি,
বড় মম অন্তর ব্যাকুল ;

ভোলা কে গো তাই ভাবি মনে;
সুধালে জননী উত্তর না দেন মোরে।
ভগবতি, জান যদি কহ মোরে
ভোলানাথ কে বা ?

তপ। ভোলা প্রেতপতি;
পিশাচ-সংহতি নিরত শ্মশানে ভ্রমে;
ব্যাপ্ত চরাচর—
ভোলা দিগম্বর,
বিভূতি-ভূষিত কায়।
ফণী আভরণ, ধরণী শয়ন,
বৃষভ-বাহন ভোলা;
তার তরে কি হেতু উতলা, সতি ?

সতী। শুন তপস্বিনি,
দেখাইতে পার কি ভোলারে ?
ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী ?
হয় সাধ মনে,
আনি তারে,
করি তারে গৃহবাসী।

তপ। নাহি জানি, কি ভাবে সন্ন্যাসী;
দিবানিশি ভাঙ্গ-পানে নয়ন মুদিত,
কারো সনে কথা নাহি কয়,
অনশনে একা রহে বসি।

সতী। আহা! তাই ভোলানাথ নাম;
ভুলে থাকে নয়ন মুদিয়ে।
শুন, তপস্বিনি,
তোমা সম পাইলে সঙ্গিনী,
যাইতাম দেখিবারে ভোলানাথে।
কালি যবে দেখিনু তোমারে,
গলা ধ'রে কাঁদিতে হইল সাধ;
কিন্তু অঙ্গস্পর্শ মানা তব,
আছে মাত্র চরণ ছুঁইতে।

তপ। ও গো তোরই আশে,
যোগিনীর বেশে আছি যুগযুগান্তর।
কোল দে গো,
আর তুমি ঠেলো না চরণে।

সতী। তপস্বিনি,
মোর তরে এসেছ এখানে ?
জানিতে কি একাকিনী হেথা আমি ?
রহিবে কি হেথা চিরদিন ?

তপ। অন্য আশ নাহি কিছু মনে।

সতী। কভু অপরাধ নাহি ল'বে ?
ভালবাসি যোগিনি, তোমারে।

তপ। নাহি রব,
সখী না বলিলে মোরে।

সতী। সখী তুমি হবে মোর ?
সখি, কখন না রব আমি—
তোমারে ছাড়িয়ে।
চল যাই দেখি গিয়ে কোথা ভোলানাথ।

তপ। ভোলানাথ মহেশ্বর হর,
সর্ব্বত্র বিরাজমান।

সতী। কই তবে, কই ভোলানাথ ?
ভাগ্য মানি, তুমি তপস্বিনি,
কেমনে দেখিলে তাঁরে ?
সখি, আমি কভু না দেখিব,
মহেশ্বর দেখা কি দিবেন মোরে ?
সখি, আর না কাঁদিব ?
কেন বা কাঁদিব ?
মহেশ্বরে কোথা দেখা পাব ?
ও গো, মহেশ্বর কেন গো শ্মশানবাসী ?

তপ। কোথা আর আছে তাঁর স্থান ?
ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী,
বিতরি অমরগণে,
ভূত প্রেত সনে শ্মশানে করেন বাস;
হীনজনে স্নেহ অতি তাঁর;
ভূতগণে দেন আলিঙ্গন।

সতী। সখি, আমি ভোলানাথে ভালবাসি,
তিনি ভালবাসিবেন মোরে ?
হীন জনে স্নেহ তাঁর!

তপ। এস সখি, বিল্বমূলে বসি দুইজনে
করি সুখে শিব-গুণ-গান;
শুনি তোর স্বর কাতর অন্তর,
দিগম্বর হইবে উদয়।
পরাণ ভরিব,—
শিব-দুর্গা একত্রে দেখিব,
ভুলে যাব যত দুঃখ দেছ আগে!

(গীত)

আশা-যোগীয়া—একতালা।

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী!
ঘুচাও ব্যথা, কও না কথা,
কা'র প্রেমে হে উদাসী ?

রয়েছ মত্ত ধ্যানে,
তত্ত্ব তোমার কে বা জানে !
অনুরাগী সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি ?
(মহাদেবের আবির্ভাব)

প। সখি ! ওই তোর এলো দিগম্বর,—
নটবর কি মোহন কায় !

(গীত)
সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা ।

এল তোর খ্যাপা দিগম্বর,
ও লো রাখিস্ ধ'রে ।
বড় সেয়ানা খ্যাপা, প্রাণ চুরি ক'রে
যেন যায় না স'রে ॥
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নে না ;
আগে দিও না প্রাণ, তোরে করি মানা ;
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো,
মজায় যারে, তারে কাঁদায় এম্‌নি ক'রে ॥

হা। সতি, তোর মালা গলে মোর ;
মালা নে রে, পতি তোর আমি,
ওরে ভিখারীর অমূল্য রতন !
তী। সখি, সখি, কোথা তুমি ?
হা। কথা কও, কর হে করুণা,
যুগে যুগে পিপাসী, প্রেয়সি আমি ;
প্রাণেশ্বরি, চাও, ফিরে চাও,
হৃদয় জুড়াও,
দেখ চেয়ে, সন্ন্যাসী রে তোর তরে ।
তী। প্রভু, ভোলা তুমি, ভুল না আমারে ।
হা। ভোলা আমি তোর ধ্যানে সতি !
(মহাদেবের অন্তর্দ্ধান)
তী। কৈ সই, কোথা গেল দিগম্বর ?
পে। স্বয়ংবরে পাবে সতি, হরে ;
আর কভু না হবে বিচ্ছেদ ।
তী। পদ্মমুখি ! আজি হ'তে পদ্মা তোর নাম ।
সখি, স্বয়ংবর কিবা ?

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। ভগবতি, প্রণমি চরণে ।
সতি, মা আমার,
একাকিনী পলায়ে এসেছ হেথা ?
কোথা, তোরে খুঁজিয়া না পাই ।

সতী। মা গো, কারে বলে স্বয়ংবর ?
প্রসূতি। বিয়ে হবে তোর ।
(স্বগত) স্বয়ংবর নাহি জানে,
হেন কন্যা কেমনে হইবে স্বয়ংবরা ;
কি ব'লে বুঝাব নৃপে ?
সতী। বিয়ে কি, মা ?
প্রসূতি। দেবি,
নাহি জানি কত আছে সতীর কপালে !
উন্মত্ত ভূপতি,
চান স্বয়ংবরা করিবারে তনয়ারে ।
কন্যা, বিয়ে কিবা নাহি জানে !
মা গো, সাধ হয়, যাই মা বলতি আজি ।
আজি স্বয়ংবর-দিন ; আসিতেছে দেবগণে ।
তপ। নাহি ভাব, রাজরাণি ;
দৈবের প্রবাহে কন্যা বাছি লবে বর ।
সতি, বর তোর হবে আজি ;
সভামাঝে যার গলে দিবি পুষ্পমালা,
সেই তোর হবে বর ।
সতী। বর কি গো সখি, দিগম্বর ?
তপ। যার ঘরে চিরদিন রবি,
আদরে যে রাখিবে তোমারে,
মালা দি'বি তার গলে ।
সতী। মালা দিব ?
দেখ, দেখ গো জননি,
মহেশ্বরে দিছি মালা ;
আর মালা দিব কার গলে ?
হর বিনা কা'র ঘরে রব ?
প্রসূতি। সতি, গৃহে যাও, মা আমার ;
কথা কব তপস্বিনী সনে ।
সতী। মা গো, ভোলা যদি ভুলে থাকে মোরে ?
প্রসূতি। দেবি, উপায় না দেখি আর ।
শুন, তপস্বিনি,
যে হেতু এ স্বয়ংবর আয়োজন ;—
কালি সভাতলে বিরিঞ্চি আইল,
রাজারে কহিল কন্যা দিতে মহাদেবে ।
কি ক'ব মা, অদৃষ্টের গুণ,—
শিবদ্বেষী মহারাজ,
কহে, মহা অনাচারী হর,
স্বয়ংবর করে আয়োজন
বিধিবাক্য করিতে খণ্ডন ;

শিবে নিমন্ত্রণ নাহি দিল দক্ষপতি।
তপ। বিধি-লীলা কে বুঝিতে পারে!
কন্যা মোর উন্মত্ত হরের তরে,
বালিকা ব্যাকুলা পতি-আশে!
মা গো, কাঁপে কায় তনয়ার দশা ভাবি।
রাজা যদি শোনে—হর বর চাহে সতী,
সতী সমে, তখনি পাঠাবে বনে।
যদি পতি-পদে থাকে মোর মতি,
মোর গর্ভে সতী—
মহেশ্বর বিনা,
বরমাল্য নাহি দিবে অন্যজনে;
ক্রোধে রাজা সতীরে ত্যজিবে।

(সতীর মূর্চ্ছা)

এ কি! এ কি! সতি! সতি!
তপস্বিনি, দেখ গো কি হলো!
তপ। উঠ সতি! ডাকে তোর দিগম্বর।
সতী। কোথা হর? মা গো,
গিয়েছিনু—গিয়েছিনু তনু ত্যজি
ধবল-শিখর, শিব-নিন্দা নাহি তথা।
প্রসূতি। দেবি, কি আছে অদৃষ্টে মোর?
তপ। সকলি হইবে শুভ ভেব না মহিষি!
ভেব না কন্যার তরে;
গৃহে চল কন্যা সাজাইতে।
প্রসূতি। দেবি, আশ্বাসে তোমার বাঁধি প্রাণ;
পুণ্যবলে পেয়েছি তোমার দেখা।
তপ। এস, সখি; আজি স্বয়ংবর-দিন—
আজি পাবি দিগম্বরে।

[সতী ও তপস্বিনীর প্রস্থান।

প্রসূতি। সখি! কে এ তপস্বিনী?
ভৃগুপত্নী কহিল অশেষ গুণ।
হেরি ছবি স্নিগ্ধ হয় প্রাণ,
কথা সুধা করে বিতরণ।
শুনিয়াছি, সতীর বিবাহে
মায়া আসিবেন ভবে;
এই কি সে মহামায়া তপস্বিনী-বেশে
অকস্মাৎ কোথা হতে এলো বামা?
হায়! শুভ হয় ভবে বুঝে মন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

স্বয়ংবর-সভা।

(ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ, মন্ত্রী ও দেবগণ আসীন)

নার। সতী নামে রাজার কনিষ্ঠ সুতা,
স্বয়ংবরা হবে আজি;
বর-মাল্য যার গলে দিবে,
কন্যা তারে অর্পিবেন দক্ষরাজ।
সাক্ষ্য হও, হে দেবসমাজ,
নিজ পতি বাছি লবে সতী।
দক্ষ। শুন, শুন, সভাস্থ সকলে,
কন্যা মম অতুলনা ধরামাঝে;
যার গলে বর-মাল্য দিবে,
জামাতা সে হবে মোর।
হের, হেমাঙ্গিনী চম্পকবরণী,
সভামাঝে নন্দিনী আসিছে।
ব্রহ্মা। দেখ চেয়ে দেখ দেবগণে,
কি রূপে মা ক্ষীরোদবাসিনী
শিব-সীমন্তিনী বিরাজেন দক্ষপুরে!

(সতীর প্রবেশ)

দেখ, দেখ রে নয়ন ভরি,
কৃপাময়ী করুণা বিস্তারি,
আধ হাসি আদরে সন্তানে!
হের মহামায়া সদয়া আপনি,—
অবনী রাখিতে শিবে বিমোহিতে,
জীবে দিতে পরিত্রাণ,
দেহ-পাশে বদ্ধ সনাতনী!
স্বয়ংবরে ডাক রে "মা" ব'লে।
সকলে। জয় জয় জগতজননী!
দক্ষ। আজি দক্ষপুরে স্বপনের অধিকার!
বিরিঞ্চির বুঝহ বিচার।
এ কি, দেবগণ জ্ঞানহত!
দুধের কুমারী,—
"মা" ব'লে ডাকিছে তিনলোক!
পদ্মযোনি, সত্য মায়া উদয় সংসারে;
নহে
কি প্রভাবে ভুলাইলে এ দেবমণ্ডলে?

বুঝিয়াছি বাসনা তোমার,—
লিপি পূর্ণ করিবে কৌশলে।
ভুলাইতে ছলে এ দেবমণ্ডলে,
কহ কন্যা "ক্ষীরোদবাসিনী"।
সত্য মানি, তব বাণী—
তিনলোক জননী কহিছে;
কিন্তু তব না পুরিবে মনস্কাম—
নিমন্ত্রণ নাহি দিছি হরে;
জেনো স্থির শিব হেতু নহে কন্যা মোর।
শুন পুনঃ সভাস্থ সকলে—
যার গলে তনয়া অর্পিবে হার,
হোক্ হীন হোক্ নীচাচার,
কদাকার কিংবা হীন জাতি কিবা,
তারে কন্যা করিব অর্পণ।
কে জননী ক্ষীরোদবাসিনী?
দেখ চেয়ে দুহিতা আমার।
বিরিঞ্চির বোলে
মাতৃভাব উদয় যাহার,
স্বয়ংবরে তার নাহি প্রয়োজন।
সতি, মা আমার, কর মাল্যদান,
যারে তোর লয় প্রাণ।
নাহি ভয়, যে হয় সে হয়,
আদরে রাখিব দক্ষপুরে।

সতী। পিতা, কোথা তুমি?
হের,
হেরি শূন্য সব—
বিনা ভোলানাথ মোর!
কোথা হর—
কোথা দিগম্বর?
বরমাল্য পর গলে;
কৃপা কর প্রমথ-ঈশ্বর,
পুনঃ হার ধর গলে;
বিশ্বমূলে দি'ছি একবার;
ধর হার লহ হৃদয় আমার।
কোথা ভুলে আছ, ভোলানাথ?
মালা ধর, হর, প্রাণেশ্বর!

(মালা দান ও মালার শূন্যে অন্তর্দ্ধান)

দক্ষ। নহে দিবা নিশ্চয় রজনী!
বারিপাত্র দেহ মোরে।
দেখ চেয়ে, দক্ষপুরে পিশাচ নামিছে!

(মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া প্রমথগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি "জয় মা" ব'লে।
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগ্‌লী মেয়ে,
কত রাজা মা, ওরে দেখ রে চেয়ে;
থেই থেই, আয় থেয়ে থেয়ে,
মা পেয়েছি রে,
আমরা মায়ের ছেলে॥

মহা। সতি, সতি, পর এ ধুতুরা-হার।

ব্রহ্মা। পুলকে দেখ রে তিন লোক,
শিব-শক্তি ধরামাঝে!
হবে ভবে প্রজার রক্ষণ,
হৈমবতী আপনি জননী-রূপে।

দক্ষ। লিপি পূর্ণ হৈল,
ধাতা তব।
ভাল হ'ল, মিটিল জঞ্জাল;—
প্রজা-রক্ষা হবে তবে
আপনি কহিলে।
এবে দক্ষপুরে কার্য্য বাকি কিবা?

ব্রহ্মা। বৎস,
তব ভাগ্য বর্ণনা না হয়,—
আছ তুমি মায়া-বলে
বিস্মৃত সকলি।
মহামায়া কন্যা-রূপে ঘরে,—
তপঃফলে পাইলে কুমারী
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী;
মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়,
তাই মাতা উদয় তোমার গৃহে।

দক্ষ। হর বর তার শুনিতেছি কয় দিন!

ব্রহ্মা। প্রত্যক্ষ দেখিছ, তাত!

দক্ষ। ধাতা!
সঙ্ঘটন সকলি তোমার;
হোক তব কার্য্যে—
মহাকার্য্য ফলিবে আমার।
স্বার্থশূন্য দক্ষ প্রজাপতি,
প্রচার হইবে ভবে,—
ধাতা, আজি হ'তে মমতা করিনু ছেদ।

হে সচিব,
সম্প্রদান-আয়োজন করহ সত্বর,
গণে বদ্ধ সভামাঝে আমি।

(প্রমথগণের গীত)
খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আয়, জবা আনি, নৈলে কি দিব পায়?
সোনা সাজে না রে, মা'র রাঙ্গা গায়!
দেখ রে বাবার যেমন, তেমনি মায়ের চরণ,
তেমনি রাঙ্গা তেমনি মনের মতন;
আয় রে "মা" ব'লে চরণে লুটাবি আয়॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কক্ষ।

(দক্ষ ও প্রসূতি)

দক্ষ। রাণি,
আজি হ'তে সতী নামে কন্যা নাহি তব;
কৈলাস-শিখরে নাহিক তনয়া আর—
তথা মাত্র শত্রুর আবাস।
হা ধিক্,
হেন অপমান ছার দুহিতার হেতু।

প্রসূতি। মহারাজ, অবলারে করহ মার্জ্জনা,
এ দারুণ শেল হৃদে কেন হান, প্রভু?
সতী মম অন্তরের সার।

দক্ষ। যদি প্রভু তব,
আজ্ঞা মম নাহি কর হেলা,—
দক্ষগৃহে
সতী নাম কেহ নাহি করে আর।

প্রসূতি। নাথ, সতী অতি দুঃখিনী আমার,
কেন তারে হও বাম?

দক্ষ। ইচ্ছা মম,
জিজ্ঞাসিতে
কে দিয়েছে অধিকার রাণি?
আমি—স্বামী, রাজা, মান্য মম।

প্রসূতি। প্রভু, প্রভু, বধ না দাসীরে।

দক্ষ। রাণি, আছে কি স্মরণ,
গর্ব্বে ধ'রে সতীরে তোমার
করেছিলে কত জ্ঞান?
নিত্য তুমি দেখিতে স্বপন,
দেবগণে পূজে তব গর্ভস্থ কুমারী!
পরিচয় তাঁ'রি,
দেবসভা-মাঝে বিদ্যমান!
ছি, ছি!
ভাঙ্গড়ে করিল অপমান!

[দক্ষের প্রস্থা

প্রসূতি। হা সতি! হা মা আমার!
মা গো তুহি জনম-দুঃখিনী!
ও মা, মা আমার,—
আহা! আহা! কি হ'ল—কি হ'ল?

(মূর্চ্ছ

(সতীছায়ার আবির্ভাব)

সতীছায়া। কেন কাঁদ, মা আমার?
নহি ত দুখিনী আমি—
রাজরাজেশ্বরী।

(অদৃশ্য হওন

প্রসূতি। মা, মা, কোথায় যাও?
এ কি স্বপ্ন?
হা দগ্ধ হৃদয়!
হা সতী মা আমার!
ও মা, মার প্রাণে নাহি সহে আর!
দেখা দে মা জনম-দুঃখিনী।
আহা, মহারাজ,
কেন হেন হইলে নির্দ্দয়?
যাই পুনঃ,
কাঁদিব পতির পদে মিনতি করিয়ে;
ও মা! সতী বিনা কেমনে জীবিত রব!

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

দেবি, প্রণমি চরণে তব।
ও গো সর্ব্বনাশ মম,—
রাজা কহে সতীরে ভুলিতে।
ও গো কঠিন নৃপতি!
বিবাহের দিনে বিদায় দিয়েছি মাকে;
গলা ধ'রে কাঁদিতে কাঁদিতে,

গেছে বাছা কৈলাস-শিখরে।
ও গো, আনিব আবার ব'লে বার বার
ভুলায়েছি সতীরে আমার ;
সে সতীরে কেমনে গো ভুলে রব ?

তপ। রাণি, ঘটিয়াছে মতিভ্রম মম,—
আচম্বিতে কেন জ্বলে নির্ব্বাণ অনল ?

প্রসূতি। ওগো,
ভাল মন্দ নাহি জানে ভোলা ;—
ভাল মন্দ বলিল কি দক্ষরাজে,
ক্রোধে রাজা চাহে তনয়া করিতে ত্যাগ !
ও মা, মার প্রাণে কত সহে ?
সতী চিরদুঃখিনী আমার !
ভগবতি, সাধি গো চরণে তব,—
চল দোঁহে যাই রাজার সদনে ;
দোঁহে মিলি বুঝাইব।

তপ। রাণি, না হও উতলা,
প্রের চেড়ী কৈলাস-সদনে
আনিতে সতীরে তব।

প্রসূতি। কি কব গো ভগবতি ?
দক্ষপতি ত্যজিবে আমারে,
যদি সতী নাম আনি মুখে !
সতীরে কেমনে গো আনি পুরে ?

তপ। শুন রাণি,
সতী বিনা উপায় না হবে।
কহি শুন, দেখেছি যা ধ্যানযোগে ;—
যেন মহাযোগে মত্ত মহেশ্বর ;
দেব নর, সভয় অন্তর,
করে স্তুতি চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে ;
যেন মহাপ্রলয় উদয় ;
কোলাহলে বেতাল ভৈরব নাচে ;
সতী এলোকেশী,
উন্মাদিনী হাড়-মালা গলে,—
'শিব শিব' মহা রব মুখে,
ধায় মহাপ্লাবন গর্জ্জিয়ে
ক্ষীরোদ-সাগর হ'তে !—
শঙ্কায় শিহরি ধ্যানভঙ্গ হৈল মোর।
প্রজাক্ষয় লক্ষণ এ সব।
হের যোগাযোগ,—
প্রজাপতি হৈল পুনঃ মহেশ-বিরোধী,
তাই কহি সতীরে আনিতে।

প্রসূতি। ভগবতি !
মুগ্ধপ্রায় বুঝিতে না পারি কিছু।
কি কহিলে ?
উন্মাদিনী সতী আমার ?
ওগো মা'র প্রাণে কত সহে ?

তপ। রাণি, প্রের শীঘ্র সতীরে আনিতে।

প্রসূতি। দেবি, পতি-আজ্ঞা নাহি মম,
স্বেচ্ছাচারী কেমনে হইব ?
তাই করি মিনতি চরণে,
দোঁহে মিলি বুঝাইব মহারাজে।

তপ। সন্দ মনে হয় সবিশেষ,
আছে কোন নিগূঢ় কারণ ;
নহে, অকস্মাৎ উদ্দীপক যেব কিবা হেতু ?

(ভৃগুপত্নীর প্রবেশ)

ভৃগু-পত্নী। ভাল হ'ল, তপস্বিনী দেবী হেথা,
রাণি, ভেবে মম অন্তর আকুল—
হুলস্থূল হইল আজি যজ্ঞস্থলে,
শিব সনে বিবাদ করিল দক্ষরাজ।

প্রসূতি। কেন, কেন ? কি হইল সখি ?

ভৃগু-পত্নী। মন্ত্রণা করিয়া মুনি বৃহস্পতি সনে,
কৈল যজ্ঞ-আরম্ভন,
দেবগণে আইলা মিলি যজ্ঞভাগ হেতু ;—
প্রজাবৃদ্ধি যজ্ঞের কল্পনা।
হেনকালে আইল দক্ষরাজ,
দেবের সমাজ সম্ভ্রমে নমিল সবে—
মহাদেব প্রণাম না দিল।

প্রসূতি। বুঝি অন্যমনে ছিল বাছা মম ?
ভোলামন ভোলানাথ।

তপ। রাণি, অন্যমন নহে ভোলানাথ,
ত্রিভুবনে হেন শক্তি কা'র
মহারুদ্র-নমস্কার সহে ?

প্রসূতি। তার পর ?

ভৃগু-পত্নী। দক্ষরাজ ক্রোধে গালি দিল শিবে ;
শিব গেল কৈলাস-আলয়ে ;
নন্দী কটু কহিল রাজায়,
রোষে রাজা ত্যজিল সে সভাতল।

প্রসূতি। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা,—
হা সতি ! হা মা আমার !
চাঁদমুখ আর কি দেখিব তোর ?

ভৃগু-পত্নী। রাণি, না হও উতলা;
বুঝাও রাজায়,
বিবাদ না করে শিব সনে।
প্রসূতি। কি বুঝাব আর?
নাহি জান দক্ষরাজে, সখি,
কোন কথা না মানিবে।
হায়, না জানি গো কি আছে কপালে!
ভৃগু-পত্নী। বার্ত্তা দিতে ভয় বাসি, রাণি!
নন্দী দেছে অভিশাপ
ছাগমুণ্ড হবে বলি;
অলঙ্ঘ্য সে শৈবের বচন—
কহিল আমারে মুনি,
শিবপূজা উপায় কেবল।
প্রসূতি। হা সতি! হা সতি! মা আমার!
হা বিধাতা! এত লিখেছিলে ভালে?
অবলায় অকূল সলিলে ভাসাইলে!
তপ। তাই কহি, রাণি,
সতী বিনা উপায় না দেখি।
প্রসূতি। মা গো, আমি দাসী ভূপতির,
স্বামিবাক্য কেমনে করিব হেলা?
যদি তাহে দোষী হই পায়?
ভৃগু-পত্নী। কন্যারে আনিবে—
তাহে কিবা দোষ, রাণি?
প্রসূতি। সখি, ভেঙ্গেছে কপাল;—
অভিমানে তনয়ারে ত্যজেছে রাজা;
সতী নাম দক্ষালয়ে নিতে মানা।
ভৃগু-পত্নী। ভাল,
চল যাই তিনজনে বুঝাই রাজায়।
প্রসূতি। একে আর হবে তায়,
অপমান রাজা না ভুলিবে।
কালি প্রাতে পাঠাইয়া দেহ মুনিবরে;
পুরোহিত তিনি,—
করিব বিধান উপদেশমত তাঁর।
ভৃগুপত্নী। সাধ্যাতীত তাঁর,
বলেছেন মুনি মোরে।
প্রসূতি। হায়, দেবি, কি উপায় করি তবে?
তপ। শিব-পূজা উপায় কেবল;
চল, বিল্বমূলে শিবপূজা করি গিয়ে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কক্ষ।

(দক্ষ ও মন্ত্রী)

দক্ষ। হেন অপমান ছার তনয়ার হেতু—
স্বপনে না ছিল জ্ঞান!
করি-গলে অর্পিলাম সুবর্ণ-চম্পক!
নাহি জানি,
কি মোহিনী জানে সে তাণ্ডব—
কন্যা মম বশ তার।
হা ধিক্ মোরে—
সভা-মাঝে নন্দী কহে কুবচন!
আহা,
কি সুখ্যাতি মম রটিয়াছে ত্রিভুবনে,—
ভূতনাথ জামাতা আমার!
এত অহঙ্কার?
কোন্ গুণে দেবদেব নাম?—
তার দিব প্রতিফল।
মন্ত্রী। দক্ষরাজ! শিব সহিত দ্বন্দ্বে নাহি ফল।
দক্ষ। যাচি নাই মন্ত্রণা তোমার,
আজ্ঞা মম করহ পালন,
মহাযজ্ঞ আয়োজন করহ সত্বর;
ত্রিভুবনে হেন প্রথা করিব স্থাপন,
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব,
শিবহীন যজ্ঞ হবে তবে।
(গান করিতে করিতে নারদের আগমন)

বেহাগ—চৌতাল।

মদনমোহন মুরলীধারী, মুরহর রমারঞ্জন।
বঙ্কিম বনমালী শ্যাম, নববারিদ-গঞ্জন॥
পঙ্কজ আঁখি পীতাম্বর,
নটবর কিবা চিকুর চাঁচর;
দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু চিন্ময় ভবভঞ্জন॥

মন্ত্রী। বুঝি আসিতেছেন দেবর্ষি নারদ?
(নারদের প্রবেশ)
নার। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা তব?
দক্ষ। স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভার্গবের গৃহে
তিনলোক করিল প্রণাম,

অহঙ্কারে শিব না নমিল ;
হের নন্দী—সেও কটু কহিল আমারে ;
বুঝিতে না পারি, এত দর্প কিসে তার ?
মাদক-সেবায় ঢ়ুলু ঢ়ুলু আঁখি সদা,
কোন্ কার্য্যে অধিকার তার ?
কেন তারে পূজা দেয় লোকে ?
। মহারাজ,
ক্ষমুন সকলি তনয়ার মুখ চাহি।
। তনয়া আমার ?
মতিভ্রম হয়েছে তোমার ;
বিরিঞ্চির ছলে শ্মশানে দিয়েছি ডালি।
শুন যেবা মনন আমার ;—
এবে প্রজাপতি ব্রহ্মার কৃপায়,
যজ্ঞ আরম্ভিব ত্বরা প্রজাবৃদ্ধি হেতু,
যজ্ঞভাগ শিবে নাহি দিব।
। ঋষিরাজ, এ কথা কি মন্ত্রণাসঙ্গত ?
। মন্ত্রি, ইচ্ছা মম শুনিতে মন্ত্রণা তব ;—
াব কি ঠাকুর গলে কৈলাস-আলয়ে,
প্রণমিতে জামাতার পায় ?
কিবা, নন্দী পদতলে লুটাইতে যুক্তি তব ?
। মহারাজ, হিত কথা কহে মন্ত্রিগণে।
। হিতাহিত চিন্তা নহে তব ভার।
প্রজাপতি আমি,
স্বেচ্ছা মম, মম যজ্ঞে শিবে না কহিব ;
যজ্ঞস্থলে পিশাচের সমাগম
যদি নাহি রুচি হয় মোর,
কিবা চিন্তা তাহে তব ?
যদি ঘটে থাকে পৈশাচিক মতি,
নাহি সাধি মন্ত্রিবর ;
যাও তুমি কৈলাস-ভবনে,
কিংবা অন্য যথা অভিরুচি।
শিবনাম যে আনিবে মুখে,
দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার।
। প্রভু,
মার্জ্জনা করুন দোষ কিঙ্কর ভাবিয়া।
। এত চিন্তা কেন, মন্ত্রি, তব ?
। মহারাজ, ব্রহ্মা আদি দেবগণে
দেবদেব নাম দিল যার—
শিব মঙ্গল-আলয়
প্রচার ভুবনময়।
যজ্ঞ তব প্রজাস্থাপনের হেতু,
অশিব স্থাপনা নাহি হয়।

দক্ষ। মন্ত্রি, যথা জ্ঞান মন্ত্রণা তোমার,
কার্য্যফল কে করে লঙ্ঘন ?
যজ্ঞফলে প্রজাবৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।
হেন মনে লয় কি তোমার,
শিব আসি হবে বিঘ্নকারী ?
ত্রিলোকে হেন শক্তি কেবা ধরে
কার্য্যে বিঘ্ন করে মোর ?
মন্ত্রি, শঙ্কা নাহি ভাব মনে,
ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি,
ত্রিলোক প্রজা মম ;
সম্মান বিভাগ
কে করিবে আমি না করিলে ?
স্বেচ্ছাচার শিবপূজা
নাহি হবে লোকে আর ;
হীন—অতি হীন !
চিরদিন উচ্চ পদে না রহিবে।
যাও আজ্ঞামত কর গিয়া আয়োজন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

হে দেবর্ষি পাণ্ডু গণ্ড কেন তব ?

নার। ভাবিতেছি মহাযজ্ঞ-সমারোহ।

দক্ষ। মহাকার্য্য বিনা ফল না সম্ভবে।

নার। মহারাজ,
যজ্ঞস্থলে মহাদেব কে বা হবে ?

দক্ষ। না রাখিব মহাদেব নাম।
শুন যেবা বাসনা আমার ;—
যে নিয়মে চলিছে সংসার,
সে নিয়ম না রাখিব আর ;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি,
সংহারের নাহি প্রয়োজন।
প্রাচীন নিয়ম, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
লয়-কর্ত্তা মহাদেব,
তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ডরে তারে ;
মম প্রথামতে,
সংহারের নাহি প্রয়োজন ;
অনন্তর এ স্থান,
রহিবে অমর প্রাণী সুখে।
ভার তব দেবর্ষি নারদ,

ত্রিভুবনে দেহ সমাচার,
আজি হ'তে পঞ্চান্তরে যজ্ঞ আরম্ভিব ;
না যাও কৈলাসপুরী।

নার। শিবহীন যজ্ঞকথা কহিব সকলে ?

দক্ষ। অবশ্য কহিবে।
দুর্ম্মতিবশতঃ যেবা যজ্ঞে না আসিবে,
স্থান তার শিবপুরে।
প্রেতপুরে রবে চিরদিন।

নার। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম ;
বিদায় এক্ষণে আমি।

[নারদের প্রস্থান।

দক্ষ। ভাল, কি দুর্ম্মতি ঘটিল ধাতার ?
কেন এই সংহার-নিয়ম ?
হেন সংস্কার কি হেতু জন্মিল ?
যেই সংহারের অধিকারী,
শিব নাম তার !
মৃত্যু হ'তে অশিব কি ভবে ?
শিবের শিবত্ব লব।
হায়,
কন্যার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কখন,
বিষ-পানে পাইল পরিত্রাণ।
ওহো ! অপমানে দহে প্রাণ !

(ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ)

পিতা, কি কার্য্যে পবিত্র দক্ষপুরী ?
ঋষিবর,
দেখি, ব্রহ্মলোকে দেছ সমাচার ;
অন্য কার্য্য আছে বহুতর.
কি কারণ পুনঃ আগমন ?

ব্রহ্মা। বৎস, নারদে ফিরানু আমি।
রাখ বাক্য,
শিবসহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।

দক্ষ। পিতা,
যোগ্য যেই, দ্বন্দ্ব করি তার সনে।
প্রজার শাসন রাজার অবশ্য ক্রিয়া;
প্রজাপতি মান্য চিরদিন,
প্রাচীন নিয়ম তব,
সে নিয়ম করিব পালন।

ব্রহ্মা। বৎস, ধরহ বচন,
ত্যজ অভিমান,
মহারুদ্রে নাহি কর অবহেলা।
রুদ্রদেবে প্রণাম করিলে
মুণ্ড তব না রহিত।

দক্ষ। বুঝিলাম,
প্রজাবৃদ্ধি নহে তব অভিমত ;
কিংবা, বিধি,
নাহি জান সন্তানের তপোবল।
হ'লে প্রয়োজন,
অগণন পঞ্চানন সৃজিবারে পারি ;
কিন্তু মম মতে সংহারে কি কাজ ?
সৃষ্টি-স্থিতি, অহং-জ্ঞানে উন্নতি-সাধন

ব্রহ্মা। লয় নিবারণ !
হেন যুক্তি কে দিল তোমায় ?
লয় বিনা উন্নতি না হয়,
অধোগতি উন্নতি বিহনে ;—
অমঙ্গল ফল তার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী ;
ক্ষীরোদবাসিনী প্রসবিল তিনজনে,
আমি, বিষ্ণু, হর ;
"তপ, তপ, তপ" হইল আকাশবাণী ;
তিন জনে মুদিত নয়নে বসিলাম ধ্যানে
মহার্ণবে ভেসে এল শবদেহ ;—
পূতিগন্ধে বিষ্ণু পলাইল ;
চতুর্ম্মুখ হইল আমার—
চারিদিকে ফিরাতে বদন
গন্ধ-নিবারণ হেতু ;
অবিকার পঞ্চানন ধরিল শবেরে।
মহাশক্তি শব-বেশে,
করিল আসন তার ;
অকস্মাৎ শূন্যে হইল মহাদেব নাম।
জগদ্গুরু মহাদেব,
সনাতন পুরুষ-প্রধান,
স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যাহে দিল আলিঙ্গন।

দক্ষ। যোগ্য যদি নহি,
পিতা, প্রজার বর্দ্ধনে,
কেন দিলে প্রজাপতি নাম ?
এবে প্রজাবৃদ্ধি ভার মম।
শিব সনে দ্বন্দ্ব নাহি করি ;
অন্য যোনি ভেদাভেদ
প্রেতযোনি সনে—
এইমাত্র বাসনা আমার।

ব্রহ্মা। হর, হর, হর! প্রেতযোনি মহাদেব?
দ। পিতা, নহে এ নিভৃত স্থান;
শিব-পূজা যোগ্য স্থান নয়।
ব্রহ্মা। শিবদ্বেষে হবে সর্ব্বনাশ।—
ধর উপদেশ,
বিহিত করহ ত্বরা;
চিন্ত মনে—মহারুদ্র বৈরী তব,
মহাশক্তি বিরূপ তোমার।
ধ্যানচক্ষে নেহার কারণ-বারি—
জলে বহ্নি মহার্ণব-মাঝে,
লয়কালে জ্বলে এ বাড়বানল।
দক্ষ। জড় প্রকৃতির ডর
তব বিধিমতে, ধাতা!
তব প্রথামতে ভাঙ্গড়ে দেবত্ব দান,
উচ্চ বিধি, আপন সম্মান,—
পরীক্ষিতে আছে সাধ,
যাহে সদাচার পাইবে সম্মান,—
স্বেচ্ছাচার রবে হীন।
জড় কারণ-সলিলে বহ্নি জ্বলে,
ভয় কি বা তাহে চতুর্ম্মুখ?
জড় চেতন-অধীন চিরদিন।
তপোবলে অনল জ্বালিব,
যাহে হবে লয় কারণ—সলিল।
কেন মুখ বিবর্ণ তোমার, ঋষি?
যদি শঙ্কা হয় নিমন্ত্রণ দিতে,
অন্য জনে অর্পিব সে ভার॥
দধীচি। না, না;
ভাবি মহানল প্রজ্বলিত হবে তপোবলে।
ব্রহ্মা। বৎস, রুদ্র-কোপে সর্ব্বনাশ হয়।
দক্ষ। নিশ্চয় সে জ্ঞান না জন্মিবে হৃদে, ধাতা!
ব্রহ্মা। রক্ষা কর বাক্য মম।
দক্ষ। পিতঃ! সঙ্কল্প না ভঙ্গ হবে মোর।
জামাতা আমার
নমস্কার না করিবে মোরে,—
দণ্ড যদি নাহি দিই তার,
কালি পত্নী নাহি মানিবে বচন।
ভাবিছ হুতাশ, কারণে অনল হেরি,
ভেবে দেখ মনে, সৃষ্টি হবে ছারখার,
প্রভুত্ব হারালে স্বামী।
বহ্নি কারণ-সলিলে,
বজ্র পুরন্দর অধীনাছে,
চক্র বিষ্ণু-করে,—
তাহে কি ডরায়, পিতা,
অহংজ্ঞানী জনে?
ব্রহ্মা। অহঙ্কার কর তুমি যেই শক্তি-বলে,
সেই শক্তি দুহিতা তোমার;
তনুত্যাগে মহাশক্তি যাবে তোরে ছাড়ি,
শিবনিন্দা শক্তি নাহি সয়।
দক্ষ। মহাশক্তি আমার অঙ্গজা?
ব্রহ্মা। শুন তত্ত্বকথা;—
মিলি তিন জনে
কত তপোবলে তুষ্টা হইল মহাদেবী,
তাই সতীরূপে আইল ধরণীতল;
নহে, সৃষ্টি না হ'ত স্থাপন।
দেখিয়াছি বার বার করিয়া কল্পনা,
শিব-শক্তি-সম্মিলন বিনা
সৃষ্টি-স্থিতি নাহি হয়।
দক্ষ। ভাল, বিধি, কন্যারে করিব পূজা?
ব্রহ্মা। সবাকার পূজ্য কন্যা তব।
দক্ষ। প্রভু, অপরাধ করুণ মার্জ্জনা;—
যজ্ঞকার্য্যে রয়েছি ব্যাপৃত,
কন্যাপূজা-বিধি ল'ব পরে।
যাও আজ্ঞা পাল, ঋষিরাজ!
ভগবান্,
আমা হ'তে শিবপূজা নাহি হবে;
ভাঙড়ের অপমান নাহি সব।
ধিক্, প্রমথ কহিল কুবচন!
[দক্ষের প্রস্থান।
ব্রহ্মা। মাতা ক্ষীরোদবাসিনী,
না জানি গো কিবা মনে আছে তোর!
অকৃতী সন্তান,
সৃষ্টিভার সম্ভবে কি তার?
মা গো, সদয়া হইয়ে
দেহ ধরি আপনি এসেছ সতী;
শক্তিরূপা, হতেছি চঞ্চল;
অশিবলক্ষণ, হেরি, মাতা, চারিদিকে;
কি শক্তি আমার—ক্ষুদ্র চতুর্ম্মুখ আমি,
প্রবল ঘটনা স্রোত করিব ধারণ?
মম বিধি অতিক্রমি ধায়;
উপায়, মা করুণা তোমার।

দৈববাণী। বৎস!
সতীদেহ-ত্যাগ প্রয়োজন।
সতীত্ব বিহনে,
ধরাধামে না হবে আনন্দ-লীলা।
মম তনুত্যাগে সতীত্ব শিখিবে নারী;—
প্রেমডুরি সৃষ্টির বন্ধন।
নার। ভগবান্, কিবা আজ্ঞা মম প্রতি?
ব্রহ্মা। শুনিলে আকাশবাণী,
কারণ-সলিল-স্রোতে ভাসে;—
দক্ষ-আজ্ঞা করহ পালন।
ধন্য নন্দী, ধন্য শিবদূত,
অলঙ্ঘ্য বচন তব;—
ছাগমুণ্ড দক্ষের নিশ্চয়।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

উদ্যান।

(তপস্বিনী, রাণী ও ভৃগুপত্নী আসীনা)

প্রসূতি— (গীত)

সাহানা-বাহার—যৎ।

ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়।
আকুল অকূলমাঝে, রাখ ভোলা, রাঙ্গা পায়॥
না জানি এ বিসংবাদে, ফেলিবে কি পরমাদে,
প্রাণ কাঁদে—
শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অবলা আশ্রয় চায়॥

তপ। রাণি, দু'টি শিবপূজা বাকী আর;
পূজা-অন্তে—
সদাশিব অবশ্য উদয় হবে,
বর লবে পতির কল্যাণে;
একমনে পুনঃ কর পূজা।
প্রসূতি। মা গো, নাচে দক্ষিণ নয়ন!
তপ। নাহি ভয়;
শত-আট শিবপূজাফলে
কোন বিঘ্ন নাহি হবে,
পূজা কর একমনে।

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ। (স্বগত) দৈব—দৈব!
কাপুরুষ দৈবের অধীন;
যোগবলে দৈব করি জয়।
সতী মৃতকন্যা মোর;—
সতী হারাইব,
পদ্মযোনি দেখাইল ভয়;
সে মমতা করেছি ছেদন।
অপমান অঙ্গজা হইতে,—
অঙ্গক্লেদ সতী মম।
বিরিঞ্চির জন্মিয়াছে মতিভ্রম;—
আদ্যাশক্তি ভাঙ্গড়ের ঘরে!
পল মম বহে যুগসম,
যতদিন শিব-অপমান নাহি করি।

প্রসূতি। (গীত)

বেহাগ-বারোঁয়া—একতালা।

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
বব বম্ বব বম্ গালে বাজে।
রজত-ভূধর, নিন্দি কলেবর,
শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফণকণা, জাহ্নবী কলকল
জটা-জলদজাল মাঝে॥

দক্ষ। এ কি, শিবপূজা মম গৃহে
ইন্দ্রিয় কি স্বকর্ম্ম ভুলেছে আজি?
এ কি, রাণি, স্বচক্ষে যা দেখি?
তপ। দেবি, সর্ব্বনাশ!—মহারাজ!
দক্ষ। রাণি,
তিনলোকে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার?
তপ। মহারাজ!
দক্ষ। তপস্বিনী, রাজগৃহ নহে তব স্থান।
এ কি, পুরোহিত-জায়া!
রাণি, শিব-মন্ত্রে দীক্ষা কত দিন?
প্রসূতি। প্রভু, স্বামীর কল্যাণ
প্রাণপণে নারী যাচে।
দক্ষ। তাই,
প্রাণপণে যাচিতেছ পতি-অপমান!
প্রসূতি। অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু!

। ক্ষমা ? সাধ্যাতীত মম।
যজ্ঞ-কার্য্যে সস্ত্রীক উচিত ;—
যজ্ঞ-অন্তে কৈলাসে তোমার স্থান।
সূতি। প্রভু, আমি পদাশ্রিতা তব।
চ। শিবাশ্রিতা, মমাশ্রিতা নহে তুমি।
ভাল, জিজ্ঞাসি তোমায়—
স্বহস্তে পার কি সব
জঞ্জাল করিতে দূর ?
অথবা দেখিবে,
মম পদে সে কার্য্য সাধন ?
ফলে। শিব, শিব, শিব!
ক্ষ। নারীবধ অনুচিত জ্ঞান
সর্ব্বদা না রহে, রাণি!
[শিবলিঙ্গ লইয়া তপস্বিনীর প্রস্থান ও
তৎপশ্চাৎ ভৃগুপত্নীর প্রস্থান।
তপস্বিনি, তপস্বিনি, পাবে প্রতিফল!
(রাণীর প্রতি) উঠ, চল নিজস্থানে ;
আজি হ'তে বন্দী তুমি,
রাজ-আজ্ঞা করেছ হেলন।
প্রসূতি। প্রভু, বন্দী পায় চিরদিন।
ক্ষ। রাণি, বুঝাইতে পার মোরে,
অভিমান ত্যজেছ কেমনে ?
অতি হীন তুমি ;
নহে, ভাঙড়-রমণী
তব গর্ভে কি হেতু জন্মিবে ?
প্রসূতি। মান, অহঙ্কার,
সকলি তোমার চরণে অর্পেছি, প্রভু!
তুমি স্বামী, আমি ছায়া মাত্র তব।
দক্ষ। আজি তব অধিক বর্ণনা-ছটা ;
বাক্য—বৃথা কার্য্যের অভাব!
প্রসূতি। প্রভু, ক্ষমা কর অপরাধ।
(চরণ ধারণ)
দক্ষ। প্রসূতি,
রাজ-অঙ্গে কর নাহি কর' দান,
আজ্ঞা পাল, চল নিজ গৃহে।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কৈলাস পুরী।

(মহাদেব ও সতী)

সতী। কহ, নাথ!
কি হেতু কহিলে, "ধন্য ধন্য কলিযুগ" ?
ক্ষুদ্র নর, অন্ন-গত-প্রাণ—
রিপুর অধীন সবে ;
রোগ-শোক-সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানবমণ্ডল,
ভীম ভবার্ণব-মাঝে ;—
কেন কহ, বিশ্বনাথ "ধন্য কলিযুগ" ?
মহা। বুঝ দেবি, কলিযুগে কৃপা তব কত!
শুনিয়া, বর্ণনা, চন্দ্রাননে,
বিকল অন্তর তব ;—
নাহি জানি তবে,
যবে "মা" ব'লে তোমার
ডাকিবে কলির নর,
ব্যাকুল অন্তর কত হবে, হৈমবতি!
ধন্য যুগ,
যাহে নাম-বলে মোক্ষধাম,
লভিবে কীটাণু-নরে।
যেবা তব শরণ লইবে,
অমরত্ব পাবে,—
মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয় ;
কোলে তুলে লবে তারে, সতি!
সতী। বর তবে দেহ, ভোলানাথ,
ত্রিশূল-আঘাত তারে কভু না করিবে,
মা ব'লে যে ডাকিবে আমারে।
মহা। আছে কি জগতে শক্তি, সতি,
মহাশক্তি বিরোধিতে ?
সতী। বিশ্বনাথ,
দীর্ঘশ্বাস কি হেতু ত্যজিলে ?
মহা। সতি! না জানি কি আছে, তব মনে ;
তুমিও তোমার লীলা!

সতী, তুমি অন্তরে বাহিরে,
হৃৎপদ্মে তব রূপ ;—
সে রূপ বিরূপ কেন হেরি ?
কাঁদে প্রাণ অভিমানে,—
হৃৎপদ্মে ফিরে নাহি চাহে সতী !
কহ হৈমবতি,
কোন্ দোষে দোষী দাস ?
কেন হৃৎপদ্ম শূন্য জ্ঞান হয় ?
হের, বক্ষ বাহি বহে ধারা ;
তারা, হারাব কি তোরে আমি ?
কাল্লাবাসিনি ! তব মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।

সতী। বিশ্বনাথ, অত ভাঙ নাহি দিব আর।

মহা। বিষপানে রহিল চেতন
কৃপায় তোমার, দেবি !
এবে ভাঙে হই অচেতন—
কৃপার অভাব তব।

সতী। দাসী আমি তব পদাশ্রিতা,
কেন নাথ, লজ্জা দেহ ?
শিব, শিব, শিব,—
শিব মম দেহ প্রাণ,
শিবময় ত্রিনয়ন ;
শিব মম ধ্যান জ্ঞান ;
প্রভু, তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বর।
হেন বুঝি মনে দাসীরে ঠেলিবে পায়।
তাই কহ কৃপার অভাব মম।
নাথ, হেন কথা আর নাহি কবে,
ব্যথা বড় পাব তাহে।

মহা। সতি, তুমি সর্ব্বস্ব আমার !

সতী। বল, নাথ,
ব্যথা নহি দিবে মোরে আর ?
হেন কথা আর না কহিবে ?

মহা। সতি,
ব্যথা দিব তোরে ?
ব্যথা পাই এ কথা শুনিলে।

সতী। প্রভু, হ'ল তব যোগের সময় ;
যাই আমি আসন প্রস্তুত হেতু।

মহা। হে যোগাদ্যা,
যোগ যাগ সকলই আমার তুমি।

[সতীর প্রস্থান

(নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

ঝাকি-কানেড়া—কাওয়ালী।

চাঁচর চিকুর আধ, আধ জটাজাল।
আধ গলে বনমালা দোলে, আধ হাড়মাল ॥
আধ ভালে অলকা সাজে,
আধ ভালে চাঁদ বিরাজে,
নবজলধর, আধ কলেবর,
আধ শুভ্র রজত-শিখর,
পীত বসন আধ ছাদন, আধ বাঘছাল ॥

নার। আশুতোষ, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহাযজ্ঞ আয়োজন হয় দক্ষপুরে ;—
মত্তমতি দক্ষ প্রজাপতি,
চিরদ্বেষী তব,—
যজ্ঞের সঙ্কল্প তার শিবত্ববিনাশ ;
যজ্ঞ-ভাগ তোমারে না দিবে প্রভু !
অর্পিল আমারে ভার দক্ষ প্রজাপতি,
নিমন্ত্রণ দিতে তিন পুরে ;
কিন্তু মম প্রাণ কাঁপে ডরে—
অশিব যজ্ঞের কার্য্য করিব কেমনে ?
শুনিনু আকাশবাণী,—
ঘটনার ফলে দক্ষযজ্ঞ প্রয়োজন,
কিন্তু ত্রিলোচন তবু নহে স্থির প্রাণ,
শিব অপমান যাহে, কেমনে করিব ?

মহা। হে নারদ, পালহ আকাশবাণী।
দক্ষ প্রজাপতি, তুমি অধীন তাহার ;
উচিত তোমার পালিতে আদেশ তার।
চিতা যাধি, নিবাস শ্মশান ;—
মান অপমান কিবা মোর ?
গরল অশন— ভুজঙ্গ ভূষণ,
যজ্ঞ-ভাগে কিবা কাজ !
নাচি প্রেত সনে—
যজ্ঞাসনে বসিতে না রাখি সাধ।
প্রেমে মত্ত থাকি মহাধ্যানে ;
বিশ্ব-কার্য্য জঞ্জাল কেবল !
বসি ধ্যানে তিনলোকে করিয়া কল্যাণ,
শিবত্ব যত্তপি যায়।

নার। হায়, প্রভু, পরাণ আকুল,
হুলস্থূল কি হবে না জানি !
শিব হীন যজ্ঞ কি সম্ভব ?

মহা। কি সম্ভব কিবা অসম্ভব—
জ্ঞানাতীত জেনো সার।
ইচ্ছাময়ী শক্তির প্রভাবে
কি ফল ফলিবে—কে পাইবে তত্ত্ব তার ?
ইচ্ছায় সংসার, লয় বার বার,
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার প্রভাবে।
ইচ্ছায় মহেশ, ব্রহ্মা, হৃষীকেশ,
সে ইচ্ছায় যজ্ঞ আয়োজন ;—
শুন, তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন।

নার। ভূতনাথ, শিব অপমানে
অশিব ফলিয়ে ফল।
ভাবি দেবদেব,
বুঝি সৃষ্টি হ'ল না স্থাপন,—
না পূরিল ধাতার বাসনা।
ভাবি মনে, সৃষ্টিকার্য্যে নাহি রব আর ;
শিবদ্বেষী সৃষ্টি, দেব, কেমনে রহিবে ?

মহা। দ্বেষ নাহি স্পর্শে মোরে, ঋষি।
রহ কার্য্যে, কার্য্য বিনা নাহি পরিত্রাণ।
ইচ্ছায় তাঁহার
হের কার্য্যে ব্যাপিত সংসার ;—
কার্য্য হেতু সৃষ্টি মম ;
সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিভাগ এ কার্য্য হেতু।
এক শক্তি অনন্ত আধারে
কার্য্য করে অনন্ত আকার ;
অহঙ্কারে ভাবে "আমি করি।"
ত্যজ অহঙ্কার,
নির্ব্বিকার কার্য্যে রহ রত।
ফলাফল দেখি কি বা প্রয়োজন ?
ফলে কার্য্য যেই শক্তিবলে,
ফলাফল কর তাঁরে সমর্পণ।

নার। ভাবি, প্রভু,
শিবহীন-যজ্ঞ আবাহনে
কে আসিবে যজ্ঞভাগ হেতু ?
আমিও বা যাইব কেমনে ?
কায়মনোবাক্যে কার্য্যে কিম্বা পরিহাসে,
দেব-দ্বেষী যেই জন,
কোথায় নিস্তার তার ?
না জানি কি মায়া-ঘোরে
ফেলিবে দাসেরে দিগম্বর।
কোন মতে শঙ্কা প্রভু, ঘোচে না আমার।
আশুতোষ, হে অন্তর্যামি,
অবস্থ বুঝহ মোর।

মহা। শুন ঋষি, আমি 'আমি' নই আর,—
মহা মোহে আচ্ছন্ন আমার প্রাণ।
যজ্ঞ-ফল সুধাও আমায় ?
দৃষ্টি নাহি ধায়, শঙ্কায় শুকায় প্রাণ ;
নাহি জানি কি আছে সতীর মনে !
শিব নাহি, শব আমি সতী বিনা।

নার। প্রভু, ক্ষমুন অধীনে ;
মতিভ্রম ঘটে মোর।

মহা। কার্য্যে যাও, না জিজ্ঞাস তত্ত্ব মোরে।
কি বুঝিবে, মম প্রাণ বিকল কি ভাবে ?
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে নিশ্চয়,—
সামান্য সে নহে দক্ষপতি ;
যার তপে তুষ্টা ভগবতী,
জন্মিলা তনয়ারূপে ঘরে—
তিনলোকে হেন শক্তি কা'র
যজ্ঞবিঘ্ন করে তা'র ?
আমি শিব, যে শক্তি অধীন,
সে শক্তি-প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি ;
যজ্ঞ হবে—যাবে অহঙ্কার।
প্রেম, নহে অহঙ্কারে প্রজা রবে ভবে ;—
ভ্রমে দক্ষ ভাবে
অহঙ্কারে রবে ভবে জীব,—
সে ভ্রান্তি ঘুচিবে ;
প্রেমে রবে ধরা—যজ্ঞে হইবে প্রচার।

নার। যাই, প্রভু, দেবীর আদেশ লয়ে।

মহা। কোথা, সতীর নিকটে ?
নাহি দেহ সমাচার,
মনে পাবে ব্যথা সতী সুলোচনা মোর ;
সতী যদি যজ্ঞ-কথা শুনে,
যাবে পিতৃস্থানে,—
না মানিবে মানা মোর।
বিনা আবাহনে,
পতি-নিন্দা মহা অপমানে,
না রহিবে পতিপ্রাণা সতী।
শ্মশানে মশানে থাকি ভাঙপানে,
চিতা-ভস্ম গায়ে মাখি,
ছিলাম সন্ন্যাসী—এবে গৃহবাসী,
স্বর্ণরাশি ভিখারীর ঘরে !

শুন, তপোধন,—
হৃদয়ে আনন্দ-মূর্ত্তি নাহি দেখি আর ;
হেরি শূন্যাকার, মম দৃষ্টি অধিক না যায় ;
কি ফল ফলিবে ঘটনায়
দেখিতে না পাই আর ;—
আছি সতী-প্রেম-নীরে ডুবে ;
চাই সতী,—যায় বিশ্ব যাক্ ;
নাহি দেয় নাহি দিক যজ্ঞভাগ,—
ধুতুরায় উদর পুরাব,
ভিক্ষা করি সতীরে খাওয়াব ;
বাঘ-ছালে
আনন্দে শুইব সতীরে হৃদয়ে ধরি ;—
মানা করি সংবাদ দিও না তারে।

নার। দেবদেব, পদাশ্রয় দেহ দাসে ;—
নির্ব্বিকারে বিকার হেরিয়ে
টুটে মোর দেহের বন্ধন।

মহা। হে নারদ, কি বিকার অন্তরে আমার!
তপ, জপ বিফল সকলই,—
ঠেলিতে না পারি অন্তরের ভার মোর।
হেরি, কোন মতে নারিব ফিরাতে
ঘটনা-প্রবাহরাশি ;
তবু প্রাণ চায়—হীন জন প্রায়
কার্য্য ফল বারিবারে!
সতি, সতি,—
তুই রে সর্ব্বস্ব মোর!

(সতীর প্রবেশ)

সতী। ডাকিলে কি ভূতনাথ?

মহা। না না, হইয়াছে যোগের সময়—
যাব আমি যোগাসনে।

সতী। হে নারদ,
এতদিনে পিতার কি পড়িয়াছে মনে
দুঃখিনী তনয়া ব'লে?
এসেছি কৈলাসপুরে বিবাহের দিনে,
সে অবধি তত্ত্ব নাহি মোর!
বসি এই বিজন প্রদেশে,
নাহি প্রতিবাসী, নাহি পুরজন—
কাঁদি কত বিরলে বসিয়ে
জনক জননী স্মরি,
হে নারদ, দক্ষপুরে কুশল সকলই?

নার। মাতা, আসিয়াছি বন্দীতে চরণ।

মহা। সতী, গৃহকার্য্য রয়েছে তোমার?

সতী। কহ সত্য নারদ, আমারে,—
দক্ষপুরে কুশল সকলই?

নার। দক্ষপুরে সকলই মঙ্গল।

সতী। তবে আসিতেছ পিত্রালয় হ'তে?—
মার্জ্জনা কি করেছেন পিতা মোরে?

মহা। সতী, ভুলিবে কি প্রজাপতি—
বরিয়াছ ভিখারী ভাঙড়ে?

সতী। পিতা মম নহে ত তেমন,
বড় কৃপা তাঁর মম প্রতি।
সুধাই নারদ,—ভুলেছেন অপরাধ?
এস, ঋষি অন্তঃপুরে,
শুনিব সকল কথা!

নার। মাতা, আছে কার্য্য,
অন্যদিন আসিব কৈলাসে।

সতী। কি বিশেষ প্রয়োজন হেন?

নার। না, না, নহে কোন বিশেষ কারণ।

সতী। এস তবে অন্তঃপুরে।

নার। মাতা, যেতে হবে বহুদূর।

সতী। সত্য মোরে বল, ঋষিরাজ,
বুঝি মম পিতার নিষেধ
আসিতে কৈলাসপুরী,—
ব্যস্ত তুমি সে হেতু যাইতে?
বল সত্য, পিতার কি মানা?
কন্যা-দান অপমান ঘোচে নি কি তাঁর?

নার। না, না, একি কথা?

সতী। সত্য কহ ;
নহে, দক্ষালয়ে আপনি যাইব,
সুধাব পিতায়,
কি বা হেন দোষী তাঁর পায়—
তনয়ায় দেন জলাঞ্জলি?
স্বয়ংবরে বাছিয়া লইনু পতি,—
নহি অন্য অপরাধী।
বল সত্য—
সুখে রবে মম আশীর্ব্বাদে ;
করি মানা, কর না বঞ্চনা।

নার। কি বা নাহি জান মাতা, অন্তর্য্যামী তুমি?
কহিতে না যুয়ায় বচন মম।
ভোলানাথ পড়িছু সঙ্কটে।

চী। এস,

প্রভু কি ...... মানা কহিতে বারণ।

এস ঋষি,

অন্যথা না কর বাক্য মোর।

[সতী ও নারদের প্রস্থান।

হা। কার্য্য কারণের সূত্র কে করিবে ছেদ ?

কালে,

কত হ'ল, কত গেল, দক্ষ প্রজাপতি।

সমভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয়,চিরদিন হয়,—

ভাবান্তর কভু নাহি তাহে।

তপ —তপ—তপ—

কত সৃষ্টি স্থাপন সময়

তপ কৈনু তিনজনে ;

কতই দেখিনু—কতই শিখিনু

তবু মায়া না টুটিল।

এই শিব—এই পুনঃ শব,

এই সৃষ্টি, সৃষ্টির বিপ্লব—

এ মায়া বুঝিয়ে কেবা বুঝে ?

কারণে ফলিবে ফল,

জেনে শুনে অন্তর বিকল ;

চাহি কার্য্য করিতে বারণ।

মহাশক্তি-মায়া কে বা করে দূর ?

মৃত্যুঞ্জয়—সহিতে অনন্ত দুঃখ !

সতি, সতি,—

বেঁধে ভুরি মজালি আমারে।

সন্ন্যাসীরে কেন রে করিলি গৃহী ?

[প্রস্থান।

(নারদ ও সতীর প্রবেশ)

সতী। দেবদেব, যাব আমি পিত্রালয়ে ;—

কোথা মহাদেব !

নার। মা গো,

যজ্ঞের সংবাদ দিতে মানা ছিল মোরে,

বলেছি তোমারে ?—

ভয়ে কাঁপে কায়,দেবি,

কি করেন দিগম্বর শুনি।

সতী। নাহি ভয়, কি দোষ তোমার ?

কর উপকার—

নিয়ে যাও পিত্রালয়ে মোরে ;—

আসিব প্রভুরে কহি।

... আসিবে ডেকেছে ...

...

পিত্রালয়ে ...

অহঙ্কারে দক্ষ যদি করে ...

সতী। হে নারদ, আমি ভিখারীর নারী—

মান অপমান কিবা মম ?

যার মানে মানী আমি,

তাঁর মান টুটিবে ভুবন-মাঝে,

মানে কিংবা কার্য্য মোর ?

রহি একা বিজন শিখরে !

নাহি প্রতিবাসী, দাস-দাসী, পুরজন ;

বল্কল বসন, রুদ্রাক্ষ ভূষণ —

খেদ তাহে নাহি করি,

হেরি ত্রিপুরারি আপন পাসরি।

পতি-প্রেম অতুল ঐশ্বর্য্য মোর !

তাঁর অপমান,—

রাখিব এ প্রাণ, মনে নাহি দেহ স্থান।

আহা, অবিরোধী ভূতনাথ,

নাচে গায় প্রমথের সনে,

অভিমান নাহি মনে ;

আশুতোষ নাহি জানে রোষ,

শত দোষ করিলে চরণে।

"হর—হর—হর" যেই বলে মুখে

মহাসুখে কোল দেয় তারে ;

তুষ্ট তারে রুষ্ট কহে যেই।—

জিজ্ঞাসিব পিতার সদনে,

কোন্ দোষে দোষী দিগম্বর।

স্বয়ংবরে বরিলাম আমি,

শিবের কি দোষ তাহে ?

হে নারদ, কুক্ষণে জনম মম।

আমা লাগি, পতি সনে পিতার বিরোধ,

এ বিবাদ না ঘুচিবে জীবিত থাকিতে !

কি সুখে এ জীবন ধরিব ?

জন্মিলাম পতি-অপমান হেতু !

[প্রস্থান

নার। মা গো, রেখো পায় দীন জনে ;—

বহ্নি জলে কারণ-সলিলে।

[নারদের প্রস্থান

(নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী। কহ নন্দী, কহ সবিশেষ,
কি ভাবে ভবেশে হেরি?
রুদ্রমূর্ত্তি নেহারি শিহরি!
হের, স্তম্ভিত কৈলাসপুরী;
নাহি শিঙ্গা-ডমরু-নিনাদ,
ববম্ নাহি বলে গালে ভোলা,
রজত-শিখর কুজ্ঝটিকাবৃত যেন।
ভয়ে শিরে জাহ্নবী-সলিল
নাহি করে কুলু কুলু ধ্বনি;
ফণিগণে নাহি ত্যজে শ্বাস,
বিভাবসু ভস্ম-মাঝে লুকায়িত।
শঙ্কায় নারিনু চাহিতে বদন পানে।
প্রণমি চরণে পলায়ে আইনু ত্রাসে,—
ভাল মন্দ না বলিল ভোলা;
'ভৃঙ্গী' বলি ডাকিল না মোরে;
তাই, কাঁদে প্রাণ,—
ভোলা নাহি আদর করিল।

নন্দী। কহি শুন, দেখিনু যা আজি,—
ক্ষুধায় আকুল গেলেম মায়ের কাছে,
দেখিনু কুটীরে,
অনেক যোগিনী সনে কথা কন মাতা।
কহে অপূর্ব্ব যোগিনী;—
শুনি বাণী স্তম্ভিত হইনু।
কহে অপূর্ব্ব যোগিনী—
"মা, আমারে কত দিনে করিবি সঙ্গিনী?
শ্মশানে কেন রেখে এলি?"
ব্যগ্র হ'য়ে বুঝাইলা মাতা,—
"অল্পদিন—অল্পদিন বাছা,
যাব আমি মেনকার ঘরে।
নিত্য পূজে মেনকা আমায়,
তথা তুই হইবি সঙ্গিনী।
কৈলাসে আনিব তোরে।"
ক্ষিপ্তপ্রায়—
মাতার চরণে কাঁদিয়া লুটিনু
পা দু'খানি ধরিয়া কহিনু,
"মা, তোমারে যাইতে না দিব।"
হাসি মাতা
চিবুক ধরিয়ে আদরে কহিল মোরে,
"কেন অন্দি, কোথা যাব আমি?"
দেখি চেয়ে নাহি সে যোগিনী,
হতবাণী, বার্ত্তা না বুঝিনু কিছু!
কাঁদি নিত্য, তোরে নাহি কহি।
বাবার এ ভাব—মা কহে 'যাইব';
বল, ভৃঙ্গী, কেমনে রহি[illegible]মায়া?
ভূতগণে চরণে কে দিবে স্থান?

ভৃঙ্গী। আয়, দোঁহে মিলি করিব সে
শক্তি গুণ-গান;
নাচিতে নাচিতে বাবা, আসিবে এখনি।

নন্দী। কণ্ঠে মম স্বর না যুয়ায়;
হুতাশে শুকায় প্রাণ।

ভৃঙ্গী। চল তবে যাই ভাই, মায়ের সদনে;
কেঁদে বলি "যেও না জননি!"
চল, মাকে নিয়ে যাই বাবার নিকটে;
হাসিমুখ বাবার দেখিব।

নন্দী। দু'কথায় ভুলাবে জননী।
কতবার কত কথা ভাবিলাম মনে;
মা'র কাছে গেলে ভুলে যাই।

ভৃঙ্গী। ভাঙ খেয়ে যাস্ ভুলে তুই;
আমি খুব কাঁদিতে পারিব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মহাদেব ও সতীর প্রবেশ)

সতী। পিত্রালয়ে যাব, ভোলানাথ,
দেহ মোরে পাঠাইয়ে।
যজ্ঞ তথা—শুনিনু নারদ-মুখে।
স্বচক্ষে দেখেছ প্রভু, আসিবার দিনে
গলে ধ'রে কত মোর কেঁদেছে জননী।
আজও শুনি, কত কাঁদে মোর তরে;
আমারে না হেরে,
দু'নয়নে শত ধারা বহে;
মা আমারে কত ভালবাসে।
ভাবি দিন, যাব মা'রে দেখিবারে;
নিত্য ভাবি, বলি হে তোমারে,
ত্রাসে নহে সরে ভাষ।
দেখ আশুতোষ!
কত দিন আছি এ কৈলাসে।

মহা। এ কি কথা কহ সতি?
পিত্রালয়ে কেমনে যাইবে?
যজ্ঞ তথা, নিমন্ত্রণ নাহিক কৈলাসে;

আভাষে বুঝিনু,
সমারোহ মম অপমান হেতু।
শুনি, তপে তুষ্ট হরি
চক্র ধরি, রাখিবেন যজ্ঞ তাঁর;
যজ্ঞাহুতি বিধাতার ভার;
ত্রিসংসার শিবে যজ্ঞভাগ নাহি দিবে।
আমি হে ভিখারী,
তুমি ভিখারীর নারী;
হেন যজ্ঞে কেন বা যাইবে?
অপমান হবে;
নহে—পিত্রালয়ে যেতে নাহি করি মানা।

তী। প্রভু, ত্রিসংসারে তব অপমান,
যজ্ঞভাগ না দিবে তোমারে;
তবে কেন ভাব মম অপমান হেতু?
নাথ, তব মানে মানী—
তোমা বিনা এ সংসারে নাহি জানি;
নহি ভিখারিণী—
রাজরাণী কেবা মম সম?
পতি-প্রেম ঐশ্বর্য্য আমার।
যাব জনকভবন,
পঞ্চানন, তাহে অপমান কিবা?
বিনা আহ্বানে কি বা বাধে?

হা। পতি-প্রাণা সতী তুমি সর্ব্বস্ব আমার!
অহঙ্কারে দক্ষরাজ কত কথা ক'বে,
অভিমানী প্রাণে নাহি সবে তোর।
করি মানা, যেও না—যেও না,
কেন হয়ে কাঁদাইবি?
তোরই তরে জটা ধরি শিরে,
ভস্ম মাখি তোর প্রেমে—
নাহি যোগ যাগ, নাহি তপ ধ্যান,—
ধ্যান, জ্ঞান, সকলই আমার তুমি,
শূন্য ত্রিসংসার তুমি হ'লে অদর্শন।

সতী। যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে;
শুধাব জনকে, কিবা তব অপরাধ।
যদি ভিখারিণী, তবু কন্যা তাঁর,
কেন মোরে অনাদর?
কেন তিনলোক-মাঝে
অপমান করেন তোমায়?
স্নেহে মম জনক ভুলিবে,
যজ্ঞভাগ দিবে,
নিমন্ত্রণ আসিবে কৈলাসে।
যাব,—প্রভু, না কর নিষেধ।

মহা। সতি,
কে বা শক্তি ধরে—অপমান করে মোরে?
তুমি প্রাণ, তুমি মান অপমান,
ভোলার সর্ব্বস্ব তুই সতি!
ভাল হ'ল, ঘুচিল জঞ্জাল,—
না হবে যাইতে যজ্ঞভাগ লতে আর।
ভাল হ'ল, গেল ভবে শিবত্ব আমার।
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্ত রহিব,
যোগ যাগ সকলই ছাড়িব,
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্তে করিব কেলি;
বিশ্ব-হিত-ধ্যানে না রহিতে হবে আর।
বিজন কৈলাসে—তুমি রাণী আমি রাজা,
লীলায় আনন্দে রব।

সতী। তুমি সাধে কি ভিখারী?
বিশ্বকার্য্যে কেমনে রহিবে,
ভাঙপানে মন তব।
হোক্ মেনে, বিশ্বনাথ,
কথা শুনিবারে ভালবাসি।
দিবানিশি রবে মম পাশে,—
ভূত ল'য়ে কে নাচিবে?
দেখেছি, দেখেছি,
রয়েছি কৈলাসে আমি,
নূতন ত নহে আজি।
যতক্ষণ রহ মোর পাশে,
সদা অন্যমন,
ভাব, কতক্ষণে যাইবে ভূতের দলে;
কুতূহলে নৃত্য হবে—হবে ভাঙপান।

মহা। সতি, অন্যমন—নাহি কি কারণ?
কেন তুমি বল, তবে দক্ষালয়ে যাবে?

সতী। প্রভু, ক্ষতি কি বা নাহি জানি।
চিরদিন আলস্য তোমার;
নারী হ'য়ে দিতে পারি যদি যজ্ঞভাগ,
অমত কি তব তায়?

মহা। সতি, নিত্য সুধাই তোমায়,
ছাড়িবে না কভু মোরে?
নিত্য কহ "ছাড়িব না।"
তবু মন নাহি বুঝে;
আজি ছেড়ে যেতে চাও—

কেন পাগলে কাঁদাও ?
গেলে তুমি আসিবে না আর।

সতী। কেন নাথ!
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে;
অন্য কেন ভাব, প্রভু ?
যাই নাথ, ক'র না নিষেধ।

মহা। যাবে যদি কি হেতু সুধাও মোরে ?
কর যে বা অভিরুচি।

সতী। প্রভু, নাহি কর রোষ,
মানা নাহি কর যজ্ঞে যেতে,
বল "যাও যজ্ঞালয়ে।"

মহা। কহি তোরে,
অন্তর শিহরে যজ্ঞ-কথা মনে হ'লে,
পতি-অপমানে নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ।

সতী। প্রভু, প্রাণ মম কঠিন পাষাণ হ'তে,
নহে, ত্রিসংসারে তব অপমান-
ছার প্রাণ এখনও রেখেছি ?
সতী নাম কেন দিল মাতা ?
পতি-ভক্তি এই কি আমার ?
যজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর মোরে,
যদি তব পদে থাকে মতি,
দেখিব কেমনে,
ত্রিসংসার মিলি, হরে করে অপমান।
আজ্ঞা দেহ, যাব দক্ষপুরে।

মহা। সতি, যেতে নাহি দিব তোরে।

সতী। কহি সত্য,
অন্ন-জল ত্যজিব কৈলাসে।

মহা। অন্ন-পানি খাও বা না খাও,
কোন মতে যাইতে না দিব।

সতী। শুন, ভোলানাথ, মহা দ্বন্দ্ব হবে আজি।
যাব, হাসি মুখে করহ বিদায়।

মহা। হাসিমুখ নাথ নাই তুমি।
ইচ্ছা যদি যাও।
আমি নাহি যাইতে না দিব।

সতী। নাথ!
ধরি পায়, ক'র না নিষেধ।

মহা। ইচ্ছা যাও, মোরে না সুধাও।
চ'লে যাই, হ'ল আসি ধ্যানের সময়।

(গমনোদ্যত)

(সতীর অন্তর্দ্ধান এবং কালী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

এ কি ভয়ঙ্করী করালবদনা,
লোল-জিহ্বা রুধির-মগনা,
গলিত-রুধির-মুণ্ডমালা গলে বিলম্বিত,
মহামুণ্ড করে, রক্ত-স্রোত ঝরে,
খড়্গ ধারে ভাসে রক্তধারে;
রক্তোৎপল বিভুজ দক্ষিণে!
বিবসনা বিকট-দশনা ত্রিনয়না;
চন্দ্রখণ্ড শোভে ভালে!
কোথা যাব—কোথায় পলাব ?

(পলায়নোদ্যত)

(তারা-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

ত্রাহি! ত্রাহি!
কে রে নব-নীরদ-বরণী ?
ঊর্দ্ধ জটা বিভূষিত ফণী,
লম্বোদরা বাঘাম্বরা ঘোরাননা!
পঞ্চ অর্দ্ধ-চন্দ্র শোভে ভালে,
অগ্নি ক্ষরে ত্রিনয়নে,
নৃমুণ্ডমালিনী চতুর্ভুজা;
মুণ্ড খড়্গ খর্পর কমল সাজে!
রাখ পায়, সভয় মহেশ!
কোথা যাব ? কেমনে পলাব ?

(পলায়নোদ্যত)

(ষোড়শীমূর্ত্তির আবির্ভাব)

পঞ্চ প্রেতপরে কে বামা বিহরে ?
রক্ত-বর্ণা, ত্রিনয়না, শশিচূড়া;
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
এলোকেশী ভয় বাসি হেরি!

(পলায়নোদ্যত)

(ভুবনেশ্বরী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

অম্বুজ-আসনা, ত্রিনয়না,
রত্নরাজী-বিভূষণা;
রক্তবর্ণা,
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ-বরাভয়!
কৃপা কর পাগল ভোলারে।
কোথা যাব কেমনে পলাব ?

(পলায়নোদ্যত)

(ভৈরবী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

অক্ষমালা পুঁথি বরাভয়,
শোভিত মৃণাল চারি ভুজে,
রক্তবর্ণ অমল কমলে,
মুণ্ডমালা দলদল দোলে,
মণিময় হার সনে !
এলোকেশী কে গো ভয়ঙ্করী ?
রাখ গো পাগল ভোলা।

(পলায়নোদ্যত)

(ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

ছিন্নমস্তা, ত্রিধারে রুধির ক্ষরে ;
দুই ধারে পিইছে যোগিনী,
উলঙ্গিনী ছিন্নমুখে রক্ত খায় ;
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি ত্রিনয়নে,
শিশুশশী শিহরে কপাল-দেশে !
কে রে ভীমা রক্তোৎপল-কায়
বিপরীত রতি দলি পায়,
হরে ভয় দেখাও আসিয়ে ?

(পলায়নোদ্যত)

(ধূমাবতী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

ঘোর ধূম্রবর্ণা বৃদ্ধা কাকধ্বজ রথে,
বিস্তার-বদনা, পতিহীনা,
ক্ষুধায় আকুলা বিভীষণা ;
কুলা করে, কাঁপে অস্ত কর !
ত্রাহি, ত্রাহি—
রক্ষা কর দিগম্বরে !

(পলায়নোদ্যত)

(বগলামুখী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

শশাঙ্ক-শেখরী, ত্রিনয়না,
রত্ন-সিংহাসনে,
পীত-বস্ত্রা, পীতবর্ণা কে রে বামা ?
কে রে ভয়ঙ্করী,
জিহ্বা ধরি' অসুরে মুদগরে বধ ?
শঙ্কায় আকুল প্রাণ মোর।

(পলায়নোদ্যত)

(মাতঙ্গীমূর্ত্তির আবির্ভাব)

রক্ত-পদ্ম-শ্যামা,
কর পদ্ম খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ শোভে ;
বিধুমৌলি ত্রিনেত্রা,
অনল ক্ষরে তাহে !
রাখ হরে রাজা পায়।

(পলায়নোদ্যত)

(মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

স্বর্ণ-বর্ণা নলিনী-আসনা,
পদ্ম-দ্বয় বরাভয়-কর ;
চতুর্দ্দন্ত শ্বেত মত্তকরী,
চারিদিকে রত্ন-ঘট ধরি'
অমৃত বরষে শিরে,
হেরি' অন্তর শিহরে ;
অপাঙ্গে নেহার বামা !

মহালক্ষ্মী। যার তরে একার্ণবে শক্তির সাধন,
ভার কথা করি অযতন—
কোথা যাও, মহেশ্বর ?

মহা। সতি, সতি !
কবে তোরে করিয়াছি অযতন ?

(মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও সতীর প্রবেশ)

এ কি ! কোথা বামা নলিনী-বাসিনী ?
সতি, সতি, কোথা ছিলে এতক্ষণ ?
হায়, ফুটিয়ে না ফুটে আঁখি মোর ;
মায়া-ঘোর কেমনে ছেদিব ?
মহামায়া আপনি করিছে ছল !
সতি, নিষেধ না করি আর,
যাও পিত্রালয়ে ;
কিন্তু, ভুল না—ভুল না ভাঙড়েরে।
তব অদর্শনে,
খেপা তোর আকুল হইবে।
কি কহিব আর,
অন্তরের সার তুমি মম।
তোমা বিনা শব আমি।

সতী। নাথ, কেন এত মিনতি দাসীরে ?
তব আজ্ঞাকারী,
রহিতে কি পারি তোমা ছাড়ি ?
কেন ভাব, ভোলানাথ !
তব পদাশ্রিতা চিরদিন !

মহা। আর ভুলাও না—আর ভুলিব না।
সতি, তোমা বিনা পলকে প্রলয় জ্ঞান !
সতি, একাকী কি ছেড়ে যাবি ?

সতী। হাসিমুখে আদেশ, মহেশ!
মহা। এস প্রিয়ে, মনে রেখ ভিখারীরে।
নন্দি, নন্দি!

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। কি আদেশ, দেবদেব!
মহা। ও রে সতী যাবে কৈলাস ছাড়িয়ে;
আন রথ সাজাইয়ে।
নন্দী। বাবা, পায়ে ধরি, যাইতে দিও না,
মা গেলে, মা ফিরিবে না আর।
ও মা, যাস্ নে গো ভূতগণে ফেলে।

(ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী। নন্দি, পায়ে ধর ভুলে যাস্ তুই,
মাকে যেতে দিস্ নে কখন'
ভূতগণে আদরে কে অন্ন দেবে?
নন্দী। ও মা, কোথা যাবি?
গেলে তুই আর না ফিরিবি,
বলেছিস্ যোগিনীরে,—
স্বকর্ণে শুনেছি আমি।
ও মা,
হও না নিদয়া কুৎসিত তনয়গণে।
ও মা, তোমা বিনা,
আঁধার কৈলাসে কে রবে জননি, বল?
বাবা আকুল হইবে, কে তারে বুঝাবে?
কেন গো নিঠুর হলি?
ও মা, "মা" ব'লে ডাকিব কা'রে বল?
ও গো, কারে ডেকে জুড়াব হৃদয়স্থল?
ও মা,
ভূতদলে পুত্র ব'লে কেবা মুখ চাবে?
সতী। কেন নন্দি কেন ভৃঙ্গি, ভাব অকারণ?
খাদ্যদ্রব্য কত, এনে দিব পিত্রালয় হ'তে।
ভৃঙ্গী। মা, ভুলাতে নারিবে;
ছেড়ে যাবে, তাই কর ছলা।
মা, মা, ক'র না গো কৈলাস আঁধার।
সতী। দেখ নন্দি, দেখ ভৃঙ্গি,
মহাযজ্ঞ হবে, তাই যাই;
তোরা সব যাবি,
নন্দি, তুই সঙ্গে যাবি,
কি হেতু কাঁদিস্ আর?
আন রথ। [নন্দীর প্রস্থান।
ভৃঙ্গি, বাছা, কেঁদ নাক' আর।
ভৃঙ্গী। বাবা যাবে?
সতী। যাবে।
ভৃঙ্গী। বাবা, মা কি যাবে তবে?
মহা। ভৃঙ্গি, রাখিতে নারিবি।
সতি, মনে হয়,
বুঝি বিশ্ব লয় এখনি হইবে!
অন্তরে আমার মহা হাহাকার-ধ্বনি!
হৃৎপদ্মে টলেছে আসন তোর;
বল কোন্ দোষে দোষী?
কেন ছেড়ে যাবে,
কেন হে ভাসাবে মোরে?
ভাবি মনে,
ক্ষুদ্রকীট হ'য়ে থাকি তোরে লয়ে,
শিবত্বের হেতু দ্বন্দ্ব নাহি বাধে আর।
সতি, তোর আনন্দ-মূরতি,
নয়নের ভাতি মোর;
সে আলো নিভাবে কেন বল?
আর কি কৈলাসপুরে রব,
আর কি সংসারপানে চাব,
বিশ্বের কল্যাণে আর কি বসিব ধ্যানে?.
জ্ঞানহারা তোমারে হারাই যদি।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। সাজায়ে এনেছি রথ।
ভৃঙ্গী। রহ আগুলিয়া পথ;
বাবা কাঁদে, মাকে ছেড়ে নাহি দিব।
সতী। নাথ, হাসি-মুখে বল "এস"
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি?
ত্রিপুরারি!
আমি আশ্রয়বিহীনা তোমা বিনা।
মহা। নন্দি, যা রে সাবধানে;
শিব-হীন যজ্ঞ দক্ষপুরে,
সতী মানা না মানিবে;
যজ্ঞস্থলে যাবে,
কত লোকে কত কথা কবে,
সবে কি কোমল প্রাণে?
যদি কেহ কুভাষে আমায়,
রুষ্ট তুমি নহি হও তায়,
তুষ্ট করো মিষ্ট ভাষে।

নন্দি, বাক্য রয়, বিবাদ না কর,
সতীরে এস রে ঘরে।
দক্ষ কত কবে কুবচন ;
যদি সতী হয় উচাটন,
প্রবোধিয়ে নিয়ে এস যতনে ক'রে।
নন্দি, কি বলিব আর,
সতীরে আমার—
কোন মতে আনিবে কৈলাসে ;
ওরে, রহিলাম পথপানে চেয়ে।
সতি, সতি, এস তবে প্রাণেশ্বরি ;
ভুল না ভোলারে।

[সকলের প্রস্থান।

— —

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

(দক্ষ)

দক্ষ। আপমান পূর্ণ-মাত্রা হবে প্রতিশোধ।
আরে রে অবোধ,—আরে রে ভাণ্ড,
শূল লয়ে কর ভারি-ভুরি!
ভাব সংহারের ভার তব ?
সে দম্ভ ঘুচিবে,
সৃষ্টি রবে সংহার বিহনে।
কিন্তু মম চিন্তা নাহি হয় দূর ?
বিঘ্ন কে করিবে ?
আপনি আসিবে বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষা হেতু,
প্রতিশ্রুত মোর ঠাঁই।
তিনলোক পক্ষ মম, যজ্ঞে হবে উপস্থিত;
একা শিব কি বাদ সাধিবে ?
না না, তবু চিন্তা নাহি হয় দূর।
হের প্রাণ, এখনও সতীরে পড়ে মনে।
আগে যজ্ঞ হ'ক্ সমাধান,
কন্যার মমতা, যদি না পারি ছেদিতে,
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত মোর।

দেখ বুদ্ধিভ্রম,
যজ্ঞ করি মৃত্যুনিবারণ-হেতু,
মৃত্যু চিন্তা করি পুনঃ আপনার !
অনাচার নিবারণে মৃত্যু না রহিবে,
প্রজাবৃদ্ধি সহজে হইবে।
যুক্তিতে না হেরি কোন অশুভ ঘটনা ;
কিন্তু তবু না ঘুচে ভাবনা,
তপোবল অধিক তাহার,
তপোবল নাহি কি আমার !

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ!
আসিতেছে যজ্ঞস্থানে নিমন্ত্রিতগণে।

দক্ষ। কহ মন্ত্রিগণে,
দেয় সবে যথাযোগ্য স্থান।

[দূতের প্রস্থান।

কিন্তু যদি এ যজ্ঞ না হয় সমাধান,
অপমান রাখিতে নাহিক স্থল।

(ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

প্রণাম চরণে তাত,
প্রণমি হে চক্রপাণি,
কি কহিব কত কৃপা তব,
মহাকার্য্য উদ্ধারিব প্রসাদে তোমার।

বিষ্ণু। দক্ষরাজ, যজ্ঞরক্ষা করিব তোমার,
বাক্য মম হবে না অন্যথা।
কিন্তু,
প্রজার স্থাপন যদি উদ্দেশ্য তোমার,
শিবে কেন নাহি দেহ যজ্ঞভাগ ?
শিব বিনা যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে।

দক্ষ। যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়,
এ কথা নিশ্চয়, শিবে ভাগ নাহি দিব।
আশ্বাস দিয়েছ মোরে, ওহে যজ্ঞেশ্বর !
যজ্ঞ রক্ষা আপনি করিবে।
তাহে যদি অমত তোমার,
অঙ্গীকার যদি নাহি পাল,
যজ্ঞে তাহে নাহি দিব ক্ষমা ;
কর দেব যথা রুচি তব।

বিষ্ণু। যজ্ঞরক্ষা অবশ্য করিব,
বাক্য মম হবে না খণ্ডন ;
কিন্তু প্রয়োজন বুঝিতে না পারি।

প্রজার বর্দ্ধন,
কিবা শিব-অপমান মনোগত তব ?
এক যজ্ঞে দুই ফল কভু না সম্ভবে।

দক্ষ। যুক্তির সময় আর কোথা চক্রপাণি ?
হইয়াছি অগ্রসর,
তিন পুর সমাগত নিমন্ত্রণে ;
ফিরিতে না পারি আর।
যজ্ঞ-ফলে প্রজা-রক্ষা যদি নাহি হয়,
অনাচার নিবারণ হইবে নিশ্চয় ;
শিব-ভয় না রহিবে লোকে।
হয়েছে সময় যেতে হবে যজ্ঞস্থলে ;
যদি হয় অভিমত,
আসিবেন যজ্ঞ-অংশ হেতু।

[দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। কহ হরি, কি উপায় করি ?
দেখিলে ত কোন মতে দক্ষ না বুঝিবে ?
মহাপ্রলয় ঘটিবে,
না হইবে নিবারণ ;
চক্রী তুমি, তব চক্র বুঝিতে না পারি।
আসিয়াছ যজ্ঞের রক্ষণে,
হর হরি দ্বন্দ্বে বিশ্ব অবশ্য মজিবে।

বিষ্ণু। হে বিরিঞ্চি,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ?
দ্বন্দ্ব কার সনে !
হর-হরি এক আত্মা যেন চিরদিন।
দক্ষযজ্ঞে ত্রৈলোক্যে দেখাব,—
শিবদ্বেষী মূঢ় যেই জন,
মম শক্তি নহে কদাচন
রক্ষিতে সে দুরাচারে।
তিন লোক করিলে সহায়,
ত্রিপুরারি অরি যদি হয়,
কোন মতে রক্ষা নাহি তার !
ত্রিসংসার এ তত্ত্ব বুঝিবে,
পূজা দিবে মঙ্গল আলয় শিবে ;
সৃষ্টি হবে মঙ্গল-আলয়।
যজ্ঞ ছারখার,
অমঙ্গল একত্রে সংহার,
অহঙ্কার বিদলিত ;
দক্ষ যজ্ঞে মহা প্রয়োজন ;
হবে মহামার ছারখার ত্রিসংসার।
শিবদ্বেষী প্রজাপতি,
ধ্বংস বিনা উন্নতি না হয় ;
চল যজ্ঞে হই অধিষ্ঠান।

ব্রহ্মা মম সৃষ্টি-ভার, পালন তোমার হরি।

বিষ্ণু। কার ভার পদ্মযোনি !
ভার যার—আসিতেছে সেই।
শুন, রথচক্র গভীর গরজে
আসিছেন মহামায়া।
চল যজ্ঞস্থানে,
দেখিব নয়নে কি রূপ মায়ের আজি।
রাঙ্গা পদে রাঙ্গা জবা কিবা সাজে,
ভক্ত নন্দী দেছে উপহার ;
ভাণ্ডারের সার অলঙ্কার,
কুবের দিয়েছে স্বহস্তে সাজায়ে মারে ;
সফল জনম তার।
দেখিনু কৈলাসে,
আহা, কিবা রূপ ধ্যানাতীত !
মায়ের চরণ তলে যাচিনু অভয়।
অভয়া না অভয় দানিলে
শিবহীন যজ্ঞে হব কেমনে উদয় !
নাহি ভয়,
মায়ের কৃপায় সকলই হইবে শুভ।

ব্রহ্মা। হবে যে বা জননীর মনে।
আশ্বাসিত আছি আমি দৈববাণী শুনে।
তনুত্যাগ করিবেন মাতা;
প্রেমে হবে সৃষ্টির বন্ধন।

বিষ্ণু। অকারণ শঙ্কা কি বা তব ?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

অন্তঃপুর।

(ভৃগুপত্নী আসীনা, সতীর প্রবেশ)

ভৃ-পত্নী। এস, এস, দেখ গো প্রসূতি !
সতী তোর সেজে এল।
মরি, মরি, কি বা রূপ হেরি,
কে বলে গো ভিখারীর নারী !
কি বা অলঙ্কার,

যেখানে মা সাজে, দিয়েছে জামাই তোর,
রূপে করে যক্ষপুরী আলো।
(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। কৈ সতী, কৈ সতী মা আমার!
ও গো স্বর্ণলতা কালী হয়ে গেছে,
বুঝি স্বপ্ন ফলে গো আমার!
ও মা, মা আমার
ও মা, স্বপ্নে তোরে দেখিয়াছি কালী,
কালী হ'য়ে দাঁড়ালি মা এসে!
স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে,
ও মা, মায়েরে কি ছেড়ে যাবি?
আমি দুঃখিনী জননী তোর,
মা ব'লে কি রাখিবি গো মনে?
শুনি চতুর্মুখ-মুখে,
শক্তিরূপা সনাতনী তুমি।
ওমা তুমি যে হও—সে হও,
দশ মাস ধরেছি জঠরে তোরে,
মার মনে দিস্ নে মা ব্যথা?

সতী ওমা, আইনু [illegible] না,
তাই ত গো হ'ল দেখা!
ওগো সাধে কি হয়েছি কালী!
ওমা, দুহিতা তোমার,
পতি বিনা নাহি জানে আর;
ত্রিসংসারে অপমান তাঁর,
শুনিনু নারদ মুখে;
ভেবে কালী হয়েছি জননী।
ও মা, অবিরোধী পতি মোর,
সংসার বৈভব বিলায়ে সবারে,
পতি মোর হয়েছে ভিখারী,
এই কি মা অপরাধ তাঁর?
সমুদ্র-মন্থনে,
সুধা সনে রতন উঠিল কত,
বাঁটি নিল দেবগণে মিলি,
দিগম্বর গরলের ভাগী।
পিতার আদেশে,
যার পানে পরাণ ধাইল—
মালা দিনু তার গলে।
পত্নী হেতু দেবদেব হত মান,
তবু তাহে ভিল নাহি গণে;
কভু মোরে কুবচন নাহি কহে।
আশুতোষ, কভু নাহি রোষ;
ধিক্ প্রাণ, হেন পতি মানহীন!
ও মা, ধরি পায়, করি গো মিনতি,—
কহ গো জনকে মোর,
তনয়ারে রাখিবারে পায়,
যজ্ঞভাগ দিতে বল হরে।

প্রসূতি। হায় সতী, অভাগিনী আমি!
রাজা নাহি শুনিবে বচন,
বিরিঞ্চির বাক্য অবহেলে;
বধিবে আমায়, যদি কথা আনি মুখে।
ও মা, কি কব গো আর,
মানা মোরে তত্ত্ব নিতে তোর,
নাহি মায়া নৃপতির মনে,
কুবচন সহি কত;
কি কব গো বন্দী আমি পুরে,
ও মা, বড় অভাগিনী আমি।

সতী। তবে আমি যাব পিতার সদনে।

প্রসূতি মানা করি যাস্ নে গো সতী,
তো[illegible] হেরে দ্বিগুণ বাড়িবে ক্রোধ,
কত কটু কবে.
নাহি সবে তোর—বড় অভিমানী তুই।
ও মা,
মমতা ছেদিয়া শ্মশান করেছে প্রাণ!

সতী। কৃপাহীন মম প্রতি পিতা কভু নন;
শীর্ণকায় দেখিয়া আমায়,
মায়া মনে হবে তাঁর;
কৈলাসে গো যাবে নিমন্ত্রণ,
পতি সনে মিটিবে বিবাদ!

প্রসূতি। ও মা, একে আর হবে তায়;
ও গো বড় নিদারুণ,
দ্বিগুণ জ্বলিবে ক্রোধ।

সতী। কেন ভাব মা আমার,
বড় স্নেহ তাঁর,
ভুলিতে মা নারিবেন মোরে;
যাব যজ্ঞে মানা নাহি কর।

প্রসূতি। ওগো, বুঝেছি বুঝেছি—
ভেঙেছে কপাল মোর।
বজ্রসম বাণী সবে না মা, তোর প্রাণে;
পতিপ্রাণা, পতি নিন্দা শুনি—
অভাগীরে ফাঁকি দিবি!

সতী। মা গো,
কি ফল এ ছার প্রাণ রাখি?
যাব যজ্ঞে, কহিব জনকে
ভিখারীরে করিতে বঞ্চনা
কেন হেন আয়োজন?
ও মা ভিখারিণী—যাইতে ত নাহি মানা?
ভিক্ষা মেগে লব যজ্ঞভাগ,
নহে মাতা পরাণ ত্যজিব;
অলক্ষণা, স্বামীর কণ্টক আমি।

প্রসূতি। ও মা,—ও মা,
আমি তো গো নহি অপরাধী,—
কেন শেল দিয়ে যাবি বুকে?

সতী। ও মা, কন্যা আমি,
নীতিবাণী সুধাই তোমায়,—
যার তরে পতি লজ্জা পায়,
প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার?
শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর,
প্রজা রক্ষা কেমনে গো হবে?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ও মা পতিনিন্দা কেন সব?

প্রসূতি। ওমা কাঁদিতে কাঁদিতে
দিয়াছিনু বিদায় তোমারে,
কাঁদিতে গো বুঝি পুনঃ দেখা!
সতী!
চাঁদ মুখে আর কি রে-মা ব'লে ডাকিবি?
ক্ষুধা পেলে ধেয়ে কি আসিবি,
অঞ্চল ধরিবি মোর?
ও মা, প্রসবিনু যে দিন তোমারে,
সেই দিন হ'তে দিন দিন পড়ে মনে।
কি হবে গো—
কি হবে গো, মা আমার!

সতী। বাধা মোরে দিও না জননী,
পতিভক্তি শিখাও মা মোরে,
কে শিখাবে তুমি না শিখালে?
দে মা বিদায় আমার!

প্রসূতি। সতি, সতি, মা আমার!
ও মা তোরে কি ব'লে বিদায় দিব?
যাবি যদি জনমের মত,
মা বলে মা ডাক মোরে।

সতী। মা, মা, যাই যজ্ঞে মা আমার!

[সতীর প্রস্থান।

প্রসূতি। বল গো কি হবে মোর?

ভৃ-পত্নী। বিধাতার মনে যা আছে, তা হবে রাণি,
কি হবে কাঁদিলে আর?
হায়! জঞ্জাল বাধিবে—
বলেছিল মুনি মোরে;
চল গৃহে,
গবাক্ষ হইতে দেখি যজ্ঞে কিবা হয়।

প্রসূতি। ও মা সতি,
মার প্রতি কেন মা নিদয়া তুই?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

যজ্ঞস্থল।

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ, নারদ, দধীচি ইত্যাদি ঋষিগণ ও দক্ষ উপস্থিত)

দধীচি। রাজা!
হেন যজ্ঞ-সমারোহ দেখি নাই কভু।
সুলভ দুর্লভ সুসাধ্য অসাধ্য যাহা,
আয়োজন হয়েছে সকলি।
কিবা সভা, তিন লোক সমাগত,
কিন্তু কোথা পুরুষ-প্রধান?
মহেশ্বর কেন নাহি হেরি?
শিব-অধিকার—শিবের সংসার,
যজ্ঞভাগ তাঁর;
বিশেষতঃ জামাতা তোমার,
অগ্রে তাঁর অধিষ্ঠান;
কোথা উচ্চাসন দেবদেব হেতু?
কেমনে বা যজ্ঞ আরম্ভিবে—
সদাশিবে না পূজিলে আগে?
কে যজ্ঞ রাখিবে,
যজ্ঞে নানা বিঘ্ন হয় প্রজাপতি!

দক্ষ। হের মুনি, যজ্ঞেশ্বর হরি,
আপনি উদয় হেথা যজ্ঞরক্ষা হেতু।
ভ্রান্তি তব ঘুচে নাই মনে,
শিব-অধিকার কিবা?
আছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ—
এই ত সম্বল তার?
সুধাই তোমার—
'শিব' নাম কে দিয়েছে তার?
অমঙ্গল-কেতু সে ভাঙড়,
মৃত্যু-হ'তে অমঙ্গল কিবা?
লয়-কর্ত্তা অনাচার সৃষ্টি তার।
দেবদেব নাম—
ভ্রান্ত জীব না ক'রে বিচার,
স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্তে তাহার,
কালগ্রাসে পশে অত্যাচারে;
এই হেতু লয়-কর্ত্তা দেবদেব হয়।
শুন মুনি, যজ্ঞের যে আয়োজন,
মহাদেব ভিখারী ভাঙড়,
হেন সংস্কার
ত্রিসংসারে আর না রাখিব;
নিষ্ঠাচারে মানব স্থাপিব ভবে।
মৃত্যু হেতু ভয়,
তাই জীব সংসারে না রয়;
মৃত্যু-ভয় করিব খণ্ডন,
স্বেচ্ছাচার করিব দমন,
পিশাচ না পূজা পাবে।
শুন মুনি, জ্ঞানহীন তুমি,
ক্ষমিলাম অপরাধ।
শিব-নাম মুখে নাহি আন আর।
শিব-নাম যে আনিবে মুখে,
প্রেতপুরে স্থান তার।

দধীচি। শিব! শিব! শিব!
এ কি! ত্রিসংসার শিব-নিন্দা শোনে!
বুঝি প্রলয় নিকট আসি।
শিব! শিব! শিব!
শিবনাম না আনিব মুখে?
প্রজাপতি শিবের প্রসাদে,
কোটি প্রজাপতি নাহি গণি।
শিব-নাম করি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবার হে মহারাজ।
কিবা শক্তি ধর দক্ষরাজ,
শিবনাম লইতে নিষেধ কর?

দক্ষ। শক্তি মম এখনি বুঝিবে;
কে আছ রে দণ্ড দেহ দুরাচারে।

দধীচি। এই মাত্র শক্তি তব?
খণ্ড খণ্ড কর তনু মোর,
দেখ রাজা,
শিবনাম আনি বা না আনি মুখে!
শিব! শিব! শিব!
দেহ আদেশ রক্ষকে,
কি বা দণ্ড দিবে মোরে।

দক্ষ। বহিষ্কৃত কর ব্রাহ্মণে।

দধীচি। রক্ষিগণে কেন কষ্ট দিবে?
শিব-হীন যজ্ঞে কে রহিবে?
যথা শিব-অপমান,
ত্যজে স্থান সাধুজন।
কিন্তু শুন হিতবাণী,
বহুযত্নে করিয়াছ আয়োজন।
মহাকার্য্য প্রজার স্থাপন,
অগ্রে কর শিব পূজা।
নহে যদি চন্দ্র সূর্য্য নড়ে,
সাগরে না রহে নীর,
জেনো স্থির, যজ্ঞ তব যাবে রসাতলে।
অনাদি সে পুরুষপ্রবর,
শক্তি যার প্রেমে বাঁধা,
বাদ নাহি কর তাঁর সনে।

দক্ষ। রক্ষি, ব্রাহ্মণে কর রে দূর!

দধীচি। দূর কর মোরে,
তবু কহি—কর শিবপূজা,
যত্ন করি নাহি আন অমঙ্গল।
শিব! শিব! শিব!
দিগম্বর! করহ মার্জনা,
তব নিন্দা শুনিনু এ পাপ কাণে।
শুন শুন! যজ্ঞে যে বা আছ উপস্থিত;
কদাচিৎ না রহ এ স্থানে।
যাও পলাইয়ে,
নহে, রুদ্ররোষে না পাবে নিস্তার।
[দধীচির প্রস্থান।

দক্ষ। আদেশ হে সভাস্থিতগণে,
যজ্ঞারম্ভ করি আমি।

?দ কেহ থাক এ সভায়।
শিব নিন্দা কোটে যার গায়,
সভা ত্যজি যাইতে উচিত তায়।
কিন্তু কেহ নাহি কর' ভয়,
কি করিতে পারে সে ভাঙড়!
আছে সংস্কার,
মহারুদ্র ভূতের প্রধান,
ভ্রান্তি মাত্র তাহা।
ভিক্ষা যার জীবন-উপায়,
কি সম্ভব তার হতে।
দ্বারে যদি আসে সে ভিক্ষুক,
দ্বারপাল করিবে বিদায়।
যজ্ঞে বসি আদেশ হে হরি,
আদেশ বিধাতা!

প্র বশ)

সতী। পিতা,
ভিখারিণী প্রণমে তোমার পায়।

দক্ষ। সত্য বিয়!
ওরে, আছে কি রে পতি অনুমতি তোর
পিতারে প্রণাম দিতে?
কালামুখি, কেন এলি পোড়াইতে মুখ?

সতী। পিতা.
চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি,
জগৎগুরু মহাদেব!
পিতা, কন্যা আসে পিতার সদনে,
কালামুখ তাহে কিবা?

দক্ষ। কন্যা তুমি নহ আর মম।
ছিল দিন, কন্যা বলে ডাকিতাম তোরে,
কিন্তু নীচ রুচি, নীচ তুই,
পিশাচিনী এবে!
কি আস্পর্দ্ধা তোর,
সম্মুখে আমার কহ জগৎগুরু-শিব!
যা তুই—হেথা তোর নাহি স্থান।

সতী। পিতা, শিবগুরু শতবার কব।
তুমি প্রজাপতি—
সুনীতি শিখাবে ভবে,
পিতা হয়ে পতিনিন্দা শিখায়ো না মোরে।
পিতা, আমি অপরাধী,
আমি বরিয়াছি হরে,
কও দেহ, যে যা তব মনে লয়;
কিন্তু, কেন হরে কর অপমান?

দক্ষ। অপমান—মান আছে যার।
ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী?
আ রে আ রে, কুলের কণ্টক তুই,
পৈশাচিক কুবুদ্ধিতা তোর হেতু!
মান অপমান কথা কি তুই জানিবি!
যেই অনাচারী দমিবারে
যত্ন করি চিরদিন,
ঠেলিয়াছি ব্রহ্মার বচন,—
তারে তুই স্বয়ংবরে মালা দিলি!
কন্যা ব'লে পরিচয় দিস্ পুনঃ?
সেই দিন মমতা ছেড়েছি,
যেই দিন কালী দিলি মুখে।
নাহিক সম্ভব—মৃত্যুঞ্জয় সে ভাঙড়,
যদি কভু বৈধব্য ঘটে রে তোর,
অন্ন-পানি দিব তোরে;
ততদিন না আস সম্মুখে।

সতী। পিতা পিতা, কুবচন কহ মোরে,
নাহি নিন্দ হরে।
শিব-নিন্দা শুনি মরি প্রাণে,
ধরি গো চরণে শিব-নিন্দা নাহি কর।

নন্দী। মা, মা!
ফিরে চল, চল গো কৈলাসে।
বাবা মোরে ব'লে দেছে;
ও মা, আর না সহিতে পারি,
শিব-আজ্ঞা যাব ভুলে।

সতী। নন্দি, কোন্ মুখে ফিরিব কৈলাসে?
আসিবার কালে নিষেধ করিল হর
মানা না মানিনু,
বড়-মুখে আইলাম পিত্রালয়ে।
ছিল সাধ, মিটাব বিবাদ,
বিবাদ না মিটিল রে কভু—
যতদিন রবে অভাগিনী।
যা রে নন্দি, ফিরে যা কৈলাসে,
কহিস্ মহেশে,
ত্যজিলাম অপমান হেতু তাঁর।
ছার প্রাণ আর না রাখিব,
পোড়া মুখ আর না দেখাব,
ছাড়িব এ পাপ দেহ।

নিবেদন ক'র রে চরণে,
বংশ-অভিমানে কত তাঁরে কহিয়াছি পরু।
আমি নারী
মহিমা কি বুঝিবারে পারি ;
দেবদেব।
নিজ গুণে ক্ষমিবেন অপরাধ।
বলিস্ ভোলারে,
কভু যেন মনে করে মোরে ;
অজ্ঞান অবোধ,
সেবা তাঁর করিতে নারিনু!!
ছিল বহু সাধ,
সে সাধ রহিল মনে।
যদি পাগল আমার,
আমা বিনা হয় উচাটন,
ক'র রে যতন,
ভিখারীর কেহ নাহি ত্রিসংসারে।
দিগম্বর, কর ক্ষমা অধীনীরে,—
এ অন্তিমে হৃৎপদ্মে দেহ আসি দেখা ;
ভোলা, ভোলা, কোথা তুমি এ সময়!

(তনু-ত্যাগ)

নন্দী। ও মা, মা, কি বলিস্,
কি হ'ল কি হ'ল!
উঠ মা, উঠ মা,
শূন্য রথ লয়ে কি ব'লে কৈলাসে যাব—
শঙ্করে কি কব ?
ও মা, নিয়ে যেতে বলেছিল বাবা মোরে!
উঠ গো জননী,
শূলপাণি অধীর হবে গো তোর তরে।
ও মা, নন্দী কাঁদে তোর—
আদর কর মা তাঁরে।
হায় হায় শত ধিক্ প্রাণে,
দেখিনু নয়নে ভগবতী পরাণ ত্যজিল!
কি হ'ল কি হ'ল,
কোথা গেল মা আমার!
ক'রে অভিমান, ভাসায়ে বয়ান,
কার কাছে দাঁড়াব গো আর ?
অভাজনে মা বিনে কে রাখিবে গো পায় ?
ও মা কৃপাময়ি!
কেন আজি হলে গো নিঠুর ?
ডাকে নন্দী তোর,—দে না মা উত্তর,
কাতর কিঙ্কর মা গো!
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
কোন্ মুখে যাইব কৈলাসে,
কি ব'লে গো বুঝাব বাবারে ?
দক্ষালয়ে ত্যজিয়াছ প্রাণ,
কোন্ প্রাণে কব মাতা!
ও গো, হর মোরে করে ধ'রে কয়েছিল,
ফিরে এনে দিতে তার সতী।
আমি মূঢ়মতি, প্রভু-আজ্ঞা নারিনু পালিতে!
আশুতোষ করিবেন রোষ ;
কোলে ক'রে লুকাইবি আয়!
চল্ মা গো চল্,
হবে গো চঞ্চল পাগল তোমার তারা!
আয় মা গো আয়, বুঝাইবি তায়,
ও মা—কোথা যাব, মা গেছে গো চ'লে!

দক্ষ। মূঢ় প্রেত, নহে প্রেতভূমি,
নিবার চীৎকার তোর।

নন্দী। মূঢ় দক্ষ, কি কহিব বাবার নিষেধ।
নহে শূল করে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
শিবনিন্দা করিলি পামর।
নহে মা আমার ত্যজিয়াছে তনু,
তবু তুই এখন জীবিত ?
নহে কি রে নহে কি অধম,
যজ্ঞ-ধূম উঠিত রে তোর ?
শিব-হীন সভা কি রে এখন রহিত ?
ফাটে প্রাণ, বাবার নিষেধ,
মা ত্যজেছে প্রাণ,
আছি রে, আছি রে দক্ষ দিতে প্রতিফল!
নহে,
আত্মহত্যা বিনা মম প্রায়শ্চিত্ত কিবা ?
ধিক্ আমি অধম কিঙ্কর.
শৈব হয়ে হেরিলাম শিবহীন সভা!
শোন্ দক্ষ নাহি তোর ত্রাণ।

[নন্দীর প্রস্থান।

দক্ষ। রক্ষি, বধ ওরে।

রক্ষী। প্রভু কোথা আর ?
শূন্যভরে গেছে চলে যোজনের পথ ;
শূন্য রথ আপনি ফিরিল।

দক্ষ। ভাল হ'ল মিটিল জঞ্জাল,
সতী গেল ঘুচিল প্রাণের ব্যথা।

ছিল কন্যা মমতায় তার,
এত দিন ক্ষমেছি শিবেরে,
আর ক্ষমা নাহি মোর!
আগে যজ্ঞ করি সমাধান,
কৈলাস ডুবায়ে দিয়ে সাগর-সলিলে।
সতী ম'ল পুনঃ মুখ হইল উজ্জ্বল,
না কহিবে শিবের শ্বশুর।
ওহো! কন্যা হেতু এ হেন যন্ত্রণা,
অপমান পদে পদে!
অন্ন নাহি ভাঙড়ের ঘরে
না খেয়ে হয়েছে কালী।
কে দিল এ অলঙ্কার?
ভিক্ষা ত্যজি,
চুরি বুঝি শিখেছে ভাঙড়
ধন্য তব যোগাযোগ বিধি!
কিন্তু আর কন্যা নাই,
নবীন জামাই এনে তুমি দিবে ধাতা,
দেখ এবে যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়।

ব্রহ্মা। দেখ হরি,
থরথরি কাঁপে তিন পুরী।
মহাধূম গগনমণ্ডলে,
ধিকি ধিকি বহ্নি-জিহ্বা জ্বলে,
হেন ধূম প্রলয়ে না হয় কভু!
খসে বুঝি বিশ্বের বন্ধন, টলে ত্রিভুবন;
কোথায় পলাব, কোথা স্থান পাব,
এ প্রলয়ে সকলি কি হবে নাশ?

বিষ্ণু। শুন ব্রহ্মা, কি বুঝিব শক্তির মহিমা।
কহি শুন,
যে কথা শুনেছি আমি অভয়ার মুখে।
নন্দী যবে, মৃত্যু-কথা কবে,
ক্রোধে রুদ্র ছিঁড়িবে আপন জটা;
মহাবীর জন্মিবে তাহার,
মহাকায়, পূর্ণ মহারুদ্র-তেজে,
শূল করে ত্রিসংসারে পারে বিঁধিবারে;
সময়ে শঙ্কর তারে দিবেন আরতি।
বুঝি জন্মিল সে ভৈরব মূরতি;
সাবধানে দেবসেনা হও সুসজ্জিত,
আসে রণে কৈলাসীয় চমু,
প্রাণপণে যুঝিব সকলে মিলি;
কোন মতে যজ্ঞ-বিঘ্ন না দিব করিতে।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। হরি, রক্ষা কর, মজে ত্রিসংসার!
নন্দীর পশ্চাতে গেলেম কৈলাসপুরে,
নন্দী দিল পরিচয়!
কাঁপিছে অন্তর মোর,
অকস্মাৎ কি দেখিনু!
ঊর্দ্ধ জটা তালে যদি উঠিল গর্জ্জিয়া!
শশি-খণ্ড, রবি-জ্যোতিঃ ধরে,
ত্রিনয়নে কোটি রবি ঝরে,
গর্জ্জে ফণী বাসুকির ত্রাস!
জটা ছিঁড়ি ফেলিল মহেশ!
কি কহিব, কহিতে অবশ জিহ্বা,
জটাজূট শিরে, শূল করে উঠিল পুরুষ।
ভীমকায় কহিল মহেশে,
"কি আদেশ তাত মোরে?
দিক্-হস্তী এখনি বধিব, সাগর শুষিব,
চন্দ্র-সূর্য্য চিবাইব দাঁতে।
আজ্ঞা মোরে দেহ শূলপাণি,
খণ্ড খণ্ড করিব মেদিনী,
স্বর্গ পরে রসাতলে থোব,
চাহ যদি স্বর্গ উপাড়িব।"
দক্ষযজ্ঞ নাশ হেতু কহিল শঙ্কর তারে।
নন্দী শিঙ্গা বাজাইল ঘোর,
সাজিল সত্বর ভূতদানা অগণন,
মুক্ত কেশ শূল করে নৃত্য করে সবে।
কহ প্রভু কি উপায় হবে,
সকলই মজিবে!

বিষ্ণু। সাজ সেনা সম্মুখীন অরি;
চল আগুবাড়ি দিব রণ,
যজ্ঞ-বিঘ্ন নাহি ঘটে।

[বিষ্ণুর প্রস্থান।

দক্ষ। কে যুঝিবে বিষ্ণুর সহিত?
কিন্তু রণে চক্র যদি পায় পরাজয়,
যজ্ঞ হ'তে সেনা পুনঃ করিব সৃজন;
শিব-সেনা ভূতদানা কি করিবে?
বৃদ্ধ শিব কত বল তার?

নেপথ্যে। হর! হর! হর!

দক্ষ। শুনি ভীষণ হুঙ্কার!

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

১। মহারাজ, প্রাণ যদি চাও,
পলাও—পলাও, এল এল এল সবে।
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল,
ভূত প্রেত দৈত্য দানা,
না হয় গণনা, আসিতেছে রণে কত!
বিকটবদন, রণোল্লাসে করিছে গর্জ্জন,
জনে জনে সাক্ষাৎ শমন রাজা!
মহাতেজা বীর একজন,
পদভরে কাঁপে ত্রিভুবন,
শূল করে মৃদু মৃদু হাসে
বায়ুবেগে আসে—
দেবসেনা আক্রমণে।

দক্ষ। কে আছ রে, বধ করে ভীরু দূতে;
আন কেহ সংগ্রাম বারতা।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর! হর! হর!

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

দূত। প্রভু, তুমুল সংগ্রাম;
অবিরাম বরিষার জল,
অস্ত্র ঝরে, উজ্জ্বল প্রভায় দিশা!
প্রাণপণে—দেবসেনাগণ করিছে বারণ,
কৈলাসীয় মহাচমূ।
বিষ্ণু যুঝে বীরভদ্র সনে,
শূল-চক্র মিলিত গর্জ্জনে—
বিদারিত ব্যোমদেশ।

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর—হর—হর!

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

দূত। বিস্ফুলিঙ্গ ফোটে, ব্রহ্মডিম্ব টোটে,
মহারুদ্র আগত সংগ্রামে।
বজ্র হেরি বিফল সংগ্রামে
পলায়েছে পুরন্দর;
ম্রিয়মাণ পাশ রণে;
দণ্ড-করে ফিরেছে শমন।
ধনুহীন পবন পলায়;
রুদ্রকায় মহাবহ্নি ছোটে,
একা হরি রণমাঝে!

[তৃতীয় দূতের প্রস্থান!

নেপথ্যে। হর—হর—হর!

(চতুর্থ দূতের প্রবেশ)

দূত। দেব, পলাও সত্বর,
চক্রধর ত্যজেছেন রণ!
অদ্ভুত কাহিনী, অকস্মাৎ হল' দৈববাণী,
"কেন চক্রপাণি
মহাশক্তি হরের সহায়;
অন্য শক্তি লয় হবে সেই মহাতেজে।"
রণে পৃষ্ঠ দিয়াছেন হৃষীকেশ।

দক্ষ। মহামন্ত্রে যজ্ঞাহুতি করহ প্রদান,
সেনা সৃষ্টি কর অগণন!

[যজ্ঞে আহুতি প্রদান।

নেপথ্যে। হর—হর—হর!

(ভূতদলের প্রবেশ ও যজ্ঞনাশ)

নন্দী। যেই মুখে শিবনিন্দা করিলি বর্ব্বর,
নিজ যজ্ঞে সেই মুণ্ড দেহ রে আহুতি!

সকলে। এই দক্ষ—এই দক্ষ।

[দক্ষকে লইয়া প্রস্থান।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার!
সতি, সতি, কোথা সতি!
প্রাণেশ্বরি, এস রে, হৃদয়ে!
ছি ছি, ভুলাইয়ে কেন রে করিলে গৃহী।
কোথা গেলে, কি দোষে ত্যজিলে,
প্রাণপ্রিয়ে, কেন কর অভিমান?
শত দোষ করিলে না কহ কথা।
আজি বিনা অপরাধে,
ধরণী-শয়নে কি হেতু শুয়েছ রোষে?
দেহ রে উত্তর,
ও রে, প্রাণে না সহে আমার;
ত্রিসংসার হেরি অন্ধকার,
অন্তরের সার তুই সতি!
আহা, মোর নিন্দা শুনে,
সতী মলো প্রাণে!
ও হো, সতী প্রাণ দেছে,
মহেশের মৃত্যু নাই!
আয় সতি, আয় রে হৃদয়ে,
আর প্রিয়ে ছাড়িতে নারিবে মোরে।

আরে রে দুখিনী, আরে অভাগিনী,
ভিখারীরে কেন রে বধিলি,
কেন ওরে পাগলে মজালি ?
ফেলে গেলে বনিতার ভুজঙ্গনে।
সতি, প্রাণে সহে না যে, আর
কহ কথা, কহ একবার,
অধরে রে বারেক নিরখি হাসি।
ওরে হয়েছি কাতর, দেহ রে উত্তর,
নিঠুর নহ ত তুমি !
ফিরে আর যাব না কৈলাসে,
অদ্যাবধি কাল যথা নাহি পশে,
বিশ্ব-অন্তে বসিব বসিব বিরলে ;
নয়নের জলে—
নিত্য ধোব বদন তোমার।
ডাক একবার ভোলারে ভোলা রে সতি,
আহা সতী মরে ভাঙড়ের তরে !

(সতীদেহ লইয়া গমনোদ্যত।

(প্রসূতি ও তপস্বিনীর প্রবেশ)

প্রসূতি। কোথা যাও ফিরে চাও, আশুতোষ !
অভাগিনী ডাকিছে তোমায়,
হের হর করুণানয়নে,—
দীন জনে চির-কৃপা তব।
আমি দীনা পতি-কন্যা-হীনা,
পশুপতি, আশ্রিতা তোমার।
হই যদি সতী, পশুপতিপদে মাগি পতি,
দুঃখিনীরে কর না বঞ্চনা।
সদাশিব নাম,
অবলায় হও না হে বাম,
অকলঙ্ক নাম তব কৃপাময় ;
করুণায় অবলায় রাখ পায়।
জানি প্রভু, পতি মম দোষী,
ওহে প্রেমময় পরম সন্ন্যাসী,
তবু আমি দাসী তার।
সতী-পতি, পতি দেহ মোরে,
সতীর জননী যাচে।
তুমি প্রভু জগতের পতি,
কুমতি সুমতি সকলই হে সনাতন !
দক্ষ কে বা নিন্দিবে তোমায় ?
তোমার ইচ্ছায় শিব-দ্বেষী হ'ল পতি।
ওহে অগতির গতি, কর দয়া পতিহীন জনে
ভোলা দিগম্বর, তুমি হও হর !
দেখ হে শঙ্কর—অন্তর্যামী ভগবান ;
মার প্রাণে কি আঘাত দেছে সতী।
তাহে পতিহীনা ; কর হে করুণা,
শিবময় করুণা-আধার !

তপ। বিষপত্র দেহ রাঙা পায়।

(প্রসূতির মহাদেবের পদে বিষপত্র প্রদান)

মহা। কে—রে, বর দে—রে, যাব—রে সত্বর,
সতী নাই রব না সংসারে আর।
পতি তব পাবে প্রাণ,
কিন্তু মুণ্ড তার পুড়েছে অনলে,
অজ-মুণ্ড করিবে ধারণ।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে,
মম ভাগ দিতে ব'ল বিষমূলে।
সতি, সতি, চল যাই ;
বিশ্বকার্য্যে আর না রহিব,
সতি, সতি, চাহ রে বদন তুলে।

[সতী-দেহ লইয়া মহাদেবের প্রস্থান।

প্রসূতি। ওগো তপস্বিনি, আমি অভাগিনী,
এ দুর্দ্দশা হ'ল গো স্বামীর !
আহা, সতী কোথা ছেড়ে গেল মোরে ?
কোথা মা আমার,
মা ব'লে গো ডাক একবার !
ওমা, লীলা হেতু তুই জন্মেছিলি ;
অভাগীরে কেন রে কাঁদালি,
চ'লে গেলি কেন মা আমার !
শুন তপস্বিনি,
সাধমাত্র রাজারে দেখিব,
গৃহে নাহি রব, চ'লে যাব,
সতীরে করিব ধ্যান।
আহা জন্ম লয়ে অভাগী-জঠরে,
কেঁদেছে রে চিরদিন।
ছিল গো কৈলাসে,
কভু তার তত্ত্ব না করিনু।
প্রাণ দিতে কেন সতী এলো।
দেখি বা না দেখি নয়নে,
শুনিতাম কানে,

সতী মোর বেঁচে আছে;
ওগো চাঁদমুখ কেমনে ভুলিব।

। শুন রাণি, নহ তুমি সামান্যা রমণী,
অভাগিনী নহ কভু।
তুমি ভাগ্যবতী,
তাই গর্ভে জন্মেছে শঙ্করী।
অন্তে পুনঃ সতীরে পাইবে,
সতী সনে চিরদিন রবে,
বাঁধা সতী প্রেমে তোর;
মনসাধ মিটিবে তোমার।
নিত্য ঘুমাইলে
সতী আসি মা ব'লে ডাকিবে;
যাও রাণি, মিথ্যা নহে বাণী।

[প্রসূতির প্রস্থান।

প। ও মা, ও মা, কতদিন আর—
কার্য্যে বাঁধা রাখিবি মা কত দিন?
দেখা দে-মা,
ব'লে মা গো, প্রাণ নাহি বোঝে।

(সতী-ছায়ার আবির্ভাব)

সতী-ছা। যাই হিমালয়,
যতদিন শিব সনে না হয় মিলন;
ভ্রম তুমি শিবগুণ করি গান,
শিবধামে ল'য়ে যাব পরে!
শোন্ পদ্মা, রাখিস্ রে মনে,
প্রসূতি-সদনে
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবি।
মায়া-ঘোরে মেনকা-জঠরে রব আমি যত দিন,
শিবসনে বিচ্ছেদ আমার।
নাহিক আধার কেমনে আসিব,
কার্য্যহীন প্রকৃতি-পুরুষ বিনা।
জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে তোমার,
বিকাশ তাহার এখনও রয়েছে বাকী।
সখীভাব শিখিবি রে শিবগুণগানে।

———

যবনিকা-পতন।

বৃষকেতু।

—০—

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•—

রাজসভা।

কর্ণ ও প্রহরী।

প্রহরী। মহারাজের জয় হোক্।

কর্ণ। কি সংবাদ?

প্রহরী। দ্বারে একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত।

কর্ণ। অকর্ম্মণ্য, কি নিমিত্ত সভায় আন নি?

প্রহরী। মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা হয়, কেমন বামুন—কোত্থেকে এল, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কর্ণ। কোথা হ'তে এল, তোমার জান্‌বার প্রয়োজন নাই।

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! অধীনকে মার্জ্জনা করুন, ব্রাহ্মণের চিহ্নের ভিতর স্বধু যজ্ঞসূত্র, নইলে কিম্ভূত-কিমাকার, মুখ যেন মালসা, গালের মাংস উরুতে নেবেছে, আর চেহারাখানি যেন তালগাছ ভেঙে পড়্‌ছে।

কর্ণ। নরাধম! ব্রাহ্মণকে শীঘ্র সভায় আন্‌!

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! কুলোর মত দু'খানা ঠোঁট নেড়ে বলে, "খাব খাব।"

কর্ণ। পাপিষ্ঠ! শীঘ্র আন্‌, ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত, এখনও রয়েছে?

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! রাক্ষুসে মূর্ত্তি!

কর্ণ। শীঘ্র আন্‌, নহিলে দণ্ড পাবি। তুই কি আমার নিয়ম জানিস্ না, ব্রাহ্মণকে রোধ [illegible]।

প্রহরী। যে আজ্ঞে মহারাজ! (স্বগত:) ব্যাটা আজ রাজসভা শুদ্ধ খাবে। এই যে দামোদর-মূর্ত্তি আপনি আস্‌ছেন।

(ব্রাহ্মণ-বেশে বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। মহারাজের জয় হউক।

কর্ণ। আসুন, আমার পুরী পবিত্র হলো।

বিষ্ণু। মহারাজ! খাব, একাদশী করেছি, খাব।

কর্ণ। যে আজ্ঞা, কি আহার করবেন, বলুন।

বিষ্ণু। মহারাজ! বল্‌ব, তা বলায় হানি নাই। আপনি দাতার শিরোমণি, আপনার যশ সকলেই গায়; তাই বলি, একাদশী ক'রে রয়েছি, বড় ক্ষুধার্ত্ত, খাব।

কর্ণ। কি খাবেন, অনুমতি করুন।

বিষ্ণু। মহারাজ! আপনি আশ্রয়দাতা, দেবদ্বিজ-ভক্ত, তাই বলি, ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আমি—কিছু—আমি কিছু—

কর্ণ। কেন কুণ্ঠিত হচ্চেন? আজ্ঞা করুন, অতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য হ'লেও এই দণ্ডে এনে দিব।

বিষ্ণু। আমি কিছু—আমি—কিছু—আমার কিছু মাংসে রুচি।

কর্ণ। দ্বিজবর! এই নিমিত্ত সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন? যে মাংস আজ্ঞা করবেন, এখনি প্রস্তুত করব।

বিষ্ণু। আহা, তাই বলি—তাই—বলি! মহারাজের দয়া সমুদ্র-বিশেষ। আপনি অতি সজ্জন, অতি মহাশয়, অতি [illegible], অতি গম্ভীর-প্রকৃতি, আর সেইরূপ [illegible], সেইরূপ আত্মত্যাগী!

কর্ণ। প্রভু! আমি [illegible] যোগ্য নই, কি বাসন [illegible] ক'রে চরিতার্থ করুন।

বিষ্ণু। দেখুন, অতি উত্তম মাংস, সেই মুনির যজ্ঞে খেয়েছিলুম, অতি কোমল মাংস, প্রাণ পরিতৃপ্ত হ'ল, আর রন্ধনও অতি পরিপাটী।

কর্ণ। আমারও সুপাচক আছে, যেরূপ কোমল মাংস ইচ্ছা করেন, তাই প্রস্তুত হবে।

বিষ্ণু। আহা! সে অতি উত্তম মাংস।

কর্ণ। কি মাংস?

বিষ্ণু। মহারাজ!

কর্ণ। বলুন?

বিষ্ণু। নরমেধযজ্ঞে অতি কোমল শিশু কেটেছিল, পরিপাটী ভোজন হয়েছিল।

কর্ণ। নরমেধ ভক্ষণ কর্‌তে ইচ্ছা করেন?

বিষ্ণু। হাঁ, কিন্তু একটু কোমল ভোগীর মাংস হ'লে ভাল হয়।

কর্ণ। দ্বিজবর! সঙ্কুচিত হবেন না, যদি ইচ্ছা করেন, আমার মাংসই রন্ধন ক'রে আপনাকে ভক্ষণ করাই।

বিষ্ণু। মহারাজ! আপনার পুত্রের মাংস আপনার অপেক্ষা কোমল।

প্রহরী। (স্বগত) ব্যাটা ছেলে থেকে সুরু করেছে, সপুরী একগাড় কর্‌বে, আমার চাকরীতে কাজ নেই, প্রাণ বড় ধন। [প্রহরীর প্রস্থান।

কর্ণ। আমার পুত্রের মাংস?

বিষ্ণু। আজ্ঞে, পথে দেখলুম—যেন ননী।

কর্ণ। ভাল, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

বিষ্ণু। মহারাজ! পারণের একটু নিয়ম আছে।

কর্ণ। কি নিয়ম, আজ্ঞা করুন।

বিষ্ণু। স্ত্রী-পুরুষে পুত্রকে বধ কর্‌তে হবে, সস্ত্রীক না হ'লে, আমি দান গ্রহণ করি না।

কর্ণ। স্ত্রী-পুরুষে বধ কর্‌তে হবে?

বিষ্ণু। নচেৎ আমার তৃপ্তি জন্মাবে না।

কর্ণ। ঠাকুর! অপেক্ষা করুন, আমার পত্নীকে এক-বার জিজ্ঞাসা করি।

বিষ্ণু। করাত দিয়ে কাটবেন, খেঁৎলে না কাটলে একবারে রক্ত বেরিয়ে যাবে, মাংস অত সু-তার থাক্‌বে না।

কর্ণ। ভাল, পদ্মাবতীকে সম্মত ক'রে আনি।

বিষ্ণু। আর এক কথা—কাতর হয়ে কাটতে পার-বেন না, কাতরের দান আমি গ্রহণ করি না, আঃ! বড় [illegible]

কর্ণ। যখন পুত্রবধে কৃতসঙ্কল্প, তখন কাতর হব, ভাব্‌বেন না।

বিষ্ণু। হাসি-মুখে স্ত্রী-পুরুষে আমার সাক্ষাতে ছেলেটিকে কাটতে হবে। কি জানেন, বড় ক্ষুধার্ত্ত, কাটা দেখলেও কতক তৃপ্ত থাক্‌ব।

কর্ণ। ভাল, সেইরূপই হবে। আমি পদ্মাবতীর নিকট হ'তে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন গে। কে আছে রে, ব্রাহ্মণকে বিশ্রাম-গৃহে নিয়ে যাও। কি আশ্চর্য্য! উত্তর নাই। কে আছ, কে আছ? কৈ, কেউ নাই। আসুন দ্বিজ, আমার সঙ্গেই আসুন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কক্ষ।

পদ্মাবতী।

পদ্মা। কেন এখনও এল না?
বৃষকেতু অশান্ত হয়েছে,
প্রাতে উঠে গেছে,
ক্ষুধার সময় হলো তার।
খেলা পেলে সব যায় ভুলে,
নেচে গেয়ে ফেরে শিশু সনে।
আহা! বৃষকেতু আমার যেমন,
হেন আর দেখিনে নয়নে।
কিবা আভরণে, আভরণ বিনে,
নয়ন জুড়ায় হেরি।
শিশু ল'য়ে ফিরে, [illegible] যেন তারা-হারে,
বাজায়ে ঝুকরে যবে নৃত্য করে,
গলে দোলে ফুলমালা—
মুক্তা-বারি ঝরে শ্রম-বারি,
মুছায়ে বদন, যবে কোলে করি, মনে হয়—
[illegible] বহ অন্তরে সুধার ধারা।
যবে কোলে উঠে 'মা' বলে আমায়,
স্বর্গ-সুখ নাহি চাই বিনিময়ে।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। রাণি, [illegible]
[illegible]

গেল নাম গেল,
অপকীর্ত্তি রটিল জগতে,
অতি বৃদ্ধ বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ,
গেল, সকলি বা গেল কীর্ত্তিনাশ হ'ল,
এলো দ্বিজ, নাহি জানি কোথা হতে ;
লেলিহান শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্ষুধার জ্বালায়,
বিপুল জিহ্বায় ওষ্ঠ চাটে পুনঃ পুনঃ।
কর্ম্মলোপ হ'ল এতদিনে।

পদ্মা। কেন কেন, কি হয়েছে মহারাজ ?

কর্ণ। অতি বৃদ্ধ বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ।

পদ্মা। বুঝিতে না পারি, কহ কি বা নরনাথ!
কেন ম্লান বদনমণ্ডল ?
শ্বাস বহে ঘন ঘন,
কেন উচাটন বলহ রাজন্ !
উন্মাদ যেমন,
ঘূর্ণ্যমান লোহিত লোচন,
বুঝিতে না পারি,
আচম্বিতে কেন হেন ভাব ?

কর্ণ। জান রাণি, সহজে কাতর নহি আমি,
যবে তনয়ের কল্যাণসাধনে,
আইলেন বাসব ভবনে,
অবিচল প্রাণে,
আখণ্ডলে কুণ্ডল করিনু দান,
অকাতরে ছেদিয়া শরীর,
দানিলাম অভেদ্য কবচ।
কিন্তু এবে বিধাতার বিষম ছলনা,
কি করি বল না,
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা বুঝি না হয় পূরণ।
পদ্মাবতি! খেদ হয় অতি,
প্রতিশ্রুত হয়ে সত্য নারিব পালিতে।

পদ্মা। প্রাণ কাঁপে, বল মহারাজ,
সহজে সুমেরু না নড়ে।
সন্দেহে রেখ না আর,
(বিবর্ণ না হয় ভানু,)
শীঘ্র বল ব্যাকুল হতেছে প্রাণ।

কর্ণ। শুন রাণি,
মেঘের বরণ,
কোথা হ'তে আইল ব্রাহ্মণ,
অতিবৃদ্ধ,
কুঞ্চিত লোলিত চর্ম্ম ঢেকেছে নয়ন,
কণ্টক সমান মস্তকে পলিত কেশ,
ভয়ঙ্কর বেশ,
সভায় চাহিল দান ;
কহিল ব্রাহ্মণ,
"আমি উপবাসী, একাদশী ব্রত পালি,
পারণ করাও রাজা!"
কৈনু অঙ্গীকার—
দিব যে আহার চাহে দ্বিজ ;
সর্ব্বনাশ উদয় আমার,
বুঝিতে নারিনু তাহা।

পদ্মা। কেন কেন কিবা দ্রব্য চায় ?
আছে নানা সামগ্রী ভাণ্ডারে—
কোটি কোটি বিপ্র যাহে হয় পরিতোষ,
তবে কেন শঙ্কা নরনাথ ?

কর্ণ। নিদারুণ সে ব্রাহ্মণ,
বলিল যে কঠিন বচন,
কহিতে সে কথা জড়ায় রসনা।
ব্রাহ্মণের শুনিয়ে বচন
পলায়েছে রাজ-ভৃত্যগণ,
বড় দায়ে সুধাই তোমায়
বল রাণি, কি হবে আমার ?

পদ্মা। প্রভু! তুমি জান চিরদিন,
আমি তবাধীন,
প্রাণ দিব যদি হয় প্রয়োজন ;
বল নাথ! হয়ো না উতলা,
শীঘ্র বল কি চাহে ব্রাহ্মণ।

কর্ণ। রাণি, বড়ই কঠিন দ্বিজ।
বৃষকেতু কুমার আমার—
কহে দারুণ ব্রাহ্মণ ;—
মাংস তার করিবে ভক্ষণ।

পদ্মা। না না মহারাজ!
ছল করে দ্বিজবর;
অহো! এও কি সম্ভব কভু ?

কর্ণ। নহে ছল!
রণে বজ্রসম বাণে,
না হই কাতর কভু—
অকারণে কাতর কি হেতু হব ?

পদ্মা। না না,
ছল মাগে তোমার ব্রাহ্মণে।

কর্ণ। আমি প্রতিশ্রুত—
দিব যাহা করিবে ভক্ষণ,
ধন-দানে প্রতিজ্ঞা না রবে,
তাই ভাবি ধর্মকর্ম গেল সমুদয়।
পদ্মা। যাক কর্ম, ধর্ম হোক লোপ,
যাক্ রাজ্যধন কাননে করিব বাস।
আহা! হৃদের নন্দন
কেটে দিব রাক্ষসেরে,
কোন্ প্রাণে কহ মহারাজ?
নহি পশু,
পশুর যেই নাহি পালে শিশু তার,
বাঘিনী বিবরে, যত্ন সহকারে
রক্ষা করে শাবক তাহার।
মহারাজ, এই কি ধর্মের মূল?
কর্ণ। জানি রাণি! সকলি মজিবে,
তাই আসিয়াছি লইতে বিদায়,
জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিব বিসর্জন।
ক্ষত্র হয়ে
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে যেই জন,
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত তার;
তবু তাহে নিস্তার না পাব,
নরকে পড়িব;
প্রত্যাশিত বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ,
যাই রাণি! বিদায় জন্মের মত?
পদ্মা। কোথা যাবে?
হায়, মম উপায় কি হবে?
ভগবান্, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত শিরে!
করহ উপায়—
অন্ন দানে তোষ ব্রাহ্মণেরে।
কর্ণ। উপায় না দেখি রাণি, প্রাণদান বিনে,
তাই প্রাণ, ত্যজিব মহিষি!
গেল ধর্ম, যশ হ'ল লোপ,
প্রাণে আর ফল কিবা?
পদ্মা। ধৈর্য্য ধর, মহারাজ!
কাদিতে ক'রো না মানা,
জান না জান না—মায়ের বেদনা,
তাই নাথ, করো রোষ;
নারী দাসী চিরদিন,
পুত্রে নাহি মম অধিকার,
মম ভাগ্যে যা হবার হবে,
ধর্ম তব করহ পালন।
দাসী আমি, কি হেতু সুধাও মোরে?
সঙ্কল্প তোমার,
শেল হৃদে হানিবে আমায়,
পুত্রে বিসর্জ্জিব,
নহে স্বামী হারাইব,
নিস্তার নাহিক আর।
যেবা হয় কর মহাশয়!
বিদায় আমারে দেহ।
ভাব কি রাজন্!
পত্নী হয়ে দেখিব নয়নে,
জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিবে পতি?
যেবা হয় হইবে আমার,
সত্যে রাজা হও গো উদ্ধার।
আহা! বৃষকেতু!
এই হেতু গর্ভে ধরিলাম তোরে।
হেরি সকলি আঁধার,
প্রাণ আমার কেন আছে দেহে,
কি হ'ল কি হ'ল,
মৃত্যু, তুমি কোথা এ সময়!
কর্ণ। শুন, রাণি! কঠিন ব্রাহ্মণ,
সস্ত্রীক ব্যতীত
দান নাহি করিবে গ্রহণ।
পদ্মাবতি! তুমি কি জান না,
বৃষকেতু প্রাণের দোসর মোর,
শুন মম বাণী, ধৈর্য্য ধর, রাণি!
ধর্ম রাখি পুত্রবলিদানে,
শেষে দোঁহে মিলে যাব চ'লে
গহন কাননে,
কিংবা জ্বলন্ত আগুনে
জুড়াব প্রাণের জ্বালা।
পদ্মা। রাজা! মা হয়ে কেমনে
নন্দনে দিব হে বলি?
কর্ণ। ধর্ম রাখ, হয়ো না কাতর,
নিরন্তর ধর্মে তব মতি;
এস, ধর্ম করি গে পালন;—
ব্রাহ্মণেরে করাই পারণ,
সত্যে বাঁধা পতি তব,
গুণবতি!
সত্যে পার করহ স্বামীরে।

পদ্মা। হায়! ধর্ম্ম-মর্ম্ম কেমনে বুঝিব?
আহা! বাছা যবে সুধাবে আমায়,
কারে মোরে দাও বিলাইয়ে?
বল , কি বর্ণিব
কি ব'লে বুঝাব প্রাণে?
ওহো! এত ছিল অদৃষ্টে আমার!
(নেপথ্যে) মহারাজ! ক্ষুধায় কাতর,
যাই স্থানান্তরে।
কর্ণ। যাই দ্বিজবর!
বিলম্ব নাহিক আর।
রাণি! চিন্তার সময় নাই,
[illegible] মন,
[illegible] মম করহ উদ্ধার,
দুরন্ত নরকে পতিয়ে নিস্তার কর।
নৈলে দ্বিজ স্থানান্তরে যাবে,
কীর্ত্তিনাশ হবে,
বাঁধ বুক ধর্ম্ম ভাবি সার।
যেন ছায়াবাজী এ সংসার,
মহানাট্যশালে নানা সাজে খেলে নর,
কেহ পিতা, কেহ পুত্র, ভ্রাতা,
স্রোতে-তৃণ-সংমিলন,
ধর্ম্মমাত্র অন্তকালের সখা;
ধর্ম্ম না করিও হেলা।
পদ্মা। প্রভু! যা হ'বার হবে,
পাল ধর্ম্ম,
কর যেবা অভিরুচি।
কর্ণ। আরও আছে কঠিন নিয়ম,
স্ত্রী-পুরুষে করাত ধরিব,
অকাতরে পুত্রেরে কাটিব,
তবে দ্বিজ করিবে ভক্ষণ।
পদ্মা। রাজা! কি বল বল,
বাছা, বাছা রে আমার!
(মূর্চ্ছাপ্রায় ও রাজা-কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া)
কর্ণ। মোহ ত্যজ, মোহ ত্যজ, রাণি!
আছে বহু শোকের সময়,
উদ্‌যাপন করিব কঠিন ব্রত।
আহা, চাঁদমুখ হেরিয়ে বাছার,
কত বার করিয়াছি মনে,
সিংহাসনে বসা'ব কুমারে,
হেরিয়ে তনয়,
কতই ভরসা
কত আশা উঠিত হৃদয়ে,
সব হবে ক্ষয় দৈববিড়ম্বনে আজি,
কি হবে কাঁদিলে আর?
পদ্মা। রাজা! কোন্ প্রাণে কাটিব নন্দনে?
কাতর হইবে,
মুখ তুলে 'মা' ব'লে ডাকিবে,
সন্তানের মা বিনে কে আছে?
আহা বাছা! আহা মরি মরি,
পিতা-মাতা অরি,
কেন বাছা, এসেছিলে রাক্ষসী-জঠরে?
অহি-সম কঠিন পরাণ,
বধিব রে আপন সন্তান,
ভগবান্! এত কি নারীর সয়,
কালরূপী এল কে ব্রাহ্মণ,
হায়, হায়! মজিল সংসার,
মাতৃনামে করিলাম কলঙ্ক অর্পণ,
ত্রিভুবনে মা বলা ফুরাল।
শত ধিক্ জীবনে আমার,
বড় অভাগিনী,
মেদিনি! দেহ মা স্থান।
আজ্ঞাকারী দাসী তব প্রস্তুত, রাজন্!
রাখ ধর্ম্ম, সাধ প্রয়োজন।
কর্ণ। প্রাণ বাঁধ প্রাণ বাঁধ, রাণি!
পুত্রে আনি দিতে উপহার।

[কর্ণের প্রস্থান।

পদ্মা। [illegible],
প্রাণ আমার হয়ো না চঞ্চল,
পতিব্রতা-ব্রত আজি কর উদ্‌যাপন,
স্বহস্তে নন্দনে দিয়ে বলি।
জন্মিয়াছি পুত্রহত্যা তরে,
দেখিবে সংসারে,
নারীদেহে পিশাচিনী!
আরে প্রাণ, কোথায় লুকাইবে,
কোথায় স্থান পাবে?
পশ যদি রসাতলে অনন্ত আঁধারে,
সেথা তোরে পুত্রঘাতী কবে,
কৃমি কেরে নরক-মাঝারে
[illegible] পুত্রবতী;
[illegible] উদরে তুলনা নাহিক তোর,

হের, সশরীরে গ্রাসিতে তোমায়
নরক উদর,
শুন শুন রে অনিল!
অশরীরী বাক্যে সবে বলে—
ওই এই পুত্রঘাতী।
দিবাকরে নেহার মলিন,
মেদিনী না সহে ভার তার,
চারিদিকে শুন কলরব
গণ্ডগোল সব,
হেরে তোরে প্রকৃতি শ্রীহীনা।
হবে সৃষ্টিনাশ
চরাচর সাগর করিবে গ্রাস,
হুতাশ ব্রহ্মাণ্ডময়,
ভীত প্রাণী সমুদয়।
শুন সবে কয়—
মা হয়ে সন্তানে দিবে বলি।
বৃষকেতু! বৃষকেতু!
পালা—পালা বাপধন!
কোথা যাবি, কোথা পলাইবি,
কোথায় পলাবি আর,
যাই যাই, বিলম্ব কি হেতু করি।

(মূর্চ্ছা)

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। সর্ব্বনাশ!
এ কি, রাণী ধূলোয় পড়ে,
ওরে শীগ্‌গির জলে নে আয়,
ওরে, শীগ্‌গির জল নে আয়।

পদ্মা। (মূর্চ্ছাপগমে)
ওই ওই যাই,
মা ব'লে আমায় ডাকে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে পতনশব্দ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(ভৃত্যগণ।)

১ম ভৃত্য। দেখ্, তুই একবার উঁকি মেরে দে'খে আয়, কাপড়-চোপড়গুলো যদি কোন মতে আনতে পারা যায়।

২য় ভৃত্য। আঃ! কি রসের কথা তোর রে, আমায় আলুম ক'রে গিলে ফেলুক্।

১ম ভৃত্য। তুই চুপি চুপি যা না, আমরা পেছনে যাচ্চি সব।

২য় ভৃত্য। তুই কেন এগো না, আমরা পেছনে যাচ্চি।

৩য় ভৃত্য। এমন কি! এস, দেখা যাক্, আজ প্রাণ দেব, এঁবো সিন্দুকটা আন্‌বোই আন্‌বো, চল এস দেখা যাক্।

প্র-ভৃত্য। তোর সিন্দুক এতক্ষণ রেখেছে কি না, তাই দেখ্‌বি। এসেই থাব থাব ক'রেছে, আমি দেখ্‌লুম, রাজার গলা অবধি গিলেছে, যেমন ব্যাঙ্ চেঁচায়, রাজা চ্যাঁচাচ্চে, 'কে আছিস্ রে, কে আছিস্ রে।'

২য় ভৃত্য। আর রাণী—

১ম ভৃত্য। বাঁ হাতে রাণীর চুল ধ'রেছে দেখলুম।

৩য় ভৃত্য। তবেই ত, কাপড়গুলো সব প'ড়ে রইল; ওরে, সুদি ছুটে আস্‌ছে, এইবারে রাণীকে গিলেছে, ও সুদি! সুদি! রাণীকে—

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। ওরে সর্ব্বনাশ রে! রাণী আর নেই!

১ম ভৃত্য। আর গরুগুলো?

পরি। ওরে ছারখার হয়ে গ্যাল রে, ছারখার হয়ে গ্যাল। কোথা থেকে পোড়ারমুখো বামুন এলো, ছারখার হয়ে গ্যাল।

[প্রস্থান।

২য় ভৃত্য। তুই তবে সিন্দুক আন্‌তে যাবিনে?

৩য় ভৃত্য। না বাবা! দু'হাতে গিল্‌ছে।

(একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। ওরে, সর্ব্বনাশ হলো রে, সর্ব্বনাশ হলো! মাঠে তিনপাল ছাগল খেয়েছে, মর্রাকে খেয়েছে,

মুড়কির ধামা খেয়েছে, অশত্থপাতা খেয়েছে, অশত্থ-গাছটা খেয়েছে। রাখালদের ছেলেটা গরু চরা'তে গিয়েছিল, তাকেও খেয়েছে। ও মা, কোথায় যাবো মা!

১ম ভৃত্য। আয় ভাই, এই বেলা সট্‌কাই!

স্ত্রী। আর কোথা পালাবি? সই বল্লে, পিল পিল ক'রে রাক্কস এসে সেঁদুচ্ছে, তার ভেতর একটা রাক্কস নিকটে কোটাধাড়ী আকার করেচে; একটার নাক দে তিনপাল গরু বেরিয়েছে, একটা শুনিছি, দু'হাজার হাতী খেয়েছে।

১ম ভৃত্য। ইস, আরও বল্‌চে খাব খাব।

স্ত্রী। এই বলে ত এই গেলে, এই বলে ত এই গেলে।

(নেপথ্যে) ওরে ভাই, এদিকে।

সকলে। ওরে এলো এলো,
পালা—পালা—পালা!

স্ত্রী। দোহাই রাক্কস বাবা! আমায় খেয়ো না, আমার পিলে হয়েছে, দোহাই রাক্কস বাবা! দোহাই রাক্কস বাবা! এই এককাঁড়ি মানুষ, এই দিকে দৌড়ে গেল, এই দিকে যাও।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

ও মা রাক্কসি! তোর পায়ে পড়ি মা! আমায় খাস্‌নি মা!

পরি। হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হলো, এমন পোড়া খিদে?

স্ত্রী। ও মা রাক্কসি! ঐ দিকে যা মা, ঐ দিকে ঢের মানুষ পাবি।

পরি। আঃ মর্, মাগী কি বলে গা!

স্ত্রী। দোহাই মা রাক্কসি, ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেব মা, আমায় খাস্ নি। [উভয়ের প্রস্থান।

বালকগণের প্রবেশ। (গীত)

সাওন-জিল্লা—খেম্‌টা।
হেথা মা তো নাই,
গড়াগড়ি খেলি আয় না ভাই,
ধূলো দু'হাতে মু'মুটো নে,
নেচে ছড়া নেচে গায়ে দে,
পারি যত আয় মাখি তত,
দেখ ধূলো কত—
দেখ মজা যত, আর ধূলোতে নাই।

১ম বালক। আয় ভাই চিপি গড়ি।

২য় বালক। রাখালরাজা, খেলি আয়, তুই ভাই কানাই।

১ম বালক। তুই ভাই আজ খেল্‌চিস্‌নি কেন?

বৃষ। দেখ ভাই, আমার মনে কেমন কচ্চে, আমি স্বপন দেখেছি—মা যেন কাঁদচে, তুই ডাকলি, আর উঠে এলুম, মার কাছে যাই নি।

১ম বালক। যাবি এখন, খেল্ না।

বৃষ। না ভাই, কিছু খাই নি, মা বুঝি কাঁদচে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। তুমি এখানে খেল্‌চো, তোমার মা খুঁজ্‌চে যে।

বৃষ। যাই ভাই, বাড়ী যাই, দেখ্ ভাই, এখন আমার স্বপন মনে পড়্‌লো, যেন একজন বামুন এলো, তার চার হাত। আমায় দেখ্‌তে পেয়ে মুখের ভিতর পুরে ফেল্লে, আমি তার পেটের ভিতর কত ছেলে দেখ্‌লুম, কত খেলা কর্‌লুম, কত জিনিস দেখ্‌লুম, আর আমার মা ভাই কাঁদতে লাগ্‌লো। মার কান্না শুনে আমার কান্না পেলে, আমি কাঁদ্‌লুম না।

১ম বালক। পেটের ভেতর হাঁপালি নি ভাই?

বৃষ। না ভাই, সেখানে খুব হাওয়া, কত সূর্য্যি—কত চাঁদ!

১ম বালক। তবে তোর কান্না পেলে কেন ভাই?

বৃষ। মা ভাই কাঁদতে লাগ্‌লো, আর আমি মাকে দেখ্‌তে পেলুম না। তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন? দেখ ভাই, এও কাঁদচে।

পরি। আহা! এমন ছেলেও বামুনকে দেবে;

বৃষ। ওই শুন ভাই, বামুন এসেচে,
হ্যাঁ রে, তার ক'টা হাত,
আমায় খাবে?

পরি। আহা! এমন ছেলেও
বাঘের মুখে ধ'রে দেবে গা!

বৃষ। ওই শুন্‌চিস্ ভাই, আমায় খাবে,
মা কাঁদবে,
আমার মন কেমন কর্‌বে!

১ম বালক। তবে তুই কেন ভাই পালা না?

বৃষ। না ভাই, বামুন যে,
বাবাকে মাকে শাপ দিয়ে যাবে,

বাবা ব'লে দিয়েছেন,
বামুন দে'খে পালাতে নেই।
বামুন-সেবা করলে বৈকুণ্ঠে যাব,
যার বড় ভাগ্যি, সেই বামুনের
সেবা করতে পায়।

১ম বালক। তুই ভাই একখানা ছুরী নিয়ে যা,
পেট চিরে বেরুবি।

বৃষ। না ভাই,
বামুনের কি পেট চিরতে আছে?
আর ভাই আমি খেলতে আসতে পারবো না।
তোরা আপনারা খেলিস্,
একবার তোদের গায়ে আমি ধুলো দিই।

বালকগণ। হ্যাঁ রে, আর তোরে দেখ্তে
পাব না?

বৃষ। না ভাই পেটের ভিতর থাকবো,
কেমন ক'রে দেখ্বি?
আমি তোদের দেখ্তে পাব না.
তোরাও আমায় দেখ্তে পাবি নি।

বালকগণ। চল্ ভাই,
তোকে বাড়ী রেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(বিষ্ণুরূপী ব্রাহ্মণ, কর্ণ ও পদ্মার প্রবেশ)

বিষ্ণু। এখনও কেন আনলে না?
কখন্ কাট্বে, কখন্ রাঁধবে?
করাতখানা একটু ভোঁতা আনতে হয়,
এ করাতে কাট্লে
গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে।

কর্ণ। ঠাকুর! এই যে বৃষকেতু আসচে, রাণি,
বুক বাঁধ, কাতর হয়ো না, শেষ ত অগ্নিকুণ্ড
আছেই।

পদ্মা। মহারাজ!
দেখুন পাষাণ হ'য়ে আছি।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। ঠাকুর! তুমি স্বপন দিয়েছিলে?
তোমার চার হাত কই?
থাকে তো খাও।
মা! তুমি এবার কেঁদো না,
কাঁদলে আমার কান্না পায়।

কর্ণ। রাণি! চঞ্চল হ'য়ো না।
এ সময় নয়, সকল পণ্ড হবে।

বিষ্ণু। লও লও, করাত ধর, করাত ধর,
বেলা হ'লো।

বৃষ। ঠাকুর! কেটে খাবে?

বিষ্ণু। নাও নাও, কাট।

বৃষ। বাবা, লাগ্লে কাকে ডাক্তে হয়,
দীননাথকে ডাক্তে হয়?
কাট তবে,
আমি দীননাথকে ডাকি।

বিষ্ণু। কৈ, নাও না, করাত নাও না।

বৃষ। বাবা! কাট,
আমি একমনে দীননাথকে ডাকি।

কর্ণ। রাণি! করাত ধর।

(বৃষকেতুর মস্তকে করাতাঘাত)

বিষ্ণু। ইস্, অত জোরে টান দিও না,
মেলা রক্ত বেরোবে।
দেখ, পেটিটের ডাল্না রেঁধো,
উরোৎটা ভেজো,
শির-দাঁড়াটার ঝোল,
মুড়িটার অম্বল রেঁধো,
মাথার ঘিটা খুলে নিয়ে বড়া ক'রো,
আমি স্নান ক'রে আসি।

[বিষ্ণুর প্রস্থান।

কর্ণ। লয়ে যাও পাচক, রন্ধনশালে,
রাঁধ গিয়ে দ্বিজের আদেশমত,
শীঘ্র কর বস্ত্র আচ্ছাদন,—
না দেখিতে পারি আর।

রাণী। রাজা, রাজা!
আর কিবা কার্য্য বাকী মোর,
ওহো, জ্বলে উঠে, জ্বলে উঠে,
ভস্ম হবো ক্ষণ পরে।

কর্ণ। রাণি! অনেক সয়েছ,
আর সহ আমা হেতু,
কাতর হইলে
দ্বিজ নাহি করিবে ভক্ষণ,
রাজ্য দিব ব্রাহ্মণে দক্ষিণা,

পরে দোঁহে চিতানলে করিব প্রবেশ,
ভেবো না, মহিষি!
শীঘ্র যাব বৃষকেতু গেছে যথা।
(নেপথ্যে ব্রাহ্মণ) এদিকে এস, পা ধুইয়ে দাওসে।
কর্ণ। যাই প্রভু! এস রাণি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(বিষ্ণু, কর্ণ ও পদ্মাবতীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। হয়েছে রন্ধন?
কর্ণ। হতেছে প্রস্তুত।
বিষ্ণু। আনিয়াছি বালক জনেক,
খাবে ব'সে আমাদের সাথে,
কর চারি আসন প্রস্তুত;
তুমি আমি পদ্মাবতী আর ঐ শিশু,
চারিজনে করিব ভক্ষণ।
কর্ণ। ক্ষমা কর, প্রভু!
অতিথি-সেবনে ব্রতী,
ভোজনের নহে ত সময়,
রাজ্য দিব দক্ষিণা চরণে
তবে কার্য্য হবে সমাপন।
বিষ্ণু। একত্রে না করিলে ভোজন,
তৃপ্তি নাহি হবে মোর।
কর্ণ। প্রভু! অপরাধ করুন মার্জ্জনা,
নারিব পুত্রের মেদ করিতে ভক্ষণ।
দেবতৃপ্তি হেতু
দিছি পুত্রবলিদান,
তাই বাঁধি প্রাণ,
তৃপ্ত হব অতিথি-সৎকারে।
(পাচকের প্রবেশ)
পাচক। মহারাজ, সর্ব্বনাশ! হাঁড়ি নাবিয়ে দেখি,
মাংস নেই।
কর্ণ। অ্যাঁ! সর্ব্বনাশ!
শেষে ব্রহ্মশাপ আছে কি কপালে?
বিষ্ণু। অ্যাঁ! মাংস নাই? তবে এক কাজ কর,
ঐ যে ছেলেটাকে এনেছি, ওরে কাট, ঐ যে
আসচে।
কর্ণ ও পদ্মা। বৃষকেতু! বৃষকেতু!
বৃষ। বাবা! বাবা! মা, দেখ, আমি মরি নি, দীননাথ
রক্ষা করেছেন।
পদ্মা। আয় কোলে অভাগিনীর নিধি!
বিষ্ণু। নাও রাজা আপন নন্দনে।
ধন্য তুমি মহারাজ,
"দাতাকর্ণ" নাম তব ঘুষিবে সংসারে।
কর্ণ। প্রভু! প্রভু!
কে তুমি ছলনা কর?
বৃষ। পিতা,
দীননাথ আপনি এসেছেন।
কর্ণ। কৃপা করি নিজরূপ দেখাও মুরারি,—
অজ্ঞানেরে কর পরিত্রাণ!

(কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব)

(গীত)

বাহার-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সকলে।—

রক্তোৎপলদল-গঞ্জন চরণে,
ভূষণ বন-ফুলহার।
বাঁশরী-বাদন যমুনা-পুলিনে,
বিমন মন অবলার॥
রঞ্জন-গঞ্জন বঙ্কিম-নয়নে,
গোপীগণ-মন পাগল বদনে,
গোধন-চারণ, ভূধর-ধারণ,
কাতর হর দুঃখভার॥

যবনিকা-পতন।

বুদ্ধদেব-চরিত

নাটক।

(১২৯৩ সালে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

উৎসর্গ।

এডুইন্ আর্নল্ড, এম্, এ, এফ আর জি এস, এফ আর, এ এস, সি এস্ আই,

মহাশয়েষু!

কবিবর,

আপনার জগদ্বিখ্যাত "লাইট্ অব্ এসিয়া" ("Light of Asia") নামক কাব্যখানি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। হে মহাশয়, আপনার করকমলে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি, নিজগুণে গ্রহণ করুন।

বাগবাজার, কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১৩১২ সাল।

ঋণী,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিষ্ণু।		
শুদ্ধোদন	...	কপিলবাস্তুর রাজা।
সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব)		শুদ্ধোদনের পুত্র।
রাহুল	...	সিদ্ধার্থের পুত্র।
ছন্দক	...	সারথি।
শ্রীকালদেবল	...	শাক্যকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী ঋষি।
নালক	...	শ্রীকালদেবলের ভাগিনেয়।
বিম্বাসার	...	মগধাধিপতি।
কাশ্যপ	...	জনৈক মুনি।

স্ত্রী।

দয়া।		
গৌতমী	...	কনিষ্ঠা রাজমহিষী।
মহামায়া	...	সিদ্ধার্থের প্রসূতি।
গোপা	...	সিদ্ধার্থের স্ত্রী।
সুজাতা	...	জনৈক বণিক্‌পত্নী।
পূর্ণা	...	সুজাতার সখী।

মন্ত্রী, পারিষদ, গণকদ্বয়, রাজদূতগণ, যন্ত্রী, বৃদ্ধ, রুগ্ন, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, শিষ্যদ্বয়, পুরোহিতদ্বয়, রাখাল, দস্যুগণ, বণিক, ব্রাহ্মণ, ধাত্রী, পুত্রহারা রমণী, দেবদেবীগণ, সিদ্ধচারণগণ, মার, সংশয়, কুসংস্কার,আত্মবোধ, প্রবৃত্তি, বিঘ্নকারিগণ, দেববালাদ্বয় ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব-চরিত

——o*o——

সূচনা।

—*—

গোলোকধাম।

(লীলা-কমল হস্তে বিষ্ণু আসীন—সম্মুখে করযোড়ে দয়া দণ্ডায়মানা)

দয়া। হৃদিপদ্ম হ'তে, প্রভু, সৃজিলে আমারে,
সৃষ্টিকর্ত্তা সনাতন!
ধরাধামে করি বিচরণ মানব-হৃদয়াসনে;
এত দিন ছিল না যন্ত্রণা,
এবে প্রভু, দারুণ তাড়না!
আর ত সহে না—
হের, জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর।
নিষ্ঠুরতা দিতেছে হে ধর্ম্মের দোহাই,
বল প্রভু, কোথা স্থান পাই?
মানব-হৃদয়ে পূর্ণ তার অধিকার।
যে ব্রাহ্মণ করিতে স্থাপন
বার বার কলেবর করেছ ধারণ,
হৃদয়ে যাহার বিকাশ আমার,
বিরোধী তাহারা সবে;
নরে দেয় যুক্তি, আছে শাস্ত্রে উক্তি,
দেব-ভক্তি—বলিদানে!
নিত্য দেবার্চ্চনে
মরে কোটি কোটি প্রাণী।
দিবা-নিশি শান্তি নাহি জানি,
সতত বিকল প্রাণ মোর,
ধর্ম্ম-ছলে জীবের সংহার!
নিষ্ঠুরতা করে অধিকার—
নিষ্ঠুর ব্যাভার, প্রচার ধরণীধামে।
জিনি কোটি বজ্রের ঝঙ্কার,
প্রাণে মম বাজে হাহাকার,
শুন, আর্ত্তনাদে কলরব করে প্রাণী।
তীক্ষ্ণ খড়্গ ল'য়ে ঘাতক দাঁড়ায়,
প্রাণভয়ে সজল-নয়নে
চাহে মম মুখ-পানে;
নিষ্ঠুর মানব নাহি শুনে মম বাণী।
কহ লক্ষ্মীপতি, কিবা গতি হবে মোর?
পেয়ে ভয়, পদাশ্রয় করেছি গ্রহণ।

বিষ্ণু। 'জানি আমি,
যতেক বেদনা সয়েছ গো সুলোচনে!
জানি সতি,
বসুমতী তাপিতা নরের তাপে।
চিন্তা কর দূর—
ধরি পুনঃ নরের আকার,
নর সহ করিব বিহার;
যজ্ঞ-ছলে প্রাণি-হানি রবে না ধরায়।
বাসনা আমার
ধরি তারকা-আকার,
পশিয়াছে শুদ্ধমতি নারীর জঠরে;
হবে তায় আকার সঞ্চার,
সে আকারে, অবতীর্ণ হব আমি।

দয়া। অন্তর্যামী চিন্তামণি জনক আমার,
শুনি পুনঃ তব অবতার,
মহাভয় হয় হে সঞ্চার হৃদে।
ব্রাহ্মণের হরিতে বেদনা—
হরি, অবতরি কুঠার ধরিলে করে;
উঠে তাহে মহা হাহাকার,
তিন সাত বার নিক্ষত্র হইল ধরা!
হেরি মম অন্তর বিকল,
অশ্রুজলে মেদিনী তিতিনু।
আহা!
পতিহীনা নারী, রাজরাজেশ্বরী,
রবি শশী হেরে নাই যারে—
উদরের তরে, দ্বারে দ্বারে

কাঙ্গালিনী সম করিল ভ্রমণ!
পুনঃ হরি, ভীম ধনু ধরি,
দিলে হানা লঙ্কার দুয়ারে,—
হ'ল মহামার, উঠে হাহাকার,
গিরিশৃঙ্গ ঢাকিল রুধিরে,—
রক্ষ-দুঃখে সে সময়ে ছিল না জীবন।
চক্র করে আসিয়ে দ্বাপরে,
করিলে রুধির-ক্রিয়া—
অশ্বরজ্জু হাতে অর্জ্জুনের রথে,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী করিলে নিপাত,
বজ্রাঘাত বাজিল হৃদয়ে মম!
আহা! শোকাকুলা কৌরব-রমণী
রোদনের ধ্বনি উঠিল গগন ভেদি।
নিজ কুল করিলে নির্ম্মূল,
কাঁদালে যাদব-নারী!
পূর্ব্বকথা স্মরি কাঁপে মম কলেবর,
হয় ডর, ওহে চক্রধর,
শুনি ধ'রাপর পুনঃ অবতার তব।
কি হবে না জানি, ওহে চিন্তামণি,
কত কোটি কুলের রমণী
কাঁদিবে, হে জগন্নাথ!
দাসী প্রতি কৃপা কর, তাত!
কাজ নাই ধরায় গমন।
আজ্ঞা কর মোরে, তব হৃদিপরে
আসি আমি হই লয়।

বিষ্ণু। শঙ্কা ত্যজ, সুবদনি!
বুঝ এবে যুগ-প্রয়োজন,
দয়ার শাসন স্থাপিব ধরণী-পরে,
যাহে হিংসা ত্যজে পন্থাহীন নরে।
বিদ্যা-দর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অবিদ্যার করিছে অর্চ্চন,
বিদ্যাবলে সে দর্প করিব নাশ,
অন্য বল নাহি প্রকাশিব।

দয়া। প্রভু, খণ্ডাও সংশয়,
কর অন্তর বিকাশ,
ভিন্ন ভিন্ন বলের প্রকাশ,
শ্রীনিবাস, কর তুমি কি কারণ?

বিষ্ণু। প্রলয়-পয়োধিজলে সৃষ্টি আবরিত,
প্রলয়-গর্জ্জনে প্রলয়-তরঙ্গ উঠে,
লয়কারী বহে মহানীর!
কেহ যদি সে রঙ্গ দেখিত, কভু মনে না ভাবিত
পুন ফলে-ফুলে হাসিবে মেদিনী শ্যামা।
মহাজলে খেলি কুতূহলে
ধরি ভীম মৎস্য-কলেবর;
আলোড়িত প্রলয়-সাগর—
পুচ্ছাঘাতে প্রলয়-তরঙ্গ ভাঙ্গে—
স্তম্ভিত প্রলয়,—সে সলিল পুনঃ জীবময়,
পুনঃ সৃষ্টি সলিলে স্থাপন;
জলচর ভ্রমে অগণন,
প্রলয়ে উপেক্ষা করি,
মীন-দেহে করি শুভে, বেদের উদ্ধার।
কালে, জলে ধরি কূর্ম্মকায়,
পৃষ্ঠ-পরে লইনু ধরায়,
প্রলয় গৌরবহীন!
বরাহ-শরীরে নামি ভীম-নীরে,
দন্তে ধরি তুলিনু মেদিনী!
পুনঃ বৎসে, ভুবন-বিকাশ,
কভু হবে নাশ,
কে ভাবে সম্ভবপর?
ক্রমে দৈত্যগণ তপস্যায় হ'ল বলবান্,
দেবগণ কম্পমান সুরপুরে দৈত্যের তাড়নে,
দেব-অধিকার না হয় স্থাপন,
ধরি তায় ভীম নরসিংহকায়।

দয়া। প্রভু,
ইচ্ছা মম শুনিবারে নরলীলা তব;
নর-কলেবরে, ধরণী-মঝারে,
কেন ভ্রম নারায়ণ?
কোন্ রূপে হ'ল কিবা বল প্রয়োজন?
নিরঞ্জন, শুনিতে বাসনা মনে।
দেখি নাই প্রলয়পয়োধি, গুণনিধি,
প্রলয়-সলিলে,
লীলা বুঝিবারে নারি।
হয়ে নর পীতাম্বর, খেলিলে ধরায়,
নরদেহে বাস নরের চরিত্র জানি,
তাই দেব, শুধাই তোমায়
নরকায়-লীলা তব।

বিষ্ণু। জান ভাগ্যবতি,
দানে আমি তুষ্ট অতিশয়;
দান শিখে দানব দুর্জ্জয়
দেবগণে করি পরাভব,

স্থাপিল বৈভব ;
দান-বলে দেহে নাহি অধর্ম্ম-সঞ্চার,
দৈত্যগণ সংহার করিতে নারি।
কাঁদে দেবগণ, নাহি হয় দুঃখ-বিমোচন,
ধরিলাম বামন শরীর,
জান তুমি, তিন পদ ভূমি
মাগিনু বলির স্থানে ;
ছলে হরি দৈত্য-অধিকার,
বাড়াইতে গৌরব দাতার,
দ্বারী হই তার ;
নিজ ছলে বাঁধা আমি বলির দুয়ারে।
পুনঃ প্রয়োজন—
বীর্য্যবান্ হ'ল ক্ষত্রগণ,
দীন-হীন ব্রাহ্মণ-পীড়ন
করে সবে দিবা-নিশি ;
জান ত রূপসি,
কত তুমি কেঁদেছ ব্রাহ্মণ-দুঃখে !
জন্মিলাম ব্রাহ্মণকুমার ;
করি নিজ মাতার সংহার,
কঠিনতাপূর্ণ করি হৃদি,
ক্ষত্রগণে নিধন করিনু,
না মানিনু বৃদ্ধ বা বালক ;
দয়াশূন্য হিয়া, জননী বধিয়া,
গর্ভস্থ কুমার বধি—
সংহার, সংহার, ভীম অবতার,
মাতৃঘাতী কুঠার লইয়ে করে।
অতি দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর,
দেব নাগ নরে, কম্পিত রাবণ-ডরে ;—
মহা দুরাচারী,
করে পর-নারী চুরী,
অবহেলে ব্রাহ্মণ-বচন।
রামরূপ ধরি, কানন বিহরি,
জটাজুট বাকল ভূষণ ;
অতি প্রেমে সিংহাসনে শৈশবে পালিত,
প্রেমময় প্রাণের দোসর ভাই সাথে,
সঙ্গে নারী, আমা হেতু বনচারী,
সে রমণী করিল হরণ ;
কতই কাঁদিনু কতই সহিনু,
সীতার বিরহ হেতু ;
সঙ্গে কপিগণ, ভিখারী দু'জন,
আক্রমিনু দর্পী লঙ্কাপতি,
দর্পহারী নাম মম তাহে।
কালে পুনঃ বাড়ে ক্ষত্রবল,
ব্রহ্মা শিব নারায়ণ অস্ত্র-করতল,
হিংসে পরস্পর,
প্রজাগণ বিকল বিগ্রহে,
শরানলে ত্রিভুবন দহে ;
দীন প্রজাগণ কাঁদে অনুক্ষণ,
আমারে স্মরণ করি ;—
দীননাথ জন্মিলাম কারাগারে।
ব্রজধামে খেলি দীনসনে,
দীনের বেদনা বুঝিলাম প্রাণে প্রাণে,
কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম চক্র করে ;
হৃদে জাগে দীনের দুর্গতি ;
কভু রথী, সারথি হইনু কভু,
শান্তি লাভ কৈল প্রজাগণ,
একচ্ছত্র সিংহাসনে স্থাপি ধর্ম্মরাজে।

দয়া। কহ সবিশেষ হৃষীকেশ,
বুঝিবারে নারি, হীনমতি নারী,
বিনা অস্ত্রে কেমনে দমিবে নিষ্ঠুরতা,
কপটতাপরায়ণ যতেক ব্রাহ্মণ,
কেমনে হে মানিবে শাসন ?
নাহি জানি হরি,
ক্রোধ করি পুনঃ যদি অস্ত্র ধরি করে,
সংহার সবারে,
তাই ভয় হয় চিন্তামণি !

বিষ্ণু। বিদ্যা-দর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অস্ত্র-বলে না হবে শাসন,
সে দর্প দমিব বিদ্যাবলে।
ব্রাহ্মণের উপদেশে, পথহারা নর,
ধর্ম্মে ভরি করে সবে নিষ্ঠুর আচার ;
নব বিধি করিয়ে প্রচার,
ভ্রম দূর করিব সবার,—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিব ঘোষণা।
যুক্তিবলে বিমুখি সকলে
জ্ঞান-জ্যোতি করিব বিকাশ,
অজ্ঞানতা-তম হবে নাশ,
যাগ-যজ্ঞ হবে নিবারণ,
দেবার্চ্চনে প্রাণীর হনন,
নাহি হবে ধরামাঝে ;

আত্মোন্নতি করিতে সাধন,
নরগণ করিবে যতন;
কর্ম্মে কর্ম্মনাশ আশে,
নির্ব্বাণ-প্রয়াসে,
রিপুগণে করিয়ে দমন,
সদাচারী হইবে মানব।

দয়া। দারুণ সংশয় দেব ঘুচাও আমার,
কটাক্ষে তোমার—সৃজন পালন লয়,
তবে কেন বার বার ধর নরদেহ?
গর্ভবাস কি হেতু বা সহ?
প্রয়োজন ইচ্ছায় সাধিতে পার।

বিষ্ণু। সুলোচনে, শুন বিবরণ—
একা আমি, নাহি অন্য জন;
ব্যোম সমীরণ তপন সলিল স্থল,
আমিই সকল,
মায়াবলে নানারূপে করি কেলি।
আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান,
আমি মন প্রাণ আমি দয়া,
আমি নিষ্ঠুরতা,
আমি ভক্ত—আমিই ঈশ্বর,
বাসনায় হের চরাচর।
অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম আমি,
বহুজ্ঞান মায়ার সংযোগে।
দূর কর ভ্রম—
হের সতি, বিরাট্ মূরতি মম।

(বিরাটমূর্ত্তি-ধারণ)

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

উপবনস্থ দেবালয়।

(নালক ও শ্রীকালদেবলের প্রবেশ)

নাল। হে মাতুল,
অতুল মহিমা তব ধরণীমণ্ডলে,
পদতলে চিরাশ্রিত দাস,
কহ দেব, বুঝিবারে নারি,
প্রমোদ-কাননে কি কারণে,
আনিলে আমারে?
করি তাত, মুক্তির প্রয়াস,
উপবনে মন-আশ কেমনে ফলিবে?

শ্রীকা। বৎস, ধন্য তুমি নরমাঝে!
যাঁর তরে যোগী করে ধ্যান,
যাঁর নাম পঞ্চানন প্রেমে করে গান,
দেবগণ যাঁর শ্রীচরণে করে আশ,
সেই শ্রীনিবাস করিবেন জনম গ্রহণ,
প্রমোদ-কাননে হবে, 'বুদ্ধ-অবতার!'

নাল। কহ দেব, অদ্ভুত কথন,
প্রমোদ-কাননে উদিবেন নারায়ণ!
কোন্ ভাগ্যবতী জঠরে ধরেছে তাঁরে?
কেবা ভাগ্যবান্—
ভগবান্ সন্তান হবেন যাঁর?

শ্রীকা। শাক্যকুলে রাজা শুদ্ধোদন,
ধার্ম্মিক সুজন,
পুত্রের কারণ চিন্তে অনুক্ষণ,
যজ্ঞ ব্রত কৈল কত;
তার প্রতি সদয় শ্রীহরি,
মহামায়া নামে তার নারী,
সেই গর্ভে বর্দ্ধিত এ পরম সন্তান।

নাল। কহ দেব, ঘুচাও সংশয়,
হেন গুহ্য সমাচার কিরূপে জানিলে?

শ্রীকা। দক্ষিণায়নোৎসব শাক্যকুলে খ্যাত,
রাজা প্রজা মাতে মহোৎসবে;
পূর্ণিমার দিনে,
রাজ্ঞী সনে বিলাস-ভবনে
বঞ্চিলেন নরনাথ;
যামিনীর শেষে,
নিদ্রাবশে মহামায়া দেখিলা স্বপন,—
যেন দেবদূতগণ,
শয্যাসনে সযতনে করিয়ে বহন,
ল'য়ে গেল হিমাচল-শিরে,
মনোহর সরোবর তথা।
বিনয়-বচনে,
দূতগণে কৈল আকিঞ্চন,
পার্থিব কলঙ্করাশি মোচন কারণ,
সরোনীরে করিবারে স্নান;

অগ্নিস্পর্শে যেমতি কাঞ্চন ;
বাম-অঙ্কে ধরে রাণী উজ্জ্বল কিরণ ;
দিব্য বাস-ভূষা—
যোগাইল দেবদূতে,
সিংহাসনে বসিল মহিষী ;
হেনকালে নভঃস্থলে খসিল তারকা,
বিমল কিরণে আমোদিত ত্রিভুবন।
হস্তীর আকার, ষড়্‌দন্ত-শোভিত সুন্দর
তারা মনোহর,
পশিলা মহিষী-গর্ভে,
দশনে দক্ষিণ পাশ ভেদি ;
উঠিল অমনি
চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি,
বিকাশিল রসহীন তরু,
পুষ্পবরিষণ কৈল দেবগণ,
দুন্দুভি-নিঃস্বন কাঁপাইল দশ দিশি,—
নিদ্রাভঙ্গ হলো অকস্মাৎ,
পূর্ণ গৃহ স্বর্গীয় সৌরভে,
অজানিত সুমঙ্গল ধ্বনি
পরশিল কর্ণমূলে,
অজানিত হর্ষ বাস করিল হৃদয়ে ;
কহি স্বপ্ন-বিবরণ, রাজা শুদ্ধোদন
জিজ্ঞাসিলা মর্ম্ম কিবা তার ?
ল'তে বিবরণ,
গিয়া ত্বরা কৈলাস-ভবন
জিজ্ঞাসিনু মহেশ্বরে ;—
শুনিলাম ভবে হবে বুদ্ধ অবতার।
হের রাজদূতগণ,
আসিতেছে রাজ্ঞীরে লইয়ে ;
এস বৎস,
অন্তরালে করি অবস্থান।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাণী, সখীগণ, বাহকবৃন্দ ও রাজদূতগণের প্রবেশ)

রাণী। শুন সখি,
আজ এই স্থানে করি অবস্থান,
কহ দূতগণে করিতে বিশ্রাম।
মরি, কি সুন্দর সাজে সেজেছে কানন,
শিখী শুক শারী,
পুষ্পরেণু মাখি কলেবরে
মহানন্দে ফিরে,
মন-সুখে করে গান ;
মন্দ মন্দ বসন্ত-অনিল খেলিতেছে কিসলয়ে ;
হের, তরঙ্গিত সরসী-হৃদয়,
কুবলয় দোলে মনোহর !
ভৃত্যগণে লয়ে যাও অদূর-মন্দিরে,
ফুল চয়ি নিজ করে দিব ইষ্টদেবে।

সখী। রাণী আজ এই কাননে অবস্থান করবেন,
তোমরা বিশ্রাম কর গে।

[বাহকবৃন্দ ও রাজদূতগণের প্রস্থান এবং অপর দিকে রাণী ও সখীগণের প্রস্থান।

(মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের প্রবেশ)

মার। শুনছি যেমন, দেখ্‌ছি তেমন,
রাণীর যে আকার,
সত্যি এবার আবার অবতার !

আত্ম। হচ্ছে কত, যাচ্ছে কত,
ভাবনা কিসের তার ;
আছি আমি, ভাব্‌ছ কেন, দেব ছারেখার।

মার। কেন চোখে দেখে, মরচ ব'কে,
ঠেঁকে ঠেকে শেখনি ?
আমি আমি কর্‌চো বটে,
থাকবে না আর বাকি্য মোটে,
অবতার কি দেখনি ?

সন্দে। ভাবনা এত কর্‌চো কেন,
এখনো ত দোনোমনো ?
হয় ত ছেলে, নয় ত মেয়ে, নয় ত গর্ভপাত !
হয় ত কথা সত্যি নয়,
দেবতাগুলোর দেখায় ভয় ;
তেমন তেমন যদি হয়, দিনকে কর্‌ব রাত।

মার। কাণা তুমি চক্ষু নাই,
মিছে বড়াই কর্‌চো তাই,
দেখনি কি রাণীর গায়ে চাঁদের কিরণ খেলে ?
কি যে হবে ভাব্‌চি তাই,
আমার ত আর হাত-পা নাই,
ঝাড়ে বংশে মারা যাবে, জন্মালে এ ছেলে !

আত্ম। আমি রাণীর সঙ্গ নিয়ে,
ছেলের দফা দিব খেয়ে !

মার। পার যদি দেখ,
সাবধানেতে থেক'।

আত্ম। যাও তোমরা চ'লে,
ফিরে আস্‌বে রাণী,
আমি দেখি এক চাল চেলে।

[মার ও সন্দেহের প্রস্থান।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। কি হবে না জানি,
ভেবে মরি দিবস-রজনী,
দেবদেব ভরসা কেবল!
পুত্র-মুখ করি দরশন
জুড়াব জীবন,
আশায় নাচায় প্রাণ ;
ভাবি পুনঃ—
অদৃষ্ট তো নহেক তেমন ;
মন-সাধ যদি নাহি পুরে,
লোকমাঝে কোন্ লাজে দেখাব বদন!
নাহি জানি, ভাগ্যবতী আমি কি এমন!
শাক্যবংশধর মম জন্মিবে নন্দন,
রাজার গৃহিণী রাজার জননী হব!
আহা! শুনি মম গর্ভের সূচনা,
ভূপতির আনন্দের নহি:আর সীমা,—
এ আশায় নিরাশা কি হব?
জলে ঝাঁপ দিব, বিধি যদি হন বাম!

য়। আমি কেমন ক'রে মায়া কাটিয়ে যাব গো?
হায় কি হ'লো গো!
রাজাকে ছেড়ে কোথায় যাব গো!

ী। আহা, কে রমণী রোদন করে এ বনে?
নাহি জানি অভাগিনী পত্নী কার!
কে মা তুমি, কাঁদ এ বিজন বনে?

য়। আমি শাক্যবংশে থাকি চিরদিন গো,
এতদিনে কোথায় যাব গো?
রাজা আমায় বড় আদর করে গো!

ী। পাগলিনী বুঝি এ রমণী ;
নহে এ ত শাক্যকুল-নারী,
ভূপতিরে স্মরি কেন তবে করিছে রোদন?
রাজরাণী আমি,
দেহ মোরে পরিচয়, কে তুমি সুন্দরি,
কোন্ কুলে জনম তোমার?
সম্বন্ধ কি আছে তব শাক্যবংশ সনে?
বল বল, রোদন কি হেতু কর?
কুলবতি, কি হেতু বা বসতি ত্যজিয়ে
এসেছ বিজন স্থানে?
নৃপতির সনে আছে কি গো পরিচয়?
বল সত্য বাণী,
যত্ন করি রাখিব তোমায়।

আত্ম। আমার পরিচয় শুনে—
তোমার কি হবে?
মায়া কি ত্যাগ কত্তে পার্‌বে?—
না, পার্‌বে না ;
এ বড় কঠিন মায়া!
তবে সর্ব্বনাশ,
আমারও বাস উঠ্‌লো।

রাণী। শঙ্কা হয় বচনে তোমার,
কিবা মায়া ত্যজিবারে কহ?
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়?
কি হেতু বা উঠিবে আবাস
আমি মায়া ত্যজিলে?

আত্ম। রাজলক্ষ্মী আমি, রাণি!
শুন সত্যবাণী,—
তোমার গর্ভের ছেলে দুরাচার.
রাজ্য দেবে ছারেখার ;
আপনি প্রাণে যাবে মারা,
রাজা কেঁদে হবে সারা!
ভাল চাও ত শুন ভাষ,
নইলে হবে সর্ব্বনাশ!
শীগ্‌গির এই ওষুধ খাও,
গর্ভ অধঃপাতে দাও।

[প্রস্থান।

রণী। আরে রে পিশাচি,
বৃথা তোর প্রলোভন!
দেব-বাক্য করিতে হেলন
উপদেশ দেহ মোরে?

(মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের প্রবেশ)

মার-আত্ম-সন্দে— (গীত)

সারঙ্গ-মিশ্র—পটতাল।

দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্
গেল মাগী মারা,—

(রাণীর মূর্চ্ছা)

ছেলে ছেলে ক'রে, হ'ল দিশে-হারা,
দ্যাখ্ না দ্যাখ্ না, বোঝ্ না, বোঝ্ না,
ধিক্ ধিক্ ধিক্!

খেলে খেলে খেলে, খেলে ওরে খেলে,
বাঁচে না বাঁচে না এ কথা ঠিক্ ।
তাই তাই তাই, তাই ব'লে যাই,
কথা যদি শোনে তবু বাঁচে ছাই ;
যাই যাই যাই, তাকাই তাকাই,
মিছে—এ কি বাঁচে, অরে কাজ নেই ;
ওই যমদূত এল ওরে নিতে,
হি হি হি হি হাসে কিক্ কিক্ কিক্ ।

আত্ম। চল্ চল্ চল্, নে যাই ধ'রে ।
সকলে। আগুন আগুন, গেছি ম'রে !

[রাণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখী। এ কি ! এ কি !
রাজরাণী ধূলা-বিলুণ্ঠিত !
এ কি দেব-বিড়ম্বনা !
কে আছ রে, শীঘ্র আন বারি ।
রাণি ! রাণি !—

রাণী। দূর হও দুরন্ত পিশাচ,
বংশধর সন্তান জঠরে মোর ;
দূর হও নারকীয় চমূ ।

সখী। দেখ রাজ্ঞি, নয়ন মেলিয়া,
আমি সহচরী তব।

রাণী। সখী ! কোথা আমি,
গেছে কি পিশাচদল ?

সখী। রাজ্ঞি, দেখ চেয়ে প্রমোদ-কানন,
অকারণ কেন হও উচাটন ?

রাণী। সখি, শীঘ্র চল এ স্থান ত্যজিয়ে,
এই স্থানে দেখিলাম ভীষণ মূরতি,—
যেন অবয়ব তিমিরে গঠিত,
ঘে'রে এল, কত শত করতালি দিয়ে !
মরি তাহে নহি ডরি,
ভাবি মনে,—
পাছে হয় সন্তানের অকল্যাণ ।

সখী। দেবি, নাহি ভয়—
গর্ভবতী তুমি সতি, দেবের কৃপায় ;
অমঙ্গল-আশঙ্কা কি হেতু কর ?
চল রাণি, পুরীর ভিতর।

[সকলের প্রস্থান।

(গণকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম গ। কি বল ভট্চাজ,
শনি আছেন কর্কটে ।

২য় গ। ঠিক বলেছ, বটে বটে বটে ।

১ম গ। ভটচাজ রাজার বাড়ীর গোণা,—
এবার বিদ্যা যাবে জানা !

২য় গ। দণ্ড, তিথি, পল,
পঞ্জিকায় দেখেছি সকল ।

১ম গ। এতে কি রাজার বাড়ীর গোণা হয় ?
কত্তে হবে হয়কে নয় !
বলতে হবে ঠিকঠাক্,
রাহু কেতুর কত বাঁক ।
গুণতে হবে প'লে পলে,
মেয়ে হবে কি হবে ছেলে ।

১ম গ। ও সকল কিছু আছে দেখা,
বলতে পারি শাস্ত্রের লেখা ;
দক্ষিণে রাহু, কেতু বাম,
যোগ করবে কুলের নাম ;
ভাগ করবে কুজের তিনে,
দেখবে মঘা রেতে কি দিনে ।
তাতে যদি শূন্যি থাকে,
ফিরতে হবে শূন্য ট্যাঁকে ;
ভাগে যদি দুই বাড়ে,
দৌড় দেবে পগার পারে ।

১ম গ। আর যদি বাকি থাকে এক ?

২য় গ। গলা ধাক্কা নেহাত দেখ্ ।

১ম গ। আর তোমায় কে পায়,
চল যাই রাজসভায় ।

[উভয়ের প্রস্থান

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রি, পদ্মপত্রনীর, অন্তর অধীর,
কোন মতে বুঝাইতে নারি ;
নাহি জানি উৎসবের দিনে
কেন মনে ভয়ের সঞ্চার !
কহে বিপ্রগণ,
সুলক্ষণ জন্মিবে নন্দন,
হয় তায় আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
অকস্মাৎ কেন জন্মে ত্রাস,
মর্ম্ম না বুঝিতে পারি ।

মন্ত্রী। নরনাথ, না কর সংশয়,
নিশ্চয় মঙ্গল হবে।
রাজা। মন্ত্রি, হেন দিন হবে কি আমার,
রাজবংশে জন্মিবে কুমার?
ল'য়ে কোলে,
বদন-মণ্ডলে চুম্ব দিয়ে,
জুড়াইব তাপিত প্রাণের জ্বালা?
মন্ত্রি, কি কব তোমায়,
পুত্র বিনা হেরি তমোময়,
ভাবি সব বিফল বৈভব,
এ জনম বৃথা কেটে গেল,
দোলে হিয়া সুখ-দুঃখ-মাঝে,
দিবস-শর্ব্বরী ভুলিতে না পারি,
কি হবে কি হবে ভাবি;
কভু মনে হয় জন্মিবে তনয়,
রাজ্যময় উঠিবে আনন্দধ্বনি!
তখনি না জানি—
কেন হয় ভয়ের সঞ্চার,
শূন্য হেরি হৃদয়-আগার,
আচম্বিতে চ'কে আসে জল,
হেরি দূর অমঙ্গল-ছায়া!
মন্ত্রী। মহারাজ, নাহি বহুদিন আর,
পুত্র মুখ করি দরশন
দূরে যাবে দুর্ভাবনা যত।
রাজা। মন্ত্রি,
দেখ কেবা আসে।
মন্ত্রী। মহাভাগ শ্রীকালদেবল।
রাজা। ঋষিরাজ,
শাক্যকুলে চিরহিতকারী।
(শ্রীকালদেবলের প্রবেশ)
শ্রীকা। মহারাজের জয়!
রাজা শুভদিন আজি ঋষিরাজ,
তব দরশন-লাভ বহুদিন পরে';
হেন ভাগ্যোদয় মম হবে এ জীবনে,
করি নাই অনুমান।
শ্রীকা। নরনাথ,
আছে কোন বিশেষ সংবাদ,
প্রকাশিব গোপনে তোমায়।
রাজা। যাও মন্ত্রি, রাজ্ঞীর সংবাদ আন।
[মন্ত্রীর প্রস্থান।

শ্রীকা। ভাগ্যবান্ নরকুলে তুমি মহারাজ,
দেবতা-সমাজে পূজ্য।
শুন মতিমান্,
নাহিক বিলম্ব আর, জন্মিবে সন্তান,
সর্ব্বসুলক্ষণ, ভুবন-পাবন,
হরিবারে ধরণীর ভার,
বুদ্ধ-অবতার
হবেন তনয়রূপে তব।
না মান বিস্ময়,
মহানন্দ ত্রিভুবনময়,
নির্ব্বাণ করিতে দান—
কলুষিত জীবে,
পূর্ণ দয়া আবির্ভাব ভবে।
অজ্ঞান-তিমির নাশ হইবে সত্বর,
নাহি আর নরকের ডর,
হিংসা দ্বেষ রবে না ধরণী'পরে।
পশু পক্ষী পতঙ্গ-নিচয়
নির্ভয়ে করিবে কেলি;
দেবত্ব যে পূর্ণ হবে মানবের হিয়া।
ষড় কর্ণে না কর শ্রবণ,
পুলকিত নৃত্য-গীত করে দেবগণ।
কিন্তু পুনঃ শুন বিচক্ষণ,
বিধাতার বিচিত্র নিয়ম,
অমিশ্রিত সুখ নাহি ধরাতলে;
দেখ মনে ভেবে
আলোকের সনে ফিরে ছায়া,
কণ্টক মৃণালে,
গঙ্গাজলে মকর-কুম্ভীর বসে,
কীট কাটে কোমল কুসুম,
বার্দ্ধক্য যৌবন-পরিণাম;
দুঃখ-সুখ-মিশ্রিত এ ধরাধাম,
কণ্টক-বর্জ্জিত সুখ নাহি কভু তায়।
রাজা। কহ দেব, কিবা অমঙ্গল,
সংশয় না সহে আর।
শ্রীকা। বুদ্ধদেবে জঠরে যে ধরে,
সপ্তস্বর্গ'পরে আবাস নির্ম্মাণ তার,
নিয়োজিত দক্ষ দেবগণ সেবা হেতু;
হেন ভাগ্যবতী ধরায় না রহে মহারাজ!
রাজা। কি—রাণী!
অকল্যাণ হবে কি রাণীর?

শ্রীকা।:প্রস্তরে অঙ্কিত, রাজা, নিয়তির লিপি,
কর্ম্ম-ফলে—ফলে সে লিখন।
শুন বিচক্ষণ,
এ লিখন খণ্ডন না হয় কভু।
(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)
রাজা। জন্মেছে নন্দন!
শ্রীকা। নাহি হও উচাটন।
শুন, নীরব আনন্দধ্বনি;
নৃপমণি,ধৈর্য্যপাশে বাঁধ বুক।
(মন্ত্রীর প্রবেশ)
মন্ত্রী। মহারাজ, জন্মেছে নন্দন;
কিন্তু হে রাজন্,
জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ,
মূর্চ্ছাগত রাজরাণী,
রাজবৈদ্যগণে
সযতনে চেতন করিতে নারে।
রাজা। হা প্রিয়ে—হা প্রিয়ে!
শ্রীকা। নৃপবর,:শোকের সময় এ ত নয়।
রাজ্ঞী অচেতন,
শিশুরে কে করিবে যতন
তুমি রাজা অধীর হইলে?
রাজা। ঋষিরাজ,
বড় সাধ ছিল মহিষীর
পুত্রমুখ করিতে দর্শন।
হা বিধাতঃ, হেন সাধে সাধিলে বিবাদ!
হা প্রিয়ে!
শ্রীকা। চল রাজা, দেখিতে নন্দন!
(দূতের প্রবেশ)
মন্ত্রী। আরে দূত, কি তোর সংবাদ?
দূত। মন্ত্রি মহাশয়,
নাহি জানি কিবা হয় রাজপুরে,
মহারাণী ত্যজেছেন কলেবর।
অকস্মাৎ নব শিশু করি গাত্রোত্থান
সপ্তপদ হ'ল অগ্রসর,
কহিল গম্ভীর-স্বরে,
"হের দেব নাগ নরে,
আমি বুদ্ধ—প্রণম্য সবার।"
উজ্জ্বল আভায় পূরিল কানন,
করি দুন্দুভি-নিঃস্বন,
নাহি জানি, কোথা হ'তে আইল কত জন,
নৃত্য-গীত করিছে উৎসব!
শুন শুন গম্ভীর সঙ্গীত-ধ্বনি।
রাজা। হা প্রিয়ে!
শ্রীকা। উঠ রাজা, নহে এ ত শোকের সময়;
জন্মিয়াছে উত্তম তনয়,
কর তারে লালন-পালন;
মূঢ়জন শোক করে গত-জীব হেতু।
রাজা। হায় ঋষি, শূন্য দশদিশি,
প্রেয়সী বিহনে হেরি।
ফুল্ল-কমলিনী জীবন-সঙ্গিনী,
কোথা গেল অভাগিনী,
পুত্র করি সাধ, ঘটিল বিষাদ;
(আহা, পুত্র বিনা ছিল যেন কত অপরাধী।
করি তনয় কামনা
দিবানিশি দেবতা-অর্চ্চনা;
বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা,
পুত্র কোলে ত্যজিল জীবন!
হায়—হায় কাঞ্চনের তরে
গজমতি ফেলিলাম নীরে,
রাজলক্ষ্মী ছেড়ে গেল!
যার সাধ, সে গিয়েছে চ'লে,
কি কাজ তনয়?
রাজ্যধন কোন্ প্রয়োজন?—
পশিব বিজনে, প্রেয়সীর ধ্যানে
দিবানিশি করিব যাপন।)
রাজপুরে ঘটিল প্রমাদ, হরিষে বিষাদ,
প্রাণে সাধ নাহি আর তিল!
কোথা গেলে প্রেয়সি আমার,
দেখ, হাহাকার তোমা বিনা।
বিষণ্ণ হেরিলে মোরে
আসিতে প্রেয়সি, বুঝাইতে কতমত;
ভাসি আমি শোকের সাগরে,
কেন আজি নিঠুর হয়েছ,
দেখা নাহি দেহ আর?
হায়, জনমের মত
আনন্দ-মূরতি তোর দেখিতে পাব না;
ফুরাইল—ফুরাইল গৃহবাস!
কোথা প্রিয়ে—
দে'খে আসি জন্মের মতন।
[রাজার বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি দুর্দ্দৈব রাজপুরে,
দেবমায়া বুঝতে অক্ষম।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

প্রমোদকানন—অপর পার্শ্ব।

(রাজা ও শ্রীকালদেবল)

রাজা। কই ঋষি, কই পুত্র মম?
শ্রীকা। হের সিংহাসনে নন্দন তোমার,
দেবগণে করিছে আরতি,—
মহাজ্যোতি ঘেরেছে কুমারে।
শুন বৎস, বচন আমার,
ত্যজিয়ে আশ্রম করহ গমন।
বুদ্ধদেব কৃপা করিবেন কালে;
বসি বুদ্ধ-তরুমূলে
বুদ্ধত্ব লভিবে পুত্র তব;
ফিরি দেশে দেশে,
উদ্ধারিবে মানবমণ্ডল;
এ সকল আমি না হেরিব।

[সকলের প্রস্থান।

(দেবদেবীগণের প্রবেশ)

(গীত)

ইমন-মিশ্র—একতালা।

পুরু।—জগজনপতি পূর্ণমুরতি নবীনজনম-ধারণ,
স্ত্রী।—মরি রূপের ছটা অরুণ-ঘটা মোহিত হয় মন;
সক।—জয় জয় জয় ঘুচ্‌লো ধরার ভার।
পুরু।—পরমোৎসব পুলকার্ণব উথলে উল্লান ধায়,
স্ত্রী।— চাঁদবদন ভাসে করুণায়;
পুরু।— অজ্ঞান-তিমির নাশ
স্ত্রী।— হৃদিকমল বিকাশ,
পুরু।—বুদ্ধদেব-চরণ সেবন জীব-নাশ বারণ,
স্ত্রী।—সই লো প্রাণ মন আজ মজালে নয়ন;
সক।—জয় জয় জয় ঘুচ্‌লো ধরার ভার।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

উদ্যান।

(দেববালাদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দে। কহ সখি, যুবরাজে সঙ্গীত শুনায়ে
দেবকার্য্য কি হবে সাধন?
দেখি, যুবরাজ দেবের সমাজে প্রিয়,
বুঝিতে না পারি
কেবা এই নরদেহধারী।
২য় দে। কহি সখি, শুনেছি যেমন,
জীবহিংসা করিতে বারণ
নিরঞ্জন করেছেন শরীর ধারণ।
জন্ম যবে, জননী মরিল;
দেবতায় গর্ভে ধরে যেই,
দেবলোকে স্থান তার।
বাড়িল কুমার বিমাতার লালন-পালনে;
দেবী-অংশে গৌতমী নামেতে রাণী,
অতি ভাগ্যবতী,
স্তনপান করাইল দুর্ল্লভ নন্দনে,
বৃন্দাবনে যশোমতী যথা;
এবে বর্দ্ধিত কুমার,
নারী সনে প্রমোদ-ভবনে করে বাস;
১ম দে। কিবা এই প্রমোদ-ভবন?
আছে শুনি সতর্ক প্রহরী,
বাহিরে আসিতে কেহ নারে;
কারাগারে রাখে পুত্র,—
কারণ কি তার?
২য় দে। যবে জন্মিল নন্দন,
জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ করিল গণন,
"বৃদ্ধ জরা মৃত ভিক্ষু করি দরশন,
রাজার নন্দন ভবন ত্যজিয়ে যাবে,
নহে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে কুমার।"
দিন দিন শশিকলা প্রায়,
বাড়িল তনয়,—
নিয়োজিত আচার্য্য নিপুণ,
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইল বালক।

কিন্তু ভাবে মগ্ন দিবানিশি,
উদাস সংসার-সুখে ;
হেরি পুত্রের ব্যাভার
হতাশ হইল রাজা।

১ম দে। কহ সখি, বিশেষ বর্ণনা,
শুনিতে বাসনা বাড়ে প্রাণে ;
কি ভাবে বঞ্চিল রাজসুত।

২য় দে। সঙ্গী সনে না করে খেলা,
নাহি নগর-ভ্রমণ, অশ্ব-সঞ্চালন,
পাছে ক্ষুদ্র কীটে দলে পদে,
সশঙ্কিতে করিত চরণ ক্ষেপণ ;
হিংস্র জন্তু করিলে নিধন,
করিত রোদন ;
এ সব লক্ষণ রাজকুলে নাহি শোভে।

১ম দে। দয়ার আগার, সর্ব্বজীবে সমভাব,
নরে না সম্ভবে কভু ;
কহ সখি, কি হইল অতঃপর ?

২য় দে। পুত্রের ঔদাস্য দেখি রাজা শুদ্ধোদন,
মন্ত্রী সনে উদ্বাহের করিল মন্ত্রণা,
কিন্তু তাহে কুমারের ঘৃণা ;—
কৌশলে করিল রাজা কার্য্য সমাধান।

১ম দে। কহ কি কৌশলে ?
শুনিতে বিকল প্রাণ।

২য় দে। রাজ্যে যত সুন্দরী রমণী,
নিমন্ত্রিয়া নৃপমণি আনিলা ভবনে ;
নারীগণে রত্ন বিতরণ
করিল নৃপতিসুত,
কিন্তু কারু পানে ফিরে না চাহিল,
কোন নারী সাহসে না তুলিল বদন ;
পরে ধীরে ধীরে,
গোপা নামে লক্ষ্মী-অংশে নারী,
বিস্তারি মাধুরী,
যুবরাজ-সমীপে হইল উপনীত।
বিমোহিত উভয় উভয়ে হেরি ;
চ'কে চ'কে প্রেম-আলাপন ;
প্রাণ-বিতরণে,
শুভদিনে পরে দোঁহে প্রেমের নিগড়।
রাজার সুখের নাহি সীমা !
জরা মৃত বৃদ্ধ ভিক্ষু পাছে পুত্র দেখে,
এই হেতু খুলিয়া ভাণ্ডার,
প্রমোদ-আগার নির্ম্মাইল,
নন্দন-কানন জিনি।
সুন্দর যে বস্তু যথা ছিল অবনীতে,
আনিয়া রাখিল তথা ;
গোপা সনে প্রেম-আলাপনে,
বঞ্চে সুখে যুবরাজ।

১ম দে। কহ সখি, কি কারণে
দেবরাজ পাঠাইল আমা দোঁহে ?

২য় দে। মোহে মুগ্ধ, প্রেম-খেলা খেলিছে কুমার
সুখের ভবনে ;
নাহি আর জীবের বেদনা মনে।
যে সঙ্গীতে গাইব দু'জনে
শুনি মনে বাজিবে আঘাত,
সেই ভাবে এ গীত রচিত,
দেব-কার্য্য উদ্ধার হইবে তায়।

(জনৈক যন্ত্রীর প্রবেশ)

যন্ত্রী। তোমরা কে ?

১ম দে। আমরা প্রমোদ-ভবনে গোপাদেবীর সহচরী হ'ব মনে মনে বাসনা করেছি।

যন্ত্রী। হুঁ—স্বর্গে নন্দন কানন, আর মর্ত্ত্যে প্রমোদ-ভবন, গেলে আর বেরোন যায় না, জান ত ?

১ম দে। যদি প্রমোদভবনে থাকতে পাই, বেরিয়ে আমাদের দরকার কি ?

যন্ত্রী। বটে বটে—ঠিক বলেছ ; বলি, এগিয়ে এস দেখি ; মুখ দু খানা মন্দ নয়,—যোড়া ভ্রূ। ভ্রূ ত কালিতে আঁক নি ?

২য় দে। ও মা, মিন্‌ষে বলে কি গো ? পোড়া কপাল !

যন্ত্রী। বলি, রং ত খড়ি দে কর নি ?

১ম দে। মিন্‌ষে, তোর মুখে আগুন।

যন্ত্রী। বলি, ঠোঁটগুলো অমনি লাল, না আলতা দিয়েছ ?

২য় দে। তোমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়েছি।

যন্ত্রী। না, পরচুলো নয়—তবে চুল কিছু খাটো থাটো। তা হোক ; বলি একটা গান কর দেখি ?

দেববালাগণ।— (গীত)

খাম্বাজ-মিশ্র—খেমটা।

চ'লে যাই আপন মনে চাই না কারো পানে ;
গোপনে প্রাণের কথা কই প্রাণে প্রাণে॥

আপনি থাকি আপন গরবে,
(নইলে) কুজনে সই কুকথা কবে;
কোমল প্রাণে অত কি সবে?
নাই ত তেমন মনের মতন,
যে জন নারীর মন জানে॥

(যন্ত্রীকে ঠোনা মারা)

যন্ত্রী। বাক্ জানে।

(যন্ত্রীর নাক ধরিয়া টানা)

চ্যালা মোর বাপ রে, এস—এস—তোমাদের প্রমোদ-কাননে দিয়ে পাঠাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

উপবন।

(সিদ্ধার্থ ও গোপা)

সিদ্ধা। প্রিয়ে,
যত দিন দেখি নাই বদন তোমার,
শূন্যময় হেরিতাম সুন্দর সংসার;
অরুণ-উদয়ে বসি জম্বুতরুতলে,
শূন্য প্রাণে শুনিতাম জীবনহিল্লোল;
নাচিত ময়ূরী,
বন-পাখী খেলিত আলোক মাখি;
কুরঙ্গিণী কুরঙ্গের সনে
ভ্রমিত অদূর-বনে;
দুলিত কুসুমরাজি মলয়-মারুতে;
হেরি ধরা শোভার আগার,
হৃদয়-বিকার দূর না হইত মম,
ভাবিতাম—লক্ষ্য-শূন্য এ সকলি;
কি পরিবর্ত্তন!
মধ্যাহ্ন-তপন ভাতিত গগনে যবে,—
নাহি আর আনন্দ-কল্লোল,
অগ্নিময় পবন-হিল্লোল,
গন্ধহীন সরস কুসুম,
মনে হ'ত ভ্রম,—
ক্ষণস্থায়ী আনন্দে কি ফল?
পশ্চিম-গগন আরক্ত যখন,
নব ভাব উদয় হইত হৃদে।
সেই উষা সম ছটা,
রঞ্জিত সুবর্ণ মেঘছটা,
সেই—সেই, কিন্তু সে ত নয়!
সচকিতে চায়,
বিহঙ্গিনী আনন্দে না গায়,
কুলায় প্রবেশে কেহ।
আশ্রয়ের তরে
ধীরে ধীরে কুরঙ্গিণী ফিরে,
কভু নির্ম্মল গগন—
হাসে শশী,
রজত-কিরণ ঢালিয়ে ধরণীপরে;
কভু নক্ষত্রখচিত রজনী ভূষিত,
কভু ঘোর মেঘের ঝঙ্কার,
লক্ষ্য নাহি বুঝিতাম তার,—
লক্ষ্য-শূন্য সকলই হইত জ্ঞান;
ম্রিয়মাণ দিবস-যামিনী!
সুবদনি,
একভাবে বহিত জীবন-স্রোত!
হ'ত অনুমান—
চক্রাকারে হয় ঘূর্ণ্যমান,
দিবা-নিশি, পক্ষ, ষড়ঋতু—
যেন নহে নিয়ম-অধীন,
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন চক্র ঘুরে।
এবে প্রিয়ে হৃদে ধরি তোরে
সে বিকার গিয়াছে অন্তরে,
নব আঁখি ফুটেছে আমার!
নয়নে তোমায় হেরি!

গোপা। আঁখি-বিনোদন হেরি, নাথ,
সরস বদন তব,
আনন্দ-হিল্লোলে দোলে হৃদয়-কমল;
কেন তবে হই হে বিমনা?
মনে নাই কি ছিলাম বালিকা যখন,—
যেই দিন দেখা তব সনে,
আবরণ পড়িয়াছে সেই দিনে!
যবে সদয়-হৃদয়,
প্রেমময় কণ্ঠহার দিলে এ দাসীরে,
গেল বাল্যখেলা, মুক্তামালা পরি গলে;
রূপদরশনে, হৃদয়-আসনে
তোমায় দিলাম স্থান।
ত্যজিয়ে বসতি,—গেল অন্ত স্মৃতি,—

রূপের সাগরে ডুবিলাম আত্ম ত্যজি !
সকলি পেয়েছি,
কিঙ্করীরে সকলি দিয়েছ,
প্রাণনাথ, তবু কেন ছায়া প'ড়ে প্রাণে ?

সিদ্ধ। প্রিয়ে, ছায়া কর দূর ;
ঐ ছায়ায় আচ্ছন্ন করিত প্রাণ মম ;
তব নয়ন-কিরণে মিলায়ে গিয়াছে ছায়া !
ছায়া—ছায়া—ছায়া বহুদূরে ;
দূরে—দূরে ছায়া, ছায়াময় সমুদয় !
দেখ প্রিয়ে, স্থিরচিত্ত হয়ে,
ছায়া নহে পরাজিত !
যেন মৃদুভাষে কর্ণে মম আসে,
অসীম অনন্ত ছায়া ঘেরিয়াছে ত্রিভুবন !
কিন্তু প্রিয়ে,
আমি তব, তুমি হে আমার,
ছায়া কোথা আর ?
সকলি আলোকময় !
হের সতি, মলয়-হিল্লোলে
ফুলদল দুলে দুলে বলে,—
ফুটেছি লো তোর তরে ;
করি কলধ্বনি,
বিহঙ্গিনী জাগায়ে তোমারে,
গায় সুমধুর তুষিতে শ্রবণ তব ;
ব্যজনে অনিল
খেলিয়ে অলকা সনে।
সত্য প্রিয়ে,
তবু যেন লুক্কায়িত আছে তব ছায়া।
আহা প্রিয়ে, বসন্ত ঊষায়
শতদলে শিশির যেমতি,
কেন সতি, অশ্রুবিন্দু নয়নে তোমার ?
জান না কি হাসিমুখ ভালবাসি তোর ?
আহা প্রিয়ে, এ কি নব ভাব,
হাসি সনে মিশে আঁখি-বারি !
দেখি—দেখি, বসন্তে বরিষা !
প্রিয়ে, তব নয়ন চুমিয়ে,
বারিবিন্দু করি দূর,
তরুণ অরুণে
কমলে শিশিরবিন্দু যথা।

গোপা। প্রাণনাথ,
দিনমণি বিনা
নলিনী যেমতি বিমলিনী,
একাকিনী কাঁদে বালা,
হেরি ভানু প্রফুল্ল বদন,
রজনীর জ্বালা জানাইতে নাহি পারে,
তেমতি হে, হেরিলে তোমারে,
ভুলে যাই কি অভাব আছে প্রাণে ;
ছায়া—ছায়া বলিলে যখন,
হইল স্মরণ ভীষণ স্বপন-ছবি।
নিত্য নিত্য দেখি সে স্বপন ;
কেঁদে জাগি,—
পাশে তুমি করি দরশন—
পাসরি স্বপন-কথা,
গলা ধ'রে নিদ্রা যাই পুনঃ ;
প্রভাতে উঠিয়ে মুখ নিরখিয়ে,
সুখে ভাসি,
বিহঙ্গিনী ঊষা দরশনে যথা।

সিদ্ধ। কহ প্রিয়ে,
কহ স্বপ্ন-কথা,
কিন্তু যদি মনে পাও ব্যথা,
নাহি তায় প্রয়োজন।
কত স্বপ্ন করি দরশন,
জাগরণে হেরি কত ছবি,
সযতনে ত্যজি সে সকল !
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি,
নাহি অন্য গতি !
পরস্পরে হেরে,
এস প্রিয়ে, ভুলি স্বপ্ন প্রেমের স্বপনে।
স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন এ সকল—
নিদ্রা জাগরণে,
স্বপ্ন বিনা কিবা আর ?

(দেববালাগণের প্রবেশ)

দেববালাগণ— (গীত)

ধানি-মিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ?
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায় ?—আমি খেলি বা কেন ?

জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর ?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।
সিদ্ধা। আহা প্রিয়ে, কি মধুর গান !
হর্ষ শোক সনে মিলে প্রাণে প্রাণে,
নবভাব বিকাশে হৃদয়ে।
স্মরণ না হয়,
যেন গাথা শুনেছি কোথায়।
কেবা বালা ? ডাক প্রিয়তমে,
উপহার দিব যুবতীরে,
সুধা-কণ্ঠ নূতন সঙ্গিনী তব।
গোপা। নাথ, নহে ত সঙ্গিনী মম !
নাহি জানি কে রমণী।
সিদ্ধা। চারুনেত্রে, দেহ পরিচয়,
কেবা তুমি প্রমোদ-ভবনে ?
দেববালাগণ— (গীত)
জানি না কেবা এসেছি কোথায়।
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায় ?
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই।
সিদ্ধা। কতদূর, কতদূর বিস্তার মেদিনী ?
পূর্ব্বভাগে নবরাগে হেরিলে উষায়,
সাধ হয় মনে,
হেরিতে সে নরনারীগণে—
তরুণ তপন যাহে প্রথম জাগায়,
আঁধার করিয়ে দূর কাঞ্চন-কিরণে,
পশ্চিমে আরক্ত ঘটা নেহারি প্রেয়সি,
অভিলাষী অন্তর আমার
যেতে চায় দিনদেব সনে,—
আমোদিনী কমলিনী যথা
হেরি পুনঃ প্রাণনাথে।
মনে হয় আছে কত নগরী সুন্দর,
বৈসে কত নর।
তোমায় আমায় যদি প্রিয়ে যাই,
হেরি কত সুন্দর বদন,
ভালবাসি কত জনে;
পক্ষভরে উঠি শূন্য'পরে,
নিয়ে হেরি বিস্তার মেদিনী,
মনোরঙ্গে গিরিশৃঙ্গে বিজন প্রদেশে,
বসি দিনশেষে
হেরি তারামালা ফুটে একে একে।
বদ্ধ আছি প্রমোদ-ভবনে—
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ-বাহিরে !
গোপা। প্রাণনাথ, এ কি ভাব তব ?
দুঃস্বপন হেরিছি প্রভাতে,
কাঁপে প্রাণ স্বপ্ন স্মরি;
তব ভাব দেখিয়া শিহরি,
ভাগ্যে মম কি আছে না জানি !
ভীষণ স্বপন,—
বহে যেন প্রলয়-পবন
কাঁপাইয়ে ধরণীরে,
কক্ষচ্যুত তারকামণ্ডল,
রাজদণ্ড ভগ্ন মহাবাতে,—
তুমি নাই পাশে !—
শয্যাপরে মুকুট তোমার,
নাহি তুমি পাশে !
হুতাশে কাঁপিল প্রাণ !
এবে এ ভাব তোমার,
প্রাণ আর প্রবোধ না মানে;
প্রাণনাথ, হর ভয় অবলার !
সিদ্ধা। ভাবি প্রিয়ে, এসেছি কি কাজে,
কি কাজে কাটাই দিন ?
অজ্ঞান-আঁধারে রয়েছি সংসারে,
কারাবাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
বারেক না ভাবি জীবনের লক্ষ্য কিবা !
প্রাণ মম চায়,
ধরা'পরে আছে যে যথায়,
ভ্রাতৃভাবে করি আলিঙ্গন।
বন্ধু মম পশু-পক্ষিগণ,
ধরার রোদন নিবারণ হয় সাধ !
তুমি মম জীবন-সঙ্গিনী,
হও ধর্ম্ম-সহায়িনী,
তিমিরে রাখিতে আর যত্ন নাহি কর।
উধাও—উধাও—
ধায় প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে,—
ক্ষুদ্র এই প্রমোদ-আগারে
কেমনে প্রফুল্ল রব ?

শুন সুবদনি,
মহাদুঃখে নিপতিত প্রাণী
অসহায়, নাহিক উপায়,
কেবা মুখ চায়?
এ খেদ হে প্রাণে নাহি ধরে।
স্বার্থ ভুলি সতি,
মহাব্রতে পতিরে উৎসাহ দেহ।
ল'য়ে তব অনুমতি,
জীবের দুর্গতি দূর করি চন্দ্রাননি!

গোপা। স্বার্থ অর্থ সকলি হে তুমি;
তব অনুগামী দাসী,
তব কার্য্যে বিরোধী না হব;
তব সুখে সুখী,
তুমি নাথ অসুখী যাহায়,
কিবা সুখ তাহে মম?
এই মাত্র সাধি গুণনিধি,
আশ্রিতে ঠেল না পায়।

সিদ্ধা। আনন্দদায়িনী তুমি চন্দ্রাননি!
হৃদয়ের তুমি অধিকারী;
তব প্রেমে শিখিব জগৎ-প্রেম,
তব প্রেম বিলাব জগতে—
এইমাত্র অভিলাষী।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দূরে রাজা, মন্ত্রী ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। বলি মহারাজ, বৌ-বেটায় আমোদ ক'চ্চে, নিত্যি নিত্যি কি ক'ত্তে আস বল দেখি? বলি, তেমন সখ হ'য়ে থাকে ত বুড়োরাণী নে তুমিও একটা প্রমোদ-কানন কর।

রাজা। বয়স্য, যে দিন আমার সিদ্ধার্থের চন্দ্র-বদন না দেখি, সে দিন আমার শূন্য জ্ঞান হয়।

বিদূ। বলি, মহারাজ যে বড় ভয় পেয়েছিলেন, যুবরাজ আর ধ্যানে বসেন না? বৌমা গর্ভবতী! পুত্র-সন্তান হ'লে আবার নূতন ধ্যানে ব'স্‌বেন। মহারাজ, মনে ক'রে দেখুন না কেন, প্রথম প্রথম আমরাও কত ধ্যান করেছি।

রাজা। সিদ্ধার্থের পুত্র হ'লে তোমার ব্রাহ্মণীকে নথ গড়িয়ে দেব।

বিদূ। না মহারাজ, আমার আর একটি সাধ আছে, আপনি এক যোড়া বেঁক-মল গড়িয়ে প'র্‌বেন, নাতির পায়ে ঘুঙুর থাক্‌বে আর আপনি শুধু পায়ে বেড়াবেন, সেটা বড় ভাল দেখায় না।

(সিদ্ধার্থ ও গোপার প্রবেশ এবং উভয়ে রাজাকে প্রণামকরণ)

রাজা। এই যে আমার সিদ্ধার্থ!—
বৎস, আসিয়াছে শিল্পিগণ,
সাধ সবাকার—
তব প্রমোদ-আগার-শোভা করিবে বর্দ্ধন;
যদি তব হয় মন,
পাঠাইয়ে দিব সবে তোমার সদন।

সিদ্ধা। পিতা, ক্ষুদ্র এই প্রমোদ-আগারে,
প্রাণ নাহি ভরে মম।
সব হেথা শিল্পের অধীন;
স্বেচ্ছাধীন নহে তরু-লতা—
সমভাব সকলি এ স্থানে!
চাই যবে আকাশের পানে,
সমতা নাহিক তথা—
নিত্য নব গগনের শোভা।
নব শোভা অবশ্য ধরণী ধরে;
কিন্তু,
শিল্পী করে সমভাব প্রমোদ-ভবন।
যাচি তাই অনুমতি পদে,
যাব আজি নগর-ভ্রমণে,—
অবিদিত ভূমি মম প্রাচীর-বাহিরে।

রাজা। বৎস, সুখের ভবনে
কিসে তব অসন্তোষ?
রাজকোষ শূন্য করি সাজায়েছি পুরী;
যেথানে যা ছিল বস্তু পরম সুন্দর,
আনিয়াছি এই স্থানে;
হেন কিবা আছে ত্রিভুবনে,
এ ভবনে নাহি যাহা?
মধ্যমণি মণিহারে যথা—
তেমতি ধরণীমাঝে
বেষ্টিতসুন্দরী সুখে কর বাস;
কি হেতু প্রয়াস বৎস, যাইতে বাহিরে?

সিদ্ধা। পিতা,
মধ্যমণি অবশ্য সুন্দর,
কিন্তু এক মণি নহে মণিমালা,
গাঁথে মালা বিবিধ রতনে,
ক্ষুদ্র রত্ন—আছে তার কাজ!

এ ভবন যদ্যপি সুন্দর,
হয় সাধ শোভাময়ী মেদিনী হেরিতে !
কমলিনী—ফুলকুলরাণী
সুন্দর অবশ্য মানি ;
ক্ষুদ্র ফুলে ক্ষুদ্র শোভা চিত-ফুল্লকর,
পূর্ণ কর সাধ, পিতা, দেহ অনুমতি।

রাজা। ভাল বৎস, হও সুসজ্জিত ;
দূত আসি ল'য়ে যাবে কা'ল।
দেখাইবে নগরের সুন্দর যে স্থান।

সিদ্ধা। আশীর্ব্বাদ কর পিতা ;
গুরুজনে প্রণাম আমার।

রাজা। বৎস, রাজচক্রবর্ত্তী হও।

বিদূ। যুবরাজের জয় হোক !

[সিদ্ধার্থ ও গোপার প্রস্থান।

রাজা। দেখ এ ঘটনা—
পুত্রের বাসনা নগর-ভ্রমণে !
জ্যোতিষ-বচনে—
বৃদ্ধ জরা রুগ্ন মৃত ভিক্ষুক দর্শনে,
পুত্র হবে গৃহত্যাগী ;
দেহ শীঘ্র নগরে ঘোষণা,
জরা-জীর্ণ আদি পথে নাহি আসে কালি।
আঁখি-সুখ-কর
সুসজ্জিত করহ নগর ;
হেরি যাহে রাজ্যের লালসা বাড়ে।
দেখ মন্ত্রি, অতি সাবধানে
নিবার কুৎসিত দৃশ্য রাজপথে ত্বরা।

মন্ত্রী। নাহি চিন্তা মহারাজ,
শাক্যরাজ্যে কুমার-বৎসল সবে,
জ্ঞাত আছে জ্যোতিষ-গণনা,
বিশেষতঃ সতর্ক প্রহরী,
নিয়োজিব এইক্ষণে,
তত্ত্ব ল'য়ে আপনি ফিরিব।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। সখা, করিব প্রহরি-কার্য্য কালি।

বিদূ। বলি মহারাজ, এই ছড়োছড়িটা ত দিন-
কতক বাদে করলেই হোতো।

রাজা। হে বয়স্য, কি কব তোমায়,
সিদ্ধার্থ যখন যাহা চায়,
ভাল মন্দ না করি বিচার,
তখনই প্রদানি তাহা।
আজি প্রাণে হয়েছে উৎসাহ,
ব্যথা পেত নিবারণে ;
কিংবা অন্বেষিত বিলম্বের প্রয়োজন।
সুবর্ণ-পিঞ্জরে বদ্ধ রেখেছি পাখীরে—
পাখী না জানিতে পারে !

[উভয়ের প্রস্থান।

(সিদ্ধার্থের পুনঃ প্রবেশ)

(শূন্যে দেববালাগণের অবির্ভাব ও গীত)

ধানি-মিশ্র—একতালা।

কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল !
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই, যাই কোথা—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?—
যে আছ চেতন, ঘুমাও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজপথ।

(শ্রীকালদেবলের প্রবেশ)

শ্রীকাল। আজি শেষ দেখা দে'খে যাব বুদ্ধদেব !
কালি তনু হইবে পতন।
আজি রাত্রে রাজপুত্র ত্যজিবে আগার।
আহা, মোহে অন্ধ রাজা শুদ্ধোদন,
চাহে বিধি লিপি করিতে খণ্ডন ;
দেব-মায়া না বুঝে ভূপাল।

পঞ্চানন আসিবেন আপনি ধরায়,
ধরিবারে জরা-রুগ্ন-মৃত-ভিক্ষু-বেশ।
আসিয়াছেন বুদ্ধদেব,—
পঞ্চানন আসিছেন বৃদ্ধ-বেশে।
অন্তরালে করি অবস্থান,
হেরি দেবলীলা ধরামাঝে।

[প্রস্থান।

(সিদ্ধার্থ ও সারথির প্রবেশ)

সিদ্ধা। হে সারথি, হেরিলাম সজ্জিত নগর;
প্রজাগণ,
মম আগমনে উৎসবে মগন যেন;—
স্বাভাবিক অবস্থা এ নয়!
প্রাণ চায়, কি দশায় রহে সবে হেরি,
প্রকৃত অবস্থা যাহা হই অবগত।
(স্বভাবতঃ মনে মম এই সংস্কার,
সুধাগার নহে এ ধরণী;
অন্ধ সম ভ্রমিছে মানব,
কালরবি অন্ধকারে!
ভাবি মনে কোথা হ'তে আলোক আনিব,
দীন নরে চক্ষু প্রদানিব,
ঘুচাইব ভবঘোর।
ছিল সাধ, থাকিয়ে সংসারে.
জ্ঞান-জ্যোতি করিব প্রচার,
কিন্তু তার নাহিক উপায়;
অধীন যে জন,
সে কেমনে শিখাইবে স্বাধীনতা?
বৃথা আশা!
কিন্তু বিষম বন্ধন ছেদন করিতে নারি।)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। যুবরাজের জয় হোক! ভাগ্যবতী বধূমাতা সুকুমার প্রসব করেছেন, পুরবাসীরা আনন্দে মগ্ন— নবশিশু আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত বধূমাতা অতিশয় ব্যাকুলা।

সিদ্ধা। যাও,
রত্নের ভাণ্ডার মম কর বিতরণ;
মনোমত রজত কাঞ্চন,
আপনি বাছিয়ে লহ;
অঙ্গুরী গ্রহণ কর।

দূত। এ সম্মান স্বপ্নের অতীত।

[প্রস্থান।

সিদ্ধা। রত্নহার, তোমার ছন্দক!
(স্বগত) বন্ধনের উপর বন্ধন!
নিত্য নব বিড়ম্বনা;
ওঠে প্রাণে বাসনা-সাগর,
দুস্তার-বাসনা
সুখ-আশা—আশা মাত্র,
সুখ কিবা নাহি জানি।

(বৃদ্ধের প্রবেশ)

এ কি ভীষণ আকার সম্মুখে আমার!
নরাকার, কিন্তু নহে নর!
শুষ্ক চর্ম্ম অঙ্গে আবরণ;
অবনত যেন মহাভারে—
উন্নত করিতে নারে শির।
কহ হে সারথি, কোন্ জাতি জীব এই?

সার। নর-জাতি শুন হে কুমার,
অবনত বার্দ্ধক্যের ভারে,
অসহায় ভ্রমে ধরা'পরে;
জরাজীর্ণ শোচনীয় দশা।

সিদ্ধা। এ দশা কি হয় সবাকার?
অথবা কি দৈবের বিপাকে
এ দশা ইহার?
নর-জাতি সবে কি হে বার্দ্ধক্য-অধীন?

সার। হায় প্রভু, কাল বলবান্!
কৈশোর যৌবন কালের নিয়ম,
বার্দ্ধক্য তেমতি মতিমান্!
এ দশা সবার,
নিস্তার নাহিক এতে কার,—
দেহী মাত্র বার্দ্ধক্য-অধীন।

সিদ্ধা। আমি—গোপা—ফুল্লকান্তি সহচরী সবে—
জরাগ্রস্ত হব কি সময়ে?

সার। যুবরাজ, সবে সমনিয়ম-অধীন;
রাজা কিংবা প্রজা—সমভাবে স্পর্শ করে কালে!

সিদ্ধা। এই সুখ ধরে কি সংসার?
জরার নিস্তার নাহি কার!
এই হেতু জীবনধারণ!
সুখের যৌবন—এইমাত্র পরিণাম!
হায়, হেন কারাগারে,
কোন্ সুখে বাস করে নরে?
কি কারণ শাসন-আলয়ে
উঠে জয়-জয়-ধ্বনি?

(জনৈক রুগ্নের প্রবেশ)

রুগ্ন। আমার ধর, আমার প্রাণ যায়,
আমার চারিদিকে আগুন জ্বলছে—
আমার অস্থিগ্রন্থি সব শিথিল হচ্ছে—
আমায় ধর।

সিদ্ধা। জীর্ণ-শীর্ণ হের চমৎকার!
দেহ-ভার চরণ না বহে;
কহে—অনল চৌদিকে,
কম্পে ঘন ঘন,
মহাহিমে জরজর তনু যেন!—
বার্দ্ধক্য কি স্পর্শিল ইহারে?

সার। মহারোগে শীর্ণ কলেবর—
অস্থিগ্রন্থি কাঁপে নিরন্তর,
কিন্তু দেহে ঘোর তাপ
বল-ক্ষয় রোগের প্রভাবে!

সিদ্ধা। কহ বিচক্ষণ,
এও কি হে দেহের নিয়ম?
এ দশা কি হয় সবাকার?

সার। চলে দেহ যন্ত্রের সমান,
হে ধীমান্,
কেবা জানে কবে প্রাপ্ত হইবে বিকার!
দেহমাত্রে রোগ করে অধিকার,
এ নিয়ম না হয় খণ্ডন।

সিদ্ধা। এই ছার দেহের গৌরব?
এই হেতু বৈভব-লালসা?
কলেবর রোগের আগার,
যত্ন এত তার, পীড়ার পোষণ হেতু?
কুসুম-সৌরভ, তপন-গৌরব,
চন্দ্রমার হাসি,
চিত্তসুখকর কহে যাহা ভ্রান্ত নরে,
ব্যঙ্গ করে রুগ্ন জনে!
বুঝিতে না পারি,
কি হেতু এ ধরাধামে বাস,
ক্ষণস্থায়ী সুখ-আশ কেন করে নরে!

(অগ্রে মৃত দেখিয়া)

স্পন্দহীন, হের পথমাঝে,
জড় বা চেতন
নির্ণয় করিতে নারি!
রুক্ষকেশা বিবশা রমণী
পাশে বসি করিছে রোদন!
কহ বিবরণ, কিবা এই শোচনীয় ছবি?
দেখ—দেখ, বস্ত্রে করি আচ্ছাদন
কাঁধে সম ল'য়ে যায় স্পন্দহীন দেহ!

সার। বিচিত্র কালের গতি, শুন যুবরাজ!
আছিল চেতন,
এবে অচেতন—মৃত্যুর পরশে।
মহানিদ্রাগত!
এ অভাগা আর না জাগিবে।

সিদ্ধা। কহ সত্য ছন্দক আমায়,
এ কি এই অভাগার কুলরীত,
কিংবা সবাকার ওই পরিণাম?
মহানিদ্রা-কোলে আমিও কি করিব শয়ন?

সার। কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য মরণ—
ক্রমে ক্রমে ফলে কালে যুবরাজ!
এই মানবের পরিণাম—
মৃত্যু ফেরে সাথে,
নাহিক নির্ণয় কবে কার হরিবে চেতন।

সিদ্ধা। বুঝিলাম—জলবিম্ব সম এ শরীর!
গৌরব ইহার কিবা?
অম্বুবিম্ব প্রায় নর উঠে,
অম্বুবিম্ব প্রায় পুনঃ টোটে।
পাছে মৃত্যু ফিরে লক্ষ্য নাহি করে;
ভ্রান্ত নরে তবু করে সুখ-আশা!
জেনে শুনে অন্ধ রহে চিরদিন!
না জানি কি অলক্ষ্য প্রভাবে
ভুলায় মানবে,
দেখেও না দেখে,
জেনেও না জানে,
আচরণে হয় অনুমান,
যেন অনন্ত সময়ে
ক্ষয় না হইবে কায়!
ধিক্—ধিক্ সংসার-প্রয়াস,
ধিক্ সুখ-আশ,
ধিক্ এ জীবন, ধিক্ এ চেতন!
শত ধিক্ ভঙ্গুর এ দেহে!
ভাবি মনে আমার—আমার!
কেবা কার মৃত্যু পরে?
ওই হাহাকারে কাঁদিছে রমণী—
কর্ণমূলে না পরশে ধ্বনি,
ধরায় সম্বন্ধ নাহি আর!

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

দেখ—দেখ,
গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন,
কমণ্ডলু করে—ধীরে করে আগমন।
কহ মোরে এ রহস্য কিবা?

সার। বাসনা করিয়ে পরিহার,
ভ্রমে দ্বারে দ্বার,
ভিক্ষাজীবী সংসার-সম্বন্ধ-হীন;
সুখ-আশে দিয়া জলাঞ্জলি,
নির্জ্জনে ঈশ্বরে পূজে;
ব্রহ্ম-উপাসনা বিনা নাহিক কামনা।

সিদ্ধা। কোথা ব্রহ্ম? কোথা তার স্থান?
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার;
তবে কেন রোগ শোক জরা,
দুঃখের আগার ধরা?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম?
জীবকুল কিবা অপরাধী,
নিরবধি সহে দুঃখ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কভু নাহি পারে!
এ সংসার সন্তাপ-সাগর
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা,
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন?
রোগ-শোকে করে আর্ত্তনাদ,
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায়?
কিংবা ব্রহ্ম,
শক্তিহীন দুঃখের মোচনে?
তত্ত্ব আছে অবশ্য ইহার;
শাস্ত্রব্যাখ্যা সকলি অসার,
শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে!
সর্ব্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্,
দয়াবান্ কভু সে ত নয়!
সত্বর চালাও রথ—
যাব আমি পিতার সদনে;
লইব বিদায়, ভ্রমিব ধরায়
জ্ঞানালোক অন্বেষণে।
দুঃখের উপায়
পারি যদি করিতে নির্ণয়,
দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ।
কাঁদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি,
আর গৃহে রহিতে না পারি;
মমতায় আর নাহি বদ্ধ রব!
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার,
অলসে না হরিব জীবন।
মহাকার্য্যে যদি মম তনু হয় ক্ষয়,
মৃত্যুকালে প্রবোধিব মনে,
যথাসাধ্য করেছি উদ্যম।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

রাজা ও মন্ত্রী।

রাজা। অবশ্য এ দেবতার ছল!—
বৃদ্ধ রুগ্ন ভিক্ষু মৃত এল কোথা হ'তে?
সতর্ক প্রহরী
পথে পথে করিল গমন,
তত্ত্ব নিতে রাজপথে গেলাম আপনি।

মন্ত্রী। সত্য প্রভু দৈবের ছলনা!
দেখা দিয়ে কোথা চ'লে গেল,
কেহ না দেখিল,
প্রহরী না পায় অন্বেষণ!
এল কোথা হ'তে—দেখিতে দেখিতে
অন্তর্দ্ধান হ'ল আচম্বিতে!

রাজা। এ সকল অদৃষ্টের গুণে!

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

সিদ্ধ। পিতা, প্রণাম চরণে;
আসিয়াছি লইতে বিদায়,
সদয় হইয়ে তাত, দেহ অনুমতি।
মিনতি চরণে,
জ্ঞান-অন্বেষণে যাব আমি গৃহ ত্যজি।

রাজা। বৎস,
বজ্রাঘাত কেন কর এ প্রাচীন কালে?
তোর মুখ হেরে ভুলেছি সকল জ্বালা—
ভুলেছি প্রিয়ায়,
ধরা আর শূন্য নাহি হয় জ্ঞান।

অন্ধের নয়ন,
আঁধার ঘরের দীপ,
তোমা বিনা এ সংসারে কিছু নাহি জানি।
তুমি মম সর্ব্বস্বরতন,
রাজ্যের ভূষণ,
শাক্যকুলে একমাত্র তুই রে আশ্রয়!
লহ সিংহাসন,
যেবা প্রয়োজন এখনি তা দিব আনি।
কহ পুত্র, কি হেতু বিরাগ,
সর্ব্বত্যাগ করিবারে চাহ?
বল,
কার মুখ চেয়ে বাঁধিব রে হিয়ে,
পুত্র আর নাহি ত আমার!
বচনে তোমার হেরি অন্ধকার,
প্রাণ আর বক্ষে নাহি ধরে!
শুন যাদুমণি,
বক্ষ মম ফাটিবে এখনি,
শেলসম বাণী আর বৎস নাহি বল।

সিদ্ধা। পিতা, অসার সংসার,
রোগশোকাগার,
মৃত্যু ফিরে পায় পায়;
আসে পাশে কালের কবলে,
এই ভাব চিরদিন রয়,
কোন্ হেতু আবদ্ধ রহিব?
যৌবন না চিরদিন রয়,
জরা করে আক্রমণ।
নাহিক নিয়ম,
কবে কালদণ্ডে হইব পতন।
এ সংসার নহে ত আমার,
স্বেচ্ছায় যদ্যপি নাহি ত্যজি,
আজি বা দু দিন গতে ত্যজিতে হইবে;
তবে কেন মোহে বদ্ধ রব?
পারি যদি জগতের দুর্গতি হরিব।
লইয়াছি মহাকার্য্যের ভার,
হেন কার্য্যে বাধা নাহি দেহ নরনাথ!
নিশ্চয় যদ্যপি তাত হবে দেহপাত,
পুত্র বলি কেন তবে মিছা মায়া?
কেবা কার জায়া?
কার তরে অজ্ঞান-তিমিরে
আচ্ছন্ন রহিব চিরদিন?
দুর্ব্বলতা ত্যজ পিতা উচ্চকার্য্য ভাবি;
কর আশীর্ব্বাদ—
মনসাধ পূর্ণ যেন হয়।

রাজা। প্রস্তরে গঠন তোর,
জেনেছি নিশ্চয়!
রাজপুত্র কে কোথায় হয় গৃহত্যাগী?
জন্মাবধি কভু নাহি জান দুঃখলেশ,
ধরি ভিখারীর বেশ—ভিক্ষাপাত্র করে,
ঘরে ঘরে কেমনে ফিরিবি?
কে তোমারে রাখিবে যতনে?
কহ,
কোন্ প্রাণে তোমারে বিদায় দিব?
বধ' না জীবন,
কঠিন বচন আর নাহি কহ তাত!
তোমা বিনা রাজ্য হবে বন,
হবে শাক্যবংশ নাশ,
সর্ব্বনাশ কেন কর?
বধূমাতা অনাথা হইবে,
সদ্যোজাত পুত্র তোর, কে তারে দেখিবে?
কে বুঝাবে গৌতমীরে?
করেছে পালন,
নন্দন অধিক তুমি তার!
অর্থ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
সংসার-আশ্রম—
আশ্রমের সার কহে,
কেন তবে হবে গৃহত্যাগী?

সিদ্ধা। কহ পিতা, কিবা ধর্ম্ম-আচরণে,
মৃত্যু হ'তে পায় ত্রাণ?
কোন্ ধর্ম্মে যৌবন না হরে কাল?
কোন্ ধর্ম্ম করি আচরণ,
রোগ-আক্রমণ অতিক্রম করে নর?
কে আছে ধীমান্, করে বিধি দান
হয় যাহে দুঃখ-বিমোচন?
সন্তাপ-বারণে
কে আছে সক্ষম, প্রভু?
তাই যেতে চাই জীবের কারণে
সত্য-অন্বেষণে
যে সত্য-মাহাত্ম্যে হবে পাপ-বিমোচন,
ধরা হবে পুলক-ভবন,
অবিচ্ছিন্ন আনন্দমগন রবে নর!

করিয়াছি পণ,
লভিব সে অমূল্য রতন,
নহে তনু নিব বিসর্জ্জন—
পিতা, কেবা জানে,
কালই,
কালের শাসনে হ'তে পার পুত্রহীন!
উচ্চ কার্য্যে
তবে কেন নাহি দেহ অনুমতি?
শুন পিতা,
এ দুর্গতি দেখিতে না পারি আর!
জীবকুল করিব নিস্তার,
বিকাশিব জ্ঞানালোক—
অজ্ঞান-তিমির নাশি।
আজ্ঞা দেহ মহাব্রতে, হই, দেব, ব্রতী।

রাজা। হায় পুত্র, আমি কি ভাগ্যহীন!
হেরি নাই সুখের বদন।

সিদ্ধা। সুখ নাই এ ছার সংসারে,
তাই যেতে চাই পিতা, সুখ-অন্বেষণে।
কহি স্বরূপ বচন,
মিলে যদি অমূল্য রতন,
এনে দেব সে ধন তোমায়।
ধৈর্য্য ধর উচ্চ কার্য্য ভাবি;
আজ্ঞা দেহ যাই তাত, ইষ্টের সাধনে;
নরনাথ, মহাকার্য্যে অনুকূল হও।

রাজা। বৎস, অধিক না বল;
কেঁদে গেছে দিন,
যাবে দিন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে!
আজি যাও প্রমোদ-ভবনে,
কর যথা অভিরুচি কালি।

সিদ্ধা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্—কর আশীর্ব্বাদ।
[সিদ্ধার্থের প্রস্থান।

রাজা। হায়, কি করি উপায়—
প্রাণ ছেড়ে কেবা রহে দেহ ধ'রে?

মন্ত্রী। মহারাজ, প্রহরী রহিব সবে,
পলাইতে নাহি দিব।

রাজা। যেবা হয় করহ উপায়,
বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার।
মহামায়া, কোথা তুমি?
পুত্র তোর যেতে চায় গৃহ ত্যজি!
(উন্মত্তভাবে) না—না,
রাজচক্রবর্ত্তী মম সুত!
মিথ্যা নহে বিপ্রের বচন।
ওই—ওই—সিংহাসনে আমার নন্দন
কই—কই সিদ্ধার্থ আমার? (মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। এ কি! এ কি!
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পুরে!
ওঠ, ওঠ নরনাথ!

রাজা। (উন্মত্তভাবে)
দেখ—দেখ ইন্দ্রের পতাকা
উজ্জল বিভায় শোভে ঝলসি প্রদেশ!
হায়! হায়! মহাবাতে বিচ্ছিন্ন হইল!
দিক্-হস্তী আসিতেছে দশ দিক্ হ'তে
পদভরে কাঁপায়ে মেদিনী!
দেখ—দেখ,
পুত্র মোর করিরাজপরে!
আহা! বিমান সুন্দর,
থরে থরে মণি-মুক্তা সাজে!
শ্বেত অশ্ব চারি বহিতেছে রথখান।
কেবা রথে?—পুত্র মোর
আয় বৎস, আয় কোলে।
এ কি! চক্র ঘোরে অনিবার—
অগ্নের অক্ষরে লেখা থরে থরে,
ঘূর্ণ্যমান চক্র করে গান!
এ কি! ঘোর দামামার রোল!
গম্ভীর নিক্কণে গিরিশৃঙ্গ টলটল!
বজ্রনাদে কেবা বাদ্য করে?
ওই পুনঃ সিদ্ধার্থ আমার!
দেখ—ধীরে ধীরে ওঠে অট্টালিকা,
মেঘরাশি ভেদিয়াছে চূড়া;
চূড়াপরে কুমার আমার খেলে।
দুই হাতে ছড়ায় রতন,
জগজ্জন আনন্দে কুড়ায়।
কেবা ছয়জন বিষাদে মগন,
দন্তে দন্ত করিছে ঘর্ষণ?
কার ডরে যায় পলাইয়ে?

মন্ত্রী। হায়! হায়!
বুঝি রাজা উন্মত্ত হইল।

পণ্ডিত। মন্ত্রিবর, নহে উন্মত্ততা;
দিব্য-চক্ষু কভু পায় নর,
ভবিষ্যৎ ঘটনা গোচর হয় তার।

হয় অনুভব,
জ্ঞান-জ্যোতি লভিবে কুমার,
যাহে দগ্ধ হবে ভ্রমাত্মক শাস্ত্র যত ;
হেরিল পতাকা ছিন্ন, সেই হেতু ভূপ।
দিক্-হস্তী সম বলবান্
সত্য হবে আবিষ্কার—
প্রভাবে যাহার রাজপুত্র হবে সর্ব্বজয়ী।
বুদ্ধিরথ আরোহণে নৃপতি-নন্দন
সন্দেহ-সাগর করি অতিক্রম,
লভিবে আনন্দ-স্থান।
বিধি-চক্র দেখায়ে মানবে,
কুমার বুঝাবে বিধির নিয়মাবলি।
দুন্দুভি-নিনাদে সত্য করিবে প্রচার,
বসি উচ্চ চূড়াপরে,
জ্ঞান-রত্ন মিলাইবে নরে।
শাস্ত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিত ছজন,
শিক্ষায় যাহার নর শিখে ভ্রম,
বিরস বদন, পলাইবে কুমারে হেরিয়ে।

দৈববাণী। রাজচক্রবর্ত্তী হবে নৃপতি-তনয়।
জয় জয় বুদ্ধদেব, জয় জয় জয়!

পণ্ডিত। অকস্মাৎ শুন দৈববাণী।

রাজা। এস শীঘ্র, কে আছ কোথায়,
রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মম।
কে দেখিবে এস শীঘ্র করি।

[বেগে রাজার প্রস্থান।

মন্ত্রী। হায়! হায়! কি হবে না জানি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

কক্ষ।

(সিদ্ধার্থ—পশ্চাতে সারথি)

সিদ্ধা। (সগত) ক্ষণস্থায়ী দ্বিদল জীবন,
অৰ্দ্ধ-সচেতন—অৰ্দ্ধ অচেতন
কেবা জানে কিবা ভাব?
এই রামাদলে কুতূহলে
নাচিল গাইল,
নানা বেশে আবেশে অবশ তনু,
হাবভাব দেখাইল কত,
পুনঃ কি বিকৃত ভাব!
সংজ্ঞাহীন—নাহিক উৎসব,
শব সম নিপতিত!
কেবা জানে কে পুনঃ উঠিবে?
কিংবা,
মহানিদ্রাঘোরে অচেতন রবে,
কভু না জাগিবে আর!
নহে কিছু বিচিত্র জগতে!
এই শশী—নীলাম্বরে বসি,
ঢালিছে কিরণরাশি হাসায়ে মেদিনী,
কেবা জানে,
ঘোর ঘনঘটা কখন্ উদিবে—
ঢাকিবে কৌমুদীমালা!
অনিয়ম—বিপরীত খেলা ;
মর্ম্ম কেহ নাহি বুঝে!
এই আছে—এই পুনঃ নাই,
হেন বস্তু চাই!
ধিক্—ধিক্ মানবের সংস্কার!
মরুভূমি-মাঝে ভ্রমে—মরীচিকা পাছে পাছে।
ভুলি আশার ছলনে,
ওই সুখ—ওই সুখ বলি,
ধেয়ে যায় উন্মত্তের প্রায়;
শতবার প্রতারিত—তবু নাহি শিখে,
শত দুঃখে ভ্রান্তি নাহি ঘুচে!
ধন্য ধন্য সংসার-বন্ধন।
যেতে চাই—রাখে যেন ধ'রে!
প্রলোভন কহে মধুস্বরে,
'কোথা যাও আনন্দ-আগার ত্যজি?'
বুঝিয়ে না বুঝে মন,
অদ্ভুত বন্ধন,
নিশ্চিত ঘুমায়!
দুরন্ত তস্কর কাল,
পলে পলে হরে পরমায়ু,
তবু নিত্য নূতন কল্পনা—
নিত্য নব সুখে উত্তেজনা!

(সহসা সারথিকে দেখিয়া প্রকাশ্যে)

কে তুমি?

সারথি। দাস তব, যুবরাজ!

সিদ্ধা। হে সারথি,

বুঝিয়াছি কার্য্য তব নিশাকালে ;
রয়েছ প্রহরী মম পথ রোধিবারে।
কিন্তু,
জীবন যৌবন তব হরিতেছে কাল,
তত্ত্ব কিছু রাখ তার ?
কর অশ্ব প্রস্তুত সত্বর,
কারাগারে বদ্ধ নাহি রব আর।

সার। দেব !
বজ্র সম বাক্য তব বিদরে হৃদয়।
হ'ও না নির্দ্দয়,
তোমা বিনা রাজ্য হবে অন্ধকার!
কিবা কাজে গৃহ ত্যজে যাইবে কুমার ?
পেতে রাজ্য-ধন
করে নর কঠোর সাধন,
করগত সকলি তোমার।
কিশোর-বয়সে
ক্লেশ কেন কর আবাহন ?
রাজার কুমার,
ফুলহারে ব্যথা লাগে কায়,
কেমনে সন্ন্যাসব্রত করিবে গ্রহণ ?
দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায়,
সহচরী চামর ঢুলায়,
নিদ্রা নাহি হয় যার,
তরুতলে কেমনে শুইবে ?
যার ক্ষীর সর নবনী ভোজন,
ভিক্ষা-অন্নে জীবনযাপন,
এ কেমন বিধি-বিড়ম্বনা ?
রাখ বাক্য,
মনোবেগ কর সংবরণ।
পিতা তব ত্যজিবে জীবন,
অনাথিনী হবে তব প্রণয়িনী ;
সুকুমার জন্মেছে কুমার,
পালনের ভার তব পরে,
কারে দিয়ে করিবে গমন ?
গৃহে বসি কর প্রভু, দেবতা অর্চ্চনা,
দূর কর দুরূহ কামনা,
কাঁদা'ও না শাক্যগণে।

সিদ্ধা। সাধে কি সংসার-বাস করি পরিহার ?
জনক আমার স্নেহের আগার,
সাধে কি ত্যজিয়ে তাঁরে যাই ?
প্রাণপ্রিয়ে—জীবন-সঙ্গিনী,
অনাথিনী সাধে কি তাহারে করি ?
পুত্রের মমতা সাধে দিই বিসর্জ্জন ?
শাক্যগণে আমা বিনা নাহি জানে,
জেনে শুনে সাধে যাই চ'লে ?
কহ কিবা ফল,
অন্ধ-মাঝে অন্ধ হয়ে র'রে ?
ফিরিছে বিষম চক্রে মানব-সকল,
রোগ-শোকে সতত বিকল,
মৃত্যুমাত্র পরিণাম ;
বৃথা আশা ইন্দ্রিয়-লালসা
নাচায় কাঁদায় সবে ;
নশ্বর এ ভোগসুখ দিছি বিসর্জ্জন ;
মানবের দুঃখভার করিতে মোচন,
করিয়াছি আত্মসমর্পণ।
উচ্চ উদ্দীপন নিবারণে যত্ন নাহি কর।
অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ধরে যা ধরণী,
তার দুঃখে ব্যথিত হৃদয় মম,
ধরাপরে যেই স্থানে বৈসে যত জন,
সবাকার দুঃখে মম অন্তর কাতর ;
ব্যোমচর জলচর আদি,
যাচি আমি নিরবধি সবার কল্যাণ ;
কিন্তু কূল নাহি পাই,
তাই চ'লে যাই মুক্তি-তত্ত্ব-অন্বেষণে।
জ্ঞান-রত্ন দিব আনি মানব সকলে ;
সত্যের গৌরবে,
হিংসা দ্বেষ উঠাইব ভবে ;
জ্ঞানালোকে পরম পুলকে
জগতে বঞ্চিবে প্রাণী।
বৃথা বাক্যব্যয়ে দেখ বহিছে সময়,
পরমায়ু ক্ষয় করি ;
দিন পূর্ণ রহিতে না পারি,
বহুদিন আছি মহাকার্য্য করি হেলা।
সহায় হইয়ে শীঘ্র গিয়ে
ঘোটক প্রস্তুত কর ;
মোহবশে হ'ও না বিরোধী।
যাও, শীঘ্র যাও—
জগতের তাপ আর সহিতে না পারি।

সার। মহাভাগ,
কি বুঝিব মহিমা তোমার ?

হরিবারে ধরণীর ভার,
পূর্ণ অবতার উদয় মানবমাঝে!
যে হয় সে হয়,
আর নাহি করিব বারণ।
মনে রেখ, এইমাত্র পদে নিবেদন।
[সারথির প্রস্থান।

দ্ধা। (স্বগত)
এই গৃহে প্রেয়সী আমার,
অঙ্কপরে কুমারে লইয়ে!
যাই দে'খে যাই—
কি জানি এ জন্মে যদি দেখা নাহি হয়!
দেখি নাই—দে'খে যাই তনয়ের মুখ।
কাঁপে বুক বাতে পত্র যেন!
আহা! প্রিয়া আমা বিনা নাহি জানে!
ধিক্! ধিক্! আরে মূঢ় মন,
বুঝেও বোঝ না প্রলোভন?
বন্ধনের উপর বন্ধন,
কি হেতু করিতে চাও?
যাও, চ'লে যাও—
উচ্চ কার্য্য সম্মুখে তোমার।
মমতায় মহাব্রত ভুল না ভুল না,
জান না—জান না,
অতি শঠ প্রলোভন!
জগৎ-প্রেম
করিয়ে আশ্রয়,
দুর্ব্বলতা কর পরিহার।
কেবা কার ধরামাঝে—মৃত্যু যথা ফেরে?
দেখ—দেখ মানস-নয়নে,
জীবকুল ব্যাকুল সন্তাপে।
পরকার্য্যে করে যেই আত্মসমর্পণ,
সেইক্ষণে হয় মৃত্যুঞ্জয়।
কেন দুর্ব্বলতা—কেন এ মমতা,
মহাব্রত কেন কর হেলা?

(সারথির পুনঃ প্রবেশ)

। দেব, ঘোটক প্রস্তুত;
নাহি জানি কি বেদনা বনজন্তু-প্রাণে
দু'নয়নে বহে বারিধারা,
বার বার সতৃষ্ণ-নয়নে
চাহে মোর পানে।

সিদ্ধা। (স্বগত)
বিদায় চরণে তাত,
বিদায় জননি,
প্রণয়িনি, মাগি হে বিদায়!
কুমার আমার,
ফিরি যদি—চুম্বিব বদন!
শাক্যগণ, বিদায় সবার কাছে;
ক্ষমা কর সবে।
জীবের সন্তাপে বিকল অন্তর মম।
(প্রকাশ্যে) চল হে ছন্দক,
যাই আর রহিতে না পারি,—
সকাতরে ডাকে মোরে জগতের প্রাণী।
[সকলের প্রস্থান।

(গোপা ও ধাত্রীর প্রবেশ)

গোপা। ধাত্রি, মম প্রাণ উচাটন,
যেন ছিঁড়িয়াছে হৃদয়-বন্ধন!
রহ তুমি শিশুর রক্ষণে,
দে'খে আসি প্রাণনাথে।
নিত্য নিত্য হেরি কুস্বপন,
আজি স্বপ্ন অতীব ভীষণ,—
যেন কমণ্ডলু-করে,
ভিক্ষুবেশে দেশে দেশে ফিরে পতি!
এ কি হেরি, উদ্ঘাটিত দ্বার!
কপাল কি ভেঙ্গেছে আমার!
প্রাণনাথ, কোথা তুমি?
দেখা দাও, মরে অভাগিনী!

(সখীগণের প্রবেশ)

১ম সখী। এ কি! এ কি! কোথা যুবরাজ?
বুঝি কপটতা করি আছেন লুকায়ে?
চল যাই খুঁজি চারি ধারে।

গোপা। এই কি হে ব্রতের সূচনা
আমি অনাথিনী,
পা দু'খানি করি আশ,
তাই বুঝি ত্যজি বাস গেছ চ'লে?
বলিতে আদরে,
জীবন-সঙ্গিনী আমি তব;
তবে কেন ফেলে গেলে?
যদি গুণনিধি,

দাসী পদে অপরাধী,
কোন্ দোষে দোষী, নাথ, কুমার তোমার ?
হায় ! হায় ! কত প্রাণে সয় ?
বিধাতার অধিক কি কব—
রাজপুত্রে করিল ভিখারী !
মরি ! মরি ! স্বর্ণ-কলেবর,
ফুলবৃন্তে ব্যথা যার লাগে—
বিভূতি কি সাজে তার ?
শয্যা—ধরাতল, ভিক্ষাপাত্র কেবল সম্বল,
শীত-তাপে জীর্ণ বাস অঙ্গে আচ্ছাদন !
হেথা আমি প্রমোদ-কাননে,
ভূষিত রতনে,
ধিক্ প্রাণ, পাষাণে গঠিত !
না— না, নাথ মম কোমল-হৃদয়,
ছলে কোথা আছে লুকাইয়ে।
সখি ! সখি ! এই বুঝি প্রাণনাথ
ওই বুঝি ওই প্রাণেশ্বর !

[বেগে প্রস্থান।

(রাজা ও গৌতমীর প্রবেশ)

রাজা। হা পুত্র, হা সিদ্ধার্থ, কোথায় তুমি ? আরে নিদারুণ প্রহরি, সত্য কি আমার সিদ্ধার্থ ঘরে নাই ?

গৌতমী। বাপ-ধন, আমি গর্ভে ধরিনি ব'লে কি আমায় ফেলে গেলে ? যাদুমণি, তুমি যে আমার অঞ্চলের নিধি—আমার আঁধার ঘরের দীপ। বাপ-ধন, তুমি কোথায় ? কই আমার বধূমাতা ? কই আমার পুত্র—পুত্রবধূ প্রমোদ-কাননে রেখে গিয়েছি, হায়—হায় ; রাজপুরে কেন বজ্রাঘাত হলো ? যাদুমণি, কখন তোর ক্লেশ সয় না, প্রভাত-অরুণে তোর মুখচন্দ্র মলিন হয় ! ওরে, কে তোরে যত্নে রাখ্‌বে ? আয়, ঘরে আয়—আমার বুক-জুড়ান ধন, ঘরে আয়! তুমি ত নিদয় নও, আমার প্রাণ যায়, দে'খে যাও !

রাজা। সিদ্ধার্থ—সিদ্ধার্থ !—তোমার সাধের প্রমোদ-কানন শূন্য ক'রে কোথায় গেলে ? বাপ্‌ রে, ফিরে এস—তোমার বৃদ্ধ পিতাকে বধ ক'র না।

(সিদ্ধার্থ-পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ লইয়া সারথির প্রবেশ)

গৌতমী। রে ছন্দক,
কোথা রেখে এলি অঞ্চলের নিধি মোর ?
ওরে ফিরে এলি কার বেশ নিয়ে ?
দে রে সমাচার, কোথায় কুমার !
কুড়ায়ে পেয়েছি ধন—
সে রতন কোথায় হারাল ?
সে আমার নয়নের তারা,
তারে হারা হ'য়ে
কেমনে বাঁধিব হিয়া,
অভিমানে গেছে কি সে চ'লে ?
ভুলায়ে কি এনেছ রে ঘরে ?
সে বিনা কেমনে হায় র'ব প্রাণ ধ'রে ?
ওরে, সে যে দুখিনীর সর্ব্বস্ব রতন !

রাজা। কোথা পুত্র,
প্রাণ রাখ দিয়ে সমাচার।

সার। মহারাজ, ত্যজিয়ে নগর ;
পবন-গমনে বাজী-আরোহণে,
ধাইলেন যুবরাজ ;
একাদশ যোজন করিয়া অতিক্রম,
উপনীত অনোমা নদীর তীরে ;
ত্যজি রাজবেশ, ছেদি সুচিকণ কেশ,
পদব্রজে চলিল কুমার ;
চাহিলাম যাইতে পশ্চাতে,
কোন মতে সাথে না লইল ;
কহিলেন মোরে,
নিবেদন জানাইও পিতামাতা-পদে,
চঞ্চল তনয় বোধে ক্ষমেন আমায় ;
আমি শত অপরাধী পায় ;
যেন নিজ গুণে করেন মার্জ্জনা।

(সন্ন্যাসিনী-বেশে গোপার বেগে প্রবেশ)

রাজা। দেখ রাণি, প্রাণ ফেটে যায়,
স্বর্ণলতা বধূমাতা সন্ন্যাসিনীবেশে !

গোপা। দাও—দাও ছন্দক আমায়,
পতির বসন-ভূষা মম অধিকার !
স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পূজিব বিরলে।

গৌত। ও মা ! ও মা !
কেন গো এ কাঙ্গালিনী-বেশে ?
হেরে তোরে প্রাণ ধ'রে কেমনে রহিব ?
ভাবি মনে, তব চাঁদমুখ দরশনে
ভুলিব এ নিদারুণ জ্বালা।

গোপা। মা গো,
দীনবেশে দেশে দেশে ভ্রমে পতি মোর,
প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার ;
তাই আমি সন্ন্যাসিনী।
আমি সহধর্ম্মিণী তাঁহার,
অন্য ধর্ম্ম কেন আচরিব ?
ও মা, যার আদরে আদরিণী,
রাজরাণী যার পদ সেবি,
যার তরে ফুল-অলঙ্কারে
বাঁধিতাম কবরী যতনে,
বসন-ভূষণ যাঁর তরে প্রয়োজন,
সেই নাই আমার।
প্রমোদ-আগার,
হের মা আঁধার,
হেরি শূন্যাকার দশ দিশ !
নিবিড় তামসী নিশি
আর না পোহাবে,
প্রাণনাথ ছেড়ে গেছে নিশাকালে।
দেখ মা—দেখ মা,
অঙ্গে মম বিভূতি সেজেছে ভাল।
মা গো, আমি সন্ন্যাসীর নারী
কপালে সিন্দূর
দেখ মাতা করি নাই দূর—
এই মম উজ্জ্বল ভূষণ।
নাথের স্মরণ
জীবনে আশ্রয় মম।
রা। (উন্মত্তভাবে)
ওই দেখ বাজায় দুন্দুভি
শত রবি বদনে আভা !
দেখ—দেখ উজ্জ্বল পতাকা
ভাতিছে গগনে।
নৃত্য করে শত কোটি নর !
দেখ—দেখ কুমার আমার
শ্রেষ্ঠ সবাকার ;—
রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মম !
ওই—ওই, চল দেখি দেখি।
রাজার বেগে প্রস্থান ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•—

কানন।

তরুমূলে সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট,—সম্মুখে শিষ্যদ্বয়।

১ম শি। আচার্য্যের কি কঠোর সাধন, ছয় বৎসর কাল একাসনে উপবেশন ক'রে আছেন।—অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! সপ্তাহে একটি বদরী আহার !

২য় শি। কঠোর পন্থা ! আমাদিগের ওরূপ হয় না। পারি—একাসনে থাকতে পারি,—তবে ভোজনের পর একটু নিদ্রা না হ'লে শরীর অলস বোধ হয়। বয়স বশতঃ ওঁর ক্ষুধা মন্দা ; আমাদের যুবা বয়েস ;—তবে গৃহ অপেক্ষা অনেক কম করিছি ; কোথায় এক পস্থরি—কোথায় সের ! পঞ্চাংশের একাংশে জীবন-ধারণ কচ্চেছি ; কুষ্মাণ্ডাকার একটি ফল হ'লে এক ফলে জীবন ধারণ কত্তে পারি।

১ম শি। ক্রমে হবে, তবে আচার্য্যের কিঞ্চিৎ মশকদংশন সহ্য আছে, আমাদিগের সেরূপ হয় না।

২য় শি। ঐ ব্যাঘাত ধর্ম্মপথে বিষম কণ্টক। কর্ণের নিকট ঘোরতর ধ্বনি কত্তে থাকে। বোধ করি, উহাদের হিংসা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

১ম শি। হিংসার প্রয়োজন কি ? এ ধার ও ধার পার্শ্বপরিবর্ত্তন কল্লেই শতকোটি জীব উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। চল, ভিক্ষায় যাব—বেলাও অধিক হ'ল। মিষ্টান্নে দোষ নাই, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে ; রাজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনা যাক্।

২য় শি। তায় আর দোষ কি ? দেখ, আচার্য্য মশয়ের নিমিত্ত একটি তণ্ডুল রেখে যাও ; কি জানি, ভোজন ক'রে যদি কারুকে চিরতার্থ কত্তে হয়, বিলম্ব হবে। অল্প আহার করেন বটে, কিন্তু ভোজনের সময় না প্রাপ্ত হ'লে ক্রুদ্ধ হন—সে দিন আর আহার করেন না।

১ম শি। ক্রোধ এখনো দমন কত্তে পারেন নি। সে দিন বদরীর নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ কল্লেন—

আন্‌তে বিলম্ব হ'ল—আর তিন দিন বাক্য-নিঃসরণ কল্লেন না।

২য়। কঠোরে ওই বড় দোষ—কিছু রোষের বৃদ্ধি রাখে। শাস্ত্রে বলেছে, জঠরাগ্নি আর রোষাগ্নি উভয়েই অগ্নির স্বরূপ কি না—

১ম শি। নাও—নাও, নিকটে তণ্ডুল রেখে চল গমন করি, বেলাও অধিক হলো।

২য় শি। যদি পক্ষীতে ভক্ষণ করে?

১ম শি। তাতে আর আমাদিগের অপরাধ কি? আমরা ত ভোজ্যসামগ্রী যথাস্থানে রাখ্‌লেম—

২য় শি। কি জান, উনি কিঞ্চিৎ ক্রোধস্বভাব, তাই চিন্তা। চল, বেলাও অধিক হলো—দুই প্রহর না হ'লে আর ভোজন হবে না।

১ম শি। ঘোরতর কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছি, কাজে কাজেই সকল সহ্য কত্তে হবে; তাই কল্য রজনীতে ভালরূপ উদরপূরণ হয় নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধা। ঘূর্ণীমান মস্তিষ্ক আমার,
বুঝি তনু হবে ক্ষয়!
সত্যতত্ত্ব না হ'ল সঞ্চয়
না হইল মানবের দুঃখ-বিমোচন।
যদবধি দেহে আছে প্রাণ,
করিব সত্যের সন্ধান।
ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি আপনি শুকায়ে যায়;
মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমে?
উচ্চ শাল তাল,
অভ্রভেদী শির আপনি হেলায়,
অনিলে করিয়ে আবাহন—
রয়েছে মগন আপন আনন্দভরে;
হেরি জ্ঞান হয় মৃত্যুকে করে না ভয়।
তরু মম গুরু—
তাপ, হিম, বাত্যা, জল,
শিখায়েছে সহিতে সকল।
আছে সমভাবে,
আত্মকার্য্য নাহি ভোলে;
তবে কি হেতু স্বকার্য্য ভুলিব?
মগ্ন হই পুনঃ মহাধ্যানে।
ত্যজিয়াছি সকল মমতা
জীবনে মমতা কিবা হেতু?

(দেববালাগণের প্রবেশ)

দেববালাগণ। (গীত)
বেহাগ—খং।

আমার এ সাধের বীণে—
যত্নে গাঁথা তারের হার,
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে,
উঠে সুধা অনিবার।
তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি,
তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে,
টানে ছিঁড়ে কোমল তার।
সাধের বীণের মরম যে জানে,
সে ত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাথা শুনে সে প্রাণে;
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধ্‌বে টেনে,
বীণা নীরব রবে তার।

[গান করিতে করিতে দেববালাগণের প্রস্থান।

সিদ্ধা। মধুর সঙ্গীত!
উপদেষ্টা গায়িকা আমার।
ভোগতৃষা বিষময় যথা,
সেইমত শরীর-নিগ্রহ,
উভয়ে না হয় সত্য লাভ।
মধ্যপথ করিব গ্রহণ—
সেই ধর্ম্ম সনাতন।
দেহ-রক্ষা বিনা,
কেমনে করিব দিব্যজ্ঞান অন্বেষণ?
দেহের মমতা যত্নে ত্যজিতে উচিত,
কিন্তু দেহ-রক্ষা অতি প্রয়োজন।
আছিলাম ভোগে—করেছি কঠোর,
ফলে নাহি ফল তাহে।
দেখি,
নিয়মিত আচারে কি ফলে ফল।
(অপর তরুমূলে উপবেশন)

(পূর্ণা ও পায়সার-হস্তে সুজাতার প্রবেশ)

সুজা। সখি, বুঝি মম পুরাতে কামনা,
বনদেব উদিত আকার ধরি।
তেজঃপুঞ্জকায় হের কেবা মহাশয়,
মহাধ্যানে নিমগ্ন তরুর মূলে!
সপ্তবর্ষ গত,

এই তরুতলে করেছি কামনা—
পাই যদি মনোমত পতি,
হয় যদি পুত্র-লাভ,
পূর্ণিমার দিনে
বর্ষে বর্ষে পায়সান্ন দিব উপহার।
পূর্ণমনস্কাম
তাই কল্পতরু ধরিয়ে মুরতি,
বসিয়াছে ল'তে মম পূজা
কর পান ভগবান্, মম উপহার;
কর আশীর্ব্বাদ—
পতি-পুত্র রহুক কুশলে।

সিদ্ধা। পূর্ণ হ'ক কামনা তোমার।

[পূর্ণা ও সুজাতার প্রস্থান।

(অদূরে শিষ্যদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ম শি। ওহে, পায়সান্ন!

২য় শি। উদর পরিপূর্ণ, অপরাহ্নে দেখা যাবে।

[সিদ্ধার্থের প্রস্থান।

১ম শি। পায়সান্ন লয়ে আচার্য্য কোথায় গমন কচ্চেন?

২য় শি। শঙ্কা নাই, কিঞ্চিন্মাত্র পান কর্‌বেন।

১ম শি। না না, লক্ষণ ভাল না; ওই—ওই করে কি?—এ যে ধর্ম্ম নষ্ট হ'ল!

২য় শি। আর ধর্ম্ম নষ্ট—সমস্ত ভাণ্ড নষ্ট—এক চোঁচায় পান!

১ম শি। না, এখানে আর থাকা নয়, লোভীর নিকটে থাক্‌লে লোভ বৃদ্ধি পাবে।

২য় শি। আমিও মনে মনে বিচার কত্তেম—একটি তণ্ডুল বা তিল আহার ক'রে কি সপ্তাহ কাটে? বোধ করি, যে স্থানে উপবেশন কত্তেন, ওর নিম্নে গহ্বর আছে! চল, অনুসন্ধান করি গে। এ স্থানে থাকা বিধেয় নহে, কাশীধামে গমন করব। পথের সঞ্চয় কিঞ্চিৎ চাই।

১ম শি। (অনুসন্ধানের পর কিছু না পাইয়া) তুমিও যেমন, অপর কোন স্থানে লুক্কায়িত রেখেছেন; আমরা ভিক্ষায় যাই—আর গাত্রোত্থান ক'রে আহার করেন। গবেষণা ক'রে কেন দেখ না, এক দণ্ড পদ্মাসনে বস্‌লে পদদ্বয় কন্ কন্ কত্তে থাকে; এক কালে ছয় বৎসর কাল উপবেশন কি সম্ভব?

২য় শি। না—না, শঠের নিকট অবস্থান উচিত নয়; অজগরবৃত্তি অবলম্বন করি; ভিক্ষায় প্রয়োজন নাই—মুখে তুলে উত্তম সামগ্রী দিয়ে যাবে; আর বিশ্বেশ্বর-দর্শন বেদ-অধ্যয়ন।

১ম শি। বলি, পথের সম্বল ত কিছুই নাই।

২য় শি। গৃহস্থদিগকে কৃতার্থ কর্ত্তে কত্তে যাব।

১ম শি। সে যে বহু দূর—বন্যপথে গৃহস্থ কোথা?

২য় শি। তা বটে; তা—কোথাও কিঞ্চিৎ অপহরণ কল্লে হয় না? কাশীধামে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে।

১ম শি। যদি তস্কর ব'লে ধৃত করে?

২য় শি। অমনি সহসা কি কিছু করা যাবে? রজনীযোগে গ্রহণ ও দ্রুতপদ-সঞ্চালন।

১ম শি। সেই উত্তম; এখানে আর নয়, ধর্ম্মনাশ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

(এক দিকে সিদ্ধার্থ ও অপর দিকে রাখালের প্রবেশ)

সিদ্ধা। কহ হে পথিক, দ্রুতপদে কোথায় গমন?
কেন তব বিরস বদন?
শ্রমজল ঝরে ঝর-ঝর,
কি কারণ
বিশ্রাম না কর তরুতলে?
আহা! দাঁড়াও—দাঁড়াও,
কথা কও
কেন তব চক্ষে বহে ধারা?

রাখা। বলি, কেন ঠাকুর, পিছু ডাক্‌লে বল ত? "দাঁড়াও—দাঁড়াও"—গর্দ্দনাটা তখন তুমি আমার হয়ে দেবে? আমি যার আশ পুরে অল খেতে পেলেম না।

সিদ্ধা। কেন বাপু, তোমার কি হয়েছে?

রাখা। বলি, রাজার কি হুকুম জান? আমি গরিব, ছাগল চরিয়ে খাই—আমার সব ছাগলগুলি তাকে দিতে হবে; আজ সন্ধ্যার সময় পৌঁছাতে পারি ভাল, নইলে আমার গর্দ্দান যাবে। ওই দেখ, কেলে কেলে ছাগল ত নয়, যেন মেঘের ছানা। সব ছাগল গেল, কি ক'রে খাব তাই ভাব্‌চি।

সিদ্ধা। কেন বাবু, তোমার অপরাধ কি?

রাখা। অপরাধ আর কি, তাঁর বাড়ী পূজা, বলি দেবেন।

সিদ্ধা। তোমার পণ দেবেন না?

রাখা। হুঁ, পণ দেবেন, গর্দ্দান রাখ্‌লে হয়! সে কি এমনি রাজা?—ডাকাতের রাজা; ছাগল না দিলে গাঁ জ্বালিয়ে দেবে। লাখ্‌ ছাগল্ বলি না দিলে তার পূজ' হবে না।

সিদ্ধা। লক্ষ প্রাণিবধ! চল বাপু, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রাখা। যাবে—চল, ছাগল থাকে ত সঙ্গে নাও—অমনি গেলে তোমায় না বলি দেয়! হায়, হায়! কি হ'ল?—আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! কেমন ক'রে আমার দিন যাবে!

সিদ্ধা। বাপু, তুমি কেঁদ না—আমি গিয়ে রাজাকে নিবারণ করব, তোমার ছাগল নেবেন না।

রাখা। তোমার কোন্ দেশে বাড়ী গো? রাজাকে বুঝি এখনও চেন না?

সিদ্ধা। তোমার ভয় নাই, চল।

রাখা। আহা, ঠাকুর, তুমি কে গো? তোমার মিঠে কথা শুনেও প্রাণ জুড়'ল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিম্বাসার রাজার পূজা-গৃহ—সম্মুখে কালীমূর্ত্তি।

বিম্বাসার, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণদ্বয়।

১ম ব্রা। সহস্র বলির এক এক হোম হ'লে দশ দিনে হোম সাঙ্গ হবে না। লক্ষ বলির এক এক হোম হোক্। ভট্‌চাজ, ও হোম ভ্রম মাত্র,—রুধির-কর্দ্দমই হ'ল কাজ।

২য় ব্রা। বলি—প্রতি বলিতে ঘৃতাহুতি, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণমুদ্রা, এ তো চাই?

১ম ব্রা। তা তোমায় মহারাজ বঞ্চিত কর্‌বেন না। তবে কি জান ভট্‌চাজ, সমস্ত দিন যদি হোম কর্‌বে ত খাওয়া-দাওয়া ক'র্‌বে কখন্? ভোজন-দক্ষিণাটাও আছে ত?

২য় ব্রা। ঘৃতকুম্ভ, পট্টবাস ও কাঞ্চনখণ্ড যদি উৎসর্গ হয়, তা হ'লে আর হোমের প্রয়োজন করে না বটে।

১ম ব্রা। মন্ত্রী মহাশয়, ছাগ কোথায়? উৎসর্গ ক'রে দিই, বলি আরম্ভ হোক্।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, এক অদ্ভুত রাখাল ছাগপাল ল'য়ে আস্‌ছে। আহা, কি অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতি! নগরের সমস্ত লোক রূপদর্শনে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে।

১ম ব্রা। মহাযজ্ঞক্রিয়া। কত লোক আস্‌বে, কত লোক যাবে; বলি আরম্ভ হোক্।

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

সিদ্ধা। মহারাজের জয় হোক!

বিম্বা। (স্বগত) কে এ পুরুষ? (প্রকাশ্যে) কে তুমি?

সিদ্ধা। আমি ভিক্ষুক।

বিম্বা। ভাল, যজ্ঞ হোক্—ভিক্ষা পাবে।

সিদ্ধা। রুধির-কর্দ্দম যজ্ঞ হ'লে ভিক্ষা ল'ব না। মহাযজ্ঞ ক'রেছেন, ভিক্ষুককে বিমুখ কর্‌বেন না।

বিম্বা। মন্ত্রি, কোষাধ্যক্ষকে বল, ওকে কিঞ্চিৎ রত্ন প্রদান করে।

সিদ্ধা। ভিক্ষা মম ভূপতি-সদনে;
কোষাধ্যক্ষ দিবে কিবা?
আসি নাই অন্য ভিক্ষা তরে,
প্রাণিবধ-যজ্ঞ দান কর মহারাজ!

বিম্বা। তুমি কি বাতুল? আমি পুত্রকামনায় যজ্ঞ করেছি। দেখ্‌ছি, তোমার সন্ন্যাসীর মত আকার, কেন অধর্ম্মে মতি দাও? তুমি সন্ন্যাসী, এজন্য তোমায় মার্জ্জনা করেছি, বলির সময় অন্য কেউ উপস্থিত হ'লে প্রাণবধ কর্‌তেম। যাও, নিরস্ত হ'য়ে ব'স, মহামায়ার পূজা দেখ।

সিদ্ধা। করি পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা-উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী?
জগন্মাতা,
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি।
দেখ, নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
যদি নৃপ, কৃপা নাই কর,

দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
নির্দ্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি,
কেন প্রাণিনাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন,
দুর্ব্বল এ ছাগপাল;
হায়! হায়! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ!"
মহারাজ,
জীবগণ হিংসি পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে,
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয়?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণদানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণনাশ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি!
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়,—
বেদনা জানাতে নারে!
বধি তারে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
না হয় কখন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে!
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হ'ন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হ'য়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ।
বধ রাজা, আমার জীবন,
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।
নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে,
এড়াইবে জীবহিংসা-দায়!
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি,
বসুমতী কলুষিত কর না, ভূপাল।
স্বার্থ হেতু,
ক'র না হে কোটি প্রাণী বধ।
কোথায় ঘাতক,—রাজকার্য্যে বধ' মোরে।

বিম্ব। মতিমান্,
আমি অতীব অজ্ঞান,
নিজ গুণে কর ক্ষমা।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব খুলেছে নয়ন,
বুঝিয়াছি হিংসা সম নাহি পাপ।
তুমি জগদ্গুরু—স্থান দেহ শ্রীচরণে।
নাহি আর পুত্রের কামনা,
নাহি রাজ্যধন আশ,—
ত্যজি বাস যাব সাথে সাথে,
সেবিতে চরণ দুটি,—
কে তুমি হে দেহ পরিচয়?
জ্ঞানময়, কভু তুমি নহ সাধারণ,
বঞ্চনা ক'র না দেব, দেহ পরিচয়।

সিদ্ধা। শুন নরপতি।
হেরি জীবের দুর্গতি,
আসিয়াছি জ্ঞান অন্বেষণে।
রাজবংশে একক নন্দন,
ছিল রত্ন-ধন,
আসিয়াছি প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিয়ে!
কর আশীর্ব্বাদ,
যেন পূরে মন-সাধ,
পারি যেন হরিবারে জীবনের সন্তাপ।
নরনাথ, বঞ্চহ কল্যাণে,
যাই আমি যথাস্থানে।

বিম্ব। প্রভু, আমি তব যাব সাথে—
জীবন ত্যজিব প্রভু, বঞ্চনা করিলে।

সিদ্ধা। হে ভূপাল, ধরহ বচন,
অকারণ রাজ্যধন কি হেতু ত্যজিবে?

প্রেমে কর প্রজার পালন।
হয় যদি সফল জনম,
পাই যদি দুর্ল্লভ রতন,
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।
দেখ রাজা, বহিছে সময়,
আর না রহিতে পারি।

বিম্বা। মন্ত্রি, রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীব-হিংসা কেহ নাহি করে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন কর বিতরণ,
দেবার্চ্চনা অধিক নাহিক আর।
আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার,
হ'ল দূর সাধু-দরশনে।
আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা।

[বিম্বাসারের প্রস্থান।

১ম ব্রা। বলি, মন্ত্রি মহাশয়, হোমের ত কোন বাঁধা নাই?

মন্ত্রী। আপনাদের প্রাপ্য সকলি পাবেন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

২য় ব্রা। তবে আর কেন? পূজা ত হয়েছে, মহামায়ী এখন বিশ্রাম করুন, আমরাও গমন করি।

১ম ব্রা। ভট্‌চাজ, বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনা! কোথা হ'তে অকালকুষ্মাণ্ড এল—ছাগ-মাংস বহুদিন ভক্ষণ করি নি, বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

তরুতল।

সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট।

(এক জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। পিতা,
বুঝি আর নাহি মম পুত্রের উপায়!

সিদ্ধা। কে তুমি কল্যাণি,

স্ত্রী। পিতা, ভুলেছ কি দুহিতারে?
পুত্রের জীবন আশে করিনু কামনা,
আজ্ঞা দিলে আনিবারে কৃষ্ণতিল।

সিদ্ধা। এনেছ কি তিল, বৎসে, হেন স্থান হ'তে,
যথা মৃত্যুর নাহিক সমাগম?

স্ত্রী। করিলাম অনেক সন্ধান,
নাহি হেন স্থান!
প্রতি গৃহে প্রত্যেক কুটীরে,
জিজ্ঞাসিনু জনে জনে;
কেহ কভু মরে নাই যথা;
নাহিক আবাস হেন!

সিদ্ধা। তবে কেন কর মৃত পুত্র-আশা?
জেন সতি, কাল বলবান্,—
মৃত্যু-হস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায়!
যে সন্তাপ সহে সর্ব্বজন,
যাহা নাহি হয় নিবারণ,
তাহার কারণ ক'র না রোদন, মাতা!
ধৈর্য্য মাত্র মহৌষধ শোকে,
অনন্য উপায় বালা!

স্ত্রী। পিতা, তব উপদেশে আসি নাই পুত্র-আশে,
আসিয়াছি তব দরশনে।
কিন্তু,
নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার!

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

সিদ্ধা। হায়! এই হাহাকার ঘরে ঘরে।
কবে হবে দিন,
মহৌষধি বিতরিব জীবে?
উদ্দীপন বিফল কি হবে?
উৎসাহে কহিছে মম প্রাণ—'না, তা নয়।'
সংশয়ে না দিব স্থান,
জ্ঞানালোকে বিনাশিব দুঃখের তিমির;
জীবন থাকিতে ভঙ্গ কভু নাহি দিব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কানন।

জম্বুতরুমূলে সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট।

সিদ্ধা। আজি জ্ঞান হয়,
বিশ্বময় আনন্দের রোল!

যেন জীব-জন্তু কহিছে সকল,
'আজি হবে দুঃখ-বিমোচন।'
জল, স্থল, ব্যোম, সমীরণ,
মহানন্দে করিছে কীর্ত্তন,
জ্ঞান-জ্যোতি বিকাশিবে ভবে।
অজানিত সঙ্গীতের ধ্বনি
পরশে শ্রবণ-পথে,
মন যেন মর্ত্ত্যে আর নাই!
কোথা আমি,
কিবা আমি, যাইতেছি ভুলে;
দেহ হ'তে হইয়া বিস্তার
প্রাণ আমার ব্যাপিতেছে ত্রিভুবন।
কিবা নব ভাব আবির্ভাব,
নির্ণয় করিতে নারি!
করিব সমাধি, আর না জাগিব
যত দিন জ্ঞান নাহি হয় লাভ।
(সমাধিস্থ হওন)

(মারের প্রবেশ)

মার। (স্বগত)
ফুরাল আশা-বাসা,
সর্ব্বনেশে ব'স্‌ল ধ্যানে!
হায় কি কর্‌ব উথায়,
কথা কি আর শু'ন্‌বে কানে?
(প্রকাশ্যে) বৎস,
তুমি রাজার কুমার—
বিদরে হৃদয় এ দশায় দে'খে তোরে।
কার তরে তরুতলে এ সমাধি?
যাও—ফিরে যাও;
অনাথিনী তব প্রণয়িনী,
শোকে মগ্ন দিবস-রজনী;
পিতা মৃতপ্রায়, জননী লুটায় ভূমে।
যেই বস্তু নাই,
মিছে কেন তার উপাসনা?
আকাশ-কুসুম,
কেহ যাহা দেখে নি কখন'
কেন তার কর অন্বেষণ?
সিদ্ধা। দূর হ রে ছায়া প্রতারক!
প্রলোভন দেখাও না মোরে।
ওই দূরে মহাজ্ঞান-জ্যোতি
হেরি আমি মানস-নয়নে!
সে জ্যোতি আনিব, হৃদয়ে স্থাপিব,
মরি! কিবা জ্যোতি, বিমল উজ্জ্বল!

(সন্দেহের প্রবেশ)

সন্দেহ। জ্ঞান যদি চাও—
এই কি রে তার পথ?
না জানি কেমন গেরো,
দেখ্‌লে তো বছর বারো,
ফল্লো কি তোর—ফল্লো মনোরথ?
সিদ্ধা। আরে রে সংশয়!
আর মন নারিবে টলাতে,
যাও হেথা হ'তে।
সন্দেহ। ওরে, কে রে—কে রে?—
প্রাণ গেল রে—প্রাণ গেল রে!
[সন্দেহের প্রস্থান।

(কুসংস্কারের প্রবেশ)

কুসং। দেখ—দেখ নিতান্ত অবোধ!
বেদবিধি করিয়ে লঙ্ঘন,
ত্যজি শাস্ত্রের বচন,
করে মহাধ্যান,
নবপন্থা করিতে আবিষ্কার।
হবে অধঃপাত—মহা অপরাধে।
দেব দ্বিজ নাহি মানে,
না মানে ব্রাহ্মণ গুরু,
হেন অহঙ্কারে নিস্তার কি পাবে কভু?
সিদ্ধা। যা রে—যা রে মোহ অন্ধকারে,
কর বাস চিরদিন;
দূর হ রে—হেথা নাহি স্থান।
[কুসংস্কারের প্রস্থান।

(রাগ, অরাতি, কাম ও গোপার বেশে রতির প্রবেশ)

সকলে। (গীত)
পরজ-কালেংড়া-মিশ্র—খেম্‌টা।
বস্‌লো অলি দুলে ফুলের গায়,
সই লো প্রাণ শিহরে উঠে মলয়া হাওয়ায়।
কোকিলে কুহু বলে, উহু! প্রাণ হু হু জ্বলে;
খেলে লো চকোর চাঁদে—
প্রাণ যারে চায় সে কোথায়?
রতি। হায় প্রাণনাথ, রক্ষা কর—
যায় প্রাণ মদন-দাহনে!

বুকে বুকে—মুখে মুখে ছিনু দুই জনে,
সদা মিষ্ট আলাপনে করিতাম কেলি—
শুক শারী যেন কুঞ্জবনে!
হায়!
হেন স্বর্গ-সুখ ভুলেছ কেমনে?
এস প্রাণ-সখা রাখি হৃদিপরে।
হের, ফুলকুল আকুল সৌরভে,
বহিতেছে বসন্ত-অনিল,
গাইছে কোকিল,
এস প্রেম-রণে মাতি দুই জনে;
আঁখিবাণে পরস্পরে করি জরজর,
আলিঙ্গনে ভুলি ত্রিভুবন।

সিদ্ধা। দূর হ দুশ্চারিণি!
আসিয়াছ প্রিয়ার আকারে,
অভিশাপ নাহি দিব তোরে।
ছায়া হেরি নাহি ভুলে জ্ঞান-প্রার্থী জন!

সকলে। ও মা! ও মা! কেন এলুম!
আগুন-তাতে জ্ব'লে মলুম!

[সকলের প্রস্থান।

(ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হওন)

(মার ও তাহার সঙ্গিনীগণের পুনঃ প্রবেশ)

বিঘ্নকারিগণ। (গীত)

সারংমিশ্র—পটতাল।

কোঁ কোঁ কোঁ বও রে ঝড়,
ডাক্ রে আকাশ কড় কড় কড়;
তড় তড় তড় পড় রে জল,
দে পৃথিবী রসাতল;
নরক থেকে আয় রে বেঁকে;
নৃত্য কর এঁকে বেঁকে,
লক্ লক্ জ্বল আগুন শিখে,
হাততালি দে বিভীষিকে,
ঘুট ঘুট ঘুট আয় রে আঁধার,
কাঁপ রে মাটী এ ধার ও ধার;
খস্ রে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে,
পড় রে পাহাড় লাখে লাখে;
উথ্‌লে ওঠ বিষের ঢেউ,
বেঁচে যেন না যায় কেউ,
আয় চ'লে জল সাগর থেকে,
চন্দ্র সূর্য্য ক্যাল রে ঢেকে।

[মার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মার। হ'ল মায়া ছারখার,
গেল আমার অধিকার!

[মারের প্রস্থান।

সিদ্ধা। কি দেখি! কি দেখি!
জলবিম্বপ্রায়—কত শত বিশ্ব ভাসে
অসীম অনন্ত স্থানে—
উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর ক্রমে!
কে করে গণন
ঘূর্ণ্যমান কত শত বিশাল ভুবন,
রক্ষার কারণ
কিরণ-শরীরী ফেরে দেবদূতগণ।
ভিন্ন লোক, কিন্তু এক নিয়ম-অধীন;
বিচিত্র নিয়ম!
ফোটে আলো আঁধার হইতে;
অচেতন সচেতন ক্রমে,
স্থূল শূন্যেতে মিশায়,
শূন্য পুনঃ স্থূল-প্রসবিনী;
মৃত-সঞ্জীবিত,
জীবন মরণ করে গ্রাস;
মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে!
নিয়ত এ শক্তি বহে—হ্রাসবৃদ্ধিহীন।
এস সত্য হৃদয়ে আমার,
কর মোরে অধিকার।
যাও—যাও নশ্বর নয়ন,
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তব প্রয়োজন নাহি আর।

(যোগবলে শূন্যে উত্থান)

এই সত্য!
দুঃখ ছায়াসম জীবনের সাথী,
অত্যাজ্য জীবনে,
না হবে বারণ, প্রাণ রবে যতক্ষণ;
জনম বর্দ্ধন মৃত্যু—অবস্থা কেবল;
দ্বেষ বা প্রণয়
আনন্দ, যন্ত্রণা—মানসিক অবস্থার ভেদ।
যত দিন না ফোটে নয়ন,
মায়াবোধ যত দিন না হয় এ সব;
তদবধি নাহি যায় দুঃখ-সুখ-ভোগ;
অবিদ্যাজনিত ছল যেই জন জানে,
টুটে তার জীবন-মমতা;
মায়ার ছলনে হয় সংস্কার উদয়।
পঞ্চভূত হয়ে সম্মিলন,

জীব-জ্ঞান করিছে সৃজন,
জীব-জ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব,
বেদনা সন্তান তার।
সে তৃষ্ণায় যত কর পান
না হয় নির্ব্বাণ,
বৃদ্ধি হয় অগ্নি যথা আহুতি-প্রদানে;
আমোদ প্রয়াস, উচ্চ আশ,
ধন-লিপ্সা যশোলিপ্সা আদি,
তৃষ্ণানলে ঘৃতাহুতি;
সযতনে জ্ঞানীজন তৃষ্ণা করে দূর;
কর্ম্মফলে দুঃখ-সুখভোগ—
কর্ম্মগত-ভোগ সহে ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ,
নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত.
ক্রমে তার হয় কর্ম্মনাশ,
কর্ম্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার;
নির্ব্বিকার, উপাধিবিহীন,
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায়;
দেবের দুর্ল্লভ অতুল বৈভব,
জরা-মৃত্যু-হীন,
নির্ব্বাণ-রতন করে লাভ।
জেনেছি—জেনেছি,
পূর্ব্বতন বোধি-সত্ত্ব-বংশোদ্ভব আমি,
নাহি মম নাম, নাহি জন্মভূমি,
গোত্র, জাতি, বর্ণ বা জীবন!
জ্ঞানালোক—জ্ঞানালোক,
তিমির নাহিক আর।

(গীত)

সাওনমিশ্র—একতালা।

পুরুষ—
স্থল জল ব্যোম তপন পবন গাও গভীর তানে,
স্ত্রী—
জাগ কুসুমলতা পাখী-পাখী গাও নবীন প্রাণে;
সকলে—
আজি আনন্দ-উৎসব।
পুরুষ—
গেল কু-স্বপন, পোহাল যামিনী, জ্ঞান-অরুণ হাসে,
স্ত্রী—
দীন হীন তরে দীন উদাসী, একা তরুতল-বাসে;
পুরুষ—
সতত ধ্বস্ত উচ্চ তত্ত্ব মিথ্যা-সত্য-জ্ঞানে,
স্ত্রী—
চিতচকোর, রহ বিভোর, চরণে সুধাপানে;
সকলে—
আজি আনন্দ-উৎসব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কানন।

ব্রাহ্মণ, ডাকাইত ও বণিক্‌।

১ম ব্রা। বাপু, আমি ব্রাহ্মণ—তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্চি, চিরজীবী হও—তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক্‌—এ ধর্ম্মরক্ষা তোমায় কর্‌তেই হবে। আর দেখ, তোমার বিশেষ লভ্যও আছে। এই ব্যক্তি আমার শিষ্য, ইনি একজন মহা ধনাঢ্য বণিক্‌, যদি এই নেড়া ভণ্ড বেটাকে তুমি জব্দ ক'রে দিতে পার, তোমায় কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর্‌ব। ব্যাটা ছেলে ধরে, মেয়ে ধরে। দেখ না, আমার শিষ্যের একটি বই সন্তান নয়—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তারে নে ব্যাটা মাথা মুড়িয়েছে।

ডাকা। কেন, সে কি দল করেছে না কি?

ব্রাহ্ম। তবে আর বল্‌ছি কি?

ডাকা। তার দলে খেলোয়াড় কজন?

ব্রাহ্ম। খেলোয়াড় কি, সে ধর্ম্মলোপ কর্‌বার দল করেছে, খেলোয়াড় টেলোয়াড় কেউ নেই।

ডাকা। তুমি পাগল না কি? খেলোয়াড় ভিন্ন দল হয়? সে নিজেও খুব খেলোয়াড় হবে। যদি খেলোয়াড় নেই তো দলবল নে মাস্থতে পার না? তবে এখানে এসেছ কেন? সন্ধান নেও গে,—সন্ধান নাও গে, খেলোয়াড় কাছে বই কি! তা না হ'লে কি দেশ-বিদেশে বেড়াতে পারে? আমিও সন্ধান নিচ্চি;—কি নাম বল্লে, "বুদ্ধি" না কি নাম বল্লে?

ব্রাহ্ম। বুদ্ধ। সে খেলোয়াড়ের দল না, বেটা কি মন্তর জানে, এই ক'মাসের ভিতর দেশটা শুদ্ধ নাস্তিক ক'রে তুল্‌লে।

ডাকা। ও ঠাকুর, বুঝেছি,তোমার বিদের নিয়ে ঝগড়া। বলি, সেও তো বামুন?

ব্রাহ্ম। তার বাবার পুরুষে বামুন নয়।

বণি। বাপু,আমার একটি ছেলে,তারে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে; আমি তোমায় দু'কোটি স্বর্ণমুদ্রা দেব, আমার ছেলেটি ফিরিয়ে এনে দাও।

ডাকা। ভুলিয়ে নে গে কি করে? সিদ্ধাই হবে ব'লে নরবলি দেয় কি?

ব্রাহ্ম। ও বাপু, তা নয়, তার আবার সিদ্ধাই! বেটা ধর্ম্মলোপ কর্‌বার জন্ত ফির্‌ছে।

ডাকা। তবে কি টাকা ভুগিয়ে নেয়?

বণি। তা নয়, বেটা নাস্তিক-ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ছে।

ডাকা। আর বল্‌লে না, মেয়ে বা'র করে?

ব্রাহ্ম। হাজার হাজার মেয়ে ছুটে গে তার পায়ের ধূলো নে আসে। ধর্ম্মলোপ হ'ল, কেউ আর ব্রত ব্রত ট্রত করে না।

ডাকা। বলি, কারুর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে?

ব্রাহ্ম। বলি, তা কেন, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?—মাগী মদ্দ ভুলিয়ে নে দল বাড়ায়।

ডাকা। টাকাও নেয় না, ধর্ম্ম নষ্টও করে না, বিদেয়ের জন্তও ঝগড়া করে না। তবে রে শালা বামুন, মাংটাপানা কত্তে এসেচ? ধরিয়ে দেবে আমাদের? ওরে, শালারা গোয়েন্দা, বাঁধ বেটাদের।

ব্রাহ্ম। দোহাই বাবা, মিথ্যা কথা নয়!

ডাকা। আমি বুঝেছি, বাঁধ বেটাদের!

ব্রাহ্ম। দোহাই বাবা!

ডাকা। চোপ, এখনি গর্দ্দান নেব। বাড়ীতে চিঠি লেখ, দু'কোটি মোহর! আর বামুন তুই যেখানে যা পেয়েছিস্, সব দিবি, তবে ছেড়ে দেব। ওরে লুকো তো—লুকো তো, কে আস্‌চে দেখি।

ব্রাহ্ম। বাবা, অই সে বেটা—ও বেটাকে খুন কর,—যা চাও, দেব।

ডাকা। নিশ্চয় গোয়েন্দা! লুকো তো। দেখি, আজ সব শালাকে কালীমায়ের হেথা কোপ দেব।

(অন্তরালে অবস্থান)

(একদিকে কাশ্যপ ও অপরদিকে সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

কাশ্যপ। কোথা যাও হে পথিক,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দস্যুর আবাসস্থানে।
ফিরে যাও, হারাইবে প্রাণ!
জানে মোরে তাপস বলিয়ে,
এই হেতু নাহি বধে প্রাণে;
কিন্তু তোমারে বাঁচাতে শক্তি মোর নাই।
তেজঃপুঞ্জ হেরি তব দেহ মনোহর,
রাজচক্রবর্ত্তী সম লক্ষণ দর্শনে,
বুঝি বা এ ছদ্মবেশ তব;
অধিক কি কব,
ছদ্মবেশ হয় মম জ্ঞান;
হেরিয়ে লক্ষণ,
জ্ঞান হয় নৃপতি-নন্দন,
পরিচ্ছদ অভিনব তব,
কোন সম্প্রদায় নাহি পরে হেন বেশ।

সিদ্ধা। মহাশয়,
বহুশ্রমে লভিয়াছি অমূল্য রতন,
সামান্ত রতন হেতু ভ্রমে দস্যুগণ,
অগণন করে পাপ!
ঘুচাইব তাপ,
অমূল্য রতন ধন করি বিতরণ।

কাশ্যপ। আসিয়াছ দস্যুগণে বিলাতে রতন?

সিদ্ধা। রাজা, প্রজা, দীন বা দুর্জ্জন,
সবাকারে বিলাব রতন,
রত্ন দেব যাহারে দেখিব;
এই হেতু ভ্রমি দেশে দেশে।

কাশ্যপ। (স্বগত) এ কি বাতুল?
(প্রকাশ্যে) কি হেতু না দেহ রত্ন মোরে?

ডাকা। (নেপথ্যে) ওরে, বাঁধ—বাঁধ,
টাকা আছে—টাকা আছে।

(ডাকাইতগণের প্রবেশ)

সিদ্ধা। বৎস, আপনি এসেছি,
কোন্ কার্য্যে বাঁধিবে আমারে?
যদি তব হয় প্রয়োজন,
করহ বন্ধন, তাহে নাহি মম মায়া;
কিন্তু পূর্ণ কর মনের কামনা,
লহ বৎস, এনেছি যে ধন।

ডাকা। কই, দে, তোর ধন কোথায়?

সিদ্ধা। জ্ঞান-রত্ন করিতে অর্পণ,
মম আগমন ;
লহ রত্ন প্রয়োজন যার,
দূরে যাবে অজ্ঞান-আঁধার,
চিত্ত হবে বিকার-বিহীন !
হের, মানবমণ্ডল,
সুখ-আশে ভ্রমিছে সকল ;
ভেবে দেখ, কেবা সুখী ধরামাঝে ;
কেহ সুখ-চিন্তা করে ধনে,
কেহ দেখে রমণী-বদনে.
অবিদ্যায় নিয়ত নাচায়—
সুখ-আশে ধায় ;
কোথা সুখ ? মৃত্যুমুখে পশে শেষে !
ধন, জন, প্রণয়িনী নারী,
যায় পরিহরি—
নিস্তার নাহিক কারু !
তবে কেন বৃথা পরিশ্রম ?
কেন বৃথা অর্থ উপার্জ্জন ?
বন্যপশু প্রায়
কি হেতু কাননে কর বাস ?
পলে পলে পরমায়ু কাল করে গ্রাস !
কিনিতে নৈরাশ
কি হেতু আয়াস এত ?
কাল-চক্র ঘোরে অনিবার,
বল কেবা কার ?
ভাসে জীব দুঃখের পাথারে,
তবু ভ্রান্ত মন, ত্যজি নিত্যধন,
ইন্দ্রিয়-লালসা-রত !
অন্ধ আর রবে কত দিন ?
খোল রে নয়ন, হের নিত্যধন,
অনিত্য কর রে পরিহার।
মায়ার বিকারে
ভোগ-তৃষা কত সহ ?
কেন দিবানিশি দাবানলে দহ ?
তৃষ্ণা না মিটিবে,
কর্ম্মভোগ ততই বাড়িবে,
দুঃখ-চক্রে ফিরিবে অনন্ত কাল !
এস নব রাজ্যে,
চিরশান্তি করিছে বিরাজ,
রোগ-শোক-মৃত্যু-ভয় নাই,
আনন্দ সদাই ;
নাহি প্রলোভন,
হিংসা-কীট করে না দংশন,
আশায় না ফেলে আর দুঃখের সাগরে ;
পরম-পুলকে নির্ব্বাণ-আলোকে,
অমৃত-জীবন হয় লাভ !

ডাকা। ওরে, এ কি বলে রে! ওরে, এ কি যাদুকর? এ কি মন্তর? আমি যে আর চল্‌তে পারি নি! ঠাকুর, কি ক'ল্লে? মৃত্যু নাই! কারাগার-ভয় আছে!

সিদ্ধা। মুক্ত প্রাণ—ভয় কোথা তায় ?
নাহি পাশ, নাহি ত্রাস, আনন্দ-আগার,
নিত্যসুখ-ধাম, পূর্ণ সর্ব্বকাম,
অবিরাম শান্তি হৃদে করে বাস !

ডাকা। প্রভু, আমি আপনার চরণে শরণাগত, আমায় মহাভয় হ'তে মুক্ত কর। আমি দিবানিশি শয়নে স্বপনে পদ-সঞ্চালনে শঙ্কিত হই—বৃক্ষপত্র-সঞ্চালনে শত্রু-আশঙ্কায় প্রাণ কুণ্ঠিত হয়—কারাগার আমার সম্মুখে নৃত্য করে—রাজদণ্ড প্রতিক্ষণে উদয় হয়! প্রভু, আমায় এই মহাত্রাস হ'তে উদ্ধার করুন! ওরে, এদের বন্ধন খুলে দে—হিংসা-দ্বেষ এ স্থানে আর না থাকে।

সিদ্ধা। ধর—ধর নূতন নয়ন,
কর দরশন—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ করে খেলা,—
অভিমানী মন,
ভাবে সে সকল আপনার ক্রিয়া !
ভূতের ছলনে মন বাতুল হইয়া,
পাপক্রিয়া করে কত শত,
ভুঞ্জে নিজ কর্ম্মগত তাপ !
আর ইন্দ্রিয়ের ছলে ভুল না ভুল না—
সুখ-আশে মজ না মজ না,
অবিচ্ছিন্ন আনন্দ হইবে লাভ !
"অহিংসা পরমধর্ম্ম" হৃদে দেহ স্থান,
কেহ নাহি হিংসিবে তোমায় আর ;
ত্যজহ সংশয়,
কর চিত্ত পবিত্র আলয়,
ভব-ভয় নাহি রবে।

ডাকা। প্রভু! প্রভু! আমি তোমার দাস, তোমার কৃপায় আমি হতাশ-সাগর হ'তে উদ্ধার হলেম

কাশ্যপ। তোমার এ কিরূপ উপদেশ? অহিংসা পরম-ধর্ম্ম স্বীকার করি, কিন্তু দেবপূজায় জীব-হিংসা কত্তেই হবে, নচেৎ দেবতার পূজা হবে না। অগ্নি-দেবের পূজায় আমি নিত্য বলি প্রদান করি। শাস্ত্রের বচন, অগ্নিদেব বলিদানে তুষ্ট। তুমি শাস্ত্রের বচন লঙ্ঘন কর্‌বার আদেশ দাও?

সিদ্ধা। দেবতা যদ্যপি তুষ্ট হয় বলিদানে—
কহ, তবে দৈত্যের আচার কিবা?
দেবতা অক্ষম;
কর্ম্ম তব বলবান্,
কর্ম্মে সুখ-দুঃখ করে দান;
রোগ শোক তাপ ভুঞ্জে নরে,
সকাতরে ডাকে দেবতায়,
উপায় কি হয় তায়?
দেব-সাধ্য যদি হয় দুঃখ-বিমোচন,
তবে কেন দুঃখময় ধরা?
নিষ্ঠুর কি দেবগণে?
মানব-যন্ত্রণা,
শুনেও না শুনে কানে?
জানিহ নিশ্চয়,
কর্ম্মক্ষয় বিনা নাহি যাবে পরিতাপ।
যে ঈশ্বর নিরন্তর কষ্ট দেয় নরে,
দেবতা কেমনে বল তারে?
বলিদান কেন দেহ তুষ্টি হেতু তার?
কর আত্ম-অধিকার,
ইন্দ্রিয়-সংযমে দেহ মন;
পাপের বর্জ্জন, ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
অনুক্ষণ সঙ্কল্প রাখহ দৃঢ়;
আত্মবৎ ভাব সর্ব্বভূতে,
কদাচিৎ চিত্তে হিংসা নাহি দেহ স্থান।
বিষম অপক্ষপাতী বহিছে নিয়ম,
কর্ম্মফল না হয় খণ্ডন;
যত্ন করি পাপকর্ম্ম কর পরিহার,
হিংসা সম পাপ নাহি আর;
ভবদুঃখে পাইবে নিস্তার,
প্রবেশিবে শান্তি-অধিকারে।
কামনায় দেব-উপাসনা,
যত দিন কামনা রহিবে,
পাপমতি দূর নাহি হবে;
আত্মবোধ পরহিংসা করিবে কল্পনা,
বাড়িবে যন্ত্রণা।
সযতনে ধীর জনে কামনা ত্যজিবে।

কাশ্যপ। প্রভু, সুখ-লিপ্সা করিয়ে যতন,
নিবিড় আঁধার-মাঝে করেছি ভ্রমণ,
খুলিল নয়ন তব চরণ-কৃপায়;
কার্য্য ব্রহ্ম—কার্য্যে করি নমস্কার।
আর হিংসা না করিব,
শাস্ত্রের বচনে আর নাহি হব প্রতারিত,
নিজ হিতে না করিব অন্য জীব হত।
হায়! হায়! এত দিনে বুঝে নাই মন,
বলি-পশুগণ—
মরণ-যন্ত্রণা সহে মানব সমান।
পরের পীড়ায়
ইষ্ট-সিদ্ধি কভু নাহি হয়,
সনাতন ধর্ম্মলাভ হ'ল এত দিনে।

ব্রাহ্ম। প্রভু, অপরাধ ক্ষমা করুন, আমরাও তোমার হিংসা কর্‌বার নিমিত্ত দস্যুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।

বণি। প্রভু, এ কর্ম্মফল কত দিনে খণ্ডন হবে?

সিদ্ধা। কর্ম্মফল না রহিবে আত্মবোধ-ত্যাগে।
শুন সবে বচন আমার,
সত্য-উপার্জ্জনে কর্ত্তব্য বাড়িল আজি;
অন্ধকারে ফিরে যত নর,
কর সবে আলোক প্রদান।
সাগর-বেষ্টিত এই বিশাল মেদিনী,
আছে অগণন প্রাণী,
মুগ্ধ মহামোহ-অন্ধকারে,
নূতন আলোক দান করিব সবারে,
মানবের দুর্গতি করিব দূর।
চল, দেশে দেশে যাই,
মহারত্ন বিলাই সবারে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কপিলবাস্তু,—বেণুবন।

রাজা, গৌতমী ও মন্ত্রী।

রাজা। বুঝিতে না পারি—
মন্ত্রি, কিবা প্রয়োজনে আনিলে এখানে,

নিবিড় অরণ্য-পার্শ্বে কি কাজ তোমার ?
তোমার বচনে আজি মন্ত্র-মুগ্ধপ্রায়,
রাণীসহ আইনু হেথায়।
বর্ত্তমান ভুলি ভূতকালে ভ্রমে প্রাণ,
কত পূর্ব্ব-ছবি ওঠে আজি স্মৃতিপথে,
মনে জাগে বাছার বদনখানি
নাহি জানি কোথায় একাকী ভ্রমে !
আহা ! রাজবংশধর ভিখারী হইল !
কোথা গেল ছাড়িয়ে আমায়,
কেন আজি আশা হয় উদ্দীপন ?

গৌত। সত্য নাথ,
নাহি জানি কেন নাচে প্রাণ।
হ'তেছি অস্থির ? স্তনে আসে ক্ষীর,
কত কথা ওঠে মনে !
কভু কাঁদে, কভু হাসে প্রাণ,
পূর্ব্বশোক কভু জাগে ;
ক্ষণে ক্ষণে যেন মনে হয়,
হারাধন ফিরি আসে গৃহে !
হায় আজি এ কি বিড়ম্বনা ?

রাজা। সত্য বল মন্ত্রিবর, কিবা অভিপ্রায়,
সংশয় না রাখ আর,
দারুণ সংশয়ে প্রাণ নাহি রবে,
সত্য বল, বিলম্ব না কর।
থর থর কাঁপে হিয়া—
যেন প্রাণ আসিতে বাহিরে,
বার বার বক্ষে করে করাঘাত !
এ কি ! এ কি ! বদ্ধ হয় শ্বাস,
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার।
কি বিকার হ'ল আজি মম !

মন্ত্রী। ধৈর্য্য ধর, শুন মহারাজ,
এই বনে বৈসে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী,
নিত্য নিত্য আসি ভিক্ষা করে এ নগরে,
রাজকুলোদ্ভব,
অবয়ব হেরি হয় জ্ঞান।
কিন্তু বহু দিন তত্ত্ব নাহি যায়,
দৃঢ় করি নাম তার লইতে না পারি।
হের দূরে,
ধীরে ধীরে আসিছে সন্ন্যাসী।

গৌত। প্রাণাধিক পুত্র ওই সিদ্ধার্থ আমার !

রাজা। মন্ত্রি, ধর—ধর, সত্য কি স্বপন !
হয় মতিভ্রম,
দেহভার চরণ না বহে !

মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য্য ধর,
চাঞ্চল্যের নহে এ সময়।
রাণি ! রাণি !

গৌত। মহারাজ, কোথা আমি ?
কই পুত্র মম ?

রাজা। স্থির কর মন,
সত্য মিথ্যা করহ নির্ণয়।
সত্য কি কুমার ?
কিংবা তদাকারে অন্য কেহ ?

গৌত। নিশ্চয় সিদ্ধার্থ মোর !
আশৈশব করেছি পালন,
যোগিবেশে ভুলাতে কি পারে মোরে ?
যাই আমি,
অঞ্চলের নিধি আনি ধ'রে।

রাজা। হৃদিবেগ কর সংবরণ,
রাজপুরে কলঙ্ক না হয় !
পরিচয় অগ্রে লব ;
বহু দিন নিরুদ্দেশ যেই—
সহসা কেমনে লব কুলে ?

গৌত। কাজ নাই কুলে,—
পুত্র করি কোলে !

রাজা। কেন রাণি, হতেছ চঞ্চল ?
তোমা সম অন্তর বিকল মম,
তবু ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ !

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

মন্ত্রী। কে তুমি সন্ন্যাসিবেশে ভ্রম রাজ-পথে ?
কহ, কেবা তুমি—কোন্ বংশজাত ?
নৃপতি যাচেন পরিচয়।

সিদ্ধা। ভিক্ষাজীবী, বাস মম যথায় তথায়।

রাজা। (স্বগত)
সেই স্বর !—নিশ্চয় কুমার মম !
(প্রকাশ্যে) কহ হে সন্ন্যাসি,
কোন্ বিধিমতে ত্যজি কুলাচার,
রাজপুত্র, ভ্রমিতেছ ভিক্ষুকের বেশে ?

সিদ্ধা। মহারাজ ! নহি আমি রাজার কুমার ;
পূর্ব্বতন বোধিবংশে জনম আমার,
কুল-ব্রত অনুসারে ভিক্ষা-পাত্র-করে,
ভ্রমি আমি দেশে দেশে !

রাজা। দেহ সত্য পরিচয়,
মিথ্যাবাক্যে হয় ধর্ম্মনাশ !

সিদ্ধা। শুন নৃপমণি, নহে মিথ্যা বাণী,
মায়া-জন্ম রাজবংশে মম,
মায়া-জন্মে তুমি পিতা,
মায়া-জন্মে রাজার কুমার।
ছিল পুত্র পরিবার,
জ্ঞান-সূর্য্যোদয়ে ভাঙ্গিয়াছে ঘুম-ঘোর ;
স্বপ্ন নাহি আর,
চৈতন্য নেহারি ! বোধি-বংশোদ্ভব আমি,
নিত্য আমি—
নাহি জন্ম, নাহিক মরণ,
নাহি নাম-ধাম, উপাধিরহিত।
সাধিবারে মানবের হিত,
ভ্রমি দ্বারে দ্বারে।
যেবা চায় জ্ঞানালোক, দিব তারে,
এই মহাকার্য্য মম ভবে।

রাজা। বাপধন, বহুদিন করেছি রোদন,
এস ঘরে কুমার আমার,
রাজ্য-ধন সকলি তোমার বৎস !

গৌত। বাবা সিদ্ধার্থ, মায়ের প্রাণে আর ব্যথা
দিস্‌নি।

সিদ্ধা। বৃথা মায়া করহ বর্জ্জন,
ধর ধর অমূল্য রতন !
ওঠ না—ওঠ না,
নিদ্রাবশে থেক না, থেক না;
কর উপাধি-বর্জ্জন,
ত্যজ রাজ্য-ধন,
ধর্ম্মে মন করহ নিবেশ ;
পাবে নির্ব্বাণ-রতন,
এড়াইবে জন্ম-মৃত্যু-দায় !
উদয় সময়, গেলে আর না ফিরিবে।
কেহ নহে কার, অনিত্য সংসার,
জ্ঞান-দৃষ্টে কর দরশন।

রাজা। খুলেছে নয়ন,
ভিক্ষা-পাত্র দেহ মোরে।

গৌত। এ কি হেরি নূতন সংসার !
আনন্দ—আনন্দময় !

মন্ত্রী। এস শান্তি, ব'স রে হৃদয়ে,
দূরে যা রে মিছার সংসার-জ্ঞান !

সিদ্ধা। বহু কার্য্য আছে এ নগরে ;
কার্য্য মম আছে অন্তঃপুরে,
জ্ঞানরত্ন-বিতরণে আছি প্রতিশ্রুত।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

(তরুতলে সিংহাসনোপরি সিদ্ধার্থের রাজবেশ)
পার্শ্বে গোপা উপবিষ্টা।

গোপা। এই তমালে বসিয়া
কোকিল করিত গান ;
প্রাণকান্ত সনে
হেরিতাম উষার কাঞ্চন-ঘটা !
প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার,
দাসী তাঁর সন্ন্যাসিনী।
আরে তরুণ তপন,
ত্রিভুবন কর দরশন,
ভ্রম নানা দেশে,
দেখেছ কি প্রাণেশে আমার ?
শুন ভানু,
আছে তনু দরশন-আশে
কেন নাহি জানি,
আশা নারি দিতে বিসর্জ্জন।
এই দেখ, যত্ন করি রেখেছি ভূষণ,
নিজ হাতে পরাইব প্রাণনাথে !
ওরে তরু, ভালবাসি তোরে,—
করে কর ধরিয়ে আদরে,
বসিতাম তোর মূলে ;—
ভুলি নাই,
ভুলিব না এ জনমে।
তাই ত্যজিয়ে আবাস,
তোর তলে করি বাস।
গৃহ মম শ্মশান-সমান,
প্রাণকান্ত ত্যজে গেছে গৃহ হ'তে।
কোথা প্রাণনাথ,
হয় নি কি কার্য্য অবসান ?

এস ফিরে ;
বন্ধ ক'রে শ্রম করি দূর,
এস হৃদয়ের নিধি,
বিশ্রাম করহ হৃদে !
কোথা পতি !
সতী ডাকে সকাতরে,
এস ঘরে,
মুছাও নয়ন-ধার তার।
কর শান্ত প্রাণকান্ত,
অনাথা কিঙ্করী !
তোমা স্মরি
আছে প্রাণ ধরি ;
যদি প্রাণ যায়,
দেখা আর না হইবে !
এস—এস,
বিলম্ব কর না,
বুঝি প্রাণ নাহি রহে।

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ ও তৎপ্রতি
গোপার দৃষ্টিপতন)

প্রাণনাথ,
এত দিনে পড়েছে কি মনে ?

সিদ্ধা। ওঠ ওঠ জীবন-সঙ্গিনি,
ওঠ সন্ন্যাসিনি !
মায়া-মোহ কর পরিহার,
জাগাইয়া পূর্ব্বস্মৃতি করহ স্মরণ,
কতবার করিয়াছি জনম-গ্রহণ।
জন্ম-মৃত্যু ঘুচেছে এবার,
একাকার—একাধার,
নির্ব্বাণ-আগারে
জন্ম-মৃত্যু ফুরাইল,
কেন খেদ কর আর ?

গোপা। খেদ নাহি আর,
হেরি দিনমণি নলিনী কি করে খেদ ?
কিন্তু,
এ বিচ্ছেদ-গাথা কভু না ফুরাবে,
চিরদিন কথা রবে ভবে !
সহিল আমার ;
এ দশা না হয় যেন কার,
এইমাত্র ভিক্ষা পদে।

সিদ্ধা। যে শুনিবে এ বিচ্ছেদ-গাথা,
রোগ-শোক-মৃত্যু-ভয় হবে নাশি,
অবিচ্ছেদ বহিবে আনন্দস্রোত হৃদে,
পরলোকে নির্ব্বাণ লভিবে।

(রাহুলের প্রবেশ)

গোপা। এস বৎস,
পিতৃধনে তুমি অধিকারী।
সন্ন্যাসী জনক তোর,
সন্ন্যাসিনী মাতা,
রাজবেশ তোমারে না সাজে !
কর পিতৃ-দরশন,
চরণে মাগিয়ে লহ অমূল্য রতন।

রাহু। পিতা—পিতা,
পুত্রে দেহ সম্পত্তি তোমার।
সার্থক জনম,
পিতা যার ভুবন-পালন।

সিদ্ধা। (রাহুলের হস্তে ভিক্ষা-পাত্র দিয়া)
বৎস,
বহু পুণ্যে তোমা সম পেয়েছি নন্দন।

গোপা। (রাহুলকে সন্ন্যাসীর বেশ পরাইতে পরাইতে) মা হ'য়ে পরাই তোরে সন্ন্যাসীর বেশ !
ত্যজি মণি কাঞ্চন-ভূষণ
পিতৃধন করহ গ্রহণ,
এ রতন নাহি পায়
রাজ্য-বিনিময়ে।

(রাজা, গৌতমী, বালকগণ এবং
শিষ্যদলের প্রবেশ)

বা-গণ। ভাই রাহুল, আমরা তোমার সঙ্গে যাব।

রাহু। এস ভাই,
নিত্যধামে খেলিব সকলে মিলি !

(সিদ্ধার্থ, গোপা ও রাহুলকে বেষ্টন করিয়া
সকলের গীত)

দেশ-মিশ্র—একতালা।

পুরুষ—
চল যাই দেশ-বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান,
স্ত্রী—
কে কোথায় আয় রে ত্বরা নিবি যদি নূতন প্রাণ;
সকলে—
ঘুচ্‌লো ভব-ভয়।
শুন ভাই জরা-মরণ নাই,
পুরুষ—
নাইক ভ্রান্তি হৃদে শান্তি
বিরাজে সদাই,
স্ত্রী—
এস বুদ্ধদেবের দিই সবে দোহাই ;
সকলে—
জয় জয় সবাই মিলে গাই !
পুরুষ—
দিয়েছে পরম রতন করুণানিদান,
স্ত্রী—
ধরে না প্রাণে সুধা বইছে কানে কান ;
সকলে—
ঘুচলো ভব-ভয় !!

———

যবনিকা-পতন।

নক্সা।

চারি পাঁচ দিন কাছারী বন্ধ আছে, ভাবিলাম, আমার বাল্যবন্ধু স্বরূপচাঁদ বাঁড়ুজ্যের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে আসি। স্বরূপচাঁদের বাড়ী গিয়া দেখি, দরজা বন্ধ। একবার ভাবিলাম, ফিরিয়া যাই, আবার মনে করিলাম, যথন আসিয়াছি, অন্ততঃ খরচটাও দিয়া যাই। ডাকাডাকি করিতে করিতে স্বরূপ আপনি আসিয়াই দরজা খুলিয়া দিল; "এস ভাই এস।" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকথ'না-ঘরে বসাইল; কিন্তু দেখিলাম, সে বড় বিষণ্ণ, স্বরূপচাঁদ বেশ সুখে আছে, আমি জানিতাম; বিষণ্ণ দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইলাম। যে কথা উত্থাপন করি, দুই একটা উত্তর দিয়া নীরবে ভাবিতে থাকে। শেষ আমি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, তোমায় অসুখী দেখিতেছি কেন?" স্বরূপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার স্ত্রী নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।" আমি আরও অবাক্ হইলাম। স্বরূপের পরিবার গত হইয়াছে জানিতাম, কিন্তু পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে জানা ছিল না; এখন শুনিলাম, একটি বড় দেখিয়া মেয়ে বিবাহ করিয়াছে, শাশুড়ী, শালা শালাজদিগকে বাড়ীতে রাখিয়াছে, তাহারা সকলেই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকেও ছয় মাসের মধ্যে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে; যদি না করে, তাহার স্ত্রী, শালী, শালাজ প্রভৃতি আর কেহ মুখ দর্শন করিবে না, সকলেই খোরাকি লইয়া তাহার সহিত পৃথক্ হইবে।

এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহার পুরাণ মালী চুপি চুপি আসিয়া বলিল,—"বাবু, বেদব্যাস আইছুন্তি।" শুনিয়া স্বরূপচাঁদ আমায় বলিল, "ওই?" "ওই কি? ভূত না কি?" আমার বন্ধু বলিল,—"ভূত নয়, বেদব্যাস।" ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, ইনি নববেদব্যাস, ইঁহার নব বদরিকাশ্রমে বাস, নব বেদ প্রকাশ ক'রে জীব তরাতে এসেছেন। আমি অবাক্! ভাবিলাম, আমার বন্ধুর কোন অসুখ হইয়া থাকিবে। এমন সময় দেখি, আপাদ-মস্তক মোটা চাদরে আবৃত একটি তাকিয়া-অবতার যুবা আসিয়া প্রবেশ করিল। তাকিয়া-অবতার ছাড়া ছাড়া কথায় গদগদস্বরে বলিলেন,—"বাঁ—ড়ু—জ্যে—ম—শা—গো! বে—দ—ব্যা—স।" বাঁড়ুজ্যে মশাই কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাকিয়া-অবতার বলিতে লাগিলেন,—"কাঁদুন, অনুতাপ করুন, বেদব্যাস বলেন,—অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত।" আমি বলিলাম, "বাঁড়ুজ্যে মশাই, কাঁদিতেছ কেন?" বাঁড়ুজ্যে নীরবেই রোদন করিতে লাগিল। আমি ভরসা করিয়া মোটা চাদরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বেদব্যাস কে? বেদব্যাস কি সারজন?" আমার বন্ধু বলিলেন, "সারজনের বাবা!" এই কথা শুনিয়া তাকিয়া-অবতার দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল ও নেপথ্যে শব্দ হইতে লাগিল, "পাপ! পাপ!—সংসার ডুবিল।" তখন আমার বন্ধু বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ করিয়াছি, এখনি আমার স্ত্রী আসিবে।" আমি ভাবিলাম, পলায়ন করি, বন্ধু আমার কাপড় ধরিয়া বলিলেন,—"তুমি ব'স, নচেৎ আমার প্রাণ বাঁচিবে না।" এবার রঙ্গভূমি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, একটি আধ-বয়সী, আর দুইটি যুবতী, সেই তাকিয়া-অবতার, আর একটি বঙ্কবেহারী হন্ হন্ শব্দে প্রবেশ করিল। কথা বড় বুঝা গেল না। কেবল 'পাষণ্ড' ধুয়াটী সমস্বরে হইতে লাগিল।

এমন সময়ে নেপথ্যে মহাষাঁড়-নাদে শব্দ হইল,—"পাষণ্ডকে আমরা তিরস্কার করিব না, কেবল বুঝাইব।" এই দৈববাণী হওয়ায়, সকলেই রোদন করিতে লাগিল এবং সেই মোটা চাদরাবৃত স্থূলকলেবর দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন। আমি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—"কে আছিস্?

জল আন!" তথন সকলেই আমায় তিরস্কার করিয়া বলিল,—"ভ্রান্ত! ভ্রান্ত! দশা লাগা জানে না।" আমি ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলেই মাঝে মাঝে ঐরূপ পড়িয়া থাকেন এবং উঠিয়া এক এক বাটী চিনির পানা পান করেন।

ব্যাপারটা কি জানিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। ভাবিলাম, বেদব্যাসকে দেখিতে হইবে। যেন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নেপথ্যে আবার শব্দ হইল, "পাপি! তাপি! সকলেই আইস, আমায় দর্শন কর।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই প্রস্থান করিলেন এবং সেই আধা-বয়সী স্ত্রীলোক আমার বন্ধুকে বলিল, "আইস, যদি উদ্ধার হইতে চাও, আইস।" তথন আমার বন্ধু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভাই, আজি বাটী গমন কর; যদি বাঁচি, সাক্ষাৎ হইবে।" আমি বলিলাম, "বন্ধু, কথাটা কি?" শুনিলাম, সেই বৃদ্ধা তাঁহার শাশুড়ী, আধা-বয়সী তাঁহার স্ত্রী, যুবতী দুইটি তাঁহার শালাজ, স্থূলকলেবর এবং বঙ্কবেহারী তাঁহার শালাদ্বয়। যদি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন, তাঁহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। পুরাতন কৃষ্ণ বিষ্ণু প্রভৃতি এখন আর তরাইতে পারে না। ঊনবিংশতি শতাব্দীর নূতন গোবর্দ্ধন অবতার ব্যতীত আর উপায় নাই।

বেদব্যাস আসিয়া তাঁহার শালাদ্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পরিবারকে দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপ পৈতৃক দেব-দেবীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই, এ নিমিত্ত সপরিবারে তাঁর প্রতি তাড়না। পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত কোন দিন উপবাসী থাকিতে হয়, নিত্যই অর্থদণ্ড দিতে হয় ও বাক্যযন্ত্রণা অহর্নিশি সহিতে হয়। স্বরূপ আমার গলা ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই, উপায় কি করি?" আমি বলিলাম,—"বেদব্যাসকে দেখিতে পাই না?" আমার বন্ধু উত্তর করিলেন, "দেখিতে পাওয়া সহজ, কিন্তু ছাড়ান বড় সঙ্কট।" আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বেদব্যাসটা পদার্থ কি?" আমার বন্ধু বলিলেন, "দেখিবে আইস।"

গিয়া দেখি, বেদব্যাস একখানি কারপেটের আসনে ব'সিয়া আছেন। বাঁ পাশে একটি ছোট রকমের খোল আর ডাইনে টবে করা একটি নারকুলে কুলের চারা; সামনে একটি কাঁচা গোল্লার নৈবেদ্য, এক থালা ছানা চিনি। বেদব্যাস দোহারা কাল-রঙ, দিব্য দাড়ি-গোঁপ, একটু ভুঁড়ি আছে, গরদের কাপড় পরণে, গরদের দোবচা গায়ে, চক্ষু বুজিয়া ছানা চিনি মাখিতেছেন। মোটা সম্বন্ধী বলিল, "প্রণাম কর।" বঙ্কবেহারী আমায় প্রণাম করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উনি কি ব্রাহ্মণ?" বঙ্কবেহারী উত্তর করিলেন, "না উনি সদ্‌গোপ—বেদব্যাস।" আমায় প্রণাম করাইবার জন্ম মহা জেদ, কিন্তু স্বয়ং বেদব্যাসই আমায় রক্ষা করিলেন, এক গ্রাস ছানা বদনে দিয়া খোলের বাঁয়ায় একটি ঘা দিলেন এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আমি বঙ্কবেহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি? ছানা কি গলায় বাধিয়াছে?" বঙ্কবেহারী উত্তর করিলেন,—"না, উনি ছানা গালে করিয়া ভজনা করেন।" বেদব্যাস এবার চক্ষু মেলিলেন ও জোড়া মোণ্ডা আর এক ডেলা ছানা গালে দিয়া চক্ষু বুজিয়া মহা ঢুলিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আবার কি?" বঙ্কবেহারী বলিলেন,—"মোণ্ডায় ওঁর কিছু ভাবোদয় হয়।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বেদব্যাস কি কুলচারা খান?" বঙ্কবেহারীও বলিলেন,—"কুল খান, কুলচারা খান না।" "তবে টবে ও কুলচারাটি কেন?" "বদরিকাশ্রম নহিলে থাকিতে পারেন না।"

আমরা কথা কহিতেছি, বেদব্যাস নিরস্ত নাই, সন্দেশ ও ছানা আধসারা করিয়া, খোলে মাথা দিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছেন ও আমার বন্ধুর স্থূল শ্যালকটি এক গ্রাস আরক তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়াছে। বেদব্যাস পান করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের সকলের পাপ পান করিলাম।" আমি বঙ্কবেহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ও কি?" বঙ্কবেহারী বলিলেন,—"উনি উহা পান করিয়া সংসারকে আশীর্ব্বাদ করেন।" আমরা এতক্ষণে নিষ্পাপ হইলাম।

এমন সময় সেই পুরাতন উড়ে মালী আসিয়া বলিল, "সেণ্টপল আইছন্তি।" বেদব্যাসের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল থাবায় থাবায় ছানা সন্দেশ ওজোড় করিয়া চীৎকার স্বরে ব'লিতে লাগিলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ইতিমধ্যে একটি হুলস্থূল পড়িয়া গেল, একজন চৌকি আনিল, একজন টেপায়া

আনিল, একজন দুই তিনখানি তোয়ালে ঢাকা কাঁচের বাসন আনিল টেপায়ের উপর রাখিল।

একজন লম্বা দাড়ী, ইজার চাপকান পরা, মাথায় খৃষ্টানী টুপী, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদব্যাস প্রণাম করিলেন, তিনি 'গুডমর্ণিং' করিলেন। তাহার পর আস্তে আস্তে গিয়া চৌকিখানিতে বসিলেন। বেদব্যাস বলেন,—'একমেবা দ্বিতীয়ং! তিনিও বলিলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ইনি কে?" "শুনিয়াছেন ত সেণ্টপল।" "উনি যে চৌকিতে বসিলেন?" "বেদব্যাস আসনে বসেন, উনি চৌকিতে বসেন।" "ওঁর ছানা চিনি নাই?" "না, উনি বিস্কুট আর কাট্‌লেট লইয়া ধ্যান করেন।" "ইনিও কি নূতন বেদ প্রচার করেন?" "এঁর নূতন বেদ নয়, নূতন বাইবেল।" সেণ্টপল বলিলেন,—"ভ্রাতঃ বেদব্যাস! কতক্ষণ?" বেদব্যাস বলিলেন,—ভ্রাতঃ সেণ্টপল! সবে পাপ পান করিয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র সেণ্টপল রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"ভ্রাতঃ, তোমারই সার্থক জীবন!"

সেণ্টপল কাচের বাসন হইতে তোয়ালে তুলিয়া লইলেন ও একখানি বিস্কুট গালে দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তখন বেদব্যাস বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন,—"ভ্রাতঃ ও ভগিনীগণ! যখন সেণ্টপল বসিয়া আছেন, তখন আমার কথা অব্যক্তব্য। আমি তোমাদিগকে বেদমতে শিক্ষা দিয়াছি, উনি আজ বাইবেলের মতে তোমাদিগকে বেদের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। বেদ ও বাইবেল এক কথা।"

সেণ্টপল একখানি কাট্‌লেট খাইতে খাইতে বলিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি ধন্য! সত্য বলিয়াছ, বেদ ও বাইবেল এক কথা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ বাইবেল?" বন্ধুর শ্যালক বলিলেন,—"নব বাইবেল!" আভাসে বুঝিতে পারিলাম, বঙ্কবেহারীর বুঝাইতে আর তেমন শ্রদ্ধা নাই, তিনি কাট্‌লেটের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেছেন। এমন সময়ে উড়ে মালী আবার আসিয়া বলিল—"মামুদো আইছন্তি।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার বন্ধু চীৎকার করিয়া বলিল—"ভাই রে, সর্ব্বনাশ! আজ বিনা কারণে অন্ততঃ পঁচিশটে টাকা ব্যয় হইল!"

অমনি মহা ধুম পড়িয়া গেল, আমার বন্ধুর উপর "পাষণ্ড! নরাধম!" প্রভৃতি নানা মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ হইতে লাগিল। সেণ্টপল ও বেদব্যাস কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল—"কি দুর্দ্দিন! টাকা! এ কথা শুনিতে হইল!"

এই গোলযোগের ভিতর একবার ভাবিলাম, পলাই; আবার ভাবিলাম মামুদোকে না দেখিয়া ত যাইতেছি না। মামুদো ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। দেখি, মাথায় একটি রিপুকর্ম্মের টুপী। ও হরি! মামুদো আর কে? মামুদো আমাদের নসে। আমি বলিলাম, "নসে! এই যে বাড়ীতে ছিলি, মামুদো হ'লি কবে?" নসে বলিল, "মামা, মামুদো নহি,মহম্মদ হইয়াছি! আমি পোলাও খাইতে খাইতে উপাসনা করিতে পারি,এজন্য আচার্য্য আমায় নাম মহম্মদ দিয়াছেন। আমি নূতন কোরাণ প্রচার করি।" কথা শুনিয়া আমার রাগে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম —"ও আবাগের বেটা! তুমি পোলাও খাইয়া নূতন কোরাণ পড়। যা বেরো, বাড়ী যা।"

নসিরাম সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "মামা, তোমায় আজ ভ্রাতা বলিব। ভ্রাতঃ, তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত।" আমি বলিলাম,—"নসে! তোর বড়ই স্পর্দ্ধা! যা মুখে আসে, তাই বলিস্!" এই কথা শুনিবামাত্র সেণ্টপল উঠিয়া বলিলেন, "বোধ করি, মহাশয় বোধ করি, ভাল কথা বলছেন না, বোধ করি, আমাদের মহম্মদ ভ্রাতাকে বোধ করি, কি মন্দ কথা বলিতেছেন।" আমি ক্রোধে বলিতে লাগিলাম,—"মহাশয়, অত বোধই করিতেছেন কেন, আমার ভাগনে শাসিত করিব না?"

"আপনার অধিকার নাই বোধ করি।" "কি! হিন্দুর ছেলে মামুদো সাজ্‌বে, আমি শাসিত করিব না?"

"আপনি বোধ করি,আমাদের উপাসনার ব্যাঘাত দিলেন, বোধ করি, এতে বোধ করি, খুব রাগ্‌তে পারি বোধ করি।" "রাগেন, ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন!"

"ভাত বোধ করি, খুব কম খাই; বোধ করি, বিস্কুট খেয়ে থাকি, বোধ করি।" এইরূপ বচসা হইতেছে, এমন সময়ে দেখি যে, আর একদল বেদব্যাস, সেণ্টপল, মামুদো ও আর কত লোক আসিয়া উপ-

স্থিত হইল। তখন বেদব্যাসে বেদব্যাসে, সেণ্টপলে সেণ্টপলে ও মাম্‌দোতে মাম্‌দোতে লড়াই লাগিল। আগত বেদব্যাস বেদব্যাসকে বলিল,—"মশাই বোধ করি, আপনার সমাজ থেকে বোধ করি, জবাব হইয়াছে, বোধ করি। আপনি আর বেদব্যাস নেই বোধ করি।" ছানা-খাওয়া বেদব্যাস বলিল,—"আমার জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারুর নাই বোধ করি।" সেণ্টপলে সেণ্টপলে ঐরূপ যুদ্ধ। নূতন সেণ্টপল বলিলেন, —"আপনার জবাব হইয়াছে, বোধ করি।" পুরাণ সেণ্টপল বলিলেন,—"আমি স্বীকার করি না বোধ করি।"

কিন্তু মাম্‌দোতে মাম্‌দোতে বকাবকি করিয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিল। ন'সে খুব বণ্ডা মাম্‌দো, আগত মাম্‌দোর গায়ে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল। সেও মাম্‌দো! ন'সের ঝুঁটি ধরিল। একটু যুদ্ধের পর উভয় পক্ষ দুই শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইল। এক শ্রেণীর বেদব্যাস বলিল,—"দেখিব, কিরূপে উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিস, দেখিব! আর এক শ্রেণীর সেণ্টপল বলিল—"তোমার সেণ্টপলগিরি কি ক'রে চলে, দেখিয়া লইব! মন্দিরে চাবি দিয়াছি।" ন'সে মাম্‌দোকে শাসাইতে লাগিল "টুপী খোল, নইলে এক চড়েই তোরে মারিব।" তখন আমার বন্ধুর স্ত্রী ও শাশুড়ী দুই বেদব্যাসের মধ্যস্থানে দাঁড়াইল; রোগা-শালা ও তার স্ত্রী সেণ্টপলদ্বয়ের মাঝে এবং মোটা-শালা সস্ত্রীক মাম্‌দোদ্বয়ের মাঝে বিরাজ করিতে লাগিল। করযোড় হইয়া বলিতে লাগিল— "প্রভুরা ক্ষমা করুন!"

উভয় পক্ষ হইতে বলিতে লাগিলেন—"ক্ষমা করি যদি মাপ চান ও স্বীকার করেন—আমরা ব্যতীত বেদব্যাসত্ব, সেণ্টপলত্ব ও মহম্মদত্ব কেহ না লন।" মধ্যস্থেরা বলিতে লাগিলেন,—"ছানা, চিনি, বিস্কুট, কাট্‌লেট আর পোলাও-কোপ্‌তা আমরা উভয়কেই দিতে প্রস্তুত।"

আমার বন্ধু হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিলেন, —"ভাই রে! পঁচিশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা পড়িল।" এ প্রস্তাবে বিরোধী মহাশয়েরা স্থির হইলেন ও গান ধরিলেন,—

তুমি পরম কারুণিক মহাদয়ালু।
তোমার কৃপায় খাই
শীতকালেতে শাঁক আলু।
তোমার কৃপার জোরে,
মোরগ ডাকে ভোরে কোঁকড় কোঁ ক'রে,
দুপুর বেলায় রোদের জ্বালায়,
করি হে হালু-চালু।

আমি আর বন্ধুর নিকট বিদায় লইবার অপেক্ষা করিলাম না; বেগে বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

নক্সা সম্পূর্ণ।

সত্য।

পরমার্থ তুমি সত্য, হৃদয়ের সার,
আদরের ধন তুমি কার ?
আজীবন অনাদর, আজীবন তুমি পর,
কলুষিত প্রাণে নাহি অস্তিত্ব তোমার,
হ'য়েছে ক্রীড়ার স্থল বারললনার !

অতীব সুন্দর তাই কুৎসিৎ সংসারে,
ভ্রমিতেছ শঠতা মাঝারে !
নাহি পর' অলঙ্কার, সত্য, তুমি সত্য সার,
অসার সংসার, সত্য ! বল বারে বারে,
সংসার-জড়িত চিত্ত, সহিতে কি পারে ?

সত্য, বল কেন আছ বিড়ম্বনা মাঝে ?
মাতা সাজে চাটুকার সাজে !
বাজে কিনা বাজে প্রাণে, বল সত্য, সত্য জ্ঞানে,
প্রেমময়ী মাতৃ-মুখে অসত্য বিরাজে,
হেথা তব কোথা স্থান, সরলতা সাজে !

এসেছে বান্ধব গৃহে সত্য তোরে ডরি,
হাসি মুখে চাতুর আদরি !
করিয়ে মিথ্যার ভাণ, তার করে দিই প্রাণ,
শত দোষ মিথ্যা ভাণে তখনি পাশরি,
ক'রেছি চাতুরী কত অহঙ্কার করি !

গুণবান পুত্রে হ'ন পিতা চাটুকার,
এই কিরে সত্যের সংসার ?
কোথা সত্য তব স্থান, কে তোমার রাখে মান,
সত্যবাদী—মিথ্যাবাদী যথায় বিচার,
ধনী মানী যেই করে মিথ্যার প্রচার।

যদি কেহ করে, সত্য, আদর তোমার !
সরলতা যার অলঙ্কার ;
কামিনী-কাঞ্চন তানে, তন্ত্রিত নহেক প্রাণে,
অভিমান ঠেলিয়াছে জানিয়া অসার,
সত্য বল, সত্য, দেখা পেয়েছ কি তার ?

আজীবন সত্য তোরে ক'রেছি আদর !
কেন তুমি হ'য়ে আছ পর ?
এ সংসারে স্থান নাই, সত্য বুঝি বল তাই,
চল যাই যথা, সত্য, তুমি মনোহর !
পর নহ সত্য তুমি কহিছে অন্তর !

অকপট হাসি।

ডুবিল আরক্ত ভানু সন্ধ্যায় যখন,
সমীর না স্পর্শে শাখী-শির,
ত্রস্ত কোন পাখী করে কুলায় গমন,
ধীরে ধীরে কলরব স্থির ;
ক্রমে জ্বলে তারাদলে, দীপমালা ধরাতলে,
আসি দ্রুত ব্যাকুলিত চিত অভিলাষী—
হেরিয়াছি অকপট হাসি।

বুকে ধরি করে কলি শিশিরে আদর,
প্রেমোদিত মেহারে কৌমুদী,
নীরব মেদিনী শ্যামা, সুনীল অম্বর,
যুবা সনে যুবতী আমোদী ;
বদনে আরক্ত রাগ, উচ্ছ্বসিত অনুরাগ,
বিকচ-অধর-সুধা হইয়া প্রয়াসী—
হেরিয়াছি অকপট হাসি।

গাহিছে বিহগ, বহে ধীর সমীরণ,
সরোবর-বক্ষ আন্দোলিত,
বিলায় শাখায় উষা সোণার বরণ,
কমলিনী বদন রঞ্জিত ;
অঙ্গপরে অঙ্গ হেলি, 'ওঠ' বলি অঙ্গ ঠেলি,
অলসে আরক্ত আধ' নয়ন বিকাশি—
হেরিয়াছি অকপট হাসি।

দিনকর খর কর উপর গগনে,
উষ্ণশ্বাস ফেলে সমীরণ,
ক্ষান্ত নহে কলরব স্বার্থ সংঘর্ষণে,
কেবল প্রেমিক শান্ত মন ;
মানসিক এলোকেশে, উপেক্ষা বসন বেশে
শিশু কোলে দিয়ে কোলে গরবে উল্লাসি.
হেরিয়াছি অকপট হাসি !

ক্রমে ঢ'লে নেমে চলে অচলে তপন,
সাথে নিতে আসিছে গোধূলি,
ত্যজি ধরা বৃক্ষ বাহি উঠিছে কিরণ,
হেমহারে দোলে পাতাগুলি ;
কবরী-বন্ধনে রেখা, কেশমাঝে দেছে দেখা,
চলে গেল, বলে গেল—'বেলা গেল আসি',
হেরিয়াছি অকপট হাসি।

সেই সন্ধ্যা, সেই দিবা, গোধূলির ছবি,
রবহীন গভীরা যামিনী,
সেই উষা সীমন্তে শোভিত রক্ত রবি,
ফুলকুল, সরে সরোজিনী,
পত্রসনে খেলে বায়, মুখে মুখে পাখী গায়,
খুঁজি ঘুরে খুঁজি কাছে নিরাশায় ভাসি—
নাহি হেরি অকপট হাসি।

অকপট ভাব।

কুতূহলে হেলে দুলে হামা টেনে হায়—
ফুল্লকান্তি ধূলি-ধুসরিত,
পালাবে, যাবে না কোলে, ফিরে ফিরে চায়,
আধ হাসে বিধু প্রকাশিত ,
অঞ্চলে মুছা'য়ে কোলে, ভুলায়ে জননী তোলে
ক্ষুদ্র ভুজে বেড়ি গলা চুম্বন প্রয়াস,
শত স্রোতে কলকণ্ঠে অকপট ভাব !

পুষ্পিত নিকুঞ্জবনে গাহিছে কোকিল
স্নিগ্ধ ছায়া ঢালিয়াছে কায়,
সুরভি হরিয়া বহে মলয় অনিল
তরঙ্গিত ফুলবন তায় ;
ভ্রমর-গুঞ্জন সনে, দূর স্রোত-ধ্বনি বনে,
যুবক যুবতী মিলি বিভোর বিলাস,
নয়নে নয়নে কহে অকপট ভাব !

তন্ত্রিত বীণার ধ্বনি মিলিত সুস্বর,
উথলিত প্রাণময়ী তান,
মধুর মৃদঙ্গে গাজে দূর জলধর,
প্রতিঘাতে কম্পিত বিমান
মাধুরী লহরী বয়, সুর-ছবি ধরাময়,
অন্তরে আনন্দ-ধারে নন্দন বিকাশ,
আহে শ্রুত অজানিত অকপট ভাব !

যেতে হবে দূরদেশে বিদায় চুম্বন,
শুভক্ষণ ব'হে যায় প্রায়,
'আসি' শুনে হাসি সনে সজল নয়ন
স্পন্দহীন মুখপানে চায় ;
উছলিত কত সাধ, সাধে নিদারুণ বাদ,
হৃদয় সুসার ল'য়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
বিনা ভাষে বহে শ্বাসে অকপট ভাব !

ধীরে ধীরে চিতাধূম উঠিছে গগনে,
ভস্ম হ'য়ে ফুরাবে সকলি,
মমতাবিহীন স্থান আশার বর্জ্জনে,
সুবর্ণ নির্ম্মম অগ্নি জ্বলি ;
অতি বেদনায় ব্যথা নাহি আর, নাহি কথা,
স্থির নেত্র, স্থির চিত্ত ব্যাপিত নিরাশ,
শ্মশান—শ্মশান-প্রাণে—অকপট ভাব !

তুঙ্গ শৃঙ্গ অভ্রভেদী ভৈরব মুরতি,
অনন্ত তুষার আচ্ছাদিত,
ভীমনাদে ঝম্পে চলে শত স্রোতস্বতী
মেঘদল ঝটিকা-চালিত ;
দামিনী-ঝলক রঙ্গ, বজ্র শব্দে দিক্ ভঙ্গ,
ছায়া প্রায় অনন্তের মহান্ আভাস,
গম্ভীর নিক্বণে উঠে অকপট ভাব !

নসীরাম

—:০:—

(ভগবদ্বাক্যমূলক নাটক)

—:০:—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

যোগেশনাথ — গৌড়াধিপতি
অনাথনাথ — রাজকুমার।
কাপালিক — রাজার গুরু।
রাজমন্ত্রী।

[সভাসদগণ, শম্ভুনাথ, ভূতনাথ, সৈন্যগণ, পাহাড়ী ও পাহাড়ীবালকগণ, শববাহক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বিরজা — চাতুরী-দীক্ষিতা বন্দিবালা।
মাধুলী — ঐ সহচরী।
সোনা — কাপালিকের ভৈরবী।

প্রথম অঙ্ক

—:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:—

[বৃক্ষতল।

(ভূতনাথ, শম্ভুনাথ, সৈনিকগণ)

সকলে।— (গীত)

কল্সিয়া লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা।
তুমি অমন ক'রে শুঁড়ীর ঘরে॥
পায়ে ধরি আর যেও না॥
যে তোমায় ট্যাকে রাখে,
সে তখন বেঁকে থাকে,
কে জানে হায় সদয় হও কাকে ;—
ছাড় দাগাবাজী, হও না রাজী,
ডাক্‌ছি এত থামাও গা॥

ভূত। আচ্ছা ভাই, আমরা এখানে ব'সে আমোদ কর্‌ছি, রাজকুমার টের পেলে যে গর্দ্দানা নেবে।

শম্ভু। রাজকুমার এখন পিরীতে হাবুডুবু, আর একটু আমোদ কর্‌বো না? এত বড় লড়াইটে জিতে এলেম!

ভূত। না রে, মদের উপর ভারী চটা।

শম্ভু। মদ কি! কারণ কর্‌থো না? আমরা স্বামীজীর চেলা, স্বামীজী যে সে নয়, রাজার গুরু।

ভূত। তুই শালা আবার চেলা কবে হলি?

শম্ভু। কেন, আমি যে সোনামণির সঙ্গে পিরীত কর্‌তে যেতুম; বেটী ঘেড়োয় না।

ভূত। শালা, গুরুপত্নীর ওপর টাঁক!

শম্ভু। কেন রে শালা, ওতে দোষ কি? আমরা সব ভৈরব, আর মেয়েমানুষ সব ভৈরবী। সোনামণি ভৈরবীর বাদশা।

ভূত। আর তুই শালা বুঝি ভৈরবের বেগম?

শম্ভু। তুই শালা জান্‌বি কি, তুই যদি আমায় উপগুরু করিস্ তো তোকে শিখাই। আমি মস্ত লোক হয়ে যাব, দেখিস্, সোনা কর্‌বো, ধূলোপড়া দিয়ে মেয়েমানুষ বা'র কর্‌বো। স্বামীজীর একটা কাজ ক'রে দিলেই আমায় সব শিখিয়ে দেবে।

ভূত। আচ্ছা, আমার ভগ্নীকে বশ ক'রে দিতে পার্‌বি?

শম্ভু। এক ফুঁয়ে।

ভূত। ওরে নে, পাগ্‌লা শালা এ দিকে আস্‌ছে। পালা পালা পালা। ও সব জায়গায় যায়, যদি কুমারকে ব'লে দেয়।

শম্ভু। হাঁরে হাঁ, পালা—পালা—পালা।

[সকলের প্রস্থান।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ঐ যা, সব পালিয়ে গেল। তা আমি কি করবো বাবু; আহা, বেড়ে পালাল, আমি কদ্দিনে পালাব? পালাব বই কি, তুমিও যেমন, এখানেও থাকে। চোক বুজে দাঁড়াই, যে দিকে টেনে নে যায়, সেই দিকে যাই,—সিদে চ'লে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:—

কক্ষ।

(বিরজা ও মাধুরী)

বিরজা। মাধুরী, তুমি দিন-রাত কাঁদ কেন? খাবার সময় তোমার ডাকি, আজ তিন দিন তুমি আসছ না।

মাধুরী। সখি, শোন, যদি তুমি আমায় ভালবাস তো তোমার পরিচয় দিও না। রাজকুমার তোমায় ভালবাসে। তোমার প্রাণের ভয় নাই জানি, কুমার যদি শোনে, তুমি রাজকুমারী নও, তা হ'লে পাগল হবে।

বিরজা। সখি, এ অনুরোধ করো না, আমি অনেক চাতুরী করেছি, আর চাতুরী কর্‌বো না।

মাধুরী। দেখো, দেখো, সরল প্রাণে ব্যথা দিও না।

(গীত)

ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না।
ছি ছি সই শেল মেরে শেল বুকে নিও না।
কেন লো ক'রে যতন, এক মরণে মর্‌বে দুজন,
না জানি হায় কেমন তোমার মন;
মজিয়েছ আপনি মজে,
আপনি ভেসে তায় ভাসিও না॥

(অনাথনাথের প্রবেশ)

মাধুরী। এই যে কুমার আস্‌ছেন, আমি যাই।

অনাথ। আপনি কেমন আছেন?

[মাধুরীর প্রস্থান।

বিরজা। আপনি কেমন আছেন?

অনাথ। মনে করেন কি কথায় কথা জিজ্ঞাসা করি?

বিরজা। আপনি মনে করেন কি কথায় কথা জিজ্ঞাসা করি?

অনাথ। আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন বলুন?

বিরজা। আমিও আছি ভাল, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

অনাথ। আপনি বসুন। একটি কথা আমায় বলবেন? রাজনিয়ম ঠেলে আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারি না, এ ভিন্ন অন্য কিছুতে আপনি সুখী হ'তে পারেন না? আমি তো আপনার সঙ্গে যেখানে থাকতেম, সুখী হতেম।

বিরজা। সুধায়, কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? দেশে যেতে তো চাইনি।

অনাথ। আপনাকে কি একদিনও সুখী দেখ্‌বো না?

বিরজা। আমি অসুখী, আপনাকে কে বল্লে?

অনাথ। শুন সুলোচনা জান না, জান না,
যে বেদনা সহি নিশি-দিন।
কল্পনায় চিত্রি তব সুখের আবাস,
সঙ্গে সহচরী, নিত্য ভ্রম
যেই স্থানে করিয়াছ বাল্যখেলা।
হেরি চারিদিকে সহাস্য আনন।
ফোটে ফুল চুমিতে কেশদাম,
সৌরভ ছড়ায় তব কায় হ'তে লীন।
পাখী গায় তুষিতে তোমায়।
বনশচকে দেখি তুমি আনন্দে বিভোর।
তখনি হে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
বলে হায়—
কোথায় এনেছি এই সরলা বালারে!
ভাবি কি দিয়ে ভুলাব,
কি আছে আমার, কোথা কিবা পাব,
জুড়াব ব্যথিত প্রাণ তব।
শোন সুবদনি! কহিতে সরম-কথা,
চুরি ক'রে ধারা বয়ে যায় চোখে,
লাজে মুছি কেহ পাছে দেখে।
বল, জান যদি বল,
কিসে তোমায় ভুলায়ে করিব সুখী?
আমি বড় অভিলাষী,
ও অধরে হেরিতে আনন্দ-হাসি।

বিরজা। আমি যা বল্‌বো, তা কর্‌তে পার্‌বেন?

অনাথ। যদি সাধ্য হয়, এই দণ্ডেই সমাধা কর্‌বো।

বিরজা। দোষীর দণ্ডবিধান কর্‌তে পার্‌বেন?

অনাথ। কি! কেউ কি আপনাকে বিরক্ত করে?

বিরজা। না, আপনি বল্লেন যে, দিন দিন অনুসন্ধান করেছেন, কিসে আমি সুখী হব। যা এতদিন খুঁজে পান নি, এক কথায় তা পাবেন কেমন ক'রে? আমায় অনুগ্রহ ক'রে বলুন, মগধের সহিত আপনাদের কিরূপ যুদ্ধ হয়েছিল?

অনাথ। যদি শোন্‌বার ইচ্ছা হয়, সে কথা আমি পরে বলচি, আপনার কথা আগে বলুন।

বিরজা। এ কথার সঙ্গে সে কথা?

অনাথ। যুদ্ধবিবরণ আপনি তো সকলই জানেন। মগধসৈন্য মহা প্রভাবশালী, দৈববিপাকে পরাজিত।

বিরজা। আচ্ছা, যখন গঙ্গাতীরে মগধসৈন্য আপনার বাহুবলে পরাজিত হয়, তখন আপনাদিগের উভয়ের অবস্থা কিরূপ?

অনাথ। সুন্দরি! আমার বাহুবল নয়, জয়পরাজয় বিধাতার নির্ব্বন্ধ। সাহসবীর্য্যে মগধ সৈন্য আদর্শস্বরূপ। সে সময়ে আমরা প্রবল হয়েছিলেম, পরদিন গড় আক্রমণ কর্‌তেম, কল কি হ'ত, জানি না, যদি জয়ী হতেম, মগধ করগত হ'ত।

বিরজা। আর যদি দুর্গপ্রবেশ না কর্‌তে পার্‌তেন?

অনাথ। গড় বেষ্টন ক'রে থাকৃতেম।

বিরজা। মগধের কি উপায় ছিল?

অনাথ। একেবারে নিরুপায় নয়, বীর্য্যবলে সকলি হ'তে পারে, কিন্তু সে সময় উপায় অতি স্বল্পই ছিল।

বিরজা। আমায় বন্দী করা ভিন্ন কি সন্ধির আর অপর উপায় ছিল না?

অনাথ। দেখুন, মগধরাজ বার বার সন্ধির অবহেলা করেছেন, তাই আমার পিতা এই কঠিন পণ করেছিলেন, রাজকুমারী বন্দী থাকলে সন্ধিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা নাই। কুমারীর অনিষ্টভয়ে বিপক্ষ পুনরাক্রমণ হ'তে নিরস্ত থাকৃবে, এই উদ্দেশ্য।

বিরজা। তাই রাজকুমারী বন্দী করেছেন?

অনাথ। হাঁ।

বিরজা। আপনি কতক সংবাদ জানেন না। বলি, সন্ধির প্রস্তাবেই রাজা রাণী কেঁদে আকুল, রাজকুমারীর আহার পরিত্যাগ।

এমন সময় মন্ত্রী এক উপায় কর্‌লেন। তিনি গুটিকতক অনাথিনী বালিকাকে প্রতিপালন কর্‌ছিলেন, তারা সকলেই সুন্দরী চতুরতানিপুণা; তাহাদের তিনি বল্লেন যে, রাজকুমারী সাজ্‌তে হবে।

অনাথ। তারা কারা?

বিরজা। আপনি রাজকুমার, তারা কারা, জানেন না?

অনাথ। না, আমি তাদের কথা এই প্রথম শুন্‌ছি।

বিরজা। তারা অনাথা বালিকা, তাদের নিয়ে এসে সকল মনোহারিণী বিদ্যাশিক্ষা দেয়।

অনাথ। এর তাৎপর্য্য?

বিরজা। যখন সন্ধির প্রস্তাব এইরূপ হয় যে, রাজপুরবাসী মহিলাগণ বিপক্ষের রাজ্যে সন্ধিরক্ষা হেতু বসতি কর্‌বে, তখন তাদের প্রয়োজন হয়; সেই রাজ-পুর-মহিলার পরিবর্ত্তে তারাই প্রেরিত হয়ে থাকে।

অনাথ। এতদূর কপটতা! বুঝেছি, যদি সন্ধিভঙ্গের সুযোগ পায়, সন্ধিভঙ্গ করে, এই অনাথিনীরাই যন্ত্রণা পায়।

বিরজা। আপনি এখন কতক বুঝেছেন। মন্ত্রী ঐ কন্যাদের বল্লেন যে, রাজকুমারী সাজ্‌তে হবে, তাতে সকলেই ভয় পেলে, তখনও তাদের ভয় ছিল। কিন্তু একজন ভয়, লজ্জা, ঘৃণাবর্জ্জিতা—প্রাণহীনা।—

অনাথ। আপনি কি বল্‌ছেন?

বিরজা। প্রাণহীনা শুনে আপনার ভয় হচ্ছে? সত্যই প্রাণহীনা। তাদের শিক্ষা শুনুন, বুঝ্‌তে পার্‌বেন। যখন তৃষ্ণা পেয়েছে, দূরে বারি রেখে বালিকাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, উত্তম পরিচ্ছদ দিয়েছে, বালিকা আনন্দে তার পানে ধেয়ে গিয়েছে, বলেছে, দূর হ, ছুঁস নি—তুই বাঁদী, এ তোর নয়, তুই পর, যখন ইচ্ছা হবে, কেড়ে নেব—তুই বাঁদী। যখন যা মনে সাধ উঠেছে, তখনি তারে বলেছে, তুই বাঁদী। অন্ধ, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর সামনে এনে দিয়েছে—যখন করুণায় বালিকার প্রাণ আর্দ্র হয়েছে, তখন বেত্রাঘাত ক'রে বলেছে, তুই বাঁদী, তোর দয়া কর্‌বার অধিকার নাই। এদের সামনে এই সব খা, যা না খেতে পার্‌বি কুকুরকে দিবি, তবু ওদের দিবি নি।

অনাথ। আর বল্‌বেন না, আর আমি শুন্‌তে চাই না।

বিরজা। এই তো কৈশোর শিক্ষা। শুনুন, আরও শিক্ষা আছে—যৌবনে কটাক্ষে যুবার প্রাণ বিদ্ধ কর্‌তে হবে, তার আর মুখাবলোকন কর্‌তে পারে না।

অনাথ। এ সব কি কথা, আমায় ক্ষমা করুন।

বিরজা। তবে জান্‌তে চান না, আমি কিসে সুখী হব?

অনাথ। এর সঙ্গে আপনার সুখের কি সম্বন্ধ?

বিরজা। সম্বন্ধ আছে, শুনুন, সেই লজ্জাহীনা রাজকুমারী সাজ্‌তে স্বীকৃত হ'ল।

অনাথ। আপনি কি কর্‌লেন?

বিরজা। আমি আপনার কাছে এলুম।

অনাথ। এই জন্য মন্ত্রী এত সন্দেহ করে ছিল।

বিরজা। কিরূপ সন্দেহ করেছিলেন?

অনাথ। আমায় পুনঃ পুনঃ পত্র লিখেছিলেন যে, রাজকুমারী কি না, বিশেষ প্রমাণ নেবেন।

বিরজা। আপনি কি প্রমাণ নিলেন?

অনাথ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, আমি আপনার সরলতাপূর্ণ মুখ দেখে বুঝেছিলেম যে, আপনি কখনও মিথ্যা কইতে পার্‌বেন না।

বিরজা। বুঝুন, আমি প্রাণহীনা কি না বুঝুন, আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রতারণা করেছিলেম! আমি রাজকুমারী নই, আমি প্রাণহীনা মন্ত্রিগঠিতা মাংসপুত্তলী।

অনাথ। কুমারি, করো না ছল। জান না জান না আমার প্রাণ।

নিত্য হেরি হৃদয়ে তোমায়,
অন্তরে অন্তরে তোমার [illegible]।
বলো না বলো না—
এত দিনে চিনিনি তোমায়,
তুমি সরলতাময়!
কিবা আর পরীক্ষা করিবে;
নহ এ অসুরী,
যাও চ'লে নিজ দেশে;
কেহ না রোধিবে।
দিন দুই পরে,
লোকমুখে সমাচার পাবে,
রাজদণ্ডে করিয়াছি তনুত্যাগ।
জানি আমি জানি বহুদিন,
নাহি হেন গুণ,
যাহে ভালবাসা পাইব তোমার,
ভালবেসে ভোলাব তোমার মন।
যাও, অশ্ব প্রস্তুত আমার,
মুক্ত তব পিঞ্জরের দ্বার,
উড়ে যাও বিহঙ্গিনি!
কভু মনে করো অভাগারে।

বিরজা। বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি তুমি ধরণীতে,
ভয় পায় সন্দেহ পশিতে তব হৃদে।
কেন আর যন্ত্রণা বাড়াও,
আমি দুশ্চারিণী দেহ মনে স্থান;
ভুলাতে তোমার মন,
নিত্য করি রাজসুতা অভিনয়;
যবে মুগ্ধ হবে,
ভুলায়ে মগধে লয়ে যাব,
এই দীক্ষা পাইয়াছি আসিবার কালে।

অনাথ। সত্য তুমি নহ রাজসুতা?

বিরজা। না, প্রাণহীনা নারী-যন্ত্র আমি।

অনাথ। মিথ্যা কথা!
নহ নহ প্রাণহীনা,
মিথ্যা কহ অভ্যাসের দোষে;
উচ্চপ্রাণা কেবা তব সম?
অরিপুরে অরির সম্মুখে,
নারী হয়ে কেবা শক্তি ধরে,
স্বেচ্ছায় প্রকাশে কপটতা,
প্রাণ নাশ হবে যাহে।
[illegible]
[illegible]
রাজকন্যা না [illegible]।
তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বর,
নাহি পারে যদি, [illegible]—
আমি ভালবাসি।

বিরজা। কি দিব উত্তর, আছে কি উত্তর,
অমৃতে অসাধ কার?
কিন্তু সুধা নহে সবাকার,
দেবকন্যা করে পান।
ঘৃণ্য! বটে,—
কিন্তু দাসী তব সহবাসে
হেরেছে হীনতা তার।
পূর্ণচন্দ্রে করিব না কলঙ্ক অর্পণ,
সন্ধি-ভঙ্গে মগধ মজিবে,
দেখিতে নারিব কভু মাতৃভূমি-নাশ;
অবনীতে অবসান মম অভিনয়।
কেন আত্মঘাতী হব,
রাজদণ্ডে বধ মোর প্রাণ।

অনাথ। ভেব না বিবাদ;
সন্ধিভঙ্গ নাহি হবে,
মগধ রহিবে;
বল বল হে আমার হবে।

বিরজা। না।

অনাথ। কেবা ভাগ্যবান্?
কারে তুমি স'পিয়াছ প্রাণ?
বল এনে মিলাই তোমার সনে।
দিনেকের তরে সুখী হেরে তোমে,
যাব চ'লে যথা যাবে প্রাণ,
তুমি মাত্র ধ্যান রবে হৃদে।

বিরজা। শুন ভালবাসি,
ক্ষুদ্র প্রাণে যত ধরে ভালবাসা।
কিন্তু কেন কলঙ্কিত করিব তোমায়?
আমি নাহি জানি মম কুল-পরিচয়,
মন্ত্রী মাত্র করেছে পালন।
যবে তব জন্মিবে তনয়,
কি কহিবে,
কোন্ কুলোদ্ভবা তার মাতা?
ঘৃণা করি লোকে কবে তার,
কামবশে কুলটায় বরিল তাহার বাপ।
এই পরিতাপ হেতু মজাবে তোমায়?

হায় এ জীবন, রব ঘৃণার ভাজন।
মনে মনে সবে কবে দুশ্চারিণী,
লোক-অপবাদ-ব্যথা দিব তব প্রাণে!
নারী ব'লে কেন কর ঘৃণা.
প্রাণের না রাখি তত ব্যথা,
গুপ্তচর—বধ কর রাজার কুমার।
হাসি যদি ভালবাস,
মরিব যে হাসিতে হাসিতে।

অনাথ। রাজা নহি,
গুপ্তচরে দণ্ড দিতে নারি।
কলঙ্কের ভয় কিবা দেখাও সুন্দরি।
কব এই সরল প্রেমের কথা
সরল ভাষায়,
সরলায় কিনিছি সরল প্রেমে।
পৃথিবী কি পঙ্কিল এমন,
শুনি এ প্রণয়-গাথা,
অপবাদ করিবে অর্পণ?
কহিব এ কথা মম পিতার সদন,
অবশ্য দ্রবিবে তাঁর মন।
যদি রাজা দণ্ড দেন গুপ্তচরে
দিয়ে এ অধম স্বামী,
হাস্যমুখে তখন কি করিবে গ্রহণ?
বলেছ তো সুখী হবে রাজদণ্ড পেলে।

বিরজা। কেন সভামাঝে দিবে হে কুলটা নাম?
বল গিয়ে মম পরিচয়,
প্রণয় গোপনে রেখ।

অনাথ। কেন অন্য ভাব,
পিতার উদার প্রাণ।

বিরজা। বল গে সকল বিবরণ।
এক ভিক্ষা পদে—
যবে বধ্যভূমে চারিদিকে ক'বে
এই সেই দুশ্চারিণী,
ছলে মুগ্ধ করেছিল ভূপতি-কুমারে;
বলো তুমি, নহে ছলে,
ভালবেসেছিল অভাগিনী।

অনাথ। ভালবাস?

বিরজা। ভালবাসি।

অনাথ। তবে কেন কর প্রতিরোধ!
বোঝ না কি অন্তর আমার?
তুমি প্রাণ, তোমা বিনে প্রাণশূন্য র'ব।

বিরজা। আর নাহি করি প্রতিরোধ;
কর যেবা ইচ্ছা তব,
বল গিয়া নৃপতিরে।

অনাথ। যেবা ইচ্ছা মম?

বিরজা। যেবা ইচ্ছা।

অনাথ। দিয়াছি অঙ্গুরী,
কর অঙ্গুরীয় বিনিময়।

বিরজা। লহ—করো না ধারণ,
এখনও ভূতলে ফেল;
বোঝ পরিণাম,
উত্সাহে চাতুরী তব প্রবেশিছে প্রাণে,
এ বিবাহ রাখিবে গোপনে।

অনাথ। স্বর্গসুখ যাহে,
কোথা তাহে মন্দ পরিণাম!
প্রিয়ে!

বিরজা। নাথ!

(মাধুলীর প্রবেশ)

মাধুলী। রাজকুমার, রাজার নিকট হ'তে দূত এসেছে।

অনাথ। মহারাজ জানেন এখানে আছি,
কে তাঁরে বল্লে? প্রিয়ে, আসি।

[অনাথের প্রস্থান।

মাধুলী। সর্ব্বনাশ হ'ল, রাজা কেন ডাকতে পাঠালেন? দূতের মুখে শুনলেম, রাজা মন্ত্রণাগৃহে আছেন।

বিরজা। পরমেশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে, ভেবে তো উপায় হবে না।

(গীত)

কি জানি কেমনে চলে জীবন-তরঙ্গ।
এ হিল্লোলে মন দোলে আশায় মিশে আতঙ্ক॥
প্রবল বাসনা বহে, নিবারিলে নাহি রহে,
সাধে প্রাণ যাতনা সহে;—
কি প্রসঙ্গ নব সঙ্গ নব রস নব রঙ্গ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(রাজা, মন্ত্রী ও কাপালিক।)

রাজা। তবে সকলি সত্য ?

মন্ত্রী। এইরূপ তো গুপ্তচরের নিকট অবগত হলেম।

কাপা। মহারাজ, রাজকুমার না এলে সবিশেষ অবগত হওয়া যাবে না। আমরা সকলেই অন্ধকারে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তার আর সন্দেহ কি—স্বামীজী, সকলেই অন্ধকারে!

রাজা। যা পাগ্‌লা, এখন যা।

নসী। পাগল যাচ্ছে, কিন্তু দুটো একটা পাগ্‌লা আছে, তাই সংসার আছে।

রাজা। চ'লে যা, চ'লে যা, এখন পাগ্‌লামো করিস্‌ নি।

নসী। দেখ দেখ, পাগ্‌লা—পাগ্‌লা বলছে দেখ; আমি নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছি, আমি পাগল, না তোরা গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছিস্‌, তোরা পাগল ?

রাজা। আচ্ছা বোস্‌, চুপ ক'রে থাক্‌।

নসী। দুটো একটা ন্যায্য অন্যায্য বল্‌বো না ?

কাপা। মহারাজ, রাজকুমারের নিকট সংবাদ অবগত না হ'লে কিছুই নির্ণয় করা যাচ্ছে না—এই যে কুমার।

(অনাথনাথের প্রবেশ)

অনাথ। পিতা, প্রণাম হই, গুরুগণের চরণে আমার প্রণাম।

রাজা। কহ বৎস শুনি বিবরণ,
নিত্য তুমি যাও কি কারণ,
মগধকুমারী-পাশ,
মম বাক্য করি অবহেলা ?
সত্য মিথ্যা নাহি জানি,
শুনি লোকমুখে বাণী,
নন ইনি প্রকৃত মগধসুতা ;
কোন পালিতা সুন্দরী,
চাতুরী-নিপুণা,
আসিয়াছে তব মন করিতে হরণ ;
পরে,
কৌশলে করিবে বন্দী মগধে লইয়ে।
নিত্য আসে সমাচার,
তব কি ব্যভার,
তোমা সনে বন্দীর কি আচরণ।
আর বৎস রেখ না গোপন,
কহ বৎস,
সত্য কিবা মিথ্যা এ সংবাদ।

অনাথ। সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত সংবাদ।
নিবেদন হে রাজন্‌ চরণে তোমার,
নন ইনি মগধ-দুহিতা ;
কিন্তু অভাগিনী ভালবাসে মোরে,
আমি ভালবাসি তায়।

রাজা। সর্ব্বনাশ !
মন্ত্রি ! আজ্ঞা দেহ আনিতে দুষ্টারে ;
এই দণ্ডে দিব তারে সমুচিত ফল।

অনাথ। পিতা, কি দোষ সে অনাথা বালার ?
পরায় পালিতা,
আসিয়াছে রাজার শাসনে।
চতুরতা-দীক্ষিতা কৈশোরে,
তবু উচ্চ প্রাণে করি নীচ-শিক্ষা পরাজিত,
শত্রুর আশ্রয়ে
করিয়াছে স্বরূপ বর্ণন।
পিতা, ভালবেসে কেবা কবে দোষী ?
মন কে ফিরাতে পারে ?
ভজে মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
অপরাধী কিসে হেন জন ?

রাজা। শুন বৎস!
কপটতাশূন্য তব মন,
তাই এ দুষ্টার আচরণ
বুঝিতে না পার তুমি।
ভালবাসা-বর্জ্জিতা, গঠিতা শিক্ষাবলে ;
বেশ্যা সম প্রাণহীনা,
মজাইবে নাহি যত্নে,
ভুলেছ দুষ্টার অভিনয়ে।
বল সত্য—এই সে দুষ্টা।

(বিরজা ও রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজকুমারী তো সেজে এসেছ, কি দণ্ড হবে জান ?

বিরজা। জানি—প্রাণবধ।

মন্ত্রী। তবে তুমি মগধ-রাজকুমারী নও ?

বিরজা। না।

মন্ত্রী। তোমার উপদেশ ছিল না ?

বিরজা। ছিল।

মন্ত্রী। তবে উপদেশমত কার্য্য করনি কেন ?

বিরজা। কি জানি, বল্‌তে পারি নি।

মন্ত্রী। দেখ, তোমার নিশ্চয় প্রাণদণ্ড হবে, মিথ্যায় কোন ফল দর্শাবে না, এ সময় মিথ্যা কথা কয়ো না, কিরূপ ষড়্‌যন্ত্র ছিল, মগধ-সৈন্য কি যুদ্ধার্থে পুনঃ প্রস্তুত ?

বিরজা। আমি জানি নি।

মন্ত্রী। তোমায় গুপ্তচরে পত্র দিত না ?

বিরজা। পত্র পড়্‌তেম না, আমি অনল-শিখায় ফেলে দিতেম।

মন্ত্রী। পত্র পড়্‌তে না কেন ?

বিরজা। আমার রুচি হ'ত না।

রাজা। দুশ্চারিণি, তোমার প্রাণদণ্ড হবে, তোমার অভিনয়ের আজ শেষদিন।

বিরজা। মহারাজের বাক্য শিরোধার্য্য।

অনাথ। পিতা, দেখ নহে অভিনয়,
হেন শিক্ষা কি আছে ভূতলে,
স্বভাব করিবে জয় ?
উচ্চ-প্রাণা নেহার ললনা,
তুচ্ছ করে কালের কবল ;
নেহার নয়ন,
দর্পণ সমান প্রকাশে হৃদয়াগার,
কুটিলতা-মালিন্য নাহিক তাহে,
নেহার বদন সুধাংশু-গঞ্জন,
কভু কি সম্ভবে,
প্রাণহীনা এই সুবদনী ?
প্রতি গ্রন্থি কয় সরলতাময়,
শিরায় শিরায় প্রেম-স্রোত ধায়,
এ কি হয় চাতুরী-আধার ?
তবে পদ্মহীন মধু, সুধাহীন বিধু,
নাহি সৃষ্টি সব একাকার।
প্রতারণা প্রতারণা বিষময়
আমি নিরবধি কত যত্নে সাধি,
তবু বালা বার বার করিল বারণ।
আমি প্রাণ দিছি,
প্রাণ দিয়া প্রাণ কিনিয়াছি ;
বধিলে বালায় বধিবে আমার প্রাণ।

কাপা। (জনান্তিকে) মহারাজ, আজ দণ্ডাজ্ঞা দিবেন না, এ অতি গুরুতর বিষয়, কুমারের যেরূপ ভাব দেখ্‌ছি, সহসা কোন কার্য্য করা উচিত নয়, কি বলেন মন্ত্রী মহাশয় ?

মন্ত্রী। কুমার, এ দুশ্চারিণী, নিশ্চয় মনে ধারণা করুন।

অনাথ। মহারাজ !
কর ক্ষমা অবলা বালায়,
কৃপা ক'রে রাখ পিতা তনয়ের প্রাণ ;
মহাশয়, হয়ো না নির্দ্দয়,
পবিত্র প্রণয়,
দোষারোপ নাহি কর তাহে।

রাজা। আরে অভাজন,
কুক্কুরীর সম তোর মন।

অনাথ। পিতা, ঘৃণা হয় ত্যজহ আমায়,
স্থানান্তরে লয়ে যাই প্রাণের পুতুলী ;
পুত্রে রাজা প্রাণ ভিক্ষা দাও,
চাহি মম জীবন-সঙ্গিনী।
কিংবা পিতা, যদি হয় মন,
বধহ জীবন,
ছেড়ে দাও নির্দ্দোষী বালায়।

নসী। পাগল, পাগল, পাগ্‌লামোর ছাড়া-ছড়ি। নসে, তুই কেবল ধরা প'ড়ে গেলি।

রাজা। মন্ত্রী, দেখ্‌ছ না সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কুমারকে উন্মত্ত করেছে, একে সাধারণ কারাগারে রাখ্‌গে। বর্ব্বর, তুইও আজ থেকে বন্দী, এ পুরীর বাইরে যেতে চেষ্টা কর্‌লে রক্ষীরা তোরে নিবারণ কর্‌বে।

[বিরজা ও রক্ষিদ্বয়ের প্রস্থান।

স্বামীজী, কি এ !

কাপা। আপনি ঠিক আজ্ঞা করেছেন, সহসা ওর প্রাণবধ করা উচিত নয়।

রাজা। যা হোক, পাপমা সুন্দরী বটে !

কাপা। নারীরত্ন।

রাজা। আমি ওরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোক তো দেখি নি।

কাপা। মহারাজ, তবে বধ কর্‌বার আবশ্যক নাই, ওর দ্বারা মগধ করগত করা যেতে পারে।

রাজা। আচ্ছা, আপাততঃ থাকুক—পরমা সুন্দরী।

কাপা। রাত্র অধিক হয়েছে, যান, শয়ন করুন—আশীর্ব্বাদ।

[রাজার প্রস্থান।

রাজা, রাজা! খুব সুন্দরী বটে! এ পদ্মিনীকন্যা আমার নিমিত্ত, তোমার নয়।

[কাপালিকের প্রস্থান।

অনাথ। যা হবার হবে!

নসী। এইবার ঠিক ঠাউরেছ, খানিক হরি হরি কর।

অনাথ। নসীরাম, কি বল্‌বো, আমি বড় অভাগা।

নসী। ঠিক বলেছ। আমি বল্‌ছিলেম কি, ঠাওরেছ তো যা হবার তা হবে।

অনাথ। যা হবার তাই হবে বই আর কি?

নসী। বেশ, তবে খানিক যা হবার তাই হবে কর্‌বে, না হরি হরি কর্‌বে?

অনাথ। বাতুল, হরি হরি কর্‌বো কেন?

নসী। কেন নাই, জোর-জবাবতি নাই, তুমি খানিক কি হবে, কি হবে কর, আর আমি খানিক মজা ক'রে ব'সে হরি হরি করি।

নসী। পায়ে পায়ে রাঙা পা দুটি,
যেন রাঙা কমল রয়েছে ফুটি,
আমি ঐ পায়ে লুটি।
রাঙা রাধা দাঁড়িয়েছে বামে,
আড়নয়নে দেখ্‌তেছে শ্যামে,
সাধে রাধে বলে ওরে মাত হরিনামে।
আদরে বল্‌ছে প্যারী,
কথা কি ঠেল্‌তে পারি,
[illegible] ক'রে কেন বয় বারি,
আঁখ আঁখ নয়নে নয়নে হানে,
পিরীতের কি ভিরকুটী।
আমি রাঙা পায়ে লুটি॥

তুমি ভাব্‌তে থাক, মোটা মোটা ষণ্ডা দরওয়ান তলোয়ার খোলা, ঐ মাগীকে নিয়ে কাট্‌তে যাচ্চে, আর তুমি অমনি বাপ রে মা রে ক'রে গিয়ে পড়্‌ছো; বাপ রে, আমায় বিষ দে রে, খুন কর রে। আর আমি দেখ্‌তে থাকি, রাধাকৃষ্ণ খানিক চোক ঠারাঠারি কর্‌লে, সখীগুলো খানিক হাত পাকড়া-পাকড়ি কর্‌লে, তার পর রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াল, আমি পা ছড়িয়ে দেখ্‌তে ব'সে গেলেম!

অনাথ। ও নসীরাম, শোন।

নসী। আঃ যা পাগ্‌লা, বেজার করিস্‌ নি।

অনাথ। কেন, আমি পাগল কিসে?

নসী। আর কথায় কাজ কি, মনে বুঝে দেখ্‌ না। তুমি হাউ-মাউ-খাঁউ কত্তে থাক, আমি বাঃ বাঃ বাঃ কত্তে থাকি। আরে, যদি সখ থাকে তো বাঃ বাঃ কর্‌বে এস। এস না, যা হয় একটা তো কত্তে হবে। এস না, মজাই দেখা যাক।

অনাথ। কি কত্তে হবে?

নসী। হাউ-মাউ-খাঁউ ক'রে কি হবে?

অনাথ। যদি কোন উপায় হয়।

নসী। দূর মিথ্যাবাদী! এই না বল্লি, যা হবার, তাই হবে। যা হবার, তা হবে, তার আবার উপায় কর্‌বি কি? দূর হোক, পাগ্‌লা বেটার কাছে আর বস্‌বো না। [নসীরামের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। কুমার, আপনার শয্যা প্রস্তুত হয়েছে।

অনাথ। হা হতভাগিনি! আমি তোর প্রাণবিনাশের কারণ হলেম! আহা, আমার প্রাণ ফেটে যায়, রাজা হ'লে কি এইরূপ নির্দ্দয় হ'তে হয়? তবে রাজপুত্র হওয়া বিড়ম্বনা।

মন্ত্রী। কুমার আসুন, শয্যা প্রস্তুত।
অনাথ। আমি এইখানেই থাক্‌বো।
মন্ত্রী। কুমার, রাজ-আজ্ঞা।
অনাথ। উঃ! এতদূর—চল!

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—(*)—

কাপালিকের গৃহ।

(কাপালিক ও সোনা।

সোনা।— (গীত।)

কে বলে রে সর্ব্বনাশী।
নাম নিলে তোর হয় আনন্দ।
তোর কপালে আগুন জ্বলে,
দেখি লো তোর সকল মন্দ॥
থাকিস্ তো ভিখারীর ঘরে,
ভাতার থাকে নেশার ঘোরে,
ছারকপালী বিষ দিলি,
তুই তায় আদর ক'রে—
রক্ত খেয়ে বেড়াস্ ধেয়ে,
তোর নামে আমার হয় যে৷ সন্দ।
সাধ ক'রে যে নাম নিয়েছে,
সেই তো গায়ে ছাই মেখেছে,
জ্যান্তে মরা হয়ে রয়েছে;
তোর ঘোর তরঙ্গ মদের রঙ্গ,
বোঝা যায় না ছন্দ বন্দ।
তোর চাঁদ পড়ে পায়, হাড়-মালা গায়,
দে'খে মনে লাগে ধন্দ॥

কাপা। সোনা, গান রাখ্, ভৈরবী হয়ে বোস্।
সোনা। আর রাখ্ তোর ভণ্ডামী। মদ খেয়ে বিহার অমন ঘরে ঘরে হচ্ছে, তা হ'লে সবাই সিদ্ধ হ'ত। পোড়ার-মুখো আর কি—সিদ্ধ হবে!
কাপা। দেখিস্ কোন্ শালা না সিদ্ধ হয়? মাইরি বল্‌ছি, দুটো জিনিস দরকার ছিল, এক পদ্মিনী কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট আর এক প্রেমিক রাজপুত্র বলিদান, তা হ'লেই সিদ্ধ হব। বর নিয়ে রাজা হয়ে বস্‌বো, জান্‌লি হারামজাদী! আমার কপালে রাজদণ্ড আছে—জানিস্!
সোনা। তোর কপালে যমদণ্ড আছে। আহা, পুরুষের কি মুরোদ গো, আবার রাজা হবেন!
কা। দেখ্, বেটী, চক্রে বসে আমার মন চটাস্‌নি, আমায় শিবভাবে ভাব, চক্রে আমি ভৈরব, তুই ভৈরবী।
সোনা। কাণ্টাপনা কেন কর বল তো?
কাপা। দেখ্, যে দিন রাজা হব, সে দিন তোরে সাত পয়জার ঝাড়্‌ব।
সোনা। সে তো যে দিন তোর মুখে আগুন দেব
কাপা। কি—তুই অবিশ্বাস কর্‌ছিস্? আমি রাজা হব, তা বিশ্বাস করিস্ নি? আমি দে'খে নিচ্ছি—শোন্, সব যোগাড় হয়েছে; প্রেমিক রাজকুমার রাজার ছেলে, সে বেটা বিবাগী হয়ে বেরুলো ব'লে, আর পদ্মিনী মেয়ে কারাগারে বন্ধ করেছি, যে দিন বার ক'রে নিয়ে আস্‌বো, সেই দিন সিদ্ধ।
সোনা। তোর ঐটে বাহাদুরী আছে, রাজার সঙ্গে কি ক'রে জুটলি?
কাপা। তুই বেটী কি ক'রে জানিস্, আমি রাজার গুরু, আমি তান্ত্রিক উপাসনা শিখিয়েছি, রাজাকে চক্রে বসিয়েছি, আমি কারণ তৈয়ের ক'রে দি, তবে রাজা খায়। রাজাকে চিরযৌবন আর অমর ক'রে দেব বলেছি, কিন্তু তা দিচ্ছি নি; জগদম্বার কৃপায় আমি রাজা হই, তোরে চিরযৌবন ক'রে দেব—জান্‌লি!
সোনা। আর তোরে ভাগাড়ে রেখে আস্‌বো—জান্‌লি?
কাপা। শোন্ বলি, তোকে সেই মেয়েটাকে বার করে আন্‌তে হবে, আমি সব যোগাড় কর্‌বো, তুই রোজ কারাগারে যাবি, তারে খুব ভালবাসা

জানাবি, তোকে মাসী বল্‌বে, আর পর এই সিদ্ধাশ্রমে আর্‌বি। আর রাজপুত্রকে— সে আমি ঠিক ক'রে নেব, মসেকে দে পারি, যাকে দে পারি।

সোনা। মুখপোড়া, খ্যাংরা মারি তোর মুখে, আমার সঙ্গে মাৎলামো! তোর হাড় অশুদ্ধ, তুই সিদ্ধ হবি!

কাপা। হবই তো, তোর বাবার কি?

সোনা। আমার বাবার নয়—তোর যার মাথাব্যথা! মাত্‌লামো কোচ্চো, রাজা শুন্‌লে যে গর্দ্দান নেবে। আমি গান গাই, শোন্।

সোনা।— (গীত)

তোর মুখ দে'খে কি হয় না লো লজ্জা,
কোন্ গুণে মা বলে তোরে।
মায়ের কি ধার ধারিস্ বেটী,
মা বলাস্ তুই গায়ের জোরে॥
তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস্ যতন,
বল্ আবাগী কাঁদায় কে এমন,—
পা চেপে তুই মার্‌লি পতি,
মত্ত মাগী নেসার ঘোরে॥
তোর আঁধার বরণ বসন দশদিশি;
কবে কার তুই হলি হিতৈষী,
তোর বরণ-ঘটায় পালিয়ে যায় নিশি,—
(ওলো ও সর্ব্বনাশী)!
রাক্ষসী তুই খিদের চোটে
সৃষ্টি রাখিস্ উদরে॥

কাপা। মাইরি, গান থাম, অমার কথা শোন্, দুটো প্রাণের কথা শোন্

সোনা। না, আমি শুন্‌বো না—বা।

কাপা। শোন্ না—মাইরি সিদ্ধ হব।

সোনা। বাঃ—তোর সিদ্ধি হয় না, আমি চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

কাপা। তবে রে শালী, জপে ব্যাঘাত, খুন ক'রে ফেল্‌বো!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

(সোনা ও বিরজা)

বিরজা। অনুরোধ করো না আমায়
ত্যজিতে এ কারাগার,
কারাগার অন্ধকার যোগ্যস্থান মম,
এই স্থানে অনশনে ত্যজিব জীবন।
লোকের গঞ্জন, কলঙ্ক-ভাজন,
সংসারে কোথায় মোর স্থান?
উজ্জ্বল তপনে কোন্ লাজে দেখাব বদন?
জান না জান না ও লো সুলোচনা,
কারাগারে লভেছি জীবন;
শ্বাস সনে অধীনতা এসেছে আমার,
অধীনতা-বর্দ্ধিত শরীর;
চিরবন্দী আমি,
স্বাধীনতা কিনিব গো প্রাণ-বিসর্জ্জনে।
কিন্তু এক খেদ রহিল গো মনে,
নৃপতি-নন্দনে আর না হেরিব,
মধুর বচন আর না শুনিব,
কর-স্পর্শে ভুলে যাব অধীনতা,
এই সাধে দেহ নাহি ত্যজে পোড়া প্রাণ
সাধ বটে দেখিতে কুমার,
কিন্তু মন বাঁধিয়া রাখিব,
আর না হেরিব তাঁরে,
অপবিত্র দর্শনে আমার,
করিয়াছি কলঙ্ক সঞ্চার আমি
সে পবিত্র প্রাণে।
আহা, জান যদি বল,
কি দশায় আছেন কুমার?
হায় হায়!
যদি হেয় ঘৃণ্য হ'ত মম কায়,
ভিক্ষা-অন্নে করিতাম জীবনযাপন,
তা হ'লে না দেখা হ'ত তাঁর সনে।
সে নির্ম্মল সুকোমল প্রাণ

ফাটিত না কলঙ্ক কুৎসিত ফণী,
সেই হাস্যাধর মলিন না হ'ত!
আহা, নাহি জানি কি ভাবে রয়েছে—
সে আমারে ভালবাসে।
কহ সুলোচনা,
রমণী-হৃদয়ে এতই যন্ত্রণা সহে?
বড়ই যন্ত্রণা—
সে বিনে কে বুঝিবে বেদনা হায়!

সোনা। বলি, অমন কেঁদো তখন, অন্ধকার যদি ভালবাস, বনে ব'সে কাঁদলে হয় না? তোমার যাতনা বাড়বে ব'লে বলি নি, তুমি রাজার কু-নজরে পড়েছ।

বিরজা। তিনি পিতা মম।

সোনা। কে বলে তোমায় চতুরা? তুমি কিছুই জান না, কামান্ধ পুরুষের কাছে সম্পর্ক-বিচার নাই। রাজা তোমার জন্য উন্মত্ত হয়েছে, তাই তোমায় মেরে ফেলতে হুকুম দেয় নি।

বিরজা। ভাব কি লো পরস্পর্শে রবে এ জীবন?
সতী, জান না কি সতীর চরিত?
কায় মন প্রাণ পতিপদে সমর্পণ,
পতি প্রাণ, পতিই জীবন,
তাই আছে প্রাণ,
ত্যজিবার নাহি মম অধিকার।
কিন্তু যবে অঙ্গে বাদী হবে,
দেহ ছাড়ি তখনি পলাবে,
মিশিবে পতির পায়।

সোনা। বুঝলেম, তুমি পতিপ্রাণা, কিন্তু যদি প্রাণ না বেরুলো, দুঃখে লোক যাই বলুক, প্রাণের মমতা বড় কঠিন। দুঃখে যদি প্রাণ যেত, তবে দুঃখে ভয় কি? তুমি সতী, বিপদ্ ডেকে এন না, যারা সতীত্ব হারিয়েছে, তারা জানে যে, কি রত্ন কামুক-পুরুষের ছলে ভুলে হারিয়েছে। পরস্পর্শে প্রাণ যেন গেল, তোমার দেহ ত পতির—সে দেহ কামদৃষ্টিতে দেখবে, এই কি তোমার সাধ?

বিরজা। মা মা, বল, এধাম হ'তে যাবার কি উপায় আছে?

সোনা। এই নিদর্শন নাও, আমার এই চাদর তুমি নাও, তোমার খানা দাও।

বিরজা। তুমি আসবে না?

সোনা। না। শোন—আর ঘ্যানঘ্যানানি তুল না, এ নিদর্শনে একজন বাইরে যেতে পারে, আমি এখানে থাকবো। "যে যেমন বর্ব্বর, আপনার কাজে তৎপর"। তুমি মনে কচ্চো, আমার প্রাণবধ হবে—তা ভেব না, আমি তোমার উপকারে আসি নি, আমার নিজের উপকারে এসেছি।

বিরজা। তোমার উপকার কি?

সোনা। যাও যাও, আর দেরি ক'র না, সে অনেক কথা। সতীত্ব পরম রত্ন! বিলম্ব ক'র না, আপনার সন্তানের প্রাণ বধ ক'রে যদি সতীত্ব রক্ষা করা হয়, তাও উচিত, আমার জন্য ভেব না, তোমার রাজপুত্র কি দশায় আছেন, দেখ গে; যাও যাও, সতীত্ব পরমনিধি!

বিরজা। মা, তুমি কে? দেবী কি মানবী?

সোনা। রাজা এখনি আসবে।

বিরজা। মা, তবে আসি।

[বিরজার প্রস্থান।

সোনা। আমার কথা কর্কশ, রাজা পোড়ার-মুখো কথায় যদি ধরতে পারে? আ মর, কামান্ধ কি কখনও দেখিস্‌নে? তাতে আবার মদ্যপায়ী—এখনই পোড়ামুখো আসবে।

(গীত।)

আমি ভস্ম মাখি জটা রাখি
পরি গলে ফণীর হার।
ন্যাংটা খ্যাপা বলদ-চাপা পতি যে আমার॥
ক'রে পাঁচ বছরে পঞ্চতপা,
পেয়েছি প্রাণের খ্যাপা,
প্রাণ সঁপেছি দিয়ে পায়ে কলিকা চাঁপা;—
আমায় সে ভালবাসে,
শ্মশানবাসী আমার আশে,
আমার তরে আঁখি-নীরে
সদাই সে ভাসে;—

প্রাণখোলা সে ভাবছ ভোলা,
আমা বই আর নাইক তার।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। এ ঘোর অন্ধকার! আলো নাই—দূতী বেটী বল্লে,—আলো আন্‌লে চোটে যাবে। বিরজা, আহা, কি মধুর স্বর!

সোনা। (অস্তকণ্ঠে) আমায় ছুঁও না।

রাজা। (প্রমত্তভাবে) বিরজা, তোমার জন্ত প্রাণ যায়, দূতী তো আমার সকল কথা বলেছে।

সোনা। দূতী বলেছে—তোমার মুখে শুনি।

রাজা। আর কি শুনবে, তোমার জন্ত আমি মরি! তুমি তো আমার ছেলেকে চেয়েছিলে সুখে থাকবে ব'লে, আমি রাজা—আমার চেয়ে কে তোমায় সুখে রাখ্‌বে?

সোনা। তোমার ছেলে যখন রাজা হবে, আমার যে গর্দ্দানা নেবে।

রাজা। সাধ্য কি?

সোনা। কার সাধ্য বল্‌ছো? তুমি কি তখন যমের বাড়ী থেকে ফিরে আস্‌বে? সে তখন রাজা হবে, যা খুসী তাই কর্‌তে পার্‌বে। তুমি রাজা হয়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্চ, কে কি কর্‌ছে?

রাজা। তুমি বড় চতুরা, এই জন্তই তোমার ওপর এত আমার মন। ও ছোঁড়া-ছুটকো কি ভাল লাগে, তুমি এমন রসিকা।

সোনা। সাধে ভাল লাগে, তোমার মত পোড়ারমুখো কোথায় পাই বল যে, নিত্যি নিত্যি আগুন জেলে দিই।

রাজা। তুমি আমার ঘরে এস, অন্ধকারে আমোদ হয় না।

সোনা। না, কথা শেষ কর।

রাজা। কি আর শেষ কর্‌বো?

সোনা। তুমি যখন মর্‌বে, তোমার ছেলে যদি আমায় মেরে ফেলে, কি কর্‌বে?

রাজা। আর সে কথা রেখে দাও; শোন; সে যা হয় হবে।

সোনা। আমায় ছুঁও না। দেখ, আমি পদ্মিনী কন্তা, চির-যৌবনা; আমার ঠিকুজীতে লেখা আছে, যে আমার স্বামী হবে, সে অক্ষয় অমর হবে, আর উপপতি হ'লে ছমাস বাঁচ্‌বে না।

রাজা। অ্যাঁ, সত্য! আমি বলি, স্বামীজী মিথ্যা কথা বলেছে।

সোনা। সত্যি না তো কি? তুমি তো আমার উপপতি হবে, ছমাসের মধ্যে ভাগাড়ে যাবে। তখন তোমার ছেলে আমায় কাট্‌বে।

রাজা। তুমি আমায় যা বল, আমি তাই কর্‌বো।

সোনা। আমি কি আর বল্‌বো, আমায় যদি বে কর, তাতেও সর্ব্বনাশ; লোক-নিন্দাতে আমায় ত্যাগ কর্‌বে, আর এ দিকে যমরাজ চুলে ধর্‌বে।

রাজা। ভাল বিপদ্! তুমি আবার পদ্মিনী হ'তে গেলে কেন?

সোনা। তা না হ'লে তুমি আমার পাদোদক জল খেতে আস্‌বে কেন?

রাজা। বাঃ বাঃ, এমন নইলে মেয়েমানুষ! কোন বেটী বল্‌ছেন, "মহারাজ, অপরাধ নেবেন না," "মহারাজ" "রাজাধিরাজ।" একটু প্রেমালাপে বস্‌লেম—কেউ বল্লেন "আর্য্যপুত্র।" কেউ এলেন "ভর্ত্তৃ-দারিকে," মান কর্‌লেন, "হা হতোঽস্মি," পান দিলেন, "হা দীর্ঘোঽস্মি।" এক বেটী একদিন গালে ঠোনা মার্‌তে পালে না।

সোনা। ও গালে কি ঠোনা মার্‌তে ইচ্ছা করে? যদি কারুকে চুণকালী দিতে বল্‌তে, তা দিত। এখন পোড়ারমুখো, লজ্জাও করে না, বেটার কপালে ধুলো দিতে এসেছ?

রাজা। আমরা তান্ত্রিক, বেটা তো বেটা—হাঁ।

সোনা। তোমাদের রাজবাড়ীতে কি চুণ আসে না—[illegible]

রাজা। এ মজা ক্রমে জান্‌বে, আমি তোমায় উপদেশ দেব—গর্ভধারিণী ব্যতীত সকলেই ভৈরবী, আর আমি ভৈরব।

সোনা। তুমি ভৈরব না আবাগের বেটা ভূত?

রাজা। আমি যদি ভূত হলেম, তুমি কি হ'লে?

সোনা। আমি আবাগের বেটী পেত্নী না হ'লে তোমার সঙ্গে যুটতে চাই? এখন কর্‌বে বল?

রাজা। তুমি চিরযৌবনা।

সোনা। এই তো আমি শুনেছি, তোমার সভায় তো পণ্ডিত আছে, শুণিয়ে দেখ না।

রাজা। না না, আমি শুনেছি, আমার গুরু স্বামীজী বলেছেন যে, তুমি চিরযৌবনা।

সোনা। তবে তো সত্যি কথাই, তোমার গুরু যখন বলেছে। যাও ভাই, তুমি চ'লে যাও, ছ'মাসের জন্য পিরীত ক'রেকি হবে?

রাজা। আর যদি তোমায় আমি বে, করি, তা হ'লে তো পরমায়ু বৃদ্ধি হবে, সেও গুরু ব'লে গেছেন।

সোনা। তা হ'লে তুমি বুড়ো জাম্বুবান্ হবে, চারযুগ অমর।

রাজা। তবে আর কি, এস।

সোনা। বে' কর্‌বে, লোক-লজ্জা হবে না? তখন আমায় যে ত্যাগ কর্‌বে। লোকে বল্‌বে, এক বেটী বেশ্যা ওর ছেলের কাছে ছিল, তাকে বে' করেছে।

রাজা। তা বলে বল্‌বে।

সোনা। বলে বল্‌বে না, লোকের কাছে যখন মুখ পাত্তে পার্‌বে না, তখন ত্যাগ কর্‌বে?

রাজা। না না।

সোনা। তা আমি শুনি নি।

রাজা। তা ত্যাগ করি কর্‌বো—তুমি এস।

সোনা। আহা! কি রসের কথাই বল্লে গা! এ শুধু ছয়মাস ঘর কর্‌তে পাব!

রাজা। তবে কি হবে?

সোনা। আচ্ছা, আমি পরখ ক'রে দেখি, তুমি লোকনিন্দার ভয় পাও কি না? আমার সাত দিন একটা ব্রত সাঙ্গ কর্‌তে যাবে, এ ক'দিন বিবাহ হবে না, তোমারই অকল্যাণ হবে, তাই বল্‌ছি, সেই ক'দিন তুমি রাজ্যে ঘোষণা দাও, যে দূতী হয়ে এসেছিল, সোনা না কি নাম, তাকে তুমি বে' কর্‌বে, আমি তা হ'লে টের পাব যে, লোকলজ্জায় আমায় ত্যাগ কর্‌বে কি না? যদি এই কথা প্রচার কর, তা হ'লে তোমার আমি প্রাণেশ্বরী হব—আর তুমি আমার প্রাণেশ্বর।

রাজা। আরে ছি ছি! সে বেটী যে বিশ্রী দেখ্‌তে, লোকে যে চুণ-কালি দেবে।

সোনা। আর বৌও হ'লে দেবে না?

রাজা। তোমায় দেখ্‌লে সবাই বল্‌বে, যা হোক্, পছন্দ বটে।

সোনা। তুমি কি সত্য সোনাকে বিয়ে কর্‌বে? আমি তো তোমার হব। এ কাজ তুমি পার্‌বে না, তোমার আমার মতন কত হবে, আমার জন্য এত কর্‌বে কেন?

রাজা। তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, আচ্ছা, যা বল্‌ছ, তাই কর্‌বো।

সোনা। আমায় একটা আলাদা বাড়ী ক'রে দাও, সোনা বই আর সেখানে কেউ যেতে পাবে না, ব্রতের জন্য যা যা দরকার হবে, আমি সোনাকে দিয়ে ব'লে পাঠাব।

রাজা। কি ব্রত?

সোনা। সাবিত্রীব্রত, তোমার পরমাই বৃদ্ধি হবে।

রাজা। দেখ, সাতদিন করো না, দু'দিনে সেরে নিও! আমার তোমার জন্য প্রাণ যায়, এস, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

সোনা। যাব, কিন্তু আলোতে আমার দিকে চেও না, তা হ'লে আমার ব্রতভঙ্গ হবে।

রাজা। যখন দু'দিন অপেক্ষা কর্‌বো বল্‌ছি, তখন আজ রাতটাও কাটাব, চল, এই গুপ্তপথে এস, তোমায় কারাধ্যক্ষের

মুক্ত রেখে যাই, সে তোমাকে নূতন বাড়ীতে রেখে আস্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদী-তীর।

(বিরজা ও মাধুলী।)

বিরজা। নাহি জানি কি বন্ধনে
বাঁধা আছে প্রাণ,
চরম সময়
ভয় হয় ছেড়ে যেতে কলেবর।
বুঝি আশার বন্ধন ;
আশা কয় হবে তোর সুদিন উদয়,
ঠেকে ঠেকে তবু নাহি শেখে ;
আশার ছলনে ক্রীতদাস,
রাখে তার বিক্রীত জীবন,
ভাবে একদিন স্বাধীনতা হবে লাভ।
দরিদ্র যে জন,
হেরে আশার স্বপন,
একদিন রাজসিংহাসন পাবে।
চিরপরাধীনা পরান্ন-পালিতা,
তবু আশা নির্ম্মল হলো না হৃদে!
আরে আশা—
ভুলিব না ছলনায় আর!
যা হবার হয়ে গেছে তবু প্রাণ আছে,
ধন্য আশা—ধন্য তুই প্রতারক!
শুন লো স্বজনি,
মৃত্যুকালে করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক তোমার মন-সাধ,
লয়ে তব হৃদয়ের চাঁদ,
হও সখী ফলবতী ;
কভু মনে করো অভাগীরে।
যদি কভু হয় লো সুযোগ,
রাজপুত্র সনে হয় দেখা, বলো তাঁরে,
মরেছিল তাঁহারে হৃদয়ে ধ'রে!
হায় সখি, কে যেন কে যেন
এখনও মরিতে করে মানা,
দুরন্ত বাসনা এখনও তাঁহারে চায়!
দেহ লো মেলানি,
বিদায় মাগিছে অভাগিনী!

মাধুলী। সখি, কেন তুমি আপনারে
ভাব অভাগিনী?
মনে মনে কর লো বিচার,
দেখ বিধি বিধাতার,
তব প্রেমপাশে বদ্ধ রাজার কুমার।
যত্ন বিনা খুলিল লো কারাগার-দ্বার,
অবশ্য ইহার আছে কোন পরিণাম।
আজীবন ছিলে পরাধীন,
এবে উদয় সুদিন,
অধীনতা নাই কারু।
এ জীবন দিলে বিসর্জ্জন,
আর কি গো ফিরে পাবে?
হও সখি স্রোতে তৃণসম।
চল দোঁহে ভেসে যাই যথা লয়ে যায়।

বিরজা। যে বেদনা মরমে মরমে,
জানাব কেমনে।
শুন বিবরণ কহিতে সরম,
রাজা করে মম প্রেম-আশ ;
পুরাইতে এ প্রেম বাসনা,
পুত্রে দেছে কারাগারে।
কব কারে, হৃদয় বিদরে
মনে হ'লে কুমারের চাঁদমুখ ;
হায় পাপিনীর তরে,
কি দুর্গতি হ'ল তাঁর!

মাধুলী। তাই বলি রাখিতে জীবন।
নৃপতি-নন্দন,
প্রাণ মন করিয়া অর্পণ,
তোমারে হৃদয়ে দেছে স্থান,
কাঁদে নিরন্তর, তুমি স্বার্থপর,
বারেক না ভাব তাহা।
প্রেমে বাঁধ প্রাণ,
পতিরে উদ্ধার কর।
শুনেছ কাহিনী, দুঃখিনী রমণী
সাবিত্রী পতিরে দিল প্রাণ।
করিলে যতন—অসাধ্য-সাধন
সতী নারী করিবারে পারে।

কারাগারে বদ্ধ আছে স্বামী,
কেন লো স্বজনি উদাসিনী তুমি
তাঁর কল্যাণ-সাধনে?
তুমি উচ্চ-প্রাণ, বাঁধ প্রাণ,
পতির দুর্গতি কর দূর।

বিরজা। সুভাষিণি! তোমার কথায়
হয় আশার সঞ্চার।
বল যদি থাকে লো উপায়,
চিরদাসী হব তোর পায়।
পুন তাঁর পাব দরশন,
মধুর বচন করিব শ্রবণ,
পরশে পূরিবে প্রাণ-মন?
বল ত্বরা-তরি কি করি কি করি,
কেমনে আনিব তাঁরে?
বারেক লো হেরি সে বদন,
তখনি দিব লো ছার প্রাণ বিসর্জ্জন,
রবে না বাসনা আর।

মাধুলী। ভাবি তাই—কূল নাহি পাই,
কি উপায় করিব স্বজনি!
আমি তোমা দুই জনে হেরিয়ে নয়নে,
পড়েছি বিষম ফেরে।
কেন দূতী হয়ে
তোমা দোঁহে বাঁধিলাম প্রণয়-বন্ধনে,
নহে কি ঘটিত এত দায়!
শুনেছি কাহিনী,
প্রাণ শিহরে স্বজনি,
কাপালিক দুরন্ত দুর্জ্জন—
স্বামীজী যাহার নাম—
করে তব প্রেম আকিঞ্চন;
দেখিলে তোমায় সেই দুরাশয়,
বলে ধ'রে লয়ে যাবে।
রহিতে নগরে কেমনে কহিব,
এতক্ষণ চারিদিকে ফেরে তার চর,
হোথা—
অট্টালিকা-মাঝে বন্দী রাজার কুমার
কি উপায়ে করিব গো তাঁহারে উদ্ধার,
সঙ্কটে কেমনে কূল পাব!

বিরজা। কেবা সে দুরন্ত কাপালিক—
কেমনে জানিলে সমাচার?
হায় সখি, কাল মম হ'ল অরি!

মাধুলী। লোকে কয় সদাশয় সেই দুরাচার,
দীক্ষাগুরু নৃপতির।
গিয়ে আশ্রমে তাহার,
সাধিলাম পদে ধ'রে,
তোমা দোঁহে করিতে উদ্ধার।
সে বর্ব্বর করিল স্বীকার,
কহিল নাহিক কিছু ভয়।
সোনা নামে ছিল সঙ্গে নারী,
সঙ্গে তার পাঠালে আমায়,
দাঁড়াইতে কারাগার-দ্বারে;
কহিল দুর্ম্মতি—"যাও শীঘ্রগতি,
উদ্ধার হইবে সখী তব,
কিন্তু চারিদিকে অরি, তাই ডরি,
লুকায়ে সখীরে তুমি এনো মমাশ্রমে"—

বিরজা। মহা উপকারী!
দুরাচারী কেন বল তারে?

মাধুলী। পথে সোনা কহিল আমায়,
"প্রত্যয় না কর কভু ইহার কথায়,
বিরজার ধর্ম্ম নষ্ট করিবে দুর্জ্জন,
তাই আকিঞ্চন,
নিকেতনে আনিতে তাহারে।
ভণ্ড এ পাষণ্ড,
ক'রে ধর্ম্ম নষ্ট মোর,
এ দুর্দ্দশা করেছে আমার।"
শুনি সই শিহরিল কলেবর,
কহিল রমণী,
"বিরজায় মুক্ত আমি করিব এখনি;
কিন্তু সাবধান,
ছলে ভুলে যেও না সে দুর্জ্জনের স্থানে।"

বিরজা। অনাথিনী যে রমণী রূপ তার অরি!
শুন লো সুন্দরি,
কেবা জানে কিবা আছে কার মনে।
ভিখারিণী-বেশে রহিব এ দেশে,
দেখি যদি পারি কোন উপায় করিতে।
ভাবি সখি তোমার কি দশা হবে;
হায়—কি দায়ে পড়িলে তুমি
আমার কারণে।
না পেলে আমায় বধিবে তোমায়
কাপালিক দুরাশয়,
রাজদণ্ড দেবে নহে রাজারে কহিয়ে।

কাদে ছিঁড়ে,
ছেড়ে যেতে তোমারে স্বজনি!
মাধুরী। যে দশা তোমার,
আমার সে দশা সখি!
দাসী হয়ে আসিলাম সেবিতে তোমায়,
ভগ্নী সম রাখিলে আদরে,
সে ঋণ কি এ জীবনে হবে শোধ?
দুখিনী-নন্দিনী—
অচেতনে গেছে চিরদিন;
কিন্তু যেই দিন হ'তে আমি তব সহচরী,
যতনে তোমার,
ভুলিয়াছি দুখিনী-ঝিয়ারী;
তব প্রেম ভুলিতে কি পারি!
সখি! তুমি সরলা বালিকা,
নাহি জান সংসারের বিবরণ।
দাসী তব রবে সাথে সাথে,
মনে জ্ঞানে কিঙ্করী তোমার।
বিরজা। তুমি ভগ্নী, হিতৈষিণী প্রাণসখী মম।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

রাজবাটীর প্রাঙ্গণ।

(নসীরাম)

নসী। আচ্ছা নসে, রাজার ছেলে তোর কে?—কেউ না। তবে তোর মন টানে কেন?—তা নইলে আস্‌বো কেন? কি বল্ দেখিন, তোর মনের কথাটা কি?—কি জানি বাঃ বাঃ বাঃ! বেশ! আমি খানিক হরি হরি কর্‌বো, ও খানিক কর্‌বে! আবার আমি খানিক হরি হরি কর্‌বো, ও খানিক হরি হরি কর্‌বে—ধেই ধেই দু'জনে নাচ! আর ও যদি না হরি হরি করে, নসে স'রে পড়্‌বে।

(কাপালিক ও সোনার প্রবেশ)

কাপা। নসীরাম, কি কর্‌ছো?
নসী। পাগ্‌লামো।
সোনা। কেন, পাগ্‌লামো করা কেন?
নসী। আ মর্, পাগ্‌লী বেটী! তুই পাগ্‌লামো কর্‌ছিস্ কেন?
সোনা। আমার আর পাগ্‌লামো কি দেখ্‌লি?
নসী। বেটী হাওয়ায় ফাঁদ পেতে ব'সে আছ—আর পাগ্‌লামো না?
সোনা। এ কি, পাগ্‌লা আমার কথা জানে নাকি?
নসী। কেমন বেটী, মুখ শুকিয়ে গেল যে, পাগ্‌লামো কর্‌ছিস্‌নি?
সোনা। এটা কি বল্‌ছে?
কাপা। তুই যেমন ওর সঙ্গে প্যাগ্‌লামী কর্‌ছিস্, ওর যা মনে আস্‌ছে, বল্‌ছে।
নসী। আর তোরা যাচ্ছে-তাই কর্‌ছিস্।
কাপা। কর্‌ছি কর্‌ছি, চুপ ক'রে বোস।
নসী। বেশ—রাজী আছি।
কাপা। কি হ'ল, তুই আন্‌তে পার্‌লিনি কেন?
সোনা। এ রয়েছে, এর সামনে কি বল্‌ছো?
কাপা। ও আপনার মনে আছে, তুই বল্ না।
সোনা। কা'কে নিয়ে আস্‌বো, কারাগারে তো কা'কেও দেখ্‌তে পেলেম না।
কাপা। দেখ্‌তে পেলিনি কি? তুই কোন্ কারাগারে গিয়েছিলি?
সোনা। লালকুঠীতে।
কাপা। বেরিয়ে এসে সখী ছুঁড়ীকে দেখ্‌তে পেলেনি?
সোনা। না। আমি কারাগারের ভিতর খুঁজে খুঁজে কারুকে না পেয়ে বাইরে এলেম, দেখি, সে সখী ছুঁড়ীও নেই, ফের ভিতরে গেলেম, যে খালি ঘর, সেই খালি ঘর।
কাপা। সে কি?
সোনা। তুমি গিয়ে দে'খে এস না।
কাপা। কোথায় গেল?
সোনা। তা কেমন ক'রে জান্‌বো?

নসী। মাকড়সা জাল বোন, আপনার জালে আপনি জড়াও, কি মজার মায়া, বাঃ—

কাপা। নসীরাম, কি বল্‌ছিস্‌ ?

নসী। কেন বাবা ফের আমার সঙ্গে ? আমি একদিকে আছি, তোমরা এক দিকে থাক।

সোনা। এ কে ?

কাপা। ও জানিস্‌নি, সেই যে পাগ্‌লা রাজাকে ঔষধ দিয়েছিল, রাজা ভাল হয়েছে।

সোনা। ও এখানে কেন ?

কাপা। সেই অবধি যেখানে সেখানে যেতে পারে,ওর পাগ্‌লামীতে রাজা খুব খুসী। পাগ্‌লামো দেখতে রাজারা অমন একটা পাগল রাখে। তার পর কি হ'ল, বল্‌।

সোনা। আর কি হবে, আমি ফিরে এলেম।

নসী। রাধিকা, অত চাতুরী ভাল না, কালাচাঁদের কাঁধে উঠ্‌বে ? কালাচাঁদ পালাবে বাবা !

সোনা। এ কি বলে—ও সব বোঝে, ও ঠাট্টা কর্‌ছে।

কাপা। ও আবার কি ঠাট্টা কর্‌বে—তুই বল্‌।

সোনা। আমি তো কারুকেই দেখ্‌তে পেলেম না, তুমি বরঞ্চ দেখে এস ; তোমার কেমন আমায় প্রত্যয় হ'ল না, এক সখী সঙ্গে দিলে ?

কাপা। আমি তোকে কি অবিশ্বাস কর্‌ছি, বিরজা যদি না আসে।

সোনা। আমি বুঝেছি, রাজা কোথায় সরিয়েছে। বেশ হয়েছে, পোড়া-কপালে, যেমন তুমি আমার বুকের উপর দাগা দেবার মৎলব করেছিলে, তেমনি রাজা তাকে নিয়ে সিদ্ধ হবে।

কাপা। আর রেখে দে তোর রাজা, তার যো নাই ; আমি ভয় দেখিয়ে দিয়েছি যে, সে পদ্মিনী কন্যা, তার সতীত্ব নাশ কর্‌লে ছ'মাসের ভিতর মর্‌তে হবে।

সোনা। আর বিয়ে কর্‌লে তো পরমাই বাড়্‌বে।

কাপা। অ্যাঁ—অ্যাঁ !

সোনা। বলি শোন না, রাজা যদি বিয়ে করে ? তুই ত বলেছিস্‌ রাজাকে বল্‌বি যে, বিয়ে কর্‌লে পরমাই বাড়্‌বে ?

কাপা। তোরে কে বল্লে ?

সোনা। কেন, সে দিন চক্রে যে আমায় সব বল্লি। আমি জানি, তুই মুখপোড়া সিদ্ধ হ'তে পার্‌বিনি। আমার কি কপাল তেমন—তুই রাজা হবি, আমি রাণী হয়ে বস্‌বো ?

কাপা। তুই ভাব্‌ছিস্‌ কেন, রাজা কি লোক-লজ্জার ভয়ে বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে, ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে দিলে না। আরও কত ভয় দেখাব। হাঁ রে, সে দিন চক্রে বলেছিলেম ?

সোনা। তা ঘুমন্তই যদি ব'লে থাকিস্‌ তো অত ভয় কেন ? আর তো কেউ শোনে নি।

কাপা। তুই এখন যা, যদি তোর কথা মিথ্যা হয়, বিরজা যদি লালকুঠীতে থাকে, তোরে কেটে ফেল্‌বো।

সোনা। আর যদি সত্যি হয় তো তোর মুখে খ্যাঙ্গরা মার্‌বো।

[প্রস্থান।

কাপা। তাই তো, ব্যাপারখানা কি

(অনাথের প্রবেশ)

অনাথ। স্বামীজী এসেছেন ভাল হয়েছে।
কৃপা করি যাও তুমি পিতার সদন,
রাজপদে মম নিবেদন
জানাইও মহাশয়,
ভিক্ষা চাহি রাজার চরণে,
যাব আমি কারাগারে প্রেয়সী-সদনে ;
ধর্ম্মপত্নী বিরজা আমার,
কারাগারে রব পত্নী সনে !
পবিত্র প্রণয়ে যদি থাকে অপরাধ,
অপরাধী আমি শতগুণে;
বালা কত বুঝাইল,

মম মন ধৈর্য্য না ধরিল,
তাই হায় প্রাণদণ্ড হবে তার,
নহে এ উচিত :
বধ্যভূমে উভয়ের বধ প্রাণ,
এইমাত্র কৃপা যাচে নন্দন তাঁহার।

কাপা। হে কুমার!
বজ্রাঘাত আর ক'র না কঠিন প্রাণে।
আমি সংসার-বিরাগী--
তবু তোর তরে প্রাণ কাঁদে,
পুত্রাধিক তুমি মম,
হায়! বিরজার মায়া কর তুমি পরিত্যাগ

অনাথ। ভুলিতে কে পারে,
কার হেন অধিকার?
সে আমার আমি তার ভুলিব কেমনে?
যে জানে সে জানে,
এ তো ভোলা নাহি যায়।
লয়ে চল পিতার নিকট,
পুনঃ আমি করিব মিনতি,
পুনঃ আমি জানাব এ নিদারুণ জ্বালা।
আমি মরি!
বিরজা বিহনে প্রাণ যায়—
পলকে প্রলয় হেরি তারে না দেখিলে।
সে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত,
হায় কি দশায় আছে প্রিয়তমা!

কাপা। আহা! সরল কুমার,
চেন না সে ফণিনীরে।
জান না জান না কিবা প্রতারণা।
আচ্ছাদন ক'রে রাখে সুন্দর আকৃতি।
শুন, ধৈর্য্য ধর —
ব্যভিচারিণী সে রাক্ষসী।

অনাথ। কি—মিথ্যা কথা! নহে ব্যভিচারিণী,
সে আমার প্রাণাধিকে, প্রাণপ্রিয়ে,
সরলা বালিকা আমার প্রাণের প্রাণ।

কাপা। হে কুমার, কব কি তোমায়,
লজ্জায় মরমে মরি।
রাজা মুগ্ধ বিরজার রূপের ছটায়,
পাঠাইল দূতী তার পাশে,
অনায়াসে সে পাপিনী করিল স্বীকার
বিবাহ করিতে ভূপে :
হবে শীঘ্র উদ্বাহ নির্ব্বাহ।

অনাথ। কি—কি—কি? না—মিথ্যাকথা।

কাপা। সত্য, বৃথা কর আশারে প্রত্যয়;
ব্যভিচারিণী করেছে স্বীকার,
অচিরে সে বরিবে রাজায়।

অনাথ। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা! বিরজা ব্যভিচারিণী! ওই যে।

(মূর্চ্ছা)

কাপা। শীঘ্রই তোমার শেষ হবে, ভৈরবীর নিকট শীঘ্রই তোমায় বলি দেব।

অনাথ। যাও ব্রহ্মচারী যাও,
প্রাণে যদি থাকে তোর আশা।
নহে বল, ধরি তব পায়,
দেছ মিথ্যা সমাচার,
আমি দাস হয়ে তব পদ করিব হে সেবা,
বল বল শীঘ্র বল মিথ্যা সমাচার,
কেন নরহত্যা হের ব্রহ্মচারী?

কাপা। হা অভাগা!
এই কি বিধাতা মম লিখিল কপালে—
প্রাণাধিক রাজপুত্র মোর,
তার হেন দশা!
হায় রে, কিশোর প্রাণে
দিলি হেন ব্যথা!

অনাথ। যাও, বিলম্ব না কর আর,
দেহ শুভ সমাচার।
জান না জান না ব্যথা দিয়াছ প্রাণে।
হায়! রণভূমে শত্রু-অসি না পশিল হৃদে,
তীক্ষ্ণতর অসিধারে কাটিতে অন্তর।

কাপা। বৎস, ধৈর্য্য ধর।

অনাথ। যাও, দূর হও,
প্রবোধ দিও না আর,
ক্ষুদ্র প্রাণে কি বুঝিবি কি বেদনা মম

[কাপালিকের প্রস্থান।

এ ব্যথা বুঝিতে কেহ নারে।

নসী। কি বল্লি বেল্লিক—আমার রাধারাণী তোর ব্যথা বুঝ্‌তে পারে না? তুই একদিন হায় হায় করেই এই—আহা, রাজনন্দিনী রাধারাণী আমার একশ বচ্ছর ধুলোয় প'ড়ে কেঁদেছে—আর কৃষ্ণ এমন কালামুখো, কুঁজীকে নিয়ে রইলো!

অনাথ। নসীরাম কি —

নসী। তুমি রাধারাণীর দুঃখের কথা শোননি—সে প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন সব কৃষ্ণকে দিয়েছিল, শেষে রাই আমার ধূলোয় প'ড়ে কাঁদ্‌লে!

অনাথ। নসীরাম, তুমিই সুখী।

নসী। তুমিও কেন সুখী হও না? রাজ-কুমার হওয়াই শক্ত, আমার মত হওয়া তো আর মুস্কিল নয়, নসে পাগ্‌লা তো হলেই হলো!

অনাথ। সত্য কি দ্বিচারিণী—এ অপবাদ দিতে কি স্বামীজী সাহস কর্‌বে? ওর লাভ কি, আমি ওরে ব্যথায় ব্যথিত দেখ্‌লেম; মিথ্যা কথা, সে কি দ্বিচা-রিণী—নসীরাম, তোমার প্রাণের ভয় আছে?

নসী। অত ঠাউরে দেখিনি, বাঁচ্‌তে হয় বাঁচ্‌বো—মর্‌তে হয় মর্‌বো।

অনাথ। আর দেহে ফল কিবা,
কি সুখে এ জীবন-ধারণ!
দরিদ্র কে কোথা আছে হায়—
যার সনে অবস্থা না করি বিনিময়।
কেবা জ্বলে এ দারুণ বিষে,
পিতা হয়ে শত্রু হয় কার,
কেবা করে হেন ব্যবহার?
ধিক্, হেয় প্রাণ কেন রাখি আর!
সত্য মিথ্যা সবিশেষ তত্ত্ব লব।
স্মৃতিলোপ হয় কি মরণে—
মরণে কি জ্বালা হয় দূর?
মহানিদ্রা লোকে বলে,
সে নিদ্রায় দেখে কি স্বপন?
হলাহল প্রাণে আর না সহিতে পারি।

নসী। আরে, বেশ মজা কর্‌ছে, থামকা ভেবে মর্‌ছে—কি ভাব্‌ছো?

অনাথ। কি জানি!
গেল, সকলি ফুরাল,
রহিল কেবল স্মৃতি।
স্মৃতি রহিবে জ্বলিবে
নিভিবে কেবল চিতানলে।
বেদনা কি লেগেছে আমার?
বুঝিতে না পারি।
আছে কি ব্যথার ব্যথী—
সুধাইব কারে,
লেগেছে বা না লেগেছে প্রাণে।
বুঝিতে না পারি সব সম হেরি,
কৈ—কোথা ব্যথা, কোথা অনুতাপ,
উদ্দেশ্য কি আছে মম,
কেবা আমি কি কাজে বা ফিরি?
মৃত্যু! ঘুমায় বা জাগে।
অধিক অনিষ্ট কিবা তায়;
মৃত্যু-ভয় এত কি কারণ?
জনম মরণ মাঝে কয়দিন এই অভিনয়।
কুৎসিত এ অভিনয়,
যবনিকা-পতন উচিত।

নসী। কি ঠাওরাচ্ছ, ঠাওরাও, ঠাওরাও, দিন কত ঠাউরে নাও, আমিও কত ঠাওরাতেম—বুঝ্‌লে?

অনাথ। কি ঠাওরাতে?

নসী। সে আগোড় বাগোড় তাগোড় কত কি তোমায় বল্‌বো। কে খাওয়াবে, ম'লে কি হবে, কেন আর দুঃখ করা, মলেই হলো—

অনাথ। তার পর?

নসী। তার পর দু গালে চাপ্‌ চড় লাগিয়ে দিলেম, বল্লেম, শালা মলেই হয় আর বাঁচ্‌লে হয় না?

অনাথ। বাঁচা কিসের জন্য—যা কর্‌ছি, তাই কর্‌তে?

নসী। কে-তোমায় তা মাথার দিব্বি দিলে, আগোড় বাগোড় তাগোড়গুলো ছেড়ে দিয়ে বাঁচ্‌লেই তো হয়।

অনাথ। তুমি যদি কখনও রাজকুমার হতে, পিশাচীকে প্রণয় অর্পণ কর্‌তে, যদি তোমার পিতা তোমার বক্ষে বজ্রাঘাত কর্‌তো, তা হ'লে বুঝ্‌তে, ঐ চিন্তা ছাড়া যায় কি না।

নসী। আর তুমি যদি দিন কতক হরি হরি কর্‌তে, তা হ'লে আমি বুঝ্‌তেম যে, এগুলো ভোলা যায় কি না।

অনাথ। হরি কে—হরি কি আছেন?

নসী। তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন?

জল জল কর্‌লে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাক্‌লো।

অনাথ। তা কি হয়?

নসী। হয় না হয়, পরখ ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার। হরি নাই বলে কারা জান, যাঁরা একবার হরি হরি করেন, মনে করেন, হরিকে খুব কৃপা করেছি—তবু হরি কেন এসে তাঁর বাপের বাগানের মালী হয় না; আর হরি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে না কারা জান, যাদের হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে প্রাণ ভ'রে যায়, যত হরি হরি করে, তত আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায় না যে, জিজ্ঞাসা করে, হরি, তুমি আছ কি না? ততক্ষণ আর দুটো হরিনাম কর্‌বে।

অনাথ। তুমি হরিনাম কর?

নসী। হরিনাম কর্‌ব না, মজা ওড়াব না, তোমার মতন তো আমি পাগল নই যে, ভাব্‌বো, কি হবে, কি কর্‌বো?

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তুমি কে?

নসী। তোমার মতনই সব; তোমায় বলে কুমার, আমায় বলে নসে পাগ্‌লা।

অনাথ। ও তো বুঝ্‌লেম। তোমার বাপ-মা তো ছিল?

নসী। তা না তো কি আমি ভূঁইফোড়?

অনাথ। তোমার বাপ কে ছিল?

নসী। লোকে বল্‌তো বামুন।

অনাথ। তোমার পইতে হয়নি?

নসী। ছিল গাছ দুই সুতো; তা আমার পইতের সময়ই বাপ-মা ম'রে যায়। সে যদি মজা দেখ্‌তে—মা যখন মর্‌তে যায়, একে একবার বলে, ছেলেটাকে দেখো, ওকে একবার বলে, ছেলেটাকে দেখো, কিন্তু ম'রে আর বেটী কুড়ি বচ্ছরের ভিতর খোঁজ নিলে না। আর আমি—সেই শ্মশানঘাটে হাত-পা ছুড়ে কান্নাই কত; এই যে এক একবার হাসি দেখ্‌তে পাও, সেইগুলো মনে পড়ে, আর হাসি। মনে হলো কে খাওয়াবে, কোথায় থাক্‌বো, বেঁচে সুখ কি, মরি এখনি, এমন সময় দেখি যে, নগর-সঙ্কীর্ত্তন যাচ্ছে, রাম-শিঙে বাজিয়ে খুব আমোদ কর্‌তে কর্‌তে চলেছে, একজন বৈরাগী আমার হাত ধ'রে তুল্লে, খোলের বাদ্যি শুনে, আর তারা নাচ্ছে, আমিও নাচ্‌তে লাগ্‌লেম, হরিবোল হরিবোল কর্‌তে লাগ্‌লেম, দেখ্‌লাম, যা মজা, তা এতেই, কারুর তোয়াক্কা নাই বাবা, ব'সে হরি হরি কর।

অনাথ। মজাটা কি?

নসী। ওই ভাবনাগুলো নাই। দেখ দেখি, এ রকম হ'লে তোমার সুবিধা হয় কি? মর্‌তেও চাইনি, বাঁচ্‌তেও চাইনি, রাজার বাড়ীও চাইনি, গাছতলাও চাইনি, ক্ষীর-সরও চাইনি, খুদকুঁড়োও চাইনি, ও সব ভাবিইনি, জানি, ও একদিন সুখ, একদিন দুঃখ আছে, আছে, সুখ-দুঃখ দু'শালা সঙ্গের সাথী; ও যা হবার হোক, আমি করি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। নসীরাম, তুমি পাগল নও!

নসী। তার ঠিকানা কি, এ পাগল কি না, বুঝ্‌তে পারে কে জান—যে পাগলও নয়, অপাগলও নয়!

অনাথ। নসীরাম, হরিনাম কর্‌লে কি স্মৃতিলোপ হয়?

নসী। কেন, তা তোমার দরকার কি? এগুলো তখন মনে হ'লে হাসি পাবে—কত মজা হবে, মনে কর্‌বে, রাজকুমারটা কি পাগল ছিল!

অনাথ। হরিনাম কর্‌লে কি রাজকুমার থাকে না?

নসী। না, পাঁচ বেটাতে যা বলে, তাই তো নাম। আমায় যেমন নসে পাগ্‌লা বলে, তোমায় তেমনি বিশে পাগ্‌লা কি অনা পাগ্‌লা যা হয় একটা বল্‌বে। লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মতন পাগল না হয়, আপনার মজায় থাকে তাকেই বলে

পাগল। কোন শালা ধনের কাঙ্গাল, কোন শালা মানের কাঙ্গাল, কোন শালা মেয়েমানুষের কাঙ্গাল, কোন শালা ছেলের কাঙ্গাল—যে শালা এই কেঙ্গলাবৃত্তি না করে, সে শালাই পাগল!

অনাথ। না নসীরাম, তুমি পাগল নও, তোমার সঙ্গে আমি থাক্‌বো, তোমার কথায় আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

নসী। আমার সঙ্গে তোমার বন্‌বে কেন ভাই?

অনাথ। কেন?

নসী। দেখ, তোমার একদিকে সখ, আমার একদিকে সখ। আমি মনে করি, কারুর তোয়াক্কা রাখ্‌ব না, আর তুমি মনে কর, বেশ একটা সুন্দরী ছুঁড়ী হবে, সে তোমায় বল্‌বে ভালবাসি, তুমি তাকে বল্‌বে ভালবাসি; তোমার চাই লোকজন, কেউ যদি না কাছে থাকে, নিদেন একটা নসে পাগ্‌লা চাই। আর আমি কি চাইব, তা খুঁজেই পাইনি।

অনাথ। নসীরাম, তোমার কি সংসারে চাইবার কিছু নাই?

নসী। চাইবার মত জিনিস একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই, তবু একবার চাই। সব ভুয়ো সব ভুয়ো, সব ভুয়ো। সুন্দরী ছুঁড়ী—পুড়ে ছাই হবে, লোক-জন কোথায় যাবে, তার ঠিকানা নাই, টাকাকড়ি—আজ বল্‌ছো তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে তার, না যদি খরচ কর তো দু'হাতে দু'মুটো ধুলো ধর না কেন, বল,এই আমার টাকা,এই আমার টাকা। একটা জিনিসের মতন জিনিস দেখিয়ে দিতে পার তো চাই।

অনাথ। তুমি যে হরি হরি কয়, হরিকে চাও না?

নসী। আরে দূর—যে আমার জন্ত ঘুরে বেড়ায়, তারে আবার চাব কি?

অনাথ।। তুমি কি বল, হরি তোমার জন্ত ঘুরে বেড়ায়?

নসী। বেটা ঘুর্‌বে না? আমি তো আমি—পশু পক্ষী কি পতঙ্গ সবার জন্ত ঘুরে বেড়ায়। কি খাবে, কোথায় থাক্‌বে,আমি ওই মজা দে'খে বেড়াই। খালি লুকোচুরি খেল্‌ছে—সকলেরই সামনাসামনি বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্তু সবাই মনে কর্‌ছে, আমি বাগিয়ে নিলেম। তুমি যদি একবার দেখ, তোমার নাচ-তামাসা ভাল লাগ্‌বে না। ঘর ঘর পুত্‌লোবাজী! তার ধরে নাচাচ্ছে, আর নাচ্ছে। তা তোমায় এক কথা বলি, শোন, পাঁচ জনের তোয়াক্কায় যদি ভাই ফের তো আমার সঙ্গে বন্‌বে না, আর যদি মজাদারী আমীরী চাও তো পায়ের ওপর পা দিয়ে আমার সঙ্গে ব'সে আমীরী কর।

অনাথ। নসীরাম, এ সব তোমায় কে শেখালে?

নসী। দেখেছি।

অনাথ। কি আশ্চর্য্য, আমি রাজপুত্র হয়ে দিবানিশি জ্বল্‌ছি, আর তুমি ভিখারী, তুমি নিশ্চিন্ত আছ।

নসী। এ তো একটা আশ্চর্য্য দেখ্‌লে, অমন ঠাউরে দেখ তো আরও কত আশ্চর্য্য দেখ্‌তে পাবে, দে'খে দে'খে অরুচি ধ'রে যাবে।

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তোমার যদি কেউ বন্দী করে?

নসী। বন্দী করে কি—করেছে, পাঁচ ভূতে করেছে, নইলে আমি রাজারাজড়ার বেটা এমন ক'রে প'ড়ে থাকি? খালি উড়ুর বুড়ুর চুড়ুর যেন কুঁপোর ভিতর ভূত পূরেছে!

অনাথ। তুমি রাজপুত্র?

নসী। তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে? তা হ'লে কেঙ্গলাপনা ক'রে বেড়াতেম। আমার বাবার হুকুম না হ'লে গাছের পাতাটাও নড়ে না।

অনাথ। তবে তোমার পাঁচভূতে বন্দী করেছে কেমন ক'রে?

নসী। বাবা বেটা মাথাপাগ্‌লা, দিলে দিনকতক বন্দী ক'রে। সখ, সখের ওপর কাজ! কে কথা কইবে বাপু, তার যে সখ, সেই ভাল, বুঝ্‌ছ না, সে যে কর্ত্তা।

অনাথ। নসীরাম, তুমি আমার কাছ থেকে যেও না।

নসী। আমি যাব না, তুমি না স'রে যাও।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। কুমার, আপনাকে মহারাজ ডাক্‌ছেন।

অনাথ। চলুন।

নসী। চল্লে যে?

অনাথ। মহারাজ ডাক্‌ছেন, আমার উপায় তো নাই।

নসী। তাই তো বলি—তোমার কাছে থাক্‌বো, এই স্থান কর্‌বো, অমন লম্বাই চৌড়াই কর কেন? আর অমন ক'র না, কানমলা খেয়ে চ'লে যাও, স্রোতের কুটো হয়ে পড়, যে দিকে নিয়ে যায়, যাও। বেশ ক'রে বুঝে দেখ, তোমার এক্তার কিছুই নাই, সবই হরির ইচ্ছা—যাও।

[অনাথ ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। মুখপোড়া এইখানে ছিল, গেল কোথা?

নসী। দেখ, তুমি যদি হরিনামকর, আমি খানিক শুনি।

সোনা। হরিনাম তো কর্‌বোই, আগে মুখপোড়ার মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই।

নসী। ইস্, তো বেটীর ভারী তেজ! হরি তোর হাতছাড়া হ'তে পার্‌বে না। লক্ষ্মী সোনা, তুমি একবার হরি বল, তোমার মুখে হরিনাম বড় মিষ্টি হবে, তোমার পায়ে পড়ি, বল।

সোনা। ও মা, এ কি গো, তার হাড় জ্বালানে লোক; বল্‌ছি বাবু—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—এখন যাই?

নসী। আচ্ছা, আবার যখন ইচ্ছায় হরি বল্‌বে, আমায় শুনিও।

সোনা। হরি বলান তো হরি বল্‌বো।

[প্রস্থান।

নসী। ও বেটী, তুমি এমন সেয়ানা, তোমার হরির উপর ভার! ঠিক বুঝেছিস্—সেই বেটার উপর সব ফেলে দে, আর তোর যা খুসী, তাই ক'রে বেড়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিশ্রাম-গৃহ।

(রাজা ও কাপালিক।)

কাপা। অনিষ্ট আশঙ্কা নৃপ হেরি অতিশয়।
রাজ্যময় পড়েছে ঘোষণা,
পুত্রবধূ প্রতি তব মজিয়াছে মন।
প্রজার জীবন ধন কুমার তোমার,
সৈন্য ফেরে তাহার ইঙ্গিতে,
শঙ্কা হয় চিতে,
চারিভিতে জ্বলিবে বিদ্রোহানল।
মহাবল পুত্র তব, শিক্ষিত সৈনিকদলে
প্রবেশিলে রণে, হবে দুর্নিবার,
শক্তি কারু না হইবে রোধিতে তাহারে,
তাই কহি ত্যজ এ বাসনা।

রাজা। শুন কহি করেছি যে সুকৌশল;
আজি রাজ্যে করিব প্রচার,
সোনা নামে দূতী যে তোমার,
পাণি তারি করিব গ্রহণ,
তাহে এ সন্দেহ হবে দূর।

কাপা। এ কি কথা।

সবে কবে মতিভ্রম জন্মেছে তোমার ;
পদচ্যুত করিয়া তোমায়,
কুমারে অর্পিবে সিংহাসন।
তাই কহি, নাহি প্রয়োজন,
ছাড় বিরজায়।
কুমার যদ্যপি পুন মিলে তার সনে,
বোঝাব প্রজায়, রাজপুত্র শত্রু-অনুগত;
কেহ আর সাপক্ষ না হবে তার।

রাজা। বিরজায় কেমনে পাইব ?

কাপা। কৌশল করিব পরে।
বৈরিভাবে কুমারে হেরিবে প্রজা,
বন্দী কর কিংবা বধ প্রাণ,
তাহে কেহ না করিবে দোষারোপ।

রাজা। না না, এ নহে উপায় ;
প্রাণ যায় বিরজা বিহনে,
প্রাণের বারতা মম কুমারে জানাব,
প্রাণ ভিক্ষা লব,
মেগে লব বিরজারে।
পুত্র মম অতি সদাশয়,
বিরোধী না হবে তাহে,
যাও তুমি আসিছে কুমার।

(কাপালিকের প্রস্থান !

(অনাথের প্রবেশ)

শুন পুত্র, প্রাণ ভিক্ষা মাগি তোর ঠাঁই !
মুগ্ধ প্রাণ বিরজার রূপের ছটায়,
নারীরত্ন আমারে কর রে সমর্পণ।
নহে ইচ্ছা যদি,
নিজ হস্তে বধ এ জীবন।
প্রাণের মালিন্য মর্ম করেছি প্রকাশ,
কহ বৎস যেবা তব হয় অভিলাষ।
যাবে প্রাণ বিরজা বিহনে,
হও যদি বাদী কহিনু নিশ্চয়
পিতৃবধ লাগিবে তোমায়।
জেনো পুত্র,আমি আর নহি রে আমার,
বুঝহ ব্যভার,
পিতা হয়ে পুত্রে কেবা হেন বাক্য কহে,
কর তুমি যথা অভিরুচি।

অনাথ। তুমি ইষ্ট তুমি শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ বিধাতা,
অভিলাষ কর তুমি যায়,
সে মম জননী সম।
তুমি রাজা প্রজা আমি তব,
আজ্ঞা যেবা হবে সেই নিয়ম আমার,
কর দেব যথা অভিরুচি।

রাজা। লোকমুখে শুনি পুত্র-ভয় গণি মনে,
প্রজাগণে তোমার কারণে
বিরোধী হইবে মম।
শুনি সৈন্যদল বিদ্রোহ-অনল
প্রজ্বালিত করিবে নগরে।
রাজ্যে সবে তব আজ্ঞা মানে.
বিশৃঙ্খল কর নিবারণ।

অনাথ। তুমি রাজ্যেশ্বর, রয়েছে নফর,
কার সাধ্য বাদী হবে তব ?
তব ইচ্ছা যাহা কে রোধিবে তাহা;
কার আছে অধিকার ?
বিশৃঙ্খল কভু নাহি হবে ;
কিন্তু এক ভিক্ষা পায় মাগি নররায়,
নফরে বিদায় দেহ।
শুন মতিমান্ করিব সন্ধান,
কেন নরে দেহ ধরে;
ভ্রম হয় মনে কিবা প্রয়োজনে ?
আসিয়াছি ধরাধামে,
পশুর সমান,
মানবের মরণ কি পরিণাম ?

রাজা। শুন পুত্র, ত্যজ এ বিরাগ।
সিংহাসন রাজ্য-ধন করিব অর্পণ,
রহিব বিরলে আমি বিরজারে লয়ে।
মম আশীর্ব্বাদে চির-সুখে যাবে দিন,
পিতৃঋণ হবে শোধ ;
আজি তোর পরাইব মুকুট মাথায়।
মন ফিরাতে না পারি,
তাই লাজ পরিহরি
ভিক্ষা চাই তোর ঠাঁই।

অনাথ। চিরদিন হিত-চিন্তা কর তুমি মম,
তবে কেন কর আজি অহিত-কামনা ?
যাই পিতা, যদি থাকে স্নেহ,
বাধা নাহি দেহ,
বিজনে বসিয়া করিব করিব পদ ধ্যান।
যদি কভু হয় ভাগ্যোদয়,
পাই কভু দরশন,

সুধাইব তাঁরে ধরা-কারাগারে,
কেন আনি রাখেন মানবে ?
বাসনায় বাতুলের প্রায়,
সুখ-আশে ভাসে আঁখিনীরে,
এ কেমন বিধান তোমার ?

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তবে রে বেকুব, তার পাঁঠা সে যদি লেজের দিকে কাটে, তোর কি রে ? এ কেন ও কেন, ওরে কৈফিয়েত দাও। তোমার বাপের খাতাঞ্চি কি না; যাবি চ'লে যা, বাপের কাছে মায়া-কান্না কাঁদ্‌তে এসেছেন।

রাজা। নসীরাম, সব সময় পাগ্‌লামী ভাল লাগে না।

অনাথ। এঁরে পাগল বল্‌বে না।
যে সুখ-আশায় উন্মাদ মানবকুল,
অদ্ভুত বাতুল সেই সুখ ঠেলে পায়;
নাহি প্রয়োজন, স্বেচ্ছাচারী পবন যেমন,
ক্ষোভহীন আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত,
হেন জন কখন কি দেখেছ ভূপাল ?
বাঞ্ছিত এ উন্মত্ততা কার ভাগ্যে ঘটে ?
পিতা,
উপদেশ পেয়েছি এ উন্মাদের ঠাঁই,
রাজ্য নাহি চাই,
চ'লে যাই—প্রণাম চরণে।

[অনাথের প্রস্থান।

রাজা। নসীরাম, শোন; শোন, দেখ্‌ছি, অনাথ তোমার কথা শোনে, তুমি ওরে শান্ত হ'তে বল, আমি ওরে রাজ্য দিচ্ছি, রাজ্যপ্রান্তে নির্জ্জন কুটীরে অবস্থান কচ্ছি, ওকে বল, যেন কোন বিশৃঙ্খল না ঘটায়।

নসী। হাঁ, ওর সাধ্যি কি বিশৃঙ্খল করে ? সে শেক্‌লা শিকলি বাঁধা, যায় পর যা, আমি অমন ঢের রাজপুত্র দেখ্‌লেম !

রাজা। নসীরাম, তুমি ঠাণ্ডা কর, তুমি যা চাও, তা দেব।

নসী। দেবে তো ? এই কথা রইল; মনে কর্‌ছ, পাগ্‌লা বেটা ভুলে যাবে—চাইবে না, আমি একদিন এসে চাইব।

[প্রস্থান।

রাজা। যা হবার হবে, প্রাণের চেয়ে কি আছে ? আমি বিরজাকে নেব—স্বয়ং যুদ্ধ কর্‌বো, প্রাণ যায়, অধিক অনিষ্ট কি হবে, বিরজাকে না পেলে তো মৃত্যু।

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। মহারাজ, উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি সকল কথা শুনেছি। আমার উপর সকল ভার দিন, আমায় আপনার নামাঙ্কিত মোহর দিন, আপনি বিরজাকে লয়ে বিলাসভবনে থাকুন, আমি সব সুশৃঙ্খলা কচ্ছি।

রাজা। এস, তাই হবে, তুমি যা জ্ঞান কর, কুমারের অভিপ্রায় ভাল বুঝ্‌লেম না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

ছায়া-কানন।

অনাথ ও নসীরাম।

অনাথ। প্রভু—গুরু—পতিতপাবন! দয়াময়! আমায় ব'লে দিন, হরি কোথায় ? কোথায় তাঁর দর্শন পাব ?

নসী। আরে বাঃ বাঃ বাঃ, ছিলেম নসে, তুমি যে কতকগুলো নাম দিয়ে ফেল্লে !

অনাথ। প্রভু, বঞ্চনা কর্‌বেন না, আমি, অজ্ঞান, আমায় জ্ঞানদৃষ্টি দিন, বলুন, তিনি কোথায় ?

নসী। দেখ, আমিও তোমার মতন জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াতেম, তা শালারা বল্‌তো জান —গোলোকে, আ মর্, গোলোক কোথা রে বাপু! ভবলোক, তপোলোক, জনলোক

এই কতকগুলো লোক না ব'লে,—বলে তার উপর—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌তেম না। তার পর একদিন এক জায়গায় কথা হচ্ছে, প্রহ্লাদে ব'লে একটা ছোঁড়া ছিল, সে অমনি দিন নাই, দুপুর নাই, হরি হরি ক'রে ডাক্‌তো, আর হরি অম্‌নি আস্‌তো। আমি ঠাওরালেম, আমিও সেই রকম হরি হরি কর্‌বো; হরি হরি করি, আর চোক চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নাই! আবার খাবার-দাবার যোগাড় কর্‌তে হয় কি না, এদিক্ ওদিক্ যাই; একদিন মনে কল্লেম, আর খাব না, বেটাকে খুব ডাকি; রাত দুপুরের সময় ধড়াতে ছানা চিনি, আর কত কি তোরে বল্‌বো—নিয়ে এসে বলে খা।

অনাথ। প্রভু, আমি হরির দেখা পাব?

নসী। পাবি; সে ভেড়ের ভেড়ে একটা পাগল, পরের ভাবনা ভেবেই মরে, যে আপনার ভাবনা ভাবে না, হরি তারই ভাবনা ভাবে।

অনাথ। প্রভু, আমি অজ্ঞান, আমায় বুঝিয়ে দিন, সকলেই তো আপনার ভাবনা ভাবে।

নসী। তা বাপু, সেইটি ভাব্‌তে পারে না; যে যতটুকু আপনার ভাবনা ভাব্‌বে, সে ততটুকু তফাতে থাক্‌বে।

অনাথ। প্রভু, ভাবনা তো দূর হয় না।

নসী। আ রে, তুই যে মজা বুঝ্‌তে পাচ্ছিসনি;—ক্রমে পার্‌বি। কি জানিস্, যখন তোর জন্ত আর একজন ভাব্‌ছে, তোর এত ভাবনার দরকার কি? এই বোঝ্ না কেন, যখন ছেলে ছিলি, তুই মজা ক'রে মাই খেতিস্, আর তোর মা মাগী ভেবে মর্‌তো, আর এখন যদি না ভাবিস, হরি তোর জন্ত ভাব্‌বে; কিন্তু বাবা, ভাবের ঘরে চুরি কোর না; ঠিক ঠাক—কেউ কাট্‌তে আসে, ফিরে চাইবিনি, মজাসে হরিবোল হরিবোল কর্‌বি—হরি বেটার বাপের মাথা ব্যথা, ভলোয়ার এসে ধর্‌বে। তোরে বল্‌ছি কি, প্রহ্লাদকে আগুনে পোড়াতে গিয়েছিল, হরি সেখানে গিয়ে তারে কোলে ক'রে বস্‌লো। বুঝেছি—তুই মনে কর্‌ছিস্ কি জানিস্—যদি না ধরে? না ধরে নাই ধর্‌বে, এমন তো লোক মারা যাচ্ছে, এমন নয় যে, ফিকির ক'রে কেউ বেঁচে আছে, তুইও না হয় মারা গেলি।

অনাথ। প্রভু, মন কি স্থির হবে?

নসী। স্থির হবে, ও মন বেটার এক মজা দেখেছি, যদি রাত-দিন হরিবোল বলা অভ্যাস করিস্, তা হ'লে মন বেটা হরি হরিই কর্‌বে; যখন এটা সেটা ভাবনা আস্‌বে, তখনই তুই হরি হরি কর্‌বি, তখন ভাবনা শালা পালাবার পথ পাবে না; আমার তো তাই এই হয়েছিল।

অনাথ। প্রভু, পদধূলি দিন, আপনার কথায় আমার ভরসা হচ্ছে।

নসী। ও ভয় ভরসা দুশালাই শত্রু! তোমার ভয়েও কাজ নাই, ভরসায়ও কাজ নাই, আর কথায়ও কাজ নেই। আর হরি হরি, করি হরিবোল, হরিবোল হরিবোল!

অনাথ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

(শম্ভুনাথের প্রবেশ)

শম্ভু। রাজকুমার, আসুন।

অনাথ। কোথায় যাব?

নসী। কাজ কি তোর মাথা-ব্যথায়, যেথানে হোক্ নিয়ে যাক্ না, তুই হরি হরি কর্‌তে কর্‌তে যা।

অনাথ। প্রভু; প্রণাম।

নসী। আমিও তোঁকে প্রণাম করি, যে হরি হরি করে, তাকে আমি প্রণাম করি।

অনাথ। প্রভু, করেন কি, এতে যে আমার অপরাধ হয়।

নসী। আ—গেল যা, যার যা ইচ্ছা করুক না, তুই কেন হরি হরি কর্ না।

অনাথ। গুরু, যে আজ্ঞা—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

শম্ভু। কুমার, আসুন।

[অনাথ ও শম্ভুনাথের প্রস্থান।

(মাধুলী ও বিরজার প্রবেশ)

মাধুলী। আপনি বল্‌তে পারেন, কুমারকে কোথায় নিয়ে গেল?

নসী। তোমার কুমারের তোয়াক্কা যে রাখে, তাকে জিজ্ঞেস কর গে, সেই হরিকে জিজ্ঞেস কর গে।

বিরজা। হরি কে?

নসী। যে ওই কুমারের তোয়াক্কা রাখে।

বিরজা। আমি তো তাঁকে চিনিনি।

নসী। না চেন, আমি কি কর্‌বো বল; কিন্তু চিন্‌লেই চিন্‌তে পার, একবার মন খুলে জিজ্ঞেস কর্‌লেই হয়—হরি কে তুমি?

মাধুলী। ও সেই পাগল, ও বল্‌চে, ভগবান্‌কে জিজ্ঞেস কর।

নসী। আ—গেল যা, আমি ভগবান্‌কে জিজ্ঞেস কর্‌তে বল্‌ছি? আমি হলেম পাগল—আর তোরা একটা মানুষকে জিজ্ঞেস কর্‌ছিস্, যার চোক বুজ্‌লেই অন্ধকার—আর তোরা হলি ভাল; সত্যি; তামাসা কর্‌ছি নি, তুই হরিকে জিজ্ঞেস করিস্‌নে সব, বল্‌বে।

মাধুলী। হরির কোথায় দেখা পাব বল যে, জিজ্ঞেস কর্‌বো?

নসী। আ গেল যা, এই একজনের সঙ্গে ব্যাড় ব্যাড় ক'রে বক্‌লেম, আবার ওর সঙ্গে বকি, যে দিন হরিকে খুঁজ্‌বি; সেই দিন হরি এসেই ব'লে দেবে, কোথায় তাঁর দেখা পাবি; এখন যাকে খুঁজ্‌তে যাচ্চিস্ যা।

মাধুলী। আমরা রাজকুমারকে খুঁজ্‌ছি।

নসী। তা আমার কি?

বিরজা। আপনি তো রাজবাড়ী যান, আমার তত্ত্ব জেনে দিতে পারেন?

নসী। আমি কিছুই পারিনি।

বিরজা। সখি, কি উপায় করি—রাজকুমারের সন্ধান কিরূপে পাই? আমার মনে মনে বড় অনিষ্ট আশঙ্কা হচ্ছে।

মাধুলী। দেখ, এ দিকে সেই স্বামীজী আস্‌ছে, যে রক্ষীরা রাজকুমারকে নিয়ে গিয়েছিল, তার একজন এর সঙ্গে, একটু আড়ালে দাঁড়াই, ওরা কি বলে শুনি,

(উভয়ের অন্তরালে গমন)

(শম্ভুনাথ ও কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। কি, সন্ধান ক'রে দেখ্‌লে যে বিরজা সেথায় নাই?

শম্ভু। সে খালিবাড়ী, কেউ সেখানে নাই।

কাপা। রক্ষকেরা কি বল্লে?

শম্ভু। একটা স্ত্রীলোক আসে যায়, এই মাত্র।

কাপা। কে সে স্ত্রীলোক?

শম্ভু। তা তারা জানে না।

কাপা। তবে সে সেই স্ত্রীলোকের দ্বারাই ষড়্‌যন্ত্র ক'রে পালিয়েছে, কে সে স্ত্রীলোক, সন্ধান কর।

শম্ভু। সকলে বলে, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাজার বিবাহ হবে।

কাপা। অ্যাঁ, সোনা না কি? রাজা তো প্রচার করেছে, সোনার সঙ্গে তার বে হবে, সোনা বেটী কি কিছু ষড়্‌যন্ত্র করেছে নাকি? রাজকুমারকে আমার আশ্রমে রেখে এসেছ?

শম্ভু। আজ্ঞা, সে খবর তো আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, দুজন রক্ষী সেখানে আছে, তিনি আর পালাতে পার্‌বেন না।

কাপা। শম্ভুনাথ, সন্ধান ক'রে তুমি এ দুটো মেয়েকে ধর, তা হলেই তোমাকে আমি চেলা কর্‌বো, বেশী দূর তারা যেতে পারেনি, চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাও, আমিও ঢেঁড়্‌রা পিটে দিচ্ছি।

শম্ভু। তাদের তো আমি চিনিনি।

কাপা। একজন পরমা সুন্দরী, অমন সুন্দরী কখনও দেখনি। যাও সন্ধান কর, কি হয়, আমার আশ্রমে খবর দিও।

শম্ভু। যে আজ্ঞা।

কাপা। ইস্, ছু'বেটী হাত ছাড়া হয়ে গেল। সিংহাসন তো নিশ্চয় পাব, সমস্ত ভার পেয়েছি। এখন কোন সুযোগে রাজাকে বধ কর্‌তে পার্‌লেই হয়। ভাল কথা, আমার লোকের দ্বারা বন্দী ক'রে প্রকাশ ক'রে দিই যে, ব্যামো হয়েছে, না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌বো, প্রজারা দেখ্‌বে, জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে মরেছে। আর কুমারকে তো আজ রাত্রে বলি দেব। আমার একটা বড় দোষ হয়েছে, মদ খেয়ে ঘুমিয়ে সব মনের কথা ব'লে ফেলি, সোনা বেটী কতক কতক শুনেছে, তা এ ষড় ... সে বেটী কি বুঝ্‌তে পার্‌বে?

(বিরজা ও মাধুলীর পুনঃপ্রবেশ)

বিরজা। মন্দ অভিসন্ধি ধরে পাষণ্ড দুর্জ্জন,
সন্দেহ নাহিক কিছু তার।
শুনিলে কুমার বন্দী আছে ওর ঘরে,
কিরূপে উদ্ধার করি—
হায় সখি, অদ্ভুত ধাতার বিড়ম্বনা!
যেইজন করে মম মঙ্গল-কামনা,
অমঙ্গল পদে পদে তার।
আমি কালভুজঙ্গিনী,
লো সঙ্গিনী,
যে আমারে সাদরে হৃদয়ে ধরে,
দংশে তার করি প্রাণনাশ;
যথা আমি তথা হাহাকার,
এ কি বিধি বিধাতার!
মগধে লো ছিলাম যখন,
জ্বলিল সমরানল,
রাজা প্রজা সকলে বিকল,
বিশৃঙ্খল সমুদায়।
এসেছি হেথায়,
রাজ্য যুড়ি পূর্ণ অত্যাচার করিছে বিহার।
দেব সম রাজার কুমার
বদ্ধ আজি পাষণ্ডের ছলে।
ভূপতির জন্মিল দুর্ম্মতি,
হের সখি তোমার দুর্গতি;
অলক্ষণা কে আছে এমন আর,
বুঝি সখি কৃতান্ত শঙ্কায়
নাহি করে আমারে স্মরণ;
ঝাঁপ দিই যদি শুকাইবে নদী,
যদি সই চিতায় প্রবেশি;
উত্তাপ হারাবে হুতাশন,
বিষধর দংশন ভুলিবে,
ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র ফিরে যাবে,
দুর্গম কান্তার স্থান নাহি দিবে মোরে
এত ছিল এ ছার কপালে!

মাধুলী। সখি, বিলাপের নহে এ সময়,
প্রাণপতি বিষম বিপদে,
চল সতি তাঁহার নিকটে,
পত্নী হয় সঙ্কটে সঙ্গিনী।
শুনি ধনি,
এ রোদনে ফল কি হবে;
যথা পতি চল আশুগতি,
যদি কোন না হয় উপায়,
তাঁর যেই গতি,
সে দশায় রবে দুই জনে
অধিক কি হবে আর।

বিরজা। কপট সন্ন্যাসী কোথা পেতেছে নিবাস,
চল তত্ত্ব লয়ে যাই তথা,
বল বুদ্ধি সকলই আমার তুমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাপালিকের গৃহ।

(অনাথনাথ ও সৈনিকদ্বয়।)

অনাথ। দুর্দ্দম এ মন মানে না বারণ,
চিন্তানলে জ্বলে—
তবু পতঙ্গের প্রায়,
ঝাঁপ দেয় অনল-শিখায়।
হরি হরি হরি—
এ কি, কোনমতে ফিরাতে না পারি,
যাক্ মন যায় যেই দিকে,
রসনায় হরিগুণ করি গান।
হরি হরি হরি—
কোথায় হরি?

হেরি মন-নেত্রে প্রতিমূর্ত্তি তাঁর।
মম শক্তি নাই হরিনাম গাই।
গুরু গুরু এস দয়া ক'রে,
দেহ বল,
হরিনাম গাইব কেবল।
এস গুরু বল হরি হরি,
হরিনাম শুনুক অধম।
ধায় মন বারণ সমান,
বারণ না মানে।
হরি হরি হরি!

(ভূতনাথ, শম্ভুনাথ ও সোনার প্রবেশ)

ভূত। আচ্ছা, তোমরা এখন গড়ে যাও।

[সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

শম্ভু। সত্যি বল্‌ছো?

সোনা। সত্যি না তো কি মিছে? তুমিও যেমন, ও বুড়ো বিট্‌কলেকে কি আমার ভাল লাগে?

ভূত। তুমি আমায় দয়া কর।

শম্ভু। কি—আমার সঙ্গে আগে কথা হয়ে গিয়েছে।

সোনা। আগু পাছু নাই, আমার এক নিয়ম আছে, এই মদের কলসী নাও. এই দুটো পাত্র নাও, যে বেশী খাবে, আমি তার হবো।

ভূত। আচ্ছা, লাগে।

সোনা। তোমরা মদ খাও, আমি গান করি।

(গীত)

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥
নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে,
মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়॥
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কাল বরণ ঘটায়॥

(মত্ত হইয়া ভূতনাথের পতন)

শম্ভু। এই দেখ চাঁদ, এ শালা কুঁপোকাৎ।

সোনা। ও তোমার চেয়ে তিন পাত্র বেশী খেয়েছে, আমি গুণেছি।

শম্ভু। আমি ওর চেয়ে ছ-পাত্র বেশী খাব —দেখ।

সোনা। তা হলেই তোমার।

শম্ভু। বেশ. তুমি কাছে এস! (পতন)

সোনা। (অনাথের প্রতি) বাবা, এই বেলা পাল ও।

অনাথ। হরিবোল, হরিবোল!

সোনা। বাবা, আমার কথা শোনো, পালাও, না হ'লে তুমি প্রাণে মারা যাবে।

অনাথ। মা, একে আমি মন স্থির কর্‌তে পাচ্ছিনি, আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা কেন?

সোনা। বাবা, শোন, তোমায় এখনই নরবলি দেবে, ও দুরন্ত কাপালিক!

অনাথ। মা, যদি হরির ইচ্ছা হয়, আমি নিবারণ কর্‌বো কি ক'রে? গুরু, প্রভু, এস, তুমি আমার হয়ে হরিনাম কর, আমি পাচ্ছিনি।

সোনা। কি হবে, এখনি যে সে আস্‌বে, রাজপুত্র, কথা শোনো, তোমার বাপ তোমার শত্রু, এ কাপালিক তোমায় নরবলি দেবে, সিদ্ধ হবায় জন্য নরবলি দেবে, প্রাণরক্ষার চেষ্টা কর।

অনাথ। মা, কোথায় যাব? মৃত্যুভয় নাই, এমন স্থান কোথায় পাব? মৃত্যু তো আছেই, সে ভয় করি না আক্ষেপ—এ জীবনে হরিনাম করা হলো না।

(মাধুলী ও বিরজার গান করিতে করিতে প্রবেশ)

হরি বলা হলো না।
বাসনা নয় তো বশে,
বোঝে না আশার ছলনা॥
রসনা থাক্‌তে বশে,
মন রস্ না নামের রসে,
ফির্‌বে না হায় দিন
বয়ে যায় বৃথা অলসে—
ভবসিন্ধু-মাঝে বিষম ঢেউ,
দীনবন্ধু বিনা সেথা বন্ধু নাই
রে কেউ,

একা ভেকা চেয়ে রবি
কে পারে নেবেবল না ;
পাবে চরণ-তরী, বল হরি,
হরি বোল ভুল না ॥

অনাথ। আহা, আহা! কে ভাই তোমরা?
আবার গাও, আমি শুনি।

সোনা। এ আবার কি পাপ এল, সেই মুখপোড়া এ মাগী ছুটোকে দেখতে পাঠিয়েছে নাকি? কে তোরা—বেরিয়ে যা।

মাধুলী। মা, আমরা ভিখারী, ভিক্ষা চাই।

সোনা। এখন যাও, ভিক্ষা পাবে না।

বিরজা। অন্য ভিক্ষা হেতু মা গো
আসিনি হেথায়, ভিক্ষা তব পায়,
দেহ এই নৃপতি-কুমারে,
মম প্রাণপতি মতি গতি ও চরণে,
ভিক্ষা দেহ প্রাণধনে।
মা গো আমি বড়ই দুখিনী,
আমার কারণ রাজপুত্র এ দশায় ;
সঙ্গিনী আমার,—
অট্টালিকা করি পরিহার,
ভ্রমে ভিখারিণী-বেশে।
তুমি নারী বোঝ মা নারীর ব্যথা,
হে জননি, দেহ দান পুরাও বাসনা,
লয়ে যাই জীবনসর্ব্বস্ব মম।

সোনা। আঁ্যা! কে তুমি, তুমি কি সেই বিরজা?

বিরজা। হাঁ মা, সেই অভাগিনী,
পতিকাঙ্গালিনী, মনে হয় শুনি তব স্বর,
কারাগারমুক্ত দাসী তোমার প্রসাদে,
এ ঘোর বিবাদে কর মোরে পরিত্রাণ।

সোনা। মা, তোমার পতিকে লয়ে যাও, শীঘ্র লয়ে যাও। সে দুরন্ত কাপালিক এখনই আসবে, তোমার পতিকে নরবলি দেবে, তার কামনা ; তুমি সাবধানে থেকো, তোমারও ধর্ম্ম-নষ্টের চেষ্টায় ফির্‌চে, যাও, শীঘ্র তোমার স্বামীকে নিয়ে যাও।

বিরজা। এস প্রাণনাথ, এস হৃদয়-ঈশ্বর,
থেক না এ কারাগারে আর ;
চল যাই দুই জনে বিজন প্রদেশে,
নাহি যথা নরের আবাস—
রব বনে বাঁধিয়া কুটীর,
ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সনে করিব মিত্রতা ;—
চল নাথ, শীঘ্র যাই প্রতারণা নাই যথা।
কি ভাবিছ লোচন মুদিয়ে—
দেখ চেয়ে দাসী তব ধরে পায়,
এস নাথ! বিলম্বে বিপদ্ হবে।

অনাথ। কে তুমি—কেন হরিনামে বাধা দাও?

বিরজা। আমি দাসী—বিরজা।

অনাথ। তুমি জননী আমার।
তব প্রেম বাসনা পিস্তার,
মাতৃসম মানি তোমা।
যাও মাতা, হেথা তব কিবা প্রয়োজন?

বিরজা। প্রভু, কারে কি বল্‌ছেন, আমি বিরজা, আপনার দাসী।

অনাথ। তুমি রাজরাণী রাজার গৃহিণী,
জননী আমার।

বিরজা। হা বিধাত—এত ছিল তোর মনে!
(মূর্চ্ছা)

মাধুলী। সখি সখি—এ কি!
উতলার নহে ত সময়, উঠ, আসন্ন বিপদ,
এখনই আসিবে সেই কপট সন্ন্যাসী,
ভাব লো রূপসী,
পরস্পর্শে কি দশা ঘটিবে।
হে কুমার, এ কি তব ব্যবহার—
মজালে বালায় মজিলে আপনি,
বিনা দোষে ঠেল পায় অবলায়!
ছি ছি হায়, এই কি উচিত আচরণ,
অকারণ কেন প্রাণ দাও,
পত্নীরে মজাও!

অনাথ। এ কি বিঘ্ন—
গুরুদেব, কোথা তুমি, হরি হরি!

সোনা। ও বাছা, সর্ব্বনাশ হলো, ঐ পোড়ারমুখো আস্‌ছে, আমি যা বাঁ. সায় দিয়ে যেও, ভয় পেও না।

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। সোনা, এরা কারা?

সোনা। এরা দুজন ভিখারী।

কাপা। দেখি দেখি—না এ প'ড়ে কে? বাঃ বাঃ! যা চাই, ব'সে ব'সে পাই, তবে তবে রে বেটী, ভিখারী!

সোনা। তোর তো খুব ঠাওর—আমি দেখ্‌ছিলেম, তুই বুঝ্‌তে পারিস্‌ কি—কি; আর এ ছুঁড়ী কে জানিস্? যাকে আমার সঙ্গে আন্‌তে পাঠিয়েছিলি, যে তোমার বড় বিশ্বাসী! দুজনে ষড়যন্ত্র ক'রে ভিখারী সেজে পালাচ্ছিল, পড়্‌বি তো পড় আমার চোখে।

কাপা। তবে রে বেটী, আমার সঙ্গে দাগাবাজী! বেটী, তাই এত পায়ে ধরে কান্না—আমি মনে কর্‌লেম, বেটী ভালমানুষ, তোমার পেটে পেটে এত!

অনাথ। হরি হরি হরি, এখানে বড় বিঘ্ন! এ স্থলে মন স্থির থাকে না। (গমনোদ্যত)

কাপা। কোথা যাও—বোস, তুমি বন্দী।

অনাথ। প্রাণের মমতা কেন ছাড় অকারণ!
কেন মোরে কর নিবারণ।
যাব, ছাড় পথ,
বিরলে করিব আমি হরিপদ ধ্যান।

কাপা। রক্ষী রক্ষী ধর—এ কি!

সোনা। আ মলো, মুখপোড়ারা চুরি ক'রে মদ খেয়েছে, আমি কি সব দিক্‌ দেখ্‌তে পারি, এ দিকে সাম্‌লাবো, না ওদিকে দেখ্‌বো?

অনাথ। আরে ভণ্ড তপস্বী দুর্জ্জন—
নিবারণ কর মোর গতি!
(কাপালিককে আক্রমণ)

মাধুলী। কুমার, ও আপনাকে নরবলি দেবার জন্য এনেছে, ও কালীর নিকট আপনাকে নরবলি দিয়ে সিদ্ধ হবে, ওকে ছাড়্‌বেন না, বধ করুন!

অনাথ। কহ শীঘ্র থাকে যদি প্রাণের মমতা,
কেন চাহ বধিতে আমায়?
কহ সত্য,
মিথ্যা যদি কহ লব প্রাণ।

কাপা। না কুমার, ও দুশ্চারিণী, ওর কথা শুন্‌বেন না, রাজা আপনাকে বধ কর্‌বার নাকে রেখোছ, বাইরে গেলে রাজদূতেরা ধৃত কর্‌বে, সেই জন্য আপনাকে যেতে দিচ্চিনি।

মাধুলী। কুমার, আমার কথা শুনুন, এ ভণ্ড তপস্বী, ও মনে করেছে যে আপনাকে বলি দিলে দেবী ওর প্রতি প্রসন্ন হবেন, আপনি কি শোনেন নি যে, কাপালিকেরা সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেয়? সত্য মিথ্যা ওর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করুন।

সোনা। বজ্জাত ছুঁড়ি, এত মিথ্যা কথা! কুমারকে ও প্রাণের মতন ভালবাসে।

অনাথ। এ কি সত্য?

কাপা। কুমার, ও দ্বিচারিণী, মিথ্যাবাদী।

মাধুলী। কুমার, কাপালিকের কথায় ভুল্‌বেন না, ও আপনাকে বধ কর্‌বে।

অনাথ। কেন মিছে করিছ গোপন,
মাংসপিণ্ডে যদি তব থাকে প্রয়োজন,
দেহ বলি, সিদ্ধ হোক অভীষ্ট তোমার;
জান না কি প্রাণের মমতা নাহি রাখি?
উঠ—চল, কোথা তব দেবী—
ইচ্ছায় দিতেছি প্রাণ বলি।
অন্তকালে বুঝিব এ মনে,
কারু প্রয়োজনে লাগিল এ কলেবর,
চল চল বধ্যভূমে।
এই হেতু কেন এত প্রতারণা!
স্মরি হরি ত্যজিব জীবন,
দেহে আর নাহি আকিঞ্চন মম;
ফুরায়েছে জীবনের সাধ।

কাপা। রে কুমার, ভয়ে কথা রেখেছি গোপন,
তুমি সদাশয়,
দেবীপদে অর্পিলে জীবন,
কৈলাসে পাইবে স্থান।
পূর্ণ হবে বাসনা আমার,
পাব আমি ইষ্টদেবী দরশন,
যেবা হয় কর মতিমান্‌!

অনাথ। চল কোথা তব প্রয়োজন।

কাপা। তুমি বলবান্‌।
যদি বলির সময় হও অন্যমন,

উৎসর্গ করিয়া যদি নাহি দিই বলি,
হবে জীবনের তপস্যা বিফল!
যদি কৃপা ক'রে পরহ বন্ধন,
তবে হয় প্রত্যয় আমার।

অনাথ। বাঁধ মোরে—
হরি হরি দেখা দিও চরম সময়।

কাপা। (অনাথকে বন্ধন করত) সোনা,
এইবার তুই আয়।

সোনা। আমি কোথা যাব, এরা যদি পালায়? আমি রইলেম।

কাপা। হাঁ হাঁ, ঠিক, তুই থাক্।

[অনাথ ও কাপালিকের প্রস্থান।

সোনা। তোমার সখীকে তোল, বড় বিপদ্।

মাধুলী। বিরজা, ওঠ, পতির জীবন সংশয়, প্রকৃতিস্থ হও।

বিরজা। কি বল?

মাধুলী। বলিবার সময় নাই, ওঠ।

বিরজা। (উত্থান করিয়া) কি বল্‌ছো, কুমার কোথায়?

সোনা। যা বল্‌ছে, দেখ্‌তে পাবে; যদি সাহস থাকে, এস, আমার সাহায্য কর, নয় পালাও। এরা শত্রুর অনুচর, সুরাপানে অচেতন হয়ে আছে; চেতন হ'লে সর্ব্বনাশ হবে।

ভূত। কি বাবা সোনামণি, বাঁধ্‌ছো কেন চাঁদ?

শম্ভু। তো শালাকে নরবলি দেবে; শালা আমার সঙ্গে—সোনা আমার, তা জানিস্?

ভূত। না বাবা গুরুজী, কেউ না, আমি তোমার সোনাকে চাইনি; চ'লে যাচ্ছি।

[ভূতনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

শম্ভু। যাচ্চ কোথা শালা—সোনামণি, আমার হাত খুলে দাও, আমি শালাকে ধ'রে আন্‌ছি—ধর শালাকে—

[শম্ভুনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

সোনা। ওদের গাছের সঙ্গে বাঁধ্‌তে হবে, তা নইলে পালাবে।

বিরজা। মা, কুমার কোথায়?

সোনা। দেখ্‌বে এস—সাহস কর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কালী-মন্দির।

(কাপালিক ও অনাথনাথ)

কাপা। ভবানি! আমায় যা স্বপ্ন দিয়েছিলে, আমি তাই কচ্চি। প্রেমিক রাজপুত্রকে বলি দিচ্চি, পদ্মিনী কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট কচ্ছি, এবার কিন্তু মা আমায় রাজা কর্‌তে হবে।

অনাথ। হরি, দীনবন্ধু হরি, একবার দেখা দাও, এ চরম-সময় একবার দেখা দাও! কৈ, এলে না? আহা, এ সময় যদি একবার গুরু-দর্শন পেতেম। মা ভৈরবি, বড় আশায় তোমার পদে মস্তক অর্পণ কচ্চি, মা, শুনেছি, তোমার পূজা ক'রে ব্রজাঙ্গনারা হরিকে পেয়েছিল, দেখো মা, দয়াময়ি, আমার পূজা বিফল না হয়! মা গো, তোমার পদে অন্য বাসনা নাই, একবার সেই রাঙ্গাচরণ দেখ্‌বো, এইমাত্র প্রার্থনা। মা ত্রিতাপহারিণি, তাপিতকে মনোমত বর দাও।

কাপা। এস, এই হাড়িকাঠে মস্তক দাও।

অনাথ। আমায় যে বেঁধে রেখেছ, আমি তো নড়্‌তে পাচ্চিনি।

কাপা। এস, গড়িয়ে গড়িয়ে এস। তুমি বড় ভাগ্যবান্; মাংসপিণ্ড শরীর ভৈরবীর হবে, করালবদনী তোমার রুধির পান কর্‌বেন। মা, পূজা নাও—জয় মা— (খড়্গ উত্তোলন)

(বিরজা ও মাধুলীর সহিত সোনার প্রবেশ এবং অস্ত্র খড়্গ দ্বারা কাপালিককে আঘাত করণ)

কাপা। ওঃ! (পতন)

সোনা। বিরজা, তোমার পতির বন্ধন মুক্ত

ক'রে লয়ে যাও, যাও বিরজা, আর দেরী করো না, বন্ধন খুলে দাও। আমি অপবিত্র হস্তে পবিত্র রাজকুমারকে স্পর্শ করবো না। সোনা, সোনা, তোরে সকলেই ঘৃণা করেছে, সকলেই পায় ঠেলেছে, কেউ কখন তোকে মা বলেনি, এই রাজকুমার তোকে মা বলেছে। সোনা, তোর শুষ্ক স্তনে ক্ষীর এসেছে। সোনা, মা কথা কি মিষ্টি, আমায় মা বলেছে, রাজকুমার আমায় মা বলেছে। সোনা, তুই তোর বেটাকে বাঁচালি, তোর কাজ ফুরিয়েছে। বাবা, আর একবার মা ব'লে যাও! মা ভৈরবি, তোমাকেও বলি থেকে বঞ্চিত করবো না, একজননের পরিবর্ত্তে দুই জনের শোণিত পান কর্॥ (স্বীয় প্রাণবধে খড়্গোত্তোলন)

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। আরে থাম থাম থাম! (দেবী উদ্দেশে) বাঃ বাঃ! খুব নাচ নাচাচ্ছিস্। দে তো তোর তলোয়ারখানা—ও মাগী, কত খেলা খেল্‌বি যে মনে করেছিলি. এরই মধ্যে মর্‌বি—দেখ, ধার রাখিস্‌নি, ধার রাখিস্‌নি, সব শোধ ক'রে যা।

সোনা। বেশ বলেছিস্ পাগলা—মর্‌বো না, মর্‌বো না, মর্‌বো না, এখনও বাকী আছে, আমি সব শোধ দিয়ে যাব। পাগ্‌লা, তুই কি আমার মনের কথা টের পাস্? যদি ভালবাস্‌তে পার্‌তেম তো তোকে ভালবাস্‌তেম।

নসী। দেখ্, অত জাঁক করিস্‌নে, ভালবাস্‌তেম বল্‌ছিস্ কি ভালবাসিস্।

সোনা। দূর মুখপোড়া, জানিস্‌নি; আমার প্রাণ মরুভূমি?

নসী। আবার হরিনামে জল বয়ে যাবে!

সোনা। তোর মুখে আগুন, তোর হরির মুখে আগুন। আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে।

কাপা। ওঃ! প্রাণ যায়—জল।

সোনা। এখনও মরিস্‌নি—এই মর্।

(মারিতে উদ্যত)

নসী। আরে না না, ও আগে হরি বলুক, তবে মর্‌বে! ওরে জল দে, জল দে, জল খা, আর হরি বল্।

কাপা। না না—আমায়—জল—দাও।

নসী। হরি বল্ আর জল খা, হরি বল্ আর জল খা, ওরে ও ছুঁড়ীরা, তোরাও হরি বল্ না!

অনাথ। গুরু, প্রভু!

নসী। কেও, তুমি হেথা? দেখ্‌লে—তোমায় তো কাট্‌তে নিয়ে এসেছিল—দেখ, হরি তোমার ভাবনা ভেবেছে, এই মাগী বেটাকে খেপিয়েছে। এখন আমার কথায় বিশ্বাস হলো? যা চলে যা—নির্জ্জনে ব'সে হরিকে ডাক্ গে যা।

অনাথ। প্রভু, গুরু, অধমের মস্তকে পা দিন।

নসী। এই নে, আর ঘ্যানঘ্যান করিস্‌নি, সময় বয়ে যায়, যাবি তো যা, নইলে চল্লেম। বল হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! ওরে ও ছুঁড়ীরা, তোরাও বল না, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। প্রভু, যে আজ্ঞা—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[অনাথের প্রস্থান।

কাপা। জল—

নসী। জল খাবি তো হরি বল্।

কাপা। হরি—বল্‌ছি—জল—দাও। (মৃত্যু)

নসী। দেখ্‌লি কি বরাত, হরি ব'লে ম'লো! ওর আর বরাত কি, সকলই হরির ইচ্ছা, কি বলিস্? তোরা সেই জিজ্ঞেস কচ্ছিলিনি হরি কোথায়? আমি তোদের বল্‌ছি, তোরা একবার হরিনাম কর্। আ গেল যা, চুপ ক'রে রইলি যে—তুই তো মনে করেছিস্ মর্‌বি, তা কেন, জীয়ন্তে মরা হ না, হরিনামে মরা হ না, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নসী। কেমন, প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে? হরিনামে মজা দেখ্‌লি, জীয়ন্তে মরা হ হরিনামে মরা হ।

বিরজা। প্রভু, আমি যেখানে যাই, সেই-

খানেই সর্ব্বনাশ, আমার জীবনে ফল কি?

নসী। দেখ্, সব দিন সমান, যার মা, আজ সর্ব্বনাশ, কাল তুই যেখানে যাবি, সেখানে আনন্দ! একবার হরিনামে মাত দেখিন—ছিঃ! তোমার সোনা-পানা মুখখানা পেঁচার মত হয়ে রয়েছে কেন?

সোনা। স্থাখ্ পোড়ারমুখো, আমার কীর্ত্তি দেখেছিস্, আমার সঙ্গে লাগিস্‌নি।

নসী। তবে রে পাজী বেটী, তোর বাবার কীর্ত্তি! তোর সাধ্যি কি তুই মারিস্—এই তলোয়ার নে দেখি, আমার মার দেখি, যার কাজ, সেই কচ্ছে, তুই বল্ হরি হরি। তোরাও হরি হরি বল্!

সোনা। দূর হোক, মুখপোড়ার কাছে থাকবো।

[সোনার প্রস্থান।

বিরজা। প্রভু, আমি অভাগিনী, আমি মহা-পাতকী, রাজকুমারকে সন্ন্যাসী করেছি!

নসী। করেছিস্ করেছিস্; অমন ঢের মহা-পাতকী দেখেছি, হরিনাম কর্‌লে আর পাপ থাক্‌তে হয় না; নাম কর্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়,আর পাপ কিসের রে! তোরা গাইতে পারিস্? একটা হরিগুণ গা দেখি, কেমন পাপ আমি দেখি। কেমন মা, হরিনাম কর্‌লে পাপ থাকে? ঐ দেখ মা বল্‌ছে—না।

বিরজা। প্রভু, আমার পায়ে রাখুন, আমি বড় তাপিত!

নসী। আ মলো,আমার পায়ে ধচ্ছিস্ কেন? ঐ রাজকুমারের কাছে শিখ্‌লি বুঝি—আমি নসে পাগ্‌লা, আমার পায়ে ধ'রে কি হবে? গা না, হরিগুণ গা—তোরা দু'জনেই গা। ঐ মা বল্‌ছে, হরিনাম শুন্‌বে, মা বেটী বড় হরিনামে কাঙ্গাল রে, গা গা, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, যদি মিছে হয় তো আর কখনও হরিনাম করিস্‌নি মা, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না? হুঁ—ঐ দেখ্।

(বিরজা ও মাধুলীর গীত।)

দিয়া ভাই করতালি, বদন ভরে হরি বলি।
নামে শ্যাম আস্‌বে ধেয়ে,
বাঁকা হয়ে বাজাবে মোহন মুরলী॥
হরিনামে মাত্তো ওরে প্রাণ,
আনন্দে উঠ্‌বে তুফান,
প্রেম-লহরে ভাস্‌বে অভিমান;—
শমনকে দিয়ে ফাঁকি হরি ব'লে নেচে চলি॥

নসী। কেমন ঠাণ্ডা হলো—হরিনামে মরা হ!

বিরজা। প্রভু শিখিয়ে দিন।

নসী। ওর আর শেখাশেখি কি—সোজা। বাঁচার নাম তো পাঁচটা দেখা, পাঁচটা কাজ করা; তোরা কিছুই কর্‌বিনি, খালি হরি হরি কর্‌বি, বুঝেছিস্? মজায় থাক্‌বি, বড় প্রাণের আরামে থাক্‌বি।

বিরজা। প্রভু, আমার মতন পাতকীকে হরি দয়া কর্‌বেন?

নসী। দয়া কি রে—তাঁর ওই কাজ, তাঁর একটা নাম হলো পতিতপাবন; যে আপনাকে পতিত ভাবে,হরি তার পেছনে পেছনে ফেরে; হরিগুণ গেয়ে বেড়া, হরি সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌বে, আমি চল্লেম।

[নসীরামের প্রস্থান।

মাধুলী। সখি! কোথায় যাবে?

বিরজা। যেথানে দুচোক যায়, পারি যদি এই পাগলের মতন পাগল হব।

মাধুলী। আমিও দেখি যদি জীয়ন্তে মরা হতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শববাহকগণ ও সোনার প্রবেশ)

সোনা। এই দিকে আয়, নিয়ে চল, সৎকার কর্‌বো, মুখে আগুন দি, এদিকে নিশ্চিন্দি হই—তার পর—

১ম বাহক। এ কি—এ যে খুনী লাস!

সোনা। ঐ বিল্বপত্র খুঁড়ে দেখ, টাকার ঘড়া দেখ, আর কি চাস্? এ তোদের।

২য় বা। ওরে, ঢের টাকা।

সোনা। সর্ব্বনাশী, নরবলি তো খেয়েছ, চল, এখন তোমায় জলে ফেলে দিয়ে আসি, সোনা তোমার পূজা কর্‌তে পার্‌বে না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(নসীরাম ও সোনা।)

নসী। ওরে শোন শোন, তোর নাম কি ?

সোনা। কেন রে পাগ্‌লা, আমার নামে দরকার কি ?

নসী। তোরে নিয়ে ঘর কর্‌তে হবে, আর নামটা জেনে নেব না ?

সোনা। আ মর্ মুখপোড়া, তুই আমার নিয়ে ঘর কর্‌বি কি রে ?

নসী। তা জানিস্ নি ? তোর জন্যে আমার বড় মন টান্‌ছে. তোকে ছেড়ে আমি যেতে পর্‌বো না।

সোনা। কেন রে পাগ্‌লা, আমার ছেড়ে যেতে পার্‌বিনি কেন ?

নসী। মানুষ পেলে কি কেউ ছেড়ে দেয়, বল্ না, তোর নাম কি বল্ না ?

সোনা। আমার নাম সোনা। আমি তোর মনের মানুষ হলেম কেমন ক'রে ?

নসী। সেই যে সে দিন থেকে, সেই যে দিন হরি বলেছিলি। তোর বড় জোরের হরি বলা রে, হরিবোল সবই মিষ্টি, যে ভয়ে ভয়ে হরি বলে, সেও মিষ্টি, কিন্তু যে হরির তোয়াক্কা না রেখে হরি বলে, তার আমি পায়ে ঘুরি।

সোনা। ঘুরিস্ এখন, এখন যা, রাজা আস্‌চে।

নসী। রাজা দেখে তুই ভুল্ গে যা, আমি তোকে দেখে ভুলে আছি।

সোনা। আ মরি, ন্যাক্‌রা কর্‌লি নাকি ?

নসী। আচ্ছা থাকি, তোমার আমি বাগিয়ে নিচ্ছি, তবে আমার নাম নসে। মনে করেছ, আমায় ফাঁকি দেবে, সে যো নাই, নসে পায় ধাঁধা তোর পায়ে পড়্‌বো।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কি সোনা, কি হলো ?

সোনা। আজ ব্রত শেষ হয়েছে, আজই বিয়ে হবে।

রাজা। কি রকম—আমার উপর তুই মন দেখলি কেমন ?

সোনা। তা খুব, কিন্তু তাকে বিরজা ব'লে ডাক্‌তে পাবেন না।

রাজা। কি ব'লে ডাক্‌বো ?

সোনা। ওই সোনা, তার বড় ভয়, যদি তারে আপনি লোকনিন্দায় ত্যাগ করেন।

রাজা। আমি তোমায় সব বলেছি, আমি সকলকে আস্‌তে বলেছি—সকলকার সাম্‌নে বল্‌বো।

সোনা। সে বলে কি জানেন—বলে, আমার রাজার যেন মনে ধরেছে, সভার লোক যদি বিশ্রী বলে ?

রাজা। তা বলুক, যা বলে বলুক গে, আমি বিরজার।

সোনা। ওই দেখুন, আপনি বিরজা বল্‌ছেন।

রাজা। তবে কি বল্‌বো ?

সোনা। বলুন; আমি সোনার—সোনা আমার।

নসী। আমি সোনার—সোনা আমার।

সোনা। ও পাগ্‌লা মড়া এখানে কি ক'রে ?

নসী। তোমার জন্য ঘোরে।

রাজা। সোনা, তুমি আমার কনে জুটিয়ে দিচ্চ—দেখ, আমি তোমার বর জুটিয়েছি।

সোনা। যেমন দেবেন, তেম্‌নি পাবেন।

রাজা। কেন, তোমার পছন্দ হবে না নাকি ?

নসী। আমার তো খুব পছন্দ।

রাজা। এস নসীরাম, এ দিকে এস, তোমার হাতে হাতে স'পে দিই এস।

নসী। দিন তো মহারাজ—দিন তো—মাগী বড় গ্যাদারে।

সোনা। মহারাজ হাতে হাতে স'পে দিচ্চেন—আপনার সোনাকে না নেয়।

রাজা। সে সোনা কোথায় পাবে, সে আমার হৃদয়-কক্ষে চাবী দেওয়া থাকবে।

নসী। চাবী দিয়ে কোথায় রাখ্‌বে—বস্ত্র অাঁটুনী ফস্‌কা গেরো—আমি নেবো।

রাজা। ইস্—নসীরাম, আজ যে বড় প্রেমিক হয়েছ।

নসী। হব না—দেখেই লোকে শেখে, রোজ পিরীত দেখ্‌ছি, আর শিখ্‌বো না?

রাজা। সোনা, দেরী হতে লাগ্‌লো—যাও।

সোনা। আপনি সবাইকে ডাকান, সে তো আপনার হাতেই আছে।

রাজা। সকলে এল বলে—তুমি যাও।

সোনা। আমি যাচ্ছি, সহচরীদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিই গে, আপনি ব'লে রাখ্‌বেন, কেউ কিছু না নিন্দা করে।

রাজা। তুমি ঐ কথা একশবারই বল্‌ছো কেন?—যাও না।

সোনা। আমি কি বল্‌ছি, সোনা যেমন বলে, তাই বলি।

নসী। এটি মহারাজ ঠিক বলেছে—যেমন বলাচ্ছে, তেমনি বল্‌ছে।

রাজা। তবে তুমি সভায় নিয়ে এস।

সোনা। আচ্ছা, আমি চল্লেম।

(সোনার প্রস্থান।

নসী। ও সোনা, আমায় পায়ে ঠেলে যেও না, আমি তোমার জন্যই ঘুরছি—গেলে —যাও, আবার আস্‌তে হবে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ। এ কি সর্ব্বনাশ করেছেন? সোনাকে বিবাহ করবেন নাকি?

রাজা। তোমার অত তত্ত্বে প্রয়োজন নাই, আমি রাজা, আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর।

মন্ত্রী। মহারাজ, ঐ কুৎসিতার প্রতি আপনি কেন অনুরাগী হলেন?

রাজা। আমার ইচ্ছা।

নসী। তা বই কি—যার যাতে মন।

(সভাসদ্‌গণের প্রবেশ)

সভাসদ্। মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা হয়, যা শুন্‌ছি, এ কি সত্য?

রাজা। হাঁ, সত্যই শুনেছ, আমি সোনাকে বিবাহ করবো—

(পরিচারিকার সমভিব্যাহারে অবগুণ্ঠনবতী সোনার প্রবেশ)

রাজা। এস প্রিয়ে, এই সিংহাসনে ব'স।

সোনা। (ছদ্মস্বরে) প্রাণনাথ, আমি সভাজনকে ভয় করি।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার ভয় কি, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী। সভাজনকে একবার তোমার চন্দ্রবদন দেখাও, তা হ'লে সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, কি নারীরত্ন আমি গৃহে এনেছি।

সোনা। এঁরা যদি আমার রূপ দে'খে নিন্দা করেন, তখন আপনি কি ত্যাগ করবেন?

রাজা। প্রিয়ে, কেন বার বার এ কথা বল্‌ছো?

সোনা। প্রাণনাথ, মালা পর, (মাল্যদান) দেখ্‌বেন, পায়ে ঠেল্‌বেন না!

রাজা। আমি শপথ কর্‌ছি, তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী! আজ হ'তে তুমি রাজ্যেশ্বরী! তোমার আজ্ঞায় রাজ্য চল্‌বে, আমি তোমার দাস মাত্র। সভাসদ্ সকলে শোনো—মন্ত্রী শোনো—আজ হ'তে রাজ্য আমার প্রিয়ার নামে, এই রাজদণ্ড হাতে দিলেম। কি, কেউ কথা কচ্চো না যে?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমরা রাজভৃত্য, আমাদের কথার অধিকার কি, আপনার যেরূপ আজ্ঞা, তাই হবে।

রাজা। প্রিয়ে! অবগুণ্ঠন খোল, সভার সকলে তোমার চন্দ্রবদন দেখুক।

সোনা। প্রাণেশ্বর—এই যে ঘোমটা খুলেছি।

রাজা। এ কি—তুই কে?

সোনা। তোমার প্রাণপ্রিয়ে সোনা।

রাজা। কালামুখী, দূর হ'।

সোনা। হৃদয়েশ্বর! প্রাণনাথ! শপথ ভুলবেন না, আপনি তো বলেছেন, দাসীকে কখনও ত্যাগ করবেন না।

রাজা। কি এ, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

সোনা। হৃদয়েশ্বর, যে আপনার পুত্রবধূর প্রতি কামকটাক্ষ করে, যে আপনার পুত্রকে সন্ন্যাসী করে, যে আপনার বংশধরকে দুরন্ত কাপালিকের করে বধের নিমিত্ত অর্পণ করে, হৃদয়েশ্বর, তার দশা আর কি হয়ে থাকে? আমায় কুৎসিতা ব'লে ঘৃণা কর্‌ছেন—আমি বাহ্যিক, কুৎসিত, কিন্তু আপনার অন্তর কত কুৎসিত, একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন; আমিই আপনার যোগ্যা নারী, আমায় বধ কর্‌তে চান করুন, কিন্তু এ কলঙ্ক আপনার ঘুচবে না। ধিক্! সতীর সতীত্ব নষ্ট করার নাম কি ধর্ম্ম? জানেন না, জগজ্জননী শিবানী সতীর আদর্শ! যিনি পতিনিন্দা শুনে দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তিনি সতীর সতীত্বনাশে প্রসন্না হবেন, এই কি আপনার ধারণা? যদি মনুষ্যত্ব দূর না হয়ে থাকে, যদি নিতান্ত মোহান্ধ না হন, একটু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, এত দিন ধর্ম্ম করেন নাই, কেবল কাপালিকের কুপরামর্শে কামবৃত্তি তৃপ্তি করেছেন। জগদীশ্বরী আপনার উপর বিরূপা। সভাস্থ সকলেই শুনুন,—দুরন্ত কাপালিকের ছলে আমার সতীত্ব নষ্ট হয়, এই মূঢ় রাজার নিকট আবেদন করি, ইনি কাপালিকের পক্ষ হয়ে আমার আবেদন উপেক্ষা করেন, আজ আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি।

রাজা। ধিক্ আমায়!

[প্রস্থান।

সোনা। প্রাণেশ্বর! কোথায় যাও? দাসীকে ফেলে কোথায় যাও? তুমি পায়ে ঠেল্‌বে ঠেল, আমি তোমায় ছাড়্‌বো না! [প্রস্থান।

নসী। ও সোনা, কোথায় যাও? তুমি যে আমার প্রাণ কেড়ে নিয়েছ, তুমি একবার আমায় নাম শুনিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। সকলে স্বস্থানে যাও, এ কথা না আর আন্দোলন হয়।

সভাসদ্। মন্ত্রী মহাশয়, কা'র মুখ বন্ধ কর্‌বেন?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদী-তীর।

রাজা।

রাজা। কেন আর এ ভববন্ধ,
এ জীবনে ফল কিবা আর!
ছি ছি ঘৃণা ধরে না হৃদয়ে,
রাজা হয়ে কত আর সহে,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে পশিব সলিলে,
যেন দেহ নাহি পায় কেহ।
ধিক্—মরিলে কি যাবে অপমান?
আরে কাম—
বুঝি নাই এত দিন তোর প্রতারণা,
বন্ধু হয়ে রহ তুমি দেহে,
পরিণাম দুরন্ত এমন!
ছি ছি, ছাড়িলাম পুত্রের মমতা,
কলঙ্কে না করিলাম ভয়,
রাজ্যেশ্বর—হইলাম বেশ্যার ঘৃণিত,
আর সব কত,
যথা যাব হাসিবে সকলে,
কবে এই কাম-অন্ধ দুরাচার;
ছি ছি, গেল মান প্রাণ তো গেল না।
আর কেন,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে ঝাঁপ দিই জলে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মরো না, মরো না, মরো না, মানবজন্ম পেলে, হরিসাধন হলো না, এখন কি মর্‌তে আছে? চল, হরি ব'লে চল, এ দিকে তো দেখে নিলে, মরা তো আছেই, একবার ওদিক দেখে নাও, তখন আর মর্‌তে চাইবে না, তখন মজে হবে, জন্ম জন্ম মানব-

দেহ ধরি আর হরিসাধন করি; এম্‌নি মিষ্টি নাম। হরি বল, প্রাণের জ্বালা থাক্‌বে না। মর্‌তে তো হবেই, তেড়ে-ফুড়ে মরা কেন?

রাজা। নসীরাম, আর আমি এ কালামুখ দেখাব না।

নসী। না দেখাও বেশ তো, নির্জ্জনে ব'সে হরিনাম কর। তুমি অত ভাব্‌ছ কেন? মাগীতে সকলকেই কানে পাক দে নিয়ে বেড়ায়, মাগীর জন্য সকলেই উন্মত্ত,তুমি কেবল ধরা পড়েছ। তোমায় একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন— রাজা যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, চিরযৌবনা কুন্তীকে দে'খে তাঁরও মন হয়েছিল। তুমি কি মনে কর, এ ইন্দ্রিয়গুলো কম, ওরা আপনার আপনার কাজ করেছে, তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, এখন ওই বেটাদের জব্দ ক'রে হরিনাম কর।

রাজা। ছি ছি! কি লজ্জা—কি ঘৃণা।

নসী। হরি বল, তখন বল্‌বে কি আনন্দ। বল দেখি, হরি বল,—হরি লজ্জানিবারণ, হরি বল, তোমার লজ্জা থাক্‌বে না। ঠেকে তো শিখেছ, এখন সংসারের মুখে ছাই দিয়ে হরির দোহাই দাও। ম'রে কি হবে, হরিনাম তো কত্তে পাবে না। আমি মনে করি, চিরকাল বেঁচে থাকি, আর হরি হরি করি। শোন, হরি লজ্জা-নিবারণ।

রাজা। আমার এ দারুণ লজ্জা কে নিবারণ কর্‌বে? আমি আর সমাজে মুখ দেখাব না, আত্মহত্যাই আমার উচিত পরিণাম।

নসী। আচ্ছা, হরি বল, তার পর মরো এখন। রাজা, মনে ক'রে দেখ, তুমি বলেছিলে, রাজ্যে যদি গোলযোগ না হয়, আমি যা চাব তাই দেবে, মনে কর, যখন তোমার ব্যামো আরাম করি, তখনও তুমি বলেছিলে যা চাব, তাই দেবে,এখন আমায় দাও, আমি ভুলিনি।

রাজা। তুমি কি চাও?

নসী। আমি তোমার মনটি চাই, তোমার মনটি নে আমি হরিনাম শিখাই।

রাজা। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জাহীন মুখে হাসি আসে।

নসী। বেশ তো, হাস্‌তে কাঁদ্‌তে তো এসেছ। হরিগুণ গাও, খানিক হাস, খানিক কাঁদ।

রাজা। নসীরাম, তুমি কে—তুমি তো আমায় ঘৃণা কর না?

নসী। আমি তোমায় ঘৃণা কর্‌বো কেমন ক'রে, আমি যে তোমারই মতন ইন্দ্রিয়দাস। দেখ, দুর্ল্লভ নরজন্ম পেয়েছি, হরিনামে অনুরাগ হলো না, তাই তোমায় হরিনাম কর্‌তে সাধি; তোমার মুখে হরিনাম শুনে যদি হরিনাম কর্‌তে সাধ হয়। বল, হরি বল, আর মিছে সময় কাটিও না, মিছে কাজে অনেক দিন গিয়েছে, বল ভাই, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল হরিবোল— হরি কি আমায় পায় রাখ্‌বেন?

নসী। তোমার কাজ তুমি কর, তাঁর কাজ তিনি কর্‌বেন, হরি না পায়ে রাখ্‌লে রাজা, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি হরি বল? হরিই তোমায় হরি বলাচ্ছেন— বল, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নসী। নাম নিয়ে কি প্রাণ শীতল হচ্চে না? তোমার প্রাণে প্রাণে হরি বল্‌ছেন না যে, হরিনাম কর, তোর লজ্জা নিবারণ কর্‌বো? ওই শোন, ওই আমার হরি বল্‌ছেন, "কে রে তাপিত, আয়, আমার কোলে আয়, আমি তোর তাপ দূর কর্‌বো," চল, হরি ব'লে নেচে চল—বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে হরি ব'লে ধেয়ে এস—হরি বল ভাই, নসে পাগ্‌লাকে কৃতার্থ কর।

রাজা। নসীরাম, তুমি আমার পায়ে স্থান দাও, তুমিই আমার হরি।

নসী। ছিঃ ছিঃ! কুকুরকে ঠাকুর বলো না; আমি হরির দাস—আ মর্ নসে, সে যে মস্ত কথা রে—হরির দাস, তার দাস, তার দাস—ও নসে, সেও যে একটা মস্ত কথা রে—আমি একটা নসে পাগ্লা। তোমার মনটি আমায় দাও ভাই, তা নইলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে।

রাজা। আমি তো মন দিতে জানি না, তুমি নাও।

নসী। তবে হরি বল, হরি ব'লে চ'লে যাও, নির্জ্জনে গে হরিকে ডাক।

রাজা। কোথায় যাব?

নসী। যেখানে হরি নিয়ে যায়।

রাজা। সেই ভাল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[প্রস্থান।

নসী। ও নসে, সর্ব্বনেশে, তুই আবার কি কর্‌বি? সেই মাগীটের ওপর মন পড়েছে—আ মর্! তোর এত মাথা ব্যথা কিসের রে! আমার খুসী, তোর কি?

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। আমি এখন কোথায় যাই, পোড়ারমুখো ছিল এক রকম—এখানে বসেই খানিক গাই।

নসী। চুপ চুপ—শীকার জুটেছে।

(সোনার গীত)

ভাতারকে পুরে গালে
উঠ্‌লো কাক-ধ্বজরথে।
স'রে যা সর্ব্বনাশী আস্‌বে এই পথে॥
কুলো হাতে কালামুখী সিঁদুর মুচেছে,
ছিল হেলা-গোলা ভাক্কড় ভোলা
সেটা ঘুচেছে,
ছারকপালীর এমনি নোলা সকল রুচেছে;
নয় তো সোজা যায় না বোঝা,
চলে রাঁড়ী কি স্রোতে॥
ধোঁয়ার মত আঁধার-বরণ কায়,
তেল বিনে চুল রুক্ষ হয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়,
নাম শুনে যম ভয়েতে পালায়;
খাবে কার মাথা এবার
কিরবে না তো কথাতে॥

নসী। সোনামণি চাঁদবদনি! একবার চাঁদ-মুখে হরি বল না?

সোনা। দূর পোড়ারমুখো পাগ্‌লা।

নসী। আচ্ছা, আমায় আর দুটো গাল দাও, দিয়ে হরি বল।

সোনা। মর্ মুখপোড়া, আমি হরি বল্ আর নাই বলি, তোর অত মাথা-ব্যথা কেন রে?

নসী। তোর যে ভাই আমি পিরীতে পড়েছি।

সোনা। যা—আমি হরি বল্‌ব না।

নসী। মাথা খাও, বল, উপরোধে ঢেঁকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি বল্লে।

সোনা। তুই মড়া অমন কচ্চিস্ কেন? হরি ব'লে আমার কি হবে? আমি আবার হরিনাম কর্‌বো? আমায় বেশ্যা কল্লে কে?—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় মদ খাওয়ালে কে?—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় অনাথিনী কল্লে কে?—সেই হরি না আর কেউ? আমায় নরঘাতিনী কল্লে কে?—সেই হরি, না আর কেউ? না আর কেউ? কালামুখো, সেই হরির নাম কর্‌তে আমায় বলিস্, তোর সখ প'ড়ে থাকে, তুই হরিনাম কর্ গে যা।

নসী। আচ্ছা, আমি হরিনাম করি, তুই শোন্।

সোনা। না, আমি তাও শুনবো না।

নসী। শোন্ ভাই, তোর পায়ে পড়ি।

সোনা। দেখ্ মুখপোড়া, তোর নাক-কান আমি নখ দে ছিঁড়ে দেব, তুই কেন বল্ দেখি আমায় কাঁদাস্? শোন্ পোড়ারমুখো, কেউ আমায় কখন যত্ন করেনি, তুই যদি যত্ন কর্‌বি, তোর মুখে আমি নুড়ো জেলে দেব।

নসী। নুড়ো জেলে দিবি দে, আমি কিন্তু তোর পায়ে ধর্‌বো ভাই।

সোনা। আচ্ছা, আমি হরি বল্‌ছি, তুই চ'লে যা, তুই আর আমার কাছে আস্‌বিনি বল্?

দেহ ধরি আর হরিসাধন করি; এম্নি মিষ্টি নাম। হরি বল, প্রাণের জ্বালা থাক্‌বে না। মর্‌তে তো হবেই, তেড়ে-ফুড়ে মরা কেন?

রাজা। নসীরাম, আর আমি এ কালামুখ দেখাব না।

নসী। না দেখাও বেশ তো, নির্জ্জনে ব'সে হরিনাম কর। তুমি অত ভাব্‌ছ কেন? মাগীতে সকলকেই কানে পাক দে নিয়ে বেড়ায়, মাগীর জন্য সকলেই উন্মত্ত,তুমি কেবল ধরা পড়েছ। তোমায় একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন—রাজা যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, চিরযৌবনা কুন্তীকে দে'খে তাঁরও মন হয়েছিল। তুমি কি মনে কর, এ ইন্দ্রিয়গুলো কম, ওরা আপনার আপনার কাজ করেছে, তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, এখন ওই বেটাদের জব্দ ক'রে হরিনাম কর।

রাজা। ছি ছি! কি লজ্জা—কি ঘৃণা।

নসী। হরি বল, তখন বল্‌বে কি আনন্দ। বল দেখি, হরি বল,—হরি লজ্জানিবারণ, হরি বল, তোমার লজ্জা থাক্‌বে না। ঠেকে তো শিখেছ, এখন সংসারের মুখে ছাই দিয়ে হরির দোহাই দাও। ম'রে কি হবে, হরিনাম তো কত্তে পাবে না। আমি মনে করি, চিরকাল বেঁচে থাকি, আর হরি হরি করি। শোন, হরি লজ্জা-নিবারণ।

রাজা। আমার এ দারুণ লজ্জা কে নিবারণ কর্‌বে? আমি আর সমাজে মুখ দেখাব না, আত্মহত্যাই আমার উচিত পরিণাম।

নসী। আচ্ছা, হরি বল, তার পর মরো এখন। রাজা, মনে ক'রে দেখ, তুমি বলেছিলে, রাজ্যে যদি গোলযোগ না হয়, আমি যা চাব তাই দেবে, মনে কর, যখন তোমার ব্যামো আরাম করি, তখনও তুমি বলেছিলে যা চাব, তাই দেবে,এখন আমায় দাও, আমি ভুলিনি।

রাজা। তুমি কি চাও?

নসী। আমি তোমার মনটি চাই, তোমার মনটি নে আমি হরিনাম শিখাই।

রাজা। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জাহীন মুখে হাসি আসে।

নসী। বেশ তো, হাস্‌তে কাঁদ্‌তে তো এসেছ। হরিগুণ গাও, খানিক হাস, খানিক কাঁদ।

রাজা। নসীরাম, তুমি কে—তুমি তো আমায় ঘৃণা কর না?

নসী। আমি তোমায় ঘৃণা কর্‌বো কেমন ক'রে, আমি যে তোমারই মতন ইন্দ্রিয়দাস। দেখ, দুর্ল্লভ নরজন্ম পেয়েছি, হরিনামে অনুরাগ হলো না, তাই তোমায় হরিনাম কর্‌তে সাধি; তোমার মুখে হরিনাম শুনে যদি হরিনাম কর্‌তে সাধ হয়। বল, হরি বল, আর মিছে সময় কাটিও না, মিছে কাজে অনেক দিন গিয়েছে, বল ভাই, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল হরিবোল—হরি কি আমায় পায় রাখ্‌বেন?

নসী। তোমার কাজ তুমি কর, তাঁর কাজ তিনি কর্‌বেন, হরি না পায়ে রাখ্‌লে রাজা, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি হরি বল? হরিই তোমায় হরি বলাচ্ছেন—বল, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নসী। নাম নিয়ে কি প্রাণ শীতল হচ্ছে না? তোমার প্রাণে প্রাণে হরি বল্‌ছেন না যে, হরিনাম কর, তোর লজ্জা নিবারণ কর্‌বো? ওই শোন, ওই আমার হরি বল্‌ছেন, "কে রে তাপিত, আয়, আমার কোলে আয়, আমি তোর তাপ দূর কর্‌বো," চল, হরি ব'লে নেচে চল—বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে হরি ব'লে ধেয়ে এস—হরি বল ভাই, নসে পাগ্‌লাকে কৃতার্থ কর।

রাজা। নসীরাম, তুমি আমার পায়ে স্থান দাও, তুমিই আমার হরি।

নসী। ছিঃ ছিঃ! কুকুরকে ঠাকুর বলো না; আমি হরির দাস—আ মর্ নসে, সে যে মস্ত কথা রে—হরির দাস, তার দাস, তার দাস—ও নসে, সেও যে একটা মস্ত কথা রে—আমি একটা নসে পাগ্‌লা। তোমার মনটি আমায় দাও ভাই, তা নইলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে।

রাজা। আমি তো মন দিতে জানি না, তুমি নাও।

নসী। তবে হরি বল, হরি ব'লে চ'লে যাও, নির্জ্জনে গে হরিকে ডাক।

রাজা। কোথায় যাব?

নসী। যেখানে হরি নিয়ে যান।

রাজা। সেই ভাল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[প্রস্থান।

নসী। ও নসে, সর্ব্বনেশে, তুই আবার কি কর্‌বি? সেই মাগীটের ওপর মন পড়েছে—আ মর্! তোর এত মাথা ব্যথা কিসের রে! আমার খুসী, তোর কি?

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। আমি এখন কোথায় যাই, পোড়ারমুখো ছিল এক রকম—এখানে বসেই খানিক গাই।

নসী। চুপ চুপ—শীকার জুটেছে।

(সোনার গীত)

ভাতারকে পূরে গালে
উঠ্‌লো কাক-ধ্বজরথে।
স'রে যা সর্ব্বনাশী আস্‌বে এই পথে॥
কুলো হাতে কালামুখী সিঁদুর মুচেছে,
ছিল হেলা-গোলা ভাঙ্গড় ভোলা
সেটা ঘুচেছে,
ছারকপালীর এমনি নোলা সকল রুচেছে;
নয় তো সোজা যায় না বোঝা,
চলে রাঁড়ী কি স্রোতে॥
ধোঁয়ার মত আঁধার-বরণ কায়,
তেল বিনে চুল রুক্ষ হয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়,
নাম শুনে যম ভয়েতে পালায়;
খাবে কার মাথা এবার
ফির্‌বে না তো কথাতে॥

নসী। সোনামণি চাঁদবদনি! একবার চাঁদ-মুখে হরি বল না?

সোনা। দূর পোড়ারমুখো পাগ্‌লা।

নসী। আচ্ছা, আমায় আর দুটো গাল দাও, দিয়ে হরি বল।

সোনা। মর্ মুখপোড়া, আমি হরি বলি আর নাই বলি, তোর অত মাথা-ব্যথা কেন রে?

নসী। তোর যে ভাই আমি পিরীতে পড়েছি।

সোনা। যা—আমি হরি বল্‌ব না।

নসী। মাথা খাও, বল, উপরোধে ঢেঁকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি বল্লে।

সোনা। তুই মড়া অমন কচ্ছিস্ কেন? হরি ব'লে আমার কি হবে? আমি আবার হরিনাম কর্‌বো? আমায় বেশ্যা কল্লে কে?—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় মদ খাওয়ালে কে?—সেই হরি, না আর কেউ? আমায় অনাথিনী কল্লে কে?—সেই হরি না আর কেউ? আমায় নরঘাতিনী কল্লে কে?—সেই হরি, না আর কেউ? না আর কেউ? কালামুখো, সেই হরির নাম কর্‌তে আমায় বলিস্, তোর সখ প'ড়ে থাকে, তুই হরিনাম কর্ গে যা।

নসী। আচ্ছা, আমি হরিনাম করি, তুই শোন্।

সোনা। না, আমি তাও শুন্‌বো না।

নসী। শোন্ ভাই, তোর পায়ে পড়ি।

সোনা। দেখ্ মুখপোড়া, তোর নাক-কান আমি নখ দে ছিঁড়ে দেব, তুই কেন বল্ দেখি আমায় কাঁদাস্? শোন্ পোড়ারমুখো, কেউ আমায় কখন যত্ন করেনি, তুই যদি যত্ন কর্‌বি, তোর মুখে আমি নুড়ো জেলে দেব।

নসী। নুড়ো জেলে দিবি দে, আমি কিন্তু তোর পায়ে ধর্‌বো ভাই।

সোনা। আচ্ছা, আমি হরি বল্‌ছি, তুই চ'লে যা, তুই আর আমার কাছে আস্‌বিনি বল্?

নসী। আচ্ছা, আস্‌বো না, তুই যদি রোজ হরি বলিস্, থাক্‌বো না, কিন্তু দেখিস্, যে দিন না হরি বল্‌বি, সেই দিনই নসে আস্‌বে! দেখ্, সোনা, তোকে আমি বড় ভালবাসি, এ ভব-সমুদ্রে তোকে ছেড়ে আমি যেতে পাচ্চিনি।

সোনা। দেখ্ মড়া, আমার কান্না পাচ্ছে, বা কিন্তু—

নসী। তা কাঁদ্ না ভাই, কত রাধারাণী কেঁদেছে, তা জানিস্? পিরীত কল্লেই কাঁদ্‌তে হয়, তোতে আমাতে পিরীত হচ্ছে, একটু কাঁদ্‌বিনি, এই দেখ্, তোর জন্য আমি কাঁদি।

সোনা। ছারকপালে, আমি চল্লেম।

নসী। না ভাই, একটি গেয়ে যাও, তা নৈলে আমি ছাড়্‌বো না—তুমি ঢের গান জান।

সোনা। ছাড় ছাড়।

নসী। গাও।

সোনা। আচ্ছা গাচ্ছি।

(গীত)

যাব সই আন্‌তে বারি কোর না মানা।
লজ্জা পেলে ডুব্‌বো জলে তা কি জান না॥
বলে সই কলঙ্কিনী, নই লো তাতে বিষাদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমে রাই আমোদিনী,—
আমার ধরাসনে গুণমণি
লাজে কি বাধে বল না।

নসী। এই দেখ্, তুইও কাঁদ্‌ছিস, আমিও কাঁদ্‌ছি।

সোনা। কাঁদ্ গে যা মুখপোড়া।

[প্রস্থান।

নসী। নসে তোরে ছাড়্‌বে না সোনা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পর্ব্বত-প্রদেশ।

(বিরজা ও মাধুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শুন প্রাণসই,
বোধ মানে কৈ পোড়া মন।
ভাবি বংশীধারী—কুমারে নেহারি,
কভু হরি
বাঁধা করে করে, দেবীর আগারে,
কাপালিক খড়্গ করে উত্তোলন;
মনে পড়ে—
বিরস বদন ভূপতি-সদন
প্রাণ ভিক্ষা মাগে অধীনীর;
অমনি স্বজনি,
দুনয়নে শতধারে বহে নীর—
আপনা পাসরি ভুলে যাই হরি,
ধৈর্য্য ধরি কিসে বল সই;
আত্মহারা হই—
যেন আমি আমি নই।
দেখিতে কুমারে বড় মনে হয় সাধ
যত দিন সে সাধ না পূরে,
সত্য কহি তোরে, হরিপদ নাহি চাই;
গুরুর চরণ নিত্য করি লো স্মরণ,
যাচি পায়,
করুণায় বারেক দেখাও তাঁরে।
হায় সখি, রাজার নন্দন,
কভু দুখ না জানে কেমন,
নির্ব্বাসন আমা হেতু!
ধূমকেতু আমি লো স্বজনি,
যথা যাই অনর্থ ঘটাই তথা।
আত্ম-গঞ্জনায় প্রাণ জ্ব'লে যায়;
যদি কভু দেখা তাঁর পাই,
পায়ে ধ'রে বুঝাই স্বজনি,
আমি চির-অধীনী তাঁহার,
ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে
অন্যাকারে কভু নাহি দিছি স্থান।

মাধুলী। সখি, বৃথা কেন গঞ্জ আপনায়?
কি দোষ তোমার—লিপি বিধাতার,
যা হবার হয়ে গেছে।

তব মন বিগলিত প্রেমে,
কেন মিছে ভাব লো নগনে ;
সখি, কি আর করিবে,
যতই ভাবিবে বাড়িবে লো জ্বালা তত।
গুরুপদে মতি করি নত,
এস যাই করি হরিনাম।
কাঞ্চন-ভূষণে,
হের ঊষা হাসে লো গগনে,
গায় পাখীকুল—
আকুল হরির প্রেমে,
কুসুম বিকাশে প্রকাশে মহিমা তাঁর ;
চল সখি যাই—
ঘরে ঘরে হরিগুণ গাই,
জুড়াই মরম-হুতাশন।
রাখ হরিপদে মতি,
শুন লো যুবতি,
অবশ্য মিটিবে সাধ,
কামনা পাবে না স্থান হৃদে।
গুরু-আজ্ঞামত,
পর্ব্বত-প্রদেশে এস করি হরিনাম,
হরি-প্রেমে মাতুক শিখরবাসী।
শুনি ধ্বনি প্রতিধ্বনি
শতমুখে গাবে হরিনাম,
জুড়াইবে প্রাণ,
বেদনা জানাব হরিপদে।

বিরজা। সখি—হরি কি কাঁদায় অবলায় ?
ব্রজেশ্বরী প্যারী, আহা মরি মরি,
শতবর্ষ লুটিল ধূলায় ;
বিবশা গোপিকা হাহাকার ধ্বনি
তুলিল গগনপথে ;
বিরহ-বিধুরা যত গোপের ললনা,
শোকে নিমগনা,
স্মরি হরি কাঁদিল দিবসযামী ;
নয়ন-সলিলে বাড়িল যমুনা,
তবু তো এলো না নিঠুর সে কালাচাঁদ।
যাঁর কৃষ্ণপদে মতি, তাঁর এই গতি ···
আমি কৃষ্ণ-ভক্তিহীনা,
কেমনে পূরিবে সাধ ?
নাহি সই অধিক বাসনা—
ষ্যারেক দেখিব,
ব'লে যাব আমি অপরাধী তাঁর পায়,
অধীনী ভাবিয়া যেন করেন মার্জ্জনা ;
নহে মম সাধন হবে না,
বঞ্চিত রহিব হরি-প্রেমে।
চল যাই নাম গাই ঘরে ঘরে।

উভয়ের— (গীত)

মরি হায় ব্রজের মাঝে।
বাজায় বেণু নাচে ধেনু কানু চলে গোঠে,
দেয় করতালি রাখাল মেলি
আনন্দরোল ওঠে,
হেরে হায় রাখালরাজে।
গোপিনী উন্মাদিনী আকুল বেণী ছোটে,
বাঁকা শ্যাম রাখাল সাজে ॥
খেলে হেলে দুলে শিখিপাখা
তরুণ অরুণ লোটে,
ঊষা মলিন লাজে ॥
হেরে চরণকমল চায় শতদল
কাননে ফুল ফোটে,
আমোদে ভ্রমর জাগে ॥

(পাহাড়ীয়া পুরুষগণের প্রবেশ)

১ম পা। আরে, সে দুটা মাগী আয়েছে রে, সে দুটা মাগী আয়েছে।

২য় পা। আরে মাদল লিয়ে আয়, মাদল লিয়ে আয়, আরে দাঁড়া মাগীরা, বাঁকা শ্যামের গান গাই আয়।

পাহাড়ীয়াগণের—(গীত)

বাঁকা শ্যাম বাজায় বাঁশী।
চল্ রে চল্ যাবে চ'লে
উঁকি দিয়ে দে'খে আসি ॥
বাঁকা শ্যাম নেচে চলে,
বনফুলের মালা দোলে,
বাঁশীতে রাধা নাম বোলে ;
আঁখ্ঠারে বল্‌তো কারে,
রাঙ্গা ঠোঁটে মুচ্‌কী হাসি ॥

১ম পা। বলি হাঁরে মাগী, তোদের হরিনাম দিলে কে ? এ যে বড় মিটে নাম

বিরজা। ভাই! গুরু দিয়েছেন।

১ম পা। সে মিন্‌ষে—না তোর মত মাগী? আমাদের হেথা আর একটা মিন্‌ষে আছে, হরিনাম না বল্লে খায় না, চল্, তার কাছে যাবি? তোরা যেমন নাচিস্‌ —হরি বলে সেও রে নাচে, আমরা বি উয়ার ঠাঁই নাচ্‌তে শিখেছি।

বিরজা। কোথায় তিনি?

১ম পা। ওই দেখ্, খেপা আস্‌ছে।

(অনাথনাথ ও পাহাড়ীয়া
বালকগণের প্রবেশ)

১ম বা। ও খেপা, খা, তবে হরি বল্‌বো, নেই তো সাতদিন আস্‌বো না, তুই হরিনাম শুন্‌তে পাবি না।

২য় বা। ওরে, হরি বল্, নইলে কথাবি কইবে না।

১ম বা। না ভাই, সেই গান গাই আয়।

বালকগণের— (গীত)

খেলি ছুটাছুটি, আয় ধূলায় লুটি,
হরি আয় আয় আয় রে।
তুই এমন কেমন, নাই খেলাতে মন,
বেলা যায় যায় রে॥
হাতে তালি দিয়ে, তোরে মাঝে লিয়ে,
নাচ্‌বো থিয়ে থিয়ে;
তুই নাচ্‌বি যত, বনফুল দিব তত,
বাঁশী বাজাবি দাঁড়াবি পায় পায় পায় রে॥

মাধুরী। সখি দেখ, হরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন, ওই দেখ, হরিপ্রেমে উন্মত্ত কুমার।

বিরজা। দেখ সই প্রাণ ফেটে যায়,
দেখ দেখ ধূলায় লুটায়,
ধূলি-ধূসরিত কায় নৃপতি-নন্দন,
ছি ছি এত ছিল এ ছার কপালে!
চলে গেলে
হ'ত সাধ দিই বুক পেতে।
দেখ, পথে পথে ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায়,
হায় সখি এ বেদনা সব কত!
চল যাই হরিপ্রেম পদে ভিক্ষা চাই,
হই সই উন্মত্ত উহাঁর মত;
ওঁর মত ধূলায় লুটাই,
শূন্যপানে চাই,—
ভেসে যাই হরেপ্রেমনীরে,
তবে যদি যায় এ যাতনা।

২য় পা। ওরে, কি বল্‌ছিস রে, তোদের দেশের মানুষ না? আরে কথা কয় না, চেয়েবি খায় না, খালি বলে—ভাই হরিবোল।

অনাথ। ভাই, হরি বল ভাই, হরি বল!

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

বিরজা। হে প্রেমিকপুরুষ, দাসীকে হরিভক্তি—দিন।

অনাথ। হরিপ্রিয়ে! আমায় অপরাধী কর্‌বেন না, আমি হরিভক্তি কোথায় পাব, কৃপা ক'রে আপনারা আমাকে হরিভক্তি দিন।
হায় হায়, হরিনামে না জন্মিল অনুরাগ,
দিন গেল হরিনাম এল না বদনে!
গাও হরিনাম—
শ্রীমুখে শুনিতে মম সাধ,
হরিনামে মনের মালিন্য কর দূর,
পদরজ দেহ এই অধমের শিরে!
হরি, হরি, কৃপা কর,
দেহ নামে অনুরাগ,
ভবমাঝে ভুলে আছি ও অভয় নাম,
কৃপাময় করুণায় শিখাও আমায়।
হরিনাম গাই জীবন জুড়াই,
হরি ব'লে লুটি ভূমিতলে,
অঙ্গে মাখি ভক্ত-পদরজ,
ভক্ত-পদ-সরসিজ ধরি বক্ষোপরে,
ভক্তের বদনে শুনি নাম;
গুণধাম—
বাম আর হয়ো না হে অভাগার প্রতি।
ওরে ভাই, কে আছ বান্ধব,
কর হরিনামোৎসব,
হরিনাম গাও, জুড়াও তাপিত প্রাণ!

৩য় পা। হরিনাম শুনবি? ওরে মাগী, গা না, আমরাবি গাই, দেখ্‌না মিন্‌ষে কাঁদছে।

সকলে— (গীত)

বাজা মাদল বোল হরিবোল,
নাম শুনে মন মেতে উঠে।
পাথরে জল ঝরে ভাই
শুকনো ডালে কলি ফোটে॥
মজে যা হরিনাম রটা,
দেখ্‌বি আমোদের ঘটা,
পায়ে ঠেলে যাবি দিন ক'টা ;
গহ্বরে গোঠে মাঠে, নামে যাক গগন ফেটে,
নাই যমের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা,
হরি বল একচোটে॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গিরিগুহা-সম্মুখ।

(রাজা)

রাজা। গগন তপন সলিল পবন]
তরু মেরু বিহঙ্গম,
হরিগুণ গায় সবে।
পাতা মরমরি বলে কোথা হরি,
হরিময় ত্রিভুবন,
এ সুধার হরিনামে বিরত অধম !
বসিয়া গহ্বরে—
প্রাণ যায় সিংহাসনে ;
কত ওঠে মনে,
মনে পড়ে বিরজায়,
মনে জাগে সকলি আমার,
চঞ্চল অনিল সম ভ্রমে মন মম,
স্থির নহে তিলেকের তরে।
বুঝি এ জনমে
হরিনাম হলো না সাধন।
ভেবে কিবা হবে—
হরি হরি—মন নিবারিতে নারি
কি করি—কোথা সে রাতুল ?
দেখা পেলে,
তাঁর ঠাঁই শিখি পুনঃ হরিনাম।
নামে রুচি নাই,
আর কত দিন রবে প্রাণ দেহে—
এ যন্ত্রণা কত দিনে হবে দূর !
যাই—
দেখি পুনঃ পারি যদি করি হরিনাম।
হে গহন-বিহঙ্গম,
হরিনাম শিখাও আমায়।
এস হরি দয়া করি দেহ পদাশ্রয়,
তোমা বিনে অধমের কেবা আছে'
মম আঁধার সংসার !
জ্বলে শুধু স্মৃতি,
হৃদে দাবানল সম।
লজ্জা-নিবারণ দেহ দরশন,
ভুলি জ্বালা।
কালাচাঁদ হও হে উদয়—
কোথায় করুণাময়,
অভাগায় কৃপা কি হবে না?
প্রবেশি গহ্বরে—
দেখি যদি মন হয় স্থির।

[প্রস্থান।

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। সোনা, তুমি নরঘাতিনী, সে যাক, তোমার ছলনায় রাজার এই দশা—প্রতিহিংসায় কি তুমি তৃপ্তি লাভ করেছ ? এই তো অনন্ত জ্বালা ! যারে রাজ্যচ্যুত করেছি, তারই জন্য নিত্য কুসুম চয়ন কচ্চি। তারই জন্য নিত্য ফল আহরণ কচ্চি, হা অভাগিনি ! যদি অনুতাপ কর্‌বি তো এ কাজ কল্লি কেন ? নিত্য মনে করি, ক্ষমা চাব—যা থাকে অদৃষ্টে, আজ দেখা দিব, আমার তো সতীত্ব ফির্‌ল না, লাভে হ'তে রাজ্যেশ্বরকে বনবাসী কল্লেম। কাপালিকের সৎকার করেছি—দেখা পেলে ক্ষমা চাইতেম, আর উপায় নাই, যার উপায় নাই, সোনা তার জন্যে ভাবে না।

হয় চ'লে যাই। কোথা থেকে পোড়ার-মুখো নসে এলো? কিছুতেই যে আমি তাকে ভুল্‌তে পাচ্ছিনি, পোড়ারমুখোর মনে কি ঘৃণা নাই?—সে যে আমায়ও ঘৃণা করে না! সদাই মন চায়, আমি তার কাছে যাই; পোড়া মন, এখনও তুমি ভালবাস্‌তে চাও—তোমাতে আগুন লাগেনি! এমন মন থাকতে বনে আগুন লাগে—নসে পোড়ারমুখো যে সর্ব্বনাশ কর্‌লে; পাতা নড়ে, মনে হয়, নসে আস্‌ছে, পাখী গায়, মনে হয়, নসে হরি বল্‌ছে, হরিনাম—তা কখনই কর্‌বো না; নসের সঙ্গে আর একবার দেখা কর্‌বো, তার পর যেখানে হয় চ'লে যাব—এই যে রাজা আস্‌ছে।

(অন্তরালে অবস্থান)

রাজা। এ কি—কে আমার নিমিত্ত নিত্য কুসুম চয়ন করে—কে সুশীতল জল আনে—গহ্বর-ভিতরে কে ফল রেখে যায়? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। এখানে কি জনসমাগম আছে, আমায় সাধু বিবেচনা ক'রে কি গোপনে কেউ সেবা করে? এ স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত। (গমনোদ্যত)

সোনা। (অগ্রসর হইয়া) ক্ষম দোষ,
ত্যজ রোষ ওহে সদাশয়;
আমি দুশ্চারিণী,
রাজ্যেশ্বরে করিয়াছি বিপিন-নিবাসী;
অনুতাপে দহে প্রাণ,
কৃপাবান্ হও মতিমান্,
ক্ষমা কর পাপিনীরে।
জ্বলি যে জ্বালায় কব কি তোমায়—
নিত্য নিত্য তোমারে নেহারি,
অনুতাপে দহে প্রাণ,
কৃপা কর কর হে মার্জ্জনা;
দিও না বেদনা,
ললনা চঞ্চলমতি—
না বুঝে করেছি অপরাধ,
আর বাদ সেধ না হে নরনাথ,
ঢাল বারি অনুতাপানলে।

রাজা। কে ও, সোনা?
তুমি শিক্ষাদাতা গুরু-সম মম।
আছিলাম মত্ত মদা বিষয়ের মদে,
ফুটিল নয়ন তব চরণ-প্রসাদে।
তব পদে শত নমস্কার,
আমি অপরাধী কর তিরস্কার,
হোক মনে ঘৃণার উদয়,
হরিপদ ধরি দৃঢ় করি।
শুন লো ললনা,
তুমি দোষী এ কথা বল না;
তুমি মম ভবার্ণবে সেতু,
তোমা হেতু হরিনাম পাইল অধম।
জন্মে যেন হরিপ্রেম কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক বিষাদ,
হরিপ্রেমে ভুলি হে প্রাণের জ্বালা—
দাসে দেহ পদধূলি।

সোনা। তিরস্কার কর না আমায়।
পাপদেহ-স্পর্শে বাড়ে পাপ,
বাড়িবে সন্তাপ,
ছি ছি, ছুঁয়ো না আমায়।
আমি যে যাতনা সহি,
বল কত কহি—
কর ক্ষমা,
বল মহাশয় আর নাহি রোষ তব—
বল নাহি রোষ,
ভুলায়ো না বাক্যছলে,
বল বল অপরাধ করেছ মার্জ্জনা?

রাজা। নহ তুমি দোষী, হিতৈষী আমার,
তবু কহি তব অনুরোধে,
নাহি মম রোষ;
যদি তব হয়ে থাকে দোষ,
অকপটে কহি আমি করেছি মার্জ্জনা,
বল তুমি, হরিভক্তি হোক মম।

(নসীরামের প্রবেশ)

এ কি—গুরুদেব প্রণাম।

নসী। সোনা, কোথা যাবে, ধরেছি, আমি তোমার পিরীতে মজেছি, তুমি পারে

ঠেল, ঠেল্‌বে, আমি কখনও তোমায় ভুলতে পার্‌বো না।

সোনা। দূর হ পোড়ারমুখো পাগ্‌লা, তুই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বি। যার সঙ্গে এক-ত্তরে বার বচ্ছর কাটালেম, তারে পুড়িয়ে এসেছি, এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিনি। তুই পোড়ারমুখো আমার কাল হয়ে এসেছিস্, তোকে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি, তুই আমার আজী-বনের ছল-চাতুরী ভুলিয়ে দিলি, তোর কথায় প্রাণ গেল! আমি অনুতাপে জ্ব'লে মর্‌ছি, পোড়ারমুখো, তুই আবার এসেছিস্ কি কর্‌তে?

[প্রস্থান।

নসী। যাও তুমি, কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

রাজা। প্রভু, আমার তো হরিসাধন হলো না, আমি মন স্থির কর্‌তে পার্‌লেম না।

নসী। না পেরেছ নাই নাই, চল, তোমায় আজ হরি দেখাব।

রাজা। কৃপাময় কি বল্‌ছেন, চর্ম্মচক্ষে হরি দর্শন কর্‌বো?

নসী। তোমার আর চর্ম্মচক্ষু নাই, যে হরি-নাম করে, সে দেব-দেহ পায়। তোমার হরিসাধন হলো না ব'লে ক্ষোভ হচ্ছে, তোমার ন্যায় সাধু কে আছে? এই ক্ষোভই ক্ষোভ, অন্য ক্ষোভ বিড়ম্বনা মাত্র; এই ক্ষোভ যত পোরে, তত বাড়ে; যার হরিনামে রুচি আছে, সেই ধন্য! তুমি ধন্য—তোমার সহবাসে আমি ধন্য! দেখ, তোমার কিঞ্চিৎ বিষয়ক্ষোভ আছে, তাই তুমি হরির দর্শন পাও নাই, তোমার মনে হয়, তুমি পুত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছ—কিন্তু না, সে ক্ষোভ পরিত্যাগ কর; সকলই হরির ইচ্ছা, তুমি নিমিত্ত মাত্র। এস, আমার সঙ্গে এস, তোমার পুত্রের দর্শন পাবে। তোমার পুত্র এখন পরম সাধু, তার কৃপায় এ পর্ব্বতবাসীরা ঘরে ঘরে হরিনাম কচ্চে, এস, দেখ্‌বে এস!

রাজা। প্রভু, হরির দর্শন পাব, আজ্ঞা কর্‌লেন যে—

নসী। আমার আজ্ঞা নয়, হরির কৃপায় তুমি তাঁর দর্শন পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অরণ্য।

(অনাথনাথ।)

অনাথ। আর না কথা কব না, চুপ ক'রে দেখি, শ্যামের বামে রাইকিশোরী—মরি মরি রে, বৃন্দে, শ্যামের নিন্দে করিস্‌নি, ওই দেখ্, ভয়ে ভয়ে কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদমুখ শুকিয়ে গেছে, ওলো ওলো, রথের চাকা ধর্, চাকা ধর্, বড় ক্রূর অক্রূর লো—আহা, গোঠে কানাই নাই, শ্রীদাম কাঁদ কি গো তাই? দে মা নন্দরাণী, সাজিয়ে দে—মা চূড়া বেঁধে দে—দে মা ধড়া পরিয়ে দে—দে গো নবনী দে, বেণু না শুনে ধেনু যে গোঠে যাবে না। আহা, ধর্ ধর্ ধর্, প্যারী ধূলায় পড়ে—কৃষ্ণ ব'লে তমাল ধ'রে। ওরে কে রে—যা রে যমুনা-পারে, এনে দে এনে দে, কালাচাঁদে এনে দে! ছি ছি ছি, মান সাজে না তোর; দেখ, লোটে পায়—নূপুরে চূড়া মিশায়—শ্যাম-কায় নয়নজলে ভেসে যায়! ছি ছি রাই, ডাকি তাই, যার মানে তুমি মানী, তার এত অপমান করিস্ ওলো গরবিণি! ওই দেখ, শ্যাম ফিরে গেল—এখন কি হবে? আগে ক'রে মান কর্‌লি তুই অপমান—এখন প্রাণ দিলে তো কালা-চাঁদ আর ফির্‌বে না—

(নসীরাম ও রাজার প্রবেশ)

নসী। ওরে, খুব মজা দেখ্‌ছিস্, ওরে ও পাগ্‌লা।

অনাথ। প্রভু, প্রভু! (চরণধারণ)

নসী। আরে, কি করিস্, কি করিস্—তোর প্রেম একটু আমায় দে।

অনাথ। দয়াময়, দাসকে মনে পড়েছে?

নসী। তুই যে হরির দাস, আমি তোর দাসানুদাস। দেখ্, যারে তুই বাবা বল্‌তিস্,সেও এখন হরির দাস। দেখ্ দেখ্, হরিপ্রেমে মিন্‌ষে কাঁদ্‌ছে; দেখ্ বুড়ো-মিন্‌ষে—ওকে আবার রাজা বল তো!

অনাথ। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার হরিভক্তি লাভ হোক।

রাজা। বাবা, তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বে?

অনাথ। বাবা, আমি আপনার দাস, আপনার কৃপায় গুরুর কৃপা লাভ করেছি, হরিনাম পেয়েছি, আমার সার্থক জন্ম, আমি হরিনাম মুখে এনেছি!

নসী। কেমন, তোরে বলেছিলাম যে, রাজকুমার আর থাক্‌বিনি। এই দেখ্ না, সেই বাপ—যেন সে বাপ নয়, যেন কে আরও আপনার লোক; তুই সেই ছেলে—যেন সে ছেলে নয়, আর কেউ আপনার হতেও আপনার; দেখ্ দেখ্, হরিপ্রেমের মহিমা দেখ্। এত দিন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ কত দিন থাকে—এ প্রেমের সম্বন্ধ, প্রাণে প্রাণে গোলোক-বিহার! সোনা, তুই এলিনি, আমার প্রাণ কেমন কচ্চে—

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। এই যে, তোমার মুখে আগুন দিতে তোমার সঙ্গেই আছি, আমার কি পালাবার যো রেখেছ সর্ব্বনেশে!

(গীত)

ঘরে আর মন সরে না,
বুঝালে তো বোঝে না মন।
কে যেন নে যায় টেনে
জ্বালা এ কি যেমন তেমন।
মনে করি মনকে ধরি, পারিনি কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি;—
অবশে যাই গো ভেসে,
মন তো নয় মনের মতন॥

অনাথ। কে গো—তুমি কি প্রেমময়ী রাই?

সোনা। এই যে, মুখপোড়া এটাকেও খেপিয়েছে, মুখপোড়া, সৃষ্টি শুদ্ধ খেপালি!

নসী। সোনা, আমার অপরাধ নিও না, হরি খেপালে আমি কি কর্‌বো, আমার মুখে আগুন দিতে যদি তোমার সাধ হয় তো এস। আর আয়, তোরা আয়, বংশীধারী দেখ্‌বি আয়।

[সোনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোনা। এ কি, আমার প্রাণ টানে কেন? আমার পা দুটো ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে আর পোড়ারমুখোর কাছে যেতে হয় না। ছি ছি ছি! পাগলটা আমায় পিছনে পিছনে ফিরাচ্ছে। কেন—আমি হরিনাম কর্‌বো কেন? হরি বল্‌বো, তবে তিনি উদ্ধার কর্‌বেন—ও মা,আমি যেন গড়্‌তে বলেছিলেম; তুই যা খুসী তাই করিস্,তবু তোর নাম নেব না। এই যে বেশ্যা করেছিলি, এই যে নরঘাতিনী করেছিস্, তা আমি কি কল্লেম, কিছু কর্‌তে পেরেছি—ও মা, কি দয়াময় গো! ওরে আমায় টেনে নিয়ে যায়—আমি যে থাক্‌তে পারি না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতের অপরাংশ।

(বিরজা ও মাধুলী)

মাধুলী। সখি, তুমি তো দেখা পেয়েছিলে, কেন মার্জ্জনা চাইলে না, তবে এখন কেন খেদ কর?

বিরজা। সখি, তাঁরে উন্মত্ত দেখ্‌লেম—দাসীকে চিন্‌তে পার্‌লেন না, আমায় পরিচয় দিতে লজ্জা হলো, কি জানি, পরিচয় শুনে যদি তাঁর পূর্ব্বকথা স্মরণ হয়—প্রাণে ব্যথা লাগে।

বুঝিনু স্বজনি,
এ জনমে সাধন হলো না,
মনের বেদনা রহিল গো মনে মনে।
যত প্রাণ বাঁধি, তত সখি কাঁদি,
নিরবধি সেই কথা ওঠে মনে,
কেমনে করিব হায় পাদপদ্ম ধ্যান!
রক্তোৎপল চরণকমল
ভাবিতে স্বজনি, রঞ্জিত অধর হেরি;
ত্রিভঙ্গ নয়ন
নাহি সখি করি নিরীক্ষণ,
হেরি ধ্যানে সে নয়নদুটি;
বাঁশী মনে হ'লে ভাসি আঁখিজলে,
শুনি কানে সে মধুর স্বর;
বল না বল না সাধনা কেমনে করি?
যাও সখি যাও স্থানান্তরে,
হরি-প্রেমে হও না বাঞ্চিত,
দেখ দেখ তব সাধনার বিঘ্ন আমি।

মাধুলী। সখি, তুমি প্রেমিকা, প্রেমিক হরি তোমায় প্রেম দিয়েছেন; আমি প্রেমশূন্য, তোমার কাছে থাকি, প্রেম শিক্ষা করি, হরিকে কেমন ক'রে ভাল-বাস্‌বো, তাই তোমার কাছে শিখি।

বিরজা। দেখ দেখ, চিতা সাজান কার!

মাধুলী। তা তো জানিনি!

বিরজা। এ কি শ্মশান—সখি, এ নির্জ্জন স্থান নয়, ওই দেখ, কে আস্‌ছে।

মাধুলী। এ যে গুরুদেব—সে রাজা না? ওই যে রাজকুমার!

বিরজা। তাই তো।

(নসীরাম, রাজা ও অনাথের প্রবেশ)
(বিরজা ও মাধুলীর প্রণাম)

বিরজা। গুরু-প্রভু, আমাদের সাধন হলো না।

মাধুলী। প্রভু, কৈ, জীয়ন্তে মরা তো হতে পার্‌লেম না, আমার সকল কথাই মনে পড়ে।

নসী। ওরে ও খেপা, এ কে দেখ্‌ছিস্‌—এই সেই যে তোর বিরজা ছিল, আর এ মাধুলী।

রাজা। বিরজা—মা, হরির দোহাই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

বিরজা। আপনি পিতা—হরিভক্ত, অপরাধী কর্‌বেন না, আমায় হরিভক্তি দিন।

নসী। ও খেপা, চুপ ক'রে রইলি যে—দেখ্‌, মনে আড় রাখিস্‌নি—বিরজার অপরাধ নাই, সে তোমা বই আর ধ্যানেও জানে না, আর যদি অপরাধীই হয়—তুই প্রেম দান ক'রে সব ধুয়ে নে। বোঝ্‌ কামে প্রেমে তফাৎ—বোঝ্‌ কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁকড়ে দেয়; প্রেম জগদ্ব্যাপী—প্রাণ মন জগদ্ব্যাপী হয়। বিরজা, তোর কি মনের কথা, বল্‌ না।

বিরজা। রাজকুমার—

নসী। রাজকুমার কে রে—এখন কি রাজ কুমার আছে, খেপা বল্‌।

বিরজা। হে প্রেমোন্মাদ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অনাথ। প্রেমময়ি, তুমি আমায় প্রেম দাও, প্রেমে আমার মোহ-অন্ধকার দূর কর।

নসী। শোন্‌, তোদের সকলকে বলি শোন্‌, জগৎকে প্রেম দে—যে হীনের হীন, তাকে প্রেম দে—রাই রাজার ঘরের প্রেম ফুরাবে না, যত পাও বিলাও! রাধে, রাধে, আমায় প্রেম দাও! ওরে, আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি চল্লেম—ঐ দেখ আমার চিতা সাজিয়েছি।

সকলে। প্রভু কি বলেন?

নসী। আর কথার সময় নাই, তোরা হরিনাম কর্‌, সোনা আর, রাই রাজা তোরে ডাকছে।

সকলে। হায়! কি হোলো!

নসী। কেঁদ না, আবার দেখা হবে—হরি-নাম কর, বন্ধুর কাজ কর, আমার সময় উপস্থিত।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

(পাহাড়ীগণের প্রবেশ)

১ম পা। ওরে তোরা হেথা, আমরা তোদের মাদল নিয়ে খুঁজছি।

অনাথ। এস ভাই সকলে মিলে হরিনাম করি।

১ম পা। এ কে রে—একটা হরিবলা, বুঝেছি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। আরে কি কচ্চিস্—কাঠ হয়ে রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌নি, আর কাকে নাম শোনাচ্চিস্; দাঁড়া, আমি নুড়া জেলে দিই। (চিতায় অগ্নি প্রদান)

সকলে— (গীত)

লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারণ হরি।
পাথারে কর হে পার দিয়া রাঙা চরণতরী॥
কোথা হে হৃদয়-বিহারী,
চরমসময় বারেক নেহারি,
অবশ জিহ্বা নাম নিতে নারি;—
এস বাজিয়ে বাঁশী কালশশী
ঢেউ দেখে হে শিহরি॥

সোনা। পোড়াকপালে, তোর সঙ্গেই আমি যাচ্চি।

(সোনার চিতা-মধ্যে প্রবেশ)

(পুষ্পরথে সোনা ও নসীরামকে লইয়া রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গে উত্থান।)

কৃষ্ণ। যে আমার চায় আমি তারে চাই।

রাধিকা। শ্যামের ভক্ত বই আর কেউ তো নাই।

সকলে— (গীত)

রথ রাখ হে রাখ বাঁকা শ্যাম।
যেও না অকূলে ফেলে হয়ো না হে বাম॥
পায়ে ঠেল না প্রেমময়ী রাই,
রাধে তোমারি দোহাই,
বারেক দাঁড়াও যুগল হেরে
মন-প্রাণ জুড়াই;—
যদি নিদয় হবে কেউ তো ভবে
নেবে না জয় রাধানাম॥

যবনিকা পতন।

অভিমন্যু বধ

পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য ।

* * সুধারস অভিমন্যু-বধে ।
কাশিরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥
কাশিরাম দাস ।

মহাভারতের কথা অমৃতের সমান ।
হে কাশি ! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্ ।
মধুসূদন দত্ত ।

উৎসর্গ-পত্র

পরম-শ্রদ্ধাস্পদ অনারেবল্
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়
বহুমাননিধানেষু ।

যিনি স্বয়ং উৎকর্ষলাভ ও মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করেন, তিনি সংসারে আদর্শ । মহোদ আমার ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করুন ; ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম ইতি

কলিকাতা,
বাগবাজার,
১২৮৮ সাল

বিনয়াবনত
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।	দুর্য্যোধন।
যুধিষ্ঠির।	দুঃশাসন।
ভীম।	দ্রোণাচার্য্য।
অর্জ্জুন।	কৃপাচার্য্য।
নকুল।	অশ্বত্থামা।
সহদেব।	কর্ণ।
সাত্যকি।	কৃতবর্ম্মা।
ধৃষ্টদ্যুম্ন।	ভগদত্ত।
অভিমন্যু	শকুনি।
জয়দ্রথ।	দূষণ।

সুশর্ম্মা, গর্গমুনি, সৈন্য, সেনানায়ক, দূত, গণক, পিশাচদল ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুভদ্রা	অর্জ্জুন-পত্নী।
উত্তরা	অভিমন্যু-পত্নী।

রোহিণী, স্বপ্নদেবী, স্বপ্নসঙ্গিনীগণ, উত্তরার সখীগণ, পিশাচীদল ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

শ্মশান।

পিশাচ-দল।

বৃদ্ধ। বাজ্‌বে মাদল, ঘোর কোলাহল,
রক্ত-স্রোতে ভাস্‌বে ধরা।
বালক। হাঁ বাবা, সত্যি বাবা?
বৃদ্ধ। হাঁ রে হাঁ।
যুবক। রক্ত খাব সরা সরা!
রক্ত খাব সরা সরা!

গীত।)

টক্ টক্ টক্, চক্ চক্ চক্,
চুমকি রুধির পিয়ে;
হাম হাহা হুহু হিয়ে।
আতি মাথি,
কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে হাড়ে হাড়ে ছাড়ে।
হিহি হিহি হিহি খুসি, চুচু চুচু চুচু চুষি,
তাজা তাজা তাজা, মর্‌জা মর্‌জা,
হাম্ হুম্ হাম্, হারা রারা রাব্রা,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়ে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

কুরু-শিবির।

দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, সুশর্ম্মা,
জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ইত্যাদি।

দুর্য্যো। হে সখে, হে মাতুল সুধীর!
বুঝিয়া করহ বিধি,
নহে রণে মজিবে সকল।
নিশ্চয় বিধাতা বাম,
নহে জামদগ্ন্য রাম,
পরাভূত যার ভুজ-বলে,
মহীতলে অব্যর্থ সন্ধান যার,
কুরু-শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর পড়িল সমরে,
পামর পাণ্ডব-ছলে!
হে আচার্য্য-প্রধান—
সুধে তোমা মূঢ় দুর্য্যোধন,
কোথা ছিল ধর্ম্মজ্ঞান ফাল্গুনীর তব,
বৃদ্ধ পিতামহে,
বিন্ধিল দুরন্ত যবে শিখণ্ডীর আড়ে?
চিরদিন তুমি হে পাণ্ডব-প্রিয়,
তেঁই উপেক্ষিয়া কর রণ।
যবে বনস্থলে, মাতুল কৌশলে,
ছলিল পাণ্ডবগণে,
দুই হাতে ধূলি ছড়াইল ধনঞ্জয়,
হাসিলাম হেরি, জ্ঞানহীন আমি,—
এত দিনে বুঝিলাম অর্থ তার;—
ঘোর বাতে শুষ্ক পত্র যথা,
উড়ায় মদীয় সেনা ধনঞ্জয় রে
অধীর করীন্দ্রশ্রেণী,
বিকট রথের নাদে;
রথ রথী চূর্ণ রথ-বেগে;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম,
চারিদিকে আগুন উথলে শর-জালে;—
আচার্য্য উদাস রণে।
নিদাঘ-মিহিরে মীনকুল ক্ষয় যথা,
দিনে দিনে কুলক্ষয় মম,
প্রবল পাণ্ডব-তেজে;
রণস্থল ব্রাহ্মণের নয়,
বুঝিলাম এত দিনে।
দ্রোণ। ভাল বৎস,
পিতা পুত্রে ত্যজি সভাস্থল।
বার বার বলেছি তোমারে,
অজেয় পাণ্ডবগণে,—
মম শিষ্য বলি,
নাহি জান ধনঞ্জয়ে;
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,
রাক্ষসীয় দীক্ষাপূর্ণ বীর,
পাশুপত অস্ত্র করতল,
নিবাত-কবচঘাতী।
এ প্রাচীন কালে,
যুদ্ধ নাহি শোভে আর,

তবু যথাসাধ্য করি রণ,
সাপক্ষে তোমার।
লোকলাজ করি পরিহার,
মমতা করিয়া ছেদ,
মহা অস্ত্র কত হানি ধনঞ্জয়ে,
নিবারে সকলি রণে পার্থ মহারথ।
অতুলনা মহীতলে বীর,
গভীর সাগর সম,
দেবগণ সনে
পুরন্দর পরাভব সমরে যাহার!
এ হেন অর্জ্জুনে জিনিবে সমরে সাধ।
বার বার বলেছি তোমারে,
এ সমরে দিতে ক্ষমা,
মিলিতে পাণ্ডব-সনে;
দুষ্ট মন্ত্রী-উপদেশে, না শুনি বচন,
জ্বালাইতে কালানল,
পোড়াইতে পতঙ্গের সম,
পৃথিবীর জগণে।
আজি হ'তে নহি সেনাপতি তোর।
চল পুত্র! যাই অন্য স্থান,
দুর্জ্জনের সহবাস নহে শ্রেয়ঃ কভু।
কৃপ। কি কর আচার্য্য বীর!
কৌরব আশ্রিত তব,
তব বাহুবলে দর্পী দুর্য্যোধন;
তোমার সহায়ে চাহে জিনিতে পাণ্ডবে!
ত্যজি তারে অর্ণব-মাঝারে,
কোথা যাও দ্বিজোত্তম?
শুন দুর্য্যোধন,
গুরুর চরণে কর মিনতি বিশেষ,
বড় স্নেহ তোমা প্রতি, ত্যজিবেন রোষ।
দুর্য্যো। গুরুদেব!
না ব'লে তোমারে,
বল বলিব কাহারে!
বলক্ষয় দিন দিন,
খসে একে একে বীরচূড়ামণি,
যামিনী-প্রভাতে তারা সম;
তেঁই দেব!
তাপিত প্রাণের জ্বালা নিবেদি চরণে,
পুত্র জ্ঞানে ত্যজ রোষ প্রভু!
দ্রোণ। প্রাণপণে করি তোর হিত,
তবু অনুচিত কহ বার বার।
কহি পুনঃ পুনঃ,
নাহি বীর এ তিন ভুবনে,
কৃষ্ণার্জ্জুনে জিনে রণে!
যেবা হয় করহ মন্ত্রণা,
পাণ্ডবের নাহি পরাজয়!
দুর্য্যো। প্রভু!
নিতান্ত কি ঠেলিলেন পায়,
চির-অনুগত দীনজনে?
এ অকূলে তুমি কর্ণধার,
পার কর বিপদে কাণ্ডারী।
দ্রোণ। একমাত্র উপায় ইহার;—
কহ নারায়ণী সেনাগণে,
যমের দোসর জনে জনে,
সুশর্ম্মা নায়ক যার—
কালি যুদ্ধে আহ্বানি অর্জ্জুনে,
লয়ে যাক স্থানান্তরে;
হেথা সবে মিলি প্রকাশি বিক্রম,
আক্রমিব বৃকোদর-ঠাট;
রচিব বিচিত্র ব্যূহ অদ্ভুত জগতে,
কৃষ্ণা ন বিনা,
ভেদিতে অক্ষম তিনলোক!
দেখি এ কৌশলে ফলে যদি ম
দুর্য্যো। এই সে মন্ত্রণা সার।
কহ সখা, তোমার কি মত?
কর্ণ। ভাবি তাই কৌরব-ঈশ্বর,
ব্যাঘাত ঘটিল মম প্রতিজ্ঞা-পা ন।
শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে,
বিনাশিবে নারায়ণী সেনা,
না পাবে এড়ান ভীম কালি তব হাতে,
কুরুরাজ!
প্রতিজ্ঞা পালিও তব ক্ষত্রিয়-সম্মুখে।
দ্রোণ। কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা তথাপিও তুল
ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি-সংহতি,
বৃকোদর দুষ্কর সমর-কৃতী,
অতুলনা বাহুবল যার—
নহে অবহেলা-যোগ্য অতি।
শুন সুশর্ম্মা ভূপাল,
দিক্‌পাল সম বীর্য্যবান্ তুমি,
কালি রণে শার্দ্দূল-বিক্রমে,

আক্রমহ ধনঞ্জয়ে,—
যশস্তম্ভ রোপ মহীতলে।
সুশর্ম্মা। হে কৌরব-সেনাপতি,
প্রণাম চরণে দ্বিজোত্তম!
যথাশক্তি করিব সমর,
প্রবোধিব কিরীটীরে;
জয় পরাজয়,
ইচ্ছাসাধ্য নহে মম;
অবসর না দিব অর্জ্জুনে,
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।
দুর্য্যো। তব যোগ্য বাক্য মতিমান্।
এত দিনে জানিনু জিনিব রণ;
কত শক্তি ধরে ভীমসেন,
না ধরিবে টান মম রণে;—
কালি হবে পাণ্ডব-সংহার।
জয়। হে আচার্য্য! জানাই প্রণাম পদে।
কুরুরাজ! করি নিবেদন,
প্রাণপণে করি রণ সাপক্ষে তোমার;
কালি রণে দেহ ভার মোরে,
রক্ষিবারে ব্যূহদ্বার;—
অর্জ্জুন বিহনে,
পাণ্ডব-বাহিনী নাহি ডরি;
নিবারিব পাঞ্চাল-পাণ্ডবে মহাহবে,
সিন্ধুবারি বেলা যথা।
দ্রোণ। মহাযশা তুমি বীর,
ব্যূহদ্বারে স্থাপিব তোমায়।
দুর্য্যো। বীরবর! সহোদর সম তুমি মম,
এ সময়ে তুমি অধিকারী,
আমি মাত্র সহায় তোমার;
পূর্ব্ব-অরি ভীমসেন তব,
দেহ সমুচিত দণ্ড দুরাচারে!
শুন সমাগত বীরগণে,
নিষ্পাণ্ডবা সমর-সঙ্কল্প প্রাতে,
লভহ বিরাম ক্ষণে, যে যার শিবিরে।

(অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত
[সকলের প্রস্থান।

কৃপ। নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী কি
প্রতিজ্ঞা তোমার?
দ্রোণ। এ হেন প্রতিজ্ঞা কভু সম্ভবে কাহার!
পাণ্ডবে আহবে কেবা পারে জিনিবারে,
প্রেমে বাঁধা শ্রীমধুসূদন।
"যথা ধর্ম্ম, তথা জয়,"
অখণ্ড শাস্ত্রের বাণী।
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি স্থির,
ধাইছে ঘটনা-স্রোত অবিরাম-গতি,
হরিতে পৃথ্বীর ভার;
বীরমদে মত্ত ক্ষত্রগণে,
নিধন কারণে
উদয় এ কাল-রণ—
সকলি হইবে ক্ষয়,
একমাত্র রহিবে পাণ্ডব।
অশ্ব। তবে কি কাজ সমরে পিতঃ?
দ্রোণ। নিবারিতে কে পারে ঘটনা-স্রোত!
ও কথায় নাহি প্রয়োজন,—
সেনাপতি মাত্র আমি.
রাজ-আজ্ঞা করিব পালন;
শুন সাবধানে,
বাধিবে তুমুল রণ কালি;
পশিব পাণ্ডব-বাহিনী-মাঝে,
ধর্ম্মরাজে করিতে গ্রহণ।
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
অবশ্য বারিবে মোরে,
পাণ্ডব-সাপক্ষ রথী;
হেরি চির-অরি,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অবশ্য হইবে রোধী
প্রণের মমতা ত্যজি,
সমরে পশিবে বীর—
প্রাণপণে করিব যতন,
প্রতিজ্ঞা-পালন হেতু।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যদি হয় তনু-ক্ষয়,
ক'রো দুর্য্যোধনে যতনে সান্ত্বনা;
ব'লো তারে,
মৃত্যুকালে বলিয়াছে গুরু তার,
ক্ষমা দিতে কাল রণে;
কিন্তু যদি নাহি মানে মানা,
যাচে যুদ্ধ কুরুরাজ,—
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রো রে পালন—
দুর্য্যোধনে রক্ষিও যতনে;
কুরুবীর আগে, ফেয়ে ভীমসেন রণে,

লেলিহান কেশরী সমান ;
ভীমে প্রবোধিতে তব ভার
সাত্যকি সহিত,
আর আর পাণ্ডব-বাহিনী যত,
রহিল তোমার ভাগে কৃপাচার্য্য বীর!
যাও,
লভহ বিরাম নিদ্রাদেবী-অঙ্কে সুখে।

[কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।

জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে,
কুক্ষণে হইনু অস্ত্রধারী!
যাগ-যজ্ঞ-মঙ্গল-কামনা-রত দ্বিজ,
জীব-ক্ষয় বাসনা আমার!
যেই কর তুলিয়ে উল্লাসে,
আশীর্ব্বাদ করিছে ব্রাহ্মণ,
সেই করে করি নরনাশ,
দ্বিজকুলগ্লানি আমি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-শিবির।

দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ।

দুর্য্যো। প্রাণাধিক তুমি মহাবীর!
তেঁই ডরি স্থাপিতে তোমারে ব্যূহদ্বারে,
কেমনে রহিব স্থির,
সঙ্কটে রাখিয়া তোমা ;—
মহারথিগণে পুনঃ পুনঃ দিবে হানা,
একেশ্বর প্রবোধিবে কত জনে?
সেই হেতু যুক্তি এই সার,
বীর বৈকর্ত্তন রহুক প্রহরী মুখে,
পার্শ্বরক্ষা কর তুমি তার।

জয়। না মান বিস্ময় কুরুরাজ,
পূর্ব্ব-কথা বলি হে তোমায়।
বনে যবে বঞ্চিল পাণ্ডব,
শূন্যঘরে দ্রৌপদী করিনু চুরি,
চালাইনু রাজ্যমুখে রথ ;
পথে বাদী ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণার রোদনে,
বিধিমতে পাইনু অপমান,
কঠিন ভীমের হাতে,
প্রাণ রহে যুধিষ্ঠির-উপরোধে।
না যাইনু দেশে,
পশি বনমাঝে,
আরাধিনু দেব পঞ্চাননে,
পাণ্ডব-নিধনসঙ্কল্প করিয়ে হৃদে ;—
সদয় হৃদয় আশুতোষ,
দিয়াছেন দাসে বর,—
জিনিব পাণ্ডবগণে অর্জ্জুন বিহনে!
সেই আশে,সুযোগ প্রয়াসে সদা ফিরি ;
আজি সমরান্তে দিবা-অবসানে,
স্নান হেতু নামিলাম সরোবরে—
বিস্তার সরসী,
দলে দলে রাজহংসকুলে করে কেলি,
মধ্যে শতদলদল,
ফুটিয়াছে অগণন,—
যেন সুন্দরী রমণী-ছবি,
হেরিলাম তার মাঝে ;
মধুস্বরে শুনিনু ভর্ৎসনা ;—
'কোথা সিন্ধুরাজ-সুত,
প্রতিদান তব অপমানে,
কেন শঙ্করের বর কর অবহেলা!'
অকস্মাৎ নীরবিল বাণী,
মিশাইল ধ্বনি,
পরিমল-পূর্ণ সমীরণ।
নীরব গগনে হাসিল চন্দ্রমা ;
নীরব স্বভাব, নীরব বিস্তারবাপী
নীরব সে কমল-কানন!
হে কৌরব-মহারথ!
মনোরথ অবশ্য লভিব,
কহিতেছে অন্তরাত্মা মম,—
পুনঃ রথে তুলিব দ্রৌপদী,
কাঁদিবে বিবশা, রথমাঝে এলোকেশী,
হেরিব নয়ন ভ'রে,
প্রাণের সন্তাপ নিভাইব সে সলিলে॥

দুর্য্যো। শুভক্ষণে পেয়েছি তোমারে,
ওহে সিন্ধুকুলোত্তম!
পদাঘাত করিব ভীমের শিরে ;
কহিব পামরে কালি,

দেখাইয়া উরুস্থল,
উরুদেশে বসাব কৃষ্ণায়।

জয়। সমরান্তে তোমায় আমায় বাদ,
সুন্দ উপসুন্দ যথা তিলোত্তমা হেতু।

দুর্য্যো। সে আশঙ্কা নাহি বীর!
দুই জন পঞ্চজন স্থলে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

অন্তরীক্ষ।

রোহিণী ও গর্গমুনি।

রোহিণী। হায় তপোধন!
কাঁদে প্রাণ পূর্ব্বকথা স্মরি,—
কুক্ষণে সাজিনু রতি,
পীড়িতে মদনে প্রাণনাথে;
হেরি সে বয়ান, শতদল জলে,
পোড়া মুখে এল হাসি,
হানিনু কটাক্ষ-শর মোহিতে নাথেরে,
তেঁই প্রাণেশ্বর অনঙ্গে মাতিয়া,
অবহেলা করিল তোমারে,
দিলে হে কঠিন শাপ;
বিরহ-বিধুরা বালা,
কাঁদি একাকিনী চন্দ্রলোকে;
ঝর ঝর ঝরে বারিধারা,
হেরি শশধর স্বামী,
ভূমিতলে নরমাঝে;
শত শত বিন্ধে বুকে তপোধন,
উত্তরারে যবে,
সম্ভাষেণ প্রাণনাথ প্রিয়া বলি;
অবলারে কর দয়া মুনিবর!
তব শিক্ষামত দেখা দিছি জয়দ্রথে;
কিন্তু দেব! প্রত্যয় না মানে
পোড়া মন।
মহারথী অভিমন্যু বীর,
কি করিবে সপ্তরথী তার?
দ্বাদশ দিবস আজি দেখেছি সমর,
রথিকুলে রথীন্দ্র আর্জ্জুনি;
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীরে
বিমুখিল পুনঃ পুনঃ;
নাহি গণে যোগ্য অরি কারে,
দম্ভভরে ফিরে মদমত্ত করী সম।

গর্গ। শুন সুলোচনে!
ব্রাহ্মণের মনে কভু স্থায়ী নহে রোষ
শাপ দিয়া অনুতাপ হইল তখনি;
চলিনু কৈলাসে,
আরাধিনু দিগম্বরে,
উদ্ধারিতে পতি তব;
কহিলা শঙ্কর হাসি,—
চন্দ্রলোকে যাবে শশী কুরুক্ষেত্র-রণে;
আজি পুনঃ ভেটিলাম ভবে,
আজ্ঞায় তাঁহার,
গেছে স্বপ্নদেবী, সঙ্গিনী-সংহতি,
কাঁদাইতে উত্তরারে;
কেঁদে সতী হরিবে পতির বল;
দুই পাপে পড়িবে কুমার;—
বাল্যকালে,
চালিলা শ্রীকৃষ্ণে শূর-বংশ-গরিমায়;
বীরদম্ভে আজি ঠেলিবে মায়ের মান;
হীন-বল মাতার নিশ্বাসে,
হবে তল মহাবল সপ্তরথি-রণে।
আদেশ দেছেন শম্ভু বীর হনুমানে;
করিবারে সিংহনাদ ভীমের সম্মুখে;
অরি-হিয়া,
না কাঁপিবে থর থরি, গর্জ্জনে তাহার,
বিকল হইবে শূর,
রাখিবারে যুধিষ্ঠিরে;
মমতায় আকুল বালক হেতু,
বৃকোদর হইবে অধীর রণে,
মেরু যথা ঘোর ভূকম্পনে।
চল, সঙ্গোপনে দিব উপদেশ,
যেমত করিবে রণস্থলে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:—

বাপীতট।

অভিমন্যু।

অভি। প্রাণ মম কি জানি কি চায়!
দিনমান যায় রণশ্রমে;
নিশা-আগমনে,
কি যেন কি যেন পড়ে মনে।
যেন নিদাঘে নিকুঞ্জ-মাঝে
গাইছে কোকিল;
দূর-সমীরণে, মিলি একতানে,
ভাসে যেন সঙ্গীত-লহরী,
আধ-শ্রুত, কভু যেন শুনেছি সে গীত।
সদা জ্ঞান হয়,
রমণীর পদ-সঞ্চালন পাছে,—
মুদিলে নয়ন, কি যেন ঝলকে,
কে যেন দাঁড়ায় কাছে বিরস-বদনে।
(দূরে ভেরীরব)
নিশাকালে,
কি হেতু নাদিল ভেরী কৌরব-শিবিরে!
কি বিকার অন্তরে আমার,
চমকিনু ভেরীনাদে!
যেন,
সাধ হয় চন্দ্র সম ভাতিতে গগনে,
সুধিব জনকে আজি কোথা চন্দ্রলোক?
রাজসূয়কালে
কোন্ পথে চলিল বিমান;
যেন,
দেখেছি দেখেছি সে মোহন স্থান,
রমণীয় অবশ্য সে পুর,
শশধর বিরাজে যথায়!
(দূরে ভেরী-রব)
পুনঃ শুনি ভেরীরব কৌরব-শিবিরে!
নিশীথে কি বাধিবে সমর?
রণোল্লাসে স্থির রহে প্রাণ।
(রোহিণীর প্রবেশ)
রোহিণী। দেখা দিব কালি রণস্থলে,
হৃদে আশ হতেছে বিকাশ,
পাব পুনঃ প্রাণনাথে;
তমোগুণে ধাইছে ঘটনা,
কৈলাস-শিখর হ'তে।
(স্বপ্নদেবীর প্রবেশ)
স্বপ্ন। চল মম সনে সুলোচনে,
হেরিতে সতিনী তব,
মহেশ-আদেশে যাই রঙ্গচ্ছলে,
কাঁদাইতে উত্তরারে।
রোহিণী। হে রঙ্গিণি! সুভাষিণী তুমি।
ভাসি রঙ্গিল নীরদমাঝে,
সাজি সতী বিচিত্র বসনে,
পুলকিত-মতি,
ক্রীড়া কর শিশু সনে,
হয়ে দূতী গুণবতী,
যুবতী মিলাও যুবজনে,
স্বর্ণরাশি বিলাও প্রাচীনে;
দেহ প্রাণপতি ভুবনমোহিনি!
স্বপ্ন। পাবে সতি, প্রাণেশ্বর তব,
শঙ্কর-প্রসাদে ত্বরা।
[প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—o—

পাণ্ডব-শিবির।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ। দিন দিন হীনবল অরি,
তব অমোঘ প্রতাপে সখে!
মল্লযুদ্ধে তুষিয়ে শঙ্করে,
রাখিলে ঘোষণা ধরামাঝে মহাযশা!
স্থাপ কীর্ত্তি,
মথি বাহুবলে কালি নারায়ণী সেনা,
ইন্দ্রতুল্য জনে জনে রণে;
মহারাজ মগধ ঈশ্বর,
পরাভব যার তেজে,
শুনিলাম সুরলোকে করিলা সমর,
দেখি নাই বিক্রম-বিকাশ সেই কালে,
সেইরূপ রণে কালি প্রকাশ প্রভাব,
পরাভবি সংসপ্তকগণে,
উজ্জ্বলা কর শক্তি তব,

যতক্ষণ রহে যামী ;
প্রভাতে লইব রথ শিবির সম্মুখে।
অর্জ্জুন। হে মধুসূদন !
তব পদ হৃদিপদ্মে রাখি,
শিখি নাই ডরিতে অরিরে।
আইসে যদি তিন লোক কৌরব-সহায়ে,
মুহূর্ত্তে শ্রীহরি, পারি বিমুখিতে সবে ;
বাড়ে বল শ্রীমধুসূদন,
তোমারে হেরিলে রথে।
কিন্তু ভাবি যদুবীর,
কে রক্ষিবে ধর্ম্মরাজে,
ধাইবে কৌরবে যবে ধরিতে রাজায় ?
একা ভীম,
কত মহারথে নিবারিবে রণস্থলে ?
হে পাণ্ডব-সখা, আশঙ্কা হতেছে মনে,
কি হয় সমরে প্রাতে !
সাহস সম্পদ বল, ও রাজীবপদ,
কাণ্ডারী শ্রীনিবাস,
কর যুক্তি যে হয় বিধান।
কৃষ্ণ। না হও অধীর সখা !
একা বৃকোদর,
সোসর সমরে সমূহ কৌরব সনে,
তাহে মহা মহা রথী সহায় তাহার ;—
অপার বিক্রম যুযুধান
ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি হেন রণে,
মহারথ বিরাট্‌ দ্রুপদ,
আর আর দেব-অবতার রথী,
ঘটোৎকচ মহাবীর,
রাক্ষসীর ঠাটে,
জিনিতে তাহারে,
কে আছে কৌরব-মাঝে ?
বৃথা চিন্তা ত্যজ ধনঞ্জয় !
অর্জ্জুন। কি ভয় তাহার দেব,
যারে তুমি দেও হে অভয় !
কৃষ্ণ। কি হেতু বিনয় সখা,
কোন্‌ কার্য্যে অক্ষম,
অর্জ্জুন গাণ্ডীবধারী !
অর্জ্জুন। সকলি হে,
কৃপায় তোমার চক্রধারী !
[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। লীলাস্রোত বহিছে চৌদিকে,
হরিছে ধরার ভার ;
পলে পলে হোরা, হোরাদলে মিলি,
গড়ি দিবা-নিশি,
ছয়বার বহিবে সময়,
হবে লয় দুরন্ত ক্ষত্রিয়-কুল,
ঘুচিবে ধরার ভার।
কি মমতা ভাগিনা ছেদিতে !
বহি দেহভার, ধরার রোদনে,
তমোগুণে রাখিব মেদিনী।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

দেবালয়।

সুভদ্রা, উত্তরা ও সখীগণ।

উত্তরা। রাখ শঙ্কর সংগ্রামে প্রাণপতি,
দীনগতি,
চরণে শরণ মাগে হীন-মতি ;
আশুতোষ শিব শশাঙ্কধারী,
জাহ্নবী-বারি,
কুল্‌ কুল্‌ মৃদুল জটাঘটা-মাঝে,
বিভূতি সাজে ;
বব ব্যোম্‌ বব ব্যোম্‌ দিগম্বর,
হর দেহ বর,
অবলা মাগিছে হৃদি-রঞ্জনে হে,
অঙ্গনা বঞ্চনা করো না ভোলা,
তমাল-বিনিন্দিত নীল গলা,
ধটী বাঘছালা ;
প্রাণপতি যাচে দীনা বালা।

(গীত)

শ্রী—পটতাল।

ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ নাচে নাচে খেপা ভোলা,
নাচে খেপী সাথে,
ধরি হাতে হাতে,

(মরি) কমলে কমল, ভ্রমর বিকল,
রঙ্গিণী যোগিনী মাতে।
(কিবা) চরণে গুন্ গুন্ ভ্রমর বোলে;—
(হাসে) শতদল-দলে, ঢালে পরিমলে,
দিনমণি-শ্রেণী নখরে ভাতে।

(স্তব)

জয় পিনাক-ধারী, জয় ত্রিপুরারি,
জাহ্নবী-বারি ঢালি শিরে;
হেম হুম তাপ হর, গৌরী-মনোহর,
ভাসি শিব শঙ্কর আঁখি-নীরে।
ধর ধর পূজা ধর, আশুতোষ দেহ বর,
বিহ্বলা বালিকা, ভোলা ভূতপতি;
করুণা কুরু ভব, দুরন্ত আহব,
রক্ষ শ্যামধব, প্রাণপতি!

(অর্ঘ্য-প্রদান)

হা জননি!
পড়িল প্রমাদ হেথা,
দিগম্বর অর্ঘ্য নাহি নিল;
ভাঙ্গিল কি কপাল আমার!
আশুতোষ, কি হেতু করিলা রোষ,
না জানি গো সতি!

সুভদ্রা। একচিত্তে পুনঃ বৎসে,
আরাধ শঙ্করে।

(স্তব)

পতি পুত্র ভ্রমে রণভূমে,
রেখ মনে গণেশ-জননি!
সঙ্কটে শঙ্করি,
স্মরি শুভঙ্করী-পদযুগ,
রেখ পায় তনয়ার হৈমবতি
রণজয় দে রণরঙ্গিণি!

উত্তরা। হায় মাতঃ,
পুনঃ হর অর্ঘ্য নাহি ধরে।
প্রের ত্বরা আনিবারে প্রাণেশ্বরে,
না জীব জননি, তিল আর,
না হেরিলে গুণমণি মম।
যবে বাধিল মা এ কাল-সমর;
নিত্য ঘুমাইলে দেখি গো স্বপনে
ঈর্ষাপূর্ণ রমণী-মূরতি—
পলক-বিহীন আঁখি—
চাহে একদৃষ্টে মোর পানে,
সে বদনে হেরি কত ভাব,
ভয় বাসি হেরি সে সুন্দরী।

সুভদ্রা। পুনঃ ভক্তিভাবে দেহ অর্ঘ্য হরে।

উত্তরা। মা গো, ভূতনাথে কহিতে ব্যথা
প্রাণনাথে পড়ে মনে;
ঢালি জল ভাসি আঁখি-জলে!
দারুণ ক্ষত্রিয়-পণ,
যুদ্ধ নামে উন্মত্ত প্রাণেশ।
মা গো,
নাথ বিনা এ সংসারে নাহি জানি কারে।

সুভদ্রা। কর পুনঃ শিব আরাধনা
বিশ্বপতি বিশ্বনাথ বিনা,
কামনা পূরায় কেবা।
কেমনে,
চাহ আনিবারে অভিমন্যে হেথা?
প্রাতে রণ,
ব্যস্ত রথী রণকাজে,
নহে বীরাঙ্গনা-রীতি,
বীর-কার্য্যে দিতে বাধা;
কুল-কার্য্যে রহ কুলবতি!

উত্তরা। বৃথা গঞ্জ গুণবতি মোরে;
কিশোরে গো কে যায় সমরে—
ক্রীড়াস্থল ত্যজি?
কুরঙ্গ-সঙ্গিনী,
হেরি প্রাণাধিক কুরঙ্গেরে,
লেলিহান শার্দ্দূল মাঝারে,—
কেমনে বাঁধিবে প্রাণ, কুরঙ্গিণী?
ফেলি নিধি জলধি-জঠরে,
কার প্রাণ রহে স্থির?
আমি মা দুঃখিনী অতি,
অভাগীরে করো না ভর্ৎসনা,
পাগলিনী পতির বিরহে।
অঙ্কুরিত প্রেমের মুকুল হৃদে,
যত সাধ রয়েছে কুঁড়ারে,
পূরে নি গো একটি বাসনা!
কহি সত্য বাণী জননি গো করযোড়ে,
ধৈরয ধরিতে নারি নাথ-অদর্শনে;
তাহে বামদেব বাম অবলায়,
অর্ঘ্য নাহি নিল পশুপতি!

সুভদ্রা। ভক্তি বিনা অর্ঘ্য নাহি পায় স্থান,
আরাধনা কর ভক্তিভাবে।
জান না বালিকা তুমি ক্ষত্রিয়-নিয়ম,
সঙ্কট মরণ রণ—অঙ্গ-আভরণ ;
তপ করি যাচে যোগ্য অরি,
পতি পুত্র যায় রণে,
বীরাঙ্গনা সাজায় সমর-সাজে ;
ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারী,
সারথি হইয়ে রথে,
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ,
কাঁদায়ে সন্তানে,
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।
বাল্যাবধি জানি রণ-রীতি,
যাদব-ঝিয়ারী পাণ্ডুবংশ-কুলবধূ।
অকস্মাৎ গেলে দূত সংগ্রাম-শিবিরে,
কি কবে রথীন্দ্র যত,—
আসিবে সত্বরে সবে বিপদ্ আশঙ্কা করি,
ভঙ্গ হবে সমর-মন্ত্রণা,
এ কামনা করো না কল্যাণি!
যবে যুদ্ধকার্য্যে রত বীরভাগ,
বীরপত্নী ব্যস্ত রহে দেব-আরাধনে।
ত্যজ মোহ বীরবালা,
বীরকুল-রীতি স্মরি ;
মমতা ছেদিতে,
শিখে মা ক্ষত্রিয়-সুতা ভূমিষ্ঠ হইয়ে।
উত্তরা। ও গো যাদব-সুন্দরি!
জেনে শুনে বুঝাইতে নারি মন।
সুভদ্রা। দেবগৃহে করো না রোদন,
অকল্যাণ ঘটে তায় ;
চল যাই স্নান হেতু সরোবরে,
শীতল সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ মন—।
পুনঃ পঞ্চাননে কর পূজা ;
চন্দ্রচূড়া চণ্ডীর অর্চ্চনা,
আরম্ভিব পুনঃ আমি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উদ্যান।

স্বপ্ন ও সঙ্গিনীগণ।

স্বপ্ন। শুন লো সঙ্গিনি, ভুবনমোহিনী তোরা ;
আসিছে উত্তরা,
তোল তান গ্রন্থি-হীন গান ;
ফুল্ল ফুলবানে, ভ্রম লো বিমানে!
চারিদিকে খেল, ঢাল রাঙ্গা কাল,
হাস বনমাঝে ফণী ধরি ;
ময়ূর ময়ূরী লয়ে গড় করী,
কেশরী গড়াও বায় ;
কাঞ্চনে চন্দনে অঙ্গারের সনে,
মিলায়ে মাথ লো কায় ;
স্থান পরিমাণ, হর ধীরে ধীরে,
বাড়াও সময়, পলের ভিতরে,
নেচে নেচে ধাও, নেচে নেচে গাও,
কাঁদাও কাঁদাও, অভিমন্যু-ভামিনীরে!

সঙ্গিনী। (গীত)

বেহাগ—জলদ-একতালা।

চুপি চুপি, কর কানাকানি
নাচে নিশীথিনী ;—
ঝিমিকি ঝিমিকি ঝিকি মিকি ঝিকি,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ লো।
চলে অনিলে আগু করি, কিরণ সারি,
নামে তিমির-গহ্বরে,
ড্রিম ড্রিম্ ড্রিম্ লো।
চাঁদে কাঁদে, তারা বাঁধে,
দেখ দেখ কত আনাগোনা ;
কেবা আসে, কেবা হাসে,
কে ভাসে গগনে, মানা নাহি মানে.
রবি নিবিল,
জোনাকী টিম্ টিম্ টিম্ লো।
(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। কে যেন ঢালিছে কায় অলসের ভার,
মরি কি সুন্দর তরু হাসে ফল-ফুলে।
সৌরভে জুড়ায় প্রাণ।
(শয়ন ও নিদ্রা)

সঙ্গিনী (গীত)

চল দলে দলে, চড়ি শশিকরে,
যাই যাই যাই লো ;
ঘুরে ফিরে দেখি, পাই কি না পাই লো।
পুলকে আলোকে, পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে,
স্বর্ণপাখা, মেঘে ঢাকা,
পীত লোহিত সিত সলিলে,
ভাসিল ফণিনী, গ্রাসিল নলিনী,
যাই যাই তাই, ফিরে চাই লো।

১ম সঙ্গি। কে কোথায় জাগে লো স্বজনি ?
২য় সঙ্গি। রুষ্ট তারা ভ্রমিছে রোহিণী।
৩ সঙ্গি। ধরামাঝে কেন লো রঙ্গিণি ?
৪র্থ সঙ্গি। দেখ আসিয়াছে ধনী,—
নিয়ে যেতে গুণমণি।
উত্তরা। ও মা ! নিয়ে যায় প্রাণনাথে !

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। প্রাণশ্বরি,
ভাল খেলা খেল উপবনে !
কি হেতু প্রেরিলে দূতী,
কহ সুলোচনে !
যাব ত্বরা প্রভাত নিকট।
উত্তরা। নাথ !
দিব না যাইতে রণে,
কাজ নাই রাজ্য-ধনে মম,
বনে রব বাকল-বসনে তোমা লয়ে।
হৃদি-তন্ত্রী কম্পিত সদাই,
বড় ভয় গণি মনে,
না জানি কি ঘটে অকল্যাণ,
অর্ঘ না পাইল স্থান ভবেশের মাথে !
শুদ্ধচিত্তে পুনঃ আরাধিতে ভূতনাথে,
আইলাম স্নান হেতু সরোবরে ;
অলসে অবশ কায়া.
তরুতলে অঞ্চল পাতিয়ে,
অঙ্গ ঢালি হনু অচেতন ;
স্বপনে হেরিনু,
স্বপদৃষ্টা রমণী-মূরতি,
ধরি হাতে তুলিল তোমায় রথে ;
উত্তরোলে কাঁদিয়া জাগিনু !
অভি। সম্মুখে দেখিলে স্বপ্ন বিপরীত ফল।
চল সতি,
ভেটি জননীরে, বিদায় লইব ত্বরা ;
হের ফুলকুলে সাজিছে মেদিনী,
উষা প্রতীক্ষায় শ্যামা ;
কলরবে জাগিতেছে পাখী,—
গাইছে গায়কবৃন্দ,
উদিবে যবে সুবর্ণ-কিরীটী, সতি !
উত্তরা। ধরি চরণে হে গুণনিধি,
দাসীরে ঠেল না পায়, যেও না সমরে,
যদবধি অর্ঘ নাহি লন ভোলানাথ।
অভি। প্রিয়ে !
এ কথা কি সাজে হে তোমায় ?
পিতা, ভ্রাতা জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত আদি,
আত্মীয়-বান্ধবগণে, যুঝিবে সঙ্কট রণে,
রব বদ্ধ মহিলা-শিবিরে,
নারীর অঞ্চল ধরি !
এই কি বাসনা তব ?
বৃথা শঙ্কা ত্যজ আমোদিনি ;
না জান বিক্রম মম,
তিন পুর আসে যদি কৌরব-সহায়ে,
পরাজিব পলকে প্রমদা ;
চল প্রিয়ে জননী-সমীপে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

সুভদ্রা ও গণক।

গণক। শুভে !
রোহিণী নক্ষত্রে জন্মে তোমার তনয়,
রুষ্ট তারা সঙ্গ নেছে তার,
দেখিনু গণনে,
মহারুষ্ট তারা,
কালি যদি যায় সুমঙ্গলে,
পুত্র তব অমর নিশ্চয় !
সুভদ্রা। বুঝিনু বুঝিনু এতক্ষণে,
কেন হর অর্ঘ না ধরিল,
শঙ্করী-পূজায় কেন ঘটিল ব্যাঘাত !

যাত্রীবরা,
কে আছে রে ডাকি আন অভিমন্যে
হেথা।

(অভিমন্যু ও উত্তরার প্রবেশ)

অভি। উতলা কি হেতু মাতঃ ?
প্রণমে চরণে দাস, আশীষ জননি!
কি হে দ্বিজবর!
গণনায় দেখিলে কি স্থির,
কৌরব-বিনাশ কাল-রণে ?
সুভদ্রা। যাইতে দিব না তোরে,
কাল-রণে কালি।
অভি। মাতঃ!
সুভদ্রা। কোন মতে দিব না
যাইতে রণে আমি।
অভি। আজি নিশিযোগে,
ক্ষিপ্ত-রেণু-গুঁড়া মিশেছে কি বায়ু সনে!
কহ,কি জঞ্জাল ঘটায়েছ আচার্য্য ব্রাহ্মণ ?
সুভদ্রা। বাছা কাল মাত্র যেও না সমরে,
বীরাঙ্গনা বীরমাতা আমি,
সামান্য কারণে,
নাহি মানা করি তোরে,
সাধ কি রে মম—অর্জ্জুন-তনয়,
রহিবে মহিলা-শিবির-মাঝে,
যাদব-নন্দিনী আমি!
অভি। মাতঃ!
জান তুমি যাদব-বিক্রম,
পাণ্ডবের রীতি নাহি জান!
প্রমথ-মণ্ডলে শূলী পশিলে সমরে,
পাণ্ডব দিবে না পৃষ্ঠ কভু।
সুভদ্রা। বৎস, শুন মন দিয়া, না হও উতলা,
সাধে আমি করি না রে মানা!
দেখ এই দ্বিজ,
বিশারদ জ্যোতিষ-বিদ্যায়,
কহিয়াছে দিন দিন গণে মোরে,
যে দিন যা ঘটিবে তোমার ;
তারা রুষ্ট এক দিন আছে আর তোর ;
দেখিল গণিয়া বিপ্রবর,
অমঙ্গল ঘটে বৎস তায়।
অভি। ফিরি রণভূমে, যুদ্ধে ব্রতী অস্ত্রধারী,
মঙ্গলামঙ্গল মাতঃ আছে চিরদিন।
কহ দ্বিজ কোন্ গ্রহ রুষ্ট মোর প্রতি ?
হানি শর বিঁধি নভস্তলে।
সুভদ্রা। অলক্ষ্য সে গ্রহের প্রভাব, বৎস!
অভি। বিপক্ষ প্রত্যক্ষ মাতঃ!
পিতা ভ্রাতা বান্ধব সকল রণভূমে,
রব সবে রাখিয়া সঙ্কটে—
অলক্ষ্য প্রভাবে বাঁধা মহিলা-শিবিরে!
সুভদ্রা। বাছা, ঋণী তুই মার কাছে,
মাতৃঋণ যাবে শোধ তোর,
এক দিন ক্ষমা দেহ রণে,
চণ্ডী আরাধিতে দেখিনু রে ধ্যানে
তোর মস্তক-বিহীন ছায়া!
হরশিরে অর্ঘ্য না ধরিল!
অভি। শুনেছি মা,
উন্মাদ সংবাদ যত উত্তরার মুখে।
মা গো সহস্র ঋণে ঋণী জানি তব,
যত দিন বহিবে কালের স্রোত,
সে ঋণ না হবে পরিশোধ ;
চাহ সে ঋণে উদ্ধারিতে মোরে,
কৃপা তব অতুল ঈশ্বরি!
কিন্তু মাতঃ,
অস্থি হেতু পিতৃঋণে ঋণী অমি,—
মান হেতু পুত্রের কামনা,
প্রাণ হেতু পিতৃমান দিব বিসর্জ্জন ?
নারিব জননি,
ক্ষম বুঝি অবুঝ সন্তানে।
দেহ পদধূলি,
রণমৃত্যু চাহে ক্ষত্রবীর ;
জন্মে কত নর দেহধারী অগণন,
দিনে দিনে পলে পলে,
রয়, যায় কালের কবলে,
কিন্তু বীর্য্যবানে না ভুলে ধরণী,
কীর্ত্তি তার চলে অগ্রসর,
দেখাইয়ে পথ অন্য বীরে ;
লক্ষ হৃদি হয় উত্তেজিত,
শুনি গুণগ্রাম-গান তার ;
হেন পুত্র কর কি কামনা,
যাদব-নন্দিনী পাণ্ডব-গৃহিণী মাতঃ ?
চাহ যদি সে পুত্র তোমার,

দেহ পদধূলি যাই চ'লে রণস্থলে ;
একান্ত চঞ্চল হইতেছি মাতা,
হের ঊষা উদিল গগনে ;
বিলম্বিতে নারি আর।
উত্তরা। যাও নাথ বধিয়া আমায় !
অভি। প্রিয়ে, সকলই ভাল সহমত।
উত্তরা। একদিন মাত্র রহ গৃহে।
অভি। হেন উপদেশ,
কহিও ভ্রাতার কানে মৎস্যরাজ-সুতা !
প্রেম-কথা বিলাস-ভবনে,
কর্ত্তব্যের সনে সম্বন্ধ নাহিক তার !
পতি আমি, শুন বীরাঙ্গনা,
ধর উপদেশ-বাণী,
কুলের কামিনী রহ কুলাচারে রত,
যদি হয় অলস তাহায়,
অন্তব্রতে ব্রতী জনে নাহি স্নেহ বাধা।
উত্তরা। নাথ !
অভি। না উত্তরা।

(উত্তরার মূর্চ্ছা)

প্রণাম চরণে মাতঃ নিশা অবসান।

[প্রস্থান।

উত্তরা। মা গো ! কি হলো, কি হলো !
সুভদ্রা। বল মা, কি উপায় করি আর।
উপায়ের সার,
চণ্ডিকার পদ করি ধ্যান।
উত্তরা। নাহি কহ মোরে,
শঙ্করে পূজিতে আর ;
পূজি নারায়ণে—রক্ষাকর্ত্তা জনার্দ্দন।
সুভদ্রা। হর হরি করো না মা ভেদ ;
গৃহভেদে না জানি কি হয় !
চল যাই দেবালয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবিরসম্মুখ পথ।

অভিমন্যু।

অভি। এখনো স্বভাব ঢাকা নিশা-আবরণে,
মেঘে ঢাকা শশী.
তাই প্রভাত জানিয়া,
কুজনিছে বিহঙ্গিনী সুমধুর !
এ কি বিঘ্ন, কুৎসিত বায়স-রব !
উত্তরা চেতনাবধি,
না না, থাকিলে বাড়িত মায়া ;
ডরি মাত্র প্রেমের বন্ধনে !
মাতৃ-মানা শুনিল কি ধনঞ্জয় !
যবে রথী,
চলিল একেলা বনে ব্রহ্মচারী-বেশে,
ভ্রমিবারে দ্বাদশ বৎসর,
কর্ত্তব্য-রক্ষণ হেতু !

(গণকের প্রবেশ)

গণক। বীর, গ্রহাচার্য্য আমি,
শুন মানা একদিন তরে।
অভি। দ্বিজ !
ক্ষত্রিয়ের বশ নয় রোষ ;
কিংবা, কি হেতু বা রুষি আমি,
শুনি উপন্যাস,
এখন তো আছে যামী ;
কি হে দ্বিজ !
গণক। কুমার, দেখিনু গণনে,
কালি গ্রহ রুষ্ট তব প্রতি।
অভি। ওহে দ্বিজ !
ও সংবাদ শুনেছি ত জননীর মুখে ;
কিবা অমঙ্গল, সমরে পড়িব কালি ?
শুভ এ বারতা
পাণ্ডবের পক্ষে, হে ব্রাহ্মণ ;
জেনো স্থির, অর্দ্ধ সৈন্য না বিনাশি রণে,
ধনু মম হবে না অচল।
এক কথা কহি দ্বিজ,
বৃদ্ধ তুমি পিতামহ সম,
লহ স্বর্ণমুদ্রা, হে আচার্য্যবর,
ক'য়ো উত্তরারে,—'
"নাহি ভয় পুনঃ আসি করিব চুম্বন !"
গণক। কিন্তু বৎস,
ছিল ভাল না যাইলে রণে !
অভি। দ্বিজ, লহ মুদ্রা,
দেখ গণে, আরো ভাল যাইলে সমরে !
গণক। নাহি অকল্যাণ ভয়,
গ্রহশান্তি করিব করিয়া ধ্যান।

অভি। এক কথা শুন হে ব্রাহ্মণ,
যদি শায়ী হই রণভূমে,
কহিও মাতারে,
অবাধ্য বালক বলি ক্ষমেন জননী।
বলো উত্তরারে,
বড় ভালবাসিতাম তারে,
কুলমান দায় ছেদিনু প্রেমের ডুরি!
কিংবা কিছু নাহি বলো তারে,
বলো মাত্র প্রত্যক্ষ দেখেছ,
দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে স্মরি তার নাম!
গ্রহাচার্য্য, আর নাহি রহ এ স্থানে!
[গণকের প্রস্থান

(নেপথ্যে গীত)

পঞ্চম—রূপক।

ধীরে ধীরে শুন বাড়িছে কোলাহল,
ফুল হেরি উষা হাসে,
ত্বকুল বাসে।
ধীরে ধীরে, ফুল হাসে ফিরে,
হেরি মাধুরী, কলিকা বিকাশে;
লতিকা পাশে পরিমল আসে,
অনিল প্রেম-কথা মৃদুল ভাষে!
মধুর পিয়াসে,
অলি আসে;
কোকিল কুহরে, পাথিকুল শিহরে,
খুলে প্রাণ, তোলে তান,
মোহিনী রতনরাজী সুনীল আকাশে;
বীর ধীর চলে সমর প্রয়াসে।

অভি। কে ঢালে এ সঙ্গীত লহরী,
হেন স্বর ধরায় কে ধরে?
নীরবিল বীণা!
মরি, পুনঃ উঠে তান,
শুনি প্রাণভরে ব'সে।
সঙ্গীত চলিল দূরে,
বায় যেন দেখাইয়ে পথ;—
ওহো! ধাইতেছে অগণন শিবা,
মাংস-লোভে রণস্থলে!
কি কঠোর নিনাদে বায়স,
ক্ষুদ্র প্রাণী না হইলে মারিতাম প্রাণে।
আহা!
ঝরিল বারি মায়ের নয়নে,—
(দূরে ভেরী-রব)
ডাকে ভেরী সাজিতে সমরে,
বুঝি,
একা আমি, ত্যজিয়ে শিবির ভ্রমি দূরে
অস্ত্র লয়ে ব্যস্ত অন্য জন,
কেবা আর দূতীর বারতা শুনি,
যাবে নারী-মাঝে সম্ভাষিতে প্রেয়সীরে,
ঘোর রণ উপস্থিত প্রাতে!
যাই দ্রুত,
পারি যদি কুলাইতে সমরের ব্যয়।
[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যু।

যুধি। দেখ বৎস, মজিল সকলি!
সংসপ্তকে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়,
কৌরব-কৌশলে আজি,—
নাহি জানি কি হয় সমরে!
যমোপম নারায়ণী সেনা,
তাহে সপ্তরথী দুর্ম্মদ সুশর্ম্মা সনে
নাহি এক গোটা পদাতিক মম,
প্রেরি যারে আনিতে সংবাদ;
অবসাদ নাহি কাল-রণে।
মৈনাক সমান,
একা রথে আচার্য্য প্রবীণ,
পশিয়াছে সৈন্য-সিন্ধু-মাঝে,
মথিবারে ক্ষীণ দলবল,
সহায়-বিহীন।
দারুণ দ্রোণের শরে,
আকুল পাঞ্চাল-সেনা,
নিবারিতে নারে ভীমসেন
বিপক্ষ প্রবাহ ঘোর,—

যুদ্ধে অরি চক্রব্যূহ করি
দেবের দুর্ভেদ্য সমাবেশ,
সমর্থ কেবল ধনঞ্জয়,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ।
কহ পুত্র কি উপায় হবে,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব,
রুদ্ধ বায়ু গর্জ্জে যথা পর্ব্বত-কন্দরে,
গর্জ্জে শুন বৈরি-ঠাট জয়-আশে;
হের মহাত্রাসে
বিকল বাহিনী মম—পলাইছে বেগে,
একমাত্র তুমি ধনুর্দ্ধর,
পাণ্ডব-শিবিরে, পিতৃসম কৃতী রণে,
বুঝি কর যা হয় বিধান;
শুনিলাম তব সখা-মুখে,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ সক্ষম হে তুমি,
সংগ্রাম-কৌশল-বলে।

অভি। সখা মম!
জানি আমি প্রবেশ-সন্ধান,
নির্গম না জানি তাত;
কিন্তু এ সংবাদ লোক-অগোচর।
হে পাণ্ডবনাথ!
এ বারতা কে দিল তোমারে?

যুধি। বয়সে সাহসে রূপে সোসর তোমার,
দেবের কুমার হয় জ্ঞান;
রুধিরাক্ত-কলেবরে,
বার্ত্তা দিল দ্রুত বীর,
পুনঃ রণে পশিল ধীমান্।

অভি। কহি তাত, পূর্ব্ব বিবরণ,—
ছিনু যবে জননী-জঠরে,
গল্পচ্ছলে চক্রব্যূহ-কথা,
কহিতে লাগিল পিতা,
তেঁই জানি প্রবেশ-নিয়ম।
শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হলেন মাতা,
না শুনিনু নির্গম কেমন।

যুধি। ব্যূহ ভেদি কর যুদ্ধ বীর,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি,
যাব সবে পশ্চাতে তোমার,
মহামার করিব কৌরব-দলে,
রণজয় হবে অবহেলে,
তব বাহুবলে, পাণ্ডুবংশ-গুণধর।

অভি। আজি কুরু পড়িল প্রমাদে
দেহ পদধূলি ধর্ম্মরাজ,
অবাধে লভিব জয়;
আনি দিব ডালি রাজপদে
কর্ণ-শকুনির শির;
পিতৃগুরু উপরোধে না বধিব দ্রোণে,
করি নিরস্ত্র সমরে,
সম্মানে তুলিব নিজ রথে।
গর্জ্জে অরি—
কুরুবংশ ধ্বংস হবে রণে।

[প্রস্থান।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহি। এক নিবেদন ধর্ম্মরাজ!
মহারথী অভিমন্যু বীর,
সমযোগ্য সারথি তাঁহার নাহি দেব;
তেঁই যাচি রাজপদে সারথির পদ।

যুধি। মহাদম্ভে প্রবেশিছে রণে শূর।
জানিলাম তুমি হে পাণ্ডব-সখা,
দেবপুত্র নাহিক সংশয়,
চল যাই, যথা বৎস সাজিছে সমরে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

যুদ্ধক্ষেত্র।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।

ধৃষ্ট। হে পাঞ্চাল।
শরজালে এখনি নাশিব দ্রোণে;
হও স্থির, রহ সবে দর্শকের প্রায়,
সপুত্র পাড়িব ব্রাহ্মণকুলের গ্লানি!

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। ভাল ভাল,
নিতান্ত মরণ-সাধ দ্রুপদ-কুমার?

ধৃষ্ট। আরে আরে হিংস্রক ব্রাহ্মণ,
বীরপনা জানাও পাইক বধি?
আজি রাজা হবে যুধিষ্ঠির;
তীক্ষ্ণ খড়্গে কাটি তোর শির,
দিব মাংসলোভী জীবে;

সপুত্র পামর,
কদম্ব সমান প'ড়ে রবে রণস্থলে।
(অশ্বত্থামার প্রবেশ)
। পিতঃ!
এখনি হইবে ক্ষয় পাণ্ডব-বাহিনী ;
ধৃষ্টদ্যুম্ন দেহ মম করে,
পশুবৎ নাশি মূঢ়ে।
(সাত্যকির প্রবেশ)
সাত্যকি। জান না কি নিকট শমন ?
[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

সন্ধ্যাভূমি।

অভিমন্যু ও রোহিণী।

রোহিণী। যবে রণ-অবসানে
হাসিতে হাসিতে—
দুই জনে ফিরিব ভবনমুখে,
দিব পরিচয় বীরমণি !
অভি। জানিলাম একান্ত আমাতে তব প্রীতি,
হেরিয়ে তোমারে,
সহোদর জ্ঞান হয় মনে ;
যেন কোথা দেখেছি, দেখেছি।
স্বপ্ন সম সে ভাব লুকায়।
আসন্ন সময়,
ফিরি যদি রণ জিনি দোঁহে,
বিরলে বসিয়ে কব কথা পরস্পরে।
তেজঃপুঞ্জ মহারথী তুমি,
কৃপা করি সেজেছ সারথি ;
কিন্তু মম সারথি নিপুণ,
নিশ্বাস ছাড়িবে ক্ষত্র,
না করিলে সাথী রক্ষণ।
ইথে এই মন্ত্রণা ধীমান্,
লহ অস্ত্র-পূর্ণ অন্য রথ পাছে,
যাই নিজ রথে আমি,
তব রথ রাখ ব্যূহমুখে,
রণে যবে করিব প্রবেশ,
যেও বীর পশ্চাতে আমার।
[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রণক্ষেত্র।

যুধিষ্ঠির ও সৈন্যগণ।

যুধি। না পালাও না পালাও সেনাগণে
ক্ষত্রধর্ম্ম করহ পালন ;
কৌরব কি ধরে করে তীক্ষ্ণতর তীর ?
নহে তারা অভেদ্য-শরীর।—
চল সবে মিলি বধি দ্রোণে।
১ম সেনা। ভদ্র নাহি নরপতি আর !
পড়িয়াছে বড় বড় বীর,
মৃতপ্রায় ভীমসেন রণে,
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,
অধীর সমরে সবে ;
চতুরঙ্গ সেনা আকুল দ্রোণের বা ।
নেপথ্যে। এই এই এই যুধিষ্ঠির !
হে আচার্য্য,
করুন্ গ্রহণ, করুন গ্রহণ।
২য় সেনা। কি দেখ, কি দেখ আর
তুলরাশি যেমতি অনলে,
ভস্ম হবে দ্রোণ-শরে ;
এল এল, পালাও সত্বর।
(অভিমন্যুর প্রবেশ)
অভি। না পালাও পাণ্ডব-বাহিনী,
ক্ষণকাল দেখ রণ ;
পিতা মম ভু[illegible] জয়ী,
অক্ষয়-গাণ্ডীব [illegible] ;
প্রকাশে বিক্রম [illegible]রি-অগোচরে তাঁর।
নহি কি হে অর্জ্জুন-কুমার ?
কি ভয় কি ভয়,
রণজয় করিব এখনি।
বরষিব বজ্রসম শর ;
দেখি অগ্রসর কে হয় সমরে ?
কে বাঁধে কবচ দৃঢ় বুকে।
এস এস আচার্য্য প্রবীণ,
দেখ কত শিক্ষা শরাসনে।
(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)
দ্রোণ। বালক !

নাহিক বিরোধ মম তোমার সংহতি,
ছাড় পথ, ধর্ম্মরাজে ভেটিব সমরে।
অভি। অবিরোধী ধর্ম্ম নৃপমণি,
বিরোধী অর্জ্জুন-সুত—
যুদ্ধ দেহ আচার্য্য নিপুণ;
শুনেছি জনকমুখে ধনুর্ব্বেদ তুমি,
প্রমাণ তাহায় দিয়েছ এ রণস্থলে,
ছলে করি পিতারে অন্তর;
কিন্তু মনোরথ না ফলিবে তব।
যমের দোসর অ ন-কুমার,
ধনুর্ব্বাণ হাতে;
হান অস্ত্র, যত্ন কর প্রতিজ্ঞা-পালনে,
অনুচরে বিমুখ সমরে,
কোথা পাবে নৃপ-দরশন,
হুতাশন সম অরি সম্মুখে তোমার।
দ্রোণ। সিন্ধুস্রোত চাহ রোধিবারে!
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।
যুধি। চল সবে, চল হে সত্বর,
সবে মিলি করি আক্রমণ;
হের, বিরথী আচার্য্যবীর।
[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রণস্থল।

অভিমন্যু ও সৈন্যগণ।

অভি। দেখ চেয়ে পাঞ্চাল পাণ্ডব,
ফেরুপাল সম পলাইছে অরিদল,
বিকল কৌরব-ঠাট
অটল সমরে মাত্র সিন্ধুরাজ সেনা;
আইস সবে পশ্চাতে আমার,
ব্যূহ ভেদি বিনাশি কৌরবে।
সেনা। ধন্য বীর অর্জ্জুন-তনয়,
পিতা সম বীর্য্যবান্।
কারে ভয়, কুরুকুল করিব নির্ম্মূল।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

ব্যূহদ্বার।

জয়দ্রথ ও রোহিণী।

রোহিণী। হের বীরবর! অন্তক সমান রণে,
পশিছে অর্জ্জুন-সুত!
নাহি কাজ রোধিয়া উহারে,
স্মর শঙ্করের বর,
আর্জ্জুনিরে দেহ পথ ছাড়ি,—
নিবারহ অন্য অন্য যোধে,
কুরুরাজ দেছেন আদেশ।
[রোহিণীর প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। যম কারে করেছে স্মরণ,
কে রাখে বিপক্ষ-ব্যূহ সম্মুখে আমার?
জয়। পিপীলিকা!
কত দিন উঠিয়াছে পাখা?
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। দেখ ছিন্ন-ভিন্ন ব্যূহমুখ,
বাতে যথা কদলী-কানন;
চল সবে আ নি-সহায়ে;
চল যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর,
কর আক্রমণ চারিদিকে
ব্যূহ ভেদি পশিয়াছে রথীন্দ্র-কুমার।
[যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রণক্ষেত্র।

অভিমন্যু।

অভি। এ কি, চারিদিকে অরি,
কেহ নাহি সহায় আমার!
নাহি হেরি কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্রপূর্ণ রথ তার?

সিন্ধুরাজ সৈন্য সহ রোধিছে পাণ্ডবে,
দৃঢ় অস্ত্রে ছেদি সৈন্যগণে,
নিজ পক্ষে মিলিব এখনি ;
কেমনে যুঝিব একা চক্রব্যূহ-মাঝে।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। কি কাজে বিলম্ব বীর ?
যুঝ ব্যূহ ভেদি ;
আগুবাড়ি আছে মম রথ,
উড়িছে পতাকা দূরে ;
হের,
ধাইছে চৌদিকে সেনা বিপক্ষে তোমার,
একেশ্বর জিন রণ বীর,
জিনিল অমরে যথা জনক তোমার,
খাণ্ডব-দহন-কালে ;
ভীমসেন-রথধ্বজ দেখেছি পশ্চাতে,
সিংহনাদে যোঝে মহাবীর,
এখনি হইবে রথী সহায় সমরে।

অভি। আন রথ পশ্চাতে আমার,
গর্জ্জে অরি সম্মুখ-সমরে,
নাহি সহে প্রাণে মোর,
অর্জ্জুন-নন্দন আমি।
ছিন্ন-ভিন্ন করিব এখনি,
মুহূর্ত্তে ঘুচাব অহঙ্কার।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। ধনু অস্ত্র ত্যজহ বালক,
ক্রীড়াস্থল নহে রণভূমি।

অভি। মহাক্রীড়াস্থল হে রাধেয় !
গেণ্ডুয়া খেলিব লয়ে কুরুকুল-শির ;
বহিবে রুধির থর ;
ছিন্নশির কুরুরাজে,
বাঁধি তোমা শকুনির সনে,
ভাসাইব সে সলিলে,
ক্রীড়াচ্ছলে ভ্রমিব সে ভেলাপরে,
উপস্থিত হের অস্ত্র-খেলা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণ ও অভিমন্যুর প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

ব্যূহদ্বার।

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ।

জয়। সাবধানে রহ বীরভাগ,
হের পরাভূত পাঞ্চাল পাণ্ডব,
প্রবেশিছে রণে পুনঃ—
আগে আগে বীর বৃকোদর ;
না হও চঞ্চল কেহ, বারিব সবারে,
বায়ুদলে ভূধর যেমতি !

[প্রস্থান।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। উল্কাবেগে কর আক্রমণ,
এখনি নাশিব দুষ্ট সিন্ধুর নন্দনে ;
একা পুত্র গেছে ব্যূহ ভেদি,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদি রিপুদলে,
হও সবে সহায় তাহার ;
একেলা বালক, যুঝে ব্যূহ-মাঝে,
সাগর উথাল সম গর্জ্জিছে কৌরব,
হায় হায় একা পুত্র অরি-মাঝে !
রে পামর সিন্ধুসুত !
ঘুচাই সমর-সাধ তোর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

যুধিষ্ঠির ও নকুল।

যুধি। হে নকুল,
কেমনে যাইতে বল শিবির-ভিতরে,
যতক্ষণ পাপ দেহে আছে প্রাণ ?
ধর্ম্মজ্ঞানহীন আমি মূঢ়,
রাজ্যলোভে করিনু দুষ্কর পাপ !
বার বার বলিল কুমার,
নাহি জানি নির্গম-উপায় ;
ভ্রান্ত মোহমদে,

প্রেরিনু শাবকে ব্যাঘ্র-মুখে !
কোটি বজ্রনাদ সম ঝঙ্কারে কৌরব,
কি হয়—কি হয় রণে !
চল লয়ে সংগ্রাম-ভিতরে,
ধরুক আমারে দ্রোণ,
ঘুচে যাক্ এ কাল-সমর ;
গর্জ্জে পুনঃ কৌরবীয় চমূ ;
হাহাকারে নাদিছে
পাঞ্চাল পাণ্ডবগণে ;
প্রাণ মন আকুল নকুল ;
নাহি শুনি বৃকোদর-সিংহনাদ !
হের দূরে,
হাহা রবে কাঁদিছে সাপক্ষ রথী !
জ্যেষ্ঠ আমি, সাধি হে তোমায় পুনঃ,
অর্পি দ্রোণ-করে মোরে,
নির্ব্বাণ করহ রণানল।

নকুল। তিষ্ঠ মহারাজ ক্ষণ,
বিকল শরীর তব রিপুর প্রহারে ;
যাই রণে তব আশীর্ব্বাদে,
অবাধে জিনিব সিন্ধুরাজে,
তিষ্ঠ সাবধানে নরমণি !

(দূতের প্রবেশ)

। হায় হায় মজিল সকলি !
জয়দ্রথ করে ঘোর রণ ব্যূহমুখে,
প্রবেশিতে নারে কোন বীর ;
একা শিশু বিপক্ষ-মাঝারে !
অষ্টবার ভীমসেন অচেতন ;
নবম সমর না জানি কি হয়,
সিন্ধুরাজ দুর্ণিবার আজি !
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,
মহারথিগণে, ।
বিমুখিল রণে একা সিন্ধুর কুমার !

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

—০—

ব্যূহমুখ।

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ।

জয়। দেখ চেয়ে পাণ্ডবের দল,
পলায় শৃগাল সম !
চল ধাই পশ্চাতে তাহার,
ছারখার করি শ্রেণী ভেদি ;—
জয়লাভ হইবে এখনি।

[সসৈন্যে জয়দ্রথের প্রস্থান।

(ভীম ও সহদেবের প্রবেশ)

ভীম। সহদেব,
সত্বর শিবিরে লহ পাণ্ডবের নাথে।

[সহদেবের প্রস্থান।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ বাহুবলে,
রক্ষিতে নারিনু শিশু !—
হে সৃঞ্জয় পাঞ্চাল পাণ্ডব !
একচাপে বেড়' সিন্ধুসুতে ;—
হায় হায়,
রণে পুনঃ পশিয়াছে ধর্ম্মরাজ !
হে নকুল, দেখ কি কৌতুক,
ক্ষিপ্ত শোকে পাণ্ডব-উত্তম,
বিকল অরির ঘায় ;
শীঘ্র লও শিবির-ভিতরে ;—
উচাটন প্রাণ দুই স্থানে,
কেমনে রাখিব বংশধরে ;
হা কৃষ্ণ ! কি এই হেতু জনম আমার
রোধে মোরে সিন্ধুকুলাধম !
আরে আরে ভীরু সেনাদল,
কি লাগি মরণ-ভয়,
পলায়ে কি এড়াবে শমন ?
আরে আরে সৃঞ্জয় পাঞ্চাল,
পৃষ্ঠে অরি করিবে প্রহার,
হের প্রাণ রাখি কিবা ফল,
অপমান হ'তে মৃত্যু শ্রেয়ঃ !
চল রণে সাত্যকি ধীমান্,
দ্রুতপদে দ্রুপদ-তনয়,
অগ্রসর হও মৎস্যরাজ,

পাঞ্চাল-রাজন্ শিখণ্ডী সমরে শূর,
কৌরব-গৌরব নাশ রণে ;
আক্রমণ কর সিন্ধু-ঠাট ;—
ঘূর্ণিবায়ু পশি যথা কানন-মাঝারে,
ভাঙ্গে মড়মড়ে তরুদলে,
চল প্রবল-প্রতাপে,
প্রবেশ বিপক্ষ-মাঝে,
পাড়ি অরি বীরবৃন্দ মিলি।

[ভীমের প্রস্থান।

[(সসৈন্যে নকুল ও সহদেব)

নকুল। ধাও বেগে,
এখনি পাড়িব ছার সিন্ধুর নন্দনে।

সহদেব। চল দ্রুতপদে।

সকলের প্রস্থান।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। জয়দ্রথময় আজি কৌরব-বাহিনী!
পাড়িলাম শত জয়দ্রথে রণে,
তবু যুঝে কুলাঙ্গার।
কিন্তু নাহিক নিস্তার,
দেবগণ সহ ইন্দ্র নারিবে রাখিতে।
এ কি!
অকস্মাৎ দীর্ঘ জটাজুট চারিদিকে ;
হৈ হৈ হাহা হুহু রব,
দক্ষযজ্ঞ-মাঝে যথা কৈলাসীয় চমূ।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দেব, পড়েছে প্রমাদ!
দ্রোণরথ যুধিষ্ঠির-শিবির-নিকটে,
প্রায় পরাজিত সহদেব ;
পাঞ্চাল পাণ্ডব রথী শিখণ্ডীসংহতি,
ভঙ্গীয়ান দারুণ দ্রোণের বাণে ;
রক্ষ ধর্ম্মরাজে মহাশয়।

[রোহিণীর প্রস্থান।

ভীম। কোন্ ভিতে রব স্থির ?
রথ সহ করিব আচার্য্যে চুর।

[ভীমের প্রস্থান।

(নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ধৃষ্ট। হে নকুল! ধাও বামভাগে,
দক্ষিণে আক্রমি আমি ;
কহ সাত্যকিরে হাঁকি,
ব্যূহ-মুখে দিতে হানা
শুনি বৃকোদর-সিংহনাদ পাছে,
পশ্চাতে কি পশিয়াছে ?

নকুল। হে সাত্যকি, ধাও ব্যূহমুখে!

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

চারিজন পিশাচী।

১ম। সই, কোন্ কোণে ?

২য়। তুই দক্ষিণে ?

৩য়। উত্তরে, তব তরে!

(চারিজন পিশাচের প্রবেশ)

ওলো!

৪র্থ। টল্‌টলাটল্ সমান্ সমান্ চা'র ধারে।

সকলে। টল্‌টলাটল্ সমান্ সমান্ চা'র ধারে।

(গীত।)

কিলি কিলি কিলি, খিলি খিলি খিলি,
সজনি ;
চকমকে না ঢাকে, না আসে রজনা।
কল্‌কলা, হলহলা,
ভিন্দি ভিন্দি, ছিন্দি ছিন্দি,
ঘারঘোর ঝন্‌ঝনি,
সন্‌সনি।

পিশা। কিল্লি কিল্লি, হিল্লি হিল্লি,
হিহি হিহি হি ;
হিল্লি হিল্লি, হিল্লি ঝিল্লি
লিহি লিহি হি।

চতুর্থ অঙ্ক

—০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণস্থল—ব্যূহচক্র।

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা।

দ্রোণ। ধাও পুত্র! সমীরণ-বেগে,
কহ সিন্ধুরাজে,
দৃঢ় অস্ত্রে রহে ব্যূহ-মুখে,
আগুবাড়ি নাহি দেয় রণ,
রহ সাপক্ষে তাহার,
অনুক্ষণ সতর্ক প্রস্তুত,
প্রাণ উপেক্ষিয়া কর রণ,
নাহি দেহ প্রবেশিতে কারে।

[অশ্বত্থামার প্রস্থান।

পশিয়াছে বহ্নি গৃহমাঝে,
দেখি যদি পারি নিবাইতে,
না হইতে ভস্মরাশি বাহিনী আমার।
সিংহের শাবকে যুঝে, ফেরুপাল-মাঝে!
কুরুরাজে কেমনে রাখিব?
অধীর অন্তর মম!
হের সূর্য্যের কুমার,
ভাঙ্গিল কটক শিশু রণে।
কোন মতে রক্ষা কর ব্যূহ;
নহে দলবল যায় তল আজি।
কুরুরাজ!
পতঙ্গের প্রায়,
ঝম্প নাহি দেয় বহ্নি-মাঝে,
উত্তরে ভাঙ্গিল ঠাট, কৃপাচার্য্য রথী,
রণসন্ধি রাখ সাবধানে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। কুলক্ষয় হ'ল আজি রণে,
পড়েছে কুমার ভাগ!
রথ রথী পদাতি কুঞ্জর,
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ঠাট,
[illegible]য়াছে একেলা বালক!
বা[illegible]র তারে নাহি হেন জন!
হে আচার্য্য, যত যুক্তি ফুরায় সকল;
হীনবল বাহিনী আমার,
নাহি রথী প্রবোধিতে একেলা বালকে॥

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। বৃথা পলায়ন কুরুরাজ!
ত্যজ অস্ত্র, ভজ ধর্ম্মরাজে।

দ্রোণ। রথিবৃন্দ,
রাখ প্রাণপণে কুরুরাজে,
হে কর্ণ, হে কৃপাচার্য্য বীর,
রাজার সঙ্কট হেথা!

অভি। বিফল এ যত্ন গুরু?
শরজালে কে বাড়িবে আগু?

দ্রোণ। পশ—
দ্রুতবেগে সৈন্য-মাঝে কুরুরাজ!

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

নহিবে শকতি মম,
বারিতে এ বালক দুর্জ্জয়।

[উভয়ের যুদ্ধ ও দ্রোণ অচেতন।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অভি। ভাল,
পিতা-পুত্রে দেখাইব যম!

[উভয়ের যুদ্ধ।

অশ্ব। (স্বগত) বিক্রমে কেশরী শিশু।
ধনু-মুষ্টি ধরিতে না পারি আর।

(কর্ণের প্রবেশ)

অভি। হে রাধেয়!
বার বার পলাইয়া রাখ হেয় প্রাণ,
কুক্ষণে কুমতি,
দিলি কুমন্ত্রণা কুরুরাজে;
দিব প্রতিফল ক্ষত্রিয়-সমাজে তার!

[দ্রোণ ব্যতীত সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্রোণ। (চেতনা পাইয়া)
নাহি জানি কোথা কুরুরাজ,
কোটি কোটি মহাঅস্ত্র দীপিছে আকাশে,
আমর্থ, সামর্থ,
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল আদি,
রণে কেবা করে অবতার!
যুঝিতেছে অশ্বত্থামা;
নাহি জানি কোথা দীক্ষা পাইল বালক,

নিবারিছে মহা অস্ত্র যত,
পঞ্চানন যথা,
বারিলা গরল-তেজ সিন্ধুর মন্থনে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

যুদ্ধক্ষেত্র।

দুঃশাসন ও শকুনি।

দুঃশা। হে মাতুল, জীবন-সংশয় আজি রণে।
দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপে,
এককালে পরাজিল দুরন্ত বালকে,
পলকে প্রহারে কোটি বাণ;
আগুয়ান কে হয় সমরে।
যুঝিলাম এক চাপে শত ভ্রাতা মিলি,
মুহূর্ত্তে নারিনু সহিতে রণ,
বংশ নাশ হ'ল আজি রণে,
হতাশ হতেছে প্রাণে,
ব্যূহমুখে না জানি কি হয়;
একা যুঝে জয়দ্রথ বীর,
নাহি অবসর,
প্রেরিতে পদাতি এক সহায়ে তাহার;
হুলস্থুল প্রলয় উদয়,
বুঝি ক্ষয় হইল সকলি।

শকুনি। বৎস, পুত্রশোকে আকুল অন্তর,
বংশের দুলাল মম,
কোথা গেল ত্যজিয়ে আমারে।

দুঃশা। হে মাতুল,মুণ্ডে বাজ পড়ুক তোমার,
চন্দ্র সম পুত্র মম,
লোটায় ধরণীতলে;
করহ উপায়,
নহে বিলম্ব নাহিক আর,
পুত্রে দেখা পাবে যমপুরে।
হায় হায়!!
পুত্র-শোকে আকুল কৌরব-শ্রেষ্ঠ,
ধাইছে সংগ্রামে!

শকুনি। দুর্যোধন! ক্ষমা দেহ রণে।

[শকুনি ও দুঃশাসনের প্রস্থান।

(দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। হে আচার্য্য! নাহি বার' মোরে,
মম সৈন্যে নাহি ষবে রথী,
রোধিতে সম্মুখ অরি,—
কে যুঝিবে আমি না যুঝিলে?
কেমনে পথিক প্রায় দেখিব দাঁড়ায়ে,
পুত্র-পৌত্র-ক্ষয় মম,
যাক প্রাণ ঘুচুক জঞ্জাল।
হের, মৃতপ্রায় অশ্বত্থামা,
পলায় সারথি লয়ে;
নাহি জানি,
জীবিত কি মৃত রণে সূর্য্যের নন্দন;
হে আচার্য্য, কৃপাচার্য্য হলো নাশ!

(উভয়ের প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। অস্ত্রহীন বিকল কটক,
প্রহারিতে নহে বিধি;
কিন্তু কোন ভিতে নাহি হেরি পথ,
পঙ্গপাল বেড়েছে চৌদিকে;
না পারি বুঝিতে,—
কোন্ পথে করেছি প্রবেশ।
কোন্ রথী উচ্চৈঃস্বরে ফিরায় বাহিনী?
আসে রণে কৌরব-ঈশ্বর,
যোগ্য বটে কুরু-অধিকারী;
পুনঃ রথিবৃন্দ ধাইছে চৌদিকে,
মার মার রবে সবে;
প্রাগ্-সৈন্য চালে প্রাগ্পতি,
রাজার সাহায্য হেতু;
ভোজঠাট আসিছে পশ্চাতে;
কাটি পাড়ি উত্তরে বাহিনী;
অগণ্য রাজার সেনা,
কোথা পথ পাইব উত্তরে!
পশ্চিমে পাণ্ডব-দল;
কিন্তু পথ কোথা, না হেরি পশ্চিমে
যতদুর দৃষ্টির গমন,
সৈন্য-সিন্ধু হেরি চারিদিকে,
ব্যোম-চক্রে মিশিয়াছে সেনা!

(ভগদত্তের প্রবেশ)

ভগ। হের মৃত্যু নিকট বালক!

অভি। ভাল ভাল রাজার শ্বশুর,
সম্মানে কাটিব শির!
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

যুদ্ধক্ষেত্র।

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। হো, হো, কৃতবর্ম্মা বীর!
আন হেথা আহ্বানি সত্বরে,
মহারথিগণে;—
হায় হায় কি হ'ল কি হ'ল,
বালক সাক্ষাৎ যম।
কীট যথা আপন বন্ধনে,
মরি বুঝি চক্রব্যূহ করি!
ওহো,
আথালি পাথালি বাড়ি মারে ভীমসেন,
ব্যূহ-মুখে;
নিবারিতে নারে বা সৈন্ধব।
প্রাণেশ্বর! চালাও কুঞ্জর ব্যূহমুখে,
অতিদ্রুত, অতিদ্রুত ধাও বীর;—
মহামার করে বৃকোদর,
প্রায় অবসান সিন্ধুসনা,
ভীমের বিক্রমে;—
নাগ সৈন্য লয়ে রোধ পথ।
(দুঃশাসনের প্রবেশ)
দুঃশাসন, কি হবে কি হবে;
বধিবে সবারে আজি অর্জ্জুন-তনয়!
পুনঃ পুনঃ,
বেড়িনু বালকে শত ভাই মিলি,
প্রাণ মাত্র অবশেষ,
নাহি আর শক্তি ভুজে ধরিতে ধনুক,
গদাভার লাগে গুরু।
(সপ্তরথীর প্রবেশ)
হে গুরু!
যদি প্রাণের সন্তাপে রোষবশে;
কভু দোষ ক'রে থাকি পায়,
ক্ষম সে সকল,
সন্তান তোমার আমি
ল'য়ে তব পদাশ্রয়;
যায় যায় হয় বংশনাশ,
ক্ষত্রিয়-সমাজ মজে রণে,
আজি পতিহীনা হবে মহী;
জ্ঞান হয় ভৃগুরাম বালকের বেশে,
পশিয়াছে বাহিনী-মাঝারে,
পুনঃ ধরা নিক্ষত্রী করিতে!
গুরু-পুত্র, কৃপাচার্য্য দেব,
যে হয় করহ সবে,
নহে,
সবে মিলি বধ মোরে, ঘুচুক বিবাদ;
হের রথ রথী নায়ক বাহক,
পড়িতেছে কোটি কোটি চারিদিকে;
হের,
ভিন্দিপাল, পট্টিশ, নারাচ,
শেল, শক্তি, তোমর, ভোমর, জাঠি,
দীপিতেছে নভস্থলে,
প্রতিকূলে নাহি অস্ত্র আর;
হের,
রক্তের প্রবাহ ধাইতেছে খরস্রোতে,
ভাসে অশ্ব মাতঙ্গ বিমান;
হের, মহাবায় কোথায় কাঁপায় ঠাট,
মহা বহ্নি দহে সেনাগণে;
জল-স্রোত সমুদ্র-সমান,
ডুবায় কটকে কোথা,
কোথা,
ভয়ঙ্কর অজগর বাঁধিছে বাহিনী;
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বত চাপানে,
অনীকিনী ক্ষয় কোথা,
ধূমকেতু সম,
ঝাঁকে ঝাঁকে ধাইছে চৌদিকে,
মহা অস্ত্র কোটি কোটি;
শুন সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ—
অবসাদ না জানে বালক!
হে সখে, হে মাতুল ধীমান্,
হে আচার্য্য, কৃপ মহাশয়!
কি উপায়ে বধিবে বালকে,
বুঝি যুক্তি কর সবে মিলি,
নহে প্রাণ ত্যজিব এখনি;
না! দেখিতে পারি আর বান্ধববিহীন!

ঘোর ত্রাসে রাখ পদে,
গুরুদেব !
দ্রোণ। হের মহারাজ,
সজারু-সমান অঙ্গ, বাণে,
দাঁড়ায়ে রয়েছি মাত্র শরাসন-ভয়ে,
হের,
মম সম অন্য রথিগণে !
কর্ণ। ভাবি তাই,
নাহি দেয় চক্ষু পালটিতে,
আগুবাড়ি সাজায়ে স্যন্দন,
খান খান হয় মুহূর্ত্তেকে,
অজ্ঞান লুটাই ভূমে পড়ি।
পুনঃ পুনঃ করিনু যতন কত,
বিফল সকলি রণে।
অশ্ব। যুদ্ধে আজি নাহিক নিস্তার।
অবতার করিলাম মহা অস্ত্র যত,
হীনতেজ লোষ্ট্র সম পড়িল ধরায় ;
শিশু নহে, শঙ্কর আপনি !
শকুনি। ডাকিলে কি মহারাজ,
প্রশংসিতে শিশুর বিক্রম ?
কৃপ। উপায় বুঝিতে নারি কিছু।
দুর্য্যো। তবে যাই রণে বধুক বালকে।
দুঃশা। কি করেন, কি করেন কুরুরাজ,
বহ্নি-মাঝে পশি কেবা বাঁচে ;
পাষাণ বাঁধিয়া পায় ডুবিলে পাথারে,
কে কোথায় পায় প্রাণ ?
দুর্য্যো। হায় ভ্রাতঃ !
অপমান নাহি সহে আর,
বালকে সংহারে সর্ব্বসেনা।
কি কাজে এ ছার প্রাণ ধরি,
বুঝি আজ সকলি ফুরায় !
দ্রোণ। দেখিতেছি সকলি দাঁড়ায়ে বৎস !
নিরুপায়ে কি উপায় করি ?
নাহি রথী এ তিন ভুবনে,
ন্যায়-যুদ্ধে জিনিবারে অভিমন্যু বীরে।
শকুনি। অন্যায় সমরে তবে বধহ বালকে।
দুর্য্যো। অন্যায় সমরে যদি হয় রণজয়,
কর তবে অন্যায় সমর,
সপ্তরথী বেড়ি মার দুরন্ত বালকে।
কৃপ। দুর্নীতি এ মহারাজ !

দুর্য্যো। নীতানীত বিচার আমার ভার,
বধ শিশু পার যে প্রকারে।
দ্রোণ। মহারাজ ! এই পাপে মজিবে সকলি।
দুর্য্যো। মজে সব এখনি সমরে ;
পাপ পুণ্য মম পরে,
পাল বাক্য, রাখ বন্ধুগণে ;
মহাপাপ যদি দেখি বাহিনী-বিনাশ,
উদাস হইয়া রণে ;
বধ শিশু যা হয় আমার ;
কি অরিষ্ট ভুঞ্জিল পাণ্ডব,
অন্যায় সমরে পাড়ি কুরুবংশ-চূড়া ?
পুনঃ কহি, বধহ বালকে।
কর্ণ। শুন রথিবৃন্দ,
ইহা বিনা কি উপায় আছে আর ?
শকুনি। উচিত আশ্রিত জনে রক্ষিতে সর্ব্বথা।

[সপ্তরথীর প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। মহা কোলাহলে,
ধাইতেছে সপ্তরথী বিপক্ষে আমার,
এককালে করিবে কি রণ !
নাহি ডরি,
মজিবে মূঢ় নিজ মহাপাপে।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

সকলে। বধ শিশু, বেড় চারিদিকে।
অভি। রথিকুল-হের মূঢ় তোরা,
সাত জন ধেয়ে এল রণে,
আর্জ্জুনি না গণে তায় ;
প্রেরিব পতঙ্গ সম শমন-ভবনে,
নরকে রহিবি চিরদিন।
আরে আরে কুলাঙ্গারগণে,
অচেতন শতবার লুটায়েছ শির,
সম্মুখে আমার, তোমা সবাকারে রণে ;
বীরপুত্র অভিমন্যু বীর,
না মারিনু তীর আর ;
নহে এতক্ষণ থাকিত কি প্রাণ,
বেড়িতে কি সাত জনে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ)

অভি। উপরোধ নাহি কাজো আর।

নিরস্ত্র কবচ-হীন বাহন-বিহীন,
প্রহারিব সবে সম;
না ছাড়িব হীনপ্রাণী বলি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

অন্তরীক্ষ।

রোহিণী ও গর্গমুনি।

রোহিণী। হের মহাভাগ,
বুঝি মনোরথ না পূরিল মোর!
দর্পে যবে সপ্তরথী চালাইলা হয়,
শিশু বরাবরি রণে;
হুহুঙ্কারে পূরিল গগন,
দিকৃহস্তী কাঁপিল শঙ্খের নাদে;
উথলিল সাগরের জল,
বজ্রসম ধনুক টঙ্কারে;
ঘন কাঁপিল মেদিনী,
রথগ্রাম-সঞ্চালনে;
কোলাহলে নাদিল বাহিনী,
অস্ত্রজাল বেড়িল গগনে,
আঁধারিয়ে দশদিশি;
পিনাক-টঙ্কার সম গর্জ্জিল বিমানে,
মহা-অস্ত্র কোটি কোটি,
চরাচর কাঁপিল তরাসে;
কিন্তু গ্রহ-জ্যোতি যথা রবিকরে,
আচম্বিতে নিবিল প্রভাব যত,
বীর-দাপ সকলি ফুরাল!
যথা তুঙ্গ আগ্নেয়—শিখর,
স্থির মহাবীর রণে;
সায়ক-নিচয় এড়িতেছে চারিভিতে;
যেন,
আঁধারে অন্তর-তাপে গর্জ্জিয়া ভূধর,
হুহুঙ্কারে ফুৎকার ছাড়িতেছে,
দ্রবময়ী ধাতু-প্রস্রবণ নভঃস্থলে,—
উজলিয়া দিশ পাশ;
যথা, পড়ে ধ'রা বিবিধ বরণ,
ভস্মি গ্রাম পল্লী প্রান্তর কানন,
অবিশ্রান্ত ঝরিতেছে চৌদিকে,—
সর্পাকারে দীপ্যমানা রিপু-বিঘাতিনী,
বিমর্দ্দিয়া চতুরঙ্গ অনীকিনী;
থানা থানা পড়িছে কটক,
ফেনা উঠে রুধির-প্রবাহে;
সপ্তরথী সাতবার ভঙ্গ দিল রণে!
হেথা,—
ব্যূহ-মুখে যুঝে ভীম অসীম-বিক্রম,
একক সৈন্ধব,
কত আর রোধিবে তাহারে?
হের,
রথ তুলি মারে রথোপর,
অশ্বে অশ্ব বিনাশন;
কুঞ্জরে কুঞ্জর পাড়িছে ভূমে;
কেশরী দলিছে যথা কুরঙ্গের পালে;
প্রাণপণে ভগদত্ত জয়দ্রথ মিলি,
বিন্দ অনুবিন্দ সাথে,
নারে নিবারিতে মহারথে।
হের,
পর্ব্বত-প্রমাণ গদা,
চালিতেছে শূর সন্‌সনে;
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ-ঠাট;
ধন্য ধন্য সিন্ধুর তনয়,
এতক্ষণ রোধে যোধে;
পারে কি না পারে আর!
উত্তরে ত্রিগর্ত্ত-মাঝে হের ধনঞ্জয়,
রিপুহর ভৈরব-মূরতি মায়ারথে,
দীপ্যমান দিনমণি যেন,
কিরীট ঝলিছে ভালে,
অগ্নিময় আঁখি,
দলদলে যুগল কুণ্ডল;
শ্রীমধুসূদন,
চালিতেছেন শ্বেতাশ্ব বাহন চারি,
ঘোরনাদে ধাইছে বিমান চক্রাকারে;
কভু আগু, কভু পাছু,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
অন্তরীক্ষে কভু,
কভু দেখি, কভু লুকি,
দেবের নির্ম্মিত যান,
ধ্বজে গর্জ্জে বীর হনুমান।

ইন্দ্র-সম ইন্দ্রের নন্দন,
অবিশ্রাম হানিতেছে শর ;
বিশিখ-নিকর,
পক্ষ সম ঝাঁকে ঝাঁকে ধায় ;
দেখ, সপ্তরথী, সুশর্ম্মা সংহতি,
অস্থিমাত্র সার সবে,
প্রাণপণে নারে ফিরাইতে,
হৃদি-ভঙ্গ নারায়ণী-সেনা !
শুন,
নাহি সেই সিংহনাদ,
সত্রাসে শুনিল যাহা মগধ-ঈশ্বর,
যাদব-আহবে ঘোর ;
একমাত্র পাঞ্চজন্য নিনাদে গভীর,
কম্পে ত্রাসে স্থাবর জঙ্গম।
রণ জিনি,
এখন ফিরিবে রথী পুত্রের সাহসে,
এ তিন ভুবনে,
প্রতিবাদী কে হবে সমরে ?

গর্গ। হে কল্যাণি !
বেলা মাত্র তৃতীয় প্রহর,
ষোড়শ বৎসর পূর্ণ দিবা-অবসানে ;
ইতিপূর্ব্বে না পড়িবে শিশু।
শুন সুকেশিনি !
যুঝে বীর উত্তরার আয়ুষ্‌-প্রভাবে।
দেখ, দেবদৃষ্টি দানে কৃশোদরি,
একাকিনী,
নিমীলিত নেত্রে সতী আরাধে শঙ্করে !
যাও ত্বরা শুভে,
ভঙ্গ কর উত্তরার ধ্যান ;
নিজ বর ভুলি,
ভোলানাথ যদি বর দেন তারে,
প্রলয় ঘটিবে তাহে ;
পেয়ে পূজা বিশ্বনাথ,
আশীর্ব্বাদ করেছেন গর্ভস্থ কুমারে,
অন্তর্যামী, বুঝিয়া মায়ের প্রাণ !
পবন-গমনে যাহ চলি,
বিঘ্ন-বিনাশন বিশ্বনাথে,
আরাধিতে নাহি দেহ আর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রণস্থল।

অভিমন্যু।

অভি। বিচক্ষণ সারথি সবার,
না হানিতে তীর,পলায় আরোহী ল'য়ে,
সাতবার সপ্তরথী হ'ল অচেতন,
বাঁধতে নারিনু কারে,
পুনঃ দেখি সপ্তধ্বজ দূরে,
নাহিক সহায় একজন ;
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির,
ভীম আদি বীর,
অস্থির অন্তর মম স্মরিয়ে সবারে ;
পড়িল কি রণে সবে !
নহে কেন,
না হয় সহায় মম এ ঘোর সঙ্কটে !
একান্ত বিপক্ষ-হাতে নাহিক এড়ান ;
অপ্রমিত সৈন্য চারিভিতে,
নাহি হেরি পথ কোনখানে,
ভাল, ত্যজি প্রাণ বীর-পুত্র সম ;
কোথা সে সারথি,
বুঝি,
কৌরব-পক্ষীয় কেহ কৈল প্রতারণা,
সারথির বেশে,
যে হয় সে হয় নাহি ডরি,
মারি অরি সম্মুখ-সমরে।

[প্রস্থান।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। শুন সবে বচন আমার,
এককালে কর আক্রমণ ;
কেহ কাট ধনু, তূণীর কেহ বা,
কবচ কাটহ কেহ,
কেহ অশ্ব রথ, কেহ বা সারথি,
ইহা বিনা না দেখি উপায় ;
বলবান্ অর্জ্জুন-অধিক শিশু।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। থাক্ থাক্, দেখাই বিপাক সবে।
[সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। হের, বিরথী অর্জ্জুন-সুত,
পুনঃ অস্ত্র হান চারিভিতে।
(রথিগণ সহ অভিমন্যুর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

অভি। ক্ষমা কভু নাহি দিব রণে,
যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ।
[সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর
[প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। ঘেড় পুনঃ—বধহ বালকে!
[প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। নাহি অস্ত্র, ফুরাল ভাণ্ডার,
দণ্ড তুলি করি মহামার;
এ সংবাদ শুনিলে জনক,
অবশ্য হইত আসি অনুকূল মম,
গোবিন্দ মাতুল সনে।
(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ)

দুর্য্যোধন। অস্ত্রহীন,
তথাপি পাবক সম বালক সংগ্রামে
নিবার হে সূর্য্যের তনয়!
(সপ্তরথী-সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর
[প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। কাটিল দণ্ড রাধের দুর্জ্জন;
মরিয়ে দেখাব দুর্য্যোধনে,
পাণ্ডব-মরণ-রীতি;
পড়ে মনে মাতার রোদন,
উত্তরার বিরস বদন!
চক্র-ঘায় পাড়ি রথ-রথী।

সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। দানব-সমরে যথা দেব জগন্নাথ,
চক্রহাতে যুঝে মহাবীর!
[সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান।

দুর্য্যো। রথিবৃন্দ! নাহি দেহ ক্ষমা,
হান অস্ত্র যতক্ষণ নাহি পড়ে শিশু,
ধন্য ধন্য গুরুপুত্র,
কবচ পেড়েছে কাটি!
[প্রস্থান।

(কবচ-হীন অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। পাই যদি অস্ত্র-পূর্ণ রথ একখান,
এখন কৌরবে দেখাইতে পারি যম;
দেখিতাম কি কৌশলে,
করিত বিরথী পুনঃ সপ্ত [illegible]কার,
রিক্ত হস্তে করিব সমর।
(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যু[illegible] আক্রমণ)

অভি। ক্রমে তনু হ'তেছে অবশ—
কত অস্ত্র বরষিছে অরি,—
বাজে গায় অগ্নি-শিখা সম
দেহ-ভার না পারে বহিতে [illegible]
[illegible]তন)

দ্রোণ। কেন আর অস্ত্রের ঝঙ্কার
উড়িয়াছে কলঙ্ক-পতাকা,
পড়েছে বালক রণে!
(দূষণের প্রবেশ)

দূষণ। ঘুচেছে কি অহঙ্কার তোর?
যাও—যাও যমপুরে!
(পদাঘাতকরণ)

অভি। ওঃ—
এখন নিবৃত্ত নহে অরি!

দ্রোণ। রহ—রহ দুঃশাসন-সুত,
নাহি ভয়,
অতল সলিলে ঝম্প দিয়াছে মৈনাক;—
উঠিবে না পুনঃ আর!
[সকলের প্রস্থান।

অভি। বুঝি আসন্ন সময়!
আর নাহি হইবে চেতন,

আর নাহি করিব সমর।
ছিল সাধ দেখিব জনকে,
মাধব মাতুল সহ,
রণ জিনি ফিরিয়ে শিবিরে।
ছিল বড় সাধ,
জননীর পদধূলি লইব আবার,
উত্তরারে সম্ভাষিব হাসি ;—
খেদ নাহি তায়,
পড়িয়াছি বীরের শয্যায়
কিন্তু, নিঃসহায় পড়িনু অন্যায় রণে।
ধনঞ্জয় পিতা মম—
নিবাতকবচ-জয়ী ;
মাতুল অনাথবন্ধু শ্রীমধুসূদন ;
হে পাণ্ডব-সখা, দেহ দেখা এ সময় ;—
হরি !
তনু যায় রাঙ্গা পায়,
অনাথে হে দেহ স্থান,
প্রাণ যায়—যায় ফিরে চায়,
মোহে দু-নয়নে বহে বারি,
তার নিজ গুণে চক্রধারী ;
কাণ্ডারি ! অকূলে কর পার ;
রমাপতি, দেহ দিব্য জ্যোতিঃ,
দূরে যাক্ সংসার-আঁধার।
মায়া-ফেরে অবোধ বালক ;
হে গোলোক-পুলক-প্রভু !
দেখাইয়া চল পথ,
মরি মরি, কোথা সারথির সাজ হরি।
বাঁশী শিখিপাখা,
ত্রিভঙ্গিমা ঠাম বনমালী ?
পীতাম্বর, মধুর অধরে বাঁশী ;—
বাঁশী, রাধানামে মাতোয়ারা,
রাধা রাধা সদা বলে !
প্রেমময়ী প্রেমের প্রতিমা,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিনী,
কে রমণী বামে তব ;—
ক্ষীরোদ-মোহিনীরূপে—
ঢালিছে প্রেমের ধারা !
প্রেমের লহরে, পরাণ নাচায়,
পরাণ গলায় হায় !
যাই সখা চিনেছি তোমারে ;—
রণ অবসান ;—
হাসি-মুখে চল যাই চন্দ্রলোক !

(মৃত্যু)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির-সম্মুখস্থ পথ।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। চমৎকার ! গাণ্ডীব লাগিল ভার গুরু,
টলিলাম রথের গমনে,
কর-পদ কাঁপিল যখন;
উচাটন অন্যমন রণে,
ছিলাম সমরে মাত্র রথাবলম্বনে,
লক্ষ্যহীন, চলিল কর অভ্যাসকুশলে।
বিকল অন্তর,
অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
নহে, যে হৃদয় কাঁপে নাই কভু,
মহা-অস্ত্র-দীপ্তি হেরি,
চাহে কাঁদিবারে উভরায়,
হীনমতি বালিকা যেমতি।
ঘোর কলরব—
বিজয়-হল্‌হলা শুন কৌরবের দলে,
দম্ভে বাজে দামামা দগড়া ;
অন্ধকার পাণ্ডব-শিবির,
নাহি রব,প্রাণিশূন্য যেন ;
চল দ্রুত-পদে যদুবীর !

কৃষ্ণ। স্থির হও সখে !
সন্দ নাহি অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
অশুভ ক'র না বুদ্ধি হইয়ে উতলা,
বাঁধ বুক উচ্চ দুঃখ-হেতু,
ছোট কাজে নহে কভু নীরব পাণ্ডব।

(দূরে জয়ধ্বনি ও বাদ্য)

অর্জ্জুন। ওহো ! মহানন্দ কৌরব-শিবিরে।
ধরেছে কি যুধিষ্ঠিরে ?

বৃকোদর ভ্রাতা পুত্র বান্ধব-সংহতি,
পড়েছে কি মহারণে ?
নহে,
কি হেতু না গর্জ্জে ভীম কৌরব উল্লাসে।

কৃষ্ণ। বিপদ্ ক'র না বৃদ্ধি বীর ;
কি বুঝাব হে সখা তোমায়,
বিপদ্-শৃঙ্খল বাড়ে অধীরতা হেতু !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

শিবিরাভ্যন্তর।

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি।

যুধি। হায় ভীম,
কুক্ষণে হইনু আমি পাণ্ডব-প্রধান।
ভগবান্, এই কি হে লিখেছিলে ভালে,
পৃথিবী করিনু পতিহীনা।
ভ্রাতা ভ্রাতৃরোধী, পিতা পুত্রে বাদী,
গৃহভেদী কালরণে,
আজি যারে হেরি, কালি না নেহারি,
নিভে একে একে,
নিশা-অন্তে দীপমালা সম।
পালে পাল কুক্কুর শৃগাল,
ভূপাল কপাল ল'য়ে খেলে।
নীর সম রুধির বহিয়ে,
নিত্য আর্দ্রে মহীতল ;
ব্যোমচর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাংসাহারী রাহু সম পড়ে ছায়া ;
মহারোল চঞ্চুধ্বনি নীরব নিশীথে,
কেঁদে যেন ভ্রমিছে পুষ্করা,
মহামারী-সহচরী ;
আমা হেতু এ সংহার-ক্রিয়া !
যত্ন করি জ্বালিনু অনল,
দিনু ডালি বংশধরে হস্ত পদ বাঁধি,
হায় হায় সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি !
কি কব যবে সুধাবে উত্তরা বধূ,—
"কোথা ধর্ম্মরাজ, পতি মম ?
বালিকা গো আমি,
কোথা মম বাল্যক্রীড়া-সাথী ?
কি ব'লে বুঝাব,
কেমনে হায় অর্জ্জুনে দেখাব মুখ ?
কি কহিবে শ্রীমধুসূদন,
শুনি, হত প্রিয় ভাগিনেয় তাঁর,
মম রাজ্য-লোভে,
মম ছার প্রাণ-রক্ষা হেতু !
আহা ! মরে পুত্র অন্যায় সমরে,
আশ্বাসে বিশ্বাস করি।
হীনবীর্য্য ক্ষত্রির অধম আমি ;
নহে, ত্যজি গাভী-বৎস ব্যাঘ্র মুখে,
না যাইনু রাখিতে তাহারে !

ধৃষ্ট। শুন গভীর রথের নাদ,
আসিতেছে ধনঞ্জয়।

সাত্যকি। কেমনে অর্জ্জুনে দেখাব মুখ ?

ভীম। ওহো !

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হের হে কেশব !
শব সব নীরব সকলে অন্ধকারে !
ওহো বৃকোদর ! কি হেতু নীরব তুমি ?
কেন না সুধাও ভাই রণের বারতা ?
বীরভাগ ! কেহ দেহ উত্তর আমারে—
কোথা মম অভিমন্যু বীর ?
অভিমন্যু !
জীও যদি দেহ রে উত্তর,
কাতর পরাণ মম !

ধৃষ্ট। হে অর্জ্জুন, গেছে পাখী
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া !
অভিমন্যু মৃত্যু-কথা কহিব কেমনে ;
অন্যায় সমরে কুরু বধিল বালকে,
ব্যূহমাঝে সপ্তরথি-কুলাধমে মিলি ?
অর্দ্ধ-সৈন্য নাশিয়া সংগ্রামে,
প্রসন্ন কিংশুক সম পড়েছে কুমার,
চন্দ্রবংশে চন্দ্র-অবতার,
শয্যা রচি অরি-শরে শূর !

অর্জ্জুন। হে কেশব ! হে কেশব !

কৃষ্ণ। ক্ষত্রিয়-উত্তম !
সত্য, শূল সম পুত্র-শোক।

কিন্তু বজ্র সম ক্ষত্রিয়-হৃদয় ;
বীরবীর্য্য প্রকাশি সমরে,
বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু লভেছে কুমার,
ক্ষত্র-পিতা, অধিক কি চাহ আর ?
অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব সখা,
ধন্য ধন্য তুমি যদুবীর।
কেমনে আমি বুঝিব মহিমা তব ;
পরশ-পরশে লৌহ কাঞ্চন-মূরতি,
ধরে তরু চন্দন সৌরভ
মলয়ের সহবাসে,
দেখি,
পারি যদি, হে আদর্শ নরদেহধারি !
অনুগামী হইতে তোমার।
ওহে কৃপাসিন্ধু পাণ্ডব-বান্ধব !
ত্রাণকারী ভবার্ণবে !
গুরু তুমি, শিক্ষাদাতা এ পরীক্ষা-স্থলে।
যুধি। করিল প্রতিজ্ঞা দ্রোণ ধরিতে আমায়।
পশিল সমরে,
দলবলে চক্রব্যূহ করি ;
নিবারিতে নারিল কৌরবে,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি ;
চক্র-ব্যূহ দুর্ভেদ্য সাজন।
মত্ত রাজ্যলোভে
কহিনু বালকে ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ ;
করি মহামার বীর অবতার,
পড়েছে সম্মুখ-রণে,
দ্রোণ আদি সপ্তরথী অন্যায় সমরে
বধিয়াছে পাণ্ডু-কুলোজ্জ্বলে !
ভীম। হে অর্জ্জুন ! ভীম বলি ডাক বার বার,
কোথা ভীম, কে দিবে উত্তর ?
ধিক্ ধিক্—
নহি ভীম নহি—নহি কুন্তীর কুমার,
কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয়-অধম আমি !
হায় ! রণে যবে বেড়িল বালকে,
সপ্ত নরাধমে মিলি ;
না জানি বালক কত চাহিল পশ্চাতে,
বিপক্ষ-বাহিনী-মাঝে বিপাকে পড়িয়া,
যবে পীড়িত অরির বাণে,
অবশ্য ডাকিল পুত্র জ্যেষ্ঠতাত বলি ;—
কিংবা বৃথা খেদ করি আমি,
বীর-পুত্র রথি-কুল-চূড়া,
কভু যুঝে নাই,
মম সম হীনবল মুখ চাহি।
হা কৃষ্ণ ! কি কব হে তোমারে ;
ভগ্ন ব্যূহ নারিনু ভেদিতে,
জয়দ্রথ রোধিল সবারে।
অবশ্য দেবতা কেহ হইল সহায়,
নহে ছার জয়দ্রথ
পদাঘাত,করিয়াছি মুখে,
যমোপম রথিবৃন্দে
বারিল সমরে একা !
অর্জ্জুন। কহ দেব অদ্ভুত কথন,
রোধিল তোমারে ছার সিন্ধুর কুমার !
ভীম। হে অর্জ্জুন ! ধরি দেহ
প্রতিবিধিৎসার হেতু।
নহে তীক্ষ্ণ খড়্গে ছেদি বাহুদ্বয়,
ফেলিতাম জলন্ত অনলে,
ছুরিকায় ছেদি জিহ্বা দিতাম কুক্কুরে ;
বীর-গর্ব্ব না করিত কভু আর,
রহিতাম,
শৃগাল কুক্কুর-ভক্ষ্য শ্মশানের মাঝে,
অনলে না ত্যজিলাম তনু ;
স্পর্শে মম পাবক অশুচি—
সিন্ধুরাজ-নরাধম রোধিল আমারে !
চক্রের নিগমে ব্যূহ ভেদিল কুমার,
হাহাকার উঠিল কৌরব-দলে,
ধাইলাম পাছে পাছে তার ;
ঘোর যুদ্ধ হইল ব্যূহমুখে ;
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
পুনঃ পুনঃ সবে মিলি দিনু হানা ;
নারিনু ভেদিতে ব্যূহ,
আক্রমিনু কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
কোন মতে নারিনু বুঝিতে,
মহারণ্য-সম দেশ ;
যথা যাই তথা জয়দ্রথ—কামরূপী—
শত শত পাড়িলাম চারিভিতে,
আঘাতিতে নারিলাম পামরে।
অর্জ্জুন। হে মাধব !
মরে পুত্র জয়দ্রথ-হেতু,
কালি তারে বধিব সমরে,

অস্ত না হইতে ভানু!
শুন শুন বীরভাগ! প্রতিজ্ঞা আমার,
কি ছার কৌরব-ঠাট,
রাখিবারে পুত্র-ঘাতী মূঢ়ে,
যত্ন যদি করে তারকারি
অসুরারি দলে বলে;
যক্ষ-সৈন্যে গদাধর যক্ষনাথ;
যত্ন করে,
ভূচর, খেচর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর;
দিক্‌পাল, অষ্টবসু সহ—
যত্ন করে,
রাক্ষস, খোক্কস, পিশাচ, দানব,
বেতাল, ভৈরব রণে;—
এককালে যত্ন যদি করে তিনপুর,
নারিবে রক্ষিতে সিন্ধুকুল-নরাধমে
এক বাণে কাটিব তাহার শির;
ধরি বাণ পুনঃ পুনঃ কহিব গর্জ্জিয়ে
সমূহ অরির মাঝে;—
দেখ দেখ বধি সিন্ধুসুতে;
কে করেছ মাতৃস্তন্য পান,
রক্ষা কর আসি হেথা।
ফিরিবে না রিপু-বিঘাতিনী,
মহেশের শূলাঘাতে,
পাশ-দণ্ড নারিবে বারিতে মহাশর;
অস্ত্রের প্রভাবে মহা অস্ত্র যত,
তৃণ হেন হবে ভস্মরাশি,
পশুবৎ ছেদিব অরাতি-শির;
না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
কহি অস্ত্র স্পর্শ করি।
কিন্তু,
শক্তিধর যদি কেহ থাকে কোন স্থানে,
রথীন্দ্র-সমাজে পূজ্য, রাখে জয়দ্রথে,
ধনু-অস্ত্র না ধরিব আর,
মুক্তকণ্ঠে কহিব ক্ষত্রিয় মাঝে,—
ক্ষত্র-ক্ষেত্রে জন্ম নহে মম;
না হ'ল না হ'বে কভু পিতৃলোক-গতি;
অগ্নিকুণ্ড কাটি নিজ হাতে,
নিজ হাতে পঞ্চচুলে সাজি,
প্রবেশিব বহ্নি-মাঝে
পুনঃ কহি,
বীর-কার্য্য দেখাইব কালি,
রুধিরে ডুবাব ক্ষিতি,
প্রেতাত্মার তৃপ্তি হেতু তার।
ওহো! নিঃসহায় পড়েছে বালক!
মৃত্যুকালে,
অবশ্য ডেকেছে মোরে কুমার আমায়!
হায় হায়, ফেটে যায় বুক,
অভিমন্যু-হত রণে।
তিন লোক কাঁপিত রে বাণে তোর,
ভীষ্মদেব পরাভূত তোর রণে,
হা হা পুত্র! কোথা গেছ আমায় ত্যজি?
কি ক'ব মায়েরে তোর,
কি কহিব গর্ভবতী উত্তরারে,
কহ মোরে শ্রীমধুসূদন?

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়, হ'ও না অধীর।
হের,
রাজা যুধিষ্ঠির আকুল আক্ষেপে তব,
ম্রিয়মাণ আত্মীয় সকল;
শুন—
বিজয়-দুন্দুভি বাজে কৌরব-শিবিরে,
উল্লাসে নাচিছে অরিদল,
হীনবল হইবে বাহিনী তব,
কর নিজ তেজে উত্তেজনা সবে।
ধনঞ্জয় শক্তি তব সহিবার হেতু,
ধৈর্য্য মাত্র মহত্ত্ব-লক্ষণ।
হে ভীম, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন, হে বীর সমাজ,
নাহি কি হে মহাকার্য্য প্রাতে?
নাহি কি হে প্রতিবিধিৎসার ভার?
মারি দুগ্ধপোষ্য শিশু অন্যায় সমরে,
গর্জ্জে অরি অহঙ্কারে।

ভীম। শুন শুন বীরভাগ, প্রতিজ্ঞা আমার,
কালি যদি সন্ধ্যায় গগনে,
কুরুকুল-কুলবধূ রোদনের রোল,
নাহি উঠে আজিকার জয়োল্লাস সম;
গদামুষ্টি না ধরিব আর;—
অগ্নিকুণ্ডে তাজিব এ পাপ-দেহ।

সকলে। কুরুবংশ ধ্বংস কালি রণে।

কৃষ্ণ। যাও সবে যে যার শিবিরে,
পূজ নিজ নিজ ইষ্টদেবে বল হেতু;
কালি প্রাতে রুধিরের ক্রিয়া।

না হও চঞ্চল ধর্ম্মরাজ;
নিয়তি রোধিতে নারে কেহ;
বীরধর্মে পড়িল কুমার,
কি দোষ তোমার রাজা;
বংশ তব পূরিল গৌরবে,
অভিমন্যু-পরাক্রমে!

যুধি। ওহে অন্তর্যামি!
তোমা বিনা কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা।
মুখ চাহি কহিল কুমার-মোরে,
নাহি জানি নির্গম কেমন;
তথাপি প্রেরিনু রণে;
তাই প্রাণ বাঁধিতে না পরি হরি।

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডবনাথ,
অধীর হইলে দেব, কে রহিবে স্থির?
পাণ্ডবের মাঝে, ধর্ম্মজ্ঞানে ধর্ম্মরাজ তুমি,
গত-জীব হেতু শোক কর কি কারণ?
বিধির নিয়ম খণ্ডন না হয় প্রভু!

যুধি। হা পুত্র! হা বংশধর মম!

[কৃষ্ণ অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বামা-কণ্ঠ-রোল শুন বীর ধনঞ্জয়।
কঠিন কর্ত্তব্য এবে সম্মুখে তোমার।

(সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ)

সুভদ্রা। শুন মা আমার, হও স্থির;
গর্ভে তব অভিমন্যু-সুত।

উত্তরা। কহ তাত, কহ বাসুদেব,
কেন হর অর্ঘ্য নাহি নিল,
কি দোষে ভুলিল ভোলা?
ধরিতে না পারি প্রাণ তাত,
পূর্ব্বজন্মে ছিনু গো রাক্ষসী,
নিশ্বাসে হইল ভস্ম প্রাণনাথ মম,—
বালা-হৃদি-মঞ্জরী বিকাশ।
কিন্তু হে মধুসূদন!
খেদ নাহি তায় মম,
শুনেছি সর্ব্বজ্ঞ তুমি,
বল মোরে কেন ভাণ্ডাইলা ভূতনাথ?
ভাণ্ডাইবে যদি, কেন দিলা হেন পতি,
কাঁদাইতে বালিকারে?
কহ,
দেবদেবে কে পূজিবে ভবে আর?
হে গাণ্ডীব-ধারী!
ভাবি তাই কি ছার কপাল ধরি!
বিশ্বজয়ী মহারথী তুমি,
তব পুত্রে বধিল কৌরবে,
বরাহে যেমতি,
বেড়ি মারে কিরাতের দল।
হয় মনে, সকলি তোমার চক্র,
ওহে চক্রধারি!
হে পাণ্ডব-সখা!
কাঁদায়েছ সবারে সংসারে,
কাঁদায়েছ যথা গেছ তুমি,—
কাঁদায়ে বসুদেব-দেবকীরে,
নন্দালয়ে গেলে হরি,
খেলিলে পাঁচনী লয়ে রাখালের সনে,
মাতালে গোপিনী-প্রাণ বাজায়ে বাঁশরী;
পুনঃ হরি ব্রজ পরিহরি,
চড়িলে অক্রূর-রথে,
কাঁদিল নন্দ, কাঁদিল যশোদা,
গোপাল গোপাল ব'লে,
রাখাল বালক আকুল হইল কেঁদে,
কাঁদিল গোপিনী,
অনাথিনী কাঁদিলা রাধিকা;
মাতুলে সংহারি কাঁদাইলে মাতৃকুলে;
এবে হরি পাণ্ডবের রথে
তাই বুঝি,
পথে পথে কাঁদে বীরকুলনারী যত।
দয়াময় কে বলে তোমাকে?
বালিকার বুকে হানিলা এ শক্তিশেল।

সুভদ্রা। ভাবি মনে কোন্ মায়াবলে,
আছিল আচ্ছন্ন রথিকুল।
দেখেছি সারথি হয়ে,
পাণ্ডবের পরাক্রম রণে;
এ হেন পাণ্ডব-পুত্রে নাশিল কৌরবে।
সিংহ-শিশু বিনাশিল,
সিংহের সম্মুখে ফেরুপাল মিলি;
জানিলাম দৈব বলবান্।

অর্জ্জুন। না দহ অন্তর, ভদ্রা, না দহ অন্তর,
আছি স্থির প্রতিহিংসা-হেতু।

কৃষ্ণ। ত্যজ শোক সুভদ্রা ভগিনি,
হের পুত্রশোকে বিকল বীরেন্দ্র আজি।

গৃহিণী তুমি,
কর যতনে স্বামীর সেবা,
ভুলাইতে শোক।
তমালে লতিকা যথা বাঁধে,
পতি-পত্নী-বন্ধন তেমতি ;
বিকাশে লতিকা সুন্দর তরুর ভরে ;
কিন্তু যবে ঘোরবাতে কাঁপে তরু,
বাঁধে তরুবরে লতা দৃঢ়তর বাঁধে,
মরে তরু-সনে একই মরণে !
চেয়ে দেখ পুত্রবধূ তব,
বালিকা বিবশা পতি-শোকে,—
গর্ভে তার পাণ্ডব-সন্তান,
কাঁদিতে কি পাবে না গো দিন ?
হে বৎসে উত্তরে !
দেব-নিন্দা নাহি কর কভু ;
দোষ নিজ ভাগ্যে গুণবতি !
অবশ্য, কল্যাণি,
ঘটেছে ব্যাঘাত অর্ঘ দিতে ;
সন্দ-চিত্তে অর্ঘ দিলে নাহি ফল হয়,
সন্দেহ বিষম বিঘ্ন দেব-আরাধনে।
যা হবার হইয়াছে গুণবতি,
গর্ভে তব অভিমন্যু-বংশধর,
শোকে তাপে ভুল না কর্ত্তব্য, সতি !
যাও ফিরি গৃহে পাণ্ডবের বধূ,
প্রাতে রণ—কর গিয়ে মঙ্গল-অর্চ্চনা ;
চল,
বহু কার্য্য সম্মুখে তোমার।

অর্জ্জুন। অধীর হৃদয় দেব উত্তরার তরে।

কৃষ্ণ। সে সময় নহে মতিমান্,
বুঝ নাই শঙ্কর বিমুখ।
রুদ্র-তেজ বিনে ভীমসেনে,
কে জিনে সম্মুখ-রণে ?
চল যাই কৈলাস-শিখরে
আশুতোষে তুষিবারে ;
আছে তার প্রতিজ্ঞা-পালনে !

সম্পূর্ণ।

ধ্রুব-চরিত্র

[পৌরাণিক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

উত্তানপাদ	রাজা।
ধ্রুব	সুনীতির পুত্র।
উত্তমকুমার	সুরুচির পুত্র।
নারদ	দেবর্ষি।

মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, পবন, মদন, নন্দী, ভৃঙ্গী, মন্ত্রী, বিদূষক ও বালকগণ, সৈনিক, ভৃত্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সুনীতি } সুরুচি }	রাণী।
দীর্ঘিকা ...	রাক্ষসী।

লক্ষ্মী, বিদ্যাধরীগণ, সুরুচির সখীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(সুরুচি)

সুরু। বৃথা বেণী বাঁধিনু যতনে,
অঙ্গরাগ বিফলে করিনু,
কণ্টক না ঘুচিল আমার;
নাহি গেল ছোট রাণী নাম।
ছোট ছোট ছোট,
ছোট হয়ে চিরদিন কেন রব?
একমাত্র অধীশ্বরী যদি নাহি হই,
কি কাজ এ রাজ্য-ভোগে?
পুরুষ চঞ্চলমতি,
কি জানি যদ্যপি পুনঃ চাহে সুনীতিরে,
পূর্ব্বপ্রেম, যদি পুনঃ জাগে;
এবে রাজা বশীভূত মম,
পারি যদি সুনীতিরে করি দূর।
কত দিন চিন্তায় কাটাব কাল?
সুনীতিরে দিক্ বনবাস,
নহে আমি যাব রাজ্য ত্যজি।
বৃদ্ধ স্বামী অর্দ্ধ অংশ তার,
থার ঢালি এ পোড়া কপালে,
নৃপতির মন আজি পরীক্ষা করিব।
নিত্য বলে আমার আমার,
যদ্যপি আমার,
অংশ কেন দিব সতিনীরে?
ঐ বুঝি আসিছে ভূপাল,
রহি আমি ক্রোধভরে।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কেন কেন প্রাণপ্রিয়ে ধরণী-শয়নে?
কুসুম-শয্যায় ব্যথা তব লাগে কায়,
ধরি পায়,
বল না আমায়, কি মনোবেদনা তব?
অন্ধকার দেখাব্বি সংসার,
রোষাগারে কেন রাণি?

হে প্রেয়সি! হৃদয়ের মণি বুঝি হবে,
হাসি হের চাঁদমুখে।
কিঙ্কর তোমার পদপ্রান্তে
দেখ লো রূপসি!

সুরু। মহারাজ!
বাক্যবাণে জরজর প্রাণ মোর,
সহিতে না পারি আর!
রাজ্য-সুখে কাজ নাই,
পিত্রালয়ে দেহ পাঠাইয়া।

রাজা। এ কি কথা কহ, চন্দ্রাননে!
কার হেন কুবুদ্ধি ঘটিল,
কটু কথা কহিল তোমারে?

সুরু। রাখ ছল,
হে ভূপতি! মিনতি চরণে,
যাব আমি পিত্রালয়ে;
জানি আমি সুনীতি তোমার প্রিয়,
নিত্য নিত্য কত সহি,
অন্তরের জ্বালা অন্তরে গোপনে রাখি;
তব মুখ চাহি,
কভু কোন কথা নাহি কহি।
সুনীতির সনে,
এক গৃহে আর না করিব বাস।

রাজা। কি কাজ তোমার বল এক গৃহে রহি,
স্থানান্তর করিব তাহারে।

সুরু। প্রধানা মহিষী তব,
স্থানান্তর কি হেতু করিবে তারে?
আমি যাই পিত্রালয়ে,
মিছা ভাণ করো না রাজন্!

রাজা। তুমি প্রিয়ে প্রাণের অধিক,
প্রধানা মহিষী কেবা?
আহা, শেল সম বাক্য তার,
কত তুমি সহেছ সুন্দরি!

সুরু। মহারাজ!
প্রাণের বেদনা পরে কি বুঝিবে বল?
তব প্রাণ বুঝে না আমার,
যার তরে অন্তর অঙ্গার,
সে তো কভু নাহি চাহে;
মহারাজ! বুঝেছি সকলি;
কথায় মহিষী আমি,
প্রাণের মহিষী তব সুনীতি সুন্দরী।
নাহি জানি কেন এ কথার ভাণ,
সত্য কথা কহিতে কি দোষ,
বলিলেই হয়, মনে নাহি ধরে মোরে,
আমি নারী কি করিতে পারি?

রাজা। প্রিয়ে! কিসে তব জন্মিবে প্রত্যয়,
প্রাণ দেখাবার নয়,
নাহি জানি জান কি মোহিনী,
দাস তব পদে আমি।

সুরু। সত্য রাজা, দেখাবার নয় প্রাণ,
নাহি জানি কেন নিত্য সহি অপমান,
প্রাণ দেখাইতে চাহ?
কহ কি দেখাবে, নরপতি?
সে তো আর নাহি তব পাশে,
বাঁধা সুনীতির ঘরে।

রাজা। বাঁধা প্রাণ রূপ ফাঁদে তোর;
ছি ছি প্রিয়ে! ত্যজ মান, অভিমান,
সুনীতি কি দাসী-যোগ্য তোর?
নয়নের শূল সে আমার,
সত্য মোরে বল, প্রাণেশ্বরি!
কভু কি দেখেছ মোরে সুনীতির ঘরে?

সুরু। কেন আর থাকে বাকি
যদি ইচ্ছা হয়, কহ মোরে মহারাজ!
মানময়ী সুন্দরী তোমার,
করিতেছে অভিমান,
পায় ধ'রে এস হে সাধিয়ে তারে;
নারী ভুলাইতে পার, রাজা বিধিমতে,
ভুলাবে আমায় নহে বড় কথা;
যাও বা না যাও কেমনে জানিব আমি?

রাজা। অসঙ্গত কথা তব;
নিশি-দিন আছি তব পাশে।

সুরু। অসঙ্গত সকলি আমার,
নহে পতি কেন বাম মোরে;
কারে তুমি ভুলাও ভূপাল,
সুনীতিরে নাহি তব প্রয়োজন,
তবে রাজপুরে কি হেতু বসতি তার?
ছন্দ করে সুনীতি আসিয়ে,
বুঝাইতে আস মোরে।
কাজ নাই কথার ছটায়,
কথায় হে কাঁদে প্রাণ;
কপটতা কেন আর?

রাজা। ভাল, কথায় নাহিক কাজ,
কিসে তৃপ্তি হইবে তোমার ?
সুরু। তৃপ্তি মম তুমি মহারাজ ;
কিন্তু তুমি ত পরের,
সে তৃপ্তি কেমনে পাব ?
রাজা। পায় ধরি ত্যজ রোষ প্রিয়ে।
সুরু। রোষ কিবা,
সুনীতির সনে আর না রব এখানে।
রাজা। ভাল প্রিয়ে! অন্য স্থানে,
রম্য উপবনে রহিব তোমারে লয়ে।
সুরু। নাথ! মনোভাব গোপন না রহে সদা ;
প্রধানা মহিষী সেই রবে অন্তঃপুরে,
আমি যাব বনে না কোথায় ?
রাজা। বল যদি, তারে রাখি অন্যস্থানে।
সুরু। বলায় কি কাজ আর,
মোরে রেখে এস বনে।
রাজ-পুরে আর না রবে জঞ্জাল,
হায়, এত ছিল কপালে আমার!
রাজা। প্রিয়ে! রম্য উপবন ;—বনে ?
প্রাণ ধ'রে এ কথা কি কহিবারে পারি ?
কহ যদি,
আজি সুনীতিরে পাঠাইব স্থানান্তরে।
সুরু। কোথা, রম্য উপবনে ?
নির্জ্জনে সে স্থানে কেলি।
রাজা। কিছুতে না উঠে তোর মন।
পায় ধরি মুছ হে বয়ান,
যেথানে কহিবে তুমি পাঠাইব তারে।
সুরু। ইস্! যেখানে কহিব ?
দেখ রাজা, এখনি পড়িবে ধরা।
কাজ কি কথায়,
বোঝা যাবে এখনি সকলি।
বনে দিতে পার তারে ?
রাজা। ব'ন ?
বনে পারি দিতে পাঠাইয়ে,
কিন্তু নিন্দা হবে তাহে।
সুরু। মহারাজ! আগে হ'তে জানি
এ উত্তর ;
নূতন কোন্দল নহে আজি,
ডরে সুনীতিরে নাহি কহ কোন কথা,
মিথ্যা ছলে ভুলাও আমায়।
রাজা। পায়ে ধরি উঠ গো সুন্দরি,
সুরু। মানা করি ছুঁও না আমায়
সুনীতি করিবে ক্রোধ।
শুন রাজা অনেক সহেছি,
আর না সহিতে পারি।
উঠিতে—বসিতে—
সুনীতির বাক্য আর নাহি সহে।
বুঝিয়াছি—নহি আমি রাণী,
বনে যাব, রব একাকিনী,
মনের ব্যথা কব তরুলতাগণে ;
ছি ছি ধিক্ প্রাণ,
মুকুরে দেখিলে মুখ,
সতীনে কুকথা কহে,
যদি বাঁধি বেণী—সতিনী তাহাতে বাদী ;
আমি যাব বনে, তাহে নিন্দা না রটিবে,
নহি ত মহিষী,
একদিন ছিলাম ক্রীড়ার দাসী ;
গিয়েছে সে দিন,
নাহি সে বদন চারু মোর,
নয়নে নাহিক রাগ,
অনুরাগ ফুরায়েছে তব।
রাজপুরে কি হেতু হে রব আর ?
রাজা। কি কথায় কি কথা তুলিছ প্রিয়ে ?
সুরু। নাথ! ছাড় মোরে, এখনি বিদায় হব।
রাজা। ধৈর্য্য ধর, প্রাণেশ্বরি,
সুনীতিরে দিব প্রতিফল।
সুরু। নাথ! কিবা দিবে প্রতিফল ?
যে অনল জ্বলে বাক্যে তার,
প্রাণত্যাগ বিনা কভু না শীতল হবে ;
নিশ্চয় যাইব কেন মিছে রাখ ধ'রে ?
রাজা। শুন প্রিয়ে! শান্ত কর ক্রোধ ;
যা কহিবে তাহাই করিব,
সেই শাস্তি দিব,
শান্ত হও প্রাণেশ্বরি!
সুরু। বলেছে সতিনী মোরে, পাঠাইবে বনে,
তোমা হ'তে
সে জ্বালা না নিভিবে আমার,
কিবা শাস্তি দিবে তুমি তারে,
সত্য কহি,
অন্ততঃ দিনেক যদি রায় সেই বনে,

তবে রব তব পুরে
নহে রাজা এই শেষ দেখা।
রাজা। ভাল তাই হবে।
সুরু। রাখ ছল,
আগুনে কি হেতু ঘৃত ঢাল?
রাজা। না না, সত্য কহি।
সুরু। ভাল, পাল সত্য,তবে খাব অন্ন-পানি।
(অপুরকক্ষে গিয়া দ্বাররুদ্ধকরণ)
রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে! শুন কথা।
(নেপ) সুরু। রাজা, কথা কব,নেভে যদি জ্বালা,
নহে অনশনে ত্যজিব এ প্রাণ।
রাজা। কথা শুন ধরি পায়।
(নেপ) সুরু। পায়ে ধরা রীতি তব,
পায়ে ধর স্থানান্তরে গিয়ে।
রাজা। প্রিয়ে!
আর না উত্তর দিবে।
বিষম জঞ্জাল, উপায় করিব কিবা?
সুনীতিরে বার বার করিয়াছি মানা,
কথা না কহিতে এর সনে।
সত্য,—ভ্যান্, ভ্যান্,
এক কথা শতবার আছে সুনীতির;
দিব বনে দিনেকের তরে,—
বড়ই কাঁদিবে।
সুনীতির পতিভক্তি কহে সবে;
কিন্তু তৃপ্তি মোরে নাহি দেয় তিল।
তুই আপনি বিবাহ দিলি,
কোথা ফেলি তারে?
বনে—দোষ কিবা?
অর্থবলে বন হয় অট্টালিকা।
যাক্ স্থানান্তরে,
রহুক কয়েক দিন,
সুরুচির বড় অভিমান;
আসিলাম বিলাস-আশায়,
দেখ প্রাতঃকাল গেল রোষে;
পায়ে ধরি তবু কথা নাহি শুনে।
মন্ত্রীরে সুধালে মন্ত্রী কভু না কহিবে,
দিব বনে।
কথা কও বা না কও, শুন প্রিয়ে!
সুনীতিরে দিব বনে,
তা হ'লে ত হবে তোষ?
কোন কথা নাহি কবে।
যাই, কিন্তু কি বলিব সুনীতিরে?

[প্রস্থান।

(দর্পণ-হস্তে সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। সাধে কি রে বেণী তোরে বাঁধিতে যতন,
সাধে কি অধরে করি রাগ?
আরে রে মন!
তোর ধার শুধিতে নারিব;
বুঝি তোরে—যদি সতিনী রে হয় দূর।
পড়েছে সঙ্কটে—আজ নহে কাল।
এসেছিল বিলাস-আশায়,
মনাগুন কত দিন চেপে রবে?
পুরুষ অবোধ,
ভাবে, পায়ে ধ'রে নারীরে করিবে বশ,
পায়ে ধ'রে ফিরে অঞ্চলের ধারে;
দেখি কত দূর হয়।
অবশ্য পাঠাবে,
নহে কেন এত—কেন কথা কব?
বৃদ্ধ পতি ভাগাভাগি তার,
এ হ'তে বৈধব্য ভাল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

কক্ষ।

(মন্ত্রী ও সুনীতি দণ্ডায়মানা)

মন্ত্রী। দেবি! আসিয়াছি বন্দিতে চরণ,
কল্যাণ করুন মাতা;
নিবেদন চরণে মা মোর,
আমা হ'তে রাজ্যভার আর না সম্ভবে।
রাজকার্য্যে রাজা উদাসীন,
কার্য্যকথা কহিলে কহেন কটু,
সিংহাসনে প্রজাগণে দেখিতে না পায়;
আমারে না মানে,
শঠজনে করে উত্তেজনা

নিয়মিত কর নাহি দেয় সবে ;
ব্যয় অতিশয়,
রাজকোষ শূন্য প্রায় তায় ;
হেরি বিশৃঙ্খল,
অরিদল প্রবল মা চারিদিকে ;
কর্ম্মচারী সশঙ্কিত সবে ;
কবে কর্ম্মচ্যুত হবে,
ছোটমাতা কবে করিবেন রোষ ;
কুনয়নে পড়িলে তাঁহার,
নাহিক বিচার—রাজদণ্ডে সর্ব্বনাশ।
হতাশ এ সমুদয় রাজ্যময় ;
উপায় না পাই,
তাই মা তোমারে সুধাই,
কি করিব কেমনে ফিরাব ভূপে ?
সৈন্যগণ,
রাণীর প্রভাবে স্বেচ্ছাচারী সবে,
নিত্য করে প্রজার পীড়ন ;
কোন দিকে না দেখি মঙ্গল।

সুনী। বল মন্ত্রি আমা হ'তে কি হবে
উপায় ?
রাজা আর নহে ত আমার,
শ্রীচরণ তাঁর কভু নাহি দেখা পাই।
ভেঙেছে কপাল,
এ জঞ্জাল আপনি করেছি—
পরে বিলায়েছি,
আর কোথা পাব প্রাণনাথে ?
করিয়ে মিনতি পাঠাইলো দূতী,
নৃপতি কহেন কটু ;
রূপমোহে মুগ্ধ তাঁর প্রাণ ;
আমি যে দুঃখিনী, নহি আর রাণী,
নৃপমণি ঠেলেছেন পায় ;
মনোব্যথা লজ্জায় না কহি কারে।
আঁখিবারি অঞ্চলে নিবারি,
পাছে কেহ দেখে আসি।

মন্ত্রী। তবে আর উপায় না দেখি।

সুনী। মন্ত্রি !
কণিনীরে আপনি আনিনু পুরে ;
দুগ্ধ দিয়ে যতনে পুষিনু
দংশিতে হৃদয় মোর !
বহুদিন নৃপতির সন্তানের সাধ,
অভাগিনী নারিনু সন্তান দিতে কোলে !
তাই মাথা খেয়ে কহিনু রাজায়
বিবাহ করিতে পুনঃ ;
পড়ে মনে ফুলশয্যা-দিনে,
কত মোর গলা ধ'রে কাঁদিল ভূপতি !
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ,
কত আমি বুঝানু রাজায়,
হায় হায় নিজে শেল ধরিনু হৃদয়ে ;
এবে রাজা নাহি ফিরে চায়,
সুধাইলে কথা নাহি কয়,
কি কহিব যে ব্যথায় আছি আমি।
আমি অভাগিনী,
হাতে ধ'রে স্বামী বিলায়েছি পরে,
আর কারে বুঝাইব,
আর মম কথা কে শুনিবে ?

মন্ত্রী। অল্পদিনে কিছু না রহিবে আর,
অরি আসি বসিবে এ সিংহাসনে,
মাতা, বিলাসীর রাজ্য নাহি রহে।

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। মন্ত্রি, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার !
রাজার না রাজ্য রবে,
বিরলে মন্ত্রণা কর তাই।

মন্ত্রী। মাতা, যাচি আমি রাজ্যের কুশল।
অমঙ্গল হেরি চারিদিকে ;
শুন মাতা, কহিতেছিলাম যাহা,
বিলাসীর ;—

সুরু। শুনেছি সকলি।

মন্ত্রী। মাতা, প্রণাম চরণে,
চিরদিন মন্ত্রী কহে সত্য কথা।

[প্রস্থান।

সুরু। আরে রে সাপিনী,
এততেও উঠে না তোমার মন ?
বুড় হলি, সোহাগ না গেল,
আহা তবু যদি থাকিত যৌবন !

সুনী। বল যত আসে,
কোন্ দিন নাহি সহি ?
সকলি ত সয়,
সয় যবে পতির বিরহ !

সুরু। আহা,

বিরহবিধুরা মানিনী আমার ধনী,
পতিরে করিবে রাজ্যচ্যুত।
সুনী। কর নাট যত মনে আছে।

[প্রস্থান।

সুরু। এই অহঙ্কার যায় ছারখার।
মদগর্ব্বে কথা নাহি কন;
উত্তম সুযোগ,
রাজারে কহিব গিয়ে,
"সুনীতি মন্ত্রণা করে মন্ত্রীরে লইয়ে;
রাজ্য যাচ্ছে যায় তব।"
দেখি রাজা আপনি কি করে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

কক্ষ।

(রাজা ও বিদূষক)

রাজা। পড়িয়াছি বিষম বিপদে,
সুরুচি করেছে ক্রোধ,
কিছুতে প্রবোধ নাহি মানে;
কহে সুনীতিরে পাঠাইতে বনে।
ছিল রোষাগারে,
পায়ে ধ'রে সাধিলাম যত,
অভিমান বাড়ে তার তত।
দ্বার দিল কথা না কহিল আর,
এইমাত্র পাইনু উত্তর,
অনশনে ত্যজিবে জীবন।
বিদূ। তবে আর উপায় ত নাই,
পাঠাইয়া দেহ বনে।
রাজা। কি বল, কি বল,
কেমনে পাঠাব বনে?
বিদূ। নহে কথা কবে সুরুচি কেমনে?
রাজা। তবে আর ভাবিতেছি কিবা?
বিদূ। দিন দুই কথা নাহি শুনে,
ত্রিভুবনে মরে নাই কেহ,
এইরূপ আছে সংস্কার;
কিন্তু ছোটরাণী—নূতন বিচার তাঁর,
এ বিচারে সকলি সম্ভব।
রাজা। রাখ পরিহাস!
বিদূ। মহারাজ, পাইয়াছি ত্রাস।
রাজা। বল, বল, কি উপায় করি?
বিদূ। রাণী রোষাগারে—কথা নাহি শুনে,
কেমনে বাঁচিবে রাজা?
রাজা। সত্য, এত কি না জানি,
বিনা অপরাধে কেমনে পাঠাব বনে?
নাহি কয় নাহি কবে কথা।
কিন্তু বলিতে কি,
সুনীতি সামান্য নহে ধনী,
নিত্য ফেরে ফেলে সে আমায়।
বিদূ। জিজ্ঞাসিলে সুনীতিরে,
উত্তর পাইতে রাজা;
হের দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
আমারে এ প্রশ্ন কেন?
রাজা। কি উত্তর?
কোন কথা বোঝে না সুরুচি
সুরুচির যৌবন-উদয়,
যদি আমারে না পায়,
কিসে বল মন রবে স্থির?
সুনীতির বুঝা এ উচিত।
ভাল সুধাই তোমায়—বনে দিব?
অর্থবলে হবে অট্টালিকা সেথা।
বিদূ। মহারাজ! মুষ্টিযোগ প্রথমে দিয়েছি,
বলেছি ত দাও বনে।
রাজা। উপায় যা হয় তোমারে করিতে হবে
বিদূ। মহারাজ!
বিচার তোমার চরাচরে রবে গাঁথা,
আর আমি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণকুমার,
আমার আচার—
বালক প্রাচীন বনিতা মিলিয়া গাবে,
মলয়-বাতাসে চন্দন হইব আমি।
রাজা। কেন ভাব, বনে নাহি হবে দেখা।
বিদূ। হাঁ ত, রাজপুরে দুঃখের অশেষ,
বনে গেলে পেড়ে খাবে শাকা ফল।
রাজা। লও পত্র লও, সুনীতিকে দাও,
কিছু না বলিতে হবে;
রেখে এস বনে,

লও ধন—প্রয়োজনমত দিও,
ধনী জন কোথায় অসুখে রয় ?
বিদূ। নহি ধনী,—
বিশেষ কাহিনী অবগত নহি রাজা,
পত্রমর্ম্ম কিবা মহারাজ ?
রাজা। শুন ;
"প্রিয়ে, আসিবে বয়স্য সনে,
অন্যথা করো না।"
যাও পত্র দাও, কিছু নাহি ব'লো হেথা,
বনে ব'লো সমাচার।
কাঁদে যদি বলো বুঝাইয়ে,
নিত্য নিত্য যাব মৃগয়ায়,
দেখা হবে তাঁর সনে।
বিদূ। মহারাজ! ব্রাহ্মণের ছেলে,
কত দিনে পাপ-পুণ্য ফলে ?
রাজা। দিও ধন যত চাহে ;
হেথায় ত আমারে না পায়,
ভাল সেই ত, দুই জনে রহে দুই স্থানে,
নিত্য নিত্য না হবে কোন্দল।
বিদূ। ভাল, দিয়ে দেখ বনে,
সহজেই যাক্ মিটে—
আমার ত কাজ চাই ;
আর আছি রাজগৃহে,
রাণী লয়ে সাফাই পালাই।
রাজা। এত বড় কথা তোর !
বিদূ। এ ত আর নহে রাণী, বনবাসী,
তোমার কি জোর রাজা ?
রাজা। না না, বল অন্য কি উপায় আছে ?
বিদূ। কেন ক্ষুধা বাড়াবে রাজন্,
বনে দিন বলেছি প্রথমে।
রাজা। গৃহে পুনঃ আনিতে কি ভার ?
বিদূ। আহা, সুবিচার এমন কে আছে আর ?

[বিদূষকের প্রস্থান।

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। নাথ! যদি দিলে বনে,
কি হেতু পাঠাবে ধন ?
বুঝি আকিঞ্চন রাজ্যচ্যুত হবে রাজা।
রাজ্য তব যাবে,
বার বার সুনীতি যে কয়,
মন্ত্রীসনে মন্ত্রণা যে তব,
স্বকর্ণে শুনেছি আমি,
হয় নয় জিজ্ঞাস মন্ত্রীরে ডাকি,
কহে বিলাসীর রাজ্য নাহি রয়।
নাথ! সকলি সহিতে পারি,
মরি নিন্দা যদি শুনি তব
রাজা। আঁ্যা, এত তার স্পর্দ্ধা অধিক!
বনে না পাঠাব ধন।
দেখ প্রিয়ে! বনে দিছি মন্ত্রী নাহি শুনে।
সুরু। কার সনে মন্ত্রণা তাহার আর ?
রাজা। না না, মন্ত্রী মম হিত চিন্তে সদা।
সুরু। (স্বগত) থাক্ মন্ত্রী আজ।
রাজ। প্রিয়ে, চল যাই তব অন্তঃপুরে।

[প্রস্থান।

—•—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—•—

বন।

(বিদূষক ও সুনীতি

বিদূ। অশ্বগণ উদ্‌যোগী সবল,
উদ্‌যোগী সারথি,
উদ্‌যোগী এ ব্রাহ্মণ-কুমার,
শীঘ্র কার্য্য হ'ল সমাধান।
সুনী। বনমাঝে কোথা লয়ে যাও ?
বিদূ। (স্বগত) বিষম বিভ্রাট,
উত্তর কি দিব ছাই!
এ সময়ে রাজারে পাইলে,
চট্‌পট্ আসিত উত্তর।
সুনী। বল—বল, নীরব কি হেতু তুমি ?
বিদূ। (স্বগত) মন কেন কাঁদে—
এত কিসে তব মাথাব্যথা ?
রাজা দিবে বনে,
তোমার কি গরীব ব্রাহ্মণ ?
সুনী। বল, কোথা লয়ে যাও ?
কোথা মম স্বামী—
শঙ্কা হয় অরণ্য হেরিয়ে।

বিদূ। (স্বগত) অচল এবার!
সুনী। শঙ্কা হয়, কেন কথা নাহি কহ?
এ যে ঘোর বন!
ডরে সূর্য্যরশ্মি নাহি পশে,
ত্রাসে কাঁপে কায়—দেখিয়া শুকায় প্রাণ,
কোথা যাব, মহাবনে প্রয়োজন কিবা?
বলহ সত্বর—কোথা প্রাণেশ্বর,
রবহীন দারুণ দুর্গম,
কণ্টকে চরণ নাহি চলে,
ডাক প্রাণনাথে—আর না চলিতে পারি
হের শ্রম-বারি ঝর ঝর ঝরে গায়;
ছিন্নকায় কণ্টকের ঘায়;
রাজার মহিষী,
বনে কবে আসিয়াছি বল?
বল গিয়ে প্রাণনাথে,
অপরাধ নাহি লন,
আর নারি চলিবারে,
কৃপা করি আসুন এ স্থলে।
বিদূ। দেবি, কোথা যাব?
কোথা হেথা মহারাজ?
সুনী। তবে কি কাজে আনিলে হেথা?
বিদূ। দেবি, রাজ-আজ্ঞা-তোমারে রাখিতে
বনে।
সুনী। বনে! কিবা দোষী তাঁর পায়?
হায় নাথ, আশা দিয়ে কেন বজ্রাঘাত!
দাসী, পদে নহি অন্য দোষী,
অধীনীয়ে চিরদিন করিয়া বঞ্চনা,
তবু কি বাসনা পূরিল না মহারাজ?
দুর্গম কান্তার না পাব নিস্তার,
কেন প্রাণ বধ হে আমার?
রাজার মহিষী,
দেখে নাহি রবি শশী তারা মোরে,
এবে ঋক্ষ ব্যাঘ্র সনে ভ্রমিব কাননে
কেমনে, হে মহারাজ?
হায়! নিরুপায়,
অবলায় কেন হে ঠেলিলে পায়?
প্রভু, তুমি ধ্যান জ্ঞান,
রেখেছিনু প্রাণ তব দর্শন আশে,
দেখা পাই বা না পাই,
এক পুরে বাস,
ছিল আশ দেখা পাব কভু;
হায় প্রভু!
তাও কি হে সহিল না সতিনীর প্রাণে?
বনে মরে হে অধীনী,
গুণমণি কৃপা করি দেখা দাও।
খেদ নাহি ঠেলেছ হে পায়,
দাসী চা'য় এ অন্তিমে দরশন!
দেখ তব ঘুচিল জঞ্জাল,
আর জ্বালা সুনীতি না দিবে।
স্মরি পদ বিপদে পড়িয়ে,
পতি বিনা কে আছে নারীর?
যাও বিদূষক,
রাজপদে কর নিবেদন,
আজ্ঞা তাঁর হবে না লঙ্ঘন,
ব'লো ব'লো হে স্বামীরে,
ছলে কিবা ছিল প্রয়োজন?
কবে আজ্ঞা করেছি হেলন,
অনায়াসে পারিতাম দিতে প্রাণ,
কণ্টক ঘুচিত তাঁর।
বনে মরিব নিশ্চয়,
এই খেদ হয়,
পতি দেখা না পাইব আর!
হায় সাধ পোরে নি আমায়,
দেখিব আবার অরণ্যে গো উঠে বলে!
বিদূ। দেবি! কেঁদে বল কি হবে উপায়?
সতী তুমি পতি-আজ্ঞা পাল।
চিরদিন কু-দিন না রহে শুনি,
চল রাণি, তপোবন দূরে:
মুনিকন্যাগণে, তোমায় গো রাখিবে
যতনে।
সুনী। যার তরে রেখেছিনু এ জীবন,
তার অযতন, আর যত্ন নাহি চাহি;
যাও ফিরে যাও,
আজ্ঞা তুমি করেছ পালন:
আমি অভাগিনী,
কেন আর আছ মোর সনে?
বিদূ। দেবি, এ দশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব?
তুমি সতী পতিপরায়ণা,
করো না কামনা প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন।
পতিহেতু সহেছ বিস্তর,

বনবাসে না হও কাতর,
সহ দেবি, পতি-আজ্ঞা ভাবি।
রাজা একদিন ছিল গো তোমার,
লিপি বিধাতার, আজি তব সতিনীর।
তব পতিগত প্রাণ,
ভগবান্ কৃপাবান্ হবেন তোমায় ;
সতি ! ধর্ম্মে রাখ মতি,
প্রাণে নাহি কর হেলা।
এস ধীরে ধীরে অদূরে আশ্রম।
কত দরিদ্র ব্রাহ্মণে,
শত শত জনে,
রাজার আজ্ঞায় আনিত তোমারে বনে ;
কিন্তু কেবা কোথা রেখে যাবে,
বনমাঝে কোথায় আশ্রয় পাবে,
সেই হেতু এসেছি নির্দ্দয় কাজে !
শুনহ বচন, শান্ত কর মন,
বিধি বাম তোরে, অভাগিনি !
চিরদিন সমান না যায়,
হরি পদ-তরী অবশ্য দিবেন তোরে !
এস দেবি আশ্রম অদূরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(রাজা, মন্ত্রী ও বিদূষক)

রাজা। এ কি স্বপ্ন চমৎকার !
বহুকাল করি নাই পিতৃলোক-ক্রিয়া,
পাপাত্মা আমি ;
সেই হেতু,
পিতৃদেবগণে স্বপনে দিলেন দেখা ;
পালিব আদেশ, আজি যাব মৃগয়ায়,
মৃগমাংস আনি, করি শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
চিরদিন অলসে কাটিল,
[illegible] রহিল, স্ত্রৈণ কহে দেশে ;
চিরদিন অন্তঃপুরে বাস,
উচ্চ আশা শুকায়েছে একে একে।
রাজকার্য্য রয়েছে সকলি,
কিন্তু কি করি কি করি,
দিবস-শর্ব্বরী এই সদা চিন্তা মন,
কোন কার্য্যে মন নাহি বসে,
অঙ্গে হয় শ্রমবোধ !
রাজ্য শুনি বিশৃঙ্খল সব,
সৈন্যের প্রভাব নায়কে নাহিক মানে।
দেখি,
কোনক্রমে পারি যদি চালিতে অলস ;
মৃগয়ায় করিব গমন ;
সৈন্যগণ দেখিব কেমন,
দেহ আজ্ঞা সুসজ্জিত রহে সবে।

মন্ত্রী। প্রভু, বিশৃঙ্খল আর নাহি রবে ;
সিংহাসনে রাজ-দরশনে
প্রজাগণে শাসন মানিবে,
সেনাগণ হবে নতশির।
হবে স্থির উৎসাহিত আর,
আজি রাজ্যে কি আনন্দ-দিন !
আজ্ঞায় তোমার প্রভু,
রাজ্যময় দিব এ ঘোষণা,
প্রজার বাসনা পূর্ণ হ'ল এতদিনে।

রাজা। ভাল, যেবা অভিরুচি তব
করহ, সচিব !
শীঘ্র কর মৃগয়ার আয়োজন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। রাজা, আছে মনে,
বন নহে সুরুচির গৃহ,
নাহি তথা কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
বিষম হুঙ্কার করে ঋক্ষ-ব্যাঘ্রগণে।
প্রভেদ কিঞ্চিৎ প্রভু !
পূর্ব্বকথা আছে ত স্মরণ ?

রাজা। কেন মিছে কর জ্বালাতন !
কহি শুন আজি যেন নূতন জীবন,
উৎসাহ-প্রবাহ ধমনীতে ধায় দ্রুত,
ধনু-মূর্ত্তি পড়ে পুনঃ মনে ;
দূরে ফিরে ফিরে চায়,
আশঙ্কায় কুরঙ্গ পলায়,
উচ্চপুচ্ছ বাজী ধায় পাছে ;

নাচে প্রাণ,
পুনঃ দীপ্তিমান সে ছবি নয়নে আজি।
বিদূ। মহারাজ, শয্যা ত্যজি একেবারে বনে ?
মধ্যে কয়দিন ব'সো সিংহাসনে,
উৎসাহ অধিক ভাল নয়।
বসি সিংহাসনে রাজকার্য্য হয়,
হ'লো—
কানে কানে দুটো মধুমাখা কথা কয়,
যা রয়,—সেই ভাল মহারাজ!
বড় টান,—বনে আন্‌চান্ পাছে কর ?
রাজা। সত্য কহি, রাখ পরিহাস।
গৃহ-বাস বিলাস-বিভ্রম,
আর নাহি চাহে প্রাণ।
সেই—সেই সেই সমভাব,
নাহিক অভাব,
মনে মম অভাব সকলি।
ভাবহীন প্রাণ বহি,
সখা বুঝিবে কি,
সুখ আর সহিতে না পারি।
বিদূ। শুনি দুঃখে প্রাণ ফেটে মরি,
সুখ নাহি সয়,
দুঃখ পেতে কষ্ট নাহি বহু।
গৃহে যদি ব্রাহ্মণীরে কহি,
পরিপাটী আয়োজন করে একদিনে,
প্রাণ ভ'রে দুঃখে গিয়ে কর ভোগ।
রাজা। কি বুঝিবে সুখে দুঃখ কত।
রাণী, রাজা ব'লে ভালবাসে,
বয়স্য না সত্য কহে ত্রাসে,
না চাহিতে সিদ্ধ হয় প্রয়োজন;
আকিঞ্চন আশা,
হৃদে নাহি করে বাসা আর।
পরিতোষ—পরিতোষ,
অসন্তোষ এ হ'তে অধিক কিবা ?
বনে, ব্যাঘ্র নাহি শুনে রাজা আমি,
ভয়ে কুরঙ্গ না লুটে পায়,
তরুলতা সম্ভ্রমে না নমে,
রাজ্যে কপটতা চারিদিকে।
(মন্ত্রীর প্রবেশ)
মন্ত্রী। মহারাজ, সজ্জিত সেনানী।
[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। চল সখা যাই।
বিদূ। রাজা, যাবে মৃগয়ায়, মৃগাক্ষী পশ্চাৎ।
(সুরুচির প্রবেশ)
সুরুচি। মহারাজ, মৃগয়ায় না কি যাও শুনি ?
রাজা। দোষ কিবা রাণি,
ফিরিব, না আসিতে যামিনী।
সুরুচি। সারা দিন একাকিনী রব ?
ভাল ভাল বিচার তোমার নাথ,
আমি নাহি যেতে দিব।
রাজা। না না, সৈন্যগণে দিয়েছি আদেশ,
সৈন্যগণ সুসজ্জিত রয়েছে দাঁড়ায়ে।
সুরুচি। আজ্ঞা দেহ যাবে সবে ফিরি।
রাজা। রাণি, যাই মাত্র দিনেকের তরে,
নানামত বিহঙ্গিনী কত,
আনিব কানন হ'তে।
সুরুচি। আজ্ঞা দেহ বন্যগণে এনে দেবে।
রাজা। রাণি, লোকে বড় হব হাস্যাস্পদ
মৃগয়ায় যদি নাহি যাই।
সুরুচি। তবে চল, আমি যাব সাথে।
রাজা। প্রিয়ে, সে কি হয়,
কানন দুর্গম অতি।
সুরুচি। তবে তুমি কেমনে যাইবে ?
রাজা। বাল্যাবধি অভ্যাস আমার,
বিশেষতঃ কঠিন পুরুষে সহে যত,
নারী কোমল-প্রকৃতি সহিতে না পারে,
শ্রম নাহি সহে,
অল্প শ্রমে কাতরা হইবে প্রিয়ে!
দেহ আজ মৃগয়ায় যেতে,
অন্য কোথা, কভু নাহি যাব আর!
চল সখা,—আসি প্রিয়ে!
বিদূ। মহারাজ, বিষম বৈরাগ্য তব,
পথে অত রয় বা না রয়।
সুরুচি। বুঝিয়াছি, সকলি তোমার খেলা।
বিদূ। মন, রাজা ছেড়ে ধরে তোরে।
গরীব ব্রাহ্মণ পালা!
দেবি, আমি আরও বলি,
বনে কে দিবে মোহনভোগ ?
রাজা। আসি প্রিয়ে!
সুরুচি। আর কভু যেতে নাহি চাবে ?

রাজা। না।
সুরুচি। ফিরিবে, না আসতে যামিনী?
বিদু। গোধূলিতে পদধূলি পড়িবে রাজার,
আমি আছি কোন্ কাজে?
পারি যদি ফিরাইব পথ হ'তে।

[রাজা ও বিদূষকের প্রস্থান।

সুরুচি। স্বামী,
সারা দিন কাছে ভাল নাহি লাগে।
হলো গেল এ কাজে ও কাজে,
অনুরাগে আছ ব'সে।
এল, দেরি হলো দুটো বা সোহাগ করি,
কভু মান করি বদন ঝাঁপিয়ে রহি।
দুটো কথা কয়, দুটো বা ভোলায়,
কখনও বা ধরে পায়;
পায় পায় এও জালা কম নয়।

[সুরুচির প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বন।

(সুনীতি ও মুনিপত্নী)

সুনীতি। মা গো, বনে ভুলেছি সকলি,
কিন্তু একদিন
ছিলাম মা পতি-সোহাগিনী,
দিবা-নিশি শয়নে স্বপনে
পাসরিতে নারি তাহা।
কেন গো না জানি,
অভাগিনী প্রাণে গায়,
পাব পুনঃ পতি-দরশন!
কত মত বুঝাই মা মনে,
সে স্বপনে দিতে জলাঞ্জলি,
একাকিনী কত কাঁদি ভাবি তাই!
পোড়া প্রাণ মেনেও না মানে,
পাব প্রাণধনে,—
এই আশে উন্মাদিনী নাচে গায়।
ঘোর নিশা চমকিয়া উঠি,
ভাবি এল প্রাণনাথ!
শিহরি মা নিজ ছায়া হেরি।
দিবা-নিশি পাই পাই—
হারাই হারাই যেন।
বেদনায় কভু প'ড়ে কাঁদি,
পুনঃ প্রাণ বাঁধি;
আশা কানে কহে সুমধুর,
নহে দূর, পতি তোর আসে।
চমকি জননি, বসনে বদন ঢাকি,
অবিরাম নিরখি সে ঠাম,
অবিরল নেত্রজলে ভাসি,
লইয়ে কলসী—বারি লয়ে আসি;
জলে যদি হেরি মুখ,
লজ্জা পাই মলিন দশায় মম,
পাছে পতি মোরে দেখে।
হেরি ফুলকুল, অতুল আদরে,
ভাবি বনফুল-হারে,
গেঁথে দিব মালা গলে!
ও মা, প্রা তো বোঝে না,
নিত্য করি কুটীর মার্জ্জনা;
নিত্য নব পাতা সাজাই শয্যার পরে;
নিত্য নিত্য বিফল বাসনা;
তথাপি কামনা,
নিত্য নিত্য জাগে প্রাণে,
এত দুঃখে মরণে না হয় সাধ।
মুনি-প। আহা, মা গো, তুমি পতি-পরায়ণা,
তোর সাধ অবশ্য মিটিবে;
পতি জ্ঞান পতি ধ্যান তব
শ্রীপতির কৃপা হবে।
সুনীতি। ও মা, পেয়ে কেন হারাইব তবে?
আহা, দে'খে দে'খে আঁখি না ভরিল,
মন না পূরিল,
অঙ্গ নাহি ভুলিল পরশ-সাধ।
ও মা, সতিনী সাধিল বাদ,
প্রাণনাথ মোরে বাম,
মা গো, পতি-প্রেম-কাঙ্গালিনী আমি।
ও মা, কথায় কথায় বিলম্ব করেছি কত,
বুঝি মা দুর্যোগ হবে।
মুনি-প। হাঁ মা, আসি আমি আজি,
তুই মা অনাথা,
অনাথের নাথ হরি ডাক তুমি তাঁরে।
আহা, অভাগিনী-কথা শুনে কাঁদে প্রাণ।

সুনীতি। মা গো, দুর্যোগ নিকট,
বহুদূর যাইতে নারিবে।
মুনি-প। না গেলেই নয়,
অন্ন-পানি না পাইবে মুনি।
[মুনিপত্নীর প্রস্থান।

সুনীতি। প্রাণনাথে পূজেছিনু অট্টালিকামাঝে,
প্রাণ চায়,
বারেক পূজিতে তাঁরে এ বিজন বনে।
ধুই পা-দুখানি,
খুলে বেণী যতনে মুছা ,
দূর্ব্বাদলে তরুতলে আদরে বসাই ;
ফুল তুলে দিই উপহার।
আনি বনফল নির্ঝরের জল,
পদ্মপত্রে সলাজে নিকটে রাখি,
প্রভু যদি কুটীরেতে যান,
ঢাকিয়ে বয়ান পাছু পাছু যাই ধীরে!
আরে আরে কেন প্রাণ হও উন্মাদিনী ?

(গীত)

জয়জয়ন্তী—মল্লার।

গরজে নব বারিদ শুন, খেল সৌদামিনী।
খেল খেল মেঘমাল,
সোহাগে মেঘে খেল লো সোহাগিনী॥
হের আঁধার ঘোর, মম অন্তর সম
চমকি ভ্রম আমোদিনী।
মৃদু হাসি ভালবাসি, আমি স্বামী-কাঙ্গালিনী।

(দূরে রাজার প্রবেশ)

রাজা। কোথা পথ, কণ্টক সকলি,
হেথা নাহি ে াকালয়।

(সুনীতির গীত)

সাওন—মল্লার।

কেন কাঁদ যামিনী।
বল কি বেদনা তোর আমি ও দুঃখিনী॥
কেন গো মলিন বেশে,
তারা শশী নাহি কেশে,
আর কাঁদি উন্মাদিনী, আমি উন্মাদিনী॥

রাজা। এ কি, কার কণ্ঠস্বর ?
বিষাদিনী কেবা গায় ?
সঙ্গীত নহে ত দূরে!

(সুনীতির গীত)

ইমন্—আড়াঠেকা।

শুন শুন সমীরণ।
হৃদি ভেদি বহে শ্বাস তাপিত গহন॥
এ ঘোর আঁধার সম, আঁধার অন্তর মম,
নাহিক রোদন-ধারা দহে হুতাশন॥

রাজা। আহা, কে রমণী বন-নিবাসিনী ;
বিরহ-বিধুরা,
শূন্য প্রাণে সমীরণে কহে মনোব্যথা ?
যেন কোথা শুনেছি এ স্বর!
শ্রবণবিবর সুশীতল বহুদিন পরে।
কে গো তুমি বিপিন-বাসিনী,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় করহ দান।

সুনীতি। নাথ! (মূর্চ্ছা)

রাজা। এ কি!
সুনীতি -মা ছায়া তার!
হা ধিক্, আমি কি নির্দ্দয়,
এত কষ্টে আমারে এ চায়,
সুনীতি সুনীতি—উঠ প্রিয়ে!!
ক্ষম অপরাধ,
আমি অতিথি লো তোর ঘরে।
এস প্রিয়ে, এস হে কুটীরে!

সুনীতি। নাথ, নাথ, কত বল।
চিরদিন পিপাসী এ প্রাণ,
মত্ত হবে এত সুধাপানে!

রাজা। দিও না গঞ্জনা,
এস প্রিয়ে, এস তব বাসে।

(কুটীরে উভয়ের প্রবেশ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

বিদূষক

কড়, কড়, হড়, হড়, হড়, !
কর যত আছে মনে।
দিব্য মোর মানা যদি করি।
বাবা, বাল্যাবধি আছে সংস্কার,
গৃহে আর অরণ্যে প্রভেদ আছে বহু।

পুণ্যবল,
দেখা না হইবে আর ব্রাহ্মণীর সনে।
ঠোনা খেয়ে যেত প্রাণ,
ছকুল সমান,
যায় যাক্ প্রাণ বনে।
তবু ভাল কণ্টক কেবল।
ভেবেছিনু,
প্রেমিক ভল্লুক দেন বুঝি আলিঙ্গন।
আর কেন চক্‌চকি,
আর কেন আঁধার বাড়াও,
এই নিশ্চিন্ত বসেছি ;
রাজারে যদ্যপি আর খুঁজি,
যদি আর চলি এক পদ,
যত মনে ক'রো খেলা।
রে ব্রাহ্মণ !
সুখ যত পাস্ নাহি পাস্
পেট ভ'রে দুঃখ কর ভোগ।
আর কেন থাকে খেদ।
বাবা, জলের কি জেদ।
আমি বলি—আঃ ! কি শীতল বারি,
পরাণ জুড়ায়।
আঃ—তবু যে ধরে না ? চাে ঘু কিছুই
তামাসা কি বুক ফেটে গায় দু নি বজ
আর পদ নাহি চলে, ল কান রে মন
কোথায় রাজায় খুঁজিশা হইবে মি লো অব
দেখ না বুঝেছে ...ইতে; ন গেল চ'ে
চারিদিকে চক্ চক্ব অবকাশ, রানি মানে,
খুঁজে নাও রাজপা...হুড়ি। ও পায়ে ধরাই
না না, এত অহং প্রাণেশ্বরি, পায়ে ধরে,
থেম না, থেম ভ্রাট বিপিনে, সুনীতির গর্ভ
রাজা যদি বেঁধে, ফিরিতে নারি ভাগিনী,
দেখা যদি পা...রণ্যের মাঝে, হইল মো
যা আসে তা ...ল-ধারায় ; াই কি হবে কি হ
আহা। ব...শয় জীবন, দিতেছে রাজা।
নিকুঞ্জ-কানন ... ঝরিছে রুধির জা ও বিদূষকের

(সৈন্যে (গীত)

...—জলদ-একতা , সাক্ষ্য দিও দা

সৈন্য। এ কি, হেথায় ...য়, য়েছিনু আশ্রয়
পাইয়াছি রাজার ... নাগর মান ও সাক্ষ্য দিব,
আছেন পরম সুখে।

বিদূ। কোথা যেতে বল মোরে ?
থাকিতে পরম সুখে বল কি আমায় ?
ভাল, কোথা মহারাজ ?
সৈন্য। বড় রাণী আছেন এ বনে,
গিয়াছেন কুটীরে তাঁহার।
বিদূ। বলি হারি, কপালের গুণ,
তাই বলি রাজবুদ্ধি।
আমি বলি বনে কেন দাও।
রসো, গোটা দুই করিব ব্রাহ্মণী,
একটারে রাখিব কাননে।
সৈন্য। প্রভাত হইল, নগরে ফিরিব সবে,
আসুন এ পথে রাজারে আনিতে যাব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কুটীর-দ্বার।

(সুনীতি ও রাজা)

সুনীতি। আর কভু চরণ-দর্শন,
দাসী কি পাইবে, প্রভু ?
দেখা পাই বা না পাই,
মনে রেখো কিঙ্করী তোমার ;
আর ভার নাহি দিই প্রাণনাথ !
রাজা। প্রিয়ে, ভেবো না বিষাদ,
দেখা পুনঃ হবে ত্বরা ;
আজি সাথে লয়ে যেতে নারি।
সৈন্যগণে চেনে বা না চেনে,
ভাবিবে সকলে ;
বনে হতে লয়ে যাই তপস্বিনী,
নিন্দুকে কুৎসিত কথা কবে।
...তি। নাথ ! আমি কাঙ্গালিনী,
...চ...া অধিক নাহি মোর,
তুমি কি করিবে ?
অদৃষ্ট-লিখন কেমনে খণ্ডন করি ?
দিও দেখা অবসর যদি হয়,
ছিল সাধ,
কুটীরে তোমারে বারেক করিব পূজা ;
সাধ নাথ ! মিটেও মিটে না।
অধিক মিনতি নাহি করি শ্রীচরণে,

তবু মনে ক'রো
বনবাসী দাসীরে তোমার ;
তৃষা মম পয়োধি শুষিতে চাহে।
রাজা। আসি প্রিয়ে!
সুনীতি। এস নাথ,
কত ক্লেশ পেয়েছ কুটীরে,
সাধ হয় মরণসময়
মরিব তোমারে দে'খে ;
কিন্তু নহি ভাগ্যবতী,
অধিক মিনতি আর পদে না করিব,
মনে প্রভু রাখ বা না রাখ,
ব'লে যাও রাখিবে হে মনে ?
রাজা। ভেব না প্রেয়সি! ত্বরা পুনঃ দেখা হবে।
সুনী। বল, ভুলিবে না ?
রাজা। ভুলিব না।

[রাজার প্রস্থান।

(সুনীতির গীত)

রামকেলি—কাওয়ালী।

দেখিতে দেখিতে লুকাল।
বিনোদে বিদায় দিয়ে, নিভিল নয়ন-আলো॥
আসে বা না আসে ফিরে,
আশে ভাসি আঁখিনীরে,
ভুলিবে না ব'লে গেল, ব'লে গেল তবু ভাল॥

(মুনিপত্নীর প্রবেশ)

মুনি-প। ও মা, রাজা তোর আসিবে কি জানি?
মরি গো সরমে, কিছু ত ছিল না ঘরে,
লয়ে যেতে বলিলি রাজায় ?
সুনী। মা গো, লয়ে যেতে আমি কি বলিব ?
পতি মোরে রাখিবেন যথা,
রহিব তথায় সুখে ;
মা গো, এ কুটীর আর না ত্যজিব,
হেথা সতিনীর নাহি ভয় ;
হেথা বিরলে কাঁদিব,
রহিব পতির ধ্যানে,
প্রাণনাথ রাখিবেন মনে,
দিয়াছেন আশ্বাস দাসীরে ;
সে আশ্বাসে রাখিব বিশ্বাস,
সে পদ প্রয়াগ কভু না ছাড়িব।
দেব পতি মোর ;
দুঃখে আছে সুখ,
শিখেছি মা কুটীর-নিবাসে।
মুনি-প। এস যাই বারি আ[illegible]রে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

গৃহ।

(সুরুচি ও সখীগণ)

সখী। এ কি শুনি!
রাজা না কি
সুনীতির পাশে সারা নিশা কাটায়েছে ?
সুরুচি। কি বলিস্ কি বলিস্, সুনীতির ঘরে ?
ও মা, বনে এত দিন বাঁচে ?
ছি ছি কি কপাল,
বনে দিনু তবু না জঞ্জাল গেল ?
তাই বুড়ার অত রস প্রাতে :
ওলো, মোর মনে সাত-পাঁচ নাই ;
নিশ্চিন্তে [illegible]য়ে ছিনু।
ঝড়-বৃষ্টি [illegible]না জানি,
প্রাতে [illegible] পিপাদাত মোর শিরে,
ছি ছি, [illegible]ব এত [illegible]পে পাই জ্বালা,
সই, আ[illegible]ও না গলা,
ভুলায়ে [illegible]য়ে, এস ও।
সখী। থাক [illegible]
কথা ক[illegible]
সুরুচি। নিত[illegible]ন ত বড় কথা,
ভাবি য[illegible]
আমি অ[illegible]
গর্ভ না[illegible]
ভাবি ত[illegible]বে ?
সখী। ঐ অ[illegible]
(রা[illegible] প্রবেশ)
রাজা। দেখ[illegible] মোর যা[illegible]ক্ষণ দুর্যোগ,
তাই ল[illegible], বাল্যাবধি কুটীরে।
বিদূ। আয়[illegible] আর অ[illegible]

(কু[illegible]
[illegible]য়।
তৃতীয় গ[illegible]
কানন
বিদূষক
ঝড়, হড়, হড়,
যত আছে মনে

তাঁরে আনিবারে,
মন্ত্রী সনে পথে কত হইল মন্ত্রণা।
রাজা। এ কি, বাতুল না কি হে তুমি?
বিদূ। কে বাতুল, শীঘ্র তাহা হইবে প্রকাশ।
রাজা। ঐ দেখ, মান ক'রে আছে শুয়ে।
বিদূ। নহে,
বাতুল হইবে রাজা কি ঔষধ-গুণে;
ঘরে গিয়ে আমিও বাতুল হব,
কিন্তু এক রক্ষা,
বনে নাহি ব্রাহ্মণী আমার।
বনে যা করেন অশ্বত্থের মূল।
মহারাজ!
এ কূল ও কূল দুকূল রেখেছ ভাল।
রাজা। এস,
রাণি! কেন হও অভিমানী?
জিজ্ঞাস সথায়,
কি বিভ্রাট ঘটিল কাননে।
বিদূ। দেবি! সত্য কহি ব্রাহ্মণের ছেলে,
আত্মোপান্ত ঠিক এ কথাটি;
মহারাজ হউন সত্বর,!
আমারও ত রয়েছে ব্রাহ্মণী;
তার পর অন্ন-পানি,
সেথা অঞ্চল বন নাহি ঢাকে,
তেড়ে এসে গলায় লাগায় ডুরি।
নাহি মৌন স্বর, গালে কান ফেটে যায়,
দেখি যে তোমার দশা হইবে কাঁদিতে,
মোরে হবে হাঁপাইতে;
কাঁদিতে না পাব অবকাশ,
বেশী মাত্রা হুড়াহুড়ি।
রাজা। সত্য কহি প্রাণেশ্বরি,
বড় হ'লো বিভ্রাট বিপিনে,
তাই চন্দ্রাননি, ফিরিতে নারিনু গৃহে।
একা ঘোর অরণ্যের মাঝে,
বৃষ্টি পড়ে মুষল-ধারায়;
কাঁটা-বন সংশয় জীবন,
দেখ ক্ষত অঙ্গে ঝরিছে রুধির।
সখীগণ। (গীত)
ঝিঁঝিট—জলদ-একতালা।
... ...য়,
... দিন উ...লে নাগর মান যাবে না।
না হ'লে মানিনী ত
বদন তুলে আর চাবে না॥
সেধো না করি মানা,
তুমি নারীর মান জান না,
সহজে মান গেলে হে,
মান ফিরে ত আর পবে না॥
বিদূ। হুতাশনে লেগেছে পবন,
সাবধান মহারাজ!
রাজা। দেখ প্রিয়ে,তোমা বিনা নাহি জানি,
তব বাক্যে সুনীতিরে দিছি বনে।
বিদূ। মহারাজ!
এ থতে কি দিতে হবে ঢেরা সৈ!
রাজা। ধরি পায় ক্ষম লো প্রেয়সি।
সুরুচি। সুনীতির ধর গিয়ে পায়,
ছি ছি কেন এ বঞ্চনা,
কেন এত ভালবাসা ভাণ?
কালামুখ আর না দেখাব,
বঞ্চক আমার স্বামী,
ছি ছি কি লাঞ্ছনা,
লোকের গঞ্জনা, চিরদিন কত সব;
যদি সতিনীর পতি,
কেন আর করি সাধ।
রাজা। শুন প্রিয়ে, শুন লো বচন,
দৈব-বিড়ম্বনা।
সুরুচি। দৈব-বিড়ম্বনা মোরে,
রাজপুরে অট্টালিকাপরে
পতি বিনা একাকিনী কাটে রাতি,
সতিনীর ভাগ্য অনুকূল,
বনে পায় রত্ননিধি,
পুত্র পাবে কোলে,
রাজা হবে তারি ছেলে,
বনবাস এখনও তখনও,
আর কেন মানে মানে হই অগ্রসর
রাজা। এই হেতু চিন্তা প্রাণেশ্বরি!
নহে ত সম্ভব,
সত্য যদি পুত্র হয় তার,
সত্য করি তোর কাছে,
সিংহাসনে তারে নাহি দিব স্থান।
বিদূ। থামিল সমর,
রয়ে গেল খাঁগড়ায় প্রাণ।

মা গো হাসিল আবার,
রাজার কুমার কেন নাই বসন-ভূষণ,
বসন-ভূষণ দাও—
নহে ব'লে দাও কি বলিব,
বড়ই হেসেছে সবে।

সুনীতি। বাছা, কোথা পাব বসন-ভূষণ,
দুখিনী-নন্দন তুই।

ধ্রুব। না না, দাও মা ভূষণ,
বড়ই হেসেছে সবে।

সুনীতি। নাহি রে বসন-ভূষণ তোর,
হাসে যারা যাস্‌নে তাদের কাছে।

মুনি-প। পিতা তব নাহি হেথা,
কে দিবে রে বসন-ভূষণ।

ধ্রুব। তবে কোথা পিতা?
আনিব বা বসনভূষণ,
নাহি নিয়ে বসনভূষণ খেলিতে যাইলে
কতই হাসিবে সবে।

মুনি-প। আজ না; বল গিয়ে শিশুগণে,
পিত্রালয়ে যে দিন যাইবে,
সে দিন দেখাইবে বসন-ভূষণ;
যাও খেল গিয়ে।

ধ্রুব। কেঁদো না মা বসন ভূষণ হেতু,
আমি তোরে এনে দিব।

মুনি-প। আয় মা,
শুষ্কপত্র আনিতে যাবিনে?

সুনীতি। চল যাই দেবি!
যাস্‌নে রে বহুদূরে।

[গান করিতে করিতে ধ্রুবের প্রস্থান।

বারোঁয়া-খাম্বাজ—পোস্তা।

যাবে কি না যাবে ধ্রুব ভাবে,
নাই বসন-ভূষণ ধ্রুব লাজ পাবে,
চাব না আর কেন কাঁদাব মায়।

সুনীতি। সাধে কি মা দিবানিশি
ভাসি আঁখি-জলে,
দুগ্ধের কুমার দুগ্ধ নাহি পায়,
ফেন দিই দুগ্ধ বলে;
কত কথা কয়, কত দ্রব্য চায়,
কোথা পাব, কথায় ভুলাই,
কভু মনে হয় রাজারে গে বলি;
ভাবি পুনঃ রাজা কি [illegible]নবে,
দ্বারপালে যেতে কেন দিবে?

[উভয়ের প্রস্থান।

(গান করিতে ধ্রুবের প্রবেশ)

বারোঁয়া-খাম্বাজ—[illegible]তালা।

বলে শিশু মিলে, বাবা নেবে কোলে,
ধ্রুব যাবে গো রাজসভায়,
ও মা দে মা বিদায়॥
কোথা মা,—
নাহি যাব জননীরে কয়ে,
আগে আনি বসন-ভূষণ,
দেখিলে মা কাঁদিবে না আর;
কেন এত কাঁদে মা আমার?

সুরট-খাম্বাজ—একতালা।

আনিলে বসন-ভূষণ মা কাঁদিবে না,
যদি মানা করে আমি বলিব না,
মনে মনে নিই বিদায় পায়।
রাঙ্গা পাতা দোলে, ধ্রুব নাহি খেলে,
বসন-ভূষণ ধ্রুব আনিতে যায়,
চলে রাজসভায়॥

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ক্রীড়াবাটী।

(রাজা, বিদূষক ও উত্তমকুমার)

রাজা। দেখ সখা, কোথা যায়।

বিদূ। দেখি,
কিন্তু নাহি যাবে বহুদূরে;
তা হ'লে যে রাজপুরে ঘুমাবে সকলে।

রাজা। সুরুচি শুনিলে হবে তোর সর্ব্বনাশ!

উত্তম। (যষ্টি লইয়া) এই মারি।

বিদূ। মহারাজ।
ছোটরাণী, অতদূর যেতে বা না হয়,
এ হ'তে হয় বা সে কাজ,
এই যে বাড়ি নিয়ে আসিছেন ধেয়ে।

রাজা। ছি, মারিতে কি আছে?

(উত্তমকুমারের বিদূষককে প্রহার)

বিদূ। আছে বা না আছে, দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

রাজা। এস বাবা, ব'স এইখানে।

উত্তম। নাব তুমি—এই লও, মার।

রাজা। ছি, মারিতে কি আছে?

উত্তম। র'সো, যাই মার কাছে,
মা দাঁড়াবে,
তোমাকে মারিব—একেও মারিব।
মা মা,
দেখ, বাড়ি নিয়ে মারে না মা।

বিদূ। মহারাজ, দিন গোটা দুই,
ঝাঁটা হ'তে ছড়ি ভাল!

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরুচি। মহারাজ,নাহি জান ছেলে ভুলাইতে
বলে কথা, মরণ না হয়!

রাজা। সখারে মারিতে বলে।

উত্তম। দাও বাড়ি, আমি মারি।

(মারিতে উদ্যত ও বিদূষকের সরিয়া যাওন)

সুরুচি। আহা, স'রে যাও কেন?
ম'রে ত যাবে না।
কেঁদে কেঁদে পেট ফুলাইল।

বিদূ। যাক তবে—যাক পিট ফুলে।

সুরুচি। না রে,কাজ নেই, বাড়ি দে ত ফেলে,
মহারাজ,
ছেলে যে কাঁদায় হাওয়া তার নাহি সয়,
থয়ে যাবে;
দুধের পুতলি ছেলে,
তার মারে যাবে যমালয়!

[উত্তমকে কোলে লইয়া প্রস্থান।

বিদূ। ছেলেটি ত দুধের পুতলি,
লাঠিটি যে লোহার গুঁটলি,
দুটি ঘায়ে স্বাদ পাইয়াছি।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

রাজা। দেখ সখা, কার এ নন্দন,
এ চাঁদবদন কভু কি দেখেছি আর?
দেখ দেখ নাহিক ভূষণ, বল্কল বসন,
তবু প্রাণ স্নিগ্ধ হয় হেরি।
নাহি জানি মণিময় আভরণ পরি
হেন শোভা কেবা ধরে।
যেন পঙ্কজ-পুতলি;
পঙ্কজ-বদন পঙ্কজ-লোচনে চায়।
আয় আয় কার রে রতন!
আয় তোরে কোলে করি।

ধ্রুব। ধ্রুব মম নাম,
উত্তানপাদ রাজার কুমার,
মার সনে থাকি বনে,
রাজা কোথা ব'লে দাও মোরে।
এসেছি পিতার কাছে বসন-ভূষণ তরে,
শীঘ্র যাব ফিরে, মা কাঁদেন আমা বিনে,
বন বহুদূর, যেতে বড় পরিশ্রম।

রাজা। আয় কোলে, আমি তোর বাপ,
জুড়াক্ তাপিত প্রাণ

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরুচি। মহারাজ, এই সত্য, এই অঙ্গীকার,
কারে তোল সিংহাসনে?
আরে কে রে তুই,
সিংহাসনে উঠিবারে চাস্?
হেন পুণ্য কিবা তোর,
কভু কি রে ভজেছিলি হরি,
সিংহাসনে পাবি স্থান?
ত্যজি কলেবর,
জন্ম-জন্মান্তরে হরির সাধন করি,
পার যদি জন্মিতে জঠরে মোর,
তবে তোর পূরিবে বাসনা।

ধ্রুব। কেন তুমি কর মানা?
দেখিলাম আসিতে নগরে,
পিতা কোলে করে সবাকারে,
আমি যাই পিতার সদন,
কি কারণ কর গো বারণ?
মহারাজ পিতা মম,
থাকি বনে,
আসিয়াছি বসন-ভূষণ-তরে,
কোলে লও পিতা!

সুরুচি। রাজা, সুনীতির গর্ভের এ ছার!
এ কোন্ বিচার,
দাসীর কুমার এ হেন আদর তারে?
আ তুমি বদ্ধ অঙ্গীকারে,

মম উত্তমকুমার বিনা
অন্য কারে নাহি দিবে সিংহাসন ;
অন্য কেহ পুত্র নহে তব।
বুঝেছি বুঝেছি সকলি তোমার ছল,
যাই আর রব না এ স্থলে।

রাজা। রাণি! এত কি হে জানি,
দেখিলাম সুন্দর কুমার,
আমি বলি কার ছেলে।
[রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার প্রস্থান।

বিদূ। কেঁদ না কেঁদ না শিশু,
আয় তোরে রেখে আসি বনে,
আহা!
অভিমানে কাঁদে শিশু কথা নাহি কয়
লোকে বলে রাজদণ্ড থাকিলে কপালে
নিশ্চয় সে হয় রাজা।
আহা সর্ব্বসুলক্ষণ
এ নন্দন বনবাসী,
মার কাছে যাবে না কি তুমি?

ধ্রুব। কার করিলে সাধন পিতা লন কোলে?

বিদূ। আসিয়াছ বসন-ভূষণ তরে
আয় তোরে দিব বাস দিব অলঙ্কার!।

ধ্রুব। আর অযঙ্কার নাহি চাই,
মার কাছে যাই,
সুধাইব কার পদ করিলে সাধন;
পিতা দেন আলিঙ্গন।

বিদূ। নাহি কাঁদ শিশু, হরিপদে রাখ মন,
আশীর্ব্বাদ করি,
আকিঞ্চন পূরিবে তোমার।

ধ্রুব। হরি, কোথা তিনি?

বিদূ। কে এ শিশু, হরি করে অন্বেষণ?
অতি সুলক্ষণ, নহে সামান্য এ জন।

ধ্রুব। কোথা হরি, বল কৃপা করি,
যাব আমি তাঁর কাছে।

বিদূ। ক্ষুধা নাহি পেয়েছে তোমার?

ধ্রুব। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর মোর নাই,
হরির নিকটে যাব।

বিদূ। চল, হেথা আর কাঁদিলে কি হবে!

ধ্রুব। কাঁদিব না আর,
কাঁদিব গো হরির চরণে।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—o—

কুটীর-সম্মুখ।

(সুনীতি ও মুনিপত্নী দণ্ডায়মানা)

সুনীতি। মা গো, বন উপবন করি অন্বেষণ
ধ্রুবের না দেখা পাই!
ও মা, অন্ধের নয়ন,
কোথা গেল দুখিনীর নিধি,
জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কয়,
দুরন্ত তনয়,
নাহি জানি কি আছে কপালে!
স্থানে স্থানে কতই খুঁজিনু,
কোথা না পাইনু,
কোথা গেল কুমার আমার?
ও মা, কোথা যাব, ধ্রুবে কোথা পাব?
পরাণ ত্যজিব মা গো।
ক্ষুধার সময় কোথাও না রয়,
সারাদিন গেল কেটে,
ও মা, এনে দে গো ধ্রুবেরে আমার,
বুঝি বসনের তরে করেছে গো অভিমান,
গেছে দূর-বনে,
আর কি ধ্রুবেরে পাব?
(ধ্রুবের প্রবেশ)

মুনি-প। এই তোর ধ্রুব এল!
বলেছি ত কোথা একা ব'সে খেলে।

ধ্রুব। কোথা হরি বল মা আমায়,
সাধন করিব তাঁরে,
হরির না করিলে সাধন
যেতে নাই পিতৃস্থানে,
কেন মোরে বলনি জননি?
যাইতে নগরে, দেখিনু মা শিশুগণে,
সকলেরে পিতা কোলে লয়,
তুমি কোলে লও মা যেমন;
কিন্তু আমি হরি সাধি নাই,
না পাইনু যাইতে পিতার কোলে।

মুনি-প। ও মা, দুগ্ধের কুমার গিয়েছিলে
রাজপুরে!

ধ্রুব। পিতা চাহিলেন, কোলে ল'তে,
এক নারী করিল গো মানা,

শুনিলাম বিমাতা আমার,
বলিল ব্রাহ্মণ, রেখে যেই গেল মোরে।
বাহু তুলে যাই কোলে,
পিতা ধরিলেন হাত,
সিংহাসনে তুলিতে চরণ,
বিমাতা আসিয়ে বারণ করিল মোরে।
কহিল, সে নারী
"পূজ গিয়ে হরি, সাধ যদি সিংহাসনে।"
ও মা, কোথা হরি ব'লে দে আমায়,
কেঁদে গিয়ে ধরি তাঁর পায়;
আমি অভাজন,
হরির সাধন করি নাই জন্মান্তরে,
তাই পিতা বাম মম প্রতি।

মুনি-প। দেখ মা সুনীতি,
বলেছি বৈষ্ণব তোর ছেলে,
ও মা, যেতে চায় হরির সাধনে।

সুনীতি। আহা দুঃখিনী-সন্তান,
কেন গেলি রাজপুরে?
আহা,
অভিমানে দুনয়নে ঝরিয়াছে ধারা,
চিহ্ন তার রহিয়াছে বয়ানে!

ধ্রুব। মা গো, ও কথা বলো না,
কান্না পায় মোর,
হেথা আমি কাঁদিব না আর,
কাঁদিব হরির পাশ!
বল মা, কোথায় হরি:
হরিপদ করিব সাধন,
কোথা হরি ব'লে দাও মোরে,
হরি হরি কোথা হরি?

সুনীতি। চল বাছা,
সারাদিন খাও নাই যাদুমণি।

ধ্রুব। মা গো, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই,
হরিপদ চাই,
মা গো, কোথা গেলে হরি পাব,
যাব ত্বরা বল গো জননি!
বড় প্রাণ কাঁদে,
হরি বিনা কারে বা জানাবো আর?

সুনীতি। আয়, বলি গিয়ে কুটীর-ভিতরে।

মুনি-প। আসি মা।

[সুনীতি ও ধ্রুবের প্রস্থান।

আহা, হরিনামে উন্মত্ত বালক,
ভগবান্ সার্থক জনম,
মুনি মিথ্যা নাহি কয়,
কোন মহাজন এ হবে নিশ্চয়,
হরি বিনা অন্য কথা নাহি জানে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীরাভ্যন্তর।

(ধ্রুব ও সুনীতি)

ধ্রুব। এই ত খাইনু অন্ন,
পায়ে ধরি, বল মা কোথায় হরি।

সুনীতি। আয়, শো।

ধ্রুব। শোব না মা, যাব হরি যথা।

সুনীতি। ওরে বাছা, হরি কি এখানে?
মহাবনে,
মহাভয় তথা বনজন্তু আছে কত,
যাইতে নারিবি সেথা।

ধ্রুব। মা গো, যাইতে পারিব,
বল মা, কেমন হরি, খুঁজে লব বনে।

সুনীতি। বাছা, বালকে কি সেথা যেতে পারে,
অন্ধকার বন,
নাহি যায় সূর্য্যের কিরণ,
অগণন বনজন্তু ফিরে;
ঘুমা আজ, কালি নিয়ে যাব।

ধ্রুব। বল তবে সে হরি কেমন?

সুনীতি। বাছা, আমি অভাগিনী,
হরি কেমনে জানিব?

ধ্রুব। বল মা, কেমন হরি,
না শুনিলে, নিদ্রা না আসিবে।

সুনীতি। হরি, পদ্মপলাশলোচন।

ধ্রুব। "পদ্মপলাশলোচন"?
দরশন কতক্ষণে পাব?
কতক্ষণে পোহাইবে নিশি?
ও মা,
চল যাই, কোথা পদ্মপলাশলোচন!

সুনীতি। কোথা যাবি, আঁধার রজনী।

ভূত-প্রেত এ সময়ে ফেরে,
ছেলে ধ'রে নিয়ে যায় তারা।
ধ্রুব। না মা, ধরিবে না মোরে।
যদি লয়ে যায়,
হরি ব'লে ত্যজিব জীবন,
জন্মান্তরে পাব হরি!
সুনীতি। যাস্ কালি প্রাতে।
ধ্রুব। মা গো, বনে হরি কেমনে জানিলে?
সুনীতি। বলি শোন্।
হরি দয়াময়, দয়া তাঁর অনাথায়।
ধ্রুব। হাঁ মা, আমি ত অনাথ।
সুনীতি। শোন মন দিয়ে, হরি কত দয়াময়।
ছিল দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বনে,
পুত্র তার জটিল নামেতে;
পাঠশালে যায় বনপথে,
ভয় পায় কানন দেখিয়া,
নিত্য কয় জননীরে।
কি করিবে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী,
বলে বনে দাদা আছে তোর,
দাদা ব'লে ডাকিলে আসিবে।
পরদিন সন্ধ্যার সময়,
দাদা ব'লে শঙ্কায় ডাকিল শিশু,
হায় হরি, কি কব মহিমা তাঁরি,
বনে দাদা তখনি আইল,
জটিলে কহিল, ভয় নাই যাও ঘরে।
দৈব একদিন,
গুরুর তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত;
শিশুগণে শুধাইল গুরু,
হবে ব্রাহ্মণভোজন,
কেবা কিবা পারিবি রে দিতে?
জনে জনে কহিল, আমি এ সামগ্রী দিব,
ও কহিল, আমি দিব এই দ্রব্য আনি,
কোথা পাবে দুঃখিনীকুমার,
কিছু নাহি বলিল জটিল।
গুরু তারে কৈল তিরস্কার,
দুঃখিনীকুমার,
কাঁদিতে কাঁদিতে বনপথে ফিরে ঘরে,
দয়াময় দাদা আসি দেখা দিল।
কহিল জটিলে,
ভয় কি রে, বলো গিয়ে গুরুরে তোমায়,
দধি দিব আমার এ ভার,
সেইমত জটিল কহিল গিয়া;
ভোজনের দিন,
দ্রব্য আনি রাখিল সকলে,
দধি নাহি আসে আর;
পরে ক্ষুদ্রভাণ্ড-করে,
ধীরে ধীরে জটিল আসিল।
গুরুর রোষের নাই সীমা;
শিশু সবিনয়ে কয়,
গুরুমহাশয়, ইহাতেই হবে,
দাদা মোরে ব'লে দেছে;
রোষে গুরু বলে, দে রে অভাগীর ছেলে,
ঢেলে দিই জনেক ব্রাহ্মণে;
লোকে চমৎকার,
দধিভাণ্ড, আর যত দেয় না ফুরায়;
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল গুরু,
কোথা দাদা বল্ তোর?
"বনে"—কহিল জটিল।
কোলে তুলে বালকে সত্বর
শিক্ষক ধাইল,
দেখা জটিলের মাতা সনে,
শিশুপ্রেমনীরে ভেসে যায় বুক,
দাদা ব'লে কাননে ডাকিল,
দেখা দিল পদ্মপলাশলোচন হরি।
তিন জনে আনন্দে বৈকুণ্ঠে গেল;
এতক্ষণে ঘুমাইল ধ্রুব।
(সুনীতির শয়ন)
ধ্রুব। তবে আর ভয় কিবা,
মা—না জাগাব না,
জাগিলে, মা—যাইতে দিবে না।
নাই ভয় নাই আর,
বনে ডাকিলেই দেখা পাব;
নহে কেন জটিল দেখিল?
আঁধার রজনী,
ভয় কিবা ডাকিলেই দেখা পাব।
দয়াময়! পদ্মপলাশলোচন হরি!
কাঁদিবে জননী,
কিন্তু হরি-সাধন-বিহীন আমি,
দুঃখিনীর কি করিব উপকার?
ধ্রুব মাগে, বিদায় জননি!

যদি,
দেখা পাই, হরি পদ্মপলাশলোচন ;
আসিব মা বন্দিতে চরণ।
নহে,
জনমের মত, বিদায় মাগে গো ধ্রুব ;
কোথা, পদ্মপলাশলোচন!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে ধ্রুব)

কোথা পদ্মপলাশলোচন,
দেখা দাও দয়াময়!

সুনীতি। ঘুমা বাছা,
কালি যাবি হরি-দরশনে :
অঁ্যা, কোথা ধ্রুব, ধ্রুব, ধ্রুব, কৈ তুই,
ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ,
উত্তর না দেয় কেন ?
কোথা গেল ? এ যে ঘোর নিশা,
কুটীরের দ্বার খোলা,
ও মা, কোথা গেল ধ্রুব,
ধ্রুব, ধ্রুব, কোথা তুই বাপধন।

(মুনিপত্নীর প্রবেশ।

মুনি-প। কি গো, উঠেছিস্—
এ কি কোথা গেল!
স্নান হেতু গেছে বুঝি পুত্রে করি কোলে।

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। ধ্রুব, ধ্রুব, ফিরে কি এসেছ ?
ও মা, ধ্রুব কোথা গেছে মোর,
ওগো, আঁধার রজনী,
ধ্রুব মোর গেল কোথা ?
হরি, কি করিলে অভাগীর,
ও মা, কোথা যাব,
ধ্রুবেরে কি পাব আর ?

মুনি-প। স্থির হও মা, কি হয়েছে বল,
নহে ত রজনী, দেখ উষা দেখা দেছে,
গেছে বুঝি খেলিবারে।

সুনীতি। ওগো, নাহি যায় বিদায় না লয়ে,
কি হবে গো; কোথাও না দেখি তারে।

মুনি-প। তবে কোথা গেল, আয় খুঁজি
গিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

(সুনীতি ও মুনিপত্নীর প্রবেশ)

সুনীতি। ধ্রুব,
ধ্রুব, হেথা কি রে আছ, বাছাধন!
কৈ, কৈ, কৈ মা, আমার ধ্রুব ?
এই ত বালকে মিলে খেলে,
ও মা, কোথা হারানু অন্ধের নড়ি,
ও মা, কোথা ধ্রুব,
ও মা, মোর অঞ্চলের নিধি,
ও মা, আর ত সহে না,
ধ্রুব ধ্রুব, বাপধন !

(মূর্চ্ছা)

মুনি-প। উঠ মা আমার,
ধ্রুবেরে খুঁজিতে যাই,
হায়, আর কো। পাব খুঁজে,
ফাঁকি দিয়ে গেছে বুঝি বৈষ্ণব চলিয়ে,
বিষ্ণুপদ-ধ্যান তরে!
উঠো মা সুনীতি,
হরি ব'লে গেছে চ'লে ছেলে তোর,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
বৈরাগ্য কিশোরকালে,
মা, মা উঠ,
কেঁদে বল হরিরে ডাকিয়ে,
কল্যাণে সন্তানে তোর ফিরে এনে দিতে।

সুনীতি। ওগো, কারে গো বলিব,
ধ্রুব এনে কেবা দিবে,
হায় কোথা যাব,
সতিনী সাধিল বাদ সন্তানের সনে,
ও মা, দুধের বালক,
হরি ব'লে চ'লে গেল,
হরি দয়াময়!
সঁপে দিই সন্তানে তোমারে,
রেখ বিপদে শ্রীপদে,
অনাথ আমার ধ্রুব,—
হে অনাথনাথ!
ভুল না ভুল না, বালক আশ্রয় চায়,
দীনবন্ধু নাম তব প্রভু,
দীন বালকে দুর্গমে,

করুণানয়নে
দেখ পদ্মপলাশলোচন ;
তোমা বিনে অরণ্যে কে রাখে তারে,
কৃপাসিন্ধু !
দুখিনীর নিধি দুঃখিনী সঁপিছে পায়,
রেখো রেখো অজ্ঞান বালকে,
ও মা, এত দিনে সকলি ফুরাল মোর।

মুনি-প। আয় মা আয়,
পথে প'ড়ে কাঁদিলে কি হবে ?

সুনীতি। ও মা, পথ ঘাট সকলই সমান।
ভগবান্, কি করিলে!

(গীত)

ভেঁরো—একতালা।

বালকে বিপদে রাখ রাঙ্গাপদে,
বিপিনবিহারী !
তব পদ ধ্যিয় চ'লে গেছে হরি,
একাকী অবোধ তব নাম স্মরি,
দিও শ্রীচরণ কমলনয়ন,
মোহন বাঁশরীধারী।
ত্যজি গৃহবাস, তব পদ আশ,
বনে বনে বাস পাইবে তরাস,
দেখ দেখ ভয়হারী।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

বন।

ধ্রুব।

(গীত।)

বেহাগ—ঠেকা।

ধ্রুব। কোথা পদ্মপলাশলোচন।
বলেছে মা আমারে বনে পাব দরশন।
কখন ত দেখিনি তোমায়,
দেখা দিয়ে রাখ রাঙ্গা পায়।
দয়াময় প্রাণ তোমারে চায় ;
তোমায় না ডেকে বৃথা
গিয়েছে কত জনম।
হরি, পদ্মপলাশলোচন হরি—
কোথায় তুমি দেখা দেও, আমি অবোধ
অজ্ঞান, আমায় দেখা দেও,
ঐ যে পদ্মপলাশলোচন হরি।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। আয় ধ্রুব আয় কোলে আয়,
বৈষ্ণব-স্পর্শে আমার তনু পবিত্র হ'ল।

ধ্রুব। পদ্মপলাশলোচন, এত দুঃখ আমায় কেন দিলে ?

মহা। ওরে, আমি পদ্মপলাশলোচন নই, আমি সেই শ্রীচরণ আশে সন্ন্যাসী, আমি তোর কাছে হরিপ্রেম ভিক্ষা করতে এসেছি, তোর দর্শনে আমি হরি-প্রেম লাভ করব, এই আশে এসেছি।

ধ্রুব। তুমি পদ্মপলাশ নও, তবে কোথায় আমার পদ্মপলাশলোচন ? আমায় ব'লে দাও, অমি অবোধ, আমি জানি না, কোন্ পথে যাব, কোথা তাঁর দেখা পাব।

মহা। আমি সে পদ্মপলাশলোচন হরির তত্ত্ব কোথায় পাব ? আমি যুগে যুগে ধ্যান ক'রে পাইনে, হরিভক্তি আমায় দে, আমি তাঁরে খুঁজি।

ধ্রুব। তবে আমি পদ্মপলাশলোচন কোথায় পাব ? কে আমায় ব'লে দেবে ? পদ্ম-পলাশলোচন হরি! কোথায় তুমি ? তুমি পদ্মপলাশলোচন নও, আমি অবোধ, আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'র না, যদি পদ্মপলাশলোচন নও, তবে কেন তোমার দর্শনে আনন্দ হচ্ছে ? তোমার স্পর্শে প্রাণ ভ'রে যাচ্ছে ? তুমি পদ্মপলাশলোচন, আমি তোমায় ছাড়ব না।

মহা। না ধ্রুব, আমি তাঁর দাসানুদাস, আমি তাঁর চরণ দিবারাত্রি ধ্যান করি।

ধ্রুব। তবে আমায় ব'লে দাও, আমি বড় আশা ক'রে বনে এসেছি, মা আমার কাঁদছে, আমি পদ্মপলাশলোচনকে নিয়ে ফিরে যাব, যদি পদ্মপলাশলোচন না পাই, জলে ঝাঁপ দিব, ছার প্রাণ রাখব না, যে জীবনে পদ্মপলাশলোচন দর্শন

পেলেম না, সে জীবন বৃথা, জীবন আর রাখ্‌ব না।

মহা। ধ্রুব! এ দুর্লভ প্রেম কোথায় পেলি? পদ্মপলাশলোচন তোর জন্যে বৈকুণ্ঠে ব্যাকুল।

ধ্রুব। কোথায় বৈকুণ্ঠ, আমায় ব'লে দাও কোন্ পথে যাব? আমি ডাক্‌ছি, পদ্মপলাশলোচন কি শুন্‌তে পাচ্ছেন?

মহা। ভক্তের ডাকে হরি অধীর; তোর ডাকে বৈকুণ্ঠ পরিপূর্ণ।

ধ্রুব। তবে কেন তিনি আসেন না?
পদ্মপলাশলোচন হরি এস,
হরি! দেখা দাও?

মহা। ধ্রুব! তুই ঐ পথে যা, যত দিন তোর গুরুদর্শন না হয়, পদ্মপলাশলোচন হরি তোর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, কিন্তু দেখা দিতে পাচ্ছেন না।

ধ্রুব। কৈ পদ্মপলাশলোচন, কৈ আমার সঙ্গে আছেন?

মহা। না চিনিয়ে দিলে তুই ত চিন্‌তে পার্‌বিনি, তোর চক্ষু মায়ায় ঢাকা, সে মায়া মোচন না হ'লে পদ্মপলাশলোচনের দর্শন পায় না।

ধ্রুব। তবে কি আমি পদ্মপলাশলোচন পাব না? ছার প্রাণ আর রাখ্‌ব না, হরি! এ জন্মে দেখা দিলে না, জন্মান্তরে বিমুখ হইও না. শুনেছি, তুমি দয়াময়, তবে আমায় কেন দয়া কচ্ছ না? হে পদ্মপলাশলোচন হরি! এ জন্মে বঞ্চিত ক'র্লে, জন্মান্তরে বঞ্চিত কর না।

মহা। ধ্রুব! তুই কাঁদিস্‌নে, তোরে দেখা দিবেন, এই পথে যা।

ধ্রুব। দেখা পাব? পদ্মপলাশলোচন হরি! দেখা দাও।

মহা। ধ্রুব! যাবার সময় একবার কোল দে।

[ধ্রুবের প্রস্থান।

(নারদ ও ভূতগণের প্রবেশ)

ভূত। বাবা আজ ভাবে ভোর!

(মহাদেব ও ভূতগণের গীত।)

বল রে বল ভাঙড় ভোলা, পঞ্চমুখে
বল হরি।
যাঁর চরণ-বামে প্রেমের বারি,
মাথাতে রাখ ধরি॥
যাঁর প্রেমে বাঘছাল,
যাঁর প্রেমে পাগল সদাই বাজাও গাল,
শ্মশানবাসী, পর হাড়ের মাল,
গভীর বদন ভ'রে,
আয় রে হরিনাম করি॥

নারদ। খুড়ো! আজ যে বড় আনন্দ।

মহা। ওরে, ধরায় হরিভক্ত জন্মেছে। নারদ! যা যা, একবার দেখে আয়,একবার নয়ন সফল ক'রে আয়, ওরে, হরিভক্ত জন্মেছে রে হরিভক্ত জন্মেছে। যে নামে আমি শ্মশানবাসী,সেই নামে শিশু বনবাসী, ওরে, আনন্দরাশি আর ভোলার প্রাণে ধরে না। নারদ! দেখে আয়, দেখে আয়। পঞ্চমবর্ষীয় বালক হরিগুণ গায়, পশুপক্ষী তরু-লতা সব প্রেমে ভেসে যায়, একবার যা নারদ দেখে আয়।

নারদ। খুড়ো তো খালি বল্‌ছ, দে'খে আয়, ভাল পাগলার পাল্লায় পড়্‌লুম, খালি বল্‌ছে দেখে আয়। কে সে খুড়ো?

মহা। ওরে, চিন্তামণির ভক্তকে কি আমি চিনি? তাঁর ভক্তের মহিমা পাগল আমি বল্ কি জানি।
তা হ'লে ত আমি চিন্তামণি চিনি;
হরিভক্তের তত্ত্ব কে পায় বল,
চল চল হরি ব'লে চল,
ওরে, ভক্তের প্রেমে শতধারে
বহিছে নয়নজল;
চল চল চল হরি ব'লে চল,
হবে জনম সফল জীবন সফল
নয়ন সফল;
প্রেমে প্রাণ হবে ঢল ঢল,
চল চল ভক্ত দেখিবি চল।

নারদ। ভাঙে বুঝি আজ বেশী ধুতুরা?

মহা। না রে না,প্রেম-নদীতে তুফান উঠেছে,

ঐ শোন গঙ্গা করছে কুলুকুলু ধ্বনি,
হরিপ্রেমে নাচ্‌ছে আজ সুরতরঙ্গিণী,
প্রেমে গঙ্গা উন্মাদিনী,
ভক্তের চরণ বক্ষে ধ'রে পবিত্র ধরণী,
চল চল দেখ্‌বি ভক্তের চন্দ্রবদনখানি।

সকলে—

(গীত)

মঙ্গল-মিশ্র—একতালা।

উঠ্‌লো ভবে হরিনামের ঢেউ।
বেগে প্রেম যায় রে বয়ে কুল পাবে না কেউ॥
ভক্ত করে হরিগুণগান,
মাতে লতাপাতা শাখী, পাখী,
গ'লে যায় পাষাণ,
গগনে উঠ্‌ছে মধুর হরিনামের তান।
প্রেম-পীযূষ পানে ত্রিভুবনে
পড়েছে হেউ ঢেউ॥

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কানন-পথ।

ধ্রুব।

ধ্রুব। কোথা পদ্মপলাশলোচন!
দেখা দাও, অজ্ঞান বালকে;
কোথা পদ্মপলাশলোচন!
হরি! হরি!
দেখা দাও, ওহে পদ্মপলাশলোচন!

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। (স্বগত) কে রে দুর্গম কান্তারে
বীণাস্বরে হরিগুণ গায়?
শ্রবণ জুড়ায় শুনি,
আহা কি মধুর স্বর,
কলেবর পুলকে পূরিল মোর,
এ কি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু,—
অবোধ অজ্ঞান,
বনে করে হরিগুণগান।

ধ্রুব। তুমি পদ্মপলাশলোচন,
প্রভু, তুমি বড়ই নির্দ্দয়,
দয়াময়, এত দিনে দেখা দিলে।

নারদ। হরিলীলা অপূর্ব্ব সংসারে,
এ বালক নহে সাধারণ,
হরিময় হেরে ত্রিভুবন,
ব্যাঘ্রে নাহি ডরে,
সকাতর-স্বরে জিজ্ঞাসিছে,
তুমি, পদ্মপলাশলোচন;
ঘোর বনে আইল কেমনে,
কিশোর-বৈরাগ্য কিবা হেতু?
দেব-অবতার,
কোন্ বংশে জন্মিল কুমার,
বৈষ্ণবের সারি,
হরিগুণ করিতে প্রচার
আসিয়াছে ধরাতলে।
উন্মত্তের প্রায়,
বালকণ্ঠে হরিগুণ গায়,
ভক্ত সাধুজন
পবিত্র কানন বালকের আগমনে।
আহা! এ বিজনবনে হরিনাম শুনে,
প্রেমে মোর নাচে প্রাণ;
শিশুরে সন্তান জ্ঞান হয়,
হরিপদ শিশুর কামনা,
দিব মন্ত্র পুরিবে বাসনা।

ধ্রুব। কোথা পদ্মপলাশলোচন, দেখা দাও,
ব'লেছে জননী দয়াময় তুমি,
দেখা দাও দুর্গমে আমায়।

(গীত)

বিভাষ—আড়াঠেকা।

গহন-মাঝারে ডাকিছে তোমারে,
এস, পদ্মপলাশলোচন!
আমি জনমে জনমে ভ্রমি,
মিছে ভ্রমে করিনি চরণ-সাধন।
বালকেরে পায় রাখ, করুণাময়!
প'ড়ে ঘোর দায় ডাকিছে তোমায়,
এস দয়াময়, হয়ো না নিদয়,
মাগি হে আশ্রয়, হে ভয়বারণ॥

নারদ। কে তুমি এ বালক-বয়সে,
অসীম সাহসে আসিয়াছ বনমাঝে?
হরি পদ্মপলাশলোচন,
কে তোরে শিখায়ে দিল?
কে রে ভাগ্যবান্, শৈশবে চিনেছ হরি!

ধ্রুব। প্রভু, তুমি পদ্মপলাশলোচন,
দয়াময়, এত দিনে হ'লে কি সদয়?
দুখিনীনন্দন—অনাথ অধম,
নিজগুণে কৃপা কর হরি।

(গীত)

টোড়ী—আড়াঠেকা।

তুমি কি নিঠুর এমন।
কাঁদি বনে বনে, হলো কি হে মনে,
নিয়েছি চরণে শরণ।
বারে বারে বারে করেছ বঞ্চনা,
না দে'খে তোমারে সয়েছি লাঞ্ছনা,
আর ছাড়িব না চরণ-বাসনা,
দেহ চরণকমল, কমলনয়ন॥

নারদ। শুন রে বৈষ্ণব-চূড়ামণি,
নহি পদ্মপলাশলোচন,
হরিনাম সার, আমি দাস তাঁর,
বনে যাঁর করিছ সাধনা;
মন্ত্র কহি কানে,
জপ নারায়ণে,
হৃদি-মাঝে হের শ্যাম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা
বাঁকা শিখি-পাখা অধরে মুরলী,
পীতাম্বর বন-হার গলে,
পদ-কোকনদ ভক্তের সহায় ভবে,
বাছাধন!
একমনে শ্রীচরণ কর ধ্যান।
ভেব না ভেব না পূরিবে বাসনা,
দয়াময় রহিতে নারিবে,
আসি দেখা দিবে,
কিনে লবে ভকতবৎসল হরি।
এস, মধুবনে কর তপ।

ধ্রুব। প্রভু, বল পুনঃ জুড়াইল প্রাণ,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
পীতাম্বর বনমালা গলে,
প্রভু, দেখি দেখি দেখিতে না পাই,
রাঙ্গা পা দু'খানি দেখি দেখি কোথা যায়,
হায় হায় বুঝি আমি নাহি পাব দেখা,
প্রভু, বল পুন ত্রিভঙ্গিম ঠাম।

নারদ। হরি! সার্থক জনম মম,
হেন শিষ্য মিলিল আমার।
ওরে,
হরিপ্রেম দে রে মোরে অবোধ বালক,
তিন লোক পবিত্র জনমে তোর।

(উভয়ের গীত)

ছায়ানট—ধামার।

প্রেমে ডাক হরি বোলে,
বাঁধা হরি প্রেমের বাঁধে।
প্রেমের হরি প্রেমে কাঁদে,
যারে তারে প্রেম নে সাধে॥
মনপ্রাণ সঁপ্‌লে পায়ে,
দয়াল হরি ঠেক্‌বে দায়ে,
বড় দয়াল হরি রে—
প্রাণের হরি, প্রাণ জুড়াবে,
প্রাণ দে কেন, প্রাণের সাধে॥

ধ্রুব। কৃষ্ণপদে গেছে মন দেহ ছাড়ি,
দেখিব হে নিঠুর ঠাকুর,
কত দিনে দাও দেখা।
প্রভু, কোথা হরি,
কোথা ত্রিভঙ্গিম ঠাম!

নারদ। এস মধুবনে,
নয়ন মুদিয়ে,
হৃদ্‌-পদ্মে দেখা পাবি বাঁকা শ্যাম।
ওরে, তোর তরে
হয়েছে চঞ্চল, ভকত-বৎসল হরি,
নহে পূর্ণ দিন তাই নাহি দেন দেখা;
পূর্ব্বরাগ প্রেমে তোর,
নবকলি বিকসিত হৃদে,
ওরে পূর্ব্বরাগ হেন অনুরাগ,
ত্রিসংসারে নাহি নর,
পূর্ব্বরাগ মধুর মিলন হ'তে
অবিচ্ছেদ হৃদয়মাঝারে পাবি তাঁরে,
লক্ষ্মী যাঁর সেবে পদ।
নব অনুরাগ,
নব ভাবে নয়নের ধার
বক্ষঃ বহি যতই বহিবে,
প্রেম-উৎস ততই বাড়িবে;
পাইবে নূতন প্রাণ,
আয় হরি ব'লে আয়
আয় রে প্রেমিক শিশু।

(গীত)
মোল্লার—একতালা।
আয় রে আয় হরি ব'লে বাহু তুলে
নেচে আয়।
ডাক্‌লে হরি রইতে নারে,
রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গা পায়।
কাজ কি আর ছার কামনা,
হরিপদে প্রাণ সঁপ না,
হরিনাম কারুর নয় মানা—
হরিনামের পণে হরি কেনে,
নামের গুণে ত'রে যায়।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মধুবন।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্র)

ব্রহ্মা। পুরন্দর, নাহিক সংশয়,
সর্ব্বনাশ হবে মম এ তাপস হ'তে
হেন তপঃ দেখি নাই কভু,
এবে হের একপদে আছে ঊর্দ্ধমুখে,
কভু অগ্নি জ্বালি হেঁটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে রহে,
ঘোর হিমে ডুবে রহে জলে,
কিছুতে না ভঙ্গ হয় তপ।
যে মায়ায় সৃজিনু সংসার,
তাহে শিশু নারিনু ভুলাতে,
আস্বাদন রসনা ভুলেছে,
শব্দ আর কর্ণ নাহি শুনে,
মুদিত নয়নে অঙ্গ স্পর্শজ্ঞানহীন।
কি হবে কি হবে,
ব্রহ্মপদ নিশ্চয় যাইবে।
হয় ডর হরি দয়ার সাগর,
যাহা চাবে তাহা পাবে,
কি বাসনা, বুঝিতে না পারি ;
দৃষ্টি নাহি পশে মোর শিশুর অন্তরে,
হরিময় প্রাণ,
কেমনে বুঝিব বল সে প্রাণের কথা।

ইন্দ্র। দেব !
আমিও উপায় করিনু কত দিন হ'তে,
কোনমতে ভঙ্গ নাহি হয় তপ ;
বলিয়াছি বিদ্যাধরীগণে,
কামদেব সনে আসিতে এ মধুবনে,
দেখি তায় উপায় যদ্যপি হয়—
নহে,
সকলি সম্ভব তাপস বালক হ'তে।

(মদন ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ)

(গীত)
অহংবাহার—একতালা।
বাজে গায় মলয়-মারুত,
বল যেন সই বয় লো ধীরে।
ফুলে আজ গন্ধ ভারি, সয় না লো সই
মাথার কিরে॥
সাধে কি পড়ি ঢ'লে
কি যায় মেঘে চ'লে
কান গিয়েছে, পাখীর গানে,
মন সরে না যাব ফিরে॥

ইন্দ্র। শুন ফুলধনু,
দূরে শীর্ণতনু তপ করে নিরন্তর,
তেজে তপন মলিন, অগ্নি তাপহীন,
পবন উত্তপ্ত তাতে ;
কি হয় কি হয়, ইন্দ্রত্ব বা যায়,
যাও হে কুসুমধনু।

(গীত)
চেতা-যোগিয়া—কাওয়ালী।
যাব যাব ফিরে চাব।
হ'লে চকে চকে আঁখি ফিরাব লো
ধীরে মধুর,মঞ্জীর বেজে যাবে,
কেবা হের নাহি ফিরে চাবে,
হেরি কবরী প্রাণে লো ব্যথা পাবে,
প্রাণ ঢালিবে পায় লয়ে চ'লে যাব॥

[গান করিতে করিতে মদন ও
বিদ্যাধরীগণের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। তপোভঙ্গ অসাধ্যসাধন,
হৃদে যার মদনমোহন,
কি করিবে মদন তাহার ?
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু,
নারীর নাহিক অধিকার।

(বিদ্যাধরীগণ ও মদনের প্রবেশ)

১ম বিদ্যা। ছি ছি দেবরাজ,
কি কাজে পাঠালে,
ক্ষীর এসে পয়োধরে,
বাছারে হেরিয়ে।

২য় বিদ্যা। জুড়ায় এ প্রাণ,
চাঁদমুখে মা ব'লে যদ্যপি ডাকে,
আহা!
কোন্ ভাগ্যবতী জঠরে ধরিল এরে?

ব্রহ্মা চল ইন্দ্র যাইব গোলোকে,
হরি বিনা উপায় না হবে,
মুরারিরে করিব জিজ্ঞাসা,
ভক্ত তাঁর কোন্ আশে করে তপ।

ইন্দ্র। স্বর্গপ্রান্তে আছে
দেবদীর্ঘিকা রাক্ষসী,
পবনে প্রেরেছি আমি আনিতে তাহারে,
মায়াবিনা নিশাচরী,
সুনীতির স্বরে কাঁদিবে এ তপোবনে,
দেখি যদি তাহে ভঙ্গ হয় তপ।

ব্রহ্মা। আসে যদি আসুক দীর্ঘিকা,
কিন্তু চল যাই হরির সদনে,
মায়ায় না বৈষ্ণব ভুলিবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলোকপুরী।

(লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী। বুঝিতে না পারি,
কয়দিন কি ভাবে মুরারি
উচাটন, সদা অন্যমন,
কভু বা নয়নে বহে ধারা,—
জিজ্ঞাসিব আসিলে মাধব,
কেন হেন ভাব তাঁর।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। মাতা, কর আশীর্ব্বাদ,
কোথায় গোলোকপতি?
বিষম সঙ্কটে পড়েছি গো কৃপাময়ি!
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু
তপ করে অরণ্য-ভিতরে,
কি বাসনা বুঝিতে না পারি,
দেবগণ সভয় সকলে
তপোবনে কি বর লইবে,
কার পদ যাবে
ভাবি মনে সৌভাগ্যদায়িনি!

লক্ষ্মী। হে বিরিঞ্চি! নাহি জানি
কোথা নারায়ণ,
কভু বা ক্ষণেক আসেন বিশ্রাম হেতু;
পলে পলে হেরি উচাটন,
মদনমোহন তিলমাত্র নহে স্থির।
রজনীতে উঠি যান চলি।
বল, দাসী আমি কেমনে বুঝিব,
কি চিন্তায় মগ্ন চিন্তামণি;
কিন্তু শুনি অদ্ভুত কাহিনী,
তপ করে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু;
নিঠুর শ্রীনাথ,—
অনাথ বালকে নাহি দেন পদাশ্রয়।
চতুর্ম্মুখ, চিন্তা কর দূর,
বৈষ্ণবের বিষয়-বাসনা
সম্ভবে না কদাচন,
হৃৎপদ্মে যে দেখেছে ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
অন্য কাম আর তার নাহি হয়,
তুচ্ছ অন্যপদ, চাহে দুর্ল্লভ শ্রীপদ,
ভক্তিধনে মাধবে সে কেনে,
অন্যধন কভু না চায়।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

প্রভু,
"কৃপাসিন্ধু আর কে তোমারে কবে?
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু তপ করে বনে,
তবু হরি না হও সদয়?
করিয়াছি শ্রীমুখে শ্রবণ
কায়মনে ডাকে যেই জন,
হে মধুসূদন!
শ্রীচরণ তখনি সে পায়।
অনাহারে ডাকিছে বালক,
পরাৎপর গোলোকপালক,
যদি প্রভু কৃপা না করিবে,
নামে তব কলঙ্ক রটিবে,

ভবে তব কে আর শরণ লবে ?
মধুবনে আপনি যাইব,
শিশুরে লইব কোলে,
ছি ছি ভগবন্! কি কঠিন প্রাণ,
দয়ার নিদান আর কে বলিবে বল ;
চল শীঘ্র চল, শিশু বুঝি মরে প্রাণে।

বিষ্ণু। চল, কোথা আমি,
মধুবনে ধ্রুবের হৃদয়ে,
ছায়ামাত্র গোলোকে আমার,
দেখ ধ্রুবময় আমি,
ধ্রুব ধ্যান, ধ্রুব প্রাণ,
লক্ষ্মি, বল তাই তোমারে সুধাই,
বালকেরে কি দিয়ে ভুলাব,
কত দিন বাঁধা রব ?
নিদ্রিত মায়ের পায় বিদায় মাগিয়ে
ঘোর নিশা, হরি ব'লে চলিল গহনে,
সে অবধি ভ্রমি পিছে তার ;
অভিমানে বলেছিল ধ্রুব,
কাঁদিব হরির পায়।
সে অবধি নিরন্তর কাঁদি আমি,
সে অবধি ভাবি, কি দিয়ে ঘুচাব,
কিশোরপ্রাণের ব্যথা তার ;
দেখ দেখ কণ্টক ফুটেছে,
মম অঙ্গে আছে,
আগে আগে গিয়েছে গরুড়,
মার্জ্জনা করিয়া পথ,
সুদর্শন সতর্ক ঘুরিছে,
কেহ পাছে বিঘ্ন করে তায়।
নিত্য ভাবি দেখা দিই,
পুনঃ ভাবি,
বাঁধুক আমায় বাঁধুক আমায়,
বাঁধা রব বাঁধা রব
অনন্ত— অনন্ত কাল,
নিত্য নব অনুরাগে নবীন পিপাসা।
নিত্য তৃপ্ত তৃষা,
পূর্ব্বরাগে পিপাসা ততই বাড়ে ;
হৃদে নবরাগে নবীন কমল ফোটে,
পূর্ব্বরাগে মিলন অধিক প্রিয়,
তাই প্রিয়ে তাই নাই দিই দেখা।
কার তরে বল উচাটন,
শয়ন অশন নাহি মম দিবানিশি।
সিংহাসনপ্রয়াসী কুমার,
করেছিল অভিমান,
নিত্য আমি করি হে নির্ম্মাণ
ধ্রুবপুরী অতুলনা ত্রিসংসারে,
গোলোক জিনিয়ে সে মহা আনন্দধাম!
ভাবি, লক্ষ্মি, ভাবি
ধ্রুবনাম যে লইবে প্রাণে,
বিনা পণে আমারে কিনিবে ;
চল, দেখিবে নয়নে
কি আনন্দে আছে ধ্রুব।
নাহি ভয় ওহে পদ্মযোনি!
নাহি ডর পুরন্দর!
বৈষ্ণবের জান না বাসনা,
হরিপ্রাণ হরিগুণগান ;
শয়নে স্বপনে হরি,
ইহা বিনা বৈষ্ণব না জানে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

—*—

(ধ্রুব তপে মগ্ন)

(পবন ও দীর্ঘিকা রাক্ষসী)

দীর্ঘিকা। দেখ দেখ চক্র সুদর্শন,
কেমনে নিকটে যাব ?
ওহে, চ'লে কি হবে বল না ?
দুগ্ধের বালক, দেখ দেখ চাঁদমুখ,
এ হ'তে অনিষ্ট কার হবে ?

(লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। ধন্য তুমি দীর্ঘিকা রাক্ষসী,
বৈষ্ণবের মর্ম্ম বুঝিয়াছ।
হে পবন!
মম ভক্তের কি আকিঞ্চন
এখনই জানিবে সবে,
আমা বিনে ত্রিভুবনে কিছু নাহি জানে
যে জন ভকত মোর ;
ব্রহ্মলোক তুচ্ছ গণে,

কি পুলক হৃদয়ে তাহার
জানে মাত্র ভক্ত যেই।
ধ্রুব, ধ্রুব! মেল রে নয়ন,
আমি তোর "পদ্মপলাশলোচন হরি॥"

লক্ষ্মী। আহা! অনাহারে মরেছে কুমার!

বিষ্ণু। নহে মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য শিশু,
যে ছবি অন্তরেতে ওর,
সে ছবি না হইলে অন্তর,
ধ্রুব নাহি মেলিবে নয়ন;
দাঁড়াই মুরলী ধরি,
ত্রিভঙ্গিম ঠামে হরি অন্তরের ছবি।

ধ্রুব। কোথা,
কোথা গেলে হরি পদ্মপলাশলোচন,
কোথা বনমালী হরি!

বিষ্ণু। বর নে রে, এই যে সম্মুখে তোর।

ধ্রুব। আহা! কিবা রূপ দেখ রে নয়ন,
পদ্মপলাশলোচন, পদ্মপলাশলোচন,
পদ্মপলাশলোচন।

লক্ষ্মী। ধ্রুব, কোলে আয়,
আয় কোলে দুখিনীর ধন,
তোর ঘরে চিরদিন বাঁধা রব।
অভিমানে কেঁদেছ যেমন;
কত রাজরাজ্যেশ্বর লয়ে সিংহাসন,
সাধিবে চরণধূলি তোর;
ডাক বাছা মা ব'লে আমায়।

ধ্রুব। মা মা, কৃপাময়ি মা আমার,
দিয়ে সিংহাসন ক'র না বঞ্চনা;
দে মা তোর হরিধন,
অন্য আকিঞ্চন নাহি আর,
প্রভু, ভুলাইয়ে ঠেল না হে পায়,
কৃপায় দিয়েছ দেখা।

বিষ্ণু। ধ্রুব, বর নে রে যা ইচ্ছা তোমার।

ধ্রুব। যেন ডাকিলেই দেখা পাই,

বিষ্ণু। ডাকিলেই দেখা দিব,
অন্য বর কিবা লবে?

ধ্রুব। অন্য বর নাহি চাই,
হরি পদ্মপলাশলোচন,
ডাকিলেই দেখা পাব,
হরি পদ্মপলাশলোচন,
ডাকিলেই দেখা পাব।

বিষ্ণু। ধ্রুব, মোর বরে হও রাজ্যেশ্বর,
শক্তি ধর অবনী শাসিতে,
শুকায়ে রয়েছে
নহে তৃপ্তি এবে তোর বিষয়বাসনা;
যত দিন রবে হরি-গুণগান গাবে,
তোর তরে কত জন পাবে পরিত্রাণ,
পরে ধ্রুবলোকে পুলকে করিবি বাস,—
গোলোকের উপরে সে ধাম।
ধ্রুব, ধ্রুব, কোল দে রে বৈষ্ণবচূড়ামনি!

ধ্রুব। প্রভু! প্রভু!
এ পুলক হৃদয়ে ধরে না,
হরি তুমি কত কৃপাময়!

বিষ্ণু। ফিরে যা কুটীরে,
সেথা জননী কাঁদিছি তোর,
এত দিনে দুঃখ অবসান তার।
কত কাঁদিয়াছি তার তরে,
তাই তোরে গর্ভে ধরেছিল।
আদরে তোমারে জননীর সনে
পিতা তোরে লয়ে যাবে,
কোল দিয়ে পবিত্র হইবে।

ধ্রুব। প্রভু, যাইব না ফিরে,
গুরুদেবপদে নমস্কার তাঁর,
বলেছেন মোরে, তুমি শঠ নটবর
ছলা কর যার তার সনে,
ভুলাইয়ে যদি যাও,
ডাকিলে যদি না দেখা দাও?

বিষ্ণু। বেঁধেছিস্ প্রেম-ডোরে মোরে,
কেমনে পলাব?
ফাঁকি দিব কেমনে রে তোরে?

ধ্রুব। মা কৃপাময়ি!
বল মা আমায় দিবি তোর হরিধন?

লক্ষ্মী। হরিধন তোর ধ্রুব,
তুমি জান হরির মহিমা,
হরি জানে তোরে,
আমি কি বুঝিব,
ভক্তের প্রেমিক হরি।

বিষ্ণু। গৃহে যাও—
ডাকিলেই পাবে দেখা।

[বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রস্থান।

ধ্রুব। র'সো, দেখি পরীক্ষা করিয়া,
নহে পুনঃ তপস্যা করিব,
হরি, কোথা তুমি ?

(বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। কি রে ধ্রুব! কেন ফিরাইলি ?
ধ্রুব। হরি পদ্মপলাশলোচন দয়াময়—
বিষ্ণু। যাও ফিরে,
বনপ্রান্তে রয়েছে গরুড়,
নিয়ে যাবে তোরে।
ধ্রুব। যাই ফিরে,
যেতে যেতে পুনঃ দেখা দিতে হবে।
বিষ্ণু। দেখা দিব।
লক্ষ্মী। আহা, অবোধ অজ্ঞান শিশু।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

বন।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। আহা! এই সে পবিত্রধাম, বৈষ্ণব-চূড়ামণি ধ্রুবের জন্মভূমি, বৈষ্ণবের পদ-রজঃ এই স্থানে রয়েছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি এই স্থানে বাল্যখেলা করেছেন, এই মৃত্তিকা ধন্য, বৈষ্ণবচূড়ামণির পদ ধারণ করেছে; বায়ু ধন্য, বৈষ্ণবকে ব্যজন করেছে; বারি ধন্য, বৈষ্ণবের পদ ধৌত করেছে; বৃক্ষ ধন্য, বৈষ্ণবকে ফল প্রদান করেছে; পাখী ধন্য, বৈষ্ণবকে দর্শন করেছে; আমি ধন্য, পুণ্য-ভূমিতে প্রবেশ করেছি; হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। এই যে পুণ্যবতী বৈষ্ণব-জননী এই দিকে আস্‌ছেন। ধন্য সুনীতি! এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলে। আমি একবার বৈষ্ণব-জননীকে মা ব'লে পরম পুলক লাভ করি। আহা! হরিভক্তের অন্বেষণে পাগলিনী, হরিভক্ত ধ্যান-জ্ঞান, ধ্রুবের নাম দিবারাত্রি জিহ্বায় উচ্চারণ কর্‌ছে। ধ্রুবকে স্তন দিয়েছে, আমি একবার ধ্রুবস্বরে মা ব'লে ডেকে মাকে শান্ত করি। আমি অনাথ, মতিহীন, পিতা-মাতা-হীন, আজ আমি জননী পেলেম।

(গান করিতে করিতে সুনীতির প্রবেশ)

(গীত)

পাহাড়ী—আড়ঠেকা।

সুনীতি।—
এই নিদয় বিধি ছিল হে তোমার মনে।
দিয়েছিলে হ'রে নিলে দুখিনীর অঞ্চলধনে॥
আঁধার ঘরের আলো, রতনমণি কোথায় গেল,
এত ছিল পোড়া ভালে, হায় কি হলো :—
চলে গেছে বুঝি বাছা অভিমানে অযতনে॥
কত সয় আর মায়ের প্রাণে,
মা বিনে আর সে কি জানে,
ক্ষুধা পেলে ঘন ঘন চাইতো মুখপানে;
সে বিনে এ পোড়া প্রাণ
দেহে আছে কেমনে॥

মহা। মা!
সুনীতি। কৈ বাপ ধ্রুব, কোথায় তুমি ?
আমি যে দশদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি,
বাপধন! আর একবার মা ব'লে ডাক,
মার প্রাণে আর ব্যথা দিস্‌নে যাদু!
মহা। মা!
সুনীতি। কে রে ? আমার ধ্রুব ফিরে এলি।
কৈ আমার ধ্রুব কৈ ?
এ তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ কে ?
ভস্মভূষা ত্রিলোচন আগুন জ্বলে ভালে,
ফণা ধরে ফণীর মালা বোম্ বোম্
রব গালে,
শিরে জটা মেঘের ঘটা জাহ্নবী তার
দোলে,
যেন চাঁদের কিরণ রজতবরণ খেল্‌ছে
মেঘের কোলে,
বাঘের ছালে কটি বেড়া
হাড় গেঁথেছে মায়,

জয় জয় জয় রজতকায় প্রণাম করি পায়,
আমার হারিয়েছে অন্তরের নিধি
ফিরিয়ে দাও হে তায়।

মহা। মা বৈষ্ণবজননি, মা গো! তোমায় মা ব'লে ডেকে আমার প্রাণ পুলকে পূর্ণ হলো, তুমি কার জন্যে কাঁদ? যে হরির তত্ত্ব আমি কোটিকল্প ধ্যান ক'রে পাইনে, তোমার সন্তান সেই হরির ভক্ত; আমি যে প্রেমের কাঙ্গালী, আমি যে প্রেমের সন্ন্যাসী, তোমার পুত্র সেই প্রেমে উন্মত্ত। তুমি ধন্য, এ রত্ন গর্ভে ধারণ করেছ! মা, মা! আমিও তোমার সন্তান, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সন্তানের ন্যায় হরিপ্রেম আমার জন্মাক্, আমি যে প্রেম-আশে শ্মশানবাসী, যে প্রেম-আশে চিতাভস্ম অঙ্গে মাখি, যে প্রেমে জটাভার বহন করি, হরির কৃপায় তোমার সন্তান সেই প্রেম লাভ করেছে, তুমি তার জন্যে আর কেঁদ না মা।

সুনীতি। গঙ্গাধর! আমি জ্ঞানহীনা, তোমায় চিন্‌তে পারিনি, তোমার রাঙ্গাচরণে কোটি কোটি প্রণাম। সন্তান আমার হরিভক্ত, তা আমি জানি, কিন্তু অভাগিনীকে মা বলে, এমন আর নাই! ধ্রুব-বিনে আমার কোল শূন্য, হৃদয় শূন্য, সংসার শূন্য। আশুতোষ! আমার ধ্রুব আমায় এনে দাও।

মহা। মা! তুমি কেঁদ না, যত দিন না তোমার ধ্রুব ফিরে আসে, আমি তোমায় নিত্য মা ব'লে ডাক্‌বো, আবার সেই বৈষ্ণচূড়ামণিকে কোলে পাবে; পুত্রের মহিমায় অন্তে বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে। মা পুণ্যবতি, মা! আমি তোর সন্তান, আমি তোমায় মা ব'লে হরিপ্রেম লাভ কর্‌বো।

সুনীতি। বাবা বিশ্বেশ্বর, আমার ধ্রুবকে কি আমি পাব? আমি দুঃখিনী, বাছা বুঝি আমার অযত্নে অভিমানে বনে গেছে, আর কি সে ফিরে আস্‌বে; আর কি অভাগিনীকে মা বল্‌বে?

মহা। মা! তুমি কেঁদ না, শীঘ্রই ধ্রুবকে পাবে।

[প্রস্থান।

সুনীতি। দেখ আশুতোষ! অভাগিনীকে বঞ্চিত কর না, আমি জনমদুঃখিনী, আশাপথ চেয়ে রইলুম। ধ্রুব রে, কত দিনে তোর চাঁদমুখ দেখ্‌বো?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বন।

(ধ্রুব)

(গীত)

ঝুমঝিঁঝী—একতালা।

নাচ বনমালী, দিব করতালি,
শুনিব নূপুর বাজিবে পায়!
হরি ব'লে ধ্রুব নেচে চলে,
হরি ব'লে ধ্রুব প্রাণ জুড়ায়॥

(কৈ ঠাকুর!)

নাচ হরি হেরি নয়ন ভরি,
পরাণ ভরি ডাক হরি হরি,
ধ্রুব ভালবাসে পীতবাসে,
প্রাণ দেখিতে ধায়॥

(কৈ ঠাকুর!)

বাঁকা শিখি-পাখা, দুটি নয়ন বাঁকা,
কিবা অলকা-তিলকা-রেখা;
পায় পায় বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়,
ধ্রুব ও দুটি চায়॥

(কৈ ঠাকুর!)

[প্রস্থান।

—*—

কুটীরদ্বার।
(সুনীতি)

সুনীতি। দিন বয়ে গেল কৈ ধ্রুব এল ;
এ পোড়া কপালে,
ঋষিবাক্য মিথ্যা বুঝি হ'লো,
কহিল নারদ পূজে হরিপদ,
বাছা মোর ফিরি পুন দেখা দিবে,
বৃথা আকিঞ্চন, কোথা অভাগীর ধন,
হারানিধি কেবা পায় ?
আর কত দিন রবে প্রাণ,
শূন্য ত্রিভুবন,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দুনয়ন,
চাঁদমুখ আর কি দেখিব ?
আর কি সে মা ব'লে ডাকিবে,
বনফল পেড়ে দিব করে তার,
ধ্রুব বাপধন !
দেখা দাও, দেখা দাও একবার,
ওরে, মার প্রাণে সহে না যে আর।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। মা !
পেয়েছি মা পদ্মপলাশলোচন হরি।
সুনীতি। ধ্রুব, ধ্রুব, হারানিধি, অন্ধের নয়ন।
ধ্রুব। মা গো, বলেছিলে হরি কৃপাময়,
প্রভু অনাথে দেবেন দেখা,
বাঁকা শ্যাম দেখা দাও,
দেখ গো মা, দেখ ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
সুনীতি। ধ্রুব ! কৈ তোর হরি,
দেখা দিতে বল মোরে।
ধ্রুব। দয়াময় ! দেখা দাও মারে !
(বিষ্ণুর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান)
সুনীতি। ওরে ধ্রুব !
দেখা দিয়ে কোথায় লুকাল হরি ?
ওরে সার্থক কুমার !
মাতৃধার তুই রে শুধিলি,
হরি দেখাইলি মোরে।
(মুনিপত্নীর প্রবেশ)
মুনি-প। দেখ রে সুনীতি,
হরি এনে দেছে ছেলে তোর,
ধ্রুব ওরে বৈষ্ণবের চূড়ামণি
পবিত্র এ তপোবন লীলাস্থল তোর !
ধ্রুব। ঠাকুরাণি ! কর আশীর্ব্বাদ,
যেন হরিপদ নাহি ভুলি।
মুনি-প। বাছা বলিস্ হরিরে তোর,
আমি দীনা আছি তপোবনে।
(রাজা, বিদূষক ইত্যাদির প্রবেশ)
রাজা। ধ্রুব ! কোল দে বৈষ্ণবচূড়ামণি !
প্রিয়ে ! সতী তুমি, ক্ষমা কর মোরে,
তোমা হেতু পাইয়াছি বৈষ্ণব সন্তান,
বংশ মে হইল উদ্ধার।
সুনীতি। প্রভু, আমি দাসী।
বিদূ। রাণি ভুলেছ কি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণে ?
সুনীতি। ভুলিবার নহ তুমি,
তুমি দুখিনীর দুখে দুখী
ধ্রুব। কোলে তুলে রেখে গিয়াছিলে বনে,
কোলে লয়ে চল ঘরে।
বিদূ। বলেছ কি হরিরে তোমার
দুঃখী ব্রাহ্মণের তরে ?
দেখ, ব'লো তাঁরে পাষণ্ড ব্রাহ্মণ,
ফাঁকি দিয়ে পেয়ে গেল বৈষ্ণব কুমার;
রাজা হরি ব'লে পুত্র লয়ে চল ঘরে।
মুনি-প। রাখিস্ মা মনে।
সুনীতি। মা !
রাজা। ভগবতি ! তোমার কৃপায়
পত্নী পুত্র লয়ে যাই গৃহে।
(সুনীতি ও ধ্রুবের গীত)
আশাভৈরবী,—কাওয়ালী।
হরি শ্যাম মুরলীধারী।
পীতবসন, নীলাঞ্জন, বঙ্কিম বনচারী।
নটবর কিবা অধরে হাসি,
প্রেমে বাজে মোহন বাঁশী,
রঞ্জন বনকুসুমাবলী, মোহন মুরারি।

——

সম্পূর্ণ।

বড়দিনের বখশিশ

(পঞ্চরং)

রঙ্গদারগণ।

পুরুষগণ।

পরী-মন্ত্রী		
নজর	…	পরীরাণীর প্রধান দূত ও কর্ম্মচারী।
পুঁটে মিত্র	…	দালাল।
গয়ারাম	…	কর্ত্তা।
মিঃ ডস্	…	গয়ারামের বড় ছেলে।
ভুলু বাবা	…	ঐ ছোট ছেলে।
গদাই দাস	…	ঐ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদাতা।
রামচাঁদ	…	গয়ারামের প্রতিবেশী।
শ্যামধন ঘোষ	…	ঐ অন্য প্রতিবেশী।
মিঃ হাজরা	…	বিলাতি-আচার-ব্যবহার-প্রিয় যুবক।
প্রেমদাস	…	তুলসীর মালাওয়ালা।

স্ত্রীগণ।

পরীরাণী।		
গুলজার	…	পরীরাণীর প্রধানা সহচরী।
মিসেস হাজরা	…	মিঃ হাজরার স্ত্রী।
মিসি বাবা	…	গয়ারামের কন্যা।
প্রেমদাসী	…	প্রেমদাসের বৈষ্ণবী।

অন্যান্য।

জিনিগণ, ক্লাউন, থিয়েটারের ম্যানেজার, দেশহিতৈষী, টাইটেলখোর, পলিটিসিয়েন, সংস্কারক, সভ্যতার নিশানধারী, প্রেমিক, ঢোলধারী, জাল বর, পরীগণ, ফুলকপী-ওয়ালী, লেবুওয়ালী, ভেটকীমাছওয়ালী ও ফুলওয়ালী ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

হ্যারিসন রোড—দিন।

(থিয়েটারের ম্যানেজার)

থিয়ে-ম্যা। এ বড়দিনে বক্‌শিশ আমরা সকলেই পাব, কেউ বঞ্চিত হবেন না, দেখ্‌বেন একটি দিব্য আয়না, কার কতটা পোড়ামুখ, তা যাবে জানা, কারুর নাই মানা, যে আস্‌তে চাও, এসে যাও, এনাম নিয়ে চ'লে যাও। লাগ্‌ ভেল্‌কি লাগ্‌, যে পোড়া মুখ দে'খে খুঁড়্‌বে, তারও মুখে আগুন লেগে যাক্‌, ঐ আসছেন আমার ভাই, উনি ক'র্‌বেন খেলা জমাই।

[প্রস্থান।

(পুঁটে মিত্রের প্রবেশ)

পুঁটে। ক'ল্‌কেতার তো কারু বাড়ী যাবার যো নেই, ফি-বাড়ীতে একটা না একটা ফ্যাসাদ বাধিয়েছি। ঐ যে আমার দাদা যাচ্ছে,ওর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি। ও খুব তৈয়ারী; ও থিয়েটারের ম্যানেজার। দেখি, যদি কিছু নূতন খেলা বা'র করে। এবার ঘড়ী সারা, টাকা ধার, গিল্‌টীর গয়না বাঁধা, জুয়াখেলা, হাণ্ডনোট কাটায় চলে না আর।

(নজর ও গুল্‌জারের প্রবেশ)

উভয়ে (গীত)

বহুত সহর দোনা ঘুমকে আয়া।
বড়িয়া বেকুব কোহি নেহি পায়া।
ঘর আশমান্‌ সহর,
সহর দেখে সব হো যাওয়ে তর,
হুঁয়া পরীস্থান, বাদশাজাদী হুঁয়া পরীজান্‌,
বেকুবকা বাগিচা হুঁয়ি তৈয়ার,
বেকুবকা দেখ্‌নে বাহার,
পরীজান্‌ কি সক্‌,বেকুব পৌছনে হোগা বেসক্‌,
বড়িয়া বেকুব বিন লে যায় কেয়া।

পুঁটে। এই দুজন দেখ্‌ছি বিদেশী, কিছু হাত হবে না? বেহায়া বেহায়া কি ক'চ্ছে। ও গো যা-হয় কি সাহেব, ওগো যা-হয় কি মেম,এ মুলুকে কিছু কিনবে বেচ্‌বে?

নজর। হাঁ, চিজকা ওয়াস্তে আয়া।

গুলজার। বহুত সহর ঘুমা, চিজ কোহি নেই পায়া।

পুঁটে। হাম তো সেই বাত বোল্‌তা, এ মুলুক ছোড়কে কে কাঁহা কি পাতা? তিসি, সর্ষে, গম, মাষকলাই,চাল্‌-দাল্‌, সোনার গয়না, রূপোর গয়না, জহরত, হীরে, মতি, মুক্ত, পান্না, বেনারসী, বোম্বাই, বডী কি সেমিজ, কি হুকুম, কাছে নেই কর্‌তা?

নজর। হিয়া উল্লুক মিল্‌তা?

পুঁটে। উল্লুক?

নজর। বেকুব।

পুঁটে। ক গণ্ডা, ক বুড়ি, ক পণ, ক শো, ক লাখ, ক ক্রোর চাতা? হাম্‌কো হুকুম কর, এ মুলুকে উল্লুক নেই! কি রকম বেকুব চাই, হাম্‌কো বাতায়কে দাও!

নজর। আচ্ছা আচ্ছা, বেকুব মাঙ্গাও।

গুলজার। দর্‌কা ওয়াস্তে নেহি ডরো, মিলেগা যো চাও।

পুঁটে। কি রকম দরকার বল, ছোট রকমের কি ভাও তোমার দেখি: আমিও একটা বেকুব আছি, তা বেশী দরের: ছোট-খাটো একটা দেখাই।

নজর। আচ্ছা মাঙ্গাও।

গুলজার। আর তোমারা ক্যা ক্যা দর বাতাও?

পুঁটে। সে দর-দাম শেষে করেগা। মা-বাপকে খেতে দেয় না,মাগের বুট্‌ খায়, এ উল্লুক যদি দরকার হয়,ফি ঘরে ঘরে পাবে, যে বাড়ীতে সেঁধোও। বেশ ইংরাজি কোট্‌-পেন্ট্‌লেন-পরা, এ দিকেও বিবিয়ানা ধাঁজের সাজগোজ, যদি চাও তো নম্বরে সেঁধোও।

নজর। তোম্‌ নেহি ল্যাতেহো কাঁহে?

পুঁটে। আঃ, আমার বাপের পিণ্ডি! হোথায় কি যাবার যো আছে? ওদের

সাতগুষ্টীকে ঠকিয়েছি, বাপের
নিয়েছি, বুড়ীর ভাত খাবার ...না,
ছোঁড়ার ঘড়ী, ছুঁড়ীর ইয়ারি ...ড়া
দিছি।

নজর। কুচ পরোয়া নেই, জিনী আওর পরী হ্যায় হাম্‌ লোক্‌কা সাত।

গুলজার। কাঁহা বেকুব, কহো সাঁচ্চা বাত।

পুঁটে। রাস্তার দু'দিকেই আছে, ৩৩ নম্বরে কিছু সাজ-গোজ ভাল।

নজর। যাও, জিনী আওর পরী জল্‌দি যাও।

গুলজার। দোনো উল্লুক হিঁয়া লাও।

পুঁটে। একটু ঘাপটী মেরে মজা দেখ।

নজর। বহুত আচ্ছা।

গুলজার। এ বাত সাঁচ্চা।

(জিনী ও পরীগণের প্রবেশ ও গীত)

দেখো বেকুবকা লে আয়া জোড়ী।
ঘরমে বৈঠে রোয়ে বুড়া-বুড়ী।
দেখ ঢংসে রংসে কেসা আওরে,
মারে গরবকি মট্টী দাবাওরে।
গ্যাড ম্যাড হ্যাড হিঁয়া পৌওছারে,
যো কামমে ভেজো ছোড়ে থোড়ি।

[প্রস্থান।

(হাজরা সাহেব ও বিবির প্রবেশ)

বিবি। ডিয়ার, কুক্‌ মটন্‌ ছুঁতে চায় না, তোমার বুড়ী মাকে ব'লো, দুটো খাবার আমাদের তৈয়ারী ক'রে দেয়, আমি শিখিয়ে দেব; আর বাপকে ব'লো, সেই আমাদের টেবিলে দে যায়। দিনের বেলা এটা-সেটা ক'রে রাত্তিরে যে কুঁড়েমো ক'র্‌বেন, তা হ'লে এক সন্ধ্যে খান, আমার কোন আপত্তি নেই।

সাহেব। ক্যাপিটেল, ক্যাপিটেল, ডিয়ার।

বিবি। হ্যালো! ইউ মন্‌কী, আমার ইভনিং ড্রেস এয়েছে?

সাহেব। পরশু দেবে ব'লেছে।

বিবি। বুড়ো মা বাপকে তিন টাকা ক'রে ছ-টাকা ছাড়্‌তে পার, আর আমার সুট্‌ পরশু আস্‌বে?

সাহেব। মাই ডিয়ার, রাগ ক'র না।

বিবি। আমি তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌তে চাই না।

(পদাঘাত)

(গীত)

উভয়ে— বেকুবি কার দেখ্‌তে বাসনা।
বিবি— মোজাওলা বুটের লাথি,
সাহেব— দেখ না কাজ কি শোনা।
বিবি—
তিনশো টাকার ইভনিং সুট হয়েছে কম্বখাস,
সাহেব—বুড়ো বুড়ী দুটা টাকা
পায় না মাসে মাস,
সিভিল জেল শিওরে,
ঘরে চাট-ছুঁড়ুনী জেনানা।
বিবি—
চাট না দিলে কিসে চলে,
নৈলে লাগাম্‌ মানে না।

পুঁটে। কুর্ণিস দি হাজরা সাহেব,
কুর্ণিস দি বিবি।

সাহেব। আই সে, আমি তোমার উপর ভারি খুসী হয়েছি, আমাদের যে উল্লুকের জোড়া ব'লেছ, এতে আমরা বড় প্লিজ্‌ড হয়েছি।

বিবি। ভেরী মাচ ওবলাইজড হ'য়েছি।

পুঁটে। কেমন সার্টিফিকিট দিয়েছি বল।

হাজরাসাহেব ও বিবি। বহুত খুব, বহুত খুব।

পুঁটে। ক্যাবাত ক্যাবাত, আসবাব সহরের বাগানটা ক'রে নিয়েছ হাত।

জিনী, পরী। চল্‌ হাম্‌লোককা সাথ॥

[পুঁটে ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(নজর ও গুলজারের প্রবেশ ও গীত)

গুলজার— তোম্‌সে দোস্তি ঝকমারি।
নজর— কেয়া কসুর কহো,
কাঁহে গোসা ভারী।
গুলজার—
দো একঠো ঠোনেসে হোতা বেজার,
সাম্‌নে দেখা কেসা সাথ্‌কো বাহার।

নজর— করো বেসা ভাই পসন্দ তুহার,
কিয়া দেল চুরি, ময় হুয়া নাচার,

গুলজার— ঝুট্ বোলনে আচ্ছা তৈয়ারী,

নজর—জান নেই কেসা নয়না-কাটারি তেরি,

পুঁটে। যে বুড়ী পাঠালেন, তা কোন মুলুকে পাবে না। হিন্দু, মোসলমান, খৃষ্টানে তো নেই, তবে এ সহরের কথা ধর্‌বেন না। এটি কেমন জান? উপরে এই চেকন-চাকন বাড়ী ঘরদোর, ভিতরে নর্দ্দমা, এ সহরের আজব কারখানা, মানুষও দেখ্‌তে চেকন-চাকন, ভেতরে পচা খানা। আর কি রকম উললুক চাই বল ?

নজর। ওম্‌দা ওম্‌দা চিজ ভেজো।

গুলজার। ডরো মৎ, ঠিক দর দেগা।

পুঁটে। আর বেশী কষ্ট কর্ত্তে হবে না, ঐ মর্ণিং ওয়াকেই বেরিয়েছে; ঐ যে অলষ্টার গায়ে, উনি বাবার সেরা বাবা, ঐ যে চিড়িয়াবুটী শালের বালাপোষ গায়ে, উনি শিক্ষকের বাদ্‌শা, নিকারবোকার সুটপরা, ঐটি বংশধর খুদে সুসন্তান, আর পিনাফোর পরা ঐ মিসি বাবাটি বংশীধরী। ঐদিকে আস্‌ছে; তোমরা একটু আড়াল থেকে তামাসা দেখ।

[প্রস্থান।

(গয়ারাম, ছেলে, মেয়ে ও গদাইকে লইয়া জিনী ও পরীগণের প্রবেশ ও গীত)

জিনী, পরী—
হুয়া হুকুম তামিল, হুয়া হুকুম তামিল।

গয়ারাম, গদাই—
বেকুবের এমন জোড়া মেলা মুস্কিল।

ছেলে ও মেয়ে—
বেকুবের খুদে জোড়ায় দেখ কেমন মিল।

পরীজিনি— কেয়া খুবী বেকুবী মজেদার,
ঢুঁড়নে বেকুব নেহি হোয়েগা আর,
দেখে পরীজানকো পূরেগা দিল।

গয়ারাম—
শিক্ষা দিতে ছেলে-মেয়ে মাষ্টার রেখেছি।

গদাই—
হদ্দ মুদ্দ চেষ্টা ক'রে আমি দেখেছি।

ছেলে ও মেয়ে—
ভাই বোনে তেমনি শিখেছি।

গয়ারাম, গদাই—
দেখেছ কেমন ধাড়ী জোড়া,

ছেলে ও মেয়ে—
তেমনি জোড়া পিল।

পরীজিনি—
বেসক্ বেসক্ বোলেহে হক্,
এন্‌তাহাম দেখে দেখে লাও আক্কিল॥

গয়া। গদাই, ছেলে মেয়েটা সাবান ইউজ করে?

গদাই। আল্‌বত।

গয়া। টুথব্রুস্ দিয়ে টিথ ক্লিন করে?

গদাই। আফ কোর্‌স্।

গদা। সকাল বেলা উঠে তিনবার গড নেই বলে?

গদা। এভ্‌রি ডে, বে-ওজোর।

গদা। ভুলু বাবা, আর মিসি বাবা!

ছেলে ও মেয়ে। সার?

গদা। কি ক'রে ঘোড়ায় চড়্‌বে?

ছেলে ও মেয়ে। টগাবগ! টগাবগ!

গদা। কি ক'রে বল ড্যান্‌স্ কর্ব্বে?

ছেলে ও মেয়ে,—(গীত)

মেরি মেরি এক্সমাস্ মেরি ল্যাড্ মেরি ল্যাস্,
মেরি মেরি মেরি চান্স,মেরি মেরি মেরি ড্যান্স,
হুইস্কি সেরি ফ্লোয়িং মেরি,
ওন্‌লি সরি নেটিভ অ্যাস।

গদা। কি ক'রে পথ চল্‌বে?

ছেলে। ড্যাম্ ড্যাম্ নেটীব কালা।

মেয়ে। থাবি হুইপ্ স'রে পালা!

(গীত)

দুজনে ডিম্ ফুটে বেল্লিক্।
বাবার জোড়া গুণের নিধি মাষ্টারটি ঠিক্।
বিলাত থেকে ফিরে এলে, ব'লতো তবে ড্যাম্
নিকারবোকর পিনাফোরে,
আমরা সাহেব ম্যা

বেল্লিকেতে কে দেবে লড়াই
চ্যালেঞ্জ আমরা চাই,
বেল্‌কোমো কি গাঁটে গাঁটে,
ঠাউরে দে'খে যাও খানিক।
বড় হ'লে আনাব দশ দিক্‌॥

[সকলের প্রস্থান।

(পুঁটিরাম, নজর ও গুলজারের প্রবেশ)

পুঁটে। কি করে, ধাড়ী জোড়াটা চালান দিলে? ঐ পিল জোড়াটা পাঠাও, ও ছুটোর তো এখনও পুরো বেল্লিকী দেখ নি।

নজর। বহুৎ আচ্ছা।

পুঁটে। দু দশটা কাঁচা মাল দরকার আছে কি? এই বেশ্যার জন্তে গলায় দড়ী দেয়, স্ত্রীর চন্দ্রহার চুরী ক'রে নে যেয়ে রুসমাস্‌ করে, পৈতে ফেলে হাড়ী হয়? এ লিষ্টি আও-ড়াতে গেলে মুখে ফেকো ধ'রে যাবে। তোমাদের যাবার সময় দু-চারটে দেবো এখন। আপনার দেশের লোকের নিন্দা করে, বাঙ্গালীর সব দোষ দেখে; বাঙ্গালীর আগা গোড়া দোষ দেখে, এমন বেল্লিক যদি চাও তো এ সহর উঠিয়ে নিয়ে যাও। এ বেল্লিকের নূতন ধরণ কি জান? দু'জনেই বাঙ্গালী, দু'জনে গলা ধরাধরি ক'রে চল্‌ছে আর বল্‌ছে, বাঙ্গালী ভারি পাজি। কারুর মা বিধবা, কারুর বোন বিধবা, লেক্‌চার দিচ্ছে বাঙ্গালীর বিধবারা, সব অসতী। মস্ত টিকি-কাটা ভট্‌চাজ মুরগী খাবার বিধেন দিচ্ছে, শালগ্রাম ছেড়ে সাহেবের আরতি ক'চ্ছে—এ রকম কাঁচা বেল্লিকের দরকার আছে কি? টাইটেল নিতে লাক টাকা দেয়, বাড়ীতে এক মুঠি ভিক্ষে পায় না; সম্পাদক, থিয়েটারের ম্যানেজার?

নজর। তোম্‌ তো আজব বাত কহ্‌মাতোহো।

পুঁটে। নমুনাটা কি রকম দেখ্‌লে?

নজর। আচ্ছা, তোম্‌ বড় জোড়ীকা ভেজনে নেহি দিয়া কাঁহে?

পুটে। ওর বেকুবী কি দেখ্‌লে? ও জোড়া তোমায় দেব বটে, কিন্তু আর যদি অমন জোড়া চাও, আমি নারাজ; অমন কুল-তিলক পিতা আর গুণের ধ্বজা শিক্ষা-কর্ত্তার জন্তেই তো মুলুকে বেকুব-ভরা! বাপ যদি রবিবারে পান চিবুতে চিবুতে, ষ্টিক্‌ হাতে ক'রে গার্ডেন পার্টিতে না যেতেন, তা হ'লে ছেলে কি বাপের চুড়ী খুলে নে বেশ্যাবাড়ী সরস্বতী-পূজা ক'র্ত্তো? মাষ্টারের যদি হিতাহিত জ্ঞান থাক্‌তো, যদি হিত শিক্ষা দিত, তা হ'লে কি ছাত্র বল্‌ত, ড্যাম্‌ হিঁদুয়ানি, মা বাপকে ওলডফুল বল্‌তো? তা তুমি সওদা কর আর না কর, বেল্লিকের জড় তোমায় দেব না; তবে যে যোড়া দেখি-য়েছি, নে যাও, কিন্তু জবর জোড়াটী ছাড়্‌লুম। এখনও ওর বেল্লিকগিরি দেখাচ্ছি, ঐ বেল্লিক আস্‌ছে দেখ্‌ছ, একটি বেল্লিকের চার, কাত্‌লা বেল্লিক এসে পড়্‌লো ব'লে।

[প্রস্থান।

(ফুলউলীর প্রবেশ)

(গীত)

মনোহরা এ ফুলের পসরা।
ফুলে বিজলী খেলে নাগর দেয় ধরা॥
সৌরভে আমোদ করে,
নিয়ে যায় সোহাগ ক'রে,
সোহাগে তোলা এ ফুল, সোহাগে ভরা॥

(নেবুউলীর প্রবেশ)

(গীত)

যার সখ্‌ থাকে, এ রাঙ্গা নেবু
কিনে নিয়ে যাও।
রাঙ্গা হাতে ছাড়িয়ে খোসা রাঙ্গা মুখে দাও।
এ নেবু রসেতে টস্‌ টস্‌,
রস ভ'রে যার মুখে দেবে অম্নি হবে বশ,
সোহাগে ব'সে চাঁদের হাট,
রাঙ্গা সেরি ঢেলে কর রাঙ্গা নেবুর চাট,
এ নেবুস কদর ভারি কল্লে দেরি,
পাও কি না আর পাও।

(পুঁটের প্রবেশ

পুঁটে। চারে এসে বেকুব খেলে দেখ। তোমার পত্নীকে আর ধ'রে আন্‌তে হবে না, নেবুতে আর লেতেই সর-গরম, এলো ব'লে।

(মিষ্টার ডসের প্রবেশ)

ডস্। এই ফুলউলী, এই ফুলউলী, এই নেবুউলী!

উভয়ে। কি বাবু, কি বাবু?

ডস্। বাবু নেই—মিষ্টার ডস্, কোর্টসিপ্ ক'রে বে কর্ত্তে পারবে?

ফুল-উ। তোমার আগে বল, বাবু বল্‌ব না। কি ব'ল্‌ব?

ডস্। মিষ্টার ডস্!

ফুল-উ। মটর থস্ কি ব'লছেন?

ডস্। কোর্টসিপ্।

ফুল-উ। হাঁ, তোমার মত কত সাহেব কোটে তোড়া পরে।

ডস্। আমি তো বল্‌ছিনে, পছন্দ ক'রে বে ক'র্‌বে?

ফুল-উ। ও মা, পাগল না কি?

ডস্। যেও না, আমি সব ফুল তোমার কিনে নিচ্ছি, তোমার একটা কথা পেলে হয়; তোমার বে কর্‌বার ইচ্ছা আছে?

ফুল-উ। ফুল নেবে?

ডস্। ও কথা তো চুকে গিয়েছে। ফুল নিয়ে তোমায় সাজাব। একটু দাঁড়াও, কোর্টসিপ্ করি।

ফুল-উ। ওলো দেখ্, মিন্সের ঢং দেখ!

ডস্। নেবুউলী তুমি কি রাজী আছ?

নেবু-উ। রাজী আছি, তুমি কি দু'জনকেই বে কর্‌বে?

ডস্। না, একজনকে।

নেবু-উ। তবে আমরা চল্লুম।

ডস্। দাঁড়াও, তোমাদের দু'জনেরি বে হ'তে পারে। ঐ গদাই দাস আস্‌ছে, ও এক জনকে বে কর্ত্তে পারে, আমিও এক জনকে পারি।

নেবু-উ। তা এখন বে ক'রো, আমরা চল্লুম।

ডস্। আচ্ছা, তোমাদের কার্ড দিয়ে যাও।

ফুল-উ। সে আবার কি?

ডস্। বাড়ীর নম্বর বল, আমি একটা গাঁ ক'রে যাচ্ছি। যাও কোথায়, নম্বর ব'লে যাও।

[ফুল ও নেবুউলীর প্রস্থান।

(গদাই দাসের প্রবেশ)

গদা। নেভার মাইণ্ড, আমি ও দু'জনেরি বাড়ীর নম্বর জানি। আপনার মতলব হাঁসিল হবে, আপনি যদি ঘোষেদের বাড়ী বে না করেন।

ডস্। এই ক্রুস্‌মাসে যেমন ক'রে হয়, বে কর্‌বই। যদি কোর্টসিপ্ কর্ত্তে পেলেম না, সিভিল ম্যারেজ হ'লো না, নাইনটীন্থ সেঞ্চুরিতে তবে পিস্তল খেয়ে মরা ভাল।

গদা। সে সব আপনার কিছু নেই। এক বেটী হাড়িনী কোর্টসিপ্ কর্ত্তে রাজী হ'য়েছে, আজ তারে সমস্ত দিন বুঝিয়ে রাজী করেছি। সে হাড়িনী বেটী তোমাদের বাড়ীতে খাটে।

ডস্। না, সে বড় ক্যাডাভ্যারাস্, আমি দেখেছি। নামটি খুব জবর হয় বটে, কিন্তু আমার মন ঐ ফুলউলীর দিকে! তুমি—তুমি যদি নেবুউলীকে বে কর ত ফুলউলী আমার হাত হয়।

গদা। দেদার রাজী, আমি নেবুউলীর বাড়ী উঁকি ঝুঁকিটা মেরে আস্‌ছি।

ডস্। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি ওয়েডিং-ড্রেস্‌টা কর্‌মাস্ দিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

(গয়ারামের প্রবেশ)

গয়া। গুওটাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র কর্‌বো, অমন উইডো, তার সঙ্গে যোগাড় কল্লেম্, বিশ বিশ হাজার টাকা হাতে লাগ্‌তো, আমার একটা নাম বেজে যেত, তা গুওটা আমার মুণ্ড হেঁট ক'ল্লে। আমি ভাব্‌ছি, আমাদের বুড় রামচাঁদের সঙ্গে বে দেব, সেও বে বে করে, কিন্তু বুড়ো দে'খে তারা যদি না রাজী হয়?

গদা। তার একটা প্ল্যান আছে, তা আপনার ছেলে তো বে কর্ত্তে চায় না; তা লাইন ক্লিয়ার আছে, রামচাঁদ হুইস্‌ল দে বেরিয়ে যাক্ না?

গয়া। একটা ফ্যাঁসাদ প'ড়েছে, দশ হাজার টাকা ক'নের নামে লিখে দিতে হবে। আমাকে তার জামিন হ'তে হবে, রামচাঁদের তো কিছু নেই।

গদা। তার জন্তে ভাবনা কি? রামচাঁদ তো আপনার হাতেই আছে, তার ঠেঁয়ে পাল্‌টে লিখে নেবেন।

গয়া। কি জানি, পরের হাতে যাওয়া, কেউ কারুর নয় ভাই,—কেউ কারুর নয়, টাকাই আপনার। আর এক মুস্কিল, রামচাঁদকে বুড়ো দে'খে যদি বে না দেয়?

গয়া। তার এক উপায় আছে, রামচাঁদের চুল ছেঁটে কলপ লাগিয়ে দিন।

গয়া। তারা যদি না রাজী হয়?

গদা। ফিকির কর্ত্তে হবে। রামচাঁদকে ছোঁড়া সাজিয়ে ট্রাইসিকেলে চড়িয়ে নে হাজির করা যাবে। আর আপনার ছেলে ব'লে পাস কল্লেই বা হানি কি?

গয়া। না না, আমার ছেলেকে চেনে। রামচাঁদ বুড়ো মানুষ, ট্রাইসিকেলে চড়্‌বে কি ক'রে?

গদা। একটা থিয়েটারের ছোঁড়াকে সাজিয়ে ট্রাইসিকেলে চড়িয়ে, একদিকে আপনি চামর ঢোলাবেন, আর একদিকে রামচাঁদ, লোকে জান্‌বে যে, আপনারই ছেলের বে হবে, থিয়েটারের ছোঁড়াটা মার্‌বে দৌড়, আর রামচাঁদ তার (Take his place) টেক্ হিজ প্লেস্ কর্‌বে; কাজটা শীঘ্র শীঘ্র সার্‌বেন, তা নইলে গোল হবে। এই ক্রস্‌মাসের দিন বাগানে যদি কাজটা সার্‌তে পারেন, তা হ'লেই আপদ্ চুকে যাবে; বলেন তো আমি সব ঠিকঠাক যোগাড় করি। রামলীলের বাগান আমার হাতে আছে, এক রাত্রে তিন জোড়া বর ক'নে বেরিয়ে আসি। তিন জোড়া কি?

গদা। রামচাঁদ, আমি আর আপনার বংশধর মিষ্টার ডস্; মিষ্টার ডস্ এক ফুলউলীকে বে কর্‌বে, আমি নেবুউলী, আর রামচাঁদ তো আছেই, এই তিন জোড়া।

গয়া। সে কি ফুলউলীকে বে কর্‌বে?

গদা। জরুর।

গয়া। তবু আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো! ছেলেটা একটা নাম রাখ্‌বে, ইণ্টারম্যারেজ হবে কি না? আর তুমি যে নেবুউলী বে কর্ত্তে যাচ্ছ, কিছু টাকাকড়ি তার আছে না কি?

গদা। টাকা-কড়ি কি আছে, জানি না, বড় বড় কমলালেবু ত মাথায় দেখ্‌লেম।

গয়া। ও হে, ভাল ক'রে না জেনে শুনে বাঁধা যেও না। ছেলেটা ইণ্টারম্যারেজ ক'রে খোরাকীর দায়ে যদি জেলে যায়, যাক, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু তোমায় আমি ছাড়্‌তে পাচ্ছি না; তুমি জেলে গেলে আমার ছোট ছেলে-মেয়েকে কে শেখাবে? তোমার মত এমন চূড়ান্ত মাষ্টার আর কোথায় পাব?

গদা। মাষ্টার ঢের আছে, তার জন্তে চিন্তা নেই, তবে অনুগ্রহ ক'রে আপনি যা বলেন। আমি যাচ্ছি নে বাঁধা। তবে আপাততঃ 'কমলা নেবু'টা আসটা ত চলুক, তার পর ভেট্‌কীমাছ-উলী-টুলী দে'খে নেব! খোরাকীর নালিশ কেউ কর্ত্তে চাইবে না। আমাকে জেলে খোরাকী গুণ্‌তে হবে।

গয়া। তা যা ভাল বোঝ, কিন্তু দেখো, নিজের বেতে যেন ব্যস্ত থেক না, আমার কাজের যোগাড়ে তোমায় থাকৃতে হবে।

গদা। সে জন্তে ভাব্‌বেন না, রামচাঁদকে কেবল ওয়াটসন্ সাহায়ের বাড়ী থে চুল্‌টো ছাঁটিয়ে কলপ দে নিন।

গয়া। ইংরাজী বাদ্দী-টাদ্দী ক'রে যাবার ফয়রা দিয়েছ ?

গদা। অতর কাজ নেই, ট্রাইসিকেলে বর বেরুবে, আমরা পাঁওদলে চামর ঢুলাতে ঢুলাতে যাব।

গয়া। রামচাঁদকে যদি চিনে ফেলে ?

গদা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একজন থিয়েটারের সাজওয়ালা আমার হাতে আছে, সকাল বিকেল রামচাঁদকে নে সাজের মওলা দিলেই ঠিক ক'রে নেবে। আমিও থিয়েটারের মজা জানি, আমি কি পাশ নে গেছলুম. পরচুলো দে ছোঁড়া সাজে: আমি শিখে নিয়েছি, আপনি ভাব্‌বেন না।

গয়া। তবে তুমিই সব ঠিকঠাক কর।

গদা। আপনি যান, আমি কেবল নেবু-উলীর জানালায় উঁকি দে বেরিয়ে পড়্‌ছি।

[সকলের প্রস্থান।

(ভিখারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

কেয়া দেলকেয়া তোম্‌নে আনা,
যব্‌ তক্‌ রাম না পচানা।
সীতারামনাম কভি না লিয়া,
মালখাজ না পিয়ারা।
কুছ কেয়া তেরা সাথ চলেগা,
সমঝানা ভাই জেরা।
লেড়্‌কা লেড়্‌কী জরু তোমারা,
সমঝো জো আপনা,
খাকি কায়া খাক্‌ বনেগা
কিস্‌বে হোগা মানা।
যব্‌ তক্‌ তেরা হুঁস রহে ভাই,
আপনা কাম উঠানা,
রোতে আয়া, আখের দেখো,
লেড়্‌কীকো শোয়োয়ানা।

[প্রস্থান।

(শ্যামধর ও পুঁটের প্রবেশ)

শ্যাম। পুঁটিরাম বল কি ? সত্য নাকি বুড়ো আমাকে ঠকাবে ? আপনার ছেলের সঙ্গে বে দেবে না, রামচাঁদের সঙ্গে বে দেবে ? তোমার কথামত তো লিখে পাঠিয়েছি যে, বিশ হাজার টাকা যৌতুক দিব। বুড়ো ব্যাটাকে জব্দ কত্তে পার্‌বো তো ?

পুঁটে। আচ্ছা, জব্দ ক'রে দিচ্ছি। তুমি শুধু ব'লে পাঠাও যে, দশ হাজার টাকা স্ত্রীধন দিতে রাজী হয়েছ, তা নগদ বের রাত্রেই দিতে হবে।

শ্যাম। তাতে রাজী হবে ?

পুঁটে। বিশ হাজার টাকা যৌতুকের লোভে রাজী হবে।

শ্যাম। তার পর কি হবে ?

পুঁটে। ও যেমন রামচাঁদকে আপনার ছেলে বদ্‌লে খাড়া কর্‌বে, আমরাও তেমনি আপনার মেয়ের বদ্‌লে একটা দাসী মাসী খাড়া ক'রে দেব। ক'নে তো আগে বার ক'ত্তে হবে না, স্ত্রীধনের টাকাটা আগে বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়ে যে বেটীকে হয় বার ক'রে দেব।

শ্যাম। আমায় ত বিশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে হবে।

পুঁটে। কেন ? ওর ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বে হলে তবে ত যৌতুক দেবেন, রামচাঁদের সঙ্গে যেমনা কি পদীর বে হলে ত নয়।

শ্যাম। আমরাই বা ওর দশ হাজার টাকা নিই কি ব'লে ?

পুঁটে। তুমি আর কল্‌কাতায় থেক না।

শ্যাম। ওহে এ যে জুচ্চুরি হবে—

পুঁটে। আর ওরই কোন্‌ সাউখুড়ী হচ্ছে—

শ্যাম। ওর টাকাটা হজম কর্‌বো কি ক'রে ?

পুঁটে। এটা আর বুঝ্‌তে পাচ্চ না ? উনি সৌখীন পুরুষ রামচাঁদের বেস্তে সখ ক'রে রামচাঁদের স্ত্রীকে স্ত্রীধন ক'রে দিয়েছেন। তবে যে বেটীর সঙ্গে রাম-চাঁদের বে হবে, তার সঙ্গে সড় কর্ত্তে হবে। সে দুশো পাঁচশো ছাড়্‌লেই ঠিক হবে। বরং তুমি উল্‌টে দাবী

কর্‌তে পার্‌বে যে, ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবার কথা ছিল, তা দেয় নি।

শ্যাম। বেশ কথা, বেশ কথা।

[প্রস্থান।

(প্রেমদাস ও প্রেমদাসীর প্রবেশ)

(গীত)

প্রেমদাস —

জপে এ মোটা মালা বাবাজী গুণ গুণ।

প্রেমদাসী —

সরুমালা কণ্ঠি ক'রে, বষ্টুম দিদি গলায় পরে,
কোপ ক'রে ঝাপে ব'সে লাগিয়ে দেয় আগুন।

প্রেমদাস —

এ মালা ঝুলিতে যার, পাঁচসিকে লাগে না তার,

প্রেমদাসী —

সরু কাঁঠির তুলসী হারের কব কি বাহার ;—
মরদে ভেড়া বনে,

প্রেমদাস —

মাগীর চড়ে খুন,

উভয়ে —

সখের তুলসীমালার কব কত গুণ।

প্রেমদাস। পাঁচসিকে দে নবদ্বীপের মেলায় এনেছি কিনে, যখন আড়নয়নে নজর্‌ মারেন, ইচ্ছে হয় মারি দৌড় টেনে।

প্রেমদাসী। ও কি কম ঘেন্‌ঘেনে;—সাধে কি সাত খেংরা মারি রেতে দিনে। কেউ কি এমন আছেন গা, যে ঘর-কন্না করেন সেবাদাসী নে।

(পুঁটের প্রবেশ)

পুঁটে। এইবার আমার বেল্লিকগিরি দেখ। ওরে, তোরা রোজগার ক'র্‌বি? দশ দশ হাজার টাকা।

প্রেমদাস। কি কর্ত্তে হবে?

পুঁটে। এই বড়দিনের দিনে তুই সাজ্‌বি ক'নে, আর তুই সাজ্‌বি পুরুষ।

প্রেমদাসী॥ কনে সাজ্‌বো কি গা?

পুটে। সে আমি বলে-কয়ে দেব।

প্রেমদাস। পুরুষগিরি আমি একবার করে-ছিলুম, তা পার্‌বো। সেই যে সেই খাঁদা পদ্মর মেয়ের বের সময়।

পুটে। শোন্, তোর হিষ্টিরিয়া আছে?

প্রেমদাসী। ইষ্টি ফিষ্টি জানি না বাবু।

পুঁটে। তবে শেখ্, পড়, এম্‌নি চিত হয়ে পড়, এম্‌নি হাত পা ছোড়, এম্‌নি—দাঁত কিড়মিড় কর।

(পুঁটে মিত্রের মালাউলীর নাকের কাছে শিশি ধারণ)

প্রেমদাসী। ও কি কর গো?

পুঁটে। এমনি ক'রে নাকে স্মেলিং সল্ট ধর্ব্বে, এম্‌নি ক'রে দাঁতকপাটী ভাঙ্‌বে, আর যেই দাঁতকপাটীটে ভেঙ্গেছে, এম্‌নি ক'রে গলা জড়িয়ে ধর্‌বে।

প্রেমদাস। ছাড়্ ছাড়্।

পুঁটে। যারে লেলিয়ে দেব, সেও ছাড়্ ছাড়্ কর্‌বে, তুই খবরদার ছাড়্‌বি নি, শিখে-ছিস?

প্রেমদাসী। ঠিক্।

পুঁটে। তুই শ্যামধন ঘোষের মেয়ে, বুঝলি? আর তুই শ্যামধন ঘোষের পুরুত। যা বাসায় যা, সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যাব এখন।

প্রেমদাসী। আমাদের বাসা চেন?

পুঁটে। এই কার্ত্তিক মাসে মালা ঠকিয়ে এনেছি, আর তোর বাসা চিনি নে?

[পুঁটে ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ডসের প্রবেশ)

ডস্। ফুলউলী বেটী তো রাজী নয়, এখন উপায়? ক্রুস্‌মাসের ভেতর যে ক'রে হাত ধ'রে নে গে পিক্‌নিক্ কত্তেই হবে, একটা সেন্‌সেসন হবে।

পুঁটে। আর শুনেছেন মশায়, শ্যামধন ঘোষের মেয়ে কোর্টসিপ ক'রে বে কত্তে রাজী।

ডস্। বল কি?

পুঁটে। অমন মেয়ে আর নেই, আপনাকে সে বে কর্‌বেই কর্‌বে। কোর্টসিপ শিখেছে, হিষ্টিরিয়া শিখেছে, গাউন কিনেছে, যা যা চান—লম্বা চুল ছিল, বিবিদের মতন খাঁদি ক'রে কেটেছে, সব ঠিক্‌ঠাক্— একটা ফ্যাসাদ।

ডস্। কি?

পুঁটে। আপনার বাপ, ঐ বুড়ো রাম-

চাঁদের সঙ্গে বে দিয়ে যৌতুকের টাকাটা হাত কর্‌বে।

ডস্। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! ওলড্‌ফুল, আমি ডুয়েল লড়্‌ব।

পুঁটে। বাঃ বাঃ। এ রুস্‌মাসে একটি কীর্ত্তি রাখ্‌বেন দেখ্‌ছি।

ডস্। কি রকম? কি রকম?

পুঁটে। কন্যাও সম্প্রদান হবে, আপনি এক জোড়া পিস্তল হাতে ক'রে থাক্‌বেন; একটি আপনি রাখ্‌বেন, একটা আপনার বাপের হাতে দেবেন, বল্‌বেন, ডুয়েল্ লড়; চারিদিকে ক্লাপ প'ড়ে যাবে, বিলেত পর্য্যন্ত খবর হবে।

ডস্। আমার পিক্‌নিকের কি হবে?

পুঁটে। ঐ ফুলউলী বেটীকেই যোগাড় কর্‌ব।

ডস্। হাঁ, ঠিক্ বলেছ, তাতেও একটা নাম আছে, ইণ্টারম্যারেজ হবে, আর বিশেষ ফুলউলীকে আমার বড় পছন্দ।

পুঁটে। তবে পিস্তল দুটোর যোগাড় দেখুন, ডুয়েল করা চাই-ই চাই।

ডস্। কিন্তু গুলী পূরে না, ফাঁকা আওয়াজ।

পুঁটে। তা বই কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

(নজর ও গুলজারের প্রবেশ)

(গীত)

নজর—

তেরা দোস্তিমে ঘুমকে হুয়া হায়রাণ।

গুলজার—

ফিন্ ঝুট কহো, চুপচাপ রহো বেইমান।

নজর—

হাম্‌সে বেকুব নেহি তুঝে বাতাই,

গুলজার—

তেরা গালেমে ঠোনা লাগাই,

উভয়ে—

তেরা পিছে ঘুমাতেহো কহো সাফাই,

নজর—

তেরা পায়েরুমে ছোড়া হায় জান,

গুলজার—

তেরা বাঁদী সমঝকে কর্‌তেহো কাণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•—

হ্যারিসন রোড—রাত্রি।

(গয়ারাম, ট্রাইসিকেলে বররূপী জনৈক যুবক, গদাই, বরবেশী রামচাঁদ ও চামর হস্তে বালকবেশে ফুলকপীওয়ালী এবং ভেট্‌কীমাছওয়ালীর প্রবেশ)

গয়া। গদাই, শুন্‌ছি বেটা ডুয়েল লড়্‌বে?

গদা। ভয় কি?

গয়া। ব্যাটা ভারী গোঁয়ার?

গদা। কিছু ভাব্‌বেন না, আমি আগে একে তরিবৎ দি, (যুবকের প্রতি) হ্যাঁ দেখ, তুই থিচে রড় দিবি (গয়ারামের প্রতি) আর আপনি ঐ রামচাঁদাক বসিয়ে দেবেন।

গয়া। হাঁ, আমি রামচাঁদকে বসিয়ে দেব। গদাই, বেটা ত ডুয়েল লড়্‌বে না?

গদা। ভয় কি? যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাবেন।

বর। এইখান থেকেই দৌড় মার্‌ব না কি?

গদা। না, ক'নের বাড়ীর দোরগোড়ায়।

গয়া। হাঁ, ক'নের বাড়ীর দোরগোড়ায়। গদাই, আমার বড় ভয় কচ্ছে।

গদা। কুছ পরোয়া নাই।

গয়া। এ ছোঁড়াটা কে?

গদা। নেবুউলী বেহাত হয়েছে, ও ভেট্‌কীমাছওয়ালী আমার প্রাণ-প্রেয়সী।

গয়া। হাঁ, ভেট্‌কীমাছওয়ালী। এ ছোঁড়াটা কে?

গদা। ফুলওয়ালী বেহাত হয়েছে, ও ফুলকপীওয়ালী, মিষ্টার ডসের মাইডিয়ার।

গয়া। হাঁ, ফুলকপীওয়ালী। ওদের মে যাচ্ছ কেন?

গদা। দুটো কাজ হবে।

গয়া। হাঁ, দুটো কাজ হবে।

গদা। এই জিম্‌নাষ্টিক ছোঁড়া মার্‌বে একধার থেকে লাফ, আর আমি মার্‌ব এক ধার থেকে লাফ।

গয়া। হাঁ, তুমি মার্‌বে লাফ।

গদা। আর রামচাঁদ বস্‌বে মাঝ্‌খানে।
গয়া। বেটা ত ডুয়েল লড়্‌বে না?
গদা। লড়ে লড়্‌বে; ভয় কি? ফুলকপীউলী আছে। আর দু-ছোড়া চামর ঢোলাবে।
গয়া। হাঁ, আর দু-ছোঁড়া চামর ঢোলাবে।
গদা। এই এক কাজ।
গয়া। হ্যাঁ, এই এক কাজ।
গদা। আর আস্‌বার সময় তিন জোড়া বর-ক'নে বেরিয়ে আস্‌বে।
গয়া। হাঁ,তিন জোড়া বর বেরিয়ে আস্‌বে।
মাষ্টার! গুণ্ডটা ত দাঙ্গা কর্‌বে না?
গদা। ভাব্‌ছেন কেন? ফুলকপীউলী ঠাণ্ডা কর্‌বে।
ফুলকপীউলী। সে ভাব্‌বেন না বাবু।
গয়া। গুণ্ডটা ভারী গোঁয়ার।
ফুলকপীউলী। মুণ্ড ঘুরিয়ে দেব তার।
গয়া। হ্যাঁ, মুণ্ড ঘুরিয়ে দেবে তার।

(গীত)

আমরা বর-কনে তিন জোড়া।
ধাড়ী দুটো সঙ্গে আছে,পেছিয়ে আছে ছোঁড়া॥
জেলের মেয়ে মালীর মেয়ে আমরা দু জনে,
মালাউলী ঘোম্‌টা দিয়ে ক'নে সেখানে,
দেখ্‌বে এস সখের বরক'নে,
আকার-প্রকার বরগুলির ঠিক,
নয়-ক কেবল মুখপোড়া,
এস মুখ জ্বলিয়ে দেবে,
জেলে নে ঝাঁটার গোড়া॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আটচালা।

(পুঁটে মিত্র ও ডসের প্রবেশ)

পুঁটে। ডুয়েল লড়্‌বে না? নাম কিন্‌বে না?
ডস্। দেখ, বড় ক্যাডাভ্যারাস্-চেহারাটা, ও রামচাঁদের উপর দিয়েই যাক্।
পুঁটে। তা যাক্ না। তোমার তো ফুলউলী আছে, তা ব'লে ডুয়েল লড়্‌বে না? দেখ, টাকার জন্যে বাপকে গুলী করে-ছিল, বিলেত পর্য্যন্ত নাম গিয়েছে; বিষ খাইয়েছিল, আমেরিকার লোক পর্য্যন্ত মোহিত; তুমি সাম্‌নাসাম্‌নি বাপকে চ্যালেঞ্জ ক'রে সরগরম নাম ক'রে ফেল।
ডস্। পুলিসে ধর্‌বে না ত?
পুঁটে। পুলিসে ধর্‌বে?—মোহিত হয়ে সব দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে।
ডস্। ভাব্‌ছি, যদি সাজা হয়ে যায়!
পুঁটে। আইন কোথা পাবে যে সাজা দেবে?—পিনাল কোড আন্‌ছি, আপনি দেখুন—যদি বাপকে চ্যালেঞ্জ করা কোথাও থাকে, তবে ত সাজা দেবে? বে-আইনি তো আর কর্ত্তে পার্‌বে না। চুরী-ডাকাতি, গুমখুন, জালজালিয়াতি, বলাৎকার, ভ্রূণহত্যা এরি সব সাজা লিখেছে, বাপকে চ্যালেঞ্জ করা আইন-কর্ত্তা বা কার বাবার মাথায় কখন এসেনি।
ডস্। বটে! তবে দে আও পিস্তল।
পুঁটে। এই নেও, মুড়ি দিয়ে বসো. লোকে জিজ্ঞাসা কল্লে বোল্‌বো, তোমার বাবার বিয়ের দানসামগ্রী চাপা আছে।

[ডস্ ও পুঁটের প্রস্থান।

(প্রেমদাস, রামচাঁদ ও গয়ারামের প্রবেশ)

গয়া। আমি ত স্ত্রীধন দিয়েছি, তবে বিয়ে দেরি কচ্চ কেন? যৌতুকের টাকা আর ক'নে নে এস।
প্রেমদাস। চেঁচাবেন না, চেঁচাবেন না, আপনার ছেলে পিস্তল হাতে ক'রে ও ঘরে আছে। বাসি বের সময় যৌতুক দেওয়া যাবে, আর ক'নে এলো ব'লে। মন্তর পড়ি ফড় ফড়, জুতো পড়ুক ধড় ধড়, ক'নে আস্‌ছে চপ চপ,চল্‌বে ঝ্যাঁটা সপ সপ, বর-ক'নে রাজযোটক, দ্বিজ গোবিন্দ ভণে তোটক। প'রে ক'নে নূতন সাড়ী, ধর্‌বে তেড়ে বরের দাড়ি, এ বের টোপর ফেলে হাঁড়ী, জুতোর

মালা গাঁথ্‌ছে হাড়ী, মুচি দেবে জলের ছড়া, দ্বিজ গোবিন্দ ভণে ছড়া।

(ক'নেরূপী প্রেমদাসীর প্রবেশ)

ক'নে। প্রাণনাথ, মালা পর।

রামচাঁদ। আরে, এ কে?

ক'নে। প্রাণনাথ, আমায় চিন্তে পচ্চ না? তবে ছ মুখাই।

রামচাঁদ। ছেড়ে দে।

ক'নে। পুরুতঠাকুর, ছেড়ে দাও, আমি ভারী হাত পা ছুড়ি, প্রাণাথ নাকে স্মেলিং সল্ট ধর্‌বে, আমার হাতেই আছে, প্রাণকান্ত, নাও, নইলে ভেজে যাবে।

রামচাঁদ। সব জুয়াচুরী!

ক'নে। প্রাণনাথ, এলে না! তবে আমি উঠে গলায় গামছা দি।

(মিষ্টার ডসের প্রবেশ)

ডস্। ওল্‌ড বয়, এমন হিষ্টিরিওয়ালা মেয়ে তুমি রামচাঁদকে বে দিতে এনেছ? আমায় দিলে না, এই পিস্তল নাও, ডুয়েল লড়।

গয়া। আমি বাপের সঙ্গে মকৃমারি করেছি, দশ দশ হাজার টাকা যৌতুক দিয়েছি; বাবা, তোর পিস্তলে কাজ নেই, তাতেই আধমরা হয়েছি, টাকার শোকে বাড়ী গিয়ে পুরো ম'রে থাক্‌বো।

ডস্। বাড়ীতে গিয়ে মর মর্‌বে, এখন ডুয়েল ল'ড়ে যাও। ওকে রামচাঁদ নিক, আমার ফুলউলী আছে।

(ফুলকপীউলীর প্রবেশ)

ফুলকপীউলী। আছি ত বটে,—আছি ত বটে।

ডস্। মাষ্টার, এ কে?

(গদাই ও ভেটকীমাছউলীর প্রবেশ)

গদা। কি কর্‌ব বাপু. সে ফুলউলী নেবুউলী পেলেম না. তোমার জন্যে ফুলকপীউলী এনেছি আর আমি ভেট্‌কীমাছউলী নি ছ।

পুরুত। তা দেখুন কর্ত্তা বাবু, ঘোষেদের মেয়ের বে হ'য়ে গেছে; কি করি, আমি নবদ্বীপ থেকে কেনা সখের বষ্টুমী তোমার এ সাজান ছেলেকে দিয়েছি।

ক'নে। আর শ্বশুর মশায়, আমি ওর পায়ে প্রাণ স'পেছি।

ফুলকপীউলী। আর আমি তোমার পিস্তল দে'খে মজেছি।

ভেট্‌কীমাছউলী। তোমার কি দে'খে মজেছি দাঁড়াও, একটু আঁচি।

রামচাঁদ, ডস্, গদাই। এখন ছেড়ে দিলে বাঁচি।

(গীত)

বেকুবী হদ্দ হয়েছে।
আসমানে পরীস্থানে নিতে এসেছে
সেথা বেকুবের একজাই,
বিচার হবে বেকুবের কে চাঁই,
টোপর মালা আর কত কি রয়েছে।
যার যেমন বেকুবী, তাতে তেমনি দেগে দেছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

পরীস্থান।

(পরীরাণী, পরীমন্ত্রী ও পরীরাণীর সহচরীগণ, দেশহিতৈষী যুবক, টাইটেলখোর, পলটিসিয়ান, সভ্যতার নিশানধারী, টোলধারী, রিফর্ম্মার, প্রণয়ীদিগকে দড়িতে বাঁধিয়া হামাগুড়ি দেওয়াইতে দেওয়াইতে চাবুক হাতে ক্লাউন ও তুই জন পরীর প্রবেশ)

পরীগণ। (গীত)

পরীজান্‌কি এনসাফ জবর।
যেসা বেকুব তেসা উস্‌কা কদর।
তোম্ চিল্লা-চিল্লাকে দেতাহো জান,
আচ্ছা এনাম দিয়া পরীজান,
হো যাও খুসী,

দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
বরষ বরষ তোম্কা হোগা খবর ॥
নামকা ওয়াস্তে, তোম্ জিতে মর্তে,
চলা যাও এনাম্ লেকে,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
পরীজান রাজী হ্যায় তোমরা পর ॥
বড়া বেকুবীবাজ, লেগা তোম্ খাজ,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাকমুকি হাসি,
বেকুবী করতে রহো ক্যা তেরা ডর ॥
তেরা আক্কেলকা ক্যা কহেনা,
মরদ্ করনে মাঙ্গো জেনানা,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
তোম্ লিয়ে রোতে ক'লকেত্তা সহর ॥
জাহির হোনেসে তেরা কারদানী,
রশীমে ঝুলেগা হিন্দুস্থানী;
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
তোম্রা বেকুব খোড়া আতা নজর ॥
তেরা ধরম সাঁচ্চা, তেরা আক্কেল আচ্ছা,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাকমুকি হাসি,
গুণ তো গায়েগা ঘর ঘর ঘর ॥
এন্লোককে হুয়া ভাই তেরা তোয়াজ,
ধরম করম ছোড়া, ছোড়া হ্যায় লাজ,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি'
বহুৎ খোড়া বেকুব হ্যায় তেরা উপর।
বাহোয়া বাহোয়া
ঘুম্তে ফিরতে লেও প্রেমকি হাওয়া,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
ছাতি হেলাকে যাও ফর্ ফর্ ফর্ ॥

পরী-মন্ত্রী। কুচো বেল্লিক ত সব বিদেয় হ'লো, এখন বড় বড় বেল্লিক নে এস, এনাম দেব।

(হাজরা সাহেবের প্রবেশ)

পরী-মন্ত্রী। তোমায় আমরা চিনি, তুমি রাস্তাতেই জাহির করেছ কারদানী, মাগের বুট-শুদ্ধ লাথি খেয়েছ, তুমি বেকুব বটে, কিন্তু তোমার স্ত্রীর বেকুবী একচেটে; একটু তফাতে দাঁড়াও, তোমার স্ত্রী পেছিয়ে আস্ছেন, সঙ্গে নে যাও; তিনি এলে তখন বুট শুদ্ধ লাথি খেয়ো, এই এনাম নাও, খুসী হয়ে তফাতে দাঁড়াও।

(মাথার টুপী দেওন)

পরীগণ। (গীত)

জরুকা জুতিসে ভর্ত্তি হোয়ে পেট,
বেসক্ তোমরা বেকুবী ঠেট,
হো যাও খুসী,
দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি,
পি যাও থোড়া যব মিলে জহর ॥

(মেয়ে-ছেলের প্রবেশ)

পরী-মন্ত্রী। তোমরা খুব এক জোড়া বেকুবের পিল, তোমরা বড় হ'লে তোমাদের টক্কর দেওয়া হবে মুস্কিল; দিন দিন এখন বাড়ছে আক্কেল, সহর যুড়ে দেখাচ্ছ বেকুবীর খেল, এই এনাম নাও, তফাতে দাঁড়াও, তোমাদের বাবা আর মাষ্টার আস্ছে, তাদের সঙ্গে নে চ'লে যাও।

পরীগণ। (গীত)

বেকুবকা পিল,
দোনোকা জুড়ী মিলনা মুস্কিল,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাকমুকি হাসি,
বাড়্তে রহো খুব বাড়েগা দর ॥

(গদাইয়ের প্রবেশ)

পরী-মন্ত্রী। তুমি মাষ্টার, তোমার পরিচয় চাই নে আর, এই যে এত বেকুবীর বাহার, এ কীর্ত্তি শুধু তোমার নয়, তোমার মতন যে যে আছেন আর; ছেলেকে সুশিক্ষা দিবে, স্বধর্ম্মে রাখ্বে, বাপ-মা মানী লোককে মান্য ক'র্তে শেখাবে, তা নয়, তুমি বড় বেকুব বটে, কিন্তু ফাষ্ট প্রাইজটে তোমার কপালে কই ঘটে, তোমার মতন এনাম নাও, খুসী হয়ে চ'লে যাও।

(এনাম প্রদান)

পরীগণ। (গীত)

তোম্ বহুত হুঁসিয়ার, বেকুবী উম্দা তুহার,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্মুকি হাসি
জিন্দা রহো ভাই আবি মৎ মর ॥

(ডসের প্রবেশ)

পরী-মন্ত্রী। চিনেছি তুমি মিষ্টার্‌ ডস্, তোমার আক্কেল দেখেই বশ, তুমি বাপের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাও, ধর্ম্ম দেখি এমন সুক্ষ্ম বুদ্ধি কোথায় পাও? বাপ্‌কা বেটা সিপাই কা ঘোড়া, না? কতক মত গেল জানা, তোমার মতন এনাম নাও, খুসী হয়ে চ'লে যাও; আর বুলকপীউনী চাও, ঐ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, কোর্টসিপ কর গে।

পরীগণ। (গীত)

সাবাস্ সপুৎ হোকে তোম নাম লিয়া ডস্,
বাপসে লড়াই মাঙ্গো জিতা রহ্ বস্,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্‌মুকি হাসি,
যেসা করতেহো ওসি তু কর।

(কর্ত্তার প্রবেশ)

পরী-মন্ত্রী। তুমি বেকুবের ধাড়ী, তোমার আক্কেলেই বাংলায় বেকুবের ছড়াছড়ি, তোমার গুণের পালান দিতে নেই, তোমার যোগ্য কি পরীস্থানে এনাম আছে ছাই? বড় ছেলেটি ক'রেছ মিষ্টার ডস্, ঐ একটিতেই দেশ যুড়ে গাইত যশ, তাতেই কি তুমি ছাড়? জেনে শুনে, টাকার জন্যে, পরকে বে দিতে গেলে ছেলের ক'নে, কচি জুটি ছেলে মেয়ে কচ্ছ খুনে, হিন্দুর ঘরে জন্মে রাখ্‌বে বাপ-পিতামহ ধর্ম্মকর্ম্ম; তোমায় দেখে ছেলে-পুলে সব শিখবে, মা—তুমি আপনার ছেলে গোল্লায় দেবেল বাপ যদি ধম্মকে চলে, যেমন দেখায় তেমনি শেখে ছেলে-পুলে, নিজ ধর্ম্মে থাকে, দেশের গৌরব রাখে। যে হিন্দু ধর্ম্মের জন্যে প্রাণ দেয়, সেই হিন্দুকুলে জন্মে ধর্ম্মকর্ম্ম দিচ্ছ গোল্লায়, তুমিই বেকুবের বাদসা, এই এনাম নাও খাসা!

(এনাম প্রদান)

পরীগণ। (গীত)

ক্যা কহো বেকুবকা বাদ্‌শা তোম,
মালুম নেই কোন্ ঠায় তুহারা রম ॥
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্‌মুকি হাসি,
উম্‌দা বাদ্‌শাই তাজ শিরমে ধর।

(হাজরা বিবির প্রবেশ)

পরী-মন্ত্রী। পেছিয়ে কেন ঠাকরুণ, ঝুম্ ঝুন্ ক'রে এ দিকে চ'লে আসুন, ফের দেখাও তোমার চন্দ্রবদনখানি, যে হিন্দুর রমণী স্বামীর পূজা করে, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে মরে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেবতা জানে, গুরুজনের সেবায় থাকে রেতে দিনে, তুমি সেই হিন্দুরমণী, কিন্তু হদ্দ তোমার কারদানি, শাশুড়ীকে কাউল রাঁধাও, শ্বশুরকে বাবুর্চ্চী কর, আর স্বামীকে বুটশুদ্ধ চাট মার। বেকুবনীর রাণী, এই এনাম পর, আর এই আঁসবটীটি নাও, নাকটি কানটি কেটে রেখে যাও।

(এনাম প্রদান)

পরীগণ। (গীত)

বেকুবকা তোম হো রাণী সাচ্চা,
এসসে পিন্‌হো বুট মজবুৎ আচ্ছা,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই খাক্‌মুকি হাসি,
বাংলা চেক্‌না তোমসে লাগা বেওজর।

(থিয়েটারের ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানেজার। বাদশাজাদী, আমি থিয়েটারের ম্যানেজার, আমার কিছু এনাম মিল্‌লো না?

পরী-মন্ত্রী। এনাম তো তোমারা হর্‌রোজ মিল্‌তা, কব তোমকো গালি নেহি দেতা, মেহনত উঠায়কে, হর্ রাত জাগকে কব নেহি দেতেহো জান্, এত্তেমে নেহি হুয়া বেইমান্, আও হিঁয়া, ডাল দেতা কান্।

(পুঁটের প্রবেশ)

পুঁটে। আমার কিছু মিল্‌লো না?

পরী-মন্ত্রী। রনজ মৎ করো, হর্ সাল কিসমিস্ মে বেকুব তোমসে লেগা, মৎ ডরো।

পরী-জিনী। (গীত)

কহো ক্যায়সা মজা খেলা।
কিয়া মেরি মেরি নেহি বুরা বোলো,
বোলো মজেকি মেলা।
চেক্‌না রাত্তি কর চেক্‌না দেল্‌,
নেহি ফিন্‌ তোম্‌সে না হোগো মেল্‌,
নেহি খেলেঙ্গা খেল,
নেহি ভালা বোলো, জেরা হাস্‌কে চলো।
তব্‌ভি সম্‌ঝোগা বাৎ মেরা নেহি টোলা।

যবনিকা-পতন।

মায়াবসান

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

কালীকিঙ্কর বসু	প্রবীণ ভদ্রলোক।
মাধব	কালীকিঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র।
যাদব	ঐ ঐ
হলধর	ঐ ভাগিনেয়।
সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়	ঐ প্রতিবেশী।
শালিগ্রাম	ঐ ভৃত্য।
গণপতি শর্ম্মা	গণক।
কৃষ্ণধন বসু, সিদ্ধেশ্বর দাস	অ্যাটর্ণি।
টি, রে	ব্যারিষ্টার।
মিষ্টার ডি, মিষ্টার গুপ্ত	ডাক্তার।
দীননাথ চক্রবর্ত্তী	সব-ইন্‌স্পেক্টর।

ম্যাজিষ্ট্রেট, মাংস-বিক্রেতা, পাচক, প্রতিযোগিগণ, পাহারাওয়ালাগণ ও সন্ন্যাসী।

স্ত্রীগণ।

অন্নপূর্ণা	কালীকিঙ্করের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ।
মন্দাকিনী	মাধবের স্ত্রী।
নিস্তারিণী	যাদবের স্ত্রী।
বিন্দু	বৈষ্ণবী।
রঙ্গিণী।	বিন্দুর কন্যা।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

ব্যারাকপুর—কালীকিঙ্করের বহির্ব্বাটী।

যাদব, মাধব ও হলধর।

যাদব। শোন্, খালি অ্যাজিটেসন্—অ্যাজিটেসন্—অ্যাজিটেসন—বিলাতে পার্লিয়ামেন্টে খালি অ্যাজিটেসন্, বুঝ্লি হলা?

হলা। না।

মাধব। ও ওতে বুঝ্তে পার্‌বে না, আমি বোঝাচ্ছি।

যাদব। তুমি থামো। কেন বুঝবে না? অবিশ্যি বুঝ্‌বে। শোন্ হলা, এখান থেকে টাকা পাঠাব, বিলাতে বক্তৃতা হবে, বড় বড় সাহেবের বক্তৃতা হবে।

মাধব। তা হ'লে হবে কি জানিস্?

যাদব। আঃ! থামো না,—তুমি কথার উপর কথা কও কেন? আমি বল্‌ছি, কি হবে জানিস্ হলা!

হল। না।

যাদব। ক্রমে বাঙ্গালী বড়লাট হবে, ছোটলাট হবে, কমিশনর হবে, ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, সাহেবেরা সব এ দেশ থেকে চ'লে যাবে।

মাধব। যদি থাকে তো দু'চার জন গোরা, তুই এক জন কাপ্তেন, কর্ণেল, কমাণ্ডারেন্ চিপ, খুব কম মাইনে, মাসে জোর দশ হাজার টাকা।

যাদব। তোমার কথা ও কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না, কেমন হলা, বুঝ্লি?

হল। না।

যাদব। এই ভ্যাখ্, আমরা লাটসাহেব হবো। বুঝেছিস্?

হল। হ্যাঁ, ঠাট্টা কর্‌ছো, আমি আর বুঝি নি?

মাধব। এই দ্যাখ্, ছাই বুঝেছে, তোর কথা ঠাট্টা ব'লে উড়িয়ে দিলে।

যাদব। আচ্ছা, তুমি বোঝাও, আমি চুপ ক'রে আছি; ঘড়ী ধ'রে আধঘণ্টা চুপ ক'রে থাক্‌বো, দেখি তুমি কি বোঝাও, তার পর আমি বোঝাতে আরম্ভ কর্‌বো, তখন যদি তুমি একটি কথা কও, তা হ'লে আমি অন্‌পার্‌লামেণ্টারী ব'লে মুখ চেপে ধর্‌বো।

মাধব। আচ্ছা, তুই বল্, আমি চুপ ক'রে আছি।

যাদব। শোন্ হলা, এই সোজা কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে কেন?

হল। কি, তোমরা লাটসাহেব হবে?

যাদব। হ্যাঁ, অবিশ্যি হবো, তা না হ'লে আর অ্যাজিটেসন্ কিসের জন্যে?

হল। লাটসাহেব হবে কে? মেজ-দা, না তুমি?

যাদব। এই ভ্যাখ্, অনেকটা বুঝে এসেছে।

মাধব। আমি কোন কথা কচ্ছি নি, তুই বোঝা।

যাদব। মনে কর, লাটসাহেব হ'ব আমি।

হল। কোথায় থাক্‌বে?

যাদব। গবর্ণমেণ্ট হাউসে।

হল। তোমায় ঢুক্‌তে দেবে?

যাদব। দেবে না? লাটসাহেব হ'লে দেবে না?

হল। ছাই দেবে, তোপে উড়িয়ে দেবে।

মাধব। এই ভ্যাখ্, তুই কি কচু বোঝালি।

যাদব। খবরদার, তুমি কথা কও না, এখনো আধঘণ্টা হয় নি। শোন্, তোপে উড়িয়ে দেবে কি,—আমাদের সব ভয় কর্‌বে।

হল। ছোট-দা, খেপেছ, একটা গোরা যদি আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়ায়, এখনি তা হ'লে দাঁত-কপাটি যাবে।

যাদব। না দাদা, তুমি বোঝাও, ষ্টুপিডকে আমি পার্‌লেম না; ও এত বড় ষ্টুপিট, তা আমি জান্‌তেম না!

মাধব। হলধর, বুঝিস্‌নে, আমাদের জন্ম

হল। আঃ, দূর ব্যাটা, আমি সত্যি টাকা পাই যে, নালিস করবো ?
শান্তি। তবে কি বল্‌তিছ ?
হল। আমি ওরে ঘোরাচ্ছি, ও মোকদ্দমা বাদিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে।
শান্তি। ওঃ! এখন বোঝ্‌লাম, সিকিটে কেন ঝনাৎ করে ফ্যাল্‌লে। কানে জল দে জল বার কর্‌বার চায়। মোকদ্দমা বেদিয়ে কিছু হাত কর্‌বা, না ?
হল। ওরে না, বুঝ্‌তে পারিস্‌নে, কিছু পা'ক আর না পা'ক, মোকদ্দমা বাদাতে পার্‌লেই ওর আমোদ, তাতে বরং ঘর থেকে খরচা দিতে রাজী।
শান্তি। ওঃ! মান্‌ষির ভাল ভাখ্‌বার পারে না, বোঝ্‌লাম, বোঝ্‌লাম !
হল। চুপ, ঐ আস্‌ছে।
(পান লইয়া সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)
সাত। এই নে শান্তে, চল দাদা।
হল। ঠাকুরদা, আর যাওয়া হলো না।
সাত। সে কি দাদা, টাকা কটা জলে দেবে ?
হল। বাড়ীতে মহা বিপদ্‌ ! মামা-বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, ছোটদাতে মেজদাতে ভারী ঝগড়া, ঘুষোঘুষি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।
শান্তি। হ্যাদে খোকা-বাবু, এতটা মিছে শিখ্‌লে কনথে ?
সাত। মিছে কথা,—না ? ঠাট্টা করছ, দু'ভায়ে গলাগলি ভাব।
হল। মিছে কথা,—তবে আমি চল্‌লুম। (গমনোদ্যত)
সাত। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, শোন না।
হল। আর কি শুন্‌বো, বিশ্বাস করবে না। শান্তে, ঠিক বল্‌, ছোটদাতে মেজদাতে ঝগড়া হয়েছে কি না ঠিক বল্‌ ?
শান্তি। হঃ, বকাবকি হইছিল, ঘর কর্‌তি কার ঘরে না হয় ?
হল। দু'জনে পৃথক্‌ হতে চেয়েছে কি না বল্‌ ?
শান্তি। ও গোস্সা ক'রে বল্‌ছিল।
সাত। সত্যি ?
শান্তি। হঃ।
হল। তবে চল ঠাকুরদা, সমনটা বার ক'রে দেবে।
সাত। দেখ দাদা, তোমার ছোট মামা আমায় ডেকেছিলেন, আমি ভুলে গেছি; আজ থাক, কা'ল তোমার সমন বার ক'রে দেব, আমি চল্‌লেম।
হল। ঠাকুরদা, ঠাকুরদা, একটা কথা শোন, আমার প্রাণ তো যায়,—ঐ বিন্দী বৈষ্ণবীর মেয়ের জন্য তো গেলুম, আমার প্রাণ যায়, তুমি না উপায় কর্‌লে তো নয়।
সাত। আচ্ছা, হবে হবে, (গমনোদ্যত) কিছু খরচ কর্‌তে হবে, বেশী নয়, দু'দশ টাকা।
হল। আচ্ছা, দেখো ঠাকুরদা, তোমার হাতে প্রাণ।
সাত। বেশ কথা, আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বো, এখন চল্‌লেম।
হল। দেখুন ঠাকুরদা, ও ঝগড়া থাক্‌বে না, বৈকালে আবার দু'ভায়ে ভাব হ'য়ে যাবে।
সাত। বল কি, আমি চল্‌লেম,—চল্‌লেম।
হল। আঃ! শুনুন না,—শুনুন না।
সা[illegible] শুন্‌বো এখন, শুন্‌বো এখন; বাড়ী [illegible]স, বাড়ী এস।
[প্রস্থান।
শান্তি। খিচে রড় দিলে কনে ?
হল। আমাদের বাড়ী ছুট্‌লো, পাছে দু'ভায়ে ভাব হ'য়ে যায়, পৃথক্‌ না হয়।
শান্তি। খোকা-বাবু, ও বামুনডা ঘর ভাঙবে ও ব্যাটা কলির চেলা, তুমি আবার খবর দিতে গেলে: কেজিয়াটা ভারী রকম হইছে; কি জানি কি কয়্যে কি হয়, ভাগ-বখ্‌রা হয়ে না ছন্নছাড়া হয়।
হল। দূর ব্যাটা, ছোট মামা মাথার উপর রয়েছেন।
শান্তি। খোকাবাবু, তুমি মানুষডারে বুঝ-

তিছ না, ইস্ত্রী ছ্যাড়ে ঝগ্‌ড়া বাধাইতে চল্‌লো! তুমি এই নীচু ছেলে, তোমার নটী জোটাবার চায়; খোকাবাবু, আমি বল্‌তিছি, কাঙ্গালের কথা বাসি হলি মান্‌বা, ওডার সাতে আলাপ রেখো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

চাটুর্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ।

এটর্ণী কৃষ্ণধন বসু ও সাতকড়ি চাটুর্য্যে।

কৃষ্ণ। তুমি পাগল, ওর খুড়ো রয়েছে, বিবাদ কি হবে? আর হয়ও যদি তো ঘরোয়া পার্টিসন হবে, খুড়োই ক'রে দেবে, যদি পায়, ইঞ্জিনিয়ারে কিছু পাবে।

সাত। আরে মশাই, দেখুন না, চেষ্টার অসাধ্য কাজ আর কি আছে; আপনাকে অধিক আর কি শেখাব,—বাপ-ব্যাটায় বাদ্‌ছে, মায়ে ব্যাটায় বাদ্‌ছে। যাদববাবু ওঁর বাপ থাক্‌তে ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে গেছেলো, তাতে বুড়ো রেগে বলেছিল যে, ত্যজ্যপুত্র কর্‌বো; এ সূত্রে যদি কিছু কর্‌তে পারেন, দেখুন না; উকীলের বুদ্ধি কুমারের চাক্‌, যত ঘুরুবেন, ততই ঘুর্‌বে।

কৃষ্ণ। ওর বাপ উইল ক'রে যায় নি?

সাত। কোথায় কি, যাকে যা দেবার, ভাইকে মুখে ব'লে গেছেলেন। আর একটা এর ভিতর সূক্ষ্ম আছে, আপনি আইনের সঙ্গে ঐক্য ক'রে দেখুন, ওর বড় ভাই অ্যাডমিনিস্‌ট্রেসন নিয়েছিল, ছোট তখন নাবালক।

কৃষ্ণ। ওদের খুড়োর বিষয় নাই?

সাত। থাক্‌বে না কেন? রোজগারপাতি যা করেছিলেন, বড় ভাইকে দিয়েছিলেন; বেথাও নাই, ছেলেপুলেও নাই, সেটা একটা থ্যাপা পাগলের মধ্যে। ব'য়ে মুখ দিয়েই পড়ে থাকে। লোকে বিদ্বান্‌ বিদ্বান্‌ করে, আমি তো দেখি একটা উল্লুক; মানুষের মধ্যেই ধরি নি।

কৃষ্ণ। তোমার হেড বড় ক্লিয়ার দেখ্‌ছি, যদি বোঝাতে পারা যায়, কেস্‌ চল্‌তে পারে।

সাত। আপনি একেবারেই হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন; কথায় বলে "ডুবু ডুবু না, ডুবে ডুবে বা।"

কৃষ্ণ। আপনি কি করেন, মোক্তারী না ব্রোকারী।

সাত। আমি কিছুর মধ্যেই নই; অমনি পাগল-ছাগল একটা প'ড়ে থাকি। একটু তেজারতি আছে, আর এই আপনাদের পাঁচজনের কাজকর্ম্ম ক'রে বেড়াই, শুধু বাড়ীতে প'ড়ে ঘুমিয়ে আর কি কর্‌বো; আদালতটা আশটা ঘুরে বেড়াই।

কৃষ্ণ। আপনার লাভ?

সাত। কিছু কেউ হাতে তুলে দিলে পেলুম, নৈলে ভাত হজম করা। আপনাদের দশজনের সঙ্গে আলাপ হয়, উৎসাহ থাকে, নইলে মনমরা হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌তে হয়। এই মনমরা হ'য়ে স্ত্রীর ওষুধ আন্‌তে যাচ্ছিলেম, পথে এই বিবাদের কথাটা শুন্‌লেম, তাই আমোদ ক'রে আপনাদের পাঁচজনের দোরে ঘু'রে বেড়াচ্ছি, আমি মশাই আমুদে মানুষ টাকা যত হ'ক আর না হ'ক, আমোদ হলেই হলো।

কৃষ্ণ। আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। মিসচিপ ফর মিসচিপস্‌ সেক। আপনার জোড়া নাই; আপনি হামেসা আমার বাড়ী যাবেন, আপনার সব কাজ আমি উই দাউট ফি কর্‌বো। উই আর ফ্রেণ্ডস, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু।

সাত। আমরা আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ। আপনার বাজে আশীর্ব্বাদ নয়, কাজের আশীর্ব্বাদ। আমি আপনার কথা শু'নে মোহিত হয়েছি।

(মাধবের প্রবেশ)

গুড্ মর্ণিং।

মাধব। গুড্ মর্ণিং।

সাত। আসুতে আজ্ঞা হয় মেজোবাবু, আসুতে আজ্ঞা হয়; আমি শুনে অবধি আর স্থির থাকৃতে পাচ্ছিনে, তাই ছুটে এসে এটর্ণী বাবুকে ডেকে এনে আপনাকে ডাকৃতে পাঠিয়েছিলাম। আমরা সেকেলে মানুষ, বোঝাতে পারি না পারি, উনি আপনাদের বন্ধু, একটা ঝগড়া ক'রে কি বিষয়টা বরবাদ দেবেন? তা আপনারা কথাবার্ত্তা ক'ন, আমি চট্ ক'রে স্নানটা ক'রে নিই, সকাল থেকে ভাবনায় মুখে জল দিই নে।

কৃষ্ণ। না না, মশাই বসুন। ইনি বড় চমৎকার লোক, আপনাদের ফ্যামিলীর পরম বন্ধু। কি ব্যাপারটা কি?

মাধব। যেদো বোঝে না সোঝে না, মিছে তর্ক কবৃবে।

সাত। বড় ভাই, যা মুখে বেরুবে, তাই বলৃবে, হক কথা বলৃতে হবে, মেজোবাবুর বড় ঠাণ্ডা মেজাজ, তাই অ্যাদ্দিন ঘরটা বজায় আছে, অন্য ভাই হলে বিষয়ের বখ্রা দিতে চাইতো না, ছোটবাবুর গুণে ঘাট নেই, ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে গেছেলেন, তাই কর্ত্তা রেগে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন।

কৃষ্ণ। ঠিক বলেছ,—ঠিক বলেছ। আমার কাছে এমনি একটা কেস্ এসেছিল; তারা দু-ভাই; ছোট ব্রাহ্ম হ'তে যায়, তাতে তার বাপ ত্যজ্যপুত্র করে। যদিচ উইল ক'রে যায় নি যে, ত্যজ্যপুত্র উইল হয় নি, কোর্ট ত্যজ্যপুত্র প্রমাণ ব'লে ডিক্রী দিলে।

মাধব। ছোটকাকা যে মিটিয়ে দিলেন, তা নইলে বাবা তো ত্যজ্যপুত্র করেইছিলেন।

সাত। একটি কেসও হ'য়ে গিয়েছে; তারাও দুই ভাই; এক ভাইকে ত্যজ্যপুত্র ক'রে খুড়ো সাক্ষী দেয় যে, রেগে একবার বলেছিলেন মাত্র, ত্যজ্যপুত্র করেন নাই, বিষয় দিয়ে গিয়েছে। খুড়ো পাগল, প্রমাণ হলো, খুড়োর সাক্ষী মঞ্জুর হলো না। সেটা পাগলও ছিল বটে, ডাক্তারী শিখেছিল, বলৃতো, ইলেকৃটিকিতে মানুষ বাঁচাব; আর এও কখনও হয়, এর সাক্ষী জজে নেয়?

কৃষ্ণ। আপনার ফাদার যদি ত্যজ্যপুত্র ক'রে থাকেন, তা হ'লে আপনি শেয়ার দিতে বাউণ্ড ন'ন; তবে আমি বলি, ঝগড়াঝাটি না ক'রে যেমন আছেন, তেমনি থাকাই ভাল।

মাধব। না, যেমন আছি, তেমনি থাকা আর চলৃছে না, পার্টিসন কবৃবো।

কৃষ্ণ। না না, আর আদালতে যাবেন না, আপনি সরল লোক, মোকদ্দমা কবৃবার লোক অন্য রকম; তারা কবৃতো কি জানেন, ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে খুড়োকে পাগল ক'রে দিত, নয় খাবারের সঙ্গে বিষ দিত, নয় টাকা দিয়ে বাই অপ ক'রে নিত।

সাত। যিস্কা হাতমে দৈ, উস্কা হাতমে সব কৈ। যা বলেছেন, টাকায় কি না হয়, সাক্ষীও হয়, ত্যজ্যপুত্র করা দলিলও বেরোয়, খুড়োও পাগল হয়; আর এঁর খুড়ো তো পাগলই, রাতদিন কি করেন জানেন, চেষ্টা করৃছেন, আলো জ্বালাবেন না, রাত্রে সূর্য্যির আলো ধ'রে রাখ্‌বেন, সূর্য্যির তাতে ভাত রাঁধবেন, এম্‌নি আলো তৈয়ার কবৃবেন যে, ঘরে ব'সে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দেখ্‌বেন, শূন্যে জাহাজ চালাবেন, পাগল কাকে বলে বলুন।

কৃষ্ণ। মিটিয়ে ফেলুন,—মিটিয়ে ফেলুন, আপনারা দুই ভাই-ই কংগ্রেসের মেম্বর। আপনাদের ভিতর ঝগড়া থাকা কিছু নয়।

সাত। অন্যায় করেছে বটে, কটু-কাটব্যও বলেছে, এমন কি, উকীল-বাবু, ঘুসি পর্য্যন্ত মাবৃতে উদ্যত; মেজবাবুর সহ্য

বড়, তাই,—আমি এখন চল্‌লেম, স্নান করি গে, বেলাও গেল, আপনি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দু'ভাইকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। লোকটা একটি জুয়েল, রত্নবিশেষ।

মাধব। কৃষ্ণধন বাবু, আমি মেটাব না, আপনি আমার কেস হাতে নিন, যা কর্‌তে হয় করুন, আমি আর কিছু জাননে, কিন্তু আমি মেটাব না।

কৃষ্ণ। দেখুন, দু'রকম উপায় আছে; এক সিম্পল পার্টিসন, আর এক ত্যজপুত্র প্রমাণ; আপনি ঐ চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন; আমি যা শুন্‌লেম, তাতে আমার বোধ হচ্ছে, আপনার খুড়োর মনোমানিয়া আছে। আমার ফ্রেণ্ড ডাক্তার গুঁই, তাঁকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনার খুড়োর সম্বন্ধে একটা অপিনিয়ন নিন, আর যখন আপনার বাপ একবার রেগেছিলেন, হয় তো কাগজপত্র খুঁজ্‌লে ত্যজপুত্র সম্বন্ধে আপনার বাপের হাতের একটা লেখাও পেতে পারেন। মিটিয়ে ফেলুন, মিটিয়ে ফেলুন, আমি বলি, মিটিয়ে ফেলুন, চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, ও আপনাদের ষ্টঞ্চ ফ্রেণ্ড, তাড়াতাড়ির কাজ নয়। একটা ঠাওরান, আমরা প্রফেসনাল্ ম্যান, আমরা ইন্‌ষ্ট্রক্‌সন মাফিক চলি, নাউ গুড্ ডে।

মাধব। মশাই, ভুল্‌বেন না, ডাক্তার গুঁইকে পাঠিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণ। অল রাইট।

[প্রস্থান।

মাধব। আমার হেড পজল্ হয়ে যাচ্ছে, সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌লেম না,—কি বল্লে, ডাক্তার পাগল ক'রে দেবে! এ কি হয়. না না, বাপ রে, খুন! বাবা ত্যজপুত্র লিখে গেছেন কি! কৈ না, কাগজ খুঁজ্‌তে বল্‌লে কি! ভাল, না না, পার্‌বো না—জাল, খুন, সর্ব্বনেশে কথা, কে কর্‌বে, ঐ চাটুর্য্যে করে করুক; কিন্তু যেদোকে পথে দাঁড় করাতে পারি, তবে গা'র জ্বালা যায়। পাগল—জাল—সর্ব্বনেশে কথা, চাটুর্য্যেকে ডাক্‌তে পাঠাই গে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—o—

অন্তঃপুর।

মাধব ও যাদব।

মাধব। দেখ্ যেদো, কে লিড নেয়।

যাদব। তুই দেখ্, কে লিড নেয়।

মাধব। মন্দাকিনি!

যাদব। নিস্তারিণি!

(মন্দাকিনীর প্রবেশ)

মাধব। যে কথা বলেছি, তার কি?

মন্দা। ও মা, বিবির পোষাক পরে ফেটিংয়ে চড়ে বেড়াতে পার্‌বো না, কাকাবাবু শুন্‌লে কি বল্‌বেন?

মাধব। বলুক, তুই পার্‌বি কি না বল্?

মন্দা। না।

যাদব। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি দেখ্‌ছি, কিছু বল্‌ছি নে, ফিমেল ইমানসিপেসনে লিড্ নেওয়া তোর হাড়ে হবে না।

মাধব। খবরদার। আমার বিষয় ইন্‌টারফিয়ার করিস্ নে।

যাদব। আমি কিছু বল্‌ছি নে, চুপ ক'রে হাস্‌ছি।

মাধব। দেখ্ টিট্‌কিরি দিচ্ছে শীগ্‌গির বল্, বিবি হতে পার্‌বি কি না?

মন্দা। না।

মাধব। তবে তোকে লাথি মেরে দূর ক'রে দেবো।

মন্দা। হ্যাঁগো, বৌ মানুষ, বিবি হয়ে হাওয়া খাবো কি? তুমি মার, কাট, আমি,

কিছুতেই পারবো না; তবে ঘরে রাত্রে বিবির পোষাক পর্তে বল,তা বরং পারি।

মাধব। কালই তবে বাপের বাড়ী যাস্।

মন্দা। তা যাব। (গমনোদ্যত)

মাধব। কোথা যাস্?

মন্দা। আমার অতিথদের কুট্‌নো কোটা পড়ে র'য়েছে।

[প্রস্থান।

যাদব। হা—হা—হা—হা—ব্রাভো ব্রাভো!

মাধব। আমি দূর ক'রে দেব। (গমনোদ্যত)

যাদব। দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা, আমি কি করি, একবার দে'খে যা?

মাধব। আচ্ছা দেখি।

যাদব। নিস্তারিণি! এ দিকে আয়।

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

নিস্তা। ও মা! বড়ঠাকুর রয়েছে, কি ক'রে যাব?

যাদব। আয় বল্‌ছি!

মাধব। ব্রাভো! ব্রাভো!

যাদব। আয়! আয়!

মাধব। আমি কিছু বল্‌ছি নে, আমি খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছি।

যাদব। ঘোম্‌টা খোল্ বল্‌ছি!

নিস্তা। আমি চল্‌লেম, আমার অতিথদের পাতা ধুতে হবে।

[প্রস্থান।

মাধব। ব্রাভো! ব্রাভো!

যাদব। দাঁড়া, ঘুষিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব।

[প্রস্থান।

মাধব। কাকাবাবু না থাকলে আজই গলা-ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতেম।

[প্রস্থান।

(অন্নপূর্ণা, বিন্দুবৈষ্ণবী ও হলধরের প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, চিরকাল বাউণ্ডুলেগিরি ক'রে বেড়াবে?

বিন্দু। কেন বৌঠাকরুন, তোমার দেওর যে সব বিদ্যে শিখেছে; তুবড়ীওয়ালাদের সঙ্গে বাণ খেলে, আমায় ভাইপো মন্ত্র দিতে আসে; একটা বৈরাগী ও তোমাদের খিড়কীর পুকুরে তোর ক'রে রেখেছে, আমায় বলে কিস্; নব নে ক'রব।

অন্ন। হ্যাঁরে তুই বাণ খেলিস্? পোড়ার-মুখো, ঐ ক'রে কোন্ দিন মরবি, ত. ঠিক নাই। লেখাপড়া শিখ্‌লিনে, একটা কাজকর্ম্ম কর, তা নইলে বেটা ছেলে বাড়ীতে ব'সে থাক্‌লে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ধর, মামা যদি কিছু দিয়েই যায়, তাও তো রাখ্‌তে পারবি নি! আমি কতদিন বলেছি,—জানাগো বৈষ্ণবদিদি, বাড়ীতে তো ব'সে আছিস্, আমার অতিথ-সেবাটির তদারক করিস্; দশজন কাঙ্গাল-গরিব আসে, কি পায়, কি না পায়, একবার দেখিস্। কাকাবাবু কত বলেন, যদি তাঁর কাছে গিয়ে দু'দণ্ড বসে,তা হ'লেও মানুষ হয়। হ্যাগা, অত বড় ছেলে হ'ল, ও বয়সে লোক সংসারধর্ম্ম করে, দশজনকে প্রতিপালন করে, তা হতা-ক্কেল ছোঁড়া এ কান দিয়ে শোনে, ও কান দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়।

হল। বৌদিদি, তুমি আর বলো না, আমার ভারী আক্কেল জন্মেছে, তুমি ছোটমামা বাবুকে জিজ্ঞাসা কর,আমি একটা কার-বার করবো।

অন্ন। কি কারবার করবি শুনি?

হল। চেলের কারবার, এই পূর্ণিমা, না হয় প্রতিপদের দিন চাল আন্‌তে যাব। আকাল পড়েছে, চেলের ব্যবসা কর্‌লেই ফেঁপে উঠব; মামাবাবু কাল দুর্পিণ কসে দেখিয়েছে, বিস্তর চা'ল জন্মেছে।

অন্ন। দুর্‌পিণ কসে দেখিয়েছে কি রে?

হল। সে তুমি বুঝ্‌তে পারবে না, সে তুমি বুঝ্‌তে পারবে না। সায়েন্স না জান্‌লে বোঝা যায় না।

…। তা কোথা যাবি ?

…। চাঁদে। সেখানে এ বছর ভারী ফসল হয়েছে।

… চাঁদ-সহর, কোথায় রে ?

… আকাশে চাঁদ ওঠে, দেখ্‌তে পাও

কৃষ্ণ। …

মাধ… বৈষ্ণব-দিদি, কালামুখোর কথা শুন্‌লে ?

বিন্দু। বৌদিদি, বে দাও, তা হ'লে মেজাজ ঠাণ্ডা হবে।

হল। আচ্ছা, বিশ্বাস কর্‌ছো না, যখন উঠনে টিপ টিপ ক'রে চেলের বস্তা ফেল্‌তে থাক্‌বো, তখন টের পাবে।

বিন্দু। খোকাবাবু, আমায় নিয়ে যাবে গো ?

হল। তুই হাউই চড়্‌তে পার্‌বি ?

বিন্দু। হাউই কি গো ?

হল। হাউইবাজী, হাউইবাজী, জানিস্ নে ? ছোটমামা-বাবু হাউই তৈয়ার করেছেন, মস্ত হাউই তৈয়ার করেছেন, হাউয়ের মুখে বস্‌বো, ছোটমামা-বাবু পল্‌তের মুখে আগুন দেবে, আর সোঁ ক'রে গে চাঁদে উঠ্‌বো।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, ছোটকর্ত্তাবাবুর কথাগুলো কেমন হয়েছে।

অন্ন। আমিও শুনেছি বৈষ্ণব-দিদি।

হল। শাস্তে ব্যাটা এখন পার্‌লে হয়। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে একটা পুকুর কেটে জল ছেঁচে রাখ্‌তে পারে, তবে তো। হাজার বিশ ত্রিশ ঘড়া চাঁদের আলো পুকুর বোঝাই ক'রে রাখ্‌তে হইবে। আমরা টেলিগ্রাফ করেছি, তারা সেখানে জালা বোঝাই ক'রে রেখেছে, আমি গিয়ে হড় হড় ক'রে ঢেলে দেব।

অন্ন। হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, কাকাবাবু এ সব বলেন না কি ?

হল। তুমি মনে কর্‌ছো মিছে কথা না কি ? বিজ্ঞান পড়,—বিজ্ঞান পড়। ছোট-মামা-বাবু আর আলো জ্বালাবেন না; দু'বোতল রোদ্রের নমুনা লাটসাহেবের কাছে পাঠিয়েছেন, লাটসাহেব লাইসেন্স দিলেই দেখ্‌বে, রাত্তিরে আর আলো জ্বল্‌বে না, সূর্য্যির আলোয় বাড়ী আলো হ্‌বে।

অন্ন। শুন্‌ছো বৈষ্ণব-দিদি, শাস্তে বলে যে, বড় মা, ছোট কর্ত্তা সূর্য্যির আলো ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে

হল। বড় ঠাট্টার কথা হয়ে উঠ্‌লো মনে করেছ, না ? দাঁড়াও, আমার ঠেঁয়ে ছুশিশি সূর্য্যির তাপ ধরা আছে। তুমি যে আমার হাতে খাও না, তা না হ'লে তোমায় সেই তাপের জালে লাউ-ছেঁচ্‌কী রেঁধে খাওয়াতেম।

অন্ন। হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, কাকাবাবুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

হল। বিজ্ঞান পড়,—বিজ্ঞান পড়। রেলের গাড়ী উঠে যাবে, আলোয় চ'ড়ে লোক কাশী যাবে।

বিন্দু। হ্যাঁ বৌঠাকরুণ, তোমার কি কাজ নেই গো, এই আইবুড়ো কার্ত্তিকের কথা শুন্‌ছো ?

অন্ন। বৈষ্ণবদিদি, তুমি জান না, শুন্‌তে পাই, কাকাবাবু অম্‌নি বলেন। আমার মা ছিল না, বাপ ছিল না, ভাই ছিল না, ছ'বছরের মেয়ে এ বাড়ীতে এসেছি; কাকাবাবু কোলে ক'রে মানুষ করেছেন। আমার এই দশা হ'তে কাকাবাবু তিন দিন অন্ন মুখে দেন নাই। ভাইপোদের অন্ত প্রাণ, ভাইপোদের মুখ চেয়ে বে করেন নি; আমি যদি কখনও বল্‌তেম— হ্যাঁগা কাকাবাবু,বে কর না,তা বল্‌তেন, আমার সোনার চাঁদ ছেলে-মেয়ে রয়েছে আর আমি বে কর্‌বো কেন ?

বিন্দু। বৌঠাকরুণ,তুমি অত ভাব্‌ছো কেন ? বিদ্যের জোরে যা বল্‌ছে,তা তো কর্‌ছে। একদিনে কাশী যাওয়া সেকালে গল্প ছিল, তারের খবর, তার দিয়ে কথা শুনা, এও তো হলো,সূর্য্যির আলোয় আতসী কাচ ধর্‌লে টিকে ধরে। আমাদের রঞ্জি,ছোট-কর্ত্তার কাছে শিখে শিখে যেত; এক-

দিন জলে একটা কি ফেলে দিলে, দাউ দাউ ক'রে আগুন জ'লে উঠ্‌লো। রজি বলে, ছোটকর্ত্তা দেবতা, দেবতাই বটে; তুমি ওর জন্তে ভেব না;. কারুর কথা শুনে যেন লুকিয়ে ওবুধপালা ক'রে বোস না; কি হয় না হয়, আমরা মেয়েমানুষ কি জানি বল!

অন্ন। তুমি ভাই একটু দাঁড়াও, ঠাকুর-পোর ঘি-ভাতটা বামুন চড়িয়েছে, আমি একটু দে'খে আসি। চাটুর্য্যে ঠাকুরদাদা একজন গণককার আন্‌বেন বোলে গেছেন,তাঁরা যদি আসেন, তুমি তাঁদের আসন পেতে বসিও,আমি এলেম ব'লে।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ! তোমাদের খেয়ে আমরা মানুষ, আমার একটা কথা শোন, যোড় হাত ক'রে বল্‌ছি, চাটুর্য্যে ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন, ও'র কথা শুনে যেন হঠাৎ কিছু ক'রে বসো না! আমি জানি, ও বামুন বড় মিথ্যে কথা কয়।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হল। বিন্দি,তুই চাটুর্য্যেকে ঠিক চিনেছিস্, ঐ চাটুর্য্যে তোকে পাহারাওয়ালা ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় ফির্‌ছে।

বিন্দু। তা তুমি ঠাট্টাই কর, আর যাই কর, ও সব পারে।

হল। ঠাট্টা কর্‌ছি না, শোন্ না; এই আকাল পোড়েছে কি না,চারদিকে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, চাটুর্য্যে গিয়ে থানার জমাদারকে খবর দিয়েছে কি জানিস্, যত চোরের আড্ডা তোর ঘরে। পুলিস তো একে পায় আরে চায়, তারা তক্কে তক্কে ফির্‌ছে ও একদিন একখানা গহনা তোর বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে এসে তোকে ধরিয়ে দেবে। আমি কি জান্‌তেম, জমাদার আমায় খুলে বল্লে।

বিন্দু। ও তা পারে।

হল। তুই ওকে জব্দ কর্‌তে পারিস্? এক ফিকির তোকে ব'লে দি শোন্। আজ-কালের ভিতর ও তোকে কিছু বল্‌বে, তোর সঙ্গে ভাব না কর্‌লে তো বাড়ী সেঁধুতে পার্‌বে না; ও যা বলে, তাতেই তুই রাজী হস্; যে দিন ও তোর বাড়ী যেতে চাইবে, সে দিন তোর মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়ী থাকিস্; আমি আমাদের দরওয়ান টরওয়ান নে গে তোদের বাড়ী থাক্‌বো, আর সেঁধু-লেই চোর ব'লে ধর্‌বো।

বিন্দু। না খোকাবাবু, বামুনের নগ্নিতে পড়্‌তে হবে।

হল। আ মর্ মাগী, আমি নাকি পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছি, একটু জব্দ ক'রে দেব, আর অমন কাজ না করে।

বিন্দু। যা বলেছ খোকাবাবু, একটু জব্দ করা উচিত। ও বল্‌ছিল কি জান যে, মেজবাবু তোর মেয়ের জন্তে মরে, তোর মেয়ে যদি রাজী হয় তো আমীর হয়ে যাস্। কি বল্‌বো, বামুন, তা নইলে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিতেম। আমার কি সেই মেয়ে; ছোটকর্ত্তা বলেছেন, ভাল বৈরিগীর ঘরের ছেলে পেলে বে দেবেন।

হল। দ্যাখ,. ঠিক হয়েছে, তোকে আর কিছু কর্‌তে হবে না, আজ রঙ্গিতে আর তোতে এসে বৌ-দিদির ঘরে শুস্। আমি আর কিছু কর্‌বো না, ও'র চরি-ত্তিরটা পাঁচজনকে জানিয়ে দেব। কি রকম মানুষটা, এবার দশ জনে দেখুক।

বিন্দু। তুমি কি কর্‌বে?

হল। তা ছোটমামা-বাবু আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন, ধ'রে এনে ও'র কাছে খাড়া কর্‌বো।

বিন্দু। অ্যাঁ! ছোটকর্ত্তা জানেন নাকি?

হল। আরে, তিনিই তো আমায় শিখিয়ে দিলেন। চুপ, ঐ আস্‌ছে।

(গণককার ভট্টাচার্য্য ও সাতকড়ির প্রবেশ)

গণক। মশাই,বিবেক করুন, আমাদের পাঁচ পুরুষ এই জ্যোতিষের কাজ,গণনা বিত্তা বিবেক করুন গে, আমাদের বাড়ীতেই আছে।

সাত। ভটচায, আমি কি আর জানিনে,

আমায় পরিচয় দিচ্ছ তুমি, তা নইলে কি এ বাড়ীতে তোমায় আনি। কি ভায়া, এই যে, বৃন্দে যে! একটা কথা আছে, শুনে যেও।

গণক। বিবেক করুন গে, আমার পিতামহ ঠাকুরের সঙ্গে গ্রহদেবতাদিগের দেখা হতো।

হল। কি হনুমন্ত ভট্টাচার্য্য!

গণক। বিবেক করুন গে, কিরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন, আমার নাম গণপতি শর্ম্মা।

হল। জানিস্ বিন্দি, এ ভটচায্যি মশাই স্বস্ত্যয়নে অদ্বিতীয়।

গণক। তা বিবেক করুন গে, আপনার কল্যাণে বিবেক করুন গে, তা সকলেই অনুগ্রহ করেন, বিবেক করুন গে।

হল। তা আমি জানি—জানি; জানিস্ বিন্দি, উনি সে দিন এই মুখুর্য্যেদের বাড়ীতে চণ্ডী পড়্‌লেন, দুরূপ না চণ্ডী পড়্‌তে পড়্‌তে,—

গণক। তা বিবেক করুন গে, চণ্ডী যেখানে পাঠ কর্‌বো, সে অব্যর্থ।

হল। তাই তো বল্‌ছি, চণ্ডীটিও পড়া আর বড় ছেলেটিও মরা।

গণক। তা বিবেক করুন গে, মরণ-বাঁচনের কথা কি কেউ বল্‌তে পারে,বিবেক করুন গে,—

হল। তা তো বটেই, ওঁরা বড় বংশ, কথায় আছে,

"যথা করেন চণ্ডীপাঠ।
ভিটে বেচে বসান হাট॥"

সাত। ভটাচায, কিছু মনে করো না, আমাদের নাতি সুবাদ হয়, ঠ্‌টো তামাসা কর্‌ছে।

গণক। তা আর বুঝিনে, বিবেক করুন গে, কৌতুহলাক্রান্ত কর্‌ছেন। আমাদের সিদ্ধবংশ, তা কি উনি জানেন না, খোকাবাবু কি না জানেন?

হল। হ্যাঁ ভট্‌চায, শুনেছি নাকি অমাবস্যার দিন তোমার বাপ মড়ার উপর বস্‌তেন, মড়া খেতেন।

গণক। খোকাবাবু সবই জানেন, সবই জানেন, তিনি শবসাধন করেছিলেন।

হল। আর জানিস্ বিন্দি, ওঁর বাপ মড়া চড়্‌তেন, মড়া খেতেন, আর উনি শকুনি চড়েন, শকুনি খান।

গণক। কৌতুহলাক্রান্ত কর্‌ছেন,—কৌতুহলাক্রান্ত কর্‌ছেন।

হল। বিন্দি, ওঁর বাড়ীতে একদিন প্রসাদ পেতে যাবি? আমিও যাব,—ওর ব্রাহ্মণী যে হাড়গিলের ঝোল আর শিয়াল চড়্‌চড়ি রাঁধেন,তা তোরে আর কি বল্‌বো।

(অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

সাত। এই নেও দিদি, তোমার গণক-ঠাকুর।

অন্ন। ঠাকুর দাদা, প্রণাম হই, গণককার ঠাকুর, প্রণাম। বৈষ্ণবদিদি,আসন পেতে দাও নি? গণককার ঠাকুর, বসুন, দাদামশাই বসুন।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, এ গণককারকে ডেকেছ কেন?

অন্ন। এই খোকা ঠকুর-পো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তা শুনেছি যে, উনি মধুসূদনকে তুলশী দিলে বুদ্ধি ধীর হয়, তাই ওঁরে ডাকিয়েছি।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, দেখ্‌বেন, ও জোচ্চোর!

অন্ন। না না, তুমি জান না, উনি স্বস্ত্যয়ন ক'রে বেড়ান।

সাত। বৃন্দে, যাচ্ছ না কি? একটা কথা ছিল, তা যাও, তোমার বাড়ী গিয়েই বল্‌বো এখন।

বিন্দু। না ঠাকুর, তোমায় আর আমার বাড়ী যেতে হবে না।

[প্রস্থান।

অন্ন। ঠাকুরপো, একবার যাও তো, গণকঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা কইবো।

হল। গোঁ—গোঁ—গোঁ, তবে রে ভট্‌চায, তুই আমাকে তাড়াবি? আমি এমন বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি নই যে, তুই আমায় তাড়াস, গোঁ—গোঁ—গোঁ।

অন্ন। ও মা, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

আহা, তাই বাছা আবল-তাবল বকে গা।

গণক বিবেক করুন্ গে, জল আনুন, মা জল আনুন. ইষ্টমন্ত্রটি জপেছি, আর বক্তার হয়েছে।

অন্ন। এই জল নিন,—এই জল নিন, ওরে ঠাণ্ডা করুন,—ওরে ঠাণ্ডা করুন।

গণক। দাঁড়ান, উঠে একটা মন্ত্র কানে বলি, হলধর-বাবু, আধা আধি বথরা,—আধা আধি বথরা।

হল। বেশ কথা। দেখি ব্যাটা তুই কেমন তাড়াস্, এই আমি চুপ ক'রে বস্লেম।

গণক। বল্‌বি নি তো যাবি কোথা? তুই কে.?

হল। বল্‌বো না,—গোঁ—গোঁ গোঁ।

গণক। বস্‌বি নি, সরিষা-বাণের চোটে বল্‌বি, বল্ বল্‌ছি তুই কে?

হল। কৃষ্ণধন ঘোষাল, তোর ঠাকুরদাদা।

গণক। অ্যাঁ! আপনার এমন দশা হ'লো কিসে?

হল। জানিস্ নে, গোঁ—গোঁ—গোঁ। হাড়ীর বাড়ী শোর চুরি কর্‌তে গেছলেম, ঠেঙ্গিয়ে মেরেছিল; তোর বাপকে বলেছিলেম, গয়ায় পিণ্ডি দিতে, তা দেয়নি, তাই এদের বেলগাছে দশ বচ্ছর ব'সে আছি—গোঁ—গোঁ—গোঁ।

গণক। তবে রে, আবার মস্‌করামো, এই তোর ঠাকুরদাদাগিরী বার কর্‌ছি।

হল। তবে রে, আমায় তাড়াবি?

(গণককারের ঘাড়ে কিল মারণ ও গণককারের স্কন্ধে চড়ন ও সাতকড়ির পলায়ন)

গণক। ও বাপ্ রে, বাপ্ রে, এ বড় দস্যি ভূত—গো দস্যি ভূত।

অন্ন। ও মা গো, ও মা গো!

[প্রস্থান।

গণক। ও হলধর-বাবু, নামুন,—মারা যাব, মারা যাব!

হল। আমার একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বি?

গণক। যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো—যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো। মা আসুন, দেখুন এসে, দুই উড়ান বাণে তাড়িয়েছি।

(অন্নপূর্ণা ও সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন। হ্যাঁ গণকঠাকুর, ভাল হয়েছে তো? ঠাকুর-পো ভাল হয়েছে,—ঠাকুর-পো ভাল হয়েছে?

হল। বৌদিদি, আমি কোথায় ছিলেম?

গণক। এই নাও খোকাবাবু, এই বিল্বপত্র নাও, আর তোমায় কেউ স্পর্শাতে পার্‌বে না।

অন্ন। ঠাকুরদাদা, আমার ঘরে নিয়ে খোকাঠাকুরপোকে শোয়াও তো; আর একজন ঝিকে ডেকে বাতাস কর্‌তে বল; আমি গণককার ঠাকুরের সঙ্গে একটি কথা কয়ে যাচ্ছি।

হল। গাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে।

[সাতকড়ির সহিত হলধরের প্রস্থান।

গণক। মা, এর জন্যে ভাব্‌বেন না। বিবেক করুন গে, আম কবচ পড়ে শরীর শুদ্ধ করে দিয়েছি। বিবেক করুন গে, আর কি এঁর কাছে আসে? বিবেক করুন গে, আমি তেমন বামুন নই।

অন্ন। গণককার ঠাকুর, কাকাবাবুর মেজাজ কেমন খারাপ হয়েছে। ওঁর বাচ-বিচার নাই, মড়া ঘাটেন, মরা ছেলে শিশি পূরে পূরে রাখেন। হ্যাঁগা, আইবুড়ো মানুষ, কিছু তো দৃষ্টি-ফিষ্টি লাগে নি?

গণক। বিবেক করুন গে, আমি গুণে চাটুর্য্যেকে বলেছি, কিন্তু বিবেক করুন গে, ওঁর কাছে তো আমরা ঘেঁস্‌তে পারিনে; তা বিবেক করুন গে, উনি কবচও ধারণ কর্‌বেন না, তা বিবেক করুন, আমি একটা দ্রব্য পাঠিয়ে দেব, যদি কোন রকমে সেঁকাতে পারেন; সামান্য দ্রব্য বা কোন সরবতে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, তা হ'লে যার যেখানে দৃষ্টি থাকুক, একেবারে জন্মের মত ছুটে যাবে।

অন্ন। না, আমি খাওয়াতে পারবো না, আপনি একটা বেলপাতা পড়ে দিন।

গণক। না, বিবেক করুন, বেল-পাতায় ব্রহ্মদৈত্য ছাড়ে, শাঁকচুর্ণির দৃষ্টি কি ছাড়ে?

অন্ন। আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, আমি ঠাকুরপোদের সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'রে যা হয় করবো।

গণক। বেশ তো. বেশ তো,—আপনারা পাঁচজনে বিবেক করুন—বিবেক করুন; চাটুর্য্যে, চল্লুম হে!

সাত। (নেপথ্যে) দাঁড়াও দাঁড়াও, কথা আছে—কথা আছে।

গণক। আমি বাইরে আছি।

[প্রস্থান।

(চাটুর্য্যে ও হলধরের পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন। খোকাঠাকুর-পো, একটু শুতে পারলে না?

হল। বড় পেট কম্‌ড়াচ্ছে।

অন্ন। দোরগোড়ায় শান্তকে দাঁড়াতে বল।

[প্রস্থান।

হল। শোন ঠাকুরদা, ও বিন্দি তোমার জন্ত মরে। ওর বেশ দশটাকা আছে, সব তোমায় দিয়ে যাবে, বাড়ীখানা শুদ্ধ তোমার নামে ক'রে দেবে; তবে লোকলজ্জায় কিছু বলতে পারে না।

সাত। হাঁ, তোমার সব মস্করামো,—তোমার সব মস্করামো।

হল। বটে,—তবে যা তোমার মনে আছে কর।

সাত। বলি রকমখানা কি? রকমখানা কি?

হল। তুমি ঠাট্টাই মনে করছো; তবে আর কি, আমি চল্লুম!

[প্রস্থান।

সাত। দাঁড়াও না হে—দাঁড়াও না; আমিও যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

কালীবিঙ্করের বৈজ্ঞানিক কার্য্যগৃহ।

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী।

কালী। রঙ্গিণি! তুমি আর আমার কাছে এস না, আমি তোমায় প্রতিপালন করেছি,এ কথা লোকে বুঝবে না,আমি তোমার বে-থা দেব মনে করেছি। ঐ চাটুর্য্যে বলে, পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়। কাজ কি? তোমার পড়্‌তে ইচ্ছা হয়, আমি একজন বি[illegible]ক ক'রে দেব, তিনি তোমায় পড়াবেন। যে, দিন কোন নূতন এক্সপেরিমেণ্ট করবো, পাঁচজনের সঙ্গে এসে দেখো। আর তোমার, যদি কোন ইনষ্টুমেণ্টের প্রয়োজন হয়, লিখে পাঠিও, আমি পাঠিয়ে দেব।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, আমি আস্‌বো।

কালী। না, আর ভাল দেখায় না। বুঝতে পাচ্ছ না, তুমি এখনও যুবতী; একটা অপবাদ রটলে আর ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না।

রঙ্গিণী। আমি বে করবো না।

কালী। আচ্ছা, যদি কুমারী থেকে লেখা-পড়া শিখতে চাও, আমি আপত্তি করি না, কিন্তু বোঝ, সংসারে বিস্তর প্রলোভন, মন স্থির রাখা অতি কঠিন: তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?

রঙ্গিণী। আর আমায় আপনার কাছে আস্‌তে দেবেন না!

কালী। পাগল, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি তোমার কাছে রোজ এস; আমি যখন খেতে যাব, তোমার সঙ্গে কথা কইবো, তোমার যে সন্দেহ হয়, তখন জিজ্ঞাসা করো।

রঙ্গিণী। আমি আর আসবো না।

কালী। কেন বল দেখি, তোমার মনে কি হ'ল? তুমি কি মনে করছো, তোমার উপর আমি রাগ করেছি?

রঙ্গিণী। আপনি আমায় ত্যাগ করলেন।

কালী। ছি ছি! তুমি অমন কথা মনে করো না; তুমি আমার চক্ষের উপর নির্ম্মল ফুলের মত ফুটেছ, তোমার গায়ে কেউ দাগ দেবে, এ আমার অসহ্য হবে। তুমি কি এ কথা বুঝতে পার না, তুমি তো জান, আমি তোমায় ভালবাসি।

রঙ্গিণী। আপনি কি বোঝেন না যে, আজ ছ'টা বাজলেই কতক্ষণে আপনার কাছে পড়তে আসবো, কতক্ষণে আপনাকে দেখবো, এই আমার চিন্তা; যখন বাড়ী পাঠিয়ে দেন, আমার মনে হয়, কারাগারে যাচ্ছি; রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে করি, সূর্য্যদেব, শীঘ্র উদয় হও, দিন হ'লে আমি পড়তে যাব। আমি চল্লেম, আর আসবো না।

[প্রস্থান।

কালী। রঙ্গিণী—রঙ্গিণী—রঙ্গিণী—সেই বালিকাই আছে।

(হলধরের প্রবেশ)

হলধর। শুনলেম না কি, তুমি চাটুর্য্যের কাছে টাকা নিয়ে বাজার ক'রে এনেছ, এ সব তোমার ভাল নয়, চাটুর্য্যে দুর্জ্জন হ'তে পারে, কিন্তু দুর্জ্জন দমন করবার তুমি কে? আর তুমি দুর্জ্জন নও কেন? চোরের টাকা চুরি করা কি চুরি নয়?

হল। আজ্ঞা, আমি যা নিয়েছি, ফিরিয়ে দেব।

কালী। আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি লেখাপড়া শেখ নি, তাতে আমি দুঃখিত নই; তুমি লোকের উপকার ক'রে বেড়াও শুনতে পাই, তাতে আমার আনন্দের সীমা নাই। একটি কথা আমার স্মরণ রাখ, পরোপকারী লোকমাত্রেই পরের অপকারীর উপর রাগ ক'রে শাস্তি দেবার চেষ্টা পায়, এমন কি, শাস্তি দেবার জন্যে কুকাজও করে, যেমন তুমি করেছ; কিন্তু তুমি নিশ্চিত জেনো, যদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি কুকাজ দ্বারা কখনও সুফল ফলে না। প্রথমতঃ কুচিন্তা দ্বারা মন কলুষিত হয়, দ্বিতীয়তঃ কুকার্য্যের দ্বারা কুফল ফলে, আজকার তোমার এই কাজের যদি অপর কোন কুফল না ফলে থাকে, অন্ততঃ তোমার চাকর শাস্তকে শিখিয়েছ, কি ক'রে লোককে ঠকাতে হয়। আজ থেকে মনে রেখো যে, কারুর শাস্তি দেবার ভার তোমার উপর নয়; তোমায় দেখে লোক যেন কুশিক্ষা না পায়, সুশিক্ষাই পায়। জেনে, একজন বিশ্বের শাসনকর্ত্তা আছেন, তিনি সৎ, অসৎকার্য্য তাঁর অপ্রিয়। যাও, দু'জন ভিজিটার এসেছেন, হেথা পাঠিয়ে দাও।

[হলধরের প্রস্থান।

(ডাক্তার গুঁই ও কৃষ্ণধন বাবুকে লইয়া মাধবের প্রবেশ)

মাধব। ডাক্তার গুঁই, কৃষ্ণধন বাবু! মাই অংকল বাবু কালীকিঙ্কর বসু। (উভয়ের সেকহ্যাণ্ড ও উপবেশন)

ডাক্তার গুঁই। শুনতে পাই, আপনি কংগ্রেস-বিরোধী, আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির এ বিরোধ উচিত নয়।

কালী। আমি বিরোধী নই, আমি উদ্দেশ্য বুঝতে পারি না।

কৃষ্ণ। আপনি হিউম সাহেবের লেকচার পড়েন নি?

কালী। তাঁর মতের সহিত আমার ঐক্য নাই। তিনি রাজাদের গোপনে অর্থ দিয়ে কংগ্রেসের সাহায্য করতে বলেন।

ডাক্তার। প্রকাশ্য সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট বিরূপ হবেন।

কালী। আমি বুঝেছি; আপনারা কি বিবেচনা করেন, গবর্ণমেণ্টকে লুকুনো সহজ? আর যদিও সহজ হয়, যে কাজে

গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষ, সে কাজ গোপনে করা কথনও যুক্তিসিদ্ধ নয়।

কৃষ্ণ। আরে মশাই, সব লুটলে—লুটলে।

কালী। সে লুট কি আপনি নিবারণ কর্‌বেন? নিশ্চিত জান্‌বেন, ভারত-অধিকারে ইংলণ্ডের স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি ত্যাগ কর্‌বেন? হিউম সাহেব যদি ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখিত হয়ে থাকেন, তিনি সমস্ত অবস্থা তাঁর স্বদেশীকে বোঝান। যিনি যথার্থ লোকহিতকারী, তিনি একাই সহস্র, তাঁর কার্য্য কথনই বিফল হয় না।

ডাক্তার। অ্যাজিটেসন আবশ্যক, ভারতবাসীর অভাব, ভারতবাসীর রেপ্রেজেণ্ট করা উচিত।

কালী। কি রেপ্রেজেণ্ট কর্‌বেন?

কৃষ্ণ। আরে মশাই, বুঝ্‌ছেন না, কোটি কোটি টাকা খাজনা উঠছে; আমাদের দেশ, সাহেবেরা বিলাত থেকে এসে বড় বড় চাকরী নিয়ে সেই টাকা খাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা সৈন্যের ব্যয়ে যাচ্ছে, এই সকল টাকা কমাতে পার্‌লে ভারত ওভারট্যাক্স হয় না, ভারতে এত গরিব থাকে না।

ডাক্তার। আর দেখুন, কংগ্রেসে অন্য কিছু হ'ক না হ'ক, পোলিটীকেল ভ্রাতৃভাব জন্মেছে।

কালী। আমার মতে ভারতের রিলিজস্ ইউনিটী ভিন্ন অপর কোন ইউনিটী হ'তে পারে না। আপনারা বলেছেন, পলিটীক্যাল ইউনিটী হয়েছে, আর রাজ্যশাসনের ব্যয় কমাতে চান, ভাল, যে ব্যয় কমান আপনাদের হাতে আছে, সেইটে আগে করুন। গ্রাম, পল্লী, সহর মোকদ্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড়লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়েত ক'রে মোকদ্দমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন; তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্ট ফি বেঁচে যাবে, কৌন্সলীরা কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্ছে, সে টাকা দেশে থাক্‌বে। চরক বলেন, যে দেশে উকীল প্রধান, সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহারজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি মারিভয়ের অন্যতম কারণ।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, আদালত তুলে দিতে চান।

কালী। মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন। বড়লোক একত্র হয়েছেন, যে মদ খাবে, তাকে সামাজিক শাসন করুন, নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপর দেখ্‌ছেন, দীনদরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজী চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় কর্‌তে পারে না, তাতে যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, একটু চিন্তা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারেন। এমন কুটীর নাই, যেখানে মদের বোতল, ক্লিপ বোতাম, সাবান সেঁধুন নাই, যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন, সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন, পরিমিতাচারী হ'তে বলুন, বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে, সেই টাকায় দীন-দরিদ্রের সাহায্য করুন।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, সিভিলিজেসন্ তুলে দিতে চান।

কালী। না, আপনি আমার কথার মর্ম্ম বুঝ্‌ছেন না, আমি ইংরাজের অনুকরণের বিরোধী। ইংরাজের আচারব্যবহার ইংরাজের উপযোগী, ভারতের অহিতকর।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, ইংরাজ-বিরোধী হ'তে বলেন।

ডাক্তার। গুড্‌বাই, আমরা চল্লেম।

কালী। আমি যা বল্লুম, আপনারা কি অসঙ্গত বিবেচনা করেন?

ডাক্তার। ও নো, ও নো, গুড্ বাই, গুড্ বাই।

[ডাক্তার গুঁই ও কৃষ্ণধন বসুর প্রস্থান।

কালী। মাধব, এদের এনেছিলি কেন?

মাধব। ওঁরা দেখা কর্‌তে চাইলেন।

কালী। আমার কথা সব পাগ্‌লামো মনে কর্‌লে, না ?

মাধব। আজ্ঞে, না না।

কালী। ওদের দলে মিশ্‌স্ নে, যথাসাধ্য পরের উপকার কর্, এই ফেমিন্ হয়েছে, গরীবের উপকার কর্‌বার সুযোগ সম্পূর্ণ উপস্থিত। আর দেখ, আমি কাগজপত্র দেখেছি, কতকগুলো অন্যায় করে বিষয় নেওয়া হয়েছে, ও সব ভাল নয়। নাবালক, বিধবা, দরিদ্র—সে সব ফিরিয়ে দে ; যদি আমায় সাক্ষী দিতে হয়, সত্য বল্‌তে হবে, ফিরিয়ে দে, আমার বখরা থেকে যাবে, আমি লিখে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর।

অন্নপূর্ণা, ডাক্তার গুঁই ও মাধব।

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, তবে কি হবে ?

ডাক্তার। লিউন্যাটিক এসাইলমে দেওয়া ভিন্ন তো আমি কিছু উপায় দেখ্‌ছি না।

অন্ন। সে আবার কি ?

ডাক্তার। পাগ্‌লা-গারদ।

অন্ন। ও মা, কি হবে ! না ঠাকুর-পো, পাগলা গারদে পাঠাতে পার্‌বো না ; তুমি ঘরে রেখে চিকিৎসাপত্র কর।

মাধব। তোমার যেমন মেয়েমানুষের বুদ্ধি, কোন্ দিন উলঙ্গ হয়ে নাচুন, নয় ইংরেজে ধরে নিয়ে গে ফাঁসী দি'ক, উনি পাগ্‌লামোর চোটে যে কি বলেন, কি না বলেন, তার তো আর ঠিকানা নাই। বলেন, "সাহেব তাড়াবো,বিলাত ডুবিয়ে দিব।"

অন্ন। তবে ঠাকুর-পো, কি হবে ! আহা, অমন মানুষ, এমন হ'ল কেন গা !

মাধব। পাগ্‌লাগারদ ভিন্ন উপায় নাই। তুমি বল্‌ছো, ঘরে রেখে চিকিৎসা কর্‌বে, তা উনি ওষুধপত্র খাবেন কি ? এই ডাক্তারে দু'তিনবার স্নান কর্‌তে বল্‌ছে, তাই যার স্নান কর্‌তে চান না, এই সকালে চা খান, তা বৌদিদি, তুমি এক দিন মিছরির সরবৎ খাওয়াও দেখি।

অন্ন। হ্যাঁ, তা আমি অনেক ব'লে দেখেছি, তিনি খেতে চান না, বলেন ঠাণ্ডা হবে।

ডাক্তার। পাগলের লক্ষণই ঐ, ঠাণ্ডা কর্‌তে, স্নান কর্‌তে নারাজ হয়।

অন্ন। তা কিন্তু ওঁর কফের ধাত,উনি কখনই ঠাণ্ডা কর্‌তে চান না।

মাধব। বৌদিদি, তুমি ওঁর হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী না দিয়ে বুঝি ছাড়বে না ?

অন্ন। ঠাকুর-পো, বেজার হোয়ো না,—বেজার হোয়ো না, আমি মেয়েমানুষ কি অত শত বুঝি ?

মাধব। পাগ্‌লাগারদে যেতে দেবে না, ঘরেও চিকিৎসা কর্‌তে পার্‌বে না, তবে উপায় ?

অন্ন। দেখ গো ঠাকুর-পো, গণককার ঠাকুর আমায় একটি ভস্ম দিয়েছেন ; উনি খাবার আগে যে পোর্ট খান, তাতে একটু দিয়ে সে খাওয়াতে বলে, আমি ভয়ে খাওয়াতে পারি নি।

মাধব। তাতে কি হবে ?

ডাক্তার। না, না, আপনি বোঝেন না, ও দু একটা ওষুধ ওদের খুব ভাল আছে, আপনি আনুন দেখি।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

ওষুধের কথা চাটুর্য্যে আমায় বলেছে, সেই যোগাড় ক'রে দিয়েছে, "যা শত্রু পরে পরে," আমাদের উপর ঝুঁকি আস্‌বে না।

(অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, এই দেখুন।

ডাক্তার। ওষুধ ভাল হতে পারে, কিন্তু

আমার মতে পাগ্‌লা-গারদে দেওয়া উচিত; আপনাদের যা বিবেচনা হয় কর্‌বেন; আমার একটা আর্‌জেন্ট কল আছে, আমি চল্লেম।

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, আমি কি কর্‌বো ব'লে যান।

ডাক্তার। আমি তো বলেছি, এসাইলমে পাঠান; আপনারা পরামর্শ করুন, আমি বিকালে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

অন্ন। ঠাকুর-পো কি বল, খাইয়ে দেখবো কি?

মাধব। যদি পাগ্‌লা-গারদে না পাঠাতে চাও, তা হলে একটা উপায় কর্‌তে হবে তো।

অন্ন। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি ওষুধ খাওয়াই, কি বল?

মাধব। আমিও ভাবছি। গারদে পাঠানোটা উচিত নয় বটে, সেখানে মার-ধর করে, পায়ে বেড়ী দেয়।

অন্ন। মারে! ও মা, তা আমি কখন পাঠাতে পার্‌ব না! অদৃষ্টে যা থাকে, আমি এই ওষুধ খাইয়ে দেখি।

মাধব। মেয়েমানুষ, কিছু বুঝ্‌বে না, শুন্‌বে না, যা বোঝ কর।

প্রস্থান।

অন্ন। ও মা, পাগ্‌লা-গারদে পাঠাব না।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। মা! আমার ভাত হয়েছে?

অন্ন। বামুনঠাকুর, ভাত আনো ত গা।

কালী। আমার সে ওষুধটা কোথা গা?

অন্ন। ও ঘরে তুলে রেখেছি, আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

কালী। প্রকারান্তরে এটা মিছে কথা হয়। যদিচ ওষুধের জন্য এটা ব্যবহার করি, পোর্টকে ওষুধ বলা ঠিক নয়।

(বোতল ও গেলাস হস্তে অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

মা, এ কি আন্‌?

অন্ন। অ্যাঁ! কই! কি! কি!

কালী। এ কি জ্ঞান, এ অনেকের জীবন রক্ষা করেছে, আর অনেক অট্টালিকা মাঠ করেছে। দেবাসুর উভয়েই এ পান করে। এ পোর্ট, মদ। আমি ডাক্তারী প্রেসক্রিপসন্‌ মত ব্যবহার করি। কিন্তু মা! তোমার সঙ্গে আমার এই কথা, যে দিন এই দাগের বেশী ঢেলে খাব, সে দিন যেমন ছেলের হাত থেকে বিষ ফেলে দেয়, তেমনি করে ফেলে দিও।

(পাচকের অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া প্রবেশ এবং যথাস্থানে রাখিয়া প্রস্থান ও কালী-কিঙ্কর আহার করিতে বসিয়া পোর্ট পান)

মা, কি কর্‌লে! সর্ব্বনাশ কর্‌লে! সর্ব্বনাশ কর্‌লে! মেরে ফেল্‌লে! বুঝেছি, বুঝেছি, তোমায় পরামর্শ দিয়েছে, তুমি বুঝতে পারিনি। (পতন)

অন্ন। ও গো, কি হলো গো! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম!

কালী। মা, চেঁচিও না, চেঁচিও না, আমার জ্ঞান থাক্‌তে থাক্‌তে লিখে দিই যে, আমি আপনি খেয়েছি। না, মিছে হবে, তুমি ওষুধ মনে ক'রে দিয়েছ। শত্রু! শত্রু! আমায় মেরেছে, তোমায় বাঁধবে! আন আন। ওঃ কোলি এনার্জি। (মূর্চ্ছা)

অন্ন। ও গো, কি হোলো গো! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম গো! পতিহত্যা কর্‌লুম!

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। কি গো, কি গো?

অন্ন। ও বিন্দু! সর্ব্বনাশ করেছি! কাকা-বাবুকে বিষ খাইয়েছি, কাকা-বাবু মরেন।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গিণী। না না ছোটবাবু, তুমি মরো না, আমি কোথায় যাবো,—আমি কোথায় দাঁড়াবো! ছোটবাবু, ছোটবাবু, ওঠো, ছোটবাবু, ছোটবাবু!

কালী। উঃ উঃ—

বিন্দু। আমি ডাক্তার আনতে পাঠাই, তোমরা ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে তোল।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, তুমি চোখ চাও, আমি তোমায় কখনও মরতে দেবো না! কখনও মরতে দেবো না! ছোটবাবু, ছোটবাবু তোমার পায় পড়ি, তুমি মরো না, আমি বড় কাঁদবো, আমি তোমার না দেখতে পেলে বাঁচবো না।

কালী। উঃ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের বহির্ব্বাটী।

যাদব, এটর্ণি সিদ্ধেশ্বর দাস ও সাতকড়ি।

সিদ্ধে। ইউ সো এ বল্ড ফ্রেণ্ট, আপনি সাহস করুন, প্রথমতঃ একটা ক্রিমিন্যাল কেস ইনিষ্টিটিউট করুন, আপনাদের বৌয়ের নামে আর আপনার দাদার নামে অ্যাটেম্‌ট অ্যাট মার্ডার চার্জ্জ, এই চাটুর্য্যে মশাই বলছেন, প্রমাণ হবে যে, আপনার দাদা আর বৌ দুজনে শলা করে আপনার খুড়োকে বিষ খাইয়েছেন। ক্রিমিন্যাল্ সমনস্ পেলেই জিব বেরিয়ে পড়বে।

সাত। না উকীলবাবু, ও ফৌজদারীতে আর কাজ নাই, আপনি সিভিল সুটে যান।

সিদ্ধে। কেন, এ ক্লিয়ার কেস, আপনি তো প্রমাণ দিবেন যে, একজন গন্ধকারের কাছে বিষ নিয়েছেন, সে বিষ দুজনে পরামর্শ করে খাইয়েছেন।

সাত। আর দেখুন, সিদ্ধেশ্বর-বাবু, এই বামুনের ছেলেকে এ বুড়ো বয়সে আর ফৌজদারীতে টানাটানি করবেন না; ও আপনি দেওয়ানীই করুন। আপনি এই দেওয়ানী কেস্‌টা সুরু করুন, আপনাকে কত কেস্ দেব।

সিদ্ধে। হুঁ।

সাত। কি বলেন ছোটবাবু, ফৌজদারীতে কি সুবিধা হবে?

যাদ। সিদ্ধেশ্বর বাবু, ফৌজদারীতে কাজ নেই, ঘরের বৌকে নিয়ে টানাটানি!

সিদ্ধে। তা আপনি যেমন ইনিষ্ট্রক্ট করবেন।

সাত। আর ফৌজদারী করতে চান, তাও হবে, ঐ যে ত্যজ্যপুত্র করা একখানা জাল দলিল বার করেছেন, জালিয়াৎ মোকদ্দমায় ফেলবো।

সিদ্ধে। দেখুন, আমার মাথা থেকে ক্রিমিন্যাল সুটটা যাচ্ছে না, ডক্টর ডি, যিনি আপনার খুড়োর ষ্টমাকের কণ্টেণ্টস্ অ্যানালাইজ করেন, তাঁর ঠেঁও কেসটা শুনেছি। আপনার ভাইয়ের ইচ্ছা, আর পুলিসে সেইরূপ রিপোর্টও করেছেন যে, প্রমাণ হয়, আপনার খুড়ো আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই চাটুর্য্যে মশাই সাক্ষ্য দিলেই সব উলটে যাবে। এই যে মিষ্টার ডি।

(মিষ্টার ডি ডক্টরের প্রবেশ)

যাদ। গুড মর্ণিং।

মিঃ ডি। হা ডুডু এই যে মিষ্টার সিদ্ধেশ্বর আছেন, এবার কংগ্রেসের কি করছেন?

সিদ্ধে। ওহে, সে পরে হবে, ইনি এখন আমাকে এ্যাটর্ণি এন্‌গেজ করছেন

মিঃ ডি। বেশ তো, বেশ তো, যাদব বাবু, এমন উপযুক্ত লোক আর পাবেন না।

সিদ্ধে। ইনি ক্রিমিন্যাল কেস্ করতে চান না।

মিঃ ডি। সে কি! এ ক্লিয়ার কেস অফ পয়জনিং। আপনার দাদা ডাক্তার গুঁইয়ে

দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, আপনার খুড়ো আত্মহত্যা করতে বিষ খেয়েছেন। পারেন ভাল, আমরা মেডিক্যাল ম্যান, আমরা উকীল নই, কিন্তু আমায় যদি সফিনা করা হয়, তা হলে আমি বল্‌বো যে, আপনাদের বৌঠাকুরুণ আমার কাছে কন্‌ফেস্ করেছেন, তিনি আপনার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে বিষ দিয়েছেন। আর অবস্থা বুঝুন না, যে আত্মহত্যা করবে, সে ঘরে দোর দে কোরবে, ভাত খেতে এসে পোর্টের সঙ্গে বিষ খাবে কেন ?

সাত। দেখুন, ও কথাটা ছেড়ে দিন, ও নানান হাঙ্গাম,—নানান উৎপাত !

সিদ্ধে। আপনার ভয় কি, যদি এতে আপনি জড়ানা থাকেন, তা আপনাকে কুইন্স এভিডেন্স ক'রে দেব।

(টি, রে কৌন্সুলীর প্রবেশ)

টি, রে। হ্যাল্লো, আপনারা কি কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন না কি ? কিছু উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছিনি, ঢেউ দেখে হাল ছেড়ে দিলেন না কি ?

সিদ্ধে। সে তো এখন দিন আছে, আপাততঃ এই উপস্থিত মোকদ্দমায় কি বলেন ?

টি রে। আমি তো আপনাকে অপিনিয়ন দিয়েছি যে, ক্রিমিন্যাল স্যুট করুন।

মিঃ ডি। ছাটস্ ইট।

সিদ্ধে। ঐ শোনেন, সকলেই আপনাকে এই এডভাইস করবে।

সাত। (স্বগত) ইস্ ! ফ্যাসাদে ফেল্‌লে। নালা কেটে জল আনলুম। আমিই তো গণবের কাছ থেকে বিষ এনে দিই।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। এঁরা কে ?

সাত। ইনি কৌন্সুলী সাহেব, ইনি উকীল বাবু, ইনি ডাক্তার-সাহেব।

কালী। হুঁ, উপযুক্ত ভাইপো! কৌন্সুলী সাহেব, উকীল বাবু, ডাক্তার-সাহেব, চাটুর্য্যে মশাইও আছেন ; কাজ খুব শীগ্‌গির এগোচ্ছে,—খুব শীগগির এগোচ্ছে ; মাঠ হয়ে যাবে।—মাঠ হয়ে যাবে। ঠিক ঠাট রেওয়া ; রেওয়ার মুহুরী বড় মজপুত।—বড় মজপুত। দাদা মরবার পর থেকে ঘর জ্বালান, গ্রাম লুঠ, নাবালকী বিষয়, বিধবার সম্পত্তি ঘরে আনা, কড়ার গণ্ডায় হিসাব—রেওয়ার মুহুরী বড় মজপুত।—বড় মজপুত।

যাদ। কাকামশাই, যান্ যান্, ঘরে যান।

কালী। ঘরে। না, না,—আজ মাঠে শোব, মাঠে শোব, অভ্যাসটা চাই ! অভ্যাসটা চাই। আজ একঘণ্টা, কাল দুঘণ্টা, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করতে হবে, বড়-বৌকে ধর্ম্মডাক দেব, যায় সঙ্গে যাবে।

টি, রে। (যাদবের প্রতি) ইনি কি ক্র্যাকট্ ?

কালী। কৌন্সুলী সাহেব, কি বল্‌ছেন—পাগল, পাগল, পাগলের হাটবাজার, এই আমি পাগল, তুমি পাগল, ইনি পাগল ; দেখাও দেখি পাগল কে নয় ? তবে কেউ ধরা পড়ে, আর কেউ পাঁচ পাগলের সঙ্গে চলে যায়। চাটুর্য্যে, চাটুর্য্যে, দিনকতক বেঁচে থেকো, এখনও বাঙ্গালায় বড় ঘর আট দশটা আছে, সব মাঠ করে ফেল !—মাঠ করে ফেল ! ঘাস হোক, ছেলেরা ফুটবল খেলুক, রাজনৈতিক সভা হয়ে দেশহিতৈষীদের বক্তৃতা হোক্।

টি, রে। ইনি কি আপনার কাকা ? কই, কংগ্রেসে তো এঁর নামে চাঁদা দেখি না ?

কালী। কি ! কি।

টি, রে। মশাই কংগ্রেসে চাঁদা দেন না কেন ?

কালী। ওহো হো, বুঝেছি, বুঝেছি। একতা ! ভ্রাতৃভাব ! দেখ, সাহেব,

মোগল, পাঠান, মারহাট্টা, তৈলঙ্গি, ভোট্টা, খোট্টা, বোম্বাই, মান্দ্রাজী, বাঙালী, গলাগলি করে ভ্রাতৃভাব; উকীল, কৌন্সুলী, প্লিডার, মোক্তার; ভ্রাতৃভাবের পাণ্ডা।

টি, রে। আপনি কি বলেন, কংগ্রেস্ ভাল না?

কালী। ভাল নয়, এ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না; উকীল কৌন্সুলী না কর্ত্তা হলে, ভ্রাতৃভাব না ঘরে ঘরে সেঁধলে দেশটা মাঠ হবে কি ক'রে! ভ্রাতৃভাব! ভ্রাতৃভাব!! উকীল, কৌন্সুলী, প্লিডার, মোক্তার; সোজায় কি হিসেব নিকেশ মিটে?

টি, রে। আপনি তো বড় নির্ব্বোধ।

মিঃ ডি। মিষ্টার রে, কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন?

টি, রে। মিষ্টার ডি, আপনি বল্‌ছেন উনি পাগল? দুষ্ট। লিগেল প্রোফেসনের উপর ভারি হেটে্‌ড্।

কালী। ভ্রাতৃভাব! ভ্রাতৃভাব!

টি, রে। আপনি জানেন? সাহেবেরা দেশের সর্ব্বনাশ করছে; আমাদের দেশ, আমরা খাজনা দিই, বড় বড় চাকরী সব সাহেবেরা পাচ্ছে। ক্রোর ক্রোর টাকা সৈন্যের জন্য ব্যয় হচ্ছে; এ সব দাব্‌তে হবে,—দাব্‌তে হবে, তা নৈলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

যাদ। মিষ্টার রে, আপনি ওঁকে কি বোঝাচ্ছেন?

টি, রে। আপনি জানেন না, আপনাদের একে বোঝান উচিত। পাগ্‌লামো কর্‌তে হয়, অন্য বিষয় নিয়ে করুন। দেশের লোক সব আহাম্মক, পাগলই হোক আর যাই হোক, ওঁর কথা শুনে বল্‌বে কি জান — যে ঠিক কথা বল্‌ছে। আর পাগল হয়, পাগ্‌লা-গারদে দিন। আপনি জানেন, কৌন্সুলীরা দেশের মাথা।

কালী। জানি! জানি! খুব জানি! ছেলেবেলা থেকে জানি। এঁরা না থাক্‌লে বড় বাড়ী হতো না, ঘর হতো না, পরের বিষয় ঘরে আস্‌তো না, ঘর জ্বালান, গ্রাম লুঠ চল্‌তো না, প্রজায় জমীদারে ঝগড়া বাধ্‌তো না, ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি হতো না, ভাইপোয়ে বিষ খাওয়াত না। এরা নূতন সাহেব, কালা সাহেব লাল সাহেব ভাল লাগে না। সাহেবী কোট, সাহেবী হ্যাট, সাহেবী খাওয়া, সাহেবী চাল, সাহেবী ছেলের বাপ, সাহেবী দেশে বাড়ী; সাহেব ধ্যান, সাহেব জ্ঞান, সাহেব মন, সাহেবী প্রাণ, সব সাহেবী; শুদ্ধ কালা রংটুকু ঢাক্‌তে পারেন নি; এঁরা নতুন সাহেব, পূজা খাবার জন্য প্রচার হচ্ছেন। সব সাহেব চ'লে যাক্, সুধু জজ সাহেব থাকুক। গ্রামে গ্রামে হাইকোর্ট হোক, মায় ব্যাটায় মোকদ্দমা হোক; সুবিচার হোক,—সুবিচার হোক; ওঁরা বক্তৃতা দিন, বাড়ী ঘর দোর বেচে ওঁদের পূজা দাও। ভ্রাতৃভাব! প্রেমভাব! দেশের উন্নতি হ'তে দাও।

টি, রে। একে লিউনেটীক এসাইল্‌মে পাঠান না কেন?

কালী। বল্‌তে হবে না, বল্‌তে হবে না; আপনার আগে পরামর্শদার ছিল, পরামর্শ দিয়ে গেছে। আপনার আগে উকীল এসেছে, ডাক্তার এসেছে, পাগল সাব্যস্ত করেছে; পরামর্শ দিয়েছে, বই পড়ে মাথা খারাপ হ'য়েছে, ডাক্তারে অপিনিয়ন দিয়েছে, উকীল কৌন্সুলী লড়াই কর্‌বে। যাতে বিচারে সাব্যস্ত হয়, আমি পাগল। কেন জান? আমার উপযুক্ত ভাইপো জানে, আমি মিথ্যা কথা কব না, চাটুর্য্যে মশাই জানেন, আমি মিথ্যা কথা কব না: সত্য কথা কই, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস হয়েছে, কি কর্‌বো বল। যখন আপনারা আনাগোনা কর্‌ছেন, মামলা বাদবেই, আমি সত্য কথা বল্‌লে ভাই বঞ্চিত হবে

না, ভাজ বঞ্চিত হবে না। আমি পাগল হ'লে সব ল্যাঠা মিটে যায়; আমার অর্দ্ধেক বখ্‌রা শুদ্ধ হাতে এসে। পাছে কারুকে দিয়ে যাই, পাছে অতিথিশালা ক'রে যাই, পাছে পিস্‌তুতো ভাই কিছু পায়, আমি ম'লে পরে সব আপদ্ চুকে যায়; তাই বিষ দিয়েছিল,—তাই বিষ দিয়েছিল, পাগ্‌লা-গারদের তোয়াক্কা করে নাই। বুঝ্‌লে কৌন্‌সুলী সাহেব, আপনাদের উপরও মৎলববাজ আছে। দৈবি বেঁচে গেলুম,—বেঁচে গেলুম, কিন্তু কাজ হয়েছে, পাগল সাব্যস্ত হয়েছে।

যাদ। চলুন চলুন মশাই, উনি একেবারেই উন্মাদ হয়েছেন।

কালী। উন্মাদ! উন্মাদ! উন্মাদ ভিন্ন এ সংসারে সত্য কথা কে বল্‌তে চায়? মিথ্যা সাক্ষী দিতে কে নারাজ হয়? ব'য়ে লেখা আছে,সত্যকথা বল্‌তে হয়; পরামর্শ দিতে হয়, সত্যকথা বল্‌তে হয়; ছেলেদের শেখাতে হয়, সত্যকথা বল্‌তে হয়; বড় হ'লে সত্যকথা বল্‌তে নেই. বিষয়-কর্ম্মে সত্যকথা বল্‌তে নেই, পাগলে বলে—পাগলে বলে, বুঝ্‌লে?

[প্রস্থান।

যাদ। চাটুর্য্যে মশাই সঙ্গে যান,—সঙ্গে যান, ঘরে রেখে আসুন, নইলে আবার এখনি ফির্‌বেন।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

বৌ একেবারে বদ্ধ পাগল ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা কি জানেন মিষ্টার রে, গঙ্গাধর মুখুর্য্যের একটি তালুক ছিল, দেনার জ্বালায় তিনি বাবাকে বিক্রী করেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা মামলা-মোকদ্দমা ক'রে তালুক ছাড়িয়ে নিতে আসে। কাকা মশায়ের ধারণা যে, তালুকটি ফাঁকি দিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভাগ্যিস্ উনি ব্যামোয় পড়্‌লেন, তা নৈলে মেজদাকে জেলে দিয়েছিলেন আর কি, কিন্তু সে এক রকম হতো মন্দ নয়, "যা শত্রু পরে পরে।" কি বুঝ্‌তে কি বুঝ্‌লেন। ওঁর ছেলে-বেলা থেকে বাইয়ের ছিট আছে।

সিদ্ধে। যাক্, আপনি ক্রিমিন্যাল সুট করুন, চাটুর্য্যের কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না, ও আপনার ভাইয়ের পক্ষ; আমার বোধ হচ্ছে, ও এতে জড়ান আছে। বলে মোকদ্দমায় ভাংচি দিচ্ছে। লড়াই জেতা চাই; তোপের মুখে যে উড়ুক। বৌ জেলে যাক্, চাটুর্য্যেই জেলে যাক্ বা আপনার মেজ-দাদাই যান, তাতে আপনার কি? কার্য্যোদ্ধার চাই।

যাদ। তা যে রকম আপনারা এডভাইস দেবেন, সেই রকমই আমি কর্‌বো। ভাল কথা মনে, পাগ্‌লা শুন্‌তে পাই নাকি একখানা উইল করেছে, তাতে নাকি যাদের যাদের বিষয় মোকদ্দমা ক'রে বেচে নেওয়া গিয়েছে, শুন্‌তে পাই; ওঁর সেয়ার থেকে কি সব দিয়ে যাবেন।

সিদ্ধে। উনি লিউনেটীক্, ওঁর আবার সেয়ার কি? সে সব কিছু ভাব্‌বেন না, গুড্ ডে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

কক্ষ।

(কালীকিঙ্কর, শান্তিরাম ও বিন্দু)

কালী। বিন্দি, তোর মেয়ে কোথায়?

বিন্দু। বড় বৌঠাকুরুণকে কীর্ত্তন শোনাচ্ছে।

কালী। বেশ, তুই নাটক কর্‌তে পার্‌বি?

শান্তি। বল্ হঃ।

বিন্দু। হঃ—

কালী। আচ্ছা, ইংরেজী নাটক কর্‌বি, না বাঙ্গালা নাটক কর্‌বি বল্?

শান্তি। ক ইঞ্জিরি, ক ইঞ্জিরি।
বিন্দু। ইঞ্জিরি।
কালী। তবে ওঠ্, এই ঘড়াঞ্চির উপর ওঠ্।
বিন্দু। আজ্ঞা আমি উঠ্‌তে পার্‌বো না।
কালী। শান্তে, কাঁদে ক'রে তুলে দে।
শান্তি। আজ্ঞা, এই চাটুর্য্যে মশাই আস্‌তিছেন, উনি ঘড়াঞ্চায় উঠ্‌বে অ্যানে।
কালী। বিন্দি, তবে কি তুই মেল পার্ট অ্যাক্ট কর্‌বি?
শান্তি। বল্ হঃ—বল্ হঃ।
বিন্দু। আজ্ঞে।
কালী। বেশ কথা, এই কোট পর।
বিন্দু। আজ্ঞে, ও আমি মেয়েমানুষ কি পর্‌তে পারি?
কালী। দাঁড়া দাঁড়া,—তুই টুপি পর্।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। কি ছোটকর্ত্তা!
কালী। এস, এই গাউন আছে, পর।
সাত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আজ আবার এ কি কচ্ছো?
শান্তি। চাটুর্য্যে মশাই, পরেন পরেন, নইলে কেম্‌ড়ে দেবে, আজ বড় খ্যাপ্‌ছে।
সাত। ছোটকর্ত্তা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলুম, আপনার তো সে বেনামীর কথা সব মনে আছে দেখ্‌তে পাই।
কালী। তুমি গাউন পর, আমায় পাগল মনে করো না, আমি আগাগোড়া কথা বল্‌ছি, আমি বেনামী কাগজখানি লুকিয়ে রেখেছি, তোমায় দেব, এই গাউন পর।
শান্তি। পরেন পরেন।
কালী। পর, নৈলে কাগজ দিচ্ছি নি।
সাত। এ এক তামাসা। শান্তে, দে তো পরিয়ে।
শান্তি। (গাউন পরাইয়া দেওন) ঘড়াঞ্চির ওপরে ওঠেন।

কালী। না, না, সে অভিনয় নয়, এই থলের ভিতরে সেঁধোও।
সাত। ছোটকর্ত্তা, আজ বড় রং কর্‌ছো।
বিন্দু। হাঁ।
কালী। সেঁধোও, তা নৈলে উপায় নাই! আমার এই পরিবারের ঘরে সেঁধিয়েছ, আমি টের পেয়েছি, লাঠি হাতে ক'রে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে দোরে ধাক্কা দিচ্ছি,ঘরে এসে দেখ্‌লেই লাঠিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব; তাই তুমি থলের ভিতর লুকিয়েছ। লুকোও লুকোও, তা নইলে লাঠিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব। এই দেখ, আমি দোরে লাথি মার্‌ছি, লাঠি ঠুক্‌ছি, আবার লাঠি ঠুক্‌ছি, এখনও ঘরে আসি নি; তোমার থলেয় সেঁধোবার সময় আছে; তা নইলে উপায় নাই, আমায় মাথা ভাঙ্গতে হবে, নৈলে নাটকত্ব থাক্‌বে না।
শান্তি। আরে সেঁধেন সেঁধেন।

(চাটুর্য্যের থলের ভিতর প্রবেশ)

কালী। বিন্দি, এই চুপ্‌ড়ীটা মাথায় দিয়ে দে, আর এই গুণটো ঢাকা দে।

(বিন্দু কর্ত্তৃক তথাকরণ)

সাত। ওরে বাবা রে, গেলুম রে।
কালী। চুপ, এখনই কথা শুন্‌তে পেলেই মাথা ভাঙ্গবো, রেগে লাঠি ঠুক্‌ছি। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, আমার পরিবারের ঘরে সেঁধিয়েছ। নে বিন্দি, দড়ী জড়া।
শান্তি। জড়া, জড়া।
কালী। (বলপূর্ব্বক) এই এম্‌নি ক'রে—এম্‌নি ক'রে বাঁধ। শোন্ বিন্দি, তোর পার্ট বুঝ্‌তে পেরেছিস্?
শান্তি। বল্ হঃ।
বিন্দু। আজ্ঞে।
কালী। পেরেছিস্, বেশ কথা। তুই সতী, তোর সঙ্গে ইসেরা করেছিল, তুই আমার ব'লে দিয়েছিস্, আমি তোরে ঘরে ডাক্‌তে বলেছি; আমাদের

দু'জনে ষড় আছে, বুঝেছিস্? ও ঘরে এসেছে, আমি লাঠি নিয়ে মার্‌তে এসেছি। কেমন, বুঝ্‌লি? "মেরি ওয়াইভস্ অফ ইউন্‌সর"। সেক্সপিয়র, বুঝেছিস্?

শান্তি। বল্ হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। আমার ঠিক মনে পড়্‌ছে না, আগে একে দীঘিতে ফেলে দেব, কি স্পিচ্ দেব; শান্তে, তোর মনে আছে?

শান্তি। হঃ।

কালী। তবে তোল্, তুই এক দিকে ধর্, আমি এক দিকে ধরি, তোল্ তোল্। (তোলা)।

সাত। উঃ! বাবা রে, গেলুম রে!

কালী। তোমার চেঁচাবার যো নাই, এখনি মারা যাবে।

বিন্দু। ছোটকর্ত্তা, ছোটকর্ত্তা, বামুনকে ছেড়ে দিন,—বামুনকে ছেড়ে দিন।

কালী। না প্রিয়ে, ছাড়্‌বার যো নাই।

সাত। ছেড়ে দেও,ছোটবাবু, ছেড়ে দাও।

শান্তি। ছাড়েন, ছাড়েন, এই বিন্দি ঘড়াক্কায় উঠ্‌বে অ্যাহন।

কালী। না, রসভঙ্গ হবে,—রসভঙ্গ হবে, পুকুরে ফেলা ভিন্ন উপায় নাই।

শান্তি। বিন্দি, বিন্দি, মেজ বাবুকে খবর দে, মেজ বাবুকে খবর দে।

কালী। শান্তে, তোর মনে আছে, কি দুটো একটা আছাড় দিতে হয় না?

শান্তি। আজ্ঞা না কর্ত্তা,—আজ্ঞা না কর্ত্তা।

কালী। দাঁড়া, আমি লাইব্রেরী থেকে বৈখানা দেখে আসি।

[কালীকিঙ্করের প্রস্থান।

শান্তি। হঃ হঃ, আহেন যেয়ে, আহেন যেয়ে।

সাত। শান্তে, বাবা প্রাণটা বাঁচা।

শান্তি। আরে পালাও ঠাকুর, পালাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

অন্তঃপুর।

সাতকড়ি ও অন্নপূর্ণা।

সাত। বড়-বৌঠাকরুণ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, ছোটকর্ত্তা খুন কর্‌বে।

অন্ন। কি গো, কি হয়েছে ঠাকুরদাদা? এ কি সং সেজেছ!

নে-কালী। প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি!

সাত। ঐ এলো! ঐ এলো! লাঠি ঠুক্‌ছে, ঐ লাঠি ঠুক্‌ছে।

অন্ন। যাও যাও, ঘরের ভিতর সেঁধোও,—ঘরের ভিতর সেঁধোও।

[সাতকড়ির গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। ঠিক মনে পড়েছে, পুকুরেই ফেল্‌তে হবে। কে ও,বড় বৌমা! ঘরের ভেতর মানুষ লুকিয়েছ বাবা, ভাল কর নাই - ভাল কর নাই। তুমি আমার মা, মেয়ে, বৌ, ব্যাটা, তোমার জন্যেই বেঁচে আছি, তোমার কাছেই এসেছি, চল, বাপ-বেটীতে বেরিয়ে যাই; আজ না যাও, কাল যেতে হবে; চুল চিরে ভাগ হবে,—চুল চিরে ভাগ হবে। আলোর আলোয় বেরিয়ে পড়া ভাল।

অন্ন। কাকাবাবু, চল, ভাত খাবে চল।

কালী। হুঁ! বুঝেছি, ঘরের ভিতর মানুষ লুকোন আছে, বড় ভাল কর নাই,—বড় ভাল কর নাই; সাক্ষী আছে, সাক্ষী আছে, উকীল কৌন্‌সুলী আনাগোনা কর্‌ছে; খোরাকী বন্ধ হবে,—খোরাকী বন্ধ হবে, এ বাড়ীতে ভাল ভাল সাক্ষী আছে।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোট বাবু, কি কর্‌ছেন?

কালী। হুঁ; কি কর্‌ছি? কেন কর্‌বো

না, অবশ্য কর্‌বো; বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, আমি যে পাগল! আমি পাগল না হ'লে বৌমাকে বলি ঘরে মানুষ আছে? পাগল না হ'লে এমন ক'রে বেড়াই? বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, আমি পাগল! আমি পাগল! ওহোঃ—হোঃ—হোঃ!

রঙ্গি। না ছোটবাবু, আপনি পাগল নন।

কালী। নই, কে বল্‌লে তোমায়? সবাই বলে পাগল, আমি বলি পাগল; পাগল নই কে বল্‌লে তোমায়? রঙ্গিণি! তোমায় কি বলেছিলুম, মনে আছে? যেখানে দুর্জ্জন থাকে, সে গ্রাম ত্যাগ কর্‌তে হয়, আমি বলেছিলুম, কথায় বলেছিলুম, কাজে করি নাই, পাগল না তো কি, খুসী।

রঙ্গি। না, ছোটবাবু, তুমি পাগল নও, তুমি পাগল হ'লে আমি কোথায় যাব? আমি কার কাছে দাঁড়াব? আমি কি ক'রে বাঁচ্‌বো? আমি যে পাগল হ'ব! ছোটবাবু, না,—তুমি পাগল নও।

কালী। ইস্, তোমার যে ভারি জেদ, অত জেদ ভাল নয়; মর্‌ছিলুম, তুমি মানা কর্‌লে, মলুম না, জোর ক'রে মলুম না; তুমি কি জান না, ধুতুরার বীচি, তাতে আর্শেনিক দেওয়া। এতে কি মানুষ বাঁচে? তবে তুমি আমার কাছে কি পড়েছ? কি শিখেছ? এতে কি মানুষ বাঁচে? অজ্ঞান হয়েছিলেম; দেখনি, যম নিতে এসেছিল, তুমি মর্‌তে মানা কর্‌লে, একটু শুন্‌তে পেলুম, বল্লুম, না,—মর্‌বো না, তোমার অনুরোধ রাখ্‌লুম; একটা রাখ্‌লুম, ফি বার কেন? কি গরজ? পাগল হব না, পাগল হব না তো কি, তোমার কি, তুমি কে আমার যে, তোমার কথা শুন্‌তে হবে?

রঙ্গি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, তুমি কি বল্‌ছো? অমন কথা বোলো না, আমি তোমার কে! এ কথা তুমি বল্‌লেও আমি বিশ্বাস কর্‌বো না, আমি তোমার কে! আমি যদি তোমার কেউ না হই, তা হ'লে সব শূন্য! সংসার শূন্য! জীবন শূন্য! প্রাণ শূন্য! মৃত্যু! নরক! অন্ধকার! যন্ত্রণা! আমি তোমার কে! ছোটবাবু, এ কথা আর বলো না।

কালী। চুপ, চুপ, চুপ।

অন্ন। কাকাবাবু, কাকাবাবু!

কালী। বৌমা, বৌমা, পালিয়ে এস; উকীল আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে, কৌন্‌সুলী আস্‌ছে, চাটুর্য্যে আসছে, চল চল, বেরিয়ে পড়ি, গ্রাম ত্যাগ করি, গঙ্গা পেরিয়ে যাই, অনেক দূর, অনেক দূর চ'লে যাই, চুপি চুপি রাতারাতি চ'লে যাই, কেউ না টের পায়, কোথায় যাচ্ছি। কে ও, রঙ্গিণি! কাঁদ্‌ছো! কি কর্‌বো বল! কাঁদ্‌তে পাচ্ছিনি! কাঁদ্‌তে পাচ্ছিনি! মাথার ভেতর জ্বাল দিয়েছে! জ্বাল দিয়েছে! মাথায় ঘি চড়্ চড়্ ক'রে ফুট্‌ছে! কাঁদ্‌তে পাচ্ছি নি। কাঁদ্‌তে পাচ্ছি নি।

রঙ্গি। ছোটবাবু, কে বল্‌লে আমি কাঁদ্‌ছি? আমার কি কাঁদ্‌বার সময় যে, আমি কাঁদ্‌বো? যে দিন তুমি আমাকে আস্‌তে বারণ করেছিলে, সে দিন বাড়ীতে কেঁদেছি! এখন কি আর আমার কাঁদ্‌বার সময় যে, আমি কাঁদ্‌বো? তুমি আমার কথা শুনছো না—তুমি আমার কথা রাখ্‌ছ না; ছোট বাবু, তুমি বিষ কি বল্‌ছো? তুমিই তো আমায় শিখিয়েছ, বিষ, অমৃত, মনের ভ্রম। তুমি যা বলেছ, তাই শিখেছি, শুধু কথায় নয়, কাজে শিখেছি; তুমি দাও, কোথায় কি বিষ আছে, আমায় দাও, আমি খাচ্ছি। তুমি যদি না মানা কর, মর্‌বো না, পাগল হব না, তবে তুমি কেন অমন কর্‌ছো? তুমি ভাল হও।

কালী। কেন, কেন, কি গরজ; তোমার কথায় ভাল হব, বয়েই গেছে।

[প্রস্থান।

রঙ্গি। বড় বৌঠাকরুণ, আপনি ভাত বেড়ে আন্থন, আমি নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছি।

[প্রস্থান।

সাত। (ঘর হইতে বাহির হইয়া) দাঁড়াও দিদি! দাঁড়াও দিদি! আমি পালাই, আমায় দেখ্‌তে পেলেই খুন কর্‌বে— আমায় দেখ্‌তে পেলেই খুন কর্‌বে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—o—

বহির্ব্বাটী।

কৃষ্ণধন বসু, মাধব ও ডাক্তার গুঁই।

কৃষ্ণ। আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন, আপনাদের বৌ সে সময় মনের দুঃখে বলেছিলেন যে, আমি আপনি বিষ দিয়েছি, আদালতে বল্‌তে পার্‌বেন না, সে বড় শক্ত জায়গা। ছোটবাবু, আপনিই ফ্যাঁসাদে পড়্‌বেন, ক্রিমিন্যাল কেস বড় শক্ত ব্যাপার, দুদিক্ কাটে, প্রমাণ না হ'লে ওঁকেই জেলে যেতে হবে।

মাধ। আর যদি প্রমাণ হয়?

কৃষ্ণ। আপনার কথা কেমন জানেন, যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে; কি ক'রে প্রমাণ হবে? যদি চাটুর্য্যে গণককারের কাছ থেকেই এনে থাকে, তা হ'লে প্রসিকিউসনের তরফ গণককার সাক্ষী দেবে, না চাটুর্য্যে সাক্ষী দেবে? সাক্ষী দিয়ে কি তারা জেলে যাবে?

মাধ। বৌ কখন মিছে কথা কইবে না।

কৃষ্ণ। ননসেন্স, আমি ঢের সত্যবাদী দেখেছি, আপনি জানেন না; অনেকে থানায় গে বলে, আমি খুন করেছি, আদালতে গে অস্বীকার করে। আপনাদের বউও তাই কর্‌বেন।

ডাক্তা। আর যদি তিনিই বলেন যে, আমি বিষ দিয়েছি, তা আপনার কি?

মাধ। বৌ যদি সব ঠিকঠাক বলে, তা হলেই তো আমার হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী, বৌ আমায় ওষুধ দেখিয়েছিল, আপনাকেও দেখিয়েছিল।

ডাক্তা। আমি তো পাগ্‌লাগারদে দিতে বলেছিলেম, আপনিও তো বলেছিলেন, আমার স্মরণ আছে, অবিশ্যি আমি চ'লে এলে আপনি কি বলেছিলেন, তা আমি জানি নে।

কৃষ্ণ। বৌ আপনাদের কথায় অবাধ্য হ'লে, বোধ করি, আপনি রাগ ক'রে ব'লে থাকবেন যে,—তোমরা যা জান কর, আমি তোমাদের কথায় নাই।

মাধ। আর আমি যে চাটুর্য্যেকে ব'লে ওষুধ আনিয়েছিলুম!

কৃষ্ণ। কখনই আনান নাই; যে সাক্ষীর মুখে প্রমাণ নয়, আইনমতে তাকে প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য করা যেতে পারে? সে কথা কখনই ঠিক নয়। হয় তো চাটুর্য্যে বিজ্ঞ লোক, আপনাদের ফ্যামিলির ফ্রেণ্ড, ওষুধের বিষয় চাটুর্য্যের সঙ্গে কন্‌সল্ট ক'রে থাকবেন; সে যে বিষ এনে আপনাদের বৌকে দেবে, তা তো আপনি জানেন না? আপনি জানেন, —আর চাটুর্য্যে, সে ভদ্রলোক, সে এ কাজ কর্‌বে কেন? হয় তো আপনার ভাই, না হয় হলধর, না হয় শাস্তে চাকর এরা বিষ এনে দিয়েছে, আপনার খুড়োকে পাগল কর্‌বার আপনার কোন মোটিভ নাই, বরঞ্চ ঠিক বিপরীত। আপনার খুড়ো সজ্ঞানে থাক্‌লে সাক্ষী দিতে পার্‌তেন যে, আপনার বাপ, আপনার ভাইকে যে দলিলে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, সে দলিল আপনার বাপের লেখা।

মাধ। তা সে দলিল কই?

কৃষ্ণ। চাটুর্য্যেকে বলুন; চাটুর্য্যেকে বলুন; রঙ্গি না কে, একটি স্ত্রীলোক আছে,

আপনার খুড়োর চাবী তার ঠেঙেই থাকে, সেই বার ক'রে দেবে!

মাধ। আর সে দলিল নেই ত, থাকে যদি, রঙ্গিণী কখনও বার ক'রে দেবে না।

কৃষ্ণ। আমি তো বলেছি, মোকদ্দমা করা তোমার কাজ নয়; থাকুক, না থাকুক, সে অবিশ্যি বার ক'রে দেবে। সে সাক্ষী দেবে যে, আমি বার ক'রে দিয়েছি। কেমন, বৈষ্ণবীর মেয়ে এ কাজ করবে না? ননসেন্স, চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, আপনার খুড়োর চাকরের নাম কি? শান্তে না কি, তাকে দিয়ে রঙ্গিণীকে একদিন বাগানে নিয়ে যান, কি আপনার ঐ হলধর ভাইটেকে, শুনতে পাই, তার সঙ্গে রঙ্গির আলাপ আছে, যেমন ক'রে হয়, কাজ আদায় ক'রে নিন।

মাধ। মশাই বোঝেন না, এক চাটুর্য্যে যদি পারে, ওরা এ সব কাজ করতে চাইবে না।

কৃষ্ণ। ইস্! আপনি যে সত্যযুগ ক'রে তুললেন,—আপনার বৌ মিছে কথা কইবে না, রঙ্গি দলীল দেবে না, শান্তে বাগানে নিয়ে যাবে না, হলধর রঙ্গিকে ভোলাবে না, এ সব কথা নভেল-নাটকে চলে। সত্য কথা কইতে হয়, সৎপথে চলতে হয়, এ সব কথা স্কুলের ছেলেদের পড়বার; জ্ঞান হ'লে সর্ব্বাই জানে,ও কথার কথা। মুখে বলে, বেড়াতে হয় বটে,—কাজের সময় রাজা যুধিষ্ঠিরও মিথ্যাকথা কন। চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন,—চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

মাধ। মশাই, ও বড় শক্ত কথা।

কৃষ্ণ। শক্ত হয়, আমি কি করবো, কিন্তু আমার মটো হচ্ছে, নথিং ইজ্ ইম্পসিবল্ অণ্ডার দি সন্, সূর্য্যের নীচে কিছুই অসম্ভব নয়।

মাধ। আপনি টাকা দিয়ে বশ করতে বলছেন?

কৃষ্ণ। আমি কিছুই বলছি না,—কিছুই বলছি না, আমরা প্রোফেসনল ম্যান্, যেমন ইন্‌ষ্ট্রকট করবেন, তেমনি কাজ করবো, দলিল না বেরোয়, রঙ্গি না সাক্ষী দেয়, অন্য কোন সাক্ষী না পান, মোকদ্দমা হারবেন, মোকদ্দমা জানবেন, জোগাড়, আর কিছু নয়! চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন—চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন; গুড ডে।

ডাক্তা। মাধববাবু, গুড ডে—আমিও চললুম, আমার একটা এডভাইস শুনুন, মোকদ্দমার যোগাড় হচ্ছে টাকা।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিন্দুর বাটীর সম্মুখ।

হলধর।

হল। দিই দু'ব্যাটাকে চোর ব'লে বাঁধিয়ে, কতকটা গায়ের ঝাল মিটুক, আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। বামুন, গণককার আবার বামুন! "চর্ম্মকারস্ত দ্বৌ পুত্ত্রৌ গণকো বাস্তুকারকঃ।" মুচি বরং ভাল,—মুচিতে গরু মারে, এ ব্যাটা মানুষ মারে। আর চাটুর্য্যে যদি বামুন হয়, তা হ'লে বামুনবংশ নির্ব্বংশ হওয়াই ভাল। খুনে, জোচ্চোর, বাট্‌পাড়, দাগাবাজ, লোচ্চা, ভেড়ুয়া—ব্রহ্মণ্যদেব বাবা ব'লে ছে'ড়ে পালিয়েছেন।

(গণককার ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

গণ। তা বিবেক করুন ', অ দের এই ব্যবসায়, সকলের তে কৌশলপ্রণয় ক'রে চলতে হয়, কারু সঙ্গে তো আকৃশলা করতে পারি নে। বিবেক করুন গে; কাশীপুরের মুনসীদের বাড়ী স্বস্ত্যয়নের অনুরোধ করলে, তাই সঙ্কল্প ক'রে একরূপ চণ্ডী পড়ে এলুম।

হল। অ্যাঁ! মুন্সীদের বাড়ী চণ্ডী পড়েছ! চুপ-চুপ, কারুকে বলো না, ওরা যে মুচি!

গণ। অ্যাঁ! মুচি, তা বিবেক করুন গে, চাটুর্য্যেই এই কাজ ঘটালে!

হল। আমি তো তোমায় বলেছি, ও তোমায় ধনে-প্রাণে মার্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। সে দিন ছিরে কামারকে তোমার বাসা দেখিয়ে দিয়েছিল, ঘরে সিঁধ দেবে, আর এই জাত মার্‌বার জোগাড় করেছে।

গণ। তা বিবেক করুন গে—সেইরূপই তো দেখ্‌ছি।

হল। তা আজ শোধ দাও। যাও, ঐ বাড়ীর ভেতর দোরে খিল দিয়ে ওপরে গে ওঠো, ঐ তোমারই কাপড়খানা ঘোম্‌টা দিয়ে পোরো; ও যেই আস্‌বে, আমি যেমনটি বলেছি, তাই কর্‌বে।

গণ। এ যে বিন্দি বৈষ্ণবীর বাড়ী, পরের বাড়ী কি ক'রে সেঁধুব?

হল। তোমার ভয় নাই,—ভয় নাই! তারা আজ আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেছে, আজ রাত্রে আর ফির্‌বে না, আমার ঠেঙে চাবী দে, এই বাড়ীতে শুতে বলেছে।

গণ। বিবেক করুন গে, তা দড়ী-টড়ি সব ঠিক আছে?

হল। ওপরের ঘরে সব ঠিক ক'রে রেখেছি।

গণ। বিবেক করুন গে, তবে আমি প্রত্যা-গমন কচ্ছি।

(বাড়ীর ভিতর যাইয়া দরজা বন্ধ করণ)

হল। (স্বগত) এখনও আস্‌ছে না যে? রঙ্গির ঠেঙ্গে চাবীর থোলো ভুলিয়ে এনেছি, যদি বিন্দি বেটী টের পায়, তা হ'লে এখনি বাঘবাঘিনীর মত ছুটে আস্‌বে।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। কি দাদা, কি দাদা, সব ঠিক তো?

হল। সব ঠিক। দম্ ফেটে মর্‌ছে, ছটফট কর্‌ছে, এই দেখ, এই দশটাকার নোট-খানা আমায় দিয়ে তোমায় ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিল।

সাত। তা বাড়ীতে দোর দেওয়া যে, যাব কি ক'রে বল?

হল। দেখ না মজা, ঝুড়ি ঝুলিয়ে দেবে এখন, যেন আরব্য উপন্যাস।

সাত। অ্যাঁ! ঝুড়ি ক'রে তুল্‌বে! ভায়া, আমি ঝুড়িতে উঠ্‌তে পার্‌বো না,—মেয়েমানুষ, যদি টেনে না তুল্‌তে পারে!

হল। তুল্‌তে পার্‌বে না! ফুলের মতন তুল্‌বে। ও ছেলেবেলা কুস্তি কর্‌তো, আজও সকাল বিকেল ২৫।৩০টে ডন্ ফেলে। দাদা, ওঠো ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো, ঝুড়ি সাজিয়েছে, দেখ, যেন বাসরঘর!

সাত। আচ্ছা ভাই, তবে তাই উঠি, আর কি কর্‌বো?

(গণক কর্ত্তৃক উপর হইতে ঝুড়ি ঝোলাইয়া দেওন, চাটুর্য্যের ঝুড়িতে উপবেশন ও ঝুড়ির উত্থান হইয়া অর্দ্ধপথে অবস্থান)

ও বৃন্দে, তোল তোল—

গণ। বৃন্দে তোর বাবা রে শালা! বিবেক করুন গে, আমার ঘরে সিঁধ দেওয়াবে, আমি কি আর ছিরে কামারকে চিনি নি, আমার বাড়ী দেখিয়ে দাও?

সাত। আরে সর্ব্বনাশ হবে, এখনি ধপ্‌ ক'রে প'ড়ে যাব! তোল, তোল, ঐ কে আস্‌ছে।

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। খোকাবাবু, তুমি রঙ্গির ঠেঙে বাক্‌স খোল্‌বার নাম ক'রে চাবীর থোলো ভুলিয়ে এনেছ কেন গা? ও তামাসা ভাল লাগে না।

হল। আ মর্, ভাল কর্‌তে গেলেম, মন্দ হলো। তোর ঘরে চোর সেঁধিয়েছে.

তাই সন্ধান পেয়ে ধরতে এসেছি, ঐ দেখ, দোরে খিল দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠেছে।

বিন্দু। (দেখিয়া) ও মা, সত্যি ত! ও মা, কি হবে, চোর—চোর!

সাত। বৃন্দে, বৃন্দে, চেঁচামেচি করো না,—চেঁচামেচি করো না, আমিই ঝুলছি।

বিন্দু। ও মা, এ কে? চাটুর্য্যে ঠাকুর? মরতে আমার বাড়ীতে ঝুলছো কেন?

সাত। ঝুলতে হয়েছে, আর ঝুলছো কেন? ভট্‌চায ঝুলিয়েছে।

বিন্দু। ঐ যে গো, ঘরের ভেতর আবার কে ঢুকেছে?

গণ। বৃন্দে, বিবেক করুন গে, আমিই আছি।

হল। ভট্‌চায, ভট্‌চায, দড়ী ছেড়ে দিয়ে দোর খুলে বেরিয়ে পড়, পাহারাওয়ালার হল্লা বেরিয়েছে।

গণ। অ্যাঁ! বলেন কি! বিবেক করুন গে, দড়ী ছাড়লুম। (দড়ী ছাড়িয়া দেওন, সাতকড়ির ঝুড়ি সহিত পতন।)

সাত। বাবা! ও বৃন্দে, তোমার সঙ্গে হাড়গোড় ভাঙ্গা পীরিত কল্লুম।

বিন্দু। তবে রে মুখপোড়া বামুন, তুমি পীরিত করতে এসেছিলে? ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নার কথা—ঘেন্নার কথা, তোমার গলায় দড়ী জোটে না ঠাকুর?

সাত। এই যে বৃন্দে, এই যে দড়ী জুটেছে।

বিন্দু। তবে ঐ দড়ী গলায় দিয়ে ঝোলো। আমি তিনকেলে মাগী, আর তুমি তিনকেলে মিনষে, তুমি আমার সঙ্গে পীরিত করতে এসেছ?

সাত। পীরিতের আর বাকী কি বৃন্দে? পীরিতের আর বাকী কি? ঝুলনযাত্রা পর্য্যন্ত হয়ে গেল।

(প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

১ম প্র। কি রে, কি রে বৃন্দে, চোর চোর করছিলি কেন?

বিন্দু। আমার মনচোর এই ড্যাকরা বামুন বলে কি না—আমার সঙ্গে পীরিত করতে এসেছে। আর বাড়ীর ভেতর ঐ মুখপোড়া গণককার খিল দিয়েছে।

গণ। আজ্ঞা, বিবেক করুন গে—এই খিল খুলে বেরুলুম।

১ম প্র। তুই কে?

গণ। বিবেক করুন গে, ছিলেম গণককার ভট্টাচার্য্য, এক্ষণে বৃন্দে, ঐ চাটুর্য্যের প্রেমে মগ্ন হয়েছি।

বিন্দু। কি বলবো তোরা বামুন, নৈলে খেঙ্‌রে বিষ ঝেড়ে দিতুম।

গণ। তা বিবেক করুন গে বৃন্দে, যখন ধরা পড়েছি, তখন বাবুরাই তা করবে এখন।

২য় প্র। হলধর বাবু, এ সব কি?

হল। আজ্ঞা, চাটুর্য্যে মশাই রোজ রোজ একজন পীরিতের মানুষ চান, তা কাকে পাই বলুন? তাই এই ভট্‌চাযকে জুটিয়েছি।

গণ। তা ভালই করেছেন, এখন বিবেক করুন গে, গৃহে প্রত্যাগমন করি।

২য় প্রতি। চাটুর্য্যে মশাই, কি এ?

সাত। আর কি, প্রেমে হাড়গোড় ভেঙ্গে এই বিছুটীর ঝুড়ীর বাসরে বসে, এখন গা চুলকোচ্ছি।

বিন্দু। ছিঃ খোকাবাবু, তোমার ছেলেমানুষি গেল না; ওঠো ঠাকুর,—ওঠো, বাড়ী যাও।

সাত। যাবার যো কি বৃন্দে, প্রেমে জরজর, ওঠ্‌বার শক্তি আর নাই। ঝুলনযাত্রায় পতনযাত্রা হয়ে এখন ত্রিভঙ্গ হয়েছি।

হল। এস ঠাকুরদা, এস, তোমায় বাড়ী রেখে আসি।

সাত। না দাদা, তুমি ঘরে যাও, আমি হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছি।

গণ। বিবেক করুন গে, আমিও শুভ করি?

১ম প্র। বিন্দু, বুঝতে পাচ্ছ না, এ পীরিত-ফিরিত নয়, চুরী করতেই এসেছিল; চুরীর দাবী দিয়ে পুলিসে দাও।

হল। বিন্দু, পাহারাওয়ালা ডেকে আনি, কি বলিস্?

২য় প্র। আ ছিঃ! হলধর বাবু ছিঃ! ও কি বল্‌ছো?

৩য় প্র। আরে মশাই, বোঝেন না, এই গণকক্কার ব্যাটা সে দিন আমার ভগ্নীর ঠেঙে হোম কর্‌বার নাম ক'রে পাঁচটা টাকা ঠকিয়ে এনেছে। আর ওঁর গুণের কথা কি বল্‌বো, খালি কার ঘর ভাঙবেন, কার বৌ-ঝি বার কর্‌বেন, এই চেষ্টাতেই ফির্‌ছেন; ও পুলিসে দেওয়াই উচিত।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। হলধর বাবু, আমায় শান্তিরাম বল্‌লে, তুমি কেন চাবী এনেছ, এই কি খেলার সময়?

হল। খেলা নয় রঙ্গিণি,—খেলা নয়, এই ভু'ব্যাটা খুনেকে বাঁধিয়ে দিই।

রঙ্গি। সে কি! মিথ্যা অপবাদ দিয়ে? ছোটবাবুর কথা হেলন কোরো না, তা হ'লে বিপদে পড়বে। ছোটবাবু দেবতা, তা কি তুমি জান না? ছোটবাবু তোমায় বার বার উপদেশ দিয়েছেন যে, "তুমি কারুর সাজা দেবার কর্ত্তা নও।" তুমি চোর ব'লে বাঁধিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আদালতে প্রমাণ হবে না যে, তুমি আমার ঠেঙে ভুলিয়ে চাবীর খোলো এনে এই কাজ করেছ? আমি কখনও মিথ্যা বল্‌বো না, ছোটবাবুর ঠেঙে শুনেছি, মিথ্যা বল্‌তে নেই। বিনা অপরাধে কেউ সাজা পাবে, এ আমি কখনও দেখ্‌বো না। ছোটবাবুর মানা,—ছোটবাবু আমার ইষ্ট, আমি তাঁর কথা কখনও ঠেল্‌বো না, তুমি যদি বাঁধিয়ে দাও, আমি আদালতে গে সত্য ব'লে খালাস কর্‌বো।

হল। রঙ্গিণি, রঙ্গিণি, তুমি কি জান না, এরাই সর্ব্বনাশ করেছে?

রঙ্গি। আমি জানিনে? সব জানি। কিন্তু এ কি?

হল। তুমি সব কথা জান না, শোন নি, আরও কি সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফির্‌ছে, তা তুমি জান না?

রঙ্গি। কি, আমি জানি না! বৌঠাকরুণ, যিনি আমায় মুখ থেকে খাইয়ে মানুষ করেছেন, যিনি আমায় নীচজাতি ব'লে ঘৃণা না ক'রে বুকে ক'রে নিয়ে মানুষ করেছেন, যিনি আমার মার অপেক্ষাও বড়, তাঁর বিপদের কথা আমি জানি না? ছোটবাবুর বিপদের কথা জানি না, এ কি কথা বল্‌ছো? ভাল, আমি জানি আর না জানি, তুমি জেনেছ ত? তুমি জেনে কি উপায় কর্‌ছো?

হল। কি কর্‌বো, এ বিপদ্ সাগর, আমি কি কর্‌বো?

রঙ্গি। তুমি কি কর্‌বে? আশ্চর্য্য! এ তোমার উপযুক্ত কথা নয়, তুমি না পার, দেখ, আমি উপায় কর্‌বো।

হল। অ্যাঁ!

রঙ্গি। ভাব্‌ছো আমি স্ত্রীলোক, কি কর্‌বো, আমার বল কত তুমি জান না, আমার ধর্ম্মবল, সত্যবল, কৃতজ্ঞতাবল, আমার ইষ্টসেবা, মাতৃসেবাবল; এ সামান্য বিপদকে আমি ভয় করি না; আমার অন্তরে ভগবান্ বল্‌ছেন, ভয় কি? আমার অন্তরে ভগবান্ বল্‌ছেন, কৃতজ্ঞতাবলে সুমেরু হেলে যাবে, সাগর জলহীন হবে। তুমি বল্‌ছো বিপদ-সাগর, আমি গোষ্পদ জ্ঞান কর্‌ছি। এস; যদি সাহস থাকে, আমার সঙ্গে এস, আমার বল দেখ্‌বে এস। যাও ঠাকুর, তোমরা বাড়ী যাও, পার যদি, কুপ্রবৃত্তি ছেড়ো, এস হলধর বাবু, যদি সাহস থাকে, এস।

গণ। আরে শোন্ শোন্—ও বেটী শোন্, আজ থেকে তুই আমার মা, তুই যা বল্‌বি, আমি তাই শুন্‌বো, দেখিস্!

[প্রস্থান।

১ম প্র। অদ্ভুত বালিকা!

২য় প্র। ও দেবী-অংশ, ও সব কর্‌তে পারে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—•—

দরদালান।

অন্নপূর্ণা ও শান্তিরাম।

শান্তি। বড় মা দেখ্‌সে, মোদের বৌ আইছে।

অন্ন। কবে রে? আমাদের বাড়ী আনিসনে কেন? সে বৌমানুষ, কোথা রেখেছিস?

শান্তি। নায়ের মধ্যি আছে, তোমাগার নিতে আইছে,ছোটকর্ত্তা আর তোমারে মোদের ঘরে নিয়ে রাখ্‌বো, এখানে থাক্‌তি দেব না, ইভিটের থাক্‌লি বেজ্জতি হবা; আমি দেশে চিঠি লেখেছ্যালাম, আমার ছোট ভাইটে আর তুটো ছ্যালে না বয়ে বৌরে আনৃছে, তারা বলছে, ছারবা না, না গেলি খুনোখুনি হবা।

অন্ন। আচ্ছা, এখন তাদের বাড়ীতে নিয়ে আয়, তখন যাব তার আর কি।

শান্তি। কাটান কথা কইছো, ইভিটের তোমাদের থাক্‌তি ছাব না, এখনি চল। কি কি ল্যাবে ল্যাও। আর কি ল্যাবে, হরিনামের ঝুলিটে ল্যাও।

অন্ন। শান্তিরাম, তা আমি মেয়েমানুষ, ঠাকুরপোদের না ব'লে কি আমি যেতে পারি?

শান্তি। কেনাদের বল্‌বে? তেনারা তোমারে পুলিসে দেবার যোগাড় করেছে, আর ছোটকর্ত্তারে পাগ্‌লাগারদে ঠেল্‌তি চায়। ল্যাও; শীগ্‌গির যোগাড় ক'রে ল্যাও, আমি ছোটকর্ত্তারে ভুলায়ে ভালায়ে সাথে লিই, বৌ খিড়কিদোরে আছে, তোমারে সাথে লে যাবে।

অন্ন। আরে শান্তিরাম, কি বল্‌ছিস্?

শান্তি। আর বল্‌ছি মোর মাথা! এই যে বিন্দি বৈষ্ণবীর ভিক্ষে ছেলে,যে এখন সাহুজন হইছে, সে বল্‌ছিল, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাইরাবে, আজ বোলে গেল, বাইরেছে। তারই হাতেই আইছে, বল্‌ছে যে, বৌঠাকুরণেরে সন্নাসে রা... আমি সাঁজের বেলা ধরতি যাব।

অন্ন। অ্যাঁ,সে কি রে! ঠাকুরপোকে বল্‌ গে।

শান্তি। আরে এডা হেবলোর মেয়ে হেবলো দেখ্‌তি পাই, পরোয়ানা বার করেছে কেডা? ছোটবাবু হাকিম সাহেবেরে জানাইছিল যে, ম্যাজবাবু আর তুমি, তু'জনে মিলে জুলে ছোটকর্ত্তারে বিষ দিয়েছ; ম্যাজবাবুর উকীল সেইখানেই ছ্যাল, সে আবার দস্তখত কর্‌লে যে, ছোটবাবুতে আর তোমাতে বিষ দিয়েছ, তু'জন তু'জনারে ফাঁসাবার চায়, আর তু'জনেই তোমারে ফাঁসাবার চায়। এখন বুঝছো, ল্যাও চল চল।

অন্ন। শান্তিরাম, যদি আমি সতী হই, আশীর্ব্বাদ করি, সপরিবারে তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাবে; তোমার ছুটি ছেলেকে, ভাইকে, আর বৌমাকে একবার আমার কাছে আন, আমি একবার দেখ্‌বো। আমি ইষ্টপূজার সময় তোমাদের সপরিবারের মুখ মনে কর্‌বো, আর আশীর্ব্বাদ কর্‌বো; কিন্তু বাবা, আমার জন্যে ভেবো না, আমি মহাপাতকী! আমার পুলিস হওয়াই উচিত! বাপের অধিক খুড়শ্বশুরকে স্বহস্তে বিষ খাইয়েছি।

শান্তি। তুমিও খ্যাপছো না কি? পুলিসে যাবার চাও?

অন্ন। অ্যাঁ! এক মহাপাপ করেছি, আবার পাপ কর্‌তে আমায় বলো না। যে শত্রুকে বিষ দেয়, রাজার সুনিয়মে তার দণ্ড হয়; আমি আমার পরমমিত্রকে স্বহস্তে বিষ দিয়েছি! যে পেটের ছেলের মতন আমি ছাড়া কেউ এনে দিলে খেতো না, যে খিদে পেলে মা ব'লে আমার কাছে খেতে আস্‌তো, তাকে আমি বিষ দিয়েছি; হরির কৃপায় প্রাণবধ হয় নি, কিন্তু সাধুকে আমি

পাগল করেছি! এ মহাপাপের যদি এখানে সাজা হয়ে ফুরোয়, তা হলেও আমি মঙ্গল জানবো।

শান্তি। বড় মা, তোমার পায়ে ধরছি, এ কি বলছো—বেভ্রম হবে! তোমার কি দোষ, তুমি কি বিষ ব'লে জানছিলে, তুমি তো দাউই খাওয়াতে গেছলে। ছাদে, কত মায়ে যে ছ্যালেরে ভুলে বিষ খাছে, তুমি পাপী হলে কিসে? চল বড় মা, চল।

অন্ন। শান্তিরাম! পাপে মতি দিও না, যদি আমার দোষ না থাকে, রাজার কাছে অবিচার হবে না। রাজা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, বিচারকর্ত্তা, পরমেশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা যদি আমায় পুলিসে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি পালিয়ে থেকে অনুমতি-লঙ্ঘনের চেষ্টা করবো না। রাজার ওপর ভগবান্ বিচারের ভার দিয়েছেন; শান্তিরাম! আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতুম, রাজার অনুমতি হেলন করতুম, যদি ধর্ম্মরাজের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারতেম। তাঁর চর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, তাঁর কাছ থেকে তো পালিয়ে থাকতে পারবো না। আজ বাদে কাল মরতে হবে, তবে দু'দিনের জন্যে পালিয়ে থেকে কি হবে?

(হলধর ও বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, পালাও—পালাও।

হল। বৌদিদি, খিড়কীর বাগানে লুকিয়ে থাক গে।

অন্ন। কেন খোকা ঠাকুর-পো?

বিন্দু। ও গো বলবো কি, পুলিসে ধরতে আসছে!

অন্ন। আমি শুনেছি, আসুক; আমি যেতে প্রস্তুত।

বিন্দু। ঐ এলো, তুমি একটু লুকোয়, তা হ'লেই সে চ'লে যাবে। সে আমার ভিক্ষে পুত্র, যার স্কুলের মাইনে তুমি দিতে, সে পারত-পক্ষে ধরবে না।

(দিনু ইন্‌স্পেক্টর ও চাটুর্য্যের প্রবেশ)

সাত। ও গো বৌ-ঠাকরুণ, সর্ব্বনাশ হলো গো।

দিনু। ঠাকুর, তোমার সনাক্ত আমি নেব না, তোমার বাবুদের ডাক, তাঁরা দু'জনেই বাড়ী আছেন, আমি দেখেছি। যাও, তাঁদের ডেকে আন, তাঁরা না সনাক্ত করলে আমি ধরবো না, আমি ফিরে চ'লে যাব। তুমি জালিয়াৎ, তোমার সনাক্ত আমি নেব না; দু'জন স্ত্রীলোক রয়েছে—কাকে ধরবো?

সাত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি যাচ্ছি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

দিনু। হলধর বাবু, কি করেছ? এখনও আমি ফিরে দাঁড়াই সরিয়ে দাও।

অন্ন। দিনু, তুমি কি বলছো? তুমি তো আমায় চেনো?

দিনু। কে আসামী চিনি না, কার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে, আমি জানি না।

অন্ন। দিনু, তোমাকে আমি বরাবর সচ্চরিত্র জানি, যার নেমক খাও, তার কাজ কেন কচ্ছো না? তুমি মনে জানে জান, আমায় ধরতে এসেছ, তবে কেন ঠাকুরপোদের ডাকছো? আমি ভগবানের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে বলছি যে, আমি জ্ঞানস্বরূপ কখনও পাপ করি নাই, এই এক মহাপাপ করেছি, তার শাস্তি হোক! আমি বিষ জানতুম না, ওষুধ জেনে দিয়েছি বটে, কিন্তু কেন আমি প্রবঞ্চনা করলেম, আমি সত্যকথা বলতে ভয় পেলুম কেন? যদি সেই মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের মনের বৈলক্ষণ্য হয়েছে ঠাউরেছিলুম, কেন আমি তাঁরে বললুম না? কেন ডাক্তার ডেকে তাঁর চিকিৎসার উপায় করলুম না? তিনি আমায় বার বার বারণ করেছিলেম যে, বৌমা, যার তার ঠেঙে ওষুধ-পালা নিও না, তা হ'লে এ মহা-

পাতকে মজ্‌তুম না। দিনু, দেখ, তাঁর কথা ঠেলে পাপের বীচি পুতেছিলুম, ফল-ফুলে কত বড় গাছ হয়েছে দেখ। তুমি মনে জ্ঞানে জান, আমায় ধর্‌তে এসেছ, তবে কেন নেমকের কাজ কর্‌ছো না?

দিনু। মা, আমরা পুলিস; আমাদের মনে জ্ঞানে কিছু জান্‌বার যো নেই, জান্‌বার হুকুম নেই, জান্‌বার আইন নাই, চুরি ডাকাতি খুন হ'লে ধর্‌তে হবে, নৈলে দুর্নাম হবে, কর্ম্ম যাবে, মনে জ্ঞানে আমাদের কিছু জান্‌বার অধিকার নাই। আসুন, আসুন, আপনার ভায়া কোথা? দু'জনে সনাক্ত করুন, কাকে ধর্‌ব্বো। এই যে এসেছেন, চাটুর্য্যে মশাই, এগিয়ে নিয়ে আসুন,ওদিকে ওঁরা লুকোচুরি খেল্‌ছেন কেন? দেখিয়ে দিন, কে ওঁদের বৌ!

অন্ন। ঠাকুর-পো, তোমরা এস, আমি তোমাদের দু'ভাইকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই।

(যাদব, মাধব ও চাটুর্য্যের প্রবেশ)

তোমরা কিছু মনে কোরো না, তোমরা আমার ভাল করেছ, মন্দ কর নাই। এ জন্মে যদি আমার সাজা হয়, অন্তে ভগবান্ মার্জ্জনা কর্‌লেও কর্‌তে পারেন। আমি তোমাদের কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, আমার সন্তান নাই, তোমরা আমার পেটের সন্তান তুল্য, আমার একটি অনুরোধ রেখো, আমি ম'লে বেড়া-আগুনে পুড়তে দিও না, তোমরা এক ভাই আমার মুখে আগুন দিও; তা নৈলে তোমাদের অকল্যাণ হবে। মেজবৌ, ছোটবৌয়ের সঙ্গে দেখা হলো না। তাদের বলো, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, যেন পাকা চুলে সিঁদূর প'রে নাতির সঙ্গে খেলা করে। আর আমার গহনাগুলি দু'বৌয়ে বখ্‌রা ক'রে নিতে বলো, আর যা আছে, তিন ভাগ ক'রে, দুভাগ তোমরা দুভায়ে নেও,এক ভাগ খোকাঠাকুর-পোকে দিও।

হল। বৌদিদি, বৌদিদি, তুমি ভাব্‌ছো কেন? আমি যেমন ক'রে পারি, তোমাকে খোলসা ক'রে আন্‌বো।

অন্ন। খোকাঠাকুর-পো, তুমি কি মনে করেছ, আর আমি এ ভিটেয় ফির্‌বো? কুলে কুলবধূ হয়ে পুলিসে যাচ্ছি, আর এ প্রাণ রাখ্‌বো? আমি অনেক দিন তাঁরে ভুলে সংসার নিয়ে আছি, তিনি কি মনে কর্‌ছেন, আমি তাঁর কাছে যাব।

দিনু। মশাই, মশাই, আপনারা কেউ সনাক্ত কর্‌বেন তো করুন, নয় আমি ফিরে গে রিপোর্ট লিখ্‌বো যে, কেউ সনাক্ত কর্‌লে না।

যাদ। ইনিই আমাদের বড় বৌ।

দিনু। মাধববাবু! আপনিও তো সনাক্ত কর্‌তে এসেছেন যে, ইনি আপনাদের বড়বৌ? আপনাদের ছেলাম মশাই, —পুলিসের কাজে অনেক দেখেছি,কিন্তু এমন দেখি নাই; আর চাটুর্য্যে মশাই, আপনি যদি পরামর্শদার হন, তা হ'লে আপনার মত মানুষ জেলে নেই।

(কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, এই দেখ, বড়-বৌঠাকুরুণকে পুলিসে ধর্‌তে এসেছে, এখনও তুমি পাগল রয়েছ?

কালী। রঙ্গিণি! তবে কি হ'ব, পাগল হ'ব না তো কি হব? তুমি বুঝ্‌ছ না? পাগল হওয়াই ভাল,—পাগল হওয়াই ভাল। রঙ্গিণি! আমি কাঁদ্‌তে পাচ্ছি না,—কাঁদ্‌তে পাচ্ছি না, বুকটা আমার চেপে ধর,—চেপে ধর—খুব চেপে ধর; চেপে ধ'রে একটু চোখ দিয়ে জল বার ক'রে দাও।

রঙ্গি। ছোটবাবু, তুমি দেখ্‌ছ না, ইন্‌স্পেক্টর এসেছে!

কালী। উঁহু, জ্ঞান হওয়া ভাল না, জ্ঞান

হওয়া ভাল না, সত্য বিষ! পোর্টে মিশিয়ে দেছে। জ্ঞান হ'লে প্রমাণ হবে, পাগল হওয়া ভাল,- পাগল হওয়া ভাল! মরা আরও ভাল,—মরা আরও ভাল! এস, এস!

রঙ্গি। ছোটবাবু, স্থির হও, কি সর্ব্বনাশ, বুঝ্তে পাচ্ছ না? তোমার কুলের কামিনীকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

কালী। আমার কি! আমি কুল-ছাড়া! আমি পাগল! তুমিই বা কি উপায় কর্‌বে, আমিই বা কি উপায় কর্‌বো? দেখ্‌ছো না, যাদববাবু এসেছে, মাধব বাবু এসেছে, চাটুর্য্যে মশাই পেছনে আছেন; আমায় যে এখনও বাড়ীতে স্থান দিয়েছে, পাগ্‌লাগারদে দেয় নাই, এই ঢের। মাধব, মাধব, এগিয়ে এস, কি কর্‌বে কর, ওদিকে কেন? ছু'ভায়ে ঠাউরে দেখ, কে কোন্ কাজ কর্‌বে; আমাকেই বা কে গারদে দেবে, আর বৌমাকে কে পুলিসে দে'ব! এস, এস, একটা শলা ক'রে মিটিয়ে ফেল, আপনারা না বুঝ্‌তে পার, চাটুর্য্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা কর।

[যাদব, মাধব ও চাটুর্য্যের প্রস্থান।

দিনু। মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে? মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে? তবে আমিও চল্লুম, সনাক্ত না কল্লে আমি গ্রেপ্তার কর্‌তে পার্‌বো না। আপনারা সাক্ষী, কেউ সনাক্ত কর্‌লেন না।

কালী। রঙ্গিণি, রঙ্গিণি! পালাই চল,—পালাই চল! আজ কাট্‌লো, কাল কাট্‌বে কি না জানি না! আপনি বাঁচলে বাপের নাম, পালাই চল—পালাই চল!

[প্রস্থান।

বিন্দু। বড়বৌঠাকরুণ, মুখে অন্ন দাও বা না দাও, এস, স্নান করে ইষ্টদেবতার নাম কর্‌বে এস।

[বিন্দু ও অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হল। রঙ্গিণি! আজ তো কাট্‌লো, কাল কি হবে?

রঙ্গি। আজ যে কাটালে, কালও সে কাটাবে, মানীর মান ভগবান্ রাখ্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গলার সম্মুখস্থ উদ্যান।
ম্যাজিষ্ট্রেট, মেম ও রঙ্গিণী।

ম্যাজি। তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহ?

রঙ্গি। মে ইট প্লিজ ইওর ওয়ারসিপ।

ম্যাজি। তুমি বাঙ্গালা বোলো, আমি বাঙ্গালা পাঠ করিয়াছি।

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, আমি জামিন হ'তে এসেছি।

ম্যাজি। কাহার জামিন?

রঙ্গি। অন্নপূর্ণা দাসীর, যাঁর নামে আপনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিয়েছেন।

ম্যাজি। যে ব্যক্তি শ্বশুরের পোর্ট ওয়াইনের সহিত বিষ দিয়াছিল?

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, তিনি ওষুধ দিয়েছিলেন।

ম্যাজি। তাহা বিচারের পয়েণ্ট—রঙ্গিণি! তুমি জামিন হইতে চাহ, তোমার বাড়ী আছে?

রঙ্গি। না, আমি মার বাড়ীতে থাকি।

ম্যাজি। তোমার সম্পত্তি আছে? দশ হাজার টাকার কম এ দাবির জামিন হইতে পারে না।

রঙ্গি। ধর্ম্মবতার, আমার অর্থ সম্পত্তি নাই।

ম্যাজি। স্থলসম্পত্তি আছে?

রঙ্গি। না, আমার একমাত্র সম্পত্তি সত্য, আমি আজীবন কখনও মিথ্যাকথা বলি

নাই, আমার প্রার্থনা, তাঁর পরিবর্ত্তে আমায় বন্দী ক'রে রাখুন।
মেম। এ লেখা তোমার ?
রঙ্গি। হাঁ মেম সাহেব।
মেম। এ কি সত্য ঘটনা লিখিয়াছ ?
রঙ্গি। সমস্ত সত্য।
মেম। আমায় এ পত্র লিখিয়াছিলে কেন ?
রঙ্গি। আপনি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের ব্যথা বুঝবেন; বুঝে আপনার স্বামীকে বুঝ্‌বেন, এই জন্যই লিখেছিলেম।
ম্যাজি। অন্নপূর্ণা দাসী তোমার কে ?
রঙ্গি। জাতি সুবাদে তিনি আমার কেউ নন, কিন্তু স্নেহ-সুবাদে তিনি আমার মা। তিনি দেবী, আমার জীবনের আদর্শ।
ম্যাজি। তুমি স্নেহবশতঃ তাহার পক্ষে মিথ্যাকথা বলিতেছ না ?
রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার। আমি একজন দেবতার নিকট উপদিষ্ট, এই দেবী আমার নিয়ত চক্ষের উপর আদর্শ; আমি মিথ্যা শিখিনে, আমি শিখেছি, সত্য ভগবানের স্বরূপ; মিথ্যাবাদী ভগবানের বিরোধী, আমি শয়নে স্বপনে রাত্রিদিনে গুরু-উপদেশে তাঁরে সকল স্থানে বর্ত্তমান দেখি। সত্য বলা আমার বাল্যাবধি অভ্যাস।
ম্যাজি। আমি দেখিয়াছি, মিথ্যাবাদীরাও এইরূপ বলিয়া থাকে; পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ বলিয়া হলপ করে, আবার তৎক্ষণাৎ মিথ্যা বলে।
রঙ্গি। বিচারপতি। আমার মুখের পানে চেয়ে দেখুন, এতে মিথ্যার চিহ্ন নাই। আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, দুর্জ্জন-শাসনের ভার আপনাকে ভগবান দিয়েছেন, মরনপথে আমার অন্তর্দৃষ্টি করুন মিথ্যার ছায়ামাত্র তথায় নাই। সত্য আমার সম্বল, সত্য আমার সাহস, সেই সত্যবলে আপনার কাছে আবেদন কর্‌তে এসেছি, নিরপরাধীর মানরক্ষা করুন, অবলাকে আশ্রয় দিন, দুর্ব্বলের মনোভীষ্ট ভঙ্গ করুন, সত্যের গৌরব রক্ষা করুন।
মেম। তিনি কবে বন্দী হইয়াছেন ?
রঙ্গি। তিনি বন্দী হন নাই, পরোয়ানা বেরিয়েছে, বোধ হয়, কা'ল বন্দী হবেন।
ম্যাজি। তবে তুমি জামিন হইতে আসিয়াছ কাহার ?
রঙ্গি। হুজুর, আমার প্রার্থনা, তাঁর পরিবর্ত্তে আমায় বন্দী রাখুন, তাঁকে বন্দী কর্‌বার অগ্রে সুযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা এ বিষয় অনুসন্ধান করুন; যদি মিথ্যা হয়, শাস্তি দেবেন।

(চাপরাসীর প্রবেশ)

চাপ। খোদাবন্দ, এক আদমী হুজুরকা সামনে আওনে মাঙতা, ও বোল্‌তা হ্যায়, এ মোকদ্দমাকা ও গাওয়া।
ম্যাজি। লে আও। তুমি কি সাক্ষী আনিয়াছ ?
রঙ্গি। হুজুর না।

(চাপরাসীর সহিত গণৎকারের প্রবেশ)

ম্যাজি। এ ব্যক্তিকে চেনো ?
রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, ইনি গণক ব'লে পরিচিত।
গণ। আজ্ঞে বিবেক করুন গে, আর আমি গণক নই, ইনি আমার মা—এঁর আমি ছেলে, বেটী তোর মনে নাই, সে দিন তোকে মা বলেছি।
ম্যাজি। তুমি বিষ বিক্রয় করিয়াছিলে ?
গণ। বিবেক করুন গে, সেইরূপই বটে।
ম্যাজি। আমি হাকিম, আমার সাম্‌নে সতর্ক হইয়া কথা কও, তোমার কথা তোমার বিরুদ্ধে যাইবে।
গণ। আজ্ঞা হুজুর, বিবেক করুন গে, আমাদের পল্লীগ্রামে ঘর, কিঞ্চিৎ জমীজারাতও রাখি, ফৌজদারী প্রভৃতি জানা আছে; বিবেক করুন গে স্বীকার কর্‌লে ম্যাদ হয়, তাও জানা আছে।
ম্যাজি। তবে তুমি স্বীকার করিতেছ কেন ?
গণ। আজ্ঞে, বিবেক করুন গে, একটা মিথ্যাদায়ে এই বেটীই আমায় বাঁচায়, বিবেক করুন গে—সোজা নয়, চুরির দাবি, দোর ভেঙ্গে গৃহপ্রবেশ, পুলিস-

সাহেবেরা ডাকাতি ব'লে সাজাতে পার্তেন। ভাব্‌লেম, মিথ্যাদায়ে বেঁচে গেলেম, সত্যি দায়ে ঠেকে যদি একজন নিরপরাধীকে রক্ষা কর্‌তে পারি, অন্তত এ অধম জীবনে একটা ভাল কাজ করা হবে। যে কাজে ব্রতী হয়েছি বিবেক করুন গে, তাতে তো বংশাবলীতে জেল খরিদ করা আছে, বিবেক করুন গে, প্রপিতামহ ঠাকুর নদী সাঁতরে পাল'তে গে জলমগ্ন হন, পিতাঠাকুরের দ্বীপান্তরে মৃত্যু; বিবেক করুন গে, বিষ-প্রয়োগটা পূর্ব্বপুরুষ হ'তে চ'লে আসছে কি না, তা আমারও ঐরূপ সদ্গতিলাভের বিশেষ অসম্ভাবনা; ভাব্‌লেম, একটা স্ত্রীলোকের মানরক্ষা হোক।

ম্যাজি। আচ্ছা, যদি তোমায় বেকসুর খালাস দিই তা হ'লে তুমি পুনর্ব্বার ঐরূপ ব্যবসা কর?

গণ। হুজুর, না। আমি যে দণ্ডের ভয়ে বলছি, এ কথা অভিমান কর্‌বেন না, এই বেটীই আমার মাথা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।

মেম। সে কিরূপ?

গণ। আজ্ঞা মেম সাহেব, পূর্ব্বে আমার জানা ছিল, মিথ্যাতেই সংসার চলে, সত্য একটা কথার কথা, কিন্তু প্রত্যক্ষ গোটাকতক উল্‌টো-পাল্‌টা প্রমাণ পেলুম; এই বেটীর কথা শুনে আমার মনে একটা গোলমাল জন্মে গেল; ভাব্‌লেম, মিথ্যা ছাড়া আর একটা পথ বুঝি আছে, সেই পথ একবার দেখ্‌বো। এ পথে দিবারাত্রি কাঁটার উপর বাস, সর্ব্বদা'ই ভয়, আর সে পথের আভাস দেখ্‌ছি, জেলে যাই আর দ্বীপান্তরে যাই, ততটা ভয় নেই, দিবারাত্রি খোঁচার উপর চল্‌তে হয় না।

ম্যাজি। অদ্য তোমরা গমন কর, আমি যেরূপ হয় করিব।

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, আমার আর এক প্রার্থনা, যে ব্যক্তিকে বিষ খাওয়ান হয়েছিল, সে বিষের শক্তিতে তাঁর মস্তিষ্ক কিছু চঞ্চল হয়েছে। তিনি দেবতা, তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। তাঁর ভাইপোরা তাঁকে পাগ্‌লাগারদে দেবার যড়্‌যন্ত্র কর্‌ছেন, আমার প্রার্থনা; যেন গারদে তাঁরে দেওয়া না হয়।

ম্যাজি। ইহাতে তুমি আপত্তি করিতেছ কেন? যদি মস্তিষ্ক বিকল হইয়া থাকে, তিনি গারদে গেলে আরোগ্যলাভ করিবেন।

রঙ্গি। আমি ব্যতীত কেউ তাঁকে প্রকৃতিস্থ কর্‌তে পার্‌বে না।

ম্যাজি। তুমি কি চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছ?

রঙ্গি। না।

ম্যাজি। তবে কিরূপে আরোগ্য করিবে?

রঙ্গি। যত্নে। আমি তাঁরে ভালবাসি, তিনি আমার গুরু, ইষ্টদেবতা; তিনি আমার কথা শুন্‌বেন, শুনে আপনার অবস্থা বুঝ্‌বেন, আরোগ্য হ'তে চেষ্টা কর্‌বেন, আরোগ্য হবেন। আমি তাঁরে বিনয় কর্‌বো, তিনি আমার কথা ঠেল্‌বেন না, তিনি আমায় ভালবাসেন।

ম্যাজি। কিন্তু অন্নপূর্ণা দাসীর নিমিত্ত ত তুমি স্বয়ং আবদ্ধ হইতে আসিয়াছ, যদি আবদ্ধ করি, কিরূপে তাঁর শুশ্রূষা করিবে?

রঙ্গি। আমি তাঁকে পত্র লিখিব, আমি আবদ্ধ হয়েছি, তিনি জান্‌লে তাঁর মস্তিষ্কের চঞ্চলতা দূর হবে, কিরূপে আমায় উদ্ধার কর্‌বেন, তার চেষ্টা পাবেন, তা হ'লেই তিনি প্রকৃতিস্থ হবেন।

মেম। তুমি এইরূপ আশা কর, বালিকা, মিথ্যা আশায় নৈরাশ হইতে হয়, তা কি তুমি জান না?

রঙ্গি। মেম সাহেব, আমার আশা নয়, আমার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। আমি সত্যাশ্রয়ী, সত্যের উপাসনা করি, মিথ্যা বিশ্বাস কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পেতো না; আমি বার বার পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, সরল-অন্তঃকরণে সরল বিশ্বাস কখনও মিথ্যা হয় না।

মেম। তুমি তাহাকে ভালবাস, তু কিরূপে জানিলে, তিনি তোমায় ভালবাসেন?

রঙ্গি। আমি ভালবাসা তাঁর নিকট শিক্ষা করেছি, আমার নীরস অন্তঃকরণ কে সরস করেছে, কে ভালবাসার বীজ বপন করেছে;—তিনি। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নয়; তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নয়; আমার মন নয়, তাঁর মন, তাঁর মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি; আমার ভালবাসা তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্র বীজমাত্র; সেই বীজ তাঁর যত্নে অঙ্কুরিত হয়ে হৃদয়ে অমৃত-ফল ফলেছে।

ম্যাজি। শুনিতেছি, বিষের শক্তিতে তাঁর এরূপ হইয়াছে, অপর ঔষধ দ্বারা সে বিষ না হরণ করিতে পারিলে কখনই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না।

রঙ্গি। সাহেব, যে মনে চৈতন্য উদয় হয়েছে, সে মন জড় বিষে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখ্‌তে পারে? এ আমার আনুমানিক কথা নয়; শাস্ত্রের উক্তি, পণ্ডিতের উক্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণসঙ্গত। সাহেব কি শোনেন নি যে, আপনাদের ভিতর অনেক মহাত্মা কথায় রোগ আরাম করেছেন?

ম্যাজি। ওঃ, হিপ্‌নটীজম্‌।

মেম। ডিয়ার গ্র্যাণ্ট হার পেয়ার লড উইল কিওর ম্যাডনেস।

ম্যাজি। তোমরা যাও, দেখি কিরূপ তোমার সাহায্য করিতে পারি। তোমার নাম, ধাম চাপরাসীকে বলিয়া দাও। ট্রুথ ইজ ষ্ট্রেন্‌জার দ্যান ফিক্‌সন্‌।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

গোয়ালবাড়ী।

সাতকড়ি ও হলধর।

সাত। দাদা, তোমার উপর সে দিন থেকে যে আমার কি ভক্তি হয়েছে, তা তোমায় কি বল্‌বো; তা বল্লুম হাঁ, কায়েতের ছেলে বটে, কথায় বলে, বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল।

সাত। দাদা মহাশয়, আমি ত আমার মামার আছি, আমার উপর এত অনুগ্রহ কেন?

সাত। দাদা, তুমি আমায় বিশ্বাস কর্‌ছো না, আমার প্রকৃতি অতি সরল, আমি আমুদে লোক।

হল। তা এ বছর খুব আমোদে আছ, কি বল? এই আকাল পড়েছে, ভূঁইকম্প, মারীভয়।

সাত। ওতে কি আমোদ হবে বল? পল্লীগ্রামে কোথায় কি হচ্ছে, আমার ও রকমে আমোদ নাই।

হল। এতেও বুঝি মন উঠ্‌ছে না দাদা?

সাত। আমার যাতে হাত নেই, তাতে আমার আমোদ নাই। একটা কৌশল কর্‌লুম, সরিকান বিবাদ বাধ্‌লো, ঝমাঝম মোকদ্দমা-মামলা চল্‌তে লাগ্‌লো, দুপক্ষ উস্কাতে লাগ্‌লেম, আমোদ হলো। কারুর বৌ ঝি বেরুল, একটা দলাদলি বাধ্‌লো, আমোদ হলো। এই বুকের ছাতি ফুলিয়ে গাড়ী চড়ে আফিস চলেছে, সাহেবের কাছে চুক্‌লি ক'রে বেনামী চিঠি লেখা গেল, চাকরী জবাব দিলে, মুখ চুণ ক'রে বাড়ী এল, ছুটে গে আত্মীয়তা কর্‌লুম; গাড়ী-ঘোড়া বেচে দিলুম, বাড়ী বন্ধক দেওয়ালেম, একটু আমোদ হলো। দাদা, তুমিও তো আমার রীতের মানুষ, তুমি ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ, এই সে দিন আমাদের বাঁধিয়ে দেবার

যোগাড় করেছিলে, দেখ দেখি, কতটা আমোদ।

হল। হ্যাঁ, তা খুব আমোদ বটে—খুব আমোদ বটে। দুঃখ রইল, বাঁধাতে পারলুম না।

সাত। তা দেখ দাদা, তুমি যে রাগ ক'রে এ কাজটা করেছিলে, তা বুঝেছি; কিন্তু ছুটো একটা এম্‌নি করতে করতেও আমোদের জন্যই করবে; ও রাগ-টাগের বড় ধার ধারবে না। আমি তোমার পৈতে ছুঁয়ে বলতে পারি, দুনিয়ার কারুর উপর আমার রাগ নাই, তবে কি জান, একটু আমোদ করা। আর দাদা, কোন্ দিন মরতে হবে, যে কটা দিন আমোদ ক'রে কেটে যায়।

হল। দাদার এ দিকে তত্ত্বজ্ঞানটুকু আছে দেখতে পাচ্ছি।

সাত। আর দাদা, বুড়ো হয়েছি, হবে না, ভাগবত শুনতে যাই, রামায়ণ শুনতে যাই, আমায় গায়েনদের আর কথক-দের বলা আছে, ঠিক খবর দেবে।

হল। যেখানে হয়, শুনতে যাও না কি?

সাত। তা যাই বই কি, কিন্তু সব দিন পারি না, আর ভালও লাগে না; তবে যে দিন সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তি-শেল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাশাখেলা, অভিমন্যুবধ হবে, এ কদিন মোকদ্দমা ফেলেও যাব।

হল। দেখ দাদা, তুমি ক্ষণজন্মা পুরুষ।

সাত। তুমিও ক্ষণজন্মা, তোমার যা কৌশল, আমি তোমার কাছে কোথায় লাগি।

হল। দোহাই দাদা, ও গালটি দিও না।

সাত। গাল কি, এ ত সুখ্যাতি; ফন্দী-বাজ না হ'লে ব্যাটা-ছেলে!

হল। আর পরের সর্ব্বনাশ নৈলে আমোদ!

সাত। বটে ত, বটে ত, তুমি সুবোধ আছ, ক্রমে বুঝতে পার্ব্বে, ভায়া, বিবেচনা ক'রে দেখ, পরের ভালতে কার ভাল বল? পরের ভাল ক'রে কার ভাল হয়েছে; কারে দশ জনে মেনে চলেছে, ভয় করেছে? পরের ভাল শুনতে ভাল, আপনার ভালই ভাল।

হল। তবে দাদা, তুমি যে আমার ভাল খুঁজছো দেখতে পাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ করছ, ক্ষণজন্মা বলছো।

সাত। এই তো তোমায় বললুম, আমি আমুদে লোক, তুমিও আমুদে লোক: তোমার কৌশল কত, তুমি আমার চখে ধূলো দিয়েছ, বলবো কি দাদা, সে দিন শুয়ে তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করেছি, একবার ভাবলেম, তোমায় ডাকতে পাঠাই, ডেকে একবার কোলাকুলি করি, সে দিন থেকে তুমি আমায় কিনে রেখেছ।

হল। তা ঠাকুরদাদা, অনেকক্ষণ গৌর চন্দ্রিকা তো করছো, এখন পালাটা কি, সুরু কর।

সাত। পালা আর কি, এই সর্ব্বস্ব তোমার

হল। এমন!

সাত। উপহাস কচ্ছো, কথাটা শোন;— তোমার বড় মামা বুঝেছিলেন যে, ছুটো ছেলে বাঁদর হলো; তাই ভাইয়ের নামে সর্ব্বস্ব করতে চান, তোমার। ছোট মামা রাজী হন না, কিন্তু তিনি তা না শুনে তাঁর উকীলের সঙ্গে পরা-মর্শ ক'রে, উইল ক'রে যান যে, আমার ভাইয়ের সর্ব্বস্ব, আর সেই উইল রেজেষ্টারি আফিসে ডিপজিট রাখে।

হল। আর দাদা, এ মৎলবটা বার করছো কেন? ছোট মামার ত এই দশা, বৌদিদিকে কোন্ দিন বেঁধে নে যায়, আমি তো পথে দাঁড়িয়েছি, তা দাদা, আমোদটা কাকে নিয়ে করবে?

সাত। তুমি আমার কথা মিথ্যা বিবেচনা করছো, আমার কথাটা কি, একবার স্থির হয়ে শোনো; তার পর যে রকম বোঝ, কর। সে উকীল তার ছেলে আফিস দিয়ে দেশে চ'লে যায়; তার

পর তোমার বড় মামার মৃত্যু হলো, উকীলের ছেলে উইলের কথা জান্‌তো না, আর ভাল ক'রে পুরাণো কাগজ-পত্রও দেখে নি, রেজিষ্টারি আফিসে রসিদখানাও পায় নি, উকীলও শোনেন নি যে, তোমার মামা মরেছে। উকীল ফিরে এসেছে, উইলের রসিদও বার করেছে। তোমার মামাদের বড় বন্ধু ছিল, সে বল্‌লে, বিষয়টা বরবাদ যায়, এই উইলের বলে রক্ষা হ'তে পারে।

হল। তা যদি ছোট মামারই বিষয় হয় তো আমার কি?

সাত। তোমার কি! ভাইপো দুটো বওয়াটে, তোমার নামে দানপত্র করেছেন।

হল। বুঝেছি ঠাকুরদাদা, বুঝেছি, তোমায় জেলে দিতে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় কালাপানি পাঠাবে, একখানা জাল দানপত্র কর্‌তে বল্‌ছো।

সাত। আরে, তুমি ভাব্‌ছো কেন, আমি তাতে সাক্ষী!

হল। সে দানপত্র কোথায়?

সাত। তোমার ছোটমামা দানপত্র ক'রে দেবেন।

হল। উনি পাগল, ও'র দানপত্র মঞ্জুর হবে কেন?

সাত। এক মাস আগে ত পাগল ছিলেন না, ভাইপোরা কংগ্রেস কর্‌তে গেল, বার বার বারণ কর্‌লেন, শুন্‌লেন না; এই রেগে ভাগ্‌নের নামে সম্পত্তি কর্‌লেন।

হল। ঠাকুরদাদা, সাক্‌রেদ কর্‌বে ত একটু একটু ক'রে বুঝিয়ে দাও, একেবারে ভারী পড়া দিলে পার্‌বো কেন বল?

সাত। আজ কি তারিখ, ২রা শ্রাবণ। পাঁচুই জ্যৈষ্ঠিতে তোমার মামা পাগল হন নাই, তারও মস্ত প্রমাণ আছে, সাতুই জ্যৈষ্ঠিতে দু'জন মস্ত সাহেব তোমার মামার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে, তারাও ইলেক্‌টিক্‌টিক্ কি করে,—ইলেক্‌টিক্‌টিকির কথা কইতে এসেছিল, তারা সাক্ষী দেবে যে, তোমার ছোটমামা প্রকৃতিস্থ ছিলেন; আর তো জানা কথা, যে ওষুধ ব'লে বড় বৌ ঠাকরুণ বিষ দিয়েছিল, তাইতে ম... খারাপ হ'য়েছে।

হল। তা দাদা, সাক্ষী সমেত ঠিক ক'রে রেখেছ, খালি দলিলখানি জাল কর্‌তে হবে, কি বল?

সাত। কিছু না, শুধু রঙিকে হাত কর্‌লেই হলো। চৌঠা তারিখের ষ্ট্যাম্প কাগজ একখানা হাজার টাকা খরচ কর্‌লেই পাওয়া যায়, সে টাকা আমিই গাঁট থেকে খরচ কর্‌বো। মনে করো না যে, তোমার ঠাকুরদাদা ছেঁড়া-পোঁদা, সুদে টুদে খাটিয়ে কিছু করেছি, এ কথা কাউকে বলিনি, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু, তাই তোমার কাছে ফুট্‌লুম;—আর ষ্ট্যাম্প না পাওয়া যায়, একখানা উইল লিখে নে আপাততঃ সম্পত্তি আটক কর।

হল। তোমায় কি দিতে হবে?

সাত। একটি পয়সা না, আমি তো তোমায় বল্লুম, আমি আমুদে মানুষ; আমোদ হলেই হলো। বিশেষ তোমার টাকা, গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত! তবে বিন্দিকে কিছু দিতে হবে, বেশী না, শ পাঁচেক লাগে ত ঢের, তা হলেই রঙি হাত হলো।

হল। রঙি কি কর্‌বে?

সাত। তবে আর উইল লেখাবে কে? রঙি ভিন্ন কি এ কাজ হয়? রঙি যা বল্‌বে, ছোটবাবু তাই কর্‌বে।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। খোকাবাবু, খোকাবাবু, বিন্দির ভিক্ষে ছেলে খবর আন্‌ছে না কি, পরোয়ানা তুলে নেছে, ধর্ম্ম কি নেই, এখনও রাত-দিন হতিছে, চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্‌তিছে, জুয়ার ভাটা খেল্‌তিছে।

হল। দিনু কোথা? দিনু কোথা?

শান্তি। সদোরে আছে, তোমায় ডাক্‌তিছে, যাও।

[হলধরের প্রস্থান।

ভ। হুঁ! রঙ্গি বেটী সব পারে বুঝেছি!

স্ত্র। বুঝেছ কচু, আর বুঝ্‌বা কি? যা স'বুঝবার তা ত বুঝে নিয়েছ, বামুনের ঘরেও কি এমন চাঁড়াল পয়দা হয়।

সাত। শান্তিরাম, তোমার বরাত খুলেছে।

সাত। তা ঠাকুর, তোমার দর্শনেই বুঝলাম; বোধ হয়, এতক্ষণ ঘরকে চিঠি আস্‌তেছে যে, ধানের গোলায় আগুন লেগেছে।

সাত। তুমি ডান হাত পাত টাকা, বাঁ হাত পাত টাকা।

শান্তি। আর দুহাত জুড়ে হাতকড়ি।

সাত। মেজবাবুর কাছে হাত পাত, সেথায় টাকা, ছোটবাবুর কাছে হাত পাত, সেথায়ও টাকা।

শান্তি। আর তোমার কাছে গর্দ্দানা বাড়ায়ে ছুরি।

সাত। তুমি ত বড় বোকা হে।

শান্তি। দেবতা! দেবতা! বামুনের আশীর্ব্বাদে যেন বোকাই থাকি, তোমার মতন শেয়ান না হই। ঠাকুর, এ ভিটের যা কর্‌বার, তা ত করেছ, এখন দোসর ভিটেয় যাতায়াত কর, সহরির মধ্যে ত আরও বড় মানুষের ভিটে আছে।

সাত। শান্তিরাম, আমি তোমায় ভাল কথা বল্‌ছিলেম, মনে করেছো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কেটেছে, তোমাদের বড় বৌর আর ভয় নাই, আর এ দিকে যে খোরাকী রদের নালিস হ'চ্ছে, তার খবর রাখ?

শান্তি। কিসের খোরাকী! ও যায় যাক্‌। ভিটে বেচে বড়মারে খাওয়াব। আমি আছি, বৌ আছে, দুডো ছ্যালে আছে, ভাইডে আছে, ক'জনে ভিক্ষা ম্যাগে আনেও ছোটকর্ত্তারে আর বড়মাকে খাওয়াতে পার্‌বো না? মোরা দুজনারে দ্যাশে নে যাব, তোমার মুখ না আর দেখ্‌তি হয়, কর্ত্তারা স্বর্গে গেছে, তাদের কেরপায় আমার কিছু কমি আছে কি?

সাত। আর বদ্‌নামের কি ঠাওরালে?

শান্তি। কিসের বদ্‌নাম? সবাই জানছে, তুমি ভুলায়ে ওষুধ ব'লে বিষ দেছ।

সাত। শান্তিরাম, তোমায় দুঃখের কথা বল্‌বো কি, আমার ত নাত-বৌয়ের ওখানে আসা যাওয়া আছে—

শান্তি। তা নইলে আর এতটা ঘটালে কিসে?

সাত। কথাটাই শোন।

শান্তি। আর শুন্‌তি চাইনে, তুমি যাও।

সাত। তোমার বাবুরা বড়বৌঠাকুরুণের নামে এমন দাগ দেবে যে, তিনি গলায় দড়ি দেবেন, তা তুমি শুন্‌তে না চাও, আমি চল্‌লুম।

শান্তি। তা কি শুনি শুনি,—কও দিনি।

সাত। সে দিন তো তুমি জান, ছোটবাবু তাড়া কর্‌লেন, আমি ভয়ে গিয়ে বড়বৌঠাকুরুণের ঘরে ঢুক্‌লেম, এই নানান কথা উঠেছে; ছোটকর্ত্তাই তুলেছেন যে, বড়বৌমা ঘরে মানুষ লুকিয়ে রাখে।

শান্তি। দাঁড়া তো বামুন, তোর জিহ্বাটা ছিঁড়ে বার কচ্ছি।

সাত। দোহাই বাবা! আমার দোষ নেই বাবা।

[প্রস্থান।

শান্তি। বারো কুত্তো, যদি ফের এ বাড়ী আস্‌বি তো বেহ্মহত্যা মান্‌বো না

[প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

দরদালান।

অন্নপূর্ণা, রঙ্গিণী ও বিন্দু।

অন্ন। রঙ্গিণি, চিঠি পড়েছ?

বিন্দু। কিসের চিঠি জান গা, তোমার দেওরেরা বল্‌ছে যে, আর খোরাকি দেব না।

অন্ন। রঙ্গিণি, এই কি ? আর কিছু না, চুপ ক'রে রয়েছ যে ; সত্যি বল, তুমি কেন কথা কচ্ছ না ? আগুনে কাপড় চাপা দিলে ত আগুন নিব্‌বে না মা ; কি হয়েছে, আমায় বল !

রঙ্গি। মা, তুমি বল, আমি ও কথা মুখে আন্‌তে পার্‌বো না।

অন্ন। বোষ্ণব-দিদি, তুমি বল্‌তে ভয় কচ্ছো কেন ? কাকাবাবুকে কি ধরিয়ে দেছে ?

বিন্দু। না দিদি, কি শুনবে বল, চাটুর্য্যে ছোট কর্ত্তার ভয়ে তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিল।

অন্ন। বোষ্ণব-দিদি, বুঝ্‌লুম, ভগবান্ ফলদাতা, আমার পাপের ফল ফলেছে !

রঙ্গি। মা, তুমি অমন কথা মুখে এনো না, তোমার পাপ ! তোমার দেবদৃষ্টিতে পাপ ভস্ম হয়, তোমার দর্শনে মহাপাপীর পাপ যায়, দরিদ্রের অন্ন হয়, মৃত্যুশয্যার প্রাণ পায় ; তোমার পাপ ! এ কথা শুনলে আমার প্রাণ ফেটে যায়, আমার রাত্রিদিন প্রার্থনা, তোমার মত নির্ম্মল প্রকৃতি আমার হয়।

অন্ন। রঙ্গিণি, তুমি বালিকা, শিশির-ধোয়া পদ্মফুলের মত ফুটে রয়েছ, তুমি নির্ম্মল, তাই সকলকে নির্ম্মল দেখ। আমি বিধবা হয়ে বিধবার আচার করিনে, এত দিনে আমার শাস্তির সময় উপস্থিত হয়েছে।

রঙ্গি। মা ! মা !

অন্ন। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ; আমি বিধবা, ভূঁয়ে শুইনে কেন, গো-গ্রাসে হবিষ্যান্ন খাইনে কেন, দেবসেবায়, পতির ধ্যানে দিবারাত্রি থাকিনে কেন ; যে ঘরে তিনি থাক্‌তেন, সে ঘরে পরপুরুষকে যেতে দিয়েছি কেন, পরপুরুষের সঙ্গে কথা কয়েছি কেন ; পরপুরুষকে দেখেছি কেন ? আমার স্বামী নাই, তত্রাচ আমার বল্‌বার জিনিস আছে ; আমার গহনা, আমাদের বাড়ী, আমার খোরাকী, আমাদের ঘর ; আমার আমার ক'রেই দিন কাটাচ্ছি, তাঁর ধ্যান তো করি নাই।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, তুমি অমন কর্‌ছো কেন ? উকীল মড়াদের যা বল্‌বে, তাই লিখে দেয়। তোমার কুলাঙ্গার দেওরেরা তোমার গায়ে দাগ দিতে চায় ব'লে কি তোমার গায়ে দাগ লাগ্‌বে ? চাঁদের গায়ে কেউ কি থুতু দিতে পারে ? তোমার শ্বশুর তোমার খোরাকী দিয়ে গেছে, ওরা না বল্‌লেই না ? আমরা বল্‌বো না ? আমরা জানিনে যে, ছোটকর্ত্তা তাড়া দিয়েছিল, তাই প্রাণভয়ে এসে মড়া তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিল ? জজসাহেব তো তোমার দেওরের মত ঘাস খায় না, তারা সাহেব, তাদের সূক্ষ্ম বিচার।

অন্ন। বোষ্ণব দিদি, তুমি কি মনে কর, এ কালা মুখ আমি হাকিমকে দেখাব, কি এই কথা আদালতে গে ঘোঁট কর্‌বো ? তাঁর নামে অনেক দাগ দিছি, আর কেন ?

[গমনোদ্যত।

বিন্দু। বৌঠাক্‌রুণ, তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

অন্ন। এক জায়গায় তো যেতে হবে, এখানে তো আর আমার জায়গা নেই।

বিন্দু। চল, আমাদের বাড়ীতে চল।

অন্ন। না বোষ্ণব দিদি, এ অনুরোধ আমায় কোর না, আর আমি লোকালয়ে থাক্‌বো না।

রঙ্গি। যাবে যাও, কিন্তু মা, তুমি কুলবধূ।

অন্ন। কই মা, কুলবধূ আর আমায় কে বল্‌বে, আমার দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো।

রঙ্গি। মা, তোমায় কি বল্‌বো ; কলঙ্কের ভয়ে কি তুমি কুলবধূর আচার ছাড়্‌তে চাও ? মা, আমি বেশী সংসার দেখি নি, কিন্তু যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পড়েছি, তাতে আমার স্থির ধারণা হয়েছে, যে সুকাজ কর্‌বে, সে কলঙ্কে না ভয় পায়। মা, দুর্জ্জনের কলঙ্ক নাই, সজ্জনেরই কলঙ্ক।

বিন্দু। রঙি, তুই ঠিক বলেছিস, চাটুর্য্যে মড়াকে লোক বাড়ী ঢুকতে দেয় লোক ভয়ে ভয়ে স্তব-স্তুতি করে, মনে করে, পঞ্চানন্দ কোন্ দিন ঘাড় ভাঙবে! আর ছোটকর্ত্তাকে কি না বলতো, আর কি না বলে।

রঙ্গি। মা, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; পৃথিবীতে কলঙ্ক কার, যে মন্দ, তার কথা কে আন্দোলন করে? যে বলে, তাকেই লোকে গাল দেয়, তাকেই লোকে মন্দ বলে, মন্দবুদ্ধি সংসার সরলতা বোঝে না, ধর্ম্ম বোঝে না। মা, তুমি ত সব জান, যখন কোন মহাপুরুষ জন্মান, সকলে তাঁর শত্রু হয়, তাঁরে তাড়না করে, দেশ থেকে তাড়ায়, নামে কলঙ্কের বোঝা চাপায়ে চোর-ডাকাতের সঙ্গে দিয়ে শাস্তি দেয়। মা, কেউ কখন কলঙ্কের ভয় ক'রে সত্যের উপাসনা কর্‌তে পারে নি, কর্ত্তব্যসাধন কর্‌তে পারে নি, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ কর্‌তে পারে নি; মা, তুমি কলঙ্কের ভয়ে কুলবধূর আচার ত্যাগ করো না; আমি তাঁকে ডেকে আনি, তুমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে যেখানে যেতে ইচ্ছা হয়, যাও।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। রঙ্গিণি! রঙ্গিণি! আমি ক'টা বল্ দেখি?

রঙ্গি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, শোন, এখানে সর্ব্বনাশ!

কালী। সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে, তা কি আমি জানি নি, ও আর কি শুন্‌বো; তুমি শুন, বল দেখি, বল দেখি? পাল্লে না, বল্‌তে পার্‌লে না, আমি দুটো।

রঙ্গি। ছোটবাবু, বড় বৌঠাকরুণ কি বল্‌ছেন।

কালী। আমায় ব'লে কি কর্‌বেন, আমায় ব'লে কি হবে, সে আসুক, তাকে বল্‌বেন, সেও আমি, আমিও আমি; কিন্তু তার কি হ'য়ে গিয়েছে, সে পাগল আমি নই, সে আর এক রকম আমি, আগেকার মত আমি, সে আমি, আমার কাছে এসে বোঝায়, সে আমি কথা শুন্‌তে বলে, রঙ্গিণি! এ আমির কাছে এস না, সে আমি তোমায় পড়াবে, তোমায় আদর কর্‌বে, তোমায় ভালবাস্‌বে, তোমায় ভালর চেষ্টায় থাক্‌বে আর এ আমি ভাল না,—ভাল না!

অন্ন। কাকাবাবু, আমায় বিদায় দিন; আমি আপনার চরণে বিদায় নিয়ে ইষ্টদেবতার পূজা করি গে।

কালী। বিদেয়, পালাবে? বেশ তো, বেশ তো, চল চল, পালাই চল,—পালাই চল, শীঘ্র চল, সে আমি না আস্‌তে আস্‌তে চল, সে এল বলে, ঐ আস্‌ছে, ঐ বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছে, ঐ শোন, ঐ বল্‌ছে, আমার বৌমা; আমার মা, আমার ছ বছরের মেয়ে, আমার গোকুলচন্দ্র, আমি কোলে ক'রে মানুষ করেছি, আমার বুকের ধন, আমার কোলের ছেলে, ও মা, ও মা, কি হলো!

রঙ্গি। ছোটবাবু কি কর্‌ছো?

কালী। বৌমা, বৌমা, যাবেন, কোথায় যাবেন, কোথায় যাবেন, ওর যে কেউ নেই, গোকুলকে যমকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি, একে কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব; রঙ্গিণি, তুমি পাগল হতে মানা করো না, বড় যন্ত্রণা!—বড় যন্ত্রণা! পাগল না হ'লে সাম্‌লাতে পাত্তুম না। সে আমি গেছে, কেঁদে পালিয়েছে, ভয়ে, কেঁদে পালিয়েছে, এস এস, পালাই চল,—পালাই চল।

[প্রস্থান।

বিন্দু। রঙ্গি রঙ্গি, যা সঙ্গে যা,—সঙ্গে যা।

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

অন্ন। বোষ্টম-দিদি, তুমি যাও, আমার জন্য ভেবো না, তুমি কাকাবাবুকে বলো, আমার আপনার লোক আছে, আমি আপনার লোক দেখ্‌তে পেয়েছি, কাকাবাবু যেন নিশ্চিন্ত হন, আমার

জন্য না ভাবেন ; বোষ্টম-দিদি, তোমায় আর অধিক কি বল্‌বো, কাকা বাবুকে দেখো, তোমরা ছাড়া কাকা বাবুর আর কেউ নেই।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, আমি যাচ্ছি, কিন্তু মনের ঘৃণায় হঠাৎ একটা কিছু কোরো না, আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম কর্‌বার জন্যেই ভগবান্ পাঠিয়েছেন, যে দিন কর্ম্ম ফুরুবে, সে দিন ডেকে নেবেন। সোনা আগুনে গলিয়ে খাঁটি করে, এ কলঙ্ক আগুনে পুড়িয়ে তোমায় উজ্জ্বল কর্‌বে ; হরি লজ্জা-নিবারণ, আমি কায়মনোবাক্যে বল্‌ছি, হরি তোমার লজ্জা-নিবারণ কর্‌বেন। তুমি সাধ্বী, কলঙ্ক-ভঞ্জন তোমার কলঙ্ক রাখ্‌বেন না।

অন্ন। সকল কথাই মনে পড়েছে, যখন তিনি আস্‌তেন, যেখানে তিনি বস্‌তেন, যেখানে বসে খেতেন, যেখানে আমার সঙ্গে কথা কইতেন, সব আজ আমার চকের উপর আস্‌ছে! না, আর এখানে থাক্‌বো না, এ স্থান আমার নয়, আমি বিধবা, আমি গৃহিণী নহি, তপস্বিনী। তবে গৃহে কেন বাস কর্‌বো, তপস্বিনীর বনে স্থান, আমার স্বস্থানে যাই, তপস্যায় তনুত্যাগ ক'রে স্বামীর সঙ্গিনী হব।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মাধবের বৈঠকখানা।

শান্তিরাম ও মাধব।

শান্তি। মেজবাবু, সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো, বড়মা গোস্বা ক'রে বেরোলেন।

মাধ। তা তোর কি?

শান্তি। কুলের বৌ চলি যাতিছে, আর

মাধ। যে বেরিয়ে যাবে, তারে কে কি কর্‌বে, আর মানে মানে আপনি বেরুচ্ছেন, এই ভাল, না হ'লে পেয়াদার হাত ধরে টেনে বার কর্‌তো।

শান্তি। মেজবাবু, যোড়হাত ক'রে একটি কথা আপনাকে নিবেদন কচ্ছি ; শুনতি পাই, আপনারা কি বারোয়ারী ক'রে সভা করেন, দ্যাশের লোক খাতি পায় না, খাতি দ্যান, খাজনা কমাবার চাও, আর ঘরের মধ্যি মোকদ্দমা বেদিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি কর্‌তিছ, ভাজেরে গলাধাক্কান দেবে, খুড়োরও গলাধাক্কান দেবার যোগাড় কর্‌তিছ, এটা কি তোমাদের গুণ, না তোমাদের লেখাপড়ার গুণ? আমরা মুরুখ্যু মানুষ, আমাদের মধ্যি এডা হতি পায় না, ঘরোয়া কেজিয়া বার কর্‌তে দিই? পাঁচ জন মুরুব্বি ধ'রে মেটাত। যার পেটের ভাই, কি খুড়ো জ্যাঠা, এক কাঠা জমী চাস্‌তি চাচ্ছে, মুরুব্বির ব'লে ছাড়ান দে, আমরাও ছাড়ান দিই। পাঁচ বিঘা বেচে এক কাঠা বাঁচাবার যোগাড় করি না। আমরা বুঝি কি জান? ভাইডে খেলে, কি খুড়োয় খেলে, আপনার রক্তের সামগ্রীই ভোগ কল্লে।

মাধ। ভ্যাখ্ ব্যাটা, মুখ সাম্‌লে কথা ক, আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছিস্, জুতো খেয়ে দূর হবি, জানিস্?

শান্তি। এখানে থাক্‌বে কেডা হে, আপনি দূর কর্‌বেন? ছোটকর্ত্তার মায়ায় পড়ি যাতি পারি নে,—তাই তেনারি যখন জায়গা নাই, তখন মোরা কোথায় থাক্‌বো, আমুও আলোয় আলোয় পথ দেখি।

মাধ। আরে শোন্ না, রাগ কবিস্ কেন?

শান্তি। রাগ কর্‌ছে কেডা, কোন্ চাঁড়াল ; রাগ কর্‌তাম বড়কর্ত্তার কাছে, রাগ কর্‌তাম গিন্নীর কাছে, রাগ কর্ত্তাম বৌমার কাছে, রাগ কর্‌তাম ছোট

কর্ত্তার কাছে, রাগ কর্‌লি এরা মোরে না খেবিয়ে খেতো না। মেজবাবু, তোমার উপর রাগ কর্‌বো কি, কোলে কাঁধে নিয়ে মানুষ করেছিলাম, তা মানুষ হলি না, কর্‌বো কি? মোদের বরাত!

মাধ। এই নে, এই নে, এই নোটখানা নে।

শান্তি। আচ্ছা নিতিছি, কি বল্‌তিছ শুনি।

মাধ। হাঁ রে, রঙি কি করে রে?

শান্তি। বল্‌তিছি,—বল্‌তিছি, আর কি সুধাবে শুধাও।

মাধ। আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারিস্, আমার তারে বিশেষ দরকার আছে।

শান্তি। ও কাজটা আমা হতি বড় পাবা না মেজবাবু; রঙিকে তুমি চেন না, ও মৎলব করো না, ভাব্‌তিছ, ছোটঘরের মেয়ে, ছোটকর্ত্তা আপনার বিটীর মত মানুষ করেছে, রঙির যদি নিশ্বাস পড়ে, যেমন সোনার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল, তেম্‌নি তোমরা ছারখার হবে।

[প্রস্থান।

মাধ। আরে শোন্ না,—শোন্ না, এই হাজার টাকা নগদ নে,অ্যাঁ,চ'লে গেল! আমি ত আগেই বলেছিলাম, শাস্তে ব্যাটা ভারী পাজী, কৃষ্ণধন-বাবু বল্লে, টাকায় কি না হয়?

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। আরে মশাই, তোমার শাস্তেরও খোসামোদ কর্‌তে হবে না; রঙিকে চাও,—রঙি এই তোমার টিনের বাক্সের ভিতর।

মাধ। সে কি! সে কি!

সাত। এই চাবীটি নাও।

মাধ। তুমি কোথা পেলে?

সাত। তোমার বড় ভাজ খিড়কী দে বেরুলেন, আমিও তাঁর ঘরে ঢুকলুম। দেখ্‌লুম, চাবীর থোলো ভুঁয়ে প'ড়ে আছে, এই চাবীটি খুলে নিয়ে আর এই বাক্সটি নিয়ে স'রে এসেছি।

মাধ। এ বাক্স বৌয়ের ঘরে কি ক'রে এল?

সাত। আরে, বাড়ী কেনবার সময় বিন্দী ঐ দলীল বাঁধা রেখে দুশো টাকা ধার করে না। আমিই সে টাকাটা দিইয়ে দিই; টাকা শোধ করেছে, কিন্তু বিশ্বাস ক'রে দলীল আর ফিরিয়ে নেয় নি,এই-বার জোর ক'রে গে বাড়ী দখল করুন। তা হ'লে আর যাবে কোথা, ঐ বিন্দীই মেয়েকে নে গে একেবারে বাগানে পৌঁছুবে।

মাধ। তুমি যে বল্‌ছো, টাকা দিয়েছে।

সাত। আরে দখল তো এখন করুন, তার পর মোকদ্দমা ক'রে হেরে হারাব ও বিন্দী খুব ঘাগী আছে, ও মামলা-মোকদ্দমার দিকে যাবে না।

মাধ। তুমি যা জান কর, আমি তো তোমায় বলেছি যে, তোমার উপর সব ভার।

সাত। আসুন, একবার উকীলের সঙ্গে পরামর্শটা ক'রে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—*—

বিন্দুর বাটীর প্রাঙ্গণ।

বিন্দু ও রঙ্গিণী।

বিন্দু। রঙ্গিণি, মা, আমি হরির কাছে মানত করেছি যে, বড় বৌঠাকরুণের কাজে প্রাণ দেব, আমার সে মানসিক শোধবার সময় হয়েছে, বড়বৌঠাকরুণ আর ছোট কর্ত্তা যে কে, তা তুমি কতক জান; ঠিক জান না। আমাদের বাড়ী ছিল হরিপাল, তুমি কোলে, সে দেড় বচ্ছর ভুগে ম'রে গেল, চালে খড় নেই, তার সৎকার কর্‌বার পয়সা নেই, আমাদের গ্রামে একজন স্ত্রীলোক বল্লে, কল্‌কাতায় চল. সে পথ-খরচ দিয়ে নিয়ে এল, এনে তুল্লে কোথায় জান? সোনাগাছী এক বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে।

রঙ্গি। মা, তুমি এ সব পরিচয় আমায় দিচ্ছ কেন? ছোটবাবু আর বড়বৌমা আমাদের কে, তা কি আমি জানি নে?

বিন্দু। না, তুমি জান না, স্থির হ'য়ে শোন, তার পর আমি রাত হ'তে বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে, কি কালসাপের গর্ত্তে এসে বাসা নিয়েছি। আমায় কাপড় ছাড়িয়ে ভাল কাপড় পরিয়েছে, ফুলের মালা দিয়েছে সাবান মাখিয়েছে, চুল বেঁধে দেছে, আমি যত বারণ করি যে, আমি বিধবা মানুষ, এ সব বেশ-ভূষা কেন? ততই বলে, এ কল্‌কাতায় নোঙরা থাক্‌লে পুলিসে ধ'রে নে যাবে; যে মাগী আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল, সে ঐ বাড়ীওয়ালার দাসী, তারে দেশে দেখেছি, লুব, থান কাপড়, এখানে দেখ্‌লুম, চুল বেঁধেছে, চুড়ী হাতে দেছে, আমি মনে কর্‌লেম যে, সত্যই বুঝি কল্‌কাতার এই চাল। সে রাত্রি আমি তোমায় কোলে ক'রে কি ক'রে বেরিয়ে এসেছিলেম, তা আমি জানি, আর ভগবান্ জানেন। পরপুরুষ ছুঁয়েছে, মেরেছে, কামড়েছে, আঁচড়েছে, কিন্তু সূর্য্যদেব সাক্ষী, আমি বহুকষ্টে ধর্ম্মরক্ষা ক'রে পালিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় কি না, জানি না, কিন্তু এ কথা তুমি বিশ্বাস করো যে, তুমি অসতীর গর্ভে জন্মাও নি।

রঙ্গি। আমিও সূর্য্যদেবকে সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি যে, আমার মা অসতী, এ কথা আমার ধারণা হয় না; আমার কথা ফুটতে ফুট্‌তে কে আমায় দেবতার স্তব শিখিয়েছিল, কে আমায় সদুপদেশ দিয়েছিল, কে আমায় ছোটবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল, বড় বৌমাকে কে দেখিয়েছিল?

বিন্দু। আমি সে বাড়ী থেকে কোথায় যাচ্ছি, জানি না; যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ চলেছি, রাত পুইয়েছে, ফর্সা হ'য়েছে, কে যেন বল্লে, এটা চাল্‌ক, মনে আছে। তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমায় কোলে ক'রে একটি দেবী আমার বিছানায় ব'সে। তাঁর মুখ দেখেই আমার ভয় দূর হলো, সে দেবী এই বড় বৌঠাক্‌রুণ। তার পর ছোটকর্ত্তাকে দেখ্‌লেম, তাঁর দেবমূর্ত্তি দে'খে আমার মনে হলো যে, আমার বাপ, তিনি আমায় মা ব'লে ডাকেন।

রঙ্গি। মা, মা, সেই ছোটবাবু পাগল হলো! সেই বড়-মা চ'লে গেল! আমরা কিছু কর্‌তে পাল্লেম না।

বিন্দু। আমি ছ'মাস শয্যাগত থাকি, বৌঠাক্‌রুণ শুচি অশুচি না জ্ঞান ক'রে আমার সেবা করেছেন, সাহেব ডাক্তার দিয়ে ছোটকর্ত্তা আমার চিকিৎসা করিয়েছেন, যেমন মেয়ের ব্যামো হ'লে খরচ করে, সেইরূপ অকাতরে ব্যয় করেছেন, ভাল হ'লে আমায় বাসা ক'রে দেন, তিনি দোতালা বাড়ী ভাড়া করেছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে এসে খোলার ঘরে রইলেম; তিনি টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিই নে; বড় বৌঠাক্‌রুণের কাছে দশটি টাকা ধার ক'রে মুড়ি ভাজতুম, চিঁড়ে কুট্‌তুম, চাল-ছোলা ভাজতুম। ওঁরা কি কর্‌তেন জান! চাকর-দাসী দিয়ে আমি টের পেতুম না, দোকানকে দোকান কিনে নিতেন। তার পর এই ক'রে কিছু টাকা হাতে হলো, ছোটবাবু কাপড়ের দোকান ক'রে দিলেন;—তাইতে বাড়ী ঘর জোর কর্‌লুম, আরও দশ টাকা হাতে কর্‌লুম, দুঃখে সুখে তাই থেকেই চ'লে যাচ্ছে।

রঙ্গি। মা, তুমি আমায় কি বল্‌ছো?

বিন্দু। ছোটকর্ত্তাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, আমি বৌঠাক্‌রুণকে খুঁজে তাঁর কাছেই থাক্‌বো, আমি চল্লুম, আর দেখা হয় কি না।

রঙ্গি। মা, তুমি সঙ্গে তো কিছুই নিলে না, এক কাপড়ে চল্লে।

বিন্দু। বড় বৌঠাকরুণ এককাপড়ে বেরিয়েছেন, আমিও এক কাপড়ে চল্লুম। বাড়ীখানি রইলো তুমি খুটে খেতে পারবে, আমার যা রইলো, এই আকাল পড়েছে, কাঙ্গাল-গরীবদের খাইও।

রঙ্গি। মা, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?

বিন্দু। প্রাতর্বাক্যে বেঁচে থাক, যদি বড় বৌঠাকরুণকে ফিরিয়ে আনতে পারি, তা হ'লে ফিরবো, নইলে এই শেষ।

রঙ্গি। মা, তোমার কথা আমি মাথায় ক'রে নিলুম। আশীর্ব্বাদ কর, যেন ছোটবাবুকে ভাল করতে পারি।

বিন্দু। আসি মা।

রঙ্গি। এস মা।

[বিন্দুর প্রস্থান।

সূর্য্যদেব, আমারও প্রতিজ্ঞা শোন, যদি ছোটবাবুকে ভাল করতে পারি, তবেই অন্নজল মুখে দেব, নচেৎ আজ থেকে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করবো।

(গণককারের প্রবেশ)

গণ। ওরে বেটী, দিদি-মা কোথা গেল রে?

রঙ্গি। কেন?

গণ। আরে তোদের বাড়ী দখল করবে।

রঙ্গি। করুক্, আমার বাড়ী-ঘরের দরকার নেই।

গণ। দরকার নেই তো আমায় দে।

রঙ্গি। না, তুমি একটু দাঁড়াও, মার বাক্সটা বার ক'রে নিয়ে আসি।

গণ। আরে শোন—শোন।

রঙ্গি। আমি আসছি।

[প্রস্থান।

(দিনুর প্রবেশ)

গণ। ও ইনিস্পেক্টর-বাবু, ও ইনিস্পেক্টর-বাবু, কিছু খবর রাখেন না কি?

দিনু। ঠাকুর, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি, ম্যাজিষ্ট্রেট ভাল, তা নৈলে তোমাকে শ্রীঘর দেখিয়েছিল, তুমি যে কবুল দিতে গেলে কি সাহসে?

গণ। ও একটা অমন আছে।

দিনু। বললে না? আমার ওপর তদারকের ভার, তোমায় যদি গ্রেপ্তার করি?

গণ। তা বিবেক করুন গে, এ পথ কাশী কাষ্ঠ ধ্যান করেই হয়েছে। ওতে আমি ভয় পাইনে। তবে শনি মঙ্গলবারের মড়া, আর আমি আচার্য্য-বামুন, দোসর নেব, বৌটা বেঁচে যায়, এই আমার মনন।

দিনু। তোমার ভয় নাই, ও মামলা একরকম গুলিয়ে যাবে।

[দিনুর প্রস্থান।

(বাক্স হস্তে লইয়া রঙ্গিণী ও হলধরের প্রবেশ)

রঙ্গি। হলধর-বাবু, আমার একটি কাজ করবে? এই বাক্সতে কিছু টাকা আছে, তুমি যদি এই টাকাগুলিতে চাল কিনে যারা খেতে না পায়, তাদের দাও।

হল। এ কার টাকা?

রঙ্গি। আমার মা'র টাকা, তিনি গরীবদের খাওয়াতে বলেছেন। (গমনোদ্যত)

হল। রঙ্গিণি, কোথা যাও? তোমাদের বাড়ী দখল করবে।

রঙ্গি। আমি গণক মহাশয়ের কাছে শুনেছি।

হল। এতে কত টাকা আছে?

রঙ্গি। তা আমি জানিনে, এই চাবী লাগান আছে, খুলে দেখো, আমার মার যা ছিল, তাই।

হল। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে, তোমার মা কোথায়?

রঙ্গি। যদি দিন পাই, তোমায় সব বলবো, আমার এখন অবকাশ নেই। আমি অনেকক্ষণ ছোটবাবুকে ছেড়ে এসেছি, আমি তাঁর কাছে চল্লুম।

গণ। বলি, টাকা ত অতিথি-সেবায় দিলি, আর বাড়ীখানা কি সত্যি সত্যি আমায় দিলি না কি?

রঙ্গি। হ্যাঁ হলধর-বাবু, তুমি শুনে রাখ, আমি বাড়ী ওঁকে দিয়েছি। এই চাবী নাও।

[চাবী দেওন ও প্রস্থান।

হল। হ্যাঁ ভট্‌চায, ব্যাপারটা কি?

গণ। বলো বলো, বিবেক করুন গে, ঘোর রজনী।

হল। আরে ঠাকুর, কি ভণ্ডামো কর্‌ছো?

গণ। এই চক্ষু দুটো রগ্‌ড়ালেম, স্বপ্নই হোক আর জাগ্রতই হোক, দিন বল্‌তে হয়, আর একেও বিবেক করুন গে, হলধর-বাবু বল্‌তে হয়।

হল। ও ঠাকুর, কি গাঁজাখুঁরি ক'চ্ছ? বল না কি হয়েছে?

গণ। তা বিবেক করুন গে, আপনি ত হলধর-বাবু?

হল। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্থাকরা রাখ না ঠাকুর, আমি ও সব বুঝি।

গণ। বোঝেন যদি তো বোঝেন, আমি খপর দিতে এলুম যে, তোমাদের বাড়ী মেজোবাবু দখল কর্‌বে, ও বেটী বল্‌লে, তোমায় বাড়ী দিলুম; তার পর বাড়ীর ভেতর গেল, টাকার বাক্স নিয়ে এল, তা ত প্রত্যক্ষ জানেন,আপনাকে দিলে; আমায় বোঝাতে বস্‌ছিলেন, আপনি এখন বোঝান।

হল। তাই ত, এ ব্যাপারখানা কি?

গণ। এর মীমাংসা ত্র তিন রকম হয়। এক আপনি পাগল, আমি পাগল, ও বেটী পাগল। আর এক আপনি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, এ দিক্ দিয়ে এক রকম হয়। আর যা হয়, তা স্বপ্নেরও পাগলেরও বাবা।

বাবা, হল। সে কি?

গণ। শান্তিরামের ঠেঙে শুন্‌লুম, তোমাদের বড় বৌঠাকরুণ বিরাগী হয়ে চ'লে গেছেন, এর মা বেটী যদি খামোকা খামোকা তার পেছু পেছু বিরাগী হয়ে ছু'টে থাকে, আর এ তো শুন্‌লেন, আপনার ছোটমামার কাছে গেল। এক আপনার ছোটমামা সার, আর সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌লে।

হল। তাই তো ভট্‌চায, এমন কি হয়?

গণ। আর তো এই হলো। হলধর-বাবু, আমার একটা প্রতিজ্ঞা শুনুন, আপনার দাদাই হোন, আর পীরই হোন, এ বাড়ী যে কেউ দখল কর্‌বেন, তা তো আমার প্রাণ থাক্‌তে হচ্ছে না।

হল। তুমি কি কর্‌বে?

গণ। ও আমার মা'র বাড়ী, মাকে ফিরিয়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০—

কালীকিঙ্করের বৈজ্ঞানিক গৃহ।

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী।

কালী। সব তো শুন্‌লুম, এখন তুমি বাড়ী যাও।

রঙ্গি। তোমায় কার কাছে রে'খে যাব?

কালী। তবে থাক। তুমি কতদিন পাগল হয়েছ?

রঙ্গি। আমি পাগল হই নি।

কালী। আমার একটি কথা শুন, আমার ব্যথা লাগে না; তলোয়ারের চোট মার, ব্যথা লাগ্‌বে না; কোলের ছেলে না খেতে পেলে সাম্‌নে মার, ব্যথা লাগবে না; পৃথিবী শ্মশান হ'লে ব্যথা লাগে না; এক জায়গায় ব্যথা আছে, এক জায়গায় ভাবনা আছে, আমি আর কিছু ভাবিনে,—কিছু ভাবিনে, তোর জন্য ভাবি, কেন বল্‌তে পার? এ ভাবনা যায় কিসে বল্‌তে পার? তুমি চক্ষের উপর থাক্‌তে যাবে না, তুমি দূর হও।

রঙ্গি। ছোটবাবু, মনুষ্যত্ব হারিও না, তুমি একটু চেষ্টা কর, এখ্‌নি আরাম হবে।

কালী। মিথ্যাবাদী নও জানি, মিথ্যা বল্‌ছো না জানি, বুঝ্‌তেও পারি, আরামও হয়, তবে পাগল আরাম হয় না কেন জান?

রঙ্গি। তবে তুমি আরাম হচ্ছো না কেন? ছোট বাবু, আমার এই অনুরোধটি রাখ, তুমি আরাম হও।

কালী। আরাম হই নি কেন জান? আগে কেন পাগল হয় শোন, পুত্র-শোকে পাগল হয়, ভাল হ'লে তার ছেলেকে মনে পড়্‌বে, যন্ত্রণায় প্রাণ বেরুবে, তাই পাগল থাকে; সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পাগল হয়, ভাল হয়ে দেখ্‌বে আশ্রয়হীন, প্রাণের মমতা থাক্‌বে না, পেটের ছেলে খুন কর্‌তে এসেছে, ভাতের সঙ্গে বিষ দিয়েছে, ভাল হ'লে মনে পড়্‌বে, আবার পাগল হবে, মর্‌তে চাইবে না, যন্ত্রণা সঙ্গে থাক্‌বে, অকৃতজ্ঞতা বিষ, রাবণের চুলীর মত জ্বলে, মলেও চুলী জ্বল্‌তে থাকে, জ্বালা নেবে না।

রঙ্গি। ছোটবাবু, সংসারে যদি অকৃতজ্ঞতা না থাক্‌তো, তা হ'লে কৃতজ্ঞতার আদর কিসের? অধর্ম্ম যদি না থাক্‌তো বে ধর্ম্মের আদর কিসের? অসত্য য না থাক্‌তো, তা হ'লে সত্যের আদর কিসের? ছোটবাবু, আমার কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যদি আপনি একদিন ভাল হয়ে তার পরদিনেই মৃত্যু হয়, সেও-ভাল; অচৈতন্যাবস্থায় মর্‌বে, এই কি তোমার ইচ্ছা? পাগল হ'য়ে মর্‌বে, এই কি তোমার ইচ্ছা? পশু-মৃত্যু মর্‌বে, এই কি তোমার ইচ্ছা?

কালী। যা যা, কালকের ছুঁড়ী আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছে; দূর হ, কেন আর যন্ত্রণা বাড়াস্।

রঙ্গি। আমি তো তোমায় বলেছি, আমি যাব না।

কালী। আচ্ছা, তুমি খেয়ে এলেই আমি ভাল হব।

রঙ্গি। ছোটবাবু, তুমি মনে করেছো, আমি গেলেই তুমি স'রে যাবে, না? আমার মা ডেকেছিলেন, তাই একবার গিয়ে-ছিলুম, থেকে যাব না, যাতে তুমি ভাল হও— আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই, ব্যায়রাম নাই, মৃত্যু নাই, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌বো; বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি, ছোটবাবু, বল্‌তে পারিনে, তোমার যন্ত্রণা এর চেয়ে বেশী কি না; আমা-রও বড় যন্ত্রণা, কিন্তু দেখ, আমি পাগল হব না, তুমি না যদি ভাল হও, তা হ'লে আমার এ যন্ত্রণা রাবণের চিতার মত জ্বলুক, আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। তোমার যন্ত্রণায় ভয়, তাই তুমি আরাম হচ্ছ না, কিন্তু তোমার শিক্ষায় আমার যন্ত্রণায় ভয় নাই, যন্ত্রণাই আমার আনন্দ।

কালী। ভাল হয়ে কি কর্‌বো?

রঙ্গি। অনেক কাজ আছে, পৃথিবীর অনে-কের উপকার হবে।

কালী। তাতে আমার কি?

রঙ্গি। ছোটবাবু, এ কথার উত্তর তুমি আমায় শিখাও নি, পরোপকারে কি লাভ, তা তুমি আমায় শিক্ষা দাও নি। সত্য বল্‌তে, ধর্ম্মপথে চল্‌তে, পরোপকার কর্‌তে তুমি বলেছ, তাই করি; আর তুমি বলেছ, যে লাভালাভ বিবেচনা করে, সে ধর্ম্মপথে চল্‌তে পারে না, সত্য বল্‌তে পারে না, পরোপকার কর্‌তে পারে না; আমি তাই শিখেছি, এর লাভালাভ আমি শিখিনে, লাভালাভ আমি জানিনে।

কালী। ভাল হব?

রঙ্গি। হ্যাঁ।

কালী। তুমি সত্যি সত্যি বল, আমি ভাল হয়েছি।

রঙ্গি। আমি সত্যি সত্যি বল্‌ছি, তুমি ভাল হয়েছ।

কালী। আমি ভাল হয়েছি, আর আমি পাগল নই।

রঙ্গি। ভগবান্ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করু-

যেন, এতদিনে আমার কাজ ফুরুল, আমায় রাঙাপদে স্থান দাও!

কালী। রঙ্গিণি, রঙ্গিণি! কি কর্‌লে, এই জন্ম আমায় ভাল ক'র্‌লে?

রঙ্গি। (উঠিয়া) না না, এখনও কাজ রয়েছে, ছোটবাবু, তুমি ভেবো না, আমি মরিনে।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—o—

কৃষ্ণধন বসুর বাটীর বারান্দা।

কৃষ্ণধন বসু ও সিদ্ধেশ্বর দাস।

কৃষ্ণ। আমিও চিঠি পেয়েছি; উইল সত্যি হলেই তো দু'জনে ফাঁকে পড়্‌লেম।

সিদ্ধে। আঃ! সত্যি হ'লে কি বল্‌ছো! রেজেষ্ট্রারের কাছে ডিপোজিট ছিল, তিন বৎসর হয়ে গেলেও একটা আপত্তি হতে পার্‌তো, কদ্দূর টিক্‌তো, বলা যায় না, এই সবে দু'বচ্ছর দশমাস হয়েছে।

কৃষ্ণ। এখন উপায় কি?

সিদ্ধে। তোমার তো উপায় যা হোক, এক রকম করেছ, আমি যে অর্দ্ধেক সেয়ার বাঁধা রেখে, ঘর থেকে খরচা দিয়েছি।

কৃষ্ণ। আর আমিই বুঝি খরচা পেয়েছি? তুমিই তো ইন্‌জংসন্ বার ক'রে নগদ টাকা আটক করেছ; তোমারও যে দশা, আমারও সে দশা।

সিদ্ধে। আচ্ছা, ডোকে কিছু কব্‌লালে হয় না।

কৃষ্ণ। ভাই, তোমার আমার মত কটা এটর্ণী পাবে? তা হ'লে ভাবনা কি ছিল বল, আমাদের মতন হলে উকীল কৌন্সলীর অন্ন খায় কে?

সিদ্ধে। একবার চেষ্টা কর্‌লে হয় না?

কৃষ্ণ। তুমি কি মনে কর, আমি কসুর ? তোমার সঙ্গে না প করেই অর্দ্ধেক দিতে চেয়েছি।

সিদ্ধে। তা কি বল্‌লে?

কৃষ্ণ। ঐ চাটুর্য্যে আস্‌ছে, চাটুর্য্যের কাছে শোন।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

চাটুর্য্যে মশাই, ডো কি বলেছে, বল।

সাত। অ র মশাই, ডো ব্যাটা ভারী পাজী, বল্‌লে মস্ত ভারতবর্ষের টাকা দিলেও অন্যা র্য্য কর্‌তে পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। ব । কি হিপক্রীট দেখেছ।

সাত। মশাই, একা ওঁকেই দুষ্‌ছো কেন, ঠক বাছ্‌তে গাঁ উজোড়। মিষ্টার টি, রের মতন কৌন্সলী, আপনাদের মতন উকীল, অমন সরল অন্তঃকরণের লোক ক'জন পাবেন বলুন? দেখেছেন, ক'ব্যাটা কৌন্সুলী দু'পক্ষ খায়? আর উকীল ব্যাটাদের ধুয়ো হয়েছে কি জানেন, যে আমরা জুচ্চরী নিবারণ কর্‌বো হলপ করেছি। বিচারের সহায়তা করা আমাদের কাজ। রাণীর আইন রক্ষা আমাদের ধর্ম্ম। এই এমন সব বেকুবদের আপনি কি বোঝাবেন?

সিদ্ধে। বেকুব নয় হে—বেকুব নয়; বেশী খাঁই, বুঝ্‌তে পার না?

সাত। আজ্ঞা না, বেকুবই বটে। অনেকে মিথ্যা মোকদ্দমা জান্‌লে নেয় না; না হ'লে আপনাদের অনুগত হয়েছে কিসে, আপনাদের গুণে না?

কৃষ্ণ। আচ্ছা চাটুর্য্যে, তুমি একটা মৎলব বার কর, এখন কি করা যায়, যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়ে ঘর থেকে টাকা বার ক'রে আউট-পকেট দেওয়া গেছে।

সাত। বড় শক্ত ব্যাপার! বড় শক্ত সমিস্যা! ডো ব্যাটা কি কম পাজী, মেডিকেল বোর্ডেতে একজামিন করিয়ে সার্টিফিকেট নিয়েছে যে, ছোটকর্ত্তা পাগল নয়। আর আপনাদের ঘরের ঢেঁকি

কুমীর মিষ্টার ভুঁই, আর ডি, দু'জনে তার যোগাড় করেছে।

সিদ্ধে; ওহে, তখন তোমায় বল্লুম যে, দু'টোকে কিছু কাঁটাপোঁটা খেতে দাও।

কৃষ্ণ। তা হ'লে কি হতো, মেডিকেল বোর্ড আর ডো বসাতে পার্‌তো না?

সাত। তবু দু'টো বিলেতফেরা ডাক্তার হাতে থাক্‌তো। তা দেখুন, একটা ভাব্‌ছি, যদি হয়।

উভ। কি? কি?

সাত। ঐ কালীকিঙ্কর আদালতে আনাগোনা কর্‌তে পার্‌বে না ব'লে, ঐ হলধরটার নামে মোক্তারনামা দিয়েছে, তাকে যদি বাগিয়ে কিছু কর্‌তে পারেন।

কৃষ্ণ। সে তোমায় কর্‌তে হবে।

সিদ্ধে। চাটুর্য্যে, তোমার হাতেই আমাদের মরণ-বাঁচন।

কৃষ্ণ। কিন্তু ডো থাক্‌তে হলধরকে দিয়ে যে কিছু হয়, এমন তো আমি বুঝি না।

সাত। আর ব্রহ্ম-অস্ত্র, যদি রঙ্গিণীকে হাত কর্‌তে পার; তা হ'লে ডোই বলুন, আর সোই বলুন, কালীকিঙ্করকে ওঠাবে বসাবে।

সিদ্ধে। শুন্‌তে পাই, বুড়োর ওর ওপর ভারি আস্‌নাই।

কৃষ্ণ। আমাদের মিছে বল্‌ছো, সব তোমারই কর্‌তে হবে।

সাত। উটি আমার কর্ম্ম নয়। ও ছুঁড়ী যে কে, আমি কিছু বুঝ্‌লুম না; তবে হলধরকে দিয়ে যদি আপনারা পারেন।

(যাদব ও মাধবের প্রবেশ)

মাধ। মশাই, সর্ব্বনাশ হলো!

কৃষ্ণ। তোমরা জোচ্চোর, জোচ্চোরের সর্ব্বনাশ হবে না তো কি? বিষয় নাই, আশয় নাই, পার্টিসন স্যুট কর্‌তে গেলেন; দু'জন এটর্ণীর সর্ব্বনাশ করেছ, তা জান?

যাদ। মশাই, শুন্‌তে পাচ্ছি, আমাদের নামে ক্রিমিনেল ওয়ারিণ বেরুবে।

সিদ্ধে। তোমাদের ক্রিমিনেল জেল হওয়াই উচিত।

কৃষ্ণ। যাও, তোমরা দু'জনেই শ্বশুরবাড়ী যাও, স্ত্রীর গহনা সব নিয়ে এস, আর নোর সিন্দুক খুঁলে দেখ গে, জহরৎ মহরৎ কি আছে।

মাধ। মশাই, নোর সিন্দুক খুলে যা ছিল, সব তো এনে দিয়েছি।

যাদ। বড়বৌর গহনার বাক্‌সো শুদ্ধ তো আপনারা নিয়েছেন। একটা রূপোর ঘড়ী, পোকরাজের আঙটী পর্য্যন্ত বাড়ীতে নেই।

কৃষ্ণ। দেখ, রঙ্গিদের বাড়ীটে ছেড়ে দাও গে যাও।

মাধ। আজ্ঞা, সে তো আপনার কাছে বাঁধা।

কৃষ্ণ। আমি সে ছে'ড়ে দিচ্ছি। আমি তার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে চাই, তুমি দেখা করিয়ে দিতে পার?

মাধ। আজ্ঞা, সে আমি কি ক'রে দেখা করিয়ে দেব?

সিদ্ধে। তুমি পার?

যাদ। আজ্ঞা, না।

কৃষ্ণ: তবে তোমরা দুভাই দূর হয়ে যাও।

মাধ। মশাই, ওয়ারিণ হবে শুন্‌ছি, জেলে নিয়ে যাবে।

সিদ্ধে। যাও, তোমরা শ্বশুরবাড়ী যাও; স্ত্রীর গহনা-টহনা নিয়ে এস, আর শ্বশুরকে ব'লে যা খরচপত্র পাও, নিয়ে এস।

যাদ। আজ্ঞা, সে কিছুই পাব না, আমার শ্বশুর দেবেন না। জানানার বার হচ্চে চায় নি ব'লে আমাদের পরিবারকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, তাইতে শ্বশুর বড় রেগেছেন; মোকদ্দমা হওয়া অবধি দু'বার তিনবার আন্‌তে পাঠিয়েছি, পাঠান-নি।

কৃষ্ণ। ফুল! তোমার?

মাধ। আজ্ঞা, আমার শ্বশুরও যে, ওরও সে, তাদের দু বোনের সঙ্গে আমাদের দু'জনের বে হয়েছে।

কৃষ্ণ। তা হ'লে গহনাগাঁটি খরচাপাতি কিছুই আন্‌তে পার্‌বে না?

মাধ। কোথায় পাব বলুন।
কৃষ্ণ। রঙ্গির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবে না?
মাধ। কাকাবাবু তাকে বাগানে রেখেছেন; ডাক্তারে চিকিৎসা ক'চ্ছে, আমাদের সেথা যাবার যো নেই।
কৃষ্ণ। দূর হও—এখান থেকে।
মাধ। মশায়, জেলে গেলে আর বাঁচ্‌বো না, পাথর ভেঙ্গেই ম'রে যাব।
কৃষ্ণ। ত্যক্ত করো না, বেরিয়ে যাও।
যাদ। মেজ দা, চক্ষু খুলেছে কি?
মাধ। খুলেছে;—এখন আর কি হবে?
সিদ্ধে। বেরিয়ে যাও,—বাইরে গিয়ে চোখ ফুটোফুটি খেল গে।
মাধ। মশাই, রক্ষা করুন।
যাদ। মেজ দা, আর ইজ্জৎ খোয়াচ্ছ কেন?
মাধ। যাদব, কোথায় যাব—কি কর্‌বো?
যাদ। কাকাবাবুর পায়ে পড়ি গে চল।
মাধ। যেদো, ঠিক বলেছিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধে। ওহে, ওদের রিভারসনেরি রাইট লিখে নিলে হতো না?
কৃষ্ণ। মন্দ বল নাই।
সাত। আরে মশাই, আপনিও যেমন, ওদের খুড়ো মুখ দেখে না, বিষয় দিয়ে যাবে।
কৃষ্ণ। অত কর্‌তেও হবে না, সম্পত্তিই না হয় ছাড়িয়ে নেবে, আমাদের পাওনা তো ঘুচবে না।
সিদ্ধে। আর একটা বাঁধন দিয়ে রাখলে হতো।
কৃষ্ণ। তাও কোন্ হাতছাড়া হয়েছে? কর্‌লেই হবে। চাটুর্য্যে, রঙ্গিণীর উপায় কি বল?
সাত। সে আপনাদের হাত।
কৃষ্ণ। ডিনার রেডি, ওঠো।
সাত। আমিও আসি।
কৃষ্ণ। আচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সাত। আমার ইচ্ছা, ভট্টচায যেমন কবুল দিয়েছে, তেম্নি গে কবুল দিই। আমায় ছাড়বে না; না ছাড়ে, আর ক'দিনই বা বাঁচ্‌বো? না হয়, আমায় শুদ্ধ জেলে দিবে। চক্ষের সুখ তো কর্‌বো, আহা, বেশ হয়, রোজার ঘাড়ে বোঝা, উকীলের জেল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের উদ্যান-সম্মুখ।

কালীকিঙ্কর, যাদব, মাধব ও শালিগ্রাম।

মাধ। কাকাবাবু, রক্ষা করুন।
কালী। তোমার কি কথা? ভায়ে ভায়ে মিল হয়েছে যে দেখ্‌ছি।
মাধ। কাকাবাবু মাফ করুন। পরের পরামর্শে ক'রে ফেলেছি, ছু'ভায়ে বুঝ্‌তে পারি নি।
কালী। পরের পরামর্শে ভাইকে বঞ্চিত কর্‌বার চেষ্টা করেছ, খুড়োকে বিষ দিয়েছ, বড় ভাজকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছ, আর আপনার লোকের পরামর্শ বালককাল থেকে শুনেও বুঝ নি যে, এ সব কুকাজ। পরের পরামর্শ শোন নি, আপনাদের পরামর্শে এই সব কাজ করেছ; পরকে দূষো না, তোমাদের স্বার্থপর মনের পরামর্শ শুনেছ। ভেবেছিলে, সকলকে বঞ্চিত কর্‌বে। যে মরুক, যে চলে যাক, যে পাগল হোক; তা তোমাদের কি, আত্মসুখই সুখ।
যাদ। কাকাবাবু, কাকাবাবু, বুঝ্‌তে পারি নি।
কালী। বুঝ্‌তে পার নি কেন, সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছিলে। আপনার পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে অস্থির হও, আর বুঝ্‌তে পার নি যে, পরকে বিষ খাওয়ালে তার যন্ত্রণা হবে? বুঝ্‌তে পার নি, অনাথা বিধবা অন্নাভাবে পথে পথে বেড়াবে?—রাজরাণী থেকে ভিখারিণী হবে? তাতে তার কষ্ট আছে, এ কথা বুঝ্‌তে পার নি? জেলের ভয়ে

অস্থির হয়ে আমার পায়ে ধরতে এসেছ, সেই জেলে মাতৃবৎ বড় ভাজকে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলে! বুঝতে পার নি যে, জেলে কষ্ট আছে—গেলে তাঁর ক্লেশ হবে? সতীর নামে কলঙ্ক দিয়েছ, অপকলঙ্ক দিয়েছ, যে অপকলঙ্কে আত্মহত্যা করে, বুঝতে পার নি, অবলা পতিহীনার কি যন্ত্রণা? নির্ম্মল বালিকা পদ্মফুলের ন্যায় ফুটেছে, তাকে কলঙ্কিত কর্‌বার ইচ্ছায় তোমার চাকর শান্তিরামকে টাকা কব্‌লেছিলে; বুঝতে পার নি যে, কি দুর্নীত কাজ? সমস্তই বুঝেছিলে, কিন্তু পশুবৎ মনের দাস হয়ে, আত্মসুখের বশবর্ত্তী হয়ে পরের বেদনা উপেক্ষা করেছ। তোমাদের সাহায্য করা মহাপাপ,—সমাজবিরুদ্ধ পাপ, ন্যায়বিরুদ্ধ পাপ, নীতিবিরুদ্ধ পাপ।

শান্তি। তুমিও বুদ্ধিহারা হয়েছ? তা বেশ হয়েছে।

কালী। কি বল্‌ছিস্‌ শান্তে?

শান্তি। বল্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু! প্যাটের ছেলে ডরিয়ে অ্যাসে পায়ে ধর্‌তিছে, আর পা ঝিন্‌কুটে ফেল্‌তিছো? আক্কেল থাক্‌লে এগুলো করে!

কালী। তুই কি বল্‌ছিস্‌, দুর্জ্জনের সাজা হওয়াই উচিত।

শান্তি। তুমি বাপের ভাই, তাই বল্‌তিছি, বাপ হলি আর এ কথা বল্‌তি না। এরা দুর্জ্জন, এদের সাজা দিতে চাও, আর এদের যে বে দিয়ে এনেছ, সেডা মনে রাখ? সে দুডা বৌরি জ্যান্ত মরা কর্‌বা! বাপ-দাদার নামটা ডোবাবা! মনের পচা পাঁক উটকে দেখ্‌লে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বল্‌তো নি, তা আমরা মুরুখ্যু, আমরা আর তোমাদের কি বল্‌বো।

কালী। তা আমারে কি কর্‌তে বলিস্‌?

শান্তি। সে জুদো কথা, সেটা শলা কর, কিসে বাঁচে, তার একটা যোগাড় কর। দিহু সারজন কেস্‌ সাজাইছে যে, ছোট-বাবু মিথ্যামিথ্যি বৌ ঠাকুরুণেরে জেলে দেবার যোগাড় করেছিল, আর ম্যাজ-বাবু, উনি যোগাড় ক'রে বৌ ঠাকুরুণেরে দাওয়াই ব'লে বিষ দেওয়ায়েছেন; দিহুরে ডেকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে থামায়ে দিলে থেমে যাবে এখন

কালী। তোমরা কি কর্‌তে বল?

যাদ। আজ্ঞা হ্যাঁ, আপনি দিহুকে ডাক্‌লেই সব চুকে যায়।

মাধ। তা হ'লে আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

কালী। তোমাদের মন্তব্য এই যে, ঘুষ দেব, মিথ্যা বল্‌ব, মিথ্যা শেখাব; বালককাল থেকে অতটা শিক্ষা হয় নি, বৃদ্ধকালে পার্‌বো না। আমার চিরদিন ধারণা, মিথ্যায় কখনও সুফল ফলে না; সত্যের সংসার—সত্যপথই নিরাপদ্‌ পথ। তোমরা বল্‌ছো, তোমরা শিখেছ, কিন্তু এখনও মিথ্যার আশ্রয় কর্‌ছো, কিছুই শেখ নি, এখনও বালির উপর বনেদ কর্‌ছো। শিক্ষা কার নাম জান?—যে পথে অধঃপতন হয়েছ, সে পথ থেকে ফেরা; যে কুকাজ করেছ, তার সংশোধন করার চেষ্টা পাওয়া—অনুতাপ করা। দণ্ডের ভয়ে না, পুলিসের ভয়ে না। বল্‌ছো শিক্ষা হয়েছে, কিন্তু দেখ্‌ছি, আপনাদের জন্যেই তো ব্যতিব্যস্ত হয়েছ। সে যে অবলা, একবস্ত্রে চ'লে গেছে, তার কি কোন সন্ধান নিয়েছ? তাকে কি ঘরে আন্‌বার চেষ্টা পেয়েছ? শান্তিরাম, তুমি আমায় তিরস্কার কর্‌লে যে, আমি বাপ হ'লে এরূপ কর্‌তেম না; কিন্তু বাপ হ'লে যদি সন্তানকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা অবলম্বন কর্‌তে হয়, তা হ'লে ভগবানকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিই যে, তিনি আমায় সন্তান দেন নি। বাপ-দাদার নাম? যদি মিথ্যাকথায় বাপ-দাদার নাম রক্ষা কর্‌তে হয়, সে নাম লোপ হওয়াই ভাল। আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা যে, মান, ধন, মমতা, প্রাণ, যে কোন প্রলোভনে মিথ্যার পথ

অবলম্বন না করি। মিথ্যায় যেন আমার চিরদিন দ্বেষ থাকে। মাধব, যাদব, যদি তোমাদের নিজ নিজ দুষ্কর্ম্ম আদালতে স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি ভাল কৌন্সলী দিয়ে তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাব। তাতে না হয়, লাট সাহেবকে ধর্‌বো; আমি স্বীকার পাচ্ছি—অর্থ, পরিশ্রম, সৎপরামর্শে যত দূর হয়, তোমাদের দণ্ডনিবারণের জন্য কর্‌বো, কিন্তু মিথ্যার সাহায্য আমা দ্বারা হবে না, মিথ্যায় আমার ঘৃণা, সে ঘৃণা বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ কর্‌বো না।

[প্রস্থান।

মাধ। শান্তিরাম, সর্ব্বনাশ হলো! কাকাবাবু তো কিছু কর্‌লেন না।

(দিনু ইন্‌স্পেক্‌টরের প্রবেশ)

দিনু। মশায়দের আমার সঙ্গে আসতে হয়েছে।

শান্তি। এঁ্যা, ধর্‌তি আইছো নাকি! হ্যা দেখ সারজনবাবু, আমি যরদরজা ব্যাচে অ্যানে তোমারে পান খাতি দিচ্ছি,এ ছুড়ো ছোঁরারে ছাড়ান দ্যাও।

দিনু। শান্তিরাম, আমার হাত নাই; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডিটেক্‌টিভকে দিয়ে স্বয়ং তদারক করিয়েছেন,এঁদের গ্রেপ্তার কর্‌তে স্বয়ং এসেছেন।

মাধ। যেদো, এই তো জেলে নিয়ে চল্‌লো, আমাদের কি কেউ নেই রে যে, রক্ষা করে?

যাদ। দাদা, আমি আছি; তুমি ভেবো না, আমি তোমায় বাঁচাব। আমি বল্‌বো যে,আমি তোমার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করেছিলুম। আমি বিষ দিয়েছি।

মাধ। না যেদো, চল্, দু'জনেই সত্যি কথা বল্‌বো, অদৃষ্টে যা থাকে হবে। কিন্তু একটি অমূল্যধন আমি পেলুম, সম্পদে ভাই খুইয়েছিলেম, বিপদে ভাই খুঁজে পেলেম।

যাদ। দাদা,জীবনে মরণে আর আমাদের কেউ তফাৎ কর্‌তে পার্‌বে না।

দিনু। পুলিসের চাকুরীতে রকম রকম দেখ্‌তে হয়। গোড়ায় ভাল বীজ পড়েছে, বোধ হয়, এ্যাদ্দিনে কাঁটাবন ঠেলে তাই গজাচ্ছে। বিপদের কোদালে বড় কাঁটাগাছ চেঁচে ফেলে।

(রঙ্গিনীর প্রবেশ)

রঙ্গি। দিনুদাদা,এদের কোথায় নিয়ে যাও?

দিনু। ওয়ারেণ্টে ধরেছি।

রঙ্গি। এদের বাঁচাবার কোন উপায় আছে?

দিনু। আমি তো দেখ্‌ছিনে, ম্যাজিষ্ট্রেট বে রেগেছে, বোধ হয়, আগে থাক্‌তেই রায় লিখে ব'সে আছে। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমি চল্লুম, এর পর দেখা ক'রে সব কথা বল্‌বো।

[দিনু, যাদব ও মাধবের প্রস্থান।

শান্তি। হা অদৃষ্ট! কি হলো! কি হলো! সংসারটা খানেখারাপ হলো!

[প্রস্থান।

রঙ্গি। নিশ্চিত মায়া। এমন ভোজবাজী আর নেই। এই সুন্দর সংসার মৃত্যুর আগার, সমস্তই বিপরীত! বিপরীত বস্তু এক স্থানে বর্ত্তমান, অবিচ্ছিন্নরূপে সংলিপ্ত। আলোর সঙ্গে অন্ধকার, ভালর সঙ্গে মন্দ, সুখের সঙ্গে দুঃখ. দুধ জলের সঙ্গে যেমন মিশ্রিত। কোথায় সুখের শেষ, কোথায় দুঃখের আরম্ভ, কোথায় আলোর শেষ, কোথায় অন্ধকার আরম্ভ; এ কার সাধ্য নির্ণয় করে? কার্য্যকারণ অনন্তকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ, আজ যেটা কার্য্য, কাল সেটা কারণ; আবার কালকার কার্য্য পরশুর কারণ; কার্য্য-কারণ স্থির করা, কার্য্যফল বিচার করা মানব-শক্তির অতীত। চক্ষের উপর আমার কার্য্যের ফল দেখ্‌লুম, বৌমাকে বাঁচাতে গেলুম, সেই ফলে এদের বাঁধা লুম! এদের পরিবারদের অনাথা কর্‌লুম! ভাল করেছি, কি মন্দ করেছি, ভগবান্‌, তুমি জান। প্রভু? যত দিন দেহে প্রাণ আছে,কার্য্যের স্রোত নিবারণ হবে না; কিন্তু হে সর্ব্বমঙ্গলাকর, হে জ্ঞানদাতা,

রাজীব-পদে অবলার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, আর যেন কার্য্যগরিমা মনে স্থান না পায়। তুমিসর্ব্বনিয়ন্তা, ভাল মন্দ তোমার পদে অর্পণ কর্‌লেম।

(কালীকিঙ্করের পুনঃ প্রবেশ)

কালী। তুমি হেথায় উঠে এলে কেন? তোমায় ডাক্তার বাইরে আস্‌তে বারণ করেছে।

রঙ্গি। ছোটবাবু, কে চেঁচিয়ে বল্‌লে যে, "আমাদের রক্ষা করে, এমন কেউ নেই?" কথাটা শেলের মতন অন্তরে বাজ্‌লো, তাই চলে এসেছিলেম। এসে দেখ্‌লুম কি জান? তোমার তুই ভাই-পোকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে।

কালী। পাপের দণ্ড হয়েছে, তুমি কি কর্‌বে?

রঙ্গি। পাপের দণ্ড; মার্জ্জনা নাই? তবে তো মানবদেহধারণ মহাবিপদ্‌! যদি মার্জ্জনা না থাকে, কোথায় যাব,—কোথায় দাঁড়াব! আমি অন্তর্দ্দৃষ্টিতে দেখছি, এ জীবন কেবল কার্য্যপ্রবাহ, সকল কার্য্যই কলুষিত এর যদি দণ্ড হয়, যদি মার্জ্জনা না থাকে, এ কার্য্য-ফল যদি ভোগ হয়, তা হ'লে তো অনন্ত-কালেও নিস্তার নাই।

কালী। ও সব তর্কের সময় এখন নয়, তোমার শরীর বড় অসুস্থ, এ সব চিন্তায় তোমার পীড়া বৃদ্ধি হবে।

রঙ্গি। ছোটবাবু, তুমি সামান্য রোগকে ভয় কর্‌তে বল্‌ছো, কিন্তু মহারোগের কি উপায়! এ রোগে দেহনাশ কর্‌বে, এই আশঙ্কা; কিন্তু দেহনাশেও ত সে রোগের নিষ্কৃতি নাই। মার্জ্জনা নাই। অতি ভয়ানক কথা, অকুল পাথার! আমার প্রাণ আকুল হচ্ছে!

কালী। কে বল্‌লে মার্জ্জনা নাই? ভগবান্‌ অপরাধভঞ্জন, তিনি মার্জ্জনা করেন।

রঙ্গি। তবে কি মার্জ্জনা কেবল মানুষের নিষেধ? তা হ'লে মানুষ অপেক্ষ হিংস্রক জন্তু হওয়া ভাল; আমি কুকুর-কেও মার্জ্জনা কর্‌তে দেখেছি। যদি মানুষের মার্জ্জনা নিষেধ হয়, তা হ'লে এমন হীনজন্ম আর নাই।

কালী। তুমি আমায় কি বল্‌ছো?

রঙ্গি। আমি তোমায় কিছু বলি নি, আমি আপনাকে বল্‌ছি। যে দিন তুমি বলে-ছিলে, তুমি আর পাগল নও, তুমি ভাল হয়েছ, আমার মনে হয়েছিল যে, আমার কার্য্য শেষে হয়েছে। দেহ অবশ হ'ল, ভাব লুম, আমার চরমকাল! কিন্তু কে যেন আমায় বল্‌লে, "তোর এখন সময় নয়, তোর কাজ বাকী আছে!" আমার সেই কথায় দেহ সবল হ'য়ে আবার কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাল; কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, সকল কার্য্যই কলুষিত—ঘোর অন্ধকার! কেবল দূরে একটি ক্ষীণ আলো,—দয়া! সকলি অন্ধকার! কেবল দয়ারই উজ্জ্বল শিখা দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই যে আমার সম্মুখে রাজপথ। সুন্দরস্বরে গান হচ্ছে—মার্জ্জনা, মার্জ্জনা! দেবদূতে গান কর্‌ছে —মার্জ্জনা মার্জ্জনা। সকলকে মার্জ্জনা; শত্রুকেও মার্জ্জনা। দূরে মনুষ্যত্বের সুন্দর মন্দির, আমি চল্‌লেম।

কালী। কোথায় যাবে?

রঙ্গি। তুমি ভেবো না, বাধা দিও না। আমার অনেক কাজ আছে, কাজ থাক্‌তে দেহ যাবে না, আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান

কালী। বালিকা আমার শিক্ষাদাত্রী। বালিকা আমার গুরু। ক্রোধ আমার হৃদয় অধিকার করেছে, প্রতিহিংসা আসন গ্রহণ করেছে, তাই সত্যের দোহাই দিয়ে ভয়ার্ত্ত বালকদের মার্জ্জনা করি নাই। কিন্তু আজ হ'তে মার্জ্জনা—মার্জ্জনা? মার্জ্জনাই মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

পথ।

পাহারাওয়ালা, দিনু, যাদব, মাধব, ম্যাজিস্ট্রেট, মন্দাকিনী, নিস্তারিণী।

মন্দা। কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাও? এ যে সাহেব, সার্জন, পাহারাওয়ালা, এই নাও, আমাদের গহনা নাও। আমরা তোমাদের পত্র পেয়েই বাপমাকে না ব'লে রাতারাতি বেরিয়ে এসেছি। এই নাও—নাও, সাহেবদের দিয়ে চ'লে এস।

ম্যাজি। ঐ স্ত্রীলোকদ্বয় কে, কি বলিতেছে?

মন্দা। সাহেব, ইনি আমার স্বামী, আর ইনি আমার ভগ্নীর স্বামী। এই নাও, আমাদের গহনা নাও, এঁদের ছেড়ে দাও।

ম্যাজি। দিনু, উহাদিগকে এ কথা বলিতে বারণ কর, ইহাতে আমাকে ঘুষ নিতে বলা হয়, তাহা হইলে উহাদের সাজা হইতে পারে।

নিস্তা। সাহেব, যে সাজা হয় দাও, আমাদের প্রাণদণ্ড কর, এঁদের ছেড়ে দাও!

মন্দা। সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, এঁদের ছেড়ে দাও।

যাদ। দাদা, দাদা, দেখেছ,—অতি সুবিচার! অতি সুবিচার!! মার মতন বড় ভাজকে তাড়িয়ে দিয়েছি, স্ত্রী এসে পথে দাঁড়িয়েছে, অতি সুবিচার! অতি সুবিচার!! আর সাজাতে আমার ভয় নাই।

মাধ। মন্দাকিনি! বৌমা! তোমরা ঘরে যাও।

মন্দা। ঘর! কোথায়! কোথায় যাব! যেখানে তুমি, সেইখানে আমার ঘর; যেখানে ঠাকুরপো, সেখানে নিস্তারিণীর ঘর; আর তো আমাদের ঘর নেই! বাপের বাড়ী ছে'ড়ে এসেছি—আর কোথায় যাব? যদি তোমাদের নিয়ে যায়, তা হ'লে আমরা পথের কাঙ্গালী—পথে পথেই ফিরবো।

নিস্তা। সাহেব, দয়া কর; যদি ওঁরা দোষী হন, আমরা নির্দ্দোষী, আমাদের সাজা দেবেন না। সাহেব, সকলের মুখে শুনি, তোমাদের সুবিচার; তবে একের দোষে অন্যের সাজা কেন দেন? আর যদি নিতান্তই সাজা দেবেন, তবে আমাদের সাজা দিয়ে এঁদের নিষ্কৃতি দিন্। সাহেব, আমরা কুলস্ত্রী, আমাদের কিছুই নাই, আমাদের স্বামীই সর্ব্বস্ব, স্বামীই দেবতা, স্বামীই উপাসনা, স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, একমাত্র স্বামীর মুখ চেয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। স্বামীধনে যে স্ত্রী বঞ্চিতা, সে রাজরাণী হইলেও কাঙ্গালিনী,—হীনের হীন, দীনের দীন—জীবন্মৃত। সাহেব, বিনা অপরাধে অবলাদ্বয়কে এ কঠিন সাজা দেবেন না।

ম্যাজি। তোমরা কি আমায় সাজা লইতে বল? দোষী ছাড়ান দিলে সাজা পাইব।

মন্দা। সাহেবেরা সকলি পারে। যদি এদের খালাস দিলে তোমায় সাজা পেতে হয়, আমি প্রাণ থাকতে এ কথা কখনও মুখে আন্‌বো না; কিন্তু আমাদের উপায় করুন, আমরা আপনার চরণে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি, আমাদের প্রাণভিক্ষা দিন। আর যদি নিতান্তই সাজা দেবেন, তবে এদের সঙ্গে আমাদেরও সাজা দিন। স্বামীর কাছে থাকতে দিন, স্বামীর সেবা করতে দিন, অবলাকে ভিক্ষা দিন - বঞ্চিত করবেন না।

ম্যাজি। দিনু, দেখিতেছি কর্ত্তব্যের অপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য আছে। দিনু, ইহাদের কেহ জামিন হইতে পারে?

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার সেলাম, আমি জামিন।

ম্যাজি। তুমি জামিন! তোমারি কথায় আমি তদারক করাইয়া ইহাদিগকে

দে জানিয়া ধরিয়াছি। আমি জানিতাম যে, ইহারাই তোমার শক্র।

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, আমার শক্র আমি, আর আমার শক্র নেই। তবে আমার কথা শুনে হুজুর এ বিষয় যে অনু-সন্ধান করেছেন, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমা হ'তে একটা সংসার উচ্ছন্ন যাচ্ছে; দু'জন নির্দ্দোষী স্ত্রীলোক পথে দাঁড়িয়েছে, অধিক কি হয় জানি না— চিরদিন সুখে লালিত, কারাগারে কষ্টে হয় তো প্রাণবিয়োগ হ'তে পারে। ভাব্‌ছি, ভগবান্ কি কর্‌বেন, আমায় কি নরহত্যা স্ত্রীহত্যার ভাগী কর্‌বেন!

ম্যাজি। জামিন হইয়া অদ্য খালাস করিতে পার, কিন্তু ইহারা দোষী, দণ্ড নিবারণ কি রূপে করিবে?

রঙ্গি। আমি মহারাণীর কাছে যাব, তাঁর জুবিলির দিন উপস্থিত।

ম্যাজি। শুনিয়াছি, তুমি ইহাদের খুড়োকে ভাল করিয়াছ। তিনি কোথায়?

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। হুজুর, আমি উপস্থিত।

ম্যাজি। কি নিমিত্ত?

কালী। অভাগাদের জামিন হব, পুত্রবধূ-দের ঘরে নিয়ে যাব।

ম্যাজি। এই স্ত্রীলোকটি আপনার কে?

কালী। আমার শিক্ষাদাত্রী দেবী— ধ্যানের মূর্ত্তি।

ম্যাজি। আপনি আমার সহিত আসুন। তুমি এই স্ত্রীলোক দুইটিকে লইয়া যাও। আপনারা ভাবিবেন না, ভগবান্ আপনাদিগের সাহায্য করিতে পারেন। আমি জামিন লইয়া ইহাদিগকে খোলসা দিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—o—

রঙ্গিণীর গৃহ।

সাতকড়ি, গণককার ও হলধর।

গণ। হলধর-বাবু, আপনি যে এক নারী-বিদ্যা আমায় দিয়েছেন, তাহাতেই বস্ আছে।

হল। তারা আস্‌বে তো?

সাত। আজ্ঞা, এই আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। আমি একজনকে বলেছি, আটটার সময় আস্‌তে, আর একজনকে বল্লুম সাড়ে আটটার সময় আস্‌তে।

হল। অবিশ্বাস কর্‌বে না তো?

সাত। আজ্ঞা না, তারা দু'জনেই সন্ধান নিয়েছে যে, এ রঙ্গিণীর বাড়ী, আর সিদ্ধেশ্বর-বাবু তো সদর-দোরের চাবি পেয়েই আহ্লাদে আটখানা!

হল। ব্যাটারা কি জুচ্চোর, কি পাজী, আপনাদের ভেতরও মিল নাই।

সাত। আরে মশাই, কৃষ্ণধন বাবু বলে, সিদ্ধে-শ্বরকে বোলো না, সিদ্ধেশ্বরবাবু বলে, কৃষ্ণধনকে বোলো না, দিনু বাবুকে ঠিক করেছেন তো?

হল। সে সকল কথা শুনে রেগে লাল হয়ে আছে।

নে-কৃষ্ণ। চাটুর্য্যে! চাটুর্য্যে!

সাত। দোর খোলা আছে, আসুন,— আমি হলধর বাবুকে ডেকে আন্‌ছি।

[সাতকড়ি ও হলধরের প্রস্থান।

গণ। এই কাজটি আমার শেষ। এইটি বংশের শেষকীর্ত্তি। মা বেটী রাগ কর্‌বে, তা করুক।

(কৃষ্ণধনের প্রবেশ)

গণ। মশাই, মশাই, এ ঘরে বস্‌বেন না —এ ঘরে বস্‌বেন না।

কৃষ্ণ। কেন? আমি এ বাড়ী দখল করেছি।

গণ। আজ্ঞা, এ পাগ্‌লাঘর।

কৃষ্ণ। পাগলাঘর কি?

গণ। ডাক্তার বাবু, বিবেক করুন গে,

আমার মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, আমি কৃষ্ণধন বসু, এটর্ণি এ্যাট ল।

গণ। তা ভট্‌চায্যি মশাই, সরে আসুন, সরে আসুন, এখনি উন্মাদ ক্ষেপে উঠ্‌বেন।

কৃষ্ণ। পাগল না কি!

গণ। আজ্ঞা হ্যাঁ, এ ঘরেরি গুণ, পোদ্দারের পো, পালাই চল—পালাই চল।

কৃষ্ণ। তুমি সরে যাও, তা না হ'লে আমি তোমায় বাঁধিয়ে দেব।

[গণকের প্রস্থান।

(সাতকড়ি ও হলধরের পুনঃ প্রবেশ)

সাত। মশাই, হলধর বাবু ব'লে হেদিয়ে ছিলেন, এই দেখুন।

কৃষ্ণ। হলধরবাবু, আপনি এ রকম ক'রে বেড়ান কেন? আপনি অত বড় বিষয়ের আমমোক্তার, আপনার মামা চক্ষু বুজ্‌লেই শুনেছি, আপনাকে সব দিয়ে যাবেন, আপনার কি ধুতি চাদর প'রে বেড়ান ভাল দেখায়?

হল। মশাই, আর লজ্জা দেবেন না,—লজ্জা দেবেন না। এই মেলটা এলেই ঠিক আপনাদের মত কালা সাহেব হয়ে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। না, আমি আজই আপনায় সুট কিনে দেবো, আপনার টাকা না থাকে, আমি টাকা দিচ্ছি।

হল। মশাই, টাকার অভাব কি? এই সে দিন ছোটমামায় বাকি খাজনার ডুক্রোর টাকা এল, আমার নামেই ব্যাঙ্কে জমা দিলেন; এই ত্রিকাল পঁচি লাখ টাকা সুদ এল, আমায় জলপানি দিলেন, এই পাঁচ ক্রোর টাকা আবাদ কিন্‌তে দিয়েছেন।

সাত। ডাক্তার-বাবু, ডাক্তার বাবু, এ কথা মিথ্যা বিবেচনা কর্‌বেন না।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, বাবু কে, চাটুর্য্যে কি গাঁজা খেয়েছ?

হল। ও'র কথা ধর্‌বেন না। উনি পাগল, ওঁর কথা কথা ধর্‌বেন না,—

কৃষ্ণ। উঃ—

হল। কি বল্‌ছেন?

কৃষ্ণ। আপনার আমাদের সঙ্গে মেশা ভারি উচিত; কংগ্রেস প্রভৃতি বড় বড় কাজে আপনার হাত দেওয়া উচিত।

হল। বল্‌তে হবে না মশাই,—বল্‌তে হবে না; এই মেলটা আসুক।

কৃষ্ণ। মেলটা আসুক কি?

হল। আমি বিলেতি পোষাক অর্ডার দিয়েছি, এই মেলে পঁহুছবে; আমায় এ দিশী পোষাক পছন্দ হয় না।

কৃষ্ণ। কি অর্ডার দিয়েছেন?

হল। দেড়শ ডজন সার্ট, পৌনে দু'শ ডজন পেণ্টুলেন,—

কৃষ্ণ। ঠাট্টা কর্‌ছেন?

হল। আজ্ঞা না, আর পৌনে চারশ ডজন নেকটাই, স পাঁচশ ডজন ষ্টীক, আর সাড়ে পাঁচশ ডজন ফ্ল্যাগ।

কৃষ্ণ। কি পাগ্‌লামো ক'র্‌ছেন?

সাত। আজ্ঞা না মশাই, সত্যি সত্যি দিয়েছেন।

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে, কি তুমি বক্‌ছো?

সাত। আজ্ঞা হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। ফ্ল্যাগ ফরমাস দিয়েছেন কেন?

হল। আজ্ঞা, আপনাদের সঙ্গে মিশ্‌লে লাট সাহেব হব তো? তখন বাড়ার ওপর দেব।

কৃষ্ণ। কি বল্‌ছে! চাটুর্য্যে ব্যাটাও তো সায় দিচ্ছে, ওরা মদ খেয়ে এল নাকি! এই তো বেশ ছিল।

হল। আর ধরুন গে, ঘোড়া ফরমাস দিয়েছি বাইশ কাহন, গাড়ী ফরমাস দিয়েছি দশ পোণ, সইস ফরমাস দিয়েছি ন গণ্ডা, কোচম্যান ফরমাস দিয়েছি আড়াই গণ্ডা।

সাত। আজ্ঞা হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। অ্যাঁ! এ কি সত্যি পাগলা ঘর নাকি?

সাত। আজ্ঞে।

টাকা দিয়ে বশ করতে আসি নি—প্রেমে বশ করতে এসেছি। শুনেছিলেম, রঙ্গিণীর মোগলের পোষাকে বড় সখ, তাই আমি মোগলের পোষাকে এসেছিলেম।

কৃষ্ণ। মশাই, আমি সে সমস্ত কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একরার দিতে রাজী আছি যে, মিথ্যা ক'রে ভুলিয়ে নিয়েছি, আমাকে রক্ষা করুন।

সিদ্ধে। মশাই, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি।

কালী। দিনু বাবু, যদি চোর গ্রেপ্তার ক'রে থাকেন, তা হ'লে সকলকে গ্রেপ্তার করুন। আমি চার্জ্জ দিচ্ছি যে,এরা চোর ডে'কে এনে ধরিয়ে দেছেন ; যদি চুরি হ'য়ে থাকে ত এরা তার অংশী।

দিনু। মশাই, আমায় মার্জ্জনা করবেন। রঙ্গিণীকে আমি ভগ্নী অপেক্ষা স্নেহ করি, তার প্রতি অত্যাচার হবে শুনলেম, বঁড়-মা পথে পথে বেড়াচ্ছেন—এরা আপনাদের সর্ব্বনাশ করেছেন,এই ক্রোধে আমিও সহকারী হয়েছি। যদি কৃপা ক'রে মার্জ্জনা করেন, করুন; নচেৎ অপর ইন্‌স্পেকটার ডেকে আমায় শুদ্ধ বাঁধিয়ে দিন। আমিও এদের সহকারী।

কালী। রঙ্গিণী যদি তোমার ভগ্নীর অধিক হয়, তা হ'লে আদালতে তার নামে কলঙ্ক করতে কিরূপে প্রস্তুত হয়েছিলে? সকল কথাই আদালতে প্রকাশ হ'তো, তা হ'লে লোকে মন্দই বিশ্বাস করতো। নীরব হ'য়ে আছ যে? মনে স্থান দিও না যে, কখনও কুকাজে সুফল ফলে। তোমরা লোকরক্ষক, মহারাণী তোমাদিগকে লোকরক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছেন। যদি কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্যসাধন করতে, যদি যমের ন্যায় লোকে তোমাদের না ভয় কর্ত্তো, রক্ষক ব'লে জ্ঞান করতো, তা হ'লে কি চুরি, ডাকাতি, খুন চাপা থাকে ? যদি পদবৃদ্ধি উপেক্ষা করতে, যদি কর্ত্তব্য একমাত্র অবলম্বন করতে,তা হ'লে হ'তে পারে যে, তোমার উপরস্থ লোক তোমার অকর্ম্মণ্য ভাবতো ; কিন্তু নিরপেক্ষ ভগবান্ তোমার কার্য্য দেখতেন। কর্ত্তব্যসাধনে উপস্থিত ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সত্য, কিন্তু পরিণাম অতি উজ্জ্বল। এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমাদের পুলিসে অনেক পাবে। তাঁহারাই যথার্থ শান্তিরক্ষক,—শান্তিময় ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজিত।

দিনু। মশাই, আমি বড় আক্ষেপ করতেম যে, আমি ক্ষমতাশালী হইনে কেন ? কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারলুম যে, তা হ'লে আমি কত মহাপাপে লিপ্ত হ'তুম, তার আর সংখ্যা নাই। আমি আজই ডিপুটী কমিশনরের কাছে যে'য়ে কাজে জবাব দেব। আমি আপনাদের ছে'ড়ে দিলুম, আপনাদের যথা ইচ্ছা যেতে পারেন ; মশাই, আমি ব্রাহ্মণ, আপনাকে নমস্কার করতে পারি না, কিন্তু অন্তরের কথা কি বলবো, আপনি আমার শ্রদ্ধাস্পদ দেবতা।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। মশাই—মশাই,আমার সঙ্গে আসুন,—আপনার ভাইপোর বিষয় আমি রিকনভে ক'রে দিচ্ছি।

সিদ্ধে। মশাই,আমিও প্রস্তুত।

কালী। কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন করবেন, আমায় ডাকছেন কেন ?

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞা।

কালী। হলধর, শান্তিরাম, তোমাদের কার্য্যের ফল কি জান ? আমাকে সাজা দেবে ; তোমরা সাজার যোগ্য, কিন্তু রঙ্গিণী বলেছে,—মার্জ্জনা,আমি শিখেছি—মার্জ্জনা, তোমাদের মার্জ্জনা করলুম। দু'জন নিরপরাধীকে চোর ব'লে বাঁধিয়েছিলে, এতে তোমরা পুলিসে দণ্ডনীয়, আমি এ সকল জেনে তোমাদের পুলিসে ধরাচ্ছি না, এতে আমি দণ্ডনীয় ; আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গে

দণ্ড নেবো, তোমাদের নাম কর্‌বো না। রঙ্গিণী মা না কর্‌তে বলেছে, মার্জ্জনা কর্‌লুম।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটবাবু,—ছোটবাবু, আমি বিদায় হ'তে এসেছি, আমার কাজ আছে, আমি চল্লুম। বড়-মা, মা পথে পথে বেড়াচ্ছেন, আমার মন বল্‌ছে—অনাহারে বেড়াচ্ছেন, হয় তো কোথায় মুমূর্ষু হয়ে প'ড়ে আছেন, আমি আর থাকতে পাচ্ছি নে। আমায় টান্‌ছে—আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

কালী। যাও, রঙ্গিণি, যাও! আমারও কাজ আছে, আমিও চল্লুম।

[প্রস্থান।

সাত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমোদ হলো না,—আমোদ হলো না।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ হে, সত্যকথা তো সত্য দেখ্‌তে পাই, সজ্জন সত্য আছে।

সিদ্ধে। তাই ত দেখ্‌ছি, এ পথ দেখ্‌লে হয় না।

কৃষ্ণ। তাই ভাব্‌ছি।

গণ। কিছু ঠিক করুন গে, আমিও ঐরূপ ভেবেছিলাম; কিন্তু আল্‌কাতরা ধুলে যায় না।

কৃষ্ণ। দেখ, কতকগুলো পাগ্‌লামো মনে উঠ্‌ছে। অন্যায় নিবারণ কর্‌বো, দুর্ব্বলের পক্ষ হব, অত্যাচারীর বিপক্ষ হব, ল'র গৌরব রাখ্‌বো, জষ্টিসের সাহায্য কর্‌বো, প্রোফেসনের কলঙ্ক ওঠাবো।

[প্রস্থান।

সিদ্ধে। ঠিক, অম্‌নি আমার মাথাও গুলিয়ে উঠ্‌ছে।

[প্রস্থান।

গণ। আমারও গুলিয়ে উঠেছেল, কিন্তু শেষটা রাখাই ভার।

(প্রস্থান)

শান্তি। খোকাবাবু, কি কর্‌লাম—সর্ব্বনাশ কর্‌লাম!

হল। শান্তিরাম, আমার নরকেও কি স্থান আছে? আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, ছোটমামা বাবুকে জিজ্ঞাসা করি; যদি তুষানল হয়, তাও কর্‌বো।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

বারাকপুর—গঙ্গাতীর।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালীকিঙ্কর।

ম্যাজি। আচ্ছা, আপনার সাজা এই—আপনি আমার সহিত নদীর কূলে ভ্রমণ করুন। এক ঘণ্টা আমার নজরবন্দী হইলেন, এই আপনার সাজা হইল। দিনুর কি হইয়াছে জানেন? কমিশনার সাহেব তাহাকে রিপ্রিম্যাণ্ড করিয়া বলিয়াছেন যে, এমন কার্য্য আর করিও না, আর তাহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; এইমাত্র তাহাকে টম্‌টমে লইয়া সাহেব গিয়াছেন। মিলের পরিশ্রমীরা ক্ষেপিয়াছে, তাদের দমন করিতে হইবে। আমি উপস্থিত আছিল, আপনার নাম শুনিয়া সমস্ত বুঝিল ও কমিশনার সাহেবকে বুঝাইয়া দিল। আপনি কয়লাকে হীরা করিতে পারেন, আপনি সর্ব্বদা আমাকে বন্ধু বলিয়া লইবেন।

কালী। সাহেব, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনার এ দীনতায় আমি আপ্যায়িত।

ম্যাজি। আপনার ভাইপোদের কি হইয়াছে, শোনেন নাই? ছোটলাট সাহেবের সহিত আমাদের ফ্রিমেসন্ লজে সাক্ষাৎ হয়,—কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—বুঝিয়াছেন, তাহাদিগের উভয়ের ছয় ছয় মাস মেয়াদ হয়; কিন্তু কারাগারে একদিন মাত্র থাকিয়া খোলসা পাইয়াছেন; ছোটলাট সাহেব জুবিলি উপ-

দণ্ডে মুক্তি দিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। আমি চলিলাম, আপনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন। গুড্ ডে।

[প্রস্থান।

(মাধব ও যাদবের প্রবেশ)

মাধব। হলধর ঠিক বলেছে, এই যে কাকাবাবু; কাকাবাবু, কাকাবাবু, আমাদের খোলসা দিয়েছেন।

যাদব। একদিন জেলে ছিলুম, কিন্তু খাটতে হয় নি। জেলের ডাক্তার তার বাড়ী নে রেখেছিল।

কালী। আমি সব জানি, তোমরা ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃপায় খোলসা পেয়েছ। তিনি লাট সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন।

মাধ। কাকাবাবু, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমাদের শত সহস্র সেলাম দেবেন। এই দুখানা রেজেষ্টরী আফিসের রসিদ নিন। শান্তিরাম বল্লে, কৃষ্ণধন বাবুর আপিস থেকে, আর সিদ্ধেশ্বর বাবুর আপিস থেকে এসেছে না কি, তাঁরা আমাদের মর্টগেজের রি কনভেয়েন্স ক'রে দিয়েছেন।

কালী। আমার প্রয়োজন নাই, তোমরা রাখ।

মাধ। কাকাবাবু, আপনার চরণে আমরা বিদায় নিতে এসেছি।

কালী। কোথায় যাবে?

মাধ। কোথায় যাব জানি নে। বৌদিদিকে খুঁজবো; যদি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আন্‌তে পারি, তা হ'লে ঘরে ফিরবো; নচেৎ এ অকর্ম্মণ্য দেহ-পাত হওয়াই ভাল; যত শীগ্‌গির পাত হয়, ততই মঙ্গল।

কালী। নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য প্রায়ই বিফল হয় না। যদি কখনও বিফল হয়, তাতে নিশ্চয় সুফল ফলে। তোমাদের বাধা দেবো না, যাও, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

মাধ। ভাই!

যাদব। দাদা!

মাধ। আয়, একবার কোলাকুলি করি, আর কখনও দেখা হবে কি না, জানি না।

(কোলাকুলিকরণ)

যাদব। দাদা, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

মাধ। চল, দু'জন দু'দিকে বেরিয়ে পড়ি। তুমি যদি দেখা পাও, কাগজে এড্‌ভার্টাইস্‌মেণ্ট দিও, আমিও দেখা পেলে কাগজে এড্‌ভার্টাইস্‌মেণ্ট দেবো।

যাদব। দেখা কি পাব?

মাধ। ভাগ্যে কি আছে, জানি না।

যাদ। দাদা, তুমি কি সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়েছ?

মাধ। না; বড়বৌঠাকুরুণ নিঃসম্বল, আমি টাকা কেমন ক'রে নেবো?

যাদ। তুমি সুখী মানুষ, নিঃসম্বলে কি ক'রে পথ চল্‌বে?

মাধ। ভাই, আর পৃথক্ ফল কেন? তুমি যদি নিঃসম্বল পথে যেতে পার, আমিও পারবো।

যাদ। তবে চল, শুনেছি, ভগবান্ রক্ষা কর্ত্তা।

মাধ। ভাই ভাই টাকার জন্যে পর হয়েছিলুম।

যাদ। আবার তো ভগবান্ আপনার করেছেন, জয় জগদীশ্বর!

[উভয়ের প্রস্থান।

(মন্দাকিনী ও নিস্তারিণীর বালকবেশে প্রবেশ)

নিস্তা। দিদি! দেখ্‌লি তো ওঁরা দুজ'নে দু'দিকে চ'লে গেলেন, চল্, আমরাও দু'জন দু'দিকে যাই।

মন্দা। ওঁরা ফিরে এসে যদি রাগ করেন?

নিস্তা। ঘরে ফিরে এসে না দেখ্‌তে পেলে তবে তো রাগ কর্ব্বেন? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন বড়দিদিকে নিয়ে ওঁরা ফেরেন। রাগ কর্‌বেন, দুটো মন্দ বল্‌বেন, মার্‌বেন, না হয়

ত্যাগ করবেন, তাতে কি এসে গেল? স্বামী পথে পথে ফিরবেন, আর আমরা কি সুখে অট্টালিকার থাকবো? স্বামী নিঃসম্বল,দিনান্তে ভিক্ষায় জুটবে কি না, জানি না, কি সুখে মুখে অন্ন দেবো? স্বামীর তরুতলে শয়ন, কি ক'রে শয্যায় শোবো?

মন্দা। ঠিক বলেছিস্—যদি ত্যাগ করেন, প্রাণত্যাগ করবো। মনে মনে জানবো, স্বামী সুখে আছেন। আমরা ম'লেম বা, তাতে ক্ষতি কি? আমাদের মত কত লোক ওঁদের পদসেবা করবে। এক ভয়—লোকনিন্দা!

নিস্তা। কিসের লোকনিন্দা? স্বামীর পিছু পিছু গিয়েছি, তাতে লোকনিন্দা কি? স্বামীর সেবার জন্য গিয়েছি, তাতে লোকনিন্দা কি? আর নিন্দা তো আমাদের আভরণ হয়েছে। বাপের বাড়ী থেকে চ'লে এসেছি, কুলোকে কতই কুকথা বলছে, যদি যথার্থ স্বামিভক্তি থাকে, লোকের কথায় কিছু এসে যাবে না।

মন্দা। তবে চল ভাই, আমরা পেছু পেছু যাই, আর বিলম্ব করবো না। এখনও ওঁদের খাওয়া হয় নি। দেখি, যদি ভিক্ষা ক'রে দুটি অন্ন পাই, রেঁধে খাওয়াব।

নিস্তা। কি ক'রে খাওয়াবি?

মন্দা। এ বেশে আমাদের চিনতে পারবেন না, অন্ন নিয়ে এসে বলবো যে, আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-বালক। স্ত্রীলোকের পতি ইষ্টদেবতা, পতিসেবায় কখনও বিঘ্ন হবে না।

নিস্তা। তবে চল ভাই, আর বিলম্ব করবো না।

মন্দা। যদি দেখা হয় ভাল, না হ'লে এই শেষ দেখা।

নিস্তা। দিদি, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

ট্রাঙ্করোড।

বিন্দু বৈষ্ণবী।

বিন্দু। হায়, কোথাও তো অভাগিনীর সন্ধান পেলুম না। রঙ্গিণীর কাছে শুনেছি, মরুভূমে দূরে মায়া-সরোবর দেখা যায়; পথিক বারি-আশায় যত আগে যায়, সরোবর ততই পেছোয়। আমারও সেইরূপ হলো! ঐ একজন পাগ্‌লী যাচ্ছে,—ঐ একজন পাগ্‌লী যাচ্ছে, এই কথাই তো বার বার শুনতে পাচ্ছি; কিন্তু কই, দর্শন তো পেলুম না। কি করবো, কোথায় যাব? পা আর চলে না, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হচ্ছে, কিন্তু কোন্ প্রাণে মুখে জল দেবো? সে অভাগী অনশনে চলেছে, সে মুখে জল দেয় নি, যদি তার না দেখা পাই,তা হ'লে আমারও অনশনব্রত। মরি, তায় ক্ষতি নাই, কিন্তু এই খেদ—চক্রের উপর রাজরাণী ভিখারিণী দেখলুম। আমায় রাস্তার ভিখারিণী জেনে কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ-দান দিয়েছেন, হীন ব'লে কখনও ঘৃণা করেন নি, পরিচারিকার মত সেবা করেছেন, আমি তাঁর কিছু করতে পারলুম না। সে ঋণের এক কণাও শুধতে পারলুম না। দেহ, কাতর হয়ো না; যাঁর অন্নে পালিত হয়েছ, এখন তাঁহারই কার্য্যে আত্মসমর্পণ কর। বিরামের সময় নয়—চল।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্ন। হা প্রভু! কোথায় তুমি?

বিন্দু। ঐ যে, ঐ যে, ঐ যে আসছেন। ভগবান্ বুঝি দাসীর মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। বড়বৌঠাক্রুণ! বড়বৌঠাক্রুণ!

অন্ন। কে তুমি,কাকে ডাক্‌ছো? কে তুমি?—বিন্দু; তাঁর দেখা পেয়েছ কি? তিনি আসছেন কি?

বিন্দু। কি বল্‌ছো দিদি? কেন মিছে ব্যাকুল হচ্ছো? তোমার কপাল ভেঙেছে, তা ত তুমি জান। যম কি কারুকে ফিরিয়ে দেয়?

অন্ন। সে কি বল্‌ছো? পতিপ্রাণা পতি পাবে! যদি যমরাজ না ফিরে দেন, আমি যমরাজার কাছে যাব; এত দিন যাই নি, মহাপাপ করেছি, তাই এ যন্ত্রণা, আর যন্ত্রণা সইবো না।

বিন্দু। কোথায় যাবে?

অন্ন। তাঁর উদ্দেশে—তাঁর উদ্দেশে।

বিন্দু। কি করবো, কি ক'রে ফেরাবো? তুমি কি আর ফিরবে না?

অন্ন। মহাপথে চলেছি, মহাপ্রস্থান করেছি, আর ফিরবো কেন? আর ফিরবো না।

বিন্দু। আচ্ছা, আমিও তোমার সঙ্গে চল্লুম, আমারও মহাপ্রস্থান। তুমি আমার জীবনদাত্রী—তোমারও যে দশা, আমারও সে দশা।

অন্ন। কই প্রভু, কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? বড় ব্যাকুল হয়েছি—দেখা দাও।

বিন্দু। অভাগিনীর আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখা পেলুম বটে, কিন্তু কোন ফল হলো না। আমারই বা প্রাণের এত মমতা কেন? আমারও তো সংসারের কোন কাজ বাকি নেই। আমিও তো স্বামীহারা, আমিও তাঁর উদ্দেশে অনশনে প্রাণত্যাগ করি। আমি আমার নির্ম্মল কন্যার নামে কলঙ্ক দিয়েছি, লোকে তারে বেশ্যার দুহিতা বলে; আমিও মহাব্রত ক'রে জন-সমাজে পরিচয় দি যে, আমি বেশ্যা নই। বড়বৌঠাকরুণ আমার শিক্ষাদাত্রী—আমার গুরু। ওঁরও যে পথ, আমারও সে পথ; আমার হৃদয়ে অনেক দিনের পর আনন্দ উদয় হচ্ছে; আবার যেন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে আশা হচ্ছে; কে আমার অন্তরে বল্‌ছে, তোরও এ পথ—তবে আর মমতা কেন, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে—কাজ। এখনও মনে হচ্ছে—অভাগিনীকে ফেরাব, নইলে সংসার ছারেখারে যাবে। আমি কে? ছারেখারে যাক, আমার কি? না, না, কাজ—কাজ। এখনও কাজ আছে। এ কি আমার প্রাণের মমতা? না, না, বৌঠাকরুণকে ফেরাব; না পারি, মরবার জন্যে তো প্রস্তুত—দুইজনেই মরবো।

অন্ন। পথ আর নির্ণয় করতে পাচ্ছি নে, দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়েছি, দেহ আর চলে না। অতিশয় ক্লান্ত, আমার জীবনের ভার আর বইতে পাচ্ছে না। চক্ষু, দৃষ্টিহারা হয়ো না, তাঁরে দেখে মহানিদ্রায় মুদ্রিত হয়ো। দেহ, তোমায় বহু যত্নে চিরদিন রেখেছি, রাজভোগে পুষ্ট করেছি, আমার শেষ এই কাজ কর। তাঁর দেখা পেলেই তোমাকে ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যাব, তুমি চিরদিন বিশ্রাম কোরো। চল চল, নতুবা আমায় ছেড়ে দাও, আমি বিদ্যুদ্বেগে তাঁর কাছে যাই। চল চল, ঐ আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি; ঐখানে তিনি আছেন, চল চল।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ! কি করছো? আত্মহত্যা করবে? অনশনে প্রাণ দেবে?

অন্ন। কে ও, বষ্টমদিদি? তুমি এখনও আমার সঙ্গে আছ?

বিন্দু। আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব? কিন্তু তুমি আমায় ছেড়ে যাচ্ছ। আক্ষেপ এই, তুমি আমায় মৃত্যুশয্যা থেকে তুলেছিলে, আর আমি তোমায় মৃত্যুশয্যায় দে'খে জীবিত থাকবো।

অন্ন। না, না, আমার মৃত্যুশয্যা না, এখন মরবার সময় হয় নি; আমি তাঁর কাছে যাব ব'লে চলেছি; তিনি আসবেন, আমায় সঙ্গে নেবেন। বষ্টমদিদি! বল্‌তে পার, কেন তিনি আস্‌ছেন না? বোধ হয়, কলঙ্কের ভয়ে তিনি এখনও আস্‌ছেন না; পাপিনী ব'লে ঘৃণা ক'রে

আসছেন না। ঐ দেখ, ঐ দেখ, ঐ বুঝি আসছেন—ঐ আলো!

বিন্দু। কোথায় আলো, এ বনপথ, নিবিড় অন্ধকার, কোথায় যাচ্ছ?

অন্ন। না, না, ঐ যে আলো—ঐ যে আলো, দেখ্‌তে পাচ্ছ না, দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ঐ শোন, তিনি আসছেন, তাঁর গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি, ঐ যে, ঐ যে, ঐ!

(পতন ও মূর্চ্ছা—বিন্দু কর্ত্তৃক ধৃত)

(একজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যা। মা, ইনি কে? এঁর এই অবস্থা, তুমি একা স্ত্রীলোক, তোমাদের সঙ্গে লোক দেখ্‌ছি না তো?

বিন্দু। বাবা, বিস্তর দুঃখের কাহিনী, কি শুনবে? একটু জল দাও মুখে দিই।

সন্ন্যা। এই আমার কমণ্ডলে গঙ্গাজল আছে, দাও (জলদান)

অন্ন। আবার অন্ধকার—কই, কোথা গেলে প্রভু, দেখা দাও।

সন্ন্যা। উনি কি বল্‌ছেন?

বিন্দু। বাবা, কি শুনবে? ইনি বিধবা, পতির উদ্দেশে অনশনে বেরিয়েছেন।

সন্ন্যা। বুঝেছি, আতুর সন্ন্যাস! সন্ন্যাসীর মায়া-মমতা নিষেধ, দয়া যদি নিষেধ হয়, তা হ'লে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ত্যাগ করাই ভাল। এ কি! মনের ছলনা! হয় হোক, অনেকবার মনের ছলনায় প্রতারিত হয়েছি, এবারেও না হয় হব।

বিন্দু। (পুনর্ব্বার জল প্রদান)

অন্ন। মুখে জল দিও না, জল দিও না। কে ও? কে ও? আমার ব্রতভঙ্গ কোরো না, আমি স্বামীর উদ্দেশে ব্রত করেছি। ঐ যে! ঐ যে! ঐ পথে দাঁড়িয়ে আছেন! (পতন)

বিন্দু। কি সর্ব্বনাশ হলো!

সন্ন্যা। অভাগিনী এখনও জীবিতা, এ পতি-প্রাণার যদি প্রাণরক্ষা হয়, সংসারের বিস্তর উপকার। ধর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই, দয়া অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। আহার রয়েছে, নিদ্রা রয়েছে, শরীরে বোধ রয়েছে, তবে কেন দয়া ত্যাগ কর্‌বো? চক্ষের উপর স্ত্রী-হত্যা দেখা উচিত নয়

(পুনর্ব্বার জল দান।)

(গণককারের প্রবেশ)

গণ। বিবেক কর গে—ঠিকঠাক।

বিন্দু। ভট্‌চায, ভট্‌চায, শুনেছি, তুমি ওষুধ জান; বড়বৌঠাকরুণকে বাঁচাও, ভট্টচায, তোমার পায়ে পড়ি রক্ষা কর!

(পতন ও মূর্চ্ছা)

গণ। আমার বিষ নয়, অশ্বত্থামার ব্রহ্ম-অস্ত্র! অর্জ্জুনকে মেরেছিলুম, উত্তরার গর্ভপাত হলো।

সন্ন্যা। ঠাকুর, এঁকে চেন না কি?

গণ। বিবেক করুন গে, আপনার আশ্রম কি এই নিকটে?

সন্ন্যা। হাঁ, আমি লোক ডেকে আন্‌ছি।

গণ। বিবেক করুন, লোকের দরকার নাই। আপর্য্যাপ্ত আতপ চাউল ভক্ষণ ক'রে থাকি—উভয়কেই উভয় স্কন্ধে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আপনি মুখে জল দিতে দিতে চলুন।

অন্ন। হায়! কোথায় তুমি? এখনও দেখা দিলে না?

বিন্দু। ঐ যে! ঐ যে! বৌঠাকরুন বেঁচে আছেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ

(মাধব ও বালকবেশে মন্দাকিনী)

মাধ। তুমি ক'দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছো, আমার হয়ে ভিক্ষে ক'রে

আন্‌ছো, রেঁধে ভাত দিচ্ছো, তুমি কে ভাই ?

মন্দা। ও মা, কতবার বল্‌বো গো, আমি ভিখিরী বামুনের ছেলে, ভিক্ষা ক'রে খাই।

মাধ। তা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছ কেন ? তোমার কি কেউ নেই ?

মন্দা। আমি ভিখারী, আমার আ'র কে আছে ? বিধাতা তোমায় মিলিয়ে দেছেন, তোমার সঙ্গেই আছি, আর কোথায় যাব বল ?

মাধ। দেখ, তুমি আমার সঙ্গে থেকো না।

মন্দা। কেন ?

মাধ। আমি কে, তা জান ?

মন্দা। জানি—জানি, তোমার পরিচয় দিতে হবে না।

মাধ। না,তুমি জান না। আমি চণ্ডাল! মাতৃঘাতী! দুষ্ট! নষ্ট! পাপিষ্ঠ!

মন্দা। তুমি যে হও, আমার কি ?

মাধ। তুমি আমার সঙ্গে কেন আছ ?

মন্দা। কেন আছি ? আমার আপনার কাজে আছি, আমার বুকে বড় আঘাত লেগেছে; আমায় দেবতা ব'লে দেছেন, তোমার সেবা কর্‌লে ভাল থাক্‌বো। তোমার সেবা ক'রে ভাল আছি, তাই তোমার সেবা কর্‌ছি।

মাধ। কে তুমি ?

মন্দা। কতবার বল্‌বো ?

মাধ। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি। তোমার স্বর যেন পূর্ব্বে শুনেছি।

মন্দা। হবে, আশ্চর্য্য কি!

মাধ। তুমি আমায় প্রতারণা কোরো না। সত্য বল, তুমি কে ?

মন্দা। আমি কে, শুনে তোমার কি হবে ?

মাধ। জানি নে। আমার প্রাণ কেন ব্যাকুল হ'চ্ছে, বল্‌তে পারি নে। আমি তোমার মতন স্বর শুনেছি, তোমার মতন মূর্ত্তি দেখেছি।

মন্দা। কে সে ?

মাধ। সে কোন অভাগিনী।

মন্দা। না, না, সে অভাগিনী নয়, সে ভাগ্যবতী।

মাধ। কি বল্‌ছো ?

মন্দা। আমি তাকে জানি, সে তোমার স্ত্রী।

মাধ। তবে তারে ভাগ্যবতী বল্‌ছো যে ?

মন্দা। যে স্বামী সেবা কর্‌তে পায়, সেই ভাগ্যবতী,—আর ভাগ্যবতী কে ?

মাধ। কি! কি! কি বল্‌লে ?

মন্দা। আমিই তোমার দাসী।

মাধ। মন্দাকিনি! ভগবান্ আমায় নানা রত্ন দিয়েছিলেন, আমি অভাগা—চিন্‌লুম না।

মন্দা। ঐ বুঝি ঠাকুরপো আস্‌ছে, পরিচয় দিও নি।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। দাদা! দাদা! সংবাদ পেয়েছ কি ? শুনেছি, এইখানে কোন সন্ন্যাসীর কুটীরে তিনি আছেন।

মাধ। তা জানি না, অনেক খোঁজা হয়েছে—খুঁজে পাচ্ছি নে। তুমি বসো, একটু বিশ্রাম কর। কুটীর কোথায়, আমি অনুসন্ধান ক'রে দেখে আস্‌ছি।

যাদ। দাদা, এ কে ?

মাধ। ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে।

যাদ। অমনি বালায়ে আমি পড়েছি। ভিক্ষা ক'রে আনে, রেঁধে খাওয়ায়, আমি এত পালাবার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই পারি নাই। সে বলে কি জান ? তার বুকে ব্যথা, আমার সেবা কর্‌লে তার ব্যথা ভাল হবে।

মাধ। সত্যিই তার বুকে ব্যথা, আমি তারে জানি, তুমি আর তারে তাড়িও না। সে কোথায় গেল ?

যাদ। সে এল ব'লে, ভাব্‌তে হবে না; ঐ দেখ।

মাধ। তুমি ওরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। আমি বড় ভাই, আমার কথা ঠেলো না, আমার আজ্ঞা পালন কর। বৌদিদিকে খুঁজে পাই ভাল; না পাই, এই-

খানেই ফিরে এসে যেরূপ কর্ত্তব্য, করা যাবে।

[মাধব ও মন্দাকিনীর প্রস্থান।

যাদ। কথাটা কি? কিছু তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! এ ছোঁড়া কে? দাদা কি ক'রে চিন্‌লে? যেন চেনো চেনো কর্‌ছি, কোথায় দেখেছি বটে।

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

তুই ছোঁড়া কে রে?

নিস্তা। যে হই তোমার কি?

যাদ। আচ্ছা, তুই আমায় চিনিস্?

নিস্তা। চিনি, তোমায় জানি নে, আর তোমার সঙ্গে ঘুর্‌ছি?

যাদ। বড় বৌদিদিকে জানিস্?

নিস্তা। খুব জানি। যিনি আমায় সন্তানের মতন ভালবাসেন।

যাদ। দেখ্ দেখ্, এই বনে কোন্ কুটীরে আছেন, সন্ধান কর্‌তে পারিস?

নিস্তা। পারি।

যাদ। তা যদি পারসি, তা হ'লে আমি তোর গোলাম হয়ে থাকি!

নিস্তা। ছি: ছি: ছি:! দাসীকে ও কথা বোলো না। এস, দিদির কাছেই নিয়ে যেতে তোমায় এসেছি।

যাদ। উ:! নিস্তারিণি! তুমি নিস্তারিণীর মতনই পবিত্র। আমি তোমায় বিবি সাজ্‌তে বলেছিলেম, আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, তা বুঝ্‌তে পেরেছ?

নিস্তা। আর ও সব কথা মনে কোরো না। এস, শীগ্‌গির এস, দিদি তোমাদের অপেক্ষা কর্‌ছেন।

(নেপথ্যে) মাধ। যাদব, যাদব, এ দিকে এস; সন্ধান পেয়েছি, ঐ কুটীর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

কক্ষ।

হলধর।

হল। পাপের বিচি, বটগাছের বিচির বাবা! চাটুর্য্যেকে ধোঁকা দিতে পাপের বিচি পুঁতলুম, দিব্যি ফল-ফুলে দিগ্‌ব্যাপী সাজন্ত গাছটি হ'য়ে উঠেছে! বটগাছ বাড়ী ভাঙে, আমি গাছ পুতে সংসার ভাঙ্গলুম! ছোটমামার নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, শোয়া নাই—দিন-রাত পাগলের মতন বেড়াচ্ছেন; বড় বৌদিদি হয় তো রাস্তায় প'ড়ে মরেছেন! তুই ভাই বিরাগী, সঙ্গে সঙ্গে ছুটো বৌও সরেছে! বেশ হ'য়েছে! দিব্যি অট্টালিকায় আমোদ ক'রে বেড়াও! আবার মজা দেখ, বিন্দী বৈষ্ণবীও মায়ে ঝিয়ে নিরুদ্দেশ! গাছের শেকড় ডুব দিয়ে গে তাদের বাড়ী ঠেলে উঠেছে। তা বেশ!

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। হ্যাদে খোকাবাবু, কার সাথি বক্‌তিছ?

হল। চুপ! দেখ্‌ছিস্‌নে বাড়ীর নক্সা নিয়ে এসেছে।

শান্তি। হ্যাদে, কেডা?

হল। ইন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমার যায়গাও পছন্দ হ'চ্ছে না, বাড়ীর নক্সাও পছন্দ হ'চ্ছে না, তাই ভাব্‌ছি।

শান্তি। হ্যাদে, কি বক্‌তিছ? খ্যাপবার যোগাড় যে দ্যাখ্‌তিছি।

হল। আরে না না, বুঝিস্‌নে—ঝক্‌ড়া চল্‌ছে। ইন্দ্রি বল্‌ছে যে, চাটুর্য্যের বাড়ী সেই পাড়ায় কর্‌বে, আমি বল্‌ছি, কখন না, তাতে আমার অপমান হবে। অন্তত: স্বর্গের নীচে চাটুর্য্যের থাকা উচিত। সে থাক্‌বে পঞ্চম স্বর্গে, আর আমি থাক্‌বো সপ্তম স্বর্গের উপর।

শান্তি। খোকাবাবু, আর খেদ ক'রে কর্‌বা কি?

হল। না, খেদ নয়—ঠিক কথা। আমার শ্রীকৃষ্ণ-অংশে জন্ম, মাতুলবংশ নির্ম্মূল কর্‌লুম!

শান্তি। খোকাবাবু, তুমি তো যা কর্‌বার, তা কর্‌ছিছ—তেনাদের সন্ধানে লোক পেঠিয়েছ, আপনি ঘুর্‌তিছ, ছোটমামার সেবা কর্‌তিছ, আর কি কর্‌বা?

হল। কি আর কর্‌বো, সশরীরে স্বর্গে যাব।

শান্তি। অমনডা কর্‌তি থেকো না, মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। তুমি আর করেছ কি? ছ্যালা বুদ্ধিতে চাটুর্য্যের সাথে ছুটো মস্করা করেছ।

হল। কি করেছি? নালা কেটে ঘরে কুমীর এনেছি, কি শুভক্ষণে জন্ম হয়েছিল! ছেলেবয়সে বাপ-মা খেলুম, এ বাড়ীতে পদার্পণ করেই বড়মামার, বড়দাদার ঘাড় ভাঙ্গলুম, আর জ্ঞান হয়ে যা কর্‌বার নয়, তাই কর্‌লুম। বুদ্ধির দৌড়ে চাটুর্য্যে সেলাম দিয়েছে। শান্তে, তুই ছোটমামাকে দেখিস্‌, আমি আর একবার খুঁজ্‌তে বেরুই।

শান্তি। হ্যাদে, ছোটকর্ত্তা থানায় থানায় খপর দেছে. কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢ্যালে চারিদিকে লোক ছুটায়েছে. তুমি আর কনে খুজ্‌তি যাবা কও।

হল। ছোটমামা কোথায়?

শান্তি। তিনি সারাটা বাড়ী বেড়িয়ে দূরপীন ঘরে গে উঠেছেন, এই যে আস্‌তেছেন।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। চিন্তা! চিন্তা!! চিন্তা!!! চিন্তা-স্রোত কালস্রোতের মতন চলেছে—অনিবার্য্য, অবিরাম গতি! এই স্রোতের নাম জীবন।

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, শুতি যাবা না? তোমার বাইয়ের ধাত, না ঘুমুলে অসুখ কর্‌বে।

কালী। শান্তে, অনেক চেষ্টা কর্‌ছি, আমার বাঁচ্‌বার সাধ বেড়েছে। জীবনের চরম সীমা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি—মানব-জীবনের পরিণাম কি?

শান্তি। দেখ, ছোটকর্ত্তা, অমন মক্কট মক্কট ভেবো না, বরাত ছাড়া ত পথ কর্‌তি পার্‌বা না। যার চাংং নাই তার সঙ্গে দাঙ্গা ক'রে কি কর্‌বা?

কালী। আমি ভাব্‌তে চাই নে, ভাবায়; আমি স্থির হ'তে চাই, কিন্তু অশান্তির সাগর উথ্‌লে উঠে। অদ্ভুত ব্যাপার!

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, একটু বুক বাঁধো।

কালী। হলধর, জান কি, এইখানে মাঠ ছিল, আমি বাড়ীর নক্‌সা করি, দাদার সঙ্গে ঝক্‌ড়া ক'রে সাতমহল বাড়ী ক'রেছি। তিনজন ভাইপো, এক একজন এক এক মহলে থাক্‌বে; পূজার বাড়ী, অতিথশালা, আমার আলাদা মহল, দাদার আলাদা মহল, দেখে এস, প'ড়ে রয়েছে—কেউ নাই!—কেউ নাই—কেউ নাই!

শান্তি। তেনারা কনে যাবে, ভাব্‌তিছ কেন?

কালী। আমার বিবাহ নিয়ে বড় বৌঠাক্‌রুণের সঙ্গে ঝক্‌ড়া হয়। তিনি সম্বন্ধ ক'রেছিলেন ব'লে আমি তাঁর কাছে সাতদিন খেতে যাই নি; আমি মনে মনে ভেবেছিলেম, আমার ইন্দ্রের মতন তিন ভাইপো রয়েছে, আমার জলজলাট সংসার—আবার বে ক'রে কেন সংসারী হব? সে কথা আমার স্মরণ রয়েছে। স্মৃতির ভেতর জল্‌ছে।

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, কেন আর চাপা আগুন উট্‌কে তুল্‌তেছে—একে তোমার চারদিকে জ্বালা।

কালী। হলধর, কাঁদ্‌ছো, কাঁদ। যত দিন কাঁদ্‌তে পার, কাঁদ। গোকুল ম'লে আমিও কেঁদেছিলেম। যে দিন গোকুল মরে, সে দিন বারিধারার ন্যায় চক্ষে জল প'ড়েছে, বুক ভেসে গেছে, মাটী ভেসে গেছে। বৌঠাকরুণ ম'লে ভেবেছিলুম যে, আবার মাতৃহারা হ'লুম, গঙ্গাতীরে দুফোঁটা চক্ষের জল ফেলেছিলুম—গঙ্গার জলে শিশিরের মত মিশিয়ে গেল। দাদা ম'লো—ইন্দ্রপাত হ'লো; আর চথে

জল পড়েছিল কি না, স্মরণ হয় না। এখন আর চখে জল নাই, শুষ্ক, নীরস! শাখাশূন্য বজ্রাহত তরুর ন্যায় হ'য়েছি। তোমরা যাও, আমি একটু ঘুমুবার চেষ্টা করি।

[হলধর ও শান্তিরামের প্রস্থান।

মমতা, তুমি দূর হও—আর তোমায় হৃদয়ে স্থান দেব না। যদি না যাও, আর আমায় আলোড়িত কর্‌তে পার্‌বে না। এখনও মনে হচ্ছে, আমার বাড়ী, আমার ধন, আমার বৌ, আমার ভাইপো, আমার রঙ্গিণী; আজ থেকে সে আমার দূর হ'লো। যারে আমার ভাবি, সেই থাকে না, এই দণ্ডে আমার বলা শেষ হলো। বিদ্যার গৌরব, ধর্ম্মের গৌরব, চরিত্রের গৌরব, কথার গৌরব মাত্র! নিষ্ফল, কাকবিষ্ঠা! জীবনে দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ—মরণে দুঃখ।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। ঘুমিয়েছে, বেশ সুযোগ! বিলেতি কল, এ সব চাবিতে কি খুল্‌বে? বরাত দেখ—এই যে চাবির থোলো পড়ে। এইটিই বটে, এই যে, ঠিক লেগেছে।

[টীনের বাক্স উদ্ঘাটন।

কালী। কে ও, চাটুর্য্যে?

সাত। আজ্ঞা—আজ্ঞা।

কালী। ভয় কর্‌ছো কেন? কি চাও, নাও। আমি কিছু বল্‌বো না, আমি মিথ্যাবাদী নই, জান; নাও, যা ইচ্ছা নাও।

সাত। আজ্ঞা না, আমি টাকা-কড়ি চাই নে,—

কালী। তবে, তবে কি চাও? যা চাও বল, আমি এখনি দিচ্ছি; একটি কথা আমার সত্য বল। তোমারও তো বয়েস হয়েছে, মানব-জীবন কি দেখ্‌লে—লাভালাভ কিছু বুঝ্‌লে? কি চাও, নাও, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজ্ঞা, আমি টাকা-কড়ি নিতে আসি নি।

কালী। ভাল, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজ্ঞা, সেই কথারই উত্তর দিচ্ছি। এতে যে টাকাকড়ি নাই, তা আমি জানি। এটা কেবল আপনার হাতের টোকা কাগজে ভরাট, সেই কাগজগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো মনে করেছিলেম।

কালী। তাতে তোমার লাভ?

সাত। আজ্ঞা, আপনার টাকায় দরদ নাই, স্ত্রীলোকে দরদ নাই, মান-সম্ভ্রমের খাতির করেন না—দরদের ভেতর এক ভাইপো, ভাইপো-বৌ, আর রঙ্গিণী। আর বলেন তো এক ভাগ্‌নে। তা তাঁরা তে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, ভাগ্‌নেটিও ভাবে বুঝ্‌ছি, কোন্ দিন চম্পট দেন। তা হ'লেই এদিক্ এক রকম ফুরুল; আর দরদের ভেতর দেখেছি, আপনার বিদ্যার, আর ঐ কাগজগুলির। কাগজগুলিতে বোধ হয়, আপনি যা পড়েছেন, দেখেছেন, তাই টুকে রেখেছেন। ঐগুলি আপনার খুব দরদের। তাই ভেবেছিলাম, ঐগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো।

কালী। তোমার লাভ তো বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

সাত। আজ্ঞা, ছেলেবেলায় মাষ্টার গল্প করেছিলেন যে, "কে একজন ফরাসীর পণ্ডিত, রুকো ফুকো তাঁর নাম, তাঁর মতে পরের দুঃখই মানুষের আনন্দ।" আমি কথাটি শুনে আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পার্‌লেম, জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের হাত এড়াবার যো নাই। তার পর দেখ্‌লেম, আর একজন দুঃখ পাচ্ছে, প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হলো, তাই দুঃখে সুখে এই আনন্দে বেড়াই।

কালী। তুমি সত্যই ভেবেছিলে, ঐ কাগজগুলি আমার অতি যত্নের সামগ্রী ছিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক'রে দূরবীক্ষণে

আকাশে তারার গতি লক্ষ্য করেছি, অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি, বিজ্ঞান-চর্চ্চা, জীবন উপেক্ষা ক'রে তাড়িৎপরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি। যা যা দেখেছি, যা যা ভেবেছি সব ওতে টুকে রেখেছি, কেন জান। ভেবেছিলেম, এ প্রকাশ করলে মানুষের উপকার হবে; কিন্তু আজ বুঝেছি যে, মানব-দুঃখের এক কণাও কম্‌বে না।

সাত। আজ্ঞা, অনুমতি হয় ত আমি চল্লেম।

কালী। কই, এ কাগজ নিলে না?

সাত। আজ্ঞা, আর ও কি কর্‌বো? ওতে তো আপনার আর কোন ক্ষমতা নাই।

কালী। তুমি কি মনে কর, যারা পর-উপকার করে, তারা আহাম্মক?

সাত। মহাভারত! তিনকাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেছে, অমন কথা মুখে আন্‌তে পারি? তবে কি জানেন? যার যে সখ —যার যে সখ! কেউ বিশ ক্রোশ রাস্তা ছুটে বনে সেঁধিয়ে বাঘ মারতে যায়, আর কেউ তাকিয়ায় হেলে পড়ে নল মুখে দিয়ে ঝিমোয়। যার যে সখ,—যার যে সখ।

কালী। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—জীবনে সুখ বেশী, কি দুঃখ বেশী?

সাত। জলের ঢেউ; ওঠেও যত, ডোবেও তত। তবে খতালে দুঃখ বেশী। কি জানেন? আমি আমুদে লোক, আমোদ করেই বেড়াই। কার কি হবে, কার কি হলো, অত ধার ধারি নে।

[প্রস্থান।

কালী। পরের অনিষ্ট জীবনের ব্রত; কিন্তু আশ্চর্য্য! একে তো আমি একদিনও বিমর্ষ দেখি না। পড়েছি, শুনেছি, লোককে উপদেশ দিয়েছি যে, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ। কিন্তু এর যথার্থ মর্ম্ম একদিনও বুঝি নি। সুখের প্রত্যাশায়, দুঃখের ভয়ে দুঃখ শতগুণে বৃদ্ধি করেছি। পরের জন্যে অনেক সয়েছি, অনেক ভেবেছি, আর কেন? আজ থেকে আমি আমার! আর আমার কেউ নাই! যা হবার হবে।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, ওঠো, শীগ্‌গির চল, বড়-মা মৃত্যু-শয্যায়।

কালী। সম্ভব।

রঙ্গি। সম্ভব কি বল্‌ছো? আমি দেখে এসেছি। মেজবাবু, ছোটবাবু, মেজ-বৌমা, ছোটবৌমা, মা সকলে সেখানে আছেন। শীগ্‌গির চল, নচেৎ দেখা হবে কি না, বল্‌তে পারি না।

কালী। তোমার ইচ্ছা হয়, ফিরে যাও, আমি যাব না।

রঙ্গি। কি বল্‌লে? এ কথা তোমার মুখে কখনও শুনি নি, শুন্‌বো ব'লে মনে করি নি। কি নিষ্ঠুর কথা বল্‌লে। তুমি কি আমার কথা বুঝ্‌তে পার নি?

কালী। বড় বৌমা মৃত্যুশয্যায়, এই তো বল্‌ছো? তোমার কথা বুঝেছি।—তুমি আমার কথা বোঝ নি। আত্মী-য়ের মৃত্যু-শয্যায় অনেকবার বসেছি, অনেকবার মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখেছি, অনেক সয়েছি, অনেকবার মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখেছি, আর দেখ্‌বার সাধ নাই।

রঙ্গি। কি বল্‌ছো, ছোটবাবু? হয় তো তিনি তোমায় দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, চক্ষের জ্যোতি রয়েছে, কি যেন খুঁজছেন, কি যেন দেখ্‌ছেন, কার যেন আস্‌বার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন; শীগ্‌গির এস, বিলম্ব করো না।

কালী। আমার শক্তি নাই, সে মানুষ আর আমি নাই। আমার কেউ নাই, আমি কারুর নই।

রঙ্গি। সত্যই তোমার কথা আমি বুঝ্‌লেম না। মারীভয় উপস্থিত হলে, কুটীরে কুটীরে মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করতে তোমায় দেখেছি, পরের দুঃখে প্রাণ দিতে তোমায় উদ্যত দেখেছি,

সামান্য জীব-জন্তুর দুঃখে ব্যাকুল হ'তে দেখেছি,—আজ এ কি বিপরীত! যে বড়বৌমার দুঃখে তুমি আজীবন দুঃখিত, যাঁরে তুমি তোমার কন্যা অপেক্ষা স্নেহ কর্‌তে, যিনি এক বেলার জন্য দেবালয়ে গেলে তুমি অস্থির হ'য়ে বেড়াতে, তিনি মৃত্যুশয্যায়—আর তুমি স্থির আছ! এ কি বিপরীত! আমার ধারণা ছিল, যদি সাগর জলশূন্য হয়, আকাশ চন্দ্রশূন্য হয়, অগ্নি তাপশূন্য হয়, তথাপি দেবতা দয়াশূন্য হন না। অনেক সয়েছ, তাই দুঃখে ভয়? এ তোমার যোগ্য কথা নয়। আমিও সয়েছি, আমি তোমার উপদেশে ভয়শূন্য হয়েছি, আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে, এ ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ দুঃখের আগার,তবে আজ কি বল্‌ছো? জীবন দুঃখময়; কতবার বলেছ, জীবন সুখের জন্য নয়—সাধনের জন্য! তুমি তোমার কথা ভুলেছ, আমি তোমার উপদেশ ভুলি নে—আমি চল্‌লেম।

কালী। নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন! শুনেছি সেই আনন্দের অবস্থা! কিন্তু এ কি সম্ভব? কখন না—কল্পনামাত্র। প্রলোভন-বাক্য! সুখ দুঃখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ুসঙ্ঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হয়। দীপনির্ব্বাণ সম্ভব। নিষ্কম্প দীপ অসম্ভব! স্বভাবে অসম্ভব! ঐ যে দীপ কম্পিত হ'চ্ছে, প্রবল বায়ুতে নির্ব্বাণ হবে। এ দীপ নির্ব্বাণ হবে, মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ নির্ব্বাণ হবে? এ অসম্ভব! জড়েরই পরিবর্ত্তন—জড়েরই ধ্বংস। চৈতন্যের বিনাশ! কল্পনা করা যায় না। বিপদ্—ঘোর বিপদ্—অনন্ত বিপদ্! এ কি? এ কি আভাষ? আত্মত্যাগ! সে কি? সে কি? নূতন কথা! নূতন কথা! আপনার জন্যই যন্ত্রণা। আত্মত্যাগ সম্ভব! সম্ভব!! সম্ভব!!! দিদি! শোন শোন! পেয়েছি,পেয়েছি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

গঙ্গাতীর-শ্মশান।

বিন্দু, অন্নপূর্ণা, মাধব, যাদব, হলধর, গণক, মন্দাকিনী ও নিস্তারিণী।

বিন্দু। বৌঠাকুরুণ, বৌঠাকুরুণ! আমি গাচ্ছি শোন।

(গীত)

গহনে সজনী বাঁশরী-ধ্বনি ব্যাকুল ঘন বোলে।
এস ত্বরাত্বরি ডাকিছে বাঁশরী
করুণ রোল দোলে ॥ (সজনী)
ধারা নয়নে, ভ্রমে বনে বনে,
পথপানে চাহে সই,
না জানি কেমনে, আছি সে বিহনে,
সে জানে না আমা বই;
রব গৃহকাজে, আর কি লো সাজে,
বেদনা কতই হবে;
রব না রব না, বেদনা দেব না,
ছি ছি আছি তারে ভুলে।
সখি মম আশে, অকূলে সে ভাসে,
কেন আর রব কূলে॥

বৌঠাকুরুণ—বৌঠাকুরুণ, আমি গান গাইলেম, শুন্‌লে না?

অন্ন। শুনেছি, উনি শুন্‌তে এসেছেন; তোমার গান বড় ভালবাসেন। তোমার গান শুনে আমায় নিতে এসেছেন, ক্লান্ত হয়ে বসেছেন। ঐ দেখ, ঐ দেখ, বড় মলিন হয়েছেন। একটু বিশ্রাম করুন, তার পর দু'জনে যাব। অরুণ উদয় হোক, ভাগীরথী পট্টবসনে নৃত্য করুন, ভাগীরথীর ধারা ধ'রে হিমাচলে উঠ্‌বো; যে পথে দুন্দুভি-ধ্বনি, সে পথে যাব, ধারা ধ'রে যাব, বিষ্ণুপাদপদ্মে বিশ্রাম কর্ব্বো।

মাধ। বৌদিদি!

অন্ন। আর আমায় ডেকো না, আর আমায় ফিরিও না। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছি, মনে মনে বিদায়

নিয়ে এসেছি। আমি মহাপথে চলেছি, একটু বিশ্রাম ক'চ্ছি, এখানে তোমরা কেন? যাও,—ফিরে যাও। অনেক-দিন তোমায় ভুলেছিলুম,—অনেকদিন তোমায় ভুলেছিলুম।

যাদ। দাদা, কি করবো? কি হবে? পবিত্রা কুললক্ষ্মী হত্যা করলেম!

মাধ। যাদব, ভাবিস্ নে, কাঁদিস্ নে। বৌদিদি বল্লেন, আমাদের আশীর্ব্বাদ করেছেন, মহাপাপী বটে, কিন্তু সতীর আশীর্ব্বাদে আমাদের পাপ দূরে যাবে।

অন্ন। বট্‌্ঠাকুরদিদি, শোন, শোন, ঐ মৃদঙ্গ বাজিয়ে গান করতে করতে আসছেন, ঐ নাম কচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছ? আমার ও নাম মুখে করতে নেই, পাছে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়! স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম করতে নেই; হৃদয়ে চেপে রাখতে হয়।

মাধ। বিন্দু, উনি কি বলছেন?

বিন্দু। বলছেন, খোল বাজিয়ে গান করছেন,—গোকুলচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র।

অন্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ নাম, ঐ নাম! বৈষ্ণবেরা আসছেন, গান করতে করতে আসছেন, আমার নিয়ে যেতে আসছেন।

যাদ। কই, কই, কিছু ত শুনতে পাচ্ছি নে, কে আসছে? কে গান করছে?

বিন্দু। আমরা কি শুনবো—আমরা কি দেখবো? উনি দিব্যকর্ণে শুনছেন, দিব্যদৃষ্টিতে দেখছেন, বিষ্ণুদূত গান করতে করতে আসছেন, স্বয়ং বিষ্ণু ওঁর পতিরূপে শিয়রে এসে বসেছেন।

অন্ন। না, না, বিষ্ণু নন, তিনি, তিনি। ঐ দেখতে পাচ্ছ না?

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ, তুমি চল্লে, কিন্তু দাসীকে কেন ফেলে গেলে? সঙ্গে নাও, পথে সেবা করবো।

অন্ন। এখন নয়—এখন নয়। তুমি অপেক্ষা ক'রে থেকো, আমি নিতে আসবো। ঐ দেখ, ঐ দেখ, তিনি! বিষ্ণু নন! তিনি আমার হাত ধরেছেন, ঐ দেখ, অরুণ উদয় হয়েছেন, আমায় উঠতে বলছেন, দেখতে পাচ্ছ না?—দেখতে পাচ্ছ না? বিষ্ণু নন, তিনি! যে নাম বল্লে, যে নাম বৈষ্ণবেরা গাচ্ছে, তিনি! আমার হৃদয়চন্দ্র। (মৃত্যু)

নিত্য। দিদি, সব ফুরুল।

মন্দা। আয়, পায়ের ধূলো নি—পতিভক্তি শিখি।

হল। বৌদিদি! বৌদিদি! আমায় কার কাছে দিয়ে গেলে! আমায় কে দেখবে? আমি কার কাছে জোর করবো? ওঠো, ওঠো, অভাগার মুখ চেয়ে ওঠো।

মাধ। হলধর, কাঁদিস নে, আমরা রয়েছি, ভয় কি?

হল। দাদা, আমিই এ সর্ব্বনাশ করেছি।

যাদ। আর লজ্জা দিস্‌নে হলধর! আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তবে বৌদিদি আশীর্ব্বাদ করেছেন, এই ভরসা।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, গেলে? যাও; কিন্তু ভুলে থেকো না। গঙ্গাতীরে প্রতিজ্ঞা করেছ, আমি তোমার অপেক্ষায় রইলেম। মা গঙ্গা, এখন না সময় হয়ে থাকে, এখন আমি তোমার কূলে আশ্রয় নিলেম; যারা তোমার জলে জীবন অর্পণ করতে আসবে, আজ থেকে তাদের আমি দাসী হলেম। মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ভক্তের সেবা কায়মনে করতে পারি; তা হ'লেই তোমার কৃপা হবে, রাঙ্গা-চরণে স্থান পাব। বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ, গেলে—আহা হা হা!

শান্তি। আর কাঁদাকাটি ক'রে কি করবা? ভাগ্যধরী স্বর্গে গিয়েছে, তোমাদের কাজ তোমরা করতি থাহ।

গণ। এই ছুটো পেটে যাও, আর এই থলে শুদ্ধ মা গঙ্গা নাও।

(ঔষধের থলি ফেলিয়া দেওন)

হল। ভট্‌চায, কি করলে? কি করলে?

গণ। বিবেক করুন গে, বিষের থলেটা গঙ্গায় দিলেম, আর ছুটো উদরে দিলেম,

এ স্ত্রীহত্যাটা আমা হতেই হয়েছে। সাজা দিলেন না, আপনিই সাজাটা নিলেম।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ কল্লে! কি সর্ব্বনাশ কল্লে!

গণ। বিবেক করুন গে, সর্ব্বনাশ নয়, সর্ব্বরক্ষা। বিবেক করুন গে, যে থলিটা মা গঙ্গা নিলেন, ওতে অন্ততঃ হাজার ঘর উৎসন্ন যেতো, আর এ জড় থাক্‌লে হাজার থলি সৃষ্টি হতো; বংশপরম্পরা বিদ্যাটা চল্‌তো।

মাধ। হলধর, হলধর, এখানে কোথা ডাক্তার আছে, দেখ, শীগ্‌গির ডাক।

গণ। আর কাকে ডাক্‌বে? আমি নিজে যম ডেকেছি। বিবেক কর গে, খুব চড়া বিষ, এর মধ্যে পর্ব্বমে তুলেছে, এই গঙ্গাজলে পড়্‌লেম।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

কি রে, তুই বেটী এসেছিস? তোরে দেখ্‌বার সাধটাই ছিল, মা গঙ্গা তা পূরালেন। এই মা গঙ্গা—আমি মলেম, মলেম, মলেম।

(মৃত্যু)

রঙ্গি। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটবাবু, দেখ, কনকপদ্ম ধূলোয় প'ড়ে।

কালী। দেখ্‌ছি, তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসেছি, এই আমার শেষ কথা। তুমি কথাটি বুঝ্‌লে আমার বন্ধন কাটে। শুনেছিলে কি? আত্মত্যাগ। মনে করেছিলেম, একটা কথার কথা চলে আস্‌ছে, তা নয়, সত্যই আত্মত্যাগ আছে। মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে; এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে।

রঙ্গি। ছোট বাবু, কি বল্‌ছো? আমি তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

কালী। তোমায় এত দিন উপদেশ দিয়েছি, পরের উপকার কর, আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাই নি কেন জান? মুখে বল্‌তেম, নিষ্কাম ধর্ম্ম,—নিষ্কাম ধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ আশায় পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্যে পরহিত করেছি—ফলকামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম; রইলেম কি —জগতে মিশলেম।

রঙ্গি। আমিও আভাষ পাচ্ছি, আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি।

কালী। বেশ! আমাদের অপূর্ব্ব মিলনে আর বিচ্ছেদ হবে না।

রঙ্গি। সত্য, অবিচ্ছিন্ন মিলন! প্রতি পরমাণুতে মিলন! অনন্ত মিলন!

রঙ্গিণী। (গীত)

মেদিনী মিশিল, তরল সলিলে,
তপন শুষিল বারি।
তপন নিভিল, অনিল বহিল,
বিপুল ব্যোমচারী॥
নীরব রব শূন্য শরীরে,
শূন্যে শূন্যে মিশিল ধীরে,
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে
মায়াকায়াহারী।

যবনিকা-পতন।

স্বপ্নের ফুল

(গীতি-নাট্য)

নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ধীর ও অধীর।

স্ত্রীগণ।

মনহারা, মনধরা, যূথী, বেলা,

বনফুল, সখীগণ।

প্রস্তাবনা।

সাধে কি নির্ব্বাণ মন করি রে প্রয়াস,
ভেবে দেখ যতদিন স্মৃতির বিকাশ,
জীবনে মরণ ত্রাস,
চির-আশ উপহাস,
সতত আশ্বাস-ভাষ সুখের প্রয়াস,
পিয়াস না মিটে নিত্য নব অভিলাষ।
অধীর উন্মাদ তুমি ভ্রম নিরন্তর,
দুঃখকর সুখ সাধে সদা জরজর;
রোদন-জনম যবে,
রোদন-সাগর ভবে,
হেলায় খেলায় নীর দুরন্ত লহর,
পলে পলে অগ্রসর কাল প্রাণহর।
কৌমার যৌবন জরা গাঁথা এ জীবন,
ধূলা-খেলা প্রেমতৃষা অর্জ্জন কাঞ্চন;
আশার প্রয়াস তায়,
সার মাত্র দুখভার,
কেন আর তোর সনে করি আকিঞ্চন,
হও রে নির্ব্বাণ, যাব শান্তি-নিকেতন।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

বন।

(মনহারার প্রবেশ)

মনহারা। গৌরীপুরিয়া—দাদ্‌রা।

ফুটলো কলি নয়ন-জল ঢেলে,
প্রাণভরা ফুল প্রেমের গঠন,
প্রেম ফোটে হেথায় এলে।
এ ফুল ফুটেছে ধরায়, পাষাণ-মন রসায়,
যার মন উঠে নি, প্রেম ফোটে নি,
প্রেম বিলাই তারে পেলে।
দেখি কে কোথায়,
কমল-বাঁধন পর্‌তে চায় গলায়,
কান্না হাসি মান অপমান গঞ্জনা কে চায়,
কেঁদে কেঁদে মনের মলা দেবে কে ধুয়ে ফেলে।
ঐ ডাক্‌ছে আমায় শুনে আসি,
আসব আবার সে গেলে।

[প্রস্থান।

[বেলা, যূথী ও সখীগণের প্রবেশ)

মিশ্র—দাদ্‌রা।

শুন্‌ছি না কি এ বনে কি ফুল ফোটে।
যায় না বোঝা দেখে ঠেকে
ফুলের গরব কি ছোটে।
বনের মাঝে ফুটে আছে ফুল,
প্রাণ করে ব্যাকুল,
দেখি যদি বুঝ্‌তে পারি তার কি আমার ভুল,
ফুল ফুটেছে দেখে না কি
শুনেছি সই প্রাণ ফোটে,
বুঝি এ কথার কথা মনে ধরে না মোটে।

বেলা। ওলো, দেখ্‌তে পাই, বুকের ভিতর যে ফর্‌ ফর্‌ ক'রে প্রেম ফুট্‌ছে।

১ম সখী। সত্যি লো সত্যি, বুক চেপে ধর, বুক চেপে ধর, বুক ফেটে না প্রেম উঠে!

বেলা। ওলো, দেখ দেখ, যূথী চুপ ক'রে রয়েছে দেখ, ওর বুঝি প্রেম ফুটে মুখ দে উঠ্‌ছে!

১ম সখী। তাই ত রে,তাই ত রে, তুই কি ভাব্‌ছিস্?

যূথী। কেন, ফুলটি দেখ্‌ছি।

বেলা। তুমি ভাই দেখ, অমন ফুল ঢের ফোটে।

কেদার—ত্রিতালি।

আ মরি কলি কি তোলে বলি,
প্রেম ফোটালি মন ছোটালি গরবেই মলি।
যদি থাক্‌তো লো দর্পণ,
ফিরে কি আর কি দেখি ফুটেছিস্ কেমন,
যতনের থাক্‌লে জিনিস করি তায় যতন,
যেচে মন পরকে দেব,এ কথায় কি আর টলি।

যূথী। শোন লো কুসুম, তোর ও মাধুরী,
ফুটেছে আমার মনে,
কি মন বিকাশ, কিবা আশা নব,
কি চাই কহি কেমনে,
চাই তোর পানে, কত কথা ওঠে,
কথার মাথা না বুঝি,
এ কি এ কি ভাব, অভাব যেন কি,
যেন কোথাকিছু খুঁজি।

১ম সখী। ওলো, ঠসক্‌ দেখ লো—ঠসক্‌ দেখ,ফুলটির পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

বেলা। আহা, মরি মরি! না বুঝে সুঝে প্রেমে মজেছে, বুকের ভিতর প্রেমের গুঁড়ি ফেটেছে, না ফুল ফুটেছে!

যূথী। কেদার-ঝিল্লা—খেমটা।

প্রেম ফুটেছে, নয় ত কি সই
চাই লো তোর পানে।
বনে কি ফুল ফোটে, ফুল দেখি বাগানে।
দামিনীর ঝলকে চলা নয় ত কি দেখি,
কুমুদের কাছে ব'সে কিরণ কি মাখি,
দেখ্‌তে ঊষা কলির সনে জেগে কি থাকি

তারার সনে ফুলের কথা
যে শুনেছে সে জানে।

বেলা। ওলো, তোর ত প্রেম ফুটেছে, আর ঐ কারা আস্‌ছে দেখ! আয় না, স'রে দাঁড়িয়ে দেখি, ফুল দে'খে তোর মতন প্রেম ফোটে কি না।

[সকলের প্রস্থান।

(অধীর ও ধীরের প্রবেশ)

অধীর। আর ভাই যেতে পারি নে।

ধীর। তোর আচ্ছা আক্কেল! তোর ইচ্ছে, ফুল গিয়ে বাগানে ফোটে, ইচ্ছে হয়, এসে দেখ্‌লি, আর না হয় চ'লে গেলি। আমি বলেছিলুম, দেখ্‌তে যাব না, ঘোড়া যুতে এনে দাঁড়ালি। দেখ্‌তে এসেছিস্‌, দেখ্‌বি নি, চল্লি! ও রে, ঐ বুঝি সেই ফুল!

অধীর। কই, কই?

ধীর। দেখ্‌বি নি যে, চ'লে যা না, ঐ দেখ্‌, ঐ দেখ্‌।

অধীর। তুই চল্লি যে?

ধীর। দেখ্‌ছিস্‌ নি, কতকগুলো অযাত্রা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

অধীর। আচ্ছা, তোর এ কি! পাহাড় দেখতে ছুটিস্‌, সাগর দেখ্‌তে ছুটিস, ঝরণার নাম শুনে লাফিয়ে উঠিস্‌, ফুল দেখিস্‌, পাতা দেখিস্‌, প্রজাপতির পাখার রং গুণিস্‌, রসের কথা ঝাড়িস্‌—মেয়েমানুষ দে'খে আঁৎকে উঠিস্‌ কেন বল্‌ দেখি?

অধীর। আরে, ও ত পুরণো কথা হয়ে গিয়েছে, ছেড়ে দে।

অধীর। না, তুই বল্‌, তা নইলে আমি ছাড়্‌ছি নি, তোর ব্যাপারখানা কি?

ধীর। মেয়েমানুষের সখ তো পায়ে পায়ে ঘোরাবার, সে সখ তোকে দিয়ে মিটে গিয়েছে।

অধীর। তুই কি আমার পায়ে পায়ে ঘুরিস্‌?

ধীর। আর পায়ে ঘোরা কার নাম বল্‌? চল্লি তো পেছনে চল্লুম, ফির্‌লি তো ফিল্লুম, এই সদয়, এই নিদয়! পায়ে ফেরা আবার এর চেয়ে থাকে, তা হ'লে গড় বাবা, সে পথে আমি আর চল্‌ছি নি।

অধীর। তুই তো সে কবিতা পড়েছিলি, মেয়েমানুষের কাছে নইলে প্রেম শিক্ষা হয় না।

ধীর। পড়ে শুনেই ত বাবা তফাৎ থা[illegible]। বন্ধুত্বেরই প্রেমের যে ছিটে [illegible] আছে, তাতেই গঞ্জনার নমুনা প[illegible] গিয়েছে, আবার মাগীর পায়ের [illegible] লাথি কেন?

অধীর। মাগীর পায়ের লাথি কি রে?

ধীর। রাখ্‌ না কথা, কথায় কথায় মে[illegible] উঠ্‌বে; মানুষ ত মানুষ, ভগবান্‌কে প্রেম কত্তে গিয়ে পায়ে ধত্তে হয়েছে।

অধীর। আচ্ছা, তোর এমন দরুদে প্রা[illegible] একটা পিঁপড়ে মারিস্‌ নি, জলে মা[illegible] পড়্‌লে তুলে দিস্‌, আর স্ত্রীলোক দেখ্‌লে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিস্‌, ব্যাপারটা কি বল্‌ দিকি?

ধীর। পিঁপ্‌ড়ে মার্‌লুম না, মার্‌লুম না—চুকে গেল; মাছিটে তুলে দিলুম—ফুরুলো, এ রূপ নিয়ে দূরে থেকে ঝঙ্কার দিতে দিতে আস্‌ছে, সামাল! সামাল! কাছে থেকে ক'টাল সামলাব! এই তাড়িয়ে দিই আর কি! তোরে বলব কি, আমি কালসাপকেও অত ডরাই নি, মেয়েমানুষের একখানা কাপড় দেখি নি, মনে হয়, কোন সুন্দরী পরে-

ছিলেন, মেয়েমানুষের মুখের পানে চেয়ে মন নিয়ে যে কে ক'রে আসে, তা ভাই আমি জানি নি! আমাদের ভাই মনের জোর নাই, আগে থাক্তেই গুড়্কে যাই।—বলে কি না, মেয়ে-মানুষ নইলে ঘর-সংসার হয় না। ঘর-সংসার না হ'লো ত বয়ে গেল! এ কি কথা বলো রে ম'শ!—সখের প্রাণ গড়ের মাঠ! জেনে শুনে বাঁধা থাক্‌ব যে, উত্তরে দিতে পার্ব্ব না!

(বনফুল প্রস্ফুটিত)

বনফুল। খাত-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

যদি সখ থাকে তো চেয়ে দেখ,
নয় ত চেও না।
মজ্‌তে যদি ভয় থাকে তো,
মজ্‌তে যেও না॥
ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিনটি থাক্‌তে নয়,
মান-অপমান সমান ক'রে সইতে কত হয়,
সয় যদি তো সয়ে থেকো নয় তো সও না।
পাও যদি পাও হীরে-মাণিক আমায় পেও না।

ধীর।

সাবধান সাবধান! তোরে সদা বলি প্রাণ
সাবধান কুটিলনয়না।

ধীর দেবমূর্ত্তি হয়, — চেও মাত্র রাঙ্গা পায়,
সাহসে বদন তুলে বদন দেখ না।
দেখ যদি চাকচাঁদ, সে ত না পরাবে ফাঁদ,
সুন্দর অনেক আছে ফাঁসী নাই তার,
হেসে কথা কয় নারী,মন তোরে তাই বারি,
(হবে) বেঁধে রাখা দায়,
মন লোটাবি রে পায়,

কি রে, অমন ক'রে রয়েছিস্ যে?

অধীর। ধীর, দেখ্ দেখ্, কি সুন্দরী!

ধীর। মন! খবরদার! চেও না, হবে মারামারি।

অধীর। হাঁ রে, তোর কি কঠিন প্রাণ রে, একবার চা না।

ধীর। দোহাই মন! মানা, নইলে তিন দিন খাব না।

অধীর। এ অতি সুন্দর ব'লে যদি তুই
আসিস্ আমার কাছে।
দেখিস্ ত ন করি কি লাঞ্ছনা,
— নেই আমার আছে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্‌তে কি মানা,
জুড়াবে নয়ন মন!

ধীর। জুড়াবে ত জানি, জ্বালাবে যখন,
নেভাবে কে হে রতন?
ঐ ঝম্ ঝম্ ক'রে এ দিকে আস্‌ছে
ছেড়ে দে,
ছেড়ে দে! খুনোখুনি হব বল্‌ছি,
মেরে ফেল্লে।

অধীর। তবে যা তুই,কোথায় যাবি, আমি এখানে রইলুম, চলি চলি, আমি বনেই রইলুম, তুই বাড়ী যা।

ধীর। তা তুই থাকিস্ থাক্‌বি; তোর সখ, কেউটে সাপের ছোবল তোর সয় সোক্। বল্‌ছি আমার সঙ্গে পালিয়ে আয়, নইলে ঝাড়্‌লে বিষ যাবে না রে, ঝাড়্‌লে বিষ যাবে না।

অধীর। তা তুই বাড়ী চ'লে যা,আমি রইলুম।

ধীর। তোমার সঙ্গে এত পিরীত নয় ভাই, এক মরণে কে মর্‌বে বল! ওরে পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়; ঐ এলো ব'লে, ঐ বাঘের মতন ঝম্‌ঝমিয়ে আস্‌ছে, ঠাওর পাচ্ছিস্ নি?

অধীর। দাঁড়া না, দাঁড়া না, ওরা কারা দেখি। আমি একলা বনের ভেতর থাক্‌ব?

ধীর। ও রে এলো ডেকে, চ'লে আয়— চ'লে আয়।

অধীর। দেখ ভাই, তুমি যদি না দাঁড়াও, আমি আর বাড়ী যাব না।

ধীর। ওরে, দাঁড়াতে কি, আমি না হয় চোক্ বুজে দাঁড়াতুম, এখনি তান ধ'রে নেচে ঘুরে পায়ের তাল দেবে।

অধীর। তা দিলেই বা।

ধীর। বা! দিলেই বা! ওরা সুধু চোক্ দে বুকে সেঁধোয় না-রে, কান দিয়েও বুকে সেঁধোয়। ওদের চোকে, গলার স্বরে, পায়ের তালে সমান বিষ।

অধীর। বিষ তো বিষ।

ধীর। আমার বাবারও সাধ্যি নেই, এ বিষ হজম করি।

(বেলা, যূথী ও সখীগণের পুনঃ প্রবেশ)

সখীগণ। খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

সত্যি সখি বনের মাঝে ফুল ফোটে।
আট্‌কে রাখ থাক্‌বে না প্রাণ,
পায়ে তো সই যায় লুটে।
স্বপ্ন কি সই বুঝতে নারি হায়,
আপন যদি হয়,সখি পর,প্রাণ তো তাইতো চায়,
আছে মনের কথা মনে মনে
মন বোঝে না তাই ছোটে।

ধীর। ওরে, ঝম্ ঝম্ ক'রে তোর দিকেই এগুচ্চে না?

অধীর। এগুচ্চে তা তোর কি, তুই বাড়ী যা না।

ধীর। কেন মারা পড়্‌বি?

বেলা। ও ভাই, এরা দু'জন কারা? আয়, কাছে গিয়ে পরিচয় নিই।

যূথী। আমি এঁর পরিচয় জানছি, তুমি ওঁর পরিচয় জান।

বেলা। কেন, তোর সই পছন্দ কোন্‌টি?

যূথী। আমার সই পছন্দ যেটি হোক, তোমার পছন্দ-সইয়ের পরিচয় জেনে আস্‌ছি।

বেলা। এত লো! বুঝেছি, সত্যি বনের ফুলে মন ফোটে।

যূথী। আমি কি আর বুঝি নি, তা নইলে পরের পরিচয় জানতে চাব কেন?

ধীর। শুন্‌ছিস্ পরামর্শ, এবার তেগে লাফ মেরে ঘাড়ে পড়বে, এই বেলা পালা!

অধীর। পালাতে হয় তুই পালা।

বেলা। আচ্ছা ভাই, ও পালাই পালাই কচ্ছে কেন?

যূথী। দাঁড়া, জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

ধীর। দেখুন, যে যেখানে আছেন থাকুন, কাছে আস্‌বেন না, আমার গায়ে বড় বোটকা গন্ধ।

বেলা। আপনি কে?

ধীর। এগুবেন না—এগুবেন না, ঐখান থেকেই হচ্ছে, আমি গলা ছেড়ে সাড়া দিচ্ছি, আপনি তফাতে থাকুন।

বেলা। কেন, আমি বাঘ নই, ভালুক নই, সাপ নই, বিছে নই—

ধীর। নন তো বেশ। থাকুন না যা আছেন।

বেলা। কেন, আমায় কি তোমার ভয় করে?

ধীর। কিঞ্চিৎ।

বেলা। কেন?

ধীর। ওরে, তুই আস্‌বি, না খুন-খারাপি দেখ্‌বি! এখন ব'সে ব'সে ওর কেনর উতোর কাটি! হ্যাঁ রে, তোরে এত ভালবাসি, আমার কথায় একটা কাজ কর্‌বি নি? চ'লে আয় না।

বেলা। তুমি তো ওর সঙ্গে বেশ মিষ্টি কথা কচ্ছ।

ধীর। মিষ্টি কথা আর কি কচ্চি, টানাটানি আর হেঁচড়াহেঁচড়ি।

বেলা। কেন, ব'লছ তোরে ভালবাসি।

ধীর। দেখ, যে [illegible] পড়েছি, তাই নিয়েই ত [illegible]! এর নাহলা সামলে [illegible] অপর পিরীতে হাত দেব, নইলে কি চাওয়াচ্ছ, এই দুপুর রাত্রে বনে এসে তাড়া করেছ, আমি একলা ব'সে তোমার সঙ্গে কথা কই।

বেলা। কেন, আমার কথা কি এত কর্কশ?

ধীর। দেখ্ অধীর, তোর যদি আর মুখ দেখি, আমার দিব্বি! চল্লুম।

[ধীরের প্রস্থান।

যূথী। আপনার কাছে যেতে ভয় হচ্ছে, কি জানি, যদি আমার কথা শুনে আপনি পালান।

অধীর। যদি পালাতে পারতুম, এতক্ষণ পালাতুম। ধরা পড়েছি, পালাব কোথা?

যূথী। ধরা দিয়েছেন কি আমাকে না কি?

অধীর। যার ধরা দেওয়া স্বভাব, সকলকেই ধরা দেয়। (স্বগত) আমায় ও এসে একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে পারে না?

যূথী। আজ ক'জনকে ধরা দিয়েছেন?

অধীর। ক'জনে ধরেছ, তা জানি নি, আমি ধরা পড়েছি, এই জানি।

যূথী। তা যদি ধরা প'ড়ে থাকেন, পোষ মানুন।

অধীর। পোষ মেনেছি, নইলে বেঁধে তো রাখনি, পালাচ্ছি নি কেন?

যূথী। পোষ মেনে থাকেন, আমি যেমন পড়াই পড়ুন, আমার সখীকে ডেকে কথা কোন।

অধীর। আচ্ছা, তা কচ্ছি।

বেলা। (স্বগত) তা কচ্ছি, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

যূথী। তুই তো আচ্ছা যাচ্ছিস্! আমি শ্রেত্তায় হয়েছি, আমি তো সয়তে পাচ্ছি নি।

অধীর। আপনি কে?

বেলা। আমি স্বপ্নের মানুষ, স্বপ্নে কথা কই, স্বপ্নে দেখা দি, ঘুম ভাঙ্লেই চ'লে যাই।

যূথী। তবে তো দেখ্ছি এক দেশেরই লোক।

অধীর। আমি কথা ক'য়ে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, উনি তো জিজ্ঞাসা কচ্ছেন না।

যূথী। উনি তোমার বন্ধুর ধাত পেয়েছেন।

অধীর। আমার বন্ধু স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কয় না, উনিও কি পুরুষের সঙ্গে কথা কন না নাকি?

বেলা। যে চোকে দেখে না, প্রত্যয় করে, তার সঙ্গে কথা ক'স্ নে লো, সেটি বেশ মানুষ, আমি তার সঙ্গে কথা কই গে, চল্লুম।

অধীর। সত্যি, আমার সঙ্গে কথা কইবে কেন? ধীর যেমন পুরুষরত্ন, এও তেমনি নারীরত্ন।

(মনধরার প্রবেশ)

কাফি-মিশ্র—দাদ্রা।

পিরীত ক'রে আমার মন ধরা।
তাইতে নাম নিয়েছি মনধরা।
মন কি আমার সাধে ধরেছে,
অনেক জ্বালায় জ্বলেছে,
পরে তারে আপন করেছে,
জেলে দেব বিষের বাতি দেখি যদি প্রেম করা।
কমল বনে বিষ ছড়াতে সাধ ক'রে কি চাই,
কই লো তারে পাই,
দিবানিশি তাই আগুন জ্বালাই,
যখন তাদের পিরীত মনে পড়ে
সব দেখি বিষে ভরা।

(ধীরের পুনঃ প্রবেশ)

ধীর। আরে দেখ্ছিস্, ক্রমে ভিড় বাড়্ছে

দেখ্‌ছিস! এই খুদে চান্না ছেড়ে দিয়েছে, ধাড়ী আস্‌ছে পেছিয়ে; আমি এ বনের হাটহদ্দ মেরে দিয়েছি! এর এরই মধ্যে মনধরা। হ্যাগা খুদে ঠাক্‌রুণ, তোমার এত শীগ্‌গির মন ধরলো কিসে?

অধীর। তুই যে এখন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কইছিস্?

ধীর। দাঁড়া না, তোকে চান্না কেউটের চক্কর দেখাই; ফোঁস কর তো খুদে বিবি। তোমার প্রাণ ধরা হলো কিসে?

বেলা। হ্যাঁ গা, আমি তোমার কত সাধাসাধি কর্‌লুম, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইলে না, চ'লে গেলে, আর এখন কথা কইছ যে?

ধীর। দাঁড়াও না চাঁদ! একে একে পাল্লা দি, একেবারে সপ্তরথী ঘেরাও কল্লে পেরে উঠবো কেন?

অধীর। (স্বগত) ধীর কি ভাণ করে। বেস্, তো সরল কথা কচ্ছে।

যূথী। (স্বগত) আমি যাতে মজেছি, বেলাও কি তাতে মজ্‌লো? (প্রকাশ্যে) ও মনধরা, মনধরা! বল্লে না, কিসে তোমার মন ধরে গিয়েছে?

মনধরা। পিরীত ক'রে। আমার কাজ হ'য়েছে, চল্লুম।

ধীর। হাবুচাঁদ কি কাজে এসে, কি কাজে গেলে?

মনধরা। সে তুমি বুঝ্‌বে কি?

ধীর। বাহবা, লবেজের বাঁধন বোঝ। এরই মধ্যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বল্‌ছে যে, আমার কাজ বুঝবে কি? হ্যাগা, তুমি কলমের চারা, না আপনি গজিয়েছ?

বেলা। (স্বগত) যূথীর মুখবাগে চেয়ে রয়েছে, আমার পানে চাচ্ছেও না। যূথী মনে কচ্চে, আমি আর কিছু টের পাচ্ছি না। স্পষ্ট কথা বল্লে কি আমি বেজার হতুম?

অধীর। (স্বগত) ধীর চেয়ে রয়েছে, মনধরার বাগে, আড়ে আড়ে ওর দিকে দেখ্‌ছে।

বেলা। (স্বগত) হোক, এ বেশ মানুষ, আমি এর সঙ্গেই কথা কব।

মনধরা। আমার পানে কি দেখ্‌ছ? যদি আমার পানে পিরীত করে চাইতে ত চোখের মাথা খেতে।

পিলু-খাম্বাজ—খেমটা।

যদি পিরীত ক'রে চাও ত চোখের মাথা
খাও।
হ'লে মন হারা, আবার আস্‌বে মনধরা,
হারা মন ফিরিয়ে নিতে মন হবে সারা,
জল্‌বে আগুন চোখের জলে ধূ ধূ জ্বালা
যত চাও।

[প্রস্থান।

ধীর। গীতের বাঁধন শুন্‌লি? নচ্ছার আবার এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্? হ্যাঁ গা, আমি যদি দুটো কথা কই, তোমরা এখান থেকে সরে যাও?

বেলা। ভাল ক'রে কথা কও যদি।

ধীর। আচ্ছা, তোমার ভালটেই বুঝি কি রকম, কি বল, ও:, দুদিকে দুটো কেউটে সাপের চক্কর অধীরকে সেরে তুল্লে।

বেলা। তুমি কে?

ধীর। বড় একটা গেরস্থরি রকম শুন্‌বে না; কি জান, স্বপ্নের মতন এসেছি, স্বপ্নের মতন চ'লে যাব, তবে স্বপ্নে স্বপ্নে মিল হয় জান ত? ও একটা স্বপ্নে এসেছে, স্বপ্নে যাবে, এই স্বপ্নে স্বপ্নে মিল।

বেলা। এই বুঝি তোমার ভাল ক'রে কথা কওয়া।

ধীর। আচ্ছা, তোমরা একটা খোলা কথা কও দিকি, এখানে কি কচ্ছ?

বেলা। তোমরা কি কচ্ছ?

ধীর। আমি ঐ ওর জন্তে দাঁড়িয়ে আছি।

বেলা। আমিও ওর জন্তে দাঁড়িয়ে আছি।

ধীর। তবে দাঁড়াও, তোমারি একদিন, কি আমারি একদিন, যা হয় শেষে মারামারি পর্য্যন্ত রাজি। ওকে কোলে ক'রে নিয়ে সাগরে গে ঝাঁপ দেব, তবু তোমার গোলামী কর্ত্তে দিচ্ছি নি।

বেলা। আর তুমি তো ওর গোলামী কচ্ছ।

ধীর। পিরীতের গোলামী।

অধীর। ভাই ধীর,আমি যদি গোলাম হ'য়ে থাকি।

ধীর। তুই গোলাম হয়েছিস্ কি? আমি ওর পিরীতে পড়েছি, আমার সঙ্গে তোর দাঙ্গা বেধে যাবে। দেখ গা, এত যে মিষ্টি ক'রে কথা কচ্ছিলে, আমাকে বে' ক'র্‌বে?

বেলা। তা কি একেবারে বল্‌তে পারি?

ধীর। তা যাও, তোমাদের সখীদের সঙ্গে নাও, ঘরে গিয়ে একটু চিন্তা ক'রে আমার যা হয় একটা জবাব দিও, দোহাই বাবা,একটু সর। এই ত প্রেমের তুফান তুলে দিলুম,ঘরে যাও না কেন?

বেলা। (স্বগত) আমার পানে ভুলেও চাচ্ছে না।

যূথী। (স্বগত) এর পেছু পেছু ফির্‌ব, ফিরে না চায়, নাই চাবে?

নটমল্লার—একতালা।

যেখানে যায় যাই সাথে সাথে।
ফিরে না চায় বারেক দেখি,
কাঁদি ব'সে তফাতে,
যদি জান্‌তে পারি কোন্ পথে যাবে,
আগে গিয়ে জল রেখে দি এলেই ত পাবে,
ফল রেখে দি ভিক্ষা ক'রে
যাতে খেতে কিছু পায় পথে।
জানি যে মন পর্‌বে না বাঁধন,
সাধ্য কি কার বুকে রাখে এ পুরুষ-রতন,
কোন্ পথে যায় চলে যাবে
একবার যদি এ যাতে॥

ধীর। ওরে, দেখ্‌ছিস্, দেখ্‌ছিস্, এখন তান চল্‌বে। যাবি? না তুই আর নড়্‌তে পাচ্ছিস্ নি,তা আমিও রইলুম, আমারও প্রতিজ্ঞা, বেকুবকে নিয়ে বনে এসেছি, বসে যাও মন বসে যাও। মন, ঠিক জেন, আজ তোমার ফাঁড়া আছে।

(মনহারার প্রবেশ)

খাম্বাজ—একতালা।

ফিরি মাতুয়ারা, ফিরি মাতুয়ারা।
কে জানে কে আমি মনহারা।
কুঞ্জে ব'সে কেঁদে প্রেম করি,
হেসে বুকে কারু মারি ছুরি,
আছি সাথে সাথে কারে দিই নে ধরা।
কুয়াশা-মাঝে এ কুহকী কায়,
ঢেকে দেখে আমায় দেখ্‌তে কে পায়,
কভু প্রেমে জলে ভাসে চাঁদের আলো,
যে দেখে ঘোচে তার মনের কালো,
যদি চিন্‌তে পারে,
ঘোম্‌টা টেনে অম্‌নি যাই গো স'রে,
চেনা দিলে চেনে নৈলে ঘুরে সারা।

ধীর। এইবার নে অধীর, ক'খাক্কা সাম্‌লাবি সাম্‌লা। বলি হাঁ গা, এগুলি বুঝি তোমার ছানা-পোনা? তুমি চরা কর্‌তে বেরোও বুঝি শেষাশেষি,না সক্যে-রাত্রেই বন উজোড় ক'রে গিয়ে একটু আরাম নিচ্ছিলে, আবার এসেছ? বাসী তেরেলাল!

ম-হা। তুমি কে, আমি চিনি।

ধীর। চেন না! তুমি আর কি না চেন, কবে শুধু মরণ হবে জান না।

ম-হা। তা যাই বল, তা কিন্তু তোমায় আমি চিনি।

ধীর। স্বীকার পেয়ে নিচ্ছি চেন, তার পর বার্তাটি কি বল?

ম-হা। ওঁকেও চিনি।

ধীর। চিন্‌বে বই কি, নইলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে কুত্‌ কচ্ছে?

ম-হা। আমি ত একাই।

ধীর। একাই একশো চাঁদ—একাই একশো, এসেই আসর গরমে নিয়েছ। ও রে শোন, স'রে পড়ি আয়।

অধীর। জিনি বীণা বাঁশী, কে গো মধুভাষী,
বিপিনবাসিনী কেন?
আলুথালু কেশ, আলুথালু বেশ,
পাগলিনী-প্রায় যেন।
ধরা মনহরা তুমি মনহারা,
কি ভাব বুঝিতে নারি।
কভু প্রেম কর, কভু ছুরি ধর,
কি রঙ্গ রঙ্গিণী নারী!
কুহকিনী কায়, ব'স কুয়াশায়,
এ কি ভাব বোঝা দায়।
কেন মনহারা, নাহি দেহ ধরা,
ধরা তব কেহ পায়!
কেন দেখা দিয়ে, বদন ঢাকিয়ে,
চ'লে যাও কহ ধনি!
জ্বাল শশী আলো, হৃদয়ের কালো,
হর লো শশিবদনি!

ধীর। দেখ গো, আর আলো জ্বালা-জালিতে কাজ নেই, অনেকক্ষণ জ্বালাচ্ছ! ভোর রাত, মদ খেয়েছ, একটু তন্দ্রা রাখ গে।

ম-হা। মদ খেয়েছি আমি?

ধীর। না, মদ খাবে কেন? বড্ডা গাঁড় হয় কারণ ক'রেছ। টৌলছ আর খোলছ, মদ খাই নি, সাক্ষাৎ মহামায়া এসে দাঁড়িয়েছে।

ম-হা। আমি মদ খেয়েছি, না তুমি মদ খেয়েছ, যদি সাদা-চোখে থাকো, বল দেখি, আমি কে?

ধীর। বাবা,সাদা-চোখে থাকলে যে তোমায় চিন্‌তে হবে,এমন কি লেখা-পড়া! বনের ভেতর ত টল্‌তে টল্‌তে এলে দেখ্‌লুম, কে তোমার বাবা ঠিকুজী কুষ্ঠীর ধার ধারে? সে সব নাই, আমার বোধ হচ্ছে, এদ্দিনে পোকায় কেটেছে। হ্যাঁ গা, তুমি ভারিক্কি মানুষ, ছুঁড়ীগুলোকে নিয়ে স'রে পড় না।

ম-হা। যদি চিন্‌তে পার ত স'রে যাই।

ধীর। আমার বাবারও কর্ম্ম নয়, থাক তবে ভোর রাত দাঁড়িয়ে।

ম-হা। দিন গিয়েছে রাত হয়েছে,
ফের হয়েছে ভোর।
ঠাউরে দেখ ছিটে ফোঁটা,
যায় নি নেশার ঘোর॥
আশার নেশা যার কেটেছে, সে দেখে আমা
নৈলে কে পায় দেখ্‌তে আমায় লুকাই কুয়া...
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে,ফুট্‌লে কাঁটা পায়।
মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা ফুটিয়ে তোলা যায়॥
তাইতে আমি কখন মোহ প্রেমিকা কখন।
মনহারা মন হ'লে চেনে লক্ষেতে এক জন॥

ধীর। আচ্ছা, তুমি ত আমাদের চিনেছ?

ম-হা। বেশ চিনেছি।

ধীর। তবে আর ছড়া কাটান কেন? আমরা না চিন্‌লুম, তোমায় বয়ে গেল, তুমি স'রে পড়। নেশাটা একটু কমে আসছে দেখ্‌ছি, একটু কারণ কর গে যাও। ওরে ও কালামুখো, যাবি? ওরা

ত ন'ড়বে না। [illegible] নিরিবিলি [illegible] [illegible] ক'র্‌বি। দেখ, [illegible] ঐ বাচকানীর পাল্লার পড়ো না, এ [illegible] পাল্লায় পড়ো না, ও নেশাখোর, মহামায়ার খাম ব'নেছ।

অধীর। ভাই ধীর, তুমি বিদ্যার অভিমান কর, ও কি বল্‌ছে, একবার বুঝ্‌ছ না?

ধীর। বুঝ্‌ছি নি? মাতলামোর ঝোঁকে ছড়া কাটাচ্ছে।

অধীর। না না কু-আশা, আশার নেশা এ সব ত আমাদের র'য়েছে, সত্যি তো আমাদের ঘোর কাটে নি।

ধীর। এ ঘোর বনে ঘোরাননা মহামায়ার চারার সঙ্গে থাকলে আরও নেশা কেটে যাবে। কু-আশা আশার নেশা ত আছেই, তা নইলে তোকে পালাতে বল্‌ছি কেন? ও মাগী তো মদের দোকান থেকে গানটা ছড়াটা শিখে এসেছে, তুই যেমন, ভুলে যাস্‌!

ম-হা। আর তুই ভুলিস্‌নি?

ধীর। ইস্‌, ভারি যে নেওটা হ'লে! কি বল্‌ব চাঁদ, এ বেকুবটাকে নিয়ে আটক পড়েছি, নইলে টেনে দৌড় লাগাতুম বাবা, চার পা হ'লেও ধত্তে পাত্তে না।

ম-হা। পালাতে পাত্তে না।

ধীর। শোন্‌ বেহায়া, শোন্‌—মুখের ওপর কি বল্‌ছে।

ম-হা। তুমি কি মনে কচ্ছ, আমার হাত ছাড়িয়েছ?

ধীর। কবে পজ্জাজল ছুঁয়ে বল্লুম ছাড়িয়েছি, যদি তা মনে কর্‌তুম, তা হ'লে ওর মতন ক্যাল্‌ক্যাল ক'রে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাক্‌তুম?

ম-হা। তুমি আমায় ভালবাস না?

ধীর। কি, রকমখানা কি?

ম-হা। তুমি আমায় ভালবাস না? ভালবাস!

ধীর। হাপা, শুনেছি কো, শেষটা তোমরা লাত্তি-টাত্তি মার, চুপ ক'রে রৈল যে? বল না, শেষটা ত তোমরা লাত্তি-টাত্তি মার, এই আমি বস্‌লুম, তোমরা যে যেখানে আছ, বিশ ত্রিশটে করে চাট ঝেড়ে বিদায় হও। আহা, খুদে বিবিকে ছেড়ে দিলুম গা, সেও ছুটো খুদে পায়ের চাট দিত না হয়।

ম-হা। সবাইকে কি লাথি মারি, কারুকে পায়ে ধরাই, কারুকে বুকের হার ক'রে রাখি।

ধীর। ইস্‌, তবু বেতর সথ দেখ্‌তে পাই! ও রে ও রে নচ্ছার, চল যাই, তোর জন্যে কি সমস্ত রাত পাঁচালী ল'ড়ব রে!

ম-হা। একটা গান শুন্‌বে?

ধীর। খুনই যদি কর, তার আর কি করব বল?

ম-হা। শুন্‌বে ত?

ধীর। বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে। ফেলেছ বেকায়দায়, আর কি বল্‌ব, নইলে নরকে ঝাঁপ মারি চাঁদ, তোমাদের গান আমি শুনি নি।

ম-হা। তোমায় কেন বল্‌ছিলুম ভালবাস, জান?

ধীর। ভাব ব্যাখ্যা কর্কে, না গান কর্কে?

ম-হা। তুমি যাতে খুব জ্বালাতন হও, তাই কর্‌ব।

ধীর। দুখের খুব হ'য়ে গিয়েছে, কাউ কি ছাড়বে ছাড়।

ম-হা। তুমি আমায় ভালবাস বল্‌ছিলুম কেন, শোন।

ধীর। তা বল।

ম-হা। তুমি ওকে ভালবাস, আর ওতে আমাতে একপ্রাণ, আমায় ভালবাস।

ধীর। তুমি টোল কর্ব্বে?

মনহরা—

দেশ খাম্বাজ—খেম্‌টা।

মনের গুমোর করো না।
মনের গুমোর করো না।
আমি কোন্ ভাবে কার কাছে থাকি
চিন্‌তে পার না।
পায়ে ধরাই ধরি পায়ে,
ঠেকাই ঠেকি সমান দায়ে,
অন্য রসে সমান বসে থাক তা কি ধর না।
আমি রসময়ী ছড়াই নানান্ রস,
আমি দিবানিশি রসে ঢলি রসে করি বশ,
এ রসের তুফান কাটিয়ে উঠে,
বোলো তখন সয় না।

[প্রস্থান।

ধীরে। হ্যাগা, ঐ ত ও পথ দেখালে। তোমরা সকলে মিলে একটি গান ধ'রে নেচে-কুঁদে বাহবা নিয়ে চ'লে যাও। তাদের উদ্‌যুগ কচ্ছ, না বাচ'নিক কিছু আছে? হাঁ রে, তুই কি একেবারে দিব্বি গেলেছিস্, নড়বি নে?

অধীর। ভাই ধীর, আমায় সত্য বল, আমি মনে ব্যথা পাব না, তুমি কি ঐ সুন্দরীর অনুরাগী হয়েছ?

ধীর। অ্যাঃ! এরি মধ্যে কেলেঙ্কারি আরম্ভ কল্লে?

অধীর। ও তোমার অনুরাগিণী, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

ধীর। তুই ব'সতো তোর ভাবখানা দেখি, তোর অসুখ বিসুখ ক'ল্লে না কি? দেখ দিকি, খামকা বনে দাঁড়িয়ে পিরীতে ঠেকে গেলি! আমার ওপর পর্য্যন্ত রিষ কচ্ছিস্! দেখ অধীর, তুই যদি অমন ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বেস ফেল্বি ত আমি কেঁদে ফেল্‌ব, চল।

ধীর। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

বেলা। পিলু-জঙ্গ-মল্লার—খং।

সেই ভাল সে চাহে যারে।
আমি ত ব্যথার ব্যথী, ব্যথা ত দেব না তারে।
ভালবেসে হেসে হেসে,
সে পাশে বসিবে এসে,
মনে যারে ভাল সে বাসে,
দূরে ব'সে দেখ্‌ব হাসি, ভাসিব নয়ন-ধারে।

যুথী। সই, তুই কেন অমন হ'লি?

বেলা। যুথী, তুই কি ঐ পুরুষ-রত্নের প্রয়াসী? আমায় বল, আমি দূতী হ'য়ে তার পোয়ে ধ'রে তোর কাছে এনে দেব।

যুথী। ভাই বেলা, তুই পার্ব্বি নি, সে বড় কঠিন, দেখ্‌ছিস্ নি, তার অন্তর পাষাণ, সে মুখ তুলে চায় না।

বেলা। প্রথম প্রথম লজ্জায় অমন ক'চ্ছে। আমি দেখেছি, বার বার তোর পানে চেয়েছে, আমি দেখ্‌তে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তুইও তার পানে বার বার চেয়েছিস্, আমি যাই, তাকে এনে তোর মিলিয়ে দি।

যুথী। সখী, সে বড় কঠিন, তুই বুঝিস্ নি।

বেলা। আয় না, দু'জনে মিলে দেখি, ধর্ম্মই ধর্ম্ম।

সখীগণ। তেলেনা—দাদ্‌রা।

কেন আর বাঁধ্‌বো বেণী বল লো সজনি।
যদি বেণীর ডোরে বাঁধ্‌তে নারি গুণমণি॥
তার যদি না কেঁপে ওঠে প্রাণ,
কেন আর হান্‌ব নয়ন-বাণ,

বাণ বিদ্ধে গো ...
যে না বাণ...বাণ,
যদি ধর্তে নারি,
তবে নারীর গরব কি তা জানি নি ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•—

বন।

অধীর। আমি তাই এখান থেকে যাব না, এইখানে তার দেখা পেয়েছি, এইখানেই থাকব।

ধীর। থাম্‌লি যে, বল্ বল্; আরও কত কি যে বলে! ওরে কোকিল রে, মলয়-বাতাস রে, বাপ রে, মা রে! ঘোড়ার মতন টেনে নিশ্বেস, চোখের জল! তোর পিরীতের লক্ষণই হয় নি, আবার পিরীতে পড়েছিস্?

অধীর। তুই কি ঠাট্টা কচ্ছিস?

ধীর। ওরে, ঠাট্টার কথা হ'লে তোরে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্তে অত পীড়াপীড়ি কর্‌তুম না।

অধীর। তবে আবার কেন পীড়াপীড়ি কচ্ছিস?

ধীর। আচ্ছা, তোর মতলবখানা কি? তাকে বিয়ে কর্‌বি, কি একবার দেখ্‌বি, পিরীত কাটাকাটি কর্‌বি? আমি তোরে একটা কথা বলি শোন। আমি তারে যোগাড় ক'রে ডেকে আন্‌ছি, তুই রাত ভোর ব'সে পিরীত কাটাকাটি কর্। ভোরের বেলা বল্ বাড়ী যাবি?

অধীর। সে আস্‌বে না, সে আমায় ভাল-বাসে না।

ধীর। আঃ, বেজায় ছুবলেছে! আচ্ছা তোর ঘোমটার বহর বোঝ দেখি! আপ-নিই বল্‌ছিস্, ভালবাসে না, আর সে এ বনে ছিল, বনে বনে পড়ে আছিস্?

অধীর। সে তোমায় ভালবাসে।

ধীর। এইবার তুই পিরীতের ছন্দ কলি! হ্যা রা, তুই একটা সাদা কথা বুঝিস্ নি? মেয়েমানুষ দেখ্‌তে কেমন? যেন কবির মনের ছবিখানি! ভিতর কি? বাবা! সেঁধুবে কে, যে বল্‌বে বল! পুরুষ চায়, আহা, এমন সুন্দর ছবিখানি, সাম্‌নে বসিয়ে দুটো কথা কই। বিবি ভাবছেন যে কখন্ মোহিত হয়, তা হ'লেই নূতন গয়নাখানির কথা পাড়্‌বেন। মনে কচ্ছিস্ কি, খোলা প্রাণ? প্রাণ খুলে আমোদ করে গেলি, প্রাণ খুলে আমোদ কর্‌বে? আমোদ জানে না, জানে কেবল আপনার গণ্ডা।

অধীর। আহা! তুই অমন ক'রে নারী-নিন্দা করিস্ নি।

ধীর। তুই ভাব্‌লি বুঝি নিন্দা কর্‌লুম, একজন মেয়েমানুষ এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দু'শো বাহবা দিত, বল্‌তো, আমাদের কথা জানে। আমি ভাবি, বেটীরে মনে মনে কি হাসনই হাসে। বলে, এই পুরুষ আপনাকে সেয়ানা ঠাওরান আর যাই হোক্, আমি চেষ্টা-চরিত্র ক'রে তারে দেখা আন্‌বো, দু'টো পিরীত কোরে ঠাণ্ডা হবি?

অধীর। সে আস্‌বে না।

ধীর। ঐগুলো তোর কেমন! সে আস্‌বে না? একজনকে গেরেপ্তার ক'রে গিয়েছে। সে এখন কি কচ্ছে তা জানিস্?

অধীর। সঙ্গিনীর সঙ্গে আমোদে রয়েছে।

ধীর। পিরীত কন্ত বাস্ বটে, পিরীতের ধার ধারিস নি। সে এখন সাপের

মতন গর্জ্জাচ্ছে, সখীর ঘাড়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়্‌ছে, চুল খুলে দিয়েছে, শিব-নেত্র হ'য়েছে; সে ভয় করিস্‌ নি, আমি আন্‌তে পার্‌ব।

অধীর। না ভাই, যে আমার নয়, তারে দেখে কি কর্‌ব?

ধীর। আঃ, তোর নয় তা জানি। ওরা কারুর নয়! তোর ত দরকার, দুটো তার সাম্‌'ন নিশ্বেস ফেলা, তা তোর আপত্তি কি?

অধীর। তুই দূর হ, আমার সাম্‌নে থাকিস্‌ নি।

ধীর। তোরে রিষে জেরেছে।

(বেলা, যূথী ও সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ।—ধুনাসিন্ধু—দাদ্‌রা।

পোড়া প্রেম ক'রে এত জ্বালা কে জানে।
জ্বালায় জ্ব'লে মরি, জ্বালা সইতে নারি,
জ্বালা হৃদে ধরি যতনে, পুড়ি প্রাণে।
নয়ন মজায়, ঠেকেছি দায়,
নইলে পরে বল পরে কে চায়,
মন বিলায়,
পড়েছি উঠি আর কেমনে,—মানে মানে।

ধীর। কেমন অধীর, তোরে ব'লেছিলুম, আবার আস্‌বে না! এইবার পিরী-তের তোড় তোল, তার পর ভোরের বেলা মুখ হাত ধুয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যাই চল। ওঠ ওঠ, এখনো আবার গালে হাত দিয়ে ব'সে আছিস্‌ কেন? (জনান্তিকে) দেখ গা, ও একটু বেকুব রকম, কোন্‌খানে নিশ্বেস ফেল্‌তে হয়, কোন্‌খানে চোখ তুল্‌তে হয়, ও ঠিক-ঠাক জানে না, দুটো একটা ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে পিরীত সুরু কর। ভোর বেলা যাতে বাড়ী যেতে পারে, এই ঘটকালী বিদায় দিও। দেখ, তুমি যদি একটা উপকার কর, তা আমি ভুলিনি নি। এম্‌নি স্বীকার,—তোমার কাছে প্রতি রবিবার এনে পৌঁছে দিচ্ছি।

বেলা। তোমাদের যেমন নূতনে মন, আমাদের তেমন নয়।

ধীর। ও গো ঠাকরুণ, এই যে টাট্‌কা নূতনের তোয়াজে এয়েছ দেখ্‌ছি। কোন জন্মে ত এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল না।

যূথী। হ্যাঁ মহাশয়, আপনার সঙ্গে কি নূতন আলাপ? চোকের দেখা নাই ছিল; মনের ছবি মনে মনে ছিল, এখন সাম্‌নে এসেছে, আপনি কি আমাদের পর?

অধীর। না;—আমি পর নই।

ধীর। এ ছ্যাঁচড়া বিত্তির সবই ছ্যাঁচড়া! খাম্‌কা মিছে কথা কইলি রে! পর নোস্‌ কি ঘরের বঁধু?

বেলা। পিরীতের কথা হ'চ্ছে, হ্যাঁ গা, তুমি এর ভেতর কেন?

ধীর। অবাক্‌ করেছ বাবা! যে পিরীতের মিথ্যা কথায় গোড়া-পত্তন, না জানি তার শেষ কোথায় গড়ায়! আজব কারখানা বাবা, মিছের ধোঁকায় দুনিয়া পড়ে! নাও আমার কথায় কান দিও না, পাল্লা-পাল্লি কর!

বেলা। আপনাকে আমি একটা কথা ব'ল্‌ব মনে ক'রেছি।

অধীর। আমিও আপনাকে একটা কথা বল্‌ব মনে করেছি।

বেলা। কি বলুন।

অধীর। আমার বন্ধু বাহিক কঠিন, কিন্তু অমন কোমল অন্তর জগতে নাই।

যূথী। ওঁর বয়স কোমল, তা ওঁকে বল্‌ছেন কেন?

অধীর। আমার বড় সাধ যে, এর সঙ্গে আমার বন্ধুর মিলন হয়। উনিও যেমন নারীরত্ন, আমার বন্ধুও তেমনি পুরুষ-পরেশ।

যূথী। তোমার বন্ধু যদি এরে না চান?

অধীর। আমি যা ব'ল্‌ব, ও শুন্‌বে।

বেলা। ও মা, এমন কথা শুনি নি! তুমি বল্‌বে, আমাদের সব্বাইকে বে ক'র্ত্তে ত আমাদের সব্বাইকে বে ক'র্‌বে?

অধীর। সুন্দরি, পরিহাস রাখ, যদি তুমি আমার বন্ধুর পাশে ব'সে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ কর, তা হ'লে আমি চিরদিনের জন্য তোমার দাস হ'য়ে থাকি।

ধীর। হ্যাঁ রে, তুই নাটক রচবি না কি?

বেলা— খাম্বাজ ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মন যারে চায়, সে কি চায়।
না দেখে বাঁচি নে প্রাণে দেখিলে দ্বিগুণ দায়॥
অযতনে যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা সে জানে না,
জেনে কি সে দিত বেদনা—
গঞ্জনা জেনে কি দিত, ব্যথিত হোত ব্যথায়॥

ধীর। এই টপ্পার বদলে একটা টপ্পা ঝাড়তে পাত্তিস্ ত পিরীতের আগুন ছুটে যেত, তোর পিরীতের ধাত জেনেই আমি তোরে গান শিখ্‌তে বলেছিলুম; এ টপ্পা-বাজীর মুখে যদি টিকে যেতে পারিস্ ত ফাঁড়া কেটে যাবে। (স্বগত) এ ত প্যাঁচে ফেল্লে দেখ্‌ছি।

অধীর। আমার কথার উত্তর দিলে না?

যূথী। যদি উত্তর দেয় যে, ওর সঙ্গে কেন মিল্‌বো, তোমার সঙ্গে মিল্‌বো?

ধীর। সে কথার আর মার নেই।

বেলা। (স্বগত) যূথী আপনার মনের কথা আমার হ'য়ে বল্‌ছে।

যূথী। কই, উত্তর দিলে না?

অধীর। আমি তোমার সখীর যোগ্য নই।

যূথী। আর সখী যদি বলে যোগ্য।

ধীর। অমনি ছেলেখেলা, বুদ্ধদার হ'য়ে এমন কথাটা ব'লে ফেল্‌লে?

বেলা। তবে কি তোমার কাছে আমি যাব না কি?

অধীর। হাতের কাজটা সেরে এস।

সকলে।— সাঁওন-বেহাগ—খেমটা।

হাতের কাজ ভারি,
তাইতে তার কাছে ত যেতে নারি।
বোঝে না দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখোচোখী হ'লে কত ডাকে,
দেখে দেখি নে, সেথা থাকি নে,
কেঁদে ডাকে যদি তা কি সইতে পারি।

ধীর। আজ সব মরিয়া হয়েছে! এ বনে—ভাল ছোঁড়া-টোড়া নেই? ছোঁড়া-ফোঁড়া পেলে যে এদের সেই দিকে লেলিয়ে দিই গা। ও ঠকুরুণরা শুনুন, এই সাতশো রাক্ষসীর খোরাক নিত্যি কি বনে বসেই পাও? শীকার ত একটি, বেড়া-আগুনে বেড়েছ।

অধীর। আমি ভাল করি নি, আমার বন্ধুর জন্যই এখানে এসেছিল, আমায় দেখে কিছু বল্লে না! ভাই ধীর, তুমি এখানে থাক, আমি দেশে চল্লুম, তোমার প্রণয়ে আমি বাধা দেব না।

ধীর। সে বেশ কথা, চল্।

অধীর। তুমি হেথা থাক, নইলে তোমার প্রণয়িনী ব্যথা পাবে।

ধীর। ও রে, পিরীতে বিচ্ছেদই ভাল রে, বিচ্ছেদই ভাল। আমার কাছে শেখ্, পথে খুব মজা হবে এখন রে,—পথে খুব মজা হবে এখন। আমি হা-হুতোশ ক'র্ত্তে থাক্‌ব, তুই বোঝাতে থাক্‌বি। আমি তোর গলা জড়িয়ে বল্‌বো, 'সখা, তাকে একবার এনে দাও।' দেখিস্ না, নাটক কত্তে কত্তে যাব এখন।

অধীর। আচ্ছা, তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব।

ধীর। জিজ্ঞাসা কর্‌বি আর কি—পিরীতে পড়েছি কি না? তুই চল্ না, পথে পিরীতের আদ্ধ ক'রে ছেড়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

যূথী, বেলা।—কাফিমিশ্র—ত্রিতালা।

চ'লে গেল বল কি করি।
পারি যদি ফিরিয়ে আনি তোর হ'য়ে গো পায় ধরি।
নাই ত আমার শরমের মানা,
রাখে বা না রাখে মান যাবে তা জানা,
অরসিকের অপমানে মান ত যাবে না;
বাজে পাছে তোর প্রাণে সই,
তাইতে ত যেতে ডরি।

যূথী। সখি, এখন কি কর্‌বি?

বেলা। আর এখন কি কর্‌বি বল?

যূথী। তবে চল।

সকলে—মিশ্রার-মল্লার—ত্রিতালা।

পায়ে ঠেলে যদি চ'লে যায়।
ভালবাসি বাসি বাসি, গড়িয়ে কেন প'ড়্‌ব পায়।
এত কে লাঞ্ছনা সবে, দিন ত যাবে দিন কি রবে,
এত আর স'য়েছে কে কবে;
জুড়াবার এ নয় ত জ্বালা,
দ্বিগুণ জ্বালা দেখে তায়।

[প্রস্থান।

(ধীরের পুনঃ প্রবেশ)

ধীর। ঠাকরুণরা ত জিরুতে গিয়েছেন, হাঁপ ছেড়েই এসে তেড়ে ধর্বেন। আর পিরীত হ'লো বই কি! লক্ষণগুলো সবই দাঁড়িয়েছে। আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি নি, ভালবাসিস্ বাসিস্, তা তার কিসে মাথা কিন্‌লি? তোর প্রাণ যায়, তা তার কি? মরদ বাচ্ছা, হেসে প্রাণ নে ঘরে ফিরে আয়। ভালবাসিস্ তার ভালয় থাকিস্, বস্ ফুরুলো! নইলে চলে পড়ে, কেঁদে নিশ্বাস ছেড়ে—ভালবেসে মরিস্, সে ভালবাসা না ছাই, ভালবাস্‌লে দ্বিগুণ মনের তেজ বাড়্‌বে না?

(মনহারার প্রবেশ)

মনহারা।—ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

কখন নাগর কখন নারী,
আমার সাধের মতন বেশ পরি,
নাগর বেশে ধরি কারুর পায়,
পায়ে ধ'রে কেউ কেঁদে কেঁদে মুখের পানে চায়,
মান করি মান ভাঙ্গি কত,
ঠেকে মানের দায়;
সোহাগী সোহাগ ভরা তাইতে ত সোহাগ করি।

ধীর। (স্বগত) ঠাকরুণরা অধীরকে ছেড়ে এই ছোঁড়াকে শীকার করে না? দাঁড়াও দেখি যোগাড়। (প্রকাশ্যে) ওহে, তুমি ত বেশ ফিট্‌ফাট্ তাজ-টাজ চড়িয়ে এসেছ দেখ্‌ছি, রেতে উপবনে উঁকিটে ঝুঁকিটেও মার দেখ্‌ছি। নাগরালী ত মুখে আওড়াচ্ছ, কিছু এসে না কি?

ম-হা। এসে না ত কি অমনি বলি?

ধীর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢংটা টংটা এসে দেখ্‌তে পাই, আমায় একটু তালিম দিয়ে দিতে পার হা?

ধীর। আচ্ছাই তালিম আছ,—ভাই, আচ্ছাই তালিম আছ!—শোন না বলি, খাসা খাসা নাগরী এ বনে আছে। তুমি পিরীত ক'র্ত্তে গেলে বোধ করি তোমায় তাড়া কর্ত্তে পারে। নাগরালীর একশেষ করে বেটীদের নে সর্‌তে পার?

ম-হা। নাগরালী কি ক'রে কর্‌ব, তুমি ব'লে দিতে পার?

ধীর। ওহে, তুমি কেন ভাব্‌ছ? তারা খুব তুখোড় লোক আছে, গুছিয়ে গাছিয়ে তোমায় নেবে এখন।

ম-হা। তুমি বোঝ না হে! তবু একটু মওলা দিয়ে যাই। এই নাও, তুমি যেন নাগর, আমি তোমার নাগরী, কি ক'র্ব্বে কর।

ধীর। তুমি আমার নাগরী হ'লে গালেমুখে চড়াব, আর কি ক'র্ব্ব? হা-হুতাশ কি ক'র্ত্তে দিলে?

ম-হা। তা গালে মুখে চড়াও, আমি কি কর্ব্ব বল?

ধীর। ওহে, কথা শোন।

ম-হা। না, মণ্ডলা না দিয়ে [illegible] প্রেম ক'চ্চে এগুচ্ছি না।

ধীর। তুমি একটু ভাবুকা আমার সঙ্গে ক'র্ব্বেট ?

ম-হা। ·র অ র ভাবুকা কি ভাই। মণ্ডলা না দিয়ে পিরীত ক'চ্চে অমনি এগুব ?

ধীর। বাঃ, নাগরীর ঢং এসে গিয়েছে। আচ্ছা এস, শীগ্‌গির মণ্ডলা দিয়ে নাও, তার পর ভেড়ে দিয়ে খাঁকের মাঝে লাফিয়ে পড়্‌ব। এই এস, আমি গাছে ভাত যে ব'লেছি, এই আমি ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বেস ফেল্‌ছি, এই আমি হা প্রিয়ে, হা প্রাণেশ্বরি ব'ল্‌ছি। নাও, তুমি চুপ্‌ ক'রে রইলে যে ?

ম-হা। আমি কি ক'র্‌ব ব'লে দাও।

ধীর। তোমার একটা প্যাঁচ পড়েছে বটে, তোমার সখী সঙ্গে নেই। তা দেখ, ঐ গাছটাকে সখী মনে ক'রে ওর গায়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে প'ড়, যো ভাসুটি খুব ক'চ্চে থাক।

ম-হা। প্রাণনাথ, তুমি বৃন্দ টুন্দ যাবে কি ?

ধীর। সে তুমি ব'লে প্রিয়ে—সে তুমি ব'লে, এখন নয়। এই ত মণ্ডলা দিয়েছ ?

ম-হা। দাঁড়াও, যদি সে মান করে ? এই যেন মান ক'রেছি।

ধীর। খুব ক'রেছ,—আস্তে আস্তে ওঠ।

ম-হা। না, এই মণ্ডলাটি আমার দিয়ে যেতেই হবে, আমায় ষোল আনা তালিম দাও, ষোল আনা কাজ দেব এখন।

ধীর। তোর বয়সে বড়, নেহাত পায়ে ধরাবি ?

ম-হা। তা ভাই, অঙ্গহীন ক'রে কেন কাজ কর্‌ব ?

ধীর। মানময়ি মান ত্যজ ! তোমার কথায় চ'ল্‌ছে না—না ? আচ্ছা মান ত্যজ। (পদধারণ)

ম-হা। তবে না কি তুমি মেয়েমানুষের পায়ে ধর না ?

ধীর। বটে, তুমি সেই। চিত্তে পারি নি, খাঁকের খাতিরে, গোলামী করে নয়।

ম-হা। আর যদি কখন পিরীতের খাতিরে ধর ?

ধীর। ভগবান্‌কে বলুব, অনেক চেষ্টা করে-ছিলুম, পারলুম না, ভগবান্‌ মাপ করো।

ম-হা। পিরীতে পায় ধরায় কি ভগবান্‌ ব্যাজার ? পিরীতের জোর নইলে কি জোর ! তোমার অত ত্যজ কিসের ? তুমি নিঃস্বার্থ পিরীত শিখেছ ব'লে, তোমার বন্ধুকে নিঃস্বার্থ ভালবেসেছ ব'লে।

ধীর। তোমাদের জাতে এ ভালবাসার ধার ধারে ?

ম-হা। তবে কি তুমি হরগৌরীর মিলন মিছে বল ? রাধাকৃষ্ণের প্রেম মিছে বল ?

ধীর। আমি ত টোলে আসি নি যে, শাস্তর তুমি আওড়াচ্ছ। যাদের পিরীতি ছিল—ছিল, তুমি এ পিরীতের ধার ধার ?

ম-হা। আমি সব পিরীতের ধার ধারি।

ধীর। তুমি হদ্দ বয়াটে বটে, আমার ওপর ! এ পিরীত কি তোমার মদের দোকানে শেখা না কি ?

ম-হা। যেখান থেকে হয়, শিখেছি ত ? নইলে তোমার অহঙ্কারের কথা কেমন ক'রে ব'লে দিলুম।

ধীর। অহঙ্কার কি ?

ম-হা। যে মোটা পায়ের লাথি খাও, মেয়েমানুষের নরম পায়ের লাথি ভাল লাগে না !

ধীর। তা খাই বেশ করি। তোমার চরণে ত গড় করি, নাকে দড়ি ত আর পরি নি।

ম-হা। ঐ ভেজেই গেলে ! যে মেয়েমানু-ষের-মুখের পানে চাইতে না, সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কইচ কেন ? নাকাল তুমি কিছু কম নও, তবে মানো আর না মানো। তুমি মনে ক'রছ, নাকাল হয়েছি হয়েছি, তার কি ? যারা মেয়েমানুষের পিরীতে পড়ে, তারাও মনে করে, নাকাল হয়েছি হয়েছি, তার কি ? তোমার কি বেশী বাহাদুরীটা বুঝে'ছাই।

ধীর। চোট্‌পাট্ ত খুব বল্‌ছ; চোটপাট্ এই রঙ্গিণীদের নিয়ে সর্‌তে পার? তা হ'লে বুঝি, তুমি পিরীতে তুখোড়।

ম-হা। আবার তুমি মেয়েমানুষের পায়ে ধ'র্ব্বে?

ধীর। ফের বল ত ধরি। যা বল্‌লুম, তা কর, দেখ,আমার বন্ধুকে তেগে ঐ রুখে আস্‌ছে, ঐ রোখের মুখে মুখথাবাড়ি দাও।

(বেলা, যুথী ও সখীগণের প্রবেশ)

মনহারা ও সকলে।—

মূলতানি-মিশ্র—দাদ্‌রা।

যদি প্রেম কর প্রেমে যাও গ'লে।
প্রেম কর ত বিষ রেখ না,
বিষ খেও না সুধা ব'লে।
আপনার নিধি দিতে পরে,
পারে যদি প্রেম সে করে,
নইলে পরে বিষের বিষে জ্বলে সে মরে।
যার বুকে জ্বলে বিষের আগুন
নিবিয়ে ফেল প্রেম-জলে।
প্রেম-পরশে নেভে আগুন,
দিব'-নিশি নয় জ্বলে।

ধীর। কুঁদি করে ঝাঁকে গিয়ে পড়, আর ঐ ছুঁড়ীকে প্রেম-ডুরি দে হ্যাঁচ্‌কা টান মার।

ম-হা। দেখ গা, আমায় ব'লে দিচ্ছে, তোমার সঙ্গে প্রেম কত্তে।

যূথী। তা তুমি প্রেম কর্‌বে না কি?

ম-হা। ইচ্ছে আছে, তুমি ওঁর সঙ্গে প্রেম কর।

যূথী। আমারও ওঁর সঙ্গে প্রেম কত্তে ইচ্ছে আছে, উনি কি প্রেম কর্‌বেন?

ম-হা। উনি করুন না করুন, তুমি ত প্রেম ক'র্ব্বে?

যূথী। আমি প্রেম ক'রেছি।

ধীর। তা বেশ ক'রেছ, তোমার সখীর সঙ্গে এরে ভিড়িয়ে দাও না।

বেলা। আমি তোমার সঙ্গে ভিড়্‌বো!

ধীর। দেখ, ও বেড়ে ছোক্‌রা—ওর সঙ্গে প্রেম ক'রে দেখ, দেখ্‌তে শুনতে বড় ফিট্ হবে; পিরীত ক'রে গাঙ-পার চ'লে যাও চাঁদ; তা হ'লে বেজায় বাহাদুরী হবে।

বেলা। না,আমি তোমায় ছাড়্‌ব না।

ধীর। হ্যাঁ হে ছোক্‌রা—আমায় বেলা ত বেজায় ঠসক কচ্ছে তুমি ঐটেকে আট-কাও। আর এগিয়ে এস, কে পিরীত কর্‌বে! ও ঝাঁককে ঝাঁক আমি পাল্লা দিচ্ছি।

যূথী। আমি তোমার কাছে যাব না কি?

ধীর। দেখ, একটু ওদের পিরীত বা[illegible] দিয়ে এস।

যূথী।— পিলু—দাদ্‌রা।

আপনি বেঁধেছি আর কি পিরীত বাঁধাব।
আপনি কেঁদেছি কেন পরে কাঁদাব।
আপনি শিখেছি ঠেকে,আপনি বুঝেছি দেখে,
আপনি শিখেছি কেন পরকে শেখাব।
সয় না এ সবার প্রাণে সয় ব'লে সব॥

ম-হা। আমি ভাই তোমাদের সঙ্গে পিরীত কর্ত্তে এসেছি, ওর নামে দোষ দিচ্ছিলুম, তা না, আপনি সখ্ করে এসেছি। পিরীতের যদি সখ থাকে ত ভাই,পিরীত কর। পিরীত কর ত সাধ রেখ না— সাধ রাখ ত পিরীত কর না।

বেলা। তুমি কে?

ধীর। ও তুখোড় হে তুখোড়। একবার পিরীত ক'রে দেখ না, দু'টো কথা ক'য়ে দেখ না, পিরীতের আসর জম্‌কে রেবে এখন।

বেলা। তুমি কি ফাঁকে থাক্‌বে?

ম-হা। মনে ক'চ্ছেন, তোমায় সঙ্গে এঁর সঙ্গে বে হবে।

ধীর। আহা, কেবল ম'র্‌বে কবে জানা না। তুমি কি কাক-চরিত্র প'ড়েছিলে না কি?

ম-হা। তুমি পিরীতে এর পায় ধর্‌বে?

ধীর। হ্যাঁ গা, শোন, উনি যা ব'লছেন, এগুলি যদি ক'রে যাই। ধর, তোমায় বে ক'রে পায়ে ধরি,তা হ'লে ঐ বেকুব-টাকে ছাড়ান দাও? আর অন্য কোন ঠাক্‌রুণ না রোখ্-রাখ্ রাখেন, তা

হ'লে আমি হদ্দ [illegible] হ'তে রাজী আছি; পিরীতের পাঁচ দরজায় দাঁড়িয়ে থাব। পিরীত ক'ত্তে থাইলে, পিরীতের লোক ত চিন্‌লে না।

বেলা। তোমায় ত এত সাধ্‌ছি, তুমি পিরীত কর কই?

ধীর। বাবা, পিরীতে চাউ হ'য়ে সমস্ত রাত্‌টি ঘুরছি, আর পিরীত কচ্ছি নি।

ম-হা। তুমি কচ্ছ—কচ্ছো না।

ধীর। অধীর একলা রয়েছে, পিরীতের মূচ্ছো-টুচ্ছো যাওয়া আছে শুনেছি, ও ত আর মাগীর মতন ঢং ক'রবে না, সত্যিই মূচ্ছো যাবে, দেখি কি কচ্চে।

বেলা। চ'লে যে—চ'লে যে?

ধীর। একটু সবুর কর, ফেকে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

ম-হা। হ্যাঁ গো, তোমরা প্রেম কর্‌বে?

মুখী। যদি প্রেমিক হও।

ম-হা। তবে তোমার সঙ্গে প্রেম করা হ'লো না। অপ্রেমিককে যদি প্রেমিক ক'র্ত্তে পার,তবেই তুমি প্রেমিকা, নৈলে কি! অমন পিরীত আমি করি নি।

মুখী। সে যদি না প্রেম করে?

ম-হা। নেই করে, তুমি ত ভালবাস্‌লেই ভাল।

মুখী। যদি বেসে থাকি।

ম-হা। বেশ ক'রেছ।

বেলা। তুমি যাচ্ছ যে, পিরীত ক'রে না?

ম-হা। তুমি কি তেমন পিরীত কর্‌বে? আপনার ধন পরকে বিলিয়ে পরের সুখে সুখী হ'তে পার্‌বে? এত কি তোমার সবে?

বেলা। জানি না।

ম-হা। যখন জান্‌বে, তখন আবার আস্‌ব।

[প্রস্থান।

মুখী। কে এ?

বেলা। কে তা তো জানিনি, মেয়ে কি পুরুষ, তা তো বুঝ্‌তে পারলুম না, কিন্তু দেখাতে ভাল।

মুখী। তুই কি তাকে ভালবাসিস্‌?

বেলা। ভালবাসি, তাই যত্ন ক'রে সে যত্ন তোমায় দেব।

মুখী। সখী, আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে। তুইও যদি তারে ভালবেসে থাকিস্‌, আমার মতন জল্‌বি; যত্নে ত সে ভুল্‌বে না, যত্নে যদি ভুল্‌তো, তা হ'লে আমি যত্ন ক'রে এনে তোরে দিতুম। ঐ দেখ্‌, সে আবার আস্‌'চ, মুখের ভাব দে'খে বোঝ্‌, সে কি যত্নে ভুল্‌বে।

বেলা। (স্বগত) মুখী ছল কচ্ছে, যেন একে ভালবাসে। আমিও ছল করি, একে ভালবাসি। যদি ঠিক বোঝাতে পারি, একে ভালবাসি তা হ'লে আমায় বুঝিয়ে বল্‌বে, ও কাকে ভালবাসে, আমি যেমন ক'রে পারি, তারে এনে দেব।

(ধীরের প্রবেশ)

কি, তুমি আপনি যে আবার এ দিকে আসছ?

ধীর। কেন, এমন দোষ কি আর কেউ করে না? আমি ত এমন বাপের বেটা দেখ্‌তে পাই নি যে, তোমরা যার কাছে একবার এস, সে সাতবার না তোমাদের কাছে আসে; তবে আমি আজ ধরা প'ড়ে গেলুম।

বেলা। তুমি ত খুব রসিক পুরুষ দেখ্‌ছি, তবে কি কার্য্যে আগমন?

ধীর। পিরীতের কথা জানি না, একটু [illegible] হ'য়ে [illegible], [illegible] ফেল্‌বো?

বেলা। তুমি কি পিরীত ক'র্‌তে [illegible] না কি?

ধীর। বিবাহ।

বেলা। কার সঙ্গে?

ধীর। আমি মরিয়া হ'য়েছি, পিরীত করতে এসেছি। সেই প্রথম কথাটা বল্‌ছিলুম, তার কিছু মীমাংসা হবে? সেই যে গো, সেই যে'র কথাটা।

বেলা। তোমার সে ক'রে কি বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াও না কি?

ধীর। কোন্ ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে ব'সে আছ চাঁদ? এও হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, সেও হাওয়া খেয়ে বেড়াবে, মাঝে একটা মালা বদল, পিরীত চুটিয়ে কেন যাক্ না।

বেলা। না, তোমাকে বে কর্ব্ব না।

ধীর। উঃ, এত দেমাক? তবে কি অধীরের ঘাড় ভাঙবে না কি? তুমি আমায় বে ক'রে দেখ না, বেড়ে মানুষ হয়ে থাক্ব এখন।

বেলা। না।

ধীর। আচ্ছা, ওকে কি কত্তে চাও?

বেলা। ওলো, আর লো আয়! কে মিন্‌সের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে বকে।

ধীর। দাঁড়িয়ে যাও না, এই যে তখন তোমাদের সঙ্গে একপালা পাঁচালীর ছড়া কাট্‌লুম, আর একটা কথার জবাব দিয়ে যেতে পার না?

বেলা। তোমার ত কথা বে—বে—বে!

ধীর। আজ্ঞে, শেষ আর্জ্জিটে ত তা নয়। দেখ, তোমায় মিনতি ক'রে বলছি, আমি অধীরকে বড় ভালবাসি।

যূথী। তুমি ভালবাসা জান?

ধীর। ঝগড়া দিও না ঠাকুরুণ, আমি ঠাট্টা-তামাসা কচ্ছি নে, আমি প্রাণের জ্বালায় বল্‌ছি।

যূথী। প্রাণের জ্বালা সবারই সমান।

ধীর। একটু সবুর কর না, দু'কথা ব'লে ভোর রাত তোমায় প্রাণের জ্বালা শুন্‌ছি। ঠাট্টা-তামাসা না, আমি সত্যি বল্‌ছি, আমি অধীরকে বড় ভালবাসি। একবার কাছে এসে তার সর্ব্বনাশ করেছ, তোমরা যদি এ বন থেকে কৃপা ক'রে চ'লে যাও, আমি তারে বাড়ী নিয়ে যাই।

বেলা। আচ্ছা, আমি তোমায় বে ক'র্ব্ব।

ধীর। বে কর্ব্বে, কর না। আমি ত দেখ্‌তে বড় মন্দ নই। ও আমার চেয়ে কি এমন ভাল বল? চট্ ক'রে দুগাছা মালা যোগাড় কর না, একগাছা তুমি আমার গলায় দাও, একগাছা আমি তোমার গলায় দি, তার পর অধীরকে বাড়ী রেখে এসেই বনে এসে হাঁড়ি কাড়্‌ছি আর কি! আর প্রেমালাপ—প্রেমালাপ, রাত-দিনই প্রেমালাপ চল্‌বে, অধীর ত আর তোমায় ভালবাসে না।

বেলা। (স্বগত) এই একটা সত্যি বলেছ। আর কেন যূথীর পথের কণ্টক হই, আমি এর সঙ্গে মালা বদল করি। যূথী জানুক, আমি একে ভালবাসি, তাকে নয়; তার পর পায়ে ধ'রে যূথীর সঙ্গে মিলন ক'রে দি।

ধীর। চুপ ক'রে রইলে যে, মনটা ভিজেছে কি?

বেলা। যূথী, এঁর হাতে একগাছা মালা দাও।

যূথী। কেন? অমন ক'রে আপনার সর্ব্বনাশ ক'র না, ও পেছনে ফেরাবে, ফিরে চাবে না।

ধীর। তোমার ভাই বক্তৃতায় কাজ কি? ওর পছন্দ হয়েছে, মালা দিতে চাচ্ছে। আমায় দাও না একছড়া, তোমার গলা থেকেই একছড়া খুলে দাও না।

বেলা। এই দু ছড়াই তোমার গলায় দি।

(মাল্যদান)

ধীর। একছড়া কি তোমায় ফিরিয়ে দেব, না বে হ'ল?

যূথী। দাও, আর বল,—আমি তোমার।

ধীর। বেশ, কাজটা পাকা করা চাই।

(মাল্যদান)

যূথী। আর বল, আমি তোমার।

ধীর। হ্যাঁ গা, তুমি ফুট কাটছ কেন? শুভবিবাহ হয়ে গেল, কেউ কারুর না হ'লে কি অমনি বে করে?

যূথী। কেন ভাই তোর সর্ব্বনাশ কল্লি? ফিরেও চাবে না।

ধীর। এ রকম বন্দোবস্ত হ'লে, আমি বন উজোড় ক'রে বে কর্ত্তে পারি।

খী। বুঝি এমনি রসিক বটে।

ধীর। আমি চল্‌লুম! দেখ, একজন কেউ আসবে?

বেলা। তোমার সাক্ষী দিতে হ'বে যে, যে হ'য়েছে? চল না, আমিই যাচ্ছি।

ধীর। তুমি না,—তুমি না, বদ্‌লি পাঠাও।

(অধীরের প্রবেশ)

অধীর। আর তাই তোমার মালা দেখবার প্রয়োজন নাই। এ বেয় আমি আপ-নিই সাক্ষী।

ধীর। তবে ত লেঠা মিটেই গেল, তোর ত আর আশা-ভরসা রইল না, ঘরে চল্‌।

অধীর। চল; ভাই ধীর, আর আমি চল্‌তে পাচ্ছিনি! কেন রে তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা কল্লি, তুই কেন বল্লি, ভাল-বাসিস নি? দেখ্‌, তুই আমার মন বুঝিস্‌ নি,তোর সুখে কি আমি অসুখী?

ধীর। তুই এলোমেলো কি বক্‌ছিস্‌, তুই কি ঠাউরেছিস্‌, পিরীতে লাট্টু হয়েছি না কি? তুই হা-হুতোশই করিস্‌, আর যাই করিস্‌,আমি থাক্‌তে তোকে ডাকি-নীর পাল্লায় পড়্‌তে দেব না। এ বনে মরিস্‌, ঠ্যাং ধ'রে টেনে নিয়ে মন্দা-কিনীতে ফেলে দেব। ওরে, নারী যদি সুখের জিনিস হ'তো, বুকের রক্ত আহুতি দিয়ে ওর পায়ে ধ'রে এনে তোর বাঁয়ে বসাতুম। এ বিষফল, তুই সইতে পার্ব্বি নি, তাই আমি নিয়েছি।

বেলা। আমি ওকে একটি কথা বল্‌ব।

ধীর। দয়া-ধর্ম্ম কি কিছুই নেই গা? এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, আবার কথা বল্‌তে চাচ্ছ, দেখ্‌ছ না মানুষটার দশা?

বেলা। ওঁর দশা দেখেই কথা কইতে চাচ্ছি। ওঁকে কি তুমি ঘরে নিয়ে যেতে পার্ব্বে? উনি আমার সখীকে ভালবাসেন।

ধীর। সত্যি না কি? তুমি কি চোকে ভাব বুঝেছ?

বেলা। হ্যাঁ।

ধীর। হ্যাঁ গা, যে ফেরে না,—যে ফেরে না, তবে উনিই ছুব্‌লেছেন? আমি এঁচেছিলুম তুমি। কিছু ঝাড়ন-ঝোড়ন জান না? কি করা যায় বল দেখি, মানুষটাকে দেশে কি ক'রে নিয়ে যাই?

বেলা। কেন, দুজনে মিলন ক'রে দেও না?

ধীর। আর কুঞ্জ বেঁধে যোড়ে যোড়ে ব'সে থাকি, কেমন?

বেলা। মহাশয় দেখুন, আমার সখীও আপনার পায়ে প্রাণ রেখেছে। আপনি তার জন্যে কেবল ব্যাকুল, তা নয়, সেও আপনার জন্যে অধীরা।

অধীর। আহা! কে সে অভাগিনী?

বেলা। আমার সখী যূথী।

অধীর। কই, বনে তোমা বই ত কাকেও দেখি নি।

বেলা। ইস্‌, এত ঠাট্‌!

অধীর। তোমার কাছে মিথ্যাকথা কব, কখন সম্ভব হবে না।

বেলা। সত্য বল্‌ছ?

অধীর। সত্য।

বেলা। ইঃ, কি কর্‌লুম। (গমনোদ্যতা)

যূথী। সই সই, কোথা যাস্‌?

বেলা। তোরে যে মজিয়েছি, তা আমি জানি নি যূথী!

যূথী। সই সই, আমার মজাস্‌ নি,—আপনি ম'জেছিস্‌।

[বেলা, যূথী ও সখীগণের প্রস্থান।

ধীর। হ্যাঁ রা, আমি কি তোকে বনে এনে মার্‌লুম অধীর?

অধীর। ভাই, মরণ কেমন জানি নি, কিন্তু প্রাণ আমার বড় অধীর হ'য়েছে। তুমি কেন আমায় তাড়ালে,তুমি ওরে চাও?

ধীর। ওরে, আমি ওরে চাই নি, সত্যি বল্‌ছি চাইনি।

অধীর। তবে কি একটি স্ত্রীলোকের সর্ব্ব-নাশ কল্লে? যদি ক'রে থাক, আমারও সর্ব্বনাশ ক'রেছ।

ধীর। ভাই অধীর, তোর মুখ দেখে আমার ভয় হ'চ্চে। পাছে তুই ওর প্রেমে প'ড়ে আত্মহারা হোস্‌, তাই ওরে যে ক'রেছি।

অধীর। ভাই ধীর, তুই অতি ধীরবুদ্ধি, তুই

ত আমাকে বাঁচাতে বে করেছিস্। ও কেন তোকে বে কল্লে বল্ দেখি? তুই যে ওকে ভালবাসিস্ নি, এ কথা কি ও বোঝে না, তবে কেন তোকে বে কোল্লে? বে করেছে কেন জানিস্? মনে করে,আমি ওর সখীকে ভালবাসি। তোর মতন দায়ে ঠেকে তোরে বে করেছে। যদি তোর প্রেমের কিছু কদর থাকে, ওর প্রেমের কদর নাই কেন?

ধীর। আমি এ কথা বিশ্বাস করি নি।

অধীর। বিশ্বাস না করিস্, তোর বিশ্বাস অবিশ্বাসে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অ-ভালবাসা হবে না; বিশ্বাস তুই অনেক জিনিস করিস্ নি। তুই যা দেখিস্ নি, তা যে হয় না, এ কথা মনে করিস্ নি। সত্যই আমায় মেরেছিস্,মেরেছিস্ কেন জানিস্? তারে মেরেছিস্ ব'লে। আমার দশা ত যা হবার হয়েছে, তুই শিখে রাখ, আর কখন প্রেমের কণ্টক হোস নি। তুই আমায় ভালবাসিস্ জানি, ভালবেসে আমায় মাল্লি, তাতে তুই দুঃখ করিস্ নি। যদি আর কখনই তুই প্রেমের কণ্টক না হোস্, যদি আমায় দিয়ে শিখে থাকিস্, তুই জীবনে একটা শিক্ষা পেলি, সেই আমার লাভ। আমার কাছে আর থাকিস্ নি, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ধীর। তুই অমন করিস্ নি। কি তোর সর্ব্বনাশ কর্লুম? মালা বদল ক'রেছি ক'রেছি, আমি ওকে এনে দিচ্ছি।

অধীর। তুই কি মনে করিস্, তারে দ্বিচারিণী কর্ব? তার মাথায় কলঙ্কের ডালি দেব? তুই আমায় ভালবাসিস্ বটে, এর উপর যে আর ভালবাসা আছে, তা তুই জানিস্ নি। তোর যে ভালবাসা —কঠিন ভালবাসা। ভালবাসিস্, কিন্তু বেদনা দিতে কাতর নোস্। এ ভালবাসার ভাল-মন্দ বিচার থাকে না। যাতে ব্যথা না পায়, তাই করে। প্রাণ কেমন কোমল হয় জানিস্? মনে হয়, মলয়-মারুত বুঝি জোরে ব'চ্ছে—গায় লাগবে, ফুলের বোঁটা বুঝি তার গায়ে বিঁধবে, চাঁদের আলোয় বুঝি তাত লাগবে! এ ভালবাসার কদর তুই জানিস্ নি।

ধীর। যদি সত্য হয়, সত্য এর কদর জানি নি। হ্যাঁ রা, কি ক'রে তোর মনের জ্বালা নেভাব?

অধীর। যে তারে ভালবাসে, তুই তারে ভালবাসিস্, যারে তুই বে করেছিস্, তার সখী তোরে ভালবাসে; তুই তারে ভালবাসিস্।

ধীর। আচ্ছা ভাই, বে ক'রেছি কি বল! মালা বদ্লাবদ্লী ক'রে কি আট্‌কেছি বল! তুই যে পিরীতের কথা বল্‌ছিস্, তা ত একটা সমুদ্রমাঝে থাক্‌লে আট কান হয় না, এক ছড়া মালাই কি এত বাধা দিলে?

অধীর। আমি কি তারে কলঙ্কিনী ক'র্‌বো?

ধীর। তোর জন্যে কি কলঙ্ক না সয়েছি বল্, আমার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাও কব না, তোর জন্যে সে পর্য্যন্ত করেছি; হ্যাঁ রে, পুরুষের কলঙ্ক কি কলঙ্ক নয়?

অধীর। ভাই, আর কথায় কাজ নাই।

(মনথরার প্রবেশ)

মনথরা।— খাড় —দাদ্‌রা।

মনথরারে ছোট ব'লে দেখে হেস না।
ভালবাসায় মন থরে যার ভালবেস না॥
থরা মন আর কি ফিরে পাও,
চাব না তার পানে ব'লে যাও না চ'লে যাও,
থরা মনের আরাম যদি পাও,
থ'রে থাকে মন যদি আর ফিরে আসে না।
সাধ থাকে দাও দুখে সাঁতার, নৈলে ভেসো না॥

অধীর। মনথরা! তোমারি মন থরেছে, আমার মন থর্‌বে না। সে স'রে থাকে থাকুক, আমার মন সর্‌বে না। আমার

মনে করুক আর না করুক, আর কারুকে মনে ধ'র্ব্বে না। যদি পিরীতের ধার প'রে থাকে, আর কারুর তরে পর্ব্বে না।

মনথ। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অধীর। কি কথা?

মনথ। ব্যাঙের মাথা, তোমার বুকে যাতে বসে জাঁতা।

অধীর। আচ্ছা, চল, আর জাঁতা বসাও দেখি। ভাই ধীর, দাঁড়া, আমি আস্‌ছি।

[মনথরা ও অধীরের প্রস্থান।

(বেলার প্রবেশ)

ধীর। আমি কি কল্লেম; এর চিরশান্তি আমি কেড়ে নিলেম? তোমার কাছে আমি যাচ্ছিলেম।

বেলা। কেন?

ধীর। যদি পারি তোমায় ভালবাস্‌তে!

বেলা। দেখ বেয়ে চেয়ে।

ধীর। সত্যি কি তোমরা নিঃস্বার্থ প্রেম জান?

বেলা। সত্য হোক্—মিথ্যে হোক্, কাউকে তো জানাবার আমার দরকার নাই।

ধীর। খাল কোচ্ছ বাবা! বনে বেশ চোকা চোকা বাত শোনাচ্ছ।

বেলা। তুমি কি আমার কাছে যাচ্ছিলে ছুটো ব্যঙ্গ ক'র্‌বে ব'লে? ছুটো নিন্দে, ছুটো অপমানের কথা কইবে? তুমি বড় চতুর, নারীর অপমান কি কর্‌বে? নারীর মান কি? যদি মান রাখ, তবে না মান। তোমার মনে তেজ—ঠক্‌ব না। মনে কর, মেয়েমানুষ ঠকায়, পায়ে ঘোরায়। যখন পায়ে ধরে, তখন কি মনে হয়, তুমি কঠিন প্রাণে বুঝ্‌বে? মনে হয়, আমার মান আর কে রাখ্‌বে? এই রাখে, একে কোথা রাখ্‌ব।

ধীর। আমি সাফ বল্‌ছি, আমার তোমাদের কোন কথা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এ [illegible] [illegible] ত কারুর মন নয়।

বেলা।— সিন্ধুড়া-মিশ্র—খেমটা।

নারীর কথা বুঝ্‌বে কি হে নারী হলে।
যাতনায় লাঞ্ছনা করি কেঁদে মরি চলে গেলে।
জানে না ত যে পায়ে ধরে,
নারী কত কাতর তারি তরে,
গুমোর আছে তারির কাছে তাই গুমোর করে,
যে বোঝে ছল তার কাছে ছল,
কাতর ব'লে প্রাণ জলে॥

ধীর। আচ্ছা, তুমি আপনার কথাই ক'চ্ছ, পরের ব্যথা কিছু বোঝ?

বেলা। তুমি কি চাও?

ধীর। আমি না বুঝে তোমায় যে ক'রেছি।

বেলা। আমি বুঝেছি, তার পর?

ধীর। এখন উপায়?

বেলা। তোমার গলায় মালা দিয়েছি, এখন ত আর আমি নেই—তুমি।

ধীর। যারে ভালবাস, তার কাছে তুমি যাও।

বেলা। তোমায় ভালবাসি, তুমি কি আমায় নেবে?

ধীর। থাম্‌কা ভালবাস্‌লে কেন বল?

বেলা। না ভালবাস্‌লে মালা দিই? তুমিও যেমন মেয়েমানুষকে অবিশ্বাস কর্‌তে, আমিও তেমনি পুরুষকে অবিশ্বাস কর্‌তুম।

ধীর। নির্ঘাত বিশ্বাসটা জন্মাল কিসে?

বেলা। দেখ, তোমার তামাসার জোর ক'মে আস্‌ছে। তুমি আর তামাসা ক'চ্ছ না। সত্যি সত্যি একটা ভালবাসা আছে, মেয়েমানুষের মনেও আছে।

ধীর। তুমি যেও না, আমার একটা কথা শোন, আমি আমার বন্ধুর সর্ব্বনাশ করেছি।

বেলা। তুমি আমায় কি ক'ত্তে বল?

ধীর। সে যাতে শান্ত হয়, তাই কর।

বেলা। তুমি বল্‌ছ, আমি কর্‌ব, কিন্তু কেন কর্‌ব, তা তুমি বুঝ্‌বে না। তুমি মনে কর, এখনও আমি তারে ভালবাসি, তাই বলে রাজী হলেম, তা নয়,

তোমার কথায়; এখন আর আমি নয়, আমি তোমার। নরকে পাঠাও, তা কি যাব না, তবে আর তোমার গলায় মালা দিলুম কেন?

ধীর। তোমরা এত কথা কোথা শিখ্‌লে?

বেলা। শেখা কথা কি এত হয়, বল্‌তে বল্‌তে ফুরিয়ে যায়। তুমি কি জান, আমি জেনেছি, তুমি কেন আমায় বে করেছ? তুমি যে ক'রেছ বন্ধুর দায়ে, আমি তোমায় বে ক'রেছি সখীর দায়ে। মনে হয় কি জান, যদি দায় নিতে জান, আমার দায় নেবে না কেন? না নাও, —সে তোমার কথা, তুমি যে আমার, সে আমার কথা।

(যূথীর প্রবেশ)

ভাই যূথী, তোর ভালবাসার লোককে আমি সত্যি ভালবেসেছি, কিছু মনে করিস্ নি।

যূথী। সই, তোর জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

বেলা। যূথী, ব্যাকুল হোস্ নি, ভালবাসা কি, তা না ঠেক্‌লে জানা যায় না। তোর বিষ হয় হোক্, আমি এরে ভালবাসি। ভালবাসা আগে জান্‌তেম না; ভালবাসার অর্থ ছিল—আমি সুখে থাক্‌ব; সে মানে আমার উল্‌টে গিয়েছে। যদি দুঃখ চাস্ ত ভালবাস, নইলে ভালবাসিস্‌নি, চ'লে যা। তোমায় কি ক'ত্তে হবে বল?

ধীর। এ কি তোমার ভাণ নয়?

বেলা। ভাণ কি এত হয়! একটা জীবন কি ভাণ হয়? ভাণ দেখ ত নারীর জীবনে আগাগোড়া ভাণ দেখ। আর একবার যদি ভাল ক'রে দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌বে যে, নারীর বুকেই প্রথমে দুধ খেয়েছ।

ধীর। বুঝেছি, তোমার কথায় আমার মনে হচ্ছে, তুমি সত্য কথা ব'লেছ। তুমি কি আমার বন্ধুর কাছে যাবে?

বেলা। তুমি বল তো যাব; দায় আর আমার নেই—তোমার। তুমি যা বল্‌বে, তাই ক'রব। পরখ ক'রে দেখ, যদি সন্দ কর, আমার মাথা খাও।

ধীর। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও। তুমি তারে ভালবাস্‌তে, হঠাৎ আমার কেমন ক'রে হলে?

বেলা। তুমি এ কথা কি বোঝ? স্বামীর জন্যে ছেলের আদর, সে ছেলের জন্যে স্বামী পর হয়। তোমার বন্ধুর জন্যে তোমার আদর, তোমার জন্যে তোমার বন্ধু পর। পুরুষ হ'য়ে কি এ কথা বুঝ্‌বে? বুঝ্‌বে না। তোমার সন্তানকে স্তন দিচ্ছে, তোমার কাছে আস্‌তে দেরি হ'চ্ছে, তোমার সয় না। এ কথা তোমার বোঝ্‌বার নয়। তোমার কাজ হ'লেই হ'লো, তুমি কাজের মানুষ। কি ক'ত্তে হবে বল?

যূথী। সখি, তুই আমার জন্যে একে মালা দিয়েছিস্, আমি তোর জন্যে এর বন্ধুর গলায় মালা দেব।

ধীর। কেন গো, তুমি আবার তাল ঠুক্‌ছ কেন?

যূথী। তোমার কি?

ধীর। আমার আর কি নয়, তা নইলে সমস্ত রাত ঘুরি?

যূথী। আর আমিও কি শুধু শুধু সমস্ত রাত ঘুরছি না কি? তুমি ভয় পেও না, রোগ না ধ'ত্তে পাল্লে চিকিৎসা হয় না। আমি আপনার মন দিয়ে তোমার বন্ধুর মন বুঝেছি, ঠিক রোগ ধরেছি, তবে ঔষধ খাটে কি না, বল্‌তে পারি নি।

(মনহারা ও অধীরের প্রবেশ)

ম-হা। ভৈরবী-মিশ্র—দাদ্‌রা।

যদি প্রেম করে প্রেম বিলাই তারে।
প্রেমের তরে ফিরি ঘরে ঘরে।
প্রেমিকা প্রেম বিনে রইতে নারি,
প্রেমে যে চায় অমনি তারি,
মনহারা মনহারা, মনোমোহিনী,
প্রেমে মেতে হই উন্মাদিনী,
প্রেম জেনে দি যত যে নিতে পারে।

অধীর। তুমি মনহারা নও, তুমি মনহরা।
ম-হা। তোমার কটা মন, কজন তোমার মনহরা? মনের কথা ভাল ক'রে বুঝে বোলো।
অধীর। মন হারিয়েছিলুম বটে।
মনহা। মন হারাও নি, মন হারালে মনহারাই থাকতে, আমায় মনহরা দেখতে না। দেখছ না আমি মনহরা, মনহরা আর কাহাকেও দেখ নি।
অধীর। তবে কি মন খুঁজে বেড়িয়ে বেড়াও?
মনহা। না, আমি তারে খুঁজে খুঁজে বেড়াই। মনের ভেতর যে বলে, সে আমার হবে। মনে মনে করি, মন এ কি কথা বলে! ভাবি সে আমার হবে।

এ কি কথা কয়, হয় কি এ হয়,
আমায় বাসিবে ভাল,
মুখে মুখে মুখে, বুকে বুকে বুকে,
জ্বালিবে হৃদয়ে আলো।
চোখে চোখে চাব, চোখে কথা কব,
চ'লে যাব নাহি মানা,
চায় বা না চায়, যদি চ'লে যায়,
ভালবাসা যাবে জানা।
যদি কাঁদে প্রাণ, কভু অভিমান,
করিব এ মনে করি,
হেরে অভিমান, যদি করে মান,
তাই ত সতত ডরি।
হরি হরি হরি, মরি মরি মরি,
এ কি এ কি জ্বালা হ'লো,
কাননে সে এলো, এসে চ'লে গেল,
সে কি ভালবাসে বল।
প্রাণ জ'লে যায়, সে বুঝি ঘুমায়,
এ নিশায় সে কি জাগে,
ঘুমায়ে স্বপন, কারে ভাবে মন,
কারে হেরে অনুরাগে।
আপন বিলায়ে, ভস্ম মাখি গায়ে,
অনুরাগী তারি হই,
মান অভিমান, দেহ মন প্রাণ,
বিলাইয়ে কত সই।

অধীর। হ্যাঁ গা, তুমি যারে ভালবাস, তার কাছে কেন যাও না?
মহা। তুমি যারে ভালবাস, তার কাছে কেন যাও না?
যূথী। আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমার কাছে এসেছি।
অধীর। আমায় ভালবাস কেন?
যূথী। তোমার মনের জ্বালা বুঝে।
অধীর। তুমি কি আমার মনের জ্বালা বোঝ?
যূথী। আমি আমার মন দিয়ে বুঝি।
অধীর। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমার মুখ দেখে আমার মনের জ্বালা জুড়াব।
বেলা। আর কি কিছু কাজ আছে?
ধীর। আছে দাঁড়াও। আমায় মার্জ্জনা কর। আমি প্রেমের দম্ভ করেছি। দম্ভের নাম অহঙ্কার, প্রেম—আত্মবিসর্জ্জন। প্রেমময়ী আজ তুমি আমায় শেখালে। দেখ অধীর, আকাশ-পাতাল সাক্ষী, আমি পিরীতে প'ড়ে যে করি নি, পিরীতে প'ড়েছি এখন।
ম-হা। তবে না কি পায়ে ধ'রবি নি?
ধীর। দম্ভ কত্তুম। যে আমায় প্রসব ক'রেছে যে জগৎ প্রসব ক'রেছে, তার পা আজ আমি প্রেমে ধ'ল্লেম, দেখিস্, পায়ে আর ঠেলিস্ নি।
ম-হা। দেখ্‌লি, কেমন মোহের কাঁটা, প্রেমের কাঁটা দে উঠে গেল, এখন দুটোই ফেলে দে। চল, ভোর হলো, অরুণোদয় হয়েছে, আর ত স্বপ্ন নেই।

সকলে। সিন্ধু-ভৈরবী—খেম্‌টা।

দুটো কাঁটা ফেলে দে, দেখ,
সেই সেই সেই রে।
দেখ খুঁজে পেতে আর কি পাবি,
আমি ত নেই রে।
থেমেছে ঢেউ, নাহিক আর কেউ,
জলে মিশাল ঢেউ, কই কই নাই ত কেউ,
হেথায় আমি নেই, তুমি নেই,
সেই সেই সেই এই।

যবনিকা-পতন।

পাঁচ ক'নে

(পঞ্চরং)

চরিত্র।

কালাচাঁদ	...	...	জনৈক ভদ্রলোক।
অমূল্য	...	...	লক্ষ্মীচরণের পুত্র ও সমাজ-সংস্কারক দলের নেতা।
নসীরাম	...	...	সমাজসংস্কারক।
শান্তিরাম	...	...	কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক।
লক্ষ্মীচরণ	...	...	অমূল্যের পিতা।
নিধিরাম	...	...	লক্ষ্মীচরণের প্রতিবাসী।
সিদ্ধেশ্বর	...	...	ঐ ঐ
বিশ্বেশ্বর	...	...	ঐ ঐ
যেদো	...	...	সবুজ নিশানধারীদলের নেতা।
হীরে	...	...	দোকানীর ছোকরা।

লাল ও সবুজ চিহ্নধারী পুরুষ, কতিপয় লোক, উড়ে, টহলদার, দোকানী, দু'জন লোক, ধাঙড়, সাহেব, ভট্টাচার্য্য, ওজনদার, বর, ডেলীগেটগণ ইত্যাদি।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।

মনোমোহিনী দাসী নিস্তারিণী দেবী কাদম্বিনী দাসী	...	...	লেডী ডেলিগেটগণ।
বনবিহারিণী	...	...	শান্তিরামের কন্যা।
বিপিনকুমারী	...	...	শান্তিরামের পুত্রবধূ।
মাতঙ্গিনী	...	...	শান্তিরামের গৃহিণী।
গিন্নী	...	...	লক্ষ্মীচরণের পরিবার।

কহানা।

লাল চিহ্নধারী দলের ফ্যাসান্।

সবুজ চিহ্নধারী দলের ফ্যাসান্।

লাল ও সবুজ চিহ্নধারিণী নারীগণ, উড়েনী, কাঠকুড়ানী, বাগদিনী, ভদ্রমহিলাগণ, ভিখারী বালিকা ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

সত্যযুগ দৃশ্য।

সত্যযুগ।

(গীত।)

আমার বাকল বসন,
লতার ভূষণ, ফুল ভালবাসি,
সরল-মনে ডাক্‌লে পরে তার কাছে আসি।
চাই ফুলের মতন ফুল্লনয়নে—
খেলে আমোদিনী কুরঙ্গিণী সিংহিনী সনে,
আমার শশীর মতন হাসি হেরে বারি বরষে,
ফলে ফুলে শ্যামা ধরা সাজে হরষে,
আমার সদাই বাসনা,
ভাল মনে ভালবাস না,
নৈলে বেস না, কাছে এস না—
ডরি কপট-হৃদয়, তাই তো আসি নি,
বিপিনবাসিনী—
সরলা বিমলবালা সরলতা পিয়াসী।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নরনারী।—
Mad Mad Old Lady,
Go to great grand Daddy
ছি, ছি, ছি,যাও যাও প্রপিতামহী!

[সকলের প্রস্থান ও সত্যযুগের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

ত্রেতাযুগ দৃশ্য।

ত্রেতাযুগ।

(গীত।)

ফুল-সঙ্গিনী সনে, বসি কুঞ্জবনে, দুকূল বসনে,
যে ভালবাসে কাছে আসে রাখি তারে যতনে।
নাচে ময়ূর ময়ূরী, সুখে শারী শুকে গায়,
ফুল্ল-আঁখি কুরঙ্গিণী ফুল্লমুখে চায়;
ডরে ফণী ফণা তোলে না,
মানে কেশরী মানা,
আমি নয় চতুরা যে থাকে কাছে,
তার প্রাণে কি চাতুরী আছে,
শরতের বিমল আকাশে, মেঘ যেমন ভাসে,
যদি ছলনা আসে;
নয়ন হেরে অমনি সরে
থাকে না তো তার মনে।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নরনারী—
Mad Mad Old Lady
Go to great-grand Daddy
ছাই ছাই ছাই, পিতামহী, তোমায় কাজ নাই।

[সকলের প্রস্থান ও ত্রেতাযুগের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

দ্বাপরযুগ দৃশ্য।

দ্বাপরযুগ।

(গীত।)

আমার মোহন বসন, মোহন ভূষণ,
মোহনভাষিণী
দেখ্‌লে ভাল ভালবাসি,
নৈলে বাসি নি।
নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী,
কত আদর তায় করি,
ধরা দেয় বনের পাখী আদরে ধরি,
কুরঙ্গিণী সোহাগে গ'লে,
আপনি আসে যায় না ত চ'লে,
ডরে ফণী লুকায় বিবরে,
কেশরী বনে শিকার,
চাতুরী নাই আমার মনে,
যে যেমন তেম্নি তার সনে,
সরলে হই সরলা,
ছল করি যার মনে ছলা,
ছল্‌তে কারোর আসি নি।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নিশানধারিগণ। Mad Mad Old Lady,
Go to go to go to daddy!
ও মা ও মা, বাবার কাছে যা না!

[সকলের প্রস্থান ও দ্বাপরের প্রস্থান।

কলিযুগদৃশ্য।

কলিযুগ।

(গীত।)

পরি মনের মতন বসন ভূষণ
হব যার মনের মতন,
চাতরী হাসে ভাষে চাতুরী-মাখা নয়ন।
বাছিনে মন্দ ভাল,
আপনি ভাল থাক্‌লে ভাল,
কি এল গেল মন্দ কি ভাল,
দেখ্‌তে ভাল বনের পাখী, রেখেছি ধ'রে,
গায় মধুর স্বরে—
সাধ হ'ল আদর করি নৈলে কে করে—
মজাতে হেসে কথা কই,
সাধ ক'রে কখন কারু হই,
আপন-হারা নই,
কথার কথা ভালবাসি,
আমোদ ক'রে পরাই ফাঁসি,
যে আপনহারা হয় চতুরা,
বুঝ্‌তে নারি সে কেমন।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নরনারী। কি বাহার, কি বাহার,
আর কি কারু ধারি ধার।
এস কর অধিকার,
আমরা গোলাম সব তোমার,
তারা গেছে যাক্ বালাই।
মনোমোহিনী তোমায় চাই॥

নরনারী। (গীত।)

We are yourse,
Guardian angel, guide our course!
O, thou Mischiefs baneful source
Mother of curse, Wicked nurse!
Thou incarnate Lie!
Your latcher wetie,
We follow thee without remorse.

[কলিকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(গীত।)

মহিলাগণ।—
কর্‌মেসে চাই ক'নে পাঁচখানি।
হবে মেলে মেলে রূপখানি॥
বড়লাট খাতিরে প'ড়ে, হুকুম দিয়েছেন ক'রে,
লেগে যাও হ'ড়ে প'ড়ে,
গুছিয়ে যদি কাজটা পার চল্‌বে ব'সে কাপ্তেনী।
না হ'লে বিষম লেঠা ও ঘটক ঠাকুর,
ছাঁট্‌বে টিকি সহর থেকে ক'রে দেবে দূর,
ঘটকীর গালে দিবে কালি
খেতে দেবে আমানি॥
সাত রাজার ধন মাণিকওয়ালা
মেয়ে একটি চাই,
আজব দেশের রাজার ছেলে বায়না নেছে তাই,
জুলুম ভারি সয় না দেরি,
রাত-দিনই তার ফোঁপানি॥
হাস্‌তে মাণিক কাঁদ্‌তে মুক্ত যার,
পাত্তরের পুতোর তাই দরকার,
তারও খুব আবদার,
সারাদিন ফোঁস্‌ফুঁসিয়ে জন্মেছে তার হাঁপানি॥
সদাগরের পুত, ক'রে আছে খুৎ,
হাঁচ্‌লে গিনি কাস্‌লে টাকা,
মিণ্টের কোরা আমদানি॥
কোটালের পোলা, বায়না নিয়ে ভেঙ্গেছে গলা
উঠ্‌লে আহুলি সিকি, বস্‌লে নিদেন দোয়ানী।
আর এ আছে পাশ-করা ছেলে,
সে যত বলে না বলে,
তার আবদেরে বাপ ফোঁপায় আর কোলে,
বলে বাগান-বাড়ী বরের ওজন
সোনা নেব এই জানি॥

তৃতীয় দৃশ্য।

—:•:—

ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট।

(অমূল্য, ডেলীগেটগণ, লেডী ডেলীগেটগণ)

অমূল্য। আপনার উপর পূজা Section ভার না?

১ম লেডী ডেলিগেট। হাঁ, আমি Draw করেছি, First item—পূজায় শাঁক, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাবে না। বাজাবে একটি আরগিন। Second item—পরবে, কাউরে ঢাক ঢোল বাজাতে পার্ব্বে না, লোবোর ব্যাণ্ড বা কন্‌সার্ট, অন্য ব্যাণ্ড আনাতেও বিশেষ আপত্তি নেই। Third item—যাত্রা, নাচ তামাসা, থিয়েটার দিতে পার্ব্বে না, Social বা Political meeting, আমাদের ভেতর Lecture.

অমূল্য। শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী, আপনার কোন্ Section?

কাদ। Kitchen,—আধপলা তেলে বেগুণ ভাজতে হবে—Bound, আলু সেদ্ধ খেতে হবে, ভাজতে পাবে না। মাচ ঝাল হলুদে চচ্চড়ি—ঝোল নয়; কালিয়া প্রভৃতিতে আপত্তি নেই।

অমূল্য। Bravo। আপনার কোন্ secton?

২য় ডেলী।—Marriage—marriagable age thirty,—marriage—dowry—লালপেড়ে সাড়ী; বরণ না, অন্য কোন রকম স্ত্রী-আচার না, বাসরঘর prohibited.

অমূল্য। শ্রীমতী মনোমহিনী দাসী, আপনার কি Section?

মনো। Female education. Entrance না পাশ ক'রে কেউ কুটনো কুটতে পাবে না; L, A, না পাশ করে রাঁধতেও পাবে না, B, A, না পাশ ক'রে রাঁধতে পাবে না, কুট্‌নোও কুটতে পাবে না। M, A, পাশ ক'রে হাওয়া খেতে যাও, আর না যাও, কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে। বিলেত যাওয়া compulsory.

অমূল্য। আপনার কোন্ section ডেলীগেট্ মশাই?

৩য় ডেলী। Male dress Russia-leather Boots or shoes, Half stocking, কালাপেড়ে ধূতি বা পাতলা First class রেলীর থান, according to age, shirt, silk-necktie, waistcoat, cap.

অমূল্য। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, আপনার কোন্ section?

নিস্তা। Female dress, silk chemise, silk bod , তার উপর ট্যাবচা ঢাকাই—আঁচল রাখতে পার্ব্বে না; বিলেত যাবার সময় শাল—ডোরা কলকাওয়ালা, আর কাবুপেটের জুতো। সিঁতের সরু ক'রে একটু সিঁদূর আর সরু ক'রে কেউ তেলক কাটেন, আপত্তি নেই; Earing, Bracelet, necklace, shift chain আর সোনা-বাঁধান নোয়া compulsory—সধবা বিধবা কুমারী সকলকেই প'রতে হবে। কেউ কেউ ছোট silk ব্যাগে খুব fine made gold or silver মালা রাখতে চান, আপত্তি নেই।

অমূল্য। আমি একটি amendment propose করি, যখন বিলেত যাওয়া compulsory.

স্ত্রীগণ। না, amendment না, বেশ আছে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। অমূল্য, সর্ব্বনাশ! পুনার খোট্টারা—ছোলাখেকো মাথা—reformation কিছুতেই নিতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে Palitical Congress.

অমূল্য। তা কখনই হ'তে পারে না।

নসী। The greatest difficulty হ'চ্ছে, আমার আপনার Countrymen Bengalees রা তাতে সায় দিচ্ছে।

অমূল্য। কখনই হ'তে পারে না—ঘুসো লড়বো।

(সবুজ নিশানধারী দলের প্রবেশ)

সবু-দল। অবিশ্যি হ'তে পারে, আমরাও ঘুসো ল'ড়বো।

অমূল্য। মশাই, বুঝুন, অন্ততঃ বিবাহ সম্বন্ধে রিফর্মেসন্‌টা নিন; marriagable বাড়িয়ে দিন, আর marriage dowryটা উঠিয়ে দিন। marriagable age করুন thitry আর শুদ্ধ মালা বদল করে দে, দান-সামগ্রী টান-সামগ্রী কিছু না, আপনারা যদি yie'd করেন, এই রিফরমেশনে যদি সম্মত হন, আমরাও কতক point yield কর্ব্বো।

সবু-দল। না; পলিটিক্যাল্ এজিটেশন।

অমূল্য। না, সোসিয়্যাল রিফর্মেশন্।

সবু-দল। না।

অমূল্য। তবে ঘুষী ল'ড়বো।

সবু-দল। আমরাও ল'ড়বো।

অমূল্য। তবে এস!

সবু-দল। দাঁড়াও, সেজে আসি।

নসে। আচ্ছা, আমরাও সেজে আসি; Ladies! যদি তোমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার কর, Ladiesরাও ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'র্ব্বে।

ডেলীগেট লেডী। হাঁ, আমরা ওয়ার ডিক্লে-য়ার কল্লুম।

সবু-দল। তবে আমাদের লেডীস্‌দের হয়ে বল্‌চি, তাঁরাও ওয়ার্ ডিক্লেয়ার কল্লেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

(কালাচাঁদ, অমূল্য, নসীরাম)

কালা। অত বড় উপযুক্ত লোক আর পাবেন না। আপনি জান্দরেল করুন, কার্ণেল করুন, কাপ্তেন করুন, লেপ্টেন করুন—যেমন ঘোড়-সওয়ার, তেমনি তলোয়ার-বাজ।

অমূল্য। হ্যাঁ নসীরাম, আমাদের কি তলো-য়ার চ'ল্‌বে?

নসী। না।

কালা। লাঠিবাজও কম নয়।

অমূল্য। লাঠি চল্‌বে কি?

নসী। না, খালি ঘুসী!

কালা। ওঃ, ঘুসীতে ত তরুপ, তবে কি জানেন, মানুষটা কিছু চাপা, শীগ্‌গির রাজি হবে না। তবে কি জানেন, "সাপের হাঁচি বেদের চেনে," তবে কি জানেন, আমি ওর মনের কথা বুঝি ত, তবে কি জানেন, আমার পুরাণ বন্ধু, তবে কি জানেন, আমি জোর করে ধ'ল্লে এড়াতে পার্ব্বে না। তবে কি জানেন, বুড়ো হয়েছে, তবে কি জানেন,—

নসী। চোপ রাও!

কালা। আচ্ছা, চোপ রইলুম।

অমূল্য। আহা, কি ব'লছে শোন না!

নসী। আরে মাথা ধ'রে গেল।

অমূল্য। মশাই কি বল্‌ছেন বলুন! "তবে কি জানেন"টা ছাড়ুন।

কালা। তবে কি জানেন—"তবে কি জানেন" না হয় ছাড়লুম। তবে কি জানেন, বুঝিয়ে না বল্লে—তবে কি জানেন, ভাল বুঝতে পার্ব্বেন না।

অমূল্য। নসে, ভাবছিস্ কি? শোন না কি বলেন।

নসী। দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার মাথায় একটা policy এসেছে। এই লোক-টাকে Embassador ক'রে Enemy's Gampএ ছেড়ে দেব ও একটু রুকে "তবে কি জানেন" জুড়লেই তারা Peace করবার জন্যে লালায়িত হবে।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

কালা। এই মশাই, আপনার কাপ্তেন নিন।

অমূল্য। এ কি! এ যে বুড়ো! লাঠি ধ'রে চল্‌ছে!

কালা। ঐ লাঠি খেল্‌বে! এ প্রেসিডেন্ট

আমলের লোক। শোনেন 'নি মশাই? প্রেসিডেন্টের কপালের চামড়া চোখে এসে ঝুলে প'ড়েছিল, লড়ায়ের সময় টেনে বেঁধে দিতে হ'ত। ঘোড়ায় চোড়েছে কি একবার ব্রাহ্মি ছাতি উল্‌টে পড়বে!

শান্তি। কি হে কালাচাঁদ! ঘোড়ায় চড়ার কথা কি বল্‌ছ?

কালা। আজ্ঞে কিছু না। বলেছি মশাই, মানুষটা চাপা! মশাই, এরা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন, মেয়ের বে'র খরচ কমান সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শান্তি। বেশ তো বাবু, বেশ তো।

কালা। হিঁদুয়ানী রক্ষা-সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শান্তি। সে তো মঙ্গল—সে তো মঙ্গল!

নসী। বিবাহের বয়স বাড়ান সম্বন্ধে আপনার কি মত?

কালা। চুপ?

নসী। চুপ কি?

কালা। তবে বুঝুন, এইবারে বুড়ো আড়্‌লো। মশাই বলুন, স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আপনার কি মত?

অমূল্য। কি বলেন—তিরিশ?

শান্তি। হরে রাম!

কালা। ও ঠিক হয়েছে, হরে রাম বলেছে, কানে আঙ্গুল দিয়েছে, এইবার আপনাদের রেপ্‌টেন করুন!

নসী। দাঁড়াও, আর গোটাকতক প্রশ্ন কর্ব্বো; সোসিয়্যাল রিফর্মেশন সম্বন্ধে আপনার মত কি?

কালা। (অমূল্যের প্রতি) আপনিও লাগুন, আপনিও লাগুন!

অমূল্য। কন্‌গ্রেসে কি খালি পলিটিক্যাল চর্চ্চা হবে? সোসিয়্যাল রিফর্মেশন প্রপোজ হবে না?

কালা। (নসীর প্রতি) এইবার আপনি, এইবার আপনি।

নসী। চোপ ইট্‌ পিড!

শান্তি। এ কি!

কালা। মশাই, কি বল্‌ছে বুঝেছেন? ও এ সব খবরের কাগজে পড়ে ঘুন, আপনার মতেই মত, কেমন মশাই? মেয়ের বে'র খরচা কমাতে তো রাজি?

অমূল্য। নসীরাম, জেনারেল কর!

শান্তি। জেনারেল কি?

কালা। জাঁদরেল গো জাঁদরেল! এদের দলে আপনি জাঁদরেল হ'ন।

শান্তি। কিসের দল?

নসী। আমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছি।

শান্তি। ওয়ার ডিক্লেয়ার কি?

কালা। মশাই, ওরা সেকেলে জলপানিওয়ালা, হয় বাঙ্গালায় বলুন, নয় ইংরাজীতে বলুন; ঐ আধা বাংলা, আধা ইংরাজীতে বড় চটা!

নসী। অমূল্য, তুমি বল!

অমূল্য। আমি পার্ব্বো না, আমার দু-একটা ইংরাজী এসে যাবে।

কালা। সেই তো বলেছিলুম, আপনারা কথা কবেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বুঝেছেন মশাই?—ওদের যুদ্ধ হবে।

শান্তি। যুদ্ধ কি?

কালা। (জনান্তিকে) মেয়েটা পার ক'ত্তে চাও তো সায় দিয়ে যাও। (প্রকাশ্যে) যুদ্ধ হবে।

শান্তি। হুঁ।

কালা। আপনাকে জাঁদরেল কর্‌বে।

শান্তি। না বাবু, না না, বুড়ো মানুষ!

কালা। (জনান্তিকে) আরে হুঁ দাও। (প্রকাশ্যে) না মশাই, না ব'ল্লে কি ওরা শোনে? আপনি রঞ্জিৎসিংএর আমলের লোক, ওঁরা খবর রাখেন।

শান্তি। হুঁ।

নসী। তবে Red flag নিন।

শান্তি। হুঁ।

নসী। নিন, এই নিন।

কালা। মশাই! নিন, হাতে নিন, যুদ্ধে চলুন।

শান্তি। দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও; আমি আসছি বাপু,—আসছি।

[প্রস্থান।

কালা। এইবার সব ঠিক! খিড়কি-দোর দিয়ে ঘোড়সওয়ার হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়ল ব'লে! একেবারে ময়দানে খাড়া হবে!

অমূল্য। সত্যি না কি?

কালা। তবে কি জানেন, একটা ভাবছি!

নসী। আবার?

অমূল্য। ওহে, ব'লতে দাও,—বলতে দাও! এ গ্রাণ্ড অ্যালাই! এত বড় জেনারেল যোগাড় ক'রে দিলে! কি বলুন মশাই, বলুন।

কালা। আপনার বাপের সঙ্গে ওর বড় বন্ধুত্ব, আপনার বাপ ত আপনাদের দলে? তিনি তো মেয়ের বে'র খরচা কমাতে বলেন?

অমূল্য। না, তিনি বলেন—'তুই এমে পাস করেছিস্, তোর বে'তে বাগান, বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ আর তোর ওজনে সোনা নেব।'

কালা। তবেই তো সর্ব্বনাশ! মশাই, আমি শীতকালে ঘামছি! আপনাদের আর নিশেন থাকে তো আমায় বাতাস করুন। আমার বুক গুর্ গুর্ কচ্ছে! আপনার বাপকে ও আর একদলে দেখলেই, ও ঘোড়া ছুটিয়ে লক্ষ্ণৌ পালাবে! ও পশ্চিমে লোক, হেথায় যার থাকৃতেই চায় না।

অমূল্য। তবে কি হবে?

কালা। এক উপায় আছে; আপনি ওর মেয়ে বে কত্তে পারেন?

অমূল্য। সে কি! বাবা রাজী হবে না।

কালা। আরে চুপি চুপি!

নসী। এর কন্যার বয়স কত?

কালা। দেখতে খেকুরে! তেত্রিশ পেরিয়েছে।

নসী। বেশ কথা, বেশ কথা। Practical reformation সুরু করা যাক!

অমূল্য। ব্রাভো, ব্রাভো! এ ব্রেভ অ্যালাই!

কালা। দেখলেন, কত বড় আপনার পক্ষ?

নসী। কি রকম হবে?

কালা। আপনারা যান;- আমি যা হয়, গিন্নীর সঙ্গে ঠিক ক'রে যাচ্ছি।

অমূল্য। বেশ কথা,—বেশ কথা!

কালা। মশাই! আপনাদের দলেরই জিত হবে; বুড়ো যখন ঘোড়ার ওপর থেকে কুকি ছাড়বে, দশটি হাজার লোক আস্তেন গুড়িয়ে আপনাদের দলে এসে দাঁড়াবে; যান যান।

[নসী ও অমূল্যের প্রস্থান।

কালা। বুড়োর ঢের খেয়েছি, দেখি যদি মেয়েটা পার কত্তে পারি!

(শান্তিরামের পুনঃ প্রবেশ)

শান্তি। ওরে কালাচাঁদ, কালাচাঁদ! সর্ব্বনাশ! বাড়ী সুদ্ধ খেপেছে! ঐ এলো! ধাওয়া করেছে!

(বনবিহারিণীর প্রবেশ)

(গীত।)

চৌদ্দ পেরয় নি আগে দিই পা তিরিশে।
বিয়ের এত তাড়াতাড়ি বল না কিসে।
আমি লেডী ফার্ষ্ট রেট,
হয়েছি তাইতে ডেলীগেট,
যেতে হবে মেল ট্রেণে নইলে হব লেট,
বক্তৃতা দিয়ে শুষে দেব ক'সে হাড় পিষে॥

বন। পিতা! কন্‌সেণ্ট বিলের সময় আমার চৌদ্দ পোরে নি, আপনারা মুখে বলেছেন, 'আমি বালিকা—আমার বিবাহের উদ্যোগ কর্ব্বেন না। পুনা কংগ্রেসে যাবার জন্য আমায় ডেলীগেট ইলেক্ট করেছে। আমি সোসিয়াল রিফর্মে-শনের জন্যে যাচ্ছি, আপনি বাধা দিয়ে আমায় আশায় নৈরাশ কর্ব্বেন না। (কালাচাঁদ কর্ত্তৃক হাততালি) কালাচাঁদ-বাবু! আপনি করতালি দেবেন না। করতালি দেওয়া ইংরাজী প্রথা; সে প্রথা আমরা তুলে দিয়েছি; যদি প্রশংসাবাদ কত্তে চান, যদি আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে থাকেন, বলুন, সাধু সাধু! পুরাতন হিন্দুমতে প্রশংসা করুন।

কালা। (রোদন) ও হো হো হো হো হোহো।

বনবি। ও আবার কি কচ্ছেন?
কালা। ও হো হো, ও হো হো—
বনবি। চুপ করুন,—চুপ করুন!
কালা। না মা, আমি চুপ কর্ব্বো না; আমি হিন্দুমতে কাঁদ্‌ছি।
বনবি। এ পুরাতন হিন্দুমত, না নূতন সংশোধিত হিন্দুমত?
কালা। না মা, আমি পুরাতন মতে কাঁদ্‌বো, ও হো হো, ও হো হো—
বনবি। আচ্ছা, কাঁদেন কাঁদ্‌বেন, শুনুন।
কালা। খুব শুনেছি; ওহো হো, ওহো হো—
বনবি। ভাল চান ত চুপ করুন!
কালা। কিছুতে না! ওহো হো—
বনবি। আঃ দূর হোক, কোথাকার অসভ্য!
কালা। ওহো হো, ওহো হো—

[বনবিহারিণী ও তাহার পশ্চাতে কালাচাঁদের ওহো হো করিতে করিতে প্রস্থান।

(কালাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

শান্তি। কোথায় গেল, কোথায় গেল?
কালা। গিয়েছে, দোরে খিল দিয়েছে! ওহো হো, ওহো হো—
শান্তি। আবার কাঁদ্‌ছিস কেন?
কালা। সাড়া পাক যে, আমি আছি!

(ফ্যাসানবেশে বিপিনকুমারীর প্রবেশ)

শান্তি। ঐ দেখ, আমার বিধবা পুত্রবধূ উপস্থিত! বাবা কালাচাঁদ! পারিস যদি এ বেটীকে গাঙপার ক'রে দিস! ও দোরে খিল-টিল না, ও বেটী নাচনাউলী হয়েছে।

গীত।

বিপিনকুমা।—

আমার নামটি ফ্যাসান
মিশান তারি নূতন নূতন রং,
মোগলানী, রিহুদী, বিবি ছেল কত ঢং॥
কত্তা-পেড়ে ফের পরেছি—হাতেতে রুলী,
বাংলা বুলি, ছেড়ে দিছি ইংরাজী বুলি,
ফের বাঙ্গালী সেজে এবার,
সাজাবো হররঙা সং॥
দিনকতক ছিল খৃষ্টানী,
সমাজে চক্ষু বুজে হই বেহ্মজ্ঞানী,
আবার ফের হিঁদুয়ানী,
নতুন ঢঙের হিঁদুয়ানী,
নয় সেকেলে জবড়জং॥

কালা। কে তুমি?
বিপি-কু। আমি এঁর পুত্রবধূ, সভা থেকে খেতাব পেয়েছি ফ্যাসান! আমি নূতন হিন্দুরিফর্মেশনের লেডী লিডার।
কালা। করুন না,—আপনি ফ্যাসান করুন নন, করুন খেতাপ পান নি!
বিবি-কু। কি? কি বলেন? আপনার যত বড় মুখ, তত বড় কথা!
কালা। কথাই তো! ফ্যাসান দেখে এলুম গড়ের মাঠে!
বিপিন-কু। কি রকম?
কালা। এই বিনুনি পড়েছে!
বিপিন-কু। আমার তো পড়েছে।
কালা। অমন নয়, তিনটে নারকুলে কুল ডগায় বাঁধা!
বিপিন-কু। ছিঃ! গোলাপ-ফুল বেঁধেছি, দেখ্‌তে পাচ্চ না?
কালা। এই শালের পাগড়ী!
বিপি-কু। সে কি লেডী?
কালা। হাঁ! এই ঢিলে পায়জামা! এই ঘুন্টি গলায় চাপকান! এই চাদর ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া—যেন হাইকোর্টের উকীল! পায়ে লপেটা জুতো! একেই বলি ফ্যাসান! আর বুকে এমন রামপদক।
বিপি কু। তুমি অসভ্য!
কালা। না।
বিপি-কু। হাঁ।
কাল। না।
বিপি-কু। তুমি দূর হও!
কালা। না।
বিপি-কু। তুমি যাবে না?
কালা। না।

বিপি কু। তুমি ঝগড়া কর্ব্বে?
কালা। না।
বিপি-কু। তবে তুমি এখনি চ'লে যাও!
কালা। না—না—না—না।
বিপি-কু। কান ঝালা-পালা ক'ল্লে।
কালা। না—না—না—না—না।
বিপিন-কু। তবে আমি চল্লুম।
কালা। না—না—না—না—না।

[বিপিনকুমারীর প্রস্থান।

শান্তি। কেলো! তাড়া কর—তাড়া কর।
কালা। কিছু ক'ত্তে হবে না। তোমার পুরোণো পায়জামা আছে না? সেইটা দেখিয়ে বোলো বৌমা, পর। তা হ'লে গাঙ-পার হবে। আর যদি তিনটি নারকুলে কুল দেখাতে পার, তা আর এ মুখো হবে না।

(জাঁদরেল-বেশে ব্যাগ হাতে মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

শান্তি। কালা, এইবার তাল সামলা! এই-বার স্বয়ং গিন্নী হামা দিচ্ছে।
কালা। (শান্তির প্রতি জনান্তিকে) এক-খানা আরসী আছে, আরসী আছে? এই যে! মশাই, বাপ বাপ ক'রে পালাবে। (উচ্চৈঃস্বরে) মশাই জাঁদ-রেলনী দেখে এলুম, সবুজ নিশেনের দলে। লাল নিশান-উলীরাও নাকি কাকে জাঁদরেলনী করেছে।
মাত। এই আমায়। লাল নিশেন দেখ্তে পাচ্ছ না?
কাল। আপনাকে? পার্ব্বেন না—সে প্যারেড করে।
মাত। আমিও কল্লি।
কালা। সে ঘোড়ায় চড়ে।
মাত। আমিও শিখ্বো।
কালা। সে ছুঁচোলো নখ রেখেছে।
মাত। আমিও রেখেছি।
কালা। কিছুতেই পার্ব্বে না।
মাত। কেন, কেন?
কালা। সে বলেছে কামড়াব।
মাত। আমিও কামড়াব।
কালা। এমনি ক'রে মুখ খিঁচোয়।

(মুখভঙ্গী)

মাত। অ্যাঁ?
কালা। এই দেখুন,—পাল্লেন না।
মাত। সে তখন দেখ্বো!
কালা। সে এমনি ক'রে হাঁ করে (মুখভঙ্গী দেখুন, এও পাল্লেন না।
মাত। না পারি, নেই নেই। তোর কি?
কালা। সে ছোট ছোট চুল ছেটেছে, তার ওপর টুপী পরেছে।
মাত। এই আমিও প'রেছি।
কালা। এই বিনুনি ধ'রে টান দেবে।
মাত। দিক্, তোর কি?
কালা। এমনি ক'রে সামনে এসে ফের আবার দাঁত খিঁচুবে। (মুখভঙ্গী)
মাত। আমায় দাঁত খিঁচ্চ্ছ?
কালা। (আরসী প্রদর্শন) দেখুন হয় নি, এই এমনি ক'রে! (মুখভঙ্গী)
মাত। পোড়ারমুখো!
কালা। শিখুন শিখুন! এই এমনি ক'রে, দেখুন দেখুন, (মুখভঙ্গী) তবু হলো না! এই এমনি ক'রে (মুখভঙ্গী)
মাত। এই এমনি ক'রে! তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব।
কালা। তবু হ'ল না! এই এমনি ক'রে।

(মুখভঙ্গী

মাত। আমি চল্লুম।
কালা! যাবেন না, যাবেন না। আবার হাঁ কর্ব্বে! (মুখভঙ্গী) এই এমনি ক'রে।

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

দে'খে যান, দে'খে যান! চ'লে গেলেন? ঠাকরুণ শুনুন! ফের দাঁত খিঁচুবে এমনি ক'রে।

(মুখভঙ্গী)

শান্তি। বাবা কালাচাঁদ! এই ঘরের জ্বলনি সইতে পারি নি, তুই আবার ছুটো ছোঁড়া কোত্থেকে এনেছিলি?
কালা। কেন? একটা লক্ষ্মীচরণ দেয় ছেলে। তোমার মেয়ে পার কর্ব্বে তো?

শান্তি। ও বাবা! তার বাপ ঘরের জঙ্গলের সোনা মেখে! আর ছেলে তো ঐ ধিঙ্গি?

কালা। তোমার মেয়ে ধিঙ্গি নয়?

শান্তি। আর শুনেছ, মেয়েটা আবার বে কত্তে চায় না।

কালা। তা তো শুনলুম, সে তুমি ভেবো না।

শান্তি। এখন তো আমি ঘরে টিকতে পারি নি।

কালা। তখন তো বলেছিলুম যে, দোজ পক্ষে বে করো না। নেহাত জ্বালাতন হও, ব্যাঘরাকে বলো,| কালাচাঁদকে ডেকে আন—যে যার দোরে খিল দেবে।

শান্তি। বরের বাপকে কি ক'রে রাজী কর্ব্বি?

কালা। কেন ভাবচ? সে আমি যোগাড় কর্ব্বো। সুধু একটা কাজ কর্ব্বেন; আমি হাজার আজগুবি কথা বলি, "কেমন মশাই" বল্লে সায় দেবেন, আর "না মশাই" বল্লে বল্‌বেন, "না।"

শান্তি। দাঁড়া, মনে থাক্‌লে হয়।

কালা। একটা আধটা এদিক্ ওদিক্ হয়, আমি সাম্‌লে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—•—

উদ্যান।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ঘটকের মুখে আগুন। পাশ করা ছেলে, একটা সম্বন্ধ আন্‌তে পাল্লে না!

কালা। (নেপথ্যে) দে মশাই। দে মশাই। বাড়ী আছেন?

লক্ষ্মী। কেও, কালাচাঁদ না কি?

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। আজ্ঞে।

লক্ষ্মী। এস এস, এমনি জুচ্চুরিটা কত্তে হয়, খোলামকুচির মতন টাকা গুণে দিলুম—তার না সুদ, না আসল। সাত সাত বছর ঘোরালে। আচ্ছা তোমার ধর্ম্ম! ওঃ, বেইমানিটা কি এমনই কত্তে হয়?

কালা। দে মশাই, আর বল্‌বেন না, বল্‌বেন না। আমি লজ্জায় ম'রে আছি। এই-বার আপনার সুদে আসলে শোধ দেওয়ার যোগাড় ক'রেছি। তা শ দুই টাকা ধার দিলে বড় ভাল হ'ত। তা দেবেন না,—তা বিশ্বাস কর্ব্বেন না, তা না করুন—আপনার যা দেনা পাওনা, সুদে আসলে হিসাব ক'রে রাখুন, পনের দিন বাদে এসে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়ে যাব। যদি এক পয়সা ভাঙতে বলি, আমি অব্রাহ্মণ। তবে অনুগ্রহ ক'রে খান দুই ইংরেজ-টোলায় বাড়ী দে'খে রাখ্‌বেন, বিঘে পঞ্চাশের একটা বাগান; গোটা বাট সত্তর ঘোড়া, আর যদি একটা হাতীর বাচ্চা পান। উট গোটা দুই পারেন,দেখ্‌বেন।

লক্ষ্মী। কেন হে? কেন হে? কার দরকার?

কালা। আজ্ঞে আমার।

লক্ষ্মী। তোমার কি? তোমার কি কোন রাজা-রাজড়া হাতে লেগেছে না কি?

কালা। আজ্ঞে না, আপনার কল্যাণে ক্রোর দুই টাকা পেয়েছি, আর ক্রোর খানেক মরিচ সহর থেকে আন্‌তে যাচ্ছি; ভাবছি, কল্‌কাতায় এসেই থাক্‌বো, দেখ্‌বেন, সাতপুকুরটা যদি বেচে। আর বেঙ্গল ক্লবের বাড়ীখানা শুনছি বেচ্‌বে, সন্ধান রাখ্‌বেন, যে যত দর দিক্, তার ওপর পঁচিশ হাজার আমার দর।

লক্ষ্মী। আবাগের বেটা খেপেছে। অ্যাঃ, টাকাগুলো মাটী হল!

কালা। কি, ভাব্‌ছেন কি?

লক্ষ্মী। হাঁ। রে! তোর এ রকমটা হয়েছে কদ্দিন?

কালা। একটা জবর সম্বন্ধ করেছিলুম, চ্যাটরা দিয়েছিল শোনেন নি?

লক্ষ্মী। চ্যাটরা কি রে? সে ত সং সেজেছিল।

কালা। আজ্ঞে না, আপনি জানেন না; লোকে বল্লে সঙ, কেন জানেন? পাছে লাট সাহেব অপ্রতিভ হয়। ক'নে যদি না পাওয়া যায়। আর বলুন না, আজগুবি কারখানা—এ ক'নে কে সন্ধান ক'র্ব্বে বলুন দেখি? তবে বায়নাক্কা শুনুন;—এর যা থিয়েটায় হয়ে গিয়েছে; আজব সহরে রাজার ছেলে সাত রাজার ধন মাণিকওয়ালা ক'নে চেয়েছিল। সন্ধান ক'রে সে ক'নে নিয়ে গেলুম, শাল দোশালা এলবাৎ পোষাক যা পেলুম, চাকর-বাকরদের দিয়ে এলুম; তবে ক্রোর দুই টাকা হুণ্ডী ক'রে বেঙ্গল-ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি। আপনার কল্যাণে এ যাত্রা গুছিয়েছি।

লক্ষ্মী। তুই ক'নে কোথা থেকে যোগাড় কল্লি?

কালা। লালদীঘির নীচে ছিল!

লক্ষ্মী। ও আবাগের বেটা! লালদীঘির নীচে ছিল কি রে?

কালা। ছিল, তা আমি কি কর্ব্বো মশাই! সাত রাজার ধন মাণিক যার হাতে, সে কি না কর্ত্তে পারে? কখন লালদীঘির নীচে শোয়, কখন আসমানে ওড়ে, কখন মনুমেণ্টের বারাণ্ডায় ঘুমোয়।

লক্ষ্মী। বেটা বলে কি!

কালা। আর একটি মেয়ে বোসেদের পাৎকোর নীচে আছে! সে হাস্‌লে মাণিক, কাঁদ্‌লে মুক্ত! সে ক'নেটি মরিচ-সহরে নিয়ে যাব, আর এক ক্রোর পাব! আর বেশী লোভ কর্ব্বো না। এই তিন ক্রোরে যতদূর হয়। আপনি মেয়েটি যদি দেখেন, আজ বিকালেই দেখাতে পারি। আর যে দুটো সম্বন্ধ আছে, সে আর আমি হাতে নেব না, জমক ভাইটেকে দেব; বলুন না? আর কেন চিরটা কাল খেটে মরা? তিন ক্রোরে শাক-ভাত এক রকম চল্‌বে!

লক্ষ্মী। তোর আবার জমক ভাই কে?

কালা। আজ্ঞে সেই—সেই লালচাঁদ! আপনি দেখেছেন, পশ্চিমে ছেল, ঘটকালীটা আসটাও করে, আর বড় দলে ফেরে। ঠিক আমার মতন চেহারা; তবে আমার এই আঁচিলটি আছে, তার সেটি নাই।

লক্ষ্মী। তাকে যে দুটো দিবি, সে কি?

কালা। আর দুটি মেয়ের ফরমাস্ আছে—একটি হাঁচলে গিনি আর কাস্‌লে কোরা টাকা! আর একটি দাঁড়ালে আধুলী, বস্‌লে দোয়ানী।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এ যে ক্রোর দুক্রোরের কথা ক'চ্ছিস্, তোর এ হাল কেন?

কালা। মশাই! চাল বাড়াই আর ইনকম্‌ট্যাক্স দি! সে ছেলে আমি নই! আপনি আত্মীয়, আপনার কাছে ফুটলুম, আপনি ত আর কারুর কাছে বল্‌তে যাচ্ছেন না? তবে বলি শুনুন, মাগ ছেলে ইংরেজটোলায় থাক্‌বে, আমি থাক্‌বো একখানি খোলার ঘরে। রাত দুপুরে খাল-ধারে একখানি জুড়ী থাক্‌বে, সেই জুড়ী চ'ড়ে গেলুম, আর রাতাচাটেয় খোলার-ঘরে ফিরে এলুম। মশাই, বিষয়-আশয় তো রক্ষা কর্ত্তে হবে? চোর-ডাকাতের হাতে কি মারা যাব? চাল ছাড়্‌ছি নি।

লক্ষ্মী। এ সব ত দিব্যি জ্ঞানের কথা কচ্ছে।

কালা। আপনার একটু অবিশ্বাস হ'চ্ছে, আমি

বুঝ্‌তে পাচ্ছি! ঐ যে লালদীঘির নীচে ছিল, ও সন্ন্যাসীর ওষুধ খাওয়া মেয়ে, খালি সোনা খায়। আর ঐ পাৎকোর ভিতরে যে আছে—কেবল রূপো হজম করে।

লক্ষ্মী। তুই কি খেপেছিস্?

কালা। আজ্ঞে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন এখনি, কিছু টাকা সঙ্গে নিন, বোসেরা পাৎকোর পাড়ে পাহারা রেখেছে। কিছু ঘুস দিতে হবে, রূপর গুঁড়োর চার কর্ব্ব আর গন্ধ পেয়ে অমনি ভুস ক'রে ভেসে উঠ্‌বে?

লক্ষ্মী। আচ্ছা চল, আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।

কালা। গোটা কুড়িক টাকা সঙ্গে নেবেন। দশটা টাকা ঘুস দিতে হবে, আর দশটা টাকা গুঁড়িয়ে চার ক'ত্তে হবে। এই ঠিক ওক্ত হয়েছে; বেটা ছেলেরা সব কর্ম্মকাজে বেরুল, আপনি এলেই হয়। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

লক্ষ্মী। তুমি দোরটা দাও ত, আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

কালা। যে আজ্ঞে! ভগবান্ যদি কিছু দেয় ত পাই! রূপার গুড়গুড়িটা গুড়গুড়িটাই!

[গুড়গুড়ি লইয়া কালাচাঁদের প্রস্থান।

(লক্ষ্মীচরণের পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষ্মী। অ্যাঁ! বেটা রূপোর গুড়গুড়িটা নিয়ে পালাল না কি?

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

ালা। (স্বগত) গুঁজড়ে ত রাখলুম—কিন্তু পের ধন তস্করের অধিকার! এখন ঘাটপাড়ে না নেয়!

লক্ষ্মী। ওরে! রূপোর গুড়গুড়িটা কি হ'ল?

কালা। চলুন, সে দেখ্‌বেন এখন।

লক্ষ্মী। দেখ্‌ব কি? গুড়গুড়ি বের কর্।

কালা। বার ক'র্ব্বো কি মশাই?

লক্ষ্মী। গুড়গুড়ি কি কল্লি বল্?

কালা। কেন, ভাল ক'ত্তে গেলুম, মন্দ হলো বুঝি? বলি,কেন নগদ টাকা গুঁড়িয়ে চার কর্ব্বে বল, এই গুড়গুড়িটা চার হোক্! যে চার ত'য়ের করে, সে এদিক্ দিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে রূপটুকু দিলুম; সে মেতি খোল টোল মেখে বোসেদের সদরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি চলুন, এই দেখুন না, নলটা প'ড়ে রয়েছে।

লক্ষ্মী। নে নে, হ্যাকাম করিস্ নি, রূপ দে!

কালা। তবে আসুন শীগ্‌গির। চার না ক'রে ফেলে থাকে, দিচ্ছি। আমি ভাল কত্তে গেলুম, মশাই কোন কথা বিশ্বাস করেন না! ঐ যে মেয়েটি যাচ্ছে, ঐ উটি ড্রেণের ভেতর থাকে, দেখ্‌তে ভিখারী—কিন্তু মোহর হাঁচে, আর টাকা কাসে।

লক্ষ্মী। দেখাতে পারিস্?

কালা। তবে চট্‌পট্ চ'লে আসুন।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে দাঁড়া দাঁড়া—এই বেটা পালাল, বেটাকে দেখ্‌তে পেলে পাহারোলা ধরিয়ে দেব।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। খুড়ো, খুড়ো!

লক্ষ্মী। কালা বেটা তো গুড়গুড়ি নিয়ে পালাল। তুমি আবার কি মনে ক'রে হে? তোমার টাকাকটা দেবে?

নিধি। বড় মুস্কিলে পড়েছি! টাকা দেব না কেন?—টাকা দেব। কিন্তু এ ফ্যাঁসাদ থেকে কি ক'রে বাঁচি?

লক্ষ্মী। কি ফ্যাঁসাদটা শুনি?

নিধি। যদি কারুর সাক্ষাতে না প্রকাশ কর।

লক্ষ্মী। কি, রকমটা কি?

নিধি। আমার একটি মেয়ে আছে।

লক্ষ্মী। না বাপু, আমি আর টাকা টাকা ধার দিতে পার্ব্বো না।

নিধি। খুড়ো! তা না! মেয়েটি হাস্‌লে মাণিক, কাঁদ্‌লে মুক্ত!

লক্ষ্মী। দাঁড়া দাঁড়া! দোরে চাবি দি। ঘড়িটা নিতে এসেছিস্ বুঝি?

নিধি। ও খুড়ো, শোন না। অমন ক'চ্ছ কেন? কালা বেটা কোথেকে তা সন্ধান করেছে, মরিচসহরে নিয়ে যাবে। কি করি বল দেখি? পাৎকোর ভেতর লুকিয়ে পার পেলুম না! গিন্নী ত খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছে—রাতদিনই কাঁদ্‌ছে!

লক্ষ্মী। সে মেয়েটা না কি রূপ খায় শুনেছি?

নিধি। অদৃষ্টের কথা বল কেন? রেতে একটি মতি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বদ্রি না-রাণদের কুঠীতে বেচি, যতটুকু রূপ দেয়, সেই গুঁড়িয়ে পাৎকোয় ফেলে দিই। খুড়ো, এ দায়ে কিসে রক্ষা হই বল?

লক্ষ্মী। বেটা, আমায় ন্যাকা পেয়েছিস্ আর কি?

নিধি। খুড়ো, এ যে বিশ্বাস কর্ব্বার কথা নয়! তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে কি?

লক্ষ্মী। তা মরিচ-সহরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, আমি কি কর্ব্বো তার?

নিধি। তুমি যদি জাত রাখ, তোমার ছেলে-টির সঙ্গে যদি বে দাও! কিন্তু হাঁ, তা বল্‌ছি, যা মাণিক হাস্‌বে, আর যা মুক্ত কাঁদ্‌বে, আধা-আধি বখরা! চুপ চুপ, কে আস্‌ছে।

(সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ)

সিদ্ধে। কালা বেটা সর্ব্বনাশ কল্লে,—সর্ব্বনাশ কল্লে! দাদা, এবার ধনে-প্রাণে গেলুম।

লক্ষ্মী। কি, তোমার আবার কি বাসনা?

সিদ্ধে। তোমার ছেলেটিকে আমার দিতে হবে; নৈলে মরিচ-সহরে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যায়! ঐ কালা বেটা মশাই! ড্রেণের ভেতর মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছি, ও বেটা কোত্থেকে সন্ধান করেছে! মেয়েটা মোহর হাঁচে আর টাকা কাসে, আমি সে টাকা বার ক'র্ত্তে দিই নি, অমনি উঠনেই পুতে রাখি। দাও দাদা, তোমার ছেলের সঙ্গে বে দাও। রোজ সকালে একটু কাশীর নস্যি নাকে দিই, ফ্যাচ ফ্যাচ ক'রে বিশ তিরিশটা মোহর হাঁচে! আর ড্রেণে থেকে সর্দ্দি হয়েছে কি না? টাকা কাসে।

লক্ষ্মী। আর মরে না?

সিদ্ধে। দাদা, চাক্ষুষ দেখ্‌বে চল! ছেলে নিয়ে এস, হাঁচিয়ে আকব্বরি মোহর বের কর্ত্তে পারি, তবে বে দিও।

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বে। গেলেম গেলেম! লক্ষ্মীচরণ, রক্ষা কর!

লক্ষ্মী। তোমার মেয়ে আছে না কি?

বিশ্বে। আজ্ঞে হাঁ; দাঁড়ালে সিকি আদুলি, আর বস্‌লে দোয়ানী! কালা বেটা মরিচ-সহরে চালান দেবে! গরুর গাম-লায় লুকিয়ে রাখ্‌লুম, ও বেটা সন্ধান ক'রে ধরেছে!

লক্ষ্মী। নেকালো, আমার বাড়ী থেকে নেকালো সব!

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

কালা। দে মশাই, পালান পালান!

লক্ষ্মী। কেন রে বেটা, কেন রে?

কালা। এ তিনটে মেয়েই রাক্ষসী। এই বেটারা তোমায় নিয়ে গিয়ে কেটে মুড়ীটে ফেল্‌বে পাৎকোয়, ভুঁড়িটে ফেল্‌বে ড্রেণে আর পা দুটো ফেল্‌বে গোরুর গামলায়!

লক্ষ্মী ব্যতীত সকলে। ও কালা, কালা! কেন ভদ্দর লোকের সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে বসেছিস্ বল্?

কালা। কেন? ভালমানষী ক'রে বল্লুম আধা-আধি ক'রে বথ্‌রা কর! তোমরা তো ভালমানুষের কেউ নও। আমি মরিচ-সহরে চালান দেবোই দেব।

লক্ষ্মী। তা চালান দিস্ দিবি, আমার রূপটুকু দে!

কালা। সে তুমি পাচ্ছ না, সে তুমি পাচ্ছ না, সে ব'ল্‌ব—কথা আছে!

লক্ষ্মী। কি কথা বল্‌বি? দে, রূপো দে, নইলে পাহারোলা ডাক্‌বো!

কালা। দে মশাই, ডাক, পাহারোলা ডাক! আর ডাকতে হবে না, আপনিই আস্‌ছে। তোমার স্ত্রীর নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে বলে, তার পেটে নাকি সাতরাজার ধন মাণিক আছে, পেট চিরে সেটি বার ক'র্ব্বে! দোহাই বাবা! আমি খবর দিই নি, আর কে খবর দিয়েছে! পেট চিরে সেটি বার কর্ব্বে! ভাল ভাল ডাক্তার থাক্‌বে, ভয় নেই, আবার পেট সেলাই ক'রে দেবে। প্রাণে মার্‌বে না, তবে ধ'রে নিয়ে যাবে।

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা পাজি! বেলকে-মোর আর জায়গা পাও নি?

কালা। আচ্ছা চল্লুম, এখানে থাক্‌তে চাই নি।

[প্রস্থান।

নিধি। খুড়ো, জাত রক্ষা কর্ত্তেই হবে।

বিশে। লক্ষ্মীচরণ, তোমার হাতেই প্রাণ।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ রে, তোরা কি সিদ্ধি খেয়েছিস্ না কি?

নিধি। দেখ্‌বে চল।

লক্ষ্মী। যা, এখন যা, কাল আসিস্।

সিদ্ধি। দেখ ভায়া!

বিশে। লক্ষ্মীচরণ, ভাত রেখো!

[নিধিরাম, সিদ্ধেশ্বর, বিশেশ্বরেরর প্রস্থান।

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী। হ্যাঁ গা, এ তিন তিনটে মেয়ে হাতছাড়া কল্লে?

লক্ষ্মী। আঃ দূর খেপী! তুইও যেমন, ওরা সব গাঁজা খেয়েছে।

গিন্নী। না, আমি গঙ্গাজলের ঠেঙে শুনেছি, সব ঠিক। দেখে এসেছে। তুমি তার মুখে শুনো, আমি ডাকাবো।

লক্ষ্মী। উঃ, বলিস্ কি রে?

গিন্নী। দাও, ছেলের বে দাও. চুপি চুপি তিনটে মেয়ে ঘরে নিয়ে এসো। আমি পুঁইমাচার নীচে ঘুঁটের ভেতর লুকিয়ে রেখে দেব।

লক্ষ্মী। সত্যি নাকি?

গিন্নী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি পাকা খবর বল্‌ছি।

লক্ষ্মী। তুই বল্‌ছিস্ ছেলের বে দিতে? ছেলে যে বে কর্ত্তে চায় না, তা নৈলে, বে দিতুম। মিত্তিররা বাড়ী, বাগান, সোনার তাল দিয়ে বে দিতে চেয়েছিল।

গিন্নী। এ ত আর দানসামগ্রী দেবে না। দানসামগ্রী নিতে চায় না কি না। এ-বে'তে রাজী হ'তে পারে। এই যে অমূল্য আস্‌ছে।

(অমূল্যের প্রবেশ)

ও অমূল্য—ও অমূল্য ! বে কর্ব্বি ?

অমূল্য। না। এখন আমি খুব রেগেছি !

লক্ষ্মী। কেন রে ? রাগ্‌লি কেন ?

অমূল্য। War declare করেছি।

গিন্নী। সে আবার কি ?

অমূল্য। এই মিলিটারি ক্যাপটি নিয়ে আস্তেন গুড়িয়ে যাব, নসীরাম সব দল জড় কচ্ছে।

গিন্নী। কি রে, মারামারি কর্ব্বি নাকি ?

অমূল্য। একবারেই না। প্রথম আস্তেন গুড়িয়ে মুখে শাসানি ! বেটা ছেলেরা সব শাসাবে আর লেডীজরা দাঁত খিঁচুবে ! নসে বোধ হয়,লেক্‌চার দিলেও দিতে পারে, তা হ'লে ওদের দলে যেদোও ছাড়্‌বে না ; শেষটা যা হয়—জান্ দিতে হয় দেব ! কি, এত বড় স্পর্দ্ধা ! সোসিয়াল রিফর্মেশন চায় না !

গিন্নী। ও রে, রাগারাগিতে কাজ নেই। দিব্বি ক'নে, বে কর।

অমূল্য। বল কি মা ! ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি, সহর সরগরম ক'রে তুল্‌বো। আমার সে নিশানটা কোথা, বার ক'রে দেবে এস।

গিন্নী। না, না, ভাত খাবি চল, ভাত খাবি চল !

অমূল্য। কখন না ; ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছি, ভাত খাব ? শুক্‌নো ছোলা পকেটে রেখে ছুটে চি-বাব—তা নৈলে এনার্জী বাড়্‌বে না !

[প্রস্থান।

গিন্নী। দেখ গা,—দেখ গা, আমার সতীন হয় হবে, তুমি মেয়েটিকে হাতছাড়া কর না।

লক্ষ্মী। দেখি ঠাউরে, যা হয় কর্‌ব ! ছেলেটা দারুণ গোঁয়ার হ'ল, তা নৈলে ভাবনা কি বল !

গিন্নী। না না, তুমি বেরোও, ঘটক মিন্‌-সেকে ধর।

লক্ষ্মী। আরে সে যে যোচ্চর !

গিন্নী। হ'লই বা, যোচ্চরের উপর বাট-পাড়ী কর ! তারে বল, লোভ দেখাও যে, মেয়েগুলো যা মাণিক মুক্ত মোহর টাকা সিকি আদুলী পাড়্‌বে, তার সঙ্গে আধা-আধি বখরা, তা হ'লে সে লোভে প'ড়ে রাজী হবে।

লক্ষ্মী। দেখি কি হয় !

গিন্নী। এখনি বেরোও,দেরি ক'র না, এসে তখন নেও খেও।

লক্ষ্মী। চল্লুম, কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

[লক্ষ্মীচরণ ও গিন্নীর প্রস্থান।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। অমূল্য, My friend ! অমূল্য My friend !

(অমূল্যের প্রবেশ)

সেই ally এসে উপস্থিত।

অমূল্য। কোথায় ? কোথায় ?

নসে। ঐ তোমাদের মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে।

অমূল্য। ডাক ডাক !

নসে। তোমার বাপ আছে ব'লে আস্‌তে চায় না ! এই আস্‌ছে !

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

অমূল্য। কি মশাই ! আপনি আস্‌তে চান না কেন ?

কালা। মশাই, এক মুস্কিল হয়েছে ! আমার এক যমজ ভাই আছে,তার নাম কালা-চাঁদ, ঠিক আমার মতন চেহারা, আপনি চিন্‌তে পার্‌বেন না—আমি,

কি সে। তবে তার কপালে একটি আঁচিল আছে, আমার সেটি নেই। সে বড় বাউণ্ডুলে! কি নাকি, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে ঘোচ্ছুরি কচ্ছুরি ক'রে গিয়েছে, এই কর্ত্তা আমায় দেখলেই বলেন—টাকা দে, গুড়গুড়ি দে! এ কাঁহাতক বোঝাই বলুন?

নসী। ইনি একটা plan করেছেন। বড় Grand

অমূল্য। কি কি?

নসী। এই কুসমাসে আমরা Practical reformation সুরু করি এস। ওর চার ক'নে ঠিক আছে। শান্তিরামবাবুর মেয়ে—তাঁর ত শুনেছি বয়স তেত্রিশ বৎসর। আর একটি কটকী কায়েতের এক মেয়ে উড়ে দেশে ছেল, তার বরও ঠিক হয়েছে, ভদ্রকের এক জমীদার।

অমূল্য। তার কত বয়স? তার কত বয়স?

কালা। পঁয়তাল্লিসের এক দিনও কম নয়!

অমূল্য। বেশ কথা! আর দুটি?

কালা। একটি পশ্চিমে লালার মেয়ে—মস্ত জমীদার। একটু হিন্দি কথা, ইংরাজীও জানে, তার বর ইনি।

অমূল্য। তার বয়স কত?

কালা। পঞ্চাশের কমন নয়, আর ঢাকা থেকে একটি মেয়ে এসেছে—বয়স ষাটই বলুন, আর সত্তরই বলুন—তারেই যে কর্ব্বেন আপনার বাবা!

অমূল্য। বাবা রাজী হবেন না, আপনি করুন। -

কালা। আমি একটা সন্ধান করেছি—কুলীন বামুনের মেয়ে-আশী বচ্ছর বয়স! সে বলছে, পঁচাশী বচ্ছরের কম যে কর্ব্বো না! যা হোক, বোঝাতে পারি, ছোট দিনের দিন দেখা যাবে!

অমূল্য। দেখুন Ally মশাই! এ কর্ত্তে পারলে বড় Grand হবে বটে! আমার বিয়েটার Plan আগে করুন, বাবা কিসে রাজী হয়!

কালা। একটা Policy ক'র্ত্তে হবে। আপনার বাপ ভাংচি দেবার জন্ত বল্‌বে—কনের বয়স বছর ষোল; আপনি বল্‌বেন—হোক।

অমূল্য। আর যে বাগান, বাড়ী, সোনা নইলে দেবে না।

কালা। সে আমি রাজী কর্ব্বো।

অমূল্য। কি ক'রে।

কালা। সে উপস্থিত মতে Plan ক'র্ত্তে হবে।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কালা বেটা আবার কি মতলবে বাড়ী সেঁধিয়েছে। হ্যাঁরা বেটা, কি ক'র্ত্তে আবার এসেছিস্?

কালা। মশাই, দেখুন! সাধে আসতে চাই নি?

অমূল্য। বাবা, কারে কি বল্‌ছ?

লক্ষ্মী। ও চোর, ওর সঙ্গে মিশেছিস্ না কি?

অমূল্য। কি! আমাদের Ally কে আপনি এমন কথা বলেন?

লক্ষ্মী। ও গুড়গুড়ি চুরী করেছে।

অমূল্য। সে উনি নন—ওঁর ভাই।

লক্ষ্মী। কি, ন্তাকামো?

নসী। তার কপালে আঁচিল আছে।

কালা। মশাই, আমায় এ দুর্ব্বাক্য বল্‌ছেন কেন?

লক্ষ্মী। ছাখ্‌ কালা, তোর নষ্টামো আমি বার কচ্ছি।

কালা। আজ্ঞে, আমার নাম তো কালাচাঁদ নয়।

লক্ষ্মী। তুই কালাচাঁদ।

কালা। আজ্ঞে না, আমি না, আমার দাদা।

লক্ষ্মী। তবে রে ভেড়ো, তুমি তিন ক্রোর টাকা মেরেছ? ক'নে ঠিক করেছ? মাণিক হাসে, মুক্ত কাঁদে? মোহর হাঁচে, রূপ কাসে? দাঁড়ালে সিকি আধুলি, বসলে দুয়ানি?

কালা। মশাই, মশাই, আপনার বাপকে কি খাইয়েছে। ঐ দেখুন, কি আবোল তাবোল বক্‌ছে।

লক্ষ্মী। ও আবাগের বেটা! আমায় কি খাইয়েছে? তুই এই যে ব'লে গেলি?

কালা। আজ্ঞে হ্যাঁ—বলেছি।

লক্ষ্মী। রূপর গুড়গুড়ি নিয়েছিস্?

কালা। আজ্ঞে হ্যাঁ—নিয়েছি।

লক্ষ্মী। দে, গুড়গুড়ি দে!

কালা। আজ্ঞে দিচ্ছি। (অমূল্যের প্রতি) মশাই, মাথায় জল দিন।

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা!

কালা। মশাই ধরুন, ধরুন! খেপে উঠ্‌ছে! জল দিন—জল দিন। এসেছিলুম একটা কাজে, তা হ'ল না, কি কর্ব্বো!

লক্ষ্মী। বেটা, আবার কি কাজে এসেছিলি বল্?

কালা। আপনার বিবাহ দিতে।

লক্ষ্মী। তবে রে পাজী।

কালা। বে না করেন সোজা কথা, অত রাগারাগিতে কাজ কি?

লক্ষ্মী। দে বেটা, আমার গুড়গুড়ি দে।

কালা। আর একটা কাজও ছিল, আপনি বে না কনের, আপনার ছেলের বে দিন ত দেন।

লক্ষ্মী। কি, পাৎকোর ভেতরের মেয়ের সঙ্গে?

কালা। আজ্ঞে না, দোতলা ঘরে বিবি মেয়ে। শালিগ্রাম-বাবুর কন্যা। আপনার পুত্তুরকে রাজী করেছি, আপনি মত কর্‌লেই হয়।

লক্ষ্মী। কেমন রে, তুই বিয়ে কর্ত্তে রাজী?

অমূল্য। হ্যাঁ বাবা, আমরা Reformation সুরু কর্ব্বো।

লক্ষ্মী। ও আবার কি?

কালা। মশাই, আপনারা একটু সরুন দেখি, আপনার বাপকে বোঝাই; ওঁরা সেকেলে লোক, আপনাদের কথা বুঝ্‌বেন না।

অমূল্য। নসী এস, ওয়ারের ভাবনাটা আমার ভারি মাথায় রয়েছে। একটা war council call কর্ত্তে হবে, তার নোটিশটা লিখ্‌বে এস।

[নসী ও অমূল্যের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কি বল্‌বি বল্?

কালা। আপনি ছেলের বে দিতে প্রস্তুত?

লক্ষ্মী। প্রস্তুত, কিন্তু আমার এক কথা।

কালা। তা শুনেছি, তা শালিগ্রাম-বাবু সমস্তই দেবেন; কিন্তু ছেলের সঙ্গে এ কথা কৌশল করুন, সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌বেন, মেয়েটির বয়স তেত্রিশ বৎসর, আপনি দেখেছেন।

লক্ষ্মী। বেটার মত নষ্টামো।

কালা। আজ্ঞে, কথাটাই শুনুন। বল্‌বেন, বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সোনা কিছুই চাই নি; আর বল্‌বেন, আপনি বিয়ে কর্ব্বেন একষাট বছরের মেয়ে।

লক্ষ্মী। তার পর? বাড়ী-বাগান আমায় দেয় কে—তুমি,—না?

কালা। আজ্ঞে, এই শান্তিরাম-বাবুর হাতের চিঠি দেখুন। আপনার যে একটা ভ্রম হয়েছে, আমার [illegible] ঘটিয়েছেই মুস্কিল করেছেন।

লক্ষ্মী। শান্তিরাম এ সব লেখে?

কালা। আজ্ঞে চলুন, খোকাবেলা কর্বেন; তাঁর হাতের লেখা ত দেখ্‌লেন?

লক্ষ্মী। তবে যে শুনেছিলুম, তার কিছু নেই?

কালা। মশাই, আপনারা সেকেলে লোক, চাপালোক, কোন কথা কি কোটেন? কিছু কি প্রকাশ করেন? একেলে চাওড়া লোক নয় যে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে হ'লেই গাড়ী ক'রে বস্‌বে।

লক্ষ্মী। তা চল, আমি যাচ্ছি।

কালা। ঘর ঠিক করুন, ছেলে রাজী করুন।

লক্ষ্মী। অমূল্য, অমূল্য? হ্যাঁরে,—তুই কালা, না?

কালা। আজ্ঞে না—লাল।

লক্ষ্মী। তুই দিনে ডাকাতি কর্‌লি?

(অমূল্য ও নসীর প্রবেশ)

কালা। মশাই ঘর পড়ুন।

লক্ষ্মী। কেমন রে, তুই বিয়ে কর্ব্বি?

অমূল্য। যদি তেত্রিশ বৎসর বয়স হয়।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ তেত্রিশ বচ্ছর, আমি তার ঠিকুজি দেখেছি।

অমূল্য। আর যদি দানসামগ্রী না নাও।

লক্ষ্মী। সে যা হয় হবে,—সে যা হয় হবে।

অমূল্য। না, তা বল।

কালা। মশাই, মশাই, আপনি শান্তিরাম-বাবুর কাছে যান, আমি এদের ঠিক ক'রে মশায়ের সঙ্গে দেখা কচ্ছি।

লক্ষ্মী। তবে শীগ্‌গির আয়।

[প্রস্থান।

কালা। মশাইরা যান, আপনাদের সভায় গিয়ে দেখা ক'চ্ছি।

নসী। আপনি আবার কোথায় যাবেন?

কালা। গিন্নীকে রাজী কচ্চি, বুড়ো ত দান-সামগ্রী ছাড়্‌বে না।

অমূল্য। কে? মা? ডবল চেয়ে বস্‌বে।

কালা। আজ্ঞে, আমায় ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, আমি আবদার ক'লে তিনি ঠেল্‌তে পার্ব্বেন না। আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'চ্চি, আপনারা আসুন।

নসী। তুমি শীগ্‌গির এস।

[নসী ও অমূল্যের প্রস্থান।

কালা। দে মশাই, দে মশাই।

গিন্নী। (নেপথ্যে) বাড়ী নেই গো!

কালা। তবে গিন্নী ঠাকরুণকে দোর-গোড়ায় দাঁড়াতে বল, দুটো কথা ব'লে যাব, আমি ঘটক ঠাকুর, আমার নাম কালাচাঁদ। দে মশাই কথা রাখেন না, ঐ বড় দোষ।

গিন্নী। (নেপথ্যে) কে গা আপনি?

কালা। তুমি কে, ঝি, না কে? গিন্নী ঠাকরুণকে ডাক।

গিন্নি। (নেপথ্যে) তিনি দোরের আড়াল থেকে শুন্‌ছেন, বলুন না, কি বল্‌বেন?

(গিন্নীর প্রবেশ)

কালা। (স্বগত) বেটী আমার উপর ছক্কা-বাজী ক'র্ব্বে, বেটী ঝি সেজেছে! (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাদের ছেলে, দশটা বিয়ে কল্লে হান হয় না, দে মশায়ের আপত্তি, তিনি একটার বেশী বে দেবেন না। চারিটি মেয়ে হাতে আছে, কোন রকমে বাগিয়ে ঘরে পুরুন। একটা বিয়ে কর্ত্তা করুন, আপনি একটা করুন, ছেলের একটা দিন, আর আমায় পুষ্যিপুত্তুর নিন।

গিন্নী। ও মা, আমি বিয়ে কর্ব্বো কি গো?

কালা। তুই না, তুই না—গিন্নী করুন। ছোকরা সেজে, ইজের চাপকান প'রে দিনকতক মর্ণিং ওয়াকে বেড়াতে হবে। আর স্তাখ, তোর ‘বরাৎ খারাপ— তোকে মরিচ সহরে নিয়ে যাবে; তারা খবর পেয়েছে, তুই ধূলোমুটো ধর্ব্বি কি রূপমুটো হবে!

গিন্নী। ড্যাকরার কথা দেখ!

কালা। 'ডাকরার কথা দেখ!' আচ্ছা, তোর অনন্তগাছটা বাজী। কিন্তু দিনে একটিবার! তুমি যে রাত-দিনই ধূলো-মুটো ধর্ব্বে, আর রূপমুটো কর্ব্বে, তা হবে না।

গিন্নী। দ্যাখ্ ড্যাকরা, তোর নাক কেটে দেব।

কালা। আচ্ছা, নিয়ে আর তোর বঁটী! তোর হাতে থাক বঁটি, আর আমার হাতে দে অনন্ত। নে, অনন্ত খোল, আমার হাতে দে! এইখানে বস্‌লুম আমি, আর ঐ মুটো ধর। (গিন্নীর অনন্ত দান) নে ধর্!

গিন্নি। কৈ, রূপ হ'ল কৈ?

কালা। তোর কপালে হ'ল না, তা আমি কি কর্ব্বো? (গমনোদ্যত)

গিন্নী। ও ড্যাকরা! কোথা যাস্?

কালা। স্যাকরার দোকানে।

গিন্নী। অনন্ত দিয়ে যা।

কালা। সে কি, আমার ছেঁড়া চাদরখানা বেচ্‌ব নাকি?

গিন্নী। পাহারোলা,—পাহারোলা।

কালা। পাহারোলা,—পাহারোলা! এই মাগী—জল্‌দি আও! ধর, পাকড়ো!

গিন্নী। ও মা, বেটা বলে কি গো!

কালা। পাকড়ো পাকড়ো পাহারোলা।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

গিন্নী। ও মা, কি সর্ব্বনাশ! ও মা, কি সর্ব্বনাশ!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

পথপার্শ্বে দোকান।

উড়েনী। (গীত।)

ভদরক ছাড়ি মু আইলা।
কিরি অড়া অড়া মু ঘইতা না পাইলা।
জিবে পুনা সহর, হবে মেলা ষবর,
যাউচি বসা ছাড়ি, উঠিব রেলগাড়ী,
তেঁতুড়ি দি কিরি পকাড় খাইলা।

কালা। তু বিয়া করিবু পরা?

উড়েনী। করিবু, যাইচি পুনা সহর, সাব বিয়া করিবু।

কালা। তোকে এখানে একটি ভাল বর দিতে পারি, সেমতি উড়্যা।

উড়েনী। মু উড়্যা বিয়া করিবুনি, সাব বিয়া করিবু, মু ইংরাজী ভাষা শিখুচি, ম্যাজিক শিখুচি, মু উড়্যা বিয়া করিবুনি, সাব বিয়া করিবু।

কালা। সাব বিয়া করিবে কাঁই?

উড়েনী। কাঁই কি?

(জনৈক উড়ের প্রবেশ)

মু যব সাব দেখিব (উড়ের হাত ধরিয়া) এমতি হাত ধরিব।

উড়ে। মলা! ইয়ে কঁড়?

কালা। কিছু বলিস্ নি, কিছু বলিস্ নি, উড়ে ম্যাম্। ম্যাম্ সাব, কঁড় করিবে বল!

উড়েনী। বলিব জাণ্ট, ম্যান্ সেকটণ্ডা। সে বলিব মিসি বাবা কঁড় বলুচি। মু বলিব,

তোতে বিয়া করি কিসি করিব, সে হাসি কিরি বলিবে লেডী।

কালা। লেড়ী কঁড় ?

উড়েনী। সাব লোক ম্যামকে বলে লেড়ী।

কালা। বল বল—লেড়ী!

উড়ে। ছোড়ি দে; মু পারিবু নি।

কালা। আরে কেন বিদেশে জান খোয়াবি ? ও খ্যাপা ম্যাম্।

উড়েনী। বস্ বস্।

কালা। বস বস্, যা বলে শোন।

উড়েনী। মু সাবর সাথে বসি খানা খাইমু; সে বসিবে এমতি, মু বসিব এমতি, সেমতি শাড় পত্তা পাড়িবে, পঁকাড় ঢারিবে, সিঙ্গি মাছের ঝোল দিবে; মু মাথিকিরি তার ব্যাতে দিমু, সে মোর ব্যাতে দিবে।

কালা। এই তুই খানা খেলি, তোর জাত গলা।

উড়ে। খানা খাইল কেই ?

উড়েনী। খাইলা কি, তুই খাইলা নি ?

উড়ে। বাপলো বাপলো!

[প্রস্থান।

উড়েনী। খাইলা নি, তু খাইলা নি ? কুড বুড়ো, বস বুড়ো, নৈশুয়া যমঘর যা, যমঘর যা।

কালা। উড়েনী, ও কে তা জানিস্ ?

উড়েনী। ও মড়া বঁস্ বুড়ো।

কালা। গালাগাল দিস্নি, গালাগাল দিস্নি, ও লাট সাহেবের বেটা, উড়ে সেজে আছে।

উড়েনী। ও পানকি বেহায়া, মু জানি,—লাট সাব'র বেটা!

কালা। না না, ও সাব, গোসা করি উড্যা হউচি, কাঁধা বউচি।

উড়েনী। সাব! মু বিয়া করিব, মু বিয়া করিব!

কালা। ও তোরে বে করে, তবে ত! দেখি আমি!

উড়েনী। সাব! তু দেখ, তু দেখ, মু বিয়া করিব! তোতে দ্বিটা টঙ্কা দিব!

কালা। তা তুই টাকা আন্‌গে যা।

উড়েনী। তু মোর ঘরকু আ, মু ঘট্টি বাঁধা দেইকিরি টঙ্কা আনিব। ঐ খোলা ঘর মোর।

[উড়েনীর প্রস্থান।

(কাঠকুড়ানীগণের প্রবেশ)

কাঠকুড়ানীগণ। (গীত।)

সেঁইয়া নাচাওয়ে ভাল্ মর লেকড়ি কুড়াতি,
তাড়িখানা আবি যাতি।
মোহনবাগানমে রহনাউলী,
মজেমে নাচনাউলী,
হাঁসকে কহে বহুত মিঠি বুলি,
সেঁইয়া শুন্‌কে, মছলি ভুন্‌কে,
মুঝে দেওয়ে ফের তারি লাওয়ে,
সেঁইয়া পিয়ে, ময়ভি পি যাতি;
গাহানা বাজানা সারি রাতি।

কালা। এ রাণি, এ রাণি!

কাঠ-কু। বাবু হাঁসি করে! দে বাবু, এক পয়সা দে!

কালা। তোম ত রাণী হায়।

কাঠ-কু। হাঁ হাঁ, দে দে, একটা পয়সা দে!

কালা। তোম রাণী, ফের পয়সা মাঙ্‌তে হো ? তোম্ জান্‌তেহো নেই, একঠো রাজাকা নজর তোমারা উপর আগিয়া ?

কাঠ-কু। আরে আনে দেও, কেত্তা রাজা দেখ লিয়া।

কালা। তোম্ ঠাট্টা মালুম কর্‌তা? মুরশিদাবাদকা রাজা হায়, কাল হিয়া আও, তোম্‌কো দেখ্‌লায়গা।

কাঠ-কু। দেখ্‌লায়গা কেয়া ?

কালা। তোম তো মোহনবাগানমে রহেতা ? হ্যঁয়া তোমকো দেখা। কাল তোমকো সাথ লেয়ায়কে হাম দেখ্‌লায়গা।

কাঠ-কু। আচ্ছা, আচ্ছা, চ'লে চল, এ বাবু বড়া হাসি করে!

[প্রস্থান।

(জনৈক বাঙালনীর প্রবেশ)

বাঙালনী। (গীত।)

বাদ সাধিস্ না, পরাণ বধিস্ না,
কোহিল ডাহিল না,
শ্যামচাঁদ আমার পলালো।
সজোরে হাত ছিনাইয়া
ফাল পেরে বড় দিল।
ছোটুলাম সব পাছে পাছ,
ধর্‌বে বিন্দে করলাম আঁচ,
বিন্দে ধর্‌তে নার্‌লো রে—
ঝুল দিয়ে চর্‌লো শ্যাম কদম-গাছ,
অমনি লাগ্‌লো দাঁতি বল্লাম হায় কি হ'ল।

কালা। হাঁ রে! বড়দিনের দিন সং দিতে পার্‌বি ?

বাং-নী। তা ত পারমু না।

কালা। কেন দুঃখে মচ্ছিস্? সং কি আর শ । মাথায় সিঁদুর দিয়ে দাঁড়াবি, এক জন তোকে বে কর্‌বে, তোরা বষ্টুম না? —সেই।

বাং-নী। এ হলি পারি।

কালা। তোর বাড়ী কোথা ?

বাং-নী। এই যে বাবু কুঁড়ীটে দেখা যায়।

কালা। আচ্ছা, আমি কাল নিয়ে যাব তোকে।

বাং-নী। হাঁ বাবু, একটা বষ্টুম কষ্টুম হলেই হ'ত ভাল। নবদ্বীপে এসে, গোঁসায়ের পালে হাত বার ক'রে মুড়ি দিয়ে বসেলাম, একটা বাবু পাঁচ সিকে কিনেলো, ভাব্‌লাম, বুঝি বরাত ফের্‌লো! বাবু বলে বাঁদীগিরি কর, হাঁগা, বাঁদীগিরি কর্‌বার জন্যি কি কুলের বার হলাম ?

কালা। তা ত বটে, তা ত বটে, যা যা।

[বাঙালনীর প্রস্থান।

(জনৈক টহলদারের প্রবেশ)

গীত।)

জয় রাম নারায়ণ, জয় গোবর্দ্ধন,
জয় বৃন্দাবলী হনুমান্‌জী,
জয় অশোক-কানন, কালীয়-দমন
জয় ভজন রাধা মানজী।

কালা। ওরে ওরে!

টহল। বাবুজী, এ যে গান বেঁধে দিয়েছ, বড় যুত হয় না! সব টহলদাররা বল্লে, কেমন খাপছাড়া!

কালা। তোরে যা বলেছিলুম, তার কি ঠাওরালি ?

টহল। আজ্ঞে সে—কে—বে—দেবে ?

কালা। তা মর, দুঃখে মর! আমি কি কর্ব্বো বল ? ভাল পশ্চিমে কায়েতের মেয়ে, একটু খোট্টাই বুলি! ঘরজামায়ে রাখ্‌বে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বি।

টহল। আজ্ঞে, তা ঠাউরে দেখি, টহলদারদের সঙ্গে পরামর্শ করি। আপনি একটি ভাল দে'খে গান বেঁধে দেবেন ?

কালা। তা দেব, যাস আমাদের বাড়ী। ও টহলদারের সঙ্গে পরামর্শ করিস্ নি, ভাংচি দিয়ে আপনারা বে কর্‌বে।

[টহলদারের প্রস্থান।

(অমূল্যের প্রবেশ)

অমূল্য। কি হে, তুমি মাকে রাজী কর্‌তে পেরেছ ?

কালা। আর রাজী কর্‌ব কি? আপনাদের বাড়ী ঢোকাই ভার হল!

অমূল্য। কেন হে, কেন হে ?

কালা। ঐ কাল দাদা—আমি গিন্নীর কাছে যাচ্ছি—বল্বে বেরো। আমি চ'লে এলুম! শুনেছি নাকি গিন্নীর অনন্তটা তুলিয়ে এনেছে। আর পারিনে মশাই, পারিনে; জালাতন হয়েছি!

অমূল্য। তাই ত, তাই ত, কি হবে!

কালা। সে কথা যাক, আপনি যে ক'রে ফেল্লেই হবে! কৃসমাসের দিন বাগানে সরগরম ক'রে যে করবেন, কে কি বলে! বড় লাটের মত, যারা যারা যে কর্বে, তারা খেতাব পাবে, আর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবে। সে যাক, এই যে সন্দেশওয়ালা দেখছেন, একে ত সবুজ নিশেনওয়ালারা হাত করে। তাদের ক্যাসান দেখে ওর বড় পছন্দ হয়েছে। এই সবুজ নিশেনওয়ালারা এল বলে, আপনারা লালনিশেন নিয়ে ক্যাসান সঙ্গে ক'রে এসে পড়ুন! ও যে দিকে ঝুঁকবে—ওর ঢের টাকা—একবারে নেয়াল হয়ে যাবে।

অমূল্য। বটে বটে? আমি নসেকে নিয়ে আস্ছি

কালা। ক্যাসানকে সঙ্গে ক'রে একজন নিশেন নিয়ে চ'লে আসুন।

[অমূল্যের প্রস্থান।

(দুই জন লোকের প্রবেশ)

১ম লোক। Politics for India and India for politics

কালা। আপনারা সবুজ নিশেন?

২য় লোক। হাঁ।

কালা। যুদ্ধ কর্বেন?

১ম লোক। হাঁ।

কালা। আপনারা জাঁদরেল পেয়েছেন?

২য় লোক। না।

কালা। তবে ঐ সন্দেশওয়ালাকে হাত করুন, ওর ঢের টাকা।

১ম লোক। তবে যাই, Propose করি।

কালা। খবরদার না। আগে আপনাদের ক্যাসান পাঠিয়ে দিন।

২য় লোক। আমাদের ক্যাসান নেই। সে Social reform এদের দলে।

কালা। কর্ত্তে হবে, নইলে বেহাত হ'ল, ওর ঢের টাকা—সাজান গে—আপনাদের দলের একজন লেডীকে।

১ম লোক। কি রকম সাজাব?

কালা। চুপি চুপি ব'লে দিই শুনুন—কেউ না শোনে। (কর্ণে কথন)

২য় লোক। ওহে, এ একজন un-expeetedlly, মশাই, আমরা এলুম বলে। আপনি ততক্ষণ canvaas করুন।

[দুই জন লোকের প্রস্থান।

কালা। দোকানী ভায়া, দোকানী ভায়া!

দোকানী। কি চাই মশাই?

কালা। দুটো লোক কি ব'লে গেল জান? তোমার পয়সার বাক্স লুট কর্ব্বে, নিশেন নিয়ে সেজে আস্ছে।

দোকানী। ওঃ, লুটের বিলেত আর কি! যাও যাও!

কালা। আমায় ব'লে গেল, তাই বল্লুম।

(ভিখারিণী বালিকার প্রবেশ)

ভিখা-বালিকা।— (গীত।)

শোন বলিতে তোরে বলি কৃষ্ণ-প্রেম কুট-কুটে ওল।
থাওয়ায় কাঁচা তেতুল টোকো ঘোল॥
কৃষ্ণপ্রেম যে খায়,
গুলগুলিয়ে ওলের মতন ব্যাতে লেগে যায়,
জ্বলে তবে সিদ্ধ হবে,
নৈলে কাট্‌বে নালি হবে ঘোল॥

ভিখা-বালিকা। কৈ পয়সা ফালে না?

কালা। ঐ লকে বেটা আসছে। শোন শোন, এ দিকে আয়!

[কালাচাঁদ ও ভিখারিণী বালিকার প্রস্থান।

দোকানী। ওরে হীরে, বলে লুট ক'র্ব্বে।

হীরে। আজ্ঞে, তা পারে। সব লাল নিশেন তুলেছে, সবুজ নিশেন তুলেছে। দুপুরে মাতন ক'রে বেড়াচ্ছে!

দোকানী। অ্যাঁ, বলিস কি রে ?

(কালাচাঁদ ও ভিখারী বালিকার পুনঃপ্রবেশ)

কালা। দোকানী ভায়া.বিপরীত কারখানা।
দোকানী। মশাই ! কি করি ?
কালা। তোমার বাক্সটা কৈ ? লুকোও ঐ কয়লার ভেতর। আর তারা যা বলে, শুনে যেও, তা হ'লে কোন ভয় নেই।
দোকানী। কোম্পানীতে কিছু বল্‌বে না?
কালা। লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত ক'রে তিন দিন লুটের পাশ পেয়েছে, (স্বগত) ঐ এলো, আঁচিলটা পরি, কালাচাঁদ হই।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা, এইবার তুই কালাচাঁদ ! এই তুই আঁচিল পরেছিস্।
কালা। হাঁ।
লক্ষ্মী। কেমন, ধরেছি ?
কালা। ধরেছ।
লক্ষ্মী। তবে দে বেটা, অনন্ত দে, গুড়গুড়ির রূপ দে !
কালা। তুমি তো ভারি বেকুব হ্যা ! তোমায় তফাৎ থেকে দেখ্‌ছি, আমি কি আর পালাতে পাত্তুম না ?
লক্ষ্মী। তবে পালালিনি কেন ?
কালা। তোমায় মাণিকওলা ক'নে এক্ষনি দেখাব।
লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কি পাগল হয়েছিস্ ?
কালা। এস, ঐ খোলার ঘরের ভেতর এস, সত্যি মিথ্যা এখনি টের পাবে।
লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কি বল্‌ছিস্ ?
কালা। কি বল্‌ছি ! এ মেয়েটি, কি বল্‌ছ ? মনে করেছ ভিখারীর মেয়ে ? দু-জোড়া নূতন গুড়ের সন্দেশ খাওয়াও দেখি—ও খেতেই চাইবে না—এক জোড়া মোণ্ডা খাইয়েছ কি পাঁচশো টাকার কোম্পানীর কাগজ এখনি তুলেছে ! এ বামুনের মেয়ে, মনে করেছি, আমি একে বে কর্ব্বো। পাঁচ জোড়া সন্দেশ খাইয়ে আড়াই হাজার টাকা মেরেছি। এই তো পাশে দোকান, নতুন গুড়ের মোণ্ডা খাইয়ে দেখ, সত্যি মিথ্যা এখনি বুঝবে।
ভিখা-বালিকা। না, মুই খাবুনি, মোণ্ডা লারবো, মুই কাগজ তোলাব।
কালা। ভুলিয়ে ভালিয়ে এক জোড়া মোণ্ডা খাওয়াতে পার, পাঁচশো টাকার কাগজ মেরে দে চ'লে যাও।
লক্ষ্মী। দাও তো হ্যা, এক জোড়া নূতন গুড়ের কস্তুরো দাও ত !
ভিখা-বালিকা। উঁহুঁ, আমি ঠোঁট টিপে বসনু, আমি খাব নি।
লক্ষ্মী। তুই শিখিয়ে পড়িয়ে [illegible] করেছিস্, না ?
কালা। মশাই, আর এক কথা বলি ত এখনি আমায় মাত্তে আস্‌বেন ! আর এ সব আগে জানতুম, না মানতুম ! আমাদের সব খিষ্টানী মত ছিল।
লক্ষ্মী। কি কি, কথাটা শুনি ?
কালা। পাঁচ জোড়া সন্দেশ যদি আমায় খাইয়েছ আর যদি দুচোক জল খাওয়াতে পার, এ বেটী কোম্পানীর কাগজ তুল্‌তে তুল্‌তে মার্ব্বে দৌড় !
লক্ষ্মী। আচ্ছা, দেখি বেটা, তোর কত ভিরকুটী ! দাও ত হ্যা, জোড়া পাঁচেক কস্তুরো দাও ত।
কালা। এই এক জোড়া খেলুম।
লক্ষ্মী। ফের খা ! দাও ত হ্যা আর চার জোড়া।
কালা। আমার দায় দোষ নেই, আর এক জোড়া ফের খেলুম।
লক্ষ্মী। নে নে, খা খা !
কালা। (ভিখারী-বালিকার প্রতি) আরে তুই দেখছিস্ কি ? তোকে পাহারোলা ধর্ব্বে, পালা পালা ! সেই কাগজগুলো ফেল্‌তে ফেল্‌তে ছোট।

[ভিখারিণী বালিকা ও পশ্চাতে লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

ধর ধর, শালাকে। ভণ্ড দোকানদার! জাল পয়সা দেবে, যেমন পয়সা হাতে দেবে, অমনি পাহারোলা ডেক, ও ভারি জালিয়াৎ। ভয় ভয়ে ভয়ে মোণ্ডা খেলুম।

দোকানী। তবে ঠাকুর, তুমি সন্দেশ খেয়েছ, তুমি পয়সা দাও।

কালা। তুমি ত আগে পাহারোলা ধরাও, আমি ত তোমার দোকানেই বসে আছি, তোমার পাঁচ জোড়ার দাম দশটা পয়সা বৈ ত নয়? এই আমার ট্যাকেই আছে।

(লক্ষীচরণের পুনঃ প্রবেশ)

কেমন মশাই, কাগজ পেয়েছেন?

লক্ষী। তবে রে বেটা, এই তোমার কোম্পানীর কাগজ? বেটা এক্সচেঞ্জ গেজেটের খাতা দিয়ে সড় করেছ।

কালা। আমি কি কর্ব্বো, বল্লুম নূতন গুড়ের মোণ্ডা খাওয়াও।

লক্ষী। দাঁড়াও, তোমায় শেখাচ্ছি।

কালা। (জনান্তিকে) দোকানী ভায়া, পয়সা নাও।

দোকানী। মশাই, পয়সা দিন, যাকে শেখাতে হয় শেখাবেন।

কালা। দোকানী ভায়া, ডাক পাহারোলা, পাহারোলা, ধর শালার গলায় কাপড় দিয়ে, ধর,জোর ক'রে ধর। আমি ডেকে আন্‌ছি, পাহারোলা, পাহারোলা!

[প্রস্থান।

লক্ষী। ওরে ছাড় ছাড়, গলায় লাগে! কি হয়েছে বল?

দোকানী। মশাই, বোচ্চ রির আর যায়গা পাও নি? আমার কাছে জাল পয়সা দিতে এসেছ?

লক্ষী। কেন বাপু, জাল পয়সা কি?

দোকানী। ট্যাকশালের পয়সা আর আমি চিনি নি? এই ট্যাকশালের পয়সা? আমায় বোকা পেয়েছ?

লক্ষী। আচ্ছা বাপু, তুমি আমায় ছেড়ে দাও। এই ছটি টাকা নাও, এ ত আর জাল টাকা নয়?

দোকানী। দেখ ত হীরে, এ জাল টাকা কি, কি?

হীরে। না না, ও ঠিক টাকা গো,—ও ঠিক টাকা। নিদেন রূপটাও ত থাকবে।

লক্ষী। এবার বেটাকে পেলে পুলিশ ধরিয়ে দিয়ে তবে কাজ।

[প্রস্থান।

(ধাঙড় সহিত কালাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

কালা। দোকানী ভায়া, দোকানী ভায়া, পাহারোলা ত সব মরিচ-সহর চালান হয়েছে। তোমার নূতন গুড়ের মোণ্ডা কত আছে?

দোকানী। আজ্ঞে, সের দশ বার।

কালা। আর চিনি সন্দেশ?

দোকানী। আজ্ঞে, সেও পাঁচ ছ সের হবে।

কালা। দাও, ঐ লোকটাকে দাও, মরিচ-সহরে তোমার নাম বেজে যাবে।

দোকানী। ও যে ধাঙড় মশাই!

কালা। আরে শোন না কথা, যা বলি শোন না। মরিচ-সহরের লোকই অমনিতর। ওদের জমাদার বড়বাজারের দাম চুকিয়ে দিয়ে এখনি তোমার কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে চ'লে যাবে। কি রে, তোর ঠিকানা মনে আছে? সেইখানে রেখে আয়। আর শোন্‌, ফিরে এলেই এইখানে তোর মুটে-ভাড়া দেব।

ধাঙড়। হামার সব মালুম আছে।

কালা। তবে যা, বেরিয়ে পড়্‌। দোকানী ভায়া, সে লোকটাকে ছেড়ে দিলে না কি?

দোকানী। আজ্ঞে মশাই, আমরা দোকানদার, দুটো টাকা নিয়ে তবে ছেড়েছি।

কালা। সর্ব্বনাশ করেছ, দেখি দেখি কি টাকা?

দোকানী। কেন মশাই?

কালা। নূতন থানের তাঁবার আওয়াজ ঠিক রূপার মতন। ও বুড়ো বেটা টাকাও জাল করেছে। তুমি বার কর।

এই দেখ, এই নূতন খানের তাঁবা দেখ। ঠিক টাকার মতন আওয়াজ। এস এস, তুমি সেকরার দোকানে দেখাবে এস! পোদ্দারে এখনি চিনবে! এস এস, শীগ্‌গির এস।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

দোকা। মানুষটা খুব সৎ, কি বলিস্ হীরে?

হীরে। আজ্ঞে, ওর কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, দুটো টাকা নিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল!

(ক্যাসানম্বর সহিত লাল ও সবুজ নিশানধারী দলের প্রবেশ)

(গীত।)

লাল ক্যাসা। তোম কোন্ হায়?

সবু ক্যাসা। তোম কোন্ হায়?

লাল ক্যাসা। হাম ক্যাসান!

সবু ক্যাসা। হাম ক্যাসান!

লাল ক্যাসা। তোম চোপরাও।

সবু ক্যাসা। তোম চোপরাও।

লালদল। ব্রাভো ব্র্যাভো ফ্যাসান দেশা জান।

লাল ক্যাসা। তোম চলা যাও!

সবু ক্যাসা। তোম চলা যাও।

সবুদল। ব্র্যাভো ব্র্যাভো ফ্যাসান লেট্ দেম্ ডু হোয়াট্ দে ক্যান

লাল ক্যাসা। হোল্ড ইয়োর টং ইউ উওম্যান।

সবু ক্যাসা। হোল্ড ইয়োর টং ইউ উওম্যান!

লাল ক্যাসা। বোলো তেরা কেয়া মিশান?

সবু ক্যাসা। বোলো তেরা কেয়া মিশান?

লালদল। শোশিয়াল্ রিফর্মেশন্।

সবুদল। পলিটিক্যাল্ অ্যাজিটেশন্!

উভয় ফ্যাসান্। ছুট ছুট ছুট ছুট আপনার ঠাঁই আপনার আপনার মান। কখন্ কখন্ বেঙ্গলী করেগা গ্রেট নেশান,

উভয় দল। বেঙ্গলী গ্রেট নেশান। হিয়ার ইজ্ ডিমনষ্ট্রেসন্।

যেদো। (দোকানীর প্রতি) আপনি আমাদের জাঁদরেল হোন।

নসী। (দোকানীর প্রতি) আপনি আমাদের ট্রেজারার হোন।

যেদো। ছাড় নসে।

নসী। ছাড় যেদো!

দোকা। হীরে হীরে, এ কি রে?

হীরে। কে জানে।

[প্রস্থান।

(কালাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

কালা। ধর টেনে।

সবুদল। (দোকানীর প্রতি) আপনি হোন লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট।

লালদল। (দোকানীর প্রতি) আপনি হোন অ্যাড্‌জুটাণ্ট।

কালা। পাড়ি লাগাই দিন কিনে।

[বাক্স লইয়া প্রস্থান।

[ছাড় যেদো, ছাড় নসে করিতে করিতে উভয় দলের দোকানীকে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাস্তা ও কুঁড়েঘর।

কালাচাঁদ ও উড়ে।

কালা। ওরে, তোদের অড্ডা সুদ্ধ কবে চালান দেবে?

উড়ে। কৌটি?

কালা। মরিচ-সহরে। কিছু শুনিস্ নি? কোম্পানীতে আর উড়ে রাখবে না— ঢ্যাঁটরা দিয়ে গিয়েছে। আমি তোরে বাঁচাবার উপায় করেছি, এখন তুই কয়ে হর।

উড়ে। কঁড় করিব বাবু, কঁড় করিব?

কালা। তুই যদি সাহেব সাজতে পারিস্— আর যে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, বল্‌বি আমি সাব—তা হ'লে এ যাত্রা বেঁচে যাস।

উড়ে। মু ত ইংরাজী জানিচি না।

কালা। তাই ত, কি হবে! দেখ, বেশ

কথা। সে উড়ে ছোঁড়াকে যে কয়, সে তোকে পছন্দ করেছে। আমিও তাকে বলেছি, তুই সায়েব, তারে যে করেই সায়েব হয়ে ছুড়ী চড়ে বেড়া, আর তোকে ধরে কে? খবরদার, তোরে জিজ্ঞাসা করে বলিস নি তুই উড়ে—বল্‌বি, আমি সাব। আমার একটা সায়েবের পোষাক আছে, সেইটে তোরে দেব। যা, বাড়ীর ভেতর যা, পাহারোলা আসছে।

[উড়ের প্রস্থান।

এই ত সায়েব বর ঠিক হ'ল।

(টহলদারের প্রবেশ)

কালা। বল, কি ঠিক কল্লি? ঘরজামায়ে থাকবি, না দুঃখে মরবি?

টহল। ঘরজামায়ে রাখবে?

কালা। হঁ, লালার মেয়ে, আদরের মেয়ে, তার বাপ কি জামাই-ঘর কত্তে দেবে? তা হ'লে কি আর বর জুটতো না? তোর বড় ভাগ্‌গি জানিস, মেয়েটা তোকে দেখে মোহিত হয়েছে।

টহল। দেখ্‌বেন বাবু, ঘরজামায়ে যদি রাখে ত আমি বিয়া করি।

কালা। তবে আর তোরে বলছি কি মাথা-মুণ্ডু। দেখ্, সে তার বাপকে বলেছে যে, মুরসিদাবাদের জমীদারের ছেলে। খবরদার, কেউ জিজ্ঞাসা করে বলিস নি যে, টহলদার।

টহল। তা বল্‌ব না, ঘরজামায়ে রাখ্‌বে তো?

কালা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরে একটা পোষাক দেব, সেইটে পরিস, যা, এখন বাড়ীর ভেতর যা। এখন যা।

[টহলদারের প্রস্থান।

(বাঙালনীর প্রবেশ)

বাঙা। বাবা ঠাউর, বাবা ঠাউর! সঙ সাজবার বল্‌ছ, সং সাজব, বাবা ঠাউর, [বদি বৈরাগী একটা দেখে দাও।

কালা। বৈরাগী কি রে? ভাল গোঁসাই তোরে দে'খে দেব, তোরে সেবাদাসী কর্বে। সেই গোঁসাইয়ের তো সক, তা নইলে তোরে সং সাজতে বলছি কেন? আর বড় মজা হবে! সংকে সং, সত্যিকে সত্যি! সে গোঁসাই তোর গলায় মালা দেবে,তুই তার গলায় মালা দিবি, তার পর তার সেবাদাসী হবি।

বাঙা। এ হলি আমি সাজতে রাজি।

কালা। তবে যাস, সে বাগানে যাস।

বাঙা। আচ্ছা বাবা ঠাউর! আমি চল্‌লুম। তাহো, গোঁসায়ের গলায় পরে আমি ফুল ছেড়ে আইছি।

কালা। পাবি, ফিট মানুষ পাবি। কিন্তু তোরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোর বয়স কত ত বলবি ষাট।

বাঙা। না বাবা ঠাউর, পঁচিশ পার হয়নি।

কালা। সে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। যদি ষাট বলিস, গোঁসাই বুঝ্‌বে, তুই ভারী রসিকা।

বাঙা। বটে বাবা ঠাউর, বটে! বাবা ঠাউর, তাই বলব, তাই বলব।

কালা। যে জিজ্ঞেস করুক, বরং ষাটের উপর যাবি, তবু নীচে না।

বাঙা। আচ্ছা বাবা ঠাউর- আচ্ছা।

কালা যা যা, সেই বাবুর বাড়ী যা। চিনতে পার্ব্বি?

[বাঙালনীর প্রস্থান।

এই কাঠকুড়ানী বেটী আসছে, বেটী তাতে ত মচকায় না।

(কাঠকুড়ানীর প্রবেশ)

কাঠ-কু। এ বাবু, কাঁহা তেরা জমীদার?

কালা। সেই বাগানে, তাল নাচাচ্ছে।

কাঠ-কু। তাল নাচাতা?

কালা। নাচাতা নেই? তাড়ি খাতা, আউর তাল নাচাতা, আর ডুগডুগী বাজাতা।

কাঠ-কু। আচ্ছা বাবু,—আচ্ছা বাবু, হাম চলে।

[প্রস্থান।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। দুই বর ত সাজিয়েছি।

কালা। তবে তুমি তাদের নিয়ে এস ; আর বিশ্বেশ্বর ভায়া তো ক'নে সাজাতে গিয়েছে ? আমি তবে তাদের নিয়ে চল্লুম।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—০—

বাগান।

বিশ্বেশ্বর, নসীরাম, কাঠকুড়ানী, বাঙালনী, উড়েনী, ওজনদার ইত্যাদি।

নসে। ক'নে সব কই ?

বিশ্বে। এই যে সার সার সব দাঁড়িয়েছে।

নসে। লালচাঁদ বাবু কোথা ?

বিশ্বে। এই এলেন বলে।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। মশাই! আপনাদের জিত। বর ক'নে সব হাজির, এখন অমূল্য বাবুর বাপ এলেই হয়। এইবারে যান, সেজে আসুন গে।

নসে। লালচাঁদ বাবু! এদের ত তুমি যা বয়েস বল, তা বোধ হচ্ছে না।

কালা। জিজ্ঞাসা করুন, মশাই! মেয়েমানুষ, ছ'বছর কমিয়ে বলবে, তবু বাড়িয়ে বল্‌বে না।

বিশ্বে। তা ত বটে,—তা ত বটে।

কালা। জিজ্ঞাসা করুন,—জিজ্ঞাসা করুন। কাজ সেরে নে বেরিয়ে পড়ুন।

নসে। আপনার বয়েস ?

উড়েনী। দ্বিকুড়ি পাঁচ।

নসি। আপনার বয়েস ?

কা-কু। পচাশ হো চুকা।

নসী। আপনার ?

বাঙালনী। এই বাইট বলেন, পঁয়ষট্টি বলেন।

নসী। অ্যাঁ, এদের এত বয়েস হবে ?

কালা। মশাই! এরা যেথা থাকে, সেথা জল হাওয়া কেমন! যান যান, সেজে আসুন গে, দেরি কর্বেন না,। সবুজ নিশানওয়ালারা এতক্ষণ সাজলো।

নসে। আচ্ছা লালচাঁদ বাবু, আপনি ততক্ষণ বে দিন।

[প্রস্থান।

কালা। যা যা এর ভেতর যা।

উড়েনী। মলা! এ কূপ, মু যাই, পারিবে নি।

কালা। যা যা, জল নেই, সায়েব অমনি শুধু তোরে বে কর্ব্বে ? ওদের পাৎকো থেকে তুলে বে ক'র্ত্তে হয়।

উড়েনী। মু ডর লাগুচি, মু পারিবে নি!

কালা। পারবি নি ? তবে যা, তোর বরাতে সায়েব নেই।

উড়েনী। রাগুচি কাঁইকি,—রাগুচি কাঁইকি ? মু নামুচি, মু নামুচি।

(কূপমধ্যে গমন)

কালা। বিবি! তুমি এর ভেতর সেঁধোও।

কা-কু। কাঁহে ?

কালা। সে সৌখীন জমিদার, তার একটা সক তুমি রাখ্‌বে না ? তার সক হয়েছে, তোমার ইচ্ছা হয় নাবো, না ইচ্ছা হয় চ'লে যাও।

কা-কু। ও তো ভাল নাচ্‌তা ?

কালা। আঃ! ঠুমকি-ঠুমকি।

কা-কু। ও ত তাড়ি পিতা ?

কালা। চকাচক্! দু'হাতে দু'কলসী তাড়ি নিয়ে ওর ভেতর নাবৰে। দেখ দিকি—দেখ দিকি, হয় ত এক কলসী ওর ভেতর লুকিয়েও রেখে গিয়েছে! ঐ এল এল, নাব, নাব।

(কাঠকুড়ানীর ড্রেণের মধ্যে গমন)

কালা। নাও, ব'সো!

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! গোঁসাই ত চরণে রাখ্‌বে ?

কালা। তুই একটি গান ধ'র্ব্বি, আর অমনি মোহিত হয়ে তোরে বাড়ী নিয়ে যাবে।

নিধি। অত ক'র্ত্তে হবে না,—অত ক'র্ত্তে হবে না, গলায় মালা দিলেই হবে।

কালা। যাও, শালা বাবা পাই পয়সা ছড়িয়ে যাও।

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! দুটি খই কড়ি ছড়াও।

(সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বে। কি হে, বরেদের সব রিহাশাল দিয়ে রেখেছ ত?

সিদ্ধে। সব ঠিক আছে।

বিশ্বে। কোথায় রেখে এলে? পালাবে না ত?

সিদ্ধে। হুঁ, তারা যে চাট ধরিয়েছেন, মার্‌লে ন'ড়বে না। একজনকে আক-বনে রেখে এয়েছি,আর একজন আমড়াতলায় ব'সে আছে।

কালা। আমি স'রে পড়ি। লক্ষ্মীচরণ আস্‌ছে। দেখ, বরগুলো ঠিক সময়ে যুগিয়ে দিও।

সিদ্ধে। তার ভয় নাই, ঠিক ডাকব।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

(অমূল্য, লক্ষ্মীচরণ ও বনবিহারিণীর প্রবেশ)

অমূল্য। বাবা! তোমার আমার সঙ্গে মিছে কথা? তিরিশ পেরোয়নি।

লক্ষ্মী। নিশ্চয়, আমি ঠিকুজী দেখেছি।

ব-বি। না, আমার তিরিশ পোরে নি।

শান্তি। পোরে নি? ডাক ত কালাচাঁদকে। ঐ ঐ, চোখে কাপড় দিয়ে আস্‌ছে। এই কান্না সুরু ক'রে। ডাক ডাক, কালাচাঁদকে ডাক, ওহো! ঐ দেখ।

ব-বি। আচ্ছা, তেত্রিশ হয়েছে।

লক্ষ্মী। শুন্‌লি?

অমূল্য। ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

শান্তি। মশাই! লালচাঁদ আপনার ভয়ে আস্‌তে পাচ্ছে না। লালচাঁদ এলেই ঠিক বুঝিয়ে দেবে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, ডাকুন ডাকুন, আমি কিছু বল্‌ব না।

শান্তি। লালচাঁদ! এস ত।

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

কালা। আমি চোখে কোঁচার কাপড় দিয়ে এসেছি।

ব-বি। এস, বর এস, বে কর্ব্বে এস, আমার তেত্রিশ বচ্ছর হয়েছে।

অমূল্য। তবে যে বল্‌ছিলে, তোমার চৌদ্দ বছর পোরে নি?

কালা। আপনার মন বোঝ্‌বার জন্যে বলেছিলেন। কেমন গা? চোখে কাপড় দি।

ব-বি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মন বুঝ্‌ছিলুম, তুই অমন মুখ করিস্ নি! চল চল, বে কর্ব্বে চল।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সোনা?

শান্তি। আপনি ওজন হোন।

লক্ষ্মী। বাড়ী বাগানের পাট্টা?

শান্তি। ওজন তো হোন।

কালা। বর টেনে নিয়ে চল, বর টেনে নিয়ে চল, নৈলে ডুক্‌রে কাঁদ্‌ব।

ব-বি এস এস।

[বরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

শান্তি ওজন হোন, ওজন হোন ওহে, ওজন কর, ওজন কর

ওজনকার। দাঁড়ান মশাই! হাতের [illegible] সারি, রামে রাম—রাম।

	হ	কো	পো
মিত্তিরদের বরের বাপ	২	২	৫
পালিতদের বরের বাপ	৩	২	১৪
দে-দের বরের বাপ	১	৩	৭
ঘোষেদের বরের বাপ	২	২	৯
সীঙ্গিদের বরের বাপ	৩	৩	১১
করেদের বরের বাপ		৯	৫
বোসেদের বরের বাপ	২	৩	৭
সরকারদের বরের বাপ	৩	২	১৩

কালা। ঐ পাৎকোর ক'নের বর এল।

(বরের প্রবেশ)

মশাই, দেখুন দেখুন। ঐ পাৎকোরে উল্‌ছে।

[উভের কূপমধ্যে গমন।

লক্ষ্মী। সত্যি সত্যিই বেটা সায়েব সেজে এসে পাৎকোর উল্‌ছে।

কালা। আচ্ছা মশাই! এ পাৎকোর মেয়েটাকে আন্‌লে কি ক'রে?

শান্তি। বড় টবে জল পুরে।

শান্তি। পাঁক মাখিয়ে মেতুয়ার কাঁধে। আর ওটা গামলা সুদ্ধ তুলে এনেছে।
কালা। এই ড্রেণের মেয়ের বর এল।

বরের প্রবেশ)

ঐ ড্রেণে উল্‌চে।

(টহলদারের ড্রেণে গমন)

নিধি। খুড়ো খুড়ো! যদি অনুগ্রহ ক'রে পা'র ধূল দিয়েছ, আমার ঝি-জামায়ের কল্যাণে একটু মিষ্টি মুখ কর্‌তে হবে। কেমন কালা, মট্টে মট্টে বর যোগাড় করেছি। রাজার ছেলেকে রাজার ছেলে, আবার ঘরজামাই থাক্‌বে।
সিদ্ধে। দাদা, তোমার বেটার কল্যাণে এ যাত্রা কালা বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি। মুরশিদাবাদের জমীদারের ছেলে, রাজ-পুত্রের মতন দেখ্‌তে, ঘরজামায়ে থাক্‌বে, উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া।
লক্ষ্মী। হ্যাঁ বেয়াই! সত্যি?
শান্তি। বেয়াই, তোমার কাছে মিছে কথা কব না। মাণিক, মুক্ত, মোহর, টাকা দেখি নি, তবে পাৎকোর ভেতর থেকে এক বেটী উঁকি মাচ্ছিল, আমি আস-তেই সেঁধিয়ে গেল। তবে এইটে কিন্তু দেখেছি যে, গামলার ভেতর থেকে যখন ঐ মেয়েটা বেরুল, ঝর ঝর ক'রে কতকগুলি আধুলী, সিকি প'ড়ল। তার পর পিঁড়ে পেতে যখন বসালে, চার দিক থেকে দোয়ানী ছড়িয়ে পড়ল।
বিশে। লক্ষ্মীচরণ, লক্ষ্মীচরণ! কালা বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি! পাত্তর আস্‌ছে।
লক্ষ্মী। বিশেশ্বর, বিশেশ্বর! তোমার মেয়েটিকে দেখাতে পার?
বিশে। দেখাতে পার্ব্ব না কেন? এস। তবে রাগিও না, যেমন ব'সে ঝর ঝর করে দোয়ানী পেড়েছে, রাগ্‌লে ছাগলনাদি পাড়বে।
লক্ষ্মী। বিশেশ্বর, বিশেশ্বর! আমার সঙ্গে কথার খেলাপীটে কল্লে?
বিশে। কি বল? কি কথার খেলাপী কর্‌লুম?
লক্ষ্মী। আমি কি তোমার জাত রক্ষা কর্ত্তম না?
শান্তি। না বিশু খুড়ো, হক্ কথা কইতে হবে, তোমার কথার খেলাপী হয়েছে!
কালা। হয়েছে বৈ কি,—হয়েছে বৈ কি!
বিশে। তোমরা পাঁচজনে বল ত হয়েছে। এখন আমার কি কত্তে বল, বল?
শান্তি। সে বেইমশাই বলুন। তোমার জামাই ত আর ঘরজামাই থাকুছে না।
বিশে। না।
কালা। মশাই! আধা বখ্‌রা ক'রেই রাজী হবে।
বিশে। কি হে লক্ষ্মীচরণ, কি বল? কথার খেলাপী। এমন লোক আমায় পাবে না!
লক্ষ্মী। এস না, যে কথা ছেল! আমার তোমার কন্যাটি সম্প্রদান কর—আধা-আধি বখ্‌রা।
বিশে। এখন যে পাত্তর রেলে আস্‌ছে "তারে" খবর পেয়েছি।
কালা। ঝি-জামাই নে স'রে পড়ুন,—ঝি-জামাই নে স'রে পড়ুন!
বিশে। তোমরা পাঁচজনে বলুছ, আর কি করি বল! অমত ত ক'ত্তে পারি নি কিন্তু শুনে রেখ ভাই! আধা-আধি বখ্‌রা!
লক্ষ্মী। বেই মশাই, সত্যি কি
শান্তি। দেখ্‌লুম ত সিকি আধুলী পড়্‌ল দোয়ানীও এখন ছড়ান রয়েছে।
লক্ষ্মী। আচ্ছা, যা থাকে কপালে!
বিশে। আধা বখরা।
লক্ষ্মী। দোয়ানীগুল ছড়িয়ে ত রাখে নি?
বিশে। মা, তোমার পাত্তর এয়েছে। বর-মাল্য প্রদান কর। (বাঙালনীর উত্থান, সিকি ছড়ান ও বরমাল্য প্রদান।)
কালা। এ যে যত কুড়ুতে পারে।
লক্ষ্মী। প'ড়েছে—প'ড়েছে, সিকি আদুলী প'ড়েছে! খবরদার কুড়ুসনি! এই মালা পর,—এই মালা পর!
বাঙালনী। প্রাণনাথ!

লক্ষী। আরে এ কে রে! এ যে ভিখারী মাগী!

কালা। তা তোমার বরাতে রাজকন্যা হবে না কি?

লক্ষী। জাত গেল!

কালা। গেলই ত!

লক্ষী। ঠকিয়েছে!

কালা। না ত কি?

লক্ষী। পয়সাতে পায়া মাথিয়েছিস্?

কালা। তবে কি আহ্লী ঢেলে দেবে?

লক্ষী। জোচ্চোর!

কালা। চশমখোর!

লক্ষী। বেইমান!

কালা। কেমন!

লক্ষী। কেমন আছি, আমিই আছি!

কালা। জোচ্চোর আছি, আমিই আছি।

লক্ষী। আমার সঙ্গে জোচ্চুরি?

কালা। খেঁচ যে ভারি।

লক্ষী। চোপ বেটা!

(পাৎকো হইতে উড়ে ও উড়েনীর উত্থান)

উড়েনী। তু সাব পরা?

উড়ে। তু ম্যাম পরা?

উড়েনী। হঃ।

উড়ে। হঃ।

উড়েনী। বিয়া করিবু?

উড়ে। হঃ। তু বিয়া করিবু?

উড়েনী। করিবু। সেকটণ্ডা?

উড়ে। সেকটণ্ডা।

উড়েনী। বিয়া হলা?

উড়ে। হলা।

উড়েনী। ঠিয়া হ, মু তোর বাঙের ঠিয়া হব।

উড়ে। মু তোর কাঁধ ধরিব।

(ড্রেণের ভিতর হইতে কাটঝুড়ানী ও টহলদারের উত্থান)

কা-ঝু। তোম সাদি করে গা?

টহলদার। তোমারা বাপ ত হামকো ঘরজামাই রাখে গা?

কা-ঝু। ই কিয়া বোলে?

কালা। ঠিক বোল্‌তা।

কা-ঝু। তোম তাড়ি পিতা?

টহল। অ্যাঁঃ?

কালা। ঠিক বোল্‌তা,—ঠিক বোল্‌তা।

কা-ঝু। তোম নাচ কর্‌তা?

টহল। একটু একটু টহল গাতা, এই বাবু গান বাঁধ বাঁধকে দেতা।

কা-ঝু। তোম ভাল নাচাতা?

কালা। দেখ, রসিকা দেখ! বল হ্যাঁ।

টহল। হ্যাঁ বিবি! তোমার বাপ ত ঘর-জামাই রাখে গা?

কালা। হাঁ হে হাঁ! রাগিও না, মালা দাও।

(মালা বদল)

(অমূল্য ও বনবিহারিণীর প্রবেশ)

কালা। কেমন মশাই! মেয়ে পার হ'ল?

শাস্তি। হ্যাঁ বাবা, তুমি জাত রাখ্‌লে।

(গীত)

উড়েনী। মু হাসুচি মাণিক কাঁহুচি মতি,

উড়ে। চৌকি মিলিলা মতে রসবতী।

উভয়ে। বসি খাইবে পকাল,

হুন ছিকিরি হুন দিকিরি।

কা-ঝু। মর আসরফি ঝিঁকতা হ্যায়।

খাঁস্‌ত রুপিয়া।

টহল। ঘরজামাই হোগা তাই যে কিয়া,

কা-ঝু। পিয়ালা ভর ভরকে পিয়েগি তাড়ি,

টহল। কি ঝকমারি!

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি, হুন দিকিরি।

বাঙালনী। আমার কালাচাঁদ,

হিয়ার মাঝের চাঁদ,

লক্ষী। পাহারোলা, পাহারোলা,

ঐ কালা বেটাকে বাঁধ,

বাঙালনী। ও চাঁদ কেন রাগ,

লক্ষী। তোম আবি ভাগ,

উভয়ে। কি মজার সঙ সেজেছি আ মরি,

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি, হুন দিকিরি।

বন-বিহা। Happy, happy, happy papr.

অমূল্য। Like a horse and a mare,

উভয়ে। War war red flag victory,

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি হুন দিকিরি।

(লাল'বর্ণধারীদিগের প্রবেশ)

মসে। Three cheers for social reformation,

(সবুজবর্ণধারীদিগের প্রবেশ)

মেসো। Three cheers for political agitatotion,

লালদল পুরুষ। এস এস (আস্তেন গুটাইয়া)

লালদল-লেডী। (   )

সবুজদল পুরুষ। এস এস! (আস্তেন গুটাইয়া)

সবুজদল লেডি। দাঁত খিচন)

লালদল ও সবুজদল।

War War War!!!

কহানীর প্রবেশ

গীত।

তোম লোগো দল জিনা কেয়া কহেনা,
খোস মেজাজমে খোড়া রোজ দুনিয়ামে
রহে না।
মৎলব সাফাই, কিয়া কয়যে লড়াই,
বেসমে এলেম দিয়া, যেসমে কজি লিয়া,
ওকা দুসমন কিয়া,
দেখ ঢুড়কে হিন্দুস্থান,
কেয়া হিন্দু ইয়া মুসলমান,
বাঙালী সালী করে বেইমান,
হর ঘড়ি হর রোজ নয়া বায়না
কয়তে হো নয়া বায়না।

(জনৈক সাহেবের প্রবেশ)

সাহেব। বহুত আচ্ছা,—বহুত আচ্ছা।

(জনৈক ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

ভট্টা। থামো, থামো, সাহেব বল্ছে, সব জিত। এস, সকলে মিলে সাহেবদের স্তোত্র পাঠ করি।—

জয় জয় শুভ্রকায় জয় ভারত-শাসন।
কোট পেন্টলুন ভূষা জয় চেয়ার আসন॥
মদ্যপান হল্য দান, ঘন ঘন চুরো চালন।
লম্ফ ঝম্ফ ঘোর দণ্ড কুক্কুরাদি পালন॥
বিড়ালাক্ষ, স্বার্থ লক্ষ্য, বাদীপক্ষ নাশন।
দীন ক্ষীণ বঙ্গবাসী দেহি দেহি অশন॥
জয় সাহেবের জয়, জয় জয় সাহেবের জয়॥

(গীত।)

সকলে। Hi'es tho end
Indulgence lend,
our faults yor mend
Vour blessings send
Patrons and friends dear
To all a merry Khristmas
a happy New year,

যবনিকা পতন।

গিরিশ গ্রন্থাবলী

(নবম ভাগ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির।

কলিকাতা;

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেকটিক্ মেসিন যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

নূতন সংস্করণ]

[মূল্য ১৲ এক টাকা।
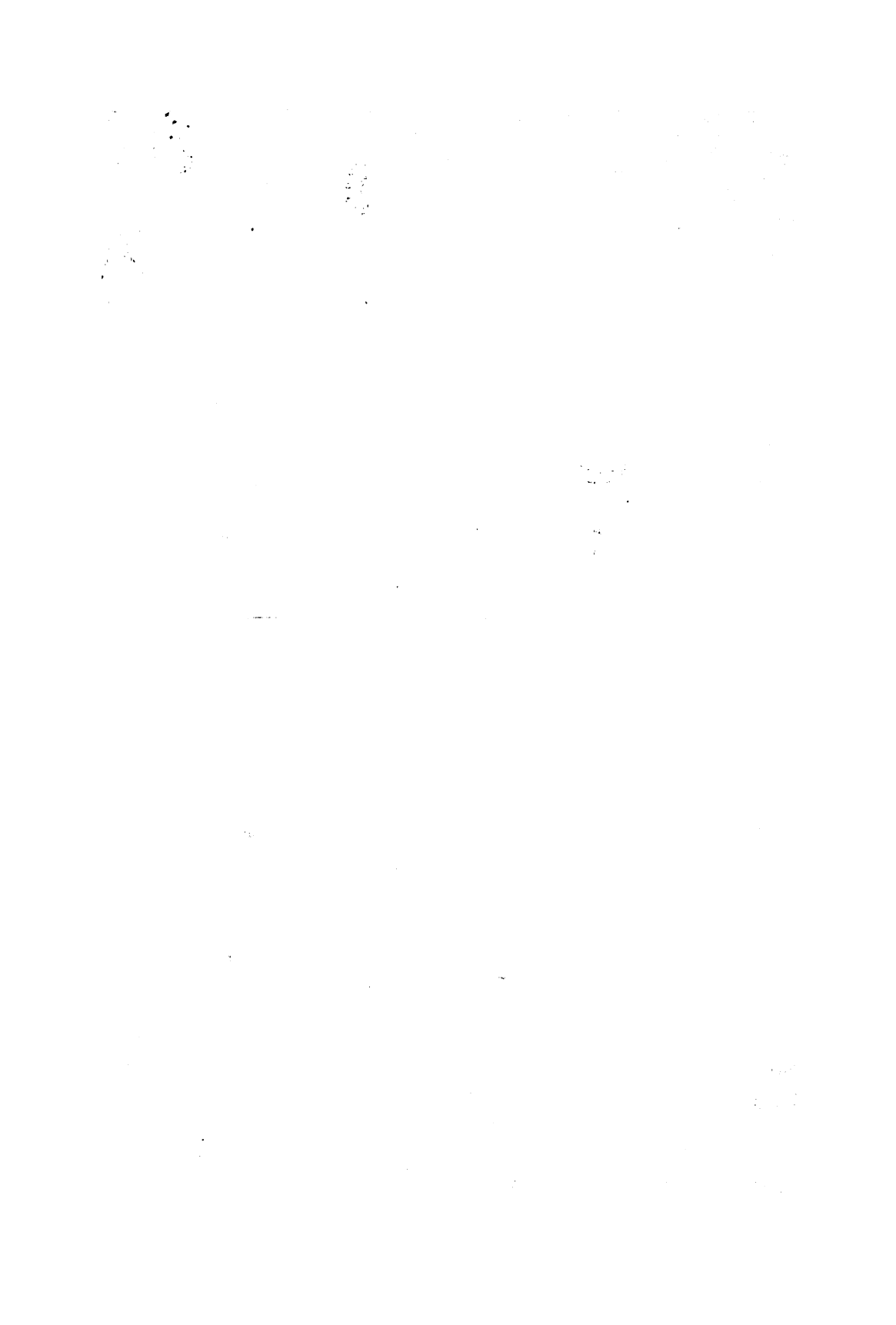
তপোবল।

(পৌরাণিক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শনিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

পবিত্রা নিবেদিতা,

বৎসে!

তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? কাল দার্জ্জিলিং যাইবার সময়, আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, "আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।" আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইল না? শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

১৩ নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
৩রা পৌষ, ১৩১৮ সাল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চরিত্র

—*—

পুরুষ।

ব্রহ্মা, ব্রহ্মণ্যদেব, ইন্দ্র, ধর্ম্মরাজ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ।

বিশ্বামিত্র	...	...	...	কান্যকুব্জের অধিপতি।
বশিষ্ঠ	...	...	...	ব্রহ্মর্ষি।
শক্তি	...	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
ত্রিশঙ্কু	...	...	...	ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা।
কল্মাষপাদ	...	...	...	ঐ
অম্বরীষ	...	...	...	ঐ
সদানন্দ	...	...	...	বিশ্বামিত্রের বয়স্য।
শুনঃশেফ	...	...	...	ব্রাহ্মণকুমার।
পরাশর	...	...	...	শক্তির পুত্র।

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদ, জ্যেষ্ঠপুত্র (যুবরাজ) ও দূতগণ; ঘোষণাকারিদ্বয়, নাগরিকগণ, নগর রক্ষক, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ, ব্রহ্মদূত, দিব্যধামবাসিগণ, অম্বরীষের দূতদ্বয়, সিদ্ধচারণগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বেদমাতা	...	...	গায়ত্রী দেবী।
সুনেত্রা	...	...	বিশ্বামিত্রের মহিষী।
অরুন্ধতী	...	...	বশিষ্ঠের পত্নী।
বদরী	...	...	ত্রিশঙ্কুর রাণী।
অদৃশ্যন্তী	...	...	শক্তির স্ত্রী।

মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ, নাগরিকাগণ, দিব্যধামবাসিনীগণ, দেবীগণ ইত্যাদি।

তপোবল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বশিষ্ঠের তপোবনের একপার্শ্ব।

বিশ্বামিত্রের সভাসদ্, সেনাপতি ও সদানন্দ।

সদানন্দ। ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়!

সভাসদ্। কার অন্যায় ঠাকুর?

সদা। এই ব্রহ্মার—

সভা। কেন বল দেখি?

সদা। এই দেখ না, আপনার বেলায় চার মুখ ক'রেছেন, আর পেটের ভেতর—গোটা আষ্টেক না হোক—চারটে তো খোল নিশ্চিত ক'রেছেন; আর মানুষের বেলা একটি মুখ আর একটি পেটের খোল! আরে ছাই, পেটও তো কারো কাছে ধার ক'র্‌বার জো নাই! এই নিজের পেট নিয়ে যতটুকু পারো, আমার গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা হ'চ্চে!

সেনাপতি। আহা, তাই তো ঠাকুর, অন্যায়ই তো বটে!

সদা। অন্যায় নয়? পাহাড় পাহাড় মোণ্ডা, পাহাড় পাহাড় পুরী, পাহাড় পাহাড় মিঠাই, পুকুর পুকুর ক্ষীর, পুকুর পুকুর দধি! হায় হায়, কি হ'লো রে, এ সব ফেলে চ'লে যেতে হ'লো! বামনী রে, তুই কোথা? ছেলেপুলের হাত ধ'রে চ'লে আয়—আমার আপ্‌শোষে প্রাণ বেরুচ্ছে—শেষ দেখাটা দেখে যা।

সেনা। আর কি ক'র্‌বে ঠাকুর! চল, মনের আপ্‌শোষ মনে মেরে সহরে ফেরা যাক্।

সদা। যাও, আমার সঙ্গে কথা ক'ও না, আমি রেগেছি! ওই বশিষ্ঠের হেস্ত-নেস্ত না আমি আর এ বন থেকে নড়্‌চিনে। আবাগের বেটা মুনি হয়! রাজারাজড়া যে চোখে দেখ্‌তে পায় না—সেই সকল সামগ্রী—রাজার অসংখ্য চতুরঙ্গ সেনাকে খালে, একটা সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত ব হ'লো না; আর আমার কি না—মুখে একটা দিতে না দিতে—পেট ভ'রে এলো! হায়, কি হ'লো! বামনী রে, তোর সঙ্গে দেখা হ'লো না! আমি বিবাগী হ'লেম, এ ছেড়ে আমি আর কোথাও যাচ্চিনে।

সভাসদ্। কি ঠাকুর, বৈরাগ্য উদয় হ'লো না কি

সদা। হবে না? ব্রাহ্মণের ছেলে, তপোবন ছেড়ে যেতে পারি?

(বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বিশ্বা। মুনিবর,
কল্পনা-অতীত এই অদ্ভুত ঘটনা!
ভ্রমিলাম সসাগরা ধরা,
বহুস্থানে বাহুবলে পাইলাম পূজা;
কিন্তু জন্মেনি ধারণা—
এতাদৃশ আতিথ্য-সৎকার-সম্ভাবনা কভু।
অপূর্ব্ব বসন, অপূর্ব্ব আসন—
পূর্ব্বে যাহা চক্ষে না হেরিনু—
অপর্য্যাপ্ত সে সকল তব তপোবনে!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ষড়রসযুত
ভক্ষ্যদ্রব্য কত, শতপুত্র সনে,
চতুরঙ্গ সৈন্যে মিলি ভুঞ্জিতে নারিনু।
কহ হে তাপস,
এ ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইলে—
অনায়াসে হৈল যাহে আতিথ্য-সৎকার?

বশিষ্ঠ। কামধেনু আছে মম সবলা নামেতে,
যে ঐশ্বর্য্যবলে, যে দ্রব্য যখন প্রয়োজন,
সবলা দোহনে প্রাপ্ত হই সেইক্ষণে।
বিশ্বা। মুনিবর, কোটি গাভী করিব প্রদান,
বিনিময়ে সবলারে করহ অর্পণ।
বশিষ্ঠ। এ কি আজ্ঞা দেন, মহারাজ,
সবলারে কিরূপ ত্যজিব ?
বিশ্বা। শুন হে তাপস,
ধনরত্ন রাজ্য আদি যাহা অভিলাষ—
যেবা ইচ্ছা তব—
দানিব তোমায়, দেহ সবলা আমায়।
বশিষ্ঠ। মহারাজ, কি ঐশ্বর্য্য অভাব আমার,
সবলার কল্যাণে সকলি পাই আমি।
বিশ্বা। রাখ মান, দেহ দান, কৃপা কর, মুনি!
বশিষ্ঠ। মহারাজ, পূরাইতে নারিব বাসনা।
কামধেনু সবলা-প্রভাবে,
যাগযজ্ঞ, পিতৃলোক-ক্রিয়া,
আতিথ্য-সৎকার আদি
অনায়াসে হয় সমাধান।
অন্যায্য যাচ্‌ঞা তব কেন মহারাজ ?
বিশ্বা। জান, মুনি, আমি সম্রাট্ তোমার ?
বশিষ্ঠ। কর্ত্তব্য আছিল যাহা সম্রাটের প্রতি.
করিয়াছি সে কার্য্যসাধন।
বিশ্বা। উত্তম যে রত্ন যথা আছে ধরাতলে—
ভূপতি সবার অধিকারী ;
গোরত্ন রেখেছ তুমি রাজারে বঞ্চিয়ে।
বশিষ্ঠ। পাইয়াছি কামধেনু তপস্যা-প্রভাবে,
শাস্ত্রমত নাহি তাহে রাজ-অধিকার।
বিশ্বা। অধিকার সকলি রাজার।
দেহ, নহে বলে আমি করিব গ্রহণ।
বশিষ্ঠ। তনয়া-অধিক প্রিয় সবলা গোধন,
স্বেচ্ছায় নারিব তারে করিতে অর্পণ।
কামধেনু ইচ্ছামত মম অনুগত,
ইচ্ছা যথা তথা ধেনু রহে ;
যদি তবাশ্রয় করে আকিঞ্চন,
করহ গ্রহণ ;
যদি বলে রাজা করহ হরণ—
দরিদ্র ব্রাহ্মণ—মম কি আছে উপায় ?
কিন্তু মম সুদৃঢ় বচন,
স্বেচ্ছায় সবলা নাহি করিব প্রদান।

বিশ্বা। সেনাপতি, দেহ আজ্ঞা গোধন আনিতে।
যে রত্নে রাজার অধিকার,
বঞ্চনা করিয়ে ভূপে রেখেছে ব্রাহ্মণ।

[সেনাপতির প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। মহারাজের জয় হোক।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

সভা। দেখেছ, দেখেছ সদানন্দ, ভণ্ড বামুন বল্লে "জয় হোক", কিন্তু মনে মনে বল্লে, "ক্ষয় হোক"। আর তোমার এবার সুবিধা হ'লো, আর বনে এসে বিবাগী হ'তে হবে না ; রাজপুরেই বিবাগী হ'লে চ'লবে।

সদা। উঁহু, ভাল বুঝ্‌ছিনে।

বিশ্বা। কি ভাল বুঝ্‌ছ না ?

সদা। মহারাজ, ও বামুনের গরু, ও পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে নাদ্‌বে না, ও গোয়ালে এসে নাদে।

সভা। তুমিও তো ব্রাহ্মণ আছ, মহারাজকে ব'লে, গরুটি তোমার গোয়ালেই রাখিয়ে দেওয়া যাবে।

[সদানন্দের প্রস্থান।

সভা। মহারাজ, অকস্মাৎ রণ-কোলাহল শোনা যাচ্ছে! এ কি কোন বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ ক'র্‌লে না কি ?

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

বিশ্বা। কি সংবাদ ?

১ম দূত। মহারাজ—গাভী নয়, গাভী নয়—মায়াবী দানবী! আমরা বলপূর্ব্বক বন্ধন ক'রে ল'য়ে যেতে চেষ্টা ক'র্‌লুম, গাভী রজ্জু ছেদন ক'রে বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হ'লো। মানবীভাষায় বল্লে, "পিতঃ, কি নিমিত্ত আমায় বিদায় দিচ্ছেন ?" বশিষ্ঠ বল্লেন, "মা, আমি নিরুপায়, রাজা বলপূর্ব্বক তোমায় ল'য়ে যাচ্চেন, আমি তোমায় বিদায় দিই নাই। ক্ষত্রিয়ের বল—তেজ, ব্রাহ্মণের বল—ক্ষমা ; তোমার যদি অভিরুচি হয়, গমন কর।" গাভী বল্লে, "আদেশ প্রদান করুন, আমি আত্মরক্ষা করি।" বশিষ্ঠ আদেশ দিলেন, এই গাভী হুঙ্কার ত্যাগ ক'র্‌লে —সে এক বিকট মূর্ত্তি—এখনো হৃৎকম্প হ'চ্ছে। গাভীর সর্ব্বাঙ্গ হ'তে নানা বর্ণের সৈন্যসৃষ্টি হ'য়ে

আমাদের প্রতিরোধ ক'চ্ছে। সেনাপতি প্রাণ-পণে তাদের নিরস্ত ক'র্‌তে পাচ্ছেন না।

(সদানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

সদা। মহারাজ—পালান, পালান। গাভী যেমন ছানাবড়া নাদে, তেমনি সৈন্য চোনায়। পালান, পালান, তিলমাত্র অপেক্ষা ক'র্‌বেন না।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ অদ্ভুত কথন!—
করিয়ে তাড়না, ধেনু ল'য়ে যাই রাজ্যমুখে,
অকস্মাৎ ভীষণ-মূরতি
কামধেনু করিল ধারণ!
প্রভাত-অরুণ সম আরক্ত লোচন,
গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়ে,
বজ্রনাদে হম্বা রব করি পরিত্যাগ,
সৃজিল অদ্ভুত সৈন্য-শ্রেণী!
লোহিত হরিত পীত বিবিধ বরণ,
সৈন্যগণ বিকট-দর্শন,
নানা অস্ত্রে অশ্বগজরথে,
সুসজ্জিত রাজসৈন্য কৈল আক্রমণ।
আকুল স্বপক্ষ-সেনা—
চতুর্দ্দিকে ধায় উভরড়ে।

বিশ্বা। কি, ভীরু সৈন্যগণ পলায়ন ক'চ্ছে! তুমিও রণস্থল পরিত্যাগ ক'রেছ? এস, দেখি, বিপক্ষ সেনার কত বল!

(যুবরাজের প্রবেশ)

যুবরাজ। রাজাধিরাজ কেন অগ্রসর হবেন, আমরা শত ভ্রাতা উপস্থিত র'য়েছি।

বিশ্বা। যাও, ভণ্ড তাপসকে আমার সম্মুখে ল'য়ে এস। রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে দণ্ডনীয় হ'য়েছে।

[যুবরাজের প্রস্থান।

সেনাপতি, যদি সাহস হয়, কুমারের পশ্চাৎ গমন কর।

[সেনাপতির প্রস্থান।

সভা। মহারাজ, ঘোর রণ-কোলাহল শ্রুত হ'চ্ছে, অস্ত্র-দীপ্তিতে দশ-দিক্ আলোকিত।

বিশ্বা। এ কি! মহা অস্ত্র কে প্রয়োগ ক'চ্ছে? কোন দেবরথী কি বশিষ্ঠের সহায় হ'লো?

(দ্বিতীয় দূতের প্রবে

২য় দূত। মহারাজ—মহারাজ—

বিশ্বা। শীঘ্র কহ কি সংবাদ, ভীরু!

২য় দূত। মহারাজ, বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কালান্তক যম,
যষ্টি-করে পশিল সমরে—
অনল উথলে যষ্টি-মুখে—
রাজসৈন্য তুলা সম হৈল ভস্মসাৎ!
অগ্রসর শতেক কুমার রণে,
কিন্তু কালান্ত অনল-বরিষণে,
ব্রাহ্মণ-সমীপে সবে যাইতে অক্ষম;
কি জানি কি হয় মহারণে!

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। মহারাজ, মহারাজ,
শত রাজপুত্র হত বশিষ্ঠের রণে!
যষ্টি-করে, অটল মেরুর সম মুনি,
যষ্টি হ'তে প্রদীপ্ত হইল মহানল;
হর-কোপানলে দগ্ধ মন্মথ যেমন,
তেমতি হইল ভস্ম শতেক কুমার!

বিশ্বা। পুত্রহন্তা ব্রাহ্মণের আজ নিস্তার নাই।

[সদানন্দ ও সভাসদ্ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সদা। আর কি দেখ্‌ছেন, চলুন—গুটি গুটি, রাজার সঙ্গে গিয়ে ওড়া যাক্।

সভা। এ সময় পরিহাস কর, ব্রাহ্মণ?

সভা। পরিহাস নয়, ভস্ম হ'লে দেহের ভারটা কিছু লঘু হবে—বায়ুভরে বিচরণ ক'র্‌তে পারা যাবে।

সভা। কি, তুমি যুদ্ধ ক'র্‌বে না কি?

সদা। না, যুদ্ধ ক'র্‌বো না, ভস্ম হব।

সভা। সে কি?

সদা। সে কি আর! রাজার সঙ্গে অনেক চর্ব্ব্য-চোষ্য আহার হ'য়েছে, নানা রাজ-পরিচ্ছদ ধারণ করা হয়েছে, নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ হ'য়েছে; শেষটা পোড়বার পালা, ওটা আর বাকী রাখ্‌ছি নে। ম'শায় যদি না এগোন, ধীরে ধীরে ফিরুন। ব্রাহ্মণীকে খবর দিবেন যে, তাঁর পতি অগ্নিস্পর্শে দেহ পবিত্র করেছেন।

সভা। না, আমিও দেহ পবিত্র করি গে চলুন।

সদা। বটে! দেখ্‌ছি এক সঙ্গে অনেক শ্রাদ্ধাদি

হবে। বেঁচে থাক্‌লে অনেক শ্রাদ্ধে ভোজন-ক্রিয়াটা হ'তো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বশিষ্ঠের তপোবনের অপর পার্শ্ব।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র।

বশিষ্ঠ। আরে নৃপাধম, এখনো তোর দম্ভ দূর হ'লো না! শতপুত্র নাশ, অরণ্যবৎ সৈন্যক্ষয় স্বচক্ষে দেখ্‌লি, তথাপি তোর ব্রহ্মতেজ উপলব্ধি হ'লো না! অশ্ব, রথ, সারথি বিনষ্ট, তূণীর অস্ত্র-হীন, ধনুর্গুণ ছিন্ন, তথাপি গদা-হস্তে আস্ফালন কচ্ছিস্?

বিশ্বা। আরে কপট তপস্বি, তোরে এই দণ্ডেই বিনাশ ক'র্‌ব, দেখি, জগতে কোন্ তেজ ক্ষত্রিয়তেজ নিবারণ করে! বালক পুত্রগণ ও সামান্য সৈন্য বিনাশ ক'রে, তোর এত দূর অহঙ্কার! সে অহঙ্কার এই গদাঘাতে চূর্ণ ক'র্‌বো।

বশিষ্ঠ। নৃপকুলকলঙ্ক, এখনি তোর গর্ব্ব খর্ব্ব হবে।

(সহসা বশিষ্ঠ-হস্তস্থিত ব্রহ্মযষ্টি প্রজ্বলিত হওন)

বিশ্বা। কি আশ্চর্য্য, এ কোন কুহক, না এই ব্রহ্ম-তেজ! এই তেজে কি আমার শত পুত্র নিহত হ'য়েছে? আমার তূণীর শূন্য, মহা-অস্ত্র সকল ভস্মীভূত, ব্রাহ্মণ অচল অটল অবস্থায় অবস্থান কচ্ছে! আমি স্বয়ং বা ভস্ম হই! এ দারুণ অগ্নি আমায় গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। প্রভু, প্রভু, ব্রহ্মতেজ সংবরণ করুন! সামান্য কামধেনুর নিমিত্ত তপোবনে বহু নর-হত্যা হয়েছে; মহারাজ বিশ্বামিত্রকে ভস্ম ক'র্‌বেন না। ওঁর শত পুত্র ভস্ম হ'য়েছে; অর্দ্ধ-সৈন্য ভস্মীভূত, অর্দ্ধ-সৈন্য পলায়িত; দেখুন—সৈন্য-হীন, অস্ত্রহীন, রথহীন—একমাত্র মহারাজ ব্রহ্ম-যষ্টি-তেজে মুহ্যমান অবস্থায় দণ্ডায়মান! আর কেন ক্রোধ কচ্ছেন? আপনি তেজ না সংবরণ কর্‌লে এখনি ভস্ম হবে।

বশিষ্ঠ। কিরূপ বল্‌ছ? আমি তেজ সংবরণ কর্‌লে, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় এখনি আমায় বধ কর্‌বে।

অরু। প্রভু, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের যে জন্মমৃত্যু আছে, তা তো কই শ্রীমুখে শুনি নাই। তবে ব্রহ্মতেজ না সংবরণ কর্‌লে সংসারে ঘোরতর অনিষ্ট উৎ-পন্ন হবে; এবং জনবিনাশে—সে তেজ প্রয়োগ-জনিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায়—আপনি ব্রহ্মতেজ-বর্জ্জিত হবেন। অনেক অনিষ্ট হয়েছে, কে জানে, বিশ্ব-নিয়মে তার পরিণাম কি! ঐ দেখুন, দেব-গণ, সিদ্ধাচারণগণ—প্রলয়কালীন কালানলসদৃশ আপনার দণ্ডনিঃসৃত অনলদৃষ্টে—ভীত হয়েছেন। ঐ শুনুন—"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও"—সকলে উচ্চ শব্দ কচ্চেন।

বশিষ্ঠ। তুমি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, তুমি সদুপদেশ-দাত্রী। আমি তেজ সংবরণ করলেম। সত্য, আমার আবার জন্মমৃত্যু কি? আমি সামান্য জীবের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করেছি। তুমি প্রকৃত বিদ্যাশক্তিসম্পন্না, তোমার আশঙ্কা সত্য। এ অনিষ্টসাধনের ফলভোগী—আমি, এবং আমার দোষে তোমাকেও ফলভোগী হ'তে হ'লো। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র-বিনাশে, আমিই আমার বংশের অনিষ্টসাধন ক'র্‌লেম। যদি রক্ষা হয়, সে কেবল তোমার পুণ্যবলে। (বিশ্বা-মিত্রের প্রতি) মহারাজ বিশ্বামিত্র, আমি না বুঝে কামধেনু আপনাকে দান কর্‌তে অসম্মত হয়েছিলেম। আমি ধেনুর অধিকার পরিত্যাগ করলেম, আপনি গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। না বশিষ্ঠ, কামধেনু অধিকারের যোগ্য আমি এক্ষণে নই। কামধেনু তোমার শক্তিতে, নচেৎ কামধেনু—ধেনু মাত্র। আমার চক্ষু উন্মীলিত, ব্রহ্মশক্তিই শক্তি, ক্ষত্রিয়-শক্তিতে শত ধিক্! আমার বজ্রধারী ইন্দ্র তুল্য শতপুত্র তোমার তেজে ভস্মীভূত! যে অস্ত্রে সাগর শোষিত হয়, সেই অস্ত্র তোমার তেজে নিষ্ফল! যদি দিন পাই, তোমার সম্মুখীন আবার হব। ব্রহ্ম-বলই বল, ব্রহ্মবলই বল,—শতধিক্ ক্ষত্রিয়-বলে! এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু, অপর প্রায়শ্চিত্ত

নাই, অপর প্রায়শ্চিত্ত নাই। ধিক্ ধিক্, ক্ষত্রিয়-বলে শতধিক্!

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

অরু। প্রভু, বোধ হয়, রাজা মনের আবেগে সংসার পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গমন কচ্চেন, আপনি ওঁরে নিবারণ করুন।

বশিষ্ঠ। সে শক্তি আমার নাই। রাজা দৃঢ়সংকল্প, তাঁর সংকল্প কদাচ ভঙ্গ হবে না। বোধ হয়, তপস্তায় গমন কচ্চেন। ব্রহ্মলোকে শুনেছি, আশ্চর্য্য তপোবলের মাহাত্ম্য অচিরে সংসারে প্রচার হবে। অনুমান হয়, এই তার সূচনা। কি করলেম, কি করলেম, সামান্ত কামধেনুর নিমিত্ত এত গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হলেম!

অরু। প্রভু, আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, কুটীরে আসুন, দাসীর সেবা গ্রহণ করবেন।

বশিষ্ঠ। কল্যাণি, আর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করবো না। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।

অরু। কেন, কেন, প্রভু, আপনার অপরাধ কি? আপনি আত্মরক্ষা করেছেন মাত্র।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, তুমি ব্রাহ্মণের নিয়ম কি অবগত নও? ব্রাহ্মণের রক্ষার ভার ব্রহ্মণ্যদেবের, স্বয়ং তার আত্মরক্ষার অধিকার নাই। মায়া-মোহের আবাস এই পাঞ্চভৌতিক দেহরক্ষার নিমিত্ত, কোটি কোটি নরহত্যা, রাজপুত্র-হত্যা দ্বারা রুধিরে তপোবন কলুষিত করলেম। এর প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত প্রয়োজন, নচেৎ বেদমাতা গায়ত্রী আমায় পরিত্যাগ করবেন। যদি তপঃপ্রভাবে দুর্দ্দম মন দমন করতে বিশিষ্টরূপে সক্ষম হই, তবেই পুনরায় বশিষ্ঠ নামের যোগ্য হব; নচেৎ তপ জপ হোম যজ্ঞ—সকলই বিফল! শুভে, তুমি কামধেনু সবলাকে বলো, যেন সবলা কোন যোগ্য তাপসের আশ্রয় গ্রহণ করে; আমার আশ্রমে সে কলুষিত হবে।

(বশিষ্ঠের প্রস্থানোদ্যোগ)

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদমাতা। বশিষ্ঠ, কোথায় চলেছ?

বশিষ্ঠ। আপনি কে, মা?

বেদ। আমি তোমার সঙ্গেই আছি, আমায় চিনতে পাচ্ছ না? বোধ হয়, ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হওয়ায় সেই ধূমে তোমার দৃষ্টিশক্তি আবরিত করেছে, তাই চিনতে পাচ্ছ না। ব্রাহ্মণ পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে, পরের পাপ গ্রহণ করবে, আপনার পাপ, কর্ম্মফল-ভোগ দ্বারা শান্তি করবে। ব্রাহ্মণের শান্তি—জ্ঞানার্জ্জন, কর্ম্মফল অপ্রতীকার পূর্ব্বক সহ্য করা। তুমি জ্ঞানী হয়ে কেন আত্মবিস্মৃত হচ্ছ? তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন কি সকলই বিফল?

বশিষ্ঠ। মা, মা, আমি জ্ঞানী নই, আমি মহা অজ্ঞান! তবে আপনার দর্শনে যদি জ্ঞানলাভ হয়। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিনাশ করেছি, অপক্ষপাতী বিধির নিয়মে তার প্রতিশোধ হওয়া উচিত।

বেদ। যদি বুঝে থাক, তবে গৃহ ত্যাগ কচ্চ কেন?

বশিষ্ঠ। হাঁ মা, তোমার কৃপায় আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, ক্রোধ বশতঃ আমি কুলক্ষয় করেছি; তবে যদি সুশীলা অরুন্ধতীর পুণ্যবলে বংশরক্ষা হয়, পিতৃলোকের পিণ্ডরক্ষা হয়। মা, আমি গৃহে চল্লেম। মন—পশু, কখন্ মোহ আশ্রয় করবে, জানি না, তুমি আমায় সর্ব্বদা সতর্ক করো।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

অরু। মা, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, আমার সেবা গ্রহণ করবে এস।

বেদ। তোমার সেবা তো আমি চিরদিনই গ্রহণ করি। তুমি তোমার স্বামীর সেবায় দিবারাত নিযুক্ত, এ অপেক্ষা প্রিয় সেবা আমার নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

প্রয়াগ—ত্রিবেণী-তীর।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। এই দম্ভ, এই বীর্য্য, ক্ষত্রিয়-গৌরব—
পরাভব একমাত্র ব্রাহ্মণ প্রভাবে!
শত পুত্র হত, চতুরঙ্গ সেনা নিপাতিত
বিনা অস্ত্রে—একমাত্র যষ্টির প্রভাবে!
যষ্টি-করে,

সশস্ত্র নিবারে মোরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অপমান—ঘোর অপমান—
রাখিতে নাহিক স্থান বিস্তীর্ণ ধরায়।
হইলাম উপহাসভাজন সবার,
ত্যজি ছার প্রাণ, অপমানে পাব পরিত্রাণ।
ত্রিধারায় বহিছে ত্রিবেণী,
পুণ্য তীর্থ শুনি,
দানি' দেহ বিসর্জ্জন, করিব মনন—
জন্ম যাহে হয় মম ব্রাহ্মণ-ঔরসে।
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্রিয়ের বলে শতধিক্!

(অবসন্নভাবে উপবেশন)

(বালকবেশী ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। অহে! ওঠ—ওঠ, চল চল, আমার সঙ্গে চল।

বিশ্বা। তুমি কে বাপু?

ব্রহ্মণ্য। আমি যে হই না, তুমি এস।

বিশ্বা। কেন, তোমার সঙ্গে যাব কেন?

ব্রহ্মণ্য। আমি তোমায় পুষ্‌ব।

বিশ্বা। পুষ্‌বে কি?

ব্রহ্মণ্য। পুষ্‌ব কি জান না?—যেমন বানর পোষে, হনুমান্ পোষে, ভালুক পোষে—

বিশ্বা। আমি জানোয়ার?

ব্রহ্মণ্য। জানোয়ারের বাড়া; জানোয়ারেরা মর্‌তে চায় না, তুমি মর্‌তে চাও।

বিশ্বা। আমি ম'র্‌তে চাই, তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

ব্রহ্মণ্য। আমি তো তোমার মত আহাম্মক নই যে, বুঝ্‌তে পার্‌বো না। বুড়ো ধাড়ী বামুন, আক্কেল নাই, গালে হাত দিয়ে—জলে ঝাঁপ দেবে কি না ভাব্‌ছ?

বিশ্বা। বালক, কোথায় যাচ্চ যাও, আমি ব্রাহ্মণ নই।

ব্রহ্মণ্য। ব্রাহ্মণ যদিও নও, তবে ম'রে বামুন হবে কি ক'রে?

বিশ্বা। কে তুমি? আমার মনোভাব তুমি জান্‌লে কি প্রকারে?

ব্রহ্মণ্য। এই যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা করেছিলে, নইলে পোষ্‌বার জন্তে ধ'রে নিয়ে যেতে আস্‌বো কেন?

বিশ্বা। কে তুমি?

ব্রহ্মণ্য। আমি যে হই না কেন, তোমার আক্কেলের দৌড়টা দেখি, যদি বামুন নও, তবে বামুন হবে কি ক'রে?

বিশ্বা। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মে।

ব্রহ্মণ্য। তা হ'লে কি হবে, তোমার চারটে হাত বেরোবে না ল্যাজ বেরোবে? এখন কোন্‌টা কম আছে যে, তখন সেটা বেশী হবে?

বিশ্বা। বালক, তুমি জান না, ব্রাহ্মণের ঔরসে না জন্মালে ব্রহ্মতেজ লাভ কর্‌বো কিসে?

ব্রহ্মণ্য। বোকারাম, তুমি জান না, এক ব্রহ্মতেজ ব্যতীত বেঁচে আছ কি ক'রে? কথা ক'চ্চ কি ক'রে? ব্রহ্মতেজই জগৎ। যাও, তোমার কাছে থাক্‌তে নাই, আমি চল্লুম।

বিশ্বা। বালক, তুমি কে? ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম ব্যতীত কি ব্রাহ্মণ হয়?

ব্রহ্মণ্য। আরে, কি আহাম্মকের মতন বকে! ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মেও চণ্ডাল হয়। ব্রাহ্মণ-পুত্র গোতম চণ্ডাল হ'য়েছিল; তার কৃতঘ্নতায়, শৃগাল-কুকুরে তার মাংস ভক্ষণ করে নাই; কার্য্যে—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভেদ। আত্মা সবার সমান। যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে, সেই-ই ব্রাহ্মণ; নচেৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে, দু'গাছা সুতো গলায় দিয়ে, "ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ" কর্‌লে কি ব্রাহ্মণ হয়?

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

বিশ্বা। কে জানে, কে এ বালক! সত্য, তপস্যাই বল। ব্রাহ্মণ তো অনেক আছে, কিন্তু বশিষ্ঠ এরূপ তেজস্বী কেন? বশিষ্ঠ—তপের প্রভাবে বশিষ্ঠ। তপঃ-প্রভাবে আমিও ব্রাহ্মণ হব; না, তাও কি সম্ভব? কই, কোন্ ক্ষত্রিয় তপঃ-প্রভাবে ব্রাহ্মণ হ'য়েছে? যা হোক, আজ ম'র্‌বো না, চিন্তা ক'রে দেখি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কান্যকুব্জ—সুসজ্জিত নগর-তোরণ।

(ঘোষণাকারিদ্বয়ের প্রবেশ)

ঘোষণাকারী। মহারাজাধিরাজ বিশ্বামিত্র দিগ্বিজয় ক'রে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'চ্চেন। সপ্ত

দিবানিশি সকলে আনন্দোৎসব কর, মহারাণীর আদেশ। রাজকোষ হ'তে উৎসবের ব্যয় হবে। জয়, মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়!

[নেপথ্যে—জয়, মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়!]

[ঘোষণাকারিদ্বয়ের প্রস্থান।

(নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

অবনত সসাগরা অবনী।
বাজে দুন্দুভি বিজয়, উঠে গভীর জয়ধ্বনি॥
উজ্জ্বলা দীপের মালা, হাসে নগরী,
সুরভি কুসুম-হার পরি;
গরবে উড়্‌ছে ধ্বজা—নতশির অরি,
নয়ন ভরি এস নেহারি,—এস নাগর-নাগরী;
শৌর্য্য বীর্য্য ভুবন-পূজ্য রাজ্যে আসে নৃমণি॥

[সকলের প্রস্থান।

(মন্ত্রী ও নগররক্ষকের উভয়দিক্ হইতে প্রবেশ)

মন্ত্রী। নগর-রক্ষক মহাশয়, সর্ব্বনাশ! আহত সেনা-নায়ক এসে সংবাদ দিলে যে, তপোবনে মহারাজ, বশিষ্ঠ-সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে, কোথায় গিয়াছেন, কেউ সন্ধান পাচ্চে না। উৎসব নিবারণ করুন, চতুর্দ্দিকে সতর্ক দূত প্রেরিত হোক; ঘোষণা দেন, যে মহারাজের সংবাদ দেবে, কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা তার পারিতোষিক।

নগর রক্ষক। এঁ্যা, কি সর্ব্বনাশ!

মন্ত্রী। যান যান, আক্ষেপের সময় নাই, তিলমাত্র বিলম্ব না হয়; দূতগণ এই দণ্ডেই চতুর্দ্দিকে ধাবিত হোক।

[নগর-রক্ষকের প্রস্থান।

(সুনেত্রার প্রবেশ)

মন্ত্রী। এ কি, মা, আপনি হেথায় কেন?

সুনেত্রা। রাজার অদর্শন;
রাজ্যের সুব্যবস্থা কারণ,
আগমন মম, বৎস, তব সন্নিধানে।
শিশুপুত্রে দিয়ে রাজ্যভার,
রাজকার্য্য করহ উদ্ধার,
যাব আমি পতি অন্বেষণে।

মন্ত্রী। সে কি, মা, রাজরাণী কোথায় যাবেন?

সুনেত্রা। নহি আর রাজরাণী, শুন সুধীবর!
পতি গৃহত্যাগী,
কেমনে রহিবে সতী গৃহে?
যথা পতি, তথায় বসতি আজি হ'তে,
নগরে নাহিক স্থান।
হত পুত্র শত,
নিরুদ্দেশে রাজ-রাজেশ্বর;
হের, দীপমালা-সজ্জিত নগর,
জ্ঞান হয় তিমির-আচ্ছন্ন যেন!
শুষ্ক পুষ্পমালা, কুঞ্চিত পতাকা
উড্ডীন গৌরবহীন—
দণ্ডে নাহি হয় সঞ্চালিত—
রাজ্যেশ্বর বিহনে কাতর যেন!
তুমি বিচক্ষণ,
সতীর কর্ত্তব্য তব নহে অবিদিত,
দেহ, বৎস, বিদায় আমায়।
পারি যদি, পতি সনে ফিরিব নগরে,
নহে মম কিবা রাজ্য—কিসের সংসার!

মন্ত্রী। মা, হয়েছে প্রেরিত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দূতগণ,
রাজার সংবাদ লয়ে অবশ্য ফিরিবে।
কেন হেন সহসা উতলা, রাজরাণি?
কুলের কামিনী শুন গো জননি,
অকর্ত্তব্য একাকিনী ত্যজিতে আলয়।

সুনেত্রা। কেবা দূত, তত্ত্ব কেবা দেবে,
কে পারিবে ফিরাতে রাজায়?
জান কি কোথায় নরবর,
কেন তিনি নিরুদ্দেশ?
শুন মম স্বপ্ন-বিবরণ,
মিথ্যা স্বপ্ন নহে কদাচন।
স্বপ্নে ঘোররণ করেছি দর্শন,
হেরেছি তাপসবেশে রাজরাজেশ্বরে
পশিতে নিবিড় বনে।
কভু মম স্বপ্ন মিথ্যা নয়,
উপস্থিত সংবাদ প্রমাণ তার।
নিরুদ্দেশ নরপতি তপস্যা কারণ,
ব্রহ্মতেজ করিতে অর্জ্জন—
যেই তেজে পরাভব বাহুবল তাঁর।
অন্তরে অন্তরে
তপাচারী নেহারি রাজারে,
আজি আমি তপস্বিনী, নহি রাজরাণী।

ওই মম স্বপ্নদৃষ্ট সংবাদ-দায়িনী—
পথ-প্রদর্শিনী এবে;
নেহার, জননী
ব্যগ্রচিত্ত ল'য়ে যেতে ভূপাল-সমীপে।
চল, মাতা, পথ দেখাইয়ে।

[সুনেত্রার প্রস্থান।

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হ'লো! এ পাগলিনীকে তো নিরস্ত ক'রতে পার্‌বো না। আমি স্বয়ং রক্ষক ল'য়ে গোপনে এঁর পশ্চাৎ গমন করি, এ ভিন্ন তো অন্য উপায় দেখি না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বন-পথ।

বৃক্ষ হেলান দিয়া ব্রহ্মণ্যদেব দণ্ডায়মান।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। এই দিক্ দিয়ে রাজা এসেছিল, কোন্ দিকে গেল? কোন রকমে ফেরাতে না পার্‌লে তো বিষম বিপদ্! চিরদিন ননীছেনা খেয়ে, ভিক্ষা তো চল্‌বে না। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের চলে কিসে? দুটো শ্লোকও শিখি নাই যে, আউড়ে মাতব্বর হয়ে কোথাও ভিক্ষা নিতে যাব। এই ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা কোথায় গেল। ওহে, ওহে—

ব্রহ্মণ্য। কি হে?

সদা। এ দিকে কেউ গিয়েছে দেখেছ?

ব্রহ্মণ্য। কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে, কে তার সন্ধান রাখে? আমি ভোজনানন্দ শর্ম্মা, ভোজন ক'রে একটু বিশ্রাম ক'চ্চি। তুমি কে?

সদা। আমিও ভোজনানন্দ শর্ম্মা, তবে আমি ভোজন না ক'রে এদিক্ ওদিক্ ঘুর্‌চি।

ব্রহ্মণ্য। বেশ!

সদা। তোমারই বেশ, আমার আর বেশ কি বল?

ব্রহ্মণ্য। এই বেশ—দেখা হ'লো। চল না, তোমার সঙ্গে একটু ঘুরে ক্ষিদেটা করি, দশ জায়গায় খেতে হবে।

সদা। আর ঘুর্‌বে কেন? এইখানেই একটু বিশ্রাম কর না, আমায় না হয় প্রতিনিধিই পাঠাও না।

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার প্রতিনিধি হ'তে পার্‌বে কেন?

সদা। খুব পার্‌বো। পরীক্ষা ক'রলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ব্রহ্মণ্য। না, না, তোমার কর্ম্ম নয়। এই ধর না, পদীর মা ব্রত ক'রেছে, দশ সের দুধ মেরে ক্ষীর ক'রেছে, সেটুকু চুমুক দিতে হবে; ভূতোর বাপের শ্রাদ্ধ,দশ গণ্ডা লুচি আর দশ গণ্ডা মোণ্ডা ওড়াতে হবে; নারাণের বাপের ছোট ছেলের পৈতে, চিঁড়ে-মুড়কির ফলার—

সদা। আর বলিস্ নি দাদা, বলিস্ নি; তোর যেখানে খুসী, আমায় এক জায়গায় পরখ কর্।

ব্রহ্মণ্য। তবে আমার সঙ্গে ঘুর্‌বে [illegible]। ষোড়শো-পচারে ভোগ, যত পার, খেও।

সদা। ষোড়শোপচার তখন হবে, এখন এক উপচার—কাছাকাছি কোথা[illegible]ছে? তা হ'লে, সেইটুকু সেরে নিয়ে, রাজাকে একবার খুঁজি।

ব্রহ্মণ্য। রাজাকে কেন খুঁজ্‌ছ? সে এখন বামুন হবার ফিকিরে ফির্‌চে।

সদা। হায় হায়, রাজার ছেলেকে কে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিলে গো!

ব্রহ্মণ্য। কেন, বামুন হবে—তার আর দুর্ব্বুদ্ধি কি?

সদা। দাদা, বরাত তো আর সবার তোমার মতন নয় যে, পাঁচীর মা দুধ মেরে ক্ষীরের বাটী মুখে ধ'র্‌বে? দেখ না, উদরের জ্বালায় এই ছট্‌ফট্ ক'চ্ছি!

ব্রহ্মণ্য। না, সে শুন্‌বে না, সে বামুন হবেই হবে।

সদা। হায় হায়, ঐ বশিষ্ঠের তপোবনে সেঁদিয়েই শনির দৃষ্টি ধ'রেছে।

ব্রহ্মণ্য। তা আর কি ক'র্‌বে বল? তোমার রাজা বামুন না হ'য়ে আর ছাড়্‌ছে না।

সদা। তা হন হবেন, সখ হ'য়ে থাকে, ঘরে গিয়ে বামুন হবেন।

ব্রহ্মণ্য। তা হ'লে লোকে মান্‌বে কেন?

সদা। না মান্‌লেই তো ভাল। নইলে কেউ এসে ব'ল্‌বেন—"ঠাকুর, আজ উপবাস ক'রে থাকো, রাত্রে লক্ষ্মীপূজা ক'র্‌তে হবে।" কেউ ফরমাস ক'র্‌বেন—"আমার বাপের পিণ্ডি মাথাও।" ক্ষিদের পেট জ'লে ভিরমি যাও, আর যাই কর —সন্ধ্যে আহ্নিক না ক'রে, মুখে কিছু দিতে

পাচ্ছ না। শীত নাই, বর্ষা নাই, ভোরে ডুব দিয়ে বয়সে কম্ পঞ্চাশ কোশা জল মর্‌রা বাপের নাম ক'রে ঢাল! যার ছিঁটে ফোঁটা আক্কেল আছে, সে এ হাঙ্গাম ক'র্‌তে যায়!

ব্রহ্মণ্য। কেন ঠাকুর, তুমি তো বামুন?

সদা। এখন হাড়ী হবার জো নাই, তা কি করি বল, দাদা? এখন চল না, তোমার পাঁচীর মা না টাঁচীর মা কে কোথায় আছে, একবার ঘুরে দেখা যাক্। ভয় পে'ও না, আমি একচুমুক চুম্‌কেই তোমার ক্ষীরের বাটী ছেড়ে দেব।

ব্রহ্মণ্য। চল, তোমায় খাইয়ে আন্‌ছি। তুমি রাজাকে ফেরাতে চাও?

সদা। চাই।

ব্রহ্মণ্য। তবে এক কাজ কর—রাজার গোটাকতক ভারী ভারী যজমান জোটাও। হোমের আগুনের ঠেলাতেই বাপ্ বাপ্ ক'রে বামুন হওয়ার সখ ছুটে যাবে।

সদা। বলেছ মন্দ নয়, তোমার ফন্দি-ফন্দা আসে। তা,যজমান কে জুট্‌বে?

ব্রহ্মণ্য। তার জন্ত ভেবো না, আমি তোমায় জুটিয়ে দেব। এখন এস তোমায় দুধের বাটী খাইয়ে আনি।

সদা। না না—দাঁড়াও দাঁড়াও—ঐ রাজা আস্‌ছে। খেপ্‌লো না কি, কি ভাব্‌ছে?

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। অতীব সঙ্গত বাক্য কহিল বালক,
কি কাজ অসাধ্য তপোবলে!
তপস্যায় ব্রহ্মাণ্ডলাভ হয়,
ব্রাহ্মণ না হব কি কারণ?
নির্জ্জন এ স্থান
কঠোর তপস্যা ব্রত করি অনুষ্ঠান;
অনশনে, পবন-ভক্ষণে
মহাধ্যানে রহি নিমগন।

সদা। মহারাজ—মহারাজ—

বিশ্বা। কে ও, সখা! কেন আমার অনুসরণ ক'চ্ছ?

সদা। মহারাজ শুন্‌ছি বামুন হবেন, তা রাজ্যে গিয়ে বামুন হ'লে হয় না?

বিশ্বা। না, সখা! রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। রাজ্যে ধিক্, ঐশ্বর্য্যে ধিক্! তপস্যা ক'রে দেখি, তপের কিরূপ প্রভাব।

সদা। রাজপুরে ঘরে দোর দিয়ে দে যেন চলুন না?

বিশ্বা। শোন ব্রাহ্মণ, আমি অনাহারে অনিদ্রায় দিনরাত্রি তপস্যা কর্‌বো; যদি মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তবেই জীবন সার্থক, নচেৎ এই মাংসপিণ্ড দেহভার বহন অনাবশ্যক।

সদা। মহারাজের, ও কাজের জন্ত, বনে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে বাস ক'রে কি আবশ্যক? মশারি নাই, মশা কাম্‌ড়ে সর্ব্বাঙ্গে গুড়পিটে ক'রে দেবে। রাজপুরে দোর দিলেই নির্জ্জন হ'লো। আর অনাহারে থাক্‌তে চান, যখন রাজভোগ উপস্থিত হবে, আমি হাজির আছি, ডেকে পাঠাবেন; অন্নব্যঞ্জন বেশ বাগিয়ে নেব, স্বচ্ছন্দে অনশনে থাক্‌তে পার্‌বেন। চলুন, রাজ্যে চলুন।

বিশ্বা। হে সখা, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম করিয়া গ্রহণ
ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য না বুঝ কি কারণ?
কিবা রাজ্য, কি ঐশ্বর্য্য কিবা ধনজন!
বশিষ্ঠ-আশ্রমে,
ব্রাহ্মণ-প্রভাব তুমি স্বচক্ষে দেখিলে!
সপুত্র সাজিয়ে রণে চতুরঙ্গদলে,
জিনিবারে নারিলাম বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।
অপমানে দগ্ধ হয় প্রাণ,
ব্রাহ্মণের অতি উচ্চ স্থান,
সেই উচ্চ স্থান যদি পারি লভিবারে,
রাজপুরে ফিরিব আবার;
নহে, সংসার-সম্বন্ধ নাহি রাখিব জীবনে।
তপ—তপ—তপমাত্র ঐশ্বর্য্য নরের।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। ছোক্‌রা, এখন করি কি বল দেখি? কিদের তো মাথা ঠিক ক'র্‌তে পাচ্চি নে। এখন রাজার পেছু নি, না তোমার সঙ্গে পাঁচীর মার বাড়ী যাই?

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি উপায় ক'চ্চি। আমি তোমার রাজার একটা মস্ত যজমান জুটিয়ে দিচ্চি।

সদা। ছোক্‌রা, তুমি পোক্ত আছ; এখন আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর দেখি। তোমার তো দুধ'শটা খদ্দের আছে বল্লে, আমায় গোটা দুই বাড়ী দিয়ে একবার প'রখে নাও। দেখ, রাজার সঙ্গে

থেকে মুখটা বিগ্‌ড়ে গেছে, ভাল ভাল সামগ্রীটে কিছু খেতে ভালবাসি।

ব্রহ্মণ্য। দাদা, আমিও।

সদা। তবে চল্, যেখানে হোক লাগিয়ে দাও।

(উভয়ের গীত)

ব্রহ্মণ্য। উদরটি ব্রহ্মাণ্ড, দাদা,
বুঝ্‌বে কে ভাই এর কদর,

সদা। আমারও ব্রহ্মাণ্ড খুদে,
এটিও জবর উদর ॥

ব্রহ্মণ্য। আমায় যে যা দেয়—তাই খাই,

সদা। আমারও ভাই—তাই,
রসকরা পকান্ন মিঠাই—সাম্‌নে দিতেই নাই;

ব্রহ্মণ্য। আমার ক্ষীরসর নবনীর উপর ঝোঁক,

সদা। আমারও ওই রোগ—বুঝ্‌বে দাদা,
দু'চার রকম পরখ আগে হোক;

ব্রহ্মণ্য। আমি ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি,
ক্ষীরোদবিহারী.

সদা। ক্ষীরখোর রসনা আমার,
আমি কোন্ হারি;

উভয়ে। যার ঘরে ভর ক'র্‌বো রে ভাই,
তারই বেজায় বরাত জোর ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বন।

বেদমাতা উপবিষ্টা।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। কে এ রমণী, এ নিবিড় বনে একাকিনী ব'সে আছে? তেজস্বিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—যেন ধ্যানগঠিতা! মা, কে তুমি?

বেদ। বাবা, আমায় জান না? আমি তোমার হিতৈষিণী; যখন তুমি গর্ভে, তখন থেকে তোমার মঙ্গল কামনা করি।

বিশ্বা। নিশ্চয় কোন পুত্র-শোকাতুরা পাগলিনী! বোধ হয়, আমায় পুত্রজ্ঞান ক'রে, আমার প্রতি স্নেহপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চে!

বেদ। বাবা, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, আমি তোমার মঙ্গল-কামনাতেই এখানে ব'সে আছি। তুমি একা—যদি তোমার এই নিবিড় বনে বাস ক'র্‌তে সঙ্কোচ হয়—তাই আমি এগিয়ে ব'সে আছি। আমি ব্যতীত তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বে কে, বাবা?

বিশ্বা। মা, আমার কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে? আমার কি মনোবাঞ্ছা জান, মা? আমি ব্রাহ্মণ হ'বার কামনা করি।

বেদ। তুমি ব্রাহ্মণ হবে কি?—তুমি ব্রাহ্মণ। অজ্ঞানতায় তোমার নয়ন আবদ্ধ আছে, তাই আপনাকে চিন্‌তে পাচ্চ না। যখন চিন্‌বে, তখনি বুঝ্‌বে—তুমি ব্রাহ্মণ।

বিশ্বা। কিরূপে চিন্‌ব?

বেদ। তপস্যায় চিত্ত শুদ্ধ কর, আমি তোমায় চিনিয়ে দেব।

(বেদমাতার গীত)

বিড়ম্বনা, যে চেনে না, আমায় চেনা খুব সোজা।
সেই চেনে, যার নাইকো মনে, গাঁট দেওয়া
সাতপাঁচের বোঝা ॥
গেরোর ফেরে ঘুরে ঘুরে, থাকি কাছে, যায় সে দূরে,
চিন্‌বে বল কেমন ক'রে, আঁধারে যার চোখ বোজা?
মনে-মুখে একই বলে, সিদে পথে সদাই চলে,
চিন্‌তে পারে সরল প্রাণ হ'লে;
তার কাছে তফাৎ থাকি, ভাবের মিলে যার গোঁজা ॥

[বেদমাতার প্রস্থান।

বিশ্বা। মা গো, আমি ক্ষত্রিয়কুমার, তপ ব্রতই আছি; কিরূপে তপাচরণ কর্‌তে হয়, তা জানি না। আমার উপদেষ্টা নাই; এস, মা, তুমিই আমার উপদেষ্টা হয়ে আমায় শিক্ষা প্রদান কর।

(বেদমাতার পুনঃ প্রবেশ)

বেদ। শুন বৎস, চঞ্চল মানব-মন,
সংযম কারণ, তপ প্রয়োজন;
যথাযোগ্য অনুষ্ঠান বিনা,
সংযম না হয় কদাচন।
রসাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-বর্জ্জন—
প্রথম সোপান তপস্যার।
তপোবিঘ্ন—চিত্তের বিক্ষেপ।

ইন্দ্রিয়াদি না হ'লে দমন,
সুখ-দুঃখ-মাঝে দোলে মন,
সংযম না হয় তার।
সেই হেতু তরুর সমান,
শীত, তাপ, ঝঞ্ঝাবাত, বরিষার বারি,
তাপসের সহ্য প্রয়োজন।
করে তরু, হ'তে আহার সংগ্রহ,
বায়ুভক্ষ্য তরু সম তাপস-জীবন ;
তরু সম কঠোর আচারে
হয়, বৎস, তপস্যার পথে অগ্রসর।

বিশ্বা। কহ, মাতা, ভৌতিক এ দেহ,
আশৈশব অন্তরূপ নিয়মে পালিত,
এ কঠোর ব্রত তবে কিরূপে সহিবে ?
কিরূপে হইবে, মাতা, এ দেহ রক্ষিত ?
কেমনে তপস্যা-পথে হব অগ্রসর ?

বেদ। মনের প্রকৃতি, বৎস, অজ্ঞাত তোমার,
সেই হেতু হয় তব ডর।
ভ্রমবশে ভাবে মন আমি অতি ক্ষীণ,
সুখ-দুঃখ-শীত-তাপাধীন ;
কিন্তু যবে হবে উদ্বোধন,
আপনারে জানে যবে মন,
বুঝে—আমি মহাশক্তিমান্।
সে শক্তি-প্রভাবে
অসম্ভব সকলি সম্ভবে।
মনের প্রভাবে—তরুর প্রকৃতি লভে দেহ।
শীত-তাপে না হয় কাতর,
আত্মজ্ঞানে রহে নিরন্তর,
নারায়ণে প্রত্যক্ষ হৃদয়ে হেরে।
রহ তপস্যা-মগন,
ইষ্টলাভ নিশ্চয় হইবে।
তপ—তপ—তপ—
অন্য পন্থা নাহি কিছু আর।

[বেদমাতার প্রস্থান।

শ্বা। আরে রে, ভৌতিক দেহ,
নহি আর তোমার অধীন,
তুমিই আমার দাস,
দাস নহি তোমার কদাচ।
হও আজ্ঞাবাহী,
সিদ্ধ কর মম প্রয়োজন।
কর ইন্দ্রিয়-দমন,
তপোবিঘ্ন না হয় আমার।
অনিল হইতে কর ভোজ্য আহরণ,
কুম্ভকে করহ শ্বাসরোধ,
দেহি-বোধ ভ্রান্তি আর না দেহ আমারে।
তপ—তপ, মহাতপে হব নিমগন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। চতুর্দ্দিকে জালিয়া অনল,
হেঁট-মুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে—
সহস্র বৎসর করিলাম ঘোর তপ ;
অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রিশেখরে,
বিনা আবরণে
বহুদিন রহিলাম ধ্যানে।
দ্রবময়ী হইয়া তুষার
প্রবাহিত স্রোতস্বতীরূপে,
মগ্ন তাহে রহিলাম কত কাল ;
কিন্তু সকলি বিফল—
রাজর্ষিত্ব লাভ মাত্র হইল আমার !
বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি—আমি রাজর্ষি কেবল,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ক্ষত্রিয়-জনমে।

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদমাতা। কেন বাবা, কেন এমন আত্মধিক্কার কচ্চ ?

বিশ্বা। মা, তুমি না বলেছিলে, তপস্যা কর, ব্রহ্মর্ষি হবে ! কঠোর তপস্যা করলেম—কি ফল হলো ? আজ লোকপিতামহ দেবগণ-পরিবৃত হয়ে এসে আমার রাজর্ষি নামে সম্ভাষণ করেছেন মাত্র। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ট, যদি তার সমকক্ষ না হই, আমার জীবন বৃথা। আমি কামনা ক'রে দেহত্যাগ করবো, পরজন্মে যাতে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ হয়।

বেদ। বৎস, জান কি রাজর্ষি কিবা—

কি প্রভাব তার?
মহা ভাগ্যোদয়ে হয় রাজর্ষিত্ব লাভ।
ব্রহ্ম-বরে রাজর্ষিত্ব করিয়া অর্জ্জন—
মহা শক্তি ধর তুমি,
অচিরে হইবে তব শক্তির প্রচার;
দেবদলে পুরন্দর পাবে তাহে ত্রাস।
চমৎকৃত হবে ত্রিভুবন,
ব্রহ্মা আসি বরপ্রার্থী হইবে তোমার।
না কর সংশয়,
কভু মম বাক্য মিথ্যা নয়,
কিন্তু জেনো সোপানারোহণ—
উচ্চ স্থানে উত্থানের হেতু—প্রয়োজন!
রাজর্ষিত্ব-সোপান করিয়া আরোহণ,
ক্ষত্রিয়তাপস করে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ;
সে সোপান আরোহণ করিয়াছ তুমি।
অগ্রে তব শক্তির বিকাশ
ত্রিভুবনে করহ প্রচার।
রজোগুণী মহাশক্তি জন্মেছে তোমার,
যেই মহাশক্তিবলে সৃষ্টিকর্ত্তা ধাতা।
রাজর্ষিত্ব সামান্য না কর, বৎস, জ্ঞান।

বিশ্বা। মা, তুমি কে? তোমার আশ্বাস-বচনে হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়।

বেদ। বৎস, যে দিন ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'র্‌বে, সেই দিন তোমার নিকট পরিচিত হব। তুমি আমার সন্তান, তোমার উন্নতিতে আমার উন্নতি। যে দিন তোমার পূর্ণ উন্নতি হবে, সে দিন তুমি আর আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে না, তুমি আপনি বুঝ্‌বে—আমি কে? বৎস, চঞ্চল হ'য়ো না, আজই তোমার তপঃপ্রভাব তোমার অনুভূত হবে; জেনো, তোমার মাতা কেবল তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছেন, আমি চিরদিন তোমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত।

বিশ্বা। মা, মা, তুমি আমায় বল—কে তুমি?

বেদ। আমার পরিচয় অনুভূত হয়, শুনে বুঝ্‌তে পারে না।

(গীত)

দেখ্‌তে পাবে মনে মনে, সাম্‌নে দেখে চিন্‌বে না।
প্রাণ খোলো—প্রাণ জানিয়ে দেবে, তা না হ'লে
জান্‌বে না॥
অন্তরঙ্গ থাকি অন্তরে, মনের ফেরে রাখে অন্তরে,
দূর ভেবে যে পর ক'রেছে, বুঝ্‌বে কি ক'রে;
শুক্‌নো ধ্যানে পায় না ঠিকানা,
সন্দ এসে দ্বন্দ্ব বাধায়—ভাবে এই কি না!
আমি প্রাণময়ী প্রাণে থাকি, প্রাণ দে আমায় যায়
কেনা॥

[বেদমাতার প্রস্থান।

বিশ্বা। নিশ্চয় পাগলিনী! আমার সদৃশ কোন বালককে প্রতিপালন ক'রেছিল, ক্ষিপ্ততাবশে আমায় সেই পালিত পুত্র বিবেচনা করে। যাই হোক, পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মর্ষিত্বলাভ বা দেহপাতন—এই আমার দৃঢ়সঙ্কল্প!

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজ-অন্তঃপুর।

ত্রিশঙ্কু ও বদরী।

ত্রিশঙ্কু। রাণি—রাণি, এবার এক ভারী মত্‌লব ক'চ্চি।

বদরী। নাও—নাও, আর তোমার মত্‌লবে কাজ নেই। তুমি এক একটা মত্‌লব ক'র্‌বে, আর আমার প্রাণ বেরোবে। মত্‌লব ক'র্‌লে এক বছর জলবিহার ক'র্‌বো—তা জলে জলেই বেড়ালে, একবার ডেঙ্গায় নাব্‌তে দিলে না। বনভ্রমণ তো বন-ভ্রমণ, মানুষের মুখ দেখ্‌বার যো নাই; গাছ দেখ—লতা দেখ—পাখী দেখ—আর চাঁপদেড়ে জটামাথায় সন্ন্যাসী দেখ—

ত্রিশঙ্কু। না, না—এবার ও সব নয়, এবার মহা ধুমের যজ্ঞ।

বদরী। হ্যাঁ গা—তোমার যজ্ঞ ক'রে অরুচি হয় না? এই তো গুণে হাজার যজ্ঞ ক'র্‌লে, আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, এক কাপড়ে সমস্ত দিন উপোস ক'রে থাকা, হোমের ধোঁয়ে চোখ কাণা হ'তে ব'সেছিল।

ত্রিশঙ্কু। এবার মজার যজ্ঞ, এই যজ্ঞ ক'রেই ও কাজ খতম্! বাস্—যজ্ঞের মুড়ো মেরে দেব।

বদরী। এ আবার কি যজ্ঞ শুনি?

ত্রিশঙ্কু। আমি সশরীরে স্বর্গে যাব।

বদরী। না, না, অমন সর্ব্বনেশে যজ্ঞ ক'রো না।

ত্রিশঙ্কু। আমি কি একলা যাব, তোমায় নিয়ে যাব।

বদরী। ও মা গো, কি সর্ব্বনেশে কথা গো!

ত্রিশঙ্কু। স্বর্গে যাব, আবার সর্ব্বনেশে কথা কি?

বদরী। সে ম'রে তখন স্বর্গে যাওয়া যাবে, এখন ও সব কাজ নেই।

ত্রিশঙ্কু। আরে ম'লে তখন মজা হবে কি? এই জ্যান্ত স্বর্গে গিয়ে তোমার হাত ধ'রে এখানে বেড়াবো, ওখানে বেড়াবো; কোথাও অপ্সরা নাচ্‌চে, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম; শচীর সঙ্গে দেবরাজ সুধাপান ক'চ্চে, হলো তোমার সঙ্গে ব'সে গেলুম, দু'পাত্র পান ক'র্‌লুম; নন্দনকাননে বেড়িয়ে এটা সেটা ফুল তুলে একটা তোড়া ক'র্‌লুম, হয় তো—একটা পারিজাত ছিঁড়ে তোমার খোঁপায় পরালুম।

বদরী। দোহাই তোমার, এখন ও সব কাজ নেই, ম'লে তখন খোঁপায় পারিজাত পরিও।

ত্রিশঙ্কু। আরে জানো না—মজা জানো না, এই চাঁদ তো দেখ চাকাপানা উঠছে, সেখানে সে রকম চাঁদ নয়, সখের প্রাণ ছোঁড়া চাঁদ—সুধামেখেই বেড়াচ্চে!

বদরী। আর সুর্য্যি?

ত্রিশঙ্কু। সেও ছোঁড়া—ঝক্‌মক্ ক'রে বেড়াচ্চে,—সে দেখ্‌তেই এক তামাসা!

বদরী। তাই দেখ্‌বে,—আর সর্দ্দিগর্ম্মি হবে না?

ত্রিশঙ্কু। তোমার যে আক্কেল কিছু নেই, তোমায় বোঝাই কি ক'রে? সর্দ্দিগর্ম্মির সুর্য্যি ঐ চাকাপানা যেটা ওঠে,—স্বর্গের সুর্য্যি বড় মোলাম সুর্য্যি।

বদরী। না, না, দোহাই তোমার, স্বর্গে যেতে পা'র্‌ব না, মানুষের মুখ না দেখ্‌লে দম ফেটে ম'র্‌বো। বিকট বিকট মুখ গো, ও সব পূজো ক'র্‌তেই ভালো। কেউ শুঁড় দোলাচ্চে, কেউ জিব মেলিয়ে দাঁতখামটি মেরেছে, কেউ ষাঁড়ে চড়েছে,—কারও চারটে মাথা, কারও পাঁচটা মাথা, কারো গামর চোখ—প্যাট্-প্যাট্ ক'রে চেয়ে র'য়েছে—মা গো—স্বর্গে যাওয়ায় আর কাজ নেই!—মর্‌বার পর চোখকান বুজে স্বর্গে থাকা যাবে, এখন ও সবে কাজ নেই।

ত্রিশঙ্কু। সে তুমি না যাও, আমি যাবই যাব। বশিষ্ঠকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, এলেই ফর্দ্দ ক'র্‌ছি, সশরীরে স্বর্গে যাবার যজ্ঞে কি কি চাই।

বদরী। দেখ—আমি মানা কচ্চি, ও যজ্ঞ ক'র্‌তে পাবে না।

ত্রিশঙ্কু। আমি যখন ধ'রেছি, সে ক'র্‌বোই কর্‌বো, আমার কথা মিথ্যা কখনই হবে না। দেখেছ, আমি কখনো তোমায় তামাসা ক'রে মিথ্যে কই? সেই যখন এক বৎসর জলবিহার ক'রেছিলুম, ডাঙ্গায় একবার পা'টি দিতে দিয়েছিলুম? আমার যে কথা—সেই কাজ।

বদরী। তা তোমার কাজ তুমি কর গে—আমি যজ্ঞে যাচ্চি নি। ও মা, সখ দেখ, সশরীরে স্বর্গে যাবেন! কেন বল দেখি—এই সব ছেড়েছুড়ে তাড়াতাড়ি সর্গে যাওয়া? মানুষের মতন কথা কও তো গায়ে সয়, আমি ও সব ভালবাসিনে।

ত্রিশঙ্কু। তুমি না যাও নাই যাবে, আমি একলাই যজ্ঞ ক'র্‌বো।

বদরী। ওগো শোনো—ভাল কথাই বল্‌ছি। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ায় নানা হাঙ্গাম। আমি শুনেছি—বছর কতক পা উঁচু ক'রে থাক্‌তে হয়,—বছর কতক পা গাছে বেঁধে ঝুল্‌তে হয়, বছর কতক চারদিকে আগুন জেলে বস্‌তে হয়, বছর কতক খালি হাওয়া খেতে হয়,—বছর কতক গলা ডুবিয়ে জলে ব'সে থাক্‌তে হয়, অত হাঙ্গামায় কাজ নাই, ও সব ক'র্‌তে গেলে একটা উৎকট ব্যামো-স্যামো হয়ে যাবে।

ত্রিশঙ্কু। আমি যখন ধ'রেছি, তখন ছাড়্‌ছিনে।

বদরী। ওঁর মুরোদ ভারী, সশরীরে স্বর্গে যাবেন! তুমি কখনো যেতে পা'র্‌বে না, এ তোমার কর্ম্ম নয়, সে শূন্যে উড়ে তবে স্বর্গে উঠ্‌তে হবে।

ত্রিশঙ্কু। কি, যেতে পা'র্‌বো না?—বাজী ফেলো।

বদরী। না না, আর বাজীতে কাজ নাই—থামো।

ত্রিশঙ্কু। পেছুচ্চ কেন—বাজী ফেল না?

বদরী। বাজী আর কি বাজী—ডিগ্‌বাজী।

ত্রিশঙ্কু। বেশ কথা, একশো ডিগ্‌বাজী বাজী রইলো। যে হা'র্‌বে, সে একশো ডিগ্‌বাজী

খাবে। এই আমি চল্লুম, বশিষ্ঠের আস্তে দেরি হচ্চে—আমি চ'ল্লুম।

[ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান।

বদরী। ওগো দাঁড়াও—দাঁড়াও—

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

বশিষ্ঠের আশ্রমের সম্মুখভাগ।

(ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ)

শক্তি। স্বাগত মহারাজ!

ত্রিশঙ্কু। প্রণাম হই, দেখ দেখি—তোমার বাপের আক্কেল দেখ দেখি! আমি তাঁর যজমান, আমার ক্রিয়া কত্তে অস্বীকার ক'র্লেন।

শক্তি। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, বোধ হয়, তিনি কোন দেবকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সময়ান্তরে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাবেন।

ত্রিশঙ্কু। না, না—একেবারে এ কাজ কর্‌বোই না ব'লে দিলেন। ওঁর আর বৃদ্ধ হয়ে মন্ত্রতন্ত্র আসে না বোধ হয়।

শক্তি। মহারাজ, পিতাকে অমন কথা ব'ল্‌বেন না, তাতে আপনার অকল্যাণ হবে।

ত্রিশঙ্কু। সত্য কথা ব'ল্‌বো, এতে আর কল্যাণ অকল্যাণ কি? আমি সহস্র যজ্ঞ সম্পাদন ক'রেছি, জান তো? ছেলেবেলা থেকেই তো রাজপুরে ফলার ক'র্‌তে যাও, মনে নাই?

শক্তি। তার পর বলুন?

ত্রিশঙ্কু। আমি ওঁরে ব'ল্‌তে গেলুম যে, আমি মহাপুণ্যবান্, তা তো ঠাকুর জানো, এখন মানস ক'রেছি, সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য যজ্ঞ ক'র্‌বো। তাতে তিনি ব'ল্লেন কি জানো?—"না না, হবে না—হবে না—সে যজ্ঞ হবে না।" কেন হবে না?—টাকা খরচ ক'র্‌বো, হবে না। কেন? এইতেই বলি, বুড়ো হ'য়ে সব ভুলে গেছেন। তুমি শুন্‌তে পাই দশকর্ম্মান্বিত হ'য়েছ, চলো, আমার যজ্ঞ ক'র্‌বে।

শক্তি। মহারাজ, যে কার্য্যে পিতা অসম্মত, আমি সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারি না।

ত্রিশঙ্কু। তিনি জানেন না—তাই অসম্মত, তুমি যদি না পার—স্পষ্ট বল, আমি আলাদা পুরোহিত দেখি। সশরীরে স্বর্গে আমার না গেলেই নয়, রাণীর সঙ্গে বাজী রেখে এসেছি। এখন যা হয় একটা স্পষ্ট জবাব দাও।

শক্তি। মহারাজ তো আমার উত্তর শুনেছেন। যাতে পিতা অসম্মত, তাতে কি আমি সম্মত হ'তে পারি?

ত্রিশঙ্কু। আরে নাও নাও, তোমার শুমর রাখ তিনি চীনদেশে গিয়েছিলেন, বলেন, তারামন্ত্র সিদ্ধ হ'তে, তা নয়, সুরাপানের ঝোঁক হ'য়েছিল। তিনি মদ্যপান ক'রেছেন, অখাদ্য খেয়েছেন, তাঁর কি আর বাম্‌নাই আছে যে যজ্ঞ ক'র্‌বেন? যদি যজমান রাখ্‌তে চাও, এসো, একশো ভাই আছ, ভাল ভাল চেলির গরদ দেবো, যজ্ঞকুণ্ড ঘেরে ব'সবে চলো,—তার পর জান তো,—আমি মুক্তহস্ত পুরুষ, সোনার থাল, সোনার বাটি, সোনার ঘটি, সোনার গাড়ু, সোনার ঘোড়া জোনাজুতি দেবো, আর দক্ষিণে দিদেতে দু'বছর এখন সংসারপানে চাইতে হবে না। বুঝ্‌লে, এত বড় ভারী যজমান ঘরটা ছেড়ো না।

শক্তি। না মহারাজ, আমার পিতা যে কার্য্যে অসম্মত, আমি সে কার্য্যে সম্মত হ[illegible]।

ত্রিশঙ্কু। তোমার বাপ যদি এখন ছন্ন যায়! আর উচ্ছন্ন যাওয়া কারে ব'লে বল? মদ খেলেন, অখাদ্য খেলেন, তুমিও কি সেই পথে চ'ল্‌বে? তোমায় বাপ গোল্লায় গিয়েছে, বাম্‌নাই ওতে নাই!

শক্তি। আরে নরাধম, পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মর্ষির নিন্দা ক'চ্ছিস্! তোর চণ্ডালের ন্যায় বুদ্ধি, তুই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হ।

[শক্তির প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। এ্যাঁ—শাপ দিলে না কি—শাপ দিলে না কি? দিক্ শাপ, আমি সশরীরে স্বর্গে যাব, তবে ছাড়্‌বো।

[ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বনমধ্যস্থ নদীতীর।

(চণ্ডালপ্রকৃতিপ্রাপ্ত ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ)

ত্রিশঙ্কু। ওরে বাপ্ রে, ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এলুম রে! আমায় নিশিতে পেলে না কি রে? ও মন্ত্রি, মন্ত্রি, ভেড়ের ভেড়ে কোথায় গেল রে! ও সেনাপতি, ও সেনাপতি, কোন সম্বন্ধীই যে নাই দেখছি! ওঃ, তেষ্টায় ছাতি শুকিয়ে যাচ্চে! এই নদী থেকেই দু' আঁজলা জল তুলে খাই। (নদীতীরে জলপানে অগ্রসর হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শনে) ও বাবা, এ কার মুখ রে? এ নদীতে একটা রাক্ষস আছে না কি রে? আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা, ঐটে আমার মুখ? আমার মুখই তো বটে! এ যে আমি যা ক'চ্চি—ও-ও তাই ক'চ্চে, এ তো আমার মুখই বটে! ঐ ভেড়ের ভেড়ের শাপ লেগে গেছে গো! তাই তো রে—কি করি রে! আমি যে সশরীরে স্বর্গে যাব, আমি যে রাণীর সঙ্গে বাজি রেখেছি। হায় হায়, কি হ'লো রে—কি হ'লো!

(ব্রহ্মণ্যদেব ও সদানন্দের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। ঐ রাজা, ওকে বিশ্বামিত্রের যজমান ক'রে দাও।

সদা। ওঃ! এত দিনে ছোক্‌রা তোমায় চিন্‌লুম; তুমি রাক্ষসের বাচ্ছা!

ব্রহ্মণ্য। কেন তুমি আমায় কটু ব'লছ?

সদা। কটু কেন ব'লবো—স্বরূপ ব'লছি। বুঝ্‌লুম, এত দিন কেন ননী-ছানা খাইয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ!

ব্রহ্মণ্য। কি বুঝেছ?

সদা। দিব্যি নধর মাংস পাঁচকুটুম মিলে আহার কর্‌বে, আর কি! তোমার সুবাদে উনি কে হন?

ব্রহ্মণ্য। আমার কে হবে, উনি যে রাজা ত্রিশঙ্কু।

সদা। রাজা ত্রিশঙ্কু যদি ওঁর সাম্‌নে প'ড়ে থাকেন, তবে ওঁর পেটে আছেন।

ব্রহ্মণ্য। না না, আমি সত্য ব'লছি, উনি রাজা ত্রিশঙ্কু, বশিষ্ঠদেবের পুত্রের অভিশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

সদা। বুঝেছি—বুঝেছি, তোমার উনি কে হন?

ব্রহ্মণ্য। আমার কে হবে?

সদা। তবে ওঁর খোরাকের জন্য আমায় এনেছ কেন?

ব্রহ্মণ্য। দেখ্ বামুন, যাবি তো যা, নইলে তোর ঘাড় ভাঙ্‌বো।

সদা। সে তো গোড়া থেকেই পার্‌তে, এতদূর টেনে আন্‌লে কেন? তা দেখ, ওঁর মুখে দিয়ে আর কি ক'চ্ছ, পেছন থেকে দু'খাবলা রাঙের মাংস কামড়ে নিয়ে আমায় ছেড়ে দাও।

ব্রহ্মণ্য। ঠাকুর, তুমি দেখো না, ওকে বাগাতে পা'র্‌লে দিব্য খোরাক চ'ল্‌বে।

সদা। তোমাদের চ'ল্‌বে, আমার হাড় ক'খানি প'ড়ে থাক্‌বে।

ব্রহ্মণ্য। কথা শোনো না,—ওর কাছে যাও না।

সদা। তুমিই কেন গিয়ে, যে কথা ব'ল্‌বার ব'লে এসো না, আমার উপর বরাত দিচ্চ কেন?

ব্রহ্মণ্য। ও আমায় দেখ্‌তে পাবে না।

সদা। তা দেখ্‌বে কেন? আমার মতন নাদুস্-নুদুস্ হ'লে দেখ্‌তো।

ব্রহ্মণ্য। তবে দেখ, এই ঘোর বনে তুমি একলা থাকো।

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

সদা। তাই তো বাবা, এ ঘোর বনই তো বটে! এ ছোঁড়ার ধাপ্পায় প'ড়ে শেষ রাক্ষসের মুখে এসে প'ড়্‌লুম!

ত্রিশঙ্কু। হা ভগবান্—হা ভগবান্—চণ্ডাল হয়ে গেলুম! তবে সশরীরে স্বর্গে যাই কি ক'রে?

সদা। অ্যাঁ, ও কি ঢং ক'রে বুলি ঝাড়্‌ছে! এগুই, যা থাকে অদৃষ্টে।

ত্রিশঙ্কু। এখন বন থেকে বেরুই কি ক'রে? ঐ যে কে একজন র'য়েছে, ওকে পথ জিজ্ঞাসা করি; ও হয় তো ব'লে দিতে পার্‌বে। অহে, অহে—একটা কাজ কর্‌তে পার?

সদা। কি সুড়্‌সুড়্ ক'রে তোমার মুখের মধ্যে সেঁধোবো না কি, তুমি চুষে হাড় ক'খানি বার ক'রে দেবে?

ত্রিশঙ্কু। চুব্‌বো কি, আমি পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, আমায় পথ দেখিয়ে দাও। কোন্ পথে যাব—ব'লে দাও?

সদা। এই যে সামনে নদী, উলে বরাবর সিদে চ'লে যাও।

ত্রিশঙ্কু। না না, ডুবে যাব যে, আমি তেমন সাঁতার জানি না। আমি রাজা ত্রিশঙ্কু, পথ দেখিয়ে দাও, তোমায় তোমার ওজনে সোনা দেবো।

সদা। রাজা ত বুঝ্‌লুম, তা এ রাজ-মূর্ত্তিই বা পেলে কোথায়, আর এখানে এসেই প'ড়েছ কি ক'রে?

ত্রিশঙ্কু। ঐ ভেড়ের ভেড়ে বশিষ্ঠের ছেলেটা শাপ দিয়েছে গো,—আমি কেমন দিক্ ঠাহর পাচ্চিনে।

সদা। না পেয়েছ বেশ করেছ; ঐ দুষ্‌মন চেহারা নিয়ে রাজ্যে খাড়া হ'লে প্রজারা রাজ্য ছেড়ে পালাতো।

ত্রিশঙ্কু। দোহাই বাবা, পথ দেখিয়ে দে বাবা, আমি সশরীরে স্বর্গে যাব বাবা, একটা জবর মুনিটুনি দে'খে পুরোহিত ক'রে যজ্ঞ কর্‌বো, বাবা!

সদা। (স্বগত) দেখি, গিয়েছি না যেতে আছি; মহারাজের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা পাই। (প্রকাশ্যে) পুরোহিত খুঁজ্‌ছ—মহাতপা বিশ্বামিত্র এই বনে থাকেন,—তাঁর শরণাপন্ন হ'তে পার?

ত্রিশঙ্কু। খুব পারি, বাবা, খুব পারি, আমি তাঁকেই তো চাই। বশিষ্ঠের সঙ্গে ঝগড়া, আমি তাঁকেই পুরোহিত কর্‌বো, তাঁকেই পুরোহিত কর্‌বো।

সদা। তা দেখ, ঐ তিনি আস্‌ছেন, একেবারে পায়ে জড়িয়ে, কেঁদে পড়ো, কিছুতেই ছেড়ো না।

[সদানন্দের প্রস্থান।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। আজ হ'তে অনাহারে মহাতপে নিমগ্ন হব, হয় অভীষ্টলাভ, না হয় দেহের পতন। যদি শাস্ত্রবাক্য সত্য হয়, তপস্যার ফলে ইষ্টলাভ নিশ্চয় হবে। কে এ রমণী!—এ তো পাগলিনী নয়! এ যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিলে যে, তপঃপ্রভাবেই ব্রাহ্মণ, তপস্যাই ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণে তপস্যা শিক্ষা হয়,—এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণের গৌরব। যাঁর নির্ম্মল চিত্ত, বেদমাতা গায়ত্রী তাঁর প্রতিই প্রসন্না হন, আমারও প্র প্রসন্না হবেন।

ত্রিশঙ্কু। ও বাবা, ও বাবা, তুমি বিশ্বামিত্র বটে বাবা! আমি তোমায় শরণাগত—বাবা, তু আমায় রক্ষা কর,—বাবা!

বিশ্বা। কে তুমি?

ত্রিশঙ্কু। আমি রাজা ত্রিশঙ্কু, বাবা।

বিশ্বা। তোমার এ আকার কি নিমিত্ত?

ত্রিশঙ্কু। ঐ ভেড়ের ভেড়ে বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি আমায় শাপ দিয়েছে বাবা!

বিশ্বা। কি নিমিত্ত শাপ দিয়েছেন?

ত্রিশঙ্কু। আমি সশরীরে স্বর্গে যাব ব'লে বশিষ্ঠে নিকট বল্‌লুম, "যজ্ঞ কর্‌বে এস।" বেটা বল্লে "হবে না।" আমি ভালমানুষি ক'রে ভাবলুম একেবারে পুরোহিত-ঘরটা ছাড়্‌বো—তা তার ছেলের কাছে গেলুম—সে ব্যাটা শাপ দিলে বাবা! তুমি আমায় রক্ষা কর, বাবা! আমি রাণীর সঙ্গে বাজী রেখে এসেছি, বাবা, সশরীরে স্বর্গে যাব! আমি শরণাগত, তুমি আমার পুরুত হও বাবা, শরণাগতকে পায়ে ঠেল না, বাবা!

বিশ্বা। রাজন্, তোমার অনুরোধ কিরূপে রক্ষা কর্‌বো? তুমি সংসারী, আমি সংসারত্যাগী, তোমার পুরোহিত কিরূপে হব?

(সুনেত্রার প্রবেশ)

সুনেত্রা। না প্রভু, তুমি ত ত্যাগী নও, তুমি যে সস্ত্রীক তপস্যা কর্‌ছ? আমি তোমার তপের সহায়, তোমার সহধর্ম্মিণী!

বিশ্বা। কে ও, রাণী!

সুনেত্রা। আমি রাণী নই, আমি তাপস-সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী।

বিশ্বা। তুমি কোথায় ছিলে?

সুনেত্রা। আমার স্বামীর আশ্রমে—এই তপোবনে।

বিশ্বা। ওঃ, এতদিনে বুঝ্‌লেম, কে আমার পুষ্প আহরণ কর্‌তো!—কে বারি আনয়ন কর্‌তো। দেখ, এই এক বিপদ্ উপস্থিত, রাজা শরণাগত।

সুনেত্রা। এ আর বিপদ্ কি প্রভু, আপনি ব্যতীত এই শাপগ্রস্ত রাজাকে আশ্রয় দিতে কা শক্তি হবে? এই দীন শরণাগতকে আশ্রয় দিয়ে

জগতে আপনার শক্তি প্রকাশ করুন—রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিশ্বা। প্রিয়ে, সত্য বলেছ, শরণাগতকে আশ্রয়-দানই প্রধান তপস্যা। (ত্রিশঙ্কুর প্রতি) মহারাজ, আমি আপনার পৌরোহিত্য গ্রহণ কর্লেম। আপনি যজ্ঞের উদ্যোগ করুন, আমি সে যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌বো।

ত্রিশঙ্কু। এই তো ঋষি—একেই বলি তো ঋষি! নইলে—ভেড়ো! বশিষ্ঠ—ভেড়ো! বাবা, আমি এই দণ্ডেই উদ্যোগ কর্‌বো। তোমার কৃপায় আমি পথ চিন্‌তে পেরেছি, বাবা! আমি এক দৌড়ে রাজ্যে পঁহুছিচ্ছি; বাবা, এ চেহারাটা বদ্‌লে দাও, চেহারাটা বড়ই খারাপ হয়েছে!

বিশ্বা। চিন্তা করো না, তুমি এই মুহূর্ত্তেই স্বর্গে গমন ক'রে দেবশরীর প্রাপ্ত হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র।

ইন্দ্র। কহ হে রাজর্ষি, এ কি বুদ্ধি তব?
উচ্চ আকিঞ্চন দিয়ে বিসর্জ্জন,
এ কি অসম্ভব প্রয়াস তোমার?
কি পুণ্য-প্রভাবে
ত্রিদিবে ত্রিশঙ্কু যাবে মানব-শরীরে?
ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যেই জন,
তপ জপ ক'র পরিহার
পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছ তুমি তার!
কহি হিতার্থে তোমার,
রহ রত অভীষ্টসাধনে।
যজ্ঞ পূর্ণ কভু কি সম্ভবে?
উপহাসভাজন হইবে লোকমাঝে!
ধর উপদেশ,
অসম্ভব কল্পনা ক'র না কদাচন।

বিশ্বা। যজ্ঞসূত্রধারি তুমি দেখিতে ব্রাহ্মণ,
কখন কি করো নাই শাস্ত্র অধ্যয়ন?
আশ্রিত-রক্ষণ হইতে উচ্চ কার্য্য কিবা।
উপহাসভাজন হইবে লোকমাঝে,
হেন কি আশঙ্কা তব?
ত্রিলোক দেখিবে,
অসম্ভব সম্ভব হইবে
তপের প্রভাবে মম!
নহে শাস্ত্র মিথ্যা—ক্রিয়া মিথ্যা—মিথ্যা সমুদয়!
হে ব্রাহ্মণ, নিজ কার্য্যে করহ গমন,
তব উপদেশে মম নাহি প্রয়োজন।

ইন্দ্র। এ কেমন দুরাশা তোমার?
জান না কি ইন্দ্র হবে বাদী,
ত্রিশঙ্কুরে স্বর্গে স্থান কদাচ না দিবে?
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ তব যজ্ঞে না আসিবে,
দক্ষযজ্ঞ সম পণ্ড এ যজ্ঞ হইবে।
হিত হেতু ব্রতী হ'তে নিবারি তোমারে।

বিশ্বা। হীন তুমি, হীন বাণী কহ সেই হেতু!
হয় হ'ক ইন্দ্র বাদী, দেবগণ সনে;
না আসে বশিষ্ঠ যজ্ঞে, কিবা চিন্তা তায়?
যজ্ঞ পূর্ণ তপোবলে করিব নিশ্চয়।
ত্রিশঙ্কু ত্রিদিবে স্থান নিশ্চয় পাইবে,
মম কার্য্যে বিঘ্ন করে হেন শক্তি কার?

ইন্দ্র। শুন, হে রাজর্ষি, আমি ইন্দ্রের প্রেরিত;
ব্রহ্মশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত যেই জন,
স্বর্গে স্থান কদাচন তাহারে না দিবে।

বিশ্বা। যাও তুমি, দেবরাজে কহিও, ব্রাহ্মণ,
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা, কভু না হবে লঙ্ঘন।
আশ্রিত রক্ষণ ধর্ম্ম মম,
ত্রিশঙ্কু আশ্রিত, হয়ে আশ্বাসিত,
করিয়াছি যজ্ঞ আয়োজন,
সম্পূর্ণ করিব যজ্ঞ না হবে খণ্ডন।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

ইন্দ্র। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যেই জন,
সে পাপিষ্ঠে স্বর্গে স্থান করিলে প্রদান,
পাপ সঙ্গে স্বর্গভ্রষ্ট হইবে দেবতা।
অযথা সমস্ত কার্য্যে বিশ্বামিত্র রত,
ক্ষত্রিয়শরীরে চাহে হইতে ব্রাহ্মণ!
এত দর্প রাজর্ষি হইয়ে,
চাহে স্বর্গে পাপিষ্ঠে প্রেরিতে!
ব্রহ্মর্ষি হইলে নাহি ব্রহ্মাণ্ড রহিবে।
অঙ্কুরে অযথা কার্য্য উচ্ছেদ উচিত,
করিব সঙ্কল্প-ভঙ্গ, স্থির মম পণ।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

(জনৈক ঋষির সহিত বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ)

বিশ্বা। ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে সকলেই উপস্থিত হবেন—কেবল বশিষ্ঠের পুত্রেরাই আস্‌বেন না! তাঁদের আস্‌বার বাধা কি বুঝ্‌লেন?

ঋষি। তাঁরা উপহাস ক'রে বল্লেন, এ আবার কি যজ্ঞ; যজমান চণ্ডাল—যাজক ক্ষত্রিয়। দেবর্ষিগণ সে যজ্ঞে হবির্ভোজন কদাচ ক'র্‌বেন না। আমরা ব্রাহ্মণ, চণ্ডালপ্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য কিরূপে আহার কর্‌বো? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, সেই কার্য্যে ক্ষত্রিয় প্রবৃত্ত হয়ে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ কর্‌বেন—এ অপেক্ষা উপহাসজনক কথা আর দ্বিতীয় নাই।

বিশ্বা। ঋষিবর, বশিষ্ঠের শত পুত্রেরই কি এইরূপ অভিমত?

ঋষি। আজ্ঞে হাঁ রাজর্ষি!

বিশ্বা। শুন তবে বচন আমার—
অবহেলা এ যজ্ঞে করিবে যেই জন,
ত্রিশঙ্কুরে চণ্ডাল ভাবিয়ে,
অশুচি রাক্ষস-মুখে অপমৃত্যু তার।
করেন ক্ষত্রিয় জ্ঞানে অবজ্ঞা আমায়,
শাস্ত্রজ্ঞান নাহি—হেন অবজ্ঞা সে হেতু!
কহি আমি দৃঢ়-বাক্যে শাস্ত্র সাক্ষ্য করি,
মম সম তপে রত যে জন রহিবে,
ঋষিত্ব লভিবে,
ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্রহ্মা আসি করিবেন দান!
অগ্রে করি যজ্ঞ সম্পূরণ,
করিব সংসারমাঝে আদর্শ স্থাপন,
যাহে উচ্চচেতা হবে উত্তেজিত
ব্রহ্মত্ব করিতে লাভ।
নাহিক বিচার—
ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র বা চণ্ডাল—
তপস্যায় ব্রহ্মত্ব লভিবে।
স্বয়ং নারায়ণ ধরি নরকায়
জন্মিবেন হেন জনে সম্মান কারণে।
হেরিবে সংসার—আচার জাতির মূল।
হইলে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল।
সদাচারী শবর—ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্রমর্ম্ম, গুপ্ত যাহা অবথা ব্যাখ্যায়,
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে।
বংশ-অভিমান নাহি রহিবে কাহার,
তপের প্রভাবে ব্যক্ত হবে তিন লোক।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পথ।

সদানন্দ ও ব্রাহ্মণগণ।

১ম ব্রাহ্মণ। নাও, নাও, আর বাম্‌নাইয়ে কাজ নাই, যজ্ঞে চল; বশিষ্ঠের পুত্রদের মত কি শাপগ্রস্ত হবে?

সদা। তাই তো বটে. ভাল্যা মোর দাদা! 'মিষ্টান্ন-মিতরে জনাঃ'—আমরা এক পেট খেয়ে আসি চল না।

২য় ব্রাহ্মণ। চল, জাতজন্ম আর কিছু রইল না!

১ম ব্রাহ্মণ। কেন কুণ্ঠিত হ'চ্চ? বিশ্বামিত্র যে যজ্ঞে হোতা. সে যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হবি গ্রহণ ক'র্‌বেন।

২য় ব্রাহ্মণ। করুন ব্রহ্মা হবি গ্রহণ, তাই ব'লে চণ্ডালের অন্ন খেতে হবে?

সদা। মিষ্টান্ন অশুদ্ধ হয় না, দেহে নারায়ণ আছেন, শুদ্ধ ক'রে নেন।

(জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তোমরা কেন ইতস্ততঃ ক'চ্চ? বিশ্বামিত্রকে কি সামান্য ক্ষত্রিয় বিবেচনা কর? যদিচ উনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, তথাপি উনি গর্ভ থেকেই ব্রাহ্মণ।

২য় ব্রাহ্মণ। (স্বগত) বুড়ো হ'লে বেজায় লোভী হয়! এতদিন—এর অন্ন খাব না, ওর অন্ন খাব না, পট্‌পটানি কর্‌লেন—আজ নানাবিধ মিষ্টান্নের লোভে বিশ্বামিত্রকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভ হ'তে ব্রাহ্মণ ক'চ্চেন! (প্রকাশ্যে) ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণ, এ কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন?

সদা। হয়, হয়, ওর বচন আছে—আমরা টোলে প'ড়েছিলুম।

২য় ব্রাহ্মণ। কি বচন আছে, শুনি? অন্যায় কথা বল্‌লে হবে কেন?

সদা। অন্যায় আমার, না অন্যায় ম'শায়ের ? ব্রাহ্মণ-ভোজনটা পণ্ড কর্‌তে ব'সেছেন ?

২য় ব্রাহ্মণ। কিসের ব্রাহ্মণ-ভোজন ! চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ কর্‌বো না।

সদা। স্বর্ণপাত্রে দোষ নাই, পুঁথিটে যে আনি নাই, তা হ'লে বচনটা তোমায় শোনাতুম। (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) বলুন তো, ঠাকুরদাদা মশাই !

২য় ব্রাহ্মণ। (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) ইনি কি আপনার পৌত্র ?

সদা। খুব পৌত্র ! যিনি কলায়ের বিধি দেন, আমি তাঁর পৌত্রের পৌত্র !

২য় ব্রাহ্মণ। শোন, আমি অন্যায় বলি নাই, সন্দেহ ক'রো না ! বিশ্বামিত্রের জনক গাধি রাজার কন্যাকে, ঋচীক ঋষি গ্রহণ করেন। তিনি পত্নীর অনুরোধে, গাধিরাজের রাণী এবং স্বীয় পত্নীর নিমিত্ত, উভয়ের পুত্র-কামনায় দ্বিবিধ চরু প্রস্তুত করেন। তাঁর পত্নীর জন্য যে চরু প্রস্তুত ক'রেছিল, সে চরু ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ, অপর চরু ক্ষত্রিয়তেজঃপূর্ণ। কিন্তু মাতার অনুরোধে, কন্যা তার চরু মাতাকে প্রদান করে এবং মাতার চরু নিজে ভক্ষণ করে। সেই চরু-প্রভাবে গাধিরাজ-মহিষীর গর্ভে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুত্রজন্মগ্রহণ করেন—তিনিই এই বিশ্বামিত্র।

২য় ব্রাহ্মণ। আপনার এক কথা, চরুর প্রভাবে ! তবে ঋচীকের পুত্র হয় নাই কেন ?

সদা। হয়েছে, হয়েছে, সে আমি জানি—সে দিগ্বিজয়ে গিয়েছে !

২য় ব্রাহ্মণ। (সদানন্দের প্রতি) এরও তোমার বচন আছে না কি ?

[সদা]। বচন নাই ? কলায় তন্ত্রের প্রথম অধ্যায়েই লিখ্‌ছে—

[২]য় ব্রাহ্মণ। কি লিখ্‌ছে ?

[স]দা। প্রথম শ্লোকেই সুরু ক'রেছে, তোমার বংশের পিণ্ডদান; দাদা মশাই জানেন, জিজ্ঞাসা কর।

[বৃ]দ্ধ। ভায়া, চিন্তিত হ'য়ো না, কলায় মাটী হবে না।

[সদা]। (২য় ব্রাহ্মণের প্রতি) দেখুন, এবার যদি না বোঝেন, হাতাহাতি হবে !

[বৃদ্ধ]। সন্দিহান হ'য়ো না। ঋচীকের মহাক্ষত্রিয়-তেজঃসম্পন্ন পৌত্র জন্মগ্রহণ কর্‌বেন। ক্ষত্রিয়-কুল নিধনার্থে স্বয়ং নারায়ণ পরশুরামরূপে উদয় হবেন।

২য় ব্রাহ্মণ। চরু খেলেন খাশুড়ী, বউমার গর্ভ হ'লো ! ক্ষত্রিয়তেজটা হড়্‌হড়িয়ে এক পুরুষ নেবে গেল !

সদা। অমন নাবে, অমন নাবে, আমি পাঁচপুরুষ হড়্‌হড়িয়ে নেবে এসেছি !

বৃদ্ধ। শোনো, আমি স্বরূপ ঘটনা বর্ণন কচ্ছি,—যখন ঋচীক অবগত হ'লেন যে, তাঁর পত্নী মাতৃ-অনুরোধে চরু পরিবর্ত্তিত ক'রেছে, তিনি পত্নীকে বলেন, তোমার ক্ষত্রিয় সন্তান হবে। কিন্তু পত্নীর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেন যে, সেই চরুর প্রভাব তাঁর পৌত্রে প্রকাশ পাবে।

৩য় ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, বলুন তো, বলুন তো, চরুটো কি ? এ চরু খেয়ে ব্রাহ্মণ হয়, ক্ষত্রিয় হয়, এ ব্যাপারখানা কি ?

বৃদ্ধ। চরু অপর কিছুই নয়, চরু শুদ্ধান্ন; এতে অঙ্গ শুদ্ধ হয়। যে রমণী শুদ্ধাচার, তার চরুর প্রয়োজন নাই, সে ভাগ্যবতী নিজ আচার-প্রভাবে শুদ্ধাচার পুত্র প্রসব করে। সে পুত্রের অসাধ্য সংসারে কিছুই নাই। সে রমণী যদিচ চণ্ডালিনী হয়, আচার-প্রভাবে তার গর্ভে ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করবে। শাস্ত্রমর্ম্ম এইরূপ, নিশ্চয় জেন। চল, আমরা যজ্ঞে উপস্থিত না হ'লেও যজ্ঞ পূর্ণ হবে, তবে আমরা অনুপস্থিতির জন্য দোষভাগী হব।

২য় ব্রাহ্মণ। চলুন, সকলের যখন মত, আমি অমত কর্‌বো না।

সদা। পথে এস, দাদা !

বৃদ্ধ। ঐ শোনো, বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তপোবালাগণ মানবীবেশে আনন্দধ্বনি ক'র্‌তে ক'র্‌তে যজ্ঞে গমন ক'চ্ছেন।

[সকলের প্রস্থান।

(তপোবালাগণের প্রবেশ)

(গীত)

বিমলা সরলা, খেলি তপোবালা, তপঃ-প্রাণা
তপ-অশনা।
তপাচারী জনে, রাখি সযতনে, পূরে যাহে তপো-
বাসনা॥

জ্যোতিঃকান্তি,বদনে শান্তি, তপোঃভূষা-বসনা।
মিটাইতে ক্ষুধা, দানি তপঃ-সুধা, পিয়ে
তাপস-রসনা॥
তপোজ্জ্বল হোমানল, দেখ লো তপ-ললনা।
তপ-অঙ্গিনী তপ-সঙ্গিনী, দানি তপোবল, চলনা॥

[তপোবালাগণের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

— :*: —

যজ্ঞস্থল।

বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ ও বদরী।

ব্রাহ্মণগণ। ধন্য বিশ্বামিত্র! ধন্য বিশ্বামিত্র! ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ ক'র্‌লেন!

ত্রিশঙ্কু। (নেপথ্যে) রাজর্ষি, রক্ষা করুন! রাজর্ষি রক্ষা করুন! ইন্দ্র আমায় স্বর্গ হ'তে নিক্ষেপ ক'রেছেন, রক্ষা করুন!

২য় ব্রাহ্মণ। (জনান্তিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) ঐ তোমার বিশ্বামিত্রের ভিরকুটী বেরিয়ে গেল! ঐ দেখ, হেঁটমুণ্ডে স্বর্গ হ'তে ত্রিশঙ্কু পতিত হ'চ্চে!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এখনই অদ্ভুত রহস্য দর্শন ক'র্‌বে।

ত্রিশঙ্কু। (শূন্যে) রক্ষা করুন! রাজর্ষি, রক্ষা করুন!

বিশ্বা। তিষ্ঠ।

(ত্রিশঙ্কুর শূন্যে অবস্থান)

বদরী। ও ঠাকুর! অমন তেশূন্যে রে'খ না গো! নাবিয়ে নাও, নাবিয়ে নাও! হায় হায়, আমি তোমায় এত ক'রে বারণ ক'র্‌লুম যে, তোমার স্বর্গে ওঠায় কাজ নাই, স্বর্গে ওঠায় কাজ নাই! দেখ দেখি, শুন্‌লে না, ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে তেশূন্যে র'য়ে গেলে!

বিশ্বা। অবতীর্ণ হও! [ত্রিশঙ্কুর অবতরণ।]
কে তোমার স্বর্গপথ রোধ ক'রে তোমায় নিক্ষেপ ক'রেছে?

ত্রিশঙ্কু। ঐ দেবরাজ ইন্দ্র। আমি স্বর্গে উঠ্‌ছি, ঐ কটমটিয়ে আগাগোড়া চোক রাঙ্গিয়ে, আমায় গর্জ্জে এলো! চোকগুলো সব দপ্‌ দপ্‌ ক'চ্চে! আমি উঠ্‌তে গিয়ে ভয়ে হ'ড়কে প'ড়ে গেলুম।

বিশ্বা। ভাল, আমি পুনর্ব্বার আহুতি প্রদান ক'চ্ছি। ইন্দ্র তোমায় বাধা দিয়েছে, আমি তোমায় ইন্দ্রত্ব প্রদান কর্‌বো।

বদরী। ও ঠাকুর, কাজ নাই, ঠাকুর ক্ষমা দাও, ঠাকুর, আমি ভালয় ভালয় ঘরে নিয়ে যাই! (ত্রিশঙ্কুর প্রতি) আরে এ'স এস,আর তোমার স্বর্গে উঠায় কাজ নাই। আমি তো তোমায় তখনই বারণ করেছিলুম যে, স্বর্গের দেবতাগুলো সব বিদকুটে! আর ঐ তেত্রিশ কোটির মধ্যে কি মানুষ টেঁক্‌তে পারে? এখানে রাজা আছ, বেশ আছ, এখনই তেশূন্যে যে প্রাণটা যেত!

ত্রিশঙ্কু। না, আমি স্বর্গে যাব; এইবার দেখ না, আমি ইন্দ্র হই!

বদরী। স্বর্গে যেতে যেতে একটা ফাঁড়া কেটে গল, এবার ইন্দ্র হ'লে আর বাঁচ্‌বে না! (বিশ্বামিত্রের প্রতি) ও ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর, আর ইন্দ্র ক'রে দিও না!

বিশ্বা। শুভে, স্থির হও! তোমার স্বামী ইন্দ্র হবে।

বদরী। না ঠাকুর, মাপ করো,—ম'রে তখন যা হয় হবে - আমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পার্‌বো না।

ত্রিশঙ্কু। খুব পার্‌বে! আমি তোমায় পাঁজাকোলা ক'রে তুল্‌বো!

বিশ্বা। স্থির হও। (আহুতি ধারণ) হে সর্ব্বভুক্‌, আমার আহুতি গ্রহণ কর!

বৃদ্ধ। নিরস্ত হও! এ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে ব্রহ্মা ব্যতীত ইন্দ্র-পরিবর্ত্তনের কারো শক্তি নাই।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, সত্য ব'লেছ! কিন্তু আমার বাক্য মিথ্যা হবে না, আমি নূতন সৃষ্টি ক'র্‌বো—ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! বসুন্ধরে, আমার আহুতি গ্রহণ কর, ব্রহ্মা-সৃজিত তরু, লতা, ফল,পুষ্প অপেক্ষা মানব-সুলভ সুন্দর ফল-পুষ্প-শোভিত বৃক্ষলতা বক্ষে ধারণ কর। স্বাহা! (আহুতি প্রদান ও হোমকুণ্ড হইতে খর্জ্জুরবৃক্ষের উত্থান) বৃক্ষ! খর্জ্জুরবৃক্ষ নামে ধরায় অভিহিত হও, সুমিষ্ট ফল ধারণ কর, তোমার দৈহিক-রস-প্রস্তুত শর্করা, ইক্ষুরস-প্রস্তুত শর্করা অপেক্ষা সুমিষ্ট হ'ক। স্বাহা! (মর্ত্তমান রম্ভা-বৃক্ষের উত্থান) রম্ভা-তরু, তুমি ব্রহ্মা-সৃজিত রম্ভা অপেক্ষা উপাদেয় রম্ভা-ফল

ধারণ কর, বর্দ্ধমান নামে অভিহিত হও, বর্দ্ধমান বীপের শোভা বর্দ্ধন কর। স্বাহা! (আতা-বৃক্ষের উত্থান) তরু, তোমার ফল তোমার সদৃশ সোনা ফলের অপেক্ষা সুন্দর ও রসনা-তৃপ্তিকর হ'ক। জনসমাজে আতা নাম ধারণ কর। স্বাহা! (কুষ্মাণ্ডের উত্থান) নব কুষ্মাণ্ড লতা! তোমার ফল ব্রহ্মার সৃজিত কুষ্মাণ্ড অপেক্ষা সুন্দর, সুমিষ্ট ও সুবৃহৎ হোক। স্বাহা! (পলাণ্ডুর উত্থান) পলাণ্ডু! তুমি লশুন অপেক্ষা জনপ্রিয় হও। নানাবিধ ফলপুষ্প উত্থিত হও। স্বাহা! (নানাবিধ ফল-পুষ্পের উত্থান) বিবিধ দেশে বিবিধ নামে পরিচিত হয়ে মানবের ব্যবহার্য্য হও। স্বাহা! (মাষ-কলায় বৃক্ষের উত্থান) তুমি মাষ নামে অভিহিত হও তোমার বীজ মাংসাপেক্ষা তেজঃসম্পন্ন হ'ক। স্বাহা (মসূর বৃক্ষের উত্থান) তুমি মসূর নামে পরিচিত হও, তোমার বীজ অতীব বলবর্দ্ধক হ'ক।

২য় ব্রাহ্মণ। রাজর্ষি, তরুলতা তো সৃষ্টি ক'র্‌লেন, কিন্তু পৃথিবীর অধীশ্বর মানবসৃষ্টি তো ব্রহ্মার?

বিশ্বা। না, বসুন্ধরা মৎ-সৃষ্ট মানবের অধীন হবেন, আমি বৃক্ষ হ'তে মানব সৃষ্টি কর্‌বো; আর মানবকে গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে না, এককালীন বহু সন্তান উৎপন্ন হবে। স্বাহা! (নারিকেল-বৃক্ষের উত্থান) বৃক্ষ! নারিকেল নামে অভিহিত হও, এককালীন বহুসংখ্যক ফল উৎপন্ন কর, তোমার ফলে মানব-মানবী সৃ—

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও! আমি লোক-পিতামহ, যদি ইচ্ছা কর, ত্রিশঙ্কু স্বর্গে স্থান পাবে।

বিশ্বা। প্রভু, আমি ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ ক'র্‌বো মানস করেছি। আমি ত্রিশঙ্কুকে ইন্দ্রত্ব প্রদান কর্‌বো।

ব্রহ্মা। বৎস, তোমার তপোবলে কোন কার্য্য অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার অনুরোধে কল্পনিয়ম পরিবর্ত্তিত করো না। এ কল্পে যিনি ইন্দ্র আছেন, কল্পান্তর পর্য্যন্ত তিনি ইন্দ্র থাক্‌বেন।

[ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধান।

বিশ্বা। প্রভু, আপনার বাক্য লঙ্ঘন কর্‌বো না। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বিফল হবে না। মহারাজ ত্রিশঙ্কু, আমার পশ্চাৎ এস, আমি নব স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌বো, সেই স্বর্গে তুমি সশরীরে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হবে।

ত্রিশঙ্কু। প্রভু, ঠিক তো? আবার উল্‌টে ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়্‌বো না তো? দে'খ প্রভু, আবার যেন ত্রিশূন্যে না ঝুলি!

বিশ্বা। কোন শঙ্কা নাই, তুমি সস্ত্রীক আগমন কর।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। এস রাণি, শচী হবে এসো।

মহিষী। না, না, তোমার আর ও বালাইয়ে কাজ নেই, এস, ঘরে এস।

(ত্রিশঙ্কুকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ)

ত্রিশঙ্কু। ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! তুমি না যাও, নেই যাবে।

মহিষী। না, না, এস, এস—

২য় ব্রাহ্মণ। বিশ্বামিত্র কি কারখানা করে, দেখা যাক! গাধির বেটা ব্রহ্মা হলো না কি! স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌বে কি ব'লে!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উত্তর-মেরু।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র।

ব্রহ্মা। কহ, দেবরাজ, ত্যজি দেবের সমাজ,
কি কারণে, এ বিজন স্থানে
আসিয়াছ ক্ষুণ্ণ-মনে?
কেন হেন ব্যথিত-হৃদয়?
নিরানন্দ দেববৃন্দ তব আচরণে,
আসি মম স্থানে জানাইল সমাচার।

ইন্দ্র। বুঝিতে না পারি, হে সৃজনকারি,
ইন্দ্রত্বে মহাত্ম্য কিবা!
ব্রহ্মশাপে চণ্ডাল যে জন,
তাহার কারণ, নব স্বর্গ হইল সৃজন,
ইন্দ্রত্ব পাইল সেই তথা।
অসম্ভব শুনি এ বারতা!
বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রহ্মর্ষি হইয়ে,

সৃজিয়াছে স্বরগ সুন্দর!
এত দম্ভ তার মনে,
বৃক্ষ হ'তে মানব সৃজন
ক'রেছিল আকিঞ্চন,
যাহা করিতে বারণ,
স্তবস্তুতি আপনি ক'রেছ কত।
সুমিষ্ট রসাল ফল, সুগন্ধি কুসুম,
অগণন ক'রেছে সৃজন,
তুলনায় তব সৃষ্ট ফলপুষ্প আদি,
নরগণ হীন জ্ঞান করিবে যাহায়।
তপে, ধাতা, তুমি তুষ্ট নিরন্তর;
যেবা মাগে যেই বর,
তখনি প্রদান' তারে।
নাহি কাজ স্বর্গ অধিকার,
কবে কার হইবে মনন,
তপে তোমা করি তুষ্ট, হে চতুরানন,
স্বর্গচ্যুত করিবে আমায়।
যাই পাতাল-ভবনে,
অপমান নাহি সয় প্রাণে!
বার বার উচ্ছেদ না হব,
শান্তিতে রহিব,
পুনঃ পুনঃ না পাইব অপমান।

ব্রহ্মা। শুন, পুরন্দর, নাহি হও ব্যথিত অন্তর!
তপোবল যদি না রহিত,
কি শক্তি-প্রভাবে বল ত্রিলোক জন্মিত,
সুরপুরে ইন্দ্রত্ব পাইতে কি প্রকারে?
মহাশক্তি করি আরাধনা,
পূর্ণ হয় সকল কামনা,
তপ নামে অভিহিত মহাশক্তি পূজা।
সৃষ্টিকর্ত্তা আমি সেই বলে,
শ্রেষ্ঠ তুমি দেবতামণ্ডলে,
হরহরি তপের প্রভাবে।
কেন তুমি হও ক্ষুণ্ণমন?
শুন, যে কারণ
ত্রিশঙ্কু পাইল নব-স্বর্গ-অধিকার।
করিল সহস্র যজ্ঞ ত্রিশঙ্কু ভূপাল,
চিরকাল ধর্ম্মে তার মন,
পরিহাসে না কহিল অসত্য বচন কভু।
সশরীরে ত্রিদিব-গমনে
হয়েছিল অধিকারী;
কিন্তু তার জন্মে অহঙ্কার,
সেই হেতু বশিষ্ঠ করিল অস্বীকার
স্বর্গ-কামনার যজ্ঞে হইবারে হোতা।
কিন্তু কর্ম্মফলে করেছিল ত্রিদিবে গমন,
অহঙ্কারে হইল পতন।
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবে করি অবহেলা,
চণ্ডালত্ব জন্মেছিল তার।

ইন্দ্র। সুরপুরে সত্য সেই না পাইল স্থান,
কিন্তু শতগুণে বর্দ্ধিত সম্মান,
হইল নির্ম্মাণ নূতন ত্রিদিব তার হেতু।
সৃষ্ট হৈল সপ্তর্ষিমণ্ডল,
অখণ্ডের আরাধনা-স্থান।
পরব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মবিদ্‌গণ
তার স্বর্গে করিবে ভ্রমণ,
স্বর্গ হ'ল গৌরববিহীন!
মাত্র বিশ্বামিত্র লভি রাজর্ষি আখ্যান,
হেন বলবান্, উপেক্ষি তোমারে
স্রষ্টা নাম করিল গ্রহণ,
এই হেতু ক্ষোভ জন্মে মনে।

ব্রহ্মা। বিষণ্ণ হ'য়ো না অকারণ,
আমা বিনা, অন্য আর
কার অধিকার করিতে সৃজন?
সৃষ্ট বস্তু আমার র'য়েছে যে সকল,
বিশ্বামিত্র-সৃজিত ফুলফল—
যেন মাত্র তাহারি বিকাশ!
ক্রম-বিকাশের ক্রম—শক্তির নিয়ম।
কলিযুগে রহস্য হেরিবে, বিজ্ঞান-প্রভাবে,
নব ফল-পুষ্প কত মানব সৃজিবে;
সে বিজ্ঞান, জড় জ্ঞানে শক্তি-আরাধনা।
জড়শক্তি বিশ্বামিত্র করেছে অর্জ্জন,
প্রকৃত সাধক যাহা না করে গ্রহণ;
কিন্তু তাহে না হইবে পতন তাহার,
করিয়াছে শক্তির চালন, আশ্রিত-রক্ষণ হেতু।
ব্রহ্মর্ষি হইতে তার মন,
নিজ ইষ্ট করিল বর্জ্জন
আশ্রিত রক্ষণ তরে।
বোধগম্য সত্ত্বগুণী শক্তির প্রভায়,
কোটী বৎসরের তপ সম্পূর্ণ তাহার,
উচ্চ পথে বিশ্বামিত্র হৈল অগ্রসর।
শান্ত হও বুঝ মনে শক্তির প্রভাব।

হেয় যেই অগণন নক্ষত্র সৃজন,
হইয়াছে মানবের হিতের কারণ,
এ সকল নক্ষত্রমণ্ডল
যেই স্থল করিবে উজ্জ্বল,
রহিবে তুষারপূর্ণ সদা,
আলোকিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলে *
নরের বসতি-যোগ্য হবে,
নহে অর্দ্ধ-বর্ষ ঘোর অন্ধকারে
মরিবে, যে রবে এই স্থানে।
জড়-বল হইবে প্রবল,
তপ-জপে রত কেহ না হবে এ স্থানে।
বাক্য ধ'র, সুরপুরে চল, পুরন্দর।

ইন্দ্র। নমস্কার মহাশক্তির চরণে!
জ্ঞানদাতা, তব পদে শত নমস্কার!
দূর মম অন্তর-বিকার!

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

সপ্তর্ষিমণ্ডল।

ত্রিশঙ্কু, বদরী, ব্রহ্মদূত ও দিব্যধামবাসিগণ।

ব্রহ্ম-দূত। মহারাজ ত্রিশঙ্কু, স্বর্গাপেক্ষা সুন্দর এই বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট দিব্যধামের তুমি অদ্য হ'তে অধীশ্বর। তোমার সহস্র যজ্ঞের প্রভাবে বিশ্বামিত্র তোমার পুরোহিত হয়ে তোমার কামনা পূর্ণ করেছেন। ধরাধামে যারা ভোগাশায় কাম্য-ক্রিয়া সম্পন্ন করবে, তোমার এই লোকে তাদের স্থান, হেথায় কোটী কল্প তোমার অধিকার। রাজদম্পতি, সিংহাসনে উপবেশন কর।

(ত্রিশঙ্কু ও বদরীর সিংহাসনে উপবেশন)

জয়, মহারাজ ত্রিশঙ্কুর জয়!

ত্রিশঙ্কু। প্রভু, আর জয়ধ্বনি করবেন না, আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে! যে যজ্ঞফলে দিব্যলোক সৃষ্টি হয়, যার ফলে ইন্দ্রত্বলাভ হয়, সে যজ্ঞে সম্পূর্ণ মর্য্যাদা আমার অনুভূত হয় নাই। হে ব্রহ্মলোকবাসিন্, আজ আপনাদের দর্শনে আমার জ্ঞানোদয় হয়েছে। আমি কি ছার স্বর্গ কামনা করেছি, কি তুচ্ছ ইন্দ্রত্বলাভ! ধরায় যেরূপ রাজ্যরক্ষার্থে সদাই সশঙ্কিত হ'তে হয়, কখন্ কোন্ শত্রু এসে সিংহাসনচ্যুত করবে—সদাই এই আশঙ্কা থাকে, ইন্দ্রত্বলাভেও সেইরূপ। বাসনানল নির্ব্বাণ হয় না, ধরণীতেও যেইরূপ অতৃপ্তি, স্বর্গেও সেইরূপ অতৃপ্তি। হে ব্রহ্মলোক-বাসিন্, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তপঃ-প্রভাবে আমি নিঃশঙ্ক ব্রহ্মলোকে বাস ক'রে ব্রহ্ম-ধ্যানে চিত্তনিয়োগে সক্ষম হই। যেন কালে যে স্থান বৈকুণ্ঠ, সেই স্থানে আমার বাস হয়।

ব্রহ্মদূত। মহারাজ, ভোগকামনা করেছেন, আপনার ভোগ পূর্ণ হ'ক; কালে নারায়ণ আপনার বাসনা পূর্ণ করবেন। মানবদেহ-ধারণ ব্যতীত সিদ্ধি-লাভ হয় না। ধরায় তাপসরূপে জন্ম বহন ক'রে বিষ্ণুর উপাসনায় বৈকুণ্ঠবাসী হবার অধিকার প্রাপ্ত হবেন।

বদরী। প্রভু, আমি কোথায় স্থান পাব?

ব্রহ্মদূত। তুমি পতিব্রতা, তোমার পতির নিকট স্থান।

বদরী। প্রভু, প্রভু, এ কি আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ! এ কি নবভাব! এ কি উজ্জ্বল জ্যোতি দেহ হ'তে বহির্গত হচ্চে!

ব্রহ্ম-দূত। রাজদম্পতি, বিস্মিত হয়ো না, তোমরা দেবশরীর প্রাপ্ত হয়েছ, দেবভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ! জয়, নব-স্বর্গ-রাজদম্পতির জয়!

দিব্যধামবাসিগণ। জয়, নব-স্বর্গ-রাজ-দম্পতির জয়!

(দিব্যধামবাসিগণের গীত)

নব সৃষ্ট গ্রহ তারাদল, নভোমণ্ডল উজল।
নব ত্রিদিবে নব দেবেন্দ্র, বামে নব শচী বিমল॥
ধন্য পুণ্য, ধন্য ধন্য, ভুবন পূর্ণ সুযশে,
নর-শরীরে নব ত্রিদশে ইন্দ্রাসনে কে বসে,
জয় জয় মহাকৃতী, নব দেবেন্দ্র-দম্পতি,
সাগর উথলে, উঠে জয় রোল,
দ্যুলোক টল টল॥

---

* Aurora Borealis

তৃতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

স্বর্গ।

মেনকা ও রম্ভা।

মেনকা। সখি, কহ শুনি অদ্ভুত ঘটন,
নব স্বর্গ করেছে সৃজন—
কেবা হেন জন বসে ধরণী-মাঝারে?
যদি কেহ তপে রহে রত,
তথা হই আমরা প্রেরিত,
তপোভঙ্গ হেতু তার।
কিন্তু যদি হেন তপা বিশ্বমিত্র ঋষি,
কহ, লো রূপসি,
কেন দেবরাজ নাহি প্রেরিল অপ্সরা,
তপোবিঘ্ন করিতে সাধন?
কেবা সেই বিশ্বামিত্র জান কি সুন্দরি?
রম্ভা। বিশ্বামিত্র ছিল শুনি মহাতেজা রাজা,
কিন্তু দ্বন্দ্ব করি বশিষ্ঠের সনে,
ব্রহ্মতেজে শত পুত্র হত,
পরাভব পাইল ঘোর রণে।
সেই হেতু করি দৃঢ়পণ,
করে আকিঞ্চন,
ব্রহ্মর্ষিত্ব করিতে অর্জ্জন।
এ সঙ্কল্প অসম্ভব জ্ঞানে,
তপস্যার বিঘ্নের কারণে
আমা সবে না প্রেরিল তথা।
মেনকা। এবে কি ধারণা, সখি, অমরমণ্ডলে,
তপোবলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ না হবে?
যাঁর তপোবলে নব স্বর্গ হইল সৃজন,
সে তো নহে সামান্য কখন,
নরশ্রেষ্ঠ, সুদৃঢ়সঙ্কল্প বীর্য্যবান্!
জান কি, স্বজনি, কোথা নরমণি
তপে এবে নিমগন?
ভাগ্যবতী কে রমণী তার,
তেজীয়ান্ নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ সেবার
অধিকার পাইয়াছে পুণ্যফলে?

রম্ভা। নাহি জানি, কি রঙ্গে রঙ্গিণী
আজি তুমি, সুকেশিনি!
ত্যজিয়ে অমরে নরে ভজিবারে
সাধ কি অন্তরে তব?
মেনকা। যদি নাহি কর উপহাস,
হৃদয়ের সাধ মম করি লো প্রকাশ।
যাই যবে ধরণী-ভ্রমণে,
উঠে মম মনে,
প্রেমের বন্ধনে বন্ধে সুখে নর-নারী।
উদ্বাহ-বন্ধন—প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব মিলন!
দেহ দান—প্রাণ যারে চায়,
নহে কাম-পিপাসায়,
যখন যে চায়, সেবিতে তাহায়,
স্বর্গের মতন, নিয়ম নহেক তথা।
নাহি হৃদয়-বন্ধন,
কামক্রিয়া হেতু সম্মিলন,
সত্য কহি, ধিক্কার জন্মেছে মম প্রাণে!
ত্রিদিবমণ্ডলে
ক্রীতদাসী আমরা সকলে,
ধরা-নিবাসিনী
ভাগ্য মানি যতেক রমণী!
প্রেমে দেহ বিতরণ ধরার নিয়ম।
রম্ভা। এ কি সাধ, তব কৃশোদরি!
হইয়ে অমরপুরে দেব-সহচরী,
ঈর্ষা কর ধরাবাসি-নারীগণে?
রোগ-শোকাগার,
যৌবনে বার্দ্ধক্য পরিণাম,
পদ্মপত্র-জল, ধরামাঝে চঞ্চল সকলি,
নিত্য নিত্য বর্ত্তন সময়-স্রোতে।
স্থিরতা-বিহীন,
এই আছে, এই কোথা লীন,
বর্ণনায় শরীর শিহরে!
মেনকা। স্বাধীন জীবন
অতি শ্রেয়ঃ শত কল্প স্বর্গবাস হ'তে!
মৃত্যু, রোগ, শোকাগার যদ্যপি ধরণী,
কিন্তু নহে পর-ইচ্ছাধীন।
তথায় কানন
দেব-ইচ্ছাধীন নহে, নন্দন যেমন।
তরু, লতা বিকচ উদারভাবে,
নরনারী উদার-হৃদয়,

প্রেম-দান, প্রেম-বিনিময়,
মানব-জীবন সামান্য না কর জ্ঞান।
ধরে, সত্য মৃত্তিকার কায়,
কিন্তু হয় সে শরীরে আত্মার বিকাশ।
সুদৃঢ়সঙ্কল্প যেই মানব মহীতে,
চিত্ত যার উচ্চপদে রত,
ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ করি,
লীন হয় পরব্রহ্ম সনে।
ধরা, হেন স্থান, যথা জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান।
কর্ম্মক্ষেত্র—
কর্ম্মফলে ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব লভে।
স্বর্গ হ'তে শতগুণে শ্রেষ্ঠ মহীতল!
চল যাই, উদয় সময়, নৃত্য হেতু
হ'তে হবে সভার উদয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বন-পথ।

পুষ্পচয়ন-রত শক্তি।

শক্তি। কি মহারাজ, কোথায় গমন ক'চ্ছেন?

কল্মাষপাদ। কে, শক্তি নাকি? পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমি তপোবনে চ'লেছি।

শক্তি। তপোবন এ দিকে কোথায়? পিতার তপোবন যে পশ্চাৎ ক'রে এসেছেন?

কল্মাষ। আরে, রাখ রাখ, তোমার পিতার তপোবন! দাড়ি রেখে, গোটা কতক বনে হরিণ ছেড়ে দিয়ে, রোজ হোমের নাম ক'রে একটু ঘি পোড়ালে তপোবন হয় না! পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমার অনেক দূর যেতে হবে।

শক্তি। মহারাজ, আপনি কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন? আমি দেবকার্য্যে পুষ্পচয়ন কচ্চি। অপেক্ষা করুন, আমি পুষ্প আহরণ ক'রে এখনই প্রত্যাবর্ত্তন করবো। রাজার কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণকে সম্মান। বিশেষতঃ আমি আপনার পুরোহিত-পুত্র, আমার কার্য্যে ব্যাঘাত করবেন না।

কল্মাষ। আরে, নাও নাও, তোমার আর বামনাই দেখাতে হবে না। তোমার বাবার বামনাই গেছে! এক রাজা ত্রিশঙ্কুকে [illegible] বিদ্যা-বুদ্ধি সব বেরিয়ে প'ড়েছে! আর তোমায় কি পুরোহিত রাখবো, মহাতপা বিশ্বামিত্রকে পুরোহিত করতে যাচ্চি। নাও নাও, পথ ছাড়! তুমি শাপ দিলে, "চণ্ডাল হও।" তোমার বাপ বল্লে, "কদাচ সশরীরে স্বর্গে যেতে পারবে না।" মহাতপা বিশ্বামিত্রের প্রভাবে, সে এখন পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে নূতন স্বর্গের অপ্সরা নিয়ে বিহার কচ্চে। পথ দাও, পথ দাও! তোমার বাবাকে ব'লো, আর আমি তাঁকে পুরোহিত রাখবো না। পৌরোহিত্যে বিশ্বামিত্রকে বরণ করবো। সর।

শক্তি। মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায় হয়, করবেন; আমি পুষ্পচয়ন করি, অপেক্ষা করুন।

কল্মাষ। সরবিনি, বিটলে বামুন, আমার কাছে আবার বামনাই ফলাতে এসেছ? সর্ পাজি!

(কশাদণ্ড দ্বারা প্রহার)

শক্তি। আরে নৃপাধম, তুই যেরূপ রাক্ষসের ন্যায় আচরণ করলি, তুই রাক্ষস হয়ে অবস্থান কর্।

[শক্তির প্রস্থান।

কল্মাষ। এ কি, আমার দেহে কি বিকার উপস্থিত হ'ল! এ কি আমার প্রবৃত্তি, নর-রক্ত পানে ইচ্ছা হ'চ্চে! আমি কি সত্যই রাক্ষস হ'লেম! তবে আমার উপায় কি? একমাত্র উপায় বিশ্বামিত্র, তাঁর নিকট উপস্থিত হই। রাক্ষসের ন্যায় নর-মাংস-ভক্ষণে প্রবৃত্তি হ'চ্চে, কিন্তু রাক্ষসের ন্যায় বল শরীরে নাই, তা হ'লে ঐ বামুনের ঘাড় ভেঙ্গে খেতুম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বন—বিশ্বামিত্রের আশ্রম।

বিশ্বামিত্র ও সদানন্দ।

সদা। রাজা, আর কেন তোমার তপস্যা করা? কখন জলে ডুবে, কখন চারিদিকে আগুন জ্বেলে, কখন ঠ্যাং উঁচু ক'রে কাজের খতম ক'রেছ! এখন চল, রাজ্যে ফিরি।

বিশ্বা। সখা, যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে রাজ্যে প্রতিগমন ক'র্‌বো।

সদা। বেশী বাড়াবাড়ি কেন ক'চ্চ? বশিষ্ঠকে খুব টক্কর দিয়েছ, বশিষ্ঠের বাবাও যা পারে না, তাই করেছ। দোহাই রাজা, রাজ্যে চল, দিব্বি পায়ের উপর পা দিয়ে উদর পরিপূর্ণ ক'রে খাই।

বিশ্বা। কেন সখা, ত্রিশঙ্কুর পুত্র তো তোমায় খুব যত্নে রেখেছে?

সদা। না, অমন উমেদারি করতে আমার মন চায় না। যদি রাজ্যে না যাও, আমায় চেলা ক'রে নাও।

বিশ্বা। আমার চেলা হয়ে তো তোমার চল্‌বে না। দিনান্তে একটি আমলকী, কি একটি হরীতকী পাবে, তাই ভক্ষণ ক'রে কালযাপন কর্‌তে হবে।

সদা। কেন, বালাই, আমার শত্রু আমলকী খেয়ে থাকুক! তবে আর তোমার সাক্‌রেদি করতে চাচ্ছি কেন, বল না?

বিশ্বা। পা'র্‌বে?

সদা। খুব পার্‌বো।

বিশ্বা। ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুখে জপ কর্‌তে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড রেখে জপ কর্‌তে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। শীতকালে জলে ব'সে জপ কর্‌তে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। তবে কি পার্‌বে?

সদা। ভোজনকালীন পদ্মাসনে ব'স্‌তে পার্‌বো আর শয়নকালীন লম্বাসনে চোখ বুজে থাক্‌তে পার্‌বো।

বিশ্বা। এতটা কঠোর কত দিন ক'চ্চ?

সদা। বহুদিন হ'তে!

বিশ্বা। তবে আর কি! তুমি তো তপস্যায় সিদ্ধ হয়েছ।

সদা। সিদ্ধ হ'লে আর তোমার কাছে সাক্‌রিদি কর্‌তে আস্‌বো কেন?

বিশ্বা। সিদ্ধ হয়ে কি কর্‌বে?

সদা। ছুটো চার্‌টে গাছ তয়ের কর্‌বো আর কি?

বিশ্বা। কি গাছ?

সদা। এই কোন গাছে থলো থলো হরিণমা ঝুলছে, টস্‌টসিয়ে গরম গাওয়া ঘি ঝর্‌বে কোন গাছে বা বরাহ-মাংসের এক থালা পলা ঝুলছে; কোন গাছে বা ছাগমাংসের বাটি কত ঝোল; কোন গাছে আস্ত ময়ূরের চচ্চড়ি; আ কোন গাছের একটা ডালে মোণ্ডা, একটা ডালে মিঠাই, এক ডালে গরম পুরী, এক ডালে গরম কচুরী আর গরম হুকা।

বিশ্বা। আমি তো এখন হিমাদ্রি-শিখরে চল্লেম, তুমি সেই হিমে পাহাড়ে উঠে আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বে?

সদা। অত বাড়াবাড়ি কর্‌লে পার্‌বো কেন বল? এইখানেই তো খুব সরগরম করেছ, আর কেন পাহাড়ে উঠ্‌বে?

বিশ্বা। কি জানি, সখা, কি আমার মনের বিকার উপস্থিত! আমি ধ্যানে বস্‌লে আমার মৃত শত-পুত্র যেন আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, বলে— "পিতা, বড় প্রতিহিংসা-তৃষা, বড় প্রতিহিংসা-তৃষা, বশিষ্ঠের শতপুত্রের শোণিতপান ব্যতীত সে তৃষা দূর হবে না।" এ অন্য কিছুই নয়, এ আমার অন্তরের লুক্কায়িত মোহের প্রতিরূপ। এত তপ-স্যায় নির্ব্বীর্য হয় নাই। বলবান্ রিপু সকল কতদিনে দমিত হবে! [বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। না, এবার চল্লো সেই স্বর্গিমামার কাছাকাছি হিমাদ্রির চুড়োয়! রাজাকে না দেখ্‌তে পাই না দেখ্‌তে পাব, আমি আর কি কচ্চি বল? যেতে পার্‌বো না। পাহাড় পথ, একটা হোঁচট খেলে ব্রহ্মণ্যদেব অমনি ছিরকুটে যাবে। আর একটা ঋষির বাচ্ছা কোন রাজাকে অমনি অভি-সম্পাত দেয়, সে বেটা যজমান হ'তে আসে, তা হ'লে ধুমধাম ক'রে একে দিনকতক আটকে রাখা যায়! তা রাজাগুলোও মরেছে, আর ঋষির বাচ্ছাগুলোও মরেছে! বশিষ্ঠের সব ছেলে, চোখ বুজে সারি সারি ব'সে গিয়েছে দেখে এলেম। ঐ কে এক ব্যাটা আস্‌ছে নয়? পোষাক তো ঝক্‌ঝকে আছে, রাজা হ'লেও হ'তে পারে।

(কল্মাষপদের প্রবেশ)

কল্মাষ। প্রভু, এখানে মহাতপা—

সদা। চুপ কর, ব্যাজ্ ব্যাজ্ ক'রে বেশী বকিয়ো না.

দুটো কেজো কথার জবাব দাও। তুমি তো রাজা?

কল্মাষ। হাঁ, প্রভু!

সদা। জ্বালা মোর বাপ! তোমায় শাপ দিয়েছে?

কল্মাষ। হাঁ, দয়াময়, বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি শাপ দিয়েছে।

সদা। খুব করেছে! বিশ্বামিত্রকে পুরোহিত কর্‌তে এসেছ?

কল্মাষ। হাঁ প্রভু, তাঁর চরণ আশ্রয় নিতে এসেছি।

সদা। তবে যাও, যজ্ঞের উদ্যোগ কর গে; সশরীরে স্বর্গে যাবে।

কল্মাষ। প্রভু, আমি যজ্ঞ কর্‌বার মানসে আসি নাই।

সদা। সেই মানসেই আস্‌তে হবে, নইলে যে উচ্ছন্ন যাবে, তেশূন্তে ঝুল্‌তে হবে!

কল্মাষ। প্রভু, আমি মনোদুঃখ তাঁর পাদপদ্মে নিবেদন কর্‌বো।

সদা। যা কর্‌বার তা ক'রো, এখন যজ্ঞ কর্‌বে কি না বল।

কল্মাষ। তিনি আজ্ঞা কর্‌লেই কর্‌বো।

সদা। তিনি আজ্ঞা করেছেন। তিনি ধ্যানযোগে জেনেছেন, তুমি আসবে, তিনি আমায় ব'লে গেছেন, তুমি এখানে অপেক্ষা ক'রে থেক। তুমি তো,—কি নাম তোমার?—

কল্মাষ। কল্মাষপাদ।

সদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমলাপদো, ব'লে গেছেন কমলাপদো—

কল্মাষ। আজ্ঞে না, কল্মাষপাদ।

সদা। এঃ, এর নেহাৎ আক্কেল নাই, আবার কথা-কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌লো!

কল্মাষ। কেমন হয়ে যাচ্ছি, কেমন হয়ে যাচ্ছি, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হচ্চে!

সদা। হবেই তো, যজ্ঞ কর্‌তে চাচ্চ না!

কল্মাষ। বশিষ্ঠের পুত্র আমায় 'রাক্ষস হও' ব'লে অভিসম্পাত দিয়েছে। দেখ্‌ছি তো আমার রাক্ষসের প্রবৃত্তিই উপস্থিত হলো। ওঃ, কণ্ঠ শুষ্ক হলো, সত্য সত্যই কি রাক্ষস হলেম! তাই তো, রাক্ষস হয়েছি!

সদা। বাবা, এ বেটা বলে কি!

কল্মাষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাক্ষস হয়েছি, রাক্ষস হয়েছি!

সদা। বের ব্যাটা তপোবন থেকে! বেরিয়ে গিয়ে রাক্ষস হ গিয়ে।

কল্মাষ। ও প্রভু, ও প্রভু, বড় তৃষ্ণা! তোমার একটু হাত কামড়ে নিয়ে রক্ত চুষে নেব?

সদা। আরে, না, না! তুমি একটু স্থির হয়ে ব'স, আমি কাতান আন্‌তে চল্লুম, মুণ্ডটা কেটে দেবো, তুমি ডাবের মতন দুহাতে ধড়টা ধ'রে ঢক্ ঢক্ ক'রে রক্ত খেও।

কল্মাষ। না, এক ঢোক্ চুষে খাব—এক ঢোক—

সদা। ওরে বাপ্ রে!

(বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ)

বিশ্বা। কি সখা, কি—কি—কি হয়েছে?

সদা। রাজা, পালিয়ে এস, পালিয়ে এস, ঐ রাক্ষস বেটা বলে, চুষ্‌বো!

বিশ্বা। কে তুমি, রাজা কল্মাষপাদ নয়?

কল্মাষ। হ্যাঁ, দয়াময়, আমি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির শাপে রাক্ষসপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার নর-রক্তপান, নরমাংস আহারে রুচি হচ্চে। আমার মনে ঘোর বিকার উপস্থিত!

বিশ্বা। আমার নিকট কেন এসেছ?

কল্মাষ। আমার কি উপায় হবে?

বিশ্বা। মহারাজ, ব্রাহ্মণের কৃপা ব্যতীত তো তোমার কোন উপায় দেখি না। আমি আজও ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হই নাই, তুমি কোন ব্রহ্মর্ষির শরণাগত হও। যদি অপর কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তোমায় দিতে প্রস্তুত।

কল্মাষ। তবে, প্রভু, বর দিন, যেমন রাক্ষসের প্রবৃত্তি হয়েছে, সেইরূপ দেহে রাক্ষসের শক্তি হোক্।

বিশ্বা। যাও, সেইরূপই হবে। কিঙ্কর নামে এক রাক্ষস, দূর-বনে অবস্থান কচ্ছে, সেই তোমার দেহে প্রবেশ ক'রে হস্তীর বল প্রদান কর্‌বে। যাও।

কল্মাষ। বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে! রাক্ষস হয়েছি, উত্তম হয়েছে, বশিষ্ঠের শত পুত্রের ঘাড় ভাঙ্‌বো!

[কল্মাষপাদের প্রস্থান।

[অকস্মাৎ বিমানমার্গে শব্দ-"পিতা, পিতা আমাদের প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা তৃপ্ত! প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা তৃপ্ত!"]

বিশ্বা। কিছু না, আমার অন্তরের মোহজনিত প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি! কি কর্‌লেম, কেন কল্মাষপাদকে রাক্ষস-শক্তির বর প্রদান কর্‌লেম! কে জানে, সংসারে কি মহা অনিষ্ট সাধিত হবে! আমার তপের মহা বিঘ্ন হলো।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। না, আর আমার রাজার মমতায় কাজ নাই! প্রাণ বড় ধন! রাজা ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঝোলে ঝুলুক, আমি আর এ মুখো হচ্ছি না! মর্ ব্যাটা কল্মাষপাদ! রাজা ত্রিশঙ্কুর মতন চণ্ডাল হয়ে আয়, একটা যজ্ঞ হোক, তা নয়, বেটা রাক্ষস হয়ে এলো, বেটা কি বেল্লিক গো!

(মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের নেপথ্যে সঙ্গীত)

সদা। বাবা, এরা আবার কে! আর কিছু নয়, রাক্ষসী। শুনেছি, বেটীরে মায়া ক'রে মোহিনী বেশ ধরে। মানুষে কি এমন হয়! এখন চুপি চুপি পালাই কি ক'রে! নজরে পড়্‌লেই ঘাড় মট্‌কাবে! একপাশে কুম্‌ড়োর মতন তাল হয়ে প'ড়ে থাকি।

(সদানন্দের কুণ্ডলীকৃত হইয়া একপার্শ্বে অবস্থান)

(অপ্সরাগণের প্রবেশ এবং নৃত্য-গীত)

রাগ যদি না থাকে অধরে,
তা হ'লে বল স্বজনি, ফুলশরে কি করে।
লয়ে ফুলশরাসন, কি কর্‌তো লো মদন,
সহায় যদি না হ'ত নয়ন!
নয়নে নয়ন মেলে, দেয় লো প্রাণে গরল ঢেলে,
ক্ষণ পেয়ে বাণ হানে, তখন, তাই তো বেঁধে অন্তরে॥
প'রে ফুলসাজ, পেয়ে লাজ, যেতো ঋতুরাজ,
অঙ্গে লাবণ্য যদি না করে বিরাজ;
রয়েছে যৌবন, তাই মোহন কুঞ্জবন,
অঙ্গ ছুঁয়ে রঙ্গ ক'রে যায় মলয়-পবন;
সুরভি-কুসুম হেসে. সুরভি মাথায় কেশে,
প্রাণ কি শিহরে, লো সই, কোকিলের কুহুস্বরে॥

উর্ব্বশী। আহা! দেখ, দেখ, ব্রাহ্মণটি অমন ক'রে ব'সে পড়্‌লো কেন বল দেখি? আহা, দেখি চল, বুঝি পীড়িত হয়েছে!

সদা। ঐ দেখ, আস্‌ছে বেটীরে এই দিকেই! বেটীরা মানুষের গন্ধ পায়। আজ কি কুক্ষণেই তপোবনে আস্‌বার জন্ম পা বাড়িয়েছি! রাক্ষসের হাতে বেঁচে গেলেম তো এক ঝাঁক রা[illegible] প্রবেশ কর্‌লে! ও মুখ দেখে ঠাওর পেয়ে[illegible] বেটীরে মানুষের সব রক্ত চুষে খায়!

উর্ব্বশী। আহা, ঠাকুর! তুমি অমন ক'রে প[illegible] রয়েছ কেন?

সদা। আমি মানুষ নই, [illegible]ন কুম্‌ড়ো! রাক্ষ[illegible] দিদিরে, সাম্‌নে এগিয়ে পড়, অনেক নধর ন[illegible] মানুষ পাবে, দিনরাত রক্ত চুষো।

উর্ব্ব। তুমিও তো মানুষ, তুমি ত কুম্‌ড়ো নও!

সদা। তোমরা জান না, তপোবনের কুম্‌ড়োই এ[illegible] রকম!

উর্ব্বশী। আহা, আমরা কুম্‌ড়ো বড় ভালবাসি! চ[illegible] দিদি, নিয়ে যাই, ছেঁচ্‌কি ক'রে খাব।

সদা। না, না, আমি তিত্‌কুমড়ো! একখানা কু[illegible] মুখে দিলে সাত দিন মুখের তেতো ছাড়্‌বে না[illegible] নইলে মুনির বাচ্ছারা ছেড়ে দেয়, এত দি[illegible] মোরব্বা বানাতো।

উর্ব্বশী। আচ্ছা তিত্‌কুমড়ো, বল দেখি, এখা[illegible] বিশ্বামিত্রের আশ্রম কোথা?

সদা। এই পূর্ব্বমুখো এক দৌড়ে যেখানে পঁহুছিবে সেইখানে।

ঘৃতাচী। দিদি, তরুলতার মনোহর শোভা দে'খে[illegible] বুঝতে পাচ্ছ না—এই তপোবন?

উর্ব্বশী। হাঁ, হাঁ, এই তোমার মনচোরা বিশ্বামিত্রের তপোবন।

মেনকা। আহা, ঐ না পুষ্কর সরোবর! এস, আমরা পুণ্যময় পুষ্করতীর্থে স্নান ক'রে যাই।

উর্ব্বশী। কুমড়োঠাকুর, আমরা যাচ্ছি গো!

সদা। হাঁ, আস্তে আস্তে গুটি গুটি চ'লে যাও। আবার পানে চাইলে চোখ কাণা হবে।

[মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রস্থান।

(উত্থিত হইয়া) না, রাক্ষসী নয়। রাক্ষসী হ'লে, ঘাড়টা চেপে এক কামড় না দিয়ে ছাড়্‌তো না। তপোবনে তো নানা রকম আম্‌দানী হয়, এই মজাতেই রাজ্য ছেড়ে আছে।

[সদানন্দের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*:—

পুষ্কর-সরোবর।

মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের জলবিহার।

(গীত)

চল্ লো চল্ মৃণাল-ভুজে কেটে জল।
হেসে হেসে জলে ভেসে, গরব না করে কমল॥
সলিলে কর্‌লে কেলি, নলিন অধরা,
মত্ত হয়ে গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌বে ভ্রমরা,
ঢাক্‌বো আঁচলে বদন, ভ্রমরা হবে বিকল॥
রঙ্গ ক'রে অঙ্গে ঠেকে তরঙ্গ খেলে,
হিল্লোলে গা দোলে, ঢ'লে পড়ি লো হেলে,
থাকিস্ সাবধানে, উথ্‌লে জল যায় কানে কানে,
ডুব্ দিলে, সই, থই পাবিনে, উপর উপর ভেসে চল্॥

উর্ব্বশী। ঐ বুঝি বিশ্বামিত্র আস্‌ছে, ও দিকে চেয়ো না, ফিরে স্নান কর, আ মর্, স'রে যাই।

ঘৃতাচী। দেবরাজ বলেছেন, যদি বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ কর্‌তে পার, তাঁর গলদেশের মালা তোমায় পারিতোষিক দেবেন।

মেনকা। সখি, বিশ্বামিত্র যদি আমায় পায় স্থান দেন, আমি দেবরাজের শচী হবার বাঞ্ছা করি না। আমি বিশ্বামিত্রের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ হয়েছিলেম। দেখ দেখ, কি তেজঃপুঞ্জ পুরুষ।

উর্ব্বশী। হাঁালা, তুই অপ্সরার নাম ডোবালি যে! সাধের প্রাণে বেড়ি প'র্‌লি? তুই দেব-কুসুমের ভ্রমরী হয়ে নরের অনুরাগিণী হ'লি?

মেনকা। সখি, পাও নাই প্রেমের আস্বাদ,
তাই হেন কহ বাণী।
কাম-পিপাসায় বারি অপ্সরা ত্রিদিবে।
ভোগ্যাকায় প্রেমহীন দেবতা-সেবায়;
অথবা যে নর,
পুণ্যবলে আসে স্বর্গ-স্থলে
ভোগতৃষ্ণা পূর্ণ হেতু,
বাধ্য মোরা সেবিতে তাহায়।
ছিঃ ছিঃ, হয় মনে ঘৃণার উদয়।
স্বর্গ-সুখ—প্রেমহীন কামক্রিয়া!
প্রণয়ের বিরল আস্বাদ—
পেতে সাধ হ'তেছে হৃদয়ে;
পূজি বিশ্বামিত্র, চিত্ত তৃপ্ত করিব, স্বজনি!

উর্ব্বশী। আচ্ছা, ভাই! বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি সাধ মিটোও, তোমার এক কাজে দু'কাজই হবে। তোমার সাধও মিটবে, আর বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ কর্‌তে পার্‌লে, দেবরাজও তোমায় পুরস্কার প্রদান কর্‌বেন। আমরা তোমার মত প্রেম শেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌বো, তাতে দেবরাজের প্রিয় হ'তে পার্‌বো। নাও, নাও, অমন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাক্‌লে কি পুরুষ বশ হয়? সলিলে তোমার অনাবৃত রূপরাশি দেখে, এখনই বিশ্বামিত্র এসে তোমার পায়-হাতে ধর্‌বে। চল্ লো আমরা যাই; ওঁর মাটীতে বেড়ান সাধটা মিটে আসুক।

[মেনকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। আমার যশঃ-সৌরভ ভুবন-ব্যাপ্ত—অবশ্যই বশিষ্ঠের মনে ঈর্ষা জন্মেছে। এই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেই "নমো নারায়ণায়" ব'লে সাম্‌নে দাঁড়াবো, তাকেও নমস্কার কর্‌তে হবে। বুঝ্‌বে, আমি কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি কামজয়ী পুরুষ, সঙ্গে স্ত্রীসত্ত্বেও কামবিরত। এইবার পুনরায় কঠোর তপস্যায় রত হ'লেই ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিত্ব-প্রদানে বাধ্য হবেন। (সহসা পুষ্করে মেনকাকে দেখিয়া) এ্যাঁ, ও কে! যেই হ'ক না, আমি স্নান ক'রে চ'লে যাই। এ্যাঁ, পরম সুন্দরী! এমন সুন্দরী রমণী তো কখনও দেখি নাই! একাকিনী পুষ্করে স্নান কর্‌তে এসেছে! কে সুন্দরী? আর যেই হ'ক, আমি স্নান ক'রে যাই, আমার অত প্রয়োজন কি? না, জিজ্ঞাসা করি না, কে? সংবাদটা নিই না, তাতে আর দোষ কি? সুকেশিনী, গুরু-নিতম্বিনী! যেরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব, বোধ হয়, মুখমণ্ডল সেইরূপ লাবণ্যপূর্ণ!

মেনকা। তেজঃপুঞ্জ তাপস, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। মরি মরি,
জল-বিহারিণী, কে তুমি রমণী,
নলিনীনয়না নলিনী-লাঞ্ছিত তনু!
কৃপা করি কহ, লো সুন্দরি,

কোথায় আবাস তব?
বিশ্বামিত্র রাজর্ষি আমার নাম।

মেনকা। মেনকা দাসীর নাম, শুন তপোধন,
জাতিতে অপ্সরা, আসিয়াছি ধরা,
স্নান হেতু পুষ্কর-সলিলে।
কিঙ্করীরে কর, ঋষি আশীর্বাদ,
পূর্ণ যেন হয় মনসাধ।
আজ্ঞা কর, যাই ফিরে নিজ বাস।

বিশ্বা। লো সুন্দরি, কৃপা করি
শুন মম কাতর বচন।
হেরি তব অমল বদন
হয় মম প্রেম আকিঞ্চন,
বাসনা পূরাও, কৃশোদরি!
তপের প্রভাবে, অতুল বৈভবে
যতনে রাখিব সদা।
পূরাও কামনা,
এস সাথে, করো না বঞ্চনা,
অদূরে আশ্রম মম।

মেনকা। প্রভু, আমায় বড় সঙ্কটে ফেল্‌লেন। আপনার বাক্যই বা কিরূপে লঙ্ঘন করবো, আর স্বর্গে না ফিরে গেলে,দেবরাজ ক্রুদ্ধ হবেন। আমার সঙ্গিনীরা সব ফিরে গেছেন।

বিশ্বা। কে ইন্দ্র? চিন্তা করো না; তুমি জান না, আমি ইন্দ্র সৃষ্টি করি। আজ রজনীতে আমার প্রভাব তোমায় দেখাব—কিরূপ উজ্জ্বল গ্রহ-তারা সৃষ্টি করেছি! প্রতি নক্ষত্রে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ; তবে বহুদূরে স্থাপিত, তাই ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয়। নূতন স্বর্গ আমার সৃষ্ট। ইন্দ্রের ভয় করো না। ইন্দ্র আমার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত—পাছে তারে স্বর্গচ্যুত ক'রে অপর ইন্দ্র আমি স্থাপন করি। এস, এস।

মেনকা। যে আজ্ঞে, চলুন।

বিশ্বা। সাবধানে ওঠ,পায়ে কিছু না লাগে! স্থানটা বড় প্রস্তরময়, চল্‌তে ক্লেশ হবে, যদি অনুমতি কর, আমি তোমায় বহন ক'রে লয়ে যাই।

মেনকা। আমি কি এতদূর স্পর্দ্ধা করতে পারি যে, আপনি আমাকে বহন করবেন?

বিশ্বা। দোষ কি? দোষ কি? (বাহু প্রসারণ। এমন সময়ে দূরে কলসী-কক্ষে সুনেত্রাকে আসিতে দেখিয়া, স্বগত) আঃ, এখন আবা সুনেত্রা এই দিকে আসছে!

মেনকা। প্রভু, কি দেখছেন?

বিশ্বা। শোন, শোন, যে স্ত্রীলোকটি কলসী-কক্ষে আস্‌ছে, ওর সঙ্গে এ সব কথার কোন প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাসা করলে বলো, সাধ হয়েছে, পুষ্করে স্নান ক'রে ঋষির সেবা করবে। এ সব কথা কিছু বলো না, ও আমার স্ত্রী। আমি আজই কৌশলে ওকে স্বদেশে প্রেরণ করবো। আমি যেরূপ বলি, তুমি সায় দিও।

মেনকা। প্রভু, দেখছি, উনি তপস্বিনী, উনি তো আমার প্রতি বিরূপা হবেন?

বিশ্বা। না, না, ওকে এ সব কথা বল্‌বো কেন? দেখ না, আমি কৌশল কচ্ছি।

(সুনেত্রার প্রবেশ)

আর কেন তুমি বারি হেতু আগমন করেছ? আমি কমণ্ডলুতেই জল নিয়ে যেতেম, আমার তো বারির অধিক প্রয়োজন হয় না।

সুনেত্রা। প্রভু, এক কলসী জল নিয়ে যাব, তাতে আর ক্লেশ কি?

বিশ্বা। তোমার ক্লেশ হয় না, আমার ক্লেশ হয়। ভাবি, রাজরাণী তপোবনে তপঃক্লেশে আর কত দিন এরূপে থাক্‌বে! আর আমার তো এক রকম কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে; দু'দশ দিন তপস্যা করলেই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করবো। তার পরেই রাজ্যে ফিরবো। তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও, আর তোমার কষ্ট করবার আবশ্যক নাই। আমার সেবা করা তো তোমার হয়েছে, আমি তো তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন,আমি তো তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন। (মেনকার প্রতি) এস, এস তপোবন দেখবে এস।

সুনেত্রা। প্রভু, ইনি কে?

বিশ্বা। কে একজন বিদেশী রমণী, সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে পুষ্করে স্নান করতে এসেছিল, সঙ্গিনীরা সব ফেলে চলে গেছে, বিপদে পড়েছে। আহা, অনাথা! আশ্রমে দুই একদিন আশ্রয় দিই, যখন আশ্রম বেঁধে রয়েছি, অনাথাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, কি বল? (মেনকার প্রতি) এস গো এস, চিন্তা নাই, দু'দশ দিন

হেথায় থাক্‌তে পার্‌বে, তার পর তোমার লোক বাড়ী থেকে এসে নিয়ে যাবে। এস, এস।

সুনেত্রা। প্রভু—

বিশ্বা। কি বল্‌ছ? আমার সেবা? তা ইনিই দিনকতক চালিয়ে দেবেন; কেমন গো, তুমি পার্‌বে না? পার্‌বেন বল্‌ছেন। আর আমি তপস্বী, আমার সেবাই বা কি, সেবাই বা কি! আর দেখ, তোমার বনবাসের ক্লেশ আমি আর সহ্য কর্‌তে পাচ্ছি নে। তোমার ক্লেশ দেখে আমার তপ ভঙ্গ হয়। আজই তুমি রাজধানীতে যাবার জন্ত প্রস্তুত হও। (জনান্তিকে মেনকার প্রতি) কি ভাবছ? আমি আজই ওরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি নিঃশঙ্ক-মনে এস।

[মেনকা ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সুনেত্রা। মা গো, মা মহামায়া! এ কি ঘোর মায়ায় আমার পতিকে আবদ্ধ কর্‌লে। কি হলো, তপ জপ যে সমস্ত বিফল হবে! কি উপায় কর্‌বো! আমি কদাচ অবাধ্য হব না; আমি কুটীর পরিত্যাগ করবো; কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী, যেরূপে এই ঘোর মোহ দূর হয়, সে কার্য্য সাধন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি অবলা রমণী, কি উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ হবে? (যুক্তকরে; মা শিবরাণি, যোগিনি, যোগসিদ্ধি-প্রদায়িনি, দেব-দেব মহাদেবের যোগসঙ্গিনি! নন্দিনীকে শিক্ষা দাও, কি উপায়ে পতিকে কামকলার হস্ত হ'তে উদ্ধার করবো! বোধ হয় দেব-প্রেরিতা) মোহিনী, মায়াবিনী, মুগ্ধকারিণী, প্রভুকে মুগ্ধ করেছে। রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে কি এ কঠোর তপস্তা সকলই বিফল হলো! মা জগদম্বে, আশ্রিতা দুহিতাকে পদ-ছায়া প্রদান কর।

(বেদমাতার প্রবেশ)

। কেন, মা, তুমি হেথায় অনাথিনীর স্তায় ব'সে রয়েছ?

[ত্রা]। মা, স্নেহময়ি, মধুরহাসিনি, তুমি কে মা?

। তুমি কি জান, মা? আমার পরিচয় দিলে কি চিন্‌তে পার্‌বে?

[ত্রা]। তুমি কোথায় থাক, মা?

বেদ। আমার চারুটি ছেলে, সকলের কাছেই থুরি। যে সে আমার বাছাদের ধ'রে নিয়ে যায়, আর গালমন্দ করে। বলে—তুই এই! তুই হেন! তুই তেন! আহা, বাছাদের আমার বড় সরল প্রাণ! কুটিল লোকে কুটিল ভেবে গাল দেয়।

সুনেত্রা। তোমার ছেলেগুলি কি করে, মা?

বেদ। তাদের বড় সাধ, লোকশিক্ষা দেওয়া; তা কে শিখ্‌বে বল? ভোগসুখের কামনাই সবার; শেখ্‌বার কামনা কার আছে বল, মা?

সুনেত্রা। তারা কি করে?

বেদ। গান করে, বিধান দেয়, মন্ত্র পড়ে, হোম শেখায়।

সুনেত্রা। তোমাদের ছেলেদের নাম কি বল, মা? আমি তাদের কাছে যাব।

বেদ। আমার ছেলেদের নাম সাম, যজু, ঋক্‌, অথর্ব্ব। তুমি তাদের কাছে যেতে চাচ্ছ, গিয়ে কি কর্‌বে?

সুনেত্রা। মা, আমার স্বামীর চিত্তমালিন্ত জন্মেছে, এর কি প্রায়শ্চিত্ত, আমি শিখ্‌বো। আমি সহ-ধর্ম্মিণী, আমি কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে আমার স্বামী মোহমুক্ত হন।

বেদ। এ জন্ত তাদের কাছে যাবে কেন? আমিই তোমায় ব'লে দিচ্ছি; আমি জানি না, মা, আমি তাদের প্রসব করেছি? আমি সব জানি।

সুনেত্রা। মা, যদি জান, আমায় ব'লে দাও, আমার নির্ম্মল স্বামী—কেন তাঁর চিত্ত কলুষিত হলো?

বেদ। মা, দুরন্ত কলুষের বহু সহায়। প্রধান সহায় ঐশ্বর্য্য। সকলরূপ ঐশ্বর্য্যই সহায়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যোগ-ঐশ্বর্য্য উচ্চ হৃদয়কে প্রতারিত করে। ঐ যোগ-ঐশ্বর্য্যে তোমার স্বামী প্রতারিত হয়েছেন। তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মেছে যে, তিনি তপঃসিদ্ধ—এই তাঁর পতনের কারণ। তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মেছিল, তিনি কামজয়ী মহাপুরুষ, কিন্তু দর্পহারী তো কারো দর্প রাখেন না, সেই জন্তই তাঁর পতন। কিন্তু চিন্তিত হয়ো না, তিনি আশ্রিত-রক্ষার ফলে যোগসিদ্ধ হবেন। তুমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, তোমার পবিত্রতায় তিনি পবিত্রতা লাভ কর্‌বেন। মা, বাসনা ভোগ ব্যতীত পূর্ণ হয় না। সকলই সময়সাপেক্ষ। বহু দিন

তোমার স্বামী ভোগে রত থাকেন, তত দিন তুমি নির্জ্জনে দুর্গার আরাধনা কর।

সুনেত্রা। আমি তো, মা, দুর্গার আরাধনা কিরূপ জানি না, আমায় শিখিয়ে দাও।

বেদ। শিখিয়ে আর কি দেব, অতি সহজ। মুখে নাম উচ্চারণ করাই তাঁর আরাধনা, তা অপেক্ষা তাঁর প্রিয় আরাধনা আর নাই। এস, তোমায় নির্জ্জন স্থানে লয়ে যাই।

সুনেত্রা। মা, কিরূপে জান্‌বো যে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে? আমার স্বামীর হৃদয়-মালিন্য দূর হয়েছে?

বেদ। স্বয়ং লোকপাবন অগ্নিদেব তোমায় মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ব'লে দেবেন। যখন তোমার স্বামীর হস্তের হবি তিনি পুনরায় গ্রহণ কর্‌বেন, তখন জান্‌বে, তিনি নির্ম্মলত্ব লাভ করেছেন।

সুনেত্রা। মা, ও রমণী কে? যে আমার স্বামীকে কলুষিত করেছে?

বেদ। ও অপ্সরা মেনকা, ইন্দ্রের আদেশে মদন মেনকাকে তোমার স্বামীর অনুরাগিণী করেছেন।

সুনেত্রা। মা, দেবতাদের কি হীন কার্য্য!

বেদ। বৎসে, সংসার মহামায়ার শক্তিচালিত, কর্ম্মক্ষেত্রে ধার্ম্মিক রাজার প্রয়োজন। মেনকার গর্ভে তোমার স্বামীর ঔরসে যে কন্যা জন্মগ্রহণ কর্‌বে, সেই কন্যার পুত্র ভরত, তার পুণ্যবলে এই ধর্ম্মক্ষেত্রকে ভারতবর্ষ নামে জগদ্বিখ্যাত কর্‌বে। চল মা!

সুনেত্রা। তুমি কে মা?

বেদ। যে হই, সে তত্ত্বের আবশ্যক নাই. তুমি নিজ কার্য্যে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বশিষ্ঠের আশ্রম।

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, অতি কঠোর যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হও; অতি কঠোর যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণায় আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু তোমায় একমাত্র সান্ত্বনা প্রদান করি, তোমার পতি পাপমুক্ত। কামধেনুর লোভে ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মতেজ-প্রয়োগে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র নাশ করেছিলেম, এই জন্যেই এই কর্ম্মফলভোগ দ্বারা আমি মহাপাপমুক্ত। মহামায়ে, তুমি দারুণ মোহ বন্ধনে জীবকে আবদ্ধ রাখ, আবার নির্ম্মম হয়ে স্নেহ-ডোরী ছেদ কর। লীলাময়ি, ইচ্ছাময়ি, তোমার সংসার, তোমার অধিকার, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, মা! এ দেহবন্ধন ছেদন ক'রে আমাকে মুক্ত কর। মা গো, কি দারুণ শেলাঘাত কর্‌লে, কি দারুণ শেলাঘাত কর্‌লে!

অরুন্ধতী। প্রভু, প্রভু, বলুন, কি ঘোর বিপদ্-ঝটিকা প্রবাহিত হয়েছে—যাতে মেরুসদৃশ অটল হৃদয় বিকম্পিত! প্রভু, বলুন. দারুণ সন্দেহে আমার হৃদয় আকুলিত কর্‌বেন না, আমার হৃদয়ে ঘোর হাহাকার উত্থিত!

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, রোদন কর, রোদন কর, রোদনই একমাত্র সান্ত্বনা, এ দারুণ যন্ত্রণার অন্য সান্ত্বনা নাই।

অরু। প্রভু, বলুন, বলুন, কি ভয়ঙ্কর আশঙ্কাচ্ছায়া আমার হৃদয়ে নিপাতিত ক'চ্চেন! আমার শক্ত্রি তো মঙ্গল? আমার মানা উপেক্ষা ক'রে সে অতি কুক্ষণে যাত্রা করেছে!

বশিষ্ঠ। সতি, জীব প্রারব্ধে আবদ্ধ! শক্ত্রি তোমার মানা উপেক্ষা করে নাই। প্রারব্ধ তারে কুক্ষণে লয়ে গিয়েছে।

অরু। তার কি কোন অমঙ্গল ঘটেছে?

বশিষ্ঠ। এখন সে সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের অতীত, সাংসারিক মঙ্গলামঙ্গল আর তারে স্পর্শ কর্‌বে না।

অরু। প্রভু, প্রভু, আমার শক্ত্রি কি নাই?

বশিষ্ঠ। আর আমাদের নাই, প্রারব্ধ-নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেছে।

অরু। হা জগদীশ্বরি! কি কর্‌লি, কি হলো! প্রভু, এ দারুণ শোকে কি ক'রে জীবন ধারণ কর্‌বো?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, প্রস্তরবৎ হও। সংসার শোকজননী, শোকতাপই সংসারের শিক্ষা; সংসার-স্পৃহা যেরূপ বলবান্, শিক্ষা সেইরূপ কঠিন। আরও উৎকট সংবাদের জন্য মন বাঁধ।

অরু। কি, কি, আমার অন্য পুত্রেরা কোথায়?

বশিষ্ঠ। পাপের পরিণাম অতি বিস্তৃত, ব্রহ্মতেজ অপব্যয় ক'রে সেই তেজে আপনাকে দগ্ধ হ'তে হয়। আমি বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে সেই তেজ অপব্যয় করেছি। সেই তেজ অপব্যয় ক'রে তোমার পুত্র, রাজা ত্রিশঙ্কুকে অভিশাপ দিয়েছিল; রাজা কল্মাষপাদকে অভিশাপ দিয়ে স্বয়ং বিনষ্ট হলো, নিজ ভ্রাতৃগণের উচ্ছেদসাধন করলে। রাজা কল্মাষপাদ শক্তির অভিশাপে রাক্ষস হয়ে সকলকে ভক্ষণ করেছে।

অরু। প্রভু, প্রভু, আশ্রিতাকে পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন; যোগ-শক্তি-বলে আমার পুত্রগণকে পুনরর্পণ করুন। আপনার ইচ্ছা হ'লে, যমরাজ কখনই তাদের নিজপুরে রক্ষা করতে সমর্থ হবে না; তারা শরীর ধারণ ক'রে মা ব'লে আমার নিকট আসবে।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, আমায় প্রলোভিত করো না। স্থাপিত নিয়ম-বিরুদ্ধে শক্তি-চালনের উপদেশ দিও না। সত্য, ব্রহ্মশক্তিবলে পুনরায় আমি তাদের ধরাতলে লয়ে আসতে সক্ষম; কিন্তু বিশ্বনিয়ম পরিবর্ত্তিত হবে—যে নিয়মে সৃষ্টি-স্থিত-লয় পরিচালিত, ও যাহা কল্পে কল্পে পরীক্ষায় হিতকর—সেই নিয়মের বিপর্য্যয় উৎপন্ন হবে।

অরু। সে রাক্ষস কোথায়? তারে বধ করুন, আমার কথঞ্চিৎ যন্ত্রণা দূর করুন।

বশিষ্ঠ। না, সাধ্বি, কল্মাষপাদের শাপমোচন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জগতে প্রচার করবো। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি, যদ্যপি তারা জানতো যে, ব্রাহ্মণ কি কঠোর নিয়মাধীন, ভোগসুখ-বর্জ্জিত হয়ে দিবা-রাত্র কি কঠোর সাধন তার কর্ত্তব্য, আততায়ী শত্রুর প্রতিও কিরূপ দয়া প্রকাশ তার উচিত, কিরূপ ক্ষমতাশীলতা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব,—এ সংবাদ যদি অন্য বর্ণাশ্রম অবগত হ'ত, তা হ'লে কদাচ ব্রাহ্মণ হবার কামনা করত না। আমি ব্রাহ্মণ, ভাগ্যফলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেছি, ক্ষমাই আমার একমাত্র পরিচয়। বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধে তুমিই আমায় সেই ক্ষমাশিক্ষা প্রদান করেছ, এখন বিপরীত উপদেশ প্রদানে স্বামীর ব্রহ্মশক্তি হ্রাসের ইচ্ছা প্রকাশ করো না। অতি চঞ্চল মন,—পুত্র-শোকে তোমার উত্তেজনায়—উত্তেজিত না হয়, ধৈর্য্যাবলম্বনে শোক সংবরণ কর। পরম শত্রুরও অহিত কামনা বর্জ্জন কর। তোমার উপদেশে আমি ব্রহ্মতেজ সংবরণ করায় বংশরক্ষা হয়েছে, পিতৃলোকের পিণ্ডস্থল হয়েছে। বধূমাতা গর্ভবতী, সেই গর্ভে তোমারই পুণ্যে মহাঋষির উদ্ভব হবে। এস, আমি ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হব, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, এস, আমার সহায়তা করবে।

অরু। প্রভু, আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু পুত্র-শোকে আমি বড়ই কাতরা।

(বেগে অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ)

অদৃশ্যন্তী। পিতঃ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, এ দুরন্ত রাক্ষস আমার জীবন সংহারার্থে আগত।

(রাক্ষসবেশী কল্মাষপাদের প্রবেশ)

কল্মাষ। দাঁড়া বশিষ্ঠ, তোর শত পুত্র খেয়েছি, তোরে খাব, তোর স্ত্রীকে খাব, তোর পুত্রবধূকে খাব! হা-হা—হা-হা!

বশিষ্ঠ। রাজা কল্মাষপাদ, আমার বাক্যে তোমার ব্রহ্মশাপমোচন হোক্!—দুরন্ত কিঙ্কর রাক্ষসের প্রভাব তোমা হ'তে অপসৃত হোক্!—তুমি পূর্ব্বপ্রকৃতি ধারণ কর। (কমণ্ডলুর জল নিক্ষেপ)

কল্মাষ। (পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া) এ কি! এ কি! আমায় কি পিশাচে আচ্ছন্ন করেছিল? হে ব্রাহ্মণ, হে তপোধন, তুমিই ধন্য! জগতে ব্রাহ্মণই প্রত্যক্ষ দেবতা! ঈশ্বরের ক্ষমা-শক্তি ব্রাহ্মণরূপে জগতে অবতীর্ণ। হে ব্রাহ্মণ, তোমার পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র! ক্ষমাগুণে তুমি ত্রিলোকপূজ্য, তুমি দেবপ্রিয়, দেবমান্য! তুমি সৃষ্টি-শক্তিতে ব্রহ্মা, পালন-শক্তিতে বিষ্ণু, তোমার সংহার-শক্তি দেবদেব মহাদেবতুল্য; কিন্তু তোমার ক্ষমা-শক্তির তুলনা ত্রিসংসারে নাই! হে বশিষ্ঠদেব, হে জ্ঞানবান্, হে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ, তোমার পাদপদ্মে সহস্র প্রণিপাত করি! প্রভু, কৃপায় আদেশ করুন, এ দাস রাক্ষস-প্রকৃতিতে নরহত্যা-জনিত-পাপে কিরূপে ত্রাণ পাবে? আপনার শতপুত্র বিনাশ করেছি, এই অনুতাপে

আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে! এ দারুণ অনল কিরূপে শীতল হবে?

বশিষ্ঠ। মহারাজ, শঙ্কা দূর কর, সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত সিদ্ধাশ্রম ভ্রমণ ক'রে স্বরাজ্যে গমন কর, তুমি পাপমুক্ত হবে। অন্তে বৈকুণ্ঠলাভ করবে!

কল্মাষ। কৃপাময়, তুমিই ধন্য! জয়, বশিষ্ঠদেবের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

বন।

অগ্নিকুণ্ড-সম্মুখে সুনেত্রা।

সুনেত্রা। কৈ, অগ্নিদেব তো মূর্ত্তিমান্ হয়ে দর্শন দিলেন না! ভাল, আমি আমার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আমার দেহ আহুতি প্রদান করি। অগ্নিস্পর্শে আমার দেহ পবিত্র হ'লে তাঁর দেহ অপবিত্র থাকবে না। আর যখন স্বামীর কার্য্য উদ্ধার হ'ল না, তখন এ দেহের প্রয়োজন কি? অগ্নিতে প্রবেশ করি। অগ্নিদেব, তোমার পবিত্র মুখে তনয়ার দেহ গ্রহণ কর।

(অগ্নিতে ঝম্পপ্রদানের উদ্যোগ ও অগ্নির আবির্ভাব)

অগ্নি। মা, তোমার কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে! আমি তোমার স্বামীর হোমে আবির্ভূত হয়ে হবি গ্রহণ করবো। তুমি আর তোমার স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করো না, তুমি স্বরাজ্যে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান কর! তুমি বিদ্যামায়ার সহচরী, পৃথিবীতে যে রমণী তোমার আদর্শ গ্রহণ ক'রে, স্বামীর উচ্চপথে সহায় হবে, সে ভাগ্যবতী অন্তকালে বৈকুণ্ঠে বাস করবে।

সুনেত্রা। পিতা, পিতা, দাসীকে কৃতার্থ করেছেন। কিন্তু চরণে নিবেদন, রাজ্যের অধিকারী মহারাজের শিশু পুত্র মধুষান্দ। সে রাজ্য আমি কিরূপে দান করবো?

অগ্নি। মা, তোমার পুত্র এখন রাজপুত্র নয়—ঋষিপুত্র, সুসন্তান। শিক্ষার্থে তোমার ননান্দ্-তনয় ঋচীকের পুত্র জমদগ্নির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে আমি তারে ব্রহ্মজ্ঞান দিবার নিমিত্ত আমার নিকট আনয়ন করবো। রাজ্যদানে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। তোমার পুত্র হ'তে ক্ষত্রিয়কুল রক্ষা হবে!

সুনেত্রা। পিতঃ, জ্ঞানহীন কন্যাকে বলুন, ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের কারণই বা কে আর আমার পুত্রই বা সে কুল কিরূপে রক্ষা করবে?

অগ্নি। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকুল পীড়িত হওয়ায় রোষে একবিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া ক'রবেন। তোমার পুত্র ঋষিত্ব লাভ ক'রে সে কুল রক্ষা ক'রবে। স্বজন-স্নেহে পরশুরাম তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা ক'রবেন না।

সুনেত্রা। প্রভু, ব্রাহ্মণবংশে এরূপ কঠোর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাচারী পুত্র কিরূপে জন্মগ্রহণ ক'রবে?

অগ্নি। শুভে, চরু বিনিময়ে! এ সকল সংবাদ তুমি পশ্চাৎ অবগত হবে।

(অগ্নির অন্তর্দ্ধান)

সুনেত্রা। পিতঃ, শ্রীচরণ-কমলে দাসীর শত সহস্র প্রণাম।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*:—

বিশ্বামিত্রের আশ্রম।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। তাইতো, পূর্ণ গর্ভবতী! পরিচর্য্যার জন্য কোন স্ত্রীলোক তো নাই, তা আমিই পরিচর্য্যা ক'রবো; কয় দিন না হয় ধ্যানাদি বন্ধ রাখবো।

(মেনকার প্রবেশ)

একি, তুমি শয়ন না ক'রে হেথায় এলে কেন?

মেনকা। বোধ হয়, আমার প্রসব-সময় উপস্থিত, কোন বৃক্ষ-মূলে জঠরের কণ্টক উদ্ধার করি।

বিশ্বা। সে কি, আশ্রম ছেড়ে তরুমূলে কোথায় যাবে? না না, কুটীর ত্যাগ করো না।

মেনকা। কি বলছ? কুটীর অপবিত্র হবে!

বিশ্বা। কি অপবিত্র—প্রক্ষালন করলে সব পরিষ্কৃত হবে। যাও, যাও, কুটীরে যাও। আমি সূতিকা-গৃহের প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদি আহরণ ক'রে লয়ে যাই।

মেনকা। কাষ্ঠের প্রয়োজন কি? আমরা অপ্সরা, আমরা মানবী-নিয়মে সন্তান প্রসব করি না।

বিশ্বা। তা না হোক, এখন যাও যাও; শয়ন কর গে, শয়ন কর গে।

[মেনকার প্রস্থান।

বড়ই উদ্বেগ। সরলা স্ত্রীলোক, কিছুই বোঝে না. প্রসবকাল স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই সঙ্কট-সময়। ঐ না কে আসছে? ওকে জিজ্ঞাসা করি, সূতিকাগারে পরিচর্য্যার নিমিত্ত হেথায় কোন স্ত্রীলোক পাওয়া যাবে কি না। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) এঁ্যা, সেই বালক না!

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

বিশ্বা। কি হে ছোকরা, বহুদিন যে তোমায় দেখি নাই, তুমি আর এস না কেন?

ব্রহ্মণ্য। কি ক'রে আসবো, তোমার গায়ে যে বৃদ্ধ ছাগের ন্যায় দুর্গন্ধ!

বিশ্বা। কি হে, আমি চন্দন লেপন ক'রে রয়েছি, আর তুমি বলছ দুর্গন্ধ!

ব্রহ্মণ্য। অঙ্গে চন্দন লেপন করেছ, আর মন মল-মূত্র-শোণিতে হাবুডুবু খাচ্চে! দেশে ফিরে যাও, দেশে ফিরে যাও; কেন তপস্বীর ভাণ ক'রে র'য়েছ? আমার সরল প্রাণ, কপটতা দেখ্‌তে পারি না!

বিশ্বা। কি, কি, আমি কপট?

ব্রহ্মণ্য। কপট আর কারে বলে? রাজা ছিলে, রাজ্যে থাকলে সহস্র পত্নী গ্রহণ করলে কে কি বলতো? এখন তপস্বী হয়েছ, কুটীরবাসী হয়েছ, সন্তানের কাঁথা সেলাই করবে। উনি আবার ব্রহ্মর্ষি হবেন!

বিশ্বা। কি, কি, কি ব'লে বালক! হায়, হায়, কি হলো! আমি কি ছিলেম, কি হ'লেম! আমি নারীর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেম, আমি লোকসমাজে উপহাসভাজন হলেম, আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হ'লো! ধন-জন-রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে কাননে এসে সংসারী হলেম!

ব্রহ্মণ্য। ও এক রকম মন্দ নয়, ও এক রকম মন্দ নয়! এই সন্তান হবে; ঘটা ক'রে অন্নপ্রাশনের আয়োজন করবে, এই দশ জন ঋষি-তপস্বী আসবে, আমিও এসে ফলার ক'রে যাব। তোমার তো তপোবলে কিছুরই অভাব নাই. যা মনে করবে, তাই হবে! যেমন সুমিষ্ট ফলমূল প্রস্তুত করেছ. সুন্দর পুষ্প সৃষ্টি করেছ, তেমনি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন সৃষ্টি ক'রো, আমরা সব ফলার করতে এসে তোমার সন্তানকে আশীর্বাদ ক'রে যাব!

বিশ্বা। জ্ঞানদাতা, কে তুমি? কে আমায় মোহ-অন্ধকার হ'তে উদ্ধার করতে এসেছ?

ব্রহ্মণ্য। কে আমি, কে আমি? কে তুমি, আগে চেন, কে আমি তার পর চিনবে। আমায় চিন্‌লেই হ'ল! দিনকতক চোখ বুজে ধ্যান ক'রে, যোগশক্তি নিয়ে বাহাদুরী দেখিয়ে—ও কে, সে কে—সব চিনে নেবেন! আপনাকে চেনেন না, অন্যকে চিনবেন!—বুড়ো মিন্সের আক্কেল নাই।

(গীত)

আপ্‌নাকে চেন আগে, চিনবে আমায় তার পরে।
দেখ্‌ছ কি এদিক্ ওদিক্, দেখ কে আছে ঘরে॥
গরবে চোখ ঢেকেছ, মুখে তাই পাঁক মেখেছ,
দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ;
মনের ভুলে মূল খোয়ালে. কাচ নিলে সোনার দরে॥
মনকে ঠেরো না আঁখি, বুঝলে কি আঁখির ফাঁকি?
মিলে আঁখি, ভাব দেখি, আছে কি বাকী!
অকূলে আর ভেসো না, ওঠ কূলে জোর ক'রে॥

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

বিশ্বা। আমি কি মোহান্ধ! এই বালক আমার ইষ্টদেবতা নিশ্চয়; আমায় কৃপায় দর্শন দিয়েছেন। আমি সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করলেম; আমি পলিতকেশ, পলিতশ্মশ্রু হয়েছি; কিন্তু বালকের যে কিশোরমূর্ত্তি দর্শন করেছি, সেই কিশোরমূর্ত্তি আজও আছে। আমি এতেও

চিন্‌তে পার্‌লুম না! আমি কি হ'লেম, কি কচ্চি! তপস্যা কর্‌তে এসে নারীর প্রেমে আবদ্ধ হ'লেম!

(কন্যা-ক্রোড়ে মেনকার প্রবেশ)

মেনকা। তুমি ভাব্‌ছিলে, এই দেখ, আমি নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হয়েছি। তোমায় তো বল্লুম—অপ্সরা-নিয়ম মানবী-নিয়মের ন্যায় নয়। চেয়ে দেখ, তোমার সুন্দরী কন্যা—চাঁদমুখে কেমন হাসি দেখ! মুখের ভাব তোমারই মত, তোমার দিকে চেয়ে র'য়েছে! একবার কোলে নাও, স্পর্শে অঙ্গ শীতল হবে, মুখ দেখে প্রাণ জুড়ুবে!

বিশ্বা। (মুখ ফিরাইয়া) সুন্দরি, স্বস্থানে গমন কর, আর আমায় লজ্জা দিও না। দেবরাজের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে! তোমায় ছলনা ক'র্‌তে প্রেরণ ক'রেছিলেন, তাঁর সে কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে!

মেনকা। প্রভু, প্রভু, আমি অপরাধিনী নই, আমি আপনাকে ছলনা কর্‌তে আসি নাই; দেবরাজও আমায় প্রেরণ করেন নাই। আমি আপনার গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে, আপনার পদ-সেবার নিমিত্ত পুষ্করে এসেছিলেম।

বিশ্বা। সুন্দরি, বুঝেছি। দেবরাজের আজ্ঞায় মদন অলক্ষ্যে তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি প্রেমানুরাগ সঞ্চার করেছিল। যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক,—কন্যা ল'য়ে গমন কর!

[প্রণামানন্তর কন্যা লইয়া মেনকার প্রস্থান।

ধন্য, ধন্য, মদন-তাড়না!
নিরাহারে, কঠোর সাধনে,
নিস্তার নাহিক পঞ্চবাণে!
দর্প খর্ব্ব হ'ল সমুদয়,—
কলঙ্ক রটিল লোকময়—
কামাসক্ত বিশ্বামিত্র অপকীর্ত্তি ভবে।
আজি হ'তে সঙ্কল্প আমার—
বিঘ্ন-বাধা করি অতিক্রম—
রব ঘোর সাধনে মগন;
হয় হ'ক শরীর-পতন,
প্রতিজ্ঞা না ভঙ্গ হবে মম।
ত্যজি এই স্থান,
নারিলাম রাখিবারে তীর্থের সম্মান।
কঠোর তুষারাবৃত হিমাদ্রি-প্রদেশে—
যথা দিবানিশি মেঘের গর্জ্জন,
ঝটিকা-তাড়ন, হীন-জ্যোতিঃ প্রভাকর—
ব্রহ্মার্চ্চনা করিব বিরলে।
উত্থান বা দেহ-বিসর্জ্জন!

চতুর্থ অঙ্ক।

—:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—০—

স্বর্গ।

ইন্দ্র ও রম্ভা।

রম্ভা। দেবরাজ, দাসীরে স্মরণ কিবা হেতু?

ইন্দ্র। শুন, শুন, রম্ভা গুণবতি,
ঘুচে বুঝি ত্রিদিব-বসতি,
বিশ্বামিত্র ইন্দ্রত্ব বা করে।
সুমেরুশিখরে—
আছে ঘোর তপস্যামগন;
তপোভঙ্গ প্রয়োজন তার,
নহে তপাগ্নিতে মজে বা সংসার।
কি জানি, কি বরপ্রার্থী কঠোর তাপস!
ত্বরান্বরি যাও, কৃশোদরি,
হানি আঁখি-বাণ, ভঙ্গ কর ধ্যান,
দেবকার্য্য করহ সাধন।

রম্ভা। দেবরাজ, শঙ্কা ভাবি চিতে,
বিশ্বামিত্র-সমীপে যাইতে;
অতি উগ্র ঋষি, মেনকা রূপসী
সশঙ্কিত রহিত সর্ব্বদা।
যে দিন তাহায় দানিল বিদায়—
করিল বর্ণনা চন্দ্রাননা—
ঝরিল অনলরাশি ঋষির নয়নে।
উগ্রমূর্ত্তি হেরি কাঁপিল সুন্দরী,
কন্যা ল'য়ে ডরে আইল পলায়ে।
শাপগ্রস্ত হব তথা করিলে গমন।

ইন্দ্র। শুন বার্ত্তা, চারুনেত্রা, নাহি তব ডর।
কৌশলে মদন, পঞ্চ বাণে
প্রণয়ে পীড়িল মেনকায়,
প্রেরিলাম বিশ্বামিত্রে করিতে ছলনা।
কিন্তু, ধনি, জান তুমি পুরুষের মন ;
প্রেমাধীনী হইলে রমণী,
সে নারে মোহিতে কভু পুরুষের চিত,
হারায় মোহিনীশক্তি বিমোহিতা নারী।
তব হৃদে প্রেম না পরশে,
তব প্রেম-ফাঁসে,
মজাইবে বিশ্বামিত্রে অনায়াসে।
আমিও যাইব,
ঋতুরাজ বসন্তে লইব সাথে,
যাহে তুষার-ছাদিত
অভ্রভেদী ভীষণ পর্ব্বতে,
সারি সারি নানা রঙ্গে ফুটিবে কুসুম
বিলাস দীপনকারী।
কোকিলের কুহুস্বরে পঞ্চমে গাহিব।
তুমি নিতম্বিনি,
নিত্য নব বিলাস-রঙ্গিণী,
ভুলাইবে বিশ্বামিত্রে পীনপয়োধরা।
অধর-সুধার আশে ব্যাকুল হইবে,
তপ পাসরিবে,
মম কার্য্য হইবে উদ্ধার।

রম্ভা। দেবরাজ, দুরন্ত সে ঋষি,
মেনকা সুকেশী কহে,
ভস্ম হবে যে যাবে নিকটে এবে তার।
তপ করে কামজয় হেতু,
যেতে তথা হৃৎকম্প হয় উপস্থিত।

ইন্দ্র। শুন, হে চারুবদনি,
অপ্সরার মধ্যে তুমি, ধনি,
তপোভঙ্গে সুকৌশলা!
এস, সুরঙ্গিণি, বিলম্ব না কর,
সন্তাপিত সুরপুরী তপের প্রভাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

হিমালয় পর্ব্বত।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। দিগম্বর, দেব স্মরহর,
দেহ বর অনাথ কিঙ্করে—
হই কামজয়ী তব নাম স্মরি!
আশুতোষ ত্রিপুরারি,
মদন-তাড়ন, প্রভু পঞ্চানন,
পঞ্চবাণে কর ত্রাণ দেবদেব!
যেন তব কৃপাবলোকনে,
তপোবিঘ্নকারিণী রমণী,
আঁখিবাণ হানি আর
পুনঃ নাহি মজায় কিঙ্করে।
কৃত্তিবাস, মাগে দাস আশ্রয় চরণে!

(দৃশ্য-পরিবর্ত্তন)

এ কি! সহসা, তুষারাবৃত এ তুঙ্গ বিজনে,
কোথা হ'তে কুসুম-সৌরভ আসে?
হেথা কেন অলির গুঞ্জন,
কেন বহে মলয়-পবন?
কোকিল পঞ্চমে তোলে তান!
এ কি হেরি, স্তবকে স্তবকে—
নানারঙ্গে কুসুম-বিকাশ!
তপোবিঘ্ন করিয়ে কামনা
নাহি জানি, কে করে ছলনা,
এ কি বিড়ম্বনা আজি পর্ব্বত-শিখরে!

(গীত গাহিতে গাহিতে রম্ভার প্রবেশ)

পিক কেন পঞ্চম তান তোলে।
ধীর সমীরে কলিকা দোলে।
কেন গুঞ্জে অলি, ঢলি কুঞ্জবনে,
সুরভি তরঙ্গিত কেন কাননে ;
কেন কাতর স্বরে, সারী ডাকিছে শুকে,
কপোত পিয়ে সুধা কপোতী-মুখে,
বিহগে বিহগী সনে খাঁয়িছে সুখে ;

সাজিয়ে লতিকা, তরু বেড়েছে ভুজে,
ঋতুরাজ আসি কেন মদনে পূজে,
বুঝি সুষমাদলে—
কামিনী কোমলপ্রাণ মজাবে ছলে ॥

রম্ভা। এ কি, পঞ্চেন্দ্রিয় রোধ ক'রে তপস্যা ক'চ্চে! আমার স্বর কি কর্ণে প্রবেশ করে নাই? আমি কথা কই। (বিশ্বামিত্রের নিকটস্থ হইয়া)
কর আঁখি উন্মীলন, ওহে তপোধন,
হের গুণমণি, আমি তপস্বিনী।
তপোবনে, এ বিজন স্থলে—
তুষার-আবৃত যাহা রহে চিরদিন—
নন্দনগঞ্জন সৃজিয়াছি সুন্দর কানন।
সাধ মনে, তাই নিবেদন করি শ্রীচরণে,
এ সুন্দর স্থানে, বিরলে বসিয়ে,
যুগলে করিব ধ্যান।
চাও, চাও, হেসে কথা কও,
সাধে নারী, কেমন কঠিন তুমি!

বিশ্বা। কে রে পাপিনি, আমার তপোভঙ্গের নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছিস্? আরে দুষ্টা, বারবিলাসিনি! প্রস্তর-মূর্ত্তিতে অবস্থান কর!

রম্ভা। প্রভু, প্রভু, আমায় কৃপা করুন, দেবরাজ আমায় পাঠিয়েছেন। আমার অপরাধ নাই, অবলা রমণী বোধে ক্ষমা করুন।

বিশ্বা। আরে দুষ্টা, তোর প্রস্তর হওয়ার আশঙ্কা কি? তোদের অন্তর প্রস্তর, নচেৎ প্রেমহীন আলাপে তোদের প্রবৃত্তি হয়? ঋষির তপোভঙ্গ কামনায় আগমন করিস্? আমার বাক্য বিফল হবে না। যত দিন না কোন সাধ্বী তোরে স্পর্শ কর্‌বে, তত দিন এই অবস্থায় তোর দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ কর্!

রম্ভা। ধিক্, ধিক্,—স্বর্গসুখে ধিক্! অপ্সরা-জীবনে ধিক্! পরাধীন জীবন! ঋষিরাজ, তুমি বিনা অপরাধে আমায় অভিসম্পাত প্রদান করেছ, যদি আমি নিরপরাধ হই, আমিও তোমায় অভিসম্পাত কচ্চি, যত দিন না আমি মুক্ত হব, তত দিন তোমার অপকীর্ত্তি জগতে ঘোষণা ক'র্‌বে। মার্জ্জনা ভিক্ষা ব্যতীত, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না।

(রম্ভার প্রস্তরাকারে পরিবর্ত্তিত হওন)

বিশ্বা। ইন্দ্র আমার প্রতিবাদী, নব স্বর্গসৃষ্টিতে ক্ষু[illegible] আমি সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ইষ্টলাভে নিশ[illegible] কৃতকার্য্য হব। ঈর্ষাই ইন্দ্রের শাস্তি, আম[illegible] উন্নতিতে অহর্নিশি ঈর্ষাতে দগ্ধ হ'ক! এ আব[illegible] কে, এ বিজন প্রদেশে আগমন ক'চ্চে?

(কল্মাষপাদের প্রবেশ)

কল্মাষ। রাজর্ষি, চরণাশ্রি[illegible] আশীর্ব্বাদ করুন আমি বশিষ্ঠদেবের [illegible] শাপমুক্ত হয়েছি আমার রাক্ষস-প্রকৃতি দূর হয়েছে।

বিশ্বা। কিরূপ?

কল্মাষ। প্রভু, বশিষ্ঠদেব মার্জ্জনা-গুণে দেবতার[illegible] দেবতা! আমার রাক্ষসত্ব প্রভাবে তাঁর শতপু[illegible] ধ্বংস ক'রে, তাঁকে সস্ত্রীক, গর্ভবতী পুত্রবধূ[illegible] সহিত, বিনাশ ক'র্‌তে উপস্থিত হ'য়েছিলেম তিনি আমায় ভস্মীভূত না ক'রে, অদ্ভুত মার্জ্জনা-গুণে, কমণ্ডলু হ'তে আমার অঙ্গে বারি সিঞ্চন ক'রে, আমার রাক্ষসত্ব দূর করেছেন। তাঁরই আজ্ঞায়, আমার রাক্ষস-বৃত্তির পাপমোচনার্থে তীর্থস্থান ও সিদ্ধাশ্রম ভ্রমণ ক'রে, এই পরম পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে রাজর্ষিকে প্রণাম কর্‌তে দাস উপস্থিত। আমার ভ্রমণ শেষ হয়েছে, আশীর্ব্বাদ করুন, স্বরাজ্যে গমন করি।

বিশ্বা। রাজা, তুমি রাক্ষসত্ব-প্রভাবে বশিষ্ঠের শত পুত্র বিনাশ করেছ, বশিষ্ঠ তা অবগত?

কল্মাষ। হ্যাঁ, প্রভু, তিনি সম্পূর্ণ তা অবগত। তিনি দারুণ পুত্রশোক হিমাদ্রির ন্যায় অটল-ভাবে সহ্য করেছেন। এই জন্য, তাঁর অদ্ভুত মার্জ্জনাগুণেই প্রশংসা ক'রে, দেবতাগণ পুষ্প-বর্ষণ করেছেন।

বিশ্বা। অদ্ভুত, অদ্ভুত, বশিষ্ঠই ধন্য! রাজা, তোমার মঙ্গল হ'ক! স্বস্থানে গমন কর।

[কল্মাষপাদের প্রস্থান।

বিশ্বা। বশিষ্ঠই ধন্য! তার তুলনায় আমি অতি হীন! আমার তপস্যায় ধিক্! যোগৈশ্বর্য্যে ধিক্! আমার স্বর্গসৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্রসৃষ্টি, ফল-পুষ্প-সৃষ্টিতে ধিক্! আমি নরাধম, রিপুর দাস! দশ বৎসর কামরিপুর দাসত্ব করেছিলেম! কাম-দমন-প্রয়াসে তপস্যা ক'রে ক্রোধরূপ চণ্ডালগ্রস্ত হয়ে অবলা, রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করেছি!

বশিষ্ঠের শতপুত্রের নিধনের কারণ, আমিই কল্মাষপাদকে দুরন্ত কিঙ্কর রাক্ষস কর্তৃক আচ্ছন্ন করেছিলেম। আমার পুত্রশোকের প্রতিহিংসা অন্তরে জাগরূক ছিল ; আমি মনের কপটতা, বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতা, আত্মপ্রতারণায় অন্ধ হয়ে উপলব্ধি করি নাই! আজ মন সেই গরল উদ্গিরণ ক'চ্চে! তপস্যায় কিরূপে ফললাভ করবো? কামক্রিয়ায় আমার অস্থি অশুদ্ধ, ক্রোধে মন অশুদ্ধ, এই অশুদ্ধ-কায়-মনে কিরূপে তপস্যায় ফললাভ করবো? সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করি। দেখি, যদি তীর্থের মাহাত্ম্যে আমার দেহ-মন পবিত্র হয়! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বন-পথ।

(অগ্রে ব্রহ্মণ্যদেব, পশ্চাৎ সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। অহে ছোক্‌রা, অহে ছোক্‌রা, আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চি।

ব্রহ্মণ্য। কেন বল দেখি?

সদা। দেখ, তোমার অনেক রকম দাঁও আসে, রাজাটাকে ফেরাতে পারো? আমি ত অনেক রকম চেষ্টা কর্‌লুম, ফেরাতে পার্‌লুম না।

ব্রহ্মণ্য। না, তা হবে না, উনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ না ক'রে ফিরবেন না।

সদা। ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্রহ্মর্ষিত্ব তো শুনি, ওর ব্যাপারখানা কি বল্‌তে পার?

ব্রহ্মণ্য। কি জান, বশিষ্ঠের মতন হবেন।

সদা। রেখে দাও, বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের বাবা হয়েছে! এক কবিলে গাই নিয়ে তো বশিষ্ঠের নাড়াচাড়া, সে গাই না হয়, সরবৎ চোনায়, মোহনভোগ নাদে, গা ঝাড়া দিয়ে বরকন্দাজ বা'র করে! এ স্বর্গকে স্বর্গ বানিয়ে দিলে! আর তোমার যে দেখা পাইনে; যে ফল সব তোয়ের করেছে, খাও যদি তো মণ্ডা মুখে দিলে থুঃ করবে! তোমার বেশ বুলি-টুলি এসে, রাজাকে বাগিয়ে দেশে নিয়ে চল, আর কোন ফিকিরে ফিরতে হবে না। কি পাঁচীর বাড়ী, ভুতীর বাড়ী, ছানাচিনি খেয়ে ফেরো? রাজবাড়ীতে চল, খাও আর ঘুমোও, খাও আর ঘুমোও! বাগিয়ে দেখ দেখি!

ব্রহ্মণ্য। সে দু'দিন থাক্, ঝোঁকটা কমুক। জান তো, তোমার রাজা ঝোঁকের মানুষ—ঝোঁকেই চলে?

সদা। তা বটে।

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার একটা কাজ কর দেখি।

সদা। কি কাজ, শুনি?

ব্রহ্মণ্য। মস্ত একটা যজ্ঞ হচ্ছে।

সদা। বেশ!

ব্রহ্মণ্য। রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ করবে।

সদা। বেশ!

ব্রহ্মণ্য। নরমেধযজ্ঞ।

সদা। ওটা কিরূপ?

ব্রহ্মণ্য। কিরূপ জান? মানুষ কেটে মাংস আহুতি দেবে।

সদা। ছোক্‌রা, তুমি থাক থাক ধোঁকা মারো! সেই মাংস খাবার যোগাড়ে আছ না কি?

ব্রহ্মণ্য। না, তা কেন?

সদা। না কেন? তুমি বড় নিঘিন্নে! তোমার খাবার ভাল মন্দ বাচ্‌বিচার নাই, যে যা দেয়, খাও দেখেছি।

ব্রহ্মণ্য। তুমি শুন্‌বে, না নানান্ কথা কইবে? শোনো, ঐ আস্‌ছে দেখ্‌ছ, একটি ছেলে সঙ্গে?—

সদা। আচ্ছা, দেখ্‌লুম।

ব্রহ্মণ্য। ওকে যদি তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যেতে পার, তো এক মজা দেখ!

সদা। মজার চূড়ান্ত মজা দেখেছি! আর মজা দেখ্‌বার সখ নাই।

ব্রহ্মণ্য। তোমাকে একটি কাজ কর্‌তেই হবে। এই ছেলেটিকে কাট্‌তে নিয়ে যাচ্চে; কোন রকমে তোমার রাজার কাছে যদি ছেলেটিকে নিয়ে যেতে পার তো ছেলেটি বেঁচে যায়।

সদা। ও তোমার কে

ব্রহ্মণ্য। ভাই, আমার কাছে বড় কাঁদাকাটি ক'চ্চে, ওকে বাঁচাতে না পার্‌লে আমার প্রাণটা কেমন কর্‌বে!

সদা। দেখ, আমারও প্রাণটা কেমন ক'চ্চে! তা আমি কি কর্‌বো?

ব্রহ্মণ্য। কোন রকমে, ওদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে যাবে।

সদা। তার কাছে নিয়ে যাব কি? সে এখন পাহাড়ে উঠেছে। পেছ্‌লা বরফে উঠ্‌তে গেলে, ছাতু হয়ে যেতে হয়।

ব্রহ্মণ্য। না, না, তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন। অদূরে নদীতীরে বৃক্ষমূলে আসন করেছেন, দেখে এলুম।

সদা। বটে, নেবে এয়েছে যে?—মন ফিরেছে না কি?

ব্রহ্মণ্য। তুমি ঐ ছেলেটার কাজে লাগিয়ে দাও না। পাঁচটা কাজ কর্‌তে কর্‌তে মন ফিরে যাবে।

সদা। আচ্ছা, কি কর্‌তে হবে,—বাংলাও শুনি। যদি রাজা ফেরে, আদর ক'রে তোমার দাড়ি ধ'রে চুমো খাব! আর আহুরে বেটার মতন তোমার বুকে করে থাক্‌বো! বল।

ব্রহ্মণ্য। বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে গিয়ে, ঐ ছেলেটাকে শিখিয়ে দেবে, যেমন ত্রিশঙ্কুকে শিখিয়েছিলে,—বিশ্বামিত্রের পায়ে জড়িয়ে ধরে।

সদা। আচ্ছা,—দেখছি। চল্লে কেন? তুমিও থাকো না! দু একটা তো দম্ ঝাড়তে হবে, নইলে চৌগোঁপ্পা বরকন্দাজ ব্যাটারা ছেলেটাকে পথ ছেড়ে বেপথে নিয়ে যাবে কেন?

ব্রহ্মণ্য। আমার ভাই দমবাজী এলে না।

সদা। উটি কিন্তু ভাই, তোমার বিনয়! তোমার যদি গোঁপদাড়ী বেরুতো, তোমায় দমবাজীর টোল কর্‌তে বল্‌তুম!

ব্রহ্মণ্য। না, আমার কথা শুনবে না।

সদা। আচ্ছা, আমিই দেখি।

(ব্রহ্মণ্যদেবের গীত)

বাজে না বেদনা প্রাণে, পরের প্রাণে ব্যথা দিতে।
আমি তার হিতকারী হই, তার কাছে রই, ফেরে
যে জন পরের হিতে॥
দুদিনের দুনিয়াদারি, কদর তারই, হিতবাণী
বোঝে না চিতে,
দীন দেখে যার মন কাঁদে না, জানে না দিন
কিনে নিতে
যে যতন করে, শরণ নিলে—সেই তো আমার
প্রাণের মিতে

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান

সদা। বড় রকমারি গান ঝাড়ে, বাবা, প্রাণ উদাস ক'রে দেয়!

(শুনঃশেফকে লইয়া রাজদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

ওরে বাপ রে! ভারী বেঁচে গেছি! ভারী বেঁচে গেছি! ওঃ, এখনি খেয়েছিল আর কি!

১ম দূত। কি ঠাকুর, কি হয়েছে?

সদা। রস রস, চেঁচিয়ো না, গলার আওয়াজ পেলে এখনি ফিরবে!

১ম দূত। কে ফিরবে?

সদা। আরে শুন্‌লে না? ওই—নেচে গেয়ে চলে গেল?

১ম দূত। কে ও?

সদা। আমার মেসোর সম্বন্ধী! কে ও? মন্ত্র পেয়েছেন!

২য় দূত। কি হয়েছে ঠাকুর, বল না?

সদা। হবে আর কি! ও একটা রাক্ষসের ছানা মানুষ হয়ে চরা কর্‌তে বেরিয়েছে! ঐ বনে ভেতর কন্ধকাটা—ওর মাসী আছে, ও ব্যাটা গান ক'রে ভুলিয়ে নে যায়, আর সেই মাসী অমনি দুটো হাত বাড়িয়ে ধরে, কাটা গর্দ্দানায় পূরে দেয়।

২য় দূত। সত্যি না কি?

সদা। দু পা এগুলেই বুঝতে পারবে!

১ম দূত। শোন শোন ঠাকুর, আমি তো ঐ পথে যাচ্ছিলুম।

সদা। যাবেই তো! কালে ধ'রলে আর কচ্চ কি

১ম দূত। হ্যাঁ ঠাকুর, সত্যই রাক্ষস আছে?

সদা। বিশ্বাস না হয়, ঐ নদী-তীরে বিশ্বামিত্র আছে জিজ্ঞাসা করবে চল।

২য় দূত। (১ম দূতের প্রতি) আরে নাও ওর কথা কি শুনছ? ওই পথ দিয়ে হামেসা আনাগোনা করি, সোজা পথ ফেলে আবার বিশ্বামিত্রে ওদিক্ দিয়ে ঘুরে যাই!

সদা। ও চৌগোঁপ্পা ভায়া, তোমার মাগছেলে আছে তো?

১ম দূত। আছে বই কি, ঠাকুর!

সদা। তবে ওকে ওই সোজা পথে এগিয়ে দিয়ে, তুমি একটু ঘুরে চল।

১ম দূত। না হে, বামুন বল্‌ছে, চল একটু ঘুরে যাওয়া যাক্‌, বেশী তো নয়, ক্রোশ পাঁচ ছয় ফের পড়বে বই তো নয়, ঘুরেই চল।

২য় দূত। ঠাকুর, ওদিকে পথ আছে তো?

সদা। তোফা পথ, একদম ঠিকানায় পৌঁছে যাবে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

নদীতীরস্থ বৃক্ষমূল।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। কই, তীর্থপর্য্যটন ক'রে তো শান্তি লাভ কর্‌তে পার্‌লুম না! বশিষ্ঠের শত পুত্র আমা দ্বারা হত হয়েছে এই চিন্তা অগ্নির ন্যায় মস্তিষ্কে জ্বলছে! রম্ভাকে অভিসম্পাত করেছি,—সে কাতর মুখভাব চক্ষের উপর দেখছি! নিদ্রাবস্থায় মেনকাকে পাশে দেখি! অশান্ত মন, কিসে শান্ত কর্‌বো? কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো?

(সদানন্দ ও শুনঃশেফের প্রবেশ)

সদা। যা, যা, গিয়ে পায়ে জড়িয়ে ধর্‌।

শুনঃ। (ছুটিয়া বিশ্বামিত্রের পদদ্বয় ধারণ করিয়া) ঋষিরাজ, আমি অনাথ ব্রাহ্মণ-বালক, আমার জীবন রক্ষা কর।

বিশ্বা। কে বাবা তুমি?

শুনঃ। আমি অনাথ ব্রাহ্মণকুমার! আমি আমার পিতার মধ্যম সন্তান! রাজা অম্বরীষের নরমেধ যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য, আমার পিতা আমাকে বিক্রয় করেছেন। আমার খড়্গ দ্বারা মুণ্ডচ্ছেদ কর্‌বে, আমার মহাভয় হচ্ছে, আমায় মহাভয়ে পরিত্রাণ করুন!

বিশ্বা। চিন্তা নাই, স্থির হও।

(দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। দেখ দেখি, এ পথে এসে কি ফ্যাসাদ কর্‌লি! এ বিশ্বামিত্রের আশ্রয় নিয়েছে।

শুনঃ। প্রভু, ঐ রাজদূত আমায় ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে!

বিশ্বা। ভয় নেই, স্থির হও।

২য় দূত। প্রভু, আপনি এই ব্রাহ্মণ-বালককে অভয় দিচ্ছেন, আপনার নিকট হ'তে আমরা লয়ে যেতে পার্‌বো না; কিন্তু এই বালককে ছেড়ে গেলে আমাদের জীবন-সংশয় হবে।

বিশ্বা। কি হয়েছে, বাপু?

১ম দূত। রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের জন্য নির্দ্দিষ্ট পশু, কে অপহরণ করেছে। তাঁর পুরোহিত বিধান দিয়েছেন, সেই পশুর পরিবর্ত্তে নরমাংস যজ্ঞে আহুতি না দিলে, রাজা নরকগ্রস্ত হবেন। সেই জন্য লক্ষ ধেনু ও তদুপযোগী দক্ষিণা দান ক'রে এই বালককে এর পিতার নিকট হ'তে ক্রয় করা হয়েছে।

বিশ্বা। বাপু, তোমার পিতা তোমাকে বিক্রয় করেছেন?

১ম দূত। ওঁর পিতা অতি দীন দরিদ্র, বহুদিন অনশনে সপরিবারে যাপন করেন। দরিদ্রতা-নিবন্ধন পুত্র বিক্রয় করেছেন।

বিশ্বা। তাঁর কয় পুত্র?

শুনঃ। প্রভু, আমরা তিন ভাই;—জ্যেষ্ঠ পিতার প্রিয়, কনিষ্ঠ মাতার প্রিয়; আমি অনাথ—আমাকে বর্জ্জন করেছেন!

২য় দূত। ঋষিরাজ, অনুমতি প্রদান করুন, আমরা বালককে লয়ে যাই।

বিশ্বা। অপেক্ষা কর, আমিই বালককে লয়ে যাচ্ছ। (স্বগত) বোধ হয়, নারায়ণ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ উপস্থিত করেছেন। কায়-মনোবাক্যে পরহিত-সাধনই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। শরণাগতকে রক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য। ছার ব্রহ্মর্ষিত্ব, পরহিত-ব্রতই শ্রেয়ঃ ব্রত! যে ব্যক্তি পরহিতে রত, তার মত উচ্চস্থানীয় আর কে আছে! আমি সেই উচ্চ ব্রত সাধন কর্‌বো, আমার ব্রহ্মর্ষিত্বলাভের প্রয়োজন নাই।

২য় দূত। তবে আসুন, বালককে ছেড়ে গেলে আমাদের প্রাণবধ হবে।

বিশ্বা। চল। বালক, তুমি পিতৃ-মাতৃ-বর্জ্জিত; আমি তোমার পিতা, আমি তোমার মাতা। রাজা তোমার প্রাণবধ কর্‌বার মানস করে-

ছেন, আমি ভগবান্ পদ্মযোনির কৃপায় রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়েছি, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা কর্‌বো! তুমি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আগমন কর। জেন, বিশ্বামিত্রের প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হয় না।

শুনঃ। পিতা, পিতা, আমার প্রাণরক্ষা হবে? আমার ভয়ে প্রাণ আকুল হচ্চে! আমি ম'রে কোথায় যাব?—আমি মর্‌তে পার্‌বো না! আমি বলি দেখেছি; মুণ্ড, ধড়, পৃথক্ হয়ে প'ড়ে থাকে,—আর চলে না, আর দেখে না! মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর!

বিশ্বা। বালক, নির্ভয়ে এস! আমার নিকট হ'তে যমরাজও গ্রহণ ক'র্‌তে সক্ষম হবে না। তুমি প্রকৃতই আমার সন্তান, তোমার কল্যাণে আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব অপেক্ষা উচ্চপদ প্রাপ্ত হব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

বন।

বেদমাতা ও সুনেত্রা।

বেদমাতা। মা, তুমি কোথায় চলেছ?

সুনেত্রা। আমার তো নিরূপিত স্থান কোথাও নাই, মা! আমি অগ্নিদেবের আজ্ঞায়, রাজ্য ব্রাহ্মণকে দান করেছি। পতির নিকট যেতেও অগ্নিদেবের নিষেধ। ভাব্‌ছি, কোন নির্জ্জন স্থানে পতির ধ্যানে নিমগ্ন থাক্‌বো। পতি ব্রহ্ম-আরাধনায় নিযুক্ত। আমার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরমব্রহ্ম—আমার পতি! আমি তাঁর ধ্যানে নিযুক্ত থাক্‌বো, যদি ভাগ্যফলে তাঁর চরণে স্থান পাই!

বেদ। মা, তোমার পতির ধ্যানে তো আর প্রয়োজন নাই, তুমি সে ধ্যানে সিদ্ধ হয়েছ। তুমি পতিগতপ্রাণা, অহোরাত্র পতি তোমার হৃদয়ে বিরাজমান।

সুনেত্রা। তবে, মা, পতিবিরহে কিরূপে দিনযাপন কর্‌বো?

বেদ। পর-কার্য্যে রত হও। সতীপুর হ'তে সতী রাণী এসে তো তোমায় উপদেশ দিয়েছেন?

সুনেত্রা। কই, মা, কেউ তো আমায় উপদেশ দেন নাই?

বেদ। উপদেশ দিয়েছেন, তুমি স্বপ্নজ্ঞানে সে উপদেশ উপেক্ষা করেছ।

সুনেত্রা। হাঁ, মা, স্বপ্নে অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি দেখেছি, স্মরণ হ'চ্চে।

বেদ। সতীদেবীই দর্শন দিয়েছেন।

সুনেত্রা। মা, নিশ্চয় স্বপ্ন, নচেৎ সতীদেবীর মুখে কি অলীক কথা শুন্‌লেম! পাষাণে প্রাণ কিরূপে জাগরিত কর্‌বো?

বেদ। মা, সতীর স্পর্শে, পাষাণপ্রাণা রমণীর মন জাগরিত হয়।

সুনেত্রা। মা, আমি জ্ঞানহীনা, তোমার বাক্য তো আমার হৃদয়ঙ্গম হচ্চে না।

বেদ। জেন, বৎসে, প্রেমহীন অন্তর পাষাণ।
যে রমণী কুল-কলঙ্কিনী,
পতিপদে জীবন-যৌবন-প্রাণ করেনি অর্পণ,
পতিধ্যানে বঞ্চিতা যে নারী,
জীবনে পাষাণ সে রমণী,
জীবনান্তে প্রস্তর-শরীর ধরে।
রহে আকাঙ্ক্ষা অন্তরে,
যুগ-যুগান্তর,
জ্বলে নিরন্তর—সে অনল প্রস্তর-হৃদয়ে।
অসতীর কঠোর শাসন!
হেরে, সাধ্বী সতীপুরবাসিনী কাতরা,
অমলিনা করিবারে ধরা,
তোমারে দেছেন দরশন।
যাহে কলঙ্কিনী, রূপে গরবিণী
কুলটা কামিনী, না মজায় পুরুষের মন,
উচ্চপথে বাধা না প্রদানে;
পায় পরিত্রাণ,
বিধির নিয়মে, পাষাণ হইতে পরিণামে।

সুনেত্রা। কহ, মাতা, কহ,
কোন্ দেশে হেন নারী বসে,
প্রেমহীন শুষ্ক প্রাণ যার?—
রূপ বা যৌবন, কিবা প্রয়োজন,
পতিসুখে বঞ্চিতা যে নারী,—
নহে সেবা পতির [illegible]

পতি ধ্যান জ্ঞান নহে যার?
এ কি কঠোর বিকার কোমল রমণী-প্রাণে!
হেন অভাগিনী স্থান পায় কোন্ লোকে?

বেদ। বৎসে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রদেশে,
অদৃষ্টের বিড়ম্বনাবশে,
হেন প্রেমহীনা করে অবস্থান।

সুনেত্রা। কেন হেন বিধির নিয়ম,
কেন হেন কুৎসিত সৃজন?
শুনি, মা গো, ধাতার সৃজনে
নহে কিছু প্রয়োজনহীন;
কিবা প্রয়োজনে হেন রমণী সৃজন?

বেদ। বৎসে, ভোগবাসনায় ধরে নর-কায়,
ভোগ-তৃপ্তি হেতু;
কামনা পুরাতে করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
তাদের শিক্ষার কারণ,
করিবারে বাসনা পূরণ,
স্বর্গপুরে
অপ্সরা নামেতে খ্যাত প্রেমহীনা নারী।
পরে, কামনার বিষময় ফল
বুঝে নর, স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে;
মৃত্যু সম ক্লেশ সে সময়।
পুনঃ গর্ভবাসে কঠোর যন্ত্রণা,
রোগ-শোক-মরণ-তাড়না পুনঃ;
ক্রমে জন্মে সংস্কার মনে,
নাহি শান্তি কামনা-বর্জ্জন বিনা।
পশু সম যে সব মানব,
ভোগ্য বস্তু লাভ মাত্র যাহার গৌরব,
অতুল বৈভব নষ্ট করে কদাচারে,
তারি তরে, বিভ্রমকারিণী প্রেমহীনা
কুটিলা রমণী, ধরাধামে সৃজন ধাতার।
স্পর্শি যার বিষাক্ত অধর,
ইহকালে রোগের তাড়নে জরজর,
দুস্তর নরকভোগী হয় পরলোকে।
নিরন্তর দহে, জন্মে জন্মে বহু ক্লেশ সহে,
যন্ত্রণার ক্রমে হয় জ্ঞানের বিকাশ।
বিষজ্ঞানে কামনা-বর্জ্জনে,
ঈশ্বর-চরণে মনপ্রাণ করে সমর্পণ।
মানবমোহিনী, পাপ-বিধায়িনী,
প্রস্তর-শরীরে, নিবিড় তিমিরে
পশে শেষে রসাতলে।

সুনেত্রা। কহ গো জননি, যে রমণী এ হেন দুখিনী,
দুস্তর যন্ত্রণার্ণবে কিসে পাবে ত্রাণ?

বেদ। সাধ্বীর করুণামাত্র উপায় সবার,
সাধ্বী-সেবা, সাধ্বী-উপাসনা।
সাধ্বীর সেবায় যদি জন্মায় বাসনা
হীন পন্থা করিতে বর্জ্জন,
সাধ্বীর চিন্তায় হয় পবিত্র জীবন;
কালে, সাধ্বী-সেবা মহা পুণ্যফলে,
পায় পুনঃ পাষাণে জীবন।
সাধ্বীর করুণামাত্র উপায় সবার।
তাই সতীপুরবাসী সাধ্বী নারী আসি,
উপদেশ দানিল তোমায়
পাষাণীরে করিতে উদ্ধার।

সুনেত্রা। আমি মা গো, কিঙ্করী সবার;
কলঙ্কিনী উদ্ধারের ভার,
কি কারণ ক'রেছেন আমারে অর্পণ?
সাধ্বীগণ-চরণ-পরশে
অনায়াসে তরে যত কলঙ্কী কুৎসিত।

বেদ। চৈতন্য চৈতন্য সনে হয় সংমিলন,
জড় বিনা জড় না পরশে।
আবির্ভাবি তোমার শরীরে
করিবেন আদর্শ স্থাপন;
সতীত্ব-প্রভাব যাহে সংসার বুঝিবে,
ভূলোক দ্যুলোক হবে উজ্জ্বল বিভায়।
মহাকার্য্য তোমার সংসারে,
যেই ফলে, ভূমণ্ডলে, অতুল গৌরব,
বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিত্ব করিবে অর্জ্জন।
বিদ্যাশক্তি, তুমি পুণ্যবতি,
উচ্চকার্য্যে বিদ্যাশক্তি পরম সহায়।

[বেদমাতার প্রস্থান।

সুনেত্রা। মা জগদম্বে, তোমায় চিনেছি, তোমার আজ্ঞা পালন কর্‌বো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

হিমালয়-সংলগ্ন বন।

রম্ভার প্রস্তর-মূর্ত্তি।

(উর্ব্বশী, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রবেশ)

উর্ব্বশী। হের, সখি, শোচনীয় কি পরিবর্ত্তন!
সেই কমনীয় কায় কঠিন প্রস্তর এবে!
ঢল ঢল লাবণ্যের জল
যে বয়ানে খেলিত সর্ব্বদা,
প্রস্তর আকার
সে বদনে কান্তি নাহি আর,
শীতল পাষাণ এবে!
নলিনী-লাঞ্ছিত, সুরাগরঞ্জিত,
খঞ্জন-গঞ্জন, চঞ্চল নয়ন,
ঈক্ষণে যাহার বিমুগ্ধ যোগীর মন,
শিলাময় ভাববিবর্জ্জিত!
শ্যামল উজ্জ্বল কুন্তল মদন-ফাঁস,
স্পর্শনে আঘ্রাণে চরণে ঢালিত প্রাণ,
রয়েছে আকার মাত্র তার!
অধরের রাগ, বৈরাগ্য টুটিত যাহা হেরি,
গুঞ্জি অলি ধাইত বসিতে তায়,
পুতলি-অধরে পরিণত।
হায় কি কঠিন পরিণাম!

ঘৃতাচী। সখি, কে জানে, কখন্ এ হেন বর্ত্তন
ঘটিবে মোদের ভালে!
শত ধিক্ অপ্সরা-শরীরে!
ধিক্ স্থির-যৌবন, সুরূপে!
দাসী সবাকার, সেবা ব্যভিচার,
অভিশাপভাজন নিয়ত!
আমা সবাকার, সৃজন ধাতার,
স্বরনি লো, সহিবারে অশেষ যন্ত্রণা!

উর্ব্বশী। সখি, জান কি বারতা?—
কত দিনে, শাপ-বিমোচনে,
ত্রিদিবসঙ্গিনী,
তুলি পুনঃ তান-তরঙ্গিণী,
বিমোহিবে দেবের সমাজ?—
বাজিবে কিঙ্কিণী, নৃত্যে নিতম্বিনী,
দেবরাজে মোহিবে আবার?—
রত্নাসনে, নন্দন-কাননে,
ভ্রমিব আমরা সবে?

ঘৃতাচী। কে জানে কি আছে, সই বিধির লিখন।
সুরলোকে করেছি শ্রবণ,
সাধ্বী নারী পরশিবে যবে,
রসবতী রম্ভা আমোদিনী শাপমুক্তা হবে।
নাহি জানি কত পাপে অপ্সরা-জনম!

উর্ব্বশী। চল্, ভাই, চল্, কে এ দিকে আস্‌ছে।

ঘৃতাচী। কে আর এ বনে আস্‌বে? কোন ঋ[illegible]
তপস্বী ম'র্‌তে আস্‌বেন, আমাদের দে[illegible]
মদনবাণে মজ্‌বেন, শেষটা শাপ দিয়ে ঋ[illegible]
জানাবেন। শঙ্কর তিন কুল মুক্ত, মদনের বি[illegible]
কর্‌তে পারেন না! আপনার মন স্থির রাখ্[illegible]
পারেন না! চল স'রে যাই, কোন্ মড়া দেখ্[illegible]
আর দাড়ি নেড়ে বল্‌বে,—"সুন্দরি, কৃপা ক'[illegible]
আমার কুটীরে এস।" যত পোড়ারমুখোর মর[illegible]
এই আমাদের নিয়ে!

উর্ব্বশী। ও ভাই, না, না, যেন তপস্বিনী মনে হ'চ্ছে

ঘৃতাচী। ওলো, না, না, কে বুড়ো মড়া ওর সঙ্গে
আমাদের দেখ্‌লেই এখনি দাঁত ছিরকুটে প্রে[illegible]
যাচ্‌ঞা ক'র্‌বে। দেখ্ দেখ্, ঐ বুড়ো মড়া
তপস্বিনীর সঙ্গে প্রেমালাপ হচ্চে না কি? আয়
আয়, লুকিয়ে দেখি আয়।

[সকলের অন্তরালে অবস্থান

(সুনেত্রা ও ব্রাহ্মণবেশে ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। আহা, বাছা, কে তোমায় এ বনে আস্‌তে
বলেছে? এ ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত বন; এখানে
যে আসে, সে প্রস্তর হয়! ঐ দেখ, এক ছুঁড়ী
প্রস্তর হয়ে আছে।

সুনেত্রা। প্রভু, কত দূরে?

ধর্ম্ম। ঐ দেখ না, ঐ যে।

সুনেত্রা। প্রণাম হই, আমি চল্লুম।

ধর্ম্ম। কোথা যাবে গো, কোথা যাবে?

সুনেত্রা। আমি ঐ প্রস্তর-মূর্ত্তি স্পর্শ কর্‌বো।

ধর্ম্ম। সে কি, মা, কি বল্‌ছ? ও কুলটা, ও মহা
পাপে প্রস্তর হয়েছে! তুমি সাধ্বী সতী, অ[illegible]
বিত্রা কুলটাকে স্পর্শ কর্‌বে কেন।

সুনেত্রা। ব্রাহ্মণ, কুলটার আচার ঘৃণিত, সত্য! কিন্তু যেই হ'ক —যে তাপিত,যথাসাধ্য তার তাপ-বিমোচন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পাপীর বিচারকর্ত্তা আমরা নই, কিন্তু সকল দেহেই নারায়ণ জ্ঞানে সকলের সেবা আমাদের কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম। ওগো, যেও না, যেও না; অপবিত্রকে স্পর্শ কর্‌লে, অপবিত্রা হয়ে ওরই মত পাষাণ হবে।

সুনেত্রা। ব্রাহ্মণ,—স্বামীর চরণে আমার স্থির মতি—পৃথিবীতে কে এমন অপবিত্র আছে, যার স্পর্শে পতিপরায়ণা অপবিত্রা হবে? আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরহিত-কার্য্যে বাধা প্রদান কর্‌বেন না। প্রাণময়ী সাধ্বী জননীর উপদেশে আমিও প্রাণময়ী, আমি কথনও প্রস্তর হব না।

(প্রস্তর-মূর্ত্তির নিকট গমন)

ধর্ম্ম। এখনও নিরস্ত হও, স্পর্শ করো না!

সুনেত্রা। প্রস্তর মূর্ত্তি, তুমি যে হও, যদি কোন কঠিন পাপে প্রস্তর হয়ে থাক, আমি তোমায় স্পর্শের সহিত আমার পতি-সেবার ফল তোমায় অর্পণ কচ্চি; প্রস্তর-দেহ পরিত্যাগ ক'রে পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হও।

রম্ভা। (চেতনা লাভ করিয়া) ঋষিরাজ, ঋষিরাজ, আমায় মার্জ্জনা কর, আমায় মার্জ্জনা কর, আমার অপরাধ নাই।

সুনেত্রা। ভয় নাই, ভয় নাই, স্থির হও! তুমি শাপমুক্ত, স্বস্থানে গমন কর।

রম্ভা। কে মা, সাধ্বি, এই ঘোর বনে প্রবেশ ক'রে আমায় কৃপা ক'রে উদ্ধার করেছ? দেবি, আমায় বর দাও, যেন তোমার পবিত্র স্পর্শে ধরণীধামে সতী হয়ে জন্মগ্রহণ করি।

সুনেত্রা। তোমার মনোবাঞ্ছা নারায়ণ পূর্ণ কর্‌বেন। কেন মা, তুমি এ দশাপন্ন হয়েছিলে?

রম্ভা। ক্রোধনস্বভাব বিশ্বামিত্র আমায় অভিশাপ প্রদান করেছিলেন। অতি কঠিন ঋষি, দয়ার লেশ নাই।

সুনেত্রা। মা, তুমি আমার প্রতি সদয় হয়ে—ঋষি তোমায় অভিশাপ প্রদান করেছিলেন—বিস্মৃত হও। আমি তাঁর পত্নী, আমার এই মিনতি।

রম্ভা। মা, তোমার পদে আমার এই মিনতি, ঋষিরাজকে বলো যে, আমি ইচ্ছাকৃত অপরাধিনী নই। দেবরাজের আদেশে আমি তাঁর যোগ-ভঙ্গের প্রয়াস পেয়েছিলেম। সাধ্বি, তোমার দয়াগুণে দয়াময়ী জগজ্জননী তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।

সুনেত্রা। ত্রিদিববাসিনি, তোমার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

ধর্ম্ম। শুভে, আমি ধর্ম্মরাজ। আমি তোমার ধর্ম্মানুরাগ পরীক্ষা কর্‌তে এসেছিলেম। আমি পরম সন্তুষ্ট, তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

[ধর্ম্মরাজের প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। মা, তুমি আমায় অনুতাপানলে রক্ষা করেছ। আমারই আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে এসে রম্ভা শাপগ্রস্ত হয়েছিল। আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

সুনেত্রা। সুরপতি, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

ইন্দ্র। অবশ্য হবে। তুমি যাঁর সহধর্ম্মিণী, স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাঁর পুণ্যকার্য্যের সহায়, ব্রহ্মণ্য দেব তাঁর রক্ষাকর্ত্তা! সতীর অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক। তুমি আমার সহিত এস, আমি তোমায় কোন দ্রব্য অর্পণ কর্‌বো, সেই দ্রব্য লয়ে তুমি অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে উপস্থিত হয়ো; সেই দ্রব্যে তোমার স্বামীর মহাকার্য্য সম্পন্ন হবে।

[ইন্দ্র ও সুনেত্রার প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

বন-পথ।

(রম্ভাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া অপ্সরাগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

সই লো, হানিস্‌নে নয়ন-বাণ।
সাম্‌লে থাকিস্ কেশের ফাঁদে বাঁধিস্ না কার প্রাণ॥
তোলে তান শিখ্‌বে পাখী, লতায় সনে শুন্‌বে শাখী,
কলিকা শিখ্‌বে হাসি, কয় লো হেসে গান॥

দেখে নাচ নবীন পাতা, মলয় সনে কইবে কথা,
অঙ্গ হেরে তরঙ্গিণী বইবে লো উজান।
নূপুরের রুণু রুণে, শিখ্‌বে ভ্রমরা শুনে,
চুমিবে গুন্‌গুনিয়ে কুসুমের বয়ান॥
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

অম্বরীষ রাজার যজ্ঞস্থল।

অম্বরীষ, পুরোহিত, শুনঃশেফ, ব্রাহ্মণগণ ও রক্ষিগণ।

পুরোহিত। আরে, সময় উপস্থিত হ'লো, বলি-নরকে কুশরজ্জুর দ্বারা যূপকাষ্ঠে বন্ধন কর। (অন্য ব্রাহ্মণের প্রতি) অহে, খড়্গ উৎসর্গ কর, এখনই হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করবো।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদানন্দ। অ্যাঁ, সে ছোঁড়াকে এনেই যে বাঁধ্‌ছে! (শুনঃশেফের নিকট অগ্রসর হইয়া) তুই কোথাকার বোকা? তোকে শিখিয়ে দিলুম যে, পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাক্‌বি, ছাড়্‌বি নি, তা পার্‌লি নি বুঝি?

শুনঃ। আমি তো পায়ে ধ'রেছিলুম।

সদা। তোর বাপের কান ধ'রেছিলি, নির্ব্বংশের ব্যাটা!

শুনঃ। হ্যাঁ, ঠাকুর, তিনি ব'ল্লেন,—'তুই যা, আমি যাচ্চি'।

সদা। তা যাও এখন যমের দক্ষিণ দোর! এই খাঁড়ায় ফুল দিচ্চে দেখ্‌ছিস্? (নেপথ্যে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) অরে, তোর ভাগ্যক্রমে বিশ্বামিত্র আসছে! চেঁচাতে থাক্‌, চেঁচাতে থাক্‌,—দোহাই বিশ্বামিত্র ব'লে!

শুনঃ। তিনি আস্‌বেন, আমায় বলেছেন।

সদা। না, ছোঁড়াটাকে যমে ধরেছে, ও কি ওষুধপালা মানে! স'রে যাই, ছেঁ টা কাটা দেখ্‌তে পার্‌বো না। আঃ, উত্তম অয়োজন করেছিল! এখন কি করি! এ যে, এ কূল ও কূল, দু'কূল যেতে বস্‌লো! ঐ নৈবিদ্যির গোটা দুই মোণ্ডা নিয়ে দৌড় দিই! না, ঐ চৌগোপ্পা ব্যাটারা রয়েছে, তা হবার যো নেই! আমাদের রাজ আস্‌ছে, একটা কিছু কর্‌বে! কর্‌বে না কি ছাথ্‌ দেখি ব্যাটা, ভেড়ো ব্যাটা! অন্নায়ে ব্যাটা বল্লুম ব্যাটাকে, পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাকিস্ আমিই রাজার পায়ে ধ'... ...ড়িয়ে পড়ি, বলি ছেলেটাকেও বাঁচাও, ব্রাহ্মণের খুন রক্ষা কর নচেৎ উপায় তো দেখ্‌ছি নি, এই রাশি রাশি ভোজ্য-সামগ্রী ছেড়ে যেতে হয়। আমাদের রাজা যেন কি মত্‌লব ক'রে আসছে, দেখা যাক্! যদি না কিছু ছেলেটার উপায় হয়, আর কি কর্‌বো বল! জিহ্বার লাল ঝর্‌তে ঝর্‌তে, কোন বৃক্ষমূলে গিয়ে ব'সে জিহ্বাকে সান্ত্বনা কর্‌বো, আর কি! আহা, অবলা জিহ্বা কি বুঝ্‌বে। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ নেহাত বিরল হয়ে প'ড়্‌লো! আহা, নাক রে! আর গন্ধ শুঁকিস্ নি! গেলুম, প্রাণে মারা গেলুম!

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। মহারাজ, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

অম্ব। রাজর্ষি, স্বাগত! আপনার আগমনে আমার যজ্ঞস্থল পবিত্র।

বিশ্বা। মহারাজ, এ অপবিত্র যজ্ঞস্থল, স্বয়ং নারায়ণের আগমনেও পবিত্র হবে না, আমি কোন্ ছার। এ নরবলির বিধান আপনাকে কে দিয়েছে?

পুরো। কেন? শাস্ত্রমত আমিই বিধান দিয়েছি। যজ্ঞের উৎসর্গীকৃত পশু অপহৃত; নরমেধ আহুতি ব্যতীত অগ্নিদেবকে বঞ্চিত ক'রে, রাজা মহাপাপে কিরূপে ত্রাণ পাবেন?

বিশ্বা। পশু অপহৃত হয়ে থাকে, এক পশুর পরিবর্ত্তে সহস্র পশু প্রদান করুন।

পুরো। না, ম'শায়, তা হয় না! আপনি তপস্যা ক'রে রাজর্ষিত্বই প্রাপ্ত হয়েছেন, এ সব ক্রিয়াকাণ্ড তো বড় অভ্যাস নাই। (অন্য ব্রাহ্মণের প্রতি) নাও, নাও, খড়্গ মন্ত্রপূত হয়ে থাকে, মহারাজকে দাও। অগ্নিদেবতা নরমেধের নিমিত্ত জিহ্বা বিস্তার কচ্চেন।

সহকারী ব্রাহ্মণ। মহারাজ, খড়্গ গ্রহণ করুন।

(অম্বরীষের খড়্গ লইবার উদ্যোগ)

বিশ্বা। মহারাজ, ক্ষান্ত হ'ন! যজ্ঞস্থলে কি কাম্য বস্তু লাভ কর্‌বেন, যার জন্য নরহত্যা, বালক-হত্যা, ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন? এ মহা-পাতকে কিরূপে নিস্তার পাবেন? মহারাজ অবগত আছেন, যদিও সুরথ রাজা দেবী-সমক্ষে লক্ষ ছাগবলি দিয়েছিলেন, কিন্তু বধজনিত পাপে লক্ষ অস্ত্রাঘাত তাঁরে সহ্য কর্‌তে হয়েছিল। দেবীর কৃপায়ও অস্ত্রাঘাত রোধ হয় নাই, লক্ষ অস্ত্র এককালীন তাঁর দেহে পতিত হয়। নর-হত্যা মহাপাপে আপনি কিরূপে নিস্তার পাবেন?

অম্ব। রাজর্ষি, উনি আমার পুরোহিত। ওঁর আজ্ঞা আমি কেমন ক'রে লঙ্ঘন কর্‌বো?

বিশ্বা। যদি নিতান্ত নরহত্যা আপনার সঙ্কল্প হয়, বালককে দেবারাধনার অবসর দেন। (শুনঃ-শেফের প্রতি) বালক, উপদেশমত দেবারাধনা কর।

(শুনঃশেফের নারায়ণ-স্তব গান)

নবীন নীরদ, নব নটবর, নীল নলিন-নয়ন।
মধুসূদন, মুরলী-মোহন, মথিত-মান-মদন॥
নাভ-নীরজ, নাগশয়নে নিদ্রিত নিরঞ্জন।
রাজীব-রাজ রাতুল চরণ রাধিত ইন্দিরঞ্জন॥
যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর, যম-যন্ত্রণা-ভঞ্জন।
ণ-নিবাস, নরকনাশ, নীরজা-নয়ন-অঞ্জন॥
নারায়ণ, নারায়ণ, নমো নম নারায়ণ!

পুরোহিত। রাজর্ষি, যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌বার জন্য শিলারূপে উপস্থিত। তিনি অবৈধ কার্য্য ক'রে, বালককে আশ্রয় দিয়ে, যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন কর্‌বেন না।

বিশ্বা। রাজ-পুরোহিত, যদি পশুর পরিবর্ত্তে বালক দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তবে এই বালকের পরি-বর্ত্তে ঋষির মেদ দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ করুন। (অম্ব-রীষের প্রতি) মহারাজ, আজ্ঞা দেন, এই বাল-কের বন্ধন মুক্ত ক'রে আমাকে এই যূপকাষ্ঠে বন্ধন করুক।

অম্ব। রাজর্ষি, কিরূপ আজ্ঞা কচ্চেন?—আপনি ঋষি, আপনাকে বধ কর্‌বো কিরূপে?

বিশ্বা। মহারাজ, আমি স্বেচ্ছায় শরীর অর্পণ কচ্চি। আমি যজ্ঞেশ্বর শালগ্রাম সম্মুখে বল্‌ছি যে, আমার বধজনিত পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না। এই ভয়ার্ত্ত বালককে বধ কর্‌লে নিশ্চয় আপনি পাপভোগী হবেন; আমায় বধ কর্‌লে, আপনি পাপভোগী হবেন না; আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। আপনার মঙ্গল হ'ক! এই বালক-পরিবর্ত্তে আমাকে বধ করুন।

পুরোহিত। বিশ্বামিত্র, তোমার যে বড়ই উদারতা! ভাল, পরিবর্ত্ত গ্রহণ কর্‌লেম। এই উৎসর্গী-কৃত দ্রব্য সকল আহার ক'রে যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান করুন। অভুক্ত বলি-প্রদান নিষেধ।

সদা। এই যে আমি ভোজন কচ্চি। (অম্বরীষের প্রতি) রাজা, আমি বলি যাব; আর কিছু নিয়ে এস, ততক্ষণ এই মোণ্ডা দুটো তুলে খাই।

পুরো। কে এ, কে এ?

সদা। কে এ, কি? আমি ব্রাহ্মণ।

অম্ব। ব্রাহ্মণ, দণ্ড পাবে!

সদা। আর কি দণ্ড দেবে, রাজা? মুণ্ড দিতেই ব'সেছি, তা আর দণ্ড দেবে কি?

অম্ব। ব্রাহ্মণ, স্থির হও! যদি তোমার ভোজন কর্‌বার ইচ্ছা হয়, প্রচুর ভোজ্যসামগ্রী দিচ্চি, ক্রিয়া নষ্ট ক'রো না।

সদা। প্রচুর দেন, এখনি ভক্ষণ কর্‌বো। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞসূত্রও ধারণ করি; পেটের জ্বালায় সন্ধ্যা-আহ্নিক তত পারি আর না পারি, বাপ পিতামহের মর্য্যাদা ভুলি নাই। বালক-রক্ষা, ঋষিরক্ষার্থে দেহদানে আমি কাতর নই। আমি বিস্মৃত নই যে, ব্রাহ্মণই লোক-হিতার্থে ইন্দ্রের বজ্রনির্ম্মাণের জন্য অস্থি প্রদান করে-ছিলেন, যে বজ্রে বৃত্রাসুর বধ হয়। আমিও সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ধারণ করি, আমিও রাজর্ষি-রক্ষার্থে, বালক-রক্ষার্থে মুণ্ড প্রদান কর্‌বো! তবে এক আক্ষেপ রইল, আপনার পুরোহিত হ'তে প্যার্‌লুম না; যদি পুরোহিত হ'তেম, যে যজ্ঞের পশু হারিয়েছে, তার পরিবর্ত্তে আপনার ওই নরপশু-স্বরূপ পুরো-হিতপশুকে বলি প্রদানের বিধান দিতুম।

অম্ব। এ কি বাতুল না কি!

সদা। আরে, না, না, তুমি ভোজ্য বস্তু আনাও! জিহ্বার অভিশাপ হ'তে মুক্ত হয়ে তোমার যজ্ঞে মুণ্ড প্রদান কচ্চি। আনাও, আনাও—ততক্ষণ আমি তণ্ডুলই চালাই।

(নৈবেদ্যাদি আহারকরণ)

বিশ্বা। মহারাজ, এ বাতুল ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করুন! আমায় অস্ত্রাঘাত করুন। (সদানন্দের প্রতি) সখা, কার নিমিত্ত পবিত্র ব্রাহ্মণ-জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছ? আমি ব্যভিচারী, কাম-কলার মোহে মুগ্ধ হয়ে তপস্যা বিসর্জ্জন দিয়েছিলেম। ক্রোধের বশীভূত হয়ে নিরপরাধ রম্ভাকে কঠোর শাপ প্রদান করেছি! আমি ক্ষত্রিয়াধম, আমার নিমিত্ত দেব-শরীর পরিত্যাগ করো না। (যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান)

সদা। মহারাজ, মহারাজ, ও বলি হবে না, ওঁর গায়ে ঘা আছে। আরে ও ভেড়ে, ও পশু-পুরুত, আমার উপর তোর রাগ হচ্চে না? আমায় বলি দিতে বল্ না! ও রাজা, ও বিশ্বা-মিত্র, তোর আক্কেল-অকুব সব খুইয়েছিস্? মর্‌তে যাচ্ছিস্ কি! উঠ্‌বি তো ওঠ—

বিশ্বা। সখা, ক্ষান্ত হও! তুমি আমার জীবন-রক্ষা ক'রে আমায় প্রায়শ্চিত্ত হ'তে বঞ্চিত কর্‌বে? কলঙ্ক-কালিমাময় জীবন রক্ষা ক'রে তুমি কলঙ্কিত হবে। আমার কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের বাধা দিও না।

সদা। তবে আয়, আর খাওয়া হলো না, একত্রেই মরি! দাও, রাজা জোড়া কোপ দাও।

বিশ্বা। (সদানন্দকে নিবারণ করিয়া) রাজা, এই বাতুল ব্রাহ্মণকে স্থানান্তর কর্‌তে আজ্ঞা দিন।

সদা। রাজা, রাজা, আমার মমতা ক'চ্চ? তুমি রাজ্যধন সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে, ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভ-আশায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছ, এখন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অভীষ্ট সিদ্ধ না হ'লে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে। আমার অকর্ম্মণ্য জীবন-দানে পৃথিবীর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। মহারাজ অম্বরীষ, আমায় বলি প্রদান কর, ঋষি-হত্যা ক'রো না। আমি ব্রাহ্মণ, তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোমার যজ্ঞপূর্ণ হ'ক!

পুরোহিত। (রক্ষিগণের প্রতি) তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি! এই উন্মাদটাকে টেনে নিয়ে যাও।

(রক্ষিগণের সদানন্দকে আকর্ষণকরণ)

(অম্বরীষের প্রতি) রাজা, বলি প্রদান কর।

সদানন্দ। ব্রহ্মণ্যদেব, তুমি কি নাই?—আমি ব্রাহ্মণ হয়ে প্রতিপালকের জীবন, রাজার জীবন, ঋষির জীবন রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না! তবে আমার যজ্ঞসূত্র ছিন্ন কর্‌বো,—বৃথা সূত্র কেন গলায় ধারণ করি! (যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করণের উপক্রম)

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। কে বল্লে ব্রহ্মণ্যদেব নাই? এই দেখ, রাজার খড়্গ ভেঙ্গে গেছে।

অম্ব। (বিশ্বামিত্রকে বধ করিতে গিয়া ভগ্ন-খড়্গ দেখিয়া) কি হ'ল! মহাবিঘ্ন—আমার কার্য্য পণ্ড হ'লো!—পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যজ্ঞের সূচনা করেছিলেম, পিতৃলোকের অভিশাপগ্রস্ত হ'তে হ'ল। দেবগণ আহূত হয়ে বিমুখ হয়ে যাবেন, বিধি-বিড়ম্বনে নরকগামী হলেম! হায়, হায়, বহুকালব্যাপী আয়োজন করেছিলেম, সমস্ত পণ্ড হ'লো।

(ছাগ লইয়া সুনেত্রার প্রবেশ)

সুনেত্রা। না, মহারাজ, আপনার কার্য্য পণ্ড হবে না; রাজর্ষির পদার্পণে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়! এই নিন, আপনার অপহৃত যজ্ঞের পশু,—দেবরাজ আপনাকে ছলনা কর্‌বার নিমিত্ত হরণ করেছিলেন। আপনাকে নরহত্যায় লিপ্ত হ'তে হবে না, আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। স্বয়ং চতুর্ম্মুখ দেবরাজের সহিত আপনার যজ্ঞের হবি-গ্রহণার্থে উপস্থিত।

বিশ্বা। সাধ্বি, ধর্ম্মপরায়িনি, যদি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে তোমার অতুল পতিভক্তি-প্রভাবে! আত্মত্যাগিনি, নারীকুলে তুমিই ধন্য।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, তুমি ধন্য! ধন্য তোমার আত্ম-ত্যাগ! আজ তোমায় মহর্ষিত্ব প্রদান করলেম, লোকসমাজে মহর্ষি নামে পরিচিত হও। মহারাজ অম্বরীষ, এই তোমার উৎসর্গীকৃত যজ্ঞের পশু। নরহত্যার প্রয়োজন নাই, আহুতি প্রদান কর। মহাতপা বিশ্বামিত্রের আগমনে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ।

সকলে। জয়, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়!

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

হিমালয় পর্ব্বত।
তপস্যারত বিশ্বামিত্র। তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিকে অগ্ন্যুৎপাদন।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ব্যতীত যে বর তুমি প্রার্থনা কর, সেই বর আমি তোমায় প্রদান কচ্ছি, তপস্যায় ক্ষান্ত হও।

বিশ্বা। পদ্মযোনি, আমি পুনঃ পুনঃ চরণে নিবেদন ক'চ্ছি, আমি অন্য-বর প্রার্থী নই। আপনি স্বস্থানে গমন করুন।

ব্রহ্মা। তুমি মহর্ষিত্ব লাভ ক'রে কেন জীবের অকল্যাণ সাধন ক'চ্চ? তোমার ঘোর তপস্যায় সংসার তাপিত, দেবকুল আকুল, দেখ, এই তুষারাবৃত হিমাদ্রি-শৃঙ্গে অগ্নি প্রজ্বলিত হ'চ্ছে।

বিশ্বা। দেব, আপনার আজ্ঞায় আমি তো তপস্যায় ক্ষান্ত হয়েছি। আমি প্রায়োপবেশনে আছি। আমি অনাহারে দেহ পরিত্যাগ করবো।

ব্রহ্মা। তুমি উচ্চ মহর্ষিত্ব লাভ করেছ, তথাপি ক্ষুব্ধ কি নিমিত্ত?

বিশ্বা। হে বিরিঞ্চি, রাজীব-চরণে নিবেদন,
দৃঢ়পণে, ধন-জন-সংসার-বর্জ্জনে,
ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভের কারণে
প্রতিজ্ঞা করেছি দৃঢ়।
কহ কোন্ বর্ণাশ্রমে স্থান মম এবে?
যদি না হই ব্রাহ্মণ,
হব আমি ক্ষত্রিয়-অধম;
প্রতিজ্ঞা-পূরণ, ক্ষত্রিয়ের জীবনের সাধ।
প্রতিজ্ঞা-পালনে যেই ক্ষত্রিয় অক্ষম;
শ্রেয়ঃ তার দেহ-পরিহার,
কর, ধাতা, স্বস্থানে গমন।

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

করিলাম কঠোর সাধন,
উপহাস-ভাজন হইতে তিন লোকে।
জ্ঞান হয়, স্বল্পকালে
দেহ-ক্ষয় হইবে নিশ্চয়।

(ছদ্মবেশী ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

কে তুমি?

ধর্ম্মরাজ। আমি শমন-কিঙ্কর।

বিশ্বা। হেথায় কি নিমিত্ত?

ধর্ম্ম। বিচারার্থে আপনাকে যমপুরে ল'য়ে যাবার জন্য।

বিশ্বা। যাও, আমি যমরাজের বিচারাধীন নই।

ধর্ম্ম। অবশ্য বিচারাধীন! যে ব্যক্তি পাপ সঞ্চয় করে, সেই বিচারাধীন। ঋষিগণ, তপস্বিগণ, যিনি পাপাচার, তাঁরই প্রতি দণ্ড-প্রদানে যমরাজের অধিকার আছে।

বিশ্বা। আমায় কি নিমিত্ত পাপাচার বলছ?

ধর্ম্ম। আপান আত্মহত্যার মানস করেছেন, আপনার অধিক পাপাচার কে?

বিশ্বা। প্রায়োপবেশন শাস্ত্র-সঙ্গত, এতে আমি পাপাচারী নই।

ধর্ম্ম। এ প্রায়োপবেশন নয়। যে পুণ্যবান্ ঈশ্বরলাভাশায় অনশনে দেহ ত্যাগ করেন, প্রায়োপবেশন তাঁর হয়। আপনি অভিমানে দেহত্যাগে প্রবৃত্ত হয়েছেন, মানসিক আত্মহত্যা-পাপে আপনি লিপ্ত!

বিশ্বা। আমার কি মৃত্যুকাল নিকট?

ধর্ম্ম। আপনার পরমায়ু এখনও বহুদিন আছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় দৈহিক নিয়ম পরিত্যাগ ক'রে দেহ ক্ষয় করেছেন। আজ যদি অনাহারী থাকেন, আপনার আত্মা এ কলেবর ত্যাগ করবে। দেহ-ভঙ্গে আত্মার দেহে আর স্থান হয় না। যে দিন আপনি মরণ-সঙ্কল্প করেছেন, সে দিন হ'তে আমি আপনার সঙ্গে ছিলেম; দূরে ছিলেম, এক্ষণে নিকটে এসেছি। আপনার যোগদৃষ্টি প্রস্ফুটিত; ঐ দেখুন, সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার—ঐ তমোময় স্থানে আত্মহত্যাকারীদের বাস। এরা অভিমানে আত্মহত্যা করেছে। আপনিও আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ওদের দল পুষ্ট হবে, সেই জন্য দেখুন, সকলে আনন্দ কচ্চে।

বিশ্বা। সত্য বলেছ; দেহনাশে প্রয়োজন নাই এই তুষারাবৃত জনশূন্য দেশে কোন ভোজ্যবস্তু

তো নাই, দেখি যদি কোথাও কিছু পাই। দেহীর নিয়ম রক্ষা ক'রে পুনরায় ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হব।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

(ব্রহ্মার পুনঃ প্রবেশ)

ধর্ম্ম। পদ্মযোনি, ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করুন, নচেৎ মহর্ষি পুনরায় ঘোরতপারূঢ় হবেন।

ব্রহ্মা। এখনও অন্তরায় আছে; সে অন্তরায় না দূর হ'লে ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে প্রদান কর্‌বো?

ধর্ম্ম। এখনও অন্তরায়? হে ধাতা, আপনার নিয়মে কি নরক-দর্শনেও অন্তরায় দূর হয় নাই?

ব্রহ্মা। ধর্ম্মরাজ, তুমি তো সকলই অবগত আছ। পাপের ফল তপঃপ্রভাবে লাঘব হয় সত্য, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হয় না। তপের প্রভাবে যে স্থলে বজ্রাঘাত হ'ত, তা নিবারিত হয়ে সূচিকাঘাত হবে নিশ্চয়। কিন্তু, ধর্ম্মরাজ, তোমার যখন কৃপা হয়েছে, সে অন্তরায় দূর হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

হিমালয়-শৃঙ্গোপরি হ্রদ।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এ তুষারময় প্রদেশে তো কোন ভোজ্য বস্তুই পেলেম না। (সহসা সম্মুখস্থ হ্রদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এ কি, এ স্থানে এমন সুন্দর হ্রদ আছে, তা জানিনি! আশ্চর্য্য হ্রদ, তুষারাচ্ছাদিত নয়, একটি কমল বিকশিত রয়েছে নয়? অনুমান হয়, কোন তাপসের তপঃফলে, নচেৎ এ প্রদেশে এরূপ কমল সম্ভব নহে। এই মৃণাল উত্তোলন ক'রে জীবন ধারণ করি। (হ্রদ হইতে মৃণাল উত্তোলন করিয়া) যদিও আমি দৈনিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যমদণ্ড উপেক্ষা করতে সক্ষম, কিন্তু নিয়ম-লঙ্ঘনের প্রয়োজন নাই। আমার আদর্শে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা, আত্মঘাতী হ'তে লোকে ভীত হবে না। ইষ্ট-দেবকে নিবেদন ক'রে, মৃণাল ভক্ষণ করি।

(ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া মৃণাল আস্বাদে উদ্যোগ এমন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ও কি, ও কি, ও কি মৃণাল? আমার মৃ[ত্যু] উপস্থিত, অদ্য অনাহারে [প্রাণ]েই মৃত্যু হবে

বিশ্বা। আপনি কে?

ইন্দ্র। আমি অনাহারী ব্র[াহ্মণ], শীঘ্র মরণ হ'লে যন্ত্রণার অবসান হয়।

বিশ্বা। স্থির হ'ন! এই মৃণা[ল আহ]ার ক'রে জীব[ন] রক্ষা করুন।

ইন্দ্র। আর, বাবা, তুমি? [ ] বোধ হয় রো[জ] ভোজ্যবস্তু পাও?

বিশ্বা। না, আমিও উপবাসী, আ[মি]

ইন্দ্র। তুমি উপবাসী থাক্‌লে তো তোমার মৃত্যু হ[বে] না?

বিশ্বা। অদ্য দিবারাত্র উপবাসী থাক্‌লে আমার মৃত্যু হবে।

ইন্দ্র। যেখান থেকে মৃণাল এনেছ, তথায় বোধ হ[য়] আরও আছে, আহরণ কর্‌বে?

বিশ্বা। তুষারাবৃত প্রদেশ, তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না, এ[ই] স্থান হ'তে চতুর্দ্দিকে শত ক্রোশের মধ্যে ভোজ্য বস্তু নাই। সম্মুখস্থ হ্রদে একটিমাত্র মৃণাল ছিল।

ইন্দ্র। এঁ্যা, তবে কি হবে! তুমি যে মারা যাবে! আমি কিরূপে এ মৃণাল গ্রহণ করবো?

বিশ্বা। আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, গ্রহণ করুন। আমি স্বেচ্ছায় উপবাসী, আপনার ন্যায় দৈ[ব] বিড়ম্বনায় নয়।

ইন্দ্র। এঁ্যা, তুমি স্বেচ্ছায় উপবাসী! [সে] কি? তুমিই আহার ক'রে প্রাণরক্ষা কর। আমার মৃত্যুতে আমি পাতকভাগী হব না, তুমি আত্মহত্যার পাপে পাতকী হয়ে, যমপুরে দণ্ড প্রাপ্ত হবে।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, তুমি যেরূপ কাতর, তোমার কাতরতা দূর করবার জন্য আমি কোটিকল্প নরক-যন্ত্রণায় ভীত নই। তুমি প্রফুল্লচিত্তে আমার দান গ্রহণ কর। (মৃণাল প্রদান)

ইন্দ্র। ধন্য তোমার দয়াগুণ! তুমি ব্রাহ্মণের জীবন-রক্ষার্থ আত্মহত্যা পাপ-জনিত নরকগামী হ'তেও প্রস্তুত। তোমার এ মৃণালদান ত্রৈলোক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

[মৃণাল লইয়া ইন্দ্রের প্রস্থান।

বিশ্বা। বোধ হয়, মৃত্যু নিকট, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হচ্চে! কিন্তু যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়েছে, এর নিকট ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভ তুচ্ছ! নরক-যন্ত্রণাও আমায় পীড়িত কর্‌বে না। তনুত্যাগের সময় উপস্থিত নারায়ণের স্মরণ করি। নারায়ণ! নারায়ণ!—

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, আমি পুনরায় তোমার নিকট এসেছি। ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্যতীত তুমি অপর বর প্রার্থনা কর। আমার আগমন নিষ্ফল করো না, আমি তোমায় মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা কচ্চি।

বিশ্বা। চতুরানন, আমার অভীষ্ট বিফল; আমি মৃত্যুমুখ হ'তে পরিত্রাণলাভে ইচ্ছা করি না। যদি বর প্রদান কর্‌বেন, আমার এক প্রার্থনা, তপস্যায় আমি যে যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেছি, সেই যোগৈশ্বর্য্য গ্রহণ ক'রে আমায় ঐশ্বর্য্যবিহীন করুন।

ব্রহ্মা। যোগৈশ্বর্য্য-বর্জ্জনে তোমার লাভ কি?

বিশ্বা। মৃত্যুকালে অভিমানশূন্য হওয়া আমার প্রার্থনা; নিরৈশ্বর্য্য হয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌তে আমি ইচ্ছা করি। আমি অভিমানশূন্য হই, এই আমার একমাত্র বাসনা।

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, আজ হ'তে তোমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান কর্‌লাম। আজ হ'তে তুমি ব্রাহ্মণ।

বিশ্বা। লোক-পিতামহ, দাস কৃতার্থ! কিন্তু আমার ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি আপনি জনসমাজে প্রকাশ করুন, নচেৎ আমি জনসমাজে ব্রাহ্মণ ব'লে কিরূপে পরিগণিত হব?

ব্রহ্মা। বৎস, বশিষ্ঠের নিকট গমন কর। তাঁরে ব'লো, আমি তোমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেছি। তিনি তোমার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার কর্‌লেই তুমি লোকসমাজে ব্রাহ্মণ ব'লে গণ্য হবে।

বিশ্বা। বশিষ্ঠ আমার কথায় প্রত্যয় কর্‌বে?

ব্রহ্মা। বশিষ্ঠ জানে, তুমি মিথ্যাবাদী নও, আমি বর প্রদান করেছি, এ কথা সে অবিশ্বাস কর্‌বে না। তুমি বশিষ্ঠের নিকট গমন কর।

বিশ্বা। প্রভু, আমি অনাহারী, শারীরিক নিয়মে অদ্যই আমার দেহত্যাগ হবে। আমার অভীষ্টলাভ হয়েছে, আর আমার দেহধারণে প্রয়োজন নাই। আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেছি, সংসারে প্রচার হয়, এইমাত্র আমার অভিপ্রায়।

ব্রহ্মা। তোমার যশোলাভ ইচ্ছা?

বিশ্বা। না।

ব্রহ্মা। তবে প্রচারের প্রয়োজন?

বিশ্বা। অতি উচ্চ প্রয়োজন, শুন পদ্মযোনি!

উচ্চ তত্ত্ব বুঝিবে অবনী,
ব্রাহ্মণত্ব তপস্যা-অধীন।
বর্ণান্তরে জন্মি, যদি উচ্চচেতা জন
করে আকিঞ্চন ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জ্জন,
তপের প্রভাবে তাহা লভিবে নিশ্চয়।
ব্যাপিয়ে সংসার, আছে সংস্কার,
ব্রাহ্মণ-ঔরসে মাত্র জনমে ব্রাহ্মণ।
আদর্শে আমার, হবে ভুবনে প্রচার,
শ্রেষ্ঠ নীচ আচারে মানব;
তপাচারী যেই নর, ব্রাহ্মণত্ব তার।
শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আচারে ব্রাহ্মণ।
জন্ম লভি ব্রাহ্মণের ঘরে,
বাল্যাবধি সুদীক্ষিত হয় নিষ্ঠাচারে,
এই মাত্র বিপ্রগৃহে জনমে গৌরব।
এই সত্য অবনীতে হইলে প্রচার,
নিশ্চয় হইবে, ধাতা, উন্নত সংসার।
সংসারের হিত-অর্থে মম আকিঞ্চন,
ব্রাহ্মণত্ব লভিয়াছি, জানে জগজ্জন।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ব্রহ্মর্ষি, আমি ইন্দ্র, তোমায় ছলনা কর্‌বার জন্য ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করেছিলেম। তুমি ব্রহ্মর্ষি, তোমার আর দেহাদির নিয়ম কি! তুমি সমস্ত নিয়মের বহির্ভূত।

বিশ্বা। দেবরাজ,

কুদৃষ্টান্ত-স্থাপনে বাসনা নাহি মনে।
শাস্ত্রের বচন, ত্রিকালজ্ঞ হয় যেই জন,
ইচ্ছামাত্র সাগর লঙ্ঘিতে ক্ষম;
তথাপিও বিধির নিয়ম,
লঙ্ঘন উচিত নহে তার!
ধাতার নিয়ম করি মস্তকে ধারণ।

ব্রহ্মা। আমারই নিয়মে, তোমার ন্যায় তপাচারী সকল নিয়মের অতীত। অদ্য হ'তে স্বেচ্ছায় তুমি ত্রিলোক-ভ্রমণের অধিকারী। যখন যে

লোকে ভ্রমণ ইচ্ছা হবে, মানসগতিতে তখনই সে লোকে উপস্থিত হ'তে পারবে। বৎস, ধরার হিতসাধনের জন্য তোমার দেহধারণ, কালে স্বয়ং নারায়ণ তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। তোমার মঙ্গল হ'ক্!

বিশ্বা। নমো নম, হে চতুরানন,
নম রক্তাম্বর, আরক্ত-বরণ!
ভীম একার্ণবে, নাগপৃষ্ঠে অনন্ত-শয়ন
নাভিপদ্মে মহান্ উদ্ভব!
সৃষ্টির আকর, লোকস্রষ্টা লোক-পিতামহ,
নম ধাতা, ব্রহ্মজ্ঞানদাতা!
বেদবিদ্যা বীণাপাণি নিয়ত আশ্রিতা।
বেদবক্তা, মগ্ন মহাধ্যানে!
নমো নমো বিধি,
নিরবধি লোকত্রয় কল্যাণ-কামনা!
পূরিল বাসনা, অপার করুণা,
নমে দাস চরণ-অম্বুজে!

(সিদ্ধচারণগণের প্রবেশ)

(গীত)

শুদ্ধ চিত্ত, ধরা পবিত্র, বর নর তপাচারী।
পৌরুষ যশ, পরম আদর্শ, তাপস-হর্ষকারী॥
বিশ্বামিত্র জগৎমিত্র, উদ্যমপ্রচারি,
উচ্চবিভব গৌরবলাভ, বিঘ্নবাধা বারি;
ব্রহ্ম-ঋষি, মনীষী পুরুষ, যাজী, যোগধারী,
জয় জয় জয়, পরহিতব্রত, আশ্রিত-ভয়হারী॥

[ব্রহ্মা ও ইন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্র। হে পদ্মযোনি, যখন স্বয়ং ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেছেন, তখন বশিষ্ঠের অপেক্ষা কি?

ব্রহ্মা। দেবরাজ, ব্রাহ্মণ সামান্য নয়—যার পদচিহ্ন নারায়ণ স্বয়ং বক্ষে ধারণ করেন। সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। বশিষ্ঠের সহিত মিলনে সে সংস্কার পূর্ণ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বশিষ্ঠের আশ্রম।

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী।

অরু। প্রভু, আবার বিশ্বামিত্রের সহিত ক[illegible] আমার হৃৎকম্প হ'চ্চে! অতি ক্রোধনস্বভাব ঋ[illegible] তারই ক্রোধে আমার শতপুত্র বিনষ্ট হয়েছে[illegible] শক্তির একমাত্র পুত্র পরাশরের মুখ চে[illegible] গৃহবাসী হয়ে আছি। বংশধর একটি সন্তা[illegible] বিশ্বামিত্রের কোপে তার না অমঙ্গল হয়[illegible] তা হ'লে, প্রভু, কাকে নিয়ে গৃহবাসী হব[illegible] বিশ্বামিত্রের সহিত আর কলহের প্রয়োজন নাই[illegible]

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, আমি কলহপ্রিয় নই; বিশ্বামিত্রে[illegible] সহিত আমার কোনও বিবাদ নাই।

অরু। তবে, প্রভু, কি নিমিত্ত তাঁকে ব্রাহ্মণ স্বীকা[illegible] কচ্চেন না? বিশ্বামিত্র দু'বার দ্বারস্থ হয়েছেন[illegible] তথাপি কেন তাঁকে বিমুখ করেছেন?

বশিষ্ঠ। শাস্ত্রের অমান্য আমি কিরূপে করবো[illegible] ব্রাহ্মণের লক্ষণ-দর্শন ব্যতীত কিরূপে ব্রাহ্ম[illegible] ব'লে স্বীকার পাব?

অরু। প্রভু, অবলার অপরাধ মার্জ্জনা করুন! স্বয়[illegible] পদ্মযোনি তাঁকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেছেন[illegible] আপনি কেন অস্বীকার কচ্চেন? তবে কি[illegible] পদ্মযোনি তাঁকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেন নাই?

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র মিথ্যাবাদী নন, ব্রহ্মা তাঁকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেছেন!

অরু। তবে, প্রভু, আপনি কেন অস্বীকার কচ্চেন?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, বেদবিধি ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত। তিনি ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেছেন, আমার বিশ্বাস; তথাপি আমি চির-প্রচলিত শাস্ত্র অমান্য কদাচ করবো না। যখন তাঁরই আদেশ যে, আমি ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করলে, তবে বিশ্বামিত্র জগতে ব্রাহ্মণ ব'লে প্রচার হবে, তখন আমি শাস্ত্রীয় লক্ষণ বিশ্বামিত্রে না দে'খে কদাচ তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবো না।

অরু। প্রভু, বংশরক্ষার জন্য দাসী অনুরোধ কচ্চে। ব্রহ্মা যাঁরে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করেছেন,

আপনি কেন তাঁরে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার কর্‌বেন না ?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, বংশরক্ষা কি ছার! আমি কোন প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কায়, ব্রাহ্মণ হয়ে শাস্ত্রের অমান্য কদাচ কর্‌বো না। যত দিন না বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্টি করি আমি কদাচ তাঁরে ব্রাহ্মণ স্বীকার কর্‌বো না।

অরু। প্রভু, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, তুমি তো সে সকল অবগত। যখন শবলার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিবাদ হয়, তখন ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তুমিই তো আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে। শম, দম, তিতিক্ষা, অহিংসা, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, এই সকল লক্ষণ যাতে প্রকাশ, সেই-ই ব্রাহ্মণ! কুটীরে গমন কর, বিশ্বামিত্র আস্‌ছে।

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

বিশ্বা। নমো নারায়ণ! কি তুমি এখনও আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার কর্‌লে না? আমি তৃতীয়-বার তোমার নিকট এসেছি। এবার যদি তুমি আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে না স্বীকার কর, তোমার ঘোর অনিষ্ট হবে!

বশিষ্ঠ। ইষ্ট হ'ক বা অনিষ্ট হ'ক, অব্রাহ্মণকে আমি কি ব'লে ব্রাহ্মণ স্বীকার কর্‌বো ?

বিশ্বা। শোন, তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর? ব্রহ্মা আমায় বর প্রদান করেছেন, আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেছি।

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মা বর প্রদান করেছেন, আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু যত দিন তোমাতে আমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ না দেখবো, আমি ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার কর্‌বো না।

বিশ্বা। আমি কোথা হ'তে আগমন ক'চ্চি, জান?

বশিষ্ঠ। সে জান্‌বার প্রয়োজন আমার নাই।

বিশ্বা। শোন, আমি ব্রহ্মার আদেশে তোমার নিকট এসে তোমায় নমস্কার করায়, তুমি প্রতি-নমস্কার কর নাই। এ সংবাদ আমি ব্রহ্মাকে জানাই, তিনি পুনর্ব্বার তোমার নিকট আস্‌তে বলেন। আমি পুনর্ব্বার এসে তোমায় নমস্কার করি, তুমি প্রতি-নমস্কার কর নাই। সেই জন্য পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেম।

বশিষ্ঠ। এ সংবাদে আমার প্রয়োজন কি?

বিশ্বা। আমি ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হয়েছি।

বশিষ্ঠ। উত্তম, আমি তার অংশী নই।

বিশ্বা। আমি তোমার ঘোর অনিষ্ট কর্‌তে পারি, জান ?

বশিষ্ঠ। তা তুমি পার্‌তে পার, এই যে তুমি আমার শতপুত্রকে রাক্ষস দ্বারা নিহত করেছ।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর, সে শোক বিস্মৃত হও। আমারও শতপুত্র তোমার ব্রহ্মতেজে ভস্মীভূত হয়েছে। যা হবার হয়েছে, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাকে ক্ষমা কর।

বশিষ্ঠ। তোমার ক্ষমা-প্রার্থনার অপেক্ষা করি নাই, তোমায় বহুদিনই ক্ষমা করেছি।

বিশ্বা। তবে তুমি আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব অস্বীকার কচ্চ কেন ?

বশিষ্ঠ। যা অসত্য, তা কিরূপে স্বীকার কর্‌বো।

বিশ্বা। কি, বার বার তোমার এই উক্তি ?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণের বাক্য অটল। তুমি ব্রাহ্মণ নও, তাই জান না।

বিশ্বা। বটে, তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা! ব্রহ্মার বাক্যে আমি ব্রহ্মর্ষি, তা তুমি অস্বীকার কর? ব্রহ্মার নিকট আমি শক্তি প্রাপ্ত হয়েছি, জান, যে শক্তিতে তোমার বধসাধন কর্‌তে পারি?

বশিষ্ঠ। ইচ্ছা হয়, বধসাধন কর।

বিশ্বা। আমি তোমার ইষ্টের নিমিত্ত বল্‌ছি, আর আমায় উপেক্ষা ক'রো না। আমি মারণ-যজ্ঞ ক'রে তিনবার তোমার নামে আহুতি প্রদান কর্‌লে, তৎক্ষণাৎ তোমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হয়ে যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হবে। তুমি যদি বার বার আমায় অবজ্ঞা কর, আমি সেই মারণ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হব।

বশিষ্ঠ। আমি শাস্ত্রের বশীভূত, তোমার প্রবৃত্তির বশীভূত নই। আমি শাস্ত্রের মর্য্যাদা ক'রে তোমায় ব্রাহ্মণ স্বীকার কর্‌বো না, আমার মৃত্যু হলেও না।

বিশ্বা। আমি নিশ্চয় তোমার মারণযজ্ঞ কর্‌বো।

বশিষ্ঠ। তুমি যথা ইচ্ছা কর্‌তে পার।

বিশ্বা। তুমি আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার কর্‌বে না? আমায় মহর্ষি স্বীকার কর?

বশিষ্ঠ। অবশ্য :করি। অম্বরীষের যজ্ঞে সমস্ত

দেবগণের সহিত তোমায় মহর্ষি ব'লে অভিবাদন করেছি।

বিশ্বা। আমি কল্য তোমার বধ-যজ্ঞের আয়োজন করুবো। তোমায় পৌরোহিত্যে বরণ কচ্ছি, তুমি সেই যজ্ঞে উপস্থিত থেকে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

বশিষ্ঠ। অবশ্য করুবো। তুমি মহর্ষি, আমায় বরণ কচ্ছ, কদাচ উপেক্ষা করুবো না।

বিশ্বা। ভাল, বুঝ্‌বো তোমার দার্ঢ্য! আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, যদি তুমি উপস্থিত হয়ে আমার যজ্ঞে পৌরোহিত্য গ্রহণ না কর, আমি যজ্ঞে ক্ষান্ত হব; কিন্তু তোমায় ভীরু, মিথ্যাবাদী, পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'রে উপস্থিত হ'লে না, কপটাচারী কাপুরুষ ব'লে প্রচার করুবো।

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ-বাক্য অলঙ্ঘ্য। [বশিষ্ঠের প্রস্থান।

বিশ্বা। অতিশয় দম্ভ! ব্রহ্মার বাক্যে উপেক্ষা! পুত্রশোক ভোলে নাই; ও আমায় কদাচ মার্জ্জনা করে নাই। আমার সহিত শত্রুতা পোষণ ক'চ্ছে। একে দমন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ আমার সমস্ত তপ-জপ পণ্ড হবে। বশিষ্ঠের প্ররোচনায় লোকে আমায় ব্রহ্মর্ষি ব'লে স্বীকার করুবে না। যজ্ঞে উপস্থিত হয়, আমি নিশ্চয় ওর মরণ-আহুতি প্রদান করুবো। কিন্তু যদি না যায়, সেও আমার পরম মঙ্গল। ব্রহ্মহত্যা হবে না, বশিষ্ঠ মিথ্যাবাদী প্রচার হবে। বশিষ্ঠের কথায় কেহ আর আস্থা স্থাপন করুবে না। সকলে আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার করুবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বন-পথ।

হামাগুড়ি-রত সদানন্দ।

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। ও কি ক'চ্চ?

সদা। (উত্থিত হইয়া) এই যে, ছোক্‌রা, এত দিন কোথায় ছিলে? দেখ্‌তে পাইনি যে?

ব্রহ্মণ্য। তুমিই কোথায় থাক!

সদা। আচ্ছা, ছোক্‌রা, তুমি মেয়েমানুষ না ব্যাটাছেলে? তুমি কি মেয়েমানুষ, ব্যাটাছেলে সেজে বেড়াচ্চ?

ব্রহ্মণ্য। কেন বল দেখি?

সদা। তোমার সঙ্গে তো এই কত বৎসরের আলাপ, তুমি তো তোমার চেহারাখানা সমান খাড়া রেখেছ। বাড়্‌লেও না, কম্‌লেও না।

ব্রহ্মণ্য। আমার যোগের শরীর, তাই এমন আছে।

সদা। যোগের শরীরটা কি হে?

ব্রহ্মণ্য। ও এক রকম।

সদা। তার ক'টা পেট? তার খুব জবর রকম খোল, না? তাইতে অনেক যজমান বজায় রাখ, দিব্যি আহার চলে!

ব্রহ্মণ্য। তুমি কি ক'চ্চ?

সদা। ভারী বিপদ্‌, ভাই, ভারী বিপদ্‌!

ব্রহ্মণ্য। কি বিপদ্‌ হে?

সদা। এই একদিনে পাঁচ পাঁচটা নিমন্ত্রণ।

ব্রহ্মণ্য। তা হামাগুড়ি দিচ্ছিলে কেন?

সদা। শুনেছি, চার পায়ে চ'য়ে পেট্‌টা বাড়ে। গরুগুলো চার পায়ে চ'লে দেদার খায়। তাই ক্ষুধা কচ্ছিলেম।

ব্রহ্মণ্য। তোমার খেয়ে আশ মেটে না না কি?

সদা। খেয়ে কি আশ মেটে, দাদা! দুর্জ্জয় রসনা মা কালীর জিবের মতন লক্‌লকই কচ্চে। রক্তবীজ-গোত্রের মিষ্টান্নের বীজ থাকতে, এ রসনার তৃপ্তি হচ্ছে না। এই, দাদা, আপনি হ'তে বোঝো না, এই তো তোমায়ও পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হচ্চে?

ব্রহ্মণ্য। আমি মুখে খাই না, দৃষ্টিতে খাই।

সদা। এঁ্যা, বল কি? আমায় শিখিয়ে দিতে পার তো ভূতো ময়রার দোকান উজড় করি।

ব্রহ্মণ্য। তুমি যা মনে করুবে, করুতে পারুবে। ইচ্ছে কর তো না খেয়ে থাক্‌তে পারুবে।

সদা। তোমার চৌদ্দ পুরুষ না খেয়ে থাকুক!

ব্রহ্মণ্য। তুমি দেবপ্রিয় ব্রাহ্মণ, তোমার সরল প্রাণ, তাই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার অন্তরে-বাহিরে, তোমার আর খাওয়ার প্রয়োজন কি?

সদা। আমার প্রয়োজন তুমি কি বুঝ্‌বে বল? মনের আবেগ অনেক ক'রে সহ্য করে থাকি। আর কেউ হ'লে দম ফেটে ম'রে যেত।

ব্রহ্মণ্য। তোমার আবার মনের অবেগ কি ?

সদা। দাদা, আমার মতন যদি দুরন্ত রসনা তোমার হ'ত, তা হ'লে তুমি বুঝ্‌তে। ভোরের বেলায় উঠেই মধোর বাপের শ্রাদ্ধের মোণ্ডার কথা রসনা মনে ক'রে রাগে, যেন আব্‌দারে ছেলে, বলে 'খাব খাব!' সে তাল যদি সাম্‌লালুম, ক্ষুদি বামনীর তালনবমীর ব্রত, তালের বড়া মনে পড়্‌লো! সেও বদ্দি সয়ে সম্বুরে নিলুম— 'মধা, এড়াবি ক'ঘা, অমনি সারবন্দী ঢেউয়ের ঢেউ চল্‌তে লাগ্‌লো ;—কারো বেটার অন্নপ্রাশন, কারো মার সপিণ্ড-করণ, কারো তিলে সংক্রান্তির তিলেখাজা কারো ইতুস ক্রান্তির পিটে —এই দৈত্যদানার মত সাম্‌নে নাচ্‌তে লাগ্‌ল! এতে কি আর প্রাণ বাঁচে, দাদা! যাক্, ও কথা ছেড়ে দাও, কোথাও যজ্ঞ-টজ্ঞ একটা বাগালে নাকি ?

ব্রহ্মণ্য। না, আমি তোমার কাছে একটি জিনিসের জন্যে এসেছি।

সদা। বাঃ—বেশ মুরুব্বী ধ'রেছ! এদিকে এমন চালাক-চতুর দেখ্‌তে পাই, আমি পাঁচ দোরে খেয়ে বেড়াই, আমার কাছে কি নিতে এসেছ ?

ব্রহ্মণ্য। এই—তোমার পাঁচ বাড়ীর খাওয়াটি।

সদা। ও, প্রাণে মার্‌তে এসেছ! কেন, দাদা, তোমার সঙ্গে কি শত্রুতা করেছি যে, আমার পাঁচবাড়ীর খাওয়া মার্‌তে এসেছ ?

ব্রহ্মণ্য। তোমায় আমি বড় ভালবাসি।

সদা। হ্যাঁ, তা তো দেখ্‌ছি! গলায় পা দিতে এসেছ! বন্ধুর কাজ কর্‌তে এসেছ!

ব্রহ্মণ্য। সত্যি, আমার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমি অষ্টপ্রহর থাকি, তোমার ঐ হ্যাঙ্গ্‌লাপনাতে পারিনে।

সদা। কেন, দাদা, ও দোষটা আমার উপরে চাপাচ্ছ! তোমার হ্যাঙ্গ্‌লাবৃত্তিতে আমিই চম্‌কে যাই! চাঁড়াল মাগীর পান্তাগুলো সে দিন মার্‌লে, আমি দেখে অবাক্!

ব্রহ্মণ্য। আহা, সে না খেলে যে মাগী দুঃখ কর্‌তো!

সদা। দাদা, সেই চাঁড়ালমাগীর দুঃখ ভাব্‌ছ; আর এই বামুনের ছেলে যে না খেতে পেয়ে মারা যাব, তা একবার ভাবনা দাদা!

ব্রহ্মণ্য। আচ্ছা, তোমায় যদি এমন সামগ্রী দিই, যাতে তোমার ক্ষুধা আর না হয় ?

সদা। ঐ তো দাদা, বুঝ্‌লে না! ক্ষিদের চোটে কি খাই, রসনার তাড়নায় খাই! ভালমন্দ সামগ্রী দেখ্‌লে অমান কেঁদে কাপড়-চোপড় ভাসিয়ে দেয়, বলে—"দে দে, আম য় দে!" উদর বলে, আমি গেলুম।" রসনা বলে, "গেলি গেলি, আমার বয়ে গেল! ম'র্‌তে হয়—তুই ফেটে মর্; আমি মিষ্টান্ন ছাড়্‌তে পার্‌বো না।"

ব্রহ্মণ্য। তুমি একটি কাজ যদি কর, তুমি রসনায় দিবারাত্র অমৃতের আস্বাদ পাও।

সদা। দাদা, তা যাদ বাৎলে দাও, তোমার গোলাম হয়ে থাকি। কি কর্‌তে হবে—বল তো, কি কর্‌তে হবে—বল তো ?

ব্রহ্মণ্য। এই—লোভ সংবরণ করা।

সদা। বেশ ব'লেছ! আমি আপনি রোগ ভাল করি, তার পর তুমি ওষুধ দেবে!

ব্রহ্মণ্য। অহে, বড় সোজা।

সদা। সোজা হয়, তুমিই কর না। দৃষ্টি দিয়ে খাও, আর মুখেই খাও,—পাঁচ জায়গায় তো খেয়ে বেড়াতে হয় ?

ব্রহ্মণ্য। কি কর্‌বো বল, আমায় যে ছাড়ে না!

সদা। তোমায় যে বল্‌লুম, আমার রসনাও নাছোড়-বান্দা।

ব্রহ্মণ্য। তুমি এক কাজ কর দেখি, এক মুহূর্ত্ত আমি যা বলি, তা কর দেখি ?

সদা। কি বল, মরি বাঁচি দেখি।

ব্রহ্মণ্য। একবার গায়ত্রী জপ কর।

সদা। ঐ তো দাদা, সে বহুদিনের কথা, সেটি ভুলে গেছি।

ব্রহ্মণ্য। আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি, শোনো,— নাও, পৈতে হাতে জড়াও, আমি কানে কানে বল্‌ছি।

(সদানন্দের কর্ণে ব্রহ্মণ্যদেবের গায়ত্রী-মন্ত্র প্রদান)

সদা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) তাই তো, এ কি হ'লো, এ কি ভোজ্ লেগে গেল! ও নির্ব্বংশের ব্যাটা, কি মন্ত্র দিলি ? আমার সব ঘোচালি! দে, দে, আমার মা কোথায় এনে দে! মা ব্রহ্মবাদিনি, কোথায় তুমি!

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদ। এই যে, বাবা, আমি তোমার হৃদয়েই অষ্টপ্রহর আছি।

সদা। মা, মা, এত দিন আমায় সামান্য মিষ্টান্ন দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলে?

বেদ। বাবা, খেল্‌তে এসেছ, চোখ বেঁধে খেল; খেলা ফুরুলেই তোমায় নিয়ে চ'লে যাব।

ব্রহ্মণ্য। অহে, চল হে চল, একটা যজ্ঞের যোগাড় দেখা যাক্‌।

সদা। আরে নে ছোঁড়া, তোর চালাকী আমি বুঝে নিয়েছি। তোর গরজ, পাঁচ বাড়ীতে তুই-ই ঘুর গে যা। আমার তোর মতন ভেল্কীবাজী কর্‌তে হবে না, আমি মা চিনে'ছি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বশিষ্ঠের আশ্রম-সম্মুখ।

(বশিষ্ঠ, তৎপশ্চাৎ অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। প্রভু, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে গমন কচ্চেন?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, কি নিমিত্ত চমৎকৃত হ'চ্চ?

অরু। আপনার মারণ-যজ্ঞ, আপনি পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'রে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবেন? সত্যই যদি ব্রহ্মা তারে বর দিয়ে থাকেন, তার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার করলে সকল বিঘ্ন দূর হয়। কিন্তু আমি হীনবুদ্ধি রমণী—আমার বলা শোভা পায় না—বোধ হয়, শ্রীচরণে কোন আপরাধী, নচেৎ এ শেলাঘাত কর্‌তে কেন প্রস্তুত হয়েছেন? আমি পুত্রশোকাতুরা, মনকে কি প্রবোধ দেব! স্বামী করাল মৃত্যুমুখে অগ্রসর দে'খে, কিরূপে ধৈর্য্য-ধারণ কর্‌বো? আজীবন শ্রীচরণ ধ্যান, শ্রীচরণ সেবা ভিন্ন দাসীর অন্য কামনা নাই; আমার দেবসেবার অধিকার কি এত দিনে দূর হবে? আমি দশদিক্‌ শূন্য দেখ্‌ছি! প্রভু, কি ব'লে মনকে প্রবোধ দেব!

বশিষ্ঠ। অরুন্ধতি, তুমি কি নিমিত্ত আত্মবিস্মৃত হচ্চ? যখন প্রাণরক্ষার্থ ব্রহ্মদণ্ডপ্রভাবে বিশ্বপ্রাণ বধ কর্‌তে উন্মত্ত হয়েছিলেম, তুমিই আমায় নিবারণ ক'রে বলেছিলে—ব্রাহ্মণের আবার জন্ম-মৃত্যু কি? যখন বিশ্বামিত্রের কৌশলে তোমার শতপুত্র বিনষ্ট হয়, তখন তোমার অভিশাপে বিশ্বামিত্র ভস্ম হ'তো, তুমি কি নিমিত্ত সে অভিশাপ প্রদান কর নাই? তুমি বিদ্যাশক্তি, তোমার নিকটেই আমার কর্ত্তব্য-শিক্ষা, আমার ক্ষমা-শিক্ষা। সাধ্বি, কর্ত্তব্য কার্য্যে কি নিমিত্ত বিরত করবার আকাঙ্ক্ষা ক'চ্চ? বিশ্বামিত্র মহর্ষি, আমায় পৌরোহিত্যে বরণ করেছে। এ উপেক্ষা করলে মহর্ষির অমর্য্যাদা করা হয়। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের মনের ভ্রম যে, আমি ঈর্ষায় তার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণ, সে ভ্রম দূর করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞে উপস্থিত হ'লে বিশ্বামিত্র দেখ্‌বে, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কি! বুঝ্‌বে যে, ঈর্ষায় নয়, তার ব্রাহ্মণত্বের অভাবেই আমি তার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার পাই নাই। আমার ক্ষণভঙ্গুর দেহবর্জ্জনে যদি তপস্যাচারী বিশ্বামিত্রের শিক্ষালাভ হয়, আমি শতবার দেহবর্জ্জনে প্রস্তুত। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, অবিচলচিত্তে সহ্য কর। ধৈর্য্য-ধারণ শিক্ষা-লাভার্থে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেছ, ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী হয়েছ। জান তো সাধ্বি, কর্ত্তব্যপথ কুসুমাবৃত নয়।

অরুন্ধতী। প্রভু, আর আপনাকে নিবারণ করবো না, কিন্তু নয়নজল মার্জ্জনা করুন—আমি রমণী, আমার প্রাণের ব্যাকুলতা কিরূপে নিরোধ করবো? একবার পাদপদ্ম বক্ষে প্রদান করুন, নচেৎ হৃদয়পিঞ্জর ভেদ করে এখনি প্রাণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হবে! ধৈর্য্য? কোথায় ধৈর্য্য! পতি ধৈর্য্য, পতি জীবন, পতি প্রাণ, আমি কিরূপে ধৈর্য্য ধারণ করবো! অতি কঠোর কর্ত্তব্য! আমায় ধৈর্য্য-ধারণ-শক্তি প্রদান করুন, আমি বড়ই অধীর!

বশিষ্ঠ। নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমায় ধৈর্য্য প্রদান করবেন।

অরুন্ধতী। প্রভু, সম্মুখে আমার নারায়ণ, অপর নারায়ণমূর্ত্তি কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

শষ্ঠ। সাধ্বি, আমার বাক্যে তোমার হৃদয়ে সে মূর্ত্তি কখনও বিলুপ্ত হবে না।

(প্রস্থানোদ্যত)

(বেগে অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ)

দৃশ্যন্তী। পিতঃ, পিতঃ, কোথায় যান? পতি-হারা কন্যাকে অকূল সাগরে ভাসাবেন না, বালক পরাশরকে বর্জ্জন করবেন না! পিতঃ, আমরা নিরাশ্রয়, আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! আপনি বর্জ্জন করলে কোথায় স্থান পাব? নিষ্ঠুর হবেন না! যদি আমাদের বর্জ্জন করেন, বালক পরাশরকে বর্জ্জন করবেন না! সে পিতৃহীন বালক, আপনার চরণ আশ্রয় ব্যতীত তার আর স্থান নাই। ছার যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে সর্ব্বনাশ করবেন না!

শষ্ঠ। বৎসে,—রক্ষাকর্ত্তা আশ্রয়দাতা একমাত্র ধর্ম্ম! সে ধর্ম্মবর্জ্জনে পরাশরের ঘোর অমঙ্গল! আমি ধর্ম্মের নিমিত্ত যজ্ঞে গমন কচ্ছি। ধর্ম্ম তোমাদের রক্ষা করবেন।

(পরাশরের প্রবেশ)

শ্যন্তী। (পরাশরের প্রতি) আরে অনাথ, আরে অভাগা, তোর পিতামহকে ফেরা! আমাদের কথায় উনি কর্ণপাত কচ্ছেন না. যদি তোর কথায় ফেরেন,—অনাথ ব'লে যদি দয়া করেন!

শর। দাদা, দাদা, কি নিমিত্ত আমায় পরিত্যাগ কচ্ছেন? মাতৃগর্ভে পিতৃহীন, পিতার কখনও মুখ দেখলেম না! মহাতপা খুল্লতাতগণ অভাগার ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তুমি আমার পিতা, তুমি আমার খুল্লতাত! আমি বালক, আমার শিক্ষা—দীক্ষা—ভরণপোষণের ভার আপনার। সে ভার কারে অর্পণ কচ্ছেন? দাদা, তুমি ভিন্ন আমার দশদিক্ শূন্য! এ সংসার-অরণ্যে তোমাহারা হয়ে আমি কিরূপে জীবনধারণ করবো? পিতৃহীন ব'লে কখনও চোখের আড়াল কর নি! স্নেহের আবরণে কখনও পিতৃহীন ব'লে জানতে দাও নি! আজ কেন নির্ম্মম হয়ে বর্জ্জন ক'রে যাচ্ছ?

ষ্ঠ। পরাশর, পরাশর! আমার নয়ন-আনন্দ, কেন তুমি ক্ষুব্ধ হচ্ছ?

শর। যদি অজ্ঞানতাবশতঃ শ্রীচরণে অপরাধী হয়ে থাকি, আমার দুখিনী জননী অপরাধিনী নয়, আমার পিতামহী আপনার চরণাশ্রিতা, কেন তাঁদের পরিত্যাগ কচ্ছেন? দাদা, দাদা, আমি কি কোন অপরাধ করেছি? পিতামহী কি কোন অপরাধ করেছেন? না আমার অভাগিনী জননী কোন অপরাধ করেছেন? তাই আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য, আশ্রয়হীন ক'রে চলে যাচ্ছেন? দাদা, দাদা, আমাদের চরণে ঠেলবেন না।

বশিষ্ঠ। বৎস, যদিও তুমি বালক, কিন্তু যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ। কর্ত্তব্যপালন যার জীবন, সেই কর্ত্তব্য-পালনে তোমার পিতামহ অগ্রসর। তুমি শিক্ষা কর, ব্রাহ্মণের জীবন কি কঠোরতাপূর্ণ! অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণের ঈর্ষা করে, তারা জানে না যে, নিরবচ্ছিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রাহ্মণের গমনা-গমন। বিরামহীন কার্য্য, আত্মত্যাগ কার্য্য, পরহিত-সাধন কার্য্য,—সে কার্য্যে কায়মনঃপ্রাণ-বিসর্জ্জন ব্রাহ্মণের আজীবন ব্রত।

পরাশর। দাদা, এ কঠোর বিশ্বামিত্র! একে কি কেউ শাস্তি প্রদান করে না? শুনেছি, এর কৌশলেই আমার পিতৃদেব হত, উনশত খুল্লতাত হত। আবার আপনার নিধন-কামনা করেছে। এ দুরাচার কি দণ্ডনীয় নয়?

বশিষ্ঠ। বৎস, দণ্ড-প্রদানের ভার আমাদের নয়। রোষ পরিত্যাগ কর। রোষপরবশ হয়ে দেবদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব বর্জ্জন ক'রো না। ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা, দণ্ডপ্রদান নয়। বৎস, আমি বিদায় হলেম।

(গমনোদ্যোগ)

(বেগে সুনেত্রার প্রবেশ)

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, দাসীর প্রতি করুণা করুন! চিরদুঃখিনীকে আশ্রয় প্রদান করুন! চরণা-শ্রিতাকে চরণে স্থান দিন!

বশিষ্ঠ। কে মা তুমি?

সুনেত্রা। আমি গাধিরাজকুলকামিনী মহর্ষি বিশ্বা-মিত্রের ঘরণী।

বশিষ্ঠ। আমার নিকট কেন মা?

সুনেত্রা। স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। স্বামীর ব্রহ্ম-হত্যা-নিবারণের নিমিত্ত! স্বামীর জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা না বিফল হয়, সে জন্য আপনার

শরণাগতা, দাসীর প্রতি কৃপা করুন, যজ্ঞে উপস্থিত হবেন না।

বশিষ্ঠ। মা, আমি প্রতিশ্রুত। আমায় মিথ্যাবাদী করবার কামনা ক'রো না।

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, আমার স্বামীকে ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন, সতীকে পতি ভিক্ষা দিন।

বশিষ্ঠ। শুভে, তপঃপ্রভাবে তোমার স্বামী দেব-রক্ষিত, তাঁর অমঙ্গল আশঙ্কা কি নিমিত্ত কর?

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, দাসীর সহিত কি নিমিত্ত প্রতারণা কচ্চেন?

কোথা, কেবা আছেন দেবতা
ব্রহ্মঘাতী-রক্ষণে সক্ষম?
মহা অমঙ্গল সম্মুখে আমার—
ব্রহ্মবধ স্বামীর কামনা।
যে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মার বদন-বিনিঃসৃত,
যেই ব্রাহ্মণের পদধূলি
বক্ষঃস্থলে করিয়ে ধারণ,
নারায়ণ গৌরব করেন জ্ঞান;
যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মশক্তি-বলে—
সুরধুনী গণ্ডূষে করেন পান;
বিন্দু সম সিন্ধুবারি করিলা শোষণ;
যে ব্রাহ্মণ ত্যাগ-শক্তিবলে,
বাসবের স্বর্গলাভ হেতু,
তৃণসম নিজ অস্থি করিলেন দান;
যেই ব্রাহ্মণের কৃপা-দৃষ্টি লভি—
মহাপাপী পাপ-মুক্ত হয়;
সেই ব্রাহ্মণের নিধন-সাধনে,
যজ্ঞ আয়োজন পতির আমার!
প্রভু, প্রভু,
অমঙ্গল এ হ'তে অধিক কিবা!
রক্ষা কর পতিরে আমার!

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, ব্রাহ্মণের কার্য্যে কেন বাধা প্রদান কর?

(গমনোদ্যত)

সুনেত্রা। না, প্রভু, সে নিদারুণ যজ্ঞে আপনাকে যেতে দেব না। এই আমি আপনার গমনপথ রোধ ক'রে পতিত হলেম, দাসীকে বধ ক'রে যজ্ঞে গমন করুন।

(বশিষ্ঠের পথাবরোধ করিয়া পতন)

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, গাত্রোত্থান কর, তোমার সতীত্ব প্রভাবে তোমার স্বামী জগৎপূজ্য হবে।

সুনেত্রা। প্রভু, অবলাকে বঞ্চনা করবেন না,—বলুন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে?

বশিষ্ঠ। সতীর মনোবাঞ্ছা নারায়ণ পূর্ণ করেন।

[অগ্রে বশিষ্ঠ, তৎপশ্চাৎ সুনেত্রার প্রস্থান

অদৃশ্যন্তী। মা, তুমি কি কঠিনা, যজ্ঞে যেতে বিরত করলে না! অকূল সাগরে আমাদের ভাসালে! আমরা আশ্রয়হীনা হয়ে কি রূপে জীবন ধারণ করবো? আমার পরাশরের দশা কি হবে?

অরুন্ধতী। মা, আমায় ভর্ৎসনা কি নিমিত্ত কচ্চ? তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, ব্রাহ্মণপত্নী, ব্রাহ্মণজননী—তুমি ব্রাহ্মণ-গৃহে অবস্থিতি ক'রে কি ব্রাহ্মণের আচার অবগত নও? আমি সামান্যা রমণী, আমার কি শক্তি যে, ওঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি? করুণাময় ব্রাহ্মণ কোমলহৃদয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় মেরুর ন্যায় অটল। যদি তিন লোক সমবেত হয়ে প্রভুকে নিবারণ করতো তথাচ তিনি যজ্ঞে যেতে বিরত হতেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বাক্যেও ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না। ব্রাহ্মণ সত্যবাদী, তাঁর সত্যভঙ্গ হওয়া অসম্ভব। বৎস পরাশর, এই বালক-বয়সে তুমিই আমাদের আশ্রয়। মা, তুমি বালকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাক, বিলাপে ফল কি?

পরাশর। মা, যদি ব্রাহ্মণের বাক্য এরূপ অটল হয়, আমিও ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী আমার সহায়,—আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, গায়ত্রীদেবীর সাহায্যে আমি বিশ্বামিত্রের মারণ-যজ্ঞ বিফল করবো। আমি তাঁরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হলেম।

[পরাশরের প্রস্থান

অদৃশ্যন্তী। মা, মা, পরাশর আবার কি করে! আবার কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল? জানি না, অদৃষ্টে আরও কি আছে!

অরুন্ধতী। মা, চিন্তিত হ'য়ো না, একমাত্র বেদমাতা গায়ত্রী ব্রাহ্মণের সহায়। বালক সেই ব্রহ্মবাদিনীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, এতে অমঙ্গল-আশঙ্কা নাই। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-স্থল।

বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণগণ।

শ্বা। সভাস্থ সকলে শ্রবণ করুন। যদিচ স্বয়ং লোক-পিতামহ আমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেছেন, তথাচ বশিষ্ঠ বলেন, আমাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণের অভাব। কোন্ স্থানে আমার ত্রুটী, তা পরীক্ষার নিমিত্ত আমার এই যজ্ঞের আয়োজন। বশিষ্ঠ দম্ভভরে ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা করেছেন! দম্ভ-ভরে তাঁর মারণ যজ্ঞে আমার পৌরোহিত্য স্বীকার ক'রে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন অঙ্গীকার ক'রেছেন। আজ পরীক্ষিত হবে, তাঁর ব্রাহ্মণ-ত্বের কত তেজ, তিনি কোন্ তেজে ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা করেন।

ম ব্রাহ্মণ। মহর্ষি, আপনি ক্ষান্ত হ'ন, ব্রাহ্মণের মারণ-যজ্ঞ আপনার উচিত নয়।

শ্বা। আমি সর্ব্বসমক্ষে বলছি, আমি মারণ-যজ্ঞে বিরত হব, যদি বশিষ্ঠ উপস্থিত না হন। তবে এইমাত্র প্রচার করবো, বশিষ্ঠ অসত্যবাদী।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

শিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ অসত্যবাদী হয় না। আমি তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'র্বার জন্য উপস্থিত! হোমানল প্রজ্বলিত কর, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন কচ্ছি।

ব্রাহ্মণগণ। বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ, উন্মত্ত হ'য়ো না। বিশ্বামিত্রের সহিত সদ্ভাব কর। ব্রহ্মার বচন কি নিমিত্ত উপেক্ষা ক'চ্ছ?

বশিষ্ঠ। আমি ব্রহ্মার বচন উপেক্ষা করি নাই, শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা কচ্চি।

বিশ্বা। তোমারই মারণ-যজ্ঞ, স্মরণ আছে?

বশিষ্ঠ। আমি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তোমার পুরোহিত,—তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন করতেই উপস্থিত হয়েছি।

(যজ্ঞকুণ্ড-সম্মুখে উপবেশন)

বিশ্বা। (স্বগত) এ কি উন্মাদ ব্রাহ্মণ!
কিংবা মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছে ব্রহ্মার বচন?
নহে, নিজ প্রাণ আহুতি-প্রদানে,
কি সাহসে উপস্থিত মম যজ্ঞ-স্থানে?

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, কি চিন্তা ক'চ্চ? হোমানল প্রজ্বলিত, উপবেশন কর।

বিশ্বা। তথাচ তুমি আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবে না?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হয়ে অশাস্ত্রীয় কার্য্য কিরূপে কর্বো? বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, যজ্ঞ আরম্ভ করি।

ব্রাহ্মণগণ। ওঠো, ওঠো, ব্রহ্মহত্যা কে দেখ্বে!

বশিষ্ঠ। হে ব্রাহ্মণমণ্ডলি, আমার করযোড়ে নিবেদন, —সকলে আমায় ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা নির্ব্বাচন করেছেন,—আমার অনুরোধ, সকলে যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেন ব্রাহ্মণের মান, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে সক্ষম হই।

বিশ্বা। (স্বগত) এ কি চমৎকার!
অগ্রসর আপন সংহারে,
তৃণসম উপেক্ষা করিয়া প্রাণ!
কোথা হ'তে হেন তেজ ধরে এ ব্রাহ্মণ!
আসন্ন মরণ,
তিলমাত্র নহে বিচলিত!
ব্রাহ্মণত্ব যদি ইহা হয়,
এ অতি অদ্ভুত পরিচয়!
নাহি মম হৃদে হেন বল,—
অহেতু আপন মুণ্ড আহুতি-প্রদানে!
অদ্ভুত—অদ্ভুত!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, উপবেশন কর।

(বিশ্বামিত্রের উপবেশন)

হে সর্ব্বভুক্, আমার যজমানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, ব্রহ্মার বাক্য রক্ষা কর! বশিষ্ঠ-নিধন স্বাহা!

(যজ্ঞকুণ্ডে ১ম বার আহুতি প্রদান)

বিশ্বা। বশিষ্ঠ, স্থির হও।
(স্বগত) বাতুল ব্রাহ্মণ!
বাতুল ব্যতীত,
স্বেচ্ছায় কে হয় আত্মঘাতী!
উন্মাদ-লক্ষণ অধিক কি আছে আর—
নিজ-বধ-যজ্ঞ পূর্ণ করিতে উদ্যত!
প্রফুল্ল বদন,
উ'াসিত তেজোরাশি তায়,
হোমাগ্নি সদৃশ জ্যোতি বদনমণ্ডলে!

উন্মত্ততা-প্রভাবে এ রাগ!
হিতাহিত নাহি জ্ঞান আর!
একাগ্রতা সহ করে লয়েছে আহুতি,
সত্য যেন হিতকারী পুরোহিত মম!
উন্মত্ততা এ যদি না হয়,
তবে কিবা উন্মাদ-লক্ষণ!
নাহি কার্য্য এ উন্মাদ-বধে।
তপ, জপ, বিফল সকল!
বিফল ব্রহ্মার বাক্য উন্মাদের হেতু!
মম কর্ম্মফল, দোষ ইথে নাহি কার।
যা হবার হবে,
এ উন্মাদ-বধে নাহি প্রয়োজন!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, আমি যখন তোমার পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছি, তুমি নিষেধ কর্‌লেও আমি যজ্ঞ পূর্ণ করবো। চিন্তা ত্যাগ কর। বিলম্ব কি নিমিত্ত?

বিশ্বা। দম্ভ, দম্ভ,—নহে বাতুলতা।
অবিশ্বাস ব্রহ্মার বচনে!
কর আহুতি প্রদান।

বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ নিধন স্বাহা!

(যজ্ঞকুণ্ডে ২য় বার আহুতি প্রদান)

বিশ্বা। (স্বগত) সত্যই কি উন্মাদ! উন্মাদ না দাম্ভিক, কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি নে। যাই হোক, ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করি। (প্রকাশ্যে) এখনও বিবেচনা কর। আমি সত্য বলছি আমি ব্রহ্মার নিকট বর-প্রাপ্ত। ব্রহ্মার বাক্য বিফল হবে না। এই তৃতীয়বার আহুতি-প্রদানে তোমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হবে।

বশিষ্ঠ। আমি তোমার পৌরোহিত্যে ব্রতী হয়েছি; তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করাই আমার কার্য্য। এই তৃতীয় আহুতিদানেই তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে।

বিশ্বা। স্থির হও।
এ কি, এ কি, কি প্রপঞ্চ করি দরশন!
অটল মেরুর সম নেহারি ব্রাহ্মণ!
কি মহাপ্রভাবে হেন মহা আত্মত্যাগ!
এ মাহাত্ম্য অভাব আমার,
হেন কার্য্যে নহি তো সক্ষম আমি!
প্রাণবধ হেতু করি যজ্ঞ আয়োজন,
নাহি তাহে রোষের লক্ষণ,
উদ্যত আহুতি-দানে অবিচল ভাবে!
জগদম্বে, বুঝিয়াছি কি ত্রুটি আমার,—
ক্ষমাহীন কঠোর হৃদয় মম!
মহামায়া, মোহঘোর নি[illegible] তোমার!
তপোবলে ঘোর তম নাহি হয় দূর!
রোষ-বশে অভিশাপ প্রদানি রম্ভায়,
উদ্যত হয়েছি পুনঃ ব্রহ্ম-বধ হেতু!
ধিক্, ধিক্, তপস্যায় মম!
ধিক্, ধিক্, রাজর্ষিত্ব, মহর্ষিত্ব লাভ!
শত ধিক্, ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভ-আকাঙ্ক্ষায়!
ক্রোধনস্বভাব, চণ্ডালত্ব করেছে আশ্রয়।
পদরেণু ব্রাহ্মণের করিতে গ্রহণ
কদাচন যোগ্য নহি আ[illegible]।
হে ব্রাহ্মণ, কর ক্ষমা,
ক্ষান্ত হও আহুতি প্রদানে।

বশিষ্ঠ। করিয়াছি আহুতি গ্রহণ,
নিষ্ফল না হবে কদাচন।
লোলুপ করাল জিহ্বা অগ্নি দেবতার
আহুতি-গ্রহণ হেতু,—
হব তবে নিরস্ত কিরূপে?

বিশ্বা। আহুতি প্রদান কর মম বধ হেতু!
কর আশীর্ব্বাদ,
মৃত্যুতে হউক মম চণ্ডালত্ব দূর!
হে ব্রাহ্মণ,
কৃপায় মার্জ্জনা কর অধম কিঙ্করে,
বুঝি নাই মাহাত্ম্য তোমার।
যজ্ঞসূত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ,
অজ্ঞান অধম,
হয় নাই ধারণা আমার।
প্রায়শ্চিত্তরূপে,
মস্তকে করহ মম আহুতি প্রদান।
দ্বিখণ্ড হউক মুণ্ড আহুতি-প্রভাবে।
দাও দাও, বিরত কি হেতু?

বশিষ্ঠ। আমি পুরোহিত তব,
আসি নাই অহিতসাধনে।

বিশ্বা। নির্ব্বাণ হউক তবে পাপ-যজ্ঞানল!

(বারি-নিক্ষেপে যজ্ঞানল নির্ব্বাণকরণ

বশিষ্ঠদেব, ব্রহ্মার বচনেও আমার ব্রাহ্মণ-লা

হয় নাই। তোমার কৃপায় আমার মনের প্রতারণা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি ক্রোধন-স্বভাব, আমায় মার্জ্জনা শিক্ষা দাও।

। সাধু, সাধু! তুমি পরম মার্জ্জনাশীল, তোমার নিকট জগৎ মার্জ্জনা শিক্ষা করবে। হে ব্রহ্মর্ষি, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

। নমস্কার! এ কি, তুমি আমার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার কর্‌লে?

। অবশ্য স্বীকার কর্‌বো। তুমি পরম তিতিক্ষাশীল ব্রাহ্মণ। পবিত্র ব্রহ্মণ্যশ্রীতে তোমার মুখমণ্ডল দীপ্তিমান্‌। তুমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভার্থ কঠোর তপস্যা করেছ; আমি তোমার ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করায় তোমার ব্রহ্মার নিকট বর লাভ বিফল হ'য়েছিল। আমি তোমার পরম শত্রু, তোমার ইষ্টলাভের বাধা। তৃতীয় আহুতি-প্রদানে আমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হ'ত নিশ্চয়। কিন্তু তুমি পরম মার্জ্জনাশীল, এ পরম শত্রু সংহারের শক্তিপ্রাপ্ত হ'য়েও ব্রাহ্মণ-ভূষণ তিতিক্ষা-গুণে মার্জ্জনা করেছ। তুমি রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, আমার প্রণম্য।

। বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার নয়ন উন্মুক্ত কর্‌লে। আমার এতদিন ধারণা হয় নাই যে, অভিমান-বর্জ্জনই ব্রাহ্মণত্ব। আমি তপাভিমানী ছিলেম, আজ তোমার কৃপায় আমার সে অভিমান দূর হ'ল! আমায় পদধূলি প্রদান কর।

। বিশ্বামিত্র, তুমি আমার সখা, আমায় আলিঙ্গন প্রদান কর। তুমি মহাতপা, আমি তোমায় পদধূলি-প্রদানে যোগ্য নই।

গণ। জয়, [illegible] বিশ্বামিত্রের জয়!

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

। বিশ্বামিত্র, তুমি আমার পরিচয় পেয়েছ কি?

। হাঁ প্রভু!

মো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদ। বিশ্বামিত্র, আমি তোমার নিকট নিয়ত অবস্থান কর্‌তে এসেছি।

বিশ্বা। মা ব্রহ্মবাদিনি, এতদিনে প্রসন্ন হ'লে?

বেদ। এই আমার প্রদত্ত যজ্ঞসূত্র ধারণ কর।

(বিশ্বামিত্রের গলদেশে যজ্ঞোপবীত অর্পণ)

(সুনেত্রার প্রবেশ)

সুনেত্রা। মা, মা, বিশ্বজননি, কন্যার প্রতি তোমার অপার স্নেহ!

বেদ। মা, মা, তোমার স্বামী তপস্বী, তুমি তপস্বিনী। পতি-পত্নী-সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রে, তপস্বী-তপস্বিনীভাবে অবস্থান কর।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। রাজা, আমি এসেছি। এই বেটী, আর এই ছোঁড়া, আমায় চেনা দিয়েছে। তুমি লুচি-মোণ্ডা সাম্‌নে এনে ধর, আর আমার নোলায় জল ঝ'র্‌বে না।

বিশ্বা। সখা, সখা, হিতৈষী ব্রাহ্মণ!

(সদানন্দকে আলিঙ্গন)

হে মানব,
ব্রহ্মর্ষিত্ব, দেব-দ্বিজ-কৃপায় লভিয়ে,
আকাঙ্ক্ষা নহেক সম্পূরণ।
আকাঙ্ক্ষা আমার—
নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে;
প্রভাবে যাহার,
ঘুচে নীচ সংস্কার,
মলিনত্ব হয় বিদূরিত,
জন্মে আত্মবোধ,
ঘুচে তায় জনম-মরণ-ভ্রম;
উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে,
তপোবলে করে আরোহণ।
তপ অতুল সম্পদ,
দানে সেই উচ্চপদ,
যেই পদ আকাঙ্ক্ষা যাহার।

সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার,
পায় সর্ব্ব অধিকার,
হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।
বেদমাতা কোলে লন তারে,
বিহরে ব্রহ্মণ্য দেব হৃদয়-মাঝারে,
তপের প্রভাব বুঝ, মানবমণ্ডল!
যদি মম উপদেশ করহ গ্রহণ,
বুঝিব, সফল মম শরীর-ধারণ!
তপ, তপ, হও তপাচারী!

(দেব-দেবীগণের প্রবেশ)

(সমবেত সঙ্গীত।)

ব্রহ্মবিদ্, হিতব্রত, বর্জ্জিত-চিত-বাসনা,
চিরভূষণ মার্জ্জনা, করুণা হৃদয়-আসনা,
অজ্ঞান-তম-বারণ, পদ-রজ ভব-তারণ।
উদারচেতা, বিধান-নেতা, মহাবিদ্যা অর্জ্জন,
পূর্ণকাম আত্মারাম, প্রেমে আত্মা মজ্জন,
দুষ্কৃতি-ভীতি-ভঞ্জন, দেহি পদযুগল-সরোজ ব্রাহ্মণ

যবনিকা-পতন।

বাসর।

(আর্য্যরাজ-মহিমাকীর্ত্তিত গীতিপ্রধান নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

চরিত্র।
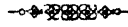
পুরুষ।

বিক্রমাদিত্য	...	...	উজ্জয়িনীর রাজা।
মন্ত্রী	...	...	ঐ মন্ত্রী।
গঙ্গাধর	...	...	দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুপদ	...	...	গঙ্গাধরের পুত্র।
শূরধ্বজ	...	...	চিত্রকূটের রাজা।
অধ্যাপক	...	...	ঐ রাজকন্যার শিক্ষক।
জগন্নাথ	...	...	অধ্যাপকের দৌহিত্র।

বিধাতাপুরুষ, পুরোহিত, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, নবরত্ন, ইতরজাতীয় পুরুষ, সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়, ষষ্ঠীদেবীর শিশুগণ, বালকগণ, বাদ্যকারগণ, ভারবাহকগণ, ঋষিগণ, প্রতিবাসিগণ, সৈন্যগণ, হিজড়াগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রাণী	...	...	রাজা শূরধ্বজের স্ত্রী।
বিদ্যাবতী	...	...	ঐ কন্যা।
ব্রাহ্মণী	...	...	গঙ্গাধরের স্ত্রী।
সুমতি	...	...	বিষ্ণুপদের স্ত্রী।

সরস্বতী, ষষ্ঠীদেবী, পুরোহিত-পত্নী, অধ্যাপক-পত্নী, সূতিকার ঝি, জনৈক স্ত্রীলোক, ইতরজাতীয়া স্ত্রী, সরস্বতী-সঙ্গিনীগণ, বিদ্যাবতীর সখীগণ, পল্লীবাসিনী-গণ, ব্যাধপত্নীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

বাসর।

—•—

প্রস্তাবনা।

—•—

দৃশ্য—ভারত-মানচিত্র।

(সমবেত সঙ্গীত)

জয় জয় ভারতজননী।
বিহঙ্গ-কূজিত, ষড়্ঋতু-শোভিত,
ধ্বনিত-বেদগীত, ধরিত্রী-মুকুটমণি ॥
রত্ন-আকর ফেনিল নীলসাগর-বিধৌত-চরণ,
মলয়া চঞ্চল তরুরাজি অঞ্চল, বিচিত্র ফুলদল ভূষণ,
ক্ষীরধার তব পয়োধর-নিঃসৃত,
পবিত্র স্রোত শত বক্ষে প্রবাহিত,
যুক্ত মুক্তধারে ত্রিবেণী, যজ্ঞসূত্রোপম গঙ্গা সুরধুনী ॥
স্বর্ণশস্যপ্রসূ শ্যামলা, বিন্ধ্যাচলশ্রেণী মেখলা,
কীর্ত্তিমালিনী, ধর্ম্মশালিনী, যজ্ঞধূম-কুন্তলা,
শক্তিদাত্রী, বীরধাত্রী, শুভ্র হিমাদ্রি-কিরীটিনী ॥
জ্বাল ধূপ-দীপ কর অর্ঘ প্রদান,
সমস্বরে তোলো মঙ্গলতান,
কর শঙ্খধ্বনি, ভারত-নন্দন-নন্দিনী,
উঠ গভীর জয় রবে প্রতিধ্বনি ॥
ভক্তি-কুসুম কর অর্পণ চরণে,
জয় মা, জয় মা, বল সবে সঘনে,
দূরিত পাপ, দূরিত তাপ,
আর্য্যরাজ পুনঃ আর্য্য-সিংহাসনে ;
প্রসীদ মাতঃ, সুদিন আগত,
বিগত নিবিড় তমসা রজনী ॥

প্রথম অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

পল্লী-পথ।

সন্ন্যাসিবেশে বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

বিক্রম। মন্ত্রি, আশ্চর্য্য দেখ, ভারত কিরূপ দুর্দ্দশ
পন্ন। রাজধানী হ'তে একদিনের মাত্র প
এসেছি, এখানকার সাধারণ লোকে জানে ন
যে, কে তাদের রাজা। পুনঃ পুনঃ রাজা পরি
বর্ত্তন হচ্ছে, আজ একজাতীয় শক রাজা, কা'
একজাতীয় শক রাজা, মধ্যে কয়দিন হিন্দুরাজা
প্রজাদের উপর নিয়তই দৌরাত্ম্য—করবৃদ্ধি
কিন্তু রাজা কে, রাজপুরুষগণ কে, তারা অব
গত নয়।

মন্ত্রী। মহারাজ, সত্যই আশ্চর্য্য! মহারাজে
রাজ্যাভিষেকে নগরে উপর্য্যুপরি সপ্তাহ আনন
স্রোত প্রবাহিত, কিন্তু রাজধানীরও সমস্ত ইত
লোক অবগত নয় যে, অনার্য্য শক পরিবর্
আর্য্যরাজা ভারতের সিংহাসনে।

বিক্রম। মন্ত্রি, এর কারণ আমার অনুমান হয় যে
শক অধিকারে—শক, হূন বা অপরাপর বিদে
শীয় অধিকারে, বিদেশী লোকই রাজকর্ম্মচার
নিযুক্ত হয়েছিল, সেই জন্য প্রজারা রাজকার্য্যে
কোন সংবাদই অবগত ছিল না। কর প্রদা
কর্‌তো, জন্মভূমি পরিত্যাগ কর্‌তে পারে ন
এই জন্য বহু পীড়িত হয়েও নীরবে সকলই স
করেছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিচিত্র এই—সিংহাসনে স্থাপি
হয়ে, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে, রাজদণ্ড করে লয়
প্রজার মঙ্গলে যে রাজার মঙ্গল, এ কথা কিরূপে

বিস্মৃত হতো। কিরূপে বিস্মৃত হতো, যে ভগবান্ প্রজাপালনের নিমিত্ত সিংহাসন প্রদান করেছেন, প্রজাপীড়নের নিমিত্ত নয়। কিরূপে বিস্মৃত হতো যে, রাজ্যের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিতে রাজার উন্নতি, প্রজার অভাব মোচনে রাজকোষের অভাবমোচন হয়, এ সকল রাজনীতি নিমিত্ত কি তাদের অগোচর ছিল ?

ক্রম। মন্ত্রি, তারা বিদেশী। তাদের ধারণা ছিল যে, বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেছে, ঈশ্বর-কৃপায় নয়; তাদের ধারণা ছিল, লুণ্ঠনের নিমিত্ত তারা আগত, পালনের নিমিত্ত নয়; তাদের ধারণা ছিল, প্রজা-শোষণ করাই তাদের মঙ্গল, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে নয়। পরদেশ হ'তে অর্থ ল'য়ে স্বদেশের পুষ্টিসাধন কর্‌বে, পরদেশের শিল্প-বাণিজ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য স্থাপন কর্‌বে,—এই তাদের সঙ্কল্প। বিজিত রাজ্যের প্রজা ক্রীতদাস,তাদের সেবা কর্‌বে,অপর কার্য্যে সে প্রজার অধিকার কি ? এই নিমিত্ত তদ্দেশীয় কর্ম্মচারীরা রাজকার্য্য সম্পন্ন কর্‌তো। তাদের রাজনীতি ধর্ম্মনীতি নয়, এই নিমিত্ত তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে, বিজিত রাজ্যের প্রজা বিনষ্ট হ'লে, যে স্বার্থের জন্য প্রজা পীড়ন কর্‌ছে, সেই স্বার্থেরই ব্যাঘাত। বাণিজ্যাদি নষ্ট হ'লে প্রজা ধনহীন হবে, কি লুণ্ঠন কর্‌বে ? দারুণ পীড়নে প্রজা ধ্বংস হ'লে, কে তাদের দাসত্ব কর্‌বে ? প্রজারা রাজভক্ত হ'লে, তাদের হয়ে অস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক তাদের শত্রুদমন কর্‌বে, এ সকল উচ্চ রাজনীতি, তাদের রাজনীতির অন্তর্গত নয়। আর্য্য ও অনার্য্য রাজার প্রভেদ এই।

ী। মহারাজ, যথার্থ আজ্ঞা করেছেন।

ক্রম। এখন দেখ, শক-বিরুদ্ধে রণশ্রমে আমাদের শ্রম অবসান হয় নাই। রাজ্যে সমস্তই বিশৃঙ্খল। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়, আর্য্যশাস্ত্র, আর্য্য-শিক্ষায় উৎসাহ নাই; বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সহিত শকভাষা মিশ্রিত, সকলেই বিপরীত নিয়মে পরিচালিত। আমরা যেন দেখি, ক্ষেত্র সকল শস্য-শীর্ষে তরঙ্গায়িত, শিল্পিগণ রাজপ্রসাদলাভের প্রত্যাশায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় দিবারাত্র উৎসাহিত, যেন দূর অনার্য্য-দেশে আমাদের শিল্পি-বিনির্ম্মিত বস্ত্রাবরণ, উচ্চ শিল্প-কৌশলে আদরে গৃহীত হয়। পুনর্ব্বার প্রভাত-সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা-নিনাদে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়, যেন বেদমন্ত্র-পাঠে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হোমাগ্নিতে আহুতি-প্রদান দ্বারা মঙ্গল ধূমে দিক্ আচ্ছন্ন করে, যেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা অমিশ্র স্রোতে প্রবাহিত হয়, আর্য্য-ভূমি যেন পুনরায় আর্য্য-শ্রী ধারণ করে।

মন্ত্রী। মহারাজের সাধু কামনা অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।

(পুঁথি কক্ষে বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝাড়্‌বো চাঁটি পণ্ডিতের মাথায়।
ছেড়ে ছুটোছুটি ঘোড়ালুটী, পড়্‌বো, এত নাইকো দায়॥
একবার ম'লে হয় বাবা, দেখে নিই বাবা!
মার কথাতে পড়্‌তে যাবো, নই এমন হাবা!
করি পুঁতি ফাঁৎরা-ফাঁক,
মজা মেরে বেড়াই ভাই দিন-রাত,
গিলে থাবায় থাবায় ভাত;
ছেড়ে উল্‌টো লাথি, ভাঙ্‌বো ছাতি, যে বেটা পড়াতে চায়॥

[বালকগণের প্রস্থান।

বিক্রম। বালকদের কি উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখ! বিদ্যালয়ে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার সহিত বালকগণের নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা অগ্রেই কর্ত্তব্য।

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

দেখ দেখ, ঐ স্ত্রীলোক রোদন কর্‌চ কেন? (অগ্রসর হইয়া) বাছা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?

স্ত্রীলোক। আর কি বল্‌বো বাবা! মেয়েটির সাত দিন জ্বর। কা'ল কবিরাজ ডেকেছিলুম, ঘটী-বাটী বেচে কা'ল দর্শনী দিয়েছি আর ঔষধ এনেছি। আজ তাঁর কাছে গেলুম, তিনি এলেন না,ঔষধও দিলেন না। কি কর্‌বো, বিনা ঔষধপত্রেই মেয়েটি মারা যাবে।

মন্ত্রী। তুমি কেঁদো না, এই অর্থ গ্রহণ কর, তোমার কন্যার চিকিৎসা ক'রো।

স্ত্রীলোক। বাবা, তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের অর্থ নেব কেন?

বিক্রম। তুমি গ্রহণ কর এতে দোষ হবে না।

আশীর্বাদ করছি, তোমার কন্যা আরোগ্য লাভ করবে। সন্ন্যাসীর দান অগ্রাহ্য করো না।

(অর্থ প্রদান)

স্ত্রীলোক। বাবা, ধর্ম্মে পতিত হব না তো?

বিক্রম। না। তুমি শীঘ্র কবিরাজের স্থানে গমন কর।

স্ত্রীলোক। বাবা, তোমরা কি রাম-লক্ষ্মণ, দীনের দুঃখ মোচন করতে বেরিয়েছ!

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রি, দেখ, আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব দেখ। এখনো দীনের আবাসে ধর্ম্ম অবস্থান কচ্ছেন। কিন্তু আর্য্যনিয়ম আর কবিরাজদের মধ্যে নাই। শক-নিয়মে জীবনপ্রদায়িনী বিদ্যা ব্যবসায়ে পরিণত। মন্ত্রি, সমস্ত ভারতভূমে যাতে আর্য্যনিয়ম পুনঃস্থাপিত হয়, সে নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দেখ দেখ, কে এ ব্রাহ্মণ! অতি বিষণ্ণ, যেন দুঃখভারে অবসন্ন হয়েছে।

(গঙ্গাধর ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি বিষণ্ণ কেন?

গঙ্গা। আর বাবা, কি বল্‌বো বল!

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, সমস্ত বৃত্তান্ত বল, তোমার দুঃখের অবসান হবে। প্রণাম করো না, আমাদের ব্রাহ্মণবর্গে প্রণাম-গ্রহণে নিষেধ।

গঙ্গা। বাবা, দুঃখের কথা কি শুনবে? আমার আবার পুত্র-সন্তান হয়েছে!

বিক্রম। ঠাকুর, তোমার কি এরূপ অবস্থা যে, সন্তানপ্রতিপালনে অক্ষম, সেই নিমিত্ত পুত্রের জন্মে বিষণ্ণ হয়েছ?

গঙ্গা। না বাবা, যদিচ আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যথাসাধ্য সন্তান-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নই।

বিক্রম। পুত্রমুখ-দর্শন বহুপুণ্যে হয়, তবে কেন নিরানন্দ?

গঙ্গা। বাবা, আমার পুত্রমুখ-দর্শন বহু পাপের ফল। ক্রমে ক্রমে চারিটি পুত্র যমকে দিয়েছি। এটি পঞ্চম, এর অগ্রজদের যে দশা হয়েছে, এরও সেই দশা হবে।

বিক্রম। ঠাকুর, তুমি গ্রহশান্তি করেছ?

গঙ্গা। যথাসাধ্য করেছি।

বিক্রম। কোন কি অনিয়ম হয়?

গঙ্গা। আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা ক'রে থাকি, পরিহাসছলেও মিথ্যা কথা কই না, যথানীতি আর্য্যনিয়ম পালন করি। কিন্তু কি ফল হবে! অকালমৃত্যুর কারণ—রাজার পাপ!

বিক্রম। তুমি রাজাকে এ সংবাদ দিয়েছিলে?

গঙ্গা। রাজাকে সংবাদ দিয়ে কি হবে? শক রাজা! বর্ব্বর শক, হুন, ম্লেচ্ছ, এ সব রাজারা কি অকালমৃত্যু নিবারণ করবে? দুর্ভিক্ষ নিবারণ করবে? জলকষ্ট নিবারণ করবে? আমাদের মহাপাপ, তাই পাপ-রাজার রাজ্যে বাস কচ্ছি। ভারতের কি সে দিন আছে যে, অনাবৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হবে, অকালমৃত্যু-নিবারণের নিমিত্ত যজ্ঞধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হবে, ভারতের কি সে দিন!

মন্ত্রী। সে কি ঠাকুর, তুমি কি সংবাদ রাখ না? অনার্য্য শক পরাজিত হয়েছে, বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে।

গঙ্গা। কি সংবাদ রাখ্‌বো বল? রাজায়-প্রজায় কর নেওয়া-দেওয়া সম্বন্ধ, আর কি সংবাদ রাখবো। আর্য্য রাজা হতো, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হতো, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি থাকতো, রাজা কুটীরে কুটীরে ভ্রমণ ক'রে প্রজার দুঃখ অনুসন্ধান করতো, তা হ'লে সংবাদ পেতেম।

মন্ত্রী। ঠাকুর, এখন আর শক রাজা নয়।

গঙ্গা। শক রাজা না হন, তার মাসতুতো ভাই ঠক এসে রাজা হয়েছেন। ভারতবাসীর যে দুঃখ—সেই দুঃখ!

মন্ত্রী। ঠাকুর, সংবাদ শোনো,—আর্য্যকুলোদ্ভব মহারাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে, প্রজার কোন কষ্ট থাকবে না।

গঙ্গা। সে বুঝতেই পেরেছি। যদি আর্য্যবংশীয় রাজা হতেন, তা হ'লে আমার পুত্রগণের অকালমরণ তাঁর অগোচর থাকতো না! তিনি ছদ্মবেশে আমার কুটীরে এসে সংবাদ নিতেন।

বিক্রম। আমি নিশ্চয় জানি, রাজা নানাস্থানে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছেন।—আমরাও রাজ্যে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হয়,—এই নিমিত্ত ভ্রমণ করছি। তোমার পুত্রের কত বয়স?

া। আর বলব কি—কাল ষেটেরা পূজা?"

ক্রম। তবে ঠাকুর, তুমি ষষ্ঠীপূজার আয়োজন কর।

া। আর আয়োজন কি করবো। আমি দরিদ্র, সেরূপ দক্ষিণা দিতে পারি না, পুরোহিত ঠাকুর আস্‌বেন কি না জানি না। আর ভাব্‌ছি, ষেটেরা পূজা করে কি ফল? চারটির বেলা তো ক'রে দেখ্‌লেম, মা ষষ্ঠী তো মুখ তুলে চান না।

ন্ত্রী। না ঠাকুর, তোমার নিয়ম পালন করা উচিত। পণ্ডিতেরা ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রেখে কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করেন।

ঙ্গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, যথাকথা বলেছেন—যথাকথা বলেছেন। ভাব্‌ছি, পুরুতঠাকুর কি আসবেন? তাঁদের এখন বড় বড় ধাঁই, বড় বড় যজমান হয়েছে।

ন্ত্রী। সে কি, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

ঙ্গা। বাবা, তোমরা সন্ন্যাসী, কোন নির্জ্জন গুহায় ব'সে তপ কর, সকল সংবাদ তো রাখ না। অনার্য্য শক-প্রভাবে ব্রাহ্মণ নষ্ট হ'তে আরম্ভ হয়েছে,—ব্রাহ্মণ আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়। যদি ব্রাহ্মণ না নষ্ট হতো, তা হ'লে কি রাজ্যে শক রাজা হয়? ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হয়েই সকল নষ্ট হয়েছে। তা কালের কুটিল গতি কে নিবারণ করবে!

ন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি সংবাদ দাও, তিনি না পৌরোহিত্য করেন, অপর ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমরা এনে দেবো।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি ধাত্রীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

বিক্রম। কি অরিষ্টে তোমার পুত্রনাশ হয়, আমি দেবদেবীর কৃপায় অবগত হয়ে, কাল সন্ধ্যায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বো, কৃতকার্য্য হব সন্দেহ নাই। তুমি চিন্তা ত্যাগ কর, তোমার পত্নীও অবশ্য চিন্তান্বিতা, তাঁরেও আশ্বস্তা কর।

গঙ্গা। বাবা, বাবা, আমার পুত্র কি রক্ষা পাবে?

বিক্রম। কেন চিন্তা কর্‌ছেন, দৈবানুকূল্যে সকলই হয়। যান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

[গঙ্গাধরের প্রস্থান।

মন্ত্রি, আমার পুত্র সন্তান হ'লে যেরূপ উৎসব হতো, এ ব্রাহ্মণবাড়ী সেইরূপ উৎসবের আয়োজন কর। বাজকর, হিজড়া প্রভৃতিকে খবর দাও, ব্রাহ্মণবাড়ীতে এসে আনন্দ করে। অগ্রে সকলকে তাদের আশাতীত অর্থ দিও, নচেৎ তারা দরিদ্রব্রাহ্মণের কুটীরে যেতে সম্মত হবে না। ষষ্ঠীপূজার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করো, ব্রাহ্মণের নিকট আমরা কে, যেন প্রকাশ না পায়।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হবে। (স্বগত) দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহসা বাজকর প্রভৃতিকে দেখে বিস্মিত হবেই, নিশ্চয় তাড়াবার চেষ্টা করবে। তাদের এমনি ক'রে শিক্ষা দিতে হবে যে, ব্রাহ্মণ তাড়ালেও তারা শীতবাজে ক্ষান্ত না হয়। নিকটেই বাজকরের আলয় দেখে এসেছি, অগ্রে তাদের সংবাদ দিই।

বিক্রম। ব্রাহ্মণকে তো আশ্বাসিত কর্‌লেম, এখন এ দায়ে কিরূপে উদ্ধার হব! ব্রাহ্মণের সন্তান না রক্ষা করতে পার্‌লে শাপগ্রস্ত হব। ভগবতী ষষ্ঠীদেবী ব্যতীত এর আর কিছু উপায় দেখিনে। আমি নির্জ্জনে একবার মার স্মরণ করি গে। এই অকালমৃত্যুর যদি প্রতীকার করতে না পারি—আমার আর্য্যবংশে জন্ম বিফল, আর্য্য-সিংহাসনে উপবেশন বিফল, আর্য্য-মুকুট ধারণ বিফল;—প্রাণত্যাগ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত নাই। মার শরণাগত হই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

গঙ্গাধরের বাটীর প্রাঙ্গণ।

গঙ্গাধর ও সূতিকার ঝি।

গঙ্গা। যা মা যা, একবার পুরুতঠাকুরকে ব'লে আয়, যে কা'ল ষেটেরা পূজা করতে হবে।

ঝি। না, আমি যেতে পারবো নি, মাগী লাফনাড়া দেই, সইতে লারবো। নিজে কি জানে নেই যে, খকা হইছে। যে দিন খকা হয়, তার পরদিনকেই আমি আঁতুর থেটে লাইতে যাচ্ছিনু, ভাব্‌নু, পুরুতবাড়ী খবর দেই। মাগী অমনি

হাঁকারে এলো। বলে,—"বড় বিয়ে, তার দু'পায় আল্‌তা।"

গঙ্গা। তুই তো খবর দিয়ে আয়, আমাদের কাজ তো করি।

ঝি। সে যাবো এখন গো—যাবো এখন। আমি এত বেলায় যেতে পার্‌বো নি। আমার এখন ছেলেকে তাপ দিতে আছে। কাট আনি গে।

গঙ্গা। কর্ম্ম তো না কর্‌লে নয়, যেমন ক'রে হোক ষষ্ঠীপূজার নিয়ম রক্ষা তো কর্‌তে হবে। ষষ্ঠী-মার্কণ্ডের জোড়-সাড়ীতেই যা হাতে আছে, সব ফুরোবে। ষোড়শ-মাতৃকা-পূজায় ষোড়শখানি সাড়ীর বদলে তো একখানা সাড়ী দেওয়া চাই। তৈল, হরিদ্রা, তাম্বুল, গুবাক, তিল, যব, সর্ষপ,—উনকুটী চৌষট্টি সবই তো চাই, নইলে পুরুতঠাকুর অগ্নিমূর্ত্তি হবেন। এ ক'মাসই টানাটানি যাচ্ছে, এখন তো টোলের তেমন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ নাই।

(বাদ্যকরগণের প্রবেশ ও বাদ্যকরণ)

ওরে, এ বাড়ী নয়—এ বাড়ী নয়।

বাদ্য। ঠাকুর, আমরা দম্ খাবো নি। সে হুঁস ক'রে দিয়েছে, তুমি বল্‌বে,—"এ বাড়ী নয়।" ওরে বাজা—বাজা—

(বাদ্য ও নৃত্য-গীত)

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।

গঙ্গা। তোর নন্দরাণীর গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ রে বেটা। বেরো এখন।

বাদ্য। তা ঠাকুর, এখন বেরুচ্ছি নি, আমরা এখন ভোরপাটি নাচ্‌বো গাইবো! আমাদের ও পাড়ায় জাত-ভাইদের খবর দি'ছি, তারাও এই নাচ্‌তে আস্‌ছে।

গঙ্গা। বেরো বেটা, মস্‌করা পেয়েছ?

বাদ্য। মস্‌করা তো হবেই—সে বলেছে, তুমি খুব ঝাঁজ্‌বে।

(বাদ্য ও নৃত্য-গীত)

ঘর আলো এ কালো মাণিক, কোথায় রাণী পেলে॥

গঙ্গা। ওরে কে—কে? কে তোদের পাঠিয়েছে?

বাদ্য। ঠাকুর, যেন চেন নি যেন! নাও—নাও, তুমি ঝাঁজো, আমরা ছেলের কল্যাণ গাই। শুনেছি—শুনেছি—তুমি যত ঝাঁজ্‌বে, ছেলের তত পরমাই বাড়্‌বে। ওরে বাজা—

(নৃত্য-গীত)

কেলে সোনার হেরে চাঁদবদন,
স্তনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,
ঘরে যেতে সরে না আর মন;

গঙ্গা। ওরে থাম বেটা—থাম, এ বাড়ী নয় রে বেটা—এ বাড়ী নয়, নেচে কি কর্‌বি বেটা—একটা কাণা-কড়িও পাবি নি যে রে বেটা!

(নৃত্য-গীত)

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।
ঘর আলো এ কালো মাণিক, কোথায় রাণী পেলে॥
কোলে সোনার হেরে চাঁদবদন,
স্তনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,
ঘরে যেতে সরে না আর মন;
শুয়ে মায়ের কোলে যেন বলে,—
"তুলে আমায় নাও না কোলে"
নয়ন মেলে মুখ পানে চায়, মা ব'লে যেন খেলে॥

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমি তো কিছু দিতে পার্‌বো না, আমার উপর উপদ্রব কেন কচ্ছ বাবা!

বাদ্য। ঠাকুর, আমরা হদিস পেয়েছি—হদিস পেয়েছি—এই নাও আবার ঝাঁজো, ঐ হিজড়েরা আস্‌ছে, ওদের সঙ্গে আবার আমরা নাচ্‌বো। সাতদিন সাতরাত্রি ঘুমুবে, তা মনে কোরো নি, আমরা একশো ঘর ঢুলি আছি, সব দু'খড়ি ক'রে নেচে যাবো।

গঙ্গা। বাবা, তোমাদের সঙ্গে কি দুষমণি করেছি বাবা! আমায় কি বাস্তুছাড়া কর্‌বে?

(হিজড়াগণের প্রবেশ)

হিজড়া। বালাই—বালাই, খকা বেঁচে থাক—খকা বেঁচে থাক!

(হিজড়াগণের নৃত্য-গীত পশ্চাতে বাদ্যকরগণের বাদ্য ও নৃত্যকরণ)

পাঁচ পোয়াতির আশীষ নিয়ে
খোকা আছে ভালো।
খোকা কোল করেছে আলো,
মায়ের কোল করেছে আলো॥

। ও বাছা—ও বাছা, শোনো না—শোনো না, আমার কথাটা বুঝে, তার পর যত পারো নাচ-গান ক'রো। এই তো বাড়ী-ঘর-দোর দেখ্‌ছ, এ বাড়ীতে কি বিদায় পাবে যে, ঝাঁক বেঁধে এসেছ ?

ড়া। হাঁ—হাঁ, এইটে ছেলের বাপটা ও মানা কর্‌তে থাক্‌বে—মানা কর্‌তে থাক্‌বে। আমরা গান ধরি, মানা করো ঠাকুর—মানা করো।

। আচ্ছা বাবা,—তবে খুব গাও বাবা—খুব গাও। ও ঢুলির পো, তোমার গানটা আমায় শেখাও, আমিও তোমাদের সঙ্গে চেঁচাই।

।। দেখ্‌ছিস্—দেখ্‌ছিস্, ঠিক ব'লে দিয়েছ্যাল, শুধু ঝাঁজ্‌বে নি—কত রকম কর্‌বে।

(ব্রাহ্মণের অবাক্ হইয়া উপবেশন)

গীত।

; পোয়াতির আশীষ নিয়ে খোকা আছে ভালো।
কা কোল করেছে আলো, মায়ের কোল
করেছে আলো ॥
য় দেখ্ সোনার চাঁদে, দেয়লা করে হাঁসে কাঁদে,
কা খেল করে, মায়ের দেল ভরে, খোকা খেল
করে কত ছাঁদে ;
:ত আলাই বালাই হিজড়া এলো, জোড়া জোড়া
টাকা ফেলো,
কাকে যে খোঁড়ে তার মুখখানা হোক্ কালো,
তার মুয়ে আগুন জ্বালো ॥

। এইবার বাবা, আমি বাড়ী ছেড়ে চল্লুম।

(পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া সূতিকার ঝিয়ের প্রবেশ)

। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আশীর্ব্বাদ করো।

।। কে মা মহিষিমর্দ্দিনী এলে—তুমিও কি নাচ্‌বে না কি ?

। না বাবা, এইবের পুরুতবাড়ী খপর দিতে যাচ্ছি।

।। কে আঁতুড়ের ঝি ! হ্যারে, তুই এ সব কোথা পেলি ?

।। আর কেন ঢাক্‌ছো বাবা—গাঁ-ময় কথা রটেছে বাবা, যকের দৌলত পেয়েছ বাবা। ছেলের কল্যেণে দু-হাতে বিলুচ্ছো, মুখে বল্‌তে নেই বলে বল্‌ছো নি ; আমি পুরুতবাড়ী চল্লুম।

[প্রস্থান।

(দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ভারবাহকগণের প্রবেশ)

১ম বাহক। ওগো, যেটারা পুজোর সামগ্রী-পত্র কোথা রাখ্‌বো গো ?

গঙ্গা। কোন্ বাড়ীতে এসেছ, তা ঠিক জানো ? গঙ্গাধর শর্ম্মার বাড়ী এসেছ ঠিক জানো ? এই বাড়ী ঠিক জানো ?

২য় বাহক। ঠাকুর খুব মস্‌করা করে—খুব মস্‌করা করে ! কোথায় রাখ্‌বো ঠাকুর বলো।

গঙ্গা। বাবা, আর তো আমার বলাবলির ভেতর নাই। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো।

(একজন স্ত্রীলোকের সোনার ঘট লইয়া প্রবেশ)

স্ত্রীলোক। আয়—আয় আয়—আমি সব রাখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এই ষষ্ঠীর সোনার বটগাছ কেমন হয়েছে বল ? কেমন মাণিকের ফলগুলি ফলেছে বল ?

গঙ্গা। না—ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি। সন্ন্যাসীও মিছে, এরা সবও মিছে, খুব অঘোরে নিদ্রা এসেছে। এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছি ! এই যে চেয়ে রয়েছি—ঘুমচোখে চেয়ে আছি !—এ যে জাগবার জো নাই দেখ্‌ছি। ও বাবা স্বপ্নের ঢুলী, স্বপ্নের ঢোল তো খুব জোরে বাজাও, স্বপ্নের দু ফোঁটা সর্ষের তেল আমার চোখে দাও তো—ঘুম ভাঙ্গাই।

বাদ্য। ঠাকুর, খুব মস্‌করাবাজ !

(সন্ন্যাসিবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (বাদ্যকার প্রভৃতির প্রতি) তোমরা এখন যাও, ঐ মাঠে আটচালা বেঁধেছি, গিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর গে। (হিজড়াদের প্রতি) তোমরাও যাও বাছা, ব্রাহ্মণবাড়ীর প্রসাদ পেয়ে যেও। কাপড়ের গাদা রয়েছে, যার যা পচ্ছন্দ, নিয়ে যাও। আর তোমাদের যে যেথানে আছে, খবর দাও, রোজ যেন এমনি আনন্দ হয়।

[বাদ্যকার হিজড়া প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

গঙ্গা। আপনি এসে তো উদয় হয়েছেন, আপনার সে গুরুজী কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি আসনে আছেন।

গঙ্গা। একণে আমার উপায় কি বল? আমার ছেলে তো তিনি রক্ষা কর্‌বেন, এখন আমায় তুমি রক্ষা কর।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, কি হয়েছে?

গঙ্গা। আর কি হবে বল? বামুনের ছেলে, আঁস্তাকুঁড় হাঁটকালে তবে খুসী হবে? কি কীর্ত্তিটা সব হচ্ছে? আমি ঘুমিয়েছি—কি জেগেছি—কি ক্ষেপেছি—এই একটা ঠিক ক'রে ব'লে যেখানে তোমার ইচ্ছা গমন কর। আর তোমার এই সোনার বট, মাণিকের ফল সব সরিয়ে ফেল।

মন্ত্রী। ঠাকুর, কি কথা বল্‌ছ?

গঙ্গা। বাবা, বল্‌বার কথা আর কি আছে? আমার বাড়ীতে ঝাঁকে ঝাঁকে হিজড়ে, ভারে ভারে সব সামগ্রী, সোনার বটগাছ, মাণিকের ফল, না ক্ষেপলে তো এ সব হয় না!

মন্ত্রী। ঠাকুর, সন্দিহান হয়ো না। আমার গুরুদেব অসামান্য ব্যক্তি, তাঁরই কৃপায় এ সব মাঙ্গলিক আয়োজন হয়েছে; আপনি চিন্তা দূর করুন। আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, দেব-কৃপায় অসম্ভব কি? স্থির হোন, স্থির হয়ে সমস্ত আয়োজন করুন।

গঙ্গা। অ্যাঁ অ্যাঁ, সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন—সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন!

মন্ত্রী। প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছেন। যান, ব্রাহ্মণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করান। নিষেধ কর্‌বেন, সন্ন্যাসীকে না প্রণাম করেন আপনি; জানেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ কারো প্রণাম গ্রহণ কর্‌বেন না। কিছু চিন্তা কর্‌বেন না, সকল শুভ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

গ্রামপ্রান্তে ষষ্ঠীতলা।

(পদ্মপুষ্প সংগ্রহ করিয়া দুইজন ইতরজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

পু। এ ফোটা ফুলের মতন লো তোর মুখখানা।
স্ত্রী। রাখ্ তোর মন-ভুলান, কদর তোর আছে জানা॥
পু। ভেকো হয়ে মুখ পানে তোর সদাই লো তাকাই,
স্ত্রী। পথের মাঝে কি করে ছাই দ্যাখ্ দিনি বালাই,
পু। ভেসে যাই সুখসাগরে তোর হাসি দেখে,
স্ত্রী। ঢের জানি তোর ন্যাকাপানা দে যেনে রেখে;
উভয়ে। তোর কখন হাসি কখন ফাঁসি
পিরীতটে তোর দোটানা॥

পুরুষ। ওরে, একটা ফুল—একটাকা দেবে বলেছে।

স্ত্রী। গাঁয়ে এম্‌নি দুটো একটা ষষ্ঠীপুজো হয়, তা হলে ভোর বছর খাট্‌তে হয় নি।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। হ্যাঁ বাপু, এ বনে ষষ্ঠীতলা কত দূর?

পুরুষ। এঁজ্ঞে, এই বটগাছটি দেখ্‌ছেন, এটিকেই ষষ্ঠীতলা বলে। দেখছেন নি, ঐ সিন্দুর লেপা রয়েছে।

বিক্রম। আচ্ছা বাবা, তোমরা এসো,—এই মোহরটি নিয়ে যাও।

পুরুষ। হ্যাঁগা, এটী দিলে না কি?

বিক্রম। হ্যাঁ বাবা।

পুরুষ। হ্যাঁগা, তোমরা কি লোক গো—কি জাত গো?

স্ত্রী। আয়—আয় তোকে তো বল্‌ছি, ওরা যাক। তুই চ'লে আয়—চ'লে আয়, এখানে আর থেকে কাজ নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিক্রম। মা গণেশজননি, তুমি ষষ্ঠীরূপে সন্তান পালন কর, বড় দায়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, রাজা পদে সন্তানকে স্থান দাও; নচেৎ মা সকলই নষ্ট হয়। নারায়নি, জগৎ-পালিনি, জগদ্ধাত্রি, সৃষ্টি-প্রকাশিনি জননি! আর্য্যকুলের মর্য্যাদা রক্ষা কর। ব্রাহ্মণ আমার কথায় আশ্বাসিত, আমি

রাজকর্ত্তব্য স্মরণ ক'রে আথাস প্রদান করেছি। মা, যখন রাজ্য প্রদান করেছ, রাজ্যে অকাল-মৃত্যু নিবারণ কর, নচেৎ মা তোমার সম্মুখে জীবন বিসর্জ্জন দেবো। ব্রাহ্মণের যদি আথাস-ভঙ্গ হয়, করুণাময়ি, পুণ্যময়ি, ভারতভূমির আর্য্য গৌরব বিনষ্ট হবে, রাজধর্ম্ম লোপ হবে; দেবি, করুণাময়ি, দীনসন্তানকে করুণা কর।

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

পট-পরিবর্ত্তন।

(শিশুগণবেষ্টিতা ষষ্ঠীর আবির্ভাব)

(গীত)

কেঁদে শিশু আসে অবনী।
রাখেন পায়ে স্নেহময়ী ষষ্ঠী জননী॥
অনাথ নিরাশ্রয়, পদে পদে ভয়,
অসময় সদয়া মা অভয়া বরাননী॥
হেরে মায়ের বিচিত্র অঞ্চল,
শিশু হেসে ঢল ঢল,
ছলে মা, না দেখা দিলে কেঁদে হয় বিকল;
হেসে কেঁদে বাড়ে কায়া, খেলেন তাই সনাতনী॥

ষষ্ঠী। বৎস, তুমি আমার নিকট কেন এসেছ, আমা হ'তে ব্রাহ্মণের কি উপায় হবে? পঞ্চবর্ষ আমার অধিকার; আমি পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত লালন-পালন করি। পঞ্চবর্ষের পর ব্রাহ্মণের পুত্রহানি হয়।

বিক্রম। তবে মা, কি উপায় হবে?

ষষ্ঠী। তুমি কল্য রাত্রে সূতিকাগারের দ্বারে জাগ্রত থেকো। বিধাতাপুরুষ পুত্রের ললাটে জীবনের ফলাফল লিখ্‌বেন; কি অরিষ্ট, তাঁর নিকট অবগত হ'তে পার্‌বে।

বিক্রম। মা, আমি সামান্য ব্যক্তি, দেবদর্শন কিরূপে পাব?

ষষ্ঠী। তুমি তেজস্বী রাজচক্রবর্ত্তী তুমি দ্বারদেশে থাক্‌তে বিধাতাপুরুষ তোমায় লঙ্ঘন ক'রে গৃহে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বেন না। আমার বরে তুমি তাঁর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দর্শন কর্‌বে।

বিক্রম। বিধাতাপুরুষ যদি অরিষ্টই লেখেন, সে অরিষ্ট কিরূপে খণ্ডন কর্‌বো? শাস্ত্রে বলে, বিধিলিপি খণ্ডন হয় না।

ষষ্ঠী। তুমি বিধাতার নিকট জিজ্ঞাসা ক'রো, কিরূপে তা খণ্ডন হবে। তিনি যদি কোন উপায় না করেন, ব্রাহ্মণের সন্তান যদি সত্যই কালগ্রাসে পতিত হয়, তুমি সে মৃতশরীর দগ্ধ কর্‌তে দিও না। কপালমোচন দেবেদেব মহাদেবের কৃপায় তুমি তারে পুনর্জ্জীবিত কর্‌তে সক্ষম হবে।

বিক্রম। মা, একটি সংশয় মোচন করুন্। শাস্ত্রে বলে, যথানিয়মে যদি পুত্র পালিত হয়, যথানিয়মে যদি পুত্রের সমস্ত দৈবকার্য্য সম্পন্ন হয়, তা হ'লে অকালমৃত্যু হয় না। এ ব্রাহ্মণ দেখ্‌লেম ধর্ম্মনিষ্ঠ, তবে কেন তার এরূপ অনিষ্ট হচ্ছে?

ষষ্ঠী। বৎস, এখন কি যথানিয়মে কোন কার্য্য হয়? দৈবকার্য্য কে কর্‌বে? ব্রাহ্মণ অতি বিরল,—অধিকাংশই লোভী, শ্রমকাতর, অনাচারী,—তাদের দ্বারা দৈবকার্য্য কিরূপে হবে? আমার পূজাই ভারতবর্ষে প্রায় লোপ হলো। নিষ্ঠাচার হ'য়ে, উপবাসী থেকে, পূজা করে, এমন ব্রাহ্মণ কয়জন আছে? বৎস, শাস্ত্র মিথ্যা নয়, মানুষই মিথ্যা-বাদী। অনাচারে দৈবকার্য্য কিরূপে সম্ভব? একটি সদ্‌ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান ক'রে, আমার পূজা সমাধা কর। আমার পূজার ত্রুটিতে আমি কুপিত হই না, আমার পালনভার, আমি পালন করি, কিন্তু ধর্ম্ম কুপিত হন।

বিক্রম। জয় মা সৃষ্টিপালিনী নারায়ণী!

(ষষ্ঠীর অন্তর্ধান)

মার বরে অবশ্যই কৃতকার্য্য হব।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

—:•:—

পুরোহিতের বাটী।

পুরোহিত ও পুরোহিত-পত্নী।

পুরো। হেউ, আজ মৎস্যের ঝোল অতি উত্তম রন্ধন করেছ। আজ আর তাম্বুল চর্ব্বণ করবো না।

পত্নী। কেন গা, এত রস কেন? ঐ গঙ্গাধর বামুনের বাড়ী যাবে বুঝি?

পুরো। হ্যাঁ, একবার যেতে হবে বই কি?

পত্নী। কেন, কেউ খবর দিয়েছে না কি?

পুরো। আরে, সেই ছেলে হবার পরদিন দাই মাগী তোর সামনেই তো খবর দিয়ে গেল। আজ আবার ভোরে এক বেটা ব'লে গেল। আজ কর্ম্মভোগ আছে, কি করবো।

পত্নী। তোমার সখ! তাঁতি-বউ ব'লে গেল, নূতন তাঁত করেছে, তাতে একটা ফোঁটা দেবে, তা হ'লেই নূতন তাঁতের ধুতি চাদর পেতে, তা মনে ধর্‌লেন, —দশকড়া দক্ষিণে পাবেন, সেইখানে যাবেন। খবরদার মিন্সে, যেতে পাবিনি। বড় বড় ক'রে বকে সমস্ত রাত ঘুমুবে না, খালি নস্যি নেবে, আর নাক ঝাড়বে, আর আমি শুদ্ধ ঘুমুতে পারবো না।

পুরো। সে বেটা যখন ভোরে খবর দিতে এসেছিল, তুই কেন আমায় ডেকে দিলি? কোন বল্লি নি যে, বাড়ী নাই।

পত্নী। ও মা, সেই হোমরা-চোমরা মিন্সে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে খবর দিতে এসেছিল? আমি কি অত জানি! আমি মনে কর্‌লুম, কোন বড়-মানুষ বুঝি কি বল্‌তে এসেছে!

পুরো। তবে ছাখ, ভুতকে দিয়ে ব'লে পাঠা, আমার পেটের পীড়া হয়েছে।

পত্নী। ভুতো এখন কোথা খেলতে গেছে। না গেলেই হলো, অত খবর পাঠাতে হবে না।

পুরো। আঃ, যা বলেছ, যেতে গা সরে না। সংক্ষেপে যে ক্রিয়া সারবো, তার জো নাই, খুঁটিয়ে সব মন্ত্র আওড়াতে হবে। আরে বেটা, মন্ত্র পড়বো কি, দক্ষিণা দেখেই গায়ে জ্বর আসে।

পত্নী। তাঁতি বউয়ের বাড়ী যাও না? আজকে বাজারে দেশী তাঁতের ধুতি চাদর দিতে চাচ্ছে তা মনে উঠছে না। সব বামুন যজমান কচ্ছেন। ও বছর থেকে একটা নৎ চেয়ে আস্‌ছি তা আজও মুরোদ হলো না।

পুরো। আরে নাও নাও, জোলার দান কি গ্রহণ করতে পারি? তা হ'লে জাতে ঠেকবো।

পত্নী। তোমার এক কথা, কত লোক রাতে লুকিয়ে নিয়ে এলো। তাদের জাতে ঠেললে না

পুরো। তাদের সব বড় বড় যজমান, তাদের জাতে ঠেল্‌বে কে? আমি গেলে, এখন তারা আমায় জাতে ঠেল্‌বে।

পত্নী। ও তাঁতি-বউ বলেছে, কারুকে বল্‌বে না।

পুরো। বল্‌বে না, দোর থেকে বেরুতে না বেরুতে ঢাক পিট্‌বে।

পত্নী। তবে যাও, দশ কড়া কাণা কড়ি গুণে নিয়ে এসো।

পুরো। ঐ এক বায়নাই! মড়াকে পোয়াতির পো ওর আবার কল্যাণ কি? ঐ ছাখ, আবার দাই মাগী ডাকতে আস্‌ছে।

পত্নী। মর মিন্সে, বাহাদুরে হয়েছে! অমন গয়না-গাঁটি কাপড়-চোপড় প'রে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে ডাকতে আস্‌ছে!

পুরো। ওরে হাঁরে হাঁ, সেই মাগী। ওরে অমন কাপড় চোপড় গয়না-গাঁটি আছে।

(সুতিকার ঝিয়ের প্রবেশ)

(গীত)

যদি যখের ছেলে হয় ঘরে ঘরে।
নিত্যি পরি নূতন সাড়ী কই নি কথা গুমরে॥
খোকা থাক্ বেঁচে, আমি রেখেছি এঁচে,
খোকার ভাতে গয়নাগাটি নে যাব বেছে;
আঁতুড়ের ঝি বল্‌বে কে কি, আস্‌ব নেব জোর করে,
মিন্সে কত মুখনাড়া দেয়, দেখ্‌বো এখন তাই,
এক কথা কয়—দশ কথা শোনাই,
মান ক'রে আড়ঘোমটা টেনে বাবুকে চলে যাই;
আর না কি সয়ে থাকি শাসিয়ে রাখি গা-জোরে॥

পুরো। ও বাছা, তুমি ডাকতে এসেছ? আমার তো বাছা বড় পেটের পীড়া, এই আবার পেট কন্ কন্ ক'রে আস্‌ছে।

বটগাছ—সোনার গাছ

ঝি। ওগো, পেট কুমুতে হবে নি গো—পেট কুমুতে হবে নি! আজ যা পাবে, দশ বছর চাল কিন্‌তে হবে নি, দশ বছর কাপড় কিন্‌তে হবে নি, আর মোহর ডাঁই দক্ষিণে পাবে।

পত্নী। শোন বাহাত্তুরে মিন্সে! তোর পেট কুমুচ্চে, আজ মলেও তোমায় যেতে হবে। হাঁারে আঁতুড়ের ঝি, কোথায়—কোথায়? কোন্ বড়লোকের আঁতুড়ে সেঁদিয়েছিস্?

ঝি। আর কোথায় যাব গো, ঐ গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী আঁতুড়ে আছি।

পুরো। ঐ শোন্ শোন্ মাগী শোন্! এখন পেট কুমুবে কি না বল্?

ঝি। ওগো শোনো, আর পেট কুমুয়ে কাজ নি। এখন কি আর সে গঙ্গাধর ঠাকুর আছে? যখের ধন পেয়ে ফেঁপে উঠেছে! এই দেখ না, আমায় এই সোনা-দানা, এই কাপড় দিয়েছে।

পত্নী। সে কি লো—সে কি লো, সত্যি না কি?

পুরো। ব্যাপারখানা কি বল দেখি বুঝি?

ঝি। আর বুঝ্‌বে কি? কাল দু মিন্সে যখ এলো, ঘড়া ঘড়া মোহর ঢাল্‌তেছে, আর যে পাচ্ছে কুড়ুচ্চে। নাচ্চে, গাচ্চে, ডুগ্‌কি বাজাচ্চে, আর মুটো মুটো টাকা পাচ্চে।

পত্নী। তা যখে টাকা দিচ্ছে কেন বল দেখি?

ঝি। দেখ, সাত কান করো নি, যখ শুনলে আমায় অস্তো রাখবেনি। আমি বামুনের ছেলেকে তাপসেঁক দিয়ে পেছু ফিরে শুয়েছি, ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, আর সে বামুনের ছেলে নেই, যখের ছেলে খেল্‌ছে।

পত্নী। সে কি লো?

ঝি। হাঁা গো—ওরা জাতহরণী, জান নি? জাতহরণীতে ছেলে বদলে নে যায়!

পুরো। আরে সত্যি না কি?

ঝি। আরে চলো কেন্‌, দেখ্‌বে। ষষ্ঠী-পুজোর সোনার বটগাছ করেছে, তাতে মাণিকের ফল ঝুল্‌ছে; ষষ্ঠী-মার্কণ্ডের বারাণসী কাপড়—ছুটো পাহাড় হয়; দক্ষিণে সাত ঘড়া মোহর।

পত্নী। ও মিন্সে, চল—চল, আর দেরী করিস্ নি।

পুরো। বামনি—বামনি—আমায় ধ'রে নিয়ে চল, আমার গা টল্‌ছে। ওরে আবাগী—সোনার কের ফুল ঝুলছে!

পত্নী। হাঁা গা—এবার নত দিবে তো?

পুরো। ও আবাগী! দেবো—দেবো, চোখে—কানে—ঠোঁটে—নাকে যত পারিস প'রস্।

ঝি। হাঁা—হাঁা, বল্‌তে ভুলুনু,—ষষ্ঠীর গয়নার ডাঁই করেছে, দু ঝোড়া নত রেখেছে।

পত্নী। ও মিন্সে—ও মিন্সে, আমায় ধর, আমার গা টল্‌ছে!

ঝি। ওগো, ধরাধরি ক'রে এসো গো—ধরাধরি ক'রে এসো!

(তিনজনের গীত)

পুরো। ধর্‌না আমার পড়ি যে ঢলে।
পত্নী। আমার ভারি ঘোর লেগেছে, গা মাথা টলে।
ঝি। অমনি গা টলে, টলে টলে এসেছি চলে।
পত্নী। দেখ্‌তে পাইনে পথ, ওরে ঝোড়া ঝোড়া নৎ,
পুরো। সোনার বটে, মাণিকের ফল, মোহরের পর্ব্বত।
ঝি। এসো ছু'পা পথ, ঝর্‌ছে নোলা, মোণ্ডা লুচী গিল্‌বে গে কৎ কৎ;
সকলে। চলে যায় মজায়, যখের পুজো রোজ হ'লে?

[তিনজনের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

পথ।

নারীগণ।

১ম নারী। ওলো, চল—চল, গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী চল, যখের ষষ্ঠীপুজো দেখ্‌বি চল।

(সকলের গীত)

শুনেছি না কি যখের ছেলে মোহর দুধ তোলে।
হাস্‌লে মোহর, কাঁদ্‌লে মোহর, মোহর না কি
গায় চলে॥
গড়ায় মোহরের ঘড়া, পড়ে মোহরের ঝোড়া,
আঁতুড়ে মোহরের ছড়া,
তোড়া তোড়া মোহর না কি আঁতুড়ের চালে ঝোলে॥

মেজেতে মোহর পাতা, মোহর গাঁথা ছেলের কাঁথা,
পুড়িয়ে মোহর কাজল পরায়, মোহরের কাজলনতা ;
খায় মোহর, মাখছে মোহর, মোহরের বাতি জ্বলে ॥

[সকলের প্রস্থান।

—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:—

গঙ্গাধরের বাটী।

(বিক্রমাদিত্য, মন্ত্রী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

বিক্রম। কি মহাশয়, আপনার পূজা কি সমাপ্ত হয়েছে ?

ব্রাহ্মণ। না, আমার ভ্রম হচ্ছে, কোন্ বাটীতে এসেছি। আপনি বলেছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূজা কর্‌তে হবে, কিন্তু এ তো দেখ্‌ছি, কোন রাজচক্রবর্ত্তীর পূজা। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি, আপনি কার পূজার জন্য আমায় আহ্বান করেছেন ?

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, এ দরিদ্রের কুটীর দেখ্‌ছেন না ?

ব্রাহ্মণ। কিন্তু এ রাজসিক উদ্‌যোগ কিরূপে হলো ? আমি সমস্ত অবগত না হয়ে ক্রিয়ায় নিযুক্ত হ'তে পারি না।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, আপনার এতে ক্ষতি কি ? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে এরূপ আয়োজন ক'রে থাকেন, মহাশয়েরই তো বিশেষ প্রাপ্য হবে।

ব্রাহ্মণ। তুমি কে হে ? আমি ব্রাহ্মণ, আমায় প্রলোভিত কর্‌বার চেষ্টা কর ? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আয়োজন ক'রে থাকেন, তা হ'লে এ ব্রাহ্মণের গুরু-পুরোহিতের এ সকল প্রাপ্য, আমি এ সকল গ্রহণ কর্‌বো না।

মন্ত্রী। এঁর পুরোহিত তো পূজা কর্‌বার উপযুক্ত নন। অভুক্ত হয়ে পূজা কর্‌তে হয়, ইনি ভুক্ত।

ব্রাহ্মণ। এমন স্থলে আমি প্রতিনিধি মাত্র।

বিক্রম। প্রতিনিধিরও তো প্রাপ্য আছে।

ব্রাহ্মণ। অবশ্য, যা তিনি স্বেচ্ছায় দেবেন, কিন্তু এ স্থলে আমি তাও গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম। আমি প্রতিশ্রুত কেবলমাত্র হরীতকী গ্রহণ ক ব্রাহ্মণের কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বো।

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, আপনার তো নিতান্ত অবস্থা। একটিমাত্র ভগ্ন কুটীর, এ সকলের গ্রহণ কর্‌লে আপনার সঙ্কুলান হবে, তবে অসম্মত হচ্ছেন ?

ব্রাহ্মণ। বাপু, তুমি যে আমায় প্রলোভিত ব এরূপ বোধ হয় না। ব্রাহ্মণের আচার তুমি গত নও। ব্রাহ্মণের জীবনধারণ কর্ত্তব্যপাল নিমিত্ত, সঙ্কুলানভার ঈশ্বরের। ঈশ্বর-কৃ আমার সঙ্কুলান হয়, আমার অপর উপার্জ প্রয়োজন নাই।

বিক্রম। আচ্ছা ঠাকুর, তবে হরীতকীই গ্র করবেন। এক্ষণে যান, পূজা সম্পন্ন করুন্।

ব্রাহ্মণ। উত্তম—উত্তম। বুঝ্‌লেম—বুঝ্‌লেম, আ বিচক্ষণ—আপনি বিচক্ষণ ; আমার পরী কর্‌ছিলেন—আমায় পরীক্ষা কর্‌ছিলে অন্যায় আদেশ কেন কর্‌বেন ? তবে চল্লেম, পূ আরম্ভ করি গে।

[নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রস্থা

মন্ত্রী। মহারাজ, ব্রাহ্মণকে কোথায় পেলেন ?

বিক্রম। প্রাতে এঁর অনুসরণ করেছিলেম। দেখ্‌লে প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন ক'রে ভিক্ষায় বেরুলে তিনটি মাত্র ব্রাহ্মণ-গৃহ ভ্রমণ কর্‌লেন। সে গৃহস্বামীরা সপরিবারে আহূত হয়ে এখা উপস্থিত, সুতরাং ভিক্ষা পেলেন না। কুটী ফিরে এসে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হলেন। আ সেই সময়েই এঁকে পূজা কর্‌বার নিমিত্ত ব্র করেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ, এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রভাবেই আর আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মলোপ হয় নাই।

বিক্রম। মন্ত্রি, ব্রাহ্মণ কিরূপ পূজা করে, দেখ্‌ আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে, আমি পূজাস্থা চল্লেম।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান

(পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

পুরো। কে কোথা গো, আমরা এলেম।

পত্নী। দেখ্‌ছিস্—দেখ্‌ছিস্—বাড়ী সাজিয়েছে দেখ্‌ ছিস্ ?

পুরো। সাজাবে না, ষষ্ঠের পূজো! চুপ, ঐ ষষ্ঠ বেটা বুঝি রয়েছে।

মন্ত্রী। আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়।

পুরো। পূজার লগ্নবিচার করতে বিলম্ব হলো, অনেক অঙ্ক পেতে শুভলগ্ন নির্ণীত হয়েছে; উপযুক্ত সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছি।

মন্ত্রী। (পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুর, উপবাসী আছেন না কি?

পুরো। থাকবো না বাবা! যজমানের পুত্রের কল্যাণ চাই নে? আমরা কি সে ব্রাহ্মণ যে, মাছ-ভাত খেয়ে পূজা করবো?

মন্ত্রী। তা তো হবে না। আমাদের ষষ্ঠীপূজা না খেয়ে হবে না। মাছের ঝোল ভাত রান্না আছে, খেয়ে চলুন।

পত্নী। ও বাবা ষষ্ঠ, কেন, মিন্সের ঢং শোন। আমি কি ষষ্ঠের নিয়ম জানি নি? আমি সকালে ওরে মাছ-ভাত খাইয়েছি।

পুরো। অ্যাঁ, আজ খেয়েছি না কি—আজ খেয়েছি না কি?

পত্নী। মর মিন্সে, গপ গপ ক'রে গিল্লি নি? পান না খেয়ে মুখ পুড়িয়ে এসেছেন? ষষ্ঠের পূজো, মচ্ মচ্ ক'রে পান চিবোবে, তবে ষষ্ঠের ষষ্ঠীপূজো হবে—কেমন বাবা ষষ্ঠ?

মন্ত্রী। আর এই বিধানটি জানো না মা, ঘুমুতে ঘুমুতে আমাদের পূজা কর্তে হয়।

পত্নী। জানি বই কি বাছা—জানি বই কি? মিন্সেকে বল্লুম, কম্বলখানা নিয়ে চল্—ষষ্ঠের পূজো, শুয়ে শুয়ে পূজো কর্তে হবে।

পুরো। বাবা, আমার ভূমিশয্যায় নিদ্রা হয়—ভূমিশয্যায় নিদ্রা হয়।

(বিক্রমাদিত্য ও গঙ্গাধরের প্রবেশ)

বিক্রম। আজ সূতিকাগারের দ্বারে আমি শয়ন করবো—কেমন, আপনি সম্মত তো?

ব্রাহ্মণ। বাবা, নিন্দা হবে না তো—নিন্দা হবে না তো?

বিক্রম। নিন্দা কিসের?—সন্ন্যাসীর কোন স্থানে গমনের নিষেধ নাই।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবা, নিন্দা না হলেই হলো—নিন্দা না হলেই হলো। তুমি মহাপুরুষ, তা বুঝ্তে পেরেছি।

মন্ত্রী। প্রভু, ইনি মাছ-ভাত খেয়ে এসেছেন, শুয়ে শুয়ে ষেটেরা পূজা করবেন।

বিক্রম। কই, ইনি তো উপবাসী দেখ্ছি!

পত্নী। ও বাবা ষষ্ঠ, আমি মাছ-ভাত খাইয়ে এনেছি, তবে আর বল্ছি কি?

পুরো। তাম্বুল চর্ব্বণ করি নাই, তাই মুখ শুক্নো শুক্নো দেখাচ্ছে।

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, তুমি আহার ক'রে পূজা কর্তে এসেছ! এই কি তোমার পৌরোহিত্য? আমি এখন বুঝ্লেম, কেন ব্রাহ্মণের পুত্র রক্ষা পায় না। যাও, তোমার পূজা করবার প্রয়োজন নাই। তুমি এরূপ ব্রাহ্মণ, রাজা বিক্রমাদিত্য জান্লে, তাঁর রাজ্যে স্থান পেতে না।

পত্নী। তা এখন আমরা নেই বাড়ী গেলুম, খোকাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে সব শেষেই যাব।

পুরো। হাঁ, হাঁ।

বিক্রম। কেন ক্লেশ করবেন, গৃহে যান। ঠাকুর, আর কদাচ এমন গর্হিত কার্য্য করো না।

মন্ত্রী। এখন শক রাজা নয়, আর্য্য রাজা! তোমার ব্যবহার রাজার নিকট প্রকাশ হ'লে, রাজনীতি অনুসারে দণ্ডনীয় হবে।

পুরো। কেন বল্ দেখি মাগী, বিষ্ঠা রন্ধন করেছিলি?

পত্নী। তুই গিল্লি কেন রে মিন্সে?

[পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। (মন্ত্রীর প্রতি) যাঁরা পূজা দেখতে এসেছেন, তাঁদের বিদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে?

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা, ঐ যে তাঁরা আনন্দ ক'রে আস্ছেন।

বিক্রম। তবে বোধ হয়, পূজা সমাপ্ত হয়েছে। চলুন আমরা যাই। (মন্ত্রীর প্রতি) তুমি আশ্রমে সংবাদ দাও গে, আজ রাত্রে আমি এই স্থানেই অবস্থান কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

(পল্লীবাসিনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

থাকুক ছেলে মায়ের কোল জুড়ে।
মায়ের কোল আলো করে, খেলে ছেলে ধাঁদুড়ে॥

মাথার কেশ যত, ছেলের পেরমাই হোক্ তত,
দিন দিন গড়ুক বাছা নোর তাঁটার মত ;
ষষ্ঠীর দাস বেঠের বাছার আলাই বালাই যাক্ পুড়ে।
কমলা সদয় হয়ে, এসেছেন বাছার পরে,
মায়ের কৃপায় যে যত চায়, নিয়ে যায় ব'য়ে ;
হেসে মা ব'সেছেন ঘরে, হাস্‌ছে তাই দীনের কুঁড়ে।
[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—:*:—

সূতিকাগৃহ।

গৃহমধ্যে গঙ্গাধর-পত্নী ও দ্বারদেশে বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। মা, আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে নিদ্রা যান, আমি আপনার সন্তান, ষেটারা পূজার নিয়ম পালন ক'রে জাগরিত থাক্‌বো।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার সন্তান রক্ষা পাবে তো ?

বিক্রম। অবশ্যই মা ষষ্ঠীর কৃপায় রক্ষা হবে। আপনি গৃহ-দ্বার আবরণ করুন্। (ব্রাহ্মণীর দ্বার অবরোধ করণ) রজনী গভীরা, জনরব বিলুপ্ত, নিদ্রার অঙ্কে জীবকুল মগ্ন,কেবল হিংস্রক পশু জাগ্রত। এক একবার পেচকের শব্দমাত্র —অপর শব্দ স্তব্ধ। শুনেছিলেম, বিধাতা পুরুষের আগমনের পূর্ব্বে সূতিকাগারে যারা জাগ্রত থাকে, তারা নিদ্রিত হয়। কি আশ্চর্য্য, আমারও নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে! বোধ হয়, বিধাতাপুরুষ আগত-প্রায়। ঐ যে ধীরে ধীরে কে পুরুষ আস্‌ছে ! জয় মা ষষ্ঠীদেবি ! চিনেছি, উনিই বিধাতা-পুরুষ ! ফিরে গেলেন যে—ঐ আবার আস্‌ছেন।

(বিধাতা-পুরুষের প্রবেশ)

বিধাতা। মহারাজ, পথ দেন।

বিক্রম। আপনি কে ?

বিধাতা। আমি বিধাতা-পুরুষ, সন্তানের ভাগ্যলিপি লিখতে এসেছি।

বিক্রম। ভগবান্, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। কি লিখ্‌বেন, যদি কৃপায় আজ্ঞা করেন।

বিধাতা। এখন আমি অবগত নই, আমার অপরি-বর্ত্তনশীল লৌহলেখনীতে অদৃষ্ট কারণে কি লিপিবদ্ধ হবে, তা আমার অগোচর।

বিক্রম। ভগবান্, কিরূপ আজ্ঞা করছেন ? আ[illegible] নিই অদৃষ্টের কর্ত্তা ! অদৃষ্ট কারণ শ্রীমুখে [illegible] শুনলেম ? কৃপা ক'রে আমায় যদি বোঝান অদৃষ্টের কর্ত্তা বিধাতা, বিধাতার নিকট অ[illegible] কি ?

বিধাতা। মহারাজ ! মায়াপ্রভাবে কলেবর ধার[illegible] দেব-কলেবরও মায়ার প্রভাব ! কি কর্ম্মসূ[illegible] কি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তা মহামায়ার মায়[illegible] আবৃত। জানবেন,—সে সমস্ত বিধাতার[illegible] গোচর নয় ; সময় বয়ে যাচ্ছে, পথ দেন।

বিক্রম। ভগবান, আমি কি নিমিত্ত হেথায় উপস্থিত তা আপনার অগোচর নয়। আমার প্রার্থনা— এই জাত-সন্তানের ললাটে কি লিপিবদ্ধ কর্‌বেন, আমার নিকট জ্ঞাপন করেন।

বিধাতা। মহারাজ, আপনি ষষ্ঠীদেবীর প্রিয় আমি অঙ্গীকার কর্‌লেম—এই বালকের অদৃ[illegible] আপনার নিকট প্রকাশ ক'র্‌বো। পথ মুক্ত করুন।

বিক্রম। যে আজ্ঞে ! (বিধাতা-পুরুষের গৃহপ্রবেশ) কি আশ্চর্য্য ! মায়ার অদ্ভুত প্রভাব ;—বিধা-তারও অজ্ঞেয়। আমরা ক্ষুদ্র মানব ! মহামায়া, তোমায় নমস্কার !

(বিধাতা-পুরুষের পুনঃ প্রবেশ)

বিধাতা। মহারাজ, পথ ছাড়ুন।

বিক্রম। কি লিখলেন, আজ্ঞা করুন।

বিধাতা। এই বালক অতি সুবোধ, নিষ্ঠাবান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হবে, কিন্তু বিবাহের রাত্রে ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হবে।

বিক্রম। ভগবান্, এ দাসের উপায় কি ? আমি রাজা, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁর পুত্রের অকাল-মৃত্যু নিবারণ কর্‌বো প্রতিশ্রুত। আপনার দর্শন লাভ ক'রেও যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে অক্ষম হই, মৃত্যু ভিন্ন অপর প্রায়শ্চিত্ত আর আমার নাই। করুণাময়, দাসের প্রতি কৃপা-কটাক্ষে উপায়বিধান করুন।

বিধাতা। এই লৌহনির্ম্মিত লেখনীর লিপি কখনও খণ্ডন হবে না ; বিবাহ-রাত্রে ব্রাহ্মণপুত্রের কালদর্শন হবেই। তবে সে সময় যদি কেউ কপালমোচন মহাদেবের কৃপায় এই শ্লোক আবৃত্তি কর্‌তে পারে, ব্রাহ্মণসন্তান পুনর্জ্জীবিত

হবে। ষষ্ঠীদেবীর আজ্ঞায় এই ভূর্জ্জপত্রে লিখে এনেছি, গ্রহণ কর।

[ভূর্জ্জপত্র প্রদান)

ক্রম। ভগবান্, প্রণাম। কৃতার্থ হলেম।

[বিধাতা-পুরুষের প্রস্থান।

(শ্লোক পাঠ)—

"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো
দৈবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥ *

অতি যত্নে শ্লোক রক্ষা কর্‌তে হবে, কি জানি, যদি বিস্মৃত হই। প্রভাত নিকট।

ব্রাহ্মণী। (সূতিকা-গৃহ হইতে) বাবা, আছেন কি? আমার সন্তানের কি উপায় হবে?

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন, নিশ্চয় হবে।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার মৃতদেহে জীবনসঞ্চার কর্‌লে।

(গঙ্গাধরের প্রবেশ)

গঙ্গা। বাবা, কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে?

বিক্রম। হাঁ, কিন্তু এক কথা—এই সন্তানের বিবাহের দিন আমায় সংবাদ দেবেন।

গঙ্গা। আপনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, আপনার তত্ত্ব কোথায় পাব?

বিক্রম। রাজাকে সংবাদ দিলেই আমাকে সংবাদ দেওয়া হবে।

গঙ্গা। আপনি কে?

বিক্রম। দেখ্‌ছেন তো সন্ন্যাসী।

গঙ্গা। পূর্ব্বাশ্রমে আপনি কি ক্ষত্রিয় ছিলেন? অনবনত মস্তক, প্রশান্ত ললাট, বিশাল বাহু, নয়নকোণে বীরব্যঞ্জক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধর, শত্রুভীতিকর প্রশস্ত বক্ষ, করে অস্ত্রধারণের চিহ্ন, ধনুর্জ্যা-ঘর্ষণ-চিহ্ন—ব্রাহ্মণের পুষ্পচয়নোপযোগী কোমল হস্ত নয়,—সগর্ব্ব পদবিক্ষেপ, সমস্তই বীরপুরুষের লক্ষণ—এ সমস্তই তো ক্ষত্রিয়ের পরিচয়!

বিক্রম। আপনার অনুমান সত্য হ'তে পারে।

গঙ্গা। যখন আমায় নমস্কার কর্‌তে নিবারণ করেছিলেন, তখন আমি অবসন্ন ছিলাম, স্বরূপ বুঝতে পারি নাই। সন্ন্যাসীর ব্রাহ্মণের নমস্কার গ্রহণে কোন সময়েই নিষেধ নাই, তখন আমার এ অনুমিত হয় নাই। শাস্ত্রে, রাজচক্রবর্ত্তীর যে সব লক্ষণ—আপনার ললাটে, অঙ্গে—সে সমস্তই প্রকাশিত। ষষ্ঠীপূজায় যা আয়োজন হয়েছে, রাজচক্রবর্ত্তী ভিন্ন কারো দ্বারা এরূপ আয়োজন সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারণা করবেন না। বলুন—আপনি কে?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই বিক্রমাদিত্য।

গঙ্গা। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! ভারতে সুদিন উদয়, আর্য্যরাজা আবার ভারত-সিংহাসনে; আদিত্যপ্রতাপে বিক্রমাদিত্য উদয়। ভারতে নিশ্চয় অকালমৃত্যু রহিত হবে। মহারাজ দীনের কুটীরে দীনের ন্যায় অবস্থান করেছেন। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! এসো, কে কোথায় আছ, দীনের কুটীরে রাজদর্শন ক'রে কৃতার্থ হও। বল, জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়!

(পল্লীস্থ-স্ত্রীপুরুষগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় বিক্রমাদিত্যের জয়!

(গীত।)

ভুবন-পূজ্য আর্য্যরাজা শৌর্য্য-বীর্য্য-ভূষণ,
পুণ্যক্ষেত্র একচ্ছত্র ধন্য আর্য্য-আসন;
বিক্রমাদিত্য নৃপতি।
মেঘমাল সরস বরষে ক্ষেত্র শস্যশালিনী,
ধীর পবনে দুলিছে কুসুম সরসী সরোজমালিনী;
রাজ্যে লক্ষ্মী-সরস্বতী॥
উথলিত পূত বেদধ্বনি, প্রভাত সন্ধ্যা-গগণে,
স্বর্ণবর্ণ অনলশিখা আহুতি হবি-গ্রহণে;
ভারতে শান্তি বসতি।
দুর্জ্জনগণ শমন দণ্ড নরবর-কর-চালনে,
দয়াধার বহে শতধারে, প্রজাপুঞ্জ পালনে;
উদিত আদিত্য-জ্যোতি॥

---

* লব্ধব্য যে ফল নর পাইবে নিশ্চয়।
নিবারণে দেবতার সাধ্য তাহা নয়॥
সে হেতু না করি ক্ষোভ না মানি বিস্ময়।
ললাট-লিখন কভু অন্যথা না হয়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

—•—

উজ্জয়িনী—বিক্রমাদিত্যের উদ্যান।

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

(ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীগণের প্রবেশ)

(গীত।)

স্ত্রী-পুরুষগণ।—

পরি লতাপাতা বনে ফুল তুলি।
বনে মন খুসী কেমন, তাই বনে বুলি॥

স্ত্রীগণ।—

পাতা ফুঁড়ে সূরজ আসে, চিকি মিকি খেলে ঘাসে,
ঘাস যেন হাসে ;
ঘাসের ফুল খেলে ছুলি ছুলি॥

পুরুষগণ।—

ডালে যে চিড়িয়া ডাকে, সাতনলায় ধরি তাকে,
গুলতি ঝাড়ি ময়ূরের ঝাঁকে ;
বাঘা ভাল, যারে তীরে তাগি, ওমনি হয় দাগী,

স্ত্রী-পুরুষগণ।—

গিয়ে তেড়ে, হেমড়ে পড়ে, মিন্সে-মাগী ছাল খুলি॥

১ম ব্যাধ। কি রাজা, আবার আমাদের মারবার হুকুম দিবি বল? বাঘের তো ঝাড় মেরেছি, এবার কি ভাল মারবার হুকুম হবে?

মন্ত্রী। তোরা সব বাঘ মেরেছিস্? বনে আর তো বাঘ নাই?

২য় ব্যাধ। যদি বিশ কোশের বিচে একটা বাঘের ডাক কেউ শোনে, আমার নাকটা উৎরে নিস্।

মন্ত্রী। কিন্তু আজ যদি সহরে বাঘ আসে?

১ম ব্যাধ। বিধাতা-পুরুষকে বাঘ গড়্তে হবে, তবে বাঘ আস্বে, নইলে বাঘের মুখ কেউ দেখ্বে না।

বিক্রম। আর বিধাতাই যদি বাঘ গ'ড়ে পাঠায়, তোরা মার্তে পার্বি?

১ম ব্যাধ। বিধাতার বাবা বাঘ হ'লে মার্বো!

বিক্রম। আচ্ছা যা, যে বাড়ীতে আমার সৈন্যেরা পাহারা দিচ্ছে, সেই বাড়ীতে খুব সতর্ক হয়ে থাক্। আজ যদি কেউ বাঘ দেখ্তে না পায় কিংবা যদি বাঘ এলে, সেই বাঘ তোরা মার্তে পারিস্, তা হ'লে আর তোদের ব্যাধের কাজ কর্তে হবে না।

১ম ব্যাধ-প। তুই তো বড় রাজাটারে! শীকার কর্বে না তো কি কাম কর্বো? শীকার না খেল্লে আমরা বাঁচি?

বিক্রম। আচ্ছা, তোরা যে যা চাস্—পাবি।

১ম ব্যাধ। এ কথাটা ভাল। ঐ বাড়ীখানা আমাদের দিবি?

বিক্রম। দেবো।

২য় ব্যাধ-প। বাড়ী নিয়ে কি কর্বি মিন্সে? রাণীর মত গয়না নেব।

বিক্রম। সাতদিন যে যা গয়না চাস্—দেবো। যা, যা, খুব সতর্ক হয়ে থাক্ গে যা!

২য় ব্যাধ। ভালো—ভালো!

সকলে। জয় রাজাটার জয়—জয় রাজাটার জয়!

বিক্রম। মন্ত্রি, এদের নিয়ে যাও। এরা যেন বাসর-ঘর বেষ্টন ক'রে থাকে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[ব্যাধগণকে লইয়া মন্ত্রীর প্রস্থান।

(নবরত্ন—কালিদাস, বররুচি, অমরসিংহ, বরাহ-মিহির, ধন্বন্তরি, শঙ্কু, ক্ষপণক, বেতালভট্ট ও ঘটকর্পরের প্রবেশ)

বিক্রম। আস্তে আজ্ঞা হয়। (বরাহমিহিরের প্রতি) পণ্ডিতবর, সেই কন্যার জন্মপত্রিকা কিছু নির্ণয় ক'রে দেখলেন?

বরাহমিহির। মহারাজ, অতি কঠিন সমস্যা! যদি জ্যোতিষ সত্য হয়, আর এই জন্মপত্রিকার কোন দোষ না থাকে, এ কন্যা বিবাহের রাত্রে বিধবা হবে! কিন্তু এ কন্যা সতী, কোষ্ঠীর ফল দেখ্ছি, পাঁচটি পুত্রের জননী হবে। এর মীমাংসা ক'র্তে দরিদ্র ব্রাহ্মণ অক্ষম।

বিক্রম। আপনারা কি বলেন—এ সমস্যা কিছু পূরণ কর্তে পারেন?

বররুচি। প্রস্তর সলিলে ভাসে, গ্রহ নিভে নীলাকাশে,
মৃত যদি সঞ্জীবিত হয়।
তবে নৃপ গণনায় জন্মায় প্রত্যয় ॥

কালিদাস ব্যতীত সকলে। কবিবর ভবভূতি যথার্থ বলেছেন,—এ সমস্যা আমাদের দ্বারা পূরণ হয় না।

বিক্রম। কবিবর কালিদাস কি বলেন?

কালি। রামেশ্বর শিব বলে, শিলা ভেসেছিল জলে,
প্রলয়ে গ্রহের জ্যোতি নিভিবে নিশ্চয়।
মৃত সঞ্জীবিত হয়, কথা অসম্ভব নয়,
কপাল-মোচন নাম দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥
ধর্ম্মে যার সদা মতি, কৃপাবান্ পশুপতি
পূর্ণকাম শিব নাম শিব শিবময়।
যম যাঁর পদাশ্রিত, মৃত হবে সঞ্জীবিত,
কৃপায় তাঁহার, ইথে আছে কি বিস্ময় ॥

বরাহমিহির। সাধু! সাধু! মহারাজ, মীমাংসা হয়েছে। বিবাহরাত্রে এঁর পতির প্রাণনাশ হবে নিশ্চয়, কিন্তু কোন রাজচক্রবর্ত্তীর তপোবলে, দেবদেব কপালমোচনের কৃপায়, এঁর পতি পুনর্জ্জীবিত হবে। বৃহস্পতির শুভভাবে আমার সম্পূর্ণ অনুমিত হচ্ছে।

ক্ষপণক। মহারাজ, কন্যার বিষয় কেন এত তত্ত্ব কচ্ছেন? আমি বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে ঐ কথা জিজ্ঞাসু নই।

বিক্রম। এক ব্রাহ্মণের চারিটি পুত্রের অকাল-মৃত্যু হয়। যখন পঞ্চম সন্তান জন্মায়, আমি সূতিকাগারের দ্বারদেশে ষেটেরা পূজার দিন অবস্থান ক'রে, বিধাতা-পুরুষ দ্বারা জাতকের ললাট-লিপি অবগত হই। বিধিলিপি এই যে, বিবাহের দিন বাসরে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হবে। কিন্তু আমা দ্বারা সঞ্জীবিত হওয়া সম্ভব—ভাগ্যবলে ষষ্ঠীদেবীর নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয়েছি। অদ্য এই কন্যার সহিত এই ব্রাহ্মণকুমারের বিবাহ। সেই নিমিত্তই এই জন্মপত্রিকার ফল জান্‌বার ইচ্ছা করেছি।

ক্ষপণক। মহারাজ, এই ব্রাহ্মণপুত্রকে যে রাজচক্রবর্ত্তী পুনর্জ্জীবিত কর্‌বেন, তিনি যে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য, এ আমার অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ, বিধিলিপি খণ্ডনের নিমিত্ত যে ব্যাধের দ্বারা ব্যাঘ্র বিনাশ করেছেন, এটি যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। হিংসার দ্বারা মঙ্গলকার্য্য সম্পাদিত কর্‌বার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয়। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম!' যথাজ্ঞান নিবেদন কর্‌লেম।

বরাহমিহির। প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

(গঙ্গাধরের প্রবেশ)

বিক্রম। যা বিধি হয় করুন, আমার এখনি যেতে হবে।

গঙ্গা। মহারাজ, আসুন, বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে।

বিক্রম। আপনি অগ্রসর হোন, আমি এখনি যাচ্ছি। বাসরে কারও যেন গমন-অধিকার না থাকে। সভাভঙ্গ হোক্। আপনারাও প্রস্তুত হোন, বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকবেন!

[নবরত্নের প্রস্থান।

বিধিলিপি যদি মিথ্যা না হয়, বিধাতার বাক্যও মিথ্যা নয়। সেই শ্লোক আবৃত্তিতে ব্রাহ্মণকুমার অবশ্যই পুনর্জ্জীবিত হবে। "লব্ধ্বাযমর্থং লভতে" —চিন্তার কারণ কি? শ্লোক বিস্মৃত হই,—সম্পুটে বিধাতৃপ্রদত্ত লিপি যত্নে স্থাপিত আছে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:•:—

কমলবন।

সরস্বতী ও সঙ্গিনীগণ।

(সঙ্গিনীগণের গীত।)

শুভ্রবরণা, শশিশেখরা, শ্বেত-সরোজবাসিনী।
দিব্যাম্বরা বিমল-কমলমালিনী, বিভাবিনী ॥
বিদ্যাদাত্রী, বিদ্যা-প্রার্থি হৃদি শতদল-আসিনী,
বীণাবর-রঞ্জিত-কর, গঞ্জিত-বিধুহাসিনী ॥
বাগ্‌বাণী, বেদপাণি, বেদধ্বনি-ভাষিণী,
বাদ্যগান তানমান, বন্দিনী বিলাসিনী,
জ্ঞানোজ্জ্বল ত্রিনয়ন ঝল, অজ্ঞান-তমো-নাশিনী।
চরণ অমল-কিরণদানে মুদিত-চিত-বিকাশিনী ॥

(বিধাতার প্রবেশ)

সর। পিতা, এত দিনে কি কন্যাকে মনে পড়েছে ?

বিধাতা। আরে নাও—নাও বাছা—সে সব কথা হবে, বড় বিপদ্!

সর। সে কি ? আপনি বিধাতা, আপনার বিপদ্ ?

বিধাতা। আরে বাছা, জেনে শুনে তুমি যদি অমন কর, দাঁড়াই কোথায় ? জান না কি—"মহামায়ার ফাঁদে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাঁধা প'ড়ে কাঁদে!" এখন তুমি না মুখ রাখলে তো বিধিলিপি খণ্ডন হয়।

সর। সে কি পিতা! বিধিলিপি কি খণ্ডন হয় ?

বিধাতা। আরে, ষষ্ঠী বেটীর বরে তারই তো জোগাড় দেখছি!

সর। সে কি ?

বিধাতা। আর সে কি! এক ব্রাহ্মণের ছেলের অদৃষ্টলিপি লিখে এই ফ্যাসাদ!

সর। এ কিরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন ?

বিধাতা। আর গ্রহের কথা বল কেন? আমি ছেলেটার অদৃষ্ট লিখতে যাচ্ছি, দেখি আবেগের বেটা বিক্রমাদিত্য সূতিকাগারের দ্বারদেশে শুয়ে। বেটা আমার জন্য ওত পেতে ছিল, ষষ্ঠীর বরে চিনে ফেল্লে! দোর ছাড়ে না, এদিকে সময় ব'য়ে যায়, ঠাকুরুণের কৃপাপাত্র—লঙ্ঘন ক'রে যেতে পারি না। ব্যাটা নাছোড়, কি লিখবো, ব্যাটাকে বলতে হবে। কি করি মা—স্বীকার পেলেম।

সর। কি লিখলেন ?

বিধাতা। লিখলেম, ছেলেটাকে বের রাত্রে বাসরঘরে বাঘে খাবে।

সর। আহা, পিতা, কেন এমন লিখলেন ?—আপনার দয়া হ'লো না ?

বিধাতা। তুমি জেনে শুনে ন্যাকা হও, তোমায় আর কি বল্‌বো! আমি তো কলম টানি—কর্ম্মফলে হাত চলে—আমার কি দোষ বল ?

সর। তা একটু সাম্‌লে লিখলে তো হয়।

বিধাতা। সাম্‌লাবো! তবে এখন অসামাল হয়েছি কিসে ?

সর। তারে বাঘে খেয়েছে ?

বিধাতা। বাঘে খেয়েছে! বাঘের বংশ নিপাত হয়েছে, বিক্রমাদিত্য বেটা শীকারী দিয়ে সব বাঘ মেরেছে। সৃষ্টিরক্ষার জন্য এক জোড়া বাঘ নিবিড় পর্ব্বত-গুহায় রেখে দিয়েছি।

সর। তবে আর কি—তাকে দিয়েই বা ছেলেকে খাওয়াও না ?

বিধাতা। হ্যাঁগা, তুমি এই দুঃখের সময় নাকা কে তুলছ ? আর কি বল্‌বো বল! আবেগের রাজা কি বাসরে বাঘ যাবার যো রেখে পাথরের বাড়ী করেছে, তারই ভেতর বা চারিদিকে পিপ্‌ড়ের মত পাহারা; শী বেটারা ধনুক-তীর জুড়ে ব'সে আছে; পা গুড়বার যো নাই; আর ঐ রাজাটা অন্ত বাসরের দোরে পাহারা দিচ্ছে। এখন করি ?

সর। আপনিই কেন অলক্ষিতে বাসরে প্রবেশ বাঘ হয়ে তারে বধ করুন না ?

বিধাতা। আরে, এ দিকেও কলম ডেলিছি! তাই প্যাঁচে পড়েছি, নইলে কেমন রাজার রাজা দেখতেম, ছাদ ভেদ ক'রে প্রবেশ তেম। এ তো আর সামনে দিয়ে যেতেম যে ষষ্ঠীর বরে দেখবেন।

সর। আবার কি কলম ডেলেছেন ?

বিধাতা। বাল্‌তি- বামনি-বেটী কন্যার অদৃষ্টে লি যে তার দোষে পতির মৃত্যু হবে। এখন দোষ না পেলে তো বাঘ হয়ে মার্‌তে পারি

সর। আমায় কি করতে বলেন ?

বিধাতা। মা, তুমি দুষ্টা-সরস্বতীরূপে বাসরে ব কণ্ঠে ব'সে বরকে জিজ্ঞাসা করাও—কিরূপ ? আর বরের বুদ্ধি-ভ্রংশ ক'রে, দ্বারা ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চিত্রিত করাও। আমি অঙ্কিত ব্যাঘ্রে আবির্ভাব হয়ে ব্রাহ্মণবাল বধ কর্‌বো।

সর। বাবা, বড় নিষ্ঠুর কর্ম্ম! বিনা অপরাধে কি এ কার্য্য কর্‌বো ?

বিধাতা। কেন—অপরাধ বর্ত্তে নাই ? বরের জী রক্ষার নিমিত্ত রাজার দ্বারা ব্যাঘ্রকুল হয়েছে। হিংসার ফলে প্রতিহিংসা, সেই হিংসার বপ্রপুত্র নাশ হবে।

সর। পিতা, আপনি বিধি দিচ্ছেন—আমার নাই!

বিধাতা। বিধি দেবো না তো কি কলমটা

বল? ফলাফল না লিখে কি সৃষ্টিটা নাশ করতে বল?

।পিতা, এবার থেকে একটু সাম্‌লে লিখো। কচি মেয়ে বিধবা করা, একটি ছেলে মার কোল থেকে কেড়ে নেওয়া, বুড়ো বাপকে কাঁদিয়ে উপযুক্ত ছেলেটিকে সরিয়ে দেওয়া, ও সবগুলো আর লিখো না।

তা। তবে রে আবেগের বেটি, দোষ চাপাচ্ছো আমার ঘাড়ে! কুমতি দিয়ে পাপ করাবে তুমি, আর দোষ দিচ্ছ আমার! নাও,নাও,সময় হয়েছে, শীঘ্র এসো, এবার ষষ্ঠী বেটীর সঙ্গে দেখা ক'রে াবো, সে বেটি আবার না রুষ্ট হয়।

[বিধাতার প্রস্থান।

ঙ্গিনী। দেবি, অতি নিষ্ঠুর কার্য্য! শুন্‌লে তো, স্বয়ং বিধাতা কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ! কর্ম্ম-সূত্রে আমিও বাধ্য; সকলই মহা-ায়ার প্রভাব!

(সঙ্গিনীগণের গীত)

খল' মা ভাল খেলা,ভুলিয়ে রাখ' মোহিনী।
ছায়া কি কায়া তুমি অনাদি-প্রবাহিনী॥
। তোমার অসীমপথে, বিহার কর সময়-রথে,
ছায়ায় কায়া গড়েছ মা ভ্রমের জগতে;
ালো কি তুমি তম, অনিল অনল ধরা ব্যোম,
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালপুরী, তুমি ছায়িনী॥
কে তোমায় চিন্‌তে পারে,
যে বলে পারে, সেই তো নারে,
এই দেখি, এই হও মা লুকি মোহের আঁধারে?
তোমার মোহের ফাঁদে ধর্‌লে আকার পড়ে কাঁদে,
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত মা অনন্ত-সোহিনী॥

[প্রস্থান।

:——

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

রাজপথ।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। চল—দ্রুতপদে চল—বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। মহারাজের আদেশ, আমাদেরও বিবাহবাড়ী বেষ্টন ক'রে থাক্‌তে হবে।

(নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ)

২য় সৈন্য। চল—চল, ঐ ভেরী-নিনাদ হচ্ছে।

(সকলের গীত)

চিরপবিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে কীর্ত্তিমালী ভুবনে।
রব গভীর আর্য্যভেরী কম্পিত অরি-শ্রবণে॥
দাম্ভিক-দম বীরদম্ভ, ধ্বনিত দূর-গগনে,
ধ্বজ বিশাল জয় গৌরব—সঞ্চালিত পবনে;
(নমি) স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি চরণে—
চলে চঞ্চল পদে আর্য্যসেনা, তূর্য্যনাদ সঘনে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

বাসর-গৃহ।

গৃহে পাত্র-পাত্রী—দ্বারে বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। আমার স্বয়ং বাসর-গৃহে থাকা উচিত ছিল। অলক্ষিতে যেন দেব-সমাগম অনুমান হচ্ছে। হোক বিধিলিপি! প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ, চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরী, দ্বারদেশ স্বয়ং রক্ষা কচ্ছি,—ব্যাঘ্র কখনই প্রবেশ করতে পার্‌বে না। কিন্তু,—বরকন্যা পরস্পর আলাপ কচ্ছে।

সুমতি। তুমি চেঁচিয়ে বলো, আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

বিষ্ণু। রাজা দোরে রয়েছেন, কথা শুন্‌তে পাবেন।

সুমতি। তার পর—

বিষ্ণু। কোন রকমে আমায় বাঘে না আক্রমণ করতে পারে, সেই জন্যই এই প্রস্তরের বাড়ী,

চতুর্দ্দিকে প্রহরী, অন্য কারোর উপর ভার না দিয়ে, রাজাও তাই স্বয়ং দ্বার রক্ষা কচ্ছেন।

সুমতি। হ্যাঁগা—বাঘ কি রকম?

বিষ্ণু। আজ ও সব কথা থাক্, আমার নাম করলে ভয় হয়।

সুমতি। বল্লে তো বাঘ বনে থাকে, তোমার এখানে এত ভয় কিসের?

বিষ্ণু। না—না, আমার কেমন বুক কাঁপে।

সুমতি। নাও—বলো।

বিষ্ণু। বাঘ বড় ভয়ানক! দেখ্‌তে কি রকম জানো, বেরালের মত।

সুমতি। ও মা—এরই এত ভয়! বেরাল কি করবে গো?

বিষ্ণু। না—না, বেরাল কেন? বেরাল ছোট, সেগুলো বড়—সে ভয়ঙ্কর!

সুমতি। কত বড়ই বেরাল!

বিষ্ণু। বেরালের ছোট মুখ—সে বৃহৎ মুখ! বৃহৎ দন্ত—বৃহৎ চক্ষু—যেন দব্ দব্ করে জ্বলছে!

সুমতি। হ'লেই বা বৃহৎ চক্ষু—আমি এক চড়ে মেরে ফেল্‌তে পারি।

বিষ্ণু। মেরে ফেল্‌তে আর পার না, মুখ দেখ্‌লে দাঁতকপাটী যাও।

সুমতি। সে তোমাদের দেশে বেরাল দেখ্‌লে দাঁত-কপাটী যায়। আমি অমন খেতে খেতে কত বেরালের মুখ ছেঁচে দিয়েছি।

বিষ্ণু। মুখ ছেঁচবে? তবে দেখ্‌বে কেমন মুখ;— এই তোমায় দেখাচ্ছি, কাজলনতাখানা দাও।—(গৃহের দেওয়ালে ব্যাঘ্র চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়া) এই ল্যাজটি—এই চারটি পা—এই থাবাগুলি—এই ধড়—

সুমতি। তবে যে বল্‌ছো—বেরাল?

বিষ্ণু। বেরালের মত রকম না?

সুমতি। আমি বুঝ্‌তে পারি নি!

বিষ্ণু। ন্যাকা! এই দেখ—মুখ দেখ, এই একটি একটি দাঁত, এই চোখ, এই মুখের হাড়োল—(চিত্রিত ব্যাঘ্র সজীব হইয়া বিকটনাদে বিষ্ণু-পদকে আক্রমণ) মহারাজ, রক্ষা করো—(বিষ্ণু-পদের পতন ও ব্যাঘ্রের অন্তর্ধ্যান)।

সুমতি। ওগো সর্ব্বনাশ হলো,—সর্ব্বনাশ হলো!

বিক্রম। এ কি, ব্যাঘ্রের নিনাদ!

নেপথ্যে। বাঘ এয়েছে—বাঘ এয়েছে!

বিক্রম। (বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া) ক কোথায় ব্যাঘ্র?—এ কি ব্রাহ্মণকুমার মৃ এই যে রক্তধারা, মস্তকে ব্যাঘ্র-নখ-চিহ্ন!

(গঙ্গাধর ও গঙ্গাধর-পত্নী, মন্ত্রী ও নবরত্নের প্রবে

ব্রাহ্মণী। কি হলো—কি হলো?

গঙ্গা। আর কি হলো! ব্রাহ্মণি, স্থির হও - বিধিলি পূর্ণ হয়েছে—দেখছো না, বাছার মস্তকে ব্যাঘ নখচিহ্ন!

বিক্রম। (সুমতির প্রতি) মা বলো—ব্যাঘ্র কো গেলো? রোদন সম্বরণ করো—বলো, তোম স্বামীর মৃত্যু কিরূপে হলো?

সুমতি। মহারাজ, অভাগীর ভাগ্যদোষে, এই চিত্রি ব্যাঘ্র সজীব হ'য়ে আমার স্বামীকে আক্র করেছে।

বিক্রম। বুঝ্‌লেম, বিধাতার ছলনা;—বি তোমারই প্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে আমি পুনর্জ্জীবি করবো। এ কি, শ্লোক বিস্মৃত হলেম না কি এই যে সম্পুট-মধ্যে শ্লোক লেখা আছে (পরিচ্ছদ হইতে সম্পুটস্থ জীর্ণ ভূর্জ্জপত্র বা করিয়া) এ কি, ভূর্জ্জপত্র কীট দ্বারা বিন কেবল 'লব্ধব্য' এই কথাটি নষ্ট হয় নাই। জগদ্ধাত্রী, তোমার মনে এই ছিল মা, আম মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ করলে, রাজা হ অকালমৃত্যু নিবারণ করতে পারলেম না, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস দিয়ে নিরাশ করলেম!

গঙ্গা। মহারাজ, ক্ষুব্ধ হবেন না। আমার অদৃ ফল, আপনার ত্রুটি হয় নাই দৈবলিপি হলো! নচেৎ চিত্রিত ব্যাঘ্র কি সজীব হয়!

বিক্রম। লব্ধব্য-লব্ধব্য!

ব্রাহ্মণী। বাবা কোথায় গেল—দুখিনী মাকে ফে কোথায় গেলি? হায় অভাগা, অভাগিন জঠরে কেন আসিস্? রাক্ষসীর নিকট কে আসিস্? সন্তানঘাতিনীকে কেন মা বলি কি হলো—কি হলো, ওরে বড় আশায় বড় ক'রে যে তোর বিবাহ দিয়েছি, বড় সাধ ক বউ এনেছি। বাবা, ওঠো, চাঁদমুখে একবার বলো; তুমি তো সুবোধ, আমি ডাকলে যে থাকো, মা বলে ছুটে এসো, আজ কেন উ দিচ্ছ না?

সুমতি। মা—মা, কেন কালসাপিনীকে ঘরে এনেছিলে? আমিই বাঘ দেখতে চেয়েছিলুম, তাই এই সর্ব্বনাশ হ'লো! উনি নিষেধ করেছিলেন, স্বামীর নিষেধ শুনি নাই। আমি মহাপাতকিনী আমার বুদ্ধির দোষেই সর্ব্বনাশ হ'লো!

গঙ্গা। হা দুরদৃষ্ট! বড় আশা করেছিলেম।

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই আশায় নিরাশ করেছি। আমার কথামত সকল কার্য্যই করেছেন, আর একটি কথা রক্ষা করুন্। আমি সমস্ত অবস্থা বুঝেছি, আমার পাপেই এই সর্ব্বনাশ! পণ্ডিতবর ক্ষপণক, বুঝ্লেম 'অহিসা পরম ধর্ম্ম!' আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। আমি ব্যাঘ্র হিংসা করেছিলেম, সেই হিংসা-কীট, সঞ্জীবনী-মন্ত্র-লিখিত পত্র রেণুবৎ করেছে। পশু হিংসা না ক'রে, হোমাদি কার্য্য আমার উচিত ছিল। জীবকরত্ন ধন্বন্তরী, দেখুন আপনার চিকিৎসার-প্রভাবে এই ব্রাহ্মণকুমার কি সঞ্জীবিত হ'তে পারে?

ধন্বন্তরি। না মহারাজ, ঔষধ-প্রভাবে মৃত সঞ্জীবিত হয় না। ব্যাঘ্র নখাঘাতে মস্তিষ্ক ভেদ হয়েছে, আমার দ্বারা উপায় হবে না।

বিক্রম। নবরত্নই উপস্থিত আছেন, এই 'লব্ধব্য শ্লোক পূরণ করতে আপনাদের মধ্যে কেহ কি সক্ষম? পণ্ডিতবর বররুচি কি বলেন?

বররুচি। মহারাজ, এ শ্লোক পূরণে আমি সক্ষম নই। এ শ্লোক-পূরণ আমার অধিকার-বহির্ভূত।

বিক্রম। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ শ্লোক-পূরণে সক্ষম থাকেন, আমায় এই মহাদায় হ'তে উদ্ধার করুন্। কবিবর কালিদাস, লোকে আপনাকে বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ব'লে ব্যাখ্যা করে, আপনিও নীরব দেখছি।

কালিদাস। মহারাজ যে সময়ে 'লব্ধব্য' উচ্চারণ করেছেন, সেই সময় হতেই আমি শ্লোক-পূরণের চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার শক্তি জড়িত, দেবী বাগ্‌বাণী এস্থলে আমার প্রতি প্রসন্ন নন। আমার একমাত্র অনুমান, সরস্বতী-অংশে কোন রমণী ভিন্ন এ শ্লোক পূর্ণ হবে না।

বেতাল। মহারাজ, বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এ শ্লোক পূরণ হবে না।

বরাহমিহির। কবিবর কালিদাস যেরূপ আজ্ঞা করলেন, আমার গণনায় সেইরূপ সিদ্ধান্ত। কোন রাজকন্যার দ্বারা এই শ্লোক পূরণ হবে।

গঙ্গা। মহারাজ, বৃথা প্রয়াস কেন পাচ্চেন? আমার দুর্ভাগ্য, আপনি কিরূপে খণ্ডন করবেন?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমায় এক ভিক্ষা দেন। যদি আমার ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম হয়, যদি পূর্ব্বপুরুষগণের কুসন্তান আমি না হই, যদি আমার তর্পণ পিতৃলোকের গ্রাহ্য হয়, আমি আপনার মৃতসন্তান লয়ে যাই, সঞ্জীবিত ক'রে এনে দেব;—ততদিন শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্য সম্পন্ন না হয়। বিধাতা-পুরুষ, বুঝেছি, তোমারই ছল, তোমারই লিপি পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখন আমি পরীক্ষা করবো যে,ভগবান্ কপালমোচন আর্য্য-ভূমিতে বিরাজিত কি না? ব্রাহ্মণ, মা ব্রাহ্মণপত্নী, জননী ব্রাহ্মণ-পুত্রবধূ, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্—আমি কৃতকার্য্য হব।

গঙ্গা। মহারাজ, মৃত্যুমুখ হ'তে কেউ কখন প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, অহেতু কেন ক্লেশ স্বীকার করবেন?

বিক্রম। দ্বিজোত্তম, শক-কলুষিত আর্য্যভূমে আমি নরপতি, এই নিমিত্ত আমার কথায় অবিশ্বাস কচ্ছেন, এই নিমিত্ত পূর্ব্বতন রাজ-কীর্ত্তি বিস্মৃত হচ্চেন, এই নিমিত্ত আমি শপথ পালনে অক্ষম হব—এইরূপ বিবেচনা কচ্ছেন, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ আমার ফলবতী হবে না—বৃথা ক্লেশ পাব—আশঙ্কা কচ্ছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, এখনও পবিত্র আর্য্য ভূমির পবিত্র আচরণ বিলুপ্ত নয়, এখনও পূতসলিলা সুরধুনী আর্য্য-ভূমে প্রবাহিতা, এখনও হিমাদ্রি, কৈলাস-শেখর শিরে ধারণ ক'রে আছেন, এখনও তীর্থস্থান মাহাত্ম্যশূন্য নয়, এখনও আপনার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আর্য্য-ভূমিতে বেদধ্বনি কচ্ছেন;—আমিও আর্য্য-সন্তান ব'লে আত্মশ্লাঘা করি, আর্য্য-পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ ক'রে তাঁদের পদানুসরণ করবো আশা করি, তাঁদের জলাপণ্ডাদি দান আকাঙ্ক্ষা করি; আমিও পূর্ব্বতন আর্য্য রাজগণের ন্যায় ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে ধারণ, মুকুট ধারণ অপেক্ষা গৌরবব্যঞ্জক বিবেচনা করি, শকের কুৎসিত কীর্ত্তির কুৎসিত

ক্ষল সমূলে উচ্ছেদ কর্‌বো—ইষ্টদেবের নিকটে প্রার্থনা করি। দ্বিজোত্তম, আমার কার্য্যে সাহায্য প্রদান করুন, আমার উত্তমে উৎসাহ প্রদান করুন্ রাজার কর্ত্তব্যাকার্য্যসাধনে সুযোগ দেন। আমি উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী, আমায় বিমুখ করবেন না। যদি করেন, এই দণ্ডে, যে অসি ব্রাহ্মণকুমারকে রক্ষা করতে অসমর্থ, সেই অসি দ্বারা হৃদয় দ্বিখণ্ড কর্‌বো, ছার প্রাণের আর প্রয়োজন বিবেচনা কর্‌বো না। আজ্ঞা দেন, নচেৎ আপনার সম্মুখে আত্মঘাতী হব!

গঙ্গা। মহারাজ, স্থির হোন, আমি সম্মত।

বিক্রম। আপনার পত্নী ও পুত্রবধূকে লয়ে যান। দেবী জগদ্ধাত্রীর কৃপায় আপনার পুত্রকে জীবিতাবাস্থায় এনে আপনাদের ক্রোড়ে অর্পণ কর্‌বো।

ব্রাহ্মণী। মহারাজ, আমার যে ঘর শূন্য হলো!

বিক্রম। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কলঙ্ক অবশ্যই মোচন হবে, আপনার পুত্র পুনর্জ্জীবিত হবে। ব্রাহ্মণ, এঁদের এ স্থান হ'তে ল'য়ে যান।

সুমতি। মহারাজ, আমার কলঙ্ক কিসে মোচন হবে? আমি যে পতিঘাতিনী!

বিক্রম। মা, শোকার্ত্ত শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত থাক, তোমার ললাটে সিন্দুর মলিন হয় নাই। তোমার এয়োত্ত-প্রভাবে তোমার মৃতপতি জীবিত হবে। যাও মা, এ স্থানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণী। কি হলো! কি হলো! বাছাকে কি আমি যমকে দিতে স্বহস্তে সাজিয়ে দিলুম! বাবা ওঠ, তোমা বিনা আর যে আমার কেউ নাই, আমি শূন্য ঘরে কি ক'রে থাক্‌বো?

গঙ্গা। স্থির হও, স্থির হও! রাজ-আজ্ঞা আমাদের পালন করা কর্ত্তব্য। চল, বৃথা রোদনে ফল নাই।

[গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। পণ্ডিতবর বেতালভট্ট, আপনি যথার্থ গণনা করেছেন; প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শ্লোক পূরণ হবে না। আপনারা আসুন, মন্ত্রী, অপেক্ষা কর। [নবরত্নের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রি, আজ হ'তে রাজ্যভার তোমার, আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ এই মুকুট ধারণ কর, আর আমার নামাঙ্কিত এই রাজ-অঙ্গুরী গ্রহণ কর। নবরত্নের সহিত পরামর্শ ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর। যদি ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জ্জীবিত করতে পারি, প্রত্যাগমন কর্‌বো।

মন্ত্রী। মহারাজ, হস্তীর ভার মূষিক কেমন ক'রে বহন কর্‌বে?

বিক্রম। মন্ত্রি, আমার শপথ শুনেছ, আর উপায় নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ মুকুট আমার মস্তকে শোভা পাবে না। অনুমতি করুন, মুকুট সিংহাসনে স্থাপন ক'রে মন্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করি।

বিক্রম। তোমার রাজভক্তিতে তৃপ্ত হলেম। ধন্বন্তরি যে তৈল প্রস্তুত করেছিলেন, তদ্দ্বারা মৃত শরীর বিনষ্ট হয় না। সেই তৈল আর একটি ঢোলক ল'য়ে অদূরে বটবৃক্ষতলে এসো। আমি এই মৃতদেহ তৈলাক্ত ক'রে, ঢোলকের মধ্যে আবৃত রেখে বহন কর্‌বো।

মন্ত্রী। মহারাজ, মিশরদেশীয় তৈল পরীক্ষিত; সে তৈলপ্রভাবে মিশরবাসিগণ তাদের সামাজিক রীতি-নীতি অনুসারে, আত্মীয়ের মৃতশরীর রক্ষা করে। সে তৈল পরীক্ষিত, সেই তৈল ব্যবহার তো যুক্তিযুক্ত? রাজ-আজ্ঞায় সে তৈল ক্রয় করা হয়েছে, কিরূপ অনুমতি করেন?

বিক্রম। ভীষকরত্ন ধন্বন্তরীরই তৈল প্রয়োজন। মিশরদেশীয় তৈল প্রভাবে অঙ্গের অস্থি, মাংস, ত্বক্ প্রভৃতি রক্ষিত হয়, কিন্তু [illegible] নাড়ী ও মজ্জা রক্ষিত হয় না। [illegible]রীর প্রস্তুত তৈলের প্রতি সংশয় করা উচিত নয়। তিনি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে তৈল প্রস্তুত করেছেন, সে তৈল অবশ্য ফলপ্রদ। সর্ব্বাপেক্ষা মন্ত্রী, মা ষষ্ঠীর কৃপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর। তাঁরই আদেশ অনুসারে, দেবদেব কপালমোচনের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেম। এখন বাবার মনে যা আছে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, হীনের ন্যায় কুৎসিত ঢোলক বহন কর্‌বেন?

বিক্রম। ঢোলক বহন কর্‌বো দুই কারণে। প্রথমতঃ ঢোলকের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণকুমারের দেহ রক্ষিত হ'লে, বায়ু প্রবেশ ক'রে দেহ নষ্ট করতে পার্‌বে

না। দ্বিতীয়তঃ ঢোলক বাদ্য ক'রে "লব্ধব্য" নাম উচ্চারণ কর্‌বো, শব্দে লোক আকর্ষিত হবে, কেহ যদি শ্লোক পূরণ কর্‌তে পারে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কোথায় গমন কর্‌বেন?

বিক্রম। জানি না, ব্রাহ্মণ-অস্থি দ্বাদশ বৎসর বহন কর্‌বো। যদি সত্যই শক-প্রভাবে কপালমোচন মহাদেব ভারত হ'তে অন্তর্হিত না হয়ে থাকেন, ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জ্জীবিত কর্‌বো, নচেৎ জীবন বিসর্জ্জন দেব!

[বিষ্ণুপদের দেহ লইয়া বিক্রমাদিত্য ও পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রস্থান।

(সুমতির পুনঃপ্রবেশ)

সুমতি। এই যে নাথের পাদুকা রয়েছে, এই পাদুকা আমার সম্বল। রাজ-আজ্ঞা হেলন করবো না, এই পাদুকাপূজা ক'রে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত কর্‌বো। কে যেন আমায় বল্‌ছে, আমি বিধবা নই—সধবা। এই পাদুকা লয়ে সধবার আচারে আমার পতির কল্যাণ কর্‌বো সতীপুর-নিবাসিনী সতীরাণী দক্ষসুতা-সঙ্গিনী সতী-সীমন্তিনী আমার সীমন্তের সিন্দুর রক্ষা ক'রো। শুনেছি, সতীত্ব-প্রভাবে সাবিত্রী দেবীর মৃতপতি পুনর্জ্জীবিত হয়েছে। সতীর পদধ্যানে যেন আমার সধবার আচার বিফল না হয়। মা কুমতি-সুমতি-দাত্রি! আমার কুমতিতে পতির অকল্যাণ হয়েছে। লজ্জা রাখ মা,—আমি অনাথিনী পতিহারা! অন্তর্যামিনি, অমার অন্তরের ব্যথা বোঝ!

(গীত)

কলঙ্কিনী পতিঘাতিনী।
ধরণী ধরে কি হেন মতিহীনা অভাগিনী॥
শমনে ডাকিয়ে ঘরে, পতিরে দিয়েছি ধ'রে,
সিন্দুর মুচেছি শিরে নিজ করে, সীমন্তিনি!
মৃতপতি, পতিব্রতা পেয়েছ সাবিত্রী মাতা,
এসো সতী, হর ব্যথা, দাসী পতি-ভিখারিনী॥

(পাদুকা বক্ষে লইয়া ধ্যানমগ্না)

(সতীরাণী ও সতীসঙ্গিনীগণের শূন্যে আবির্ভাব)

(সতী-সঙ্গিনীগণের গীত)

হয়ো না বিষাদিনী, ফিরে পাবে মৃতপতি॥
সদয়া তোমার প্রতি পতিপ্রাণা ভগবতী॥
সতীরাণী শিবজায়া, রাখ্‌বেন তোমার পতির কায়া,
সতীর ব্যথায় ব্যথিত মাতা, উদয় দক্ষসুতা সতি॥
শমন কি শক্তি ধরে, তোমার পতির জীবন হরে,
কপালিনীর বরে, সদয় কপাললোচন পশুপতি॥

তৃতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

—:০:—

চিত্রকূট রাজ-প্রাসাদ—বিদ্যাবতীর পাঠাগার।

অধ্যাপক ও জগন্নাথ।

জগ। দাদা, এখানে তুমি আমায় এক দিনও আনো নি। রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিলে, সে খুব সাজান বটে, কিন্তু এর কাছে লাগে না।

অধ্যা। নে, এখানে বর্ব্বরতা করিস্ নে।

জগ। তোমার সব কথাতেই দাবড়ি, আমি দিদিমাকে তাই বলেছিলুম যে, আমি দাদার সঙ্গে যাবো না।

অধ্যা। মূর্খ, চুপ কর্‌বি?

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমায় মুখ্যু মুখ্যু করো, কিন্তু কত কবিতা শিখেছি জানো? একটা কবিতা রচনা করেছিলেম, কবিতাটা ভুলে যাচ্ছি, তার ভাব যদি শোন—তুমি হাঁ ক'রে থাক্‌বে। ভাব শোন, 'হে চন্দ্রবদনি, তোমার মুখ-সুধা ক্ষরে ক্ষীরোদ-সমুদ্র তরঙ্গিত হয়ে, তন্মধ্যে পূর্ণচন্দ্র প্রবেশ করেছিলেন।' হুঁ হুঁ—কালিদাসের বাবাও এ ভাব আন্‌তে পার্‌বে না।

অধ্যা। দাদা, রাজ-আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছি, যে ডালে দাঁড়িয়ে আছ, সে ডালটি কেটো না। নাতবউ হ'লে যত কবিতা পারো, রচনা ক'রো। তোমায় স্বেচ্ছায় হেথা অ'ন্‌তেম না,—রাজকন্যা নিত্য অনুরোধ করেন, তাই তোমায় সঙ্গে এনেছি। ক্ষণকাল একটু শান্ত হও, চিরদিনের অন্নস্থান ঘুচিও না।

জগ। দাদা, কবিতা নইলে জগন্নাথ এক দণ্ড থাকৃতে পারে না, আমার পেট ফুলচে!

অধ্যা। গৃহে গিয়ে তৈল-বারি লেপন ক'রো ; শান্ত হও।

জগ। আমি তো দিদিমাকে বলি, তোমার সাম্নে আমোদ কর্‌বার যো নাই।

অধ্যা। দাদা, এখান হ'তে গিয়ে যত পারো, আনন্দ ক'রো। আমি প্রবাসে চল্লেম, আর তো নিষেধ কর্‌তে আস্‌বো না! তবে একটি ক'রো, ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ক'রো না।

জগ। দাদা, তুমি মিছিমিছি আমায় বকো, এইতে আমার বড় ব্যাজ'র ধরে। তোমার ঐ ন্যায়ের কিচ্‌কিচি আমার ভাল লাগে? আমি তোমার পাঠ ঘরের ধার দিয়ে চলি? কারোকে শেখাচ্ছো, 'স্ববর্ণে নাক দীর্ঘ,' কারো সঙ্গে করছ—'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল'; ছটো একটা কবিতা শেখাতে, তা হ'লে সেখানে ব'স্‌তেম, আমার কবিময় প্রাণ!

অধ্যা। ভায়া, এ ভ্রম তো অনেকবার স্বীকার পেয়েছি।

(বিম্বাবতী ও সখীগণের প্রবেশ)

চুপ্‌—কর।

(সখিগণের গীত।)

থাকে হায় মাধুরী কোথায়?
ধরি ধরি ধর্‌তে নারি, এই আসে এই কোথায় যায়॥
থাকে স্পর্শে কি স্বরে, কিম্বা আলোয় বিহরে,
রসে ভাসে কিম্বা সৌরভের ভরে ;
গোধূলি কি থাকে উষায়, রবিশশী তরার বিভায়,
কখন হেসে ফুলে বসে, কখন খেলে মেঘমালায়॥

বিম্বা। গুরুদেব, আজ একটি নূতন শিবের গান শিক্ষা দেন।

অধ্যা। মা, কিছু দিন তোমাকে নূতন পাঠ দিতে পার্‌বো না। মহারাজ তাঁর রাজ্যের সমস্ত চতুষ্পাঠী পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করছেন। রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের সভায় শীঘ্রই ছাত্রদের পরীক্ষা হবে, সেই নিমিত্ত ছাত্রগণকে পরীক্ষা ক'রে স্থানান্তরে ভ্রমণ কর্‌বো। অপর ব্যক্তিকে তোমার শিক্ষার ভার দিয়ে যেতেম, কিন্তু তোমরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা, তোমাদের পাঠ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান কর্‌বার সময় পেলেম না। তোমরা পরস্পর আলোচনা করো।

বিম্বা। যে আজ্ঞে। ইনি কে?

অধ্যা। মা, এই আমার গলগ্রহ! জান তো আমি পুত্রহীন। একমাত্র কন্যা, এই পুত্রটি প্রসব ক'রে পরলোক গমন করেছেন। নিতান্ত মেধাহীন ; নানাপ্রকার [illegible] শিক্ষিত কর্‌তে পারি নাই। তোমরা [illegible] এরে দেখবার জন্য অনুরোধ কর, কিন্তু আনি নাই, তার কারণ—তোমাদের নিকট কি চপলতা কর্‌বে।

জগ। দেখ দাদাম'শায়, দিদিমার সাক্ষাতে যা বল, তা বলো। তুমি কি বল্‌ছ?—আমি এদের কবিতা পড়াতে পারি।

অধ্যা। তা দাদা, স্থির হও। (বিম্বাবতীর প্রতি) দেখলে মা, এই জন্য সঙ্গে নিয়ে আসিনে। কা'ল তোমরা নিতান্ত প্রতিশ্রুত ক'রে লয়েছ, তাই এনেছি। আমি চল্লেম।

বিম্বা। প্রণাম!

অধ্যা। চির-সুখিনী হও। আয় জগন্নাথ।

জগ। দেখ গা, দাদা'মশায়ের কথা শুনো না, ওর ঐ কিচিমিচি ব্যাকরণ না শিখলে আর পণ্ডিত হয় না। আমার কবিতায় খুব অধিকার, আমার নাম জগন্নাথ কবিরত্ন, আমি পরিচয় দেবো।

অধ্যা। নে—নে, আর পরিচয় দেয় না ; পরিচয় পেয়েছে। আয়, আমার প্রবাস যাবার উদ্যোগ ক'রে দিবি চল্।

জগ। আমি তোমার তল্‌পি বাঁধতে পার্‌বো না।

অধ্যা। মা, একটি কথা ;—সেবার প্রবাসে গিয়েছিলেম, তুমি নিত্যই রত্নাদি নানাবিধ দ্রব্য গৃহিণীর নিকট প্রেরণ কর্‌তে। তা মা, আমি টুলো ব্রাহ্মণ, সে সব রত্নাদি রাখ্‌বার স্থান কোথায়? রাজ-কৃপায় আমার কোন অভাব নাই।

বিম্বা। কেন প্রভু, গুরুপত্নীর নিকট যৎকিঞ্চিৎ পাঠাতে নিষেধ কচ্ছেন কেন?

অধ্যা। মা, তুমি তো শাস্ত্র জানো, ব্রাহ্মণের লোভ হওয়া উচিত নয়। তুমি যা দিতে ইচ্ছা করো, বাবা উমানাথের পূজায় দিও, তাতেই জানবে, আমার গ্রহণ করা হবে, তাতেই আমার তৃপ্তিলাভ হবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। একেই মা ধনাকাঙ্ক্ষা প্রবল, বাল্যাবধি সে আকাঙ্ক্ষা

দমনের চেষ্টা করি, বৃদ্ধকালে সে জঞ্জাল যেন না উপস্থিত হয়। বিশেষ ছাত্রদের পরিমিতাচারী হওয়া উচিত, তোমার দানে নিত্য চর্ব্ব্যচোষ্য ভোজনে পাঠে অলস হবে। (জগন্নাথের প্রতি) এসো ভাই, এসো, আমার যাত্রার সময় উপস্থিত।

(জগন্নাথের জোরে হাত ধরিয়া অধ্যাপকের গমনোদ্যোগ।)

জগ। (বিদ্যাবতীর প্রতি সঙ্কেতে) আমি আস্‌ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

২য়া সখী। ও যাবার সময় কি ইঙ্গিত ক'রে গেল? ও কি বর্ব্বর না কি?

বিদ্যা। বিকলমস্তিষ্ক। নচেৎ গুরুদেব ওঁ'রে শিক্ষা দিতে পারেন নাই?

১মা সখি। আচ্ছা সখী, এ কদিন তুমি কি ভাব?

বিদ্যা। স্বাধ ভাই! পিতা, মাতার সঙ্গে আমার বিবাহের পরামর্শ কর্‌ছেন, অন্তরাল হ'তে শুন্‌লেম। কিন্তু যে সকল রাজাদের কথা বল্‌ছিলেন, তাদের গুণের পরিচয় শুনে আমার হৃৎকম্প হোল। বুঝলেম, একমাত্র বিক্রমাদিত্যই অদ্ভুত গুণসম্পন্ন। পিতার ইচ্ছা, বিক্রমাদিত্য আমার গ্রহণ করেন। কিন্তু আশঙ্কা যে, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, পিতা করপ্রদ রাজা, হয় তো তিনি আমার পাণিগ্রহণ কর্‌তে সম্মত হবেন না।

২য়া সখী। ও মা, এমন ভাবনাও শুনি নাই।

বিদ্যা। সখি, কি বল্‌ছ? চিরদিন যার দাসী হয়ে থাক্‌বো সে যদি বর্ব্বর হয়, এ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা স্ত্রীলোকের আর কি আছে? যত রাজার কথা শুন্‌লেম, সকলে কেবল আমোদপ্রিয়, মৃগয়াপ্রিয়, কেউ বা শকবিদ্যায় কতক পারদর্শী, একমাত্র বিক্রমাদিত্যই ভক্তির উপযুক্ত!

১মা সখী। তা তুমি অত ভাব্‌ছ কেন? তোমার রূপ-গুণের পরিচয় পেলে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য মুগ্ধ হবেন, কখনই তোমার পাণিগ্রহণে অসম্মত হবেন না।

বিদ্যা। তুমি কি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিচয় জান না?

১মা সখী। জানি, কিন্তু তোমারও প্রত্যক্ষ কর্‌ছি। শুনেছি, তাঁর নবরত্নের সভা, কিন্তু এরূপ নারীরত্ন যে তাঁর গৃহে নাই, এ কথা নিশ্চয়।

বিদ্যা। গুরুদেব বলেন, আজ্‌কের তিথিতে উমানাথের পূজার বড় মাহাত্ম্য।

২য়া সখী। হ্যাঁ, আজ পূজা কর্‌লে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। পূজা কর্‌বে?

বিদ্যা। বেশ তো।

(জগন্নাথের পুনঃপ্রবেশ)

জগ। দেখ, আমার কথার ঠিক আছে কি না দেখ। আমি ইসারা ক'রে ব'লে গেলুম আস্‌ছি, এই এসেছি।

১মা সখী। তা আপনার কথা কি মিথ্যা হয়?

জগ। আমি রোক্ ক'রে এসেছি। দাদাম'শায় ব'লে গেলেন, আমি মূর্খ, তোমাদের সাক্ষাতে পরিচয় দেবো যে, আমি কত বড় কবি। দাদাম'শায়ের কি জানো, কটমট শাস্ত্র পড়িয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, কাব্যরস আস্বাদন কর্‌তে পারেন না। যতদিন তিনি প্রবাসে থাকেন, ততদিন আমি তোমাদের কবিতা শিক্ষা দেবো। তিনি ফিরে এলে, তোমরা কবিতা রচনা ক'রে তাঁকে শোনাবে, অমনি তাক্ হয়ে যাবেন;—তখন বুঝ্‌বেন জগন্নাথ কবিরত্ন কত বড় দিগ্‌গজ শর্ম্মা!

১মা সখি। বটে বটে!

জগ। এখন তো দাদা ম'শায় চলে গেছেন, এখন তো এসে ব্যাঘাত দিতে পার্‌বেন না, আর হাত ধ'রে টেনে হিড় হিড় ক'রে নিয়ে যেতেও পার্‌বেন না। আমি হাত ছাড়াতে পার্‌তেম, বুড়ো মানুষ ব'লে কিছুই বল্‌লুম না—এখন কবিতার ছটা একবার শোন,—

মৈনাক-শিখর ক'সে দিল রড়.
কুচকুম্ভ হেরে তোর।
বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ
করাল বেণীর তাপে—
উঁহু 'তোর সঙ্গে মিল হলো না;—
গর্জ্জন, গর্জ্জন, ফোঁস, ফোঁস—'অজগর'!
এইবার মিল হয়েছে।
মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়,
কুচকুম্ভ হেরে তোর।
বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ
অজগর॥

একটা কথা কম হ'চ্ছে।

মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়
কুচকুম্ভ হেরে তোর।
বনে মরাল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ,
ফোঁস্ ফোঁস অজগর॥

এইবার ঠিক হয়েছে। তার পর—

তোর নিতম্ব বিশাল।

'শাল' এর সঙ্গে মিল দিতে হবে—

তমাল কি তাল॥
এমনি নিতম্ব গুরু—

না, ও যে 'ভুরু'র সঙ্গে মিল হবে; হয়েছে—

নিতম্ব গুরু, রামধনু ভুরু,

'চরু' কথাটা দিতে পারলে অনুপ্রাসের ছটা হতো—

ক্ষীণ কটি কেশরী গর্জ্জন।

দেখ, এ সকল উপমা আমার আপনা হ'তে ওঠে!

১মা সখী। চমৎকার—চমৎকার!

জগ।—

চমৎকার মুক্তার হার
শুক্তির জঠরে যেমন।
তেমনি চন্দ্রবদনী
তোমাদের দন্তগুলন॥

ভাব কি বুঝ্‌লে বল দেখি!

১মা সখী। ও সব ভাব কি আমরা বুঝ্‌তে পারি?

জগ। তোমরা কি? কার সাধ্য বোঝে! কবিতা যদি বোঝা গেল, তার নাম কি কবিতা? শুধু সরস অনুপ্রাসের ছটা, আর শব্দের ঘোর ঘটা চল্‌বে,—যেমন ঝমর ঝমর, ভ্রমর ভ্রমর, কোমর কোমর, তবে তো কবিতা!

১মা সখি। আপনি খুব কবি—খুব কবি!

জগ। আর সঙ্গীতেও সেইরূপ। একটা শুনবে না কি?

হ্যাঁ—

অ্যা—সা—
লুম তা ধুম গুড়ুম গুম
নি ধা সা নি পা—

এর নাম আলাপ। বিত্তা দা—দা—দামিনী—

২য় সখী। এ বুঝি ধ্রুপদ?

জগ। হ্যাঁ অর্থাৎ ধ্রুবপদ। এই পদ—দা—দা—পদ অর্থাৎ পায়চালি কর্‌চে। (পায়চালি করণ)

২য় সখী। হ্যাঁ ঠাকুর, খেয়াল কি রকম?

জগ।—

ফুলধনু—এ ধনু—সে ধনু
ধনু—ধনু—ধনু—
এ ধনু—এ ধনু—এ ধনু
ফুলধনু—ফুলধনু—
কোদণ্ড ধনু—কোদণ্ড ধনু—
ধনু—ধনু—তীর—কটাক্ষ—
ও—ও—ও—

দেখ, এ সকল ভারি অঙ্গের গান। তোমাদে টপ্পা শিক্ষা দেবো।

সা দে হেঁ। তুদি তুদি—মুদিনী—

এ সব শেখো, শিক্ষা দিতেই এসেছি।

বিম্বা। ঠাকুর, আজকে আমরা শিবপূজায় যাব কা'ল হ'তে আমরা আপনার কাছে পাঠ গ্রহ করবো।

জগ। বেশ তো—বেশ তো—চল না, আমি তোমা দের সঙ্গে যাই।

বিম্ব। আজ আর কেন যাবেন, কা'ল আপনাকে প্রণামী দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবো। আজ এখ আসুন, প্রণাম।

জগ। আজিই কেন দাও না—আজই কেন দাও না

২য়া সখী। শুদ্ধাচারে প্রণাম করবো।

বিম্বা। আপনি আসুন।

জগ। চল্লেম—চল্লেম; তোমাদের নিকট হ'তে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

১ম সখী। কি করবেন, প্রহরীরা রাজকন্যাকে নিতে আসবে, আপনাকে চেনে না, আর তা'রা বিদেশী লোক, কথাও বোঝে না, যদি চোর ব'লে ধ'রে ফেলে? আমাদের কথায় ছেড়ে দেবে না।

জগ। অ্যাঁ! সত্যি নাকি—সত্যি নাকি?—তবে আসি। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কল্য যেন এরূপ ব্যাঘাত না থাকে।

২য়া সখী। না, মহারাজকে আমরা ব'লে রাখ্‌বো, তিনি প্রহরীদের হুকুম দেবেন, কা'ল আর তারা কিছুই বলবে না। যান—যান—তাদের আস্‌বার সময় হলো।

জগ। বেরোবার সময় তো কিছু বলবে না?

১মা সখী। না, সে ভয় নাই, আপনি আসুন।

জগ। তবে চল্লুম—চল্লুম।

[জগন্নাথের প্রস্থান

রম্ভা। কি উৎপাত!

য়া সখী। সখি, বরের ভাবনা ভাবছিলে, এই তো হর-পূজা না করতেই বর দেখ্‌ছি।

রম্ভা। ওঁর চরিত্র ভাল নয়, ওঁকে আর আস্‌তে দেওয়া হবে না। কা'ল প্রণামী পাঠিয়ে দিয়ে আস্‌তে বারণ ক'রে দেবো। ওঁর মুখের ভাব দেখেছিস্? হাঁ ক'রে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রইলো।

য় সখী। দেখ্‌বো না কেন, গা'বার সময় কত চোখ ঠেরে ভঙ্গী কর্‌লে, কত ভাগ্যে এমন কবি-গুরু পাওয়া যায়!

রম্ভা। যা বল্‌লি!

(সখিগণের গীত)

ভাল জুটেছে গুরু।
ফচ্‌কে মাণিক, মুচ্‌কে হাসে, কুঁচকে দু'ভুরু॥
রসের সাগর রসেতে টস্‌টস্
রস বেয়ে যায় দু'কস,
কথায় কথায় ঝ'রে পড়ে রস;
ছবড়ি দাঁতে রসের মাতে কশ ধরেছে দু'পুর॥
বিদ্যা এক ভুঁড়ি, পেটে কাটে বুড়বুড়ি,
ধোপার বাড়ী মেলে না জুড়ী,
বাঁধা ছিল, ছাড়া পেয়ে চরা করেছে শুরু॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

চিত্রকূট—শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ পথ।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। নানা স্থান ভ্রমণ কর্‌লেম, কিন্তু কই, কৃত-কার্য্য তো হলেম না। দিবারাত্র 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' বল্‌ছি, কিন্তু কেউ তো এই 'লব্ধব্য' শ্লোক পূরণ কর্‌তে পার্‌লে না। যদি পরমায়ু-প্রদানের শক্তি থাক্‌তো, আমি এই দণ্ডে প্রদান কর্‌তেম। না, এখন মরণ কামনা কর্‌বো না, দ্বাদশ বৎসর পদ-ব্রজে ভ্রমণ করি; যদি মনোরথ পূর্ণ হয়, বিপ্র-কুমারের সৎকার করে, অগ্নিতে প্রবেশ কর্‌বো। ভগবান্, কেন আমায় রাজসিংহাসন প্রদান করেছ? বিভীষণের দিব্য কি আমা হ'তে প্রমাণ হবে! তিনি, 'কলির রাজা হবেন' কি আমায় লক্ষ্য ক'রে দিব্য করেছিলেন! রাজ্যলাভ কি পাপ-সঞ্চয় কর্‌বার জন্য হয়েছে। রাজার তো কর্ত্তব্য কার্য্যই কর্‌তে পার্‌লেম না। শকদলিত রাজ্যে ধর্ম্ম লুপ্ত, কর্ম্ম লুপ্ত, বাণিজ্য লুপ্ত, শিল্প লুপ্ত কৃষিলুপ্ত, বিপ্রকুমারের অকালমৃত্যু!

(সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

(গীত)

ভস্মভূষিত সিত-কলেবর,
সিত-বিভাসিত হসিত অধর,
সিত কুণ্ডল দল দল শ্রবণ।
শুভ্র আয়ুধর, শুভ্র বৃষভপর,
সিত-কপাল করতল শোভন॥
গঙ্গা-ফেন-সিত, জটা-বিলম্বিত,
শেখর শিশুশশী-সিত-কিরণ॥
শিব শুভ্রময়, ভব-পাপ ক্ষয়
কুরু ভব-বন্ধন-মোচন॥

সন্ন্যাসী। দেখ্ আমি যেন দেখ্‌ছি যে, বাবা নর-কলেবর ধারণ ক'রে, এই ভাবে দেব-ভাষায় নিজ স্তুতিগান কর্‌ছেন।

১ম শিষ্য। (স্বগত) দেখ গাঁজাখুরি! (প্রকাশ্যে) প্রভু, আজ্ঞা কর্‌ছিলেন, মহাদেব সকলই পারেন, কিন্তু সংশয় হচ্ছে, অসম্ভব কিরূপে সম্ভব হবে?

সন্ন্যাসী। কি অসম্ভব একটা বল!

১ম শিষ্য। ধরুন, যা হয় একটা অসম্ভব।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, তোমার হয়েই আমি একটা অসম্ভব কল্পনা কর্‌ছি; ধরো, রাজা বিক্রমাদিত্য ঢুলী হয়ে এইখানে উপস্থিত হয়েছে।

২য় শিষ্য। ঐ দেখুন প্রভু, একটা ঢুলি দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসী। সহসা যদি ঐ ঢুলী, রাজা বিক্রমাদিত্য হয়, এ একটা অসম্ভব।

২য় শিষ্য। (সহাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্ন্যাসী। এই মুহূর্ত্তেই এই অসম্ভব—সম্ভব হ'তে পারে।

১ম শিষ্য। না গুরুদেব, এ ঠিক অসম্ভব নয়। হয় তো ঐ রাজা বিক্রমাদিত্য, ছদ্মবেশে ঢুলী হ'য়ে রয়েছে।

সন্ন্যাসী। আরও অসম্ভব কল্পনা করি। বাবার পুরো-হিতের মুখে শুনলেম, রাজকন্যা আজ জা করতে আসবে; ধরো, ঐ ঢুলীর গলায় যদি রাজার সেই কন্যা বরমাল্য প্রদান করে?

১ম শিষ্য। এও অসম্ভব নয়। কল্পনা কর‍্লেই হয়, এই ঢুলী রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজকন্যা ওঁর প্রাথা—বরমাল্য দিয়েছে।

সন্ন্যাসী। তার পর শোনো;—কন্যা একটি শ্লোক বল্‌লে, সেই শ্লোক একটী মন্ত্র হলো, সেই মন্ত্রে মরা মানুষ বাঁচ্‌লো,—এটি অসম্ভব জ্ঞান করো? আমি কিছুই বিস্মিত হবো না; যদি এই যে অসম্ভব কল্পনা কর্‌লেম, এই স্থানে পূর্ণ হয়। বাপু, শিক্ষার আর আমার কাছে অধিক কিছু নাই, জেনো—সকলের মূল—বিশ্বাস। আমি চল্লেম।

২য় শিষ্য। কখন্ দর্শন পাবো?

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা হ'লেই পাবে। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) বাবা, কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চ? তোমার কর্ত্তব্য করো, কর্ত্তব্য কার্য্য করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। কেমন জান? রাজকর্ত্তব্য দোষীর প্রতি দণ্ড-বিধান করা—ব্রাহ্মণ হ'লেও তার প্রতি উচিত বিধান করা—কৌশল দ্বারা কৌশল নিবারণ করা। এইখানে থাকো, ঢোল বাজাও, বাবাকে শোনাও।

[প্রস্থান।

বিক্রম। (স্বগত) কে এ সন্ন্যাসী, আমায় এইখানে থাক্‌তে আদেশ দিয়ে আশ্বাস প্রদান করলেন? রাজ-কর্ত্তব্যের কথা কি বল্‌লেন?

১ম শিষ্য। কি এক বেটা বুজরুকের পেছনে ঘুর্‌চিস আর আমাকেও ঘোরাচ্ছিস্? ও বেটা আবার সোনা কর‍্তে জানে! ও বেটার সব কথাই এক 'বিশ্বাস!'

২য় শিষ্য। নারে—ওদম্‌বাজী খেল্‌ছে,—এই দাঁড়া না, ভুগিয়ে আদায় কর‍্ছি।

১ম শিষ্য। আরে তুই যেমন খেপেছিস? বেটা বলে, গাঁজা খাই নি কিন্তু আমাদের চেয়েও গাঁজা-খোর। গাঁজাখুরি ঝাড়্‌লে দেখছিস্? রাজা বিক্রমাদিত্য এসে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজকন্যা এসে মালা দেবে, শ্লোক বল্‌বে, মন্ত্র হবে, মরামানুষ বাঁচ্‌বে!

২য় শিষ্য। তুই তো আমায় নিয়ে এসেছিলি বল্‌লি—উমানাথের মন্দিরে মস্ত কে একসন্ন্যাসী এসেছে, হরিতাল ভস্ম কর‍্তে জানে। সোনা কর‍্তে জানে।

১ম শিষ্য। আমি তো ভাই যে দিন থেকে ওর মুখে 'বিশ্বাস' শুনেছি, সেই দিন থেকে বল্‌ছি, 'চলে সরে পড়ি।' এ বেটার সঙ্গে ঘুরে কি কম লোকসান করেছি?

২য় শিষ্য। শোন্ না,—এক কৌটা হরিতাল ভস্ম ওর কাছে আছে, আমি ঝিরিঝিলি থেকে দেখেছি।

১ম শিষ্য। তুমিই ঠাওর রেখেছ, আমি বুঝি ঠাওর রাখি না? সে বুঝি হরিতাল ভস্ম?—জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ

২য় শিষ্য। আঃ ছাঃ! তবে বেরিয়ে পড়ি চ'।—(বিক্রমাদিত্যের প্রতি) কিবল হে বিক্রমাদিত্য?

বিক্রম। লব্ধব্য!

১ম শিষ্য। রাজকন্যা তোমায় বরমাল্য দিতে আসছে

বিক্রম। লব্ধব্য।

২য় শিষ্য। দেখ কাশীধামে গিয়েছিলেম, সেখানে এই পাগ্‌লাকে দেখেছি।

১ম শিষ্য। আমিও সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ওকে দেখেছি।

২য় শিষ্য। আচ্ছা, তুমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চ কেন? তোমার বাড়ী কোথায়?

বিক্রম। সেই—সেথায়।

১ম শিষ্য। তোমার কে আছে?

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য! (স্বগতঃ) বাবা, তুমি সন্ন্যাসীর বেশে আশ্বাস প্রদান কর‍্ছে, তুমি সন্ন্যাসীর বেশে এই স্থানে থাক্‌বার আদেশ প্রদান করেছ তুমিই মৃত সঞ্জীবিত হবে আজ্ঞা করেছ, আমার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হবে। পূজার ফুল সংগ্রহ করে আনি, রাজকন্যাকে দেবো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

২য় শিষ্য। উন্মাদ—পাগল!

১ম শিষ্য। নে, তামাসা রাখ, এখন কি করবি বল? এ বেটার সঙ্গে তো ঘুরে ঘুরে ক'দিন মাটী হলো।

২য় শিষ্য। একটা ফন্দ তো কিছু কর‍্তে হবে?

১ম শিষ্য। রাজকন্যা পূজা দিতে আস্‌বে শুন্‌ছি, এখান থেকে কিছু ঠকিয়ে নিলে হ'তো না?

শিষ্য। না রে ধরা পড়ে যেতে হবে। চল—পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—•:—

উমানাথের মন্দির।

বিদ্যাবতী ও সখিগণের প্রবেশ।

সখিগণের গীত।

মরি মরি কে রে বালিকে।
বিভূতি-বিভূষণা সোনার চাঁপার কলিকে॥
ভেসে যায় নয়ন জলে, ববব্যোম সদাই বলে,
বেলপাতা দেয় বাবার মাথায় গঙ্গাজল ঢালে;
ক্ষেপা মেয়ে, আছে স'য়ে আগুনজ্বেলে চৌদিকে॥
ক্ষেপী পূজে দিগম্বর, ডাকে কোথায় আছ হর,
যোগিনী যোগাসনে মাগে যোগীবর,
ছিল গৌরিবালা, ভেবে ভোলা হৃদয়-তাপে কালাকে॥

১ম সখী। হ্যাঁ লো, প্রহরীদের মন্দিরের বাইরে রেখে এলি কেন!

বিদ্যা। এ দেবস্থান, হেথায় আমরা রাজকন্যা নই। বাবার স্থানে দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত সমান, হেথায় প্রহরীর প্রয়োজন কি? বাবাই আমাদের রক্ষক!

(ফুল লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম।—লব্ধব্য—লব্ধব্য।

বিদ্যা। এ কে লো?

১ম সখী। দেখ, বুঝি তোর বরাতে বিক্রমাদিত্য এলো।

বিদ্যা। কেন তোর বরাতেও তো হতে পারে।

১ম সখী। আমি তো বিক্রমাদিত্যের জন্ত হেদুই নি।

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিদ্যা। আহা দিব্যি ফুলগুলি, বেচে না? বাবার পূজার উপযুক্ত ফুল!

২য় সখী। ও ঢলী—ও ঢলী, এই ফুলগুলি আমাদের দেবে?

বিক্রম। তোমরা বাবার পূজা করবে বলেই তো ফুল এনেছি! এই নাও—এই নাও।

বিদ্যা। কি নেবে?

বিক্রম। কি, বাবার পূজায় ফুলের দাম নেব? লব্ধব্য—লব্ধব্য!

বিদ্যা। তুমি কে?

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিদ্যা। কোথায় থাক?

বিক্রম। লব্ধব্য!

২য়া সখী। কুমারী ঠাউরে কি দেখছ—ও একটা পাগল।

বিদ্যা। কি আশ্চর্য্য, এমন রূপবান পুরুষ তো আমি কখন দেখিনি। রাজা বিক্রমাদিত্য যে এঅপেক্ষা অধিক রূপবান, আমার কল্পনা হয় না।

১মা সখী। না। বাবা উমানাথ, তোমার পূজার আগেই বিক্রমাদিত্যকে এনে দিয়েছে।

বিদ্যা। সখি, পরিহাস রাখ। কোন উচ্চকুলোদ্ভব, পার আর সন্দেহ নাই, দৈববিড়ম্বনায় এ দশা হয়েছে। বার বার 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' কি বলচে? লব্ধব্য শব্দের অর্থ—অদৃষ্টে যা ফল আছে। এ কি কোন লব্ধব্য ফলে বঞ্চিত হ'য়ে 'লব্ধব্য—লব্ধব্য' করছে? পূজা অন্তে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি—দেখ্‌বো। রাজ-বৈদ্যকে দেখাবো, যদি কোন উপায় হয়।

১ম সখী। সত্য কুমারি, রূপবান পুরুষ বটে! (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? রাজকুমারী বল্‌ছেন, তোমায় নিয়ে যত্ন করে রাখবেন।

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিদ্যা। তোমার কোন কি উৎকট মনোবেদনা আছে? তুমি 'লব্ধব্য' কি বল?

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিদ্যা। তুমি কি কোন মনস্কামনা ক'রে বাবার নিকট এসেছ? স্বরূপ উত্তর দিচ্চ না কেন? তুমি তো আমাদের কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছ।

বিক্রম। পূজা দেখ্‌বো—লব্ধব্য।

বিদ্যা। আচ্ছা, পূজা করি, তুমি ব'সো।

১মা সখী। দেখ—শোনো,—ইনি রাজকন্যা, তোমার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে, আমাদের না বলো, এঁর নিকট বল্লে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

বিক্রম। তাইতে এসেছি—লব্ধব্য।

১মা সখী। শোন, তোমার কাছে এসেছে।

বিল্বা। যদি আমাদের সঙ্গে যাও, তা হ'লে তুমি যা চাবে, দেবো।

বিক্রম। যা চাই, টের পাবে—লব্ধব্য।

বিল্বা (স্বগত) পাগল কি না—আমার সন্দেহ হচ্ছে। বোধ হয়, কি মানস ক'রে বাবার নিকট এসেছে। (প্রকাশ্যে) আয় ভাই, পূজা করি।

(সকলের মহাদেবের স্তবগান)

জলধর জিনি জটাজাল গঙ্গাজল ধবল।
বিষমোজ্জ্বল ত্রিনয়ন ঝল, চন্দ্রভাল বিমল॥
অস্থিদাম দলমলদল, ঢল ঢল রজ অচল,
ফণা-ফণ্ণ-মণি-মণ্ডিত-কণ্ঠ-নীল গরল,
অম্বর দিগ বরভয়-হর-কর লোহিত কমল;
উমেশ ঈশ আশুতোষ কুরু মানস সফল॥

বিল্বা। কই, তোরা বাবার কাছে কামনা কর্‌লি নি?

১মা সখী। কামনা করেছি। কামনা এই—মহারাজ বিক্রমাদিত্য তোমার পতি হোন, আমরা তোমাদের দু'জনের সেবা করি। পরস্পর এই কামানা ক'রে আমরা এসেছি। তুমি নির্জ্জনে পূজা কর, আমরা আস্‌ছি।

বিল্বা। সখি, আমার একটি কামনা ছিল, দু'টি কামনা হলো। যেন রাজা বিক্রমাদিত্য আমার পতি হন, আর তোরা যেন আমার সপত্নী হোস্। যেমন ভগ্নীর মত আছি, তেমন ভগ্নীর মতন চিরদিন থাক্‌বো।

১মা সখী। ওঃ! আমাদের শুদ্ধ বর জোটাতে এসেছ? চল্ ভাই, উনি সম্বন্ধ করুন্।

বিল্বা। বাবা উমানাথ, আমার পূজা গ্রহণ কর। আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। দেবদেব, তুমি শচীকে ইন্দ্র দিয়েছ, লক্ষ্মীকে বিষ্ণু দিয়েছ, আমারও মনোমত বর দাও,—এই বিল্বদল গ্রহণ কর, রাজা বিক্রমাদিত্য যেন আমার স্বামী হন। (শিবলিঙ্গোপরি বিল্বপত্র প্রদান ও পত্রের নিম্নে পতন।)

বিক্রম। (শিবলিঙ্গ হইতে বিল্বপত্র পড়িতে দেখিয়া) তথাস্তু!

বিল্বা। এ কি! শুনেছি, কলিতে বালক আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়। বাবা কি এই পাগলের মুখে আমায় বর দিলেন? এই বাবার মাথার ফুল পড়্‌লো! তবে কি সত্য বাবা কৃপা কর্‌লেন?

বিক্রম। বাবা কৃপা কর্‌বেন না? তবে কি কর্‌তে এসেছি। লব্ধব্য—লব্ধব্য।

বিল্বা। পাগল, তোর মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

ইনি আবার কি কর্‌তে এলেন?

জগ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছি। (বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া) এ কে? (রে বেল্লিক, দূর হ!

বিল্বা। ওঁকে কিছু বল্‌বেন না—ওঁকে কিছু বল্‌বেন না।

জগ। ও থাক্‌লে যে আমার কার্য্য হবে না।

বিল্বা। কেন হবে না—ও পাগল, ও কোন কথা বোঝে না।

জগ। কেমন রে, কোন কথাই বুঝিস্ না তো?

বিক্রম। লব্ধব্য।

জগ। শোন্—শোন্, আমি যা এই নবযুবতীকে বল্‌বো, তা তো বুঝতে পার্‌বি না?

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিল্বা। ও কিছুই বোঝে না, কি বল্‌বেন—বলুন।

জগ। ভাল, তবে শোনো, এইবার তো শুদ্ধাচারে আছ, আমাকে যে প্রণামী দেবে বলেছিলে?

বিল্বা। কি চান—বলুন?

জগ। যত রত্ন আছে, তার যে সেরা রত্ন—তাই চাই। প্রতিজ্ঞা কর—দেবে?

বিল্বা। কি রত্ন—বলুন? আমার নিকট সে রত্ন না থাক্‌লে কিরূপে দেব?

জগ। তুমি অনায়াসেই দিতে পার্‌বে।

বিল্বা। এমন কি রত্ন—বলুনই না?

জগ। আগে তুমি এই ব্রাহ্মণের সম্মুখে—বাবার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর।

বিল্বা। আচ্ছা, যদি আমার অসাধ্য না হয়, প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম।

জগ। যদি সাধ্য হয়, দেবে?

বিল্বা। দেবো।

বিক্রম। যদি বাবা না বিরূপ হন।

বিল্বা। (স্বগত) পাগল যথার্থ বলেছে।

গ। দেবে বল ?

বিদ্যা। হ্যাঁ, যদি বাবা না প্রতিরোধ করেন।

গ। বাবা প্রতিরোধ করেন, সে আমি বুঝ্‌বো, তোমার দোষ থাক্‌বে না, বলো—দেবে ?

বিদ্যা। দেবো।

গ। এই প্রতিজ্ঞা কর্‌লে ?

বিদ্যা। ব্রাহ্মণ, কেন বার বার বল্‌ছো—আমি প্রতিশ্রুত।

গ। আমায় বরমাল্য প্রদান করো।

বিদ্যা। ঠাকুর, কি বল্‌ছ ? পিতা জান্‌লে, সর্ব্বনাশ হবে। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা।

গ। কেন, বুড়ো ব'লে গিয়েছে ব'লে আমি সত্য-সত্য কি মূর্খ ? ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ কর্‌বার অধিকার আছে।

বিদ্যা। কিন্তু পিতা জান্‌লে, কি বল্‌বেন ?

গ। কেন ভাবছো, বিবাহ হ'লে তো আর ফির্‌বে না! আমি খুব রসিক, আমার সহিত দিবারাত্র—কাব্যালাপে পরমসুখে কাট্‌বে!

বিদ্যা। বাবা উমানাথ, কি সঙ্কটে ফেল্‌লে! আমি যে তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেম! বাবা, আশা দিয়ে নিরাশ কর্‌লে! তোমার পুষ্প পেয়ে ভেবেছিলেম, বিক্রমাদিত্য স্বামী হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলেম! যদি প্রতিজ্ঞা পালন করি, পিতার কোপে হয় তো ব্রহ্মহত্যা হবে; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করলে নরকস্থ হতে হবে। বাবা উমানাথ, এ সঙ্কটে তুমি উদ্ধার করো।

গ। বুড়োর কথায় তোমার মন চটে আছে, বুঝতে পাচ্ছি। একদিন আমার রসিকতা স্থির হয়ে শুনলেই মুগ্ধ হয়ে যাবে—তখন আমায় বল্‌বে—ঠাকুর, কৃপা করে আমায় চরণে স্থান দিয়ে বেশ করেছ।

বিদ্যা। তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, রাজকোপে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা। রাজা কারও কথা শুন্‌বেন না। এক গুরুদেবের কথা মানেন। তিনি ফিরে আসুন, তিনি মহারাজকে বোঝালে যেরূপ হয় হবে।

জগ। সে বুড়ো রাজী হবে না, আমায় বাড়ী থেকে বার করে দেবে, আমি তাকে জানি। হুঁ হুঁ, আমি ফাঁকে পড়্‌বার ছেলে নয়। তুমি ফাঁকি দিচ্ছ। প্রতিজ্ঞা করেছ—প্রতিজ্ঞা করেছ! গোপনে মালা দিলে রাজা কি করে টের পাবে ?

বিদ্যা। গোপনে কি করে মালা দেবো ? এখনি সখীরা আস্‌বে।

জগ। তার কি কাটান মন্ত্র নেই ? তবে শোন—আজ রাত্রে শুভলগ্ন আছে। আমি দুই প্রহর রাত্রিতে এসে মন্দিরে প্রবেশ কর্‌বো, তুমি গোপনে এসে বরমাল্য দিও। তারপর ভটচাজ এলে রাজাকে বোঝাবে।

বিক্রম। আচ্ছা, ঠাকুর যদি ভুলে যায়, মন্দিরে না আসে, তা হলে তুমি কাকে বে কর্‌বে ? তোমার প্রতিজ্ঞা কি করে থাক্‌বে ? বলো—"ঠাকুর, তুমি যদি মন্দিরে থাকো, তবেই আমার প্রতিজ্ঞা, না থাক্‌লে নয়।"

জগ। পাগলা কি বল্‌ছিস্ ?

বিক্রম। লক্কব্য।

বিদ্যা। (স্বগতঃ) পাগলকে কি মহাদেব শিখিয়ে দিচ্ছেন!

বিক্রম। হুঁ—হুঁ,—লক্কব্য।

বিদ্যা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, পাগল যা বল্‌ছে, তাই বলি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর, আজ রাত্রে যদি তুমি মন্দিরে উপস্থিত থাকো, তা হলে বিবাহ কর্‌বো, নচেৎ আর আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ নই।

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই—তাই। থাক্‌বো না—সুসজ্জিত হয়ে, অলকাতিলকা কেটে এসে, রাজহংস যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে; চাতকের স্থলে রাজহংস কেন বল্‌লুম জানো ? চাতক হলো ক্ষুদ্র পাখী, তেমন শোভাযুক্ত নয়। আমি এরূপ সজ্জা কর্‌বো যে শোভা দেখেই মুগ্ধ হবে।

বিদ্যা। না—না, ঠাকুর অন্ধকারেই থেকো, নইলে কেউ দেখে ফেলবে।

জগ। হু—হু, অন্ধকারে থাক্‌বো না তো কি আলো জেলে বসে থাক্‌বো ? আমার কি ভয় নাই! তবে আমি চল্‌লুম, নটবর বেশ ধারণ করি গে।

বিদ্যা। কিন্তু ঠাকুর, যেন মন্দিরে উপস্থিত থেকো, নইলে আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাক্‌বো না; দেখো যেন মালা নিয়ে না ফিরি।

জগ। যদি না থাকি, তা হলে এই পাগলা ব্যাটার গলায় মালা দিও।

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য। (স্বগতঃ) রাজকুমারী আমার প্রার্থী হয়েছেন, বাবার মস্তক হ'তেও ফুল পড়েছে, কিন্তু এই পাষণ্ড এরে মজাবার প্রয়াস পাচ্ছে, এর উদ্দেশ্য বিফল করা রাজকর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী বোধ হয়, এই পাষণ্ড ব্রাহ্মণের কথাই ইঙ্গিতে আমায় বলে দিয়েছেন—তবে কেন সন্দিহান হচ্চি।

জগ। তবে চল্লুম— চল্লুম, কথা ত রইল?

বিদ্যা। কিন্তু ঠাকুর, যতদিন না গুরুদেব ফিরে আসেন, এ কথা প্রকাশ করো না, তা হলে তোমার প্রাণবধ হবার সম্ভাবনা।

জগ। না—না, অত কাঁচা পাও নি। কেমন বুদ্ধি! কেমন বাগিয়ে তোমায় প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি! চল্লুম—চল্লুম।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

বিদ্যা। এ কি! বাবার মাথার ফুল পড়লো!—তা কি বিফল হলো? অদৃষ্ট খণ্ডন কে করবে! কেমন লব্ধব্য?

বিক্রম। কেন, বাবা!

বিদ্যা। (স্বগত) এ পাগলা কি বলে! সখীরা আসছে, কারেও কিছু প্রকাশ করা হবে না। রাত্রে কি করে আসব? মাকে বলবো, আজ নিশা পূজা করবো মানস করেছি। তারপর প্রহরীদের যেমন মন্দিরের বাইরে রেখেছি, সেই-রূপ রেখে এসে মালা দিয়ে যাব। গুরুদেব এসে যা হয় করবেন।

বিক্রম। ভাবছো কেন গো—বাবার কথা মিছা হয়? তবে তুমি এত শাস্ত্র পড়লে কি? আমি—পাগল মানুষ—বিশ্বাস করি, আর তুমি বিশ্বাস করো না? লব্ধব্য—লব্ধব্য!

বিদ্যা। (স্বগত) কে এ পাগল! এর কথায় যে প্রাণ শীতল হয়। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বিক্রম। যাবো, বরাবর তোমার সঙ্গে থাক্‌বো। একটা সিন্দুক আমাকে দেবে?

বিদ্যা। দেবো। সিন্দুক কি করবে?

বিক্রম। ঢোল রাখবো। বেশ ভাল সিন্দুক?

বিদ্যা। আচ্ছা দেব—চলো। (উমানাথের প্রতি) বাবা, তোমার মনে যা আছে, তাই হবে।

গীত।

অপরাধী বুঝি চরণে।
কলঙ্কিনী মনে মনে হ'তে হোল জীবনে।
যদি হেন হীন পতি, মনে কিসে রব সত
পতিপদে মতি গতি রাখিব হে কেমনে॥
হলে কলুষিত মন, দিব প্রাণ বিসর্জ্জ
বরিব রাখিব পণ তব পদ স্মরণে॥
শিরে গঙ্গা তরঙ্গিণী, পূজে তারে কলঙ্কি
কারে কবে অভাগিনী, ব্যথা মনে মনে॥

[বিক্রমাদিত্যকে লইয়া বিদ্যাবতীর প্রস্থা

চতুর্থ দৃশ্য।

—:০:—

অধ্যাপকের বাটী।

সজ্জিত জগন্নাথ।

জগ। এই তো সুন্দর অলকাতিলকা হয়েছে। ন ছুটি একটু ছোট—তা ভঙ্গী কর্‌লেই সুন্দর হবে তাম্বুলে জিহ্বা জড়িত হওয়ায় শীষ দেওয়াটা ভ হয় না। শীষটা নাগরালির একটা প্রধান লক্ষণ বংশীধারীর যেমন বংশী ছিল, কলিতে তেমন শীষ! ওঃ টিকীটা বড় বেপাকট করেছে, রাজ জামাতা হলেই অগ্রে টিকি কর্ত্তন, তখন কো বেটা কি বলে! কাপড়খানা একটু খাটো—হোক্‌, শ্রীকৃষ্ণ যে ধড়া পরে বেড়াতেন।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। ওগো, আমি এসেছি!

জগ। কেন রে বেটা—কেন রে?

বিক্রম। রাজকন্যা পাঠিয়ে দিলে।

জগ। কেন—কেন, কি বলেছে?

বিক্রম। তুমি কিসে যাবে?

জগ। কেন রে বেটা—পদব্রজে যাবো।

বিক্রম। যে প্রহরীরা রাজকন্যার সঙ্গে আসবে, তারা যে চোর বলে ধরবে।

জগ। অ্যাঁ, তবে কিসে যাবো—তবে কিসে যাবো?

বিক্রম। আমায় তাই বল্লে।

জগ। কি বল্লে—কি বল্লে?

ক্রম। বলে—ঠাকুরকে মাথায় করে নিয়ে আয়।
গ। মাথায় ক'রে গেলে তো প্রহরীরা দেখ্‌তে পাবে।
বিক্রম। না গো—সিন্দুক পাঠিয়ে দিয়েছে, এই সিন্দুক মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো।
জগ। তোরে প্রহরীরা কিছু বল্‌বে না?
বিক্রম। আমি যে চাকর হয়েছি।
জগ। কই, সিন্দুক কই?
বিক্রম। এই যে এনেছি।
জগ। রাজার বাড়ীর সিন্দুক বটে! ওরে, সিন্দুকের ভেতর যাবো, হাঁপাবো যে?
বিক্রম। সিন্দুকে ছেঁদা করে দিয়েছে;—আর এই-টুকু যাবে বই তো নয়?
জগ। হ্যাঁ রে—আমার চেহারাটা কেমন হয়েছে?
বিক্রম। ভাল নয়।
জগ। অ্যাঁ, বেটা তোর পছন্দ নাই!
বিক্রম। তারা চুড়ো পাঠিয়ে দিয়েছে।
জগ। অ্যাঁ, সত্যি না কি—সত্যি না কি?
বিক্রম। এই দেখ না?—এই ধড়া পাঠিয়ে দিয়েছে, এই বাঁশী পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আমায় সাজিয়ে দিতে বলেছে!
জগ। তুই বেটা আমায় সাজাবি কি?
বিক্রম। আমায় সাজাতে শিখিয়ে দিয়েছে।
জগ। তবে বেটা সাজা।

(বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক জগন্নাথের রাখালবেশে সজ্জিত হওন)

বিক্রম। ওগো, তোমার দিদি-মা আস্‌ছে।
জগ। ওরে বেটা কি সাজালি. দিদিমা দেখে কি বল্‌বে?
বিক্রম। কি আর বল্‌বে, তুমি হামা টান্‌তে থাক্‌বে, বল্‌বে, গোপাল ভাব।
জগ। বেশ বলেছিস্ বেটা—বেশ বলেছিস্।

(অধ্যাপক-পত্নীর প্রবেশ)

অধ্যা-পত্নী। জগন্নাথ,—ও মা—এ কি!
বিক্রম। (জনান্তিকে) হামা টানো—হামা টানো।
অধ্যা-পত্নী। হ্যাঁ রে—এ কি করেছিস্?
বিক্রম। (জনান্তিকে) ননী চাও, মাখন চাও—হামা টান্‌তে থাকো।

জগ। (হামা টানিয়া) ননী দে—
অধ্যা পত্নী। নে—নে—ননী খাস্ এখন। ছোঁড়ার রোজ রোজ এক একটা নুতন ঢং!
জগ। আজ আমার কৃষ্ণ ভাব—নটবর ভাব!
বিক্রম। (জনান্তিকে) পায়ের উপর পা দিয়ে দাঁড়াও, বাঁশী ধ'রে 'আবা আবা' করো।
জগ। (মুখে হাত দিয়া) আবা—আবা।
অধ্যা-পত্নী। শোন্ এখন, ছাত্রেরা ন্যায়রত্ন মেয়ের বে'তে কন্যাযাত্র গেছে। আমিও সেথায় যাচ্ছি, ভারী লগ্নের, খাওনদাওন করতে ভোর হ'য়ে যাবে। তুই কোথা নিমন্ত্রণে যাবি বল্‌লি, পারিস্ তো সকাল সকাল ফিরিস্, নইলে ভাল ক'রে দোরতাড়া দিয়ে যাস্।
জগ। যাও যাও,—খুব রাজি আছি, খুব রাজি আছি।
অধ্যা-পত্নী। এ মিন্সেকে আবার কোথা থেকে এনেছিস্?
জগ। কেন? এ আমার ছিদেম সখা।
অধ্যা-পত্নী। তা গরু চরাও, আমি চল্লুম।

[অধ্যাপক পত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। ওগো, ঐ আরতির শাঁক বাজ্‌ছে, পুরুত-ঠাকুর পুজো ক'রে চ'লে যাবে।
জগ। বটে—বটে, তবে আমি সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করি।
বিক্রম। তা করো।

(সিন্দুক মধ্যে জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। আচ্ছা, তুই আস্তে আস্তে তোল্।
বিক্রম। দাঁড়াও, তালা বন্ধ করি (তথাকরণ)
জগ। তোল্—
বিক্রম। এই তুল্‌চি।
জগ। ওরে বেটা, কোথা যাচ্ছিস্?
বিক্রম। চেঁচিও না! আমি দেখে আসি, তারা এলো না কি। ঠিক সময়ে নিয়ে যাবো।
জগ। তবে এখন খুলে দে—তবে এখন খুলে দে। ওরে বাবারে কে আছিস্ রে? ওরে বাবারে আজকে টোলে যে কেউ নেই রে!
বিক্রম। (স্বগত) না, বড় চীৎকার করচে। আজ বড় সুলগ্ন, বিবাহের সংখ্যা অধিক, রাস্তায় বড় লোক সমাগম, এখানে কেউ

শুনতে পাবে, আমি রন্ধনশালায় রেখে চাবি দিয়ে যাই।

জগ। খুলে দে বাপ—আমায় খুলে দে।

বিক্রম। চল না গো—এই মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—:০:—

পথ।

(নারীগণের প্রবেশ)

গীত।

আজ যদি না পোহায় নিশি সাধ মেটাই জেগে বাসর।
বর এসেছে সারি সারি ছড়াছড়ি বাসর ঘর॥
নিত্যি থাকি কত স'য়ে, পেট ফোলে—না কথা কয়ে,
ভাতার দেখে ঘোমটা দিয়ে স'রে যাই, যেন সে পর॥
হাসি যদি দেখেন মুখে, শেল বাজে শাশুড়ীর বুকে,
নাক-নাড়া দেন পড়্সী ডেকে,ননদ ছুঁড়ী তার উপর॥
হেসে হেসে ঠসক্ ক'রে, কর্‌বো সোহাগ রসের ভরে,
সোহাগের বাসর ঘরে, আজ রেতে পর নয় তো বর॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:০:—

উমানাথের মন্দির।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। বাবা দেখো, বড় আশা করেছি, নিরাশ না হই। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, বালিকা পুত্রবধূটি আমার আশ্বাসে আশ্বাসিত হ'য়ে, জীবন ধারণ কচ্ছে। কপালমোচন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো!

(বিদ্যাবতীর প্রবেশ)

বিদ্যা। (স্বগত) এই যে উপস্থিত হয়েছেন। টোপর বোধ হচ্ছে না? (প্রকাশ্যে) আপনি এসেছেন?

বিক্রম। হুঁ।

বিদ্যা। মালা নেন—(মাল্য প্রদান)

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিদ্যা। এ কে, লব্ধব্য! তুমি হেথায়?

বিক্রম। হ্যাঁ।

বিদ্যা। লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দেবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখোঃ ন পুনঃ প্রয়াতি॥

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য—

[বিক্রমাদিত্যের বেগে প্রস্থান।

বিদ্যা। কে এ পাগল?—এ কি বেশধারী? আমি তো এর গলায় মালা দিয়ে ক্ষুব্ধ নই! আমার হৃদয়ে যেন মহাদেব বল্‌চেন, 'এই তোর স্বামী। 'লব্ধব্য' কি আমার হৃদয় অধিকার করেছিল? আমার যেন আনন্দ হচ্ছে—এই আমার স্বামী। একেই যত্ন কর্‌বো, এ বাবা উমানাথের দান, আমার মাথার মণি! গুরুদেব এলে সকল অবস্থা তাঁর নিকট প্রকাশ কর্‌বো মহারাজ আমায় ত্যাগ করেন, পাগলকে নিয়ে ভিখারিণী হবো। কোথায় গেল—কোথায় গেল? (নেপথ্যে ঢোলের শব্দ) এইখানেই কোথায় আছে, গৃহে নিয়ে যাই। আনন্দে আমার মন পরিপ্লুত হচ্ছে। এ কি, আমার মন—আমি আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

(গীত)

কেমন এ মন কে জানে!
তন্ত্রিত যন্ত্রিত চিত কিবা অজানিত তানে॥
মাধুরী উজান চলে, হৃদয় হিল্লোলে দোলে,
ভুবনে মাধুরী উথলে;—
ভাসাইয়ে কুলমান, ভেসেছে পাগলপ্রাণ,
অবশে পাগল সনে ভেসেছে মাধুরী টানে॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—:*:—

গঙ্গাধরের বাটী।

গঙ্গাধর ও গঙ্গাধর-পত্নী।

[ব্র]াহ্মণী। কই, আজও তো আমার বাছা ফিরে এল না? আজও যে আমার ঘর অন্ধকার রইল? তবে কেন এখনও প্রাণ গেল না? তবে কেন এখনও আশাপথ চেয়ে রয়েছি? আর কি আমার বাছাকে পাব না?

[গ]ঙ্গা। ব্রাহ্মণী, কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জেনে শুনে তবু তো আশা বিসর্জ্জন দিতে পারছি না। জানি, শমনের মুখ হতে কেউ কখনও ফিরিয়ে আনতে পারে না! তবু কেন রাজার কথায় প্রত্যয় করে প্রাণধারণ করে আছি। কই, মরবার সাধ তো এখনও হয় না।

[ব্র]াহ্মণী। পোড়া প্রাণে দেহের মমতা বড়! নইলে কেন জীবন ধারণ করছি, কেন মুখে অন্ন দিচ্ছি? কেন অনশন ব্রত করি নি? আর বৃথা আশা, সংসারে আর প্রয়োজন কি? এ যে আমার শ্মশান জ্ঞান হচ্চে! আর কেন ঘরে রয়েছ? চলো বউমাকে ওঁর বাপের বাড়ী রেখে, আমরা কোন বিজন স্থানে বাস করি; এ যন্ত্রণা আর কত দিন সহ্য করবো।

[গঙ্গ]া। সবই সত্য, তবু আমি আশা বিসর্জ্জন দিতে পাচ্ছি নে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে, বাবা আমার আসছে, প্রতি পদশব্দে মনে হয়, সে বুঝি আমার এলো।—রোজ প্রাতে উঠে মনে হয়, বাছা আমার এয়েছে।

[ব্রাহ্ম]ণী। মিথ্যা—মিথ্যা—সবই মিথ্যা। আমাদের অদৃষ্টে দেবতা মিথ্যা, হোম মিথ্যা, পাথরের বাড়ী মিথ্যা, রাজার আশ্বাস-বচন মিথ্যা, রাজার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা, মিথ্যা জন্মগ্রহণ ক'রেছিলুম—সকলি মিথ্যা হলো! আর আশা ধ'রে থেকো না, চলো—আজই বিদায় হই।

(সুমতির প্রবেশ)

[সুম]তি। বাবা, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়েছে, আসুন, আপনাকে স্নান করিয়ে দিই। আপনার আহার না হ'লে মা তো আহারে বসবেন না। মা, তুমি ওঁকে আজ্ঞা দিতে বলো, আমি ওঁকে স্নান করিয়ে দিই।

ব্রাহ্মণী। মা, তুমি বালিকা, কেন বৃথা ক্লেশ করো, তোমায় দেখে শতগুণে শোক উথলে ওঠে। কেরে অভাগিনী! নইলে অভাগিনীর ঘরে কেন এসেছিস্? আহা! মা, কেন ক্লেশ ক'চ্ছ? তোমার কোমল শরীর, কত সয়? আমি পাষাণী আমার সকল সহ্য হয়!

সুমতি। বাবা, মা, আমায় দেখে স্থির হ'ন। আমি তোমাদের কন্যা, আমি কোথায় দাঁড়াবো? আমায় কে দেখবে? মা, আমার অন্তর বলছে, আমি কখনও বিধবা হবো না, ছার বিধবা-জীবন কখনও বহন করবো না! রাজা বিক্রমাদিত্য বলেছেন, আমার ললাটের সিন্দুর মলিন হয় নাই। আমি নিত্য সীমন্তে সিন্দুর দিই। আমার স্বামী মূর্চ্ছিত, তাঁর অমঙ্গল হয় নাই, তা হ'লে আমি অন্তরে বুঝতে পারতেম। ধার্ম্মিক রাজা কখনও অনাচার দেখতেন না, আমায় বলতেন,—'বিধবার আচার করো'। মা, তুমিও ওঠো। বাবাকে স্নান করিয়ে দিই, উনি পূজা করুন, তারপর তুমি স্নান করো। বাবা আজ্ঞা করুন, নৈলে অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবো না।

গঙ্গা। ও মা—মা, তোর কথায় মনটা যে বড় আশ্বাসিত হয়, আর কত দিন আশা ধ'রে থাকবো!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ, আমি আপনাদের সন্তান। রাজার আমার প্রতি আদেশ, যত দিন না তিনি ফিরে আসেন, আপনাদের না ক্লেশ হয়। দাস-দাসী নিযুক্ত করতে আপনারা নিষেধ করেছেন, তাই পারি নাই। আপনাদের ক্লেশ হ'লে রাজার নিকট অপরাধী হবো।

গঙ্গা। রাজ-কৃপায় আমার কোনও অভাব নেই, কিন্তু তত্রাচ দেখুন, আমার পুরী অন্ধকার।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার যে সকলি শূন্য হ'য়ে রয়েছে, সে নাই, আমি যে সব শূন্যময় দেখছি! আমার যে সব মনে পড়ছে! এইখানে হামা দিত, ওইখানে হাঁটতে হাঁটতে প'ড়ে গিয়েছিল, এইখানে

আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আস্‌তো, পাঠশালা হ'তে এইখানে দাঁড়িয়ে মা ব'লে ডাকৃতো, ওইখানে বর সাজিয়েছি, এইখানে দাঁড়িয়ে বিদায় দিয়েছি, আর তো বাছা এলো না! পাষাণে নির্ম্মিত, তাই এত তাপে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয় নাই। বাবা, আমি যে, উপযুক্ত ছেলে বাসরে যমকে দিয়েছি।

মন্ত্রী। মা, কেন শোকাচ্ছন্ন হচ্ছেন? ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, রাজা বিক্রমাদিত্য মিথ্যাবাদী নয়। যদি উপায় না থাকৃতো, তিনি বৃথা আশ্বাস দিতেন না।

গঙ্গা। বাবা, আমি কি ভাগ্যহীন! পুত্রহীন হয়েছি, বালিকা পুত্রবধূ দিবারাত্র আমাদের জন্য ক্লেশ কর্‌ছে,—রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমার-অদৃষ্ট দোষে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছেন; আমার ন্যায় হতভাগ্য ভারতে আর দ্বিতীয় নাই!

(সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। না ব্রাহ্মণ, তুমি ভাগ্যবান,—তোমার ভাগ্যে আমি ভাগ্যবান! আমার সকল কথাই পালন করেছ,—আমার শেষ কথা এই—তোমার পুত্রবধূকে বাসরের বেশে ভূষিত করো, আর তোমার ব্রাহ্মণী যে বেশে পুত্র—পুত্রবধূকে বরণ করেন, সেই বেশে মাঙ্গলিক সামগ্রী লয়ে আসুন।

গঙ্গাধর ও ব্রাহ্মণী। বাবা—বাবা,—আমার পুত্র কোথায়?

বিক্রম। মা, এখনি পাবেন। ব্রাহ্মণ, আপনি বিজ্ঞ, কুটিল লোকের জিহ্বা অতি বিষাক্ত। আমি সকলের সম্মুখে প্রমাণ কর্‌বো যে, তোমার সেই মৃতপুত্রই জীবিত হয়েছে; আমি যেরূপ বল্লেম, করুন্। ব্রাহ্মণীকে পুত্রবধূ সুসজ্জিত ক'রে আন্‌তে বলুন।

গঙ্গা। যাও ব্রাহ্মণী, রাজ-আজ্ঞা পালনীয়। রাজার আশ্বাসে জীবনধারণ ক'রে আছি, এখনই সকল আশা পূর্ণ হবে, নয় নৈরাশ্যসাগরে ঝাঁপ দিব।

সুমতি। এস মা, রাজা কখনই মিথ্যাবাদী নন।

[ব্রাহ্মণী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, তোমায় পত্রে যেরূপ আদেশ করেছি, বোধ হয় সেইরূপ করেছ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, গ্রামের সকলকে সংবাদ দিয়েছি। বিশেষ বিবাহ রাত্রে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই আগতপ্রায়।

(প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ)

বিক্রম। (ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সিন্দুক হইতে বাহিরে আনিয়া) সকলে দেখুন, এই সেই ব্রাহ্মণকুমার কি না?

সকলে। হ্যাঁ মহারাজ!

গঙ্গা। মহারাজ—এ যে মৃতপুত্র!

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন্।

(শ্লোক পাঠ)

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখো ন পুনঃ প্রয়াতি ॥

বিষ্ণুপদ। মহারাজ, রক্ষা করুন্!

বিক্রম। ভয় কি?

(ব্রাহ্মণী ও তৎপশ্চাতে সুমতির প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণী। বাবা, বাবা! (বিষ্ণুপদকে জড়াইয়া ধরণ

বিক্রম। মা, তোমার পুত্র-পুত্রবধূ বরণ ক'রে ঘ তোল।

গঙ্গা। মহারাজ বিক্রমাদিত্য, আমি অজ্ঞান ব্রাহ্ম বলেছিলাম, রাজার পাপে, আমার পুত্রগণে অকালমৃত্যু হয়েছে। আমি তখন জানি না আর্য্যকুলতিলক রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য সিং সনে, ইতিপূর্ব্বেও জানি না যে, আর্য্য রাজাগণে ঈদৃশী মহিমা! রাজ্যেশ্বর যে ঈশ্বরের প্রতিনি তার প্রমাণ একমাত্র মহারাজ! মৃত পুত্র সঞ্জী বিত করেছেন!—সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি ক —জয় আর্য্যরাজের জয়! জয় মহারা বিক্রমাদিত্যের জয়!!

সকলে। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিক্রম। তোমরা আমার জয় গান ক'রো না জননী আর্য্যধাত্রী পুণ্যবতী ভারতমাতার জ গান করো, আমি তোমাদের সেই জয়গানে যোগদান করি! আবার আর্য্যধামে আর্য্যরীতি নীতি প্রচার হোক্, জননীর পুণ্যবলে আর্য্য

ভূপতিগণ প্রজাপালনে সক্ষম হোক্! জয় ভারতের জয়।

সকলে। জয় ভারতের জয়!

গীত

জয় জয় ভারত মাতা জয় মা শ্যামা ভগবতী।
দেখ মা থাকে যেন তোমার পদে মতি গতি॥
জননী ভুবনমোহিনী, তীর্থকায়া কীর্ত্তিদায়িনী,
বাল্মিকী ব্যাস গায় মা তোমার পুরাকাহিনী,
সাম গানে তপোবনে নিত্য তোমার আরতি॥
কর মা নরত্ব প্রদান, দে মা শক্তি মাতৃভক্তি
করি গুণগান,
গগনে সমীরণে উঠুক ঐক্যতান;
শুনি আর্য্যভেরি, কাঁপুক অরি, পূজা বীর-প্রসূতী॥

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

—:*:—

উদ্যান

সুসজ্জিত বিক্রমাদিত্যের চিত্রপট স্থাপিত।

বিদ্যাবতীর সখিগণ।

গীত।

দেখবো কেমন করে লো গুমার।
যেখানে মনটানে সই, কই থাকে আর নারীর জোর॥
যারে প্রাণ বিলিয়ে দেছে, যেচে কাছে সে এসেছে;
ওলট পালট কি হয় কি হয়, ভয় ঘুচেছে;
ছবি সরম ঢাকা, প্রাণে আঁকা, ভাঙ্গবে গুমরের কদর
কথা কবে ছবি নীরবে, মনের আটক তখন কি রবে,
বিভোর আঁখি মনের কথা নীরবে কবে,
ছলা কার থাকে লো আর, অনুরাগে যে বিভোর॥

১মা সখী। বিক্রমাদিত্যের ছবি তুই কোথায় পেলি?

২য় সখী। ঘটক এনেছে, আমি রাণী মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

১মা সখী। রাজকুমারী ছবি দেখেছে?

২য়া সখী। দেখবে না কেন লো?—আমি ছবি এনে দেখাতে গেলেম, ঢং করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

১মা সখী। হ্যাঁ ভাই, এখন বিক্রমাদিত্যের কথা তুল্লে, বেজার হয় কেন বল দেখি?

২য় সখী। ওলো আমাদের কাছে চাপা দেয়। শিবপূজা করে এসে বুলি ধরেছে, দেখিস নি। আমি বে কর্‌বো না।

১মা সখী। বোধ হয় মনে করে যে, আমাদের বল্লে বুঝি মহাদেবের বর বিফল হবে। সুস্বপ্নের কথা প্রকাশ করে না জানিস্ নি? ঐ রাজকুমারী আস্‌ছে, আমরা সরে থাকি আয়। এই সাজান বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখে কি করে আড়াল থেকে দেখি।

২য় সখী। কই সে লেখা কাগজখানা উপরে মেরে দিলি নি? প্রাণেশ্বরী, দেখ আমি বিক্রমাদিত্য, তোমার আশায় উপস্থিত হয়েছি, আমায় বরমাল্য দাও!

১মা সখী। এই যে লো ছবির মাথায় উপর রয়েছে। ঐ আসছে লো আস্‌ছে, সরে আয়।

[সখিগণের প্রস্থান।

(বিদ্যাবতীর প্রবেশ)

বিদ্যা। এ কার ছবি? বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের ছবি। সখী এই ছবিই আমায় দেখাতে এসেছিল বটে। এই যে পরিহাস ক'রে লিখেছে, বরমাল্য দাও! সখীরা তো জানে না যে, পাগল আমায় পাগল করে পালিয়েছে। শুন্‌ছি রাজা বিক্রমাদিত্য আমায় বিবাহ কর্ত্তে আসবেন। কি সর্ব্বনাশ হলো! পিতাকে কি বল্‌বো? আর উপায় নাই, সকল কথা প্রকাশ কর্‌বো। লক্কব্যের গলায় মালা দেওয়া অবধি কায়মনবাক্যে তার দাসী হয়েছি। তার গলায় মালা দেওয়া দুরদৃষ্ট বোধ হয় নাই, সৌভাগ্য মনে হয়েছে। যতই সে মুখ মনে পড়ে, ততই মনে হয়, আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব! যতই তার শিব-ভক্তি স্মরণ হয়, ততই ভাবি, সে থাকৃলে তাকে নিয়ে পরম সুখী হতেম।

১মা সখী। (অন্তরাল হইতে) ওলো ছবির দিক্ থেকে ফিরে বসে রইল যে?

২য়া সখী। (অন্তরাল হইতে) বোধ হয় আমরা রয়েছি—টের পেয়েছে। চল আমরা যাই, ততক্ষণ ফুল তুলি গে। ও একলা বসে ঠাট করুগ।

বিম্বা। সেই পাগলের মুখে যে জ্যোতি দেখেছিলেম, সে জ্যোতিতে পাগলকে মলিনবেশে যে সুন্দর দেখেছিলেম, বোধ হয় সে সৌন্দর্য্যের সহিত রাজভূষায় বিক্রমাদিত্যেরও তুলনা হয় না। সে পাগল যদি ফিরে আসে, রাজ-সংসার পরিত্যাগ করে, তার সঙ্গে কুটীর-বাসিনী হয়েও, তার পদ-সেবা করতে পারলে পরম সুখে থাকতেম! পাগলের কি শিব-ভক্তি! তার মুখে এমন শিবের কথা শুনেছিলেম যে, মনে হয়েছিল, এ পাগল নয়, নিশ্চয় শিবের বরপুত্র।

গীত।

এ সময়ে সে আছে কোথায়।
পাগলে পাগল ক'রে চলে গেছে ঠেলে পায় ॥
পাগলেরি অভিলাষী, পাগলের আশে ভাসি,
হইতে কুটীরবাসী, তারি সনে প্রাণ চায় ॥
জীবন-যৌবন-মান, চরণে করেছি দান,
ত্যজি কুল-অভিমান, বিমোহিত চিত ধায় ॥
আমোদে বিষাদ মাখা, মনে মন আছে ঢাকা,
সতী-হৃদে পতি আঁকা সে ছবি কি মোছা যায় ॥

(সখিগণের প্রবেশ)

বিম্বা। হ্যাঁ লো, তোরা কোথা গিয়েছিলি?
১মা সখী। কেন, তোমার ইষ্ট-দেবতা পূজার ফুল আনতে গিয়েছিলেম।
বিম্বা। সে কি লো?
২য় সখী। বুঝতে পাচ্ছ না?—এ কি দেখ না?
বিম্বা। কি দেখবো, বিক্রমাদিত্যের ছবি! সখি, তোমায় বার বার মিনতি কচ্ছি, আর ও কথা বলো না।
২য় সখী। হ্যাঁ লো—আমাদের সঙ্গে আর কেন ঠাট কচ্ছিস্? সে দিন আমাদের বলে ক'য়ে বর নিতে গেলি, তার পর থেকে বিক্রমাদিত্যের কথা তুল্লে বেজার হস্! মনে করছ—আমাদের কাছে প্রকাশ করলে সুস্বপ্ন ফলবে না; ফলেছে লো—ফলেছে!

সখিগণের গীত।

বিমলা রাজবালা হর পূজে পেয়েছে বর।
ফুটলে কলি আসে অলি সৌরভে সে পায় খবর ॥
মন টানে যার যেখানে, মনের টানে সে তা জানে,
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে, পার হয়ে গিরি-সাগর ॥
হয়ে সই পিপাসিনী, বারি চায় চাতকিনী,
শুনে গগনে তার করুণবাণী, উদয় নব জলধর ॥

১মা সখী। তুমি কি ভাবছ, আমরা মিথ্যা বলছি? যাঁর চিন্তায় দিন দিন মলিন হ'চ্ছ, আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে হাসি নাই, সে [illegible] নিধি তোমার হাতে না এলে কি আমরা প[illegible]স করতেম?
বিম্বা। কি হ'য়েছে বল তো?
২য় সখী। এখন পথে এসো।
বিম্বা। কেন—কি হয়েছে?
১মা সখী। ওলো বলিস্ নে—[illegible] আমরা গুমোর করি আর?
বিম্বা। বল—বল, কি হয়েছে?
২য় সখী। এখন সাদা পথে চলো [illegible] ঢং কর্‌ছিলে কিসের?
বিম্বা। না—না, বলো—বলো।
১মা সখী। রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে মহারাজ ঘটক পাঠিয়েছিলেন। রাজা বিক্রমাদি[illegible] বলেছেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমিও তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য দূত প্রেরণ করছিলেম। যখন আপনি সম্বন্ধ এনেছেন, আমি স্বয়ং গি[illegible] উপস্থিত হব।' বোধ হয়, আজিই উপস্থিত [illegible]বেন। এ ছবি আমরা কোথায় পেলেম? [illegible]রাজ আপনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ দেখ, [illegible]রাজ ও রাণী-মা আস্‌ছেন, ওদের কাছে শো[illegible]।

(রাজা শূরধ্বজ ও রাণীর প্রবেশ।)

শূর। মা, এতদিনে তোমাদের শিবপূজা করা সার্থক হলো। রাজা বিক্রমাদিত্য তোমার পাণি-গ্রহণের জন্য এসেছেন। উদ্যানবাটীতে তাঁর স্থান দিয়েছি। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বল্লেন, যদি আপনার কন্যা আমায় মনোনীত করেন, তবেই পাণি-গ্রহণ করবো; আর যদি আমায় মনোনীত না করেন, তা হলে কি করে বিবাহ হবে। আমি কথা শুনে হেসে উঠলেম; আমি বল্লুম —আমি জানি—তার মনোনীত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য আহ্লাদের সহিত উত্তর করলেন,—'তবে মহারাজ বিবাহের উদ্যোগ করুন'। তুইও বাছা,—এতদিন লেখা-পড়া শিখালেম,—রাজাকে

মনের ভাব প্রকাশ করে, একটি কবিতা লেখ। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তুই কবিতা রচনায় অতিশয় সুনিপুণা! এত কি গো, তুই এ আহ্লাদের সংবাদে মাথাহেঁট করে রইলি যে।

া। মাথা হেঁট করবে না? আমি বললুম, তোমায় আসতে হবে না, আমি গিয়ে সব বলছি। মাথা হেঁট করবে না তো কি? তুমি যেমন আহ্লাদে নাচ্চো, ওরা তেমনি তোমার সামনে ধেই ধেই করে নাচবে বুঝি? ঐ দেখছো, রাজা বিক্রমাদিত্যের ছবি ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করে রেখেছে।

র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পেটের ছেলে—পেটের ছেলে, তুমিও যে, আমিও সে, তা আর লজ্জা কি—তা আর লজ্জা কি, তা আমি চললুম—তা আমি চললুম! মা, সুন্দর করে কবিতাটি লিখো। রাজ-সভায় কালিদাস, বররুচি প্রভৃতি বড় বড় কবি আছেন, যেন তাঁরা প্রশংসা করেন।

ী। হ্যাঁ গা—তুমি যাও না গা।

।। এই যাচ্চি—যাচ্চি, রাজা মেয়েকে শিব-মন্দিরে ছদ্মবেশে দেখেছেন, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

ী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হয়েছেন—হয়েছেন, তুমি যাও।

।। রাজ্ঞী, বড় আনন্দ—বড় আনন্দ! রাজা বিক্রমাদিত্য জামাতা হবে! (সখীদের প্রতি) মা, এইবার তোমাদের নৈপুণ্য বুঝবো, দেখবো, কন্যাকে কেমন সুসজ্জিত করো।

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

ী। দেখ মা, রাজা কবিতা লিখতে বলুন। তুই বিবাহের পর যা হয় করিস্। বিদ্যাই শিখো—আর যাই করো—পুরুষকে কবিতা লেখা আমাদের পক্ষে বাচালতা! সে কি—তুই কাঁদছিস্ কেন?

।। মা,—

।। কি রে, কি হয়েছে বল্ না। চুপ করে রইলি কেন? আয় আমার ঘরে আয়।

[বিদ্যাবতীকে লইয়া প্রস্থান।

সখী। দেখছিস ভাই, ঢং দেখছিস?

সখী। না ভাই, ঢং নয়, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে।

সখী। তুই আবার এক নেকী, বুঝতে পাচ্ছেন না!—আনন্দ অশ্রু।

২য় সখী। না ভাই, তা নয়।

১মা। তবে কি, তোমার কথাটা শুনি?

২য় সখী। ছাখ ভাই, সেই যে 'লক্কব্য' পাগলা এসেছিল, তার ঢোলের এক পিঠ ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই ছেঁড়া ঢোলটা যত্ন করে নিয়ে এসেছে; নিয়ে শয্যা গৃহে রেখেছে। দিনের বেলায় লুকিয়ে রাখে, রাত্রে সেই ঢোলটী সুসজ্জিত করে শয্যায় নিয়ে শোয়; আমি একদিন দেখেছি।

১মা সখী। তোর এক কথা! সে রাজার মেয়ে, কি একদিন কি খেয়াল চপেছিলো?

২য় সখী। আচ্ছা, বিক্রমাদিত্যের ছবি এমন করে সুসজ্জিত করে রাখলুম, সে দিক্ পানে পেছু ফিরে কি ভাবতে লাগলো?

১মা সখী। তোরে তো বললুম, আমরা অন্তরালে ছিলেম, টের পেয়েছিল। হ্যাঁ রে নারী হয়ে নারীর ছল জানিস্ নি? এখন চল, ভাল করে রাজ-কন্যাকে সাজিয়ে দিইগে চল।

সখিগণের গীত।

নারী হয়ে বুঝলি নি লো নারীর ছল।
শরমের মরম কথা গোপন কি সে রাখবে বল॥
সঁপেছে জীবন যারে, অভিমান দিতে নারে,
নইলে কি মান রাখতে পারে,
পুরুষ তো সই নয় সরল॥
ছল করে মন বুঝে দেখে,
নারী কি ছল সাধে শেখে,
মনে মন রাখে ঢেকে, ছল বিনা নাই নারীর বল॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

অধ্যাপকের বাটী।

অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নী।

অধ্যাপক-পত্নী। আমি বিবাহ বাড়ী যাবার সময় বলে গেলেম, যে ছাত্রেরা নিমন্ত্রণে গেছে, আমিও বাড়ীতে থাকব না, তুইও যদি বেরিয়ে যাস, ভাল করে দোর টোর বন্ধ করে যাস্। ছোঁড়া চুড়ো

পরে, ধড়া পরে, হামা টান্‌তে টান্‌তে এসে বল্লে, 'ননী দে'। আমি ভাবলুম, আমি দিদিমা বলে বুঝি আমার সঙ্গে তামাসা কচ্চে, বে বাড়ী চলে গেলেম। ভোরে ফিরে এসে দেখি, ছাত্রেরা সব ধরে রয়েছে, আর উন্মাদ পাগল, ধেই ধেই করে নাচ্চে, আর বল্‌ছে 'লব্ধব্য—লব্ধব্য!'

অধ্যা। কোথায় গেল?

পত্নী। ঐ যে আস্‌ছে।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। রাধে—রাধে তুমি কি বংশী-ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্চ না? এখনো কেন মালা দিতে আসছো না?

অধ্যা। এই যে দেখছি কবিরত্ন প্রেমের তুফান তুলেছেন, তোমার এত প্রেম উথ্‌লে উঠলো কিসে?

জগ। দাদা, প্রাণ গেল—প্রাণ গেল! রাজকন্যা—রাজকন্যা! ওরে বেটা লব্ধব্য—ওরে বেটা লব্ধব্য।

অধ্যা। ও আবাগীর পুত, রাজকন্যা—রাজকন্যা কি বল্‌ছিস্?

পত্নী। হ্যাঁ গো, একবার বলে রাজার জামাই, একবার বলে 'লব্ধব্য'।

অধ্যা। আর দেখছ কি! আরে বেল্লিক, কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ ধর্‌লো কেন?

জগ। আমায় বরমাল্য দিয়েছে। আবা—আবা, ধবলি, তাক্‌তা, থৈ থৈ! ঐ লব্ধব্য—ঐ লব্ধব্য!

অধ্যা। কি তোর গুষ্টির মাথা আমায় ভেঙ্গে বল্‌তে পারিস্? একটু স্থির হ না, কি হয়েছে বল্ না?

পত্নী। আহা, ওকে আর মুখঝাম্‌টা কেন দিচ্চ বল? বাছাকে বুঝি কে কি গুণগান করেছে!

অধ্যা। আর গুণগান কর্‌তে হয় না, ওঁরই গুণে থৈ পায় না। সে রাত্রে কি কোথাও গিয়েছিল?

পত্নী। বলেছিল তো যাব!

জগ। দাদা, রাজকন্যা—রাজকন্যা! প্যারী—প্যারী, কোথায় গেলে—কোথায় গেলে? আমি যাব কি ক'রে, প্রহরীরা চোর ব'লে ধরবে। লব্ধব্য—লব্ধব্য। কি হলো—কি হলো! রাধে রাধে, দেখে যাও আমি ধুলায় লোটাচ্ছি।

অধ্যা। কোন্ রাজকন্যা?

জগ। কেন এ এই রাজকন্যা! বরমাল্য—বরমাল্য, প্রণামী—প্রনামী, শিবের কাছে প্রতিশ্রুত! শিবের কাছে প্রতিশ্রুত। দাদা, আমার রাধা কোথায়, আমার প্যারী কোথায়, আমার চন্দ্রাবলী কোথায়, আমার ললিতা কোথায়? দেখ—দেখ, লব্ধব্য—লব্ধব্য, আমায় বেঁধে ফেল্‌বে, সিন্দুকে পুর্‌বে, আমি যাবো না, ধ'রে ফেল্‌বে।

পত্নী। হ্যাঁ গা, এ কি বাই?

অধ্যা। ঢেঁকি বাই! সে দিন রাজকন্যার নিকট ল'য়ে গিয়ে সর্ব্বনাশ করেছি, তাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়েছে।

জগ। দাদা—দাদা, রাজার জামাই—রাজার জামাই, না—না, লব্ধব্য—লব্ধব্য।

অধ্যা। হ্যাঁ রে, 'লব্ধব্য' কি? রাজকন্যা তোর 'লব্ধব্য' কি? ছেঁড়া চেটায় শুয়ে, এ কি দুঃস্বপ্ন দেখছিস্? স্থির হ'না!

জগ। প্রাণ যে ধৈরজ মানে না গো!

অধ্যা। জগন্নাথ, একটু ধৈর্য্য ধরো, আর করবে কি? এখন চল্লেম; রাজা ধুলো পায়েই যেতে আদেশ দিয়েছেন। রাজবৈদ্যকে আনি, যদি কিছু উপায় হয়।

জগ। যেয়ো না—যেয়ো না, বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! রাজ-জামাতা—রাজ-জামাতা!

পত্নী। ভাই, তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ-জামাতা কেন বলছ? রাজা শুন্‌লে কি বল্‌বেন!

জগ। না, না—লব্ধব্য—লব্ধব্য।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

অধ্যা। কোথায় গেল—কোথায় গেল?

পত্নী। কোথাও যাবে না, চুপ করে রান্নাঘরের এক কোণে গিয়ে ব'সে থাকবে।

অধ্যা। যাক, এখন রাজবাড়ী হ'তে আসি।

পত্নী। আমি মিষ্টি ক'রে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন অমন কচ্ছিস্?' তা বলে কি জানো, দিদিমা পাগ্‌লামি কচ্ছি সাধে! রাজকন্যাকে বে' কর্‌তে গিয়েছিলেম, রাজা জান্‌তে পার্‌লে আমার মেরে ফেল্‌বে।' এ কি বাই?

অধ্যা। কুসন্তান, ত্যাগ করাই উচিত ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

রাজ-অন্তপুর।

শূরধ্বজ।

শূর। রাজা বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর হবো। কি আনন্দ—কি আনন্দ!

(রাণীর প্রবেশ)

এই যে রাজ্ঞী, এসো এসো! দেখ, আমার অভ্যর্থনায় মহারাজ যে সন্তুষ্ট, সে কথা কি বল্‌বো! নগরসজ্জা দেখে আনন্দ করেছেন, উদ্যানবাটী দেখে আনন্দ করেছেন, আর যখন গিয়ে বল্লেম, আমার কন্যা কবিতা প্রেরণ কর্‌বে, তখন আর আনন্দের পরিসীমা রইলো না! মহারাজ বল্লেন—

রাণী। স্থির হও,—কথা শোনো!

শূর। আর শোনাশুনি কি? কল্যই বিবাহের আয়োজন! আমি পণ্ডিত মহাশয়কে আস্‌তে বলেছি। তিনি কি কি মাঙ্গলিক কার্য্য কর্‌তে হয় করুন। আর দেখ—নগর যে সুসজ্জিত কর্‌বো, তা আমার মনেই আছে, মর্ত্ত্যে অলকা-ভুবন কর্‌বো, আর রাজদানে রাজ্যের দরিদ্র রাখবো না।

রাণী। মহারাজ, সর্ব্বনাশ!

শূর। রেখে দাও সর্ব্বনাশ! ভাণ্ডার লুটিয়ে দেবো, কেবল তোমার আর আমার পরিধান বস্ত্র রাখবো. আর সব দান কর্ব্বো। এ কি যে সে আনন্দের কথা।

রাণী। মহারাজ, শোনো।

শূর। শুন্‌বো কি—শুন্‌বো কি? রাজাধিরাজ রাজ-চক্রবর্ত্তী, বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর।

রাণী। এ দিকে মহা বিপদ উপস্থিত!

শূর। কি—কি, বিপদ কি?

রাণী। মহারাজ, স্থির হও।

শূর। কি—কি, স্থির হবো কি? কি বিপদ বলো না?

রাণী। তোমার কন্যা বিবাহিতা।

শূর। রাজ্ঞী, আনন্দের সময় কি পরিহাস করো?

রাণী। মহারাজ, কন্যার সম্বন্ধে কি এরূপ পরিহাস করা যায়?

শূর। তবে কি—তবে কি বল্‌ছ?

রাণী। সত্যই বিবাহিতা।

শূর। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ! বিক্রমাদিত্য বিবাহ কর্‌তে নগরে অতিথি, কন্যা কুলে কলঙ্ক দিয়ে গোপনে বিবাহ করেছে? কি হবে! উমানাথ কি বিষম সঙ্কটে ফেল্‌লেন! আমি সমাজে কি ক'রে মুখ দেখাবো! এর অগ্রে আমার মৃত্যু কেন হলো না? কি হলো—কি সর্ব্বনাশ! রাজগৃহে এরূপ কলঙ্কের কারণ কে? তার এখনই প্রাণবধ কর্‌বো, তার মৃতদেহের সহিত কুল-কলঙ্কিনী কন্যাকে দগ্ধ কর্‌বো! কি হলো—কি সর্ব্বনাশ হলো! রাজ্ঞি, সত্য বল্‌ছো, এখনো আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। সমস্ত ঘটনা বলো।

রাজ্ঞী। মহারাজ, একজন পাগল "লব্ধ্য" ব'লে ঘুরে বেড়াতো, তারই গলায় কন্যা মালা দিয়েছে।

শূর। একি! একি রহস্য—একি পরিহাস! এ অসম্ভব কথা কেন বল্‌ছ?

রাণী। মহারাজ, কোন পাষণ্ড ব্রাহ্মণের ছলে, কন্যা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে শিব-মন্দিরে তারে বিবাহ কর্‌তে যায়। সে ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে সে স্থলে এক পাগল উপস্থিত ছিল, তারই গলায় মালা প্রদান করেছে।

শূর। সে ব্রাহ্মণ কে? সে পাগল কোথায়?

রাণী। সে পাগল নিরুদ্দেশ। তোমার নাম ক'রে, তার অনুসন্ধান কর্‌তে মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছি।

শূর। সে কপট ব্রাহ্মণ কে? বল—বল? কে সে ব্রাহ্মণ-কুলাধম দেখি।

রাণী। মহারাজ, শান্ত হোন্ যেই হোক্—সে ব্রাহ্মণ।

শূর। হোক ব্রাহ্মণ, তার প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান কর্‌বো। বল—বল—সে কে?

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

ঠাকুর এসেছেন, আর কি দেখ্‌ছেন, সর্ব্বনাশ!

অধ্যা। মহারাজ, কি হয়েছে?

শূর। আর কি হবে, আমার কুল গেল, মান

গেল, রাজা বিক্রমাদিত্যের কোপে বা সর্ব্বস্ব যায়।

অধ্যা। কেন মহারাজ, সহসা এমন কি ঘটনা উপস্থিত হ'লো?

শূর। এই রাজ্ঞীর নিকট শুনুন, একটা পাগলের গলায় আমার কন্যা বর-মাল্য দিয়েছে।

অধ্যা। সে পাগল কোথায়?

শূর। নিরুদ্দেশ।

অধ্যা। (স্বগত) যা ভেবেছি তাই, (প্রকাশ্যে) মহারাজ, কোন বিশেষ রহস্য আছে।

শূর। আর রহস্য কি, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কোপে আমার সর্ব্বনাশ!

অধ্যা। সে চিন্তা করবেন না, ঘটনা যদি সত্য হয়, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ অবুঝ নন যে, যুবতী কন্যার চপলতার নিমিত্ত আপনাকে দোষী করবেন। কি ঘটনা যদি আমার নিকট বর্ণনা করেন, প্রতিকারের মন্ত্রণা করা যায়।

শূর। এই শুনুন, রাণীর নিকট শুনুন, যার সুলক্ষণা কন্যা, তাঁর নিকট শুনুন।

রাণী। কোন এক ব্রাহ্মণকুমার, আমার কন্যার নিকট প্রণামী গ্রহণচ্ছলে প্রতিশ্রুত ক'রে লন যে, শিব-মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে আমার কন্যা তাঁর গলে বরমাল্য প্রদান করে।

অধ্যা। (স্বগত) দেখ—দেখ, ভেড়ের কাজ দেখ! (প্রকাশ্যে) তার পর মা—তার পর?

রাণী। তার পর শুনলেম,—অন্ধকার মন্দিরে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর পরিবর্ত্তে 'লব্ধব্য' নামে একজন উন্মাদ সেথায় ছিল, ভ্রমবশতঃ বিম্বাবতী তাঁরই গলে বরমাল্য প্রদান করে। মালা দেবার পরই সে 'লব্ধব্য' পলায়ন করেছে।

অধ্যা। (স্বগত) ঐ আবাগের ব্যাটাই 'লব্ধব্য' সেজেছিল। ভাবলে যদি কন্যা রাজার নিকট প্রকাশ করে, দণ্ড পাবে, কেন না, কে 'লব্ধব্য' —তাঁর তত্ত্ব হবেনা! ঠিক ঠাউরেছি, ঐ অকাল-কুষ্মাণ্ডই বটে।

শূর। আর কি ভাবছেন? ভেবে কি কূল-কিনারা আছে?

অধ্যা। সে লব্ধব্য কোথায়?

রাণী। তার আর উদ্দেশ নাই।

অধ্যা। বিশেষ তত্ত্ব লওয়া হয়েছে কি?

রাণী। কন্যা গোপনে, বিস্তর অর্থ পুরস্কার দিয়ে, লোক দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু পায় নাই। মন্ত্রীও অনুসন্ধান কচ্ছে।

শূর। আর কি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? রাজচক্রবর্ত্তীর কোপে আমারই সমূলে বিনাশ।

অধ্যা। মহারাজ, রাজা বিক্রমাদিত্য রাজচক্রবর্ত্তী সত্য, কিন্তু যদি সে 'লব্ধব্য' ব্রাহ্মণ হয়, আর তাঁকে যদি আপনার কন্যা বরমাল্য প্রদান ক'রে থাকেন, তাতে আপনার কুলগৌরব ব্যতীত কলঙ্ক নাই।

শূর। ব্রাহ্মণ কোথায়?—পাগল!—পাগল!

অধ্যা। মহারাজ, বিশেষ তত্ত্ব তো কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। রাজকন্যা-দর্শনে মুগ্ধ হয়ে, হয় তো কোন ব্যক্তি পাগলের ভাণ [illegible] বরমাল্য গ্রহণ করেছিল, এক্ষণে রাজ[illegible] ছদ্মবেশ পরিত্যাগ ক'রে গোপনে অবস্থান কচ্ছে।

রাণী। শুনলেম, সে একজন ঢুলি।

শূর। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো—কি সর্ব্বনাশ হ'লো! ঢুলীর গলায় বরমাল্য দিলে! ঢুলি জামাই, মুচি বেয়াই, মেথরাণী বেয়ান! এত দুর্গতি আমার অদৃষ্টে ছিল!

অধ্যা। মহারাজ স্থির হোন্। রাজ্ঞী, বিনা কারণে এ সব তত্ত্ব লই নাই। এ পাগল ব্রাহ্মণকুমার হওয়াই সম্ভব।

শূর। সে কিরূপ? সে লব্ধব্যকে কি আপনি জানেন? সে কি ব্রাহ্মণ?

অধ্যা। মহারাজের নিকট সবিশেষ বলতে পারলেম না, সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণ।

শূর। তিনি না হয় ব্রাহ্মণ হ'লেন, এখন বিক্রমাদিত্যের কোপে কি করে নিস্তার পাই? তিনি বিবাহের লগ্ন স্থির করতে বলছেন।

অধ্যা। আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হ'য়ে যেরূপ কর্ত্তব্য—করবো। মহারাজও তাঁর নিকট গমন করতে প্রস্তুত হোন্। আমি বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন করেছি সংবাদ পেলে, মহারাজ গিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবেন। কন্যাকে সঙ্গে লয়ে যাবেন। কোন চিন্তা নাই, আমি ব্রাহ্মণ, আশ্বাস দিচ্ছি।

শূর। সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো! মহানন্দে —নিরানন্দ! অমৃতে—হলাহল!

অধ্যা। মহারাজ, এরূপ উদ্বিগ্ন হ'লে কোন ফলই হবে না, স্থির হোন্। যদি ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সত্যই বিবাহ হ'য়ে থাকে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ নীচচেতা নন যে, আপনার কোন অনিষ্ট করবেন। (স্বগত) আমার মাথাতেই কলঙ্কের বোঝা উঠলো, আর দুঃখিনী রাজকুমারীরই দুর্ভাগ্য! আহা! অবলার যে সর্ব্বনাশ হবে, নইলে রাজদণ্ডে এই ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ককে দণ্ডিত করতেম। যাই, স্বরূপ অবস্থা অবগত হ'য়ে, বিক্রমাদিত্যকে আবেদন করি, স্বয়ং পাষণ্ডকে ল'য়ে তথায় উপস্থিত হই। বিক্রমাদিত্যের দ্বারা কদাচ অন্যায় বিচার হবে না।

রাণী। প্রভু, কি হবে?

অধ্যা। মা, স্থির হও। মহারাজ, চিন্তার কোন কারণ নাই।

[অধ্যাপকের প্রস্থান।

রাজা। ভট্টাচার্য্য বল্লেন, চিন্তার কোন কারণ নাই। চিন্তার সাগর—কোন দিকে কূল নাই!

রাণী। মহারাজ, আপনার শ্রীমুখেই শুনেছি, অদৃষ্ট লঙ্ঘন হয় না। যা অদৃষ্টে ছিল—হ'য়েছে, তবে কেন এরূপ চঞ্চল হচ্ছেন? শান্ত হোন্।

রাজা। আমার অদৃষ্টে এরূপ হবে, আমি এ স্বপ্নেও জানি নে। রাজ্ঞী, কত সাধ করেছি, বড় আশায় নিরাশ হলেম! ভেবেছিলেম, ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান করপ্রদ রাজা হবো; ভেবেছিলেম, বিদ্যাবতী বিক্রমাদিত্যের মহিষী হবে; ভেবেছিলেম, গৌরবের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করবো, সকলই বিফল! এখন রাজ-কোপে নিস্তার কিরূপে পাবো, তার উপায় দেখি না।

রাণী। অধ্যাপক অবশ্যই কিছু স্থির করেছেন।

রাজা। স্থির করেছেন আমার মাথা আর মুণ্ডু! ওঃ, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কি সামান্য অপমান হবে! সে অপরাধ কি মার্জ্জনা করবেন।

রাণী। যা হবার হবে, অধ্যাপক যেরূপ বল্লেন, ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

উদ্যান-বাটী।

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকন্যা কিরূপ সতী পরীক্ষা করবো। লব্ধব্য জ্ঞানে আমায় বরমাল্য দিয়েছে। সে কথা গোপন রেখে যদি আমায় বিবাহ করতে চায়, অবশ্য রাজ-অন্তঃপুরে গ্রহণ করতে আমি বাধ্য, কিন্তু তিনি বিশুদ্ধচিত্ত নন, এ কথা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, অধ্যাপকের দৌহিত্রকে কেন পরীক্ষা করবেন?

বিক্রম। অধ্যাপকের আবেদন পত্রে প্রকাশ হচ্ছে যে, অধ্যাপকের সম্পূর্ণ ধারণা—তার দৌহিত্রকেই রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান করেছেন। তাঁরও সে সন্দেহ দূর হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কুলোকেরা বলতে পারে যে, কন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমি অধ্যাপকের দৌহিত্র-পত্নীকে গ্রহণ করেছি। সে বর্ব্বর এখন কি বলে, শোনা যাক্।

মন্ত্রী। ঐ আসছে।

বিক্রম। তুমি পরীক্ষা করো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

(অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ)

অধ্যা। মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি এখনই আসবেন।

অধ্যা। রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়েছেন?

মন্ত্রী। হাঁ, আপনার আবেদন পত্র রাজার নিকট পাঠ করেছি। আবেদন পত্রে ব্যক্ত, আপনি প্রবাস হ'তে গৃহে প্রত্যাগমন ক'রে, আপনার দৌহিত্রকে উন্মাদ অবস্থায় দেখলেন। এখন যে উন্মত্ত নয়, তার প্রমাণ?

অধ্যা। সে কথাও আবেদনে প্রকাশ করেছি, ভয়ে উন্মত্ততার ভাণ করেছিল। যদি কথা স্বরূপ না হতো, লোকসমাজে কলঙ্ক ভার গ্রহণ করে, এ সমস্ত মহারাজের নিকট প্রকাশ করতেম না।

মন্ত্রী। আপনার কলঙ্ক কিসের?

অধ্যা। কলঙ্ক নয়? আমি প্রবাসে যাবার দিন দৌহিত্রকে রাজকন্যার নিকট লয়ে যাই। প্রবাস থেকে এসে আমিই প্রকাশ কচ্ছি যে, কৌশলে আমার দৌহিত্র রাজকন্যা বিম্বাবতীর মাল্য গ্রহণ করেছে। লোকে সহজেই সন্দেহ করতে পারে, এ সমস্তই এই বৃদ্ধ লোভী অধ্যাপকের মন্ত্রণা। কিন্তু আমার কলঙ্ক হোক্, উপায় নাই। আমি এ সমস্ত প্রকাশ না করলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমাদের রাজার উপর কুপিত হবেন, আমার ছাত্রীর কুলটা অপবাদ হবে, রাজকুলে কলঙ্ক থাকবে, তাই ভাব্‌লেম,—কলঙ্কপশরা আমিই মস্তকে ধারণ করবো। মন্ত্রীমহাশয়, শাস্ত্র কথনো মিথ্যা নয়,—কুসন্তানকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য। এই পাষণ্ড দৌহিত্রকে বর্জ্জন না ক'রে এইরূপ জনসমাজে অপদস্থ হ'লেম।

মন্ত্রী। ভাল, এখন কিরূপে বুঝবো যে উন্মাদ নয়।

অধ্যা। এইক্ষণেই আপনার উপলব্ধি হবে যে—উন্মাদ নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। (জগন্নাথের প্রতি) স্থাখ, কোন ভয় নাই, রাজার নিকট স্বরূপ বৃত্তান্ত বলিস্। মহারাজ অতি ধার্ম্মিক। যদি তোর কথা সত্য হয়, রাজকন্যার প্রতি কৃপা ক'রে, তোরে মার্জ্জনা করবেন, আর রাজকন্যাকেও পাবি, কিন্তু মিথ্যা বল্‌লে রাজ-কোপে দণ্ডিত হবি।

জগ। না—না, তুমি রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করো, সে আমায় বরমাল্য দিতে চেয়েছিল!

মন্ত্রী। তিনি বরমাল্য দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে বরমাল্য গ্রহণ করেছিলে কি?

জগ। হাঁ—না—হাঁ—হাঁ—

অধ্যা। ভয় কি, স্বরূপ বল। ঘটনাটা কি জানেন মন্ত্রীম'শায়, এ মূর্খ ভয়ে পাগল বেশে তথায় উপস্থিত হয়েছিল। মাল্য প্রদানের পর আরও ভয় হলো, তাই পলায়ন করেছিল।

মন্ত্রী। এরূপ কি ম'শায়ের নিকট ব্যক্ত করেছে?

অধ্যা। ও মূর্খ, ও কি সমস্ত গুছিয়ে বল্‌তে পারে। আমি অনুমান ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ও সমস্ত কথাতে সায় দিয়েছে।

জগ। হাঁ—হাঁ, আমি বোকা বামুন, সব বল্‌তে পারি নাই।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক্!

জগ। (স্বগত) ও বাবা, এ সেই লক্কব্যের মত।

বিক্রম। আচ্ছা, এখন তুমি বল, কি হয়েছিল?

অধ্যা। মহারাজ, আমি নিবেদন ক'চ্ছি।

বিক্রম। না, ওঁর নিকট না শুন্‌লে সুবিচার হবে না, আপনি ক্ষান্ত হোন।

অধ্যা। বল্ না রে, বল না। (স্বগত) কি বল্‌ব, তোরে দণ্ড দিলে যে রাজকুমারীর কষ্ট হবে, নচেৎ এইক্ষণেই তোরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তেম। (প্রকাশ্যে) বল, তোর গলায় মালা দিলে, তারপর কি করলে?

জগ। আঁ্যা—আঁ্যা—কথন?

বিক্রম। তুমি ভয়ে ছুটে পালালে?

জগ। হাঁ—হাঁ, মহারাজ, হাঁ—হাঁ।

বিক্রম। তারপর কি হলো, তারপর কোথায় গেলে?

জগ। বাড়ীতে গিয়ে শুলুম।

বিক্রম। সত্য?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি তত্ত্ব লয়েছি, একটা সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন।

বিক্রম। এই তো মিথ্যা বলচ? সিন্দুকের ভেতর লুকিয়েছিলে, আর বলছ বাড়ীতে এসে শয়ন করেছ।

জগ। সিন্দুকের ভিতরে এসে শয়ন করেছিলুম।

মন্ত্রী। শুনলুম, সে সিন্দুক কুলুপ আবদ্ধ ছিল। কে বন্ধ করেছিল?

জগ। আমি করেছিলুম—আমি করেছিলুম।

বিক্রম। দেখুন, ব্রাহ্মণ কিরূপ মিথ্যাবাদী। বলছে সিন্দুকের ভেতর শয়ন ক'রে, নিজেই কুলুপ বন্ধ করেছে।

অধ্যা। মহারাজ, রাজদর্শনে ওর মস্তিষ্ক বিকল হ'য়ে যাচ্ছে।

বিক্রম। না, ও মিথ্যা বলছে, স্বরূপ বৃত্তান্ত এখনই শুনবেন। (উচ্চকণ্ঠে) 'লক্কব্য'! 'লক্কব্য' তোমায় আবদ্ধ করেছিল।

জগ। ও বাবা রে—সেই 'লক্কব্য' রে!

বিক্রম। স্বরূপ যদি না বলো, তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ড আদেশ হবে। আর সত্য বলো, মার্জ্জনা করবো।

গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মহারাজ! আমি বে' কর্‌তে যাবার জন্যে সাজচি-গুজচি, লক্ষ্মী সিন্দুক কাঁধে ক'রে এলো, বল্লে, সিন্দুকে ক'রে রাজকন্যা যেতে বলেছে। আমায় চুড়ো পরিয়ে, ধড়া পরিয়ে, সিন্দুকে সাঁদ করালে, তারপর কুলুপ দিয়ে হেঁসেল ঘরে রেখে পালালো।

ক্রম। তুমি কিরূপে মুক্ত হ'লে?

। তারপর থানিক রাত্রে এসে সিন্দুক খুলে দিলে, আমি বেরিয়ে এলুম, বল্লে, "আমি ভূত, আমি ভূত"। তারপর সিন্দুকটা নিয়ে পালালো।

্যা। মহারাজ, অতি ভীরু, তাই বাল্যাবধি হীন মস্তিষ্ক; রাজসমীপে ভয়ে কি আবল-তাবল বক্‌ছে।

ক্রম। না ব্রাহ্মণ, এইবার স্বরূপ বল্‌ছে। সমস্ত প্রমাণ এখনি পাবেন। মন্ত্রী, এঁদের দুজনকে অপর স্থানে ল'য়ে গিয়ে অধ্যাপকের পরিচর্য্যায় লোক নিযুক্ত করো।

ী। আসুন ঠাকুর।

্যা। মহারাজ, যেন সুবিচার হয়। আমাদের রাজার কোন দোষ নাই। যদি মহারাজের বিচারে কুলাঙ্গার রাজকন্যার স্বামী না হয়, এর পাপের সমুচিত দণ্ড দেবেন, ব্রাহ্মণ ব'লে মার্জ্জনা করবেন না।

ক্রম। চিন্তা দূর করুন, কথনই অবিচার হবে না।

[মন্ত্রী, অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রস্থান।

(প্রহরীবেশে রাজ-অমাত্যের প্রবেশ)

াত্য। মহারাজ, রাজা শূরধ্বজ রাজ দর্শনে অবগত।

ক্রম। সত্বর সমাদরের সহিত লয়ে এসো। (স্বগত) এইবার আর এক অভিনয়।

[অমাত্যের প্রস্থান।

আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়। আসন গ্রহণ করুন।

। রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, আমি অপরাধী, আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণের উপযুক্ত নই?

ক্রম। সে কি কথা বল্‌ছেন—সে কি কথা বলছেন! —বিবাহের দিন স্থির কি হয়েছে?

। মহারাজ, অধ্যাপক কি আপনার নিকট আসেন নাই!

বিক্রম। এসেছিলেন,—তিনি এক ভণ্ড বর্ব্বর দৌহিত্রের সহিত সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

শূর। তবে কি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন নাই?

বিক্রম। কি বৃত্তান্ত আজ্ঞা করুন্।

শূর। আমার কন্যা বিবাহিতা।

বিক্রম। সে কি? আমার সহিত প্রতারণা!

শূর। আমি অপরাধী, কিন্তু আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়।

বিক্রম। তবে কিরূপ?

শূর। আমার কন্যাকে ল'য়ে এসেছি, তার নিকট শ্রবণ করুন্।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজা কি বল্‌ছেন শুনেছো? আমার নিকট ঘটক প্রেরণ ক'রে, এথন বলছেন, তাঁর কন্যা বিবাহিতা!

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ?

শূর। আমার কন্যা উপস্থিত আছেন—শুনুন।

বিক্রম। তিনি কি সভায় আস্‌তে প্রস্তুত?

শূর। হ্যাঁ মহারাজ, আমি নিয়ে আস্‌ছি।

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকুমারী সতী, নচেৎ অলক্ষিতে মালা দেবার কথা প্রকাশ করতেন না। আরও একটু দেখা যাক্। পরীক্ষা করা যাক্, উপস্থিত প্রলোভন কিরূপ পরিত্যাগ করেন।

(বিম্বাবতীকে লইয়া শূরধ্বজের পুনঃ প্রবেশ)

মহারাজ, আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী! বোধ হয়, আমায় এর উপযুক্ত বিবেচনা না ক'রে, এরূপ কৌশল কচ্ছেন।

শূর। মহারাজ, আপনি ন্যায়বান, ধার্ম্মিক, রাজ-চক্রবর্ত্তী, সমস্ত সদ্‌গুণ-বিভূষিত, আমায় বাতুল কেন কল্পনা ক'চ্ছেন? মহারাজকে পরিত্যাগ ক'রে অপর পাত্রে অর্পণ করবো, কদাচ কি এরূপ সম্ভব?

বিক্রম। তবে কি? মন্ত্রী, এঁদের জিজ্ঞাসা করো।

মন্ত্রী। আপনি কি বিবাহিতা?

বিম্বা। হ্যাঁ।

বিক্রম। মন্ত্রী, জিজ্ঞাসা করো, কোন্ ভাগ্যবানকে বরণ করেছেন?

বিম্বা। মহারাজ, একজন অভাগা। কিন্তু তিনিই আমার প্রাণেশ্বর।

বিক্রম। তিনি কোথায়?

বিম্বা। মালা অর্পণের পর তিনি কোথায় চ'লে গেছেন, আর তাঁর উদ্দেশ নেই।

বিক্রম। তাঁর নাম কি?

বিম্বা। মহারাজ, তা জানি নি। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌তেন, 'লব্ধব্য',—আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌তেন, 'লব্ধব্য',—তাঁর সকল কথাতেই 'লব্ধব্য'।

বিক্রম। তবে তাঁকে কোথায় পেলেন?

বিম্বা। মহারাজ, উমানাথের মন্দিরে পূজা করতে গিয়েছিলেম, সেই খানে তাঁর দর্শন পাই।

বিক্রম। উমানাথের মন্দিরে কেন গিয়েছিলেন?

বিম্বা। সে দিন শুভদিন, শুনেছিলেম. সে দিন পূজা কর্‌লে, বাবার কৃপায় মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

বিক্রম। কি কামনা করেছিলেন? নীরব কি নিমিত্ত? বোধ হয়, কোন বাঞ্ছিত পাত্রের কামনা করেছিলেন?

মন্ত্রী। প্রকাশ করুন, নচেৎ স্বরূপ অবস্থা কিরূপে প্রতীয়মান হবে?

শূর। বল মা—বল. রাজচক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, আমি তোমার পিতা, আমার আজ্ঞা, স্বরূপ বলো, লজ্জা নাই।

বিম্বা। বাচালতা মার্জ্জনা হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের কামনা করেছিলেম।

বিক্রম। ওঃ! সেইখানেই কি অধ্যাপকের দৌহিত্রকে বিবাহ কর্‌বেন প্রতিশ্রুত হন?

বিম্বা। হ্যাঁ মহারাজ।

বিক্রম। তার পর?

বিম্বা। অর্দ্ধরাত্রে প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য বরমাল্য ল'য়ে উপস্থিত হই। তথায় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, অন্ধকারে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে 'লব্ধব্যর' গলায় মালা প্রদান করি।

বিক্রম। ওঃ—এ বিবাহ বিবাহই নয়। যখন আপনি শিবমন্দিরে আমার কামনা করেছিলেন, তখন আপনি আমারই পত্নী।

বিম্বা। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন? আপনি কি দ্বিচারিণীকে গ্রহণ কর্‌বেন?

বিক্রম। আপনি নারীরত্ন, দ্বিচারিণী কি!

বিম্বা। মহারাজ ক্ষমা করুন্ আপনি রাজচক্রবর্ত্তী, আর্য্যকুলোদ্ভব মহাত্মা, আর্য্যনারীর রীতিনীতি মহারাজের অগোচর নয়। আমি কায়মনোবাক্যে সেই 'লব্ধব্যের' পত্নী। আপনার পত্নী হ'বার নিমিত্ত ভারতে শত শত রমণী আমার ন্যায় শিব-পূজা কচ্ছে, কিন্তু মহারাজ, আমার স্বামী 'লব্ধব্য' দেবদেব মহদেব নির্দ্দিষ্ট করেছেন, নচেৎ তাঁর সম্মুখে 'লব্ধব্যকে' বরমাল্য প্রদান কর্‌তেম না। আমি আর্য্যমহিলা, স্বামীর পদাশ্রিতা। স্বামীই আমার সর্ব্বস্ব, সতীত্ব আমার ভূষণ, পতিসেবা আমার কার্য্য। আমি পতির ক্রীতদাসী, আমি স্বাধীনা নই, মহারাজকে গ্রহণ কিরূপে কর্‌বো?

বিক্রম। আমি রাজা, আমি বলছি, আমায় গ্রহণে তোমার কোন দোষ হ'বে না।

বিম্বা। মহারাজ রাজা সত্য, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য নারীর নিকট। 'লব্ধব্য' আমার পতি, অপর পতিকে বরণ করতে জীবন থাকৃতে পারবো না। পিতা অজ্ঞাতে মহারাজকে আবাহন ক'রে এনেছেন। পিতাকে মহারাজ অপরাধী করবেন, সেই নিমিত্তই এই লজ্জা-সূচক বিবরণ মহারাজের নিকট ব্যক্ত কর্‌লেম।

বিক্রম। মহারাজ, আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন, আমি গ্রহণ কর্‌বো।

শূর। মহারাজ, পিতা হ'য়ে, আপনার আশ্রিত রাজা হ'য়ে, কিরূপে এই অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হবো?

বিক্রম। উঃ, এত অপমান! কিরূপে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন কর্‌বো! মন্ত্রী, যেথায় পাও সেই 'লব্ধব্যে'র অনুসন্ধান করো, যদি পাওয়া যায়, এই কন্যার সম্মুখে তার প্রাণবধ ক'রো, এই আমার আজ্ঞা। আমি চল্লেম, রাজাকে বোঝাও আমার বড় অপমান হবে।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ, কেন অমত কচ্ছেন? সে বিবাহ বিবাহই নয়, আপনি মহারাজকেই কন্যা সম্প্রদান করুন্। পুরাণে শুন্‌তে পাই, গান্ধারী দেবীকে ছাগের সহিত বিবাহ দিয়ে, গান্ধার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছিলেন, তাতে শাস্ত্রে কোন দোষ হয় নাই।

়। মন্ত্রীবর, বিক্রমাদিত্য রাজার ক্রোধের আশঙ্কায়ও এ কার্য্য আমার দ্বারা হবে না।

ম্বা। মন্ত্রী মহাশয়, রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতাপশালী, কিন্তু আমার তনু ত্যাগ নিবারণ কর্‌তে পার্‌বেন না। আমার সম্মতি ব্যতীত কখনই বিবাহ হবে না।

পথ্যে। লম্পট ধরা পড়েছে—লম্পট ধরা পড়েছে!

একদিকে 'প্রহরী' বেশধারী দুইজন অমাত্যের সহিত 'লম্পট' বেশধারী বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ও অন্য দিকে অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ)

ম্বা। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) এই আমার প্রাণেশ্বর।

ক্রম। লম্পট—লম্পট!

গ। ও দাদা গেলুম—ও দাদা গেলুম, এই ব্যাটা 'লম্পট', আমায় আবার সিন্দুকে পূর্‌বে!

ক্রম। লম্পট—লম্পট।

ন্ত্রী। (বিম্বাবতীর প্রতি) আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিবর্ত্তে এই নীচ ব্যক্তিকে গ্রহণ কর্‌বেন?

ম্বা। মন্ত্রীবর, নীচ বল্‌বেন না, ইনিই আমার ইষ্টদেবতা।

ন্ত্রী। যদি না এর পরিবর্ত্তে বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করেন, রাজ-দণ্ডে এর প্রাণদণ্ড হবে।

ম্বা। রাজা যদি অন্যায় করেন, আর্য্যমহিলা কদাচ ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করবে না। রাজার উপর অধিকার নাই। যদি বিনা অপরাধে এঁর প্রাণদণ্ড হয়, আমি সহগমন কর্‌বো।

ক্রম। লম্পট—লম্পট, আমি মরতে পার্‌বো না গো! তুমি যে বর চেয়েছিলে বিক্রমাদিত্য পতি হোক্, মহাদেব আশীর্ব্বাদ ক'রে মাথা থেকে ফুল দিয়েছিলেন। সেই যে আমি তথাস্ত বল্লুম।

র। হে উমানাথ, আমার অদৃষ্টে এই ছিল, বর দিয়ে বিমুখ হ'লে!

ধ্যা। মহারাজ, স্থির হোন্, উমানাথের বর বিফল নয়। মন্ত্রী মহাশয়, এ লম্পটের পরিচয় আমি পেয়েছি।

বিক্রম। গো, তুমি বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করো না।

বিম্বা। স্বামী, ইষ্টদেব, কিরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন? প্রভু, জীবনে-মরণে আমি আপনার আশ্রিতা, আমায় কেন পায়ে ঠেল্‌ছেন? আমি যে শ্রীচরণে আত্ম বিক্রয় করেছি!

মন্ত্রী। ভণ্ড, তুই যাদুকর; তুই এই রাজকন্যাকে যাদু করেছিস্, এই ব্রাহ্মণ কুমারকে যাদু করেছিস্, রাজকুলে কলঙ্ক দিয়েছিস্।

জগ। হ্যাঁ মন্ত্রী ম'শায়,—হ্যাঁ মন্ত্রী ম'শায়, বেটা বড় পাজী!

অধ্যা। চুপ বর্ব্বর।

মন্ত্রী। শোন্ দুরাচার, তোর এখনই প্রাণদণ্ড হবে। যদি জীবনের আশা করিস্, রাজকুমারীকে যাদু মুক্ত কর। তোর যাদু প্রভাবে ইনি বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ ক'রে, তোরে গ্রহণ কচ্ছেন।

বিক্রম। হ্যাঁ গা, তুমি বিক্রমাদিত্যকে চাও না?

বিম্বা। কেন এরূপ দুর্নীত বাণী বল্‌ছেন! আপনি যে হোন, আপনার কথায় বুঝেছি, আপনি শিবভক্ত। হ'তে পারেন আপনি পাগল, কিন্তু পাগল ভোলার পাগল! পাগল ভোলা তাঁর পদাশ্রিত গৌরীকে পদে স্থান দিয়েছেন, আপনি কেন আমার প্রতি কঠোর বাণী বল্‌ছেন? স্বামী হ'য়ে যদি এরূপ আজ্ঞা করেন, দেবদেব মহাদেবের অমর্য্যাদা হবে. শিবরাণীর অমর্য্যাদা হবে, তাঁর অমর্য্যাদা হবে, আমায় পায়ে রাখুন।

বিক্রম। কেন কো তুমি বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ কচ্ছ?

বিম্বা। বার বার কেন এমন নিষ্ঠুর বাক্য বল্‌ছেন, বার বার কেন হৃদয়ে শেলাঘাত কচ্ছেন, বার বার কেন নিজ পত্নীকে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিচ্ছেন? আপনি আমায় ত্যাগ করেন করুন, কিন্তু আপনি আমার ত্যাজ্য নন্, জীবনে-মরণে ত্যাজ নন্, আমার ইষ্টদেবতা! আমি ইষ্টদেবতার ধ্যানে, ইষ্টদেবতার পদ স্মরণ ক'রে, ছার দেহ বিসর্জ্জন দেবো, কদাচ কলঙ্কিত হবো না।

মন্ত্রী। দুরাচার, এ সমস্তই তোর যাদু প্রভাব;—এখনি রাজকন্যাকে যাদু মুক্ত কর।

বিক্রম। আমি কি কর্‌বো? এ যে বিক্রমাদিত্যকে চায় না!—কেমন গা, না?

মন্ত্রী। এখনও ছলনা! (অসি নিষ্কাশন)

বিম্বা। মন্ত্রী মহাশয়—মন্ত্রী মহাশয়, অগ্রে আমার শিরশ্ছেদ করুন্।

মন্ত্রী। কুমারী, আপনি কি ভ্রমে পতিত? রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যকে পরিত্যাগ কচ্ছেন! ভারতের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ কচ্ছেন! ভাল তাই যেন কর্‌লেন, সম্মুখে স্বামীর প্রাণবধ, সতী হ'য়ে কিরূপে দেখছেন?

বিম্বা। মহাশয়, সতী-রাণী মা জানকী আমার আদর্শ, স্বর্ণলঙ্কা রাবণের ঐশ্বর্য্যের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগপাশে আবদ্ধ রামচন্দ্রকে দেখে সতীত্ব বিস্মৃত হন নাই। অন্যায় করেন, আমি অবলা, আমার উপায় নাই, কিন্তু পতির অনুসরণ করা আমার সাধ্য। সতীর কর্ত্তব্য সতী জানে, সে কর্ত্তব্যের উপদেশ আপনি দেবেন না। আমার নিকট বিক্রমাদিত্যের রাজমুকুট তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, ভারতবর্ষ তুচ্ছ! যে চরণ সর্ব্বস্ব করেছি, সেই আমার সর্ব্বস্ব! মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে আমি তৃণ জ্ঞান করি।

বিক্রম। (বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া) তবে মহারাজ শূরধ্বজ, আমার অপরাধ নেই, আপনার কন্যা আমায় গ্রহণ করবেন না, আমি উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করি।

সকলে। জয় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিম্বা। (স্বগত) বাবা উমানাথ, তোমার বিচিত্র লীলা!

বিক্রম। (বিম্বাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রাণেশ্বরী, শিব-বর বিফল নয়। তোমার সতীত্বপ্রভাবে, আমি মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে সঞ্জীবিত করেছি! বিধাতা-দত্ত 'লব্ধব্য' শ্লোক বিস্মৃত হ'য়ে সেই শ্লোক পূরণ আশায় দেশে-দেশে ভ্রমণ কর্‌তেম। সে শ্লোক তোমা দ্বারা পূরণ হয়েছে! আদ্যোপান্ত বিবরণ তোমায় নিকট বল্‌বো। জেনো, ব্রাহ্মণের নিকট তুমি আমায় ঋণে মুক্ত করেছ, জেনো সেই ঋণে আমি তোমার নিকট ঋণী! 'লব্ধব্য' রূপে তোমার নিকট থাকবো প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌বো, জীবন থাকৃতে বিচ্ছেদ হবে না। মুখ তুলে চাও, 'লব্ধব্যের' মুখের পানে চাইতে দোষ নাই।

শূর। আমার কি ভাগ্য—কি ভাগ্য! রাজরাজেশ্বর বিক্রমাদিত্য আমার জামাতা। কে আছিস্, নগরে উৎসব কর্‌তে বল্। ভা[ণ্ডার] শূন্য কর্‌বো, নগরে দরিদ্র রাখ্‌বো [না]; হুলুধ্বনি দে, শঙ্খধ্বনি কর্! রাজ্ঞী—রা[জ্ঞী], বিক্রমাদিত্য জামাতা—বিক্রমাদিত্য জামাতা!

[শূরধ্বজের প্রস্থা[ন]।

(গঙ্গাধর, গঙ্গাধর পত্নী, বিষ্ণুপদ ও সুমতীর প্রবে[শ])

গঙ্গা। মহারাজ, আমরা পুত্র-পুত্রবধূকে ল'য়ে দম্প[তি]-মিলন দেখ্‌তে এসেছি। মহারাজ জানেন, দরি[দ্র] ব্রাহ্মণ, রাজরাজেশ্বর, ব্রাহ্মণের অকপট আশীর্ব্বা[দ] গ্রহণ করুন্। (বিম্বাবতীর প্রতি) মা রাজরাণী, তুমি শক্তিরূপিনী রাজশক্তি; তোমার শক্তি-প্রভাবে প্রজাপুঞ্জ পালিত হ'য়ে যেন প্রতি গৃ[হ] আনন্দ পূর্ণ হয়—যেন আর্য্যরাজ-যশোজ্যোতি শরচ্চন্দ্রের ভাতির ন্যায় ভুবনে বিভাসিত হয়।

গঙ্গা-পত্নী। মা রাজরাণী, পতির আদরিণী হও, পতি-ভক্তি তোমার হৃদয়ে চির বিরাজিত থাকুক;—এর অধিক আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

বিষ্ণু। মহারাজ, মা রাজলক্ষ্মী, তোমরা এই ব্রাহ্মণের জীবন দান করেছ, এ জীবন রাজকল্যাণে চি[র] সমর্পিত। ব্রহ্মণ্য-দেব আমার সহায় হয়ে, তোমাদের চিরকল্যাণ সাধন করুন্!

সুমতি। মহারাজ, আমার এই সিন্দুরের কৌটা এনেছি। তোমাদের মহিমায় মৃতপতি ফিরে পেয়েছি। আমার ললাটের সিন্দুর যেমন উজ্জ্বল করেছ, মার কপালে এই সিন্দুর পরাও, দাক্ষায়ণী সতী-রাণীর কৃপায়, যেন এই সিন্দুর উষার ন্যায়, মার ললাটে দীপ্তিমান হয়। মা জান না, আমার কুমতিতে অঙ্কিত ব্যাঘ্র, সজীব হ'য়ে আমার পতিকে আক্রমণ করেছিল;—সেই মূর্চ্ছিত পতি তোমাদের মহিমায় ফিরে পেয়েছি।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

বিক্রম। প্রিয়ে, আজ আমরা অমূল্য যৌতুক লাভ করেছি। ব্রাহ্মণ সপরিবারে আশীর্ব্বাদ করেছেন, আমাদের মস্তকে মুকুট অপেক্ষা এ আশীর্ব্বাদ শোভাময়। ব্রাহ্মণ-পরিবার জয়-ধ্বনি করেছেন, ভারতে জয়ধ্বনি নিশ্চয় উত্থিত হবে।

বিম্বা। মহারাজ জানেন, আমি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণিগণের চির-সেবিকা।

অধ্যা। মা, এ তোমারই উপযুক্ত কথা, আমার বিদ্যা-দান সার্থক।

গ। (স্বগত) তাই মালা দেবে পণ করেছিল, আমি ভেবেছিলেম, আমার রসিকতায় ভুলে প্রেমে পড়েছে।

অধ্যা। বর্ব্বর, ব্রাহ্মণ-কুলাধম, রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। শৃগাল হ'য়ে সিংহের দ্রব্য প্রয়াস করেছিলি!

গ। (বিদ্যাবতীর প্রতি) মা, এই কাণ মলছি নাক মলছি। (অধ্যাপকের প্রতি) দাদা, আমার খুব আক্কেল হয়েছে।

বিক্রম। হে অধ্যাপক, আপনি কলঙ্কের ভয় করে ছিলেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, আপনি যথার্থ সত্যানুরাগী ব্রাহ্মণ,—নিজ কলঙ্ক উপেক্ষা ক'রে, সত্য প্রচার করবার প্রয়াস পেয়েছেন; আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা ভারতে ব্রাহ্মণের আদর্শ।

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ, বিদ্যাবতী আমার ছাত্রী নয়—কন্যা। এ সংবাদ ব্রাহ্মণীকে না দিয়ে একা কত আনন্দ কর্ব্বো! মহারাজের জয় হোক্!

বিক্রম। মন্ত্রীবর, ব্রাহ্মণ-সেবায় তুমি সম্পূর্ণ পটু। এই আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচার্য্যার ভার তোমায় আর অধিক কি দেব,—মনে রেখ, এঁদের কৃপায় আমি রাজকর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হয়েছি।

মন্ত্রী। আসুন, আমরা যাই, রাজদম্পতী বিশ্রাম করুন্। (রাজ-দম্পতীর প্রতি) মহারাজ, মহারাজ্ঞি,—আদেশ মত বাচালতা-অভিনয় করেছি, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়। মা, আমি আপনার বাচাল সন্তান।

[সকলের প্রস্থান।

(সখিগণের প্রবেশ)

১মা সখী। কি লো, লব্ধব্য ভাল—না বিক্রমাদিত্য ভাল?

২য় সখী। কি লো—কি লো, বিক্রমাদিত্যের নাম কাণে তুলতিস্ নি, বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখাতে গেলুম, ফিরে চাইলি নি, এখন যে বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে বাসর ক'রে বাঁয়ে দাঁড়িয়েছিস!! রাজাকে আমরা নেব, তুই এই 'লব্ধব্যের' ঢোল নিয়ে শুগে যা।

১মা সখী। মহারাজ, রোজ এই ঢোলটি ফুল দিয়ে সাজিয়ে, কোলে ক'রে নিয়ে শুতেন। উনি এই ঢোল নেন, আপনাকে নিয়ে আমরা বাসর করি।

বিক্রম। আমি তো তোমাদেরই, তোমাদের নিয়ে বাসর করবো ব'লেই তো এসেছি। ব্রাহ্মণ-কুমারের বাসরে ব্রাহ্মণহত্যা দেখেছিলেম, তোমাদের আশ্রয়ে এই সাধের বাসরে আমার সেই মহাপাপ মোচন হলো। আমি তোমাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

১মা সখী। মহারাজ, 'লব্ধব্য' রাজাকে বিশ্বাস কি বলুন? রাজকুমারীকে ফেলে পালান, তা আমরা কোন ছার!

২য় সখী। আবার পালাবে কোথা লো? ধরা পড়েছে, বেধে রাখবো।

বিক্রম। আমি ত বাঁধা দিয়েছি, আর বাঁধবে কেন?

সখিগণের গীত।

পাগ্‌লি পেয়েছে পাগলে।
পূজে পাগলা হরে দেছে মালা, পাগলি পাগলের গলে॥
পাগ্‌লি পাগল যুগল মিলন এ কেমন পাগল করে মন,
সাম্‌লে থাকিস্, দেখিস্ রাখিস্, প্রহরী নয়ন;—
কত ছল জানে পাগল, পাগলী নে না যায় চলে॥

যবনিকা-পতন।

লীলা।

প্রাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বাল্যকালে একবার ক্রিশ্চান হইতে যান, আত্মীয়েরা মিসন হাউস হইতে ফিরাইয়া আনেন। তদবধি তাঁহারা একরূপ একঘরে হইয়াছিলেন। অবশ্য যদি বিশেষ আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় করিয়া পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট গলবস্ত্র হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া ভোজ দিয়া, ব্যক্তিবিশেষকে ঋণ দিয়া চেষ্টা করা হইত, তাহাতে সম্ভবতঃ সমাজে ঠেলা থাকিতেন না। কিন্তু প্রাণকুমারের বাপের সেরূপ সঙ্গতিও ছিল না এবং সমাজে উঠিবার জন্য বিশেষ আগ্রহেরও অভাব ছিল। যাঁহারা প্রথমে ইংরাজি পড়িয়া Young Bengal বলিয়া পরিচিত হন, প্রাণকুমারের পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। বাহ্যিক দৃশ্যে হিন্দুয়ানি রাখিতে হয়—রাখিতেন, পরিচয় ছিল হিন্দু, কিন্তু অন্তরে সকল ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম—কপটাচারী ব্রাহ্মণের গঠিত, এই ধারণাই তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। পুত্র প্রাণকুমার একবার অন্ধকার হইতে আলোয় যাইবার চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর পিতৃ উপদেশে তিনিও বুঝিয়াছিলেন, মরিলেই ফুরায়, ঈশ্বর কল্পনা মাত্র। বিদ্যাচর্চ্চা করো, অর্থ উপার্জ্জন করো, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকো, এই মাত্র জীবনের উদ্দেশ্য। এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃ-বিয়োগের পর তিনি যখন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ দৃঢ় সংকল্পে কার্য্য আরম্ভ হইল—যে অচিরে ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থের অধিকারী হন।

এখন আর পল্লীর লোক তাঁহাকে একঘরে করিতে চাহেন না; কিন্তু সকলকে তিনি এক প্রকার একঘরে করিয়া রাখিলেন। যেরূপ সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, রাজদরবারেও তাঁহার সেইরূপ সম্মান। রাজপুরুষদের ভোজ তাঁহার বাটীতে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া। সুতরাং অনেকেই তাঁহার প্রত্যাশাপন্ন হইল। তিনিও মধ্যে মধ্যে এর ওর চাকরী করিয়া দিলেন, কখনও বা কাহাকে কিছু সাহায্য করিতেন; ক্রমে তিনি সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি হইলেন। ইংরাজিবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতেন; লেক্‌চারে তাঁহার বড় যশ। বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ রহিত, জাতিভেদ রহিত, স্বাধীন—স্বাধীনতা—এই সমস্ত তাঁহার লেক্‌চারের বিষয় [illegible] কেবল লেক্‌চার দিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। উপর্য্যুপরি তাঁহার দুইটি কন্যা হয়, তাহাদের শিক্ষিত [illegible]রিয়াছিলেন ও বায়ুসেবনের নিমিত্ত ফেটিনে সঙ্গে [illegible]য়া বেড়াইয়া আনিতেন। কেবল তাঁহার গৃহিণী সভ্যা হইতে পারেন নাই,—কুসংস্কার সহজে যায় না ভাবিয়া—প্রাণকুমার ক্ষান্ত থাকিলেন, কিছু বলিলেন না। দুইটি কন্যার পর নয় বৎসর আর কোনও সন্তানাদি হয় নাই, নয় বৎসর পরে দৈবাধীন আর একটি কন্যা জন্মিল। এদিকে প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার অবিবাহিতা অবস্থাতেই স্ত্রীচিহ্ন প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—গৃহিণীর নিতান্ত অনুরোধে পাত্র খুঁ[illegible] বাধ্য হইলেন, নচেৎ এখনও বিবাহ দেওয়া [illegible]র অভিপ্রেত নয়। কিন্তু কুৎসিত প্রথামত [illegible]হ দেওয়া হইবে না। বিবাহের পূর্ব্বে বরক'নে [illegible]রস্পর পরিচিত হওয়া উচিত। বাপ মা ধরিয়া বিবাহ দিলে যোগ্য পাত্রে যোগ্য স্ত্রী হয় না, যেমন তাঁহার হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণ সভ্য, তাঁহা[র] স্ত্রী সম্পূর্ণ অসভ্যা,—এই কুৎসিত প্রথানুসারে অনেক সময়েই যোগ্য রমণী উপযুক্ত স্বামী পায় না। বাপ মা ধরিয়া বিবাহ দেয়, তাহাতে মনোনীত বর পছন্দ করিয়া লইবার অবকাশ পায় না, সুতরাং কোন হতভাগ্যের হাতে পড়িয়া দুঃখ পায়। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের এরূপ যন্ত্রণা যাহাতে না হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যক। তিনি সেইজন্য কতকগুলি যুবা পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাত্রে একত্রে ভোজন করিতেন, কন্যাদ্বয়ও বাপের সঙ্গে বসিয়া টেবিলে খাইত। এইরূপে যুবতীদ্বয় যুবকবৃন্দের সহিত একত্রে আলাপ

করিবার সুযোগ পাইত। নানা বিষয় তর্কবিতর্ক হইত। যুবকবৃন্দ শিক্ষিত, যুবতীদ্বয়ও শিক্ষিতা, যে বর মনোনীত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে।

সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত একটি যুবা প্রাণকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যার নিমিত্ত মনোনীত হইল। যুবক অতি ধীর অতি শান্ত, কোনরূপ দোষের ছায়াও তাহাতে স্পর্শে নাই। যদিচ পরীক্ষায় উচ্চশ্রেণীতে পাশ হয় নাই, কিন্তু বিদ্যার প্রকৃত গভীরতা তাহাতে জন্মিয়াছে। সেই গভীরতাই নিম্নশ্রেণীতে পাশ হইবার কারণ। কেন না, এক প্রকার বুদ্ধিহীন পরীক্ষকেরা অন্যান্য ছাত্রের মৌলিকতাশূন্য উত্তর পুস্তকের সহিত মিলাইয়া অধিক নম্বর দেয়। এ যুবার প্রত্যেক উত্তরেই মৌলিকতা তাহা শিক্ষকের কঠিন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। ক্রমে আনন্দের সহিত দেখিলেন, জ্যেষ্ঠা কন্যাও ঐ যুবার পক্ষপাতী। দ্বিতীয়া কন্যারও তাঁহার মনোনীত পাত্রের প্রতি অনুরাগ দেখিলেন। ক্রমে যুবাদ্বয় কন্যাদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় ফিরিতে লাগিল। প্রেমের তো সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ধূমধামের সহিত দুই কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। উভয় পাত্রই প্রায় নিঃস্ব, তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, দুই জামাতার জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক প্রদান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার অলঙ্কারও প্রায় বিশ হাজার টাকা। অবশ্য জামাতার সম্পত্তি নয়, কন্যার সম্পত্তি বলিয়া লেখা পড়া করিয়া দিলেন।

প্রাণকুমার মনে মনে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার দৃষ্টান্তে কুসংস্কারের ভিত্তি উৎপাটিত হইবে। কিন্তু কুসংস্কার বড় দৃঢ়মূল, এ দৃষ্টান্তে তাহা উৎপাটিত না হইয়া মূলের দৃঢ়তার অধিকতর প্রমাণ করিল। তাঁহার সংস্কার যে ভিত্তিশূন্য, তাহা তিনি ধীরে ধীরে বুঝিতে লাগিলেন। অচিরে বুঝিলেন, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। কন্যাদ্বয়ও বুঝিতে পারিল যে, যে পাত্রেরা বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা চলিয়া গেলে বুক পাতিয়া দিতে পারিত, এখন তাহাদের সহিত গভীর রাত্রে একবার সাক্ষাৎ হয়, কোন দিন বা হয় না, অনেক দিন বন্ধুর বাড়ী ভোজে রাত্রি প্রভাত করিয়া আসেন। নিত্য টাকার প্রয়োজন, এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠা কন্যা যখন গর্ভবতী, স্বামীর দুর্ব্যবহারে পিত্রালয়ে আসিতে বাধ্য হইল। প্রাণকুমারের গৃহিণী অবস্থা শুনিয়া বুঝিলেন যে, কোন প্রতারক প্রেমের ভাণে অর্থলোভে কন্যার মন ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বেশ্যাসক্ত মাতাল, শিষ্ট-শান্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রাণকুমারের চক্ষু অন্ধ করিয়াছিল। হৃদিভঙ্গে সূতিকাগারে জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হইল। ইহার পরও দ্বিতীয়া কন্যাও নিঃস্ব অবস্থায় উন্মাদরোগ প্রাপ্ত হইয়া পিত্রালয়ে স্থান পাইল। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর তাহারও মৃত্যু হইল।

যে সময় উক্ত কন্যাদ্বয়ের কোর্টসিপ চলিতেছিল, তখন তৃতীয়া কন্যা লীলা বালিকা। তাহার ভগিনীদ্বয় দুইটি যুবার দ্বারা কিরূপে আরাধিত হইত, তাহা দেখিয়াছিল। পরে তাহাদের প্রতি অনাস্থা, হৃদিভঙ্গে উভয় ভগ্নীর মৃত্যু, লীলার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইল। এই সময়ে তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায়। একদিন সকলকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া, লীলাকে শয্যায় বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"লীলা, আমার মৃত্যু নিকট, এই মৃত্যুশয্যায় আমার নিকট একটি শপথ করো। তুমি কখনো বিবাহ করিও না।" লীলারও মনে বহুদিন হইতে সেই সঙ্কল্প উঠিতেছিল। পিতার নিকট শপথ করিল।

প্রাণকুমারের মৃত্যু হইল। সম্পত্তিতে তাঁহার স্ত্রীর জীবনস্বত্ব, পরে সমস্ত সম্পত্তিই কন্যার। তাঁহার স্ত্রী পরম পবিত্রা ছিলেন, হিন্দুর গৃহে যেরূপ থাকা উচিত, সেইরূপ। তিনি লীলার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করায় লীলা তাহার শপথের কথা বলিল। এবং ইহাও প্রকাশ করিল যে, যদি সে পিতার নিকট সত্যে বদ্ধ না থাকিত, তথাপি সে বিবাহ করিত না। পুরুষ অতি কপট, তাহার ধারণা জন্মিয়াছে। এই সংস্কার দূর করিবার জন্য তাহার মাতা বিশেষ বুঝাইতে লাগিলেন। বুঝাইলেন, সংসার প্রেমেই চলিতেছে, দুই একটি বিপরীত দৃষ্টান্তে প্রেমহীন সংসার ধারণা করা অনুচিত। লতা যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, বনিতাও সেইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিতে পারে না। সংসার প্রলোভনময়, বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মনষ্টের সম্ভাবনা। কিন্তু কন্যা কিছুতেই বোঝে না। শোকে তাপে লীলার মাতা জীর্ণা হইয়াছিলেন। কন্যার এরূপ দৃঢ়পণে ও নানা দুশ্চিন্তায় তিনিও মৃত্যুশয্যায় পতিতা। মুমূর্ষু অবস্থায় শুশ্রূষারত কন্যাকে বলিলেন, "মা, তুমি আমার যন্ত্রণা

দূর করিবার নিমিত্ত শুশ্রূষা করো, কিন্তু যদি তুমি অবিবাহিতা অবস্থায় থাকো, মৃত্যুর পরও আমার যন্ত্রণা দূর হইবে না।" লীলা বলিল, "মা, আমি বিবাহ করিব।" দুই এক দিনেই লীলার জননী, যথায় কর্ত্তব্যপরায়ণা সাধ্বীরা অবস্থান করেন, সেই-লোকে গমন করিলেন। শ্রাদ্ধাদি যথানিয়মে সম্পন্ন হইল।

এখন লীলা স্বাধীনা। যেরূপ সুশিক্ষিতা, বিষয়-কর্ম্মেও সেইরূপ নিপুণা ছিল। সম্পত্তি রক্ষণেও সম্পূর্ণ পারক। কিন্তু এক প্রবল চিন্তা তাহার মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। পিতা ও মাতার নিকট তিনি বিপরীত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত। পিতৃবাক্য রক্ষা করার প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ। তিনি পুরুষকে ঘৃণা করেন। ভগ্নিদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া তিনি সকল পুরুষকেই কপট বলিয়া জানেন। এইরূপ কপটাচারিগণকে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার জীবনের এক উদ্দেশ্য হইল।

তিনি এক সুন্দর উপবন প্রস্তুত করিলেন, কৃত্রিম পর্ব্বত, কৃত্রিম নির্ঝর শোভিত দেশী বিদেশী পুষ্প, শীতোষ্ণপ্রদেশ হইতে নানাবিধ বৃক্ষলতাদি, নানা দেশ হইতে যে সকল ব্যক্তি উপবন প্রস্তুতে নিপুণ, তাহারা তাঁহার কার্য্য করিতে লাগিল। নাম 'নন্দন-কানন' রাখিলেন। আবার সেই উপবনে নানাবিধ পক্ষী, নানাবিধ জীবজন্তু পালিত হইতে লাগিল। মধ্যে সুন্দর অট্টালিকা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত নানা কারুকার্য্যে শোভিত। যে বস্তু যথায় রাখিলে নয়নসুখকর হয়, কলাবিদ্যায় যত প্রকার শোভা বর্দ্ধিত হইতে পারে, অট্টালিকা সেই শোভার আধার হইল। ভোগের নিমিত্ত যে যে বস্তুর প্রয়োজন, সকলই সেই ভবনে রহিল। অট্টালিকা সুন্দর, উপবন সুন্দর, লীলা সুন্দরী, সুন্দরী সহচরী পরিবৃতা। নানা সুন্দর যানে সুসজ্জিতা হইয়া সহচরীর সহিত নানা স্থানে ইচ্ছামত ভ্রমণ করেন, যুবকবৃন্দের চমকিত। সতীশ, যতীশ, গিরীশ, নগেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, গগন, ধরণী, যামিনী প্রভৃতি যুবক সকলেরই মনে মনে কল্পনা, কিরূপে এ সুন্দরী অধীন হইবে। লীলার সহিত আলাপ করিবার অতি সহজ, উদ্যানে ভ্রমণ করিতে অনায়াসে যায়, বেশভূষা করিয়া তথায় গেলে সুন্দরী বালিকা আসিয়া অভ্যর্থনা করে। কখন লীলার সহিতও দেখা হয়। ক্রমে কোন কোন ধনাঢ্য সহিতও আলাপ হইল। লীলা গান করেন, বাজান—তাহাও শুনিবার সুযোগ হইল। ধীরে যেন এক প্রকার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। হাস্য-হাসও চলিতে লাগিল। সতীশ নামে একজন যু প্রেমকথা কহিবারও সুযোগ পাইলেন। আ ইঙ্গিতে তিনি অনেক দিন মনের জ্বালা ব্যক্ত করি লেন। আজ একাকী পাইয়া কথায় তাহা প্রক করিলেন। এ দিক ও দিক, এ কথা সে কথার বলিলেন, "লীলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" লী উত্তর করিলেন, "বটে, এ আমার সৌভাগ্য। আম তো আপনার কেহই নাই, আমায় ভালবাসিবার জগতে কাহাকেও দেখি না। আপনার ন্যায় ব্যক্তি যে আমায় ভালবাসেন, ইহাতে আমি পরম বাধিত। অতি মধুর স্বরে, মধুর ভঙ্গীতে উত্তর প্রদত্ত হইল কিন্তু যে ভাবের উত্তর যুবা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন সে ভাবের উত্তর নয়। যুবা পুনর্ব্বার বলিলেন,—"বিশ্বাস করো লীলা, আমি তোমায় বড় ভালবাসি আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তুমি বিশ্বাস করো।"

লীলা। শপথের প্রয়োজন কি, আপনি ভদ্র-লোক, কেন আমায় মিথ্যা বলিবেন?

সতীশ। তবে—

লীলা। তবে আর কি?

সতীশ। তুমি কি আমায় একটু ভালবাসিতে পারিবে?

লীলা। আমি তো মনে করি ভালবাসি, নচেৎ কেন আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব, কেন আপনার সহিত একত্রে বসিয়া কথোপকথন করিব?

সতীশ। তবে কি আমি আশা করিতে পারি, এক দিন তুমি আমার হইবে? আমি কি পৃথিবীতে স্বর্গ পাইব?

লীলা। বুঝাইয়া বলুন, আপনার হইব কি? আপনার হওয়া কাকে বলে? আপনিই বা স্বর্গ পাইবেন কি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সতীশ। লীলা, তুমি কি আমার প্রাণের আবেগ বুঝিতে পারিতেছ না?

লীলা। মনের আবেগ তো আপনি আমায় জানাইয়াছেন, আপনি আমায় ভালবাসেন।

সতীশ। তুমি কি সত্যই বুঝিয়াছ—আমি ভালবাসি ?

লীলা। কেন বুঝিব না, এ তো বুঝা কঠিন নয়।

সতীশ। তবে তুমি আমার অন্তর্জ্বালা নিবারণ করো, তুমি আমার হও।

লীলা। ভালবাসেন তো ভাল, এতে আবার অন্তর্জ্বালা কি ?

সতীশ। লীলা আমার প্রাণ রাখ, আমায় বিবাহ করো। এই বলিয়া সতীশ লীলার চরণ ধরিতে যাইতেছিলেন, লীলা সত্বর সরিয়া গিয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, "এই জন্য শপথ করিয়া বলিতেছিলেন, 'ভালবাসি'! এই জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, 'বিশ্বাস করো ভালবাসি'! এখন বুঝিলাম, আপনি ভালবাসেন না।"

সতীশ। কেন, কেন,—কি হইলে বুঝিবে—আমি ভালবাসি।

লীলা। আপনি যে ভালবাসেন না, আপনার কথাই তাহার প্রমাণ। আপনি ভালবাসেন না, বাঁদী করিতে চান। স্বাধীন আছি, আপনার অধীন করিতে চান। যদি সত্য ভাল বাসিতেন, আমার ভালতেই আপনার ভাল হইত। আমি যাহাতে সুখী হই, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। আপনার ভালবাসা নয়—পাশবীয় পিপাসা!

লীলা প্রস্থান করিলেন, যুবা বাক্‌হীন হইয়া দণ্ডায়মান। লীলার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে ভাবিলেন, কেহ কি লীলাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, তাঁহার বিবাহিতা পত্নী মৃত, তাঁহার ভালবাসার পাত্রী অপর স্থানে ছিল! তিনি স্বার্থপর, লীলাকে বিবাহ করিলে তাঁহার স্বার্থ চরিতার্থ হইবে, এই জন্য তাঁহার প্রেমের প্রস্তাব! লীলা ইহা কিরূপে বুঝিল। নিজ বাটীতে ফিরিয়া গেলেন, কতকটা উপেক্ষা সহ্য করিয়াও দুই এক দিন লীলার নিকট আসা বন্ধ করিলেন না। কিন্তু ক্রমে লীলার ভাব দেখিয়া তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন।

সকলে দেখিতে লাগিল, যদি লীলার কাহারও উপর টান থাকে তো ধীরেন্দ্রের উপর। ধীরেন্দ্র সুপুরুষ, সুরসিক, সঙ্গীতবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও ধনবান। যে যখন লীলার বাটীতে আসে, ধীরেন্দ্র ও লীলা একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে দেখিতে পায়। উদ্যান ভ্রমণের সময় কখনও লীলার পশ্চাতে ধীরেন্দ্র, কখনও ধীরেন্দ্রের পশ্চাতে লীলা, যুবক যুবতী যেন পরস্পর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চায় না। ধীরেন্দ্রের সৌভাগ্যে অনেক যুবাই ঈর্ষান্বিত। ধীরেন্দ্রও মনে মনে গর্ব্বিত। ধীরেন্দ্র ভাবিতেন, আমি অগ্রে কোন কথা বলিব না, লীলা আরও অগ্রসর হোক্। যাবে কোথা, —আজ না হয় কাল—লীলা তাহার সম্পূর্ণ অধীন হইবে। দিন গেল, কিন্তু লীলা আর এক পদও অগ্রসর নয়। ধীরেন্দ্র বুঝিলেন, ইহা রমণীর সহজাত লজ্জা, তিনি প্রস্তাব করিবেন।

পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইয়াছে, পুষ্পগন্ধে উপবন আমোদিত, পাপিয়া প্রভৃতি পাখীর তান উঠিতেছে। লীলার সহিত ধীরেন্দ্র কোন নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া আছেন। ধীরেন্দ্র যেন অন্যমন, লীলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এ ভাব কেন? স্ত্রীর সহিত কলহ হইয়াছে না কি?" ধীরেন্দ্র যেন গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, তুমি কি আমার হৃদয়াগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবার নিমিত্ত এ কথা বলিলে লীলা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন, যদি আমার কথায় আঘাত পাইয়া থাকেন, মার্জ্জনা করুন। আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি।" ধীরেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"লীলা তোমার কথায় আমার আরও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে, তুমি কি সত্যই আমার কি যন্ত্রণা জানো না? আমি যে অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারো নাই?"

লীলা। আমি কিরূপে জানিব, আপনি তো কখনও আমায় বলেন নাই? আপনি আসেন, আমোদ করেন, গানবাজনা করেন, আপনার যে কোন অসুখের কারণ আছে, তাহা কিরূপে জানিব?

ধীরেন্দ্র। লীলা, তুমি অতি কঠিনা!

লীলা। কেন মহাশয়! কি করিলাম, যদ্যপি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, মার্জ্জনা করুন, আমি পুনরায় মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

ব্যাকুল ভাবে ধীরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"লীলা, লীলা, তুমি কি সত্যই জান না—যে তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্যে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! যতক্ষণ তোমার নিকট থাকি, ততক্ষণ

সমস্ত সংসার আলোকময়, তুমি নিকটে না থাকিলে ঘোর তমাচ্ছন্ন হই। ভাবিয়াছিলাম, তুমি একদিন আমার মনোভাব বুঝিবে। ভাবিয়াছিলাম, তোমার সহানুভূতি পাইব, তুমি আমায় দয়া করিবে। কিন্তু এত দিনে যে তুমি আমার মনোভাব বুঝ নাই, এ অপেক্ষা আমার মনোবেদনার কারণ কি অধিক হইতে পারে।" লীলা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "ধীরেন্দ্রবাবু এত দিনে আমার চক্ষু খুলিল, এত দিন আমার সহিত আপনার আলাপ, আমার প্রতি যত্ন সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম। আপনার মনোবেদনা, আমি আপনার উপপত্নী হই নাই। আপনি প্রতারক, বিবাহিতা স্ত্রী আছেন, আমার সহিত প্রেম কথা কহিতেছেন। আপনি একজন অবলার সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষান্ত নন, অপর একজনের সর্ব্বনাশ করিতে চাহেন। আপনার সহিত আলাপ রাখিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়।" এই বলিয়া লীলা প্রস্থান করিল। যেরূপ রুষ্টস্বরে লীলা কথা কহিয়া গেলেন, তাহার পর ধীরেন্দ্র আর লীলার বাটীতে যাইতে সাহস করিলেন না।

গগন নামে যুবা বিবাহ করেন নাই, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ফুলে ফুলে মধুপান করিবেন। খুব সৌখীন,—খুব রসিক, লীলাকে প্রেম জানাইয়া বলিলেন,—"একি দারুণ শৃঙ্খলে আমায় আবদ্ধ করিয়াছ? আমি চির জীবনের জন্য তোমার ক্রীতদাস। আমায় চরণে স্থান দাও।" যুবা লীলার কঠিন পায়ে স্থান পাইলেন না।

কেহ লীলাকে না পাইলে দেশান্তরে চলিয়া যাইবেন, কেহ আত্মহত্যা করিবেন, কিন্তু স্বাধীন লীলা, যাহার যাহা ইচ্ছা করিবার নিমিত্ত স্বাধীনতা দিলেন। দেশান্তরে যাইবার নিমিত্ত বা আত্মহত্যা করিতে বাধা প্রদান করিলেন না।

অনেক যুবাই পরীক্ষিত হইল। কিন্তু বেণীমাধব নামে এক যুবা, তাঁহার আজও পরীক্ষা হয় নাই। বা সর্ব্বগুণসম্পন্ন, অতি সুপুরুষ, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। তাহার অকৃত্রিম দয়ার প্রশংসা ঘরে ঘরে, তাঁহার কল প্রকার সখ—গাওনা বাজনার সখ, কবিতার খ, পাখীর সখ, ফুলের সখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লীলার সহিত লীলার উপবনে ফুল লইয়াই কথাবার্ত্তা হইত, কখনও কোন ফুলগাছে কলম করিয়া লইতে অনুমতি চাহিতেন, লীলার আপত্তি ছিল না। আবার তিনি এমন ফুলের চারা লীলাকে দিতেন যে, লী বহু অর্থে সংগৃহীত উপবনে সে ফুলের চারা না তিনি অদ্ভুত বিজ্ঞাবলে এরূপ ফুল ফুটাইতেন তাহা নূতন ফুল বলিয়া গণ্য হইত। উদ্ভিদ বি তিনি অসামান্য ব্যক্তি। কখনও কোন উং গায়ক আসিলে, লীলার বাগানে আনিয়া লীলা গান শুনাইয়া যাইতেন। কবিতা বা রচনা করি তাহাও শুনাইতেন। দরিদ্রের অবস্থা লইয়া লীল সহিত কথাবার্ত্তা হইত। কিন্তু লীলা বি সুযোগ দিয়া দেখিলেন যে, আকার ইঙ্গিতে বা কং বেণীমাধব প্রেম প্রকাশ করেন নাই; বরং এক কিয়ৎক্ষণ বসিলেই বাহিরে আসিতে চাহিতেন, লীলার সহিত একসঙ্গে তিনি নির্জ্জনে থাকি ভালবাসেন না। বরং সুরো নামে লীলার একং পরিচারিকা ছিল, তাহার সহিত বেণীমাধব গোপ কখনও কখনও দু'একটা কথা কহিতেন। বে মাধবের ভাব, লীলা কিছুই বুঝিতে পারেন ন বেণীমাধব অবিবাহিত, কিন্তু তাঁহার শত্রুর মুখে কোন নিন্দা নাই। যত দিন যায়, বেণীমাধবে চরিত্রে লীলা ততই বিস্মিত!

সুরো লীলার বাল্যসখী। নাম সুরবালা,- আদর করিয়া লীলার মা সুরো বলিতেন। সুরো ঠাকুরদাদা ও লীলার ঠাকুরদাদা জ্ঞাতি-সম্প ভাই ছিলেন, কলিকাতায় এক পাড়ায় বাস সুরোর পিতা সুরোর ঠাকুরদাদা জীবিত থাকিতে পরোলোকগত হন। কন্যার সমবয়সী দেখিয় লীলার মাতা একপ্রকার সুরোকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সুরোর দুই তিনবার বিবাহের কথ উত্থাপিত হয়; কিন্তু একবার পিতৃবিয়োগ, এক বার মাতৃবিয়োগ এবং একবার ঠাকুরদাদার গঙ্গালাভ হওয়ায় বিবাহ হয় নাই। লীলার মাতার মৃত্যুসময়ে সুরোর ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়। তদবধি লীলা সুরোকে ভগ্নীর ন্যায় আদর করিয়া নিজ গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। লীলার দৃষ্টান্তে সুরোরও বিবাহে বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু লীলার ন্যায় বিদ্বেষ দৃঢ়মূল নয়। লীলা যখন পুরুষজাতিকে শঠ, কপট, লম্পট বলিয়া গালি দিতেন, সুরো কখন কখন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিত,—"সকল পুরুষ ওরূপ হইলে কি সংসার চলিত?" লীলা সুরোর মন পরীক্ষা করিতে বলিতেন, "তবে তুমি কেন বিবাহ কর না?" সুরো

বলত, "না দিদি, আমি তোমার ছোট ভগ্নী, তোমার রসঙ্গিনী, তোমার দাসী।" কথা শুনিয়া লীলা তুমি আমার আদরের ভগ্নী!" বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন দিতেন।

লীলা দেখেন, দিন দিন বেণীমাধবের সহিত সুরোর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতেছে। উভয়েই যেন উভয়কে অনুসন্ধান করে। বেণীমাধবের মুখে সুরোর কথা, সুরোর মুখে বেণীমাধবের কথা অনেক সময়েই উত্থাপিত হয়। ক্রমে লীলার মনে ধারণা হইল যে, ইহাদের পরস্পরের অনুরাগ জন্মিয়াছে। একদিন সুরোকে বিরলে লইয়া গিয়া একথা ওকথা তুলিয়া পরে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরো, তুই আমায় প্রকাশ করিয়া বল,—তুই কি বেণীমাধবকে ভালবাসিস্?" সুরো বলিল—"হ্যাঁ"। লীলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে?" এ কথা শুনিয়া সুরো উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কি মনে ধারণা হইয়াছে যে, আমরা গোপনে প্রেমকথা কহি?" লীলা অকপটে বলিল, "হাঁ—আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে বটে।" সুরো বলিল, "তবে দেখিবে এসো, তোমার সংস্কার দূর হইবে।" সুরো লীলাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া একখানি ছবি হইতে চারুকার্য্যখচিত রেসমের আবরণ উন্মুক্ত করিল। লীলা দেখিল, সে ছবি তাহারই প্রতিমূর্ত্তি। জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি, আমারই ছবি?" সুরো বলিল, 'হ্যাঁ"।

লীলা। ইহাতে আমি কি বুঝিব?

সুরো। আমার ছবি আঁকিবার বড় সখ।

লীলা। ভাল, তারপর?

সুরো। এইখানি আমার আদর্শ, এই দেখিয়া আঁকিবার চেষ্টা করিতেছি।

লীলা। এ আদর্শ কোথায় পাইলে?

সুরো। বেণী বাবু দিয়াছেন।

লীলা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখি,তুমি কিরূপ আঁকিয়াছ?"

সুরো। এখন দেখাইব না।

লীলা। কেন?

সুরো। বেণী বাবু বলিলেন, এখনও ঠিক হয় নাই। বেণী বাবু যতদিন 'ঠিক হইয়াছে' না বলেন, ততদিন আমি কাহাকেও দেখাইব না।

লীলা। কতদিনে ঠিক হইবে?

সুরো। বেণী বাবু বলেন,—অনেকটা হইয়াছে, চোখের ভাব আনিতে পারিলেই ঠিক হইবে। কিন্তু দেখিতেছি, তাহা আনা কঠিন।

লীলা। আমার ছবি লইয়াই কি তোমরা বিরলে কথাবার্ত্তা কও?

সুরো। নচেৎ আমার সহিত গোপনে অন্যের আর কি কথাবার্ত্তা আছে?

লীলা। এ ছবি কে আঁকিয়াছে জান? বেণী বাবু কি?

সুরো। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বেণী বাবু বলেন, না, তাঁহার এক বন্ধু আঁকিয়াছেন।

লীলা আর কিছু বলিলেন না, বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে নানা কথা উদয় হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,—কে এ ছবি আঁকিয়াছে? বেণী বাবু যে চিত্রনিপুণ, তাহার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ বেণী বাবুই আঁকিয়াছেন; কিন্তু কিরূপে আঁকিলেন, তাঁহার ফটোগ্রাফ নাই, প্রতিমূর্ত্তি নাই, কখনও ছবি আঁকিবেন বলিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধও করেন নাই। হঠাৎ মনে হইল, বেণী বাবু কি আমায় ভালবাসেন! সেদিন লীলা বেণী বাবুর কথাই ভাবিতে লাগিলেন। বেণী বাবু বলিয়াছেন, তাঁহার বন্ধু ছবি আঁকিয়াছেন, এ কি মিথ্যা কথা? যদি সত্য হয়—কে সে বন্ধু? সেদিন কিছুই মীমাংসা হইল না। ভাবিলেন, বেণী বাবুকেই জিজ্ঞাসা করিব।

পরদিন বেণী বাবু আসিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হইল। সুরোকেই তত্ত্ব লইতে বলিলেন। সুরো যদিচ বেণীবাবুর নিকট শুনিয়াছিল, যে বেণী বাবুর বন্ধু আঁকিয়াছে, কিন্তু তাহার ধারণা অন্যমত। বেণী বাবু আঁকিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস। সুরো বলিল, "জিজ্ঞাসা কি করিব? বেণী বাবুই ছবি আঁকিয়াছেন।" লীলা বলিল,—"কিরূপে আঁকিলেন?" সুরো উত্তর দিল, "দিদি! তুমি এত জান, কিন্তু যে আঁকিতে জানে, সে তাহার ধ্যানের মূর্ত্তি আঁকিতে পারে, ইহা জান না? তুমি কি এতদিনে বোঝ নাই যে, তুমি বেণী বাবুর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছ। যে মুখের ভাব আমি এতদিন তোমার নিকট থাকিয়া লক্ষ্য বুঝি করি নাই, যে চক্ষের চাহনি আমি এতদিন

নাই, বেণী বাবু কয়দিন আসিয়া তাহা আমায় বুঝাইয়া দিলেন। বেণী বাবু তোমায় ভালবাসেন, একথা কেন বুঝিয়াও বুঝিতেছ না। আমার মনে হয়, তুমি চলিয়া গেলে বেণী বাবু তোমার পদচিহ্ন চুম্বন করিতে প্রয়াস পান।" লীলা বলিলেন—"ও কথা রাখ, তুই বড় বাচাল হইয়াছিস্।" কিন্তু সুরো অপেক্ষা তাহার মন অধিক বাচাল হইয়া উঠিল। বেণী বাবুর ব্যবহার তিনি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। বেণী বাবুর প্রতি কার্য্যে তাঁহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য হইল। যাহা তাঁহার সন্তোষজনক, বেণী বাবু তাহা প্রাণপণে করেন। কি তাঁহার প্রিয় সকলই বেণী বাবু যত্ন করিয়া জানিয়াছেন। লীলা ভাবিলেন, এও কি পুরুষের কপটতা?

সেদিন অনেক রাত্র পর্য্যন্ত লীলার নিদ্রা হইল না। পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, বিবাহ করিবেন না। মাতার নিকট বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত, এই কথা পুনঃপুনঃ মনে উঠিতে লাগিল। নিদ্রা না হওয়ায় শয্যা ত্যাগ করিলেন; বাহিরে আসিলেন, বায়ু সেবনের নিমিত্ত বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের একদিকে গেলেন,—অকস্মাৎ তথায় কে? এ কি—বেণী বাবু যে! চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি, বেণী বাবু এখানে?" বেণী বাবু উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, আমি একটী সুন্দর ফুলের চারা আনিয়াছি,—তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রোপণ করিতে হয় এবং অরুণোদয়ের পরই ছায়ায় রাখা প্রয়োজন, এই জন্য আমি কল্য রাত্রে যাইবার সময় দ্বারবানকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি বহু প্রত্যূষে আসিব। দরোয়ান সেইমত ফাটক খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আপনি এ সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাগানে আসিয়াছেন কেন?" লীলা বলিলেন, "সে তো ভালই হইয়াছে, এ সময় আপনি তো আসেন না। আসুন না! অরুন উদয় দেখিতে দেখিতে কথাবার্ত্তা কহি।"

নানা কথা হইতে লাগিল। প্রভাত-শোভা, ফুলের কথা, পাখীর গানের এ কথা,—সে কথার পর হঠাৎ লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "বেণী বাবু, আপনি বিবাহ করেন নাই কেন?" বেণী বাবু বলিলেন, 'মার্জ্জনা করুন, ও কথা থাক্।" লীলা বলিলেন, 'আপনাকে বলিতেই হইবে। আমি কেন বিবাহ করি নাই, আপনাকে বলিব।" বেণী বাবু বলিলেন, "যদি নিতান্তই শুনিবেন, শুনুন,—আমার দু ভাই ছিল, উভয়েই সুন্দরী স্ত্রীর দ্বারা প্রতারি[illegible] হইয়া হৃদিভঙ্গে মৃত্যুমুখে [illegible]ত হইয়াছেন!" বে[illegible] বাবু চুপ করিলেন। লীলা বলিলেন, "আমি কে[illegible] বিবাহ করি নাই—শুনিবেন?"

বেণী। আপনি তো বলিতে প্রতিশ্রুত।

লীলা। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। পিতা[illegible] নিকট প্রতিশ্রুত, বিবাহ করিব না, মাতার নিক[illegible] বিবাহ করিব অঙ্গীকার করিয়াছি। আমি ইতি[illegible] কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিবারাত্র চিন্তা করি।

বেণী। কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই?

লীলা। না।

বেণী। চিন্তাই করিয়াছেন। স্থির করিবার চেষ্টা করিলে করিতে পারিতেন।

লীলা। কিরূপে?

বেণী। অবশ্যই কোন বিশেষ কারণবশতঃ আপনার পিতা বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয় স্বামীভাবে পুরুষের সহিত আলাপ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু আপনার মাতা সংসারের নিয়মানুসারে আপনাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। এ অবস্থায় অনায়াসে উপায় করিতে পারেন।

লীলা। কিরূপ?

বেণী। সহজ উপায়। বিবাহ করিলে মাতৃ-আজ্ঞা-পালন হইবে, কিন্তু এমন সর্ত্ত করিয়া কোন দীন ব্যক্তিকে বিবাহ করুন, যে সে বিবাহ করিয়া কিছু টাকা লইয়া চলিয়া যাইবে। লিখিয়া দিবে, আপনার সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহা হইলেই উভয় দিক বজায় রহিল।

লীলা হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ দীন ব্যক্তি কোথায় পাইব?

বেণী। "কেন, আমি ঘটককে বলিয়া এরূপ ব্যক্তি সহজেই জোগাড় করিয়া দিতে পারিব। কুলের কোনও কলঙ্ক হইবে না, সে ব্যক্তি বিবাহ করিয়া চলিয়া যাইবে, আপনার পিতার কথাও রক্ষিত হইবে।" কথা শুনিয়া লীলা গম্ভীর হইলেন সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিছু পরে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইলেন। লীলা গৃহে প্রবেশ করিলেন। বেণী বাবু বাড়ী যাইতেছেন, এমন সময় সুরো আসিয়া

তাঁহার হাত ধরিল। বেণী বাবু বলিলেন, "কি সুরো?" সুরো বলিল,—"কে ছবি আঁকিয়াছে, তাহাকে আমায় দেখাইতে হইবে।" বেণী বাবু উত্তর করিলেন,—"আমার বাড়ী যাইও, দেখাইব।" সুরো বলিল, "আমি দিদিকে বলিয়া আজই আপনার বাড়ীতে যাইব, আপনার বন্ধুকে থাকিতে বলিবেন।" "উত্তম"—এই কথা বলিয়া বেণী বাবু চলিয়া গেলেন।

সুরো লীলার নিকট আসিল; দেখিল লীলা অতি বিষণ্ণ। সুরোকে দেখিবামাত্র লীলা বলিলেন, "তুই না বলিয়াছিলি, বেণী বাবু আমায় ভাল বাসেন? পুরুষের মন বুঝিবার তোর অনেক দেরী। বেণী বাবুর হৃদয়ে ভালবাসা স্পর্শ করে নাই। কলাবিদ্যাই তাঁহার জীবন, কলাবিদ্যা লইয়াই থাকেন। আমি এরূপ পুরুষ কখনও দেখি নাই—" এই বলিয়া লীলা নিস্তব্ধ হইলেন। সুরো সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া, প্রার্থনা করিল, "দিদি, আজ আমি বেণী বাবুর বাড়ীতে যাইব। সমস্তদিন সেইখানে থাকিব মনে করিয়াছি।" লীলা বলিলেন, "আচ্ছা যাও।"

সুরো চলিয়া গেল। সেদিন আর লীলার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মনোমধ্যে কি এক বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ভাবিলেন, বেণী বাবু যে উপায় বলিয়াছেন, সেই উপায় অবলম্বনই উচিত। সত্যই দুই দিক রক্ষা হইবে। তাহার পর তিনি —যেমন আছেন সেইরূপ থাকিবেন। না—সেরূপ থাকা অসম্ভব। দিন একরকমেই কাটিতেছে, তাহা আর ভাল লাগে না। তরু, লতা, ফুল পাখী কিছুরই আর সে ভাব নাই। অনেক পুরুষের সহিত ছল করিয়াছেন, সে খেলা আর ভাল লাগে না। নানাদেশ দেখিবেন, নূতন নূতন স্থান দেখিবেন, সে একরূপ নূতন হইবে। যাক্—যেরূপ হয় হইবে, আর ভাবা যায় না। ভাবনা ঝাড়িয়া ফেলিতে চান, ভাবনা ছাড়ে না।

সুরো বেণী বাবুর বাড়ী উপস্থিত—"কই—আপনার বন্ধু কই দেখান?" বেণী বাবু বলিলেন,—"এই দেখ। আমি আসিতেছি, তোমরা কথাবার্ত্তা কও।" সুরো, দেখিল, একটী শ্যামবর্ণ যুবাপুরুষ বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন। সুরোকে দেখিয়া যুবা জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। যুবাকে যদিও সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু মুখের ভাব হৃদয় আকর্ষণকারী। পরিচ্ছদ যদিচ বেণী বাবুর বন্ধুর যোগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে কোন যত্ন নাই, কেশবিন্যাস নাই। লীলার সঙ্গে থাকিয়া সুরোর পুরুষকে ভয় ছিল না। তাহার সহিত প্রথম সেই কথা আরম্ভ করিল,—"আপনি কি ছবি আঁকেন?" বন্ধু হেঁটমুখে মাথা চুলকাইতে লাগিল, কিছু উত্তর করিলেন না। সুরো ছাড়ে না, জামায় হাত দিয়া বলে—"এ যে বেশ সিল্কের জামা। বোতাম খুলিয়া রাখিয়াছেন কেন? বোতাম দিন।" বন্ধু আরও জড়সড়। সুরো বোতাম পরাইয়া দিতে লাগিল। বন্ধুর ঘোর বিপদ, সেখানে চিরুণী—ব্রশ্ ছিল। সুরো বলিল, "চুলগুলো ওরূপ তো ভাল দেখায় না।" জোর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া সিঁথি কাটিয়া দিল। বন্ধু যত জড়সড় হন, সুরোর ততই আমোদ বাড়ে। বন্ধু একটীমাত্র কথা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"আপনি কি করেন?" ঘাড় তুলিয়া দুই একবার সুরোকে দেখিয়াছেন, তাহার পর অধোবদনেই আছেন। মন্মথের আশ্চর্য্য নিয়ম, এই জড়ের ন্যায় ব্যক্তির সহিত রঙ্গ করিয়া সুরোর মন আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেক পুরুষ দেখিয়াছে, কিন্তু এরূপ সংসারজ্ঞানশূন্য সরলপ্রকৃতির লোক দেখে নাই। প্রকৃত বালকের ন্যায় ভাব। সুরোর মনে সাধ, যদি তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে, তাঁহাকে যত্ন করে। পুরুষ কপট আজন্ম শুনিতেছে, কিন্তু ইহাকে দেখিয়া সে ভাব যেন একেবারে মুছিয়া গেল; ভাবিল, যে, এ আধারে কপটতা একেবারেই সম্ভব নয়, জিজ্ঞাসা করিল, "নাম কি?" নাম কালীপদ, কিন্তু যুবক 'কা'—বলিয়াই চুপ করিল।

হঠাৎ বেণী বাবু ফিরিয়া আসিলেন। একখানি পত্রহাতে, বলিলেন,—"সুরো! তোমার দিদির যে বিবাহ হইবে। আমায় তিনি পাত্র ঠিক করিতে বলিয়াছেন, পাত্র ঠিক হইয়াছে। কাল শুভদিন আছে, তিনি সম্মত হইলেই বিবাহ হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৃত্য আর একখানি পত্র লইয়া আসিল। বেণী বাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"সুরো, কালই বিবাহ।" সুরো প্রথমে ভাবিল, উনি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু লীলাকে লইয়া উনি কখনও পরিহাস করেন না। বেণীমাধব বলিলেন, "বিস্মিত হইতেছ কেন? সত্যই বিবাহ।"

পরদিন পুরোহিত, ঘটক, উকীল ও একজন

চেহারার ব্রাহ্মণকুমার রজনীযোগে লীলার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণকুমারের নাম উমাচরণ; এই উমাচরণই বর। বর ন্যাকা-ন্যাকা জড়ানো কথায় বলিল, "শীগ্‌গির বে ক'রে আমায় টাকা দাও না, আমি খুড়ীর বাড়ী মদ খাব, আর নক্‌স খেলবো। আমি সই করতে জানি, কিসে সই করবো বল?" বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হইল। বর উকীলের বাড়ী ফারখৎ সহি করিয়া দিল, লীলার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ রহিল না। বর বলিল, "দাঁড়াও—আমি আস্‌চি, এসে টাকা নেব।" বহুক্ষণ অতীত হইল, বর টাকা লইতে ফিরিল না। টাকা না লইয়া কোথায় গেল? কেহ কিছু সন্ধান পাইল না। এমন সময় বেণীমাধব বাবু আসিলেন। লীলা বলিলেন, "সে ব্যক্তি টাকা ফেলিয়া কোথায় গেল?" বেণী বাবু বলিলেন, "টাকা ফেলিয়া আর কোথায় যাইবে?" কিন্তু বর সত্যই কোথায় গিয়াছে! অসাবধানে পুষ্করিণীতে পড়িয়াছে ভাবিয়া পরদিন জাল ফেলা হইল, কোনই সন্ধান নাই। দ্বারবান বাহিরে যাইতেও দেখে নাই। বহু সন্ধানে বরের তত্ত্ব কোথাও পাওয়া গেল না।

কালীপদ বেণী বাবু অপেক্ষা অনেক ছোট। কালীপদর পিতার মৃত্যুর সময়ে বেণীবাবুকে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তির একজিকিউটার করিয়া যান। বেণীবাবুর পিতা, মাতা, ভ্রাতা কেহই ছিল না, বিবাহ করেন নাই, কালীপদকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কালীপদরও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। চিত্রবিদ্যায় কালীপদর অনুরাগ দেখিয়া বেণীবাবু স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। সেই শিক্ষার সময় সুরোর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। সুরো কালীপদর নিকট প্রায়ই আসে যায়, রঙ্গ ভঙ্গ করে। যেদিন সুরো না আসে বেণীবাবুই কালীপদকে সঙ্গে করিয়া লীলার বাড়ীতে যান। যদিচ সুরোর সহিত ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারে না, তথাপি সুরোর আসিবার সময় তাহার প্রতীক্ষা করে, আসিতে বিলম্ব হইলে চঞ্চল হয়। যেদিন বেণী বাবু সঙ্গে লইয়া যান, বোবার মত নিঃশব্দে পিছু পিছু যায়, এ দিকে ও দিকে দেখিতে থাকে—সুরো কোথায়। সুরোও হাসিয়া হাত ধরিয়া নিজগৃহে টানিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু সুরোর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুরো কালীপদ ও বেণীবাবু ব্যতীত অপর কোনও পুরুষের সম্মুখে যায় না! লীলার সহিত গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতে অসম্মত হয়। পাল্কীর দোর বন্ধ করিয়া বেণীবাবুর গৃহে যায়। দিন দিন সুরোর আচার ব্যবহার লজ্জাশীলা কুলস্ত্রীর ন্যায় হইয়া উঠিল। কোন পুরুষেই ক্রমে তাহার মুখ দেখিতে পায় না, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় না, কিন্তু কালীপদর সহিত তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার নিকট সম্পূর্ণ লজ্জাহীনা, গায়মাথায় কাপড় আছে কি না, দৃষ্টি রাখে না।

একদিন কালীপদকে আসিতে লিখিয়া সকাল হইতে দুই ছড়া মালা সুরো গাঁথিয়া রাখিয়াছে। কালীপদ আসিবামাত্র তাহাকে টানিয়া ঘরে লইয়া চলিয়া গেল। কালীপদও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গে গিয়াছে। সুরো একটি ক্লিয়োপেট্রা কোচে কালীপদকে বসাইল, আর নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ঈশ্বর মানো"? কালীপদ এখন দুই একটি কথা কয়, বলিল—"মানি।" সুরো বলিল,—"আমিও মানি। শুধু মানি না—তিনি এই খানে আছেন মানি। আমরা যাহা করিতেছি, তাহা তিনি দেখিতেছেন মানি। কালীপদ অস্ফুটস্বরে হুঁ দিল। "তবে দেখ আমি তোমার গলে মালা দিলুম।"—কালীপদ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল,—"কেন?"

সুরো। তুমি এই মালা আমার গলায় দিবে বলিয়া।

কলের পুতুলের ন্যায় কালীপদ তাহার আজ্ঞাপালন করিল, গলায় মালা দিল। সুরো বলিল,—"আমার গলা ধরিয়া চুম্বন কর।" কালীপদ স্পন্দহীন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছে। সুরো বলিল, "দাঁড়াইয়া রহিলে যে? যাহা বলি করো।" কালীপদ তথাপি জড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান। সুরো বলিল, "তুমি জানো না, আমি তোমায় শিখাইয়া দিই।" এই বলিয়া গলা ধরিয়া চুম্বন করিতে যাইতেছে, এমন সময় সহসা লীলা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—"সুরো ও কি করো?"

সুরো। কেন এই বোকাটাকে চুম্বন করিতে শিখাইতেছি!

লীলা। সুরো তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি ইদানীং ভাণ করো, যেন তুমি লজ্জাশীলা কুল-

কামিনী, পুরুষের মুখ দেখিতে কুণ্ঠিতা, কিন্তু তুমি ইহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা বার-নারীও করে কি না—সন্দেহ। তুমি কি তোমার এইরূপ আচরণের আবরণ স্বরূপ লজ্জাশীলতার ভাণ করো। আমি কয়দিন হইতে তোমার আচরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কিন্তু তুমি এতদূর বাড়াইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। এরূপ লজ্জার আবরণ দিতে তুমি কোথায় শিখিলে?

সুরো। কেন এই বাড়ীতে আসিয়া শিখিয়াছি।

লীলা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "কি বলিস্? আমার নিকট শিখিয়াছিস্?" সুরো বলিল,—"না আমাদের স্বর্গগতা জননীর নিকট শিখিয়াছি। যতদিন কুমারী ছিলাম, ততদিন তোমার সহিত বেড়াইতাম, কাহাকেও লজ্জা করিতাম না। কিন্তু এখন আমি কুলকামিনী, পতিকে লজ্জা করি না, আর সকলকে লজ্জা করি।" এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে কালীপদ কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিল। সুরো একা, অন্য কেহ গৃহে নাই দেখিয়া অতি মধুরস্বরে লীলা বলিলেন,—"সুরো, তুমি আপনি আপনাকে প্রতারণা করিতেছ?" সুরো বলিল, "না দিদি, আমি প্রতারিত হই নাই। আমি ক্ষণপূর্ব্বে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমার প্রাণেশ্বরের গলে মালা প্রদান করিয়াছি।"

লীলা। মালা দেওয়া কি বিবাহ হইল? আজ যেন কালীপদ, তুমি যেরূপ মনে করো ভালমন্দ কিছুই জানে না, কিন্তু ইহার পর কি তোমায় পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিবে? গলায় মালা দিয়া গান্ধর্ব্ব-বিবাহ পুরাণে হইত, এখনকার কপট পুরুষেরা শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবাহ করিয়াও পত্নীকে বর্জ্জন করে। কালীপদ বলিলেই হইল, 'আমি বিবাহ করি নাই; তখন লোকে তোমায় কি বলিবে? যাহা বলিবে,—ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়।"

সুরো লীলার গলা ধরিয়া বলিল,—"দিদি, তুমি স্নেহবশতঃ এরূপ আশঙ্কা করিতেছ, সে আমার, আমি আমার প্রাণ দিয়া তাহা বুঝিয়াছি। তাহার মুখ দেখিয়া, চোখ দেখিয়া, অঙ্গস্পর্শ করিয়া, অঙ্গস্পর্শে পুলকিত হইয়া, মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, চোখে চোখ মিশাইয়া, বিভোর হইয়া, সরল অন্তরে সরল অন্তরের ভাব বুঝিয়া জানিয়াছি যে, সে আমার। কায়মনোবাক্যে আমার—জীবনে আমার—মরণে আমার—অনন্ত কাল আমার,—আমারই প্রাণেশ্বর, অন্য কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই।" বলিতে বলিতে সুরো এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। বদনে নয়নে যেন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। লীলা নিস্তব্ধ—সুরো নিস্তব্ধ! উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় হঠাৎ বেণীবাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। বেণীবাবু বলিলেন,—"কি হইতেছে? শুনুন—আমি আবার ঘটকালী করিতে আসিয়াছি। সুরোর ঘটকালী—কালীপদর সহিত সুরোর বিবাহ দিন, এই প্রস্তাব করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি।" লীলা একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, 'এ কাজ কতদিন আরম্ভ করিয়াছেন?" বেণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"তা তো আপনি জানেন, এই আমার দ্বিতীয়বার ঘটকালী আর এই ঘটকালীই আমার শেষ।" লীলা তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন,—"বেণীবাবু আপনি কপট কি সরল, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয় আপনি কৌশল করিয়া পুরুষ-নারী একত্রে মিশাইয়া সরল অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। দেখিতেছি, সুরো উন্মত্ত, যাহা হইবার হইয়াছে, আর উপায় নাই। ভাল প্রকাশ্য বিবাহই হউক, কবে বিবাহ-দিন স্থির করুন।"

বেণী। বর ক'নে সম্মত, আপনি সম্মত হইলে আজই বিবাহ হয়।

লীলা। আমি তো বলিয়াছি, আমি সম্মত, ভাল আজই বিবাহ হোক্। কিন্তু বেণীবাবু দায়িত্ব আপনার সম্পূর্ণ। বোধ হয় কালিপদ আপনার শিক্ষামত সুরোর মন ভুলাইবার জন্য জড়ের ন্যায় অবস্থান করিত। সুরো সত্যই বুঝিয়াছে, কালীপদ তাহাকে ভালবাসে। সুরো মজিয়াছে।

বেণী। সুরো মজিয়াছে কি না তাহা আমি জানি না, সুরো আপনার শিক্ষিতা আপনি জানেন, কিন্তু ভালবাসার যে সব লক্ষণ কবিবর্ণনায় পাঠ করিয়াছি, কালীপদতে সে সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। সুরো ধ্যান—সুরো জ্ঞান—শয়নে স্বপনে তার সুরো, স্বপনে সে সুরোর সহিত ক্রীড়া করে। সুরো তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছে। একথা আপনি না বুঝিতে পারেন, আমি বুঝিয়াছি। ভাল আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, আজই বিবাহ হোক্।

সেই রাত্রে সুরের সহিত কালীপদর বিবাহ হইল। বিবাহে কোন ধুমধাম হইল না। বর কন্যা, পুরোহিত আর বেণীবাবু বরযাত্র আর লীলা কন্যাযাত্রী। বিবাহের পর বেণীবাবু বাহির হইয়া যাইতেছেন, লীলা তাঁহাকে ডাকিলেন। বলিলেন, "একটা কথা শুনুন।" বেণী বাবু বলিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, কাল সকালে আসিয়া শুনিব।" লীলা বলিলেন, "অধিক কথা নয়, আপনার সহিত আমার একরূপ কথা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ কথার জন্য কাল প্রাতে আসিবার প্রয়োজন নাই, এখনই কথা শেষ হইবে।" কোন উত্তর না দিয়া বেণীবাবু লীলার সহিত বসিবার গৃহে উপস্থিত হইলেন। লীলা বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিয়া বেণীবাবুকে বলিলেন, —"বসুন।" বেণীবাবু বলিলেন, "বসিব না, আমারও হেথায় বসা শেষ হইয়াছে, কি বলিবেন বলুন।" লীলা বলিলেন, "আর কিছুই নয়, বিবাহ তো দিলেন, জানিতাম সুরোর কিছুই নাই, আমার নিকটেই প্রতিপালিত হইতেছিল, কালীপদর কি আছে না আছে জানি না, এখন উহারা কোথায় থাকিবে, কিরূপ করিবে, তাহা কিছু স্থির করিয়াছেন ?" বেণীবাবু উত্তর করিলেন, "এ নিমিত্ত আপনার কোন চিন্তা নাই, কালীপদ নিঃস্ব নয়, তাহার যা সম্পত্তি আমার নিকট আছে, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বচ্ছন্দে চলিবে। এক্ষণে সুরোও নিঃস্ব নয়, আমার যে বাগান-বাড়ী দেখিয়াছেন, সেই বাগান বাড়ী সুরোকে যৌতুক দিব ভাবিয়া লেখা-পড়া করিয়া আনিয়াছি দেখুন। যৌতুক আমার হইয়াই আপনি দিবেন। পকেট হইতে বেণীবাবু উকীলের বাড়ী হইতে লেখা পড়া করা একখানি কাগজ লীলার হস্তে দিবার জন্য বাহির করিলেন। লীলা বলিলেন, "কাগজ আপনার নিকট রাখুন, কিন্তু আপনার কোন্ বাগানের কথা বলিতেছেন ?"

বেণী। এই লেখপেড়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এ বাগানে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া একবার গিয়াছেন।

লীলা। যে বাগান আপনার বড় সখের বাগান বলিতেছেন ? সে বাগান কেন দিবেন ?

বেণী। সখের জন্য।

লীলা। এ তো বহুমূল্য বাগান।

বেণী। হ্যাঁ, যখন সখে প্রস্তুত করিয়াছি বহুমূল্য বটে।

লীলা। অন্ততঃ চারি [illegible] টাকা ইহার মূল্য নিশ্চয়।

বেণী। ইহার অর্থ মূল্য নহে—ইহার মূল্য সখ, সখে প্রস্তুত হইয়াছে, সখে যৌতুক দিতেছি।

লীলা। কালীপদ আপনার কে ?

বেণী। কেহই নয়, কেহ হইলে আর সখ কি ? আমি কি সখে বাগান প্রস্তুত করিয়াছি জানেন না, তাই বুঝতে পারিতেছেন না।

লীলা। যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, আমি সুরোর অভিভাবিকা, আমার শুনিবার অধিকার আছে।

বেণী। আমার বলিবার আপত্তি নাই, কিন্তু আপনার বিরক্তি জন্মিবে না তো ?

লীলা। না, বাগাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বলুন।

বেণী। আমার সখ প্রেমিকের, যেরূপ গৃহ প্রস্তুত করিলে প্রেমিক-প্রেমিকার উপযোগী হইবে, সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত করিয়াছি। যেখানে যে বৃক্ষ, যে লতা, যে কুঞ্জ—প্রেমিকের সুখকর হইবে, সেই তরু, সেই লতা, সেই কুঞ্জ সেইখানে প্রস্তুত করিয়াছি। প্রাতঃকালে কোথায় বসিয়া প্রেমিক-প্রেমিকা উষার ঘটা দেখিতে দেখিতে ক্রমে অন্তর-বাহ্য আলোকিত হইয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিবে, সেইরূপ পুষ্পশোভিত কুঞ্জ প্রস্তুত আছে। মধ্যাহ্নে বিরাম স্থান, সায়ংকালে বেড়াইবার স্থান, নিশায় শয়নের স্থান বাগানে আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ স্থান সুখকর, সেই ঋতুর উপযোগী সুখকর স্থান প্রস্তুত আছে।

লীলা। প্রেমিক-প্রেমিকা কিরূপে সুখী হইবে, আপনি কিরূপে জানিলেন ?

বেণী। শিক্ষা করিয়াছি।

লীলা। কোথায় শিখিলেন ?

বেণী। এ শিক্ষা অন্তরের, কাহারও নিকট কেহ শিখে না, চেষ্টা করিয়া কেহ শিখাইতে পারে না। যদি শিখা হয়, তাহা আপনা আপনি হয়।

লীলা। শিক্ষা হইয়াছে, ইহার পরীক্ষা কি ?

বেণী। শিক্ষার ন্যায় সে পরীক্ষা অন্তরে অন্তরে। অন্তর আপনাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝে—তাহার প্রণয়ীই তাহার জগৎ, জগৎ আর স্বতন্ত্র নয়, তাহার নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ নাই, সমস্তই বর্ত্তমান। বুঝিতে

পারে, সে অবস্থার অধীন নয়, বিশ্বধ্বংস হইলে তাহার ভাবান্তর ঘটিবে না, জগতে আর কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল প্রেমের স্রোত দেখে। তাহার দৃষ্টিতে প্রেমের জগৎ, প্রেম ভিন্ন পদার্থই নাই। এই প্রেমে অমৃতলহরী অহোরাত্রিই খেলিতেছে, প্রেমিক হৃদয় সেই তরঙ্গে অহোরাত্রিই ভাসমান। বিরাম নাই—এক স্রোতেই দিবারাত্রি চলে।

লীলা। দেখিতেছি, আপনার স্মরণশক্তি অতি প্রখর। নটের ন্যায় কণ্ঠস্থ ভূমিকা অতি সুন্দর আবৃত্তি করিলেন।

বেণী। পরিহাস করিবেন না, হৃদয়ের শিক্ষা হৃদয় শিখাইয়াছে; যদি তাহা না হইত, যদি হৃদয়ের আভ্যন্তর ভাষা না শুনিতাম, সুরোর সহিত কালীপদর প্রেম বুঝিতাম না। সখের বাগানও দখ করিয়া যৌতুক দিতাম না।

বেণী বাবু চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল লীলা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বসিয়া পড়িলেন, অবিরল নয়নধারা বহিতে লাগিল, যেন বুঝিলেন, বেণীবাবু গড়া কথা বলিয়া গেলেন না,যেন সত্য কথা; এ কথা যেন কোথায় শুনিয়াছেন, যেন স্বপ্নে কে তাঁহাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে ভোর হইয়া গেল—দাস দাসীর কলরবে লীলা চমকিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন,—কি মিছা ভাবিতেছি। সুরোর বিবাহ হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব কাটিল। উপস্থিত সুরোকে কিছু দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার আপনার কেহই নাই, বাল্যকাল হইতে তিনি সুরোকেই জানেন; ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই,যাহা যখন ইচ্ছা করিবেন,অনেক সৎকার্য্য করিবার সঙ্কল্প আছে, সে সকল কার্য্য করিয়া যাহা বাকী থাকিবে, মরিবার সময় সুরোকে দিয়া যাইবেন। উপস্থিত কালীপদকে তিনি লক্ষ টাকা যৌতুক দিবেন। সন্দিহানচিত্তে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইতিপূর্ব্বে দুই ভগ্নীর প্রেম দেখিয়াছেন, তাহার শোচনীয় পরিণাম তাঁহার হৃদয়ে এখনো মলিন হয় নাই, ভাবিলেন—কে জানে সুরোর পরিণাম কি হইবে!

বিবাহের পর কিছুদিন গত হইল, বেণীবাবু আর আসেন না। লীলা শুনিলেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন। তাঁহারও কিছু ভাল লাগে না; ভাবিলেন, তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে যাইবেন। যাইবার দিন স্থির হইয়াছে, সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় তাঁহার একজন পরিচারিকা একখানি অদ্ভুত পত্র তাঁহার হস্তে দিল। পত্রের লেখক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গগন বাবু; পত্রের মর্ম্ম এই—যদিও লীলার তিনি প্রণয়ভাজন হইতে পারেন নাই, লীলার মূর্ত্তি দিবানিশি তাঁহার ধ্যান। লীলা ইহা বিশ্বাস না করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি নাই। উপস্থিত পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, লীলাকে সতর্ক করা, লীলার বিপদ উপস্থিত। তাঁহার কোন এক বন্ধু-উকীলের নিকট একজন দীন কদাকার ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া বলে যে, 'আমি লীলার স্বামী, স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার, লীলার উপর সেই অধিকার আমি প্রার্থী; লীলা সে অধীকার স্বীকার করে না, সেইজন্য আমি নালিশ করিব।' একথা শুনিয়া বন্ধু-উকীল অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছিল, এমন সময়ে সেই দীন ব্যক্তি হাজার টাকার খুচরা নোট উকীলের টেবিলে রাখিয়া বলিল, এই আপনার খরচা নিন—আমার সহিত তাহার সত্য বিবাহ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিবেন। গগন বাবু পত্রের শেষে লিখিয়াছেন, "অনেক কথা, সমস্ত বিবৃত করার স্থান পত্রে নাই, লীলা যদ্যপি তাঁহাকে দেখা করিতে অনুমতি দেন, সাক্ষাতে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলিবেন।"

লীলা প্রথমে ভাবিলেন, এ আবার কি কৌশল! তাহার পর মনে হইল। যে তাঁহার বিবাহের কথা গগন কিরূপে জানিলেন—গোপনে বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর খোঁজ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছে, একথা তো কেবল পুরোহিত, উকীল ও বেণীবাবু জানেন। যদি গগন সংবাদ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদেরই একজনের নিকট পাইয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পত্রের উত্তরে গগনকে দেখা করিতে বলিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গগন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের বেশের পরিপাট্য নাই, কেশের অবস্থায় বোধ হয় যেন চিরুণী বহুদিন স্পর্শিত হয় নাই, বদন মলিন—ওষ্ঠ তাম্বুলরাগহীন। লীলা বসিতে বলিলে অবনত মস্তকে বসিলেন। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিবেন?" গগন বাবু ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন যে, সেই দীন ব্রাহ্মণ এক অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়াছে। সে বলে, আপনার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। উকী-

লের বাড়ী লেখাপড়া হইয়াছিল যে, সে পঁচিশ হাজার টাকা পাইবে, আপনার সহিত তাহার আর স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ থাকিবে না। এরূপ সর্ত্তে সে সহি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে টাকা গ্রহণ করে নাই, বিবাহের পরেই চলিয়া আসিয়াছে। আপনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়া একজন ব্রাহ্মণ-কুমারের তত্ত্ব দিলে পারিতোষিক দেওয়া হইবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, আমার উকীল বন্ধু বলেন, এ ব্রাহ্মণেরও আকার প্রকার সেইরূপ। আর এক কথা, আমার উকীলবন্ধু বলিয়াছেন না কি বেণীবাবুর মাতুল আপনার পিতার উকীল ছিলেন, তাঁহারই দ্বারা আপনার পিতা উইল প্রস্তুত করান ও আপনার নামে কি একখানি পত্র তাঁহার নিকট রাখেন। ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহের সময় যে উকীল আপনার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বেণীবাবুর মাতুলের মৃত্যুর পর সেই উকীলই অফিসের অধিকারী হন। আপনার পিতা আপনার নামে যে পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পত্র নাকি উকীল বেণী বাবুকে দিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে এই সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য কথা, বেণীবাবুর উত্তেজনায়,বেণীবাবুর নিকট খরচা লইয়া ব্রাহ্মণ মকদ্দমা করিতে আসিয়াছে। আমার উকীল বন্ধু আমারই কথা অনুসারে আপনাকে ব্রাহ্মণের পক্ষ হইয়া পত্র লিখিবেন। আমি বুঝিলাম, টাকা পাইলেই যে উকীলের কাছে ব্রাহ্মণ যাইবে, সে-ই এ কাজ করিবে। অন্য উকীলের দ্বারা কার্য্য হইলে আমি আর কোন সংবাদ পাইব না এবং যদি আমার দ্বারা আপনার কোনও কার্য্য হয়, তাহারও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই তো অবস্থা, সত্য মিথ্যা আপনি বুঝুন। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা কেন আপনি বলিতে আসিয়াছেন?" "কেন?" এই কথা বলিয়া হৃদয়বেগে গগন বাবু যেন কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, আত্মসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি আপনার সামান্য কার্য্যে প্রাণ দিতে পারি, আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আমার করযোড়ে এইমাত্র অনুরোধ, যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় জানাইবেন।" গগন বাবু লীলার উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। বাগানের বাহিরে গিয়াই দেখেন যে এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে রেধো, কোথায়, কিছু খবর পেলি?"

রেধো। না।

গগন। তোর মুনিবকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পা না?

রেধো। আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, আ জবাব হইয়াছে।

গগন। কি জন্য জবাব হইল?

রেধো। আমি এর ওর তার মকদ্দমার কাগ পত্র চুপি চুপি পড়িয়া বিপক্ষকে সংবাদ দিই, কথা, আমি একদিন একটা বাক্সর চাবি খু কাগজ পড়িতেছি দেখিয়া বুঝিয়াছে।

গগন। তুই এখানে এসেছিস্ কেন?

রেধো। কথা আছে।

'চল্' বলিয়া রেধোকে গাড়ীতে লইয়া গগন বা চলিয়া গেলেন। রাধুর পরিচয় পাঠক পশ্চা পাইবেন।

গগনের কথায় লীলা ঘোর চিন্তায় নিমগ্না হই লেন। এ কি, এ যে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবা জানে। মনে হইল,—বেণীই অনর্থের মূল। বেণী মাতুল যে লীলার পিতার উকীল ছিলেন, তাহা লীলা জানিতেন; গগন বলিয়াছে যে, বেণীর মাতুলের স্থানীয় উকীল বেণীকে লীলার নামে তাহার পিতৃলিখিত কি পত্র দিয়াছে, কথা কি সত্য? সুরোর টাকা তাহার পিতার কোনও শেষ কথা,—এরূপ অনেকেই লিখিয়া রাখিয়া যান। বেণীই তাহার শত্রু, কিন্তু বেণী তাহার শত্রু হইল কেন? বেণী তাহার শত্রু—সুরোর শত্রু—জগতের শত্রু—বেণী অতি মন্দ লোক,—তাহারই পরামর্শে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া টাকা না লইয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই-ই ব্রাহ্মণকুমারকে গোপনে বাগানের বাহির করিয়া দিয়া পরক্ষণে হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই-ই পরামর্শ দিয়া নালিস করাইতেছে। আবার ভাবিলেন—না নালিস করা—মিথ্যা কথা। গগন কোনরূপে বিবাহের ঘটনা জানিয়াছে, পুরোহিত, উকীল বা বেণীর নিকটে শুনুক; কিন্তু বিবাহের পর সে ব্রাহ্মণ কোথায় গেল? কেন তাহার তত্ত্ব পাওয়া গেল না? বেণীরই যদি ষড়যন্ত্র

া, তবে এতদিন কেন বেণী মোকদ্দমা করায় নাই? ার চিন্তায় কিছু স্থির হইল না। এমন সময় উকী-র বাড়ীর চিঠি আসিল, যেরূপ চিঠি আসিবে, গগন াভাস দিয়াছিল, উকীলের চিঠির মর্ম্ম সেইরূপ।

উমাচরণের পক্ষ হইয়া উকীল লিখিতেছে যে, ীলা উমাচরণকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত ন, নচেৎ আদালতের সাহায্যে উমাচরণ স্বামীর ার উপর যে অধিকার, তাহা লইবেন। তিন দিন ময় দেওয়া আছে, তিন দিনের মধ্যে লীলা সম্মত ন ভাল, নচেৎ পুনর্ব্বার লীলাকে না জানাইয়া ালিস রুজু করিতে বাধ্য হইবেন। পত্রপাঠে লীলার নে আর ইতস্ততঃ রহিল না, নিশ্চয় ধারণা জন্মিল, —বেণীই তাহার সর্ব্বনাশের মুল।

বেণীমাধব প্রদত্ত বাগানে সুরো একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবে। লীলার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাগান বেণীবাবুর; অবশ্য তিনি সুরোকে যৌতুক দিয়া-ছেন,—সে বাগানে যাইবেন কি না, লীলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; শেষে যাওয়াই স্থির হইল। সুরো ও কালীপদ কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহাও দেখিতে পাইবেন। সুরো তাঁহার বাড়ীতে আসে, কালীপদও আসে, কিন্তু লীলা কখনো তাহাদের বাড়ী যান না। তাঁহার নিশ্চয় ধারণা ছিল, কালীপদ সুরোকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিবে। কালীপদর সুরোকে ভালবাসা প্রদর্শন, সুরোর মনহরণ—বেণী বাবুর কৌশলেই হইয়াছে। বেণী বাবুর কি কুটিল অভিসন্ধি, তাহা বোঝেন নাই; হয় তো লীলার যেমন পুরুষের মনে বেদনা দেওয়া অভ্যাস ছিল, বেণীবাবুরও সেইরূপ স্ত্রীলোকের মনে বেদনা দেওয়া সঙ্কল্প। কেন না, তিনি বেণীবাবুর নিকটেই শুনিয়াছিলেন যে, বেণীবাবুর দুই ভ্রাতা রমণী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, সেই নিমিত্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। বেণীবাবুর কুটিলতার কারণ এই। সুরো বেণী বাবুর কৌশলে নিশ্চয় মজিতে বসিয়াছে! তিনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এখন সুরোর সঙ্গে কালীপদ কিরূপ ব্যবহার করে। এক একবার তাহারা লীলার বাটীতে আসে, তাহাতে কিছু বোঝা যায় না। তাহাদের বাটীতে গিয়া সমস্ত অবস্থা দেখিলে, তাঁহার অনুমান সত্য কি না, বুঝিতে পারি-বেন। অনুমান ঠিকই করিয়াছেন, তবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন উচিত,—এখনো সুরোকে সতর্ক করিলেও করিতে পারেন। তিনি সুরোকে যাহা যৌতুক দিয়াছেন, বোধ হয় তাহা খরচ হইয়া যায় নাই। গিয়া থাকে গিয়াছে, সুরোকে ফিরাইয়া আনিবেন; তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, তাহাতে সুরোকে স্থিতি করিতে পারিবেন। সুরোর নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিলেন। কথা ছিল, সুরোর বাড়ী হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইবেন; তাঁহার কোচম্যান সুরোর বাড়ী জানিত। গাড়ী করিয়া গিয়া লীলা সুরোর বাড়ীর দোরে নামিলেন। সুরোর বাড়ী দেখিয়াই মনে করিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাই,—গৃহস্থের ন্যায় ক্ষুদ্র ত্রিতল বাড়ী। যদিচ সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বাগান আছে, কিন্তু তাহাতে সৌখিন ফুলের কেয়ারি নাই,—জবা, করবি, সেফালি, অপরাজিতা লতা, যুই, বেল, মল্লিকা, গোলাপ আছে, কিন্তু সকলই দেশী ফুল। তবে বাগানটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। বাগানের ফটক হইতে সদর দোর পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র পরিসর রাস্তা বাগানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। রাস্তার দুইধারে রেল, সেই রেলে বিবিধ দেশী লতা প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজী ফ্যাসানের বাড়ী নয়, সদর মহল, অন্দর মহল আছে; সদরে তিন কুকুরে পূজার দালান, আসবাব পত্র যদিও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু গৃহস্থের মতই সমুদায়। তাঁহার একরূপ স্থির হইল যে সুরোর টাকাকড়ি অনেক নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কালীপদ দোরে দাঁড়াইয়াছিল, অতি যত্নের সহিত বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইল। তিনি ভিতর বাড়ী যাইবামাত্র দেখেন, সুরোর চক্ষে ধোঁয়া লাগার চিহ্ন। রন্ধনগৃহ হইতে আসিয়া মহানন্দের সহিত তাঁহার সমাদর করিল। বলিল, "দিদি আসিয়াছ, একটু জল খাও, বুঝিতে পারিবে—আমি কেমন স্বহস্তে রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। তোমার জল খাওয়া হইলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইব।" লীলা আশ্চর্য্য হইলেন। সুরো তাহার হীনাবস্থায় কিছু মাত্র লজ্জিত নয়। গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিল, "এই গৃহে আমরা শুই, এইখানে ওকে জল খাইতে দিই, এইখানে ও ছবি আঁকে—এইখানে পড়ে,—আমি নিচে বসিয়া শিল্পকার্য্য করি।" সুরোর আনন্দ ধরে না। সুরো যাহা জলখাবার দিল, সকলই একটু একটু খাইয়া দেখেন, অতি সুস্বাদু। তাঁহার বহু বেতনের পাচক দ্বারা সেরূপ সুস্বাদু বস্তু কখনো প্রস্তুত হয়

নাই। জল খাইবার সময় লীলা সুরোকে খাইতে বলিলেন। সুরো বলিল, "না দিদি, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইবার পর আমি জল খাইব।" লীলা বলিলেন, "কালীপদও কি ততক্ষণ উপবাসী থাকিবে?" সুরো, বলিল—"হ্যাঁ।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরো তুই কি রাঁধিস্?" সুরো বলিল, "হাঁ দিদি, আমি রাঁধিলে ও ভাল করিয়া খায়।" লীলা সকল আসবাবই দেশী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু রান্নাঘরের আসবাব সমস্ত বিলাতীর মতন। সুরো দেখাইল, "কালীপদ এই উনান প্রস্তুত করিয়াছে, ইহাতে রন্ধনের কোনও ক্লেশ নাই। অনেক দ্রব্য সামগ্রীই একেবারে প্রস্তুত করা যায়, এবং অগ্নির উত্তাপও যে দ্রব্যে যে পরিমাণে আবশ্যক হয়, সেই পরিমাণে উত্তাপ দিবার ব্যবস্থা আছে।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি পাচক রাখিস্ না?" সুরো উত্তর করিল, "এই ব্রাহ্মণের কন্যাটি পরিবেশন করে। রন্ধনের নিমিত্ত ও নিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু আমি রাঁধিতে দিই না, আমি নিজে হাতে সমস্ত করি, তবে মানুষটি সুবোধ, আমার দেখিয়া সকল রকমই শিখিয়াছে।" লীলা বুঝিলেন যে, সুরো আপনার জেদে রাঁধে, সুরোর শ্রম লাঘব হইবে বলিয়া কালীপদ উনান, রন্ধনের অন্যান্য আসবাবপত্র ও রন্ধনশালার সুব্যবস্থা করিয়াছে। কালীপদ এখন দুই একটি কথা কয়। লীলাকে বলিল, "আপনি ওকে বলুন, এত খাটে কেন? বামুনঠাকুরুণ তো এখন বেশ রাঁধিতে শিখিয়াছে।" সুরো বলিল, "দিদি ওকে বলো, ও এত খাটে কেন?" লীলা বুঝিল,—এ কি! এখনো তো পরস্পরের টান দেখিতেছি! তবে এদের অবস্থার পরিবর্তন কেন?

সকলে মিলিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখিতে চলিলেন। লীলার গাড়ীতে কালীপদ ও সেই বামনঠাকুরাণীর সঙ্গে অপর গাড়ীতে দোর বন্ধ করিয়া সুরো পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠার স্থান—লীলার পরিচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা বেণীবাবুর প্রদত্ত বাগান, সেই বাগানের প্রত্যেক স্থান পুষ্পকুঞ্জের সহিত লীলার একটি না একটি স্মৃতি আছে। কোথাও বেণীবাবুর সহিত বসিয়া উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কথা হইয়াছে, কোথাও বসিয়া অনুবীক্ষণে দেখিয়াছেন যে দৃষ্টির অগোচরে প্রকৃতি অতি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছে। কোন পুষ্পবৃক্ষে সেই ফুলের রংএর প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে বসিতে দেখিয়াছেন, যেন তাহারা নিজের রংএর সহিত মিলাইয়া বসে। কোথা হইতে দূরবীক্ষণে সূর্য্যবক্ষে কৃষ্ণচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন, কুঞ্জে বসিয়া কবিতার আলোচনা করিয়াছেন, কুঞ্জ বা তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীলার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সুরোর বাড়ীর অ গৃহস্থের মত, কিন্তু বাগানের অবস্থা বেণী অধিকারে যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা উন্নত। বি স্থাপনের জন্য স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। রাজ-অট্টালিকা-লাঞ্ছিত বৈ[illegible]নাবাড়ী ছিল, ত তেই কৃষ্ণমূর্ত্তি বিগ্র[illegible] বসিয়াছে। কতক কিশোর বালক, কেহ পুষ্পচয়ন করিতেছে, নৈবেদ্য সাজাইতেছে, কোন না কোন কার্য্য ল সকলেই আছে, সকলেই উৎসাহ ও আনন্দে প পূর্ণ। পূর্ব্বে বাগানে অন্দর বাটী ছিল না, সু অন্দরবাটী প্রস্তুত হইয়াছে। লীলা ভ্রমণ ক দেখিতে লাগিলেন। সুরো অন্দরবাটীতে প্র করিয়াছে, যেরূপ কুলকামিনীর কর্ত্তব্য। কালী চতুর্দ্দিকে তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছে, মাঝে মা সুরোকে কি বলিয়া যাইতেছে। সুরো ও কাল পদ উভয়েরই আনন্দ।

লীলা দেখিলেন, কৃষ্ণ মূর্ত্তিবিগ্রহ স্থাপিত হইয়া কিন্তু রাধা নাই। প্রথমে ভাবিলেন, বুঝি রাধামূ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, আবার ভাবিলেন, তা বিগ্রহ স্থাপনের এত তাড়া কেন? সুরো জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিগ্রহ স্থাপনের আ প্রায় কি?" সুরো বলিলেন, "দিদি, এই বহুমূ বাগান বেণীবাবু স্নেহবশতঃ আমাদিগকে দিয়াছে কিন্তু আমরা গৃহস্থ, আমাদের এত বড় বাগা প্রয়োজন কি? দেব-সেবায় নিযুক্ত হোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছ, রা নাই?" সুরো বলিল, "না, মাধব রাধা, আপনি আনিবেন।"

লীলা। মাধব কি?

সুরো। উপস্থিত বিগ্রহের নাম 'মাধব' রাখিলাম ঠাকুরবাড়ীর নাম মাধবের ঠাকুরবাড়ী রহিল। মাধবে রাধা জুটিলে রাধামাধবের বাগান বলিব।

লীলা বুঝিলেন, বেণীমাধবের নিকট বাগা পাইয়াছে, কৃতজ্ঞতা চিহ্নের স্বরূপ—বিগ্রহের না 'মাধব'। কিন্তু "রাধা জুটিবে," ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধা জুটিবে কি?"

রাধা কি প্রস্তুত করিতে দিয়াছ?" সুরো বলিল, 'কেন দিব? মাধবের গুমর না ভাঙ্গিলে, আমি রাধার সহিত সাক্ষাৎ করাইব না। দেখি না— কতদিন আর একলা থাকে।"

লীলা। বিগ্রহের গুমর ভাঙ্গিবে কি?

সুরো। তুমি জানো না দিদি, মাধব বড় গুমরে। ওঁর ইচ্ছা রাধা গায়ে পড়া হইয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াক্। রাধার এত গুমর সহ্য হইবে কেন? একলা কেঁদে কেঁদে গুমর ভাঙ্গুক, তারপর ত রাধা আসিবে।

লীলা। তুই কি বলিতেছিস?

সুরো। কি জান দিদি, মাধব মনে করে, আমি তো রাধাকে ভালবাসি, রাধা কেন বোঝে না? বুঝিয়া কেন আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায় না? আমি বলি, যদি ভালবাসে, সেধে পেড়ে কেন কাছে লয়ে এসো না? তা ওঁর যদি না গরজ থাকে, আমার কি অত দায়?

লীলা। কি পাগলের মতন বল্‌ছিস?

সুরো। দেখো দিদি, পাগলামো নয়, যা বল্‌ছি, তা ঠিক।

লীলা। এ কিশোর বালকেরা কে?

সুরো। ওরা লীলাময়ী আশ্রমে থাকে।

লীলা। লীলাময়ী আশ্রম কি?

সুরো। তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম, তোমায় দেখাইতে পারি নাই,—আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে ব্যারিকের মতন যে এক বাড়ী করিয়া দিয়াছি, তাহাতে ঐ বালকগণ বাস করে। উহারা সব বিদেশী। ঐখানে থাকিয়া পড়িতে যায়।

লীলা। লীলাময়ী আশ্রম কি?

সুরো। ও বাড়ী যে তোমার টাকায়। তোমার টাকায় আশ্রম চলে, তাই তোমার নামে আশ্রমের নাম দিয়াছি।

লীলা। তোমাদের কিরূপে চলে? কালিপদর পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে?

সুরো। না দিদি, তার সে টাকায় ফিননাথ আশ্রম চলে। আমার শ্বশুরের নাম ফিননাথ, সেই নামে আশ্রম।

লীলা। বুঝিলেন, কালীপদর পিতার নাম দীননাথ।

লীলা। দীননাথ আশ্রমে কি হয়?

সুরো। যারা নিতান্ত উপায়হীন অশক্ত ব্যক্তি, তাহারা তথায় থাকবার স্থান পায়।

লীলা। তবে তোমাদের কিরূপে চলে?

সুরো। কেন দিদি—তুমি তো জানো, ও যে ছবি আঁকে। ওর ছবি খুব দরে বিকোয়, তাতে আমাদের বেশ চলে।

লীলা স্তম্ভিত হইয়া শুনিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ যদি সুখের সংসার না হয়, তাহা হইলে সুখের সংসার জগতে নাই। তাঁহার মাতা যে তাঁহাকে বুঝাইতেন যে, জগত প্রেমে সৃজিত, প্রেমে জগত চলিতেছে, সে কথা তো সত্য! এই তো প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত! হায়, আমি এ সুখে বঞ্চিত রহিলাম। বেণীমাধবের সহিত আমার কি দারুণ শত্রুতা ছিল। আমি স্ত্রীলোক, আমার সহিত একটা পশুর বিবাহ দিয়াছিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, "সুরো, বেণীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস, আমি তাহার এত শত্রু কিসে? আমি তাঁহার নিকট কি এত অপরাধ করিয়াছি, আমার সহিত একটা পশুর বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত নয়, আবার আমাকে জব্দ করিবার জন্য, সংসারে সকলের হাস্যাস্পদ করিবার জন্য, সেই পশুকে দিয়া আমার নামে নালিস করাইতেছে?" লীলা অশ্রু সংবরণে চেষ্টা করিলেন, এক ফোঁটা অশ্রু পড়িল। ব্যগ্র হইয়া সুরো জিজ্ঞাসা করিল,— "সে কি?" লীলা আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া সুরো কোন উত্তর দিল না; লীলাও আর কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যার পর আরতি দেখিয়া লীলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকাগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "আমি শুইব, তোরা যা—উপস্থিত কোন কাজ নাই।" কিন্তু তিনি শয্যায় যাইলেন না। তাঁহার মনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। বেণী বাবুর সহিত আলাপ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বেণী বাবুর ব্যবহার তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। ভাবিলেন—পুরুষ কতদূর কপট হইতে পারে! প্রথম হইতে বেণীবাবু যেন তাঁহার মন বুঝিয়া সামান্য অভিপ্রায়ও—ভৃত্য যেরূপ প্রতিপালন করে, সেইরূপ করিয়াছেন। তিনি কিসে সুখী হন, তাহা অনুসন্ধান করিতেন, প্রাণপণে সেই কার্য্যসাধনের চেষ্টা

ছিল। তাঁহার প্রতি যেরূপ যত্ন দেখাইতেন, এরূপ যত্ন কেহ কখনো করিতে পারে না। তবে এরূপ বিবাহ সংঘটন কেন করিল! আবার কেন তাহার দ্বারা নালিস করাইতে যাইতেছে! বুদ্ধিভ্রমে বিবাহের উপদেশ দিতে পারে, তাহা মার্জ্জনা করা যায়, কিন্তু এ শক্রতা কেন? সত্যই কি এ বেণীবাবুর শক্রতা! নচেৎ আর কার? বিবাহের কথা অন্যে কে জানে? যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, সে বেণীবাবুর লোক। সমস্তই বেণীবাবুরই শক্রতা! আবার কালীপদ ও সুরোর পরস্পরের ব্যবহার—স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন,—দুই জনে এক প্রাণ—এক মন, কায়া মাত্র ভিন্ন! সুরোর আচরণেরই বা কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সুরোকে তিনি তরলমতি জানিতেন, কিন্তু দেখিলেন, স্থির গম্ভীর প্রকৃতি, এরূপ চরিত্র কেবল তাঁহার মাতার দেখিয়াছিলেন। হিন্দু মহিলারা যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করে, সুরো সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণা, তাহার প্রতিকার্য্যে তাঁহার মাতার কার্য্য মনে পড়িতে লাগিল। মনে করিলেন, তাঁহার পিতামাতায় কখনো কলহ হয় নাই। তাঁহার মাতা কখনও তাঁহার পিতার অবাধ্য হন নাই। কেবল একদিন যেন তাঁহাদের একটা কথান্তর হইয়াছিল—স্মরণ হয়। তাঁহার পিতা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া সেই স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে তাঁহার মাতাকে বলেন, তিনি অস্বীকৃতা হন। তিনি বলেন, —"তুমি পরম গুরু সত্য, কিন্তু কুলাচার, লোকাচার —আমি তোমার কথায়ও পরিত্যাগ করিব না। বাল্যকাল হইতে অন্দরে বাস করিতে শিখিয়াছি, পরপুরুষের বাতাস পর্য্যন্ত অস্পর্শীয়, তাহা ধারণা জন্মিয়াছে। মাতার দৃষ্টান্তে জানিয়াছি, পতির ভোজনান্তে ভোজন করা কর্ত্তব্য, বাল্য-সংস্কার পরিবর্ত্তন কিরূপে করিব।" সুরো যেন তাঁহার মাতার গঠনে গঠিত হইয়া তাঁহার মাতার সমপ্রকৃতি হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে লীলার চক্ষে আবার জল আসিল। মনে হইল, আমি কেন এরূপ হইলাম! পিতৃ আজ্ঞা ছিল, বিবাহ নাই করিতাম। কুমারী অবস্থায় তো থাকে, আমিও কুমারী থাকিতাম। কুলকামিনীর ন্যায় থাকিলে বেণীর সহিত দেখা হইত না, এ অবস্থায় পতিত হইতাম না। চতুর্দ্দিকে দেখেন, সংসারে স্ত্রীলোকের কেহ না কেহ আপনার আছে। কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও স্বামী, কাহারও পুত্র, অভিভাবক স্বরূপ আছে, তাঁহার কেহই নাই, লোকে তাঁহার কুলটা অ[illegible] দেয় কি না জানেন না, কিন্তু সকলে যে তাঁ[illegible] ঘৃণা করেন, ইহা বুঝিতে পারেন। পরোক্ষে তাঁ[illegible] পরিচারিকারাও যে "বিবি বিবি" বলিয়া ব্যঙ্গ ক[illegible] তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। [illegible] যে বৎসর প্লেগ [illegible] তিনি দ্বিগুণ মূল্য [illegible] তাঁহার রাজমিস্ত্র [illegible] রাখিতে পারেন নাই, সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া [illegible] যাইবে। টাকার প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া ব[illegible] —"টাকা বড় না ইজ্জত বড়! এখানে থা[illegible] আমার ঘরের আদমিকে বেইজ্জত করিবে, এ[illegible] অসুখ হ'লে হাঁসপাতালে টানিয়া লইয়া যাইবে[illegible] দরিদ্র ব্যক্তিদেরও তাহাদের স্ত্রীর প্রতি এত[illegible] তাহার স্ত্রীর আবরণের প্রতি এত লক্ষ্য! [illegible] স্বেচ্ছায় তিনি আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জগ[illegible] তাঁহাকে আপনার বলিয়া [illegible] করিবার কেহই না[illegible] একবার মনে হইল, যে ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত তা[illegible] বিবাহ হইয়াছে, সে যখন তাঁহাকে চায়, তাহা[illegible] লইয়া ঘর করিতে দোষ কি? সে তো স্বামী [illegible] —এমন মূর্খ স্বামীও তো লোকের হয়। তা[illegible] পর বলিলেন, ছিঃ, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া [illegible] বর্ব্বরকে লইয়া ঘর করিবেন; ইহা অপেক্ষা মৃ[illegible] ভাল। যাহাই ভাবেন, শেষ বেণীবাবুর কথ[illegible] উপস্থিত হয়, দুই একবার মনে হইল, যেন বেণী বাবু সামনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে,—একবার যে[illegible] ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে—"পুরুষকে [illegible] না করো [illegible] ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি পোহাইল। বসিয়া রা[illegible] কাটিয়াছে, দাসদাসীরা গৃহ-কার্য্যে বিব্রত, কলর[illegible] শুনা যাইতেছে; তাঁহার কাণে যেন প্রবেশ করি[illegible] যে, তাঁহার নিজের পরিচারিকা বলিতেছে, "ঠাকুর[illegible] ঘুমাইতেছেন, এখন আমি পত্র দিতে পারিব না [illegible] কি পত্র, জানিতে লীলা বাহিরে গেলেন।

বেণীবাবু কোন দূর তীর্থস্থানে অপরিচিত ভাবে একটি আশ্রম স্থাপন করিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন, কালীপদ ও সুরো ভিন্ন কেহ তাহা জানে না। তিনি প্রাতঃকালে বায়ু সেবন করিয়া ফিরিতেছেন, ডাকওয়ালা পথে তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। পত্রপাঠে বেণী বাবু অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। আহারাদিরও বিলম্ব না করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। দুর্গম পথ, দশ ক্রোশ

ছাটিয়া তবে ঘোড়া পাওয়া যায়, ঘোড়াতে বিশ ক্রোশ যাইতে হয়, তাহার পর টোঙ্গা পাওয়া যাইবে। পথে চাউল, ছাতু, আটা পাওয়া যায়। তিনি ছাতু খাইতে খাইতে চলিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রে সমস্ত রাত্রি ঘোড়সোয়ার হইয়া আসিয়া টোঙ্গার আড্ডায় পঁহুছিলেন,—রেলওয়ে ষ্টেশন তথা হইতে পনের ক্রোশ। এক্কাওয়ালাকে পাঁচ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা কবলাইয়া বলিলেন, 'যদি সন্ধ্যার রেল ধরাইয়া দিতে পারো, আরও দশ টাকা দিব।" সে অবাক্, বেণীবাবুর বিলম্ব সয় না, ঘোড়া আপনি বাহির করিলেন। রাত্রি দশটার সময় রেলওয়ে ষ্টেশনে পঁহুছিলেন, কিন্তু মালগাড়ী ভিন্ন সে রাত্রে কোন গাড়ী যাইবে না। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিলে মালগাড়ীতে ব্রেকভ্যানে যাওয়া যায়। ব্রেকভ্যানে কয়েক ষ্টেশন ছাড়াইয়া জংসনে পৌছাইয়া দেখিলেন, যাত্রীদের গাড়ী দাঁড়াইয়া, কিন্তু আর টিকিট লইবার সাবকাস নাই। হুইসিল দিয়াছে, লম্ফ দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়িলেন। এবং দুই দিবস পরে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিলেন। আসিয়াই তাঁহার বিশ্বস্ত দরোয়ানের হস্তে একখানি চিঠি দিলেন, চিঠি রেলগাড়ীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দরোয়ান উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, তিনি বৈঠকখানায় উঠিলেন। স্থির হইতে পারেন না, বসেন—বেড়ান, রাস্তার ধারে বারান্দায় যান,খানসামা কাপড় ছাড়াইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে বলিলেন, —"এখন যাও, আমি ডাকিব।" বারান্দা হইতে দেখেন, দূরে একখানি ঠিকা গাড়ী আসিতেছে,কোচবাক্সে তাঁহার দরোয়ান। বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। একটু পরে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, রাধুবাবু আসিয়াছেন। "আসিতে বল" বলিয়া এক খানা খবরের কাগজ তুলিয়া লইলেন। রাধুবাবু আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রাধু, যাহাকে পূর্ব্বে গগন বাবুর সহিত দেখিয়াছি। রাধু আসিবামাত্র বলিলেন, "রাধু, তোমার দুই পথ আছে। এক জেলে যাওয়া, আর অপর কিছু টাকা রোজগার করা। অন্যের নিকট যাহা রোজগার করিবে, আমার নিকট তাহার দ্বিগুণ পাইবে। কিন্তু ঘুণাক্ষরে আমার সহিত যদি তোমার ছলনা দেখিতে পাই, তাহা হইলে তোমার দ্বীপান্তর! আমার সহিত যদি ঠিক ঠিক ব্যবহার কর, তুমি যে তোমার ভাজের বিরুদ্ধে জাল করিয়াছ, তাহা লইয়া গোল উঠিবে না। যদিচ জাল বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছে ও অনায়াসেই প্রমাণ হইবে, কিন্তু সে জাল কাগজ ফাইল হইতে বাহির করিয়া লইলেই চুকিয়া যাইবে। বাহির করিয়া লইতেও কষ্ট পাইতে হইবে না। আর টাকা রোজগারের কথা ত বলিলাম।

জাল উইল কি, পাঠক জানেন না। রাধু তাহার ভাজকে একখানি ছোট বাড়ী ফাঁকি দিবার নিমিত্ত জাল উইল তৈয়ারী করিয়াছিল। ভাজকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়, ভাজ বেণীবাবুকে আসিয়া ধরে। বেণীবাবু তাহার পক্ষ হইয়া উকীল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। উকীল বেণীবাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন, যে উইল নিশ্চয় জাল প্রমাণ হইবে। রাধু serving clerk এর কাজ করিয়া তাহা কতকটা বুঝিয়াছিল। ভাজের সহিত রফা করিতে যায়, উকীলের পরামর্শে রফা হয় নাই। ভাবিয়াছিল, কোনও-রূপে রফা করিয়া লইবে। ভাজের যাহা কিছু ছিল, তাহা বাহির করিয়া মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছে, কিন্তু মকর্দ্দমা চালাইবে কি করিয়া? রাধুর মকর্দ্দমা একটা ছোট উকীলের দ্বারা চলিতেছে ও চলিবে। কিন্তু তাহার ভাজ দুই একটা মৎফরেকা মকর্দ্দমা হইলেই নাতোয়ান হইয়া পড়িবে। এখন দেখে যে, বেণীবাবু বিপক্ষ, তবে তো ঘোর বিপদ! বেণীবাবুর পায়ে জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—"আমি আপনার গোলাম, আপনি যা বলিবেন, তাহাই করিব।" বেণীবাবু বলিলেন, "যেরূপ বলি, সেইরূপ করিলে তোমার কোন ভয় নাই।"

বেণীবাবু আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় আবার চাকর আসিয়া বলিল, "রাধু বাবু আসিয়াছে।" রাধুর সহিত দেখা করিতে বৈঠকখানা গেলেন।

লীলা যে পত্র পাইয়াছিলেন, সে পত্র গগন বাবুর। গগন বাবু অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিতেছেন, "আমার পরামর্শ আপনি গ্রাহ্য করিবেন কি না, জানি না; কিন্তু আমার পরামর্শ, সেই ব্রাহ্মণকুমারকে কোনওরূপে বশীভূত করা। টাকার লোভে মকদ্দমা করিতে আসিয়াছে। যদি যুক্তি বিবেচনা করেন, আমি তাহাকে আমাদের বাগানে ডাকাইব এবং সামনে টাকা ধরিয়া দিলে উপস্থিত

টাকার লোভ ছাড়িবে না। তাহাকে একটু নেসা করিয়া দিয়া যেরূপ লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া, সেইরূপ লিখিয়া সহি করান যাইবে। পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম, যদ্যপি আপনার এই সামান্য কার্য্য সাধন করিতে পারি। আমার এ জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আপনি দেবী, দিবারাত্র আপনাকে ধ্যান করিয়া আমার অন্তরের মালিন্য ঘুচিয়াছে, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

পত্র পাঠ করিয়া লীলা বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে উত্তর পাঠাইলেন। উত্তরের উত্তর আসিল। সন্ধ্যার পর লীলা গাড়ী করিয়া বাহির হইলেন।

গগনবাবু বাগানবাটীতে বসিয়া আছেন, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সতীশ, যতীশ, গিরিশ, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, ধরণী, যামিনী প্রভৃতি লীলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরা সকলেই উপস্থিত। একটু একটু মদও চলিতেছে, এমন সময় গাড়ী বারাণ্ডায় লীলার জুড়ি আসিয়া লাগিল। গগন ব্যতীত সকলেই স্থানান্তরে চলিয়া যাইল। গগন যে বেশবিহীন মূর্ত্তিতে লীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই বেশহীন অবস্থায় গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। এমন সময়ে এক জন ভৃত্য লীলাকে লইয়া উপস্থিত হইল। লীলাকে দেখিয়া সাগ্রহে গগনবাবু উঠিলেন। সাগ্রহে লীলাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সম্মুখে উকীলের বাড়ীর লেখা কাগজ ছিল ;—লীলাকে বলিলেন, "দেখুন দেখি, বোধ হয় এ কাগজে সহি করাইয়া লইলে আর কোনও উৎপাত থাকিবে না। সেই দীন ব্রাহ্মণ উকীলের বাড়ী আছে ; তাহাকে সঙ্গে লইয়া উকীল এখনি আসিবেন।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা দিতে হইবে? পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা ছিল, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া আসিয়াছি।" গগন বলিল, "দুই এক হাজার টাকা দিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। তবে পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা আছে, তাহাই দিন, আর অধিক কেন?—আপনার টাকায় সংসারের অনেক উপকার হইবে। কাগজ পড়িয়া দেখুন।" লীলা এক মনে কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল, ক্লোরোফর্ম্মে ভিজান রুমাল নাকের গোড়ায় দিল, লীলা চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, চীৎকার আসিল না। সংজ্ঞা লোপ হয় প্রায় এমন সময় যেন অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—তাহার পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

সুরোর শয্যাগৃহে লীলা শায়িত, পার্শ্বে সুরো। লীলা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপে হেথায় আসিলাম?" সুরো বলিল, "দিদি, স্থির হও, এখন ও সব কথা নয়, ডাক্তার মানা করিয়াছেন।" লীলা বলিলেন, "তুমি বলো, ডাক্তার মানা করুন, আমি না শুনিলে স্থির হইতে পারিব না।" যদিও ডাক্তার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুরোর মনে ধারণা, যতদূর সুরো জানে, সমস্ত বলা উচিত। লীলা তাহার গৃহে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া কখনও "রক্ষা করো—রক্ষা করো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন, কখনও কেন এতক্ষণ মৃত্যু হইতেছে না, এ জন্য চঞ্চল হইয়াছেন। সুরো ডাক্তারের মানা উপেক্ষা করিয়া বলিল যে, "আমি ইতিপূর্ব্বে কি হইয়াছে জানি না, সপ্তাহ পূর্ব্বে শয়ন করিয়াছি, এমন সময়ে সদর দোরে আঘাত শুনিলাম, ও (অর্থাৎ কালীপদ) ব্যস্ত হইয়া নীচে গেল এবং "শীঘ্র আইস" বলিয়া আমায় ডাকিল। আমি নীচে গিয়া দেখি, একটা টেবিলের উপরের তক্তা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার উপর শয্যা, শয্যায় তুমি অচৈতন্য অবস্থায় পতিতা। দুইজন শিক্ষিত দাই তোমার নিকটে ; দাইয়ের নিকট শুনিলাম যে গগন বাবুর বাগান-বাটীতে তুমি মূর্চ্ছিতা হও, সেইখানেই ডাক্তার আনীত হয় ও তাহারাও আইসে, তথায় বাবুরা ছিলেন, দাই তাহাদের চেনে না, সেই বাবুদের যত্নে তুমি হেথায় আনীত হইয়াছ। কিন্তু আমরা যখন তথায় উপস্থিত হইলাম, সেই বাবুরা ছিলেন না। তাহারা আমাদের দুয়ার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তোমায় ধরাধরি করিয়া আমার বিছানায় আনিয়াছি, তোমায় আমার বিছানায় শোয়াইলাম, এমন সময়ে ডাক্তার নিতাইবাবু ঔষধপত্র ও দুই জন দাই সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তোমার শুশ্রূষার জন্য চারিজন দাই নিযুক্ত করিয়া দিলেন, দুই জন দিবসে, দুইজন রাত্রে তোমায় শুশ্রূষার নিমিত্ত থাকিবে।"

[লী]লা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের খরচ পত্র কে [দি]লেন?" সুরো বলিল, "আমি নিতাইবাবুকে [জি]জ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাদের রোজ কিরূপ [লা]গিবে? নিতাইবাবু উত্তর করিয়াছিলেন, সে [স]কল বন্দোবস্ত হইয়াছে।" লীলা জিজ্ঞাসা করি[লে]ন, "আমি যে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম, নিতাইবাবু [কি]রূপে জানিলেন?" সুরো বলিল, 'আমি তাহা [নি]তাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তরে তিনি [যা]হা বলেন, তাহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুনিলাম, [তো]মার প্রতি অত্যাচার হইবে, এ সংবাদ পুলিস [পা]য়, পুলিস তোমার রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হয়। [যা]হারা তোমার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, [তা]হারা পলায়ন করিল, পুলিস কাহাকেও ধরিতে [পা]রে নাই। তাহার পর নিতাইবাবু সংবাদ পান [এ]বং শিক্ষিত দাইদের লইয়া আসেন। তথায় তোমার [চৈ]তন্য করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তোমার চৈতন্য [হ]য় নাই। তাহার পর কতকগুলি ডাক্তারী শিক্ষার্থী [ছা]ত্র লইয়া আমাদের বাড়ীতে তোমাকে লইয়া [আ]সিয়াছিলেন।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিতাই [বা]বু কাহার নিকট সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা [জা]নিলে?" সুরো উত্তর করিল, ঐটিই বিস্ময়কর [ঘ]টনা, একজন কুরূপ কদাকার ব্রাহ্মণ, তাহার নাম [উ]মাচরণ'—এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন [স]ময় নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত। নিতাইবাবু [সু]রোকে কতক তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি [উঁ]হাকে কি বলিতেছেন?" সুরো বলিল,—"আদ্যো-পান্ত সমস্ত ঘটনা।"

নিতাই। আমি আপনাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম।

সুরো। হ্যাঁ, আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সপ্তাহই উঁহার কাণে কাণে বলিতাম, 'দিদি, তোমার ভয় নাই, তুমি আমার বাড়ীতে আছ, তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই, অত্যাচারীরা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই সমস্ত আমি নিত্যই বলিতাম, আর সেই সময় এত জ্বরের তাড়না, তথাপি কিঞ্চিৎ চৈতন্যের সঞ্চার দেখিতাম।

নিতাই। আপনি ভাল করেন নাই, এখন আপনি যান, আর অধিক উৎসাহিত করিবেন না।

সুরো করযোড়ে বলিল, "ডাক্তার বাবু, আপনার ন্যায় সুযোগ্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ ডাক্তার দ্বিতীয় নাই; কিন্তু আপনি স্ত্রীলোকের মম জানেন না, দৈহিক আঘাতই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিক আঘাত বোঝেন নাই। অজ্ঞান অবস্থায় বিহ্বল থাকিয়া যাহা বকিয়াছেন, তাহা আপনি কিছুই বোঝেন নাই,—যদিচ দিদি স্বাধীনা, পাশ্চাত্য প্রদেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের সহিত মিশিতেন, কিন্তু পুরুষের অপবিত্র ভাবের স্পর্শ যে অঙ্গারবৎ, তাহা হিন্দুরমণীর হৃদয় হইতে দূর হওয়া কোনওরূপে সম্ভব নয়। দস্যুরা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে, এই চিন্তায় সপ্তাহকাল তাঁহার চৈতন্য হয় নাই; মন হইতে এ চিন্তা দূর না হইলে দিদিকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন না। এই নিমিত্ত আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ, আপনি যাহা যাহা জানেন—সমস্ত বলুন, কোনও বিষয় গোপন রাখিবেন না।" নিতাই বাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন।" লীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শুনুন, আপনাকে ক্লোরাফর্মের রুমাল মুখে দিয়া মূর্চ্ছিতা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে পুলিস যাইয়া তথায় উপস্থিত হয়।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, পুলিস তাদের চালান দিল না কেন?" নিতাই বাবু বলিলেন, "আমার বিবেচনায় পুলিস অতি সদ্‌যুক্তির কার্য্য করিয়াছে, পুলিস রিপোর্ট লিখিয়াছেন বটে, তাহারা পলাইয়াছিল, গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এখনই তাহাদের গ্রেপ্তার করা যায়, কিন্তু সেরূপ কার্য্য যুক্তিযুক্ত নয়।

লীলা বলিলেন—"কেন?"

নিতাই। দুর্জ্জনেরা নানাপ্রকার রটনা করিবে, আদালতে নানান কথা উঠিবে, সংবাদপত্রে বাহির হইবে। যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

লীলা। আপনি একটা কথা বলুন, পুলিস কিরূপে সংবাদ পাইল?

নিতাই। তাহা আমি জানি না, পুলিসের নিকট তত্ত্ব লইয়াছি, উমাচরণ নামে একজন ব্রাহ্মণ-যুবা তাহার সংবাদদাতা।

লীলা। শুনিলাম, আপনাকেও কে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিয়াছিল?

নিতাই। সম্ভবতঃ সেই ব্রাহ্মণই বটে।

লীলা। তাহার কিরূপ বেশ?

নিতাই। তাহার সামান্য দরিদ্রের ন্যায় বেশ।

লীলা। তাহার কথায় আপনি আসিলেন কেন?

নিতাই। আমাদের যে ডাকে, তাহার কথাতেই আসি। আসিয়া দেখিলাম, যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা সত্য।

লীলা। আপনার ফি কে দিল?

নিতাই। আপনি আমার অপরিচিত ন'ন, আপনার নিকট এত ফি পাইয়াছি যে,সে সময় আপনাকে রক্ষা করা ভিন্ন ফির কথা আমার মনে উঠে নাই। এখনও উঠিত না, আপনি স্মরণ করিয়া দেওয়াতে উঠিল। আপনি আরাম হোন, ফির বিল পাঠাইব।

ডাক্তার বাবু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন,কিন্তু তাহার বর্ণনা লীলা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। লীলা ভাবিলেন, কে আমার নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ যুবা—তাহার নাম যেন স্মরণ হইতেছে—উমাচরণ; তবে কি আমার সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছিল—সেই; আমার বিপদ সংবাদ কিরূপে পাইল? গগন যাহা বলিয়াছিল, তাহা কি সত্য? সে ব্রাহ্মণ কি উকীলের বাড়ী ছিল? উকীলের সহিত আসিয়া আমার বিপদ দর্শনে এইরূপ সাহায্য করিয়াছে? না গগনের সমস্তই ছল। লীলা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যে আমার এরূপ উপকারী, সে কেন আমায় অপদস্থ করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যই কি সে আমায় চায়? তবে টাকা পাইলে মিটাইবে কেন বলিয়াছিল? এতই যদি তাহার টাকার লোভ, বিবাহের রাত্রে কি নিমিত্ত পঁচিশ হাজার টাকা ত্যাগ করিয়া গেল? সে কি জীবিত আছে? তবে সে রাত্রে কোথায় পলাইল,—কেন কেহ তাহার সন্ধান পাইল না? এইরূপ নানা চিন্তায় লীলার মন অধীর হইল। হয় তো বেণীমাধব তাহার সন্ধান জানিতে পারে, অবশ্যই পারে! কিন্তু বেণী তো তাহায় শত্রু, সেই তো তাহাকে মজাইয়াছে। তাহার সমস্ত আপদের কারণই তো বেণী! কি আশ্চর্য্য! অমন সরল মূর্ত্তি,অন্তরে দানবীয় কুটীলতা নিহিত। নানাপ্রকার চিন্তায় কিছুই স্থির হইল না।

নিতাইবাবু স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। যে সময় লীলার প্রতি আক্রমণ হয়, লীলা মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে যে অনেক লোকের দ্রুত পদধ্বনি শুনিয়াছিলেন, তাহা পুলিস কর্ম্মচারিগণের। ত
লীলাকে উদ্ধার করিল। লীলার প্রতি য
অত্যাচার করে, পুলিস তাহাদিগকে প্রহার ক
ছিল, কিন্তু সকলেই পুলিসের হাত ছাড়াইয়া
ইয়াছে;—স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার জন্য পু
ব্যস্ততা বশতঃই হোক বা অভ্যন্ত্র পথে অত্যা
গণের পলাইবার সুযোগ থাকা প্রযুক্তই হোক
কারণেই হোক, একজনও গ্রেপ্তার হয় নাই।
তাহারা সেই গৃহে বসিয়া ভাবিতেছে, এ কি হ
কিরূপে পুলিসে সংবাদ পাইল! তাহাদের বহু
মন্ত্রণা বিফল কে করিল! সর্ব্বাপেক্ষা না কি
প্রতি প্রহার অধিক হইয়াছিল,—সে ফটকের
চৌকি দিতেছিল! পুলিসের কোপ তাহার
বিশেষ পড়ে! কে সংবাদ দিল, ভাবিয়া কিছু
স্থির করিতে পারে না, কিন্তু সতীশের কুটীল ম
হইতে লীলাকে জব্দ করিবার একটি উপায় আ
হইল। পুলিস যে তাহাদের ধরিতে পারিত
এরূপ নহে। যেই সংবাদদাতা হোক, অবশ্যই
সের প্রতি উপদেশ ছিল, যেন কাহাকেও না ধ
তাহার কারণ, লীলার প্রতি এরূপ অত্যাচার হইয়
তাহা আদালতে প্রকাশ পাইলে, লীলার ব
রটিবে, এইজন্যই পুলিস কাহাকেও ধরে নাই।
লীলার নামে তাহাদের নালিস করিলে হয়
তাহাই বা কিরূপে হয়, লীলার নামে নালিস কি
হইলে পুলিসের নামে নালিস করিতে হয়।

বিফলমনোরথ ঈর্ষ্যায় বিদগ্ধ অবি কী যুবক
ভাবিতে লাগিল, পুলিসের না চার্জ্জ
তাহাতে দোষ কি? পুলিস বিরূপ হওয়ায় তাহা
যে ক্ষতি হয় হোক, লীলার তো অপবাদ হই
মকদ্দমা এইরূপে সাজান যাইতে পারে,—গগ
সহিত লীলার আস্নাই ছিল, গগন অন্য রমণীর প্র
অনুরক্ত হওয়ায় লীলা ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহার বাগা
আসিয়াছিল, তাহারই লোক পুলিসকে ডাকি
আনিয়াছে, তাহারই শিক্ষিত লোক তাহার না
ক্লোরাফর্ম্ম ধরিয়াছিল। এইরূপ মকদ্দমা চলি
লীলার অপবাদে সহর ভরিয়া যাইবে। এইরূপ কর
স্থির হইল। উকীল আসিল, কিন্তু উকীল তিন দি
পরে তাহাদের জানাইলেন যে, যেরূপ পুলিসে
রিপোর্ট, তাহাতে পুলিস ইচ্ছা করিলেই তাহাদে
ধরিয়া চালান দিতে পারে। লীলার অপবাদ হইবে

ুই আশঙ্কায় তাহাদের ধরে নাই, তবে যদি কেবল ্পবাদ রটানই তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা এক ংবাদপত্রের সম্পাদকের সাহায্যে অনায়াসেই হইতে ারে। এমন সংবাদপত্র অনেক আছে যে, কুৎসা ্রকাশ করাই তাহাদের কাজ। সেই সংবাদপত্রের ্স্তে লীলার কুৎসা প্রকাশ হইলেই, লীলার নিন্দা ্বরের ঘরে ঘরেই হইবে। কিন্তু তাহার কেবল নন্দাতে যুবাবৃন্দের কি তৃপ্তি হইবে? বেণী-ধবের সহিত তো অনেক নিন্দাই রটিয়াছে। ীলার চাকর দাসী পর্য্যন্ত নিন্দা করে, তাহাতে ার অধিক কি হইবে? তবে প্রতিহিংসা তৃপ্তির ক উপায় আছে। নিশ্চয় বেণীর প্রেমে লীলা াবদ্ধ। সেই জন্য সকলের ভালবাসা উপেক্ষা রিয়াছে। সুচতুর বেণী বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া কটা আবরণ দিয়াছে। যদি গর্ভ হয়, তাহাতে ীলার কলঙ্ক হইবে না, এই অভিপ্রায়। যাহার হিত বিবাহ হইয়াছে, সে বেণীর পেটোয়া কোন ক্তি। বেণীর অনিষ্ট করিতে পারিলে লীলার পেক্ষার প্রতিশোধ হয়। হাঁ, হাঁ—বেণীর কি নিষ্ট করা যায়, সকলেই এক কথা বলিতে াগিল। কিন্তু গগন গম্ভীর হইল, সে কোন কথাই লল না। শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া শুইতে াল। এদিকে যুবাবৃন্দের দলে মদ চলিতে লাগিল। দের স্তরে স্তরে যেরূপ বিকৃত হইতে হয়, সেইরূপ ইতে লাগিল। অনেকেই সংজ্ঞাহীন হইয়া ড়িল।

কিন্তু শয্যা-গৃহে আসিয়া গগন নিদ্রিত হইল না। ীলার রূপ তাহার মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, ফল মনোরথ হওয়ায় হুতাশনে ঘৃত পড়িয়াছে। ণী,—বেণীর মূর্ত্তি তাহার মনে পড়িতে লাগিল, ণীর অপরূপ কান্তি তাহাকে বিষবৎ দগ্ধ করিতে াগিল, বেণীর অমৃতোপম হাব ভাব ঈর্ষ্যানল দীপিত করিল,—ঈর্ষ্যায় দেখিতে লাগিল, বেণীর ষ্ঠে লীলার ওষ্ঠ মিলিত, বেণীর বাহুদ্বয়ে লীলা ষ্টিতা, লীলার বাহুবন্ধনে বেণী! মদনোন্মত্ত যুবা ধীর হইয়া উঠিল। বেণী কোথায়—কিরূপে াহাকে পাইবে—নিশ্চয় তাহার প্রাণবধ করিবে। নিয়াছি, বেণী বিদেশে গিয়াছে, কিন্তু লীলাকে ড়িয়া কতদিন থাকিবে, অবশ্য আসিবে, বেণী-ধবের প্রাণবধ করা গগনের দৃঢ়সঙ্কল্প হইল।

সুরোর অক্লান্ত শুশ্রূষায় লীলা এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার উকীলের পত্রে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর তাঁহার নামে নালিস করিবার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেণীবাবুর সহিত দেখা করিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। সে ব্রাহ্মণ-কুমার আর কে—তাঁহারই স্বামী। বেণী ব্যতীত তাঁহার সন্ধান কিরূপে পাওয়া যায়? কিন্তু সে ব্রাহ্মণ তাঁহার হিতৈষী হইলেও যুবাবৃন্দের কুটীল ষড়-যন্ত্র কিরূপে ভেদ করিয়াছিল। গগনের বাড়ী যাইবার সম্বন্ধে আভাস কি সুরোকে জানাইয়া-ছিলাম!—কিছুই তো স্মরণ নাই। এখন লীলা নিজ বাটীতে আসিয়াছেন। সুরোকে ডাকাইলেন। সুরোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কিছু জানিস্—এ ঘোর বিপদে কে আমায় উদ্ধার করিল?"

সুরো। না দিদি।

লীলা। তোর কি মনে হয়?

সুরো। কি মনে করিব, কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

লীলা। কালীপদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি?

সুরো। করিয়াছিলাম।

লীলা। সে কি বলে?

সুরো। দিদি, আমি কি বলিব, তাহার বেণী বাবুর উপর অসীম ভক্তি,—সে সমস্ত কার্য্যই বেণীবাবুর দেখে।

লীলা। তাহার ভ্রম, বেণী আমার শত্রু। আমার বোধ হয় কালীপদ কোনরূপে জানিয়া আমায় উদ্ধার করিয়াছে।

সুরো। না দিদি, সে আমার নিকট কদাচ মিথ্যা বলিত না। আর যদি সে হইত, তবে কেন গোপন করিবে?

লীলা। বেণী এখন কোথায় জানিস্ কি?

সুরো। আমি তাঁহাকে আসিতে পত্র লিখিয়া-ছিলাম, কিন্তু কোথায় জানি না।

সুরো সত্যই জানে না। বেণীবাবু একদিন মাত্র নিজগৃহে আসিয়াছিলেন; তাহার পর যে কোথায় আছেন,—সুরো, কালীপদ তাহা জানে না। তিনিও কোন পত্র দেন না। তবে এইমাত্র কালীপদর প্রতি আদেশ আছে, যদি তাঁহাকে পত্র লিখিবার আবশ্যক হয়, পোষ্টমাষ্টারের নিকট পত্র দিলে তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে।

লীলা। তুই পত্র লেখ, আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সুরো পত্র লিখিল।

গগনও বেণীর কোন সন্ধান পায় নাই। লীলাকে জব্দ করিবার আর এক উপায় তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইল। লীলার চাকর, দাসী, সহিস, কোচোয়ান—সকলকেই অর্থদ্বারা বশীভূত করিবেন। লীলা যদি বেড়াইতে যায়, কোচোয়ান তাহার শিক্ষামত তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে লীলাকে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে। দাসদাসীকে অর্থ দিবার প্রয়োজন এই যে, লীলার শয্যাগৃহে কোনরূপে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কিরূপে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়! কোন ইয়ার বন্ধুর সহিত পরামর্শ করা হইবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ তাহার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করায় লীলা উদ্ধার লাভ করিয়াছে। গগন এখন কাহারও সহিত মেশে না। গগন কোথায় থাকে, কেহ সন্ধান পায় না। বাড়ী থাকিলেও চাকর বাকরদের প্রতি আদেশ—বাড়ী নাই বলিয়া বিদায় দিবে। ইয়ার বন্ধুরা যদি নিষেধ না মানিয়া বইসে, চুপি চুপি অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া যায়। গগনের দিবারাত্র চিন্তা—লীলা ও বেণী। গগন ভাবিল, বেণী যেখানেই থাকুক, যদি সংবাদ-পত্রে বেণী ইনসল্‌ভেণ্টে যাইতেছে প্রকাশ হয়, বেণীকে আসিতেই হইবে। সংবাদপত্রে ছাপিবে কেন? আমি স্বয়ং নাম দিব। বেণীর দেখা পাইলে খুন করিব। যাহা হইবার হইবে, সংবাদপত্রে সংবাদ পাঠাই। আর কি হইবে তাহার নামে ড্যামেজ আসিতে পারে—এই পর্য্যন্ত; সে দেখা যাইবে। কিন্তু লীলা,—লীলাকে কিরূপে পাই। লীলার মূর্ত্তি মনে হইলে তাহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত ধাবিত হইতে থাকে, চক্ষুকর্ণ হইতে জ্বলন্ত অঙ্গারের উত্তাপ বাহির হয়, নিদ্রা হয় না, সমস্ত রাত্রি পায়চারী করিয়া যায়। লীলাকে কি উপায়ে নষ্ট করিবে! এক উপায় আছে, লীলার দাসীকে যদি বশীভূত করিয়া লীলার শয়নগৃহে লুকাইয়া থাকিতে পারে, রজনীযোগে আক্রমণ করিবে। তাহাতেও যদি বিফল মনোরথ হয়, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া মুখকান্তি বিকৃত করিয়া দিবে, তাহাতে কতক হৃদয়-তাপ দূর হইবে।

সংবাদপত্রে অর্থের দ্বারা অনুরোধ করিয়া সংবাদ প্রকাশ করিল; সম্পাদককে বলিল, যদি ড্যামেজ আসে, আমার নাম ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করি[illegible] পার, অথবা যে কুৎসা প্রকাশ করিবে, তাহা মকদ্দমা বাধিলে তোমার কাগজের গ্রাহক সং[illegible] বৃদ্ধি হইবে। কি কারণে বেণীবাবুকে ইনসল্‌ভে[illegible] যাইতে হইবে, সংবাদপত্রে তাহা বর্ণিত আ[illegible] কোনও এক স্বাধীনা রমণীর প্রেমে পড়িয়া, স্বাধীনাকে সকলেই জানে, যে স্বাধীনা জু[illegible] চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়ায়, যুবাবৃন্দকে গৃ[illegible] আনিয়া তাহাদের সহিত আমোদ করে, সেই কু[illegible]টার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া বেণী বাবুকে সর্ব্বস্ব[illegible] হইতে হইয়াছে। কুটিল গগন বুঝাইয়া দিল এ[illegible] কুৎসা-ব্যবসায়ী সম্পাদকও বুঝিল যে, নালিস হ[illegible] দূরে থাক, সংবাদ মিথ্যা, ইহা লিখাইবার জন্য [illegible] লাভেরই সম্ভব।

গগনের এক কাজ তো হইল। এখন লীল[illegible] দাসীর সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ করিবে—এই [illegible] লীলার বাগান বাড়ীর নিকট সর্ব্বদাই ভ্রমণ ক[illegible] কেহই সন্ধান পাইল না, কিন্তু রাধু বিশেষ সন্ধা[illegible] জানিতে পারিল—গগন কি করে—কোথায় যায় সংবাদপত্রে কুৎসা প্রচারের পরই রাধু বিশেষরূপে গগনের তত্ত্ব করিয়া গগনের গতিবিধি সমস্তই জানিল।

বেণীমাধব বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, লীল[illegible] সংবাদ পাইবা মাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। বেণীমাধব মহাসমাদরে বসিতে অনুরোধ করিলেন। লীলা বসিলেন না, বেণীমাধব দণ্ডায়মান—লীলাও দণ্ডায়মানা। লীলা বলিতে লাগিলেন, "বেণীবাবু, আমার সর্ব্বনাশ কেন করিয়াছ? আমার সর্ব্বনাশ করিয়া তোমার কি ইষ্টসাধন হইয়াছে? এত কুটীলতা কিরূপে আবরণ করিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলে? সকলে তোমার সুখ্যাতি করে, কিন্তু তুমি এরূপ কপট, এরূপ নীচ প্রকৃতি! একজন অবলাকে মজাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলে না?"

বেণী। আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছি?

লীলা। কি নিমিত্ত আমায় ভুলাইয়া বিবাহ দিয়াছ? কাহার সহিত বিবাহ দিয়াছ? সে কোথায়?

বেণীবাবু এ সকল কথার উত্তর না দিয়া নিকটে একটি বাক্স হইতে শীলমোহরকরা একখানি পত্র

বাহির করিয়া লীলার হাতে দিলেন। বেণীমাধব বলিতে লাগিলেন "এই পত্র পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার পিতা আপনার বিবাহ দিতে আমায় অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ ছিল, যদি আপনাকে কেউ ভালবাসে, আমি জানিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সহিত যেন আমি আপনার বিবাহ সংঘটন করি। এ সমস্ত কথা পত্রেই ব্যক্ত আছে, পাঠ করিয়া দেখুন। পত্র খুলিবার অগ্রে দেখুন, আপনার পিতার শীলমোহর কিনা, শিরোনামা তাঁহার হস্তাক্ষরে কিনা দেখুন,—তাহার পর পত্রে দেখিতে পাইবেন তাঁহার হস্তাক্ষর, তাঁহার স্বাক্ষরও চিনিতে পারিবেন। লীলা দেখিলেন, তাঁহার পিতার শীলকরা পত্র বটে। সমস্ত পত্র তাঁহার পিতার হস্তলিখিত, তাঁহার পিতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। পত্র—লীলাকেই সম্বোধন করিয়া। পত্রে লেখা,—"লীলা, আমি তোমায় বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহা মৃত্যুকালে বুঝিতে পারিলাম। সেই জন্য আমার পুত্রস্থানীয় বেণীমাধবকে অনুরোধ করিয়াছি যে, বেণী যদি তোমার প্রতি কাহারও যথার্থ অনুরাগ দেখিতে পায়, তাহার সহিত যেন তোমার বিবাহ দেয়। বেণীকে আমার পুত্রস্থানীয় জানি, সেই জন্য তাহার উপর এই গুরুভার অর্পণ করিলাম। বেণীর নির্ব্বাচিত পাত্রকে তুমি বিবাহ করিলে তোমার পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে না। তোমার স্নেহময় পিতা।"

লীলা বহু চেষ্টা করিলেন, চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বেণীর প্রতি আরও রোষ বৃদ্ধি হইল। বলিলেন, "বেণীবাবু, যিনি আপনাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, তাঁহার আদেশ কি আপনি এইরূপে পালন করিয়াছেন?

বেণী। আমার কি ত্রুটী দেখিলেন?

লীলা। এক জন চরিত্রহীন, দীনদরিদ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছ?

বেণী। আপনার পিতার আদেশ, যে আপনার প্রতি যথার্থ অনুরাগী, তাহার সহিত বিবাহ দিব।

লীলা। ভাল, যা হবার হইয়াছে, সে কোথায় জানেন কি? যদি সে আমার প্রতি অনুরাগী, আমার সহিত সাক্ষাৎ করে না কেন?

বেণী। সে এখন সাক্ষাৎ করিতে চাহে না। সে আমায় জানাইয়াছে, যে দিন আপনি বুঝিতে পারিবেন যে,আপনার প্রতি তাহার কিরূপ ভালবাসা, সেই দিন আপনার নিকট আসিবে। আপনি তাহাকে গ্রহণ না করেন, তাহাতে সে ক্ষুব্ধ হইবে না। সে যে আপনাকে ভালবাসে, ইহা আপনার হৃদয়ে ধারণা জন্মে, এই মাত্র তাহার আকিঞ্চন।

লীলা কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিছু পরে বেণীবাবুর সহিত রাধুর সাক্ষাৎ হইল, বেণীবাবু বাটীর বাহির হইলেন।

অনেক চেষ্টায় লীলার পরিচারিকার সহিত গগন সাক্ষাৎ করিয়াছেন। একটি নিভৃত বটবৃক্ষতলে উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছে, তথায় কেহই নাই, কেবল এক জন ভিখারী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তথায় আসিল। ভিখারী যখন নিকটবর্ত্তী হইল, তখন গগন পঞ্চাশ টাকা পরিচারিকাকে দিয়াছে। গগন দ্রুতপদে চলিয়া গেল, টাকা ঠিক কি না, পরিচারিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, এমন সময় ভিখারী আসিয়া কিছু চাহিল, পরিচারিকা দূর করিয়া দিতে চায়, ভিখারি বলে, "কিছু না দাও, আমার নিকট কিছু লও।" পরিচারিকা ভাবিল—পাগল না কি? ভিখারী বলিল, "যাহা পাইয়াছ, তাহার দ্বিগুণ পাইবে, আর যদি আমার অবাধ্য হও, ঐ জমাদার পাহারাওয়ালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এখনই তোমায় ধরাইয়া দিব। তোমার কর্ত্রীর বাড়ীতে রাত্রে চোর আনিবে, তাহার পরামর্শ করিয়াছ, পুলিস এখনি তোমায় বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। চোরের নিকট টাকা লইয়াছ, টাকা শুদ্ধ ধরা পড়িবে।" পরিচারিকা সভয়ে বলিল,—'না বাবা—না বাবা—চোর নয় বাবা!" ভিখারী বলিল, "ও তোমায় কি বলিয়াছে, সমস্ত বল।" পরিচারিকা বলিতে লাগিল," এ রাত্রে দীনবেশে এই বাবুটি আসিবেন, আমি আমার ভাই বলিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিব, তাহার পর চুপি চুপি কর্ত্রীর শয়ন ঘরে লইয়া যাইব। তিনি আমায় পাঁচশত টাকা দিবেন, আমি দেশে চলিয়া যাইব।" ভিখারী বলিল, "আমি তোমায় হাজার টাকা দিব, যদি আমি যেরূপ বলি, সেইরূপ করো; কিন্তু যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা-করো, তাহা হইলে তোমায় বাঁধাইয়া দিব।" পরিচরিকা ভিখারীর কার্য্য করিতে সম্মত হইল।

সুরোর সহিত কালীপদর বড় বাগ্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল। সুরো বলে, "ব্রাহ্মণকুমার আর কে—বেণী

বাবু।" কালীপদ বলে, "তুমি পাগল, বেণীবাবু পরিহাস করিয়াও মিথ্যা কথা কহেন না।" সুরো বলে, "তুমি তুলি পেশো, তুমি অরসিক, প্রেমের কথা কি বুঝিবে? বেণীবাবু অভিমানী, অভিমান বুঝতে পারো না? দিদি কেন তার পায়ে গড়াইয়া পড়ে না, এই তাঁর অভিমান।" কালীপদ ঈষৎ রাগিয়া বলিল, "ঐ তোমার এক কথা। সকলের সাম্‌নে উমাচরণের সঙ্গে তার বিবাহ হইল।"

সুরো। বিবাহ তো হইল, তারপর টাকা ফেলিয়া কোথায় গেল?

কালী। নেসাখোর, নেসার ঝোঁকে কোথায় চলিয়া গেল।

সুরো। তবে আর দেখা পাওয়া গেল না কেন?

কালী। মরিয়া গিয়াছে না কি হইয়াছে, কে জানে!

সুরো। যাও, আহাম্মকের সঙ্গে বকাবকি করিতে পারি না। এ কথা কি তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না যে, বেণীবাবু নিয়ত দিদিকে রক্ষা করিতেছেন? ব্রাহ্মণকুমার তো মরিয়া গিয়াছে, তবে দিদির ঘোর সঙ্কটে তাহাকে কে রক্ষা করিল? কোন্ ব্রাহ্মণকুমার পুলিসে খবর দিয়াছিল? কোন্ ব্রাহ্মণকুমার ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়াছিল? তুমি ছবির গাছ, ছবির মানুষ আঁকিতে জানো, প্রকৃত মানুষ চেনো না।

কালীপদর গোল বাধিল; এমন সময় একখানি পত্র ও একখানি সংবাদপত্র লইয়া চাকর আসিল। পত্র বেণীবাবু সুরোকে লিখিয়াছেন; সংবাদপত্রের নাম "জগদানন্দ পত্রিকা"। তাহার একস্থানে লাল কালীর দাগ দেওয়া। সেই স্থান পড়িতে গিয়া কালীপদর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কালীপদ অস্থির হইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। সুরো কালীপদর ভাব দেখে নাই, সুরোও বেণীবাবুর পত্র পড়িয়া দাসীকে পাল্কী আনিতে বলিল। পত্রে বেণীবাবু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যে উপায়ে হোক, সেদিন রাত্রে যেন লীলাকে সুরোর বাড়ীতে হোক্, বাগানে হোক্, ঠাকুর বাড়ীতে মাধব উদ্যানে হোক্ আনিয়া রাখে, কোনওরূপে তাহার গৃহে থাকিতে না দেয়, গৃহে থাকিলে তাহার বিপদ হইবার সম্ভাবনা। পাল্কী আনিতে বলিয়া সুরো কালীপদকে খুঁজিল, কালীপদ বাড়ী নাই। লীলাশ্রমের বালকগণকে পত্র লিখিল যে, বাগানে প্রথম হরি সংকীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহার পর সর্ব্বোৎ উত্তম কীর্ত্তনীয়া নিযুক্ত করিয়া মাধবকে ক শুনাইবে।

পাল্কী আসিলে সুরো লীলার বাড়ীতে গে সুরো লীলাকে বলিল, "দিদি তোমাকে আজ বের বাগানে গিয়া কীর্ত্তন শুনিতে হইবে বলিলে শুনিব না, চলো।" লীলা জিজ্ঞাসা করি "আজ হঠাৎ এরূপ আয়োজন কেন?" সুরো ব "তাহার গুরুদেবের আদেশে।" লীলা সম্মত লেন।

জগদানন্দ পত্রিকার সম্পাদক বসিয়া আ সহসা তথায় কালীপদ যাইয়া উপস্থিত। কা সংবাদপত্রে লাল কালী চিহ্নিত স্থান দেখ জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা আপনার লেখা?" সম্প দম্ভ করিয়া উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আমারই ে আপনারা ইচ্ছা করেন, আমার নামে নালিশ ক পারেন।" কালীপদ বলিলেন, "না, আমরা না করিব না, আপনাকেই পুলিসে নালিশ ক হইবে। কারণ যত লাইন লেখা,—হাতের দেখাইয়া বলিলেন, তত ঘা এই বেত্রাঘাত আপন করিব।" সম্পাদক পলাইতে চায়, কালীপদ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধরিয়া বেত্রাঘাত করি উদ্যত হইল। সভয়ে সম্পাদক বলিল,—"বাবু র করো—বাবু রক্ষা করো!" কালীপদ জিজ্ঞ করিল, "কত কাগজ বিলি করিয়াছ?"

সম্পাদক। এখনও বিলি করি নাই। দুইখ মাত্র কাগজ ডাকে পাঠাইয়াছি; একখানি আ নাকে, একখানি বেণীবাবুকে।

কালী। বিলি করো নাই কেন?

সম্পা। ভাবিয়াছিলাম, আপনারাই সম কাগজ কিনিয়া লইবেন এবং যাহাতে ইহা আ বিলি না করি, তজ্জন্য টাকা দিবেন।

কালী। এরূপ লিখিয়াছিলে কেন?

সম্পা। গগন বাবুর কথায়। গগন বাবুর সহি যাহা যাহা হইয়াছিল, সম্পাদক অকপটে বলিল।

কালী। গগন বাবু যে এরূপ বলিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি?

সম্পাদক গগনবাবুর চিঠি দেখাইল, চিঠিতে বাবু কুৎসা-প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন

কুৎসা-প্রচারের জন্য পত্রের সহিত অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

কালীপদ বলিল, "তোমার সমস্ত সংবাদপত্র এখনই পুড়াইয়া ফেল। গগনবাবুর পত্রখানি আমায় দাও।" সভয়ে সম্পাদক সেরূপই করিল। কালীপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা চাও?" সম্পাদক ভয়ে ভয়ে এক শত টাকা চাহিল। কালীপদ দুই শত টাকা দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। গগন লীলার বাড়ীর দ্বোরে আসিয়া উপস্থিত। দাসী একখানি কাপড় দিয়া বলিল, "এই কাপড় মেয়েমানুষের মত পরিয়া আপনি বাগানে প্রবেশ করুন। এই গিন্নীর শোবার ঘরের চাবি নেন।" গগন জিজ্ঞাসা করিল, "গিন্নী কোথায়?" দাসী উত্তর করিল, "বেড়াইতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন।" গগন উদ্যানে প্রবেশ করিল, কেহ নিষেধ করিল না, লীলার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া খাটের নীচে লুকাইল,—সঙ্গে সুরা ছিল, একটু একটু পান কবিতে লাগিল, ক্রমে নেশার ভরে অভিভূত হইয়া পড়িল। যখন নেশার ঘোর ভাঙ্গিল, দেখে ভোর হয়। এমন সময়ে সহসা দরোয়ান আসিয়া 'শালা চোট্টা' বলিয়া স্ত্রীবেশী গগনকে ধরিল। গগনের নিকট ছোরা ছিল, দরোয়ানকে আঘাত করিল। "খুন কিয়া—খুন কিয়া" বলিয়া দরোয়ান চীৎকার করিয়া উঠিল। দুই তিনজন দরোয়ান আসিয়া পড়িল। গগনের নিকট হইতে ছোরা কাড়িয়া লইল এবং গগনকে নির্দ্দম প্রহার করিল। গগন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

সুরো বেণীবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইল এবং কালীপদ, সুরো ও লীলার সহিত লীলার বাগানে আসিয়া পঁহুছিল। নিতাইবাবুর নিকট সংবাদ গিয়াছে, নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার নিতাইবাবু দেখিলেন, গগনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, বহু যত্নে গগনের চৈতন্য হইল। কিন্তু তথাপি তাহার সঙ্কট অবস্থা। অষ্টাহের পর গগনের জীবনের আশা হইল।

গগনের জীবনের আশা হইয়াছে, কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায়?" সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া লীলাকে দেখিতে চাহিল। ধীরে ধীরে বিষন্ন মনে লীলা তথায় উপস্থিত হইলেন। লীলাকে দেখিয়া গগন মৃদুস্বতোল নয়। লাগিল, "আসিয়াছ—এসো—তোমার কথে, আমি প্রথম যখন তোমার সহিত আমার দেখা।যে, আমি স্মরণ হইতে পারে; আর এখন দেখ, তথ? আপবান ছিলাম না, যৌবনে অনেকেই থাকেযামি যদি নও নই। কিন্তু তখন আসিয়াছিলাম, প্রেমাকাঙ্ক্ষায়,তোমার মন যোগাইয়া তোমায়ঁ বাড়ী করিব, এই আশায়। তুমি আমার হইবে, ধ্যানে উন্মত্ত ছিলাম, তোমার সহিত কত আর্য্য কল্পনা করিয়াছিলাম। অবশ্য সে প্রেম নয়—আ-মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু সংসারে প্রেম কোথায় —প্রেম কল্পনা মাত্র। যদি সত্যই প্রেম থাকে তো এই বৃহৎ পৃথিবীতে দুই একটা; আমার ধারণা, প্রেম কবি-কল্পনা, বাতুলের কল্পনা, কিন্তু দৈহিক আকর্ষণই সংসারে দেখিতে পাই। আমিও সেই আকর্ষণে তোমার নিকট আসিয়াছিলাম। সেই আকর্ষণে আজ আমি মৃত্যুশয্যায় তোমারই গৃহে আবদ্ধ। তুমিই আমার সর্ব্বনাশের হেতু, তোমায় শাস্তি দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না। এক শাস্তি দিতে এখনো পারিলে :পারিতে পারি। দেখি, তুমি নিতান্ত প্রস্তরে গঠিতা না হও, তোমার অন্তরে বিঁধিলে বিঁধিতে পারে। শাস্তি এই—তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হইলে ইহাতে তোমার উল্লাস হয় হোক্,—তোমার সহিত কথা শেষ হইয়াছে—যাও।" লীলা বলিলেন, "গগনবাবু, আমার অপরাধ কি?" তখন গগন তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার অপরাধ কি? অপরাধ কাকে বল? গল্পে পড়িয়াছিলাম, সমুদ্রবক্ষ হইতে মায়াদ্বীপ সৃজন করিয়া নিশাচরীরা তথায় সুবেশ ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করে, বংশীরব করে, অসতর্ক মানব মায়ামুগ্ধ হইয়া অতল সমুদ্রে মজ্জমান হয়। তুমি সেই নিশাচরীর প্রধানা।"

লীলা অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "গগনবাবু, আমায় তিরস্কার করিবেন না, আমি বড় দুঃখিনী, আমায় মার্জ্জনা করুন।" গগন আরও রুক্ষস্বরে বলিল, "তোমায় মার্জ্জনা, তোমার মার্জ্জনা নাই, জ্ঞানকৃত পাপের মার্জ্জনা হয় না। আমরা বাঙ্গালী, গৃহমধ্যে মাতা ভগ্নী স্ত্রী আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়াছি, যে সকল স্ত্রীলোকের তাঁহাদের মত আচরণ, সেই স্ত্রীলোকগণকে কুলস্ত্রী জ্ঞান করি। আমাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই, বিলাতের ন্যায় স্বাধীনা রমণী দেখিতে

স্বাধীনা দেখিলে কুলটা মনে হয়। তোমার
বাবু।" কা দেখিয়া, হাবভাব দেখিয়া, তোমায় কুলটা
হাস করিয়া ভেদ করিতে পারি নাই, এখনও তুমি
"তুমি তুমি ক না জানি না,—তোমার প্রণয়পাত্র কেহ
বুঝিবে? না জানি না। যদি না থাকে, তুমি কুলটা
পারো না ভীষণা। তুমি আলুলায়িত কেশে, অর্দ্ধ
এই তাঁর ত বক্ষে, কখনও অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যুবা-
"ঐ যে র সহিত আলাপ করিতে,—যে অবস্থা দর্শনে
সঙ্গে তি ধৈর্য্যমানও বিচলিত হয়। কখনও বেণীবন্ধন
পূর্ব্বক সুবেশী হইয়া, হাস্যপরিহাস সহকারে প্রেম-
কথার তরঙ্গ তুলিতে, গান করিতে করিতে কটাক্ষ-
পাত করিতে,—যুবা-হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিত।
কোন্ পরিচ্ছদে তোমার রূপের অধিক বিকাশ হয়,
তাহা তুমি সম্পূর্ণরূপে জানো,—সেইরূপ নিত্য নানা
পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হাবভাব দেখাইতে, আমায়ও
দেখাইয়াছ। আমি যে উন্মত্ত হইয়াছিলাম, ইহা
আমার দোষ নয়—তোমারই দোষ,—আমার
যে সর্ব্বনাশ করিয়াছ এবং এরূপ যে শত শত
ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার স্মৃতিই তোমার
শাস্তি হোক্" বলিতে বলিতে গগন আবার মূর্চ্ছিত
হইয়া পড়িল। এমন সময় তথায় নিতাই বাবু
উপস্থিত। গগনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।
লীলাকে বলিলেন, "আপনি সরিয়া যান।"

লীলা গৃহের বাহিরে যাইতেছেন, এক অপরি-
চিতা রমণী তাহার পথরোধ করিল। রমণী অকথ্য
কথায় লীলাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।
যে সকল কথা একজন কুলটা অপর কুলটাকে
প্রয়োগ করে, সেই সকল কথা। বক্ষে করা-
ঘাত করে আর বলে—কুলটা "আমার সর্ব্বনাশ
করিয়াছিস্, আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের
জীবনকে হত্যা করিতে বসিয়াছিস্"—বলিতে
বলিতে ছুটিয়া গিয়া গগনের পদপ্রান্তে পতিতা
হইল। নিতাইবাবু বিরক্ত হইয়া তাহাকে দূর
করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমণী জোড়করে
তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল,
বাবু, আমায় তাড়াইয়া দিবেন না। আমার সর্ব্বস্ব
হথায়, আমায় তাড়াইবেন না। কুলটা লীলা
তারণা দ্বারা আমার বক্ষ ছিন্ন করিয়া আমার
দয়মণি অপহরণ করিয়াছে। আমায় তাড়াইবেন
—আমায় তাড়াইবেন না, ও যদি মরে, আমি
এখনই মরিব। এই কুলটার ছলে আমার
যায় না, আমার মুখদর্শন করে না, আমি
যাইলে বিরক্ত হয়। তথাপি আমি ওর
দাসী, ওর জীবনে আমার জীবন। ডাক্তার
আমায় তাড়াইবেন না।" এমন সময় গ
চৈতন্য হইল। গগন বলিল, "কে চারুবালা?
কালে আমায় মার্জ্জনা করো।"

এ ঘটনা লীলা দ্বোরের পার্শ্ব হইতে সমস্ত
গত হইলেন। বেণী বাবু গৃহে আছেন জানি
বেণীবাবুর গৃহে চলিলেন।

যে ভিখারী, গগনের সহিত লীলার দাসীর
শেষ হইলে দাসীকে ভয় দেখাইয়া গগনের বি
চরণ করিতে বলে, সে ভিখারী নয়—ছদ্
রাধু। সেই সন্ধান করিত—গগন কি ব
বেড়ায়। দাসীকে রাধুই উপদেশ দিয়াছিল,
গগনকে সে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করাইয়া
দ্বিপ্রহরে এই ঘটনা হইয়াছে, রাধু বেণীবা
এই সংবাদ দিতে যায়, বেণীবাবু গৃহে ছি
না, পত্র লিখিয়া আসে। বৈকালে পত্র প
বেণীবাবু মহা উদ্বিগ্ন, লীলার দরোয়া
বেণীবাবুর বিশেষ সম্মান করিত; অর্থ দিয়া
বাবু তাহাদের বলিয়া আসেন যে, আজ যদি শা
তাহার ভাইকে বাড়ীতে আনে, কদাচ প্রবেশ ক
না দেয়। দারোয়ানও শান্তি ঝিকে বলে, "
তোমারা ভাইকে মৎ আনো, ঘুস্‌নে নেই দেগ
দাসী সেই জন্য স্ত্রীবেশে গগনকে লইয়া আসিয়াছি
তাহার পর যখন বেণীবাবু মারামারির কথা শুনিে
তাঁহার বড়ই উদ্বেগ জন্মাইল; মহা অনিষ্ট হইয়া
তাঁহার আত্ম-তিরস্কার আসিল। কেন তি
রাধুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গগনের ষড়
লীলাকে প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিে
হইত। কিন্তু রাধু ব্যতীত কে তাহাকে ষড়ে
সন্ধান দিত! যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াে
তাঁহার দিবারাত্র চিন্তা লীলাকে কিরূপে নিরাপ
করিবেন। কিছুই স্থির করিতে পারেন না। রা
আসে যায়, রাধু এক মিথ্যা সংবাদ আনিল। সংবা
এই যে, গগনের বন্ধুরা লীলার নামে নালিস করিে
যে, লীলা গগনকে দরোয়ান দিয়া নির্দ্দয় করিয়া মারিয়
ফেলিয়া রাখিয়াছে। বেণীবাবু বুঝিলেন, সংবাদ মিথ্যা
রাধুকে বলিলেন, "রাধু, তুমি যাও, তোমার নিযুক্ত

করিয়াছিলাম, সে আমার বুদ্ধিভ্রম। বুঝিতে পারিয়াছি, কুটিল পথাবলম্বনে কখনও কাহারও শ্রেয়ঃলাভ হয় না। তুমি যাও, আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। তোমার পুরস্কার আমি তোমার বাসায় পাঠাইয়া দিব।

রাধু চলিয়া গেল, পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছে যে লোকাপবাদ সত্য, বেণী লীলার জন্য মরে। বেণীর নিকট বেশ দুই পয়সা আদায় হইতেছিল, তাহা তো বন্ধ হইয়া গেল। এখন কি উপায়! রাধু ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

বেণীবাবু গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময় উন্মাদিনীর ন্যায় লীলা তথায় উপস্থিত। লীলা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমার পিতা তোমায় পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তুমি বক্ষে হস্ত দিয়া কি বলিতে পারো—তুমি পুত্রের কার্য্য করিয়াছ?"

বেণীবাবু বলিলেন, "হইতে পারে, আমি অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু যাহাতে তোমার মঙ্গল আমার অনুমান হইয়াছিল, তাহা আমি প্রাণপণ চেষ্টায় করিয়াছি।"

লীলা। প্রাণপণ চেষ্টায় করিয়াছ? আমি অবলা স্ত্রীলোক, কুবুদ্ধিবশতঃ যুবাবৃন্দকে প্রতারিত করিবার জন্য, তাহাদের হৃদয়ে ব্যথা দিবার জন্য, কুলনারীর অনুপযুক্ত কার্য্য করিয়া হাব ভাব দেখাইতাম, যদি তুমি আমার ভাই হতে, তাহা হইলে কি সহ্য করিতে? আমি কুলাঙ্গনা, কুলাঙ্গনার আচারে থাকিলে আমার কি বিপদ ঘটিত? তোমারই বা কেন প্রাণপণে আমার মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; এ কথার তুমি কি উত্তর দাও? তুমি কি আমার পিতার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ?

বেণী। আপনি যে কথা বলিয়াছেন, সে কথা সত্য। আপনার ভাই হইলে আমি অবশ্যই আপনাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতাম! কিন্তু আমি ভাই নই,—স্মরণ করিয়া দেখুন, আমি যত স্নেহ দেখাইয়াছি, আপনি স্নেহ না বুঝিয়া অন্য যুবার সহিত যেরূপ আচরণ করিতেন,সেইরূপ করিয়াছেন। অন্য যুবারা যেরূপ আপনার সহিত প্রেম-প্রস্তাব করিত, সেইরূপ প্রেম-প্রস্তাব করিবার সাবকাশ আমায় দিতেন। কিন্তু আমি যতদূর বুঝাইয়া বলিতে পারি—বলিতাম যে আপনার সহিত এরূপ একত্রে থাকা আমার পক্ষে ভাল নয়। তাহাতে আপনারও বুঝা উচিত ছিল যে, আপনারও ওরূপ করা ভাল নয়। আমায় তিরস্কার করিয়া এইমাত্র বলিলেন যে, আমি বক্ষে হস্তপ্রদান করিয়া বলিতে পারি কি যে, আমি আপনার পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি? আপনিও বক্ষে হস্তপ্রদান করিয়া বলুন যে, আমি যদি নিবারণ করিতাম, আপনি শুনিতেন কি?"

বেণীবাবু নীরব হইলেন। লীলাও নীরবে বাড়ী ফিরিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া লীলার প্রথম কার্য্য বেশভূষা পরিত্যাগ করা। ভাবিয়াছিলেন—দীর্ঘ কেশ কাটিয়া ফেলিবেন, কিন্তু শুনিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীর মঙ্গলের জন্য, কখনও সীমন্তে সিন্দুর পরেন নাই, সিঁতায় সিন্দুর পরিলেন। আভরণ পরিত্যাগ করিয়া একগাছি লোহা আনিয়া হস্তে ধারণ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় সেই ব্রাহ্মণকুমার! সে কি জীবিত আছে? বেণী বলিয়াছে যে, আমি যে দিন তাহার ভালবাসা বুঝিতে পারিব, সেইদিন আমায় দেখা দিবে। বেণী নিশ্চয় মিথ্যা বলিয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্রহ্মণকুমার আমায় ঘোর বিপদে রক্ষা করিল, কে নিতাইবাবুকে ডাকিয়া দিল! নিতাইবাবু বলেন একজন ব্রাহ্মণকুমার। নিতাইবাবু কেন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কহিবেন। তবে কি বেণী? না বেণী নয়। বেণী হইলে প্রকাশ করিবার কি দোষ ছিল। বেণী বলে প্রাণপণে আমার মঙ্গল কামনা নিয়ত করে। একি ঘোর মনোদ্বন্দ্ব—কিছুই বুঝিতে পারি না, মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে। যদি সে ব্রাহ্মণকুমারের দেখা পাই, তাহাকে গৃহে লইয়া আসি। সে কি আমার যত্নে ভুলিবে না! আমি কি যত্নের দ্বারা তাহার কুসংস্কার দূর করিতে পারিব না? সুরা পান করে করুক, আমি সুরা ঢালিয়া দিব। সে পাগল নচেৎ টাকা ছাড়িয়া যাইবে কেন? মরিয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও দ্বাদশবর্ষ অতীত হয় নাই, দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে আমি বৈধব্য আচরণ করিব। কিছুই বুঝিতে পারি না, ভাবিয়া কি উপায় হইবে। যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা হইবার হইবে, আর ভাবিব না,—গৃহে থাকা অসম্ভব, তীর্থ-পর্য্যটনে যাই, দেখি যদি অশান্ত মন কোনরূপে শান্ত হয়। বিষয় আশয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য সুরো ও কালীপদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

গগনের শরীর দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল, কিন্তু মস্তিষ্ক-বৈকল্যের লক্ষণ দিন দিন লক্ষিত হইল। লীলা তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। নিত্য নিতাইবাবু আসেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বিকল মস্তিষ্কের উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন গভীরা রজনী, চারুবালা আসা অবধি শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে। গগন বলিল, চারুবালা, আমায় কারাগার হইতে উদ্ধার করো। ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে, চিরকারারুদ্ধ রাখিবে। বুঝিতেছ না, ঔষধ দিয়া পাগল করিবার জন্য নিত্য ডাক্তার আসে। গগন যাহা বলে, চারুবালার তাহা ধ্রুব-জ্ঞান। দাস দাসীরা সকলে নিদ্রাগত, কর্ত্রীর অনুপস্থিতে গৃহের অবস্থা বিশৃঙ্খল, দারোয়ানেরা অসতর্কভাবে আছে, চারুবালা গগনকে লইয়া উদ্যানের বাহিরে আসিল। একজন দরোয়ান নিদ্রাবস্থায় বলিল—"কোন্ হ্যায়?" চারু-বালা বলিল "আমি"। উহাতে দারোয়ান আবার নাক ডাকাইয়া দিল।

উদ্যানের বাহিরে আসিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক গগন ভাবিল, লীলা বেণীর বাড়ী আছে; লীলার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহার এই উদ্দেশ্য চারুবালাকে বুঝিতে দেয় নাই, কোথায় যাইতেছে স্থির নাই; গগন যাইতে লাগিল, চারুবালাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পরদিন নিতাইবাবু আসিয়া দেখেন, রোগী নাই, কোথায় গেল—দাস-দাসীদের নিকট সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন না। কথা প্রচার হইল, গগন নিরুদ্দেশ। দুষ্ট রাধু স্থির করিল, বেণীকে জব্দ করিবার উপায় পাইয়াছে। উপেক্ষিত যুবক-বৃন্দ যথায় সুরাপান করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "এসো লীলাকে জব্দ করা যাউক। লীলা গগনকে খুন করিয়াছে, পুলিসে এই সংবাদ দেওয়া হউক।" মত্ততা বশতঃ সকলেই বলিল,—"ক্ষতি কি!" সতীশ নামে এক জন যুবা বলিল,—"আমিই পুলিসে খবর দিব।" যাহাতে লীলার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, উকীলের দ্বারা তাহার তদ্বির হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় ম্যাজিষ্ট্রেট দুই তিন দিন বিলম্ব করিয়া ওয়ারেণ্ট দিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু এই আবেদনের কথা বেণীবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

লীলা তীর্থভ্রমণ করিতেছে। প্রত্যেক দীনদরিদ্রের সাহায্যার্থে আশ্রম করিয়া দিবার করিলেন, কিন্তু দেখেন যে, তথায় বেণীবাবু এক আশ্রম করিয়াছেন,—যথায় কোন জনহিতকর সেই স্থানেই বেণীবাবুর নাম। ইহাতে বে উপর লীলার বিরক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে ল লীলা ভাবেন যেখানে যাই, সেইখানেই বেণী সেইখানেই বেণীর সুখ্যাতি। প্রয়াগে পাণ্ডার লীলা বসিয়া আছেন, হঠাৎ একদিকে পুলিস ই কৃটার ও অপরদিক্ হইতে বেণী উপস্থিত। ইন্‌স্পেক্‌টার লীলাকে ওয়ারেণ্ট ধরাইতে যাই এমন সময় কালীপদ গগনকে লইয়া তথায় আ ইন্‌স্পেক্‌টার বাঙ্গালী, কলিকাতায় থাকিতেন, গ চিনিতেন। তথাচ বেণীবাবু বলিলেন, ইন্‌স্পে সাহেব, মিথ্যা করিয়া শত্রুরা এই কুলস্ত্রীর নামে রেণ্ট বাহির করিয়াছে। ইনিই গগনবাবু। ওয় ধরাইবার জন্য সতীশ তথায় গোপনে ছিল; তাহার মনোরথ বিফল হইবার উপক্রম দেখিয় বলিল, "ইন্‌স্পেক্‌টার তুমি আসামীকে ধরো. এ নয়।" গগন চীৎকার করিয়া উঠিল, "সতীশ, মিথ্যা বলিতেছ? আমি সেই গগন। এই মনোমো রাক্ষসী আমায় পাগল করিয়াছে, আমি উ তত্ত্বে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই, আমি উহাকে বলিয়া হেথায় আসিয়াছি।" সতীশ তখনও ব "ধরো, সমস্ত বেণী সাজাইয়া আনিয়াছে।" সময় একজন সোয়ার আসিয়া ইন্‌স্পেক্‌টার সা হাতে একখানি চিঠি দিল,—ম্যাজি[illegible] সাহেব তেছেন,—তিনি তারের দ্বারা [illegible] পাইয়াছে অভিযোগ সমস্ত মিথ্যা, কুলকামিনীর না অপ হয়। সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। চারুবালা আসিয়া গগনের হাত ধরিয়া টানিয়া চলিল, তাহারও উন্মাদিনীর বেশ। অঙ্গে অল ছিল তাহা বেচিয়া পথে গগনকে খাওয়াইয়া এখন রুক্ষকেশা মলিনবেশা পাগলিনী। গগন যাই চাহে না, জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। লী কেও যারপর নাই গালিগালাজ করিল। কালী ও বেণীবাবু ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল,—বেণীবাবু চলিয়া যাইতেছেন. লীলা বলিলেন,—"বেণীবা দাঁড়ান। শোন—দোষ তোমার কি আমার— কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এখন আমার, আম

[আ]ত্মঘাতিনী হওয়া ব্যতীত আর শান্তি নাই।” [বে]ণীবাবু চলিয়া গেলেন।

লীলা মির্জ্জাপুরে বিন্ধ্যবাসিনীর এক পাণ্ডার [নি]কট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে,তিনি বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে [যা]ইবেন। কালীপদকে বলিতে লাগিলেন, “তুমি [আ]মার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো, সুরোকে আমার [আ]শীর্ব্বাদ দিবে। সুরোকে বলিবে, আমি অতি [অ]ভাগিনী আমাকে যেন সে কখনও কখনও মনে [ক]রে।” কালীপদ মিনতি করিয়া বলিল, “আপনি [আ]মার সঙ্গে বাড়ী চলুন, সে (অর্থাৎ সুরো) আপ-[না]কে দেখিবার জন্ম, বড়ই ব্যাকুলা।” লীলা বলি-[লে]ন, “আমি বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে যাইব।” লীলা [ত]খনই বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে যাইবার উদ্যোগ করি-[লে]ন।

বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করিয়া লীলা পাণ্ডাকে বিদায় [দি]লেন। পাণ্ডা বলিল—“এসো মা আমার বাসায়।” [লী]লা বলিলেন, “তুমি যাও, আমি পাহাড়ে একবার [বে]ড়াইব। পাণ্ডা আরও কিছু পাইবার আশায় সঙ্গে [থা]কিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু লীলা বিরক্ত হও-[য়া]য় পাণ্ডা নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল। যাইবার সময় [ব]লিল, “সাবধানে চলিবেন,মাঝে মাঝে ঝরণা বাহির [হ]ইয়াছে, তথায় পড়িয়া গেলে নিস্তার নাই, সম্প্রতি [এ]কজন মা[রা] পড়িয়াছিল।” লীলা বলিলেন, “যান, [চি]ন্তা করিবেন না।”

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িতে লাগিল, [প]াহাড় উচ্চ নয়, প্রশস্ত দীঘির পাড়ের মতন দেখায়—[ব]হু দূর চলিয়া গিয়াছে। লীলা ধীরে ধীরে পাহাড়ে [উ]ঠিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে মনে কল্পনা, তিনি [প]াহাড় হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কিন্তু [কে]হ না তাহার মৃতদেহ দেখে। পাহাড় তো বহু-[দূ]র চলিয়া গিয়াছে, এমন কোনও স্থান যথায় জনাগম [ন]াই, তথা হইতে গভীর রাত্রে গড়াইয়া পড়িব। [য]থান হইতে ঝরণা নির্গত হইতেছে, সেই স্থানে [প]ড়িবেন স্থির করিয়া যাইতেছেন,এমন সময়ে পশ্চাতে [প]দশব্দ শুনিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি, ফিরিয়া দেখেন, [ম]লিনবেশী কে এক ব্যক্তি আসিতেছে। ক্রমে সে [নি]কটে আসিল, জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে তুমি?” [ন্য]াকা ন্যাকা স্বরে উত্তর শুনিলেন,—“আমি সেই [উ]মাচরণ, তোমার সঙ্গে আমার বে হ'য়েছিল।”

লীলা। তুমি হেথায় কেন?

উমা। তোমার সঙ্গে মর্‌বো বলে।

লীলা। আমার সঙ্গে মর্‌বে কি?

উমা। তুমি যে মর্‌তে এসেছ, আমি তোমার সঙ্গে মরবো।

লীলা। যদি মর্‌তেই এসে থাকি, তুমি আমার সঙ্গে মরবে কেন?

উমা। আমি যে তোমায় ভালবাসি।

লীলা। তুমি আমায় ভালবাস? তবে আমার কাছে এসো নাই কেন?

উমা। তুমি যে আমায় ঘেন্না কর্‌বে।

লীলা। তোমায় ঘৃণা করিব কিরূপে জানিলে?

উমা। তুমি যে সকল পুরুষ মানুষকে ঘেন্না করো, তুমি যে মনে করো, পুরুষ মানুষের ভাল-বাসা নাই।

লীলা। তুমিই কি আমায় গগনের উদ্যান-বাটীতে উদ্ধার করিয়াছিলে?

উমা। হ্যাঁ।

লীলা। তুমি ঐরূপ সঙ্কটে আমায় উদ্ধার করিয়া আমার নিকট আইস নাই কেন?

উমা। কেন আসি নাই জান?—বেণী জানে।

লীলা। কি জানে?

উমা। আমি তোমায় কত ভালবাসি। পুলিসে খবর দিয়েছিলুম, তাতে তুমি কি জান্‌বে—আমি তোমায় কত ভালবাসি। এখন তোমার সঙ্গে মর্‌তে এসেছি, এখন তুমি হয় তো বুঝবে, আমি কত ভালবাসি।

লীলা। কে তুমি?

উমা। কে আমি, এতদিনে তুমি চেনো নাই?

লীলা। কেমন করে চিন্‌বো, আমি তো তোমার কিছুই পরিচয় জানি না।

উমা। সম্পূর্ণ জানো, দেখ আমি কে?

আর সে ন্যাকা কথা নাই, মস্তক হইতে পরচুলা ও দাড়ী ফেলিয়া দিল। লীলা দেখিলেন—দেবমূর্ত্তি বেণীবাবু তাঁহার সম্মুখে। লীলার মস্তক ঘুরিয়া গেল টলিয়া পড়েন—বেণীবাবু আলিঙ্গন করিলেন। লীলা বেণীমাধবের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নয়নজলে তাঁহার গাত্র সিক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন—“কেন তুমি আমায় এত দুঃখ দিয়াছ? আমি তোমার ভালবাসা বুঝিব না—এই তোমার আশঙ্কা? কিন্তু তুমিই

আমার ভালবাসা বোঝ নাই। যেদিন প্রভাতে তুমি আমার উদ্যানে আইস, তাহার আগে রাত্রি আমি তোমার ধ্যানে কাটাইয়াছিলাম, একবারও নিদ্রা যাই নাই। পিতামাতার নিকট বিরোধী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, সে কথা তোমায় কাতর হইয়া জানাই। আমি তোমার ভালবাসার প্রত্যাশী হইয়া তোমায় অন্তরের কথা বলি, তুমি নিষ্ঠুর উত্তর দিলে। মিথ্য বলিয়া বুঝাইলে—স্ত্রীলোকের উপর তোমার ঘৃণা। তখন কেন তুমি আমায় আমার পিতার পত্র দেখাইলে না? কেন তুমি আমায় বলিলে না—যে তুমি আমায় ভালবাসা বুঝিয়াছ, কিন্তু ইহাও বুঝিলাম—পুরুষের ভালবাসা হইতে স্বতন্ত্র, আমি কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মত কঠিন হওয়া রমণীর সাধ্য নয়।" বেণীবাবু বলিলেন,—"আমায় মার্জ্জনা করো।" চন্দ্রতারকা শোভিত নীল গগনতলে মুখে মুখে নীরবে লীলা মার্জ্জনা জানাইলেন।

কয়েক দিন পরে মাধবের বাগানে ধুম ‧ গিয়াছে, সুরো কালীপদর গালে ঠোনা মারিয়া —"বোকারাম, ব্রাহ্মণকুমার কে চিনিলে কি? যদি তুমি আমার সঙ্গে কোন বিষয় লইয়া তর্ক আমি তোমার নাক মলিয়া দিব।" কালীপদ "নাক মলা, কাণ মলা উভয়ই আমি আপনার খাইয়াছি।" মহা ধুমধাম চলিতেছে, মাধবের ে রাধা আসিয়াছে। রাধা প্রতিষ্ঠা হইবে বা নাম আর 'মাধবের' বাগান নয়—"রাধা মাধ বাগান। মন্দিরের সিঁড়ির নীচে একখানি প্রস্তরে খোদিত লীলার নাম। লীলার অনু প্রস্তরখানি সিঁড়ির নিচে স্থাপিত। লীলা ব "আমি যে আচারভ্রষ্টা হইয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, হিন্দু কুলকামিনীরা সেই ে মাড়াইয়া "রাধামাধব" দর্শন করিবে, তাহ "রাধামাধব" আমায় মার্জ্জনা করিবেন!"

সমাপ্ত।

নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর *

(১)

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শেখর খসিয়াছে, অর্দ্ধেন্দুশেখর রলোকগত। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ স্যার্ তীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের স্বর্গীয় মাতুল, বাগ-জার নিবাসী শ্যামাচরণ মুস্তফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুস্তফী াশয়ের বাটীর সম্মুখে স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়োর বাটীতে নিয়োগী মহাশয়ের ও ৺দীননাথ বসু ভৃতি কৃতিবিদ্য ব্যক্তিগণের উদ্যোগে একটী morng School স্থাপিত হয়, ঐ স্কুলে বালক অর্দ্ধেন্দুকে মি প্রথম দেখি। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে র্দ্ধেন্দু জন্মগ্রহণ করেন। ৫৯ বৎসর বয়সে, নিষ্ঠুর কাল, রঙ্গালয়ের এই অমূল্য রত্ন হরণ করিয়াছে। morning School এ দেখিবার পর মধ্যে কিছুদিন আর অর্দ্ধেন্দুকে দেখি নাই।

বহুদিন পরে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আমি আমার এক বন্ধুর ভ্রাতা লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমভিব্যবহারে দেখি। লোকনাথ নকুলে লোক, দেশবিদেশের ভাষা অনুকরণ করিতে পারিতেন। লোকনাথ বলিতেছেন, "বল বল 'প্যাটের যে কামর' বল্‌তো?" অর্দ্ধেন্দু পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই পংক্তিটী আবৃত্তি করেন। এই আবৃত্তিটী লোকনাথ-অনুকরণ-পটু হইলেও তাঁহার অনুকরণ অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অনুকরণ অতি স্বাভাবিক শোনা গেল। স্মরণ হইতেছে যেন সে সময় ঠাকুরবাড়ীতে 'চক্ষুদান' ও "উভয় সঙ্কটের" অভিনয় চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দু কখন কখন সেই অভিনয়ের অনুকরণ আমার বন্ধুর বাসায় আসিয়া করিতেন। তৎপরে বহুদিন পরে বাগবাজারে "সধবার একাদশী" সম্প্রদায়ের আকড়ায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যোগদান করেন।

কৃতবিদ্য বন্ধুগণবেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু, রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর "জীবনচন্দ্রের" ভূমিকা (Part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।"

রায় দীনবন্ধু বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর "জীবনচন্দ্র" দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পান নাই। "লীলাবতীতে" অর্দ্ধেন্দুকে 'হরবিলাস' দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয় আরম্ভ হইল। অর্দ্ধেন্দু গোলক বসু, উড সাহেব, একজন রায়ত ও সাবিত্রীরূপে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই বিস্ময়কর, প্রশংসায় কলিকাতা পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, কারণ ন্যাসান্যাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে আমার সম্বন্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক ও প্রহসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়! তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর 'জলধরের' অভিনয় অতুলনীয়েরমধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চ হৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা করা হয় না। সঙ্গীতাচার্য্য ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিতেন,—"সমজদার গুণীর গোলাম, আর গুণী বেসমজ্‌দারের গোলাম।" গুণী অর্দ্ধেন্দুশেখর ও সহৃদয় সমজদার রাজা চন্দ্রনাথ, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার একটী প্রমাণ। ক্রমে

---

* প্রথমাংশ মিনার্ভা থিয়েটারে পঠিত, দ্বিতীয়াংশ পরে লিখিত। যে দিন রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত অভিনয়ের মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হয়,সেই দিনই স্বাধীনচেতা নট যেন আইনের কঠোর বন্ধন সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ম্মস্থল হইতে চিরঅবসর লইলেন।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "নয়শো রোপেয়া" অভিনয় হইল। যাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটার ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শিশির-কুমার ঘোষের সম্মুখে, অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে "নয়শো রোপেয়া" 'ছাতুলালের' ভূমিকায় এই বাবুটীর অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অননুকরণীয় হইত।

এতক্ষণ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি শিক্ষা প্রদানে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন, তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম সধবার একাদশীতে দরোয়ান-দ্বয়কে যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেরূপ কেহ পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর মাষ্টার —এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার; প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এস্থলে বর্ণিত হইতে পারে না। তাঁহার দীক্ষার পরিচয়, সুযোগ্য ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শুনিতে পাই, "বিশ্বকোষে" বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতি-বৃত্তে লিখিত হইয়াছে, "এখন বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইটি রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে।" লেখকের মতে দুইটীর মধ্যে একটী অর্দ্ধেন্দুবাবুর রীতি। ইহাতে বোধ হয়, বিশ্বকোষের এই লেখক বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া লেখেননাই। তিনি অর্দ্ধেন্দুর অভি-নয় ও দীক্ষাপ্রণালী বোঝেন নাই। অর্দ্ধেন্দুর কিরূপ শক্তি, সংক্ষেপে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

যাঁহারা Natural কথাটী কুড়াইয়া লইয়া অভিনয় সমালোচনা করেন, তাঁহারা আমি অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কি না জানি না। যিনি পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিবেন অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই;— অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা (part) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়া-ছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্দ্ধেন্দুবা আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমি তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একা দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্য প অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হ না। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় 'দেবকার্স'ন' নাম এক ইংরাজ এই উচ্চ শক্তির নিম্নস্তরস্থ শক্তিসম্প হইয়াও ইংরাজমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধে ন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ দেবকার্স যেমন বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা কারতেন, অর্দ্ধেন্দু তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থাপিত ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সাহেব' সাজিয়া বেয়ালা হাতে গান করিতেন,—

"হাম বড়া সাব হ্যায় দুনিয়ামে,
None can be compared হামারা সাথ।"

ঐ অভিনয়ের পর, অর্দ্ধেন্দুকে লোকে 'সাহেব বলিত। Album of amusement এ ইংলণ্ডের এক কলাবিদ্যানিপুণ ব্যক্তির উল্লেখ আছে তিনি Lecture on heads বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন। ঐ সুযোগ্য অভিনেতা কতকগুলি পিস্ বোর্ডে নরমুণ্ড প্রস্তুত করিয়া একা রঙ্গমঞ্চে দেখা-ইতেন। সে পিসবোর্ডে নির্ম্মিত মুণ্ডগুলির নানারূপ মুখভঙ্গী ছিল। তিনি এক একটী মুণ্ড লইয়া নিজে মুখভঙ্গী পূর্ব্বক সেই মুণ্ডের অনুকরণ করিতেন এবং বলিতেন এই মুণ্ড যাহার ছিল, সে এইরূপ প্রকৃতির লোক,—নিজে তিনি সেই কল্পিত প্রকৃতি-অভিনয় করিতেন। দর্শকের উচ্চ হাস্যে রঙ্গমঞ্চ যেন ফাটিয়া যাইত। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁহার প্রশংসা ধরে না। এ ব্যক্তিরও শক্তি অর্দ্ধেন্দুর শক্তির নিকট নিম্নস্তরের। ইংলণ্ডের John Lawrence Tool এই শক্তির পূর্ণবিকাশ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দু দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দু এই অংশে বা ঐ অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্দ্ধেন্দু বাবু চমৎকার—এই কথা।

অর্দ্ধেন্দুর এই উচ্চ প্রশংসা (প্রশংসা কেন প্রশংসা বলিলে যেন কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি বো হয়) অর্দ্ধেন্দুর এই স্বরূপ বর্ণনায় কাহারও বা মনে হইতে পারে, যে এরূপ অভিনয়ে নাটক বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। ঐরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাব দৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই

ার অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া,
াকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে
অঙ্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়া
করের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটী
ৃর পারেন তুলিতে তোলেন। কল্পনাপ্রসূত
্যও অনেক যোগ করিতে হয়। Art galleryতে
proaching storm অর্থাৎ ঝড় আসি-
হ, এই নামে একখানি ছবি আছে। ঘোর মেঘ
য়াছে, বৃক্ষ সকল স্পন্দহীন, পশুপক্ষী ভয়াকুল,
র পূর্ব্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর
দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা,
ক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার
র্ব যেখানে সেখানে চাষা, গাভী প্রভৃতি দেখা
না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা
ইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত মেঘ ও
হীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে
র আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্দ্ধেন্দু
কলাবিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশে চিত্র-
র ন্যায় কতকগুলি কল্পিত হাব ভাব দ্বারায়
কের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের
proaching Storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি,
ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়,
ন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি,
সঙ্গে সঙ্গে নাটক বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপ-
হয়। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অভিনয়ে Natural
ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ রঙ্গ-
, তাহার দৃশ্যগুলিও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য। অঙ্কিত
র্গ,—বাতাসে নড়ে, কিন্তু অভিনেতা বলিতেছে,
দৃঢ় দুর্গ কামানের গোলায় ভেদ করিতে
লাম না।" অভিনেতা তাহার শক্তির দ্বারা
কর মনে প্রকৃত ঘটনায়, একজন সৈন্যাধ্যক্ষ
করিয়াছে, সেই ভাব উদ্রেক করিয়া দেয়।
পর্য্যন্ত অভিনয়ের শক্তি।

অন্যের অভিনয়ের সহিত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের
ক্য কি? তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব।
ক "গ্যারিকের" অভিনয় দেখিয়া আসিয়া বলিত.
লেট চমৎকার হইয়াছে। এ অভিনয় একরূপ।
খত John Lawrence Tool নামক অভি-
ার দর্শক-মনোমোহন অভিনয় অন্যরূপ। এই
বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতকে দেখিয়া,দর্শক সেই পণ্ডিতে-
রই নাম করিত; অভিনীত অংশের নাম করিত না।
অর্দ্ধেন্দুর আর একটি শক্তি ছিল, অভিনয়কালীন
নাটকের কথায়, নিজ মস্তিষ্ক-প্রসূত কথা উপস্থিত
যোগ করিয়া দিতে পরিতেন; যথা মুকুল মুঞ্জরায়
"বরুণচাঁদের' ভূমিকায় বরুণচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া
যখন রাজা বলিতেছে—"এ কে ভাঁড় না কি?"
তখন অর্দ্ধেন্দু-বরুণচাঁদ উত্তর করিল,—"মহারাজ,
ভাঁড়—অত বড় নই—আমি একখানি খুরি।" ইহা
নাটকের কথা নয়। কিন্তু শ্রবণমাত্র যে হাস্যের
রোল উঠিল তাহা যিনি শুনিয়াছেন—তিনিই
জানেন। সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে এস্থলে
অনুকরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক।
অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া, তাহার ন্যায় ঢং
করিতে গেলে ভাঁড়াম হইয়া উঠে। অর্দ্ধেন্দুর যে
শক্তি বর্ণনা করিলাম—তাহা হাস্যরস সম্বন্ধে। গম্ভীর
ভূমিকাতেও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল কিন্তু গম্ভীর
ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে
অংশের গাম্ভীর্য্য ধরিতে পারিত না। অবশ্যই পরি-
শেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ
হাস্যরসাত্মক অংশে হাসিত, করুণ রসাত্মক অংশেও
কাঁদিত।

কাহারও কাহারও ধারণা যে আমরা উভয়ে
উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্দ্ধেন্দুর একটি
কথায় দূর হইবে। অর্দ্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন
যে গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে তাহা হইলে আমি
ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আমি যদি আগে
মরি সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই।
আমরা অনেক সময়ে একত্র ও অনেক সময়ে
বিরোধী থিয়েটারে কার্য্য করিতাম। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু
গুণ-মুগ্ধ যিনিই থাকুন, যিনিই যত তাহার প্রশংসা
করুন, যিনিই যতই অন্তর হইতে বলুন, যে অর্দ্ধেন্দু
স্বর্গগত হওয়ায় বঙ্গরঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে,
তাহাদের অপেক্ষা যদি বেশী না হই, অন্ততঃ আমি
তাঁহাদের সমান অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ, একথা দম্ভ করিয়া
বলিতে পারি।

অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যু হঠাৎ, জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে হয়। অর্দ্ধেন্দু-
ভক্ত নরেন্দ্রনাথ জোর করিয়া চিকিৎসার জন্য
তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখেন। বুধবার অর্দ্ধেন্দুকে
সকলে একটু ভাল দেখিয়াছে, আশা হইয়াছে—

আরোগ্য লাভ করিবেন। কথা হইতেছে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বেনারস যাইবেন। সেই দিন রাত্রি ১টার সময়, পথিক অজানিত পথে গমন করিয়াছেন। চিরদিন আনন্দ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, যম তাঁহাকে তাড়না করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে যজ্ঞোপবীত হস্তে গঙ্গাজল চাহিয়া লইয়া শাস্ত্রমতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু এক্ষণে উচ্চস্থানবাসী, ইহজগতে আর নাই।

রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই তাঁহার চিরকামনা ছিল। যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে রঙ্গালয়প্রিয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু সর্ব্বাগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাঁহার জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার কথা ছিল, রঙ্গালয়ে দীক্ষাদান তাঁহার কার্য্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, নাট্যামোদী ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য আত্মীয় ছিল না। সমাজ অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, রঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংসা করে, আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধি দম্ভভরে পরিচয় দিতেন, আমি অভিনেতা। সে কলাবিদ্যাগর্ব্বিত—কলাবিদ্যাবিশারদ অর্দ্ধেন্দু আজ নাই!

(২)

বাল্যকালে অর্দ্ধেন্দুর পিতৃস্বসা, মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননী, তাঁহাকে পাথুরিয়াঘাটার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহনের অশেষ গুণরাশির মধ্যে নাট্যামোদে উৎসাহ প্রদানে বিশেষ অভিরুচি ছিল। রাজবাটীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয় হইত, অর্দ্ধেন্দুর তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল। গণ্য ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণের সে সুবিধা ছিল না! মাইকেল তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভূমিকা (Preface)য় যে পূজনীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া 'নটকুলচূড়ামণি' বলিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, রাজবাটীর নাট্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। নাটকের মহলাও অর্দ্ধেন্দু ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতেন। অনুকরণপ্রিয় অর্দ্ধেন্দু যে কেবল শুনিতেন ও দেখিতেন, তাহা নয়, বাল্যহৃদয়ে তাহা অঙ্কিত হইত। যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও বহুবিবাহ নিন্দা করিয়া "নব নাটক" অভিনীত হয়, অভিনয়-পারদর্শী অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার সেই অভিনয়ের নায়ক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্দ্ধেন্দুর পক্ষে সহজ ছিল। 'বিশ্বকোষে' লিখিত আছে যে, এই অভিনয় দৃষ্টে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। দেখিবার, জানিবার, শিখিবার আর কিছু বাকী রহিলনা। এস্থলে "বিশ্বকোষ" ভ্রান্ত।

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর [illegible]রবিকাগ্নিমিত্র, বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বুঝ্‌লে কি না, মালতীমাধব, উভয়সঙ্কট, চক্ষুদান, রুক্মিণীহরণ, রসাবিষ্কারবৃন্দক" ও জোড়াসাঁকোর "নব নাটক" দেখিয়া যে নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা যিনি নটের শিক্ষায় কি প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন, তিনি সাদা কাগজে লিখিবেন না। নটের কার্য্যে To give the airy nothing local habitation and a name অর্থাৎ বায়ুনির্ম্মিত আকাশকুসুমকে নাম ও ধাম দেওয়া নটের কার্য্য। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহ্য ও আন্তরিক সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না। "বিশ্বকোষ" উল্লিখিত শিক্ষা ভিন্ন অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপর শিক্ষার নিশ্চয় প্রয়োজন হইয়াছিল। পুস্তক পাঠ বা শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে চরিত্র বর্ণনা না শুনিলে অর্দ্ধেন্দু কদাচ প্রশংসাভাজন হইতেন না। Macbeth এর witch প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্য্য নহে।

"কিছু কিছু বুঝি" শ্লেষ প্রহসনের তিনটী ভূমিকা লইয়া অর্দ্ধেন্দু প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেন। একটী অংশ রাজবাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রূপ। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃস্বসা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী অর্দ্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃস্বসা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে হয়।

"সধবার একাদশী" শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। লীলাবতীর আকৃড়ায় প্রথমে আমার বেশী যাতায়াত ছিল না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ায়

মচন্দ্র ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া "লীলাবতী"র প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের খ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। প্রতিভশালী ন্ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর—অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি আমার ট আসিয়া বলেন,—"চুঁচুড়ার দলের নিকট রিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?" অর্দ্ধে- ই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অনুরোধ। অথচ 'বিশ্- যে' আভাস পাই যেন এ সময় অর্দ্ধেন্দু আমার রাধী। না, তাহা নহে—আমরা একত্রই যোগী। "লীলাবতী" অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা ল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় য়াছিলেন, "তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া র তুলনাই হয় না,—আমি পত্র লিখিব—"ডুয়ো ম!" আমি অর্দ্ধেন্দুর "হরবিলাসের" সম্বন্ধে পূর্ব্বে খ করিয়াছি। শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের ব্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি দাস বাবুর তুলিতে অঙ্কিত, সামান্য চাঁদার র্থ কার্য্যসম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমে- । যদিচ বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তথাপি স্থানাভাবে বহু ট প্রার্থীকে বঞ্চিত করিতে হইত। এ অবস্থায় টের দাম করা যাক প্রস্তাব হইল, এবং এই াবই ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপনের ভিত্তি। কিছু পরে নীলদর্পণের রিহারস্যাল বসিল। পূর্ব্বে রা থিয়েটার অগ্রাহ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে নকেই পৃষ্ঠপোষক হইলেন।

ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল য়টারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধা- র সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা ার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন ালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতির মুখ বাঁকাইয়া , এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাসানাল য়টার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় মঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত ায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা ত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাসানাল থিয়েটার রতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল এই মত দ। কিন্তু এই সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন দুই এক ব্যক্তি পৃষ্ঠ- পোষক হইয়াছেন। তাঁহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাস্তবিক শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। বর্ষা আগ- মনে জোড়াসাঁকো সাণ্ডেলবাড়ী প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাসন্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এইসময় অর্জ্জিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাজ সরঞ্জাম কে রাখিবে? বিবাদ এই লইয়া। যে যে নাটক আমরা একত্র অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই আমার নায়কের (Hero) ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা।

বিবাদ মীমাংসা হইল না, দুইটি দল হইল। দুই দলেরই ইচ্ছা মফঃস্বলে অভিনয় করে। এক দলে অর্দ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানাস্থানে বেড়াইবার আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৺রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয় দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর সেই দলে ছিলেন। যে দলে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও সেই দলে। অবশেষে দলভেদের মর্ম্ম উভয়ে অস্থিতে অস্থিতে বুঝিয়াছিলেন। দলের পরি- চালক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অর্থ-পিপাসায় ন্যাসা- ন্যাল বিভক্ত হইয়া যায়, একথা মধ্যে মধ্যে আজও আলোচিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর গ্রন্থকারের কথায় কথা যোগ করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সাধন করিতেন।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের পর অর্দ্ধেন্দু বহু স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময়ে বহু নাট্যসম্প্রদায় তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হয়। নড়ালের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্য- সম্প্রদায় গঠন অর্দ্ধেন্দুর কার্য্যের শেষ।

দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, প্রায়ই যে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত অভিনেতারা থাকিতেন, তথায় যোগদান করিতেন। যখন ৺প্রতাপচাঁদ জহুরী, গ্রেট ন্যাসা- ন্যাল থিয়েটারের অধিকারী হইয়া, ন্যাসান্যাল থিয়ে- টার নাম দিয়া আমার তত্ত্বাবধানে থিয়েটার চালান, সে সময়ে অর্দ্ধেন্দু বিদেশে। প্রতাপচাঁদকে নূতন দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দলভেদকারীর অর্থপিপাসায় পুরাতন দৃশ্য- পট ও সাজসরঞ্জামাদি লোপ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নট ৺মহেন্দ্রলাল বসুর পর্য্যবেক্ষণে নূতন সরঞ্জাম প্রস্তুত

হইল। এই সময়ে আমি পার্কার সাহেবের আফিস পরিত্যাগ করি, এবং রঙ্গালয় আমার উপজীবিকা-স্থান হয়। তদবধি অর্থশোষকেরা দূর হইতে দেখিতেন, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার আর উপায় রহিল না। এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের বাহিরে যথাসাধ্য আমার বিপক্ষে শত্রুতা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। পরে নানা কারণে প্রতাপচাঁদের সহিত অবনিবনাও হওয়ায় ৺ গুর্ম্মুখ রায়ের অর্থে ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হইল। যথায় এক্ষণে মনোমোহন থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার ঐ স্থানে নির্ম্মিত হয়। সে সময়ে প্রতাপচাঁদ ৺ কেদার নাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইবার চেষ্টা করেন। অর্দ্ধেন্দুও কেদারনাথের সহিত মিলিত হন। প্রতাপচাঁদের থিয়েটার রহিল না, কেদারনাথের "ছত্রভঙ্গ" নাটক তাঁহার শেষ অভিনয়।

কিছুদিন পরে ৺ গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করেন। তখন থিয়েটার গুর্ম্মুখ রায়ের নয়, উপস্থিত ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারিগণের। ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় অভিনয়ার্থে ঢাকায় গমন করিল। কেদারনাথ পরিচালিত গোপাললাল শীলের অর্থে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্ত্তিত, ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি অভিনেতৃগণ সংমিলিত এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রথম অভিনয় কেদারনাথ বিরচিত—পাণ্ডব নির্ব্বাসন নাটক। দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর গোপাললাল আমায় তাঁহার থিয়েটারে গ্রহণ করিলেন। কেদারনাথের পরিবর্ত্তে আমায় ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেদারনাথ চলিয়া গেলেন, অর্দ্ধেন্দুও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

পরে যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্দ্ধেন্দু পুনর্ব্বার একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করেন। মিনার্ভায় প্রথম অভিনয় ম্যাক্‌বেথ—ইহাতে অর্দ্ধেন্দু Porter, Witch, Oldman ও Doctor এই চারিটি অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেনে 'আবুহোসেন,' মুকুল মুঞ্জরায় 'বরুণচাঁদ,' জনায় 'বিদূষক, প্রভৃতি অভিনয়-দক্ষতায় নব শ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক নাট্যামোদীরমুখে অর্দ্ধেন্দুর ভূয়সী ব্যাখ্যা। জনার 'বিদূষক, দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি স্বয়ং সত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন—এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন। কতকগুলি অভিনেতাও তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এইটি অর্দ্ধেন্দুর জীবনে একটি ভ্রম। তিনি অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয় তাহা জানিতেন না। যখ নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ, যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্ট হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তাহারই জন্য বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলে বিরক্ত ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনরূপে শিখিতেছে না, অর্দ্ধেন্দু তাহাকে কোনরূপে শিখাইবেনই। যদি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাঁহার এরূপ শিক্ষাদান প্রশংসার হইত, কিন্তু রঙ্গালয়,—কার্য্য চালাইতে হইবে, অভিনয় রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিখুঁত না হইলে সে অভিনেতার নিস্তার নাই। এরূপ কার্য্যে ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা বিষয় কার্য্যের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না এ নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।

কবি, নট, চিত্রকর প্রভৃতির প্রায়ই বিষয়বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিঘ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা হিসাবের এক পয়সার জন্য বাদানুবাদ করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাবধি খাতা উল্টাইয়া রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচ কমাইবার জন্য তিন দিন মস্তিষ্ক ঘামাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করে না, কিন্তু নট প্রভৃতি যাঁহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন, তাঁহাদের বিষয়কর্ম্মের ভিতর একবার আহারের চেষ্টা থাকে, তাহা ফুরাইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন, বৈষয়িক সংসর্গ তাঁহাদের একেবারেই

রক্তিকর। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী ইহার এক জ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রভাব-ালী আত্মীয়ের বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াছেন, বাড়ী-র পুত্র-কলত্র কিছুরই তোয়াক্কা রাখিতেন না। াহার চলিলেই হইল, তাহার পর যাহা হউক না কন,থিয়েটার লইয়াই আছেন। কখনও বা যত্নপূর্ব্বক ান শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও বা নাট-কর অংশ লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, কখনও ান চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে াচার করিতেছেন, কখনও বা কোথায় কিরূপে কান নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করি-চছেন, কখনও বা কোন নাটককার, রচিত নাটক ইয়া আসিয়াছে শুনিতেছেন, শ্রোতারা সকলে র্য্যচ্যুত হইয়া চলিয়া গেল, অর্দ্ধেন্দু অটল ভাবে সিয়া আছেন, হয়তো গ্রন্থকার পড়িতে ক্লান্ত কিন্তু ক্লান্ত অর্দ্ধেন্দু "পড়ে যাও ভাই!" বলিয়া উৎসাহ দান করিতেছেন, অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ালয়ে আর কেহ কোথাও নাই, এক চেয়ারে ন্থকার অন্য চেয়ারে অচল অটল অর্দ্ধেন্দু, বিরক্তির েশমাত্র মুখে অঙ্কিত নাই। উপর্য্যুপরি সাতদিন হ পাঠ করিয়াও অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার াহারও ক্ষমতা ছিল না। গ্রন্থকারের পাঠ করা ষ হইয়াছে, এইবার তাঁর বড় বিপদ্‌। অর্দ্ধেন্দু াহার প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করিয়া-ন, সে নিজ রচিত চরিত্র সম্বন্ধে বুঝুক না বুঝুক, র্দ্ধেন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খ তাহার নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ রিতেছেন। যদি কোন গ্রন্থকার দুর্দ্দৈব বশতঃ লিত যে আমার তো এরূপ লেখা নাই, অর্দ্ধেন্দু লত "খোল ভাই তোমার খাতা খোল।" গ্রন্থ-ারকে খাতা খুলিতেই হইবে, এবার তাহার ারও বিপদ, তাহার আশঙ্কা আবার অন্যান্য স্থান লিতে বলিবেন, তাহা হইলে আজ আর তাহার ড়ী ফেরা হইবে না। যদি কেহ অর্দ্ধেন্দুকে বলিত, শায়, ওসব কি শোনেন?" অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর হইয়া লিতেন, "আমরা না শুনিলে উহারা শিক্ষা পাইবে াথায়?" কোন রং-ঢংয়ের কথা যে কেহ যে য় শুনিতে চাহিত, অর্দ্ধেন্দু তখনই শুনাইতে স্তুত, দ্বিতীয় বার অনুরোধ করিতে হইত না; রস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু সমাজে সর্ব্ব-ন প্রিয় ছিলেন, যথায় বসিতেন, আনন্দের স্রোত চলিত, কিন্তু রিহারস্যালে বসিলে অভিনেতা-অভি-নেত্রীর সর্ব্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এক কোণে কেহ কাহারও নিকট একটী পান চাহিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেইদিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন তাহাকে বলিলেন "থাম, বাবুদের কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা শেষ হোক, তাহার পর কার্য্য হইবে।" কেহ উঠিয়া গেল, পায়ের শব্দ হইয়াছে, অমনি ছাত্রকে বলিলেন, "স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া যাইবেন যান, তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে কার্য্য আরম্ভ করি।" তাঁহার শিক্ষা প্রদানে এরূপ আগ্রহ ছিল, যে সামান্য বাধাবিঘ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু যখন রিহার-স্যাল ফুরাইলে অতিক্ষুদ্র অভিনেতাও তাঁহার বন্ধু। বন্ধুভাবে একত্র কথাবার্ত্তা, ভোজের আয়োজন, রন্ধনে উপদেশ প্রদান,—এইরূপে বারমাসের মধ্যে এগারমাস কাটিয়া যাইত। অর্দ্ধেন্দুর থিয়েটারের নিয়মাবলিও কঠিন ছিল, অভিনয়ে নেপথ্যে সৈন্য গণের "আল্লা-আল্লা হো" শব্দ করিবার আবশ্যকতা। নেপথ্যে দুই একজন মাত্র 'আল্লা আল্লা হো' শব্দ করে, তাহাতে জমাট হয় না। অর্দ্ধেন্দু নিয়ম করি-লেন, যখন "আল্লা আল্লা হো" করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যে যেখানে থিয়েটারে যে অবস্থায় আছ, একবার "আল্লা আল্লা হো" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই সকলকে "আল্লা আল্লা হো" শব্দ করিতে হইবে। কেহ হুঁকা হাতে করিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিতেছে, কাহারো জলের গ্লাস হাতে, কেহ বা বেঞ্চিতে শুইয়া একটু তন্দ্রাবস্থায়, কেহ বা পাইখানায়—সেই অবস্থাতেই "আল্লা আল্লা হো" করিতে হইবে, সাহেব দিব্যি দিয়াছে।

অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অশেষ দয়া ছিল, প্রয়োজন হইলে যেস্থলে আমরা দুই টাকা যথেষ্ট মনে করিতাম, অর্দ্ধেন্দু পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ খাইতে চাহিলে যেরূপে পারেন তাহাকে পরি-তৃপ্ত করিয়া খাওয়াইবেন। সামাজিকতায় অর্দ্ধেন্দু আমীর অপেক্ষা আমীর ছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুর যশ যে কেবল বঙ্গদেশ, ব্যাপ্ত, এরূপ নহে। ভারতবর্ষে যে স্থানে দশজন বাঙ্গালী বসিয়া নাটকের কথা হয়, সেই খানেই অর্দ্ধেন্দুর নাম প্রচার। সকলেই অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া

"তাও বটে! তাও বটে!!"

ভাবেন ...

কলাবিদ্যা বিশারদ পৃথিবীতে অল্প ...
করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীলদর্পণে "গোলক বসুর" অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও 'অর্দ্ধেন্দুরী' একটু টিপ্‌নি আছে। চাষা হাঁ করিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটি মশা মারিল, এটী 'অর্দ্ধেন্দুরী'। "রডা" "উড" সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট। "আবুহোসেনে" সখীদের সহিত পিটবস্ত্র, ঘাঘরার ঢংয়ে ছড়াইয়া সখী-ভাবে নৃত্য, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে গদা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া, ষ্টেজে কাহারও সাজিয়া বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে —নাটকের কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া; লীলাবতীতে' হরবিলাস বসিয়া আছে, (কাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে, আমার স্মরণ হয় না) অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, "জমাদার সাহেব, তোমার আসামী সট্‌কেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমা-দার দুই হ'য়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক। (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব ব'সে আছেন।" এ সমস্ত কাহারও বিসদৃশ লাগিল, অপর কেহ করিলে যে বিসদৃশ হইত না, তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্ধে-ন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্ত ঢাকিয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, ইহা কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। ইহা বুঝাইবার এস্থলে পুনর্ব্বার চেষ্টা পাইব,—আমরা দেখিয়াছি,—"শ্রীমন্তের মশান" যাত্রা হইতেছে, যাহারা দরোয়ান সাজিয়াছে, তাহারা "ডোঁক ব্যাটা—ডোঁক" বলিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথাটা এই শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে চাহিয়াছে, কোতো-য়ালেরা বলিতেছে "ডাক বেটা চণ্ডীকে ডাক।" শ্রোতারা হাসিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে লাল রুমাল জড়ান, পীড়নের কোন চিহ্নই নাই। শ্রীমন্ত গান ধরিল—"মা কোথায় আছগো শঙ্করী। প'ড়ে ঘোর

বনের ভিতর বরুণচাঁদ ...
চিনিয়াছে, বরুণচাঁদ আত্মগোপ...
কেলোর মার কেলো প্রভৃতি যাহা মুখে আসিল—তাহা বলিল। সকলেই দেখিতে লাগিল যে অর্দ্ধেন্দু কিন্তু আফিংখোর বরুণচাঁদ সকলেরই মনে অঙ্কি[ত] হইল। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দু যেন সকলকে বলি[]তেন—আমি অর্দ্ধেন্দু;—যে অংশ দেখিতে চাও তাহ[া] এইরূপ, যেন দর্শকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কা[জ] হইতেছে। কিন্তু দর্শক যাহা দেখিতে চান, তাহা ঠিক দেখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুকে দেখিতেন।

অর্দ্ধেন্দুর স্বদেশ অনুরাগও বিশেষ পুষ্ট ছিল ভারতমাতা প্রভৃতি ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যাহা অভি[]নীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্দ্ধেন্দুর প্ররোচনায় যে সকল পঞ্চরং অভিনয় হইত, তাহাতে বিশে[ষ] রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তীব্র ব্যঙ্গ-শক্তি[] ঐ সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্দ্ধেন্দুর অভি[] সেই শ্লেষের পূর্ণবিকাশ হইত। অর্দ্ধেন্দুর [illegible] ছিল যে, রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরী[illegible] দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক [illegible] দমিত হয়; নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শি[illegible] হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য্য—[illegible] তাঁহার জ্ঞান ছিল। অর্দ্ধেন্দু [illegible] ছিলেন, কিন্তু তাহার বিকাশ হইবার [illegible] বাধা ছিল। যে কেহ আসিয়া [illegible] অর্দ্ধেন্দুর আত্মীয় হইবার ইচ্ছা [illegible] সে আত্মীয় হইতে পারিত এবং [illegible] লওয়াইবার চেষ্টা করিত, অর্দ্ধেন্দুকে [illegible] যাইতে কৃতকার্য্য হইত। বলা হইয়াছে অর্দ্ধেন্দু অভিনেতৃগণের প্রতি বিশেষ মমতা ছিল, যাহা অকর্ম্মণ্য, কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট ভর্ৎসিত হই...

-তাও বটে।" 'আর কিছু যদি থাকে,' এ কথা
ন আনিতে গেলেই মন গলিয়া যায়। চিন্তাতেই
ত্ত স্থির হয়। আর যদি কিছু থাকে—সেও
? সাকার নয়—নিরাকার নয়—সে কি?
ন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই,
। দেশে রজনী নাই, চেতন অচেতন অবস্থার

ভেদাভেদ নাই,—বিপুল রাজ্য—অনন্ত রাজ্য—নির্ব্বাক রাজ্য। ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া, আমি মূঢ় বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, "মন্ত্র মূলং গুরুর্বাক্যম্" এবং গুরুর বাক্য গুরু কৃপায় ধারণা হয়। সেই নিমিত্তই "মোক্ষ মূলং গুরোঃকৃপাঃ।"

...না।

ন বলেন উঁহার ...
অবজ্ঞা নয়, কথার উত্তরে কথা, তাহা অবজ্ঞা-
। ব্যাখ্যা করিয়া অর্দ্ধেন্দুর ক্রোধ উৎপাদন করিত
: অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া নূতন দল বসাইবার প্রয়াস
ত। এরূপ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রতি
ই শেষে অর্দ্ধেন্দু বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও কোন
হয় নাই, আবার তাহাই হইত। অর্দ্ধেন্দুর সহিত
ার রঙ্গমঞ্চে মিলন হওয়া অবধি ক্রমান্বয়ে সুহৃদ-
কারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদি-
চিনিয়াও চিনিতেন না। ইহাতে বহুবিধ কষ্ট
য়াছেন; তাঁহার গুণবিকাশে বিস্তর বাধা হই-
; কিন্তু ইহা দৈববিড়ম্বনা। যখন শেষ অসুখের
পাত হয়, উক্তরূপ সুহৃদ জুটিয়া মিনার্ভা হইতে
কে বিচ্ছিন্ন করে। কোহিনুর থিয়েটারে গিয়া
র যতদূর সাহায্য করিতে হয় করিয়াছে। মৃত্যুর
একঘণ্টা পূর্ব্বে এ সুহৃৎ নিকটে ছিল। নাট্য
তর উজ্জ্বল তারকা খসিল, ঐ সকল কপটাচারীর
এখন তাঁহার নিন্দা—উনি কথা শুনিতেন
এ অত্যাচার করিয়াছেন।—আমি তাহাদের
কহিয়া বলি,—"বাপু, তোমাদের মঙ্গল হউক,

নাই"—এই শব্দ।
করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুতে তিনি
যাহারা তাহার সহযোগী, তাঁহাদের মনে দিবারাত্রি
উদয় হইতেছে—"অর্দ্ধেন্দু কোথায় গেল!" ভাবি-
তেছে আর তাঁর দেখা পাইবে না, আর তাঁর সহিত পরামর্শ হইবে না, আর তাঁহাকে যত্নের সহিত সজ্জা করিতে দেখিবে না আর তাঁহার অলৌকিক অভিনয় শুনিবে না; সকলই ফুরাইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুর স্মরণার্থে মূর্ত্তি প্রস্তুত হোক্, তাঁহার কোন প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হোক্, যাহা হইবার হউক, স্মৃতি চিহ্ন দেশে দেশে থাকুক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু আর নাই; সে আর ইহ জগতের বার্ত্তা কিছুই রাখিবে না, যোগ্যস্থান লাভ করিয়াছে, অন্য কোন উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত আছে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কি তাঁহার প্রিয় রঙ্গালয় ভুলিবেন? কখনও না! দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যগুপি তিনি ভোলেন, যতদিন বাঙ্গালায় রঙ্গালয় থাকিবে, কেহ তাঁহাকে ভুলিবে না। বঙ্গরঙ্গভূমি চিরদিন তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে। রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দু-শেখর অমর!

"তাও বটে! তাও বটে!!"

পরমহংসদেব বলিতেন,—"তাও বটে—তাও বটে।" এই সামান্য কথায় কত জটিল তর্কের মীমাংসা হইয়াছে। একদিন একজন শিষ্য সাকার-নিরাকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। সাকার-নিরাকার সম্বন্ধে ভগবান রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তাও বটে—তাও বটে, আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে।" এই কথা শ্রবণে, উপস্থিত শ্রোতার মনে যে কি বিপুল ভাবের বিকাশ পাইল, তাহা আমি অকপটে বলিতেছি,—আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাঁহার মুখে কথাটী শুনিয়া মনে উদয় হইল, যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের গোচর, মনের গোচর ও মনোবুদ্ধির অগোচর,—একেবারে তিনটী ভাব ফুটিয়া উঠিল। যেন বিশাল ভবার্ণবে ডুবিয়া গেলেন! এই ক্ষুদ্র কথায় বৃহৎ বস্তুর বৃহৎ আভাস আসিয়া উদয় হইল। শুষ্ক তার্কিক বুঝিল, যে সাকার-নিরাকার এই দুই বিশেষণে সেই বৃহৎ বস্তু বিশেষিত হয় না। তিনি বলিলেন, "তাও বটে—তাও বটে,—আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে।" "আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে",—এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ভাবিলাম, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সেই বৃহৎ গুরু রামকৃষ্ণের প্রভাবে উত্তর আপনি হৃদয়ে উঠিল। বুঝিলাম, আমি অতি ক্ষুদ্র, মনোবুদ্ধিতে যাহা উঠে তাহাই বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার আমার শক্তি নাই। সেই স্বরূপ বুদ্ধি উদয় হইলে, মনোবুদ্ধি লয় পাইবে। এই লয়ের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ যে পরমানন্দের কথা, তাহার আভাস পাইলাম। পূর্ব্বে শুনা ছিল, যে শুষ্ক জ্ঞানপন্থীরা নির্ব্বাণের অধিকারী হন, কিন্তু এ নির্ব্বাণ আর একটা স্বতন্ত্র কথা। এ অতি সরস নির্ব্বাণ,—রসের সাগরে ডুবিয়া নির্ব্বাণ,—মধুর নির্ব্বাণ—প্রার্থনীয় নির্ব্বাণ। ভক্তি-স্রোত যে মহাসাগরে ধাইতেছে,—সেই মহাসাগর মাঝে নির্ব্বাণ। আশ্চর্য্য গুরু,—আশ্চর্য্য উপদেশ! জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্য লইয়া বিচার একেবারে দূরীভূত। ইহাতে "চিনি হ[illegible] —চিনি খাওয়ায়" তর্ক নাই। আনন্দ-সাগরে আন[illegible] ময় হওয়া, আনন্দ সাগরে আনন্দ আস্বাদ কর[illegible] উভয়েই এককালে।

প্রভুর আর একটী কথার সহিত ইহার সু[illegible] সামঞ্জস্য অনুভূত হইল। গুরু বলিতেন,—"[illegible] রস,—আমরা রসিক।" কথাটী কি আনন্দ[illegible] কথাটী শুনিয়া আমি প্রথমে বুঝিতে পারি না[illegible] কিন্তু যে দিন—"তাও বটে—তাও বটে, আর [illegible] কিছু থাকে—তাও বটে।" এই কথাটী শু[illegible] রস কি তাহা বুঝিলাম, তখন সে রসে রসিক হ[illegible] কি তাহারও আভাস পাইলাম। মনে উ[illegible] লাগিল, যে সে রসের রসিকের কর্ণে সাংসা[illegible] কলরব উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সংসার মায়া[illegible] নয়—এ কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? কেন [illegible] হইল,—কেন সংসার এমন? এ পুত্র—এ ক[illegible] —এ কথা কে কাণে তোলে? কে ইহার [illegible] লক্ষ্য রাখে? গুরু বলিতেন,—"কে জানে [illegible] গাঁই গুঁই। বীরভূমের বামুণ মুই॥" দেখি[illegible] গাঁই গুঁই জানিবার প্রয়োজন নাই। উপদে[illegible] আসিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন,—"এ ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। এরূপ হও—সেরূপ হও।" এ[illegible] গাঁই গুঁই আর কিছু প্রয়োজন নাই। যে র[illegible] মত্ত—সে আর ত্যাগ করিবে কি? রস-সাগ[illegible] রস-পান করিতেছে; কি তার আছে বা না আ[illegible] —কি ছিল বা না ছিল,—জরা-মৃত্যু প্রভৃতি বা[illegible] ভয়ে সংসার অভিভূত—এ সকলের ধার সে রসো[illegible] ধারে না। সে উন্মাদ—মাতাল!—সে ও সব[illegible] কথাই বুঝিতে পারে না। "জগদীশ্বর" এ না[illegible] সহিত এ রস। এ নামের সহিত এ ভাব সাগ[illegible] নামে যে মহাভাবে আচ্ছন্ন হইতে হয়,—সে আ[illegible] অবস্থায় হৃদয়-ক্ষেত্রে বাসনা উঠা অসম্ভব।

"তাও বটে—তাও বটে, আর কিছু যদি থা[illegible]

তাও বটে।" 'আর কিছু যদি থাকে,' এ কথা ন আনিতে গেলেই মন গলিয়া যায়। চিন্তাতেই ত্ত স্থির হয়। আর যদি কিছু থাকে—সেও ? সাকার নয়—নিরাকার নয়—সে কি? ন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই, । দেশে রজনী নাই, চেতন অচেতন অবস্থার ভেদাভেদ নাই,—বিপুল রাজ্য—অনন্ত রাজ্য—নির্ব্বাক রাজ্য। ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া, আমি মূঢ় বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, "মন্ত্র মূলং গুরুর্বাক্যম্" এবং গুরুর বাক্য গুরু কৃপায় ধারণা হয়। সেই নিমিত্তই "মোক্ষ মূলং গুরোকৃপাঃ।"

সমাজ-সংস্কার।

সম্মতি আইন লইয়া আমাদের হিন্দু সমাজে না আন্দোলন হইয়াছিল; আইন প্রভাবে আমা-র ধর্ম্মের উপর আঘাত হইতেছে, এই আমাদের ান্দোলন। গর্ভাধানসংস্কারে ব্যাঘাত ঘটিবে, হাই আমাদের আপত্তির কারণ, কিন্তু উক্ত আন্দো-নে (অনেকে যাঁহাদের আচার ব্যবহার দর্শনে ামরা কখন অহিন্দু বলিতে পারি না।) যোগদান রা দূরে থাকুক, তাঁহারা এই আইনটি বিধিসঙ্গত াবিয়াছিলেন। দেশ কাল প্রভেদ না হইলে সকল ন্দুই একমত হইতেন নিশ্চয়।

শাস্ত্রে আছে, গর্ভাধান সংস্কার না হইলে পাপ স্ত হইতে হয়, কিন্তু আন্দোলনকারীরা বলিতেন, এ তির নিয়ম উপস্থিত সময়ের নিমিত্ত নহে; যে সময় হ্মচর্য্য প্রবল ছিল, এ নিয়ম সেই সময়ের নিমিত্ত। পস্থিত সময়ে যখন ঘৃণিত বারবিলাসিনীগণ এত বল, আর যখন বিজ্ঞান গর্ভাধান সংস্কারের বিরোধী, খন সম্মতি আইন প্রচার হওয়াই মঙ্গল। বৈজ্ঞানি-কর মতে অপরিস্ফুট আধারে উত্তম সন্তান জন্মিবার ম্ভাবনা নাই; আর দেখা যায়, বালিকা অবস্থাতেই ধর্ম্ম হইতেছে, এ অপরিস্ফুট অবস্থায় সন্তান হইলে ন্তান হীনবল হইবে, সেই কারণে রজঃস্বলা হইলেই য গর্ভাধান সংস্কার হওয়া উচিত, ইহা কদাচ যুক্তি-ঙ্গত হইতে পারে না। এইরূপ বিরোধী আন্দোলনে মাণ করে যে, দেশ কাল পাত্র অনুসারে (শাস্ত্রেই ধি আছে) শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; উপস্থিত অবস্থায় স্থূল দৃষ্টিতে অনুমান হয় যে, বুঝি বা কতক শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইলে ভাল হইত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বিবেচনায় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। উচিত বা অনুচিত, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি; কারণ উচিত অনুচিত স্থির করিতে হইলে বিস্তর বহুদর্শন প্রয়োজন। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের অতি-শয় বিপক্ষ, বাল-বিধবা দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়ও দ্রব হয়, কিন্তু যাঁহারা পক্ষ, তাঁহারা দয়ার পরবশ হইয়া একেবারে স্থির করেন, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া প্রয়োজন স্থির করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; এ বিষয় স্থির করিতে হইলে অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে কুমারী বিবাহে কিছু হানি হইবে কি না? সে হানি সামান্য বা অধিক? বহু-দিনের সংস্কারবশতঃ সকলেরই মনের ধারণা হওয়া সম্ভব যে, কুমারীর সহিত বিবাহ হইলেই ভাল হয়। যাহার একবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া যেন একটী ঘৃণার কথা। যতগুলি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে, তাহার অনেক-স্থলে বিবাহ হইবার প্রলোভন ছিল; কেহ বলিতে পারেন, কুমারীর বিবাহেরও ত প্রলোভন আছে, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেকেই পুত্রের বিবাহ দেন। সত্য, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া বরকর্ত্তা পাত্রী স্থির করেন বটে, কিন্তু

প্রলোভন না থাকিলেও তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য।

বিধবা-বিবাহের প্রলোভন এ প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র। এ স্থলে বিচার করিতে হয়, সামাজিক একটা গোলযোগ উঠিবেই উঠিবে। পাত্র তাহার মূল্য একদফা ধরিয়া লন, তার পর লাভালাভ বিবেচনা। সমাজ কিছু বলুক না বলুক, একজন একটা বিধবাকে যে স্ত্রী বলিয়া ঘরে আনিবেন,তাহার দাম কি? অনেক স্থলে বিধবা-বিবাহ করিয়া বর যেন শ্বশুরের মাথা কিনিয়া বসেন, এরূপ বিধবা-বিবাহ স্থলে অনেক বিড়ম্বনা সম্ভব। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষ, তাঁহারা দেখান, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় ভ্রূণহত্যাও ব্যভিচার প্রভৃতি অনেক দুক্রিয়া প্রবল হয়। বিধবা-বিবাহ পক্ষপাতী অনেকের মনে এইরূপ ধারণা. অনেক বিধবার দৈহিক নির্ম্মলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক নির্ম্মলতা অতি বিরল। সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা যে বিরল, ইহা অতি সত্য; ইহা পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়ের পক্ষেই। কেবল বিধবা কেন, সধবার পক্ষেও কলুষচ্ছায়া হৃদয়ে পড়ে না, এরূপ আদর্শ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু বলবান হৃদয় সে ছায়া দূর করিতে সক্ষম। বিধবার মনে কখন কখন শরতের মেঘের ন্যায় কুচিন্তা উদয় হয় বলিয়া যদি বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে আমরা মানবী-দেহে অনেক দেবী দর্শনে বঞ্চিত হইতাম। এরূপ দেবীর অভাব সমাজের সাধারণ ক্ষতি নহে। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি অসহায় বাল্যকাল স্মরণ করেন, বেশ-ভূষা বর্জ্জিতা স্নেহময়ী দেবীমূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইবে। যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, নভেলে বর্ণিত বা বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ভিন্ন সে দেশে তাদৃশী দেবী-প্রতিমা দেখিতে পাইবে না; সে সকল প্রদেশেও দেখিবেন যে, যাঁহারা চির বৈধব্য অবলম্বন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সমাজ-পূজ্য। আমাদের দেশে পুরুষের দুইবার বিবাহ হইবার কোন বাধা নাই, তথাপি যিনি দুইবার বিবাহ করেন, তাঁহাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, বন্ধুবান্ধবেরও প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সহিতে হয়। আমরা বিধবা-বিবাহের পক্ষ বা বিপক্ষ নহি, সমাজ যদি সঙ্গত বিবেচনা করেন, আমরাও সঙ্গত বিবেচনা করিব। যদিও আজকাল আমাদের সমাজবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছে, তথাপি সমাজের সামাজিক ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সমাজ-সংস্কারক যদি কেবল দয়ার বশীভূত হইয়া এবং হেথায় হোতায়,ভ্রূণহত্যা দেখাইয়া বিধবা-বিবাহ অতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, সেরূপ সমাজ-সংস্কারের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজ করুণায় অনেকে সমাজ বিরোধী কার্য্য করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবেন না ইহা ভাবিয়া, যিনি সমাজকে উপেক্ষা করেন, তিনি যে আচার ভ্রষ্ট, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

সমাজের নিয়ম রক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। সামাজিকতা মানুষের লক্ষণ; ইহার প্রতি উপেক্ষায় নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়। আমরা যদি আত্মসমাজ উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীতে সম্মান হারাইব। সভ্যদৃষ্টিতে যে যে সমাজ কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে সমাজকে উপেক্ষা করিতে নিরপেক্ষ ন্যায়বান রাজাও কুণ্ঠিত হন। সমাজের সামাজিক আবেদন সুসভ্য রাজাকেও শুনিতে হয়। আমরা অনেক স্থলে সমাজবন্ধন লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের রাজার চক্ষে সম্মানভাজন নহি। আমাদের সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও সমাজ-বন্ধনের শিথিলতা বশতঃ রাজদ্বারে সমাজের কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না। আপনাদের সমাজ-বন্ধন কোথায়? এ কথা বলিয়া অনেককে উপেক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। যে যে, স্থলে আমাদের সমাজ-বন্ধন দৃঢ়, সেই সেই স্থল স্পর্শ করিতে কেহই সাহস করেন না; অতি দীন দরিদ্র কুলস্ত্রীর পাল্কী হাইকোর্টে উঠিতে দিতে হয়; উৎকলের এক দেব মন্দির-দ্বারে পাণ্ডারা একজন পদস্থ রাজপ্রতিনিধিকে জুতা খুলিতে বলে, সামাজিকতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কথা উঠিতে পারে, তবে উন্নতি কিরূপে হইবে? আমরা বলি, সংস্কার মন্দ হইলেও এক দিনে তাহা দূর হইতে পারে না। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে সংস্কারক মহাশয়েরা সকলের মত গ্রহণ করুন; কোন্ দিকে কিরূপ ক্ষতি হইবে, কোন্ দিকে কিরূপ ক্ষতি হইবে না, তাহা গভীর চিন্তা ও বহুদর্শীতায় স্থির করুন; যাঁহারা যে সংস্কারের বিরোধী, যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা সে বিরোধ ভঞ্জন করুন। আপত্তি করিতে পারেন, এরূপ নির্ব্বোধ ব্যক্তি

ছেন, যিনি কোন রকমে বুঝিবেন না; অবশ্যই বেন। যিনি বুঝিবেন, না শাস্ত্র তাঁহার বিরোধী ব। দেশ কাল পাত্র বোধ যাঁহার নাই, তিনি স্তের যোগ্য নন্। শাস্ত্র দৃঢ় বাক্যে বলিয়াছেন, কাল পাত্র বুঝিয়া সমাজ সংস্কার করা উচিত, এবং চিরদিনই সেইরূপ সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। দ্বাপরের নিয়ম কলিতে নাই। শাস্ত্রকার অবস্থা বুঝিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুচিত কার্য্যের বিরোধী, উচিত কার্য্যের বিরোধী নয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

(১)

সকল মঙ্গলালয়, পূর্ণ বিরাজিত,
প্রেমের আধার!
নির্ব্বিকার, হর্ষ-শোচ-বাসনা-বর্জ্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্ত্তি মহিমার!
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,
নির্ম্মল—অনিল স্পর্শে যাঁর;
...ল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরা ভার,
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার!

(২)

শুভাশুভ এ সংসারে সম প্রবাহিত,
মিশ্রিত ধারায়,
সুখে-দুঃখে মানব-জীবন আন্দোলিত,
তুষ্ট রুষ্ট কহে দেবতায়;
গৃহ দগ্ধ অনল-প্রভায়,
পূতবারি—প্রাণনাশ তায়;
...র জগৎ-প্রাণ, ধ্বংসকারী বেগবান্,
রবিতাপে-জীবন হারায়,
অন্ন—বিষ, শস্য ক্ষয় কভু বরিষায়।

(৩)

কভু রোষান্বিত হন জনক জননী,
সহোদর—পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী,
শয্যাগৃহ—সর্পের বিবর;
প্রেমহীন পত্নীর অন্তর,
ধনে হয় পুত্র-প্রাণহর;
স্নেহমায়া পাশরিয়া, দুষ্টা কন্যা দহে হিয়া,
শত্রুপ্রায় স্বজন প্রখর,
অবিশ্বাসী—পুত্র-সম-পালিত কিঙ্কর।

(৪)

ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়,
হে দীনশরণ!
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়
বরিষার বারি বরিষণ;
বিধবার ধনাপহরণ,
ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রী-গমন;
ত্যজি কন্যা পুত্র নারী, পানাসক্ত অত্যাচারী,
লোকত্যাজ্য ঘৃণিতজীবন—
তব দ্বারে মুক্ত তার পতিতপাবন!

(৫)

ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর
অজ্ঞান আঁধারে,
সত্য-তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর,
অসহায় বুদ্ধিবলে নারে,
তর্ক দ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে—
সন্দেহ উদয় বারে বারে;
দিতে স্নিগ্ধ পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া,
ঐক্য-জ্ঞান প্রচার সংসারে,
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্দ, বিশ্বাস সঞ্চারে।

(৬)

কর্ম্মফলে ভ্রাম্যমাণ জন্ম-মৃত্যু মাঝে,
নহে নিবারণ,
দিয়ে স্থান ভগবান শ্রীচরণ রাজে
তার নরে কপালমোচন!
নিরন্তর ত্রিতাপ দহন;
দণ্ড করে পশ্চাতে শমন;
কর্ম্মফল নিজ দেহে, সহিয়া অপার স্নেহে
কর দূর শমন শাসন,
যার ত্রাস, হর পাশ ত্রিতাপহরণ!

(৭)

মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে,
ভোগে তৃণ জ্ঞান,
প্রেম ভ্রমে কাম-রসে আর নাহি রসে,
দুঃখ সুখ নেহারে সমান;
ঠেলে পায় ধন-জন-মান,
আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত প্রাণ;
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয়-বন্ধন টোটে,
বৈরাগ্য-আলোক দৃশ্যমান,
আত্মা হেরে আপনারে— নহে অনুমান।

(৮)

কে তোমা পূজিতে পারে, পূজা জানে কে।।
অজ্ঞান মানব,
আপন উন্নতি মাত্র তব পদ-সেবা
তব ধ্যান পরম উৎসব;
গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব,
দুষ্ট ষড়রিপু পরাভব;
ভুলায় যন্ত্রণা জ্বালা, তব নাম জপমালা,
অহঙ্কার দমিত দানব,
অর্চ্চনায় অধিকার—অতুল বৈভব।

(৯)

নিরৈশ্বর্য্য আসিয়াছ মাধুর্য্য লইয়ে,
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব, মানব-মাঝে, পরশিতে হিয়ে,
অমিশ্রিত মাধুর্য্য অধরে;
পাছে নর নাহি আসে ডরে,
দীনবেশে ডাক সকাতরে;
হরিবারে মন প্রাণ, কর নাথ আত্মদান,
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে।

(১০)

চিনালে চিনিতে পারে, নহে অসম্ভব,
পুরুষ প্রধান।
মত্তচিত্ত মহা ঘোর বিষয়-আহব
হৃদয়ে না রহে তব স্থান;
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান
জ্ঞানাঞ্জনে করি দৃষ্টিদান;
তবু ক্ষণে মূঢ় মন, হয় রূপ বিস্মরণ
ইন্দ্রিয়-তাড়না বলবান্!
হৃদ্-পদ্ম বিকাশিয়া হও অধিষ্ঠান!!

গ্রন্থাবলী সিরিস

(দশম ভাগ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির।

কালকাতা;

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী" ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র ।

অশোক	—	—	১
শান্তি কি শান্তি?	—	—	৯১
প্রায়শ্চিত্ত	—	—	১৫২
টাকের ঔষধ	—	—	১৬৬
বাল বিধবা	—	—	১৮০
প্রেমের জ্বালা	—	—	১৮১
মেঘনাদবধ গীতিকা	—	—	১৮১
সীতারাম গীতিকা	—	—	১৮৩
মৃণালিনী গীতিকা	—	—	১৮৫
ঘোরবিকার গীতিকা	—	—	১৮৬

অশোক

(ঐতিহাসিক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

চরিত্র

পুরুষ।

বিন্দুসার ... পাটলিপুত্রের সম্রাট।
সুসীম ... বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র।
অশোক ... ঐ পুত্র (সুসীমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)।
বীতশোক ... ঐ পুত্র (অশোকের সহোদর)।
কুনাল ... অশোকের জ্যেষ্ঠপুত্র।
মহেন্দ্র ... ঐ পুত্র (দেবীর গর্ভজাত)।
ন্যগ্রোধ ... সুসীমের পুত্র।
কহ্লাটক ... বিন্দুসারের মন্ত্রী।
রাধাগুপ্ত ... ঐ মন্ত্রী।
আকাল ... আবাসহীন দরিদ্র।
উপগুপ্ত ... বৌদ্ধ গুরু।
মার ... পাপ-প্ররোচক (সয়তান)।
চণ্ডগিরিক ... ঐ অনুচর।

তক্ষশিলার সভাপতি (পরে মন্ত্রী), সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ; তীরন্দাজ, চণ্ডাল-সর্দ্দার, কলিঙ্গ-সৈনিক, জনৈক জৈন, আভীর, ঘোষণাকারী, মার-দূত, ঘাতকদ্বয়, মার-অনুচর, দ্বাররক্ষকদ্বয়, বৌদ্ধভিক্ষুগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, দূতগণ, রাজপ্রহরীগণ, সৈন্যগণ, বিন্দুসারের দেহরক্ষকগণ, রাজপারিষদগণ, অন্যান্য রাজাগণ, চণ্ডালগণ, সেনা-নায়কগণ, সভাসদ্‌গণ, মার অনুচরগণ, বৌদ্ধ উপাসকগণ, লোকগণ, ব্রাহ্মণগণ, চণ্ডাল-বালকগণ, গ্রীক মিশর প্রভৃতি বিদেশীয় রাজদূতগণ, বৌদ্ধগণ, পণ্ডিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সুভদ্রাঙ্গী ... বিন্দুসারের পত্নী।
চন্দ্রকলা ... সুসীমের পত্নী।
পদ্মাবতী ... অশোকের পত্নী।
দেবী ... ঐ ২য়া পত্নী।
সঙ্ঘমিত্রা ... ঐ কন্যা (দেবীর গর্ভজাতা)
কাঞ্চনমালা ... কুনালের পত্নী।
চিত্তহরা ... বারবিলাসিনী (পরে 'তিষ্যরক্ষিতা' নামে অশোক-পত্নী।
তৃষা ... মারের কন্যা।

চিত্তহরার পরিচারিকা, পদ্মাবতীর পরিচারিকা, চণ্ডাল-পত্নী, আভীরপত্নী, জনৈক বৃদ্ধা, দেবীর সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, সঙ্ঘমিত্রার সহচরীগণ, চণ্ডাল বালিকাগণ ইত্যাদি।

অশোক।

প্রস্তাবনা।

—:*:—

হিমালয়স্থ গিরি-কন্দরের সম্মুখ।
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ।

১ম বৌদ্ধ। এ কি, আজ নির্ম্মল হিমাদ্রি প্রদেশে প্রকৃতির এরূপ ভাবান্তর কেন? যেন বায়ু কলুষিত, শুভ্র তুষাররাশি যেন মলিন, সূর্য্যালোক দীপ্তিহীন, সহসা একি পরিবর্ত্তন! হৃদয় যেন ঘোর ভারাক্রান্ত!

২য় বৌদ্ধ। আমরাও বার বার ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা কচ্চি, কিন্তু মনের বিক্ষেপ কিছুতেই নিবারণ হ'চ্চে না। সমাধি ভঙ্গ হ'য়ে প্রভুও এদিকে আস্‌ছেন—দেখ্‌ছি।

(বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। বৎস, ধ্যানযোগে অদ্ভুত রহস্য অবগত হ'য়েছি। শ্রবণ করো—অচিরে যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর হবেন, যিনি বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের পাত্র, অশোক নামে সেই পুরুষপ্রবরকে দুরন্ত মার ছলনা ক'র্‌বে।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, দুরাচার মার কি এরূপ ক্ষমতাশালী?

উপগুপ্ত। বৎস, অবিদ্যাপুত্র মারের স্বভাব—অমঙ্গল সাধন। কিন্তু জগতের উৎপত্তি প্রেমে, প্রেমই জগতের ভিত্তি, সেই প্রেমে অমঙ্গল হ'তে শতগুণ মঙ্গল উৎপাদিত হয়। যেরূপ মহা দৈব-দুর্যোগান্তে বাহ্য প্রকৃতি সুন্দর ও নির্ম্মল হয়, সেইরূপ অন্তঃপ্রকৃতিও প্রবল অন্তর্ব্বিপ্লবান্তে নির্ম্মল ভাব ধারণ করে। মারের প্রলোভনের অস্ত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বাসনাপ্রভাবে শব্দস্পর্শরূপরসে মানবদেহ গঠিত। এ নিমিত্ত মানব শব্দস্পর্শরূপ-রসাদি দ্বারা প্রতারিত হয়। কিন্তু সেই প্রতারণাজনিত ঘোর অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হওয়ায় যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। ক্রমে তার উপলব্ধি জন্মে, যে নির্ব্বাণলাভ ব্যতীত যন্ত্রণার তাড়নায় পরিত্রাণ পাবার আর উপায় নাই, বাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-পন্থা অবলম্বন করে; পরিশেষে সাধনার দ্বারা সেই পরমার্থ প্রাপ্ত হয়। মার কর্ত্তৃক প্রলোভিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের পরম স্নেহাস্পদ ভূপাল অচিরে নির্ব্বাণলুব্ধচিত্ত হবেন। দেখ দেখ—দুর্ম্মতি তার মায়াজাল বিস্তার কর্‌বার জন্য আমাদের নিকট আগমন ক'চ্চে। আমরা যাতে জগতের মঙ্গলকার্য্যে বিরত থাকি, সেই উপদেশ প্রদান ক'র্‌বে, এই তার বাসনা।

(মারের প্রবেশ)

মার। আমি বুদ্ধদেবের নিকট হ'তে আস্‌ছি। তাঁর ইচ্ছা, তোমরা সকলে যতদিন না শরীর পতন হয়, ধ্যানস্থ হ'য়ে কাল যাপন করো। আমারও বাসনা, এই নির্জ্জন প্রদেশে ধ্যানারূঢ় হব। আর আমার কার্য্যে প্রীতি নাই, আমার মনে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হ'য়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মও অচিরে লুপ্ত হবে। দেববর্জ্জিত ধর্ম্ম কখন চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধদেব কেবল নিজ-প্রভাবে ধর্ম্মস্থাপন ক'রেছেন বই তো নয়! দেখ্‌ছ না তাঁর "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" লোপ হ'চ্চে। বুদ্ধ-অবতারের পূর্ব্বে

যেরূপ পশু হনন, যাগযজ্ঞাদি হ'চ্ছিল, সেইরূপই হচ্চে। তবে তোমরা কয়জন অবশ্য বুদ্ধদেবের কৃপায় নির্ব্বাণ লাভ ক'র্‌বে। কিন্তু তোমাদের পর যারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্‌বে, তারা নিশ্চয় নরকগামী হবে। আমি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ ক'রেছি।

উপগুপ্ত। মার, যতদিন এ কল্প ক্ষয় না হয়, তুমি নিজ পাপতাপে দগ্ধ হবে। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হ'য়েছ, কিন্তু যদ্যপি সেই রাজাধিরাজ অশোককে প্রতারিত ক'রতে অসমর্থ হও, তা'হলে তুমি তাঁর দাসের ন্যায় আজ্ঞাপালনে বাধ্য হবে। যাও, দূর হও। আমাদের উপর তোমার অধিকার নাই, তুমি অবগত আছ, তোমার প্রতি শাসন-ক্ষমতা বুদ্ধদেব আমায় প্রদান ক'রেছেন। যদ্যপি অচিরে এ স্থান পরিত্যাগ না করো, তোমার দণ্ড-বিধান ক'র্‌বো।

[মারের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, ব্রাহ্মণেরা যে বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট হবে, এ কি তাদের দর্পমাত্র?

উপগুপ্ত। বৎস, যদি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হ'তে, তা'হলে কদাচ এরূপ সন্দেহ তোমার হৃদয়ে উদিত হ'ত না। যতদিন ধরণী অধর্ম্মে না পরিপূর্ণ হবে, ততদিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ নাই। জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম—'অহিংসা —সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান'। এই জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্ম্মের লক্ষণ, জগৎ-প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচার হ'তে পারে; কিন্তু যে ধর্ম্ম—ধর্ম্মের এই সারমর্ম্ম বর্জ্জিত, সে ধর্ম্ম —ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম। চলো, আমাদের বহু কার্য্য। ধরায় শান্তিদান —'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' প্রচার। সুসময় উদয় হ'য়েছে, বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভবিষ্যৎ-বাণী সকলে অবগত আছ যে, দুইশত বৎসর পরে তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিস্তারিত হবে, সেই দুইশত বৎসর গত। সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। আমাদের চির প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পাটলিপুত্র নগরের বহির্দ্দেশস্থ বিজন কুঞ্জ।

(মার ও চিত্তহরার প্রবেশ)

মার। কর' যদি কার্য্য মম উপদেশ মত,
প্রেমে যদি নাহি হও রত,
চিরস্থায়ী রহিবে যৌবন;
আছিলে কুটীরবাসী,
স্বল্প পণে দেহ দান
ছিল তব জীবিকা-উপায়।
এবে আমার কৃপায়—
পাবে ধন পাবে জন পাবে সিংহাসন।
আসিছে সুসীম, তারে করহ ছলনা।

চিত্তহরা। ভুলাইতে বিধিমতে করিব যতন;
কিন্তু ভাবি মনে—
রাজ্যেশ্বর রাজার নন্দন
শত শত রূপবতী নারী, সদা আজ্ঞাকারী,
আপনারে ধন্য সেই মানে
যে নারী যে দিনে পায় তার সেবিতে চরণ।

মার। চিন্তা নাহি করো
তুমি মম কন্যা আজি হ'তে;
তব হৃদে আমার আসন।
অপ্সরারে ঠেলি পায়
তব পায় ধরিবে নিশ্চয়,
যারে তুমি হানিবে কটাক্ষবাণ।
কোকিলের কুহুস্বর, কঠোর মানিবে
তব কণ্ঠস্বর যার শ্রবণে পশিবে;
স্পর্শি তব কায়,
কুসুম কঠিন হবে জ্ঞান।

নিয়ত তোমায় মাধুরীমালায়
ঘেরিয়ে রাখিব আমি।
বসি এই শুভ্র শিলাসনে,
কর গান আপনার মনে;
প্রেরিয়াছি অনুচরে আনিতে সুসীমে।

[মারের প্রস্থান।

(চিত্তহরার গীত)

স্ববশে থাকিতে কেন আপন দোষে।
যাব অকূলে ভেসে ম'জে প্রেম-রসে॥
পর আপন কবে, কেন কাঁদিব তবে
কুসুম-প্রাণে ছিঃ ছিঃ এত কি স'বে;
পরে আপন ভেবে, মিছে জ্বলে কি হবে,
পাব না মণি কেন ধরিব ফণী,
দহিব দশন-বিষে দিবা-রজনী;
সাধে বাদে সেধে পড়িয়া ফাঁদে,
কেন রব অবশে পর-প্রেম-পরশে॥

(সুসীমের প্রবেশ)

সুসীম। কে তুমি রমণী, বসি একাকিনী
ঢালিছ স্বরলহরী বসিয়ে বিরলে?
কাঁদাইয়ে কোন অভাগায়, এসেছ হেথায়?
গৃহ কার অন্ধকার তোমার বিহনে?
চাও বিনোদিনি, রাজার কুমার—
পরিচয় মাগে সবিনয়।

চিত্ত। আমি আপ্‌নি কাঁদি, কাঁদাই নি কারে,
আমি আপ্‌নি ফিরি, আলো আঁধারে;
আমি আপ্‌নি আপন, নইতো আর' কার,
পরাব না পর্‌বো না তো গলার কারো হার;
আমি মনের বেগে পণ করি কঠিন,
একলা হেসে একলা কেঁদে কাটিয়ে দেব দিন।
আমি ক'র্‌তে চুরি কুসুমের হাসি,
আমি আপন মনে ফুলের সনে হই কাননবাসী।
জানি না তো প্রাণ আমার কি চায়,
মাখ্‌তে বুঝি চাঁদের কিরণ,ভাস্‌তে মলয় বায়;
চাই মেঘের কাছে কেড়ে নিতে দামিনীর মালায়,
মাধুরী দেখ্‌বো রেখে সোহাগের ডালায়;
আমি কুরূপ দেখে অন্তরে ডরাই,
প্রাণ ঢেলে গান ক'র্‌তে আসি বিরলেতে তাই।

সুসীম। শীত-উষ্ণ দেশে, পর্ব্বত প্রদেশে,
প্রান্তরে, সলিলে, ফোটে যে সুন্দর ফুল
বিকসিত মম উপবনে।
ধরায় সুন্দর বস্তু, আছিল যথায়
একত্রিত সকল(ই) সে বনে,
সুরঙ্গ বিহঙ্গ যত গায় শাখী-শিরে
বদ্ধ আছে স্বুবর্ণ-পিঞ্জরে;
ধরণী-সাগর-গর্ভ করিয়ে লুণ্ঠন,
একত্রিত অমূল্য রতন;
গজশিরে শুক্তির জঠরে
মুকুতা আছিল যত,—
একত্রিত ঝালর বিন্যাসে;
মৃদুমন্দ নির্ঝর-ঝঙ্কারে
উথলে সুরভি বারি পরশি গগন;
বিলায় মলয় বায় সৌরভ তথায়
করে মৃদু কলধ্বনি প্রবাহিণী,
মম বিলাস আবাস হৃদয়ে ধরিয়ে তার;
সুষমার সাগর মাঝারে রাখিব তোমারে,
এস সাথে আদরিণি!

চিত্ত। যেতে পারি, তোমায় দেখে আমার সাধ হ'চ্চে—যাই; কিন্তু আমি কুৎসিত দেখ্‌লে ডরাই। আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই; আমার প্রাণের দোষে কোথাও স্থির হ'তে পারি না। এখানে তো কেউ কুৎসিত নাই?

সুসীম। সুন্দরি, আমার উপবন সুষমার আধার। সুন্দর সুন্দরী কিঙ্কর কিঙ্করী ভিন্ন আমার অপর পরিচারক পরিচারিকা নাই। কৃপা ক'রে উপবনে এসো, [illegible] সকলই সুন্দর। তুমি সৌন্দর্য্যের রাণী, আমার উপবনই তোমার যোগ্য রাজ্য।

চিত্ত। দেখো,—আবার তো প্রতারিত হব না?

সুসীম। প্রতারণা? তুমি আমার হৃদয়ের রাণী, তোমার সহিত প্রতারণা?

চিত্ত। অনেক সুন্দর রাজকুমার, যদিচ তোমার মত সুন্দর নয়, অম্‌নি ক'রে আমায় সেধেছে; অম্‌নি ক'রে আমায় ভুলিয়ে নে গিয়েছে; কিন্তু কুৎসিত দেখে ঘৃণায় সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

অনেকে শপথ ক'রে প্রাণ দিতে চেয়েছে, অনেকে পায়ে ধ'রেছে, কিন্তু দেখেছি,— বুঝেছি,— সে সমস্তই প্রতারণা!

সুসীম। আমিও তোমার পায়ে ধর্‌চি, আমিও তোমার শপথ ক'রে প্রাণ দিচ্চি, আমি পাটলিপুত্রের যুবরাজ; আমার প্রতি কপটতা আরোপ ক'রো না।

চিত্ত। পায়ে ধরা, প্রাণ দেওয়া—ও সব পুরণো হ'য়েছে। সকলে মনে ক'রেছিল, আদর ক'রে নিয়ে যাবে, দাসী ক'রে রাখ্‌বে; যখন সভায় যাবে, তার বিবাহিত স্ত্রী তার পাশে ব'স্‌বে। আমি স্বাধীনা, স্বেচ্ছায় কেন দাসী হব?

সুসীম। তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! সাম্রাজ্যের গৌরব প্রচারার্থ কাল হ'তে সপ্তাহ নগরীতে মহোৎসব। কল্য পশুক্রীড়া প্রদর্শিত হবে; আমি তোমায় ল'য়ে সেই সভায় সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হব।

চিত্ত। আমায় তো কেউ রাজরাণী ব'ল্‌বে না!

সুসীম। তবে আমি শপথ কচ্চি, যেদিন রাজ্যেশ্বর হব, তুমিই আমার বামে ব'সে মুকুট ধারণ ক'র্‌বে। এই দেখ যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারী—তোমার পায়ে রাখ্‌ছি।

(তদ্রূপ করিতে উদ্যত হওন)

(কহ্লাটকের প্রবেশ)

কহ্লাটক। কি করেন—কি করেন যুবরাজ! পাটলিপুত্রের যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারী—এ অপরিচিতা নারীর পায়ে রাখ্‌বেন না।

চিত্ত। ইনি সত্যই বলেছেন—ইনি সত্যই বলেছেন, কি করেন যুবরাজ!

সুসীম। প্রাণেশ্বরী, বৃদ্ধ নির্ব্বোধের কথায় অভিমান করো না। মন্ত্রি, যাও—যান, মহারাজকে পরামর্শ দিন, আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করো না।

কহ্লাটক। যুবরাজ, মুকুটের অসম্মান, তরবারীর অসম্মান, আমি এ রাজসংসারে পালিত, আমার সম্মুখে ক'র্‌বেন না।

সুসীম। [অঙ্গুলিত্র (দস্তানা) নিক্ষেপ পূর্ব্বক] তবে দূর হও।

কহ্লাটক। (স্বগত) বৃদ্ধ বয়সে এই অপমান সহ্য ক'র্‌তে হলো!

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। (স্বগত) এ কি, এ নির্জ্জন স্থানেও কি আমার অধিকার নাই,—এও কি যুবরাজের বিলাস স্থান!

চিত্ত। ওমা – ওমা—কি কুৎসিত গো! আমি এখানে থাক্‌বো না—আমি এখানে থাক্‌বো না!

(প্রস্থানোদ্যতা হওন)

সুসীম। যেও না যেও না, এখনি দূর ক'রে দিচ্চি।

চিত্ত। আগে রাজ্য থেকে বিদায় ক'রে দাও, নইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

সুসীম। যেওনা যেওনা—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, এ কি! আপনি এরূপ অবস্থায় কেন?

কহ্লাটক। কুমার, আমার গ্রহ রুষ্ট, তাই অপমানিত হ'তে হেথায় এসেছিলেম। দূত আমার নিকট প্রকাশ করে, যে যুবরাজ মত্ত হ'য়ে কোন বারবিলাসিনীতে আত্মসমর্পণ ক'চ্চেন। আমি তাই নিবারণ ক'রতে এসেছিলেম।

অশোক। আপনি কি যুবরাজের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য দূত নিযুক্ত করেন?

কহ্লাটক। না না, সে ব্যক্তি অপরিচিত, তার নিকটে কুৎসিত সংবাদ পেয়ে আমায় উপস্থিত হ'তে হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে বারবিলাসিনী প্রবেশ ক'র্‌বে, এইজন্য ব্যস্ত হ'য়ে তা নিবারণ ক'র্‌তে এসেছিলুম।

(কয়েকজন কর্ম্মচারীর আকালকে বন্ধন করিয়া লইয়া প্রবেশ)

কহ্লা। এ কে এ ?

কর্ম্মচারী। মন্ত্রীমহাশয়, এ ব্যক্তি চোর,— দুইবার রাজদণ্ডে কোড়া প্রহারে দণ্ডিত হ'য়েছে।

কহ্লা। কি ক'রেছে ?

আকাল। তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না, আমিই ব'ল্‌চি। (মন্ত্রীর প্রতি) আমি চোর নই, চোর কি এঁরা ধরেন ? আমি সৌখিন, আমি কেমন অট্টালিকায় শুতে পারি না, ছেলেবেলাকার অভ্যেস, রাস্তায় জঙ্গলে একধারে প'ড়ে থাকি, এই প্রধান দোষ ; আর দ্বিতীয় দোষ—ক্ষীর সর নবনী আমার পেটে সয় না, তাই ভিক্ষান্নের চেষ্টা করি।

অশোক। তোমার এ দশা কেন ?

আকাল। বল্লুম তো—সখ ; এই আপনি রাজকুমার হ'য়ে সভায় না ব'সে বনে-বাদাড়ে একলা ঘোরেন কেন ? তা যখন মন্ত্রী ম'শায় আছেন, আর আপনিও উপস্থিত আছেন, যে ব্যক্তি কোড়া প্রহার করে, তাকে বারবার কেন দুঃখ দেবেন, হাত টাটাবে ; প্রহরীদের হুকুম দেন, গর্দ্দানটা কেটে ফেলুক,—ওঁদেরও আমোদ হবে, আমিও নিস্তার পাব।

অশোক। ওদের আমোদ হবে কেন ?

আকাল। আজ্ঞে পাঁটা কেটে ঢোল ঢাক বাজায়, কাঁচা মানুষের মাথা কেটে একটু আমোদ ক'র্‌বে না ? এঁরা যেদিন ধ'রে কাকেও না মার্‌তে পারে, মনমরা হ'য়ে থাকে। ওঁদেরও একটু আনন্দ দেন, আর আমারও রাস্তায় শোয়া বাইটে নিবারণ করুন।

অশোক। মন্ত্রী মহাশয়, দেখ্‌ছি—এ ব্যক্তি অবস্থায় দীক্ষিত হ'য়ে সত্য কথা ব'ল্‌তে ভীত নয়। আমার অনুরোধ, আপনি বিচারপতিকে বলে একে মার্জ্জনা করুন। এ ব্যক্তি অর্থহীন, আবাসহীন, সংসারে একজন অভাগা। (আকালের প্রতি) তোমার ভয় নাই, তুমি কাঁদ্‌চ কেন ?

আকাল। কুমার ভয়ে কাঁদ্‌চি না, দেখ্‌চি অভাগা একা আমি নই ; রাজপুত্রও অভাগা, নইলে অভাগার দুঃখ বুঝ্‌তেন না।

অশোক। তোমার নাম কি ?

আকাল। দেশে আকাল হ'য়েছিল, সেই সময় পৃথিবীতে পদার্পণ ক'রেছি, সেইজন্য পিতামাতা সুন্দর আকাল নাম দিয়েছেন। আকালেই হোক বা সুন্দর ভাগ্যবান পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়াতেই হোক, শীঘ্রই পিতামাতা প্রাণত্যাগ করেন। বিনা বেতনে একজন চাকর রাখা চ'ল্‌বে, চাকর কিন্‌তে হ'তো, তার সিকি খরচে আমি মানুষ হ'তে পার্‌বো, আর দয়া প্রকাশ করাও হবে, সেইজন্য জমীদার আশ্রয় দিলেন। সেইখানে তো একজন ক্রীতদাসীর কাছে মানুষ হলেম ; সে ভাগ্যবতীও পাঁচ বছরের বয়সের সময় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলো। সেই সময় থেকে মার খেয়ে মারে অরুচি হ'য়ে গেল। পালিয়ে এ দেশ ও দেশ ঘুরে শেষ এই সৌখিন হ'য়ে পড়েছি।

অশোক। তোমার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতের ন্যায় !

আকাল। দীন পিতামাতা বাল্যকালেই মরে গেলেন, সেই হ'তেই আজীবন শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছি।

কহ্লাটক। এর বন্ধনমুক্ত ক'রে আমার আবাসে নিয়ে যাও।

[আকালকে লইয়া রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

(সুসীমের পুনঃ প্রবেশ)

সুসীম। দূর হ—দূর হ,—বাঁদীপুত্র, নাপ্‌তিনী পুত্র, চণ্ডালিনী পুত্র, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত— দূর হ—

অশোক। যুবরাজ, সমস্ত ভোগসুখ পরিত্যাগ ক'রে আমার ধৈর্য্যের বন্ধন ছেদন ক'র্‌বেন না। পুনরায় এরূপ উক্তি ক'র্‌লে আপনার জিহ্বা নীরব হবে।

সুসীম। কি, তুই আমায় খুন ক'র্‌বি—খুন কর্‌বি? আচ্ছা দেখি মহারাজ এ কথা শুনে কি বলেন।

[সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী মশায়, বল্‌তে পারেন, আমি অভাগা না ঐ দীন ব্যক্তি অভাগা?

কহ্লাটক। যুবরাজ, এ বর্ব্বরের কথায় বিষণ্ণ হবেন না।

অশোক। ধিক্ জন্ম—ধিক্ মম মাতৃস্তনপান,
ধিক্ হস্তপদ, ধিক্ শ্রবণ নয়ন,
মাতৃনিন্দা শুনিনু শ্রবণে;
রুদ্ধ না হইল তাহে শ্রবণ-বিবর,
মস্তকশোভিত স্কন্ধ মাতৃনিন্দুকের
হেরি উৎপাটিত নাহি হইল নয়ন,
হস্ত না স্পর্শিল তরবারি,
পদ না করিল চূর্ণ নিন্দুক-বদন;
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ জীবনে আমার।

[অশোকের প্রস্থান।

কহ্লাটক। মহারাজের বুদ্ধিভ্রম, অযোগ্য ব্যভিচারী পুত্রের আদর, সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজলক্ষণযুক্ত পুত্রের অনাদর! রাজচক্রবর্ত্তীব্যঞ্জক জটুল চিহ্নকে কুষ্ঠরোগ জ্ঞানে ঘৃণা করেন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহাশয়, মহারাজ আপনাকে সভায় আহ্বান ক'রেছেন। উৎসবের কিরূপ আয়োজন হয়েছে, জান্‌বার ইচ্ছা করেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

উৎসব-সভার নিকটস্থ নির্জ্জন স্থান।

(অশোক)

অশোক। কিবা কার্য্যে রাজবংশে জনম আমার;
ওই হীন বিলাসী আমোদ-প্রিয়গণ
সপ্ত দিবারাত্র হেয় উৎসবে মগন,
আমিও কি তাহাদের মধ্যে একজন!
হেন হীন প্রকৃতির কুৎসিত আগার
যদ্যপি শরীর মম—
এখনি বর্জ্জন প্রয়োজন।
কিন্তু কভু নয়,—
হেন নীচাশয় হৃদয় নহেক মম।
একি উত্তেজনা!
সসাগরা ধরণী কামনা—
নিরন্তর অন্তরে আমার,
কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত;
পিতৃঘৃণা কুৎসিত বলিয়ে,
মাতৃস্নেহে নহি অধিকারী,
উচ্চ কর্ম্মচারিগণে করে অবহেলা,
মাত্র মন্ত্রীদ্বয় জ্ঞান হয় পক্ষ মম,
মনোভাব রাজ-ডরে প্রকাশিতে নারে।
কিন্তু উপেক্ষায় শতগুণে বৃদ্ধি উত্তেজনা!
একচ্ছত্র রাজদণ্ড করিব ধারণ,
উচ্চ আশ হৃদয়ে বিফল কভু নয়!
নহে মম সামান্য জীবন,
নহি আমি সামান্য মানব,
নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় মানিবে।

(বিন্দুসার, সুভদ্রাঙ্গী, সুসীম, কহ্লাটক ও রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারকে স্পর্শ করিয়া বৃক্ষান্তরালস্থ অশোককে দেখাইয়া) ওই—

বিন্দু। (সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি) দেখ'—তোমার অশোকের যেরূপ আকার, সেইরূপ প্রকার। অতি সামান্য প্রজাকেও উৎসব দর্শনে আমি অধিকার প্রদান করেছি। অশোকও উপস্থিত থাক্‌লে আমি বিশেষ আপত্তি ক'রতেম না, বরং উৎসব-দর্শনেচ্ছুক হ'লে আমি ভাব্‌তেম যে অশোকের কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব আছে। কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত অশোককে উৎসবস্থলে উপস্থিত হ'তে উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু সে উপদেশ উপেক্ষা করে, এই নির্জ্জন প্রদেশে ক্ষিপ্তের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন ক'চ্চে। ধিক্, কি মহাপাতকে এই হীন সন্তান আমার বংশে জন্মগ্রহণ করেছে! (অশোকের প্রতি)

অশোক, তুমি যদি উৎসব দর্শনে ইচ্ছুক, সভাস্থলে উপস্থিত না হ'য়ে, এস্থানে কেন গুপ্তভাবে অবস্থান ক'চ্চ? মন্ত্রীরা তো তোমায় যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অশোক। উৎসব-দর্শন-ইচ্ছা নাহি মহীপাল,
ঘৃণা মম উৎসব দর্শনে।

বিন্দুসার। তবে কেন চোরের মত একদৃষ্টে উৎসব লক্ষ্য ক'চ্চ?

অশোক। দেখিতেছি কত হীন মানব-হৃদয়!
হীন কার্য্য কত প্রিয় তার,
মনুষ্যত্ব কিরূপ ক'রেছে পরিহার।
দেখুন সম্রাট—
হেন শক্তি নরের শরীরে,
যাহে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি
দাস সম আজ্ঞায় চালিত।
কিন্তু সেই মহাশক্তি উপেক্ষা করিয়ে
সপ্ত দিবারাত্র আজি বিলাসে বিব্রত,
যাহে চিত্ত পশু সম হয় অবনত।

বিন্দু। আরে মূঢ়, মনুষ্যত্ব কেবল তোমার আছে, আর এ রাজ্যে কারো মনুষ্যত্ব নাই?

অশোক। মহারাজ, দাসের মনুষ্যত্ব আছে বা না আছে পরীক্ষা করুন।

বিন্দু। বিলাস তোমার হীন বিবেচনা হয়! তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত শ্রুত আছ কি?

অশোক। মহারাজ, আরও বিস্মিত হচ্চি, তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, আর রাজধানীতে অকারণ উৎসব। কোন নূতন রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, রাজপুরে কোন রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই, কোন দেব-দেবীর পূজা নাই, কেবল উৎসবের নিমিত্ত উৎসব, যে উৎসবে নর্ত্তকীরা প্রধান। (জানু পাতিয়া) ধরণীশ্বর, এ নিমিত্তই এই উৎসবের প্রতি আমার ঘৃণা।

বিন্দু। তোমার উৎসবের প্রতি ঘৃণা নয়, ঘৃণা আমার প্রতি।

অশোক। না মহারাজ, আমার ঘৃণা হীন পারিষদের প্রতি, ঘৃণা হীন প্রজাবর্গের প্রতি, যাদের উত্তেজনায় এই উৎসব কার্য্যে মহারাজ অনুমতি দিয়েছেন। এ উৎসবে তারা রাজভক্তি প্রদর্শন ক'চ্চে না, মনুষ্যত্বহীন বিলাসীরা রাজসম্মান ভাণে আপনাদিগের বিলাস-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত ক'চ্ছিল। তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত কারো উৎসাহ নাই। পিতামহ রাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত-স্থাপিত এই বিরাট সাম্রাজ্য যে অঙ্গহীন হ'চ্চে, এর প্রতি কারো লক্ষ্য নাই। তক্ষশিলা যদি দমিত না হয়, তক্ষশিলায় যদি রাজ-শাসন স্খলিত হয়, দিন দিন অপরাপর প্রদেশও পাটলিপুত্রের সিংহাসন উপেক্ষা ক'র্‌তে উত্তেজিত হবে, তক্ষশিলাবাসীর সকলেই অনুকরণ ক'রবে।

বিন্দু। দেখ রাজ্ঞি, বর্ব্বরের স্পর্দ্ধা দেখ,— মন্ত্রীবেষ্টিত সম্রাটকে কদাচার, কুরূপ, বাতুল—উপদেশ প্রদান ক'চ্চে।

অশোক। মহারাজ, দাস তো কোন নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই।

বিন্দু। তুমি তক্ষশিলা দমন কর্‌বার নিমিত্ত প্রস্তুত না কি?

অশোক। মাত্র রাজাজ্ঞার অপেক্ষা।

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারের প্রতি) বাবা, অশোককে পাঠিয়ে দিন না, তা-হলে আপনার আপদ সহজেই চুকে যায়।

বিন্দু। আমার আজ্ঞার অপেক্ষা? আজ্ঞা দিলুম, তক্ষশিলা দমন করো।

অশোক। সৈন্য সজ্জিত হ'তে আদেশ প্রদান করুন।

বিন্দু। তোমার সৈন্য তুমি বেছে নাও; এ হীন প্রদেশ, হীনচেতা লোক—বিলাসরত, এ প্রদেশের সৈন্য তোমার ন্যায় বীর-পুরুষের যোগ্য নয়।

অশোক। তবে আমি একা তক্ষশিলা প্রদেশ জয় ক'র্‌বো এইরূপ কি রাজাদেশ?

বিন্দু। আদেশ তুমিই প্রার্থী।

সুভদ্রা। দুখিনীর সন্তানকে কি বিসর্জ্জন দেবেন মহারাজ!

বিন্দু। রাজ্ঞি, আজ আবার কি নূতন

কৌশল? তোমার পুত্র কি তক্ষশিলা দমনে একা অগ্রসর হবে বিবেচনা ক'রেছ? তুমি কি বোঝো না যে, এই দাম্ভিকের দম্ভ আমায় অবমাননা কর্‌বার নিমিত্ত? (অশোকের প্রতি) বীরপুরুষ, বীরত্ব প্রকাশ করো, দণ্ডায়মান কেন? তক্ষশিলা জয় ক'রে এসো, আমি তোমায় সিংহাসন প্রদান ক'রবো। অপেক্ষা কেন?

অশোক। মাতৃ আজ্ঞার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, মহারাজ।

বিন্দু। হ্যাঁ হ্যাঁ মাতৃআজ্ঞা ব্যতীত গমন ক'র্‌তে পারবে না, তোমার অসীম বীরত্ব। তোমার পিতার আজ্ঞা শোনো,—তক্ষ-শিলা জয় না ক'রে নগর প্রবেশ ক'রো না।

[অশোক, সুভদ্রাঙ্গী, কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অশোক। মহারাণী, রাজাজ্ঞা পালন করি, অনুমতি দিন।

সুভদ্রা। বৎস, জয়যুক্ত হও, রাজ আজ্ঞা পালন করো।

রাধাগুপ্ত। মা, মার্জ্জনা করুন, মহারাজ যেরূপ কঠোর পিতা, আপনিও কি সেইরূপ কঠোরা জননী!

সুভদ্রা। না রাধাগুপ্ত, আমি কঠোরা জননী নই। বাবা, তোমরা অশোকের প্রকৃতি জানো না, আমি অনুমতি না দিলে যদি অশোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, অশোক দেহের মমতা এখনি পরিত্যাগ ক'র্‌বে।

অশোক। মা মা, তুমি রোদন ক'রো না, আমি তোমার আশীর্ব্বাদে জয়ী হ'য়ে প্রত্যাগমন ক'র্‌বো, শান্ত হও।

সুভদ্রা। বৎস,
—শান্ত হ'তে কাহারে করিছ অনুরোধ?
কিরূপে করিব শান্ত অশান্ত হৃদয়!
নহ নারী,
কিরূপে বুঝিবে তুমি মায়ের বেদনা
অশোকের সম পুত্র করো নি প্রসব,
দাও নাই অশোক নন্দনে বিসর্জ্জন,
শান্ত হ'তে অনুরোধ কর সে কারণ।
বুঝিবা জানিতে মোরে মমতা-বর্জ্জিত,
বুঝিবা ভাবিতে মম আদরের ত্রুটি;
কিন্তু শোনো বৎস,
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে,
রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার
দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ;
স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ,
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু।
অজানিত সুদূর প্রদেশে
সেই পুত্র অন্তরের নিধি—
শত্রুমাঝে অসহায় করিব প্রেরণ,
শান্ত কে করিবে বৎস জননীর মন!

অশোক। মাগো, দৈবজ্ঞ গণন, ভিক্ষুর বচন,
মম হৃদয়ের উত্তেজনা—
অবশ্য হইব মাতা রাজরাজেশ্বর,
তব আশীর্ব্বাদে আমি হব সর্ব্বজয়ী।

[প্রণাম পূর্ব্বক অশোকের প্রস্থান।

সুভদ্রা। করুণা-আকর যেই দেবতামণ্ডল
অনাথের নাথ চিরদিন,—
রক্ষা ক'রো অনাথ নন্দনে।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহাশয়, সর্ব্বনাশ হ'লো, কি উপায়ে রাজকুমারকে রক্ষা করা যায়?

কহ্লাটক। চলো, দ্রুতগামী দূত প্রেরণ ক'রে কুমারকে রাজ্যপ্রান্তে কোন নির্জ্জন স্থানে আবদ্ধ রাখা যাক্। এ ব্যতীত তো অপর উপায় দেখি না। মহারাজ দিবারাত্র এই যোগ্য পুত্রের মৃত্যু-কামনা করেন। দেখ্‌লে না, এই পুত্র বিসর্জ্জন দিয়ে মহারাজ পরম আহ্লাদিত। সতর্ক-ভাবে কার্য্য করা উচিত, নচেৎ আমাদের অমঙ্গল হওয়া সম্ভাবনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

—:*:—

পথ।

(অগ্রে অশোক পশ্চাৎ বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। দাদা, কোথা যাও ?

অশোক। রাজাদেশ পালনে।

বীত। তোমার স্ত্রীপুত্রদের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রলে না ?

অশোক। সে অবকাশ নাই।

বীত। দাদা, তুমি তো বড় কঠিন ?

অশোক। কর্ত্তব্যের পথ তো কোমল নয় বীতশোক ? তুমি আমার হ'য়ে আমার স্ত্রীপুত্রদের ব'লো, যে আমার স্নেহের অভাব নয়, তবে রাজকার্য্য বড় কঠোর।

বীত। আমি কি ক'রে বলবো, আমি তো তোমার সঙ্গে যাব। রাজাদেশ পালন যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, আমি তোমার কনিষ্ঠ, তোমার অনুগমন করা আমার কর্ত্তব্য।

অশোক। না বীতশোক, তুমি ফিরে যাও, আমাদের মা বড় দুখিনী; আমার অদর্শনে কাতরা হবেন, তুমি সান্ত্বনা ক'রো।

বীত। দাদা, তুমি আমায় কর্ত্তব্যপালনে শিক্ষা দিয়েছ, কিন্তু সে শিক্ষার পরীক্ষা-গ্রহণ কই কচ্চ ? তুমি একাকী অসহায় শত্রুমাঝে গমন ক'রবে, আমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদর, রাজগৃহে রাজভোগে অবস্থান ক'রবো ?

অশোক। চিন্তা দূর কর উচ্চাশয়,
জেনো মম কোন কার্য্যে নাহি পরাজয়।
বিশাল সাম্রাজ্যপতি করিয়ে আমায়
প্রেরিয়াছে অদৃষ্ট ধরায়;
না ধরে ধরণী বক্ষ হেন কোন জন,
নতশির না হইবে সম্মুখে আমার।
নাহি অসি তীক্ষ্ণধার পিধানে কাহার
দেবতা-গঠিত অঙ্গে করিবে প্রবেশ,
দেব প্রিয়দর্শী আমি জানিহ নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হইয়ে করো জননীর সেবা;
ভ্রাতা বলি আলিঙ্গনে পুনঃ সম্ভাষিব।

বীত। হেন দেবকার্য্যে যদি তব আগমন,
তবে কি কারণ, কনিষ্ঠ তোমার
তাহে করহ বঞ্চন ?
তব উচ্চ গৌরবের অংশ মাত্র দানে
আজি যদি করহ বঞ্চনা,
কর মানা সাথী হইবারে,—
যেই দেবকার্য্যে তুমি ধরণীমণ্ডলে,
সেই দেবগণে আমি কহি সাক্ষী করি,
তব মহাকার্য্যে হব নিশ্চয় সহায়।
নাহি মম তব সম উচ্চ অভিলাষ,
জ্যেষ্ঠ সেবা একমাত্র পিয়াস হৃদয়ে।

অশোক। কর তবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেবা মম
মাতার নয়ন-ধার করহ মোচন।

বীত। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব লঙ্ঘিতে না পারি,
কিন্তু তব অতি নিষ্ঠুরতা ;
নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করি সম্মুখে তোমার,
তব কার্য্যে ছার দেহ করিব বর্জ্জন।

[অগ্রে অশোক পরে বীতশোকের অপরদিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রাজ-অন্তপুর—সুভদ্রাঙ্গীর মহল।

সুভদ্রাঙ্গী ও পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী। মা মা কি হবে ? মহারাজ প্রভুকে বর্জ্জন ক'রেছেন। নগরে প্রবেশ নিষেধ, কি হবে মা কি হবে !

সুভদ্রা। আমরা দীনা রমণী, আমরা কি ক'রবো মা ? দীননাথকে ডাকো, আর ত উপায় নাই।

পদ্মাবতী। মা, তোমার শ্রীমুখে শ্রবণ ক'রেছি, তুমি ব্রাহ্মণকুমারী, কোন মহাপুরুষ গণনা করেন যে তোমার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ ক'রবেন,

সেই জন্যই তোমার পিতা তোমাকে রাজপুরে রেখে যান। তোমার অসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে ঈর্ষ্যায় রাজ্ঞিগণ তোমায় হীন ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। পুত্র-আশায় সে সমস্ত তুমি সহ্য ক'রে রাজকৃপায় পাটরাণী হ'য়েছিলে। সর্ব্ব সুলক্ষণ ও রাজচক্রবর্ত্তীর অতুলচিহ্নযুক্ত পুত্র প্রসব ক'রেছ। তবে এ পরিণাম কেন মা? সকলি কি বিফল হ'লো?

সুভদ্রা। আমি দূরদৃষ্টিহীনা অবলা, আমি কি ব'লবো মা? দেবতার যেরূপ ইচ্ছা, তাই পূর্ণ হবে।

(প্রহরীগণ সহ বিন্দুসারের প্রবেশ)

মহারাজ, রাজ-অন্তঃপুরে রাজসম্মুখে অস্ত্রধারী প্রহরী কি সাহসে উপস্থিত?

বিন্দু। কর্ত্তব্য পালনে; যে দাম্ভিক—পিতা ও রাজাকে উপেক্ষা ক'রে রাজ-অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছে, তার অন্বেষণে। তোমার অশোক কোথায়?

সুভদ্রা। আমা অপেক্ষা মহারাজ তো অশোকের অবস্থা অবগত। অশোক রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় যাত্রা ক'রেছে।

বিন্দু। কুৎসিতা নাপ্তিনী, আর ক্ষৌরকার্য্যে আমাকে প্রতারিত ক'রতে পারবে না! তোমার পৈশাচিক মোহিনীতে আর আমি ভুলবো না। যদি নিজের মঙ্গল, কনিষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল, পুত্রবধূ, পৌত্রের মঙ্গল কামনা থাকে, অশোককে প্রহরীর হস্তে অর্পণ করো।

সুভদ্রা। মহারাজ, মঙ্গল বা অমঙ্গল হোক, পতিসম্মুখে কখনো এ জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় নাই। অশোকের পাটলিপুত্র রাজবংশে জন্ম, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লে সে প্রাণত্যাগ করতো, কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন করে আমার অনুরোধেও অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকতে সম্মত হতো না। অন্তঃপুরে অহেতু রাজ-অনুচর প্রবেশ ক'রেছে।

বিন্দু। সত্যবাদিনি,অশোক অন্তঃপুরে নাই? উত্তম। কনিষ্ঠপুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রকে লয়ে এই অনুচরের সহিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে গমন করো। রাজাদেশে এখনি পুরী দগ্ধ হবে।

সুভদ্রা। প্রভু, প্রহরীবেষ্টিত হয়ে পুত্রবধূর সহিত কোথায় যাব?

পদ্মাবতী। কেন মা, রাজরাণী যথায় যাবেন, তাঁর দাসীও তথায় তাঁর সেবার নিমিত্ত থাকবে। কেন বিষণ্ণ হ'চ্ছেন? শ্রীরামচন্দ্র যখন জানকী বর্জ্জন করেছিলেন, তখন তপোবনে তো তাঁর স্থান হয়েছিল, তাঁর শিশুদুটিও দেবতার কৃপায় পালিত হ'য়েছিল;—দেবতার কৃপায় আমাদেরও স্থান হবে।

বিন্দু। হ্যাঁ,—কারাগারে।

পদ্মা। যে আজ্ঞে মহারাজ!

বিন্দু। রাজ্ঞি, তোমার পুত্রবধূও তোমার ন্যায় দাম্ভিকা!

(বীতশোক ও কুনালের প্রবেশ)

বীতশোক, শুনেছি তুমি সত্যবাদী, তোমার জ্যেষ্ঠ এ পুরে লুকাইত আছে?

বীতশোক। মহারাজ, মূষিক অন্তঃপুরে লুকাইত থাকতে পারে, সিংহ কিরূপে থাকবে? তিনি তক্ষশিলায় গমন ক'রেছেন, আমি তাঁর নিকট বিদায় লয়ে আসছি।

বিন্দু। কুনাল, তুমি জানো—তোমার পিতা কোথায়? সত্য বলো, আমি অঙ্গীকার কচ্চি, তার প্রাণবধ ক'রবো না।

কুনাল। মহারাজ, পিতা যদি অন্তঃপুরে থাকতেন, কদাচ তাঁর অপরাধে তাঁর মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র রাজকোপে পতিত হ'চ্চেন দেখে উদাসীন থাকতেন না, রাজসম্মুখে নিশ্চয় উপস্থিত হ'তেন।

বিন্দু। খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েই রাজসম্মুখে নিজ নিজ স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিতে প্রস্তুত দেখছি। যাও, সকলে রক্ষীর সহিত গমন করো। (প্রহরীর প্রতি) সর্দ্দার—

সর্দ্দার-প্রহরী। মহারাজাধিরাজ—

বিন্দু। যে পুরে নন্দবংশীয় রমণীগণ আবদ্ধা ছিলেন, তথায় লয়ে যাও। সতর্ক প্রহরী যেন কাকেও সে পুরে প্রবেশ ক'রতে না দেয়। দুইজন প্রহরী এ গৃহে অগ্নি প্রদান করো। প্রত্যেক বস্তু ভস্মসাৎ ক'রে আমায় সংবাদ দেবে।

প্রহরী। রাজ্ঞীমাতা, দাস আজ্ঞা-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

সুভদ্রা। চলো বাবা।

[প্রহরীগণ সহ সুভদ্রাঙ্গী, পদ্মাবতী, বীতশোক ও কুনালের প্রস্থান।

বিন্দু। (অপর প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) গৃহে অগ্নি প্রদান করো।

[বিন্দুসারের প্রস্থান।

১ম প্রহরী। আয় রে, পোড়াবার আগে সিন্দুকে-পেঁড়ায় কি পাই দেখি।

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

মায়া-কানন।

(মার ও তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। পিতা, মর্ম্ম তব বুঝিবারে নারি,
কি কারণ মায়া-বন ক'রেছ সৃজন?
কহ তুমি অশোকের অরি,
কি হেতু না সংহার তাহারে?
পরিবর্ত্তে তার—
সসাগরা ধরা-অধিকার,
অর্পিবে তাহারে যে জন পরম শত্রু তব।

মার। না করো বিচার,
আজ্ঞামত কার্য্যে রও রত।
অরি—বুদ্ধ মম, চাহে
অহিংসা তাহার ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
কিন্তু আমি অশোকে অর্পিলে অধিকার,
নররক্ত-স্রোতে সিক্ত হবে ধরাতল,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাবে রসাতলে।

তৃষা। দয়াবান অশোক দেখেছি পরীক্ষিয়া,
হেন নরহত্যাকারী সে কেমনে হইবে?

মার। অবস্থায় হবে দয়া ঘোর নির্দ্দয়তা,
পিতৃ ঘৃণা,
ভ্রাতা, যার বার বার রক্ষিল জীবন,
করিতেছে মরণ কামনা অশোকের,
নির্ব্বাসিত তাহারি কৌশলে।
মাতা-পত্নী-ভ্রাতা-পুত্র কারাগারবাসী,
পিতৃরাজ্যে উপহাসভাজন সবার,
ঘৃণ্য লোকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বলি।
হেন অবস্থা-পীড়নে, এক বুদ্ধ বিনা
কাহার হৃদয়ে আর দয়া পাবে স্থান!
উল্লাস আমার—
বৌদ্ধধর্ম্ম যাবে ছারখার,
মিত্র মম, অরি নহে অশোক কুমার।
এস, হই অন্তর্দ্ধান—
দিব উপদেশ এবে কি কার্য্য তোমার।

[মার ও তৃষার প্রস্থান।

(অশোক ও তৎপশ্চাৎ আকালের প্রবেশ)

অশোক। কে তুই?

আকাল। এই পত্র দিতে এসেছি।

অশোক। কার পত্র?

আকাল। দেখ্‌তে চাও না শুন্‌তে চাও?

অশোক। কি দেখ্‌বো?

আকাল। এই পত্র দেখ্‌বে।

অশোক। (পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া) যাও, মন্ত্রী ম'শায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'লো, মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র বন্দী, এ অবস্থায় তাঁর বন্ধুগৃহে লুকাইত থাক্‌বার জন্য অশোক জন্মগ্রহণ করে নাই। অচিরে তক্ষশিলায় অধিকার স্থাপন ক'রে মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্রের কারামোচন ক'র্‌বে।

আকাল। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পাতাবার ইচ্ছা হ'চ্চে।

অশোক। তুই কে?

আকাল তোমারই মত রাজরাজেশ্বর, দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

অশোক। তুমি সেই আকাল না ?

আকাল। সে যবে ছিলুম, তবে ছিলুম। এখন রাজার চাল চেলে হু'পা হাঁকিয়ে বরাবর এসেছি।

অশোক। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করো ?

আকাল। করি।

অশোক। প্রাণের ভয় করো না ?

আকাল। গোড়া থেকে সেটা তো বড় দেখেন নি।

অশোক। যাও।

আকাল। যাবার বড় ইচ্ছা নাই।

অশোক। তবে থাক।

আকাল। থাক্‌বারও বড় ইচ্ছা নাই।

অশোক। তবে কি ইচ্ছা ?

আকাল। রাস্তায় একলা শুতুম, এখন জুড়িদার পেলুম; হু'জনে গল্পগাছা ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়্‌বো।

অশোক। তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌বে ?

আকাল। সখ হ'য়েছে বটে।

অশোক। পার্‌বে ?

আকাল। পারা তো বড় ভারি কাজ দেখ্‌ছিনে। হু'পায়ে চলা, যা কিছু জোগাড় ক'রে খাওয়া, আর বনে-বাদাড়ে এক পাশে প'ড়ে থাকা।

অশোক। আমি দস্যু।

আকাল। আমায় কিসে শান্ত-শিষ্ট দেখ্‌লে ?

অশোক। আমার সঙ্গে থাক্‌তে চাও কেন ?

আকাল। গেরো; আর বাক্যব্যয় কেন ?—অনেক তো কথা কাটাকাটি হ'লো, এখন চলো না—কোথায় যাবে। ছটী খাবার-দাবার ইচ্ছে থাকে তো বলো, জোগাড় ক'রে দেখি।

অশোক। যাও, আমার সঙ্গ ত্যাগ করো। তোমার মনোভাব আমি বুঝেছি, তুমি আমার সামান্য উপকার ভোলো নাই; তুমি কৃতজ্ঞ, সেই জন্য তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ-পরিহাস ক'রেছি। যাও, আমার নিকট থেকো না; আমি দানব, আমার দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, রক্ত নাই, কেবল আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ। তুমি রাজপুর থেকে আস্‌ছ, তুমি কি শোনো নাই—আমি সংসার পরিত্যক্ত, সংসারকে প্রতিশোধ দেব—এই নিমিত্ত জীবিত ?

আকাল। আমিও সংসারে এতদিন কার-কারবার ক'র্‌লুম, আমারও তো সংসারে দেনা-পাওনা আছে; যদি শোধবোধ ক'র্‌তে হয়, তোমার মতন একজন মহাজন থাড়া না ক'রে কি ক'রে কার-কারবার চালাবো ?

অশোক। পার্‌বে ?

আকাল। পরথ ক'রে দেখ।

অশোক। (সহসা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখ' দেখ' কি আশ্চর্য্য, এ কি আমার চক্ষের ভ্রম! কি দেখ্‌ছি, মেঘের উপর ঘোটকারোহণ ক'রে কে আস্‌ছে! এ অরণ্যে কি কোন উপদেবতার আবাসস্থান! (আকালের প্রতি) তুমি স'রে যাও, তুমি এ স্থানে থাক্‌লে, তোমার কোন অমঙ্গল হ'তে পারে।

আকাল। আমারও আপনার মত চার্‌দিকে মঙ্গল ছড়াছড়ি! একটু অমঙ্গলের তার পেলে মুখ বদল হবে।

(আকাশ হইতে অশ্বারোহণে মারের ভূমিতলে অবতরণ)

মার। তুমি না সংসারকে প্রতিশোধ দেবে মনে ক'চ্ছ ?

অশোক। যদি করি ?

মার। আমার সাহায্য ব্যতীত পার্‌বে না।

অশোক। আমি কারও সাহায্য-প্রার্থী নই।

মার। আমার অধীনতা স্বীকার করো, নচেৎ এখনি প্রাণ হারাবে।

অশোক। অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা প্রাণত্যাগ কষ্টকর হবে না।

মার। আমি তোমায় সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর ক'রবো।

অশোক। সে আধিপত্য আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু তুমি যে সে আধিপত্য দিতে শক্তি-

মান, এরূপ আমার ধারণা জন্মে নাই।
মাত্র তুমি কুহকী, এই পরিচয় পেয়েছি।
মার। কর কি কুহকী জ্ঞানে উপেক্ষা আমায়?
জান কি কে আমি ভূমণ্ডলে?
পূর্ণ আধিপত্য মম পঞ্চভূত' পরে;
আজ্ঞায় আমার—
অট্টালিকা আকাশ স্থজিবে,
মলয় মারুত ঘোর ঝটিকা বহিবে,
অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হইবে তুষারে,
উথলিবে সাগর-সলিল—
করিবারে ধরা আচ্ছাদন,
ঘেরিবে রজনী, কাঁপিবে ধরণী—
এখনি ইঙ্গিতে মম;
তোমা প্রতি হয়েছি সদয়,
তাই দানিতে আশ্রয়
আগমন হেথা মম।
ইচ্ছা তব তক্ষশিলা করিতে দমন,
কিন্তু, একাকী কিরূপে কার্য্য করিবে সাধন?
হের—
সৃজি এ কাননে সৈন্য সাহায্যে তোমার;
যত বৃক্ষ লক্ষ্য হয় তব—
অস্ত্রধারী মানব হইবে।
ধর আজ্ঞা অরণ্য আমার—

(বৃক্ষশ্রেণীর সৈন্যশ্রেণীরূপে পরিণত হওন)

অশোক। শক্তিশালী তুমি করি অবশ্য স্বীকার,
কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞায়
আসিয়াছি একাকী দমিতে তক্ষশিলা।
ভাগ্য মাত্র সহায় আমার,
পরীক্ষিব ভাগ্যে আছে কিবা;
না ল'ব সাহায্য কারো অধীনতা করি।
রুষ্ট হও তুষ্ট হও—তাহা নাহি গনি,
জীবনে প্রতিজ্ঞা মম হবে না লঙ্ঘন।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

মায়াকাননের পরিবর্ত্তে প্রান্তর।

অশোক। কি আশ্চর্য্য,—
বন পরিবর্ত্তে হেরি বিস্তৃত প্রান্তর!
ভোজবিদ্যাবিশারদ হবে কোন জন।
কিন্তু কিবা প্রয়োজনে
এসেছিল মম সন্নিধানে?
সসাগরা ধরাপতি আমি—
হেন বা বুঝিল বিদ্যাবলে।
যে হয় সে হয়—
হইব ধরণীপতি নাহিক সংশয়।
বেগবান নদে কেবা রোধে,
কে বারে উদ্যমশীল পুরুষের গতি!
তক্ষশিলা নিশ্চয় করিব অধিকার।

[অশোকের প্রস্থান।

আকাল। চলো, আমিও পেছু নিলুম।

[আকালের পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

নগর-প্রান্ত।

(মার ও তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। পিতা, কার্য্য তব বুঝিবারে নারি।
অধীনতা অস্বীকার করিল অশোক,
তবু হেরি—
আনন্দ-উৎফুল্ল তব বদনমণ্ডল!
মার। রাজ্যলিপ্সা মনে জাগে যার,
মুখে অধীনতা মম করি অস্বীকার
নিস্তার কি পায় সেই জন?
অধীনতা অস্বীকার করিয়ে আমার
শত গুণে দম্ভ বৃদ্ধি হইল তাহার;
মানব বা দৈবশক্তি কিছু না মানিবে,
হবে নিজ ইচ্ছায় চালিত,
জান না কি স্বেচ্ছাচারী ক্রীতদাস মম?
তক্ষশিলা আধিপত্য করিয়া গ্রহণ
না মানিবে পিতার শাসন,
সাম্রাজ্যে হইবে ঘোর বিগ্রহ উদয়।
এবে কার্য্য তব—
কলঙ্কিত করিতে অশোকে।
উজ্জয়িনীবাসী কোন ধনাঢ্য বণিক,
একমাত্র কন্যা তার পরমা রূপসী।

উচ্চ আশ বণিক হৃদয়ে—
চাহে কোন উচ্চ বংশে অর্পিতে নন্দিনী।
অশোকের সনে যদি পার মিলাইতে,
পরিণয় হয় যদি অশোকের সনে,
রাজকুল কলঙ্কিত হবে—
ঘৃণিত হইবে তায় ক্ষত্রিয় সমাজে।
দুর্দ্দান্ত অশোক কভু ঘৃণা নাহি সবে,
ক্ষত্ররাজগণ সনে বিবাদ বাধিবে
ক্ষত্রবংশ ক্ষয় হবে তায়।
পার যদি কোন মতে এ কার্য্য সাধিতে,
মহা তুষ্ট হব তব প্রতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

তক্ষশিলা—মন্ত্রণাকক্ষ।

সভাপতি, সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ।

সভাপতি। এখন কি উপায়? আমি নিশ্চয় সংবাদ পেলেম, আমাদের শাসনের নিমিত্ত পাটলিপুত্র হতে রাজপুত্র প্রেরিত হয়েছে। পাটলিপুত্রের অসংখ্য সেনা কিরূপে নিবারণ ক'র্‌বো?

সেনাপতি। কেন চিন্তিত হ'চ্ছেন? এ বন্ধুর প্রদেশে পাটলিপুত্রের সেনার যুদ্ধ অসম্ভব। বীরপ্রসবিনী তক্ষশিলার জনে জনে—সহস্র যোদ্ধার সম্মুখীন হ'তে সক্ষম। চিন্তা দূর করুন, অদ্য সহকারী সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা ক'রে সেনার মনোভাব অবগত হবেন। যতদূর আমার ধারণা, প্রত্যেক সেনা মরণ সঙ্কল্প ক'রে যুদ্ধে প্রবেশ ক'র্‌বে। স্ত্রৈণ বিন্দুসার রাজার সুখ-লালিত সেনাগণ কদাচ আমাদের সমকক্ষ হবে না।

১ম কর্ম্মচারী। তবে কি আপনার যুদ্ধ পণ?

ধর্ম্মযাজক। অবশ্য, তোমরা বীরপুত্র—বীর; রণ তোমাদের জাতিধর্ম্ম; রাজ্যশাসনে অশক্ত স্ত্রৈণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে কেন কলঙ্ক গ্রহণ ক'র্‌বে? যে পর্য্যন্ত তক্ষশিলার উপযুক্ত রাজা নির্ণীত না হয়, আসুন, আমরা সিংহাসনে রাজমুকুট স্থাপন ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি।

সভাপতি। সেইরূপই হোক।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। সভাপতি মহাশয়, নিবেদন,—এক দেবমূর্ত্তি বীরপুরুষ সভায় আগমন ক'চ্ছেন।

সভাপতি। তিনি যিনিই হো'ন, বিনা অনুমতিতে রক্ষীরা কেন তারে নগরে প্রবেশ ক'র্‌তে দিয়েছে?

দূত। তাঁরে নিবারণ ক'র্‌তে কেউ সাহস করে নাই। দুর্গ-সমীপে যখন সেই বীরপুরুষ উপস্থিত, সহকারী সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা ক'চ্ছিলেন; দৃঢ় অস্ত্রে সজ্জিত সেনাগণ স্পন্দহীন হ'য়ে তাঁরে পথ প্রদান ক'রেছেন।

সভাপতি। কে সে?

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। তোমাদের রাজা—শাসনকর্ত্তা,—রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপনের নিমিত্ত আমি আগত। প্রজারা যা'তে পুত্রের ন্যায় পালিত হয়, উচ্চ-নীচ প্রজার প্রতি যাতে সমভাবে ন্যায়দৃষ্টি স্থাপিত হয়, রাজ্য যাতে ধনধান্যে পূর্ণ হয়, যা'তে দীনতা রাজ্যে না থাকে,—সেই রাজকার্য্য সাধনের জন্য আমি উপস্থিত। অবনতমস্তকে আমার শাসনাধীন হও। যদি কেহ বিরূপ থাক, নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ করো,—রাজদণ্ডে যমপুরে প্রেরিত হবে।

সভাপতি। আপনি একা আমাদের শাসন ক'রবেন?

অশোক। আমি একা—আমি একাই শত সহস্র। অর্ব্বাচীন সভাপতি, সসাগরা ধরণীর অধিপতি তোমার সম্মুখে—এ তোমার উপলব্ধি হ'চ্ছে না? শীঘ্র আসন পরিত্যাগ ক'রে রাজসম্মানের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হও। রাজপুত্র অশোক সসাগরা

ধরণী শাসন কর্‌বার জন্য জন্মগ্রহণ ক'রেছে।

ধর্ম্মযাজক। সত্য—সত্য—সত্য,—কুমার অশোক আমাদের রাজা, যে দুর্দ্দান্তপ্রতাপ নির্ভীকহৃদয় বীরপুরুষ একাকী তক্ষশিলায় প্রবেশ ক'রে তক্ষশিলার শাসনসভায় রাজসিংহাসনে উপবেশনের নিমিত্ত উপস্থিত, যে রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র, রাজলক্ষ্মীর উত্তেজনায় অমিত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান ক'রেছেন, আমি তক্ষশিলার পুরোহিত, আমি সেই রাজাধিরাজকে তক্ষশিলার অধিপতিরূপে বরণ ক'র্‌লেম।

(পটপরিবর্ত্তন)

রাজসভা।

মহারাজ, এই রাজমুকুট ধারণ ক'রে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

(অশোকের সিংহাসনে উপবেশন)

ধর্ম্মযাজক। সভাপতির জন্য অদ্য আমি পুষ্পহার এনেছিলেম, মহারাজের গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করি। (রাজকণ্ঠে ফুল-হার পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয়!

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয়! জয় তক্ষশিলার অধীশ্বর কুমার অশোকের জয়! জয় রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র কুমার অশোকের জয়!

অশোক। শুন শুন তক্ষশিলা-মুখপাত্রগণ,
পুত্রের স্থানীয় আজি তোমরা সকলে।
যোগ্যপুত্র রহে যথা পিতৃকার্য্যে রত,
রাজ্যের মঙ্গল হোক হৃদয়ের ব্রত।
জনে জনে পরিচয় প্রদান সংসারে,
রাজকার্য্যে সুনিপুণ কিরূপ সকলে।
সভাপতি—

সভাপতি। মহারাজ—

অশোক। আজি হ'তে মন্ত্রী পদ তব।
সেনাপতি—

সেনাপতি। মহারাজ—

অশোক। সৈন্যভার তোমায় অর্পিত,
যেবা যেই কার্য্যে যোগ্য মন্ত্রী মহাশয়,
সেই কার্য্যে তাহারে করুন নির্ব্বাচিত।

সকলে। জয় তক্ষশিলা-অধীশ্বরের জয়!

অশোক। মন্ত্রীবর, তক্ষশিলার রাজসিংহাসন যে এরূপ অমূল্য রত্নাদিখচিত ও রাজমুকুট যে এরূপ রাজন্যবৃন্দের ঈর্ষা-উৎপাদনকারী, আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলেম না।

সভাপতি (মন্ত্রী)। মহারাজ, এই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল, পাটলিপুত্র আমাদের অবস্থা অবগত নয়। আমাদের রাজকোষ অর্থপূর্ণ। তক্ষশিলার চতুষ্পাঠী বোধ হয় পাটলিপুত্র ব্যতীত সকল স্থানে বিখ্যাত। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যভুক্ত হ'য়ে আমরা যে সাম্রাজ্যবিস্তারে সাহায্য ক'রেছি, ইহা পাটলিপুত্র যে বিস্মৃত হ'য়েছেন, ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল। আজ রাজকুলতিলক মহারাজ অশোক আমাদের সেই ক্ষোভ নিবারণ ক'রেছেন।

(সহচরীগণ সহ দেবীর প্রবেশ)

অশোক। মন্ত্রীবর, কে এ সুন্দরী? দরবারে কি আবেদন জিজ্ঞাসা করুন।

সভাপতি। মহারাজ, এঁরা আমরা পরিচিতা নন, বোধ হয় উজ্জয়িনীবাসী।

অশোক। উজ্জয়িনীবাসী—হেথায় কি নিমিত্ত?

দেবী। মহারাজ, অনুমতি হয়, দাসী রাজপদে ত'ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করে।

অশোক। সুন্দরী, তোমার আবেদন শ্রবণে আমি প্রস্তুত, সিংহাসনের নিকট অগ্রসর হও।

দেবী। মহারাজ, দাসী উজ্জয়িনী-নিবাসিনী, বহুযত্নে রত্নহার প্রস্তুত ক'রেছে;—মহারাজ অশোকের উপযুক্ত কি না, জান্‌বার নিমিত্ত সভায় দণ্ডায়মান।

অশোক। শ্রদ্ধার উপহার আমাদের সর্ব্বদাই আদরের।

দেবী। তবে দাসীর আবেদন পূর্ণ হো'ক। রাজকণ্ঠে এ রত্নহার কিরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, দর্শন ক'রে দাসী চরিতার্থ হবে,— রাজপদে দাসীর এই নিবেদন।

অশোক। ভাল সুন্দরী, তোমার সম্মুখেই আমি এই মালা ধারণ ক'র্‌বো।

দেবী। তবে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রে মালা গ্রহণ করুন।

[রাজকণ্ঠে রত্নহার প্রদান।

ধর্ম্মযাজক। জয় রাজদম্পতীর জয়! তক্ষশিলাবাসী জয়ধ্বনি ক'রো, মহারাজের উপযুক্ত মহারাণী আমরা প্রাপ্ত হ'লেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

দেবী। হে তক্ষশিলাবাসী, আমি আমার ইষ্টদেবের গলদেশে মাল্য প্রদান ক'রেছি। আজ নূতন নয়, বহুদিন আমি আমার হৃদয়েশ্বরকে বরণ ক'রেছি, কিন্তু আমার স্থান রাজ-শ্রীচরণে—সিংহাসনে নয়। দাসী হীন কুলোদ্ভবা বণিককুমারী, মহারাজের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধা, মহারাজ আমার প্রাণেশ্বর, কিন্তু আমি সেবিকা — দাসী মাত্র।

সভাপতি। জননি—রাজরাজেশ্বরী, আপনি এই গুণগ্রাম-ভূষিত মহারাজের বামে বস্‌বার উপযুক্ত।

ধর্ম্মযাজক। মন্ত্রী ম'শায় স্বরূপ আজ্ঞা ক'রেছেন।

অশোক। একি, আমার পত্নী আছেন, আমি রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় আগত। তোমরা এ কিরূপ ব'ল্‌ছ?

ধর্ম্মযাজক। এ সাধ্বী যখন রাজকণ্ঠে মালা প্রদানে সাহস ক'রেছেন, যে নর-শার্দ্দূলের নিকট তক্ষশিলাবাসী নতশির, সে মহারাজের রাণীর যোগ্যা যদি তিনি না হন, তবে ত্রিভুবনে মহারাজের যোগ্যা নারীরত্ন নাই। মালা প্রদানে তক্ষশিলার নিয়মানুসারে ইনি রাজপত্নী। মহারাজ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ আপনাকে দান ক'চ্চেন, ব্রাহ্মণের দান উপেক্ষা ক'রবেন না।

[সকলের জানু পাতিয়া উপবেশন।

সভাপতি। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) দাসগণেরও এই প্রার্থনা, রাজ্ঞীকে সিংহাসনে স্থান দেন।

অশোক। আমি প্রজাগণের বাধ্য। এস প্রিয়ে, সিংহাসনে উপবেশন করো।

দেবী। মহারাজ, আমি দাসী,—সিংহাসন আমার স্থান নয়, আমার স্থান চরণতলে। আমি উচ্চাভিলাষিনী নই, প্রাণেশ্বরের সেবা-প্রয়াসী। সাধুর আজ্ঞায় যখন পিতার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হই, মহারাজ তক্ষশিলায় গমন ক'চ্চেন, কোন এক পরিব্রাজিকার নিকট সংবাদ পেয়ে, মহারাজকে দর্শন ক'র্‌তে পথিমধ্যে অবস্থান করি। তেজঃপুঞ্জ বীরমূর্ত্তি দর্শন মাত্রে আত্মসমর্পণ ক'রেছি। পদসেবার কামনায় – সিংহাসন-প্রত্যাশায় নয়।

অশোক। তুমি আমার সিংহাসনের অনুপযুক্তা নও। যদি তুমি সিংহাসনে উপবেশন কর্‌তে অসম্মতা হও, আমি সিংহাসন হ'তে অবতরণ ক'রে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হ'চ্চি। তোমার রত্নহার বিনিময়ের উপযুক্তরত্ন আমার নাই। তবে কুসুমরত্ন দেবপ্রিয়, এই কুসুম রত্নে গ্রথিত রাজগলদেশের মালা তোমায় অর্পণ ক'র্‌লেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

সহচরীগণের গীত।

চাঁদধরা-ফাঁদ পেতেছিল, যতনে মালা গেঁথে।
ধরতে গিয়ে প'ড়লো ধরা,চাঁদ ধ'রেছে বুক পেতে॥
কিনেছে বিকিয়ে গিয়ে, ধরেছে ধরা দিয়ে,
এ সাধের খেলা দিয়ে-নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে;
দিয়েছে তাই পেয়েছে,
কোমল-কঠিন এক হয়েছে,
দুই ধারা এক স্রোতে চলে,
ডুবেছে প্রাণ তায় মেতে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:○:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পাটলিপুত্র—রাজসভা।

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত।

কহ্লাটক। সেই দিনই রাজবৈদ্য ব'লেছিলেন, যদিচ পক্ষাঘাতে এবার নিস্তার পেলেন, অচিরে জীবনলীলা সম্বরণ ক'র্‌তে হবে নিশ্চয়।

রাধা। কিন্তু আজ কয়দিন মহারাজকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হ'চ্চে না? চ'লে ফিরে বেড়াচ্চেন?

কহ্লাটক। বৈদ্য বলেন, এ বায়ু প্রভাবে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায়। বহুদিন আর এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে না।

রাধা। এখন কি কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'চ্চেন? কুমার অশোক তো আজও উপস্থিত হলেন না। যুবরাজ সুসীমও তক্ষশিলা পরিত্যাগ করেছেন, সংবাদ পেলেম। তিনি উপস্থিত হ'লে মহারাজ তাঁরেই সিংহাসন অর্পণ ক'র্‌বেন—সেই জন্যই ভারতের সমস্ত করপ্রদ রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, তাঁর অভিপ্রায়—নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে যুবরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কহ্লা। আমি এই আশঙ্কায় কৌশলে যুবরাজকে তক্ষশিলায় প্রেরণ ক'রেছিলেম।

রাধা। আপনার অদ্ভুত কৌশল।

কহ্লা। এতে আমার প্রশংসা নাই। তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ বর্ণন শ্রবণে সেই বারবিলাসিনী মুগ্ধা হ'য়ে যুবরাজকে তক্ষশিলার ভারগ্রহণে উত্তেজিত করে। সেই বারবিলাসিনীর সন্তোষের জন্য মহারাজের শত অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, তিনি তক্ষশিলার অধিকার কুমার অশোকের নিকট হ'তে গ্রহণ ক'রেছেন এবং কুমার অশোকও সেই কারণে উজ্জয়িনীতে প্রেরিত হ'য়েছেন। কিন্তু আমাদের পত্র প্রাপ্ত হ'য়েছেন—সংবাদ দিয়েছেন; এবং পর দিনই উজ্জয়িনী পরিত্যাগ ক'র্‌বেন প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আজও কি নিমিত্ত উপস্থিত হ'চ্চেন না, বল্‌তে পার্‌ছি না। পথে কি কোন বাধা প্রাপ্ত হ'য়েছেন? এই যে কুমার—

(অশোকের প্রবেশ)

কুমার, শুনুন—আপনাকে বিশ্রামের সময় দিতেও আমরা অসম্মত। শুন্‌ছি—যুবরাজ সুসীম আগত প্রায়।

অশোক। পিতা কেমন আছেন?

কহ্লা। তাঁর অবস্থা শোচনীয়। রাজমুকুট সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক রাজকার্য্য আমরাই নির্ব্বাহ কচ্চি। যদি যুবরাজ সুসীম নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ বেশ্যার অনুরোধে, আপনার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে তক্ষশিলায় না গমন করতেন, এতদিন রাজ্যশাসনের ভার তাঁর উপরেই অর্পিত হ'ত। মহারাজ আপনার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তক্ষশিলা জয় ক'র্‌লে সিংহাসন আপনাকে অর্পণ কর্‌বেন্। আপনি মহারাজের নিকট সেই প্রার্থনা করেন—আমাদের আবেদন। যুবরাজ সুসীম অধিকার প্রাপ্ত হ'লে অচিরে এই বিপুল সাম্রাজ্য ছারেখারে যাবে।

অশোক। মন্ত্রীবর, আমি পুত্র—মহারাজের আজ্ঞাপালন করা আমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য পালনে রাজ-ইচ্ছায় তক্ষশিলার সিংহাসন যুবরাজকে অর্পণ ক'রে উজ্জয়িনীতে আমি গমন ক'রেছিলেম, কেবল আপনাদের অনুরোধে নয়। মহারাজ আমায় সিংহাসন দেবেন—প্রতিশ্রুত ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁর অনিচ্ছায় সিংহাসন গ্রহণ ক'র্‌তে আমি অসম্মত।

কহ্লা। আপনি যদি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। আপনার পিতা সত্যভ্রষ্ট হবেন, আপনার মাতা,

ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে একরূপ চির কারা-বদ্ধ থাক্‌বেন। আমরা রাজকার্য্যে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত,আমাদের জীবন সংহার হবে, ব্যভিচার রাজপুরে বিরাজ ক'র্‌বে, বেশ্যার পদার্পণে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন কলুষিত হবে। অধর্ম্মের প্রভাবে ধর্ম্ম পুণ্যভূমি পরিত্যাগ ক'রবেন,—অপহরণ, সতীত্বনাশ, নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ সংহার —রাজপ্রিয় ব্যভিচারী কর্ম্মচারীর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হবে। এ সকলে যদি আপনি উদাসীন হন, তাহ'লে জান্‌বো যে পুণ্যভূমি দেব-কোপে অভিশাপগ্রস্ত, ভারত সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজা উপবেশন ক'রবেন, সেই একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর কুমার অশোক—এ সাধু প্রচারিত প্রবাদ মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা - চন্দ্রসূর্য্যতারকামালার দীপ্তি মিথ্যা, শ্যামা মেদিনীর শোভা মিথ্যা, দিবারাত্র মিথ্যা। অধর্ম্মের অধিকারী একমাত্র সত্য।

[অশো]ক। যদি সত্যই এরূপ অবস্থা হয়, আপনি রাজনীতিবিশারদ—জগৎপূজ্য চাণক্যের শিষ্য, চলুন—আমরা রাজার নিকট তক্ষশিলার অধিকার ল'য়ে স্বজনে তথায় বাস করি। রাজার যেরূপ ইচ্ছা, রাজ্যভার তাঁরেই অর্পণ করুন।

[মন্ত্রী]। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ছারখার হবে, আর আপনি উদাসীন থাক্‌বেন?

[অশো]ক। মন্ত্রীবর, কঠিন সমস্যা, কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি মাতার নিকট পিতৃ আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত।

[নেপ]থ্যে বিন্দু। না না—আমি একবার সুসীম এলো কিনা দেখ্‌বো। সে এসেছে —সে এসেছে—আমি তার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে [পে]য়েছি।

([দেহ]রক্ষকগণের সাহায্যে বিন্দুসারের প্রবেশ)

[অশো]ক। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন।

[বিন্দু]। কে তুই? দূর হ,—আজও তোর [মৃ]ত্যু হ'লো না! তুই অস্পৃশ্য, তোর মাতা [অ]স্পৃশ্য—তোর ছায়া অস্পৃশ্য—দূর হ,— [দূ]রে হ,—

অশোক। পিতা, যদিচ আমি আপনার বিরক্তিভাজন, সন্তানের একমাত্র প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। উজ্জয়িনী বা তক্ষশিলার চির অধিকার আমার উপর অর্পণ করুন। আমি তথায় আমার মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন ল'য়ে বাস করি, আর আপনার সম্মুখীন হ'য়ে বিরক্তিভাজন হব না।

বিন্দু। তোরে তক্ষশিলার অধিকার দেবো! এ সাম্রাজ্যের একখণ্ড ভূমি তোরে দেবে, না। আত্মীয়স্বজন নিয়ে তক্ষশিলায় বাস ক'র্‌বে? তোমার আত্মীয়-স্বজন কারাগারে, তাদের অগ্নিদগ্ধ ক'রে বধ ক'র্‌তে আজ্ঞা দেবো।

অশোক। আমার স্বজন—মহারাজেরও স্বজন, তাঁদের প্রতি কঠোর আজ্ঞায় রাজ্যের কলঙ্ক ঘোষণা হবে।

বিন্দু। রাজ্য ছারেখারে যাক্, সিংহাসন ভস্ম হোক্, সমুদ্র পৃথিবী গ্রাস করুক, দিক্ দাহ হোক। দূর হ'—দূর হ'—

অশোক। পিতা যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি জ্যোতিষ-বাক্য সত্য হয়, যদি আমার নির্ম্মল অন্তরের উত্তেজনা না বিফল হয়, আপনি সীমান্ত রাজ্যের অধিকার দিতে অসম্মত হ'চ্চেন, আমি এই পাটলিপুত্রের অধীশ্বর হব নিশ্চয়।

বিন্দু। অধীশ্বর হবে—অধীশ্বর হবে? —দূর হ'—তুই আবার নগরে প্রবেশ ক'রেছিস, তোর যে প্রাণবধের আজ্ঞা দিই নাই, এই তোর প্রতি যথেষ্ট ক্ষমা! কুষ্ঠরোগী, নাপ্‌তিনীপুত্র, দূর হ'—দূর হ'—

[দেহরক্ষকগণ সহ বিন্দুসারের প্রস্থান।

অশোক। কোথা ধর্ম্ম! নামে মাত্র আছ কি জগতে?
ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে এ ধরণী;
কিন্তু অতি দীন জন,
পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন!
আত্মহত্যা উপায় কি মম?
বিদ্রোহী হৃদয়—
এত অপমানে ধৈর্য্য না ধরিতে পারে।

মাতৃ-স্নেহ মাতৃবাক্য বন্ধন কেবল,
নহে প্রজ্জলিত কোপানলে—
ভস্মসাৎ করিতাম এ পাপ সংসার—
যেন এ পাপ ধরায়,
পিতা পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়!
আজীবন পশু বা মানবে
সমভাবে করিয়াছি দয়া বিতরণ,—
কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘৃণ্য জীবন,
স্তম্ভিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।
দেখিব দেখিব—
প্রবল শোণিত-স্রোতে তিতি' বসুমতী
হয় বা না হয় তার আচার' বর্জন!

কহ্লাটক। কুমার, আর কি নিমিত্ত ইতস্ততঃ ক'চ্চেন? শাস্ত্রের বচন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"।

অশোক। সত্য।

(বেগে বিন্দুসারের দেহরক্ষকের প্রবেশ)

দেহরক্ষক। রাজকুমার, অবধান, মহারাজ মানবলীলা সংবরণ ক'রেছেন।

কহ্লাটক। সে কি?

দেহরক্ষক। মহারাজ হেথা হ'তে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে "সুসীম, সুসীম" বলে চীৎকার ক'র্‌লেন। অকস্মাৎ শোণিত বমন হ'য়ে প্রাণবায়ু নির্গত হ'লো।

অশোক। এও আমার কঠোর শিক্ষার অন্তর্গত। আমিই এক প্রকার পিতার মৃত্যুর হেতু। আমি ভাগ্যবান্ বা অভাগা জানি না, কিন্তু রাজ্য-গ্রহণ আমার নিশ্চয় সংকল্প।

কহ্লাটক: মহারাজ সিংহাসন গ্রহণ করুন, রাজসিংহাসন কখন রাজাশূন্য থাকে না।

[অশোকের সিংহাসন স্পর্শ করণ।

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত। (অশোকের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজ অশোকের জয়!

রাধা। কিন্তু বহুকার্য্য সম্মুখে; অনেক রাজ-অমাত্য এবং সেনাপতি প্রভৃতি অনেক কর্ম্মাধ্যক্ষ কুমার সুসীমের পক্ষ। তাঁরা সকলেই কুমার সুসীমকে রাজা কর্‌বার জন্য উদ্যোগী হবে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, এজন্য আমাদের বিশেষ যত্ন আবশ্যক।

অশোক। যুবরাজের পক্ষে সেনাপতি ব্যতীত আর কে?

কহ্লাটক। মহারাজ, আর যুবরাজ ব'ল্‌বেন না, তিনি তক্ষশিলা যাত্রার নিমিত্ত ব্যগ্র হ'য়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া উপেক্ষা ক'রেছিলেন। এখন যুবরাজ নির্দ্দেশ কর্‌বার ভার মহারাজের।

(কয়েকজন রাজ-পরিষদের প্রবেশ)

১ম পরিষদ। মন্ত্রী মহাশয়, সংবাদ কি সত্য?

২য় পরি। এ কি, সিংহাসনে কুমার অশোক কি নিমিত্ত?

রাধাগুপ্ত। আপনারা তো জানেন, সিংহাসন রাজাশূন্য থাকে না।

১ম পারি। সিংহাসন যুবরাজ সুসীমের।

কহ্লাটক। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন নাই। তিনি যৌবরাজর উপেক্ষা ক'রে বারবিলাসিনীর প্ররোচনায় তক্ষশিলায় গমন ক'রেছিলেন। স্বর্গগত মহারাজ তাঁর সম্মান স্বরূপ যুবরাজ ব'ল্‌তেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবরাজ নন।

১ম পারি। অন্যায় ব'লচেন, উনি মহারাজ পরিত্যক্ত পুত্র।

অশোক। না, আমি তক্ষশিলাজয়ী; পিতৃসত্যে আমারই সিংহাসন।

২য় পারি। আমরা তা স্বীকার করি না।

অশোক। অস্বীকারের ফল মৃত্যু।

পারিষদগণ। না, রাজদ্রোহীর—মৃত্যু।

(অসি নিষ্কাসন)

(সেনাগণ সহ আকালের প্রবেশ)

আকাল। আরে সভাসদ ম'শায়েরা, তাও কি হয়! আমরা যে সব এ দিক ও দিক ছিলুম! মহারাজের তলোয়ারখানা অনেক কাটাকুটি ক'রে হয়তো ভোঁতা হ'য়ে গিয়েছে।

অশোক। সত্য, আমার অসি বীরের নিমিত্ত, এ সকল কাপুরুষ বধের নিমিত্ত নয়। এদের কারাগারে ল'য়ে যাও। (মন্ত্রীদ্বয়ের প্রতি) মহাশয়, স্বরূপ ব'লেছেন, অনেক কার্য্য—বিরামের অবসর নাই; আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রান্তরমধ্যস্থ শিবির অভ্যন্তর।

সুসীম, চিত্তহরা ও নর্ত্তকীগণ।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

ব'সো আদরে বামে, বহে মধু যামিনী।
ধবো আদরে করে, পাশে ব'সে কামিনী।
প্রেমিক-প্রাণে কত পিয়াস জাগে,
চোখে চোখে কথা, প্রাণে সোহাগ মাগে;
ধরা ফুলমালিনী নিশা শশীশালিনী॥
সুখের নিশি, খেলে মদন রতি,
সুখের নিশি, খেলো যুবা যুবতী,
সুখের রাতি, খেলো প্রমোদে মাতি,
প্রমোদে কলিকা দোলে মৃদুহাসিনী॥

চিত্তহরা। নে নে, তোদের আর গাইতে হবে না, চলে যা।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সুসীম। কেন, শোনো না, কি ক'র্‌বে?

চিত্ত। যাও যুবরাজ! তক্ষশিলার গোলাপ-কুঞ্জ আমার মনে পড়েচে, আর আমার কিছু ভাল লাগছে না।

সুসীম। কিন্তু আমার তো ভাল লাগছে?

চিত্ত। তোমার নীরস প্রাণ, তাই তোমার ভাল লাগছে।

সুসীম। তুমি গোলাপকুঞ্জ ত্যাগ ক'রে এসেছ; কিন্তু আমার গোলাপকুঞ্জ আমার সঙ্গে; তোমার যৌবন প্রফুল্ল উপবন, গোলাপকুঞ্জ তোমার কপালে, গোলাপ-কুঞ্জ তোমার অধরে, কুসুমরাশির উপর উষার আভার ন্যায় তোমার বর্ণ-আভা, প্রভাত-সমীরে ঈষৎ আন্দোলিত সরোবর তরঙ্গের ন্যায় তোমার অঙ্গ-তরঙ্গ। তুমি যেথানে, সেই থানেই আমার নন্দন-কানন।

চিত্ত। এখন আর তুমি আমার কোন কথাই শোন না। কেন বল দেখি, এত তাড়াতাড়ি তক্ষশিলা ত্যাগ করে এলে?

সুসীম। না না—বোঝো না, কেন চিন্তিত হ'চ্চ? পিতা শীঘ্রই মর্‌বেন পত্র লিখেছেন। আমায় সিংহাসন দেবার অপেক্ষায় বহু যত্নে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'তে দেন নাই। কেবল সিংহাসন গ্রহণের বিলম্ব মাত্র। রাজমুকুট ধারণ ক'রেই আজ্ঞা দেবো, পাটলিপুত্রের পরিবর্ত্তে তক্ষশিলায় রাজধানী হবে।

চিত্ত। তুমি যেমন ঐ বুড়োর কথায় বিশ্বাস করো। এই তো পক্ষাঘাত আজ ক'বছর হয়েছে, এই আজ মরে কাল মরে বরাবব শুন্‌ছি। তুমি যখন তক্ষশিলায় যেতে চেয়েছিলে, বুড়োর তোমার হাতে ধরে কান্না, "যেও না সুসীম, গেলে আর দেখা হবে না।" সে তো আজ বছর ফিরতে গেল, কই ম'লো?

সুসীম। না না অবস্থা বড় শোচনীয়, দিন দিন মন্দ হয়ে আসছে, রাজবৈদ্য স্বয়ং আমায় পত্র লিখেছেন। তা না হলে কি আমি তক্ষশিলা ছেড়ে আস্‌তুম।

চিত্ত। আর কতদিন তাঁবুতে তাঁবুতে থাকতে হবে?

সুসীম। নিকটেই এসেছি, পাটলিপুত্র আর এক দিনের পথ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। মহারাজ, পাটলিপুত্র থেকে দূত এসেছে। শুন্‌লুম বড় দুঃসংবাদ।

চিত্ত। তারে এই থানেই ডাক্, বুড়ো ম'লো কি না শুনি।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বুড়ো যদি ম'রে থাকে, তোমায় কিন্তু তিন দিনের ভেতর তক্ষশিলায় ফির্‌তে হবে। মাথায় মুকুট পরার যা দেরী, আর দেরী ক'র্‌তে পাবে না।

(আকালের প্রবেশ ও ক্রন্দন)

সুসীম। কি হ'য়েছে—তুমি রোদন ক'চ্চ কেন?

আকাল। মহারাজ ম'রেছে।

চিত্ত। খুব ক'রেছে।

আকাল। অমনি থামকা খুব ক'রবে? এত অন্যায় সয়! (ক্রন্দন) বুড়ো হ'লে কি একটু আক্কেল থাক্‌তে নাই! মলেই হলো, একটু তর ক'রতে নাই! এইখানে যুবরাজের তাঁবু আর বেহায়া বুড়ো সেই খানে তুই মলি!

সুসীম। পিতা ম'রেছেন?

আকাল। খুব ম'রেছেন, মুখে রক্ত উঠে ম'রেছেন।

সুসীম। আমায় রাজ্য দিয়ে গেছেন?

আকাল। তা বুড়ো তার তর ক'র্‌লে কই? থামকা মলো। আর সেইটে গো—সেইটে রাণীমাসী, যেটাকে দেখে ডরাও, সেই সিংহাসনে চেপে বসেছে। কি হবে গো—কি হবে। (ক্রন্দন)

সুসীম। কে সিংহাসনে ব'সেছে?

আকাল। কে বল না গো মাসী রাণী? বট না নিম না—অশথ?—ঐ যে কি একটা নাম বলে—

সুসীম। অশোক সিংহাসনে বসেছে?

আকাল। ব'সলো আর সাধে—ঐ বুড়োর আক্কেলে!

সুসীম। তার পর?

আকাল। আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌লুম।

সুসীম। আমি যুবরাজ থাক্‌তে অশোক সিংহাসনে ব'সলো! কেউ কোন আপত্তি ক'র্‌লে না?

আকাল। আপত্তি ক'রবে?—ঐ দুটো বুড়ো খেমটা নাচ নাচলে গো!

চিত্তহরা। বুড়ো কে?

আকাল। তুমি রাণী মাসী, থাকো থাকো হ্যাকা হও, এই একটার নাম কালাটোকা না কি?

সুসীম। কহ্লাটক?

আকাল। আর তার পোঁ ধরাটা।

সুসীম। সেনাপতি কিছু বল্লেন না?

আকাল। বল্লে না, খুব বল্লে,—চুপি চুপি আমার কানে কানে বল্লে!

সুসীম। কি বল্লে?

আকাল। তাইতো গো কি ব'ল্লে রাণী মাসী?

চিত্ত। বল্লে' তোর গুষ্টির পিণ্ডি।

আকাল। না, ও কথা তো নয়—

সুসীম। আমায় যেতে ব'লেছে?

আকাল। হাঁ, একেই বলে রাজবুদ্ধি! যেতে বলেছে, পিণ্ডি নয়,—পিণ্ডি নয়,—যেতে বলছে।

চিত্ত। তুমিও যেমন যুবরাজ, তোমার সেনাপতিও তেম্‌নি। বোকা লোক, কিছু ব'ল্‌তে পারে না, একে পাঠিয়েছে।

আকাল। ব'ল্‌তে পারে না! এইবার হুঁস ক'রে বলি। রাণী মাসী, এই রাতারাতি যুবরাজকে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো। একেবারে গিয়ে পড়ো—আর যায় কোথা টকাটক্ শির ওড়াও—

সুসীম। আমার সৈন্যসামন্ত সব সজ্জিত হ'তে বলি, কতক লোকজন পেছিয়ে রয়েছে, কাল সকালে উপস্থিত হবে। আমি কাল যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো।

আকাল। তবেই বেগোড় ক'র্‌লে!

সুসীম। সেনাপতি আমায় একা যেতে ব'লেছে না কি?

আকাল। তবে আর মজা হবে কি? যেমন তোমরা রাতারাতি জোড়ে গে ব'স্‌বে রাণী মাসী, অম্‌নি "জয় মহারাজ সুসীমের জয়" হলা ক'রে টকাটক মাথা ওড়াবো। আমি কিন্তু সেই বুড়ো দুটোর গর্দ্দানা টিপে ধর্‌বো। ছাড়বো?—তবে আর রাগ প'ড়বে কিসে?

চিত্ত। চলো—চলো যুবরাজ—

আকাল। আরে এসো না গো—কি ভাবছ মহারাজ? পুব দোরে জনমানব নাই,

মনে ক'রেছে—খাল কাটা আছে, সে দিয়ে আর কেউ যেতে পারবে না, আমি অম্‌নি তোমাদের নিয়ে স্থুট ক'রে গিয়ে নগরে উঠবো।

সুসীম। চলো, আমি দূর হ'তে দেখবো, যদি তোমার দুরভিসন্ধি থাকে, তখনি তোমার প্রাণবধ ক'র্‌বো।

আকাল। মহারাজ মার দেখবেন কি, আমি রাণী মাসীর মুক্তার মালা মাথায় জড়িয়ে নাচবো।

সুসীম। চলো আমার ইচ্ছায় অশোক নির্ব্বাসিত হ'য়েছিল, তার মাতা, পত্নী প্রভৃতি কারাবাসে। আবার আমায় উপেক্ষা! এবার অশোকের সহিত তার সপরিবারকে তপ্ত তৈলে বিনাশ ক'রবো চলো—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পাটলিপুত্র নগরের পূর্ব্ব তোরণ।

জ্বলন্ত অঙ্গার ও খদিরপূর্ণ পরিখা,—
তদুপরি অশোক-মূর্ত্তি।

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত।

রাধাগুপ্ত। অতি চমৎকার শিল্পী! দেখুন—একদিনে কি সুন্দর মহারাজের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রেছে, প্রকৃত যেন মহারাজ অশোকে দাঁড়িয়ে আছেন বলে ভ্রম হয়। পরিখার নিচে অগ্নিকুণ্ড রেখে কি সুন্দর আচ্ছাদন দিয়েছে। দিনমানে যেন সুন্দর রাজপথ আমার অনুভব হয়েছিল।

কহ্লাটক। কিন্তু সুসীম কি এত অর্ব্বাচীন হবে? সে ব্যক্তির কথায় প্রতারিত হ'য়ে এই পথে আসবে।

রাধা। আপনি চিন্তা দূর করুন, সে অতি চতুর, সুসীম যেরূপ অর্ব্বাচীন, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে। চলুন আমরা অন্তরালে যাই।

কহ্লা। কিন্তু তা হোক, সেনাপতি ও সৈন্যেরা তার বশীভূত; সুসীমের অপেক্ষায় এখনো অন্তরের ভাব প্রকাশ করে নাই। সুসীমের সৈন্য নিকটস্থ হ'লেই সে তার স্বরূপ ব্যক্ত করবে। উজ্জয়িনীর কয়জন সৈন্যমাত্র আমাদের সহায়।

রাধা। চলুন, আজই সেই উজ্জয়িনীর সৈন্য দ্বারা পাটলিপুত্রের সৈন্যগণকে অস্ত্রহীন করবার চেষ্টা করা যাক্। এ সময়ে সকলেই প্রায় নিদ্রিত, সকলেই অসতর্কভাবে অবস্থান কচ্চে। আমরা গোপনে অস্ত্রাগার অধিকার করি, তা হলে অন্য কার্য্য সহজ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুসীম, চিত্তহরা ও আকালের প্রবেশ)

আকাল। রাণী মাসী—রাণী মাসী,—চেনো তো—ঐ অশোক, পেছু ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ কোথাও নাই (সুসীমের প্রতি) যুবরাজ—যুবরাজ লাফ দিয়ে পড়ে গর্দ্দানটা কেটে ফেলো।

সুসীম। চুপ। (অশোকের মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) অ'রে নাপতিনী পুত্র শমন দর্শন কর। (বেগে ধাবমান) আগুন আগুন পুড়ে মলুম। (পরিখায় পতন)

চিত্ত। একি হলো! —

আকাল। পু'ড়ে মচ্চে আর কি?

চিত্ত। অ্যাঁ

আকাল। অ্যাঁ কি! তুমিও ঝাঁপ দিয়ে দেখ না, বেশ গন্‌গনে আগুন।

চিত্ত। প্রতারণা প্রতারণা

আকাল। ঠিক বুঝেছ মাসী!

চিত্ত। দোহাই বাবা দোহাই বোন্‌পো আমার কিছু বলো না। আমার সব গয়নাগাঁটী তোমায় খুলে দিচ্চি।

আকাল। আর খুল্‌বে কেন? সাজগোজ করে আছো, ঝাঁপ দিয়ে সহমরণে যাও না! তা কি করবে দেখ, আমি চল্লুম। এক একবার বোন্‌পো বলে মনে করো।

[আকালের প্রস্থান।

চিত্ত। হায় হায়, কি হলো, আমি এখন কোথায় যাব!

(মারের প্রবেশ)

মার। চিন্তা কর দূর, কি ভয় তোমার?
সর্ব্বদা রয়েছি আমি তোমার রক্ষণে।
এক কার্য্য করেছ সাধন,
অন্য কার্য্য করহ গ্রহণ।
তুমি প্রিয় তনয়া আমার
মম বাঞ্ছা সম্পুরণ হবে তোমা হ'তে।

চিত্ত। কে তুমি? এই ত আমায় পথে বসিয়েছ। এখনি প্রাণবধ হ'তো; কি জানি কেন সে আমায় বধ করে নাই। হয় তো শত্রুপক্ষীয় কেউ দেখলেই আমার প্রাণবধ হবে। আমি বেশ ছিলুম, কেন তুমি আমায় প্রতারণা ক'রে আমার মার কাছ থেকে নিয়ে এলে?

মার। কেবা আমি পরিচয় চাহ সুলোচনে?
বহু নামে পরিচিত আমি,
ধরণী আমার লীলাভূমি,
নর-নারী-হৃদিমাঝে অট্টালিকা মম।
শুন সুকেশিনি,
কেহ কহে সয়তান আমায়,
মার নামে পরিচিত বৌদ্ধের নিকটে,
ওই নামে জৈন করে সম্ভাষণ,
হিন্দুগণে অবিদ্যা মায়ার পুত্র জানে।
মমাশ্রয় গ্রহণ যে করে,
নারী কিম্বা নরে,—
অতুল ঐশ্বর্য্য করি তাহারে প্রদান।
ধন, জন, মান—
সংসারে প্রধান কহে লোকে।
আত্মা মোরে করেছ বিক্রয়,
সর্ব্বত্র হইবে তব জয়।
এসো, আছে অন্য বহু কাজ।

চিত্ত। আর আমার তোমায় বিশ্বাস নাই; এই তো তুমি আশা দিয়ে নিরাশ করেছ। এখনি কে আমার প্রাণবধ ক'রবে! ভাগ্যিস সে আমায় বধ করে নাই, অন্য কেউ দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ নেবে। আমার উপর মন্ত্রীদের রাগ, অশোকের রাগ, আমায় ধর্‌তে পাবলে আর আমার নিস্তার নাই।

মার। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কথা কেন অবিশ্বাস ক'চ্ছ? আমার মতাবলম্বী হয়ে একটা [illegible] কর্‌বার ধনরত্ন পেয়েছ। আমি তোমায় মিথ্যা বলি নাই। তুমি পাটরাণী হবে বলেছি; সুসীমের রাজরাণী হবে, এ কথা তুমি আমার মুখে শোনো নাই। বলেছি তুমি সাম্রাজ্যেশ্বরী হবে, তোমায় অচিরে অশোকের বামে বসাবো।

চিত্ত। সে আমায় পেলেই তো কেটে ফেলবে!

মার। না, তোমার রূপে মুগ্ধ [illegible]।

চিত্ত। তাই যদি হয়, ওমা ঘেন্না[illegible] কথা, ঐ কুরূপ কুপুরুষকে নিয়ে থাকা[illegible] চেয়ে আমার মরণ ভাল। কুনাল রাজা হতো, তার রাণী হওয়ার সুখ ছিল। আঃ মরি মরি কি দুটী চক্ষু—যেন কুনাল পাখী! আমি তোমার কথা শুন্‌বো না, আমি রাজার রাণী হতে চাই নি, আমি যেখানে ছিলুম—সেইখানে যাব। সুসীমের কাছে যা পেয়েছি, তা ত আমার এ জন্মটা রাজরাণীর মত কেটে যাবে।

মার। অবাধ্য হয়ো না, অবাধ্য হ'লে ধনর[illegible] কিছুই থাক্‌বে না। যে কুটীরবাসি[illegible] ছিলে, সেই কুটীরবাসিনী পুনর্ব্বার [illegible]। সামান্য কপর্দ্দক বিনিময়ে অতি [illegible]প পুরুষকেও দেহ বিক্রয় কর্‌তে, এখন রাজেশ্বরের প্রতি তোমার ঘৃণা! রাজরাণী হ'লে কুনালকে ইচ্ছা করো, কুনালকে বশীভূত ক'র্‌তে পার্‌বে;—নচেৎ আমার কোপে সর্ব্বস্ব নষ্ট হবে।

চিত্ত। ও মা, যে গোঁয়ার অশোককে আমি কেমন করে বশ কর্‌বো?

মার। তার উপায় আমি কর্‌বো। এসো আমার সঙ্গে।

চিত্ত। কোথায় যাব?

মার। পুষ্পবনে নানা আনন্দে দিনযাপন কর্‌বে, সঙ্গীত-ধ্বনিতে তোমার শ্রবণ তৃপ্ত

হবে, সুন্দর দৃশ্যে নয়ন রঞ্জিত হবে, সুস্বাদ্র দ্রব্যে দেহ পুষ্ট হবে, সুরভি-কুসুমশয্যায় নিদ্রা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পাটলিপুত্র —রাজ-সভা।

অশোক, কহ্লাটক, রাধাগুপ্ত, অন্যান্য রাজগণ, সভাসদ ও প্রহরিগণ।

কহ্লাটক। সমাগত ভারতের রাজেন্দ্রমণ্ডল;
একমাত্র অনাগত কলিঙ্গ-ঈশ্বর,
ফিরেছেন রাজ্যমুখে অর্দ্ধ পথে আসি।
দম্ভভরে দূত তাঁর দিল সমাচার,
করপ্রদ রাজা নন অশোক রাজার।
নির্ব্বাচিত যুবরাজ কুমার সুসীম,
সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন তাঁর সনে।
পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী, তারে কদাচন
সম্রাট্ সম্মান নাহি করিবে প্রদান।

১ম রাজা। মন্ত্রী মহাশয়, কলিঙ্গপতির নিতান্ত দাম্ভিকতা, আমি এই সমাগত রাজেন্দ্র-বর্গের মুখপাত্র হ'য়ে মহারাজাধিরাজ অশোককে অবনত মস্তকে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন ক'চ্চি।

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ অশোকের জয়!

(মারের প্রবেশ)

কহ্লা। আপনি কে?

মার। আমি, মহারাজের নিমিত্ত উপঢৌকন আনয়ন করেছি। মহারাজ কৃপায় গ্রহণ করুন। [উপঢৌকন সম্মুখে স্থাপন।

অশোক। আপনি কে? এ সকল বহুমূল্য উপঢৌকন! এ সকল আপনি কোথায় পেলেন?

মার। মহারাজের সহিত আমি পরিচিত, মহারাজের বস্তুই মহারাজকে অর্পণ কচ্চি। আর আমার করযোড়ে প্রার্থনা, মহারাজ আমায় দাস ব'লে গ্রহণ করুন।

অশোক। আপনি সেই বাজীকর, যার সহিত প্রান্তরে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

মার। হাঁ মহারাজ, যেরূপ ভবিষ্যৎ গণনা ছিল —তা সত্য, পরীক্ষায় আমার প্রতীতি জন্মেছে। আপনার চির অধীন, তাই অধীনতা স্বীকার ক'র্‌তে উপস্থিত।

কহ্লা। আপনি কে, তার তো পরিচয় দিলেন না।

মার। অগ্রে মহারাজের পরিচয় শুনুন; মহারাজ আপনি ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র, পৃথিবী পাপ পরি-পূর্ণ, এই পাপ-দমনের নিমিত্ত নররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। নরদেহ ধারণে মোহা-চ্ছন্ন, সে নিমিত্ত আপনার পূর্ব্বস্মৃতি আব-রিত; আপনার চিরদাস আজ্ঞাবহন ক'র্‌তে উপস্থিত।

রাধা। আপনি, কে পরিচয় দিন?

মার। আমি দেব-শিল্পী, সুরপুরে আমার নাম ময়, দেবরাজের কার্য্যে ধরায় উপস্থিত। রাজদরশনে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত!

কহ্লা। আপনি ক্ষিপ্তের ন্যায় কি ব'ল্‌ছেন?

মার। আপনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী, আমি ক্ষিপ্ত বা সত্যবাদী পরীক্ষা করুন। আমি ভূত ভবিষ্যৎ অবগত।

কহ্লা। আচ্ছা ভবিষ্যৎবার্ত্তা কি বলুন?

মার। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজের জীবন সংহারার্থে কোন বিপক্ষ তীর নিক্ষেপ ক'র্‌বে, কিন্তু মহারাজের দেবত্বপ্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

(অকস্মাৎ অশোকের মস্তকের উপর দিয়া তীরের গমন)

নেপথ্যে। ধর্ ধর্—

অশোক। বোধ হয় তুমিই সেই তীর-নিক্ষেপ-কারীর উপদেষ্টা।

মার। সমস্ত শ্রবণ করুন, পরে আমায় যেরূপ বিবেচনা করেন, কর্‌বেন। আমার প্রতি দোষারোপ কর্‌বেন না। মহারাজের শত্রুর উপদেশে এ তীর নিক্ষিপ্ত। যুব-

রাজ সুসীমের পত্নী পূর্ণগর্ভবতী, তাঁরই সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের জন্য তীর নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে।

(তীরন্দাজকে ধৃত করিয়া রাজপ্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।)

অশোক। তুমি তীর নিক্ষেপ করেছ?

তীরন্দাজ। হাঁ, রাজদ্রোহীর বিনাশার্থে।

অশোক। কার উপদেশে?

তীর। সে কথার উত্তর আমার নিকট প্রাপ্ত হবেন না।

কহ্লা। যন্ত্রনায় তোমার জিহ্বায় সত্য বাক্য নিঃসৃত হবে।

তীর। পরীক্ষায় বুঝবেন—কদাচ না।

অশোক। এরে কারাগারে ল'য়ে যাও।

[তীরন্দাজকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

মার। মন্ত্রী মহাশয়, আমার প্রতি সন্দেহ দূর করুন। আরও ভবিষ্যৎ গণনা শুনুন, মহারাজ মাতৃবিয়োগ জনিত শোক সন্তপ্ত হবেন, রাজপত্নী অদর্শন হবেন, রাজপুত্র রাজপ্রসাদ উপেক্ষা করবেন, সুসীমপত্নীর গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ ক'রবে, যদি জীবিত থাকে, সে মহারাজাধিরাজ অশোকের উপর আধিপত্য প্রচার ক'রবে।

নেপথ্যে। রাজমাতা আস্‌ছেন, রাজমাতা আস্‌ছেন—

(সুভদ্রাঙ্গীর প্রবেশ)

সুভদ্রাঙ্গী। অশোক, দৈবজ্ঞ-গণন পূর্ণ আজি,
তোমারে নেহারি সিংহাসনে,
এ সংসারে আর স্থান নাহিক আমার।
রাজ্যেশ্বর দেখিতে তোমায়,
প্রাণবায়ু আছে মম কায়;
সেই সাধে রাজগৃহে আগমন মম,
সেই বাসনায় আছি এ ধরায়,
সেই হেতু পতি সনে চিতা-আরোহণে
করি নাই একত্র গমন।
আজি পূর্ণ মনস্কাম
বক্ষে ধরি পতির পাদুকা—
পতি-পদ সেবিবারে করিব প্রয়াণ।

অশোক। কেন গো জননি, কেন কহ
নিদারুণ বাণী,
রাজগৃহে চিরদিন তুমি মা দুখিনী,
সন্তানের সুখ কামনায়
কত মাতা সহেছ লাঞ্ছনা।
দুর্দ্দিন হ'য়েছে গত আজি [illegible],
কেন মাতা, কেন [illegible] স্নেহ পরিহরি
সন্তাপিত পুত্রেরে ত্যজিয়ে
চাহ দিতে দেহ বিসর্জ্জন।
সহেছ মা বিস্তর আমার তরে,
দেখে যাও সুখী কয় দিন।

সুভদ্রাঙ্গী। ধর বৎস বাক্য মম, তুমি সুপণ্ডিত,
সংস্কার হৃদয়ে সবার—
ব্রাহ্মণ-কুমারী আমি, রাজভোগ হেতু
আসি রাজপুরে বরেছি রাজারে,
ক্ষৌরকার্য্যে ভুলাইয়ে নৃপতির মন
প্রতিষ্ঠিত মহিষীর পদে।
সাধুর কথায়, রাজ্যেশ্বর পুত্র-কামনায়,
আসিয়াছি রাজপুরে প্রত্যয় না করে।
সে প্রত্যয় করিতে স্থাপন,
মাতার কলঙ্ক তব মোচন কারণ,
সতীর কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সাধন,
ভোগ-দেহ ভস্মীভূত করিব চিতায়।
নহ তুমি অবাধ্য কুমার,
মাতৃ-মহাকার্য্যে বাধা করো না প্রদান।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

অশোক। মা মা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

কহ্লা। অকস্মাৎ কি দুর্দ্দৈব! সভাভঙ্গ হোক, রাজন্যবর্গ নিজ নিজ স্থানে বিরাম লাভ করুন।

[কহ্লাটিক, রাধাগুপ্ত ও মার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আপনি কে? কিরূপে এ সকল সংবাদ অবগত?

মার। আমি আপনাকে পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু আমি যে সত্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান অবগত, সে প্রত্যয় আপনার জন্মে নাই।

যে শিল্পী মহারাজ অশোকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে যুবরাজ সুসীমকে প্রতারিত ক'রেছিল, আমিই সেই শিল্পী। আমি মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার বাক্যে অবিশ্বাস করেন করুন, কিন্তু আপনারা রাজনীতিজ্ঞ, সুসীমের পুত্র জীবিত থাক্‌লে বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হবে না।

[মারের প্রস্থান।

রাধা। মহাশয়, এ ব্যক্তি যেই হোক, এ কথা সত্য যে সুসীমের পুত্রসন্তান যদ্যপি জন্মগ্রহণ করে, তারে রাজ্য প্রদানের জন্য অনেকেই উদ্যোগী হবে। মহারাজ সম্মত হবেন না—আমাদের কর্ত্তব্য, গোপনে এর মূলোচ্ছেদন করা! দেখুন—বিবেচনা করুন।

কহ্লা। রাজকার্য্যে দয়া বা নিষ্ঠুরতা উভয়ই পরিহার্য্য।

রাধা। সত্য, কিন্তু কৌশলে রাজ-অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর।

পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।

কুনাল। মা, মা, আমি আর এক মা পেয়েছি; আমি ভাই পেয়েছি, ভগ্নী পেয়েছি; দেখ মা দেখ—আমার নূতন মা কেমন! কেমন চাঁদপানা ভাই, কেমন চাঁদপানা ভগ্নী! মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রা—মাকে গান শোনাও।

গীত।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।

নর-দেহে তবে কেন এসেছি ভবে,
যদি ভালবাসা নরে বিলাতে নারি।
আছে মানব-হৃদয়, তবে দিব পরিচয়,
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি॥

কুনাল (আঁকর দিয়া)।

মিছার এ ছার শরীর ধারণ
করি অনাথ সেবা—
সফল হবে মানব-জনম।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।

হেরি দুখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন,
মুছাতে নয়ন-বারি নারি যতনে।
কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে,
জন-হিতব্রত যদি না থাকে মনে॥

কুনাল (আঁকর দিয়া)।

স'হে ত্রিতাপ দহন,
কেন মাটীর দেহ ক'র্‌বো বহন।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।

আত্ম-প্রসাদ, যদি নাহি করি সাধ,
ভঙ্গুর দেহে ফিরি কি ফল আশে।
ধনজন-মান বিনা আত্মপ্রদান
প্রয়োজন কিবা এই পান্থবাসে॥

কুনাল (আঁকর দিয়া)।

আত্মপ্রসাদ আত্মদানে—
শান্তিদেবী বসেন প্রাণে।

পদ্মাবতী। দিদি, কে তুমি?

দেবী। রাজরাণী, তুমি আমার দিদি, আমি তোমার দাসী। আমি বণিক কন্যা, সাধুর আদেশে মহাভাগে মহারাজের গলায় মাল্য প্রদান ক'রেছি। মহারাজের ঔরসে এই পুত্রকন্যা।

পদ্মা। দিদি, দিদি—আমার পরম আনন্দের দিন, আজ আমি ভগ্নী পেলেম, আমার একটী সন্তান ছিল, তিনটী হ'ল।

দেবী। না রাজরাণী, আমি তোমার ভগ্নী-সম্বোধনের যোগ্যা নই, আমি ও আমার সন্তানেরা রাজপুরবাসী হবার যোগ্য নয়। আমি পবিত্র রাজরাণী দর্শনে জীবন সার্থক ক'র্‌বো, পুত্রকন্যা পবিত্র পদধূলি গ্রহণ ক'র্‌বে, সেই বাসনায় হেথায় উপস্থিত হ'য়েছি।

পদ্মা। কেন দিদি, কেন, তুমি রাজগৃহের যোগ্যা নও কেন? দুই ভগ্নীতে একত্র থাক্‌বো, রাজপুত্র,—রাজকন্যার ন্যায় তোমার কন্যাপুত্র প্রতিপালিত হবে।

দেবী। দিদি, আমার কন্যাপুত্র ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই; বরং ভূমি-শয়নে অভ্যস্ত, ফলমূল আহারে তুষ্ট, রাজভোগ আমাদের নিষেধ। এ বালক বালিকার পালনভার আমার, সেই নিমিত্তই সংসারে আমার স্থান।

পদ্মা। আহা দিদি, কেন এ কঠিন পণ ক'রেছ? রাজগৃহ আলো করা বালক-বালিকাকে কেন সন্ন্যাসীর ন্যায় দীক্ষিত ক'চ্চ? তুমি স্বয়ং রাজসিংহাসনের উপযুক্ত, কি নিমিত্ত সকল সুখে বর্জ্জিতা হ'চ্চ? তোমাব কথায় আমার চখে জল আস্‌ছে।

দেবী। কেন দিদি, দুঃখিত হ'চ্চ? তোমার আশীর্ব্বাদে আমার মত ভাগ্যবতী ধরণীতে জন্মগ্রহণ করে না। আমি বামন হ'য়ে চন্দ্র স্পর্শ ক'রেছি, চন্দ্রসুধা পান ক'বেছি, দেবকার্য্যে সন্তান উৎসর্গ করেছি।

পদ্মা। ভগ্নি, তুমি কি মহারাজের আদেশ মত সকল ভোগে বঞ্চিত হয়েছ, পুত্র কন্যাকে বঞ্চিত ক'বেছ?

দেবী। না ভগ্নি, মহারাজ পুনঃ পুনঃ আমা-দের রাজগৃহে অবস্থান কব্‌তে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু যে মঙ্গলময় সাধুর কৃপায় এই দুটী রত্নলাভ করেছি, তাঁরই আদেশে মহারাজের পদে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে সেই সাধুর ইচ্ছামত জীবন যাপন ক'চ্চি। কন্যা ভুমিষ্ঠা হবার পর আর রাজদর্শন আমার ঘটে নাই। আমি মহারাজের অজ্ঞাতস্থানে কুটীরবাসিনী ছিলেম। যদিচ আমি মহারাজের গলে মাল্যদান ক'রেছি, আমি রাজনীতি অনুসারে বিবাহিতা নই। আমি রাজ-পুরবাসিনী হ'লে মহারাজের কলঙ্ক হবে।

পদ্মা। তুমি দেবী, কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করে না। তোমায় গৃহে স্থান দিলে গৃহ পবিত্র হয়। তুমি স্বেচ্ছায় কেন ভোগসুখে বঞ্চিত হ'চ্চ?

দেবী। ভগ্নি, সেই সাধুর উপদেশে আমার হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে যে, আত্মত্যাগই পরম-ভোগ, অপর [illegible] ভোগই কণ্টক মিশ্রিত।

পদ্মা। ধন্য তোমার সাধু, ধন্য তোমার মমতাবর্জ্জিত হৃদয়, ধন্য তোমার আত্মত্যাগ!

দেবী। দিদি, আমার আত্মত্যাগ অতি সামান্য, আমি সেই সাধুর নিকটই শুনেছি, তোমার আত্মত্যাগে পৃথিবী চমকিত হবে, তোমার আত্মত্যাগে রাজ্যের কলুষ নাশ হবে। আত্মত্যাগ-বলে স্বামীকে ল'য়ে অক্ষয় স্বর্গভোগ ক'র্‌বে। দিদি, আমি আসি, আমার পুত্রকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করো, যেন এদের দ্বারা দেবকার্য্য উদ্ধার হয়।

পদ্মা। দিদি, একান্ত থাক্‌বে না?

দেবী। না দিদি, এ আমার স্থান নয়।

কুনাল। মা মা, আমায় তোমাদের সঙ্গী কবে ক'র্‌বে মা? আমি কবে অম্‌নি ক'রে গান ক'রে বেড়াব মা!

দেবী। বাবা, মনোবাঞ্ছা দেবতা পূর্ণ করেন। তুমি রাজ্যেশ্বর, রাজগৃহে থাক।

[পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পদ্মা। আত্মত্যাগই পরম ভোগ, যাতে রাজভোগ উপেক্ষা করে! আশ্চর্য্য রমণী —আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগিনী—আশ্চর্য্য কুমার-কুমাবী!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাণী মা, রাণী মা, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। যেমন তোমাদের দুপায়ে থেঁৎলেছে, তেম্‌নি পেটে পোয়ে অপঘাতে ম'র্‌বে!

পদ্মা। কে—কে?

পরি। কে আর! আপনি অক্কা পেয়েছে, মাগও আজ পেটে-পোয়ে মারা যাবে।

পদ্মা। কি হ'য়েছে?

পরি। সেনাপতি বিদ্রোহ ক'রেছিল না? সেই রাগে মহারাজ হুকুম দিয়েছেন যে, সুসীমের যে যেখানে আছে বধ করো। আজ রাত্রেই নাক নাড়া দেওয়া ঘুচে

যাবে। মনে ক'রেছিলেন, পেটের ছেলে হোক মেয়ে হোক, রাজসিংহাসনে বসাবেন।—

পদ্মা। তুই কোথায় সংবাদ পেলি?

পরি। কেন, মন্ত্রীম'শায় টাকা দিয়ে তার দাসীদের ব'লেছে, আজ রাত্রে দোর খুলে রেখে সুয়ে থাকিস। যারা মারতে যাবে, তাদের একজন আমার মামাতো ভাই, আমায় হুবহু সে সব খবর ব'লেছে। দেখ না মা, রক্তে নদী ব'য়ে যাবে। যে যেখানে শত্রু আছে, কাটা প'ড়বে।

পদ্মা। তুই এখন যা, আমি পূজাগৃহে থাক্‌বো, কেউ না আমায় বিরক্ত করে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বুঝি আমার আত্মত্যাগের সময় উপস্থিত। পতির মহাপাপ-কার্য্য অবশ্য নিবারণ ক'রবো। এতে তাঁর কোপে পতিতা হই, পরিত্যক্তা হই, আমার প্রাণবধ হয়, তথাপি আমি এ নিষ্ঠুর কার্য্য নিষ্পন্ন হ'তে দেবো না। আমি সহধর্ম্মিণী, পতির কল্যাণ সাধন আমার কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্যকার্য্যে কখনও পরাঙ্মুখ হই নাই। কর্ত্তব্য কার্য্যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর শুশ্রূষার জন্য কারাবাসিনী হ'য়েছি; আজ উচ্চ কর্ত্তব্যের দিন, এ আমার ভাগ্য।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পাটলিপুত্র—চন্দ্রকলার কক্ষ।

চন্দ্রকলা।

চন্দ্রকলা। এ কি পুরী—শূন্য! দাস-দাসীরা চ'লে গেছে, আজ সকলেই কথার অবাধ্য হ'য়েছিল। আমায় কি বধ ক'র্‌বে? অশোক কি এত নিষ্ঠুর! আমায় বধ করুক, তাতে আমি দুঃখিত নই; যখন আমি পতিহারা, আমার আর জীবনের মমতা কি? কিন্তু আমার গর্ভের সন্তানের কি উপায় হবে? ভেবেছিলুম, সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত পুত্রের মুখ দেখে সকল দুঃখ নিবারণ হবে। আমার পুত্রমুখ দর্শন কর্‌বেন আশায় মৃত্যুশয্যায়ও আমার শ্বশুরের কত আহ্লাদ, আমি আসবামাত্র উৎসবের আজ্ঞা দিলেন। সেই শ্বশুর আমার নাই। অভাগার জীবনরক্ষা কিরূপে কর্‌বো? কোথায় যাব? চতুর্দ্দিকে রাজপ্রহরী; পালাবার তো পথ নাই। কি হবে, কি হবে,—ভগবান্ রক্ষা করো!

(বেগে পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। দিদি দিদি, এই বস্ত্র পরিধান করো, শীঘ্র চ'লে এসো।

চন্দ্র। কে তুমি?

পদ্মা। আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না দিদি?

চন্দ্র। কে পদ্মাবতী? এ বেশে কেন?

পদ্মা। তুমিও বেশ পরিবর্ত্তন করো। এসো এই বস্ত্র পরিধান ক'র্‌তে করতে এসো। বিলম্ব ক'রো না, বিলম্ব কর্‌লে গর্ভস্থ সন্তান রক্ষা হবে না, তোমার মৃত্যুর সহিত তোমার সন্তান নষ্ট হবে।

চন্দ্র। অশোক কি এত কঠিন, আমার স্বামীর প্রাণবধে ক্ষান্ত হলো না!

পদ্মা। কথার সময় নাই, সত্বর হও।

চন্দ্র। কোথায় যাব?

পদ্মা। নগর পরিত্যাগ ক'রে যাই চল। নগরে রাজচরের দৃষ্টিপথ থেকে লুক্কায়িত থাক্‌তে পারবে না।

চন্দ্র। নগরদ্বার সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত, কিরূপে বহির্গত হব?

পদ্মা। এই সময় চণ্ডালেরা কার্য্য অবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আমরাও তাদের সঙ্গে বহির্গত হব। সেইজন্যে এ বেশ পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে বল্‌ছি, এসো, শীঘ্র এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুই জন ঘাতকের প্রবেশ)

১ম ঘাতক। এ কোন মাগী টাগী দিয়ে বিষ

খাওয়াতে হয়, মন্ত্রীর যেমন কাজ, আমাদের ষণ্ডা ছুটোকে পাঠিয়েছে।

২য় ঘাতক। আরে জানিস্‌নে, সুসীম যেমন ছিল, এ রাণীটে তেমন নয়—এর সব রক্ষকেরা বশ।

১ম ঘাতক। দূর ভেড়ো, এর আবার রক্ষক কোথায়? যমালয়ে এরে রক্ষা ক'র্‌বে। তাদের কি একজনও বেঁচে? ঐ ভূতের দলে আমিও এসেছিলুম; মজাসে টক্ টক্ করে গর্দ্দানা ওড়ালুম।

২য় ঘাতক। তবে যে একে মার্‌তে কেঁচুমাচু ক'চ্ছিস?

১ম ঘাতক। আরে ছ্যা মেয়েমানুষকে মার্‌ব কি?

২য় ঘাতক। আরে বুঝিস নি, এও এক মার্‌তে মজা আছে রে—মজা আছে। "বাবা মেরো না—মেরো না"—ব'লে হাতযোড় কর্‌তে থাকে, অমনি বুকে ছুরি বসিয়ে দিলুম, ধড়ফড় কর্‌তে লাগ্‌লো। এক এক বেটী মর্‌বার সময় গাল দেয়, শুন্‌তে ভারি মিষ্টি।

১ম ঘাতক। আরে দেখ, আমাদের মার্‌বার আগে বুঝি কেউ কাজ সেরে গিয়েছে। এই যে গয়নাগাঁটি, কাপড় চোপড় সব প'ড়ে র'য়েছে।

২য় ঘাতক। তোর যদি এক কানাকড়ি বুদ্ধি ঘটে থাকে! কাজ সেরে গেলে গহনা কাপড়-চোপড় সব ছেড় যেতো? মাগী আমাদের দম দেবার জন্যে কাপড়-চোপড় ফেলে কোথায় লুকিয়েছে। আয়, খুঁজি আয়।

১ম ঘাতক। রাণীর বেশ না থাকলে চিন্‌বো কেমন ক'রে?

২য় ঘাতক। হ্যাকা আর কি' দরাজ হুকুম, যাকে পাবো তাকে কাট্‌বো।

১ম ঘাতক। আরে সব দোর খোলা, কোথাও চলে গেল, না কি?

২য় ঘাতক। মর ভেড়ো, বাঁদী বেটীকে দোর খুলে রাখ্‌তে মন্ত্রীমশায় বলে নাই? সব ভুলে যাস্ কেন?

১ম ঘাতক। ... কোথায় গেল দেখি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:●:—

বনপথ।

পদ্মাবতী ও সদ্যঃপ্রসূতা চন্দ্রকলা।

পদ্মাবতী। দিদি জল খাও।

চন্দ্রকলা। (জলপান করিয়া) আঃ—

পদ্মা। দিদি দেখ—একবার ছেলের মুখপানে চেয়ে দেখ—কি ভুবন উজ্জ্বল সন্তান প্রসব ক'রেছ দেখ।

চন্দ্র। দেখেছি, আর আমার ছেলে নয়। ছেলের মুখ দেখে আমার অনেক সাধ উঠেছিল;—কোলে কর্‌বো—স্তনপান করাবো, চাঁদমুখের হাসি দেখে প্রাণ জুড়াবো, কিন্তু সে সকল সাধ আমি তোমায় দিয়ে গেলুম। অনাথাকে তুমি দেখো, আমার দেখবার সময় নাই।

পদ্মা। দিদি, তুমি প্রসব যতনায় কাতর হয়েছ, এখনই সবল হবে।

চন্দ্র। দিদি, আর আমি কাতর নই,—গর্ভরক্ষার জন্য কাতর হয়েছিলুম, পু প্রসব ক'রেছি, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নারীরূপা দেবীকে দিয়ে যাচ্চি। পরকালের ভয় আর আমার নাই। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যখন তোমার আমি কৃপাভাজন হ'য়েছি, তখন নারায়ণও আমায় কৃপা ক'র্‌বেন। তুমি বলো, আমার ছেলে তোমার হ'লো,—এই সংবাদ শোনবার জন্য আমার প্রাণবায়ু বেরোয় নাই।

পদ্মা। দিদি, কেন অমন ক'চ্চ, তুমি এখনই ভাল হবে।

চন্দ্র। না দিদি না, আমি কালের স্পর্শ অনুভব ক'রেছি এখন যেতে হবে। হেথা থাক্‌বারও আর আমার ইচ্ছা নাই; নারী-

জীবনে সাধের সুখের তরঙ্গ উঠে,—কিন্তু পদে পদে নিরাশা। নিরাশাই নারীর জীবন। আমি পাটলিপুত্র সিংহাসনের যুবরাজ-পত্নী, সাধের স্রোত কতই ব'য়েছে—স্বামীর বামে ব'স্‌বো, স্বামীকে রাজ্যশাসনের উপদেশ দেবো, প্রজাদের পুত্রবৎ পালন কর্‌বো, সাধের সাগর উথলেছিল। কিন্তু সে সাধ-সাগর মন্থন ক'রে হলাহল উঠেছে। স্বামীর উপেক্ষিতা, বারবিলাসিনী কর্ত্তৃক অপমানিত,—কিন্তু তথাপি আমার স্বামী, কপালে সিন্দুর ছিল। ভাবতেম, আমার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা আছে—সে সাধেও বিবাদ। সিন্দুর ঘুচলো, তবু সাধ অবসান হ'লো না। আশার কুহকে আমার মনে হ'ত, আমার গর্ভে পুত্র সন্তান—সেই সন্তান রাজ্যেশ্বর হবে, কিন্তু তখন জানিনে, দুর্দ্দৈব আমায় রাজপুর হতে বহির্গত করে অরণ্যে প্রেরণ করবে। তখন জানিনে, যে করুণাময়ী রাজরাণী অভাগিনীর জন্ম অরণ্যচারিণী হবে, তখন জানিনে, অনাথিনীর বনপথ মৃত্যুশয্যা হবে! কিন্তু এক পরম সান্ত্বনা, আমার পুত্রের রক্ষণে দেবী জগদ্ধাত্রী মানবীরূপে উপস্থিত হয়েছেন। দিদি, বিদায়! (মৃত্যু)

পদ্মা। দিদি দিদি—ফুরুলো!—এই সংসার। রাজরাণীর মৃত্যুশয্যা—ধরণী, অরণ্য,—রাজপুত্রের সূতিকাগার। এই রাজ্য—এই ভোগ। এই নিমিত্ত কোলাহল—এই নিমিত্ত অস্ত্র সংঘর্ষণ—নরহত্যা ধ্বংসকারী রণতরঙ্গ! পরিণাম মৃত্যু! অজানিত তমোময় সাগরে ঝম্প প্রদান! ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহে অবস্থান ক'রে ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহীর নিপীড়ন—বিবেচক জ্ঞানী নামে আত্মপরিচয়; —একি দুরন্ত কুহক! এ কি ঘোর আত্মপ্রাতরণা! এ অবস্থায় সুখের কল্পনা —আশার উত্তেজনা! তম—তম—ঘোর তম—তমোময় ভবিষ্যৎ। (শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা, শিশু যেন আমার বক্ষে থেকে অন্তরের ভাব উপলব্ধি করে হাস্ত ক'চ্ছে। যেন চাঁদমুখে ব'ল্‌ছে,—"সত্য—সত্য প্রতারণা।" এখন কি করি, কোথায় যাব—কোথায় আশ্রয় পাব? এ যে মহাভার আমার মস্তকে। এ অনাথাকে কিরূপে রক্ষণ করি? কোন্ স্থানে রাজদূতের চক্ষু আবরিত ক'রে এই শিশুকে লালন পালন করি? স্তনে দুগ্ধ নাই, সদ্যপ্রসূত শিশুর উপায় কি করবো? (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ওই বুঝি রাজদূত অন্বেষণে আস্‌ছে, লতাগুল্মে লুকায়িত হই।

[অন্তরালে গমন।

(অনুচরগণসহ চণ্ডাল সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

চণ্ডাল। তোরা লোককে হামি বল্‌লে যে মাগী দুটার পিছ্‌লে ও হামাদের চাঁডাল ঘরেব জেনানা নয়। ডর মারে ভাগ্‌চে —ভালমানুষেব জানানা। দেখ্‌তো, কত বুরা বাত হসো। বনে কাঁহা ঘুসে যাবে, বাঘা চাঁসাবে।

চণ্ডাল-পত্নী। আরে মিন্সে, দেখ্ দেখ্—কাহার জানানা প'ড়ে।

চণ্ডাল। আরে ছুঁস্ না, ছুঁস্ না, ভাল আদমির জানানা।

(পদ্মাবতীর পুনঃ প্রবেশে)

পদ্মা। বাবা বাবা, আমায় রক্ষা করো।

চণ্ডাল। তু কে বেটী?

পদ্মা। আমি হতভাগিনী, তোমার কন্যা, — আমি এই সন্তান নিয়ে বিপন্না, আমায় রক্ষা করো।

চণ্ডাল। হামার বেটী—হামার বেটী। (পত্নীর প্রতি) এ মাগী, আজ বেটী পেলোরে—চাঁদমতন বেটী—চাঁদ মতন নাতি।

চণ্ডাল-পত্নী। চল্ চল্, ঘরে নিয়ে যাব। বেটী নাই, বেটা নাই, হামার ফাঁকা ঘর আলো কর্‌বে। (পদ্মাবতীর প্রতি) আরে তোর বেটাকে কি খিয়ালি? হামার পাশ

মউ আছে, মিন্সেকে সরবৎ পিয়াবো, তাই চাক তুড়েছি। দে দে, নাতি কোলে দে —থিয়াই।

(শিশুকে বক্ষে গ্রহণ)

চণ্ডাল। বেটী, এটা তোব কে? এটা তো মুন্দর হ'য়েছে; তোবা ভাল আদমি, হামি লোক তো ছোঁবো না, ইটার কি হবে?

পদ্মা। বাবা, ইনি আমার ভগ্নী, এঁরই এই অনাথপুত্র।

চণ্ডাল। এখন আর এর বেটা নয়—হামার নাতি; তোর বেটা, তুই পাল্‌বি।

চণ্ডাল-পত্নী। সর্দ্দার, ইটা জ্বালিয়ে দেনা।

চণ্ডাল। দূর মাগী, হামি লোক ছোঁবে কেমন ধারা! তুই দেখছিস্ না, হামি কি হামার বেটী'ক হামার হাঁড়ীর ভাত খিলাবো! বেটী রাঁধবে, হামারা বুড়া বুড়ী মিলে বেটীর সাথ খাব। এ বেটী, এখন কি করি, তুই বাতা না?

চণ্ডালপত্নী। এর আর সলা ক'রতে লারলি, কাটকুটা চাপায়ে দে, বেটী হামার জ্বালান ক'রে দেবে।

(কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ)

১ম বৌদ্ধ। এই সেই শিশু! (পদ্মাবতীর প্রতি) মা, উদ্বিগ্ন হয়ো না, আমরাই শবদেহ সৎকারের নিমিত্ত আগমন ক'রেছি। (চণ্ডাল সর্দ্দারের প্রতি) সর্দ্দার, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এঁরে নিয়ে যাও, আমাদের তো জানো।

চণ্ডাল। ভিক্ষু বাবারা এয়েছে, মুন্দরের কাম হবে। চল বেটী চল, তোর বাপের ঘরে থাক্‌বি চল।

[বৌদ্ধভিক্ষুগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। (চন্দ্রকলার মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া) ইনি মহাপুরুষের গর্ভধারিণী। গুরুদেব উপগুপ্তের আজ্ঞা, কোন পবিত্র স্থানে এঁর সৎকার্য্য সম্পন্ন হবে। চলো, আমরা মৃতদেহ ল'য়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

—————

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

দুর্গ সম্মুখস্থ প্রান্তর।

অশোক রাধাগুপ্ত, সেনানায়কগণ, সভাসদগণ ও সৈন্যগণ।

অশোক। হে তক্ষশিলাবাসী বীরগণ! হে উজ্জয়িনীবাসী যোদ্ধবর্গ, তোমদের অসীম সাহসে পাটলিপুত্রের সেনা নিরস্ত হয়েছে, বিদ্রোহী সেনাপতি হত হ'য়েছে। এক্ষণে তোমরা জনে জনে নিজ নিজ দলবলে মমতাশূন্য হয়ে চতুর্দ্দিক শত্রু সংহার করো। যে সুসীমের পক্ষ, তারে সবংশে নিধন করো; এতে বালক, বৃদ্ধ, নারীর বধে ঘৃণা ক'রো না।

সেনানায়কগণ। জয় রাজাধিরাজ অশোকের জয়!

অশোক। যাও বনে, গুপ্তস্থানে, যেখানে শত্রু লুক্কায়িত,—সেইখানে অনুসন্ধান করে বধ করো। যাও, চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করো।

সেনানায়কগণ।:জয় মহারাজ অশোকের জয়!

[সেনানায়কগণের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী সুসীম-পত্নীর সংবাদ পেয়েছ?

রাধাগুপ্ত। না মহারাজ, তাঁরে কেউ অনুসন্ধান করে পায় নাই।

অশোক। কোন্ অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করেছিলে? পুনর্ব্বার অনুসন্ধান কর্‌তে বলো, কোথাও লুক্কায়িত আছে।

রাধা। মহারাজ, সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করা হ'য়েছে, কোথাও তাঁর নিদর্শন নাই।

অশোক। নগর-দ্বারে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করো; কোনরূপ ছদ্মবেশে লুক্কাইত ভাবে না পলায়ন করে।

রাধা। মহারাজ, সতর্ক প্রহরীই আছে।

অশোক। গত রাত্রে কে নগরের বাহিরে গিয়েছে, সংবাদ গ্রহণ করেছ?

রাধা। রাজমাতার সহমরণ-উৎসবে যে সকল চণ্ডালেরা পথ পরিষ্কৃত ক'রেছিল, তারাই কেবল রাজাদেশে নগর পরিত্যাগ ক'রে যায়, অপর জনপ্রাণী নগরের বাহিরে যেতে পারে নাই।

অশোক। তাদের সহিত রমণী ছিল?

রাধা। আজ্ঞে তাবা নর-নারীতেই কার্য্য করে।

অশোক। তাদের মধ্যে অনুসন্ধান ক'র্‌তে দূত প্রেরণ করো।

রাধা। মহারাজের অভিপ্রায় মত কার্য্য হ'য়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে কোথায় গেল?

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। মহারাজ, অন্তঃপুর হ'তে মহারাণী কোথায় গিয়েছেন।

অশোক। সে কি, কোথায় গেল—অনুসন্ধান করো।

বীত। চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান ক'রে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে নিশ্চয়ই শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হ'য়েছে।

বীত। মহারাজ, তার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

অশোক। জান না, নিশ্চয় শত্রুর কার্য্য। নিশ্চয়ই শত্রু—চতুর্দ্দিকে শত্রু! রাজ-আজ্ঞা প্রচার করো, যদি কল্য প্রাতে রাজরাণীর কোন না সংবাদ পাওয়া যায়, সমস্ত পাটলিপুত্র ভস্ম হবে। এখনো রাজ্যে শত্রু লুক্কায়িত আছে। যতদিন না তারা সমূলে নির্ম্মূল হয়, দোষীনির্দ্দোষ বিচার নাই, সকলের প্রাণ সংহার হবে। যাও, আজ্ঞা প্রচার করো; যাও—কি নিমিত্ত দণ্ডায়মান?

বীত। মহারাজ, সকল কার্য্য সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, দাস এ কার্য্যে অপারগ।

অশোক। তুমিও শত্রু, তোমার প্রাণ বিনাশ হবে।

বীত। আমি শত্রু নই, আমি রাজভৃত্য—রাজদাস। কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ-বিনাশ যে ন্যায়সঙ্গত নয়, এ কথা মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেও মহারাজকে পুনঃ পুনঃ নিবেদন ক'র্‌বো।

অশোক। বীতশোক, আমায় তুমি কঠিন ব'লে তিরস্কার ক'চ্চ,—তুমিও দুখিনীর পুত্র সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় কঠিন শিক্ষা-লয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই। নির্ম্মম শিক্ষক তোমায় দীক্ষাদান করেন নাই। যাও মন্ত্রী, আজ্ঞা প্রচার করো।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(আকালের প্রবেশ)

আকাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আকাল। একটা জিনিস খুঁজ্‌তে।

অশোক। কি জিনিস?

আকাল। মহারাজের মেজাজ।

অশোক। আকাল, তা আর খুঁজে পাবে না—
ঘোর হৃদয়ঝটিকা উড়ায়েছে স্বভাব আমার
ঘোর ঘূর্ণবায়ু,
শত্রুর উত্তাপে বায়ু অতীব প্রবল,
বহিবে তুমুল ঝড়,
বারিধারা সম হবে শোণিত বর্ষণ,
তবে শান্ত হবে এ ঝটিকা,
নহে মহামার,
নিস্তার নাহিক আর কার,
সহিয়াছি বিস্তর পীড়ন,
পীড়নে করিব মোর শাসন স্থাপন।

(মারের প্রবেশ)

মার। জয় নরদেহী দেবরাজের জয়!

আকাল। বাবা, দানব না দত্যি যে তুমি হও, মহারাজকে সহস্রলোচন ইন্দ্রটা ক'রো না। মাথায় গায়ে লোচনের উপর রাজপোষাক রাজমুকুট প'রে মহারাজ চোখ করকরা-নিতে অস্থির হবেন।

মার। সপ্তসূর্য্যসমপ্রভাব জয় মহারাজ অশো-কের জয়।

আকাল। দানব বাবা, সূয্যি দেবতাটাও

ছাড়ান দাও। সূর্য্যি হ'লে মহারাজের সমস্ত দিন রোদে ঘুরে মাথা ধ'রবে। আর গোটা দুই দেবতা ছেড়ে—এই চন্দ্রটা, তাহ'লে রাত্রে ঘুরতে হবে, আর কলায় কলায় খইতে হবে, আর পবনটা—তাহ'লে সৃষ্টির লোককে বাতাস ক'রে সারা হবেন—এই গোটা চার দেবতা ছাড়ান দিয়ে মহারাজকে তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে যেটা ইচ্ছা হয় ক'রে দাও।

মার। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করো?

আকাল। করি, তোমার আক্কেলে।

মার। মহারাজ দেখুন—আমার সমস্ত গণনাই সত্য। দেখুন—রাজরাণী নিরুদ্দেশ, অপর গণনাও যে সত্য, তা অচিরে জান্‌বেন।

(কুনালের প্রবেশ)

অশোক। কুনাল, তুমি মলিন কেন? তুমি কি তোমার মাতৃ-অদর্শনে বিষণ্ণ হ'য়েছ? শীঘ্র রাজদূত শত্রুর অভিসন্ধি ভেদ ক'রে তোমার মাতাকে উদ্ধার ক'র্‌বে। তুমি যে রাজ-প্রসাদ প্রার্থনা করো, যে রাজ্য-ভার গ্রহণে অভিলাষী—এই দণ্ডে তা প্রদত্ত হবে।

কুনাল। মহারাজ, আমি রাজ্য-প্রার্থী নই। মহারাজ রাজ্যভার প্রদান ক'র্‌লে, সে ভার আমি শ্রীচরণে পুনরর্পণ ক'র্‌বো। স্বর্গগত রাজমাতার উপদেশে দাসের হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে, যে মানবের মার্জ্জনাই এক-মাত্র রত্ন। আমি নিশ্চয় শ্রীচরণে নিবেদন ক'চ্চি, জননী কোন মঙ্গল কার্য্যে আত্মগোপন ক'রেছেন। মহারাজ তক্ষশিলায় গমনাবধি, মহারাজের মঙ্গল কামনায় অনশনে, অর্দ্ধাশনে দেবকার্য্যে নিযুক্তা থাকৃতেন। কেবল রাজমাতার সেবার জন্য একবার দেব মন্দির হ'তে বহির্গত হ'তেন।

অশোক। আমার মঙ্গল কামনায়? তাই আত্মগোপন!

কুনাল। হ্যাঁ মহারাজ, রাজ্যে যেরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হ'চ্ছে, রাজ্যের মঙ্গল কামনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অশোক। কুনাল, তুমি রাজমাতার পরম আদরের ছিলে, তোমার ও তোমার পিতৃ-দেবের ভার চিতারোহণকালীন তিনি আমার উপর অর্পণ করেন। সেইজন্য রাজ-কোপে তোমাদের উভয়েরই নিস্তার, কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতীত যদি তোমার মাতা আত্মগোপন ক'রে থাকেন, তাহ'লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবেন ।ও, আমার সম্মুখে অবস্থান ক'রো ।

কুনাল। মহারাজ, দাস তো রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হয় নাই?

অশোক। হ্যাঁ আমি প্রতিশ্রুত, কি প্রসাদ বল?

কুনাল। মহারাজ, নিরীহ পাটলিপুত্রের প্রজা-বর্গের প্রাণনাশের যে কঠিন আজ্ঞা প্রচার হ'য়েছে, তা প্রত্যাহার করুন।

অশোক। তোমার পিতার বাক্য লঙ্ঘন হয় না। রাজপ্রসাদ স্বরূপ আদেশ প্রত্যাহার ক'র্‌বো, কিন্তু তোমার জননীর প্রাণবধ হবে।

কুনাল। মহারাজ, যদি শত সহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়, জননী হাস্যমুখে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌বেন।

[প্রণাম করিয়া কুনালের প্রস্থান।

মার। মহারাজ, সুবিচার করুন, আমার সমস্ত গণনা সত্য কি না বলুন? দেখুন আপনার পত্নী নিরুদ্দেশ, পুত্র রাজ-প্রসাদ স্বরূপ রাজ্য অবাধ্য হ'য়ে উপেক্ষা ক'র্‌লে। যদি সত্য হয়, আমার কথায় প্রত্যয় করুন, আপনি ইন্দ্র, পাপের দণ্ডবিধানের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

অশোক। হ্যাঁ আমি ইন্দ্র; কিরূপে পাপের দণ্ড বিধান ক'রবো, সে পরামর্শ প্রদান করো।

আকাল। মহারাজ দাসের মিনতি, দানবের কথায় প্রত্যয় ক'র্‌বেন না; দানব সত্য ব'লে প্রতারিত করে।

অশোক। আকাল, স্মরণ করো, যখন প্রবাসে তুমি আমার সাথী হও, আমি তোমায় নিষেধ ক'রেছিলেম,—তুমি কি জান না, আমিও দানব, দানবের পরামর্শ অবশ্য গ্রহণ ক'র্‌বো। (মারের প্রতি) কি পরামর্শ বলো? অগ্রে বল রাজমহিষী কোথায়?

মার। মহারাজ, রাজরাণী মহারাজের কোন বলবান্ শত্রুর শক্তিতে আচ্ছাদিত। সে শক্তি ভেদ কর্‌বার আমার সামর্থ্য নাই, তথায় আমার দৃষ্টি অন্ধ।

অশোক। কে আমার শত্রু জানো?

মার। বুদ্ধ।

অশোক। কোথায় সে শত্রু?

মার। মহারাজ, সে শত্রু ইচ্ছায় আকারধারী, ইচ্ছায় নিরাকার হ'তে পারে। তার সহিত শত্রুতার একমাত্র উপায় হিংসা। মার্জ্জনা রাজ-হৃদয় হতে একেবারে পরিত্যাগ করুন,নর-হিংসায় দৃঢ় হোন, তাহ'লে সে শত্রু ক্ষুন্ধ হবে।

অশোক। আমি দৃঢ়সংকল্প।

মার। মহারাজ, আপনি যে ইন্দ্র তার আর এক প্রমাণ প্রদান করি। আজ্ঞা দেন, এই মুহূর্ত্তে প্রান্তর বিস্তৃত হ্রদরূপে পরিণত হবে, হ্রদ-বক্ষে সুন্দর পুরী নির্ম্মিত হবে, সেই পুরীতে পাপীর প্রলোভনের নিমিত্ত অপ্সরাগণের নৃত্য-গীত হবে। প্রলোভিত হয়ে যে ব্যক্তি সেই পুরী প্রবেশ কর্‌বে, জান্‌বেন সে পাপী, রক্ষকের প্রতি আজ্ঞা দেবেন, তার যেন প্রাণ বধ হয়।

অশোক। কই, তোমার বর্ণনা অনুসারে পুরী নির্ম্মিত হোক্।

(প্রবল ঝটিকা এবং মেঘমালার আবির্ভাব)

সকলে। এ কি প্রলয় অন্ধকার!

[অশোক, মার ও আকাল ব্যতীত সকলের পলায়ন।

আকাল। দেখি বেটা দানব তোর কীর্ত্তিটে, একটা প্রাণ বই তো নয়।

মার। মহারাজ চিন্তিত হবেন না; আপনি মেঘবাহন, মেঘদল আপনার পূজার নিমিত্ত উপস্থিত।

অশোক। না না তিলমাত্র নহিক চিন্তিত,—
কর ঘোর প্রলয় গর্জ্জন মেঘদল,
করি নিজ হৃদয়ের ছায়া দরশন;
বহ বহ প্রবল পবন,
প্রবল ঝটিকা যথা—
আলোড়িত করিছে অন্তর,
আলোড়ন কর ধরাতল।
চূর্ণ কর সুন্দর যে বস্তু আছে যথা,
ধ্বংশ হোক্ মানবমণ্ডল,
মম কোপানল অনুরূপ প্রলয় দামিনী
সহস্র দলকে দলি উগাব প্রলয় ধারা,
বজ্র হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ!

(সহসা ঝটিকা ও মেঘমালার অন্তর্ধান এবং প্রান্তর হ্রদে পরিণত হওন, হ্রদ মধ্যে দৃশ্যমান পুরী)

(চণ্ডগিরিকের প্রবেশ)

মার। মহারাজ, আমার এই ব্যক্তিকে পুরী রক্ষক নিযুক্ত করুন। আজ্ঞা দেন, যে পুরী প্রবেশ কর্‌বে, তার প্রাণ বধ কর্‌বে।

অশোক। যাও, সাবধানে পুরী রক্ষা ক'রো; কোন প্রবেষ্টা যেন না বহির্গত হয়।

মার। মহারাজ, এইবার কলিঙ্গ দমনের নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্তুত হউন। কলিঙ্গরাজের এতদূর দম্ভ যে সে স্বয়ং সম্রাট ব'লে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

অশোক। কলিঙ্গের অবজ্ঞা আমি বিস্মৃত হব না, কিন্তু অগ্রে গৃহশত্রু দমন করি। নিশ্চয় জেনো, কলিঙ্গ আমার কোপে ভস্মসাৎ হবে।

মার। শুনুন মহারাজ, অপ্সরাগণের সঙ্গীতে, বাঁশীর রবে হরিণ যেমন মুগ্ধ হয়, পতঙ্গ যেমন অগ্নি অভিমুখী হয়, পাপীরা সেইরূপ মুগ্ধ হ'য়ে পুরী প্রবেশ কর্‌বে।

(পুরী মধ্যে মার-সঙ্গিনীগণের নৃত্য-গীত)

এসেছি বড় সাধ ক'রে।
করি গান মনের টানে, শোনাই যার
মনে ধরে ॥
যে বোঝে বেদনা, তার াকৃবো কেনা,
সদাই বাসনা,
গানে জানাই ব্যথিত জনে,
কত ব্যথা অন্তরে ॥
দরদী বিনে, দরদ কে জানে—
বেদবদীব দবদ নাই প্রাণে;
ব্যথার ব্যথিত হ'লে পরে,
ব্যথায় ব্যথা নেয় হরে ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিঙ্গ—দুর্গ-সম্মুখ।

অশোক, সেনানায়ক ও সৈন্যগণ।

অশোক। হের শূন্য দুর্গ, প্রাচীরে নাহিক
আর অরি,
শূন্য রাজপুরী, শূন্য এ নগরী,
কিন্তু নহে শ্রম অবসান।
কলিঙ্গ-ঈশ্বর—গর্ব্বিত বর্ব্বর
মধ্য দুর্গ ক'রেছে আশ্রয়;—
এখনো আশ্বাস তার মনে,
সুবিশাল পরিখা বেষ্টনে
আক্রমণ রোধিবে আমার।
কি আশ্চর্য্য, এত দিনে জন্মে
নাই জ্ঞান—
বজ্রধারী-অরি-অস্ত্রে চূর্ণ হয় মেরু।

১ম সেনানায়ক। হের মহারাজ,
দুর্গমাঝে মেঘাকারে উঠিতেছে ধূম।

অশোক। বুঝি করিবারে মম অসিরে
বঞ্চনা,
নেছে পরিবার সনে অগ্নির আশ্রয়।
যাও কেহ আনহ সংবাদ।

২য় সেনানায়ক। একাকী আসিছে এক
সৈনিক এদিকে,
হইতে শরণাগত বুঝিবা বাসনা।

(কলিঙ্গ-সৈনিকের প্রবেশ)

কলিঙ্গ-সৈনিক। আরে [illegible], আরে নর-রাক্ষস, বিফল তোর আকিঞ্চন; তোর অধীনত্ব স্বীকার অপেক্ষা আহত ভূপাল সবান্ধবে সপরিবারে অগ্নি প্রবেশ ক'রেছেন। তোর দানবীয় কর্ণে সংবাদ দেবার জন্য একমাত্র আমিই জীবিত। শোন্ নরাধম, গর্ব্ব করিস্‌নে। জয় পরাজয় দৈবাধীন, কিন্তু কলিঙ্গ-গৌরব ক্ষুণ্ণ নয়। বার বার যুদ্ধে কলিঙ্গের বিক্রমের পরিচয় পেয়েছিস্। শুনেছি তুই আপনাকে ইন্দ্র ব'লে স্পর্দ্ধা করিস্। যদি সাহস হয়, একাকী আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ, যদি পরাজিত হই, সত্যই তোরে ইন্দ্র ব'লে স্বীকার ক'র্‌বো; নচেৎ ভীরু, কুক্কুর নামে জগতে তোর প্রচার হবে।

[অশোকের সহিত যুদ্ধান্তে কলিঙ্গ-
সৈনিকের পতন।

অশোক। টেনে ফেল দূরে,
কুক্কুরের ভক্ষ্য হোক রসনা উহার,
কুণ্ঠিত নহিক আর প্রতিজ্ঞা-পালনে
ভস্মসাৎ কলিঙ্গ হইবে।
যাও চতুর্দ্দিকে—
হন হন বধ বধ যথা পাও যারে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ করহ সংহার,
অগ্নি দাও প্রতি ঘরে ঘরে,
প্রজ্বলিত শিখা দৃষ্ট হোক দূরদেশে,
রণশ্রম শান্তি কর শোণিত-প্রবাহে।

[অশোকের প্রস্থান।

১ম সেনানায়ক। মহারাজের এ কি কঠিন
আজ্ঞা! শত্রু পরাজিত, কালব্যাপী

যুদ্ধে প্রজা নিপীড়িত, তাদের হত্যা করা বীরের কার্য্য নয়।

২য় সেনানায়ক। মহাশয় কি রাজকোপে হত হ'তে প্রস্তুত? উনি স্বয়ং ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌বেন, দয়ায় কেহ তাঁর কার্য্য অবহেলা করে কিনা। মহারাজের কঠিন আজ্ঞা-পালনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু রাজাজ্ঞাবাহী হব প্রতিজ্ঞা ক'রে অস্ত্রধারণ ক'রেছি, আমরা অনন্যোপায়।

(সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

নর-শোণিত-প্লাবিত ও শবদেহাচ্ছাদিত
কলিঙ্গ নগর।

(অনুচরগণ সহ মারের প্রবেশ)

মার। হের ওরে বোধহীনগণে,
কি কারণে অশোকে ক'রেছি রাজ্যেশ্বর!
হের স্থলে স্থলে স্তূপাকার শব,
মাংসাহারী দ্বন্দ্ব দেহ ল'য়ে,
শৃগালের আনন্দের রোল দিবানিশি,
লক লকে অগ্নি জিহ্বা গগনমণ্ডলে!
শুন চারিদিকে রোদনের ধ্বনি,
নরস্রোত ধায় বনপথে,
কেহ অনাহারে পথে প'ড়ে মরে—
জীবিত আহত দেহ টানিছে শৃগাল,
তথাপিও নহে শান্ত শাণিত আয়ুধ,
বধে বৃদ্ধবালক-বনিতা।
টল টল আরক্ত মেদিনী রক্তধারে!
নাচ গাও—আজি মহা আনন্দ উৎসব,
বুদ্ধ পরাভব—
জয়ধ্বনি তোলো সবে মিলি।

সকলে। জয় জয় দুষ্কৃতি জনক—
জয় জয় লোকক্ষয়কারী।

(সকলের গীত)

হিংসা দ্বেষে ধরা পূর্ণ হবে,
সমর ঘোর খর শোণিত ব'লে,
ব্যাপিয়ে দশদিশি হাহা রবে,
জয় জয় জয়—বোধিসত্ব পরাজয়!
পর-ঈর্ষা-রত—নর-হৃদয়-ব্রত,
অনলে গরলে হবে সলিলে হত,
গুপ্ত তীক্ষ্ণ ছুরি খেলিবে শত;
মারে পরাজয় কে করে কবে,
এ বিশাল ভবে—কি ভয় তবে?
জয় জয় জয় অভয় অভয়—
বৌদ্ধধর্ম্ম পাবে লয়।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কলিঙ্গ – অশোকের শিবির।

অশোক ও আকাল।

অশোক। আছিলাম দীন, ঘৃণ্য,
স্বদেশ-তাড়িত,
এবে অদৃষ্ট-প্রভাবে আমি ভারত-ঈশ্বর।
সুমেরু কুমেরু মম শাসন অধীন,
বিশাল কলিঙ্গ রাজ্য মম করতল।
দানব শাসন মানে অধীনে আমার,
নির্ম্মাণ ক'রেছে পুরী ইন্দ্রের সমান।
সত্য যদি ইন্দ্রের না হই অবতার—
ইন্দ্র যথা স্বর্গপুরে অমর প্রধান,
ধরায় নাহিক কেহ আমার সমান।
পণ মম অবশ্য করিব সম্পূরণ,
আধিপত্য করিব স্থাপন—
স্থলে জলে পবনে গগনে।
জলচর ভূচর খেচর—
আনত মস্তকে মোরে পূজিবে সকলে।

আকাল। হ্যাঁ মহারাজের যে একাধিপত্য—তা ঠিক। স্থল—নর-অস্থিতে সাদা, জল—নর-শোণিতে আরক্ত, গগনে হাহাকার-ধ্বনি উঠ্‌ছে, আর গৃহ দগ্ধ হ'য়ে সেই আলোকে জগৎকে দেখাচ্চে—আপনার কি বিস্তৃত আধিপত্য। বাকী ছিলেন সূর্য্যদেব, তিনি আপনার কলঙ্ক-ছায়ায় মুখ ঢাকা দেবেন।

অশোক। কি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার দর্প চূর্ণ

ক'র্‌বো না? যে, সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখে আমায় উপেক্ষা ক'রেছে, তার দণ্ডবিধানে পরাঙ্মুখ হব?

আকাল। তাও কি হয়, তাতে যে পুরুষার্থে খাটো হ'তে হবে। লক্ষ লক্ষ লোক অস্ত্রের দ্বারা বধ, দুর্ভিক্ষে বধ, অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে বধ, জলমগ্ন হ'য়ে বধ, বনে বন্যপশু কর্তৃক বধ, এ যে না ক'র্‌তে পার্‌লে, সে কি রাজা। রাজাকে লোকে দেখ্‌বে কেমন?—যেন যমের মাসতুতো ভাই। কবে ম'র্‌বে—তাই আবাল বৃদ্ধ কামনা ক'র্‌বে। যে দেশে আপনার মত তেজীয়ান্ রাজা থাক্‌বে, সে দেশের লোক পাখীর গান শুন্‌বে না, ফুল ফোটা দেখ্‌বে না, ঘরে বাস ক'রবে না, মাঠ থেকে শস্য কেটে এনে রাঁধবে না,—তা না হ'লে আর স্থলে জলে পবনে অধিকার বিস্তার কি হ'লো? পাখী প্রাণভয়ে সাগর-পারে পালাবে, ফুলের মুখ পুড়ে ছাই হবে, মাঠে লাঙ্গলই প'ড়্‌বে না—তা শস্য হবে কি? আর প্রজার ঘর পুড়ে যাবে, দিব্যি নীল আকাশের তলায় সুখে মহানিদ্রায় শয়ন ক'র্‌বে।

অশোক। কিছু কঠোর আজ্ঞা প্রচার ক'রেছি সত্য। যদি প্রজারা বশ্যতা স্বীকার ক'রতো, এরূপ কঠোর আজ্ঞা দিতেম না। মূঢ়েরা বুঝতে পারে নাই, আমি কে?

আকাল। মহারাজ, আগে আমরাই বুঝতে পারি নাই, এখন ক্রমে বুঝ্‌ছি।

অশোক। কি বুঝ্‌ছিস—আমি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী নই?

আকাল। আজ্ঞে তা জানিনে, তবে শুনেছি ইন্দ্র—অসুরারি, আপনি অসুরের সখা।

অশোক। অসুরের সখা!

আকাল। মহারাজ সহস্রলোচন হ'তে চাচ্চেন, কিন্তু দুটি চক্ষু যা আছে, তাও অন্ধ। নইলে বুঝ্‌তেন, যার কুহকে রাজ্য মধ্যে অকস্মাৎ হ্রদ হয়, হ্রদ মধ্যে রত্ন নির্ম্মিত পুরী হয়, যার যানে শত ক্রোশ এক দিনে আসা যায়, মহারাজ সে মানুষ হ'লেও দানব! দানবের প্রবোচনায় এ রাজ্য ছারখার ক'রেছেন। এর নাম আধিপত্য নয়—এর নাম সংহার।

অশোক। যা, এখন আমি রণশ্রান্ত, নিদ্রা যাব।

আকাল। যে আজ্ঞে।

আকালের প্রস্থান।

অশোক। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত—নহি নিদ্রা আকর্ষিত,
পটুয়া চিত্রিত দৃশ্যপটে যে প্রকার
শত শত দৃশ্য হেরে দর্শক সম্মুখে,
সেই মত এই রণক্রিয়া—
আনিছে ভীষণ দৃশ্য মনোক্ষেত্রে মম।
সত্য কথা, অধিকার বিস্তার এ নয়,—
পাবে ডর নর মম নাম উচ্চারণে;
মম ছায়া দরশনে—
মানিবে শমন-দরশন—
ভীষণ—ভীষণ দৃশ্য জাগে মনোপটে।
দগ্ধ ঘর, জনশূন্য—সুন্দর নগর,
গগন পরশি উচ্চ হাহাকার ধ্বনি,
অভিনীত পুনঃ পুনঃ মস্তিষ্ক মাঝারে।
করি শান্তভাবে নিদ্রা উপাসনা,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যদি স্নিগ্ধ হয় তাহে।

[শয্যায় শয়ন।

(অকস্মাৎ উত্থিত হইয়া) একি—একি—চতুর্দ্দিকে আমার মূর্ত্তি! আমি—আমি লক্ষ লক্ষ আমি। ছায়া নয়—জীবিত মূর্ত্তি। মুণ্ডহীন অঙ্গহীন, দীন, ক্ষীণ—ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে ভিক্ষা ক'চ্চি! শত শত আমি—কোটী কোটী আমি! আমার সন্তান অনাথ—আমার পত্নী অনাথ—আমারই পুত্রেরা পথে পথে ভিক্ষা ক'চ্চে, দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে ম'র্‌চে! একি—একি! আকাল—

(আকালের পুনঃ প্রবেশ)

তুই কোথায় ছিলি?

আকাল। আজ্ঞে শিবিরের এক পার্শ্বে।

অশোক। কেন?

আকাল। কে জানে, বার বার ভাবি, মহারাজের কাছ থেকে পালাই, কে যেন আবার টেনে আনে।

অশোক। আকাল, আমার মস্তিষ্ক দগ্ধ হ'চ্চে!

আকাল। এই ক'দিন ধরে জ্বাল দিচ্ছেন, ফুটবে না।

অশোক। কত রাত্রি?

আকাল। অরুণ উদয় হ'য়েছে।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!

অশোক। কে ও—কে ও—কারা গান গেয়ে যাচ্চে। ডাকো ডাকো—

[আকালের প্রস্থান।

এই তো আমি জাগ্রৎ। তথাপি তো দূরে ছায়ার ন্যায় সেই ভীষণ দৃশ্য। সেই কোটী কোটী আমি—শত প্রকারে দুঃখ-ভোগ ক'চ্চি! নিশ্চয় আমি দানব দ্বারা অধিকৃত হ'য়েছি। হায় হায়—আমি তো এমন ছিলেম না! বাল্যকালে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রাণবিনাশ দেখে আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌তো, তৃণের উপর পদ-বিক্ষেপ ক'র্‌তে মনে হ'তো, তাদের ব্যথা লাগ্‌বে। কি নিষ্ঠুরতা আমার প্রাণে প্রবেশ ক'র্‌লে! আকাল সত্য ব'লেছে—নিশ্চয় সে দানব—তার দানব-প্রকৃতি আমায় আশ্রয় ক'রেছে। পিতার বর্জ্জন, সংসারের ঘৃণা, অনাথ দীন অবস্থায় একাকী পথে পথে ভ্রমণ—তাতেও আমি শান্তিচ্যুত হই নাই।—কি দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

(উপগুপ্ত, আকাল ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রবেশ)

তোমরা কি গান ক'চ্ছিলে—গান করো।

(ভিক্ষুগণের গীত)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি।
যত্ন করি ধরি হৃদয়ে অহি,
কেন দংশন তাড়ন নিয়ত সহি,
একি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি!
ভ্রান্তচিত নাহি বাহিরে অরি,
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,
ঠেকিয়ে শেখ, অরি বিবেকে দেখ'
আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,
বিমল হৃদে হের শান্তি,
অমৃতময় কিবা কান্তি,
কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি!

অশোক। আ বার—

উপগুপ্ত। কি মহারাজ?

অশোক। তোম্‌রা কে?

উপ। আমরা বৌদ্ধ, বুদ্ধদেবের উপাসক।

অশোক। বুদ্ধদেব কে?

উপ। নির্ম্মল হৃদয় ব্যতীত কে তিনি, বোঝা যায় না।

অশোক। ইস্—কি ভীষণ!

উপ। কি মহারাজ?

অশোক। ব'ল্‌তে পারো, আমি তন্দ্রা-আকর্ষিত হ'য়ে ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি,—জাগ্রৎ অবস্থাতেও যেন সেই স্বপ্নের ছায়া দেখ্‌ছি। আমার যেন কোটী কোটী মূর্ত্তি হ'য়েছে,—কেউ মস্তকহীন, কেউ অঙ্গহীন, কেউ বা দীনদরিদ্র বুভুক্ষু, কারো স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে ম'র্‌চে, কারো গৃহ দগ্ধ, গৃহানলে আত্মীয় স্বজন দগ্ধ,—এ কি ভীষণ স্বপ্ন!

উপ। স্বপ্ন নয়—সত্য মহারাজ, দৃশ্য সম্পূর্ণ সত্য।

অশোক। সত্য—সত্য—সত্য কি?

উপ। মহারাজ, যত কোটী আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখেছেন, তত কোটীবার আপনাকে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে। কলিঙ্গে যত ব্যক্তি আপনার পীড়নে হত হ'য়েছে, তাদের এক এক জনের যন্ত্রণা এক এক জন্মে ভোগ ক'রে প্রতি জীবন অবসান হবে।

অশোক। কেন—কেন—মিথ্যা কথা!

উপ। মিথ্যা নয় মহারাজ!—

শুন, বুঝ—কর্ম্মের প্রভাব,
কর্ম্মের প্রভাবে—
কর্ম্মমত দেহ ধরে জীবে,
ভোগে হয় কর্ম্ম অবসান।
আসি এ কলিঙ্গপুরী ক'রেছ শ্মশান,
তোমার আজ্ঞায়—
অস্ত্র ঘায় মৃত যে সকলে—
সেই অস্ত্র অলক্ষ্য নিয়মে
স্পর্শিয়াছে তোমার অন্তরে!
দুষ্ট সংস্কারে—
বিজড়িত করিয়াছে অন্তর তোমার।
যদবধি কর্ম্মফল না হবে নির্ব্বাণ,
উৎকট কর্ম্মের ফল অবশ্য ফলিবে,
দেহ ধরি পুনঃ পুনঃ অবশ্য ভুঞ্জিবে,—
নিজ ভবিষ্যৎ ছবি দেখায় অন্তর!

অশোক। একি—একি!—
তবে আছে কি উপায়!
কর্ম্মভোগে কিসে আমি পাইব নিস্তার?

উপ। কথঞ্চিৎ কর্ম্মনাশ কর্ম্মে হয় নৃপ,
যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
সৎকর্ম্ম যদ্যপি রাজা কর অনুষ্ঠান,
হ'তে পারে এক দেহে দণ্ড দুষ্কর্ম্মের।
দিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন—
লহ যদি বুদ্ধের শরণ,
দুষ্কর্ম্মের বহু অংশ হইবে মোচন।
কিন্তু তুমি সসাগরা পতি,
আত্মত্যাগ কত দূর সম্ভব তোমার,
মনে মনে বুঝ মহারাজ!
চাহ তুমি জলে-স্থলে-শূন্যে অধিকার,
সেই অধিকার নাহি ক্রয় হয় বলে,
প্রেম মাত্র মূলমন্ত্র বিশ্ব-অধিকারে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অশোক। কোথায় যান—কোথায় যান,
আমায় পরিত্যাগ ক'রে যাবেন না, আমি
আপনাদের দাস!

উপ। কত ভূপ স্বদেশে গমন,
কালে দেখা হবে আমার সহিত।

[বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সহ উপগুপ্তের প্রস্থান।

আকাল। মহারাজ, উপেক্ষা ক'র্বেন না,
অদ্যই যাত্রা করুন।

অশোক। আকাল, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু—
তুমি আমার উপদেষ্টা; চলো আমি স্বয়ং
স্বদেশ যাত্রার আজ্ঞা দিই!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন-প্রদেশ।

পদ্মাবতী ও ন্যগ্রোধ।

ন্যগ্রোধ। শুন গো জননি, অদ্য আনন্দ সংবাদ,
—দানি শ্রীচরণ-ধূলি কল্যাণ-বচনে
কহিলেন গুরুদেব চিবুক ধরিয়ে—
"হে বৎস, সমাপ্ত অধ্যয়ন এতদিনে।"
গুরুবাক্য শিরোধার্য্য মম,
বাক্যে তাঁর করিলে বিশ্বাস—
জ্ঞানজ্যোতি অবশ্য প্রকাশ
হইবে নাশিতে মম অজ্ঞান-তিমির।
কেন মা'গো,
এ শুভ সংবাদে তব চক্ষে হেরি নীর?

পদ্মা। বৎস, আছি প্রতিশ্রুত তব গুরুর নিকটে
যেই দিন সম্পূর্ণ হইবে অধ্যয়ন—
তোমারে গুরুর কার্য্যে করিব অর্পণ।
কাঁদে প্রাণ সে দিন স্মরিয়ে,
কেমনে বিদায় দিব তোরে—
ভীষণ সংসারক্ষেত্র-সমর-অঙ্গনে।

ন্যগ্রোধ। মা'গো, জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়ে,
গুরুপদ একান্ত সেবিলে—
ভাগ্যবানে হয় গুরু-কার্য্য-অধিকারী।
মহাকার্য্যে নন্দনে অর্পণে
কেন মা বিষাদ ভাব মনে,
হেন ভাগ্যোদয় বহু পুণ্যে হয়,
সকলি তো জানো মাতা।

পদ্মা। আরে আরে অভাগী-নন্দন,
গর্ভে তোরে করিনি ধারণ,
এ কঠিন পণ বুঝি ক'রেছি সে হেতু।
নহে হায় আপন কুমারে,

কেবা প্রাণ ধ'রে,
করে পণ পরকার্য্যে করিতে অর্পণ।
ন্যগ্রোধ। কহ মাগো, গর্ভে যদি ক'রো নি ধারণ
কহ তবে কোথা মাতা, কোথা পিতা মম?
পদ্মা। রাজবংশে করিয়াছ জনম গ্রহণ
পাটলিপুত্রের নৃপ পূজ্য বিন্দুসার,
সুসীম নামেতে তাঁর প্রথম কুমার—
তুমি তাঁর ঔরসে উদ্ভব।
ন্যগ্রোধ। রাজবংশে জন্ম যদি কহগো জননি,
ধনে কি কারণে চণ্ডালের সনে
পালিত হইল এ অধম?
পদ্মা। নিদারুণ বিবরণ শুন যাদুমণি,
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তব পিতা হত,
গর্ভস্থ সেকালে তুমি;
করিতে সে বংশোচ্ছেদ হইল মন্ত্রণা,
মন্ত্রীগণে করিল কল্পনা—
রজনীতে বধিবারে তোমার মাতায়।
চণ্ডালের বেশে মিলি চণ্ডালের দলে,
নর-নারী যাহারা সকলে
এসেছিল রাজপথ-মার্জ্জন-কারণ;
মিলি সেই চণ্ডালের দলে,
ভুলাইয়ে সতর্ক প্রহরী,
ত্যজি রাজপুরী
লইয়ে মাতারে তব করিনু পয়ান।
পথিশ্রমে ক্লান্ত মাতা তব
বনপথে হইল প্রসব,
পুত্রমুখ অভাগিনী হেরিল বারেক,
কাতরে তোমারে—সঁপি মম করে
পরলোকগত অভাগিনী।
ন্যগ্রোধ। জীবনদায়িনী ধাত্রী কে তুমি জননি?
পদ্মা। যার সনে দ্বন্দ্বে তব পিতার নিধন
গৃহিনী তাহার আমি শুনহ কুমার।
ন্যগ্রোধ। রাজরাণী কানন বাসিনী!
কতই স'হেছ এই অনাথ রক্ষণে!
পতিবাসে কি কারণে করনি গমন?
কেন বা জননী সনে করিলে পয়ান?
পদ্মা। ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা এ অতি পাতকে
ত্যজিলাম রাজপুরী রক্ষিতে পতিরে,
সঁপি তোরে কারে, গৃহে যাব ফিরে?
রাজার কুমারে
কেমনে চণ্ডালে দিব করিতে পালন?
সে কারণে আছি এ অজ্ঞাতবাসে—
সদা শঙ্কাচিতে যদি কোন মতে
গুপ্তচরে জানে এ সন্ধান,
নিশ্চয় বধিবে তব প্রাণ
চণ্ডালের সনে মিলে আছি সে কারণে।
ন্যগ্রোধ। জগদ্ধাত্রী ধাত্রী-মা আমার,
যদি হয় সম্ভব কখনো
মাতৃধার আংশিক শোধিতে,
বহু জন্মজন্মান্তরে—
তিল মাত্র ঋণ তব নাহি হবে শোধ।
মহা তপস্বিনী তুমি, বিনা তপস্যায়
আত্মজয় হেন কার সম্ভব সংসারে,
ধরো মা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।
পদ্মা। হও বৎস, গুরু-কার্য্য উদ্ধারে সক্ষম
আশীর্ব্বাদ অধিক না জানে ধাত্রী তোর।
ন্যগ্রোধ। মাগো, চণ্ডালের বসতি এ বনে,
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সাধু সদাশয়
আমার শিক্ষার হেতু কোথায় পাইলে?
কেমনে এ দাস তাঁর কৃপার ভাজন?
পদ্মা। পেয়েছি তাঁহারে বৎস, তাঁহার কৃপায়,
বসি বৃক্ষমূলে তোরে ল'য়ে কোলে
আঁখি-জলে বক্ষ ভেসে যায়,
হেরিলাম তেজোপুঞ্জ কায়,—
মধুর বচনে সম্ভাষি দাসীরে
কহিলেন মহামতি,—
"ভাগ্যবতি, সম্বর ক্রন্দন,
তব আত্ম-বিসর্জ্জনে
জগজ্জনে মহা রত্নলাভে
শান্তিময়ী ধরায় রহিবে ভ্রাতৃভাবে।
এই কুমারের ভার দেবতার,
আসিয়াছে দাস তাঁর শিশুর রক্ষণে।
সর্ব্বশাস্ত্র সুপণ্ডিত হইবে নন্দন,
দেবতার কার্য্যে পুত্রে কর' সমর্পণ।
শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানবান্ হইবে কুমার,
দেবকার্য্যে দানিতে করহ অঙ্গীকার।"
পণে বদ্ধ সাধুর নিকটে,
জানিনে তখন, হৃৎপিণ্ড করিয়ে ছেদন
সংসার-পাথারে ফেলে দিতে হবে তোরে!
ন্যগ্রোধ। মাতঃ, সম্বর ক্রন্দন,

শুন, বুঝ—কর্ম্মের প্রভাব,
কর্ম্মের প্রভাবে—
কর্ম্মমত দেহ ধরে জীবে,
ভোগে হয় কর্ম্ম অবসান।
আসি এ কলিঙ্গপুরী ক'রেছ শ্মশান,
তোমার আজ্ঞায়—
অস্ত্র ঘায় মৃত যে সকলে—
সেই অস্ত্র অলক্ষ্য নিয়মে
স্পর্শিয়াছে তোমার অন্তরে!
দুষ্ট সংস্কারে—
বিজড়িত করিয়াছে অন্তর তোমার।
যদবধি কর্ম্মফল না হবে নির্ব্বাণ,
উৎকট কর্ম্মের ফল অবশ্য ফলিবে,
দেহ ধরি পুনঃ পুনঃ অবশ্য ভুঞ্জিবে,—
নিজ ভবিষ্যৎ ছবি দেখায় অন্তর!

অশোক। একি—একি!—
তবে আছে কি উপায়!
কর্ম্মভোগে কিসে আমি পাইব নিস্তার?

উপ। কথঞ্চিৎ কর্ম্মনাশ কর্ম্মে হয় নৃপ,
যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
সৎকর্ম্ম যদ্যপি রাজা কর অনুষ্ঠান,
হ'তে পারে এক দেহে দণ্ড দুষ্কর্ম্মের।
দিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন—
লহ যদি বুদ্ধের শরণ,
দুষ্কর্ম্মের বহু অংশ হইবে মোচন।
কিন্তু তুমি সসাগরা পতি,
আত্মত্যাগ কত দূর সম্ভব তোমার,
মনে মনে বুঝ মহারাজ!
চাহ তুমি জলে-স্থলে-শূন্যে অধিকার,
সেই অধিকার নাহি ক্রয় হয় বলে,
প্রেম মাত্র মূলমন্ত্র বিশ্ব-অধিকারে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অশোক। কোথায় যান—কোথায় যান,
আমায় পরিত্যাগ ক'রে যাবেন না, আমি
আপনাদের দাস!

উপ। কত ভূপ স্বদেশে গমন,
কালে দেখা হবে আমার সহিত।

[বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সহ উপগুপ্তের প্রস্থান।

আকাল। মহারাজ, উপেক্ষা ক'রবেন না,
অদ্যই যাত্রা করুন।

অশোক। আকাল, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু—
তুমি আমার উপদেষ্টা; চলো আমি স্বয়ং
স্বদেশ যাত্রার আজ্ঞা দিই!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন-প্রদেশ।

পদ্মাবতী ও ন্যগ্রোধ।

ন্যগ্রোধ। শুন গো জননি, অদ্য আনন্দ সংবাদ,
—দানি শ্রীচরণ-ধূলি কল্যাণ-বচনে
কহিলেন গুরুদেব চিবুক ধরিয়ে—
"হে বৎস, সমাপ্ত অধ্যয়ন এতদিনে।"
গুরুবাক্য শিরোধার্য্য মম,
বাক্যে তাঁর করিলে বিশ্বাস—
জ্ঞানজ্যোতি অবশ্য প্রকাশ
হইবে নাশিতে মম অজ্ঞান-তিমির।
কেন মা'গো,
এ শুভ সংবাদে তব চক্ষে হেরি নীর?

পদ্মা। বৎস, আছি প্রতিশ্রুত তব গুরুর নিকটে
যেই দিন সম্পূর্ণ হইবে অধ্যয়ন—
তোমারে গুরুর কার্য্যে করিব অর্পণ।
কাঁদে প্রাণ সে দিন স্মরিয়ে,
কেমনে বিদায় দিব তোরে—
ভীষণ সংসারক্ষেত্র-সমর-অঙ্গনে!

ন্যগ্রোধ। মা'গো, জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়ে,
গুরুপদ একান্ত সেবিলে—
ভাগ্যবানে হয় গুরু-কার্য্য-অধিকারী।
মহাকার্য্যে নন্দনে অর্পণে
কেন মা বিষাদ ভাব মনে,
হেন ভাগ্যোদয় বহু পুণ্যে হয়,
সকলি তো জানো মাতা।

পদ্মা। আরে আরে অভাগী-নন্দন,
গর্ভে তোরে করিনি ধারণ,
এ কঠিন পণ বুঝি ক'রেছি সে হেতু।
নহে হায় আপন কুমারে,

কেবা প্রাণ ধ'রে,
করে পণ পরকার্য্যে করিতে অর্পণ।

ন্যগ্রোধ। কহ মাগো, গর্ভে যদি ক'রো নি ধারণ
কহ তবে কোথা মাতা, কোথা পিতা মম?

পদ্মা। রাজবংশে করিয়াছ জনম গ্রহণ
পাটলিপুত্রের নৃপ পূজ্য বিন্দুসার,
সুসীম নামেতে তাঁর প্রথম কুমার—
তুমি তাঁর ঔরসে উদ্ভব।

ন্যগ্রোধ। রাজবংশে জন্ম যদি কহগো জননি,
বনে কি কারণে চণ্ডালের সনে
পালিত হইল এ অধম?

পদ্মা। নিদারুণ বিবরণ শুন যাদুমণি,
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তব পিতা হত,
গর্ভস্থ সেকালে তুমি;
করিতে সে বংশোচ্ছেদ হইল মন্ত্রণা,
মন্ত্রীগণে করিল কল্পনা —
রজনীতে বধিবারে তোমার মাতায়।
চণ্ডালের বেশে মিলি চণ্ডালের দলে,
নর-নারী যাহারা সকলে
এসেছিল রাজপথ-মার্জ্জন-কারণ;
মিলি সেই চণ্ডালের দলে,
ভুলাইয়ে সতর্ক প্রহরী,
ত্যজি রাজপুরী
লইয়ে মাতারে তব করিনু পয়ান।
পথিশ্রমে ক্লান্ত মাতা তব
বনপথে হইল প্রসব,
পুত্রমুখ অভাগিনী হেরিল বারেক,
কাতরে তোমারে—সঁপি মম করে
পরলোকগত অভাগিনী।

ন্যগ্রোধ। জীবনদায়িনী ধাত্রী কে তুমি জননি?

পদ্মা। যার সনে দ্বন্দ্বে তব পিতার নিধন
গৃহিনী তাহার আমি শুনহ কুমার।

ন্যগ্রোধ। রাজরাণী কানন বাসিনী!
কতই স'হেছ এই অনাথ রক্ষণে।
পতিবাসে কি কারণে করনি গমন?
কেন বা জননী সনে করিলে পয়ান?

পদ্মা। ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা এ অতি পাতকে
ত্যজিলাম রাজপুরী রক্ষিতে পতিরে,
সঁপি তোরে কারে, গৃহে যাব ফিরে?
রাজার কুমারে
কেমনে চণ্ডালে দিব করিতে পালন?
সে কারণে আছি এ অজ্ঞাতবাসে—
সদা শঙ্কাচিতে যদি কোন মতে
গুপ্তচরে জানে এ সন্ধান,
নিশ্চয় বধিবে তব প্রাণ
চণ্ডালের সনে মিলে আছি সে কারণে।

ন্যগ্রোধ। জগদ্ধাত্রী ধাত্রী-মা আমার,
যদি হয় সম্ভব কখনো
মাতৃধার আংশিক শোধিতে,
বহু জন্মজন্মান্তরে—
তিল মাত্র ঋণ তব নাহি হবে শোধ।
মহা তপস্বিনী তুমি, বিনা তপস্যায়
আত্মজয় হেন কার সম্ভব সংসারে,
ধরো মা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

পদ্মা। হও বৎস, গুরু-কার্য্য উদ্ধারে সক্ষম
আশীর্ব্বাদ অধিক না জানে ধাত্রী তোর।

ন্যগ্রোধ। মাগো, চণ্ডালের বসতি এ বনে,
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সাধু সদাশয়
আমার শিক্ষার হেতু কোথায় পাইলে?
কেমনে এ দাস তাঁর কৃপার ভাজন?

পদ্মা। পেয়েছি তাঁহারে বৎস, তাঁহার কৃপায়,
বসি বৃক্ষমূলে তোরে ল'য়ে কোলে
আঁখি-জলে বক্ষ ভেসে যায়,
হেরিলাম তেজোপুঞ্জ কায়,—
মধুর বচনে সম্ভাষি দাসীরে
কহিলেন মহামতি,—
"ভাগ্যবতি, সম্বর ক্রন্দন,
তব আত্ম-বিসর্জ্জনে
জগজ্জনে মহা রত্নলাভে
শান্তিময়ী ধরায় রহিবে ভ্রাতৃভাবে।
এই কুমারের ভার দেবতার,
আসিয়াছে দাস তাঁর শিশুর রক্ষণে।
সর্ব্বশাস্ত্র সুপণ্ডিত হইবে নন্দন,
দেবতার কার্য্যে পুত্রে কর' সমর্পণ।
শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানবান্ হইবে কুমার,
দেবকার্য্যে দানিতে করহ অঙ্গীকার।"
পণে বদ্ধ সাধুর নিকটে,
জানিনে তখন, হৃৎপিণ্ড করিয়ে ছেদন
সংসার-পাথারে ফেলে দিতে হবে তোরে!

ন্যগ্রোধ। মাতঃ, সম্বর ক্রন্দন,

দেবকার্য্যে জন্ম যদি—সার্থক জীবন!
সার্থক পালন—
সার্থক জননি তব আত্মবিসর্জ্জন,
নারীরূপে দেবী তুমি ধরণী মাঝারে!

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। রাখ পণ, সমর্পণ করহ নন্দন,—
শুন সাধ্বি, কিবা মহা উচ্চ প্রয়োজন—
মহাপাপে লিপ্ত তব পতি
সিক্ত ক্ষিতি শোণিত-ধারায়
নিষ্ঠুর আচারে তার।
নির্ম্মিত সুন্দর পুরী প্রান্তর মাঝারে
নৃত্যগীত হয় অবিরত,
মুগ্ধচিত তাহে যে প্রবেশে
তারি প্রাণ নাশে—
হত্যাকারী রাজচরগণে।
কত শত জীবন সংহার
অহর্নিশি হয় অনিবার
কুমার তোমার—
হত্যাকাণ্ড করিবে বারণ।
নিষ্ঠুর আজ্ঞায় ভস্ম কলিঙ্গ নগর।
নিরন্তর ঘোর পাপ ক্রিয়া
দমিত হইবে এই বালক-প্রভাবে।
হবে ভূপতির মহা কল্যাণ সাধন,
পাপলিপ্ত মন বুঝিবে দুর্নীতাচার তার,
প্রায়শ্চিত্ত কার্য্য হবে ভবে
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" দেশে দেশে গা'বে
"জয় বুদ্ধদেব" উচ্চ হইবে ধ্বনিত,
শান্তিময় ধর্ম্মের বন্ধনে
একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য হইবে ধরায়!

পদ্মা। হীনবুদ্ধি রমণীরে করহ মার্জ্জনা
নহে আজ (ও) অতীত শৈশব
কাননবাসী শিশু ছিল অধ্যয়নে,
কেমনে সংসার-রণে করিয়ে প্রবেশ
অধর্ম্ম বিনাশে শান্তি করিবে স্থাপন?
শান্ত করো—আকুল পরাণ।

উপ। যোগবলে দিব্য দৃষ্টি দিতেছি কুমারে
সর্ব্বজ্ঞ হইবে যেই দৃশ্য দরশনে।
স্পর্শ করো বালকে মা সাধ্বী ভাগ্যবতী,
যেই দৃশ্য নেহার ধরায়
হইয়াছে, হয় যাহা, হবে ভবিষ্যতে,
আছে, হয়, হইবে অঙ্কিত ব্যোমপটে,
নর-চক্ষু অগোচর তাহা—
কভু হেরে ভাগ্যবান্ জন।

পট পরিবর্ত্তন।

দৃশ্য—আকাশমণ্ডল।

[পাত্র হস্তে বুদ্ধদেবের প্রবেশ ও কূপ হইতে জল উত্তোলনকারিণী জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট মধুর দোকানের সন্ধান গ্রহণ। স্ত্রীলোকের অদূরে মধুর দোকান দেখাইয়া দেওন। বুদ্ধদেবের মধুর দোকানের সম্মুখে গমন এবং মধু প্রার্থনা। মধুবিক্রেতার বুদ্ধদেবকে পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুদান। মধুবিক্রেতার অপর দুই ভ্রাতার প্রবেশ এবং বুদ্ধদেবকে মধু লইতে দেখিয়া এক ভ্রাতার বুদ্ধদেবকে তিরস্কার করণ ও অন্য ভ্রাতার ক্রোধে বুদ্ধদেবকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাব। বুদ্ধদেবের সকলকে আশীর্ব্বাদ করণ,—ভ্রাতৃত্রয়ের বুদ্ধদেবের পদতলে পতিত হওন।]

উপগুপ্ত। দেখ চেয়ে—পাত্র ল'য়ে [illegible]
মধু হেতু কে আসে নগরে,—
হের কে রমণী, মহা পুরুষে দেখায়
কোথা মধুবিক্রেতা আলয়।
হের ভিক্ষু ভিক্ষা করে মধু—
হের মধু ব্যবসায়ী—
পাত্র পূর্ণ করে মধু দানে।
হের দুই ভ্রাতা তার,—
এক ভ্রাতা সাধুরে করিছে তিরস্কার,
ফেলিতে সাগরে ধ'রে কহে অন্য জন।
হেরি নিত্য নির্ব্বিকার নরের আচার,
আশীর্ব্বাদ করিছেন তিন জনে;—
পেয়ে দিব্য জ্ঞান
সাধুর সম্মান করিতেছে ভ্রাতৃত্রয়।
(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

মধুদাতা,—রাজ্যেশ্বর অশোক নামেতে ;
তুমি ওই মধুময়ী দেবকার্য্যে অশোক-গৃহিণী
ফেলিতে সাগরে তাঁরে যাহার কল্পনা,
পুণ্যভূমি ভারত ত্যজিয়ে সাগর মাঝারে—
লঙ্কাধামে সিংহাসনে বসে সেই জন ;
করি তিরস্কার
চণ্ডাল-আবাসে স্থান হ'য়েছে তোমার ;
কিন্তু আত্ম-তিরস্কারে দেব-দরশনে,
দিব্য জ্ঞানার্জ্জনে, বাসনা বর্জ্জনে,
ল'য়েছ কার্য্যের ভার চরণে মাগিয়ে ;
আশৈশব নহ তুমি সংসার-পীড়িত।
ভোগের কামনা ছিল অপর দোঁহার
ভোগ হেতু দগ্ধ হয় সংসার-কটাহে।
কিন্তু অচিরে সে মধুদাতা—মধু দান ফলে,
বুদ্ধ-প্রতিনিধি রূপে—
বিস্তীর্ণ ধরায়, শান্তি রাজ্য করিবে স্থাপন;
বুদ্ধ দরশন বিফল না হবে।
অধিকার লঙ্কায় যাঁহার
মহাকার্য্যে সেও হবে প্রধান সহায়।

ন্যগ্রোধ। বুদ্ধদেব দেছেন দর্শন,
খুলেছে নয়ন—খুলেছে নয়ন—
বুঝিয়াছি কিবা হেতু জনম গ্রহণ।
জগদ্ধাত্রী মাতা তব সার্থক পালন,
কার্য্যে যাই—প্রণাম চরণে।

পদ্মা। যাও বৎস, ধরার কল্যাণে ;
কিন্তু কাঁদে প্রাণ
রমণীর সহজাত মায়ার বন্ধনে।

উপ। ত্যজ শোক মঙ্গলদায়িনি,
মঙ্গলা, মঙ্গল হেতু জনম তোমার,
অজ্ঞান চণ্ডালগণে জ্ঞান দান হেতু
অরণ্যবাসিনী তুমি দুরিতহারিণী।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

হ্রদমধ্যস্থ মায়াপুরীর সম্মুখ।

মার-অনুচর দ্বাররক্ষকদ্বয়।

১ম রক্ষক। এতদিনে মারের রাজ্য পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল, কত সহস্র লোক বধ ক'রেছি। প্রভুর ইচ্ছা—পৃথিবীর সমস্ত লোক তাঁর নরকে স্থান পায়।

২য় রক্ষক। অশোক রাজা থাক্‌তে তা হবে, ওই এক ঝাঁক লোক আসছে। ওরা গান ক'চ্চে না কেন ?

(সেতুপার হইয়া লোকগণের প্রবেশ)

১ম লোক। কি চমৎকার পুরী, যেন ইন্দ্র-ভবন !

২য় লোক। কত হীরেমতি, যেন চাঁদ -স্যিযি-তারা সব ঝক্ ঝক্ ক'চ্চে !

৩য় লোক। থামের একটা কাণ ভেঙ্গে বেচ্‌লে রাজ্য কেনা যায়।

(পুরীর ভিতর হইতে নর্ত্তকীগণের আগমন)

নৃত্য গীত।

সাধ সদা তারে হৃদয়ে ধরি।
যেই যতন জানে তারে যতন করি ॥
নীরস প্রাণে কেবা আদর জানে,
জীবন যৌবন কি ফল দানে
এ তো মন না মানে;
আপন আপনি রহি মানে,
রসিক বিনে সহিব দহিব কত অভিমানে
কি কাজ'মে'নে প্রেম-আশে ফাঁস যতনে পরি ॥

১ম নর্ত্তকী। আসুন না, আসুন না, আনন্দ কর্‌বেন—আসুন, কারো মানা নাই। মহারাজ সকলের আনন্দের জন্য আনন্দভবন প্রস্তুত ক'রেছেন।

৩য় লোক। ভাই অমি যাবনা, আমার কেমন গা ছম্ ছম্ ক'চ্চে। দেখ্—এ কোন মায়া—এমন কি পুরী হয় ! এখন আমার মনে হয়, আমাদের গ্রামে যারা এই পুরী

দেখ্‌তে এসেছিল, তারা তো কেউ ফেরে নাই।

১ম লোক। তুমি থাকো থাকো—চম্‌কে ওঠো। এ আজব সহর, কত সব শোভা দেখে বেড়াচ্চে। চল মা, যাওয়া যাক্।

(লোকগণের পুরী প্রবেশের উপক্রম।)

(বেগে ন্যগ্রোধের প্রবেশ)

ন্যগ্রোধ। যেও না, এ মায়াপুরী, গেলে প্রাণবধ হবে। আমায় স্পর্শ ক'রে দেখ, এরা সব মারের কিঙ্কর কিঙ্করী। দেখো—পুরী রত্ন নির্ম্মিত নয়, নারকীমায়ায় নির্ম্মিত। ওরা সুন্দরী নয়, নরকের পিশাচিনী।

লোকগণ। ন্যগ্রোধকে স্পর্শ করিয়া) ওরে বাপ্‌রে—

লোকগণের পলায়ন।

১ম রক্ষক। (জনান্তিকে ২য় রক্ষকের প্রতি) দেখ,ছোঁড়া সব কি মন্ত্রণা দিয়ে ওদের সব তাড়ালে! বেটাকে তপ্ত তেলে ভাজতে হবে। (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন—

ন্যগ্রোধ। চলো, তোমাদের আমি চিনি।

২য় রক্ষক। (জনান্তিকে) ওরে ছোঁড়া কি বলেরে?

১ম রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও গাও থাম্‌লে কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, আমরা গাইতে পার্‌বো না, আমাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ ক'চ্চে! কে এ, কে এলো?

১ম রক্ষক। রও, কি মন্ত্র জানে,ওর মন্ত্র বা'র কচ্চি।

২য় রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও না, গাও না—অমন কচ্চ কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, গাইতে পার্‌বো না, স্বর বদ্ধ হ'য়ে গেছে।

[ন্যগ্রোধের পুরীমধ্যে প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

—*—

পুরী অভ্যন্তর।

চণ্ডগিরিক।

(ন্যগ্রোধকে লইয়া দ্বার-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। সর্দ্দার সর্দ্দার, এই ছোঁড়া—লোক ভাংচি দিচ্ছিল,কি পরামর্শ দিচ্ছিল, সব পালাল।

চণ্ডগিরিক। দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেল্।

(রক্ষকগণের তদ্রূপ করিবার চেষ্টা করণ)

১ম রক্ষক। সর্দ্দার, সর্দ্দার—বর্শা ভেঙ্গে গেল।

চণ্ড। কোথাকার ভাঙ্গা বর্শা এনেছিস্।

[ন্যগ্রোধকে খড়্গাঘাত করণ ও খড়্গ ভঙ্গ হওন।

বটে বটে, বুজরুকি শিখেছ, তোমার বুজ-রুকি ভাঙ্গচি। নিয়ে আয়তো—তপ্ত তেলের কড়ায় ফেল্‌তো।

[রক্ষকগণের ন্যগ্রোধকে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করণ।

(তৈল কটাহ হইতে পদ্ম তদুপরি ন্যগ্রোধের শূন্যে উত্থান)

সকলে। অ'রে বাপরে—গা জ্বলে গেলরে, গা জ্বলে গেলো রে—পালা পালা।

[সকলের পলায়ন।

(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

রক্ষকগণের বেগে প্রবেশ।

রক্ষকগণ। ওরে বাপ্‌রে—পুড়ে মলুমরে—

নর্ত্তকীগণ। কিরে কিরে?

রক্ষকগণ। পালা পালা—এখনি পুড়ে মর্‌বি।

[সকলের পলায়ন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রাজপ্রাসাদ।

অশোক।

অশোক। মিথ্যা স্বপ্ন, উৎসাহিত মস্তিষ্ক সৃজন,
কলিঙ্গ-সংহার দৃশ্য করি দরশন।
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশে
হেরিয়াছি কল্পনা সৃজিত ছবি।
আত্মত্যাগ শুনি মাত্র ভিক্ষুর বদনে,
আত্মত্যাগী কে আর ধরায়,
সংসার আঁধার
নাহি কোন প্রিয় বস্তু যার
আত্মত্যাগ ভাণ তার উদর পূরণে।
অলস জীবন,
আয়াস ব্যতীত চাহে নিজ প্রয়োজন,
চাহে মান, আধিপত্য সবার উপর।
মিথ্যাবাদী, কই তার বচন সফল,
কোথা উপদেষ্টা মম!
আত্মত্যাগ—আত্মত্যাগ—বাক্য আড়ম্বর,
কোথা কেবা আত্মত্যাগী আছে এ
সংসারে!
আত্মত্যাগ নাহি হেরি প্রকৃতির রীতি,
পশুপক্ষী জলচর তরুলতা আদি,
আত্মপুষ্টি নিরন্তর করিছে সাধন।
আমি এই সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর,
ত্যজি ভোগ, ত্যজি রাজ্য, আধিপত্য ত্যজি
পীত বস্ত্র করিব ধারণ!—
প্রতারক ভিক্ষুগণে নিধন উচিত॥

(কহ্লাটকের প্রবেশ)

কহ মন্ত্রি,
গুরুতর রাজকার্য্য কিবা উপস্থিত—
যাহে বিনাদেশে আসিয়াছ রাজ দরশনে?
কহ্লা। বার্দ্ধক্যে হয়েছি প্রভু, আশায় নিরাশ,
হেরি আপনারে সিংহাসনোপরে
কত সাধ উঠেছিল মনে,
ভাবিয়াছিলাম চন্দ্রগুপ্তের আসনে
অধিষ্ঠিত দুষ্টহন্তা শিষ্টের পালক,
রামরাজ্য যথা প্রজা আনন্দে রহিবে!
কিন্তু নৃপ তব ব্যবহার,
শেল সম বাজে এই বৃদ্ধের হৃদয়ে।
অশোক। করি বহু মার্জ্জনা তোমায়,
সেই হেতু শুনি বহু অনুচিত বাণী,
কহ কোন্ কার্য্য অন্যায্য আমার?
রাজ-কার্য্য দুষ্টের দমন;
সেই কার্য্যে বার বার বাদী তোমা দোঁহে—
তুমি আর রাধাগুপ্ত প্রতিকার্য্যে মম
অন্যায় বলিয়া নিত্য কর আলোচনা।
কহ্লা। নাহি নৃপ মার্জ্জনা প্রার্থনা,
কি কার্য্য অন্যায্য হেন তব কার্য্য সম?
কি জানি, কি পৈশাচিক বলে
নির্ম্মিত হয়েছে পুরী রতনমালায়,
কি জানি কি পৈশাচিক বলে
শুষ্কস্থলে হ্রদের উদয়—
নরহত্যা নিত্য শত সে পিশাচালয়ে!
পুরীর সৌন্দর্য্যে যেবা হয় আকর্ষিত,
প্রবেশিলে ঘাতক সংহারে তার প্রাণ!
একি প্রলোভন—নরহত্যার কারণ!
নরনাথ, বৃদ্ধ তোমা সাধে করযোড়ে
কলঙ্ক করহ দূর ভগ্ন করি পুরী।
উচ্চ বংশে জনম তোমার,
উচ্চ কীর্ত্তি করহ প্রচার,
হোক ধরা প্রেমের আগার তব।
অশোক। বুঝিলাম উপদেশ তব,
নাশিব সুন্দর পুরী দেবের বাঞ্ছিত!
মম ভয়ে প্রকম্পিত দেশ দেশান্তর,
দূর হ'তে উপহার করিছে প্রেরণ;—
সিরিয়া, মিশর; গ্রীক, এপিরাস,
গান্ধার, তাতার, লঙ্কা, সদা সশঙ্কিত;
মম পূজার কারণ
প্রতিনিধি করিছে প্রেরণ।
তব বাক্যে আধিপত্য দিয়ে বিসর্জ্জন
প্রেমরাজ্য করিব স্থাপন,—
হব যায় ভীরুজ্ঞানে উপেক্ষা ভাজন!
ভিক্ষুর নিকট হতে আনি উপদেশ
রোধিছ শ্রবণ পথ মম।
শুন মন্ত্রী, নরনারী অলস যে জন

নিজ কার্য্য করিয়ে বর্জ্জন
আকর্ষিত হয় পুরী সন্দর্শন হেতু;
সর্ব্ব অনিষ্টের সেতু
অলস সংসার উদ্দেশ্য আমার।
নিজ নিজ কার্য্যে রত রহুক সকলে
প্রাণনাশ কাহার না হবে।
দুর্ব্বলতা মানবের আলস্য প্রভাবে;
মম রাজ্যে দুর্ব্বলতা কভু না রহিবে।
যাও—
নাহি করো বাক্ আড়ম্বর বহু।

(চণ্ডগিরিকের প্রবেশ)

চণ্ড। মহারাজ, মহারাজ—

অশোক। কেন গণ্ড ডরে তোর আভা-বিবর্জ্জিত?
কেন তোর বচন জড়িত,
আপাদমস্তক কম্পমান,
ভীরুতার কিবা হেন উৎকট কারণ?

চণ্ড। মহারাজ, ভিক্ষু এক জন—

অশোক। পশিয়াছে পুরে?—বধো তারে।
প্রের নগরে নগরে দূতগণ,
ভিক্ষুগণে দানি প্রলোভন
আনুক সমীপে তোর, বধের কারণ।

চণ্ড। মহারাজ শত শত ভিক্ষু বধ ক'রেছি, এ বালক ভিক্ষু এলো, গায়ে অস্ত্র ভেঙ্গে যায়, তপ্ত তেলে ফেল্‌তে গেলুম, মহারাজ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য!—তপ্ত তেলে পদ্ম ফুটলো - সেই পদ্মফুলে বস্‌লো, ক্রমে শূন্যে উঠলো, এক অঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে আর এক অঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আমার গায়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে। রত্নপুরী কম্পমান, যেন ঘোর ভূমিকম্প হয়েছে।

অশোক। মিথ্যাবাদী—

চণ্ড। মহারাজ যদি মিথ্যা হয়, জিহ্বা উৎপাটন করিয়া বধ কর্‌বেন।

অশোক। কে সে ভণ্ড, আমি স্বহস্তে তারে বধ কর্‌বো।—
(হঠাৎ চমকিত হইয়া)
একি দেখি অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকার;
আচ্ছাদিত দিশা ঘোর প্রলয়ের মেঘে,
ঝলকে প্রলয়ানল ব্যাপী দিগন্তর,
বজ্রপাত মুহুর্মুহুঃ উৎপাত ভীষণ,
গর্জ্জিছে পবন, যেন কোটী দৈত্যে মিলি
গর্জ্জে ঘোর নাদে উলটিতে বসুন্ধরা!
মহাডরে বাসুকী কম্পিত,
পৃথ্বী স্থির রাখিবারে নারে।
পুনঃ সেই স্বপ্ন ভয়ঙ্কর—
পুন কোটী কোটী আকার আমার
তুলিতেছে উচ্চ হাহাকার!
মন্ত্রি মন্ত্রি—কোথা তুমি, ধরো মোরে।

কহ্লা। মহারাজ, স্থির হোন—স্থির হোন, অকস্মাৎ মেঘগর্জ্জনে কেন ভীত হ'চ্ছেন?

অশোক। কেন—কেন ভীত হ'চ্চি? এ দৃশ্যে অসুর ভীত হয়। দেখ—দেখ শত সহস্রকায়ে আমি যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চি। ঐ দেখ মস্তক নাই, অঙ্গ নাই, অগ্নি দগ্ধ, ক্ষুধায় ক্লান্ত, জলমগ্ন, ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ ক'চ্চে —শত শত আকারে অশেষবিধ যন্ত্রণা! মন্ত্রি, উপায় করো।

কহ্লা। মহারাজ সেই সাধুর নিকট অপরাধী হ'য়েছেন; তাঁর পায়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা ভিন্ন অপর উপায় দেখি না।

অশোক। চলো চলো আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌তে কর্‌তে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানের একাংশ।

(মার ও তৃষার প্রবেশ)

মার। হায় হায় বুঝি মম হয় পরাজয়?
বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল যে যথায়,
ত্যজি পর্ব্বত-গহ্বর
নির্জ্জন অরণ্যবাস করি পরিহার
একত্রিত অশোকের কল্যাণ সাধনে।
আজি বুঝি প্রমাদ ঘটায়,
ভুলায় রাজায়;

ভিক্ষুর বচনে সন্তাপিত মনে
নিষ্ঠুরতা অশোক বর্জ্জিবে;
কিন্তু গৃহ শূন্য—নাহিক গৃহিণী—
আদরের তুমি মা নন্দিনী,
পাপ তৃষা উত্তেজিনী;
কাম-পিপাসায় কর্য়ো অশোকে অধীন,
নহে আর না দেখি নিস্তার।

তৃষা। কেন ডর' পিতা, অশোকের মন
হ'য়েছিল ক্ষণিক বর্ত্তন,
উত্তপ্ত হৃদয়-স্পৃষ্ট চিত্র দরশনে;
রত্নময় পুরে নহে হত্যা নিবারণ।

মার। অদ্য হবে সেই পুরী নাশ;
হ'তেছে হুতাশ
পণ্ডশ্রম হবে মম ন্যগ্রোধ প্রভাবে।
যাও ত্বরা যথা চিত্তহরা—
বিবিধ মোহিনী বেশে সাজায়ে তাহারে,
যে ছবি দর্শনে রূপ আকর্ষণে
সাধিয়ে অশোক তারে আনে রাজ-গৃহে।
সঙ্গিনী হইয়ে সাথে সাথে র'য়ে
করো মাতা বিধিমতে অনিষ্ট সাধন।
আজ(ই) করো কার্য্যের সূচনা,
মম কার্য্যে বারনারী প্রধান সহায়—
মহা মহা বীর তাহে হয় পরাজয়;
কাঞ্চনে না ভুলে, যশে নাহি টলে—
সেও লুটে কুলটার পায়!
দেখি যদি প্রতারিতে পারি আকালেরে,
সহায়ে তাহার হয় বহু কার্য্যোদ্ধার,
কথায় তাহার অতি প্রত্যয় রাজার।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আকালের প্রবেশ)

আকাল। বুঝে নিলুম বাবা, ও নেড়া মাথা হলদেকাপড়ের কর্ম্ম নয়! ও গানই ঝাড়ো আর বুলিই ঝাড়ো, রাজা এসে নিজ মূর্ত্তি ধ'রেছে। দানায় পেয়েছে, সে কি ছাড়ে! তুই কি কর্‌বি—তাই ভাব্‌ছিস না? রাস্তায় শোয়া তোর আর পছন্দ হ'চ্চে না—ভিক্ষে ক'রতে গা লাগ্‌ছে না? রাজ-ভোগে আছ, দুগ্ধফেন শয্যায় শুচ্চ! ওরে আবাগের বেটা, এ সব তোর সইবে কেন—তা বুঝিস নে! রাজার উপর মমতা হ'চ্চে? তা কি ক'র্‌বি! ও ভূত ছাড়াতে তোর বাবাও পার্‌বে না!

(মারের প্রবেশ)

মার। কি ম'শায় আপনি হেথায়?

আকাল। কই—না।

মার। আপনি কি রকম লোক? র'য়েছেন আর ব'ল্‌ছেন,—না?

আকাল। আর তুমি কি রকম লোক, দেখ্‌ছ আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?

মার। আপনি রাজপুরী ছেড়ে এখানে, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।

আকাল। বেশ—বাহাবা দিচ্চি,—পথ দেখ।

মার। আমার একটী উপকার ক'র্‌তে হবে।

আকাল। সেটি হবে না।

মার। কেন?

আকাল। আমাদের কোন পুরুষে যা কথনো করে নাই, তা কেমন করে নাই, তা কেমন ক'রে ক'র্‌বো বল?

মার। আপনি তো রাজপারিষদ?

আকাল। তুমি তো রাজার ঘাড়ের ভূত?

মার। ম'শায়, রাজার মহা বিপদ উপস্থিত দেখ্‌ছেন না?

আকাল। দেখ্‌ছি তো সাম্‌নেই।

মার। সত্য বল্‌ছি, রাজার মহা বিপদ।

আকাল। আমিও সত্য বল্‌ছি, আমি তা বেশ বুঝেছি।

মার। আপনি জানেন না, রাজার কাছে এক-জন বুজরুক এসেছে।

আকাল। তোমার বুজরুকিতেই প্রাণ ঠাণ্ডা আছে, আর বুজরুক দেখ্‌তে চাই না।

মার। কি ব'ল্‌ছেন ম'শায়, ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

আকাল। ওই একটু রেখে বল্লে, তোমার প্রভাবে তা অনেক দিন হ'য়েছে।

মার। আমি কি ক'রেছি বল? মহারাজ গর্ব্বিতের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রেছেন, আমি পাপীর দণ্ড বিধান ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছি।

আকাল। পাপীর দণ্ডবিধান ক'র্‌তে গেলে

তোমাকে ত আগে গিয়ে কুপোর ভেতর সুড় সুড় ক'রে সেঁধোতে হয়।

মার। ম'শায়, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করবার জন্য এসেছে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আবার যাগযজ্ঞ লোপ হবে,নাস্তিকতা প্রবল হবে। বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকধর্ম্ম, তা কি জানেন না ?

আকাল। আহা, তোমার দুঃখে আমার কান্না আস্‌ছে !

মার। আমার দুঃখ কি, রাজাই ধর্ম্মভ্রষ্ট হবেন।

আকাল। তোমার কষ্ট নয় ? একে তো রাজার দুঃখে তুমি ভেবে সারা, তার উপর ছাগল, মোষ, মানুষের রক্ত খেতে পাবে না ; আহা, এমন কষ্ট কি কারো হয় গা।

মার। আপনি পরিহাস করেন।

আকাল। সহ্য না হয়, স'রে গেলেই যেতে পারো।

মার। আমি আপনার কাছে এসেছিলুম— একটা বিদ্যা দিতে।

আকাল। কি—কেমন ক'রে মানুষের ঘাড়ে চাপতে হয় ?

মার। পরিহাস করবেন না, শুনুন,—সে বিদ্যাবলে আপনি যেখানে মনে করবেন, সেখানে যেতে পারবেন।

আকাল। আরে ছ্যাঃ, এ বিদ্যে নিয়ে কি করবো !

মার। তবে কি বিদ্যা চান ?

আকাল। এমন বিদ্যে যদি দিতে পারো যে উড়্‌বো মনে ক'র্‌লে শুয়ে প'ড়্‌বো, আর শোব মনে ক'র্‌লে উড়্‌বো।

মার। সত্য, আমি এমন বিদ্যা দিতে পারি, যাতে কুবেরের মত ধন হয়, আর অপ্সরার মত স্ত্রী পান।

আকাল। কুবেরের ধন, অপ্সরা স্ত্রী, আপনি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল ক'র্‌তে থাকুন, আমি পাঠ লিখে দিচ্চি।

মার। তুমি অবিশ্বাস ক'চ্চ, আমার শক্তি তো তুমি দেখেছ।

আকাল। তা যাও, ভালয় ভালয় তালগাছে গে ব'সগে।

মার। আমার তোমার প্রতি পুত্রের মত স্নেহ হ'য়েছে।

আকাল। আচ্ছা, দু'বার বাবা ব'ল্‌ছি, শুনে চ'লে যাও।

মার। আমার যদি কথা শোনো, তোমার ভাল হবে, নচেৎ তোমার অনিষ্ট ক'র্‌বো।

আকাল। আগে ইষ্ট হোক্, তারপর তো অনিষ্ট ক'র্‌বে ?

মার। আমি কে জানো ?

আকাল। তোমাদের সঙ্গে তো কুটুম্বিতে নাই, কেমন ক'রে জান্‌বো বল ?

মার। তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ হ'য়েছে।

আকাল। ও গায়ের ঝাল গায়ে মারো না বাবা ! তোমার স্নেহে যে ফেটে ম'র্‌বো তা'হলে পুত্রশোক পাবে ; কাজ কি তোমার সে বালায়ে !

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। অহে আকাল, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, মহারাজক্ষিপ্তপ্রায় ! কে এক বুজরুক এসেছে, সে না কি আগুনে পোড়ে না ;—মহারাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'র্‌তে ক'রতে তাঁর দর্শনে যাচ্চেন, অবিরল জলধারায় তাঁর অঙ্গ ভেসে যাচ্চে ! এ যে ভারি বুজরুকি আরম্ভ হ'লো !

আকাল। কি হে—তোমার চেলাচা[illegible] ছেড়েছ না কি ?

মার। সত্য কথা বল্লুম, বিশ্বাস তো ক'র্‌লে না, দেখগে সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে।

বীত। চলো চলো, বিলম্ব করো না। (মারকে দেখিয়া) কে ও ?

আকাল। চিন্‌তে পাচ্চেন না ?—চলুন বলচি।

[আকাল ও বীতশোকের প্রস্থান।

মার। আমি কি শক্তিহীন হ'য়েছি ! এই সামান্য ব্যক্তি ধনের প্রলোভন, নারীর প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে চলে গেল ! একে বশীভূত ক'রতে পার্‌লে অশোক

চিরদিনের জন্য আমার হস্তগত হ'ত। এইরূপ লোভবর্জ্জিত সামান্য ব্যক্তিই জগতের বেশী উপকার করে। বীতশোক সন্দিগ্ধচিত্ত, রাজার প্রিয় সহোদর,—দেখি যদি ওর দ্বারা কার্য্য হয়।

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। বুঝি এতদিনে সুদিন উদয় হ'য়েছে, মহাপুরুষ দর্শন দিয়েছেন। আমি এই ভোগ-ঐশ্বর্য্য পরিবৃত, স্নেহময়ী জননীর উপদেশে বঞ্চিত, ইন্দ্রিয়ের ছলনায় ভোগ-তৃষায় পীড়িত;—আমায় কি তিনি কৃপা ক'র্‌বেন! মা মা—স্নেহময়ী জননি! ভোগ-সাগরে সন্তানকে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় গিয়েছ! অকুল সংসার-সাগরে তোমার চরণই আমার তরণী! মা দুস্তরে কে আমায় নিস্তার ক'র্‌বে! আমার কি সুদিন হবে? সাধুর কৃপা কি পাব! প্রভু, প্রভু—দীন দাসের প্রতি কি দয়া হবে!

গীত।

বিনা তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন
কিবা প্রয়োজন—
যদি বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন।
সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন,
মধুর মোহিনী স্বরে সদা বিমোহন,
পরম শত্রু দেহে রয়েছে শ্রবণ।
কবে ধন জন মান, দিবে মোরে ত্রাণ
হবে বুদ্ধদেব-পদে লুণ্ঠিত প্রাণ;
দীনভাবে কবে ভ্রমিব ভবে,
যায় অভিমান নাশ হবে,
তৈলধারাবৎ, বুদ্ধদেবে চিত
হবে শ্রীপাদপদ্মে লীন জীবন।

[কুনালের প্রস্থান।

মার। আর এই দেখ না,—এই এক রাজবংশীয় ভিক্ষু, কি আশ্চর্য্য প্রার্থনা ক'চ্চে! চক্ষু যাক্, কর্ম্ম যাক্, সমস্ত ভোগসুখ যাক্! এর ছায়া স্পর্শ করাও চলে না!

[মারের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

মায়াপুরী—শূন্যে ন্যগ্রোধ।

অশোক, কহ্লাটক, আকাল, ও রাজ-সভাসদ্‌গণ।

অশোক। তেজঃপুঞ্জ অহে মহাজন,
কৃপায় রাখহে পায় এই অভাগায়,
দুর্দ্দান্ত দানব এই মানব-শরীরে
পতিতপাবন করো পতিতে উদ্ধার;
মহা ভয়ে এসেছি আশ্রয়ে
বঞ্চনা করো না নিজ গুণে।

ন্যগ্রোধ। (শূন্য হইতে অবতরণ পূর্ব্বক)
কি কাজ হইবে করি ভৃত্যে উপাসনা।
কর' যদি মার্জ্জনা-কামনা মহাপাপে,
বুদ্ধদেবে করো উপাসনা,—
অপার করুণা তাঁর, ঘুচিবে যন্ত্রণা—
পাবে ত্রিতাপে নিস্তার।

আকাল। তুমি উড়তেই শেখো আর ধ্যানেই ব'সো, আর গা দিয়ে জলই বা'র করো, আর আগুনই বা'র করো,—কিন্তু তুমি এই ছেলে বয়সেই খুব দমবাজ।

ন্যগ্রোধ। কেন বাবা?

আকাল। আর তোমায় 'বাবা' ব'ল্‌তে হবে না। দোরে দোরে তোমাদের 'বাবা' বলা অভ্যেস, আমি খুব জানি!

অশোক। কি করো আকাল!

আকাল। আরে দাঁড়াও মহারাজ, একটু চান্‌কে নিই, না চান্‌কালে বাগ পাবে না!

ন্যগ্রোধ। বাপু, তুমি কি ব'ল্‌ছ?

আকাল। এই ঝড় ঝাপ্‌টা তুল্‌তে পারো, ভয় দেখাতে পারো, আসমানে উড়্‌তে পারো,—আর কাতর হ'য়ে রাজা বল্লে 'রক্ষা করো,'—তুমি ররাতি চিঠি কাটলে বুদ্ধদেবের উপর। বল্লে কিনা সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মাণিক তোলো। তোমার বুদ্ধদেব কেমন, কোথায় থাকে, সে আসমানে ওড়ে কি জলে ডুব ফোঁড়ে, তার কে সাত পুরুষের ধার ধারে বলো?

ন্যগ্রোধ। শুন বৎস অপূর্ব্ব কথন,
কপিলাবস্তুতে ছিল রাজার নন্দন—
সিদ্ধার্থ তাঁহার নাম।
দয়ার আধার, রাজ্যধন করি পরিহার
হরিবারে জরা, মৃত্যু বার্দ্ধক্যের ভয়,
কঠোর সাধনে বুদ্ধত্ব গ্রহণে
জীবের নিস্তার হেতু করেন প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সংসার মাঝারে।
যেই লয় তাঁহার আশ্রয়
ভব-ভয় না থাকে তাহার।

আকাল। বাঃ—বেশ বুঝলুম।

কহ্লাটক। কি বুঝ্লি বর্ব্বর?

আকাল। বুঝলুম—কার বাগানে কি গাছ আছে, কিসের বড় ওষুদ হয়। (ন্যগ্রোধের প্রতি) বলি ও ঠাকুর, দিব্বি গল্প তো শোনালে,—এখন তারে কোথায় পাওয়া যায় বল? না হয় আপনি কিছু বাতলে দিয়ে চলে যাও, নইলে আসমানে উড়ে পালাবার চেষ্টা ক'র্‌লে আমি ঠ্যাং ধরে ঝুলে পড়বো।

অশোক। প্রভু, যদি অজ্ঞানের প্রতি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, আমায় মহাভয়ে পরিত্রাণ করুন।

ন্যগ্রোধ। নিজ পরিত্রাণ নৃপ,
আছে নিজ স্থানে,
পরিত্রাণ স্বার্থ বিসর্জ্জনে,—
আমার আমার—পুত্র পরিবার
রাজ্য-অধিকার, বৈভব আদির অহঙ্কার,
যন্ত্রণার মূলাধার জানিহ ভূপাল!
ত্যজি 'আমি বিশ্বে হও লয়',
বিশ্ব-প্রেমে ভুল আপনায়,
প্রেমে পাবে নিস্তার এ ত্রিতাপ-জ্বালায়।
যত দিন "আমি আমি" রবে
যন্ত্রণা না যাবে—
সার কথা শুন নৃপমণি।

অশোক। দয়াময়, বলে দাও—কিরূপে আত্মত্যাগ করতে হয়?

ন্যগ্রোধ। ভোগতৃষা স্বার্থ বলিদান,
দেহ মতিমান্,
জনগণ-মঙ্গল-কামনা
একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে।
জনসেবা মহাব্রতে অভিমান যাবে,
জ্ঞানরত্ন করগত হবে,
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করি সংস্কার
পাপের বন্ধন হ'তে লভহ উদ্ধার।

আকাল। বাঃ, সোজা কথাটী বাতলে দিয়েছ—গোটা দুই তিন বলি দেবে, গোটা দুই তিন ছেড়ে দেবে, টপ্ করে জ্ঞানটা হাতে ধ'রে নেবে,—সিদে রাস্তা বাৎলেছেন,—সোজা চলে যাও।

ন্যগ্রোধ। সত্য বলেছ, অতি কঠিন পন্থা, একমাত্র অভ্যাসে সহজ হয়। দৃঢ়পণে অভ্যাস ব্যতীত অপর উপায় নাই।

অশোক। আজি হ'তে সর্ব্ব ত্যাগ করি
তব পদে,—
আজি হ'তে ধরণী শয়ন,
অর্দ্ধাশনে অনশনে জীবন যাপন,—
বিলাইব রত্নাগারে আছে যত ধন,
আজি হ'তে দীন-সেবা জীবনের সার।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, সামান্য ধনরত্ন বিতরণে মনস্কামনা পূর্ণ হবে না, জ্ঞানরত্নই প্রকৃত রত্ন—সেই রত্ন বিতরণে কৃতসঙ্কল্প হোন।

অশোক। আমি অজ্ঞান, আমি কিরূপে সে রত্ন বিতরণ ক'রবো?

ন্যগ্রোধ। ভিক্ষুগণে করিয়ে সন্ধান
রাজ্যে আনি করহ সম্মান;
প্রেরি দেশে দেশে
অতি দূর দূরান্তরে যথা নর বসে
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিতে জ্ঞাপন
মহাজনগণে রাজা করহ প্রেরণ।
করি ঘোর কঠোর সাধন
মহাজ্ঞান করিয়া অর্জ্জন
জগতের কল্যাণ কারণ
ক'রেছেন বুদ্ধদেব যে ধর্ম্মপ্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সর্ব্ব ধর্ম্মসার।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, এই পাপপুরী এই দণ্ডে ধ্বংস ক'র্‌তে আজ্ঞা দিন।

(সহসা মায়াপুরী অন্তর্হিত হইয়া প্রান্তরে পরিণত হওন)

ন্যগ্রোধ। তব পুণ্য-সঙ্কল্পে রাজন্

মায়ায় সৃজিত পুরী হের নাহি আর,
পূর্ব্ববৎ হের ভূপ বিস্তৃত প্রান্তর।

অশোক। একি! সত্যই দানবীয় সৃষ্টি! প্রভু সে দানব কোথায়?

ন্যগ্রোধ। একদিন তার কুৎসিত স্বরূপ দর্শন ক'র্‌বেন। জান্‌বেন, বুদ্ধদেবের কৃপাবলে দানবীয় শক্তি হ'তে রক্ষিত হ'য়েছেন। রাজ্যভার পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না, নির্লিপ্ত ভাবে রাজ্য করুন। রাজসাহায্য ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচার হয় না,—সেই প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত রাজ মুকুটধারণ করুন।

অশোক। না না, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমায় ভিক্ষুবস্ত্র দিন।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, ত্যাগ নাহি ভিক্ষুর বসনে,—
কমণ্ডলু, করঙ্গ, কৌপিনে,
অঙ্গে ভস্ম বিভূষণে, কিবা
আঁধার গহ্বরে, তুঙ্গ শৃঙ্গ পরে—
ত্যাগ নাহি বাহ্য আচরণে।
বিতাড়িত বাসনা-বিবেকে,
সুখদুঃখ সমভাব বৈরাগ্যের বলে,
শোচনা আকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত,
আত্মজয়, ত্যাগের লক্ষণ।
তরুমূল সিংহাসন তুল্য জ্ঞান যাঁর,
বিরতি যার অহঙ্কার,
সেই ত্যাগী,—
নহে ত্যাগ ভাণ মাত্র—আত্ম-প্রবঞ্চনা।
দেবকার্য্য করহ উদ্ধার,
হোক ধর্ম্ম ধরায় প্রচার,
মহাকার্য্যে প্রয়োজন সাহায্য রাজার।

(দেবী, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। পদানত পুত্রকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। কল্যাণি, তুমি কে?

দেবী। ভুলেছ কি দাসীরে ভূপাল!
তব পুত্র তব কন্যা পালনের ভার
আছিল আমার,—
যেই পুত্র-কন্যা কামনায়
ক'রেছিল বরমাল্য প্রদান কিঙ্করী।
করিয়াছে দাসী প্রভু সে কার্য্য সাধন,
আজ তব নন্দনী-নন্দন,
চরণে অর্পিয়া দাসী মাগিছে বিদায়।

অশোক। দেবী, প্রাণেশ্বরী, আমি তোমায় ভুলি নাই। তুমি আমার শত আহ্বান উপেক্ষা ক'রে রাজপুরে এসো নাই। তোমার স্থান সিংহাসনে, তুমি তা উপেক্ষা ক'রে দীনহীনার ন্যায় গোপনে অবস্থান ক'রেছ। আমি তোমায় ভুলেছি ব'লে অপরাধী ক'রো না।

দেবী। মহারাজ, যে দিন দাসীকে চরণে স্থান দিয়েছিলেন, সে দিনই দাসী নিবেদন ক'রেছিল যে, দাসী সিংহাসনের যোগ্য নয়। দাসী বণিককুমারী, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনের অধিকারিণী হ'তে পারে না। পাটলিপুত্রের রাজবংশে কখনো কলঙ্ক, কালিমা পতিত হবে না। আমি দাসী, দাসী হওয়া আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ।

কহ্লা। মা মা, তুমিই একমাত্র রাজরাণী হবার উপযুক্ত। পাটরাণী নিরুদ্দেশ, তুমি শূন্য রাজগৃহ আলো ক'রে বসো মা!

দেবী। আপনি পিতৃতুল্য, অযথা প্রলোভনে মুগ্ধ ক'র্‌বেন না।

মহেন্দ্র। পিতা, মাতৃ-উপদেশে আমি বাল্যাবধি অবগত হ'য়েছি, আমি রাজপুরের যোগ্য নই, সেই জন্য মাতার চরণে ভিক্ষুর আশ্রম-গ্রহণ প্রার্থনা ক'রেছিলেম, যাতে বুদ্ধদেবের মহাধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হই। সে অনুমতি মাতা, মহারাজের আজ্ঞা ব্যতীত দিতে অস্বীকৃতা হন, সে কারণে মহারাজের পদে সেই প্রার্থনায় সন্তান দণ্ডায়মান।

সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, কন্যারও রাজপদে ঐ নিবেদন,—পুত্রকন্যার আবেদন গ্রাহ্য করুন।

অশোক। তোমরা কুলতিলক, আমি তোমাদের পুণ্যে মহাপাপে পরিত্রাণ পাব। যাও বৎস, তোমাদের মহাকার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্‌বো না। কিন্তু হৃদয়-তন্ত্রী ছেদ ক'রে তোমাদের অনুমতি প্রদান ক'চ্ছি; মহাকার্য্যে অভাগা

পিতাকে ভুলো না। যদি জান্‌তে যে তোমাদের চন্দ্রবদন দর্শনে আমার হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত, তা'হলে বোধ হয় আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করতে কাতর হ'তে। তোমরা নির্লিপ্তা মাতার উপদেশে ভোগসুখ-বর্জ্জনে সংসারে নির্লিপ্তভাবে পালিত হ'য়েছ। তোমাদের মহাব্রতে উৎসর্গীকৃত হৃদয়ে আমার এ মনোবেদনা অনুভব কর্‌বার স্থান নাই। (দেবীর প্রতি) দেবি, তুমি প্রকৃত দেবী সত্য, কিন্তু নিষ্ঠুর জননী।

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) দাদা—দাদা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত সুসীমের পুত্র। চলো—চলো—আমরা দু'জনে বুদ্ধদেবের কৃপায় বুদ্ধদেবের কার্য্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করি।

অশোক। কি, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কি ভ্রম—কি অজ্ঞানতা—আমি তোমায় গর্ভাবস্থায় বধ করতে পারি নাই, এ জন্য ক্ষুব্ধ হয়েছিলেম! হায় হায়, তুমি আমার ভ্রাতা, আমি নরাধম—তখন জানি নে;—কি আত্ম-সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেম! তোমার জননী কোথায় বল? আমি নিজ স্কন্ধে চতুর্দ্দোল বহন ক'রে তাঁরে রাজপুরে ল'য়ে আসি। আমি অনেক মহাপাপ করেছি,কিন্তু দেবজননীকে সংহার ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়ে, রাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রেছি, এ স্মৃতি জন্মজন্মান্তরে লুপ্ত হবে না। বৎস, এ মহাপাপে কি কি আমার মার্জ্জনা আছে? তোমার জননী কোথায় বল, যদি সম্ভব হয়, কথঞ্চিৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত তাঁর চরণে শরণাপন্ন হই!

ন্যগ্রোধ। মাতা আমার বুদ্ধদেবের চরণ সেবার নিমিত্ত তাঁর নিকট উপস্থিত। অনুতাপই পরম প্রায়শ্চিত্ত। সমস্ত সংবাদ আমার গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হবেন। তিনি আপনার প্রকৃত আশ্রয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া, আপনার প্রতি গুরুদেবের সেইরূপ।

অশোক। কে তোমার গুরুদেব?

ন্যগ্রোধ। মহানুভব উপগুপ্ত, তাঁরই কৃপায় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ ক'র্‌বেন।

কহ্লা। বাবা, আমিই তোমার জননীকে হত্যা ক'র্‌তে মহারাজকে উপদেশ দিই, আমার উপায় কি?

ন্যগ্রোধ। আপনি রাজকার্য্যে কর্ত্তব্য বোধে উপদেশ দিয়েছিলেন, আপনি নির্ম্মলাত্মা।

কহ্লা। ধন্য মার্জ্জনা—ধন্য মার্জ্জনা!

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) চল ভাই, হেথায় কার্য্য অবসান।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, বিদায় দিন।

অশোক। কি ব'ল্‌বো, আমি অজ্ঞান, তোমাদের মহিমা কি জান্‌বো!

দেবী। আমিও রাজচরণে বিদায়প্রার্থী।

আকাল। বাবা, কখনো আমার তাক্ লাগে নাই, আজ তোমরা তিনজনে তাক্ লাগালে। তুমি আকাশে ঝুলেও আমায় তাক্ লাগাতে পারো নাই; কিন্তু আজ বাবা অবাক্ হ'য়েছি! লাউ-কুমড়োর মতন আগে ফল ধ'রে যে ফুল ধরে, দুনিয়া ঘুরে এ আমার জানা ছিল না। সে বেটা মায়া ক'রে সোণার বাড়ী ক'রেছিল, কি সাম্‌নে মায়ার খেলা দেখছি, তা আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে। তোমাদের আমি ছাড়চি নি, তোমাদের বুদ্ধদেব কোন্ বেটা—আমাকে চিন্‌তে হ'চ্চে।

ন্যগ্রোধ। নিশ্চয় চিন্‌বেন,—হৃদয়ের ব্যাকুলতাই বুদ্ধদেবের কৃপালাভের একমাত্র মূল্য।

—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাটলিপুত্র—রাজবাটীর সম্মুখ।

বীতশোক, আকাল ও ব্রাহ্মণগণ।

১ম ব্রাহ্মণ। ছোট রাজা, হ'লো কি? নাস্তিকগুলো এসে দেশ ভরিয়ে ফেল্‌লে। "অহিংসা, অহিংসা" এক ঢেউ উঠেছে; যজ্ঞে পশুবধকে কি হিংসা বলে? শাস্ত্রজ্ঞান নাই, ঋষি-বাক্যে অমান্য! মূর্খেরা জানে না যে, শাস্ত্রে ব'লেছে—সদ্যঃ মাংস ভক্ষণ প্রধান হবিষ্যান্ন।

আকাল। খুড়ো আমার খুব শাস্ত্র মানে। দাঁত নাই, তবু ভক্তি ক'রে পাঁটার হাড়খানি চোষেন।

১ম ব্রাহ্মণ। কি তোমায়ও ভূতে ধ'রেছে না কি?

আকাল। এতদিন ধরে নাই, এবার ব্রহ্মদত্যি ধ'র্‌বো ধ'র্‌বো ক'চ্চে।

১ম ব্রাহ্মণ। আরে যাও যাও, এখন মস্‌করা রাখো। (বীতশোকের প্রতি) ছোট রাজা, তোমায় এর উপায় ক'র্‌তেই হবে। নইলে আমরা কি অন্নাভাবে মারা যাব? মহারাজকে তো উপগুপ্ত না উপদেবতা পেয়ে ব'সেছে! সঙ্গে ক'রে নে সমস্ত ভারতবর্ষটা তো ঘোরালে! সমস্ত হিন্দু তীর্থ গেল, মহারাজের সে সব তীর্থ দর্শন হ'লো না, কোথায় ওর বুদ্ধদেব ব'সেছিল, কোথায় পোষাক ছেড়েছিল, কোথায় ধ্যান ক'রেছিল, কোথায় বেড়িয়েছিল, কোথায় যমের বাড়ী গিয়েছিল, সেই সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বেড়ান হ'য়েছে; মাটী খুঁড়ে সব অস্থি বার করা হ'য়েছে, সেই সব অস্থির উপর স্তূপ নির্ম্মাণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে সব চেলাচামুণ্ড ছিলেন, তাঁদেরও অস্থির সব স্তূপ হবে।

২য় ব্রাহ্মণ। এ সব কি সত্যি সব বুদ্ধদেবের অস্থি না কি?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন, এতদিন সে সব অস্থি আছে! কোত্থেকে সব ভাগাড় খুঁড়ে অস্থি বার ক'চ্চে। ঐ উপগুপ্তটা কি ঝানু কম?

বীত। না না, সে সকল অস্থি পরম যত্নে রক্ষিত ছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোট রাজা, ঐ উপগুপ্ত বেটা চ্যালাদের দিয়ে পেঁড়া বন্দী ক'রে রাখিয়েছিল।

বীত। না, না, পুরাতন স্তম্ভের গর্ভে সুবর্ণ-পেটিকায় সে সব অস্থি রক্ষিত হ'য়েছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। শোনেন কেন? তবে আর নূতন ক'রে স্তূপ হ'চ্চে কেন?

বীত। সেই অস্থি বিভাগ ক'রে ভারতবর্ষব্যাপী সব স্তূপ হবে।

১ম ব্রাহ্মণ। আর সঙ্গে সঙ্গে বিহার নির্ম্মাণ। হাড়ি শুঁড়ি ম্যাথর মুদ্দফরাস সব মাথা কামিয়ে হলদে কাপড় প'রে পায়ের উপর পা দিয়ে খাবে। আর বামুনগুলো ভেসে যাবে!

বীত। আচ্ছা আপনারা তো বলেন—বুদ্ধদেব অবতার?

১ম ব্রাহ্মণ। নাস্তিক অবতার—নাস্তিক অবতার, কলির লোককে নরকগ্রস্ত ক'র্‌তে এসেছেন!

বীত। তবে না শুন্‌তে পাই,—অবতার ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে আসেন?

২য় ব্রাহ্মণ। শোনো কেন, কেউ বলে অবতার—কেউ বলে নয়।

১ম ব্রাহ্মণ। মহারাজ তো সব বড় বড় বিহার নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন, পালে পালে সব বৌদ্ধ ভিক্ষু নাস্তিকের দল এসে হলদে কাপড় প'রে মাথা কিনে ব'সেছেন। হাঁড়া হাঁড়া ঘি যাচ্চে, কাঁথার মতন সর, ভার ভার দুধ, মাখমের পর্ব্বত—এই সব বিহারে চ'লেছে। ব্যাটারা দিব্যি মজা মেরে পায়ের উপর পা দিয়ে খাচ্ছে। রাত্রে

দোর দিয়ে থাকেন, বোধ হয় নিরিবিলি ভিক্ষুণীদের সেবা নেন।

বীত। ভিক্ষুণীরা না আলাদা থাকে?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোটরাজা, ও মাণিকজোড়ের পাতা—

আকাল। আহা, খুড়োকে তো সমস্ত রাত এ সব তদ্‌বির ক'রে বেড়াতে হয়। খুড়ো, ঘুমোও কখন?

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নে নে; বেল্লিকপনা রাখ্‌! ছোটরাজা, তুমি থাকৃতে এ সব কি হ'তে ব'স্‌লো? মহারাজকে দেখ্‌ছি তো যাদু ক'রেছে।

বীত। কি ব'লবো বলুন? এক বেটা দিন-কতক ভোজবাজী দেখালে। তা যদি গেল, এখন দমবাজীতে প'ড়েছেন। আকাল, ব'লতে পারো, খামকা ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-ভাইপো কোত্থেকে আমদানি হ'লো?

আকাল। গাছে ফলেছিল।

৩য় ব্রাহ্মণ। আর যেটা ভাইপো ব'লে এসেছে, আমি শুনেছি, ওটা চাঁড়াল ছিল।

বীত। চাঁড়াল কি দোষ ক'রেছে বলুন? যে জাতের ছায়া অস্পৃশ্য, তিনি রাজমহিষী, আর তাঁর গর্ভে রাজপুত্র, রাজকন্যা! তবে মা মানা ক'রে গিয়েছেন, দাদার কথায় কোন কথা কব না।

আকাল। আহা ছোট রাজার ভ্রাতৃভক্তিটুকু খুব! মুখটী টিপেই আছেন, দাদার একটী কথাও কন না।

বীত। কি বল—ন্যায্য অন্যায্য ব'লতে হবে না?

আকাল। হবেই তো, নইলে ভ্রাতৃভক্তি জাহির হবে কিসে?

১ম ব্রাহ্মণ। যেতে দিন, যেতে দিন—ও বর্ব্বরের কথা! আপনি ঐ হলদে কাপড়পরা ব্যাটাদের একটু দাবিয়ে দেবেন।

বীত। আমার কাছে যে ঘেঁসে না, জানে শক্ত পাল্লা, দমবাজী চ'লবে না। ব্যাটারা কি ভণ্ডবিটেল! রাজার খোলা ভাণ্ডার পেয়েছেন, দিনে চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় সব মারেন, আর রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে সব ধ্যানে বসেন। আপনি ঠিক ব'লেছেন, ওই ভিক্ষুণীদের সঙ্গে রাত্রে দেখা সাক্ষাৎ হয় বই কি?

১ম ব্রাহ্মণ। হয় না তো কি? না হয় তো জিব কেটে ফেল্‌বো।

আকাল। দোহাই ম'শায়, নাক কাটুন, কাণ কাটুন, ঐ জিবটী কাটবেন না, পরচর্চ্চার ফোয়ারা এমন আর কোন জিবে বেরুবে না। জিব কেটে কেন আপনার বাক্য-সুধায় বঞ্চিত ক'র্‌বেন?

১ম ব্রাহ্মণ। যথা কথা তোর না সয়, তুই স'রে যা।

আকাল। সয় না কি ব'লছ খুড়ো—মধুর স্রোত ঢাল্‌ছ! আপনার সুখ্যাতি আর পরচর্চ্চার চেয়ে এমন কিছু আর কি মিষ্টি আছে খুড়ো,— যেন টাটকা চাকের মধু!

১ম ব্রাহ্মণ। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখুন, দেখুন যেন রাহুর মত মহারাজকে ঘিরে আসছে। রাজসভায় আর ব্রাহ্মণ সজ্জনের জায়গা নাই।

বীত। একথা ব'ল্‌ছেন কেন? নিত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ী তো নিয়মমত সিধে যায়। আপনাদেরও তো মহারাজা অযত্ন করেন না।

১ম ব্রাহ্মণ। করেন না কেমন ক'রে আর? ওদের কথাই যোল কাহন।

আকাল। তা কি ক'র্‌বেন বলুন, আপনারা তো ঠোঁটই খোলেন না, পাছে দু'চারিটী কেলে ছাগল বেরিয়ে পড়ে!

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নাও, কে ঐ বেল্লিকদের সঙ্গে তর্ক করে!

আকাল। আহা, খুড়োর ক্ষমা গুণটী বড়।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

(অশোক, কহ্লাটক এবং কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষুর প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, তুমি সভায় থাক না কেন?

বীত। মহারাজ, ওঁরাই সভা আলো ক'রে আছেন।

অশোক। তুমি ব্যঙ্গ ক'চ্চ—সত্যই এঁদের পদার্পণে আমার সভা উজ্জ্বল।

বীত। আজ্ঞে দিব্য আহারাদি করেন,—চেহারায় খুব জলুস!

কহ্লা। কুমার, নিষ্পাপ দেহ—যে জ্যোতিঃপূর্ণ, এ তো আপনার অজ্ঞাত নয়।

বীত। তা তো নয়ই—তা তো নয়ই। খুব সংযম আছে, কাম ক্রোধাদি রিপু সব দমন করেছেন, কি আজ্ঞা হয় সব ভিক্ষু ঠাকুরেরা?

১ম ভিক্ষু। কুমার, রিপুজয়ী এক বুদ্ধদেব, আমরা রিপুজয়ী বলে স্পর্দ্ধা ক'রতে সক্ষম নই।

বীত। হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্য ব'লেছেন। বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি [illegible] ভক্ষণ ক'রে রিপু জয় ক'রতে পারেন নাই, রমণীর ললিত মুখদর্শনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।

অশোক। (ভিক্ষুগণের প্রতি) মহাশয়, আমার মিনতি, এ স্থানে এ সকল কথা আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। আপনারা নিজ নিজ স্থানে গমন করুন।

ভিক্ষুগণ। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[বৌদ্ধভিক্ষুগণের প্রস্থান।

অশোক। বীতশোক, এ কি তোমার আচরণ?

বীত। কেন মহারাজ, সত্যকথা বলায় তো আপনার নিষেধ নাই। যদি নিষেধ করেন, বারান্তরে এরূপ ক'রবো না।

অশোক। ওঁরা পরম যোগী, ওঁদের প্রতি এরূপ সন্দেহ?

বীত। মহারাজ মার্জ্জনা ক'রবেন, ভোগী ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয় দমন ক'রতে পারেন, এ আমার ধারণা নাই।

অশোক। ভাল তুমি এসো, আমার অপর কার্য্য আছে। একদিন তোমায় বুঝিয়ে দেবো যে তৃষ্ণা-বর্জ্জিত ভোগ সম্ভব। বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে ও বহু পরীক্ষায় এ ধারণা আমার দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে; ক্রমে তুমিও বুঝবে!

বীত। মহারাজ, বুঝ্‌লে অবশ্য স্বীকার ক'রবো।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, সাধু-নিন্দায় বীতশোকের যে মহা অকল্যাণ হয়!

কহ্লা। মহারাজ, আমি বিস্তর তর্ক ক'রে দেখেছি, উনি কোন মতেই স্বীকার করেন না যে এঁরা সাধু। বলেন বিজ্ঞানবলে কতকটা ভেল্কী দেখিয়ে মহারাজকে ভুলিয়েছেন।

অশোক। আচ্ছা দেখা যাক! সংবাদ পেয়েছেন যে যারা আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, তারা রটনা ক'রেছে যে আমি হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী। এতে নিষ্ঠাচার শত শত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মরক্ষার্থে সভয়ে নির্জ্জন স্থানে বাস কচ্চেন। আপনি অদ্য প্রতি প্রদেশে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে প্রচার করুন যে হিন্দু হোক, জৈন হোক, যে ধর্ম্ম উপাসক হোন্, যিনি এ রাজ্যে বাস করেন, যিনি নিষ্ঠাচার, স্বধর্ম্মের প্রতি যার অনুরাগ, তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় আমার সম্মান ভাজন, বৌদ্ধের ন্যায় তাঁরাও রাজসাহায্য প্রাপ্ত হবেন।

কহ্লা। মহারাজ কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন? হিংসাবর্জ্জিত সনাতন বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত সকল ধর্ম্মই কুসংস্কারাবৃত। এরূপ সমদৃষ্টি রাজাদেশে কুসংস্কার প্রশ্রয় পাবে, তাতে এই মহান্ ধর্ম্ম-প্রচারে হানি হওয়া সম্ভব।

অশোক। না মন্ত্রীবর, প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বধর্ম্মপালক কদাচ কুসংস্কারজড়িত হয় না, গুরুদেব বারবার আমায় উপদেশ দিয়েছেন। যদি কুসংস্কারজড়িত দেশাচারে কোনও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মালিন্য থাকে, তা অচিরে অপনীত হয়। সদাচারের অপার মহিমা,—তাতে মালিন্য স্পর্শ করে না। জ্ঞানার্জ্জনে নিষ্ঠাব্রত এক মাত্র

অবলম্বন। সত্বর যাতে এ আদেশ প্রচার হয়, যত্নবান হোন।

কহ্লা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থানোদ্যোগ)।

অশোক। আর এক কথা, রাজ্যে যাতে অনাথ, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা হয়, যথায় চিকিৎসাশালা আবশ্যক, কিছুমাত্র ব্যয়-কুণ্ঠ না হ'য়ে, তাহা যেন স্থাপিত হয়। পশুপক্ষীরাও মনুষ্যের ন্যায় শারীরিক নিয়মাধীন,তাদের রোগতাড়না দূরকরণের নিমিত্ত ঐরূপ চিকিৎসাগার নির্ম্মিত হোক। যে সকল ওষধি দুষ্প্রাপ্য, তার বীজ আনয়ন ক'রে যত্নে রোপিত হোক। তীর্থ ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লেম—গমনাগমনের বিস্তৃত পথের অভাব, রাজ্যময় বিস্তৃত পথ নির্ম্মিত হোক। পথিকের জলকষ্ট নিবারণার্থে বহু কূপ খননের আদেশ দিন। যান, বহু কার্য্য, রাত্রিদিবা কার্য্য। রাজ্য—ভার, ভোগ নয়।

কহ্লা। মহারাজের জয় হোক।

[কহ্লাটকের প্রস্থান।

অশোক। আকাল, একটী কাজ ক'রতে পারবে?

আকাল। আজ্ঞা ক'রলেই ক'রতে যাব; পারবো কি না জানি না।

অশোক। যদি উড়তে বলি?

আকাল। লাফ মারবো।

অশোক। যদি ডুবতে বলি?

আকাল। ডুব ফুড়বো।

অশোক। যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি?

আকাল। বোঁ ক'রে চম্পট দেবো।

অশোক। শোন্ তুই বীতশোককে কোনরূপে রাজসজ্জায় আমার সিংহাসনে বসাতে পারিস্?

আকাল। আমায় নিজে ব'স্‌তে বল্লে, যতটা সোজা হতো, ততটা সোজা নয়,—তবে দেখি।

অশোক। আচ্ছা দেখ্ দেখি যদি পারিস। আমি রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে স্নান-আহারাদি অন্তে বিরাম করি জানিস তো? সেই সময়ে বীতশোককে রাজ মুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারবি দেখিস্ যেন কেউ টের পায় না।

আকাল। আর কেউ টের পাবে না, তবে মুকুট পরে ছোট রাজা হাড়ে হাড়ে টের পাবেন।

অশোক। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছিস বুঝেছিস, দেখি তোর বাহাদুরী।

[আকালের প্রস্থান।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দাসের
কোন্ ভাগ্যোদয়ে আজ পবিত্র এ পুরী!

উপ। তীর্থস্থান যথা যথা ক'রেছ ভ্রমণ
যথা প্রভুর জনম,
যেই যেই স্থানে পর্য্যটন,
তপস্যা যথায়
বোধিসত্ব লাভ যে আসনে,—
সে সকল পুণ্যস্থলে
স্তম্ভ-স্তূপ-বিহার নির্ম্মাণ
নিরন্তর বাসনা তোমার।
চৌরাশি সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ কল্পনা
নিরন্তর জাগিছে অন্তরে।
পূর্ণ যাহে হয় তব সাধু মনস্কাম
সেই হেতু আগমন মম।

অশোক। পরম কৃতার্থ দাস অপার কৃপায়;
কিন্তু দেব, ল'য়ে তবাশ্রয়
তবু দ্বন্দ্ব মনে হয়
প্রতি তীর্থে স্তম্ভ স্তূপ বিহার সকল
কেমনে উঠিবে?
শিল্প-নিপুণতা হেন আছে রাজ্যে কার,
যাহার সাহায্যে হবে এ কার্য্য উদ্ধার?

উপ। এসো আছ প্রতিশ্রুত বুদ্ধদেব-স্থানে,
রাজাদেশ পালনে করহ অঙ্গীকার।

(মারের প্রবেশ)

মার। আমি তো রাজ কিঙ্কর, আমি তো রাজকিঙ্কর চিরদিনই আছি।

অশোক। প্রভু, এ তো মায়াধর, মায়াপুরী নির্ম্মাণ ক'রেছিল। কে জানে কি শক্তি প্রভাবে এ অমানুষিক কার্য্যে সক্ষম। এ মহা পাপাচার, একে কি নিমিত্ত আহ্বান

ক'র্লেন? এ ক্ষণমধ্যে মায়া স্তূপাদি নির্ম্মাণ ক'র্বে, কিন্তু অচিরে সে সকল ধ্বংস হবে।

উপ। না মহারাজ, এই পাপাচার-নির্ম্মিত স্তূপ চিরদিনের নিমিত্ত ভারতে মহারাজের মহিমা প্রচার কর্বে। আজ্ঞা প্রদান করুন। যে দিন যে তীর্থে অনুমতি কর্বেন, তথায় যেন অচিরে স্তূপ নির্ম্মিত হয়। কুণ্ঠিত হবেন না, যেমন বলবান্ পশু আরোহণে অনায়াসে ভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ পাশব প্রবৃত্তির সারভূত শক্তির আশ্রয় গ্রহণে সঙ্কুচিত হবেন না।

অশোক। প্রভু, ভারতের শিল্পীর পরিচয় কি এ স্তূপ-নির্ম্মাণে ধরাবাসী প্রাপ্ত হবে না।

উপ। বৎস, সমস্তই শিল্পীর কৌশলে নির্ম্মিত হবে। ভারতের শিল্প-নৈপুণ্য জগতে অবিদিত থাকবে না। কেবলমাত্র এর বিঘ্ন-উৎপাদনশক্তি হরণ করা প্রয়োজন। (মারের প্রতি) যাও—দূর হও, সময়ে আজ্ঞা পালন ক'রো।

[মারের প্রস্থান।

অশোক। প্রভু, কে এ ব্যক্তি?—ভূত, প্রেত, পিশাচ বা দানব? আকার মানুষের ন্যায় দেখলেম!

উপ। এর স্বরূপ আকার এখনই তোমার দৃষ্টিগোচর হবে। দর্শন করো—(অশোককে স্পর্শ করণ)

(পট পরিবর্ত্তন)

দৃশ্য—কুঞ্জবন।

[কুঞ্জবন মধ্যে সুন্দর বেশভূষায় সহচর ও সহচরীগণবেষ্টিত মারের বিহার। সহসা জ্যোতিঃ প্রকাশ; জ্যোতিঃস্পর্শে কুঞ্জবন নরকে পরিণত হওন এবং সহচর ও সহচরীগণসহ মারের কদাকার ও কুৎসিত মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হওন।]

অশোক। মরি মরি—কি পুষ্পরাজি-বিকসিত কুঞ্জসারি! যেন দেব-দেবী আনন্দে বিহার ক'চ্চেন। ওই কি অমরাবতী! গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন কেন? একি! মহান্ জ্যোতিঃ-প্রবাহ কোথা হ'তে আস্ছে জ্যোতিঃ-স্পর্শে সমস্ত শ্রীভ্রষ্ট হ'য়েছে! দেখুন—পূতি-মাংস-অস্থি-বিকীর্ণ মলমূত্র বেষ্টিত—কি কুৎসিত স্থান! কোথায় সেই দেব-দেবী মূর্ত্তি—আলোক-প্রভাবে সকলই বিনষ্ট! ক্ষতপূর্ণ কদাকার দেহী—মূর্ত্তিমান ঘৃণার আকার! গুরুদেব, এ সকল কি?

উপ। ক্ষতপূর্ণ আপাদমস্তক হের মার,
ওই তার ঘৃণিত আগার।
হের হিংসা, তৃষা, সংশয় প্রভৃতি
যত মার-পরিবার, কুরূপ অন্তর—
আচ্ছাদিত মায়ার মোহিনী বেশে।
মহান্ এ পরম আলোকে
দগ্ধ আরোপিত কায়া,—
হের বৎস স্বরূপ আকার সবাকার।

(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

অশোক। কোথায় মিশিল সবে
আবাস সহিত?
কহ প্রভু,
কোথা করে অবস্থান স্বগণে দুর্জ্জন?
কেন ধরে সুন্দর মুরতি?

কিবা ওই মহা জ্যোতিঃ,
স্পর্শে যাহা
স্বরূপ কুৎসিত তনু প্রকাশ পাইয়ে
আবাস সহিত—মিলিল অনিলে যেন।

উপ। মানব-হৃদয় স্থান জেনো ও সবার,—
মোহাচ্ছন্ন মানবে সঞ্চালি
নিত্য করে জীবলোকে কেলি,
মুগ্ধ করি মোহিনী-আকার ধরি!
কভু বার-বিলাসিনী,
কভু চাটুকার
কহে মৃদু সুমধুর বাণী;—
কভু দুষ্ট উপদেষ্টা রূপে,
ন্যায়-পরিচ্ছদে সাজাইয়া রোষে
নরে আনে বশে,
প্রেম-ছায়া কামে করে দান;
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে সত্য ভাণে,
বসি হৃদে হেন মতে মোহি জনে জনে
পাপের সংসার তার করে সুবিস্তার।
কিন্তু ওই মহান্ আলোকে,
দীপ্ত যদি হয় হৃদিস্থল,
সূর্য্যালোকে শিশির যেমন
পায় লয় পাপাচার কায়া,
পাপ-ধ্বংসকারী সেই মহা সূর্য্যকরে,
হৃদ্‌পদ্ম হয় সুপ্রকাশ,
পদ্মাসনে বুদ্ধদেব বসেন তাহায়।

অশোক। প্রভু প্রভু, সংশয় দূর করুন। যদি অন্তরে ওদের স্থান, তবে বহির্দৃষ্টিতে কি আকার দেখ্‌লেম?

উপ। জেনো বৎস বহির্দ্দেশে অন্তরের ছবি:
শূন্য—শূন্য—শূন্য সমুদয়—
কিছু নাই কিছু আর নয়,
আত্ম-অভিমান করিয়া আশ্রয়
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা।
কেহ ভোগের আশায়
অন্তরের পাপবৃত্তি করে উত্তেজনা,
বর্দ্ধিত আকারে
মার কলেবরে দেখা দেয় তারে
তার অন্তরের ছবি।
অতি তুষ্ট যাহার সাধনে
কুক্রিয়ার শক্তি তারে দানে,
স্বার্থের কারণে ইন্দ্রিয় চালনে
উৎপাত ঘটায় এ সংসারে।
মায়া শক্তি পায় সে দুর্জ্জন,
বাসনার প্রয়োচনে—
তুষ্টা শক্তি-আরাধনে
পূর্ণকাম সিদ্ধিলাভ তার।
কিন্তু ওই মহা জ্যোতিঃ নিহিত হৃদয়ে
ধ্যানযোগে হয় দীপ্তমান,
বোধিসত্ত্ব লভে সেই বুদ্ধদেবে হেরি।

অশোক। প্রভু প্রভু, আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে, আমার হৃদয়েও কি ওদের বাস?

উপ। বৎস, চিন্তা ক'রো না, শীঘ্র বিতাড়িত হবে। কোনরূপ আত্ম-প্রতারণায় ক্রোধ-যুক্ত হ'য়ো না। কামের নিকট সতর্ক থেকো। কাম বহু রূপধারী, দয়া, মায়া, প্রেম,—বিশেষ ধর্ম্মের আকারে তার ছলনা। কদাচ তারে প্রশ্রয় দিও না। রাজকার্য্যে গমন করো, আমি স্বস্থানে যাই।

অশোক। প্রভু, প্রণাম গ্রহণ করুন।

উপ। মার-জয়ী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজ-সভা।

ক্রন্দনরত আকাল।

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। কিহে আকাল, কাঁদ্‌ছ কেন?

আকাল। আর যাও ছোটরাজা, আমার মনের দুঃখ মনেই রাখ্‌বো, কারেও ব'লবো না।

বীত। কি বলই না শুনি?

আকাল। হ্যাঁ বলি, আর মহারাজকে ব'লে তুমি গর্দ্দানা নেওয়াও।

বীত। না না—বল না?

আকাল। আমি এমন বোকা রাজার দেশে থাক্‌বো না: তা নয় তো কি, ঐ উল্লুক-ভাল্লুক ব্যাটাদের কথায় মাটীতে শোবে, একবার খাবে, মৃগয়ায় যাবে না, দুটো আমোদ ক'রবে না, রাতদিন কাজ-কাজ-কাজ! আমিও হায়রাণ হ'য়েছি, দিবারাত্র ফরমাস্—ঐ ঘিয়ের মট্‌কি ক'টা নিয়ে আশ্রমে দিয়ে এসো, ঐ ঘন দুধের সরের থান বৈকালিক পাঠাও,—ঐ ফলের পর্ব্বত, ছানার ঢিপি, সব চালান দাও,—আমি আজ চম্পট দিচ্চি। তবে একটা মনের সাধ মনে রইলো।

বীত। কি, সাধ হে?

আকাল। সে আবার আপনি তামাসা ক'রে উড়িয়ে দেবেন।

বীত। নানা, তামাসা ক'র্‌বো না, বল না?

আকাল। আপনাকে একবার মুকুট মাথায় দিয়ে রাজসিংহাসনে দেখ্‌বার আমার বড় সাধ।

বীত। আজ তোমার এ কি ভিট্‌কিলেমি?

আকাল। ঐ জন্যেই বলি নাই, মনের সাধ মনে মেরেছি। আচ্ছা, চল্লুম—নমস্কার!

বীত। কিহে আজ ব্যাপারখানা কি?

আকাল। সে অনেক কথা।

বীত। বলই না?

আকাল। তবে সিংহাসনে চেপে ব'সে শুনুন। সে সব ভঙ্গী ক'রে দেখালে তবে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এই বসুন, মাথায় মুকুট দিন। আপনি যেন রাজা, আর আমি যেন ঐ হাড়গিল্লে মন্ত্রীটে,—এই যেন আপনি ব'সেছেন, আর এই যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। দিন, দিন—মুকুট মাথায় দিন!

(বীতশোকের সিংহাসনে উপবেশন এবং আকালের বীতশোকের মস্তকে মুকুট প্রদান)

দিয়েছেন তো? আর এই আমি দাঁড়িয়ে আছি;—দাঁড়িয়ে আছি তো—আছি।

বীত। দাঁড়িয়ে তো আছ, তারপর?

আকাল। এই—এ দিকে দাঁড়িয়ে আছি, এই ও দিকে দাঁড়িয়েছি; আবার—এ দিকে দাঁড়াচ্চি, তো ও দিকে দাঁড়াচ্চি। ওই মহারাজ আস্‌ছেন, বাপ্‌রে—পালাই—

[আকালের পলায়ন।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার মুকুট ধারণ করিস্—আমার সিংহাসনে উপবেশন করিস্?

বীত। মহারাজ, আকাল পরিহাস ক'রে—

অশোক। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে উপবেশন পরিহাস,—রাজমুকুট ধারণ পরিহাস? তুই বিদ্রোহী।

বীত। মহারাজ, আকালকে জিজ্ঞাসা করুন।

অশোক। বুঝেছি—বুঝেছি—আকালের সঙ্গে তোর পরামর্শ, তাই পলায়ন ক'র্‌লে।

(রাধাগুপ্ত ও রাজ-পারিষদগণের প্রবেশ)

দেখুন, বীতশোকের ব্যবহার দেখুন। ইনি আমার সিংহাসনে—আমার মুকুট ধারণ ক'রে উপবেশন ক'রেছেন। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত, আপনারা সতর্ক হোন।

বীত। মহারাজ, দাসের কোনও অপরাধ নাই।

অশোক। আবার—নিরপরাধ ভাণ!

বীত। মহারাজ, যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, মার্জ্জনা করুন।

অশোক। বিদ্রোহীর অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তবে তুমি আমার সহোদর, রাজ্য কর্‌বার ইচ্ছা হ'য়েছে, রাজভোগ তোমার লালসা; সাত দিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে যদিচ্ছা ভোগ করো! যেরূপ উৎসব তোমার অভিমত—সেরূপ করো। সপ্তাহ ভোগান্তে তোমার শিরশ্ছেদ হবে। মন্ত্রি, সাতদিন আমার প্রতিনিধি স্বরূপ ইনি সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌বেন। যেরূপ রাজভোগ ওঁর অভিলাষ, যে সুন্দরী রমণীর প্রতি ওঁর দৃষ্টি, ওঁর বাসনা-তৃপ্তির জন্য যেন ওঁর অভাব হয় না। ওঁর যেরূপ অভিপ্রায়;

সেইরূপ ওঁর ভোগের আয়োজন ক'র্‌বেন। নগরে সাতদিন উৎসব হোক্‌, উনি উৎসব-আনন্দ করুন।

[অশোকের প্রস্থান।

রাধা। মহারাজের কি আজ্ঞা প্রকাশ করুন?

বীত। আজ্ঞায় আর কাজ নাই, অজ্ঞান হই নাই — এই ঢের।

রাধা। মহারাজ গাত্রোত্থান করুন, বিরামের সময় উপস্থিত।

বীত। আর বিরাম কাজ নাই, আজই নাইয়ে এনে কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে যা কর্‌বার করুন।

[বীতশোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(তৃষা ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নৃত্য-গীত।

হয় যদি হবে মরণ, আজ কেন ভেবে
মিছে মজা হারাবে।
ফোটে ফুল লোটায় মধু ঝরবে কি ভাবে॥
ম'র্‌বে তো সবাই মরে,
নিত্য কেবা ভেবে মরে,
মরণ হ'লে ফুরিয়ে যাবে, নাও
আমোদ ক'রে;
এস হে সোহাগ ভরে, সোহাগীরে
হৃদে ধ'রে
পিয়ে অধর-সুধা থাক বিভোরে;
আসুক মরণ, থাক্‌লে বিভোরে—
কি এসে যাবে॥

তৃষা। আসুন মহারাজ, উপবনে বিহার কর্‌বেন!

বীত। আর বিহার ক'র্‌বো কি, উপদেবতা ঘাড়ে চেপে যে হাড়ে হাড়ে বিহার করাচ্চে।

তৃষা। আসুন আসুন, সময় ব'য়ে যায়।

বীত। গেলে আর ক'চ্চি কি বল?

তৃষা। তোরা যালো বা, আমি রাজাকে নিয়ে যাচ্ছি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মহারাজ এত ভাবছেন কেন,—সাতদিন তো আপনার অধিকার? সাতদিন যা আজ্ঞা ক'র্‌বেন, সম্পন্ন হবে।

বীত। সুন্দরী, জানি না তুমি কে? কিন্তু তোমার পাপছায়া আমার অন্তরে ফেলবার চেষ্টা ক'চ্চ। তোমার অভিপ্রায়, আমি রাজাকে বধ কর্‌বার উদ্যোগ করি। কিন্তু শোন, যদি আমার দেহে হিংসা থাকতো, অগ্রে তোমার শিরশ্ছেদ ক'রতেম। যাও, কে তোমায় প্রেরণ ক'রেছে জানি না, তারে ব'লো, মহারাজ আমার ইষ্টদেব। আমি পরিহাস-পরবশ হ'য়ে রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'রেছি, পিতা-পিতামহ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসন উপেক্ষা! তবে প্রাণের মমতায় এখনো বর্জ্জিত হই নাই, তাই আমায় বিষণ্ণ দেখ্‌ছ। আমি নির্ব্বোধ, কিন্তু বংশের কলঙ্ক নই।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক ও রাধাগুপ্তের পরস্পর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ)

অশোক। কোথায় গেল, নর্ত্তকীদের সঙ্গে গেল কি?

রাধা। না মহারাজ, বিষণ্ণভাবে নিজ মন্দিরে গমন ক'রলেন।

অশোক। কে তুমি?

তৃষা। আমি মহারাজের নিকট পত্র ল'য়ে এসেছিলুম।

অশোক। কে পত্র দিয়েছে?

তৃষা। গোপনে মহারাজকে নিবেদন [illegible]।

রাধা। মহারাজ, রাজাজ্ঞা হ'লে [illegible] করি।

অশোক। আসুন।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

তৃষা। এই পত্রে সমস্ত অবগত হবেন, যদি ইচ্ছা হয়, দাসীর দ্বারা উত্তর প্রেরণ কর্‌বেন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম জান্‌তে ইচ্ছুক? বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দ্বারা জান্‌তে পারেন।

তৃষা। জেনেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর তৃপ্তি হয় নাই। তাঁর মনে সংশয় যে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সামান্য অবস্থার ব্যক্তি, হয় তো কোন দীনদরিদ্র ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হ'য়ে ভিক্ষা দ্বারা সম্মানের সহিত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহারাজ যদি ভোগ বর্জ্জন করে থাকেন, – সে আশ্চর্য্য! আপনি কি রত্ন প্রাপ্ত হয়ে কঠোর আত্ম-বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সে কথা জান্‌বার তাঁর ইচ্ছা। আপনি যদি কৃপায় স্বয়ং তাঁরে দর্শন দিয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করেন!

অশোক। আমি প্রতিশ্রুত হতে পারি না। তুমি সময়ান্তরে এসো, আমি উত্তর দেব।

তৃষা। যে আজ্ঞে।

[অসাবধানতার ভাণে একখানি চিত্রপট নিক্ষেপ করিয়া তৃষার প্রস্থান।

অশোক। কে এ পত্রলেখিকা! কোন উচ্চ বংশীয়া হবে। অবশ্য এরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব; ভোগ ইচ্ছা সহজেই দমন করা যায় না। একি—পত্রবাহিকা ফেলে গেল না কি? (ভূপতিত চিত্রপট তুলিয়া লইয়া) সুন্দর—ধ্যানস্থ নারী মূর্ত্তি! নিম্নে "তিষ্যরক্ষিতা" লিখিত; সুন্দরীর নাম কি তিষ্যরক্ষিতা?

(আকালের প্রবেশ)

আকাল। মহারাজ কি ও!

অশোক। কিছু না, কি সংবাদ?

আকাল। মহারাজ আমি শুন্‌তে শিখেছি।

অশোক। বটে।

আকাল। পরীক্ষা করে দেখুন, ওখানা কোন স্ত্রীলোকের ছবি।

অশোক। কিসে?

আকাল। আপনার গোপন করায়, আর শিউরে ওঠায়।

অশোক। যাও, বীতশোক কি ক'চ্চে সন্ধান নাও।

আকাল। তা নিচ্চি। কিন্তু মহারাজ ভূঁয়েই শোন আর এক সন্ধ্যেই খান, আমি রাস্তায় গড়িয়ে উপোস ক'রে দেখেছি, ও মেয়েমানুষের ফাঁড়া কাটে না। মহারাজেরও ফাঁড়া কাটে নাই বোধ হয়।

অশোক। যাও যাও, এ কুলকামিনীর ছবি, তাই গোপন ক'রলেম।

আকাল। মহারাজ রুষ্ট হন হবেন, যিনি আপনার ছবি আঁকিয়ে বিলোন, তিনি কুলকামিনী নন, কুলের ধ্বজা!

(আকালের প্রস্থান।

(কহ্লাটকের প্রবেশ)

অশোক। কি সংবাদ?

কহ্লা। মহারাজকে দাস পূর্ব্বেই নিবেদন ক'রেছিল যে সনাতন অহিংসা ধর্ম্ম ব্যতীত, অপর কোন ধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া না হয়; কিন্তু রাজ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মহারাজের আজ্ঞামত প্রচারিত হ'য়েছে যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী অবাধে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান করুক, মহারাজ সকলকেই আশ্রয় প্রদান ক'রবেন। তার ফল দেখুন। গর্ব্বিত নাস্তিক জৈন, তাদের উপাস্য মহাবীরের মূর্ত্তির পদতলে, ব'ল্‌তে জিহ্বা জড়িত হ'চ্চে—

অশোক। কি কি?

কহ্লা। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রেছে।

অশোক। কি এত বড় স্পর্দ্ধা। রাজাজ্ঞা প্রচার করুন যে প্রতি জৈনের মস্তকের মূল্য দশ স্বর্ণ মুদ্রা; রাজকর্ম্মচারীর নিকট মুণ্ড আনয়ন মাত্র প্রাপ্ত হবে। আজ হ'তে জৈন নিধন আমার সঙ্কল্প।

কহ্লা। যে আজ্ঞা মহারাজ, দাসও সেই প্রার্থনা ক'রেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

বীতশোক।

বীত। এত দিনে জন্মেছে প্রত্যয়,
মৃত্যু মহাভয়—মৃত্যু মহাশিক্ষাদাতা।
বুঝিয়াছি—বুঝেছি এখন,
কি কারণে নৃপতি-নন্দন
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভিক্ষু করি দরশন
হইলেন তপোচারী!
বিনা মৃত্যু-জয়—
নাহি আর শান্তির উপায়।
ক'রেছেন বুদ্ধদেব পথ প্রদর্শন,—
করিবারে মৃত্যু পরাজয়,
এক মাত্র উপায় সে পন্থাবলম্বন।
বৃথা কার্য্যে কেটেছে সময়,
সাধনার নাহিক উপায়,
গত দিন—মরণ নিকট,
কাঁপে হৃদি অহর্নিশি বিষম চিন্তায়!
এই চক্ষু, সুন্দর এ ধরা না হেরিবে,
শ্রবণ, না শুনিবে পাখীর গান,
পুষ্পঘ্রাণ নাসিকায় না স্পর্শিবে,
রসাস্বাদ বর্জ্জিত হইবে জিহ্বা,
কমনীয় কান্তি পরশনে—
আর কায়া প্রফুল্ল না হবে,
ফুরাইবে ফুরাবে সকলি!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, একদিন গত, ছয়দিন অবশিষ্ট। চলুন, সুন্দরীরা সুধাপাত্র ল'য়ে আপনার অপেক্ষায় র'য়েছে।

[দূতের প্রস্থান।

বীত। আর আঁখি নিদ্রা না করিবে আকর্ষণ,
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত দিবানিশি,
স্বপ্নাচ্ছন্ন ব'য়ে যায় দিন।

[বীতশোকের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিত্তহরার কক্ষ।

"তিষ্যরক্ষিতা" রূপী চিত্তহরা।

চিত্তহরা। মা গো কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! ঐ তো রূপ! মর পোড়ারমুখো, তার উপর একটু সুগন্ধ মাখ,—গায়ের বোট্‌কা গন্ধ ঘুচুক। মাগো—কাছে এলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। এখনো খেল্‌ছেন—মনে ক'চ্চেন, গাঁথা পড়েন নাই! টেনে তুল্লেই হয়, ঘৃণায় তুলি নাই, যদ্দিন যায়—যাক্। কি চমৎকার বেশ ক'রে দিয়েছে, কি চমৎকার চুলের রং ক'রেছে, যেন চাঁদের আলো—চুলে বাঁধা। কি চমৎকার রং! রংয়ে মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেছে! কে ব'ল্‌বে—আমার বয়স হ'য়েছে। সুসীম যা দেখে ম'রেছিল, বেশ ভূষায় তার চেয়ে শতগুণে সুন্দরী হ'য়েছি। ঐ আস্‌ছে—ধ্যানে বসি। (ধ্যানমগ্নভাবে উপবেশন)

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। (স্বগত) কি সুন্দর! ধ্যানমগ্না—যেন ধ্যানে গঠিতা মূর্ত্তি! কি কঠিন পণ,—রূপ যৌবন বিসর্জ্জন দিয়ে ইষ্টলাভের জন্য কুমারীব্রত অবলম্বন ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) আমি এসেছি। (স্বগত) গভীর ধ্যানমগ্না! (উচ্চকণ্ঠে) আমি এসেছি!

চিত্ত। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করণ)।

অশোক। (স্বগত) এ দীর্ঘ নিশ্বাস কেন?

চিত্ত। কই- কই—কোথা গেলে? (বাহু প্রসারণ করিয়া উত্থান)।

অশোক। কি, কি—কার অনুসন্ধান ক'চ্চ?

চিত্ত। না মহারাজ—না মহারাজ— কিছু না—আমি পাগল, আমার মনের ঠিক নাই।

অশোক। সুন্দরি, কার ধ্যানে নিমগ্না ছিলে? কারে হারা হ'য়ে ওরূপ বাহু প্রসারণে আলিঙ্গনে উদ্যত হ'য়েছিলে!

চিত্ত। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না, রমণীকে লজ্জা দেবেন না। আমি আত্মহারা, আমার বামন হ'য়ে চন্দ্র আকিঞ্চন।

অশোক। কি—কি ব'ল্‌চ?

চিত্ত। মহারাজ—কেন উপদেশ দিতে আসেন? আমি কার ধ্যান ক'র্‌বো? আমি অষ্ট প্রহর এক ধ্যানে মগ্ন, আমার হৃদয় হৃদয়-দেবতায় পূর্ণ,—সেথায় অন্য দেবতার স্থান নাই।

অশোক। কে সে ভাগ্যবান্?

চিত্ত। মহারাজ, কেন লজ্জা দেন? আমি দাসী, পদাশ্রিতা, আমায় লজ্জা দেবেন না।

অশোক। কি ব'ল্‌ছ?

চিত্ত। মহারাজ, আপনি রাজা, আপনার অজ্ঞাত কি আছে? আপনি কি সত্যই জানেন না, আমি কার ধ্যানে মগ্ন? কে আমার অন্তর অধিকার ক'রেছে, তা কি আপনার অজানিত? এতদিনে যদি বুঝে না থাকেন, তা'হলে রাজদর্শন-সাধ আমার ফুরুলো! আর মহারাজকে কষ্ট দেবো না, আর মহারাজকে আস্‌বার জন্য অনুরোধ ক'র্‌বো না।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা—তিষ্যরক্ষিতা,—সত্য বলো, তুমি কি আমার অনুরাগিণী?

চিত্ত। (মৌনভাবে অবস্থান)।

অশোক। বলো—বলো,—যদি সত্য হয়, কেন আমায় স্বর্গ-সুখে বঞ্চিত করো? আমার গৃহ শূন্য, আমার গৃহ আলো ক'রে, আনন্দদায়িনি! আনন্দ বিস্তার করো—

চিত্ত। মহারাজ বিবেচনা করুন,—অজানিতা, অপরিচিতাকে গ্রহণ ক'রে তো রাজপুরী অপবিত্র হবে না?

অশোক। না তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—সাধনের সহায়। আমি অদ্যই চতুর্দ্দোল প্রেরণ ক'রে তোমায় ল'য়ে যাব। এস হৃদয়েশ্বরী—হৃদয়ে।

চিত্ত। না—না, মহারাজ—সময় দিন—বিবেচনা করুন; উতলা হবেন না। না—না—আমায় স্পর্শ ক'র্‌বেন না।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা—তিষ্যরক্ষিতা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কাল - রাত্রি। স্তূপ-নির্ম্মাণ-রত শিল্পীগণ।

দেবী।

(সহচরীগণ সহ বোধিবৃক্ষের শাখা হস্তে সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ)

সঙ্ঘ। সারীপুত্র মহোদয় বুদ্ধ-পারিষদ,
অস্থি তাঁর প্রতিষ্ঠা করিবে স্তম্ভ মাঝে,—
মহা কার্য্যভার তুমি ল'য়েছ জননি,
পতিভক্তি হৃদে ধরি সাহায্যে পতির।
দেহ তনয়ায় ভার,
সাধ্যমত দেবকার্য্যে জীবন যাপনে।
দিবসরজনী প্রভেদ না মানি,
অন্নপানি করিয়ে বর্জ্জন
নিয়োজিত আছ মহাকার্য্য অনুষ্ঠানে!

দেবী। বৎসে,
রাজার সাহায্যে কার্য্য করিব সাধন—
নহি হেন ভাগ্যবতী;
হইয়াছি পিতার সম্পত্তি অধিকারী—
প্রীত্যার্থে তাঁহার
দেবকার্য্যে সে সম্পত্তি করিব অর্পণ –
এই ক্ষুদ্র বাসনা আমার।
কহ কল্যাণি, আমায়,
কিবা কার্য্যে তুমি উৎসাহিতা?
যামিনীতে আগমন তব যে কারণ
চাঁদমুখ নিরখিয়ে পরিতৃপ্ত হৃদি।

সঙ্ঘ। মাতা, আশ্চর্য্য প্রভাব মম মহেন্দ্র ভ্রাতার—
লঙ্কাধামে বুদ্ধদেবে পুজে ঘরে ঘরে,
নরপতি তথা উৎসাহিত আদর্শে পিতার,

ব্যস্ত সদা বৌদ্ধসঙ্ঘ নির্ব্বাণ কারণ,
হইয়াছে শত শত স্তম্ভ উত্তোলিত।
রাজরাণী উন্মাদের প্রায়
সুনির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্ম-দীক্ষা-পিপাসায়।
কিন্তু,
সে দীক্ষাপ্রদানে অসম্মত ভ্রাতা মম,
নারীসঙ্গ ভিক্ষুর নিষেধ।
সে কারণে ভিক্ষুণী প্রেরণে
ক'রেছেন পত্রে ব্যক্ত নিজ অভিলাষ।
পত্রপাঠে উৎসাহিত হৃদয় আমার;
তাই আসিয়াছি শ্রীচরণ বন্দিতে জননি,
পতিসনে ভিক্ষুণী-বেষ্টিত
উপনীত হব লঙ্কাধামে!
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রেছি গ্রহণ;
প্রস্তুত অর্ণবতরী ল'য়ে যেতে তথা।
নন্দিনীরে বিদাও জননি।

দেবী। কোন্ বৃক্ষশাখা এই হেরি তোর করে,
প্রয়োজন সিদ্ধ কিবা হবে এ শাখায়?

সঙ্ঘ। চিনিতে কি হেতু শাখা নারগো জননি?
পবিত্র বৃক্ষের শাখা লঙ্কাধামে ল'য়ে
রোপণ করিব তথা অতি সযতনে,
হবে তায় বুদ্ধগয়া সম তীর্থস্থান;
বৃক্ষে পূজি পবিত্র হইবে জনগণ।
যেই বৃক্ষতরুমূলে বসি ভগবান্,
লভিলেন বোধিসত্ত্ব ধরার কল্যাণে,
তাহারি পবিত্র শাখা নেহার জননি!

দেবী। শুভক্ষণে তোদের দিয়েছি গর্ভে স্থান, সফল জীবন বৎসে তোদের জনমে,
পতিকুল পিতৃকুল উজ্জ্বল উভয়।
যাও মাগো করি আশীর্ব্বাদ,
অবাধে পূরুক মনস্কাম।
ব'লো মহেন্দ্ররে—
কার্য্যে তার পিতৃলোক পুলকিত,
ব'লো রাজমহিষীরে—
পুত্রকন্যা সপি তাঁর ঘরে
নিশ্চিন্ত জননী সে দোঁহার,
যথাযোগ্য সম্ভাষণে তুষিও রাজায়;—
জামাতারে জানাইও কল্যাণ বচন!

(সঙ্ঘমিত্রা ও সহচরীগণের গীত)
যাঁর পদে সঁপেছি জীবন
তাঁরই কাজে যাই চলে।
চরণ ধ্যানে ধ'রে হৃদয়-কমলে॥
কৃপাময় তাঁহার (ই) কৃপায়—
চিনেছি তো তাঁয়,
প্রাণ সঁপেছি তাইতে রাঙ্গা পায়;
কায়মনে যাঁর শরণ নিলে
চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে;
যাই সকলে গগনভেদী রোল তুলে।
জয় জয় জয় বুদ্ধদেবের জয় বলে॥

[সঙ্ঘমিত্রা ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

দেবী। আমি কি কঠিনা জননী, পুত্রকন্যা বিদায় দিয়ে আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হ'চ্চে, আমি আপনাকে শত ধন্য জ্ঞান ক'চ্চি। যাই, যতক্ষণ দেখা পাই, দেখি।

[দেবীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রাজসভা।

রাধাগুপ্ত ও সভাসদগণ।

কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। মন্ত্রীবর, শুনচি নাকি রা[illegible]াপে কাকার আজ প্রাণদণ্ড হবে। আপনি আমার মিনতি রক্ষা করুন, আসুন মহারাজের চরণে সকলে মিলে মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

রাধা। আমরা অনেক প্রার্থনা করেছি, মহারাজ মার্জ্জনা ক'রবেন না।

কুনাল। তবে মহারাজকে অনুরোধ করুন, কাকার পরিবর্ত্তে আমার প্রাণবধ করুন।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কি কুনাল, তোমার খুল্লতাতের প্রতি যে তোমার বড় স্নেহ!

কুনাল। মহারাজ, কাকা স্বর্গীয়া রাজমাতার বড় আদরের ধন, ওঁর প্রাণবধে তিনি স্বর্গে চঞ্চলা হবেন। পিতা, পিতা— বাল্যকালে কাকার কোলে লালিত হ'য়েছি, জননীর অদর্শনে কাকা আমার জননীর মত তাঁহার স্নেহভরা হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। পিতা, সন্তানের প্রার্থনা রক্ষা করুন।

অশোক। কুনাল, তোমার কি ধারণা যে তোমার পিতা তাঁর স্বর্গীয়া জননীকে বিস্মৃত হ'য়েছেন? তোমার কি ধারণা, জননীর শেষ বাক্য তিনি রক্ষা ক'রবেন না? তিনি হাতে হাতে সমর্পণ করেছেন—তা তোমার পিতা ভুলেছে? তুমি কি জান না, বীতশোক আমার প্রাণের প্রাণ, আমার রাজ্যের দোসর! শান্ত হও।

কুনাল। পিতা পিতা—মার্জ্জনা করুন, সন্তান অজ্ঞান।

(প্রহরীগণ বেষ্টিত বীতশোকের প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, সাতদিন রাজ্যভোগ কিরূপ ক'র্‌লে?

বীত। মহারাজ দিবারাত্র মৃত্যুমুখ দর্শন ক'রেছি। চতুর্দ্দিকে মৃত্যুচ্ছায়া, স্বপ্নবৎ দিন গত হ'য়েছে। ভোজ্যবস্তু, মহোৎসব, নৃত্য-গীত কিছুই আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই।

অশোক। তোমার কি বোধ হয়, তৃষা-বর্জ্জিত ভোগ সম্ভব?

বীত। মহারাজ, মৃত্যু যার সম্মুখে, তার তৃষা কোথায়?

অশোক। জেনো, ঐ যে ভিক্ষু—সপ্তাহ পূর্ব্বে যাদের ব্যঙ্গচ্ছলে ব'লেছিলে যে বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি বাতাম্বুপর্ণাশী হয়েও নারীর ললিত মুখ দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, অতএব ভোগীর কামজয় অসম্ভব। সেই ভিক্ষুরা কি অবস্থায় কালযাপন করেন, অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলে! যে মৃত্যুচ্ছায়ায় তোমায় রাজ্য-ভোগে বঞ্চিত ক'রেছিল, সেই মৃত্যু সম্মুখে রেখে তারা দিবানিশি দেবকার্য্যে কালহরণ করেন। এসো আমায় আলিঙ্গন প্রদান ক'রো। তুমি স্বর্গীয়া মাতার আদরের ধন—কনিষ্ঠ সহোদর; দোসর হ'য়ে সিংহাসনে উপবেশন করো।

বীত। গুরু, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনকারী, পিতৃ-স্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর,—আর আমায় মোহে জড়িত ক'র্‌বেন না। আপনার কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত,—আমি বুদ্ধদেবের জ্যোতি দর্শন ক'রেছি,—সেই জ্যোতি আমায় মহাভয়ে আশ্বাস প্রদান ক'রেছে। মহারাজ, গুরু, আর ভোগ-বাসনায় আমায় জড়িত ক'র্‌বেন না।

অশোক। কি কি—তুমি ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বে?

বীত। আপনার আজ্ঞা অপেক্ষা।

অশোক। বীতশোক, তোমার নিদারুণ বাক্যে আজ আমার সকল কথা মনে প'ড়্‌ছে। শৈশবকালে তোমায় মাতার ক্রোড়ে যেরূপ দেখেছিলেম, আজ মানস-নেত্রে সেইরূপ দেখ্‌ছি। চলৎশক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে ছায়ার ন্যায় আমার পাছে পাছে ভ্রমণ ক'রেছ—সে দৃশ্য উদয় হ'চ্চে! যখন পিতৃবর্জ্জিত, স্বজনঘৃণিত—তোমার সান্ত্বনাবচনে অন্তর-তাপ শীতল হ'য়েছে। আমায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দর্শনে তোমার সেই হর্ষোৎফুল্ল বদন আমার চিত্ত আলোড়িত ক'চ্চে! বীতশোক, আমায় পরিত্যাগ ক'রে যেও না।

বীত। মহারাজ, যে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম আপনি গ্রহণ করেন, সেই দিন তো আপনি ভিক্ষু-আশ্রম প্রার্থনা ক'রেছিলেন,—কেবল মহাপুরুষের আদেশে দেবকার্য্যে রাজ-ভিক্ষুরূপে রাজগৃহে বাস করেন। যে আশ্রম আপনার বাঞ্ছিত, সেই পরমাশ্রমে নিজ দাসকে কেন বঞ্চিত করেন? অনুমতি করুন—আমি সজ্জিত হ'য়ে আসি।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। কুনাল—কুনাল, তোমার কাকাকে ফেরাও,—আমি কঠোর ভ্রাতা, আমার কথা উপেক্ষা ক'রেছে. তোমার স্নেহ উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। যাও কুনাল যাও—তোমার কাকাকে নিবারণ করো, যেন আমার হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ে রাজ্যশূন্য ক'রে চ'লে যায় না!

কুনাল। কেন পিতা, মহানন্দে কেন নিরানন্দ হ'চ্চেন? ভঙ্গুর সংসারে মায়া বর্জ্জন করুন, আপনি জ্ঞানী, অসারকে সার বিবেচনা ক'র্‌বেন না। আমার জ্ঞান হ'চ্চে—পিতৃদেবগণ আনন্দে নৃত্য ক'চ্চেন রাজবংশে আবার ভিক্ষু সন্তান। যেন চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ ক'চ্চে। যেন দেবদেবীগণ মহামহোৎসবে নৃত্য ক'চ্চেন। যেন বসুমতী আনন্দময়ী, আনন্দ-স্রোত স্থলে জলে—পবনে গগনে তপনে—মহা আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করুন—আপনার সন্তান যেন খুল্লতাতের পথাবলম্বী হয়।

কুনালের গীত।

নিদারুণ বন্ধন কত দিন সহিব,
ত্রিতাপ-দহনে কত দিন দহিব,
পাস্থবাসে কত রহিব।
কবে পীতবসন হবে দেহের (ই) ছাদন,
ভ্রমিব স্বাধীন চিতে বিহগ যেমন,
নিতি শমন-শাসন, পীড়ার তাড়ন,
কবে হইবে মোচন;
একে মাটীর কায়া, আছে বেড়িয়ে মায়া
ভৃত্য পাবে কবে চরণ-ছায়া,
শান্তি-বারি প্রাণ ভরি পিয়িব।

ভিক্ষুবেশে বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ।

বীত। গুরু, জ্ঞানদাতা—বিদায় দিন।

অশোক। (সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বীতশোককে আলিঙ্গন করিয়া) :বীতশোক, বীতশোক—কি ব'লে বিদায় দেব। তোমার জননী জীবিতা থাকূলে কি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌তে?

বীত। দাদা, আর কেন পথ প্রদর্শন ক'রে বাধা দেন? মৃত্যুসঙ্কুল সংসারে মমতায় আর আবদ্ধ ক'র্‌বেন না।

কুনাল। কাকা, বিদায়ের সময় মহারাজের নিকট জৈন-বধ ভিক্ষা নেন।

অশোক। কুনাল, ও কথা মুখে উচ্চারণ করিস্‌ নে। নাস্তিক জিন মহাবীরের পদতলে বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করে।—জৈনকুল নির্ম্মূল ব্যতীত এর প্রতিশোধ হবে না।

বীত। দাদা, বিদায় হলুম। যদি মৃত্যুঞ্জয় হ'তে পারি, কথঞ্চিৎ গুরু-দক্ষিণার নিমিত্ত গুরুর সমীপে উপস্থিত হব।

অশোক। চলো চলো কোথায় যাবে চলো—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পদ্মাবতী ও চণ্ডাল বালক-বালিকাগণ।

চণ্ডাল-কুটীর।

১ম বালক। দেখ্ মায়ি, আমরা পাখ্ মারি না, হরিণকে খিলাই। তোর বাতটা লিলিছু।

১ম বালিকা। হামি লোক চিঁউটী ভি মারি না। ধান দিই;—পুছ।

পদ্মাবতী। কেন মারো না।

১ম বালক। হামরা ভুলি না ভুলি না, হামি ব'লবে, হামি ব'লবে—

২য় বালক। তুই চুপ, হামি ব'লবে।

পদ্মাবতী। (দ্বিতীয় বালকের প্রতি) আচ্ছা তুমি বল?

২য় বালক। পাখ পাখালির দরদ লাগে যে, তুই বল্লি!

১ম বালক। তুই ঠিক বল্লি না, হামি লোককে যদি কেউ মারে, হামি লোকের যেমন ব্যথা লাগে, পাখভি জানোয়ারভি

সবকোইকো তেমনি ব্যথা লাগে। তাদের বুলি নাই, ব'লতে শেখে না, তারা আপনার বুলিতে কাঁদে, তাদের মার্‌লে হামাদের পাপ হবে। হামরা ভি জানোয়ার হ'য়ে যাবো, হামাদের ভি মারবে।

পদ্মাবতী। আচ্ছা তোমরা পিঁপড়ে মারো না কেন? তারা তো চেঁচায় না?

২য় বালক। তারা খুদে খুদে; তাদের বুলি শোনা যায় না, লেকেন পূরা ব্যথা লাগে। টিপে দিলে আদ্‌মি লোক যেমন হাত-পা ছুড়ে মরে, তেমনি হাত-পা ছোড়ে।

পদ্মাবতী। তাদের ধান দাও কেন?

১ম বালিকা। হাঁ্যা হাঁ্যা, ওদেরভি ভুখ্ লাগে—হামরা সমঝ ক'রেছি, ওরা মাটী খুদে ঘর বানায়। সর্দ্দার যেমন আনাজ জমা করে, ওরা ভি তেমনি শীতের মরসুমে বাহির হয় না, বৈঠে বৈঠে খায়।

পদ্মাবতী। আচ্ছা :তোমাদের যে গানটী শিখিয়েছি, গাও—

(চণ্ডাল বালক-বালিকাগণের গীত।)

বুদ্ধু বুদ্ধু ফুকার না।
বুদ্ধু খেপা হবে, খেল্ না খেলাবে,
চিঁউটী ভি কভি না মার না॥
দেখ চিড়িয়া চলে, মিঠি বুলি বোলে
উসিকো আপনা সমঝ না॥
কিসিকো বুরাই না মান্‌না,
কোহি নেহি বেগানা,
সবকোই কো আপনা বিচার না॥

পদ্মাবতী। বাছা, বুদ্ধদেব তোমাদের খুব কৃপা ক'র্‌বেন।

২য় বালক। সেটা কে মায়ি? তোর বেটাটার মত হামাদের সাথে নাচ্‌বে কুঁদ্‌বে খেল্‌বে?

পদ্মাবতী। তাঁকে তোম্‌রা ডেকো, তিনি তোমাদের চরণে স্থান দেবেন।

২য় বালিকা। চল্ চল্—ডাকি চল্।

সকলে। এ বে বুদ্ধু—এ বে বুদ্ধু!—

২য় বালক। হামি লোক রোজ ফুকারি আস্‌বে তো?

১ম বালক। যে দিন আস্‌বে, গউ চরাবো না—খেল্‌বো। আজ্ যাই গউ চরাই। তোরা গুলোন আজভি মালা বানাস্, হামি লোক্‌কে দিবি, মায়ীকে ভি দিবি।

২য় বালক। আয় আয় মাঠে ভি আয়, ধান কুড়াবি।

[বালক বালিকাগণের প্রস্থান।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপ। মা, এস্থানে তোমার কার্য্য অবসান; তোমার শিক্ষায় আবালবৃদ্ধবনিতা চণ্ডাল, হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জন ক'রেছে। বন হিংসা-বর্জ্জিত। এখন রাজপুরে চলো, কিন্তু এই চণ্ডালিনীর বেশে তথায় অবস্থান ক'রতে হবে। পিশাচিনীর ছলনায় তোমার স্বামীর প্রাণ বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা। তুমি রাজগৃহে থেকে তা নিবারণ ক'রবে।

পদ্মা। প্রভু আপনি ইচ্ছাময়; ইচ্ছা ক'রলে তো স্বামীকে পিশাচিনীর নিকট হ'তে মুক্ত ক'রতে পারেন।

উপ। মা, প্রারব্ধ বলবান্; ভোগ ব্যতীত তার ক্ষয় হয় না। পূর্ব্ব জন্মে যে সময় মধুপ্রদান ক'রেছিলেন, স্বয়ং ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা জ্ঞানবান ব'লে সে সময় যে গর্ব্ব করেন, সেই গর্ব্ব খর্ব্ব হবে। যদি আমি নিবারণ করি, মহারাজ আমার কথায় সে পাপিনীকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন, কিন্তু চিরদিনের জন্য সে পাপচ্ছবি তাঁর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকবে।

পদ্মা। প্রভু, আপনার কথায় তো তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

উপ। বিশ্বাস,—সত্য; কিন্তু মা তুমি নির্ম্মল রূপমোহ যে কিরূপ বলবান্ তা জান না। তার চরিত্রের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ব্যতীত রূপমোহ দূর হবে না। বিশেষতঃ সে মার সহচরী, ধর্ম্মভাণে মহারাজকে প্রতারিত ক'রেছে। তার প্রতারণা প্রত্যক্ষ না ক'রে সে মোহ দূর হবে না। তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন।

স্বার্থত্যাগিনি. তোমার আত্মবঞ্চনা এখনো অবসান হয় নাই,—ক্ষুব্ধা হ'য়ো না।

পদ্মা। প্রভু, আমি সে নিমিত্ত ক্ষুব্ধা নই। আমি পরম আহ্লাদে রাজসমীপে চণ্ডালিনীবেশে অবস্থান ক'র্‌বো,—রাজার গলায় মাল্য দিয়ে আমি রাণী, নচেৎ আমি কে? কিন্তু প্রভু, ভাবি কি উপাদানে মানব-হৃদয় নির্ম্মিত, যে আপনার শ্রীচরণ স্পর্শেও মোহ দূর হয় নাই!

উপ। মা, এ ঘোর পরীক্ষার স্থল। প্রবল ইন্দ্রিয়াদিকে সামান্য প্রশ্রয়দানে দানবের ন্যায় বলবান হয়। রাজা কিরূপ মোহ-জড়িত, তুমি রাজপুরে অবস্থান ক'রে উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌বে। মহারাজের জীবনরক্ষার তুমিই একমাত্র উপায়। জগতে সাধ্বীর আদর্শ প্রদান তোমারই কার্য্য—তোমার পূর্ব্ব জন্মের বুদ্ধ-দর্শনের ফল। সত্বর প্রস্তুত হও।

পদ্মা। প্রভু, কবে দাসী বুদ্ধদেবের দর্শন পাবে?

উপ। স্বামীর সহিত একত্র দর্শন ক'র্‌বে। সেই দিন তোমার কার্য্য অবসান।

(চণ্ডাল সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

চণ্ডাল। আরে বেটী, তুই টুক্‌রা গুলাকে কি বল্লিরে? সব "বুদ্ধ্‌ বুদ্ধ্‌" বলে হল্লা তুল্‌ছে। বাপ্‌রে—আমার ডর লাগে। তোর বুদ্ধ্‌টা তো খাপা হবে না?

উপ। না বাবা, তাঁর তোমাদের প্রতি পরম প্রীতি।

চণ্ডাল। ঠিক তো?—তবে বেশ। হামি লোক আর শিকারে যাই না, পুছ কর।

উপ। তোমরা পরম মঙ্গল লাভ ক'র্‌বে।

পদ্মা। (চণ্ডাল ও তৎপত্নীর প্রতি) বাবা, মা,—এতদিন তোমরা আমায় কন্যার ন্যায় রেখেছিলে, আজ আমি স্বামী গৃহে যাব;—বিদায় দাও।

চণ্ডাল। না মা, সেটী হবে না, পরাণ ধ'রে পার্‌বে না। তুই যে ক' বরষ আলি, কাঁড়ি কাঁড়ি ধান হলো, যই হলো, গম হলো, বুট হলো। গউকে আনাজ খাওয়াই, তবু কম্‌তি হয় না, গোলা ভ'রে ভ'রে আছে।

চণ্ডাল-পত্নী। তুই বনের লছমী, তোকে ছাড়বে না। মিন্সে-মাগী বুকের ভেতর ধ'রে রাখ্‌বো।

পদ্মা। মা, আমি প[illegible]বায় যাব, তাতে তুমি কেন বাধা দেবে? হাস্যমুখে কন্যাকে স্বামীর ঘরে যেতে বিদায় দাও।

চণ্ডাল। হাঁ মা, হামাদের মায়া কাট্‌বি-তো কেমন করে থাক্‌বো গো? পরাণটা যে ধক্‌ধক্‌ করবে, মাগী মুখে ভাত তুলবে না তুই রাঁধাবাড়া করে' না খেলে মাগী খায় না। তুই খালি দেখ্‌লে তবে খাবে। ও দানাপানি ছোড়বে।

চণ্ডাল পত্নী। না না মিন্সে—আমি কাঁদ্‌বে না। আয় বেটী আয়, তোর ঝুঁটি বাঁধি, ফুলের মালা জড়াই, পলাশফুলের মত রাঙ্গা ক'রে। সিন্দূর দিই, আয় বেটী আয়। জামাইঘর যাবে না? যাবে,—হামিভি কাঁদবো না, তুই ভি কাঁদিস্‌ নে।

চণ্ডাল। হ্যাখ—হ্যাখ—মাগী কাঁদ্‌ছে, আর হামায় মানা দিচ্চে, ব'ল্‌চে—কাঁদিস্‌ না।

চণ্ডাল-পত্নী। ও মিন্সে—ও মিন্সে—কাপ্‌ড়া বুন্‌লি—কোথায় রাখলি? বেটীকে নয়া কাপড়া পিনিয়ে দামাদ ঘর ভেজ্‌বো না? আদ্‌মিলোক যে নিন্দা ক'র্‌বে, বুরা বল্‌বে।

উপ। মা মা—কি প্রেমের সংসার স্থাপন ক'রেছিস্‌!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

দেবী ও বীতশোক।

বীত। কহ ঠাকুরাণী, কেন হেন বিষাদিনী! শত শত শুদ্ধ-আত্মা প্রচারকশ্রেণী,

দেশদেশান্তরে সাগরের পারে
তুঙ্গ শৃঙ্গ করি উল্লঙ্ঘন,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করেন বিস্তার।
আরোপিত যে ধর্ম্ম-প্রভাবে
য়ুরোপ, এসিয়া, মিশর, সিরিয়া
অবনত নৃপ শত শত—
বুদ্ধের চরণতলে।
মহান্ প্রতাপশালী রাজ্যেশ্বরগণ
ধর্ম্মতত্ত্ব সংগ্রহ কারণ,
প্রেরিছেন যোগ্য দূত ভারতের দ্বারে।
মুক্ত দ্বার রাজার ভাণ্ডার—
পথ,ঘাট,কূপের খনন,নির্ম্মাণ চিকিৎসাগার—
নর, পশু, পক্ষীর পীড়ার শান্তি হেতু।
নন্দিনী নন্দন তব—জন্ম শুভক্ষণে—
লঙ্কাধাম আলোকিত তাদের প্রভায়,
বোধিবৃক্ষ পূত শাখা রোপিত তথায়
ক'রেছেন নন্দিনী জামাতা তব—
তবে কেন দুঃখ ভাব গুণবতি?

দেবী। ধ্যানমগ্ন আছ নিরন্তর
সংসারের রোল নাহি পশে কর্ণে তব,
সে হেতু না জান—অনর্থ রাজ্যেতে কত।
অষ্টাদশ সহস্র জৈনের শিরচ্ছেদ
হইয়াছে একদিনে।
ক্ষিপ্ত প্রজাগণে
নৃপতির প্রসাদ—সুবর্ণ প্রলোভনে—
করে অন্বেষণ কোথা কোন জৈন বসে,
নির্জ্জন অরণ্যে কিংবা পর্ব্বত-কন্দরে,
যারে দেখে তার নাহি ত্রাণ,
মুণ্ড আনে নৃপ বিদ্যমান
মহাহিংসা প্রবল ভারতে।
নিষ্ঠুর আদেশে হেন, কহ উচ্চাশয়,
জনগণে কেমনে অহিংসা শিক্ষা পাবে?
উচ্ছেদ পরম ধর্ম্ম হয় বা বপনে!

বীত। মহারাজের ক্রোধ শান্ত হয় নাই?

দেবী। বরং অধিক উত্তেজিত হ'য়েছেন। আজ সংবাদ পেয়েছেন যে পুনর্ব্বার জৈনেরা প্রভুর মূর্ত্তি তাদের উপাস্য দেবতার পদতলে অঙ্কিত ক'রেছে। তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণে বহির্গত হ'য়েছেন, যে হত্যাকাণ্ড কঠোররূপে চালিত হয় কি না? অন্য রাজাজ্ঞা,—যে জৈনের প্রতি দয়া প্রকাশ ক'র্‌বে বা যে গোপনে রক্ষা ক'র্‌বো—যে কেহ জৈনকে এক মুষ্টি অন্ন বা এক গণ্ডূষ জল প্রদান ক'র্‌বে, সে সপরিবারে বিনষ্ট হবে। ঐ দেখ, বধার্থে ধ'রে নিয়ে যাচ্চে,—ঐ দেখ, রাজপ্রসাদ-লাভার্থে ছিন্নমুণ্ড ল'য়ে যাচ্চে।

(জনৈক জৈনকে লইয়া দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

জৈন। বাপু, এইখানেই বধ করো।

১ম সৈনিক। না—তুমি একজন সর্দ্দার। তোমায় রাজার সম্মুখে কাট্‌বো।

দেবী। বাবা, তুমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে কেন জীবন রক্ষা করো না?

জৈন। মা, কেন এমন আজ্ঞা ক'চ্চেন? আমি পবিত্র জৈন ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বো? আমায় তুষানলে দগ্ধ ক'র্‌লে নয়, চর্ম্ম উৎপাটন ক'রে বধ ক'র্‌লে নয়, মৃত্তিকাগর্ভে আবদ্ধ ক'রে প্রাণনাশ ক'র্‌লে নয়। আমি কোন মহাপাপ ক'রেছিলেম, সেইজন্য, "বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করো" এরূপ বাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'র্‌লে!

দেবী। (সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) তোম্‌রা আমায় চেনো?

১ম সৈনিক। কে মা—রাজরাণী? আপনি এ ভিক্ষুণীর বেশে কেন? আমরা তক্ষশিলাবাসী, আমাদের সম্মুখেই রাজগলে রত্নহার দিয়েছিলেন।

দেবী। তবে আমার এক অনুরোধ, এরে পরিত্যাগ করো।

১ম সৈনিক। মা, তা'হলে রাজরোষে আমার প্রাণবধ হবে।

বীত। শোনো সৈনিক, মহারাজকে ব'লো যে আমি অন্য রাজদর্শনে যাব। যতক্ষণ না রাজ-সমীপে উপস্থিত হই, ততক্ষণ এ ব্যক্তির প্রাণবধ না হয়। আমার নাম বীতশোক।

জৈন। আপনারা কি জৈন? তবে এ বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে কেন? প্রাণের ভয় ক'র্‌বেন না, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হোন। এক দেহ যাবে, অপর দিব্য দেহ প্রাপ্ত হবেন।

[জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

বীত। ভগবতি, আপনি স্বস্থানে যান, অদ্যই এ হত্যাকাণ্ড নিবারিত হবে। আমি রাজসমীপে প্রতিশ্রুত, আমার কার্য্যান্তে রাজার নিকট উপস্থিত হব। অদ্য আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে।

দেবী। মৃত্যুঞ্জয় হও।

বীত। দেবি, আপনার আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না।

[দেবীর প্রস্থান।

(পথিপার্শ্বস্থ কুটীর দ্বারে বীতশোকের আঘাত এবং কুটীর হইতে জনৈক আভীর-পত্নীর বাহিরে আগমন)

বীত। মা, আজ আমায় স্থান দিতে পার?

আভীর-পত্নী। আমার মানুষ সর্দ্দার-বাড়ী দুধ দুইতে গেছে, সে ফিরে আসুক, তুমি এই দোরে ব'সো। আমরা বড় দুঃখী, আমার মানুষ দিন খেটে খায়। দু'পা এগিয়ে যাও, সেখানে তোমার মত ঢের সন্ন্যাসী আছে। বেশ খাবে দাবে—সুখে থাক্‌বে।

বীত। মা, আমায় স্থান দাও, তোমাদের দুঃখ-মোচন হবে। আমার মুণ্ড দেখ্‌ছ—কত ওজনের? এর যা ওজন, তত ওজনের সোণা পাবে।

(আভীরের প্রবেশ)

আভীর-পত্নী। আমায় ভোলাচ্চ। (আভীরকে দেখিয়া) ওগো দেখ—এই সন্ন্যাসী আমায় ভোগা দিচ্চে। ব'ল্‌ছে— "আমার মাথার যতটা ওজন, রাজার কাছে ততটা সোণা পাবে, আমায় থাক্‌তে দাও।"

আভীর। কি আবল-তাবল ব'কৃছ ঠাকুর? যাও—এখানে হবে না।

বীত। শোনো আমি মিথ্যাবাদী নই, তোমায় উপায় বলি শোনো—

(অন্তরালে পরস্পরের কথোপকথন)।

আভীর। (বীতশোকের প্রতি) যাও, তুমি বাড়ীর ভেতর যাও।

(বীতশোকের কুটীর মধ্যে প্রবেশ)

(স্ত্রীর প্রতি) যা আছে, এক মুঠো খেতে দে।

আভীর-পত্নী। ও—কি ব'ল্লে—চুপি চুপি?

আভীর। ও একটা পাগল, ব'ল্লে আমার মাথাটা কেটে রাজার কাছে নিয়ে চল।

আভীর-পত্নী। হ্যাঁরে হাঁ, ঢ'ট্‌রা দিয়ে গেছে বটে! মাথাটা কেটে নিয়ে গেলে রাজা টাকা দেয়!

আভির। আহা, ও আমাদের মত কাঙ্গাল। বুঝি দল থেকে তাড়িয়ে দেছে, খেতে পায় না, তাই পেটের দায়ে মনে ক'চ্চে— ম'লেই বাঁচি। দুঃখের জ্বালায় আমারও একদিন মনে হ'য়েছিল। যা যা—দু'টি খেতে দি গে।

[আভীর-পত্নীর কুটীর মধ্যে প্রস্থান।

ওদিকে ভারি হল্লা হ'চ্চে!

(আভির-পত্নীর পুনঃ প্রবেশ)

আভীর-পত্নী। ওগো ওগো পাগল বটে! বুক চিরে রক্ত দিয়ে একটা শুক্‌নো পাতায় নখ দিয়ে কি লিখ্‌ছে।

(বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ)

বীত। বাবা, এসো,—আমার শিরশ্ছেদ ক'রে এই পত্র আর মুণ্ড নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হও। এই মুণ্ডের ওজনে সোণা পাবে। আমি সত্য ব'ল্‌ছি, আমি ভিক্ষু —আমার কথা মিথ্যা হবে না।

আভীর। হ্যাঁ হ্যাঁ; যাও যাও, দুটী খেয়ে নাও —তারপর কাট্‌বো এখন।

বীত। তবে শীঘ্র এসো বাবা!

[বীতশোকের পুনরায় কুটীর মধ্যে প্রস্থান।

আভীর-পত্নী। কাটি আর, ও পাগল—ওর মরাই ভাল ; ও মিছে নয়, স্বষ্টির লোক সোণা আন্‌ছে, আর আমাদের ক'র্‌লেই দোষ।

(রাজাজ্ঞা-ঘোষণাকারীর প্রবেশ)

ঘোষণাকারী। যে আশ্রয় দেবে, সবংশে কাটা যাবে, কেউ আশ্রয় দিও না ; দেখ্‌বামাত্র প্রাণবিনাশ ক'রো ; মুণ্ড ল'য়ে গেলে, মহারাজ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

[ঘোষণাকারীর প্রস্থান।

আভীর-পত্নী। এখন দেখ্‌ রাজার হাতে ম'র্‌বি না কাট্‌বি ?

আভির। আর তবে কাটি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অশোক, রাধাগুপ্ত এবং পশ্চাতে জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

অশোক। কই বীতশোক কোথায় ? তার অনুরোধে এই পাষণ্ডকে এখনো জীবিত রেখেছি।

১ম সৈনিক। মহারাজ, এইখানে ছিলেন।

(কুটীর হইতে পত্র হস্তে আভীরের বহিরাগমন)

আভীর। কেটেছি—মহারাজ কেটেছি, এই লেখা দেখুন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ !

(বীতশোকের মুণ্ড লইয়া আভীর-পত্নীর কুটীর হইতে বহিরাগমন)

আভীর-পত্নী। এই দেখ মুণ্ড দেখ, সোণার তাল দাও, রাজা !

অশোক। বীতশোক—বীতশোক—

(মূর্চ্ছা)

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপ। মহারাজ প্রকৃতিস্থ হোন।

অশোক। প্রভু সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বীতশোক ছেড়ে গিয়েছে, আমার বুকে দারুণ শেলাঘাত ! আমার রাজ্য যাক্‌, ধন যাক্‌, সকল যাক্—পৃথিবী আমায় গ্রাস করুক !—মা আমায় স্বর্গ হ'তে অভিশাপ দিচ্চেন ; আমার হাতে হাতে স'পে দিয়েছিলেন, তারই ছিন্নমুণ্ড আমি দেখ্‌লেম !

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল, দেখ—আমি ভ্রাতৃঘাতী !

উপ। মহারাজ, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

অশোক। প্রভু, আমি আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হ'লেম। যখন আমি পিতৃ-স্নেহ-বর্জ্জিত, ভ্রাতৃগণের ঘৃণিত, জনসমাজ-ত্যক্ত, বীতশোক ছায়ার ন্যায় আমার সাথী ছিল। আমি রুষ্ট ভাষা প্রয়োগ ক'র্‌লে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। যে দিন আমি পিতৃআজ্ঞা-পালনে তক্ষশিলা যাত্রা করি, বীতশোক আমার সাথী হবার জন্য কাতরভাবে আমার নিকট প্রার্থনা ক'রেছিল। আমি নিবারণ করায় প্রতিজ্ঞা করে, যে একদিন আমার কার্য্যে তার দেহ অর্পণ ক'রে ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ক'র্‌বে। মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছে। যে দিন ভিক্ষুবেশে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন মৃত্যুঞ্জয় হয়ে পুনরাগমন ক'র্‌বো এই প্রবোধ আমায় দেয়,—সে মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেছে, কিন্তু আমার মনে আমি কি প্রবোধ দেব। প্রভু ! আমি কি ক'র্‌লেম,—কেন তারে বিদায় দিয়েছিলেম,—এই কি আমার ভ্রাতৃস্নেহ !

(পত্র প্রদান)

কুনাল। পিতা, এ দারুণ শোক, কথঞ্চিৎ নিবারণের একমাত্র উপায়, এই মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ, জনহিতে নিজদেহ উৎসর্গীকৃত করণ, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ। (জানু-পাতিয়া বীতশোকের উদ্দেশ্যে) মহাপুরুষ, সন্তানকে কৃপা করো,—তোমার আদর্শ গ্রহণে বল দাও।

উপ। মহারাজ মহাপুরুষের দেহত্যাগে শোক করা অনুচিত। সাধু ভ্রাতার অনুরোধ পালন করুন,— তিনি আপনার শোণিতে লিখে-

ছেন,—রাজ্যে হত্যাকাণ্ড নিবারিত হোক, দীনদরিদ্র রাজ্যে না থাকে, আর এই হত্যাকারীকে মহাপুরুষের মস্তকের তুলায় স্বর্ণ প্রদান করেন। মহাপুরুষের আজ্ঞা পালন আপনার প্রায়শ্চিত্ত। ক্রোধরূপে মার আপনার হৃদয় অধিকার ক'রেছিল, মহাপুরুষের কৃপায় আজ সেই পরম রিপু বহির্গত হ'লো। ধন্য বীতশোক—বুদ্ধদেবের কৃপায় তুমি সত্যই মৃত্যুঞ্জয়!

অশোক। বৎস বীতশোক, তোমার অনুরোধ আমি উপেক্ষা ক'রেছিলেম,—রোষান্ধ হ'য়ে জৈনহত্যায় নিরস্ত হই নাই। তুমি নিজ শোণিতদানে শোণিত-প্রবাহ নিবারণ ক'রেছ, জগতে তুমিই ধন্য! মন্ত্রীবর, দ্রুতগামী দূতের দ্বারা রাজ্যময় প্রচার করুন—হত্যাকাণ্ড নিবারিত হোক। রাজ্যে কোথাও কুটীর না থাকে, কোথাও অন্নাভাব না হয়,—ভাণ্ডার হতে অকাতরে অর্থ বিতরিত হোক্। এ ব্যক্তির দীনতা দূর করুন।

জৈন। মহারাজ আমায় উপদেশ দেন, আজ হ'তে আমি জৈন নই, আমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌লেম। যে ধর্ম্মে এরূপ আত্মত্যাগ, সেই সনাতন ধর্ম্ম।

উপ। মহারাজ, মহাপুরুষের প্রভাব দেখুন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্তূপ-সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে রাজসভা।

অশোক, রাধাগুপ্ত, বৌদ্ধগণ, সভাসদগণ ও বিদেশীয় রাজদূতগণ।

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ যে বিরাট সভা সংযোজন ক'রে ধর্ম্মসংস্কারপূর্ব্বক বৌদ্ধ ত্রিপিটক স্থাপন ক'রেছিলেন, এতে চিরদিনের জন্য আপনি বৌদ্ধগণের কৃতজ্ঞতাভাজন। বৌদ্ধগণ আজ হ'তে মহারাজকে সঙ্ঘাধিপতি ব'লে সম্ভাষণ ক'চ্চে। মহারাজ বিদায় হলেম, আশীর্ব্বাদ করি, সদনুষ্ঠান আপনার চিরসঙ্কল্প হোক।

অশোক। আপনাদের আশীর্ব্বাদই শ্রেয়ঃকার্য্য সাধনের মূলভিত্তি।

[বৌদ্ধগণের প্রস্থান।

রাধা। মহারাজ! মিশর, গ্রীস, সিরিয়া, সিংহল্ তাতার প্রভৃতি সুদূর জনপদ হ'তে ও অন্যান্য বহু প্রদেশের রাজদূত নিজ নিজ প্রভুর অনুরোধ মহারাজকে জ্ঞাপন করবার নিমিত্ত উপস্থিত। সমস্ত রাজেন্দ্রবর্গেরই বাসনা যে মহারাজের সহিত, বন্ধুত্ব-সূত্রে তাঁরা আবদ্ধ, তা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী হোক এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ আরও অধিক বৌদ্ধভিক্ষু তথায় প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা অল্পসংখ্যক, বিস্তৃত রাজ্যে সকল স্থানে তাঁদের প্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; এবং সেই সকল রাজেন্দ্রবর্গ বন্ধুতার চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ উপঢৌকন মহারাজের নিকট প্রেরণ করেছেন।

অশোক। সম্ভ্রান্ত দূতমণ্ডলী, আপনাদিগের মহারাজগণের বদান্যে আমি পরম আপ্যায়িত। তাঁদের প্রেরিত উপঢৌকন সকল তাঁদের মঙ্গলার্থে বৌদ্ধ সঙ্ঘের কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরিত হবে, এ অপেক্ষা ঐ সকল উপঢৌকনের সদ্ব্যবহার অসম্ভব। তাঁদের সদিচ্ছা সংপূরণের নিমিত্ত অচিরে বহুসংখ্যক প্রচারক প্রেরিত হবে।

মিশর-রাজদূত। মহারাজের যশঃ-সৌরভ অধিক বা সৌজন্য অধিক, আমি দাস মাত্র, তা প্রকাশ করতে অক্ষম।

গ্রীক-দূত। মহারাজ মিশরাধিপতি দূত মহাশয় আমাদিগের মনোভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করেছেন।

অন্যান্য দূতগণ। সত্য সত্য—

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজদূতগণের আতিথ্যসৎকারের প্রতি আপনি পূর্ণ লক্ষ্য স্থাপন ক'রেছেন সন্দেহ নাই।

মিশর-দূত। হ্যাঁ মহারাজ, আমি দূতবর্গের মুখপাত্র হয়ে নিবেদন ক'চ্চি যে রাজ-বদান্যে আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত। পরিশেষে আমাদের সমবেত নিবেদন যে, আমরা সমস্ত রাজ্য পর্যটন ক'রে বিস্মিত হ'য়েছি,—পাটলিপুত্র হ'তে শতমুখে বিস্তৃত পথ সকল সমস্ত রাজ্য এক বন্ধনে স্থাপন করেছে, রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গমন, পল্লী হতে পল্লী-অন্তরে গমনের স্থায় সুগম। শত শত কূপ পথিকগণকে শীতল বারি প্রদান ক'চ্চে, বৃক্ষশ্রেণী ছায়া দান করে স্নিগ্ধ ক'চ্চে, চিকিৎসালয় প্রতি স্থানে জন দুঃখমোচনার্থ মুক্তদ্বার এবং যাহা উপন্যাসেও কল্পিত হয় না,—পশুপক্ষী এবং ক্ষুদ্র জীবগণের জন্যও সুশিক্ষিত চিকিৎসক সকল নিয়োজিত, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ প্রত্যেক স্থানেই সুলভ, নানাস্থান হতে আহৃত বীজোৎপন্ন বৃক্ষলতা প্রতি চিকিৎসালয়ের পার্শ্বে উপবনের শোভা ধারণ করেছে, রাজ্যের চতুঃসীমান্ত বন্যপ্রদেশেও জীবহিংসা রহিত, পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়, বনবাসীরাও ধর্ম্মনীতি-দীক্ষিত, সহস্র সহস্র স্তূপ, বিহার, উচ্চশির স্তম্ভ সকল ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যেন স্বর্গবাসী কোন দেব-শিল্পী-নির্ম্মিত। রাজাদেশ প্রচারের উপায় অতি অদ্ভুত মস্তিষ্কে আবিষ্কৃত, পর্ব্বতগাত্রে, স্তম্ভগাত্রে যেন রাজাদেশ অক্ষয় কীর্ত্তি-স্বরূপ সুন্দর অক্ষরে খোদিত। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক প্রজা রাজাদেশ অবগত, সমস্ত রাজ্যে এক ভাষায় কথোপকথন ও ভাব প্রকাশ; কি অদ্ভুত কৌশলে এই বিরাট রাজ্য একভাষী হ'য়েছে, তাহা নির্ণয় ক'রতে বুদ্ধি পরাজিত। এ সকল যদি স্বচক্ষে না দৃষ্টি করতেম, অতি সত্য-বাদীর বর্ণনায় ও বিশ্বাস স্থাপন হ'তো না। আমরা সকলে একবাক্যে উচ্চ-ধ্বনিতে বলি,—মহারাজের জয় হোক, মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন।

অশোক। দূতবর, আমি অকপট চিত্তে আপনাদের নিকট প্রকাশ ক'চ্চি, এ সমস্তই ভগবানের কার্য্য, আমাদ্বারা নয়—ভগবানের কৃপায় সাধিত হয়েছে, এবং সেই ভগবৎ কৃপা অচিরে সমস্ত পৃথিবী-মণ্ডলে ব্যাপ্ত হবে। আপনারা নিজ নিজ ভূপালকে আমার ভ্রাতৃ-সম্বোধন জ্ঞাপন ক'রবেন। এ ভ্রাতৃভাব ভগ-বানের করুণায় স্থাপিত হ'য়ে জননী মেদিনী বিদ্বেষশূন্য হ'ন ও মানবমণ্ডলী এক পরিবারের ন্যায় বাস করুক। সভা ভঙ্গ হোক, আপনারা বিশ্রাম করুন।

[প্রণামপূর্ব্বক দূতগণের প্রস্থান।

মন্ত্রীবর, আপনাদেরও বিশ্রামের সময়, আমিও বিশ্রামের অবকাশ গ্রহণ করি।

(ভূতলে উপবেশন)

রাধা। কি করেন মহারাজ!

অশোক। কার্য্যান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন হ'য়েছে।

আকাল। মহারাজ তো শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমনের নিয়ম ক'রেছেন। কিন্তু একবার আমার রাজবুদ্ধির পরীক্ষা ক'রবার ইচ্ছা হ'চ্ছে—দেখি কতদূর দৌড়। বলুন,—যদি এক ব্যক্তি সমস্ত রাজ-নিয়ম ভঙ্গ করে, তারে কি সাজা দেবেন?

অশোক। আমার তোমার মত বুদ্ধি নাই। তোমার নিকট শিখি, তোমার বুদ্ধিতে কি হয় বল দেখি?

আকাল। রাজা ক'রে দেওয়া।

রাধা। তাহ'লে তো বড় কঠোর দণ্ড হ'লো আকাল?

আকাল। মন্ত্রীমশায় কি বুঝ্‌বেন বলুন? কি পাকা বুদ্ধি দিয়েছি, তা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাধা। তুমিই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও না?

আকাল। শুনুন, কারাবদ্ধ ক'র্‌লেন, আগুনে পোড়ালেন, জলে ডোবালেন, বিষ খাওয়ালেন, ছাল খুল্‌লেন—খানিক

ধড়ফড় ক'রে ফুরিয়ে গেল, আর তো নয়? আর মহারাজের মত রাজা হতে গেলে প্রথম বাপে খ্যাদাবে, ভাই প্রাণবধের চেষ্টা ক'র্‌বে, মা আগুন খেয়ে যাবেন, এক স্ত্রী নিরুদ্দেশ হবেন, আর এক স্ত্রী হল্‌দে কাপড় প'রে দেশে দেশে ঘুর্‌বেন; এক ছেলে এক মেয়ে যাবেন কি না বিভীষণের দেশে লঙ্কায়! আর এক পুত্র রাজা হতে গিয়ে দোরে দোরে সস্ত্রীক গান ক'রে বেড়াবেন আর ভিক্ষান্নে উদর পূরণ ক'র্‌বেন; আর স্বয়ং আহার নিদ্রার সাবকাশ নাই—কোথায় থাম তুল্‌বেন, কোথায় বাটালি দে' হরফ বসাবেন, আর দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে ঘুরে দেখবেন—কে কোথায় কি খাচ্চে, কোথায় শুচ্চে! এতেও নিস্তার নাই, ঝড়ে কোন পাখীটার ডানা ভেঙ্গেছে, কোন্ গরুটার পা ফুলেছে, এই আজীবন তদারক করবেন। বাবা, কি ঘুরনি, যদি জুতো পায়ে না থাক্‌তো, এতদিন হাঁটুতে চ'ল্‌তেম।

অশোক। কেন তুই আমার সঙ্গে ঘুরেছিস?

আকাল। গেরো কি এক রকম থাকে মহারাজ, তাহ'লে কি রাজভৃত্য হই!

অশোক। ইচ্ছা করলেই তো চলে যেতে পারো।

আকাল। ঐ হল্‌দে কাপড় আর নেড়া মাথা নির্ব্বংশ না হ'লে পার্‌বো না। ঐ যে ছোঁড়া আস্‌মানে ঝুলে সেদিন কি বলে দিলে, সে দিন থেকে আমিও বিগড়ে গেছি।

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, দাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। শুভে, এখন তো আমি সিংহাসনে নাই, এখন আমার পার্শ্বে উপবেশন করো।

দেবী। মহারাজ, আপনার পার্শ্বে উপবেশন কর্‌বার উপযুক্ত হ'লে অবশ্যই বসতেম।

অশোক। ভাল,—তোমার যেরূপ অভিরুচি। তোমার পুত্র কন্যার সংবাদ কি?

দেবী। সেই সংবাদই দাসী রাজচরণে নিবেদন করতে উপস্থিত। মহেন্দ্র যে আপনার ঔরসজাত পুত্র, সিংহলে সে তা প্রকাশ কর্‌তে সক্ষম হয়েছে, তারই উপদেশে সিংহলরাজ তিষ্য মহারাজের আদর্শে সমস্ত সিংহলে ধর্ম্মপ্রচার, স্তূপ, স্তম্ভ ও বিহার নির্ম্মাণ করে সিংহল দ্বীপ জম্বু দ্বীপের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে পরিণত ক'রেছেন। মহারাজের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা পাটরাণী অনুলাকে দীক্ষিতা ক'রেছে, প্রতি অন্তঃপুরে বুদ্ধদেবের অর্চ্চনায় অন্তঃপুরবাসিনীগণ নিযুক্ত।

অশোক। দেবী, আনন্দ সংবাদ; তোমার গর্ভের উপযুক্ত সন্তান। তুমি ভাগ্যবতী, নচেৎ পরম ভাগবত-ভক্ত সারিপুত্রের অস্থির উপর স্তূপাবরণ প্রদানে যশস্বী হ'য়েছে? চন্দ্র সূর্য্য স্তূপ চিরদিন দেখ্‌বে। এখন কোন দৈবকার্য্যে নিযুক্ত আছ?

দেবী। দাসী মহারাজের সহধর্ম্মিণী, মহারাজের কার্য্যে সামান্য সহায় মাত্র। আমি আমার ইষ্টদেবের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি; সর্ব্বস্থানে মহারাজের কার্য্য সুসম্পাদিত দর্শনে আত্মশ্লাঘায় বিভোর হই। ভাবি যে এই কীর্ত্তিমান পুরুষের পাদস্পর্শে আমার অধিকার আছে।

অশোক। ধন্য তুমি!

দেবী। যদি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন, দাসীর একটী দান গ্রহণ করুন।

অশোক। এ আবার কি রহস্য! তুমি ভিক্ষুণী, তুমি আমায় কি দেবে?

দেবী। কোন এক উচ্চমনা রমণীর উচ্চ আশা, মহারাজের কার্য্যে নিযুক্তা হয়, সে অতি হীনকুলে প্রতিপালিতা। তার উচ্চ আশা মহারাজের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা, পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা, ভোজন পাত্র মার্জ্জন করা। যদিচ অভাগিনীর শ্রবণ-শক্তি আছে, কিন্তু কি জানি গুরুদেব কেন অভাগিনীকে বাক্‌শক্তি

বর্জ্জিতা ক'রেছেন। কথা বোঝে, উত্তর প্রদানে অক্ষম।

অশোক। কোথায় সে রমণী?

(অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্মাবতীর প্রবেশ ও অশোককে প্রণাম করণ)

মন্ত্রীবর, কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখুন, যদি বর্ণ মলিন না হ'ত, আমার পদ্মাবতী ব'লে ধারণা হ'তো।

আকাল। (স্বগত) আমার পাকা ধারণা হ'য়েছে।

অশোক। তুমি আমার সেবাপ্রার্থী?

পদ্মা। (প্রণাম করণ)

অশোক। এমন নীচ কার্য্যের প্রার্থী কেন?

পদ্মা। (দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক পুনরায় বক্ষে স্থাপন।)

দেবী। মহারাজ, ও ইঙ্গিত ক'রে জানাচ্চে—দেবকৃপায়।

অশোক। মন্ত্রীবর, বোধ হয় কাঙ্গাল; ভোগবাঞ্ছা অতৃপ্ত, উচ্ছিষ্ট রাজখাদ্য প্রয়াস করে! (রাধাগুপ্তের প্রতি) চলুন। (আকালের প্রতি) আকাল, এঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিও তো।

রাধা। মহারাজ, রাজপুরে চণ্ডালকন্যার কোথায় স্থান হবে?

দেবী। মন্ত্রীবর, মহারাজ বৌদ্ধভিক্ষু—মহারাজের জাতিবিচার কি? আপনি তো অবগত আছেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব চণ্ডালগৃহে আতিথ্য স্বীকার ক'রেছিলেন।

অশোক। দেবী, আমার আহার হয় নাই, এসো একত্র ভোজন ক'রবো।

দেবী। আমি প্রসাদপ্রার্থী হ'য়েই এসেছি।

[আকাল ও পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আকাল। দাঁড়া বেটী দাঁড়া, আমার কথায় চ'লতে হবে; রাজার হুকুম তো শুনলি? দেখ্ বেটী, সব তফাতে গিয়েছে, কেউ শুনতে পাবে না। ছেলের কাছে মা লুকুতে পারে না, অন্ধকারে গায়ে হাত দিয়েই ঠাওর পায়, মা কি না। বল্ দেখি ব্যাপারখানা কি?

পদ্মা। বাবা, আমি জানি নে। গুরুদেব বলেছেন, কোন এক দুশ্চরিত্রা রাজার অমঙ্গল সাধনের নিমিত্ত রাজপুরে অবস্থান ক'চ্চে, আমা দ্বারা সে অমঙ্গল নিবারিত হবে,—এ নিমিত্ত তাঁর আজ্ঞায় এসেছি।

আকাল। মা, মন অন্তর্য্যামী, ঐ আশঙ্কাই আমার দিবারাত্র। আমার ধারণা ঐ দুশ্চারিণী সুসীমের উপপত্নী ছিল, মহারাজকে প্রতারণা ক'রে রাজমহিষী হ'য়েছে। কিন্তু কিরূপে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন ক'রেছে, আমি বুঝ্‌তে পারি নে। মায়ে-বেটায় নিত্য কি ক'রে দেখা হবে, আমি সংবাদ পাব কি ক'রে?

পদ্মা। আমি উচ্ছিষ্ট দ্রব্য নিয়ে অন্তঃপুর হ'তে বহির্গত হব, তুমি সে সময় উপস্থিত থেকো।

আকাল। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথাকার আবাগের বেটীকে নিয়ে এলোগো, ভাল যন্ত্রণা—এ চাঁড়ালের মেয়েকে কোথায় রাখি! (নিম্নকণ্ঠে) এসো মা—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্তূপ সম্মুখস্থ পথ;
মার ও তৃষা।

মার। ডরে হায় অন্তর শুখায়,
বুঝি মম অধিকার যায়;
দুরন্ত অশোক—অসম্ভব তার পরাভব।
করিলাম প্রতারণা যত,
করিলাম প্রতারণা যত,
সবই হত, অজানিত কি মহা প্রভাবে!
বার বার পাপ পঙ্কে করি নিমগন,
কিন্তু হায় বিফল যতন!
পুনঃ পুনঃ হইল উত্থান

শতগুণে নির্ম্মলতা লভি—
অগ্নিতাপে কাঞ্চন যেমতি।
অহো, মর্ম্মঘাতী কি দারুণ ব্যথা—
শত শত ধর্ম্মস্তূপ বিহার নির্ম্মিত
হের যেই স্তম্ভ সম্মুখে উত্থিত,
এইমত অভ্রভেদী স্তম্ভসারি কত
যেন বক্ষোপরি স্থাপিত আমার।
বিপুল ধরায় আর নাহি হিংসা দ্বেষ,
হেরি হিংস্রজন্তুগণ
জীবহিংসা ক'রেছে বর্জ্জন—
অশোকের দুরন্ত শাসনে।

তৃষা। পিতা, চিন্তা করো দূর,
চিত্তহরা আছে রাজপুরে,
মায়াজাল করিয়া বিস্তার
সে মজাবে অশোকে নিশ্চয়।

মার। নীলাম্বরে ক্ষুদ্র মেঘমাত্র চিত্তহরা;
কিন্তু,
মলয় মারুত সম অহিংসা বহিছে
কেমনে সে ক্ষুদ্র মেঘে
গগন ব্যাপিবে।
কিন্তু সাগরে নিমগ্নজন ধরে ক্ষুদ্র তৃণ।
নিয়োজিত করো কোন অনিষ্ট সাধনে
কোপে যাহে বিনাশি তাহায়
লিপ্ত হয় নারী-হত্যা-পাতকে অশোক,
মহা ইষ্ট হইবে সাধন।

তৃষা। চিত্তহরা আশ্রিতা তোমার
চাহ তার জীবন সংহার?

মার। আশ্রিত আমার,
ভেবেছ কি মনে তুমি বন্ধু আমি কার?
তুই দ্বিচারিণী
কভু তুষ্ট রুষ্ট কার প্রতি,
পাপাচারে সহায় যেমন
পুণ্যকার্য্যে উত্তেজনা দানিস তেমন!
নহে তোর মত আমার প্রকৃতি
নর নারী শত্রু মম, মিত্র কেহ নয়,
যারে প্রয়োজন,
করি তার সাহায্য গ্রহণ,
পরিশেষে দানি স্থান নরক দুস্তরে।
যাও ত্বরা যথা চিত্তহরা;
কুনালের অনিষ্ট সাধনে
ক'রো প্রবর্ত্তিত তারে
দেখি যদি মনস্কাম পূর্ণ হয় তায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর।

শয্যায় উপবিষ্ট অশোক,—সম্মুখে উপগুপ্ত।

অশোক। প্রভু, এই তো আমার দেহ দিন দিন রোগে জীর্ণ। আর কতদিনে আমার হৃদয়ে সেই মহাজ্ঞানারুণজ্যোতিঃ-প্রভাবে হৃদ্‌পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের আসনের উপযুক্ত হবে?

উপ। বৎস, সমস্তই সময়সাপেক্ষ। যে দিন তোমার দেহে মার সমূলে নির্ম্মূল হবে, সেই দিন সেই মহাজ্যোতি দর্শন পাবে।

অশোক। প্রভু, এক্ষণে মার কিরূপে আমার দেহে অবস্থান কচ্চে?

উপ। বৎস, মোহবীজ এখনো নির্ম্মূল হয় নাই, সেই বীজে বহুশাখাবিশিষ্ট মহা-পাপবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য দেহাভিমান প্রভৃতি মোহবীজোৎপন্ন রিপুর প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রাখিবে।

অশোক। প্রভু, বীতশোকের মৃত্যুতেও কি ক্রোধের শান্তি হয় নাই।

উপ। এক রিপু বহু রিপুর জনক। অবশ্যই ক্রোধ শান্ত হ'য়েছে।

অশোক। প্রভু, আপনি উদ্ধার করুন, আমি নিজ চেষ্টায় অক্ষম।

উপ। বৎস, অদ্ভুত এ নর শরীর, এর চেষ্টায় সকলই সম্পন্ন হয়। মনুষ্য স্বয়ং আপনার উদ্ধারকর্ত্তা, বারবার নিষ্ফল হ'লেও চেষ্টায় বিরত হ'য়ো না। মঙ্গলদাতা অচিরে তোমার মঙ্গলবিধান ক'র্‌বেন।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ ও উপগুপ্তকে প্রণাম করণ)

সাধ্বি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

অশোক। প্রভু, দেখ্ছি এ চণ্ডালিনীর আপনার পাদস্পর্শের অধিকার আছে।

উপ। মহারাজ, এর ন্যায় পুণ্যবতী রমণী ভারতবর্ষে দুর্লভ।

অশোক। প্রভু, আমারও এর প্রতি এরূপ ধারণা, আমি এর নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। দিবারাত্র আমার সেবায় নিযুক্ত। যদি চ এরূপ লজ্জাশীলা যে আমি এর মুখমণ্ডল কথনো দেখি নাই, কিন্তু কোন প্রকার সেবায় এ কুণ্ঠিতা নয়। অন্য দাসদাসীকে আমার বস্ত্রাদি স্পর্শ ক'র্‌তে দেয় না, পাছে আমার গ্রহণীরোগে তাদের ঘৃণার উদ্রেক হয়। বোধ হয় এর সেবা ব্যতীত এতদিনে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হ'তেম। দিবসে সেবা, সমস্ত রাত্রি আমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত জাগরিত থাকে। প্রভু, সত্যই অদ্ভুত রমণী।

(তিষ্যরক্ষিতাবেশী চিত্তহরার প্রবেশ)

চিত্ত। মহারাজ, এই ঔষধ নিন। আমি কয় দিন অনুপস্থিত ছিলেম, মহারাজের মনে কি উদয় হ'য়েছে জানি না, কিন্তু কঠোর দেবসেবার ফলে এই দণ্ডেই আরোগ্য লাভ ক'র্‌বেন। ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) এ কি—এ যে পলাণ্ডু!

উপ। মহারাজ, পলাণ্ডু জ্ঞান ক'র্‌বেন না; এ ঔষধ—সেবন করুন।

[অশোকের ঔষধ সেবন করণ।]

চিত্ত। মহারাজ, এ ঔষধ দেব-প্রদত্ত, এথনই ঔষধের গুণ উপলব্ধি ক'র্‌বেন।

উপ। মহারাজ, বিশ্রাম করুন, আমি আসি।

[উপগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্ত। দাসীকেও মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, দেব পূজায় গমন কর্‌বো।

অশোক। যাও সাধ্বি, আমার নিদ্রাকর্ষণ হ'চ্চে, আমার শরীরের যন্ত্রণার অনেক উপশম বোধ হ'চ্চে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

চিত্তহরা (তিষ্যরক্ষিতার) কক্ষ।

চিত্তহরা ও তৃষা।

চিত্ত। ওষুধ খেয়েছে—খেয়েছে। চাঁড়াল মাগী রইলো, আমি পালিয়ে এলুম। তুমি ব'লেছিলে ওষুধের গুণে ক্রিমি নির্গত হবে, আমার মনে হ'য়েই ঘৃণা বোধ হ'তে লাগ্‌লো। শুভক্ষণে মাগীকে পাওয়া গিয়েছে,—না হ'লে এই কুৎসিত কুরূপ, গ্রহণীরোগগ্রস্তের কাছে থেকে দাসীদ্বারা সেবা করাতে হ'তো। এক একবার ঘরে যাই, তা না স্নান ক'রে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ যায় না! আর ঐ মাগী দু'হাতে সেবা করে। মাগো—চণ্ডালগুলোর কি ঘৃণা নাই! এখন কি ক'র্‌বো বল? কি ক'রে কুনালকে পাব? তাকে না পেলে আমার সকলই বিফল।

তৃষা। তুমি যদি তার নিমিত্ত এত ব্যাকুলা, তাকে তক্ষশিলায় যেতে দিলে কেন?

চিত্ত। আমি যেতে দিয়েছি? সে আমার নিকট থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য তক্ষশিলার অধিকার নিয়েছে। বলো বলো – কি উপায়ে তাকে পাব? যার জন্য এই কুৎসিত রাজার আলিঙ্গন সহ্য করেছি তারে না পেলে তোমাদের আর কোন কথা শুন্‌বো না। তোমার বাপকে আমি মিথ্যাবাদী জানবো। তার জন্য আমার শিরায় শিরায় শত অগ্নি-স্রোত! একবার ক্রোধ হয়, আবার তার মুখ প'ড়ে—মনে প্রাণ গলে যায়। মনে হয় তক্ষশিলায় গিয়ে আবার তার পায়ে ধ'রে বলি, যে আমার প্রাণ রাখ, অবলাকে বধ ক'রো না। কিন্তু ভয় হয়, সে নিষ্ঠুর, তার দয়া নাই। যেদিন

রাজা তাকে তক্ষশিলায় পাঠায়, আমি কি না ক'রেছি, নারীর লজ্জা মান সব বিসর্জ্জন দিয়ে তার পায়ে ধ'রেছি।

তৃষা। তবে তার মমতা ত্যাগ করো; তুমি তার কুনালের মত চক্ষু দেখে মুগ্ধ, সেই চক্ষু যাতে উৎপাটিত হয়, সেই রূপ যত্ন করো। তাহ'লে আর তোমার প্রতি আসক্তি থাক্‌বে না। তোমার অন্তর্দ্দাহ নিবারিত হবে।

চিত্ত। এ্যাঁ—চক্ষু!—ঠিক ব'লেছ—ঠিক বলেছ, তার চক্ষু দুটী উৎপাটন ক'র্‌বো, তার চক্ষুই আমার শত্রু, সে চক্ষু কাকের উদরে যাবে। ঠিক ব'লেছ—ঠিক বলেছ। কিন্তু কি ক'রে কর্‌বো—রাজার প্রিয় পুত্র।

তৃষা। তুমি রাজার প্রতি ঘৃণায় তার মন ভোলাবার জন্য সেরূপ যত্ন করো না! তুমি মায়াজাল বিস্তার ক'রে তারে মুগ্ধ করো, অনায়াসেই পার্‌বে।

চিত্ত। এখন আর হয় না, ও "বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব" ক'রেই উন্মত্ত।

তৃষা। কেন চিন্তা ক'চ্চ? তোমার ঔষধে রাজা আরাম হবেন, তুমি পুরস্কার স্বরূপ সাতদিন রাজ্যভার গ্রহণ করো।

চিত্ত। তার পর—

তৃষা। তুমি রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে তক্ষশিলায় দু'খানি পত্র লিখ্‌বে, একখানি রাজকর্ম্মচারীদের আর একখানি তারে। কি লিখতে হবে, আমি ব'লে দেবো, তুমি আগে রাজার নিকট রাজ্যভার গ্রহণ করো।

চিত্ত। কিন্তু তোমার তো বল্লুম, রাজার আর আমার প্রতি সে ভাব নাই। আমি যে ধর্ম্মপিপাসু হ'য়ে রাজার নিকট এসেছিলুম, এ কথা বোধ হয় আর বিশ্বাস করে না।

তৃষা। তারও উপায় আমি ক'চ্চি। যাতে রাজার নিশ্চয় ধারণা জন্মে, যে তুমি দেবপ্রিয়।

চিত্ত। কি ক'রে?

তৃষা। গয়ায় বোধিবৃক্ষ আছে। প্রবাদ—সেই বৃক্ষের মূলে বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ ক'রেছে। সেইজন্য রাজাদেশে প্রত্যহ সহস্র কলসী দুগ্ধ তার মূলে ঢালা হয়, প্রত্যহ সমারোহে পুষ্পচন্দন-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা হয়। আমি সেই বৃক্ষে মন্ত্রপূত ক'রে একটী সুতা বেষ্টন ক'রে দেবো। তাতে সেই বৃক্ষ দিন দিন শুষ্ক হবে। কিন্তু সেই সুতাটী কেটে দিলেই আবার সেই বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হবে। তুমি সেই সূত্র ছেদন ক'রে গাছটী পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌লেই রাজা তোমার পরম ধার্ম্মিকা বিবেচনা ক'র্‌বেন, আর পূর্ব্বের অধিক তুমি আদরণীয়া হবে। যাও, অগ্রে রাজ্যভার গ্রহণ করো। পরের কথা পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

\- * -

রাজ-অন্তঃপুর।

অশোক ও পদ্মাবতী।

অশোক। তুমি কি কোন দেবী! চণ্ডালিনী বেশে কৃপা কর্‌বার নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছ? তোমার ঋণ আমার ইহজীবনে পরিশোধ হবে না।

পদ্মা। (ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া পদতলে পতিতা হওন।)

অশোক। না না তুমি দাসী নও, তুমি গুরুদেবের কৃপাপাত্রী, আমার মস্তকের মণি! সত্যই তোমার ন্যায় রমণী জম্বুদ্বীপে বিরল। তোমায় দেখে আমার নানাভাবের উদয় হয়; এক একবার ভ্রম হয়; বুঝি অভাগিনী পদ্মাবতী আমার পাপাচার দৃষ্টে নির্জ্জনে কোন কুটীরবাসিনী ছিল, দুঃখতাপে এরূপ মলিনা হ'য়েছে। তুমি চণ্ডালগৃহে পালিতা হ'তে পার, কিন্তু কদাচ চণ্ডাল-ঔরসে তোমার জন্ম নয়।

(চিত্তহরার প্রবেশ)

চিত্ত। মহারাজ, কেমন ?

অশোক। আশ্চর্য্য ঔষধ, অগণ্য ক্রিমি নির্গত হ'য়েছে। আমার রোগের যন্ত্রণা-মাত্র নাই, তবে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল।

চিত্ত। (পদ্মাবতীর প্রতি) তুমি এখন যাও, ক'দিন দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রেছ, একটু বিশ্রাম করগে। আমি রাজার কাছে আছি।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

মহারাজ, যদি আরোগ্য লাভ ক'রে থাকেন, দাসীকে পুরস্কৃত করুন।

অশোক। আমিই তোমার নিকট বিক্রীত, আর কি পুরস্কার তুমি প্রার্থী ? তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই।

চিত্ত। আমি সপ্তাহ মহারাজের নিকট রাজ্য-ভার প্রার্থনা কচ্চি।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা, তোমার ব্যবহারে দিন দিন আমি বিস্মিত হ'চ্চি! আমার ধারণা ছিল যে তুমি ধর্ম্মপিপাসায় আমায় বরণ ক'রেছ। ভেবেছিলুম, সস্ত্রীক বুদ্ধ-দেবের কার্য্যে দিবারাত্র নিযুক্ত থাক্‌বো। আমি রাজভিক্ষু, তুমি রাজভিক্ষুণী হবে। কিন্তু সে ধারণা আমার দিন দিন অপসৃত হ'চ্চে। যেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাজ্য-পরিদর্শনে যেতে অসম্মতা হও,— বলে-ছিলে—অন্তঃপুরবাসিনীর অন্তঃপুরেই কার্য্য —পর্য্যটন কার্য্য নয়,—আমার তখনই মনে সন্দেহ হ'য়েছিল। আমার এখন মনে হয়, তোমার ভোগবাসনা অতৃপ্ত; ভোগের নিমিত্ত রাজগৃহে আগমন ক'রেছ।

চিত্ত। মহারাজের তিরস্কার আমার শিক্ষা। অবশ্যই আমার ক্রটি আছে, নচেৎ মহা-রাজ কেন তিরস্কার কর্‌বেন। কিন্তু যে নিমিত্ত দেবসেবা পরিত্যাগ করে রাজ-কার্য্যভার-গ্রহণ বাসনা ক'রেছি, অনুমতি হ'লে শ্রীচরণে নিবেদন করি।

অশোক। কি বল ?

চিত্ত। মহারাজ, আপনি রাজভিক্ষু, ভিক্ষুর কর্ত্তব্য ও রাজার কর্ত্তব্য—উভয় কর্ত্তব্যই আপনার। আপনার পিতামহ-স্থাপিত ও আপনার বাহুবলে বৰ্দ্ধিত এই বিশাল সাম্রাজ্য যাতে স্থায়ী হয়, যাতে ভিন্নদেশে ভিন্ন রাজ্যেশ্বর হ'য়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব না হয়, যাতে এক পরিবারের ন্যায় সমস্ত জম্বু-দ্বীপ পাটলিপুত্রের অধিকার স্বীকার পূর্ব্বক শান্তিলাভ করে, এই বৃহৎ কার্য্য যদি মহারাজের কর্ত্তব্য কার্য্য হয়, তাহ'লে—দাসীকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, সে কার্য্যে মহারাজের ক্রটি হ'চ্চে।

অশোক। কেন ?

চিত্ত। মহারাজ, দেহ চিরস্থায়ী নয়। আপ-নার অবর্ত্তমানে এ বিপুল রাজ্যভার কার উপর ন্যস্ত ক'র্‌বেন ? পাটরাণীর একমাত্র পুত্র ভাবী সিংহাসন অধিকারী কুনাল দূর তক্ষশিলায় থেকে কিরূপে রাজকার্য্যে দীক্ষিত হবে ? মহারাজ যখন কুনালকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন, দাসী নিষেধ ক'রেছিল,মহারাজ তা গ্রাহ্য করেন নাই। বলেন, তক্ষশিলায় রাজকার্য্য শিক্ষা করুক কিন্তু সে শিক্ষার পরিচয় মহারাজ নিজ-মুখে দিয়েছেন। কুনাল সপত্নীক ভিক্ষার নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে গান করে।

অশোক। কিন্তু তুমি সে ভিক্ষুকের প্রেমের রাজ্য স্থাপন দেখ্‌লে, কদাচ এ কথা ব'ল্‌তে না। তথায় রাজদণ্ডের প্রয়োজন নাই—শান্তিরক্ষকের প্রয়োজন নাই,—কুনালের শিক্ষায় তক্ষশিলাবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে অবস্থান ক'চ্চে।

চিত্ত। মহারাজ আমার সন্দিগ্ধচিত্ত, আমার মনে হয়, তক্ষশিলাবাসীরা জানে যে কুনাল মহারাজ অশোকের বাহুবলরক্ষিত, সেই ভয়ে কুনালের বশীভূত। কিন্তু যেদিন সে ভয় দূর হবে, প্রেমের বশ্যতাও বর্জ্জন ক'র্‌বে। সাধারণ মানবচরিত্রে এইরূপ আমার ধারণা। শাসন ও প্রেম রাজকার্য্যে উভয়ই প্রয়োজন।

অশোক। তোমার মন্তব্য কি?

চিত্ত। আমার মন্তব্য কতদূর আমার মুখে শোভা পাবে জানি না, পদ্মাবতী জীবিতা থাক্‌লে তাঁর শোভা পেতো,—আমি বিমাতা, আমার পুত্র নাই, আমার কুনালের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল! আমি রাজ্যভার পেলে যেরূপ হয়, তারে গৃহে আন্‌বো।

অশোক। ভাল তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি রাজ্যভার তোমায় সপ্তাহের জন্য প্রদান ক'চ্চি। কল্য আমি গয়াধামে গমন ক'র্‌বো, বহুদিন বোধিবৃক্ষ দর্শন করি নাই, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

[অশোকের প্রস্থান।

(তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। এই পত্র শোনো,—"কুনাল, তুমি রাজমহিষীর সহিত দুর্ব্ব্যবহার ক'রেছ, হয় মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে তাঁর কৃপালাভ করো, নচেৎ নিজহস্তে চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক তক্ষশিলা হ'তে দূর পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করো।" আর এই পত্র তক্ষশিলার কর্ম্মচারীদের উপর,—"পাষণ্ড কুনালের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক রাজসমীপে প্রেরণ করো, আর দুষ্টকে তক্ষশিলা হ'তে বহিস্কৃত ক'রে দূর পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থান দিও।" এসো, রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে পত্র প্রেরণ করো।

চিত্ত। যদি সে চক্ষু উৎপাটন করে, এ কথা গোপন থাক্‌বে না, তা'হলে আমার নিশ্চয় প্রাণবধ হবে।

তৃষা। চিন্তা ক'রো না, রাজা স্বয়ংই মর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তক্ষশিলা—রাজকক্ষ।

কুনাল ও কাঞ্চনমালা।

কাঞ্চন। কুসুম সুন্দর যদি নয়,
কেন তায় পূজে দেবতায়?
ভোজ্য বস্তু সুস্বাদু সকল
দেবতার পদতলে কি হেতু অর্পিত?
দেবমূর্ত্তি সুন্দর গঠন কোন্ প্রয়োজন—
নর-দৃষ্টি যদি নাথ প্রয়োজন হীন?
আমি তো তোমায়
কুসুমমালায় সাজায়ে জুড়াই প্রাণ,—
অঙ্গের সৌরভে গরবে উথলে হৃদি,
শ্রবণবিবর মধুস্বরে তৃপ্ত মম,
প্রসাদ অমৃত হয় জ্ঞান,
স্পর্শে হয় স্বর্গ অনুভব।
হয় হোক্ নশ্বর এ সব,
তোমা ছাড়া নিত্য সুখ নহি অভিলাষী।

কুনাল। অন্তরের ফুলরাজি দেখ নাই ধ্যানে,
তাই—তব নশ্বর কুসুমে অনুরাগ।
প্রকৃতির শোভা যা নেহার
অস্ফুট অন্তর ছবি মাত্র সে সুষমা;
নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, রসনা
কিম্বা স্পর্শেন্দ্রিয়—
অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অনুভব।
পঞ্চসুখ একত্র মিলিত,
বর্দ্ধিত সহস্রগুণে—
সমাধিস্থ পুরুষের হয় উপভোগ।
সে সুখ-আশায়, নশ্বর ইন্দ্রিয়-লালসায়,
মুগ্ধ নহে চিত্ত মম।
নশ্বর এ দেহে তব কেন অনুরাগ?
এসো বসি দোঁহে ধ্যানে,
ধ্যান সংমিলনে—
উভয়ে অনন্তে যাই মিলি।

কাঞ্চন। নিয়ত অনন্ত ভাবে তুমি মোর হৃদে,
শান্ত নহে—অনন্ত সে ভাব!
অন্তরে বাহিরে সমভাবে সে ভাব বিহরে;

ধ্যানে বা নয়নে পার্থক্য না হেরি নাথ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি হৃদয়-ঈশ্বর।

(দূতের প্রবেশ)

কুনাল। কে তুমি ?

দূত। পাটলিপুত্র হ'তে মহারাজের পত্র এনেছি।

কুনাল। (পত্র মস্তকে স্পর্শ করিয়া পাঠ পূর্ব্বক) এতদিনে মহারাজের কৃপায় আমার মমতা দূর হ'লো।

কাঞ্চন। কি পত্র ?

কুনাল। এই দেখ। (পত্র প্রদান।)

কাঞ্চন। (পত্র পাঠ করিয়া) নাথ, নাথ, তুমি তো কারো নিকট দোষী নও। তবে কেন মহারাজ লিখেছেন, তুমি মহারাণীর নিকট অপরাধী ?

কুনাল। মহারাণী আমার শিক্ষার জন্য মহারাজকে এইরূপ ব'লেছেন। সকলে বলে,—আমার নয়নদুটী সুন্দর, সেইজন্য বোধ হয় আমার চক্ষের উপর মমতা আছে, রাজরাণীর কৃপায় সে মমতা দূর হবে।

দূত। কুমার, মহারাজের আদেশে আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্চি, আপনি পাটলিপুত্র যেতে প্রস্তুত ?

কুনাল। না। (প্রণামান্তর দূতের প্রস্থানোদ্যোগ) যাবেন না, আপনি রাজদূত—আমার পূজ্য, আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।

দূত। আমার বহুকার্য্য, মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

কুনাল। আপনি কি উত্তর ল'য়ে পাটলিপুত্র গমন ক'র্‌বেন ? তবে যদি কৃপা ক'রে আমার নিকট পুনর্ব্বার আসেন, আমি কোন উপঢৌকন রাজরাণীর নিকট প্রেরণ ক'র্‌বো।

দূত। যে আজ্ঞা।

[দূতের প্রস্থান।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, তুমি কি তোমার চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌বে ?

কুনাল। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, সহধর্ম্মিণী, কর্ত্তব্যে বাধা দিও না।

কাঞ্চন। প্রভু—প্রভু,—এ ছল, কদাচ এ মহারাজের পত্র নয়। কে ও দূত,—এমন বিকট আকৃতি তো আমি কখনো দেখি নাই! আসবা মাত্র আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছে।

কুনাল। দূত যেই হোক, এ মহারাজের নামাঙ্কিত পত্র, আমি কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌বো না।

কাঞ্চন। চলো, আমরা পাটলিপুত্রে যাই, মহারাজকে বলি, তুমি নিরপরাধ।

কুনাল। এ তো আমার অপরাধের দণ্ড নয়, এ আমার—শিক্ষা,—পাটলিপুত্র যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, কি ব'ল্‌ছ ;—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে ?

কুনাল। সর্ব্বনাশ নয় ; বার বার গর্ভযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ ক'র্‌বো।

কাঞ্চন। নাথ, দাসীর বুকে কেন শেলাঘাত করেন ?

কুনাল। প্রিয়ে, মন বাঁধ, উচ্চ কার্য্যের সহায় হও, আমার আদেশ আমার মিনতি।

কাঞ্চন। তবে আমার চক্ষু উৎপাটন করো।

কুনাল। প্রিয়ে, তুমি আমার সেবা ক'রতে ভালবাস, মঙ্গলময় তোমায় সম্পূর্ণ সেবার সুযোগ দিচ্ছেন। তুমি ক্ষোভ বশতঃ অন্ধ হ'লে এ অন্ধের সেবা তো হবে না। শান্ত হও।

কাঞ্চন। (নীরবে রোদন।)

কুনাল। প্রিয়ে রোদন করো না, কারা আস্‌ছেন।

[অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া
কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

(মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রবেশ)

কি মন্ত্রী মহাশয়, আপনারা বিষণ্ন কেন ?

মন্ত্রী। কুমার দেখুন, এ কঠোর আজ্ঞা কে প্রতিপালন ক'র্‌বে ? এ নিশ্চিত কোন

শত্রুর প্ররোচনায়,—নতুবা, রাজা ক্ষিপ্ত।

(কুনালের হস্তে আদেশ-লিপি প্রদান)

কুনাল। (লিপি পাঠ করিয়া) পত্র তো মহারাজের নামাঙ্কিত।

মন্ত্রী। হোক নামাঙ্কিত,—রাজা স্বয়ং এসে আদেশ দিলেও আমরা এ কঠোর কার্য্যে প্রস্তুত নই।

কুনাল। রাজ্য পরিচালনায় অনেক কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয়, এ তো মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন।

মন্ত্রী। না এরূপ কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। এ রাজকার্য্য নয়,—এ বাতুলতা।

কুনাল। ছিঃ ছিঃ ওরূপ ব'ল্‌বেন না।

মন্ত্রী। বল্‌বো না কি? আমরা বিদ্রোহী হ'তে প্রস্তুত! এ কার্য্য করবার আগে নিজের চক্ষু উৎপাটন করবো, স্ত্রীর চক্ষু উৎপাটন করবো, বাহু ছেদন ক'র্‌বো। এই প্রেমিক পরমপুরুষের চক্ষু উৎপাটন! এ কথা শ্রবণেও পাতক আছে। আমরা একমতে দৃঢ়বাক্যে ব'ল্‌ছি, আমরা এ পত্রের আদেশ পালন ক'র্‌বো না।

কুনাল। মন্ত্রীবর, আপনাদের বিদ্রোহাচরণের প্রয়োজন হবে না, নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহে যান।

মন্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহারাজ আপনার উপর আমাদের কিরূপ শ্রদ্ধা, তা পরীক্ষা ক'র্‌বার জন্য পত্র দিয়েছেন। বোধ হয় আপনার নিকট অপর পত্রে মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন।

কুনাল। যদিচ পত্রের মর্ম্ম ওরূপ নয়,—আপনারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবাসে যান।

সকলে। জয় কুমার কুনালের জয়—জয় ধর্ম্মপ্রচারক কুনালের জয়, জয় প্রজাপালক কুনালের জয়, জয় মানববন্ধু কুনালের জয়, জয় পরম শিক্ষাদাতা কুনালের জয়!

[মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। আমি অদ্যই প্রত্যাগমন ক'র্‌বো, কি উপঢৌকন আছে—দিন।

কুনাল। আমি আন্‌চি—অপেক্ষা করুন।

[কুনালের প্রস্থান।

দূত। উঃ। বুদ্ধ এরে দিবারাত্র কোলে ল'য়ে অবস্থান ক'চ্চে। এ কি উচ্চ মানবপ্রকৃতি! এ কি দেহের মমতা বিসর্জ্জন! এর নরকেও তো শাস্তি ভঙ্গ হবে না। বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ ক'রে একেই কি বোধিসত্ত্ব প্রদান কর্‌বে।

(উৎপাটিত চক্ষুর্দ্বয় কৌটায় লইয়া অন্ধ কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। মহাশয়, গ্রহণ করুন।

[কৌটা লইয়া দূতের প্রস্থান।

(কাঞ্চনমালার পুনঃ প্রবেশ)

কেমন, তুমি প্রস্তুত?

কাঞ্চন। আমি দাসী, তোমার যা আজ্ঞা তাই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে?

কুনাল। প্রিয়ে, অন্ততঃ ছদ্মবেশে এ পুরী পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমি রাজাদেশে চক্ষু উৎপাটিত করেছি, আমায় এ অবস্থায় দেখে সকলে রাজদ্রোহী হবে। আজ গভীর রাত্রে আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে নগর হ'তে বহির্গত হব। জেনো প্রিয়ে, সে বেশ ছদ্মবেশ নয়, আজ হ'তে ভিক্ষা আমাদের জীবিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পা —রাজ-অন্তঃপুর।

চিত্তহরা ও তৃষা।

চিত্ত। তোমাদের কথায় আর আমার বিশ্বাস নাই. তোমরা আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। আমি পত্র প্রেরণ করে ছদ্মবেশে স্বয়ং তত্ত্ব নিতে গিয়েছিলুম;

কুনাল চক্ষু উৎপাটন ক'রে গভীর নিশীথে সস্ত্রীক তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রে কোথা চ'লে গিয়েছে। রাজকর্ম্মচারীরা চতুর্দ্দিকে তার অনুসন্ধান ক'চ্ছে। আমার পত্র ল'য়ে রাজার নিকট উপস্থিত হবার পরামর্শ ক'রেছে। তাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে পত্র জাল। সংবাদ পেলেই রাজা আমার প্রাণবধ ক'র্‌বে। কুনালকেও পেলুম না—আমার প্রাণবধও হবে।

ষা। তুমি রাজার প্রাণবধ ক'রে সুখে রাজ্যভোগ করো।

ত্ত। মুখের কথা ত বল্লে! আমি রাজপুরী ছিলেম না, এ সংবাদ পেয়ে রাজা আমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট।

ষা। শোনো—আমি গয়ায় মন্ত্রপূত সূত্র দ্বারা বোধিবৃক্ষ বেষ্টন ক'রে এসেছি, বৃক্ষ শুষ্ক হ'চ্চে। সে সূত্র অপর হস্তে ছেঁদিত হবে না। তুমি এই অস্ত্র নাও, এই অস্ত্র দ্বারা সূত্র ছেদিত হ'লেই বৃক্ষ হ'তে বহুশাখা নির্গত হ'য়ে বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হবে। তখন তুমি রাজাকে বা বল্‌বে—রাজা শুন্‌বে। তুমি ব'ল্‌বে—"আপনার রোগের শেষ আছে, এই ঔষধ সেবন করুন।" তা'হলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ ক'র্‌বেন ও দীর্ঘজীবী হবেন। রাজা ম'লে তুমিই রাজরাণী, আমরা তোমায় সাহায্য ক'র্‌বো। আর তোমায় বাধা দেয় কে!—এই অস্ত্র নাও, আর এই বিষ নাও। তুমি আমাদের অবিশ্বাস করো!—অচিরে বুঝবে, তুমি আমাদের আপনার লোক। আর, ভাণ্ডার তো তোমার হাতে, ভাণ্ডারের ধন বিতরণ ক'রে সেনাদের বশীভূত করো। আর রাজার বিরোধী লোক অনেক আছে, নানাপ্রকার উৎসব ক'রে তাদেরও বশে আনো, তা হলেই রাজ্য তোমার। এক অশোককে ভয়, সে ম'লে কে আর তোমায় বাধা দেবে?

[তৃষার প্রস্থান।

ত্ত। আমার ভয়ে প্রাণ কাঁপ্‌চে। এর মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, যেন আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'চ্চে। আমি ওদের আপনার লোক! ওরা তো দানব-দানবী—ভূত-প্রেতিনী! কি ব'লে গেল! অদৃষ্টে যা থাকে হবে, তক্ষশিলার সংবাদ না আস্‌তে আস্‌তে রাজাকে বিষ দেব।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। কি হবে, কি করবে! কুনাল সম্বন্ধে কি ব'ল্লে বুঝ্‌তে পারলুম না। নিশ্চয় বাছার কোন অনিষ্ট সাধন ক'রেছে। রাজাকে বিষ দেবার কথা কি বল্লে! আমি আকালকে সমস্ত কথা বলি, সে যদি কোন উপায় করতে পারে।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পর্ব্বত সম্মুখস্থ পথ।

পর্ব্বতগাত্রে অশোকের "আদেশ" খোদিত।

[কয়েক জন পথিকের প্রবেশ ও "আদেশ" পাঠ করণ।]

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। (স্বগত) আমার প্রাণ কেন আজ এত ব্যাকুল হচ্ছে। আমার প্রাণের ভেতর যেন হাহাকারধ্বনি উঠছে, যেন "কুনাল,—কুনাল" বলে আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে। বাছার কি কোন অমঙ্গল হলো! আমি তো স্থির থাকৃতে পাচ্ছি নে!

১ম পথিক। ওরে, ওরে—এঁকে জিজ্ঞাসা করি আয়—

২য় ঐ। ও মেয়েমানুষ—ভিক্ষুণী; ও কি বল্‌বে?

১ম ঐ। আরে না না, উনি সর্ব্বস্থানে [illegible]

বেড়ান—লোককে বুঝিয়ে দেন, এর মর্ম্ম কি।

২য় ঐ। ইনি কে?

১ম ঐ। জিজ্ঞাসা কচ্চি দাঁড়া! (অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ মা—এই পর্ব্বতের গায়ে কি লেখা?

দেবী। মহারাজ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত করে প্রজাদের আদেশ দিয়েছেন যে—"সকলে দানধর্ম্ম আচরণ করে ইহকাল ও পরকালের কার্য্য করো। উচ্চনীচ সকলেই মুক্তির অধিকারী। কঠোর আত্মত্যাগই সাধন। এ সাধন হীন অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির কঠিন।"

১ম পথিক। মা, আমরা ব্যাপারী, দেশ-বিদেশে বেড়াই; সকল জায়গাই তোমাকে দেখি, যেখানে যেখানে এম্‌নি সব লেখা আছে, তুমি বুঝিয়ে দাও, তুমি কে মা?

দেবী। আমি রাজদাসী, আমার এই কার্য্য।

২য় পথিক। ওঃ—খুব পাকা পাকা কথা সব রাজা লিখে দেয়। আমরা কি সব বুঝতে পারি? তবে এই বুঝি—এক মুঠো থাকে, কেউ খেতে চায়, আধ মুঠো দিয়ে খাব।

দেবী। বাবা ক্রমে সব বুঝবে।

৩য় পথিক। কি করে লিখ্‌লে?

দেবী। (স্বগত) না আমি স্থির হ'তে পারিনে। আমার আরও প্রাণ আকুল হচ্চে? কোথাও নির্জ্জনে বসে ধ্যান করি।

[দেবীর প্রস্থান।

(অন্ধ কুনালের হাত ধরিয়া কাঞ্চন-মালার প্রবেশ)

উভয়ের গীত।

কুনাল। মানস-সরে চিত-কমল-কলি,
জ্ঞানারুণ হেরি হাসে।

কাঞ্চন। হৃদয়চাঁদ মম অন্তরে বাহিরে,
চিত কুমুদিনী সনে বিহরে বিলাসে॥

কুনাল। নশ্বর নয়ন নাহি আর কাজ,

কাঞ্চন। শত আঁখি পেলে মম হেরি
হৃদিরাজ;

কুনাল। পূর্ণ পূর্ণ কিবা নির্ম্মল জ্যোতি,

কাঞ্চন। পূর্ণ পূর্ণ প্রাণ পাশে প্রাণপতি,

কুনাল। মুক্ত মুক্ত গেল বন্ধন-পাশ,

কাঞ্চন। পতি-পদ-আশ—
সোহাগে প্রাণবাঁধা পতি-প্রেম-ফাঁসে।

উভয়ে। মাধুরী-সাগরে অন্তর ভাসে।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। আহা কার বাছারে! আহা দুটী চক্ষু নাই! বুঝি খায় নাই, রোদে রোদে ঘুরে ঘুরে বাছাদের মুখ দু'খানি শুকিয়ে গিয়েছে। আহা বাছারা, আমাদের বাড়ীতে এসে একটু জিরুবি? আয়, খুদকুঁড়ো যা ঘরে আছে, খেয়ে যাবি।

কুনাল। চলো মা দয়াময়ী!

১ম পথিক। ওগো ওগো পয়সা নেবে? আমরা দিচ্চি—এই নাও।

কাঞ্চন। না বাবা আমরা ভিক্ষু, আমাদের উদর পূর্ণ হ'লেই যথেষ্ট, আর আমাদের প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধা। এসো বাবা এসো—

[বৃদ্ধার পশ্চাৎ কুনালের হস্ত ধরিয়া কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

২য় পথিক। দেখ, বড় ঘরের ছে[illegible]—বড় ঘরের মেয়ে! এখন এই স[illegible] হ'য়েছে। যে সে ভিখিরী হ'লে কি পয়সা ছাড়ে!

(দেবীর পুনঃ প্রবেশ)

দেবী। নিশ্চয় কুনালের কণ্ঠস্বর। (পথিকগণের প্রতি) বাবা, এইখানে কে গান ক'চ্ছিল নয়?

১ম পথিক। হ্যাঁ, মা—একটী অন্ধ ব্যাটা ছেলে, আর তার সঙ্গে একটী টুক্‌টুকে মেয়ে! আমরা পয়সা দিতে চাইলুম—নিলে না, এক বুড়ী তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

দেবী। তারা কোন দিকে গেলো বাবা—কোন্ দিকে গেলো!—

(নেপথ্যে কুনালের সঙ্গীত)

কায়বাক্যমন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি ॥

দেবী। ঐ যে আমার কুনাল—ঐ যে আমার কুনাল!

[বেগে দেবীর প্রস্থান।

২য় পথিক। আহা এই মাগীর বুঝি কেউ হবে রে! চল—চল—দেখি গে।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বুদ্ধগয়া—শুষ্ক বোধিবৃক্ষ সম্মুখ।
অশোক, বৌদ্ধগণ, রাধাগুপ্ত ও পারিষদগণ।

অশোক। আমরা নিষ্ফল তিন দিন অনাহারে প্রার্থনা ক'চ্চি, বৃক্ষ দিন দিন অধিক শুষ্ক হ'চ্চে;—অবশ্য রাজ্য কোন মহাপাপে কলুষিত। রাজার পাপেই রাজ্য কলুষিত হয়, এর কি প্রাশ্চিত্ত—আপনারা আজ্ঞা করুন।

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ অকারণ কেন আত্মনিন্দা ক'চ্চেন? আপনি রাজর্ষি, পরম নির্ম্মলার, এর কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে, গুরুদেব উপগুপ্তের নিকট তাঁর শিষ্যেরা গিয়াছেন, অচিরে তাঁরে ল'য়ে হেথা উপস্থিত হবেন।

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজ্যে প্রচার করো, যে এই বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌বে আমি তারে রাজ্যেশ্বর ক'র্‌বো, জগতে যে যে প্রিয় বস্তু তার প্রার্থনা-সমস্তই তারে প্রদত্ত হবে।

(চিত্তহারার প্রবেশ)

এ কি তুমি হেথায় কেন? সংবাদ পেলেম তুমি অতি দুর্নীত কার্য্য ক'রেছ। আমার অনুপস্থিতিতে নগরে কুৎসিত উৎসবাদি সম্পন্ন হ'য়েছে, সেনাদের ভাণ্ডার হ'তে ধন বিতরণ ক'রেছ, তারা রাজমন্ত্রীদের উপেক্ষা করে। তুমি গুপ্তবেশে যথায় ইচ্ছা গমন করো, তোমার বিরুদ্ধে এসকল কি সংবাদ?

চিত্ত। মহারাজ, আমার কার্য্য—আমি কার্য্যে পরিচয় প্রদান করবো। সমস্ত কার্য্যই দেবাদেশে ক'রেছি, দেবতার প্রসাদে আমি এই জীর্ণ বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌বো। এই দণ্ডেই বৃক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা বহু নবশাখা বিস্তার ক'রে আমার নিন্দুকের মস্তক অবনত ও আমার প্রতি দেব-কৃপা সপ্রমাণ ক'র্‌বে। এই সূত্ররূপ বৃক্ষনাশক কীট অপর অস্ত্রে ছেদিত হবে না, যদি কারো ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করুন।

অশোক। না, না, পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, তুমি বৃক্ষ সজীব করো, আমারও প্রাণদান করো।

(চিত্তহরার সূত্র কর্ত্তন
এবং বৃক্ষের পুনর্জ্জীবিত হওন)

সকলে। ধন্য রাজরাণী ধন্য!

চিত্ত। মহারাজ, দেবাদেশে আমি অর্থ ব্যয় ক'রেছি, নিন্দুকেরা অপবাদ দিয়েছে। দেবকৃপায় আমি আর এক পরম রত্ন প্রাপ্ত হ'য়েছি। মহারাজের এখনও পীড়া উপশম হয় নাই, পীড়ার শেষ আছে। এই ঔষধ সেবনে রোগ হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করবেন! কার্য্যান্তে দাসী রাজচরণে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌বে।

(নেপথ্যে কুনালের গীত)

শ্বাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ হর অহমিতি অভিমান;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে যায় বিশ্বে মিলাইয়ে;

অশোক। এ কে গান ক'চ্চে—যেন কুনালের কণ্ঠস্বর অনুমান হ'চ্চে। মন্ত্রীবর, দেখ গায়ককে সত্বর হেথায় ল'য়ে এসো।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্ত। (স্বগত) আর বিলম্ব নয়, কুনাল এসেছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ—মহারাজ, ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। প্রিয়ে, বোধ হয় তোমার কুনাল আস্‌ছে।

চিত্ত। মহারাজ—মহারাজ শুভক্ষণ ব'য়ে যাচ্ছে, আর এক মুহূর্ত্ত গত হ'লে ঔষধের ফল হবে না।

(ঔষধ প্রদানোদ্যতা।)

(বেগে আকালের প্রবেশ)

আকাল। দুষ্টা, বারবিলাসিনী— চিত্তহরার হস্ত হইতে ঔষধ কাড়িয়া লওন।)

অশোক। আকাল, আকাল—তুমি কি ক্ষিপ্ত? রাজ্ঞীকে কি ব'ল্‌ছ?

আকাল। মহারাজ এ বারবিলাসিনী, আপনার ভ্রাতা সুসীমের উপপত্নী ছিল। এ বিষ,—মহারাজকে বিষ দিয়ে মহারাজের প্রাণ নষ্ট ক'র্‌তে এসেছে।

চিত্ত। মহারাজ এত অপকলঙ্ক আমার অদৃষ্টে ছিল! আমাকে বিদায় দিন, আমি চল্লুম।

আকাল। মহারাজ যেতে দেবেন না, দুষ্টার প্রাণদণ্ড করুন।

চিত্ত। মহারাজ, কত অপমান সহ্য ক'র্‌বো?

অশোক। প্রিয়ে স্থির হও, দোষীর সমুচিত দণ্ড এখনই বিধান হবে। (আকালের প্রতি) তুমি কিরূপে জান্‌লে – এ বিষ?

আকাল। মহারাজ, এ দুষ্টা—পিশাচিনীর সখী, পৈশাচিক কুহকে বোধিবৃক্ষ শুষ্ক হ'য়েছিল, পৈশাচিক শক্তিতে পুনর্জ্জীবিত হ'য়েছে।

অশোক। এ সংবাদ তুমি কিরূপে অবগত?

আকাল। যে চণ্ডালিনী আপনার পরিচর্য্যা ক'রেছিল, সে সমস্ত পরামর্শ শুনেছে, তার নিকট আমি শ্রবণ ক'রেছি।

চিত্ত। মহারাজ বিচার করুন,—তার বাক্‌শক্তি নাই! আমি চল্লুম।

(গমনোদ্যতা)

আকাল। মহারাজ ধরুন, আমি প্রমাণ দিচ্চি। আপনি আমার জীবন দান ক'রেছিলেন, সেই জীবন আপনাকে পুনরর্পণ ক'চ্চি। আমার মৃত্যুতে আপনি পিশাচিনীর হস্তে মুক্তিলাভ করুন। (বিষ পান।)

অশোক। আকাল—আকাল, বিষ যদি তো কেন পান ক'র্‌লে?

আকাল। নচেৎ মহারাজ এ পাপিনীকে অবিশ্বাস ক'র্‌তেন না। আমার কণ্ঠস্বর রোধ হ'চ্চে; মহারাজ—বিদায়— (আকালের পতন)

চিত্ত। মহারাজ, এ আমার শত্রুর ছিল। আমার সঙ্গে এত শত্রুতা, এ স্থলে আমি আর থাক্‌বো না।

(গমনোদ্যতা।)

অশোক। কদাচ যেতে পাবে না, বিষ বা আকালের কপটতা পরীক্ষিত হোক্।

(রাধাগুপ্ত ও পশ্চাৎ কুনালকে লইয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কুনালের গীত।

কায়বাক্যমন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি
শ্বাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ হর অহমিতি অভিমান;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে যায় বিশ্বে মিলাইয়ে;
বিস্তৃত জীবন, বিস্তৃত প্রাণমন,
ভুবনবিহারী, শুদ্ধ বোধোদয় মোহ-তমোহারী
মাগে ভিখারী!

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, আপনার পুত্র, পুত্রবধূকে গ্রহণ করুন। বাছারা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে উদর পূরণ ক'রেছে। হা অদৃষ্ট!

অশোক। এ কি দেবী! আমার কুনালের এ দশা কেন?

(কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার এ দুর্দ্দশা কে ক'রেছে?

(তক্ষশিলা হইতে প্রেরিত দূতের প্রবেশ)

দূত। কঠিন পিতৃ-আজ্ঞায়! (পত্র প্রদান।)

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! দুশ্চারিণী, এ তোরই কার্য্য।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। বাবা—বাবা—কুনাল, তোমার এ দশা হ'লো! আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রবো! আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম, সেই জন্ত কি আমার মুখ দর্শন ক'র্‌বে না। বাবা, বনবাসে তোমার ওই অলোক-সুন্দর মুখমণ্ডল মনে ক'রে জীবন ধারণ ক'রেছি। তোমায় রাজ্যেশ্বর দেখ্‌বো, যেদিন তোমায় প্রসব ক'রেছি, সেই দিন থেকে আমার সাধ;—সে সাধে কেন বজ্রাঘাত হ'লো! বাবা তোমায় অন্ধ দেখে এখনও আমার চক্ষু উৎপাটিত হ'লো না! বাবা বাবা কুনাল, আমার অঞ্চলের নিধি—এ কি হ'লো!

অশোক। এ কি পদ্মাবতী! আমি এতদিন তোমায় চিনেও চিন্‌তে পারি নাই!

কুনাল। মহারাজ, বনে চণ্ডালগৃহে বাস ক'রে জননী আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্রকে ধাত্রী-রূপে পালন ক'রেছিলেন,—সেই পালনের নিমিত্তই অজ্ঞাতবাস করেছেন। ইনি আমার গর্ভধারিণী, তদপেক্ষা মহাত্মা ন্যগ্রোধের ধাত্রী জননী!

অশোক। দেবী, তোমার আত্মত্যাগের তুলনা হয় না। তুমি চণ্ডালিনী-বেশে এই পাপিনীর কিঙ্করী হ'য়ে রাজগৃহে বাস ক'রেচ! (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার স্ত্রৈণ পিতার কি প্রায়শ্চিত্ত বলো?

কুনাল। পিতা, আমি জড়চক্ষুহীন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কৃপায় আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত! অলীক দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দেবদৃষ্টি লাভ ক'রেছি। সমস্তই বিমাতার কৃপায়!

অশোক। মন্ত্রি, এই পাপিনীর কি শাস্তি বিধান করো? কিরূপে এর প্রাণদণ্ড করা উচিত?

কুনাল। মহারাজ, দাসকে ভিক্ষা দিন, প্রাণদণ্ড হ'লে পরম-প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপে বঞ্চিত হবে। অভাগিনীকে অনুতাপের সময় দিন।

অশোক। না বৎস, তোমার ন্যায় দেবত্ব আমার লাভ হয় নাই।

চিত্ত। (বিষের মোড়ক বাহির পূর্ব্বক সেবন করিয়া) কুৎসিত রাজা, তুই আমায় কি দণ্ড প্রদান ক'র্‌বি? আমার নিকট এখনো ঐ তীব্র বিষ ছিল। আমার যন্ত্রণার এখনই অবসান হবে; তুই যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ কর। (কুনালের প্রতি) কুনাল, তোর দয়া আমার পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণা! তুই আমায় উপেক্ষা ক'রেছিলি, তোর চক্ষু উৎপাটন ক'রে শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু দেখ্‌ছি, সে তোর শাস্তি নয়। মৃত্যুর পর যদি আস্‌বার উপায় থাকে, আমি তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরে দেখ্‌বো—কিসে তোর শাস্তি হয়। (পতন ও মৃত্যু।)

দেবী। মহারাজ, সাধ্বী রাজকুলবধূকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি যত্নে তোমার অন্ধপুত্রের সেবা ক'রেছ, আমার কণ্ঠে বাগ্‌দেবী এলেও বর্ণনা ক'র্‌তে অক্ষম হব।

অশোক। দেবি, আমি এই সাধ্বী জননীর কি পুরস্কার দেবো, যার আমার চিত্ত-প্রসাদ পুরস্কার! মাগো, তোমার স্বামী অন্ধ, তুমি রাজরাণী হবে না—এই খেদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে!

কাঞ্চন। পিতা, আক্ষেপ কর্‌বেন না,—পতি-প্রেমে আমি ইন্দ্রাণী অপেক্ষা বৈভবশালিনী। আমি পরম সম্পদ পতিসেবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি, আমি অন্য সম্পদ প্রার্থী নই।

পদ্মা। (কাঞ্চনমালাকে আলিঙ্গন করিয়া) মা—মা—আমার—

(উপগুপ্তের প্রবেশ।

অশোক। গুরুদেব—গুরুদেব! দেখুন—কত দিনে আমার শাস্তির অবসান হবে।

ধিক্ রাজ্য, অশোক নামে ধিক্!—বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখেছি, রাজ-রাণীকে বনবাসিনী ক'রেছি, আজ আমার বংশধর কুনাল চক্ষুঃহীন! পরমসুহৃদ্ প্রভু-ভক্ত আকাল, বিষপানে মৃত! প্রভু, আমি কি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্‌বো।

উপ। মহারাজ, দেহীর ধৈর্য্যাবলম্বনই শান্তির একমাত্র উপায়। সংসার যদি কণ্টক-শয্যা না হ'তো, কে নির্ব্বাণ কামনা কর্‌তো? মহারাজ প্রভুর পরম কৃপায় সংসার বিষবৎ জ্ঞান হয়। আকাল ওঠো, তোমার রাজভক্তির আদর্শ প্রদান সম্পূর্ণ হয় নাই।

আকাল। (ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া) প্রভু, আবার ফেরালেন! আস্তে আস্তে দিব্বি আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম।

উপ। বৎস, অচিরে নরচক্ষে দিব্যি জ্যোতি দর্শন করবে। বৎস কুনাল, বুদ্ধদেব তোমায় যেরূপ অন্তরে দর্শন দিচ্ছেন, জড় দৃষ্টিতেও সেইরূপ দর্শন দেবেন, সেই জন্য তোমার কুনাল চক্ষু পুনরায় প্রাপ্ত হও।

পদ্মা। কৃপাময়—নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দদতা—

অশোক। প্রভু প্রভু, যদি কৃপা ক'রেছেন, আর আমায় রাজকার্য্যে লিপ্ত রাখ্‌বেন না। কুনালকে সিংহাসন প্রদান ক'রে দাসকে আপনার পদসেবায় নিযুক্ত করুন।

কুনাল। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, আমি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন ক'রেছি, সে ব্রত ভঙ্গ ক'র্‌বেন না।

উপ। মহারাজ, পাটলিপুত্রে চলুন।

অশোক। প্রভু, আর আমার সিংহাসনে ইচ্ছা নাই।

উপ। কুনালের পুত্র সম্প্রীতিকে সিংহাসনে অভিষেক ক'রে যেরূপ ইচ্ছা করবেন। (চিত্তহরাকে নির্দ্দেশ করিয়া) এ হত ভাগিনী রাজগলে মালাপ্রদান ক'রেছিল, এর সংকারের আজ্ঞা দিন।

আকাল। প্রভু কৃপা ক'রে একবার বাঁচিয়ে দিন, বেটীর চক্ষুলজ্জা হয় কি না দেখি।

উপ। বৎস, এ পাষাণীকে মার, নরকে লয়ে স্থান দিয়েছে। পাপিনীর প্রাণ আর দেহে নাই।

আকাল। বেটীকে নিয়ে মার বেটাও ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌বে। ভাল প্রভু, ও তো মারের সহচরী, মার কেন ওকে নরকে দিলে?

উপ। নরক মায়ের রাজ্য,—মার স্বয়ং নরক-বাসী—সমস্ত পাপীর উপর তার অধিকার। প্রজাবৃদ্ধির জন্য মানবকে প্রতারিত করে। চলুন মহারাজ, বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

[রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(দুইজন মার অনুচরের প্রবেশ)

১ম চর। মন্ত্রীম'শায়, আমরা সৎকার ক'র্‌বো।

রাধা। কি পুরস্কার প্রার্থনা করো?

২য় চর। কার্য্য শেষ ক'রে পুরস্কার গ্রহণ ক'রবো। আপনি যান।

রাধা। (স্বগত) ও বাবা—এরা কে। যে হোক, আমি নিশ্চিন্ত।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(মারের প্রবেশ)

মার। ল'য়ে যাও, রাখ অস্থি নরকের দ্বারে।

[শব লইয়া মার-অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

বোধিবৃক্ষ,
তব মূল কলুষিত করিব নিশ্চয়;—
রহ রহ সময় সাপেক্ষ মাত্র তাহা।
তব মূল শান্তিময় স্থান না রহিবে,
হিন্দুসনে মহা দ্বন্দ্ব বৌদ্ধের বাধিবে,
কিন্তু এই নিদারুণ খেদ,
নির্ম্মূল না হবে কোন কালে,—
লঙ্কাদ্বীপে শাখা তব যত্নে আরোপিত।
যাক্ যা হবার হবে—
উপস্থিত উপায় কি করি?
পরাভব নেহারি শিহরি,
তবু নাহি ক্ষমা [illegible]রণে;
দৃঢ়দুর্গ আছে মম অশোক হৃদয়ে,
অহঙ্কার—রাজ্য-অহঙ্কার তার মনে,—
তবে কি হেতু নিরাশ,
অহঙ্কার কে পারে ত্যজিতে

করে যদি সসাগরা ধরণী প্রদান,
শতগুণে অহঙ্কার হবে বলবান,
পাবে তায় কিরূপে নিস্তার!
না না, ভয় হয়
অলক্ষিত কি আছে আশ্রয়—
যাহে পদে পদে পরাজয় মম।
থাকে যেবা থাকুক আশ্রয়,
অহঙ্কার দুর্ম্মদ সহায় মম।
কি হেতু সংশয়,
কি হেতু আশঙ্কা আর,
রণজয় নিশ্চয় হইবে।

[প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

-:*:—

পাটলিপুত্র— অশোকের কক্ষ।

(রাধাগুপ্তের ও অকালের প্রবেশ)

রাধা।—আকাল,সর্ব্বনাশ হ'চ্চে—দেথ্ছ না?

আকাল। ম'শায়, আমার সর্ব্বও কথনো ছিল না, নাশও কার নাম জানি না।

রাধা। ব্যঙ্গ ক'রো না, মহারাজ স্বর্ণপাত্রে ভোজন ক'র্তেন প্রতিদিন সে স্বর্ণপাত্র সঙ্ঘকে পাঠিয়েছেন।

আকাল। আজ্ঞে হাঁ, — তারপর বুদ্ধি ক'রে মহারাজকে রৌপাপাত্রে আহার ক'রতে দিয়েছিলেন, তাও বন্ধ ক'রে লৌহপাত্রে দিয়েছিলেন, তারপর মৃত্তিকাপাত্রে দিয়েছেন।

রাধা। তোমার মতন তো দায়িত্বহীন আমরা নই। মহারাজ পৌত্রকে রাজ্য অর্পণ ক'রেছেন, ভাণ্ডারের সমস্ত অর্থ যদি বৌদ্ধসঙ্ঘের জন্য ব্যয় ক'র্বেন, রাজকোষ শূন্য হ'লে রাজ্য চ'ল্বে কি প্রকারে?

আকাল। যা কর্‌বার তা তো করেছেন, এথন আমায় বল্‌ছেন কি?

রাধা। এথনো রাজাকে ক্ষান্ত করো।

আকাল। আর কি ক্ষান্ত কর্‌বো আজ্ঞা করুন, —ভূমিশয্যা,মৃত্তিকাপাত্রে আহার, পীতবস্ত্র পরিধান—আর কি বাসনা আছে বলুন?

রাধা। চুপ করো—

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। আকাল যদি কেউ আমার আজ্ঞাবাহী থাকে এই আমার হস্তস্থিত অর্দ্ধ আমলকী যেন সঙ্ঘকে প্রদান করে। তুমি জানো— আর আমার কিছুই নাই,এই অর্দ্ধ আমলকী আমার সম্বল। যদি আজ্ঞাবাহী কাকেও না পাও, তুমি স্বয়ং এ কার্য্য করো।

আকাল। মহারাজ এ কাজের লোকের ভাবনা কি? মন্ত্রী মশায় মাথায় করে দিয়ে আস্‌বেন। ভিক্ষুরাও বুঝ্‌বে, যে রাজার কাছে আর পাওনা থোওনা কিছু নাই।

রাধা। মহারাজ কেন এরূপ আজ্ঞা কচ্চেন, আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী রয়েছি।

আকাল। দিন মহারাজ, মন্ত্রীমশায়ের আর ক্লেশের আবশ্যক নাই, আমিই পাঠিয়ে দিচ্চি।

অশোক। বলো—সঙ্ঘের যেন সকলে এর এক এক অংশ গ্রহণ করেন, আমার আর কিছুই নাই।

আকাল। (স্বগত) দশহাজার ভিক্ষু—বথরা কর্‌তে বড় প্যাঁচ পড়্‌বে।

[আকালের প্রস্থান।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

অশোক। প্রভু, আজও কি মারের অধিকার আমার অন্তরে আছে? এত যন্ত্রণাতেও কি আমার ভোগের অবসান হয় নাই?

উপ। মহারাজ,যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হবেন না। বটবৃক্ষের মূলের ন্যায় পাপবৃক্ষ হৃদয় অধিকার করে। স্থান খনন ব্যতীত যেমন সেই দৃঢ়মূল বট নির্ম্মূল হয় না, অন্তরে আঘাত ব্যতীত পাপের মূলও নির্ম্মূল হয় না।

অশোক। রাধাগুপ্ত, এথন তোমাদের মহারাজা কে?

রাধা। মহারাজ, বিদ্যমান রয়েছেন।

অশোক। সত্য বলছ?

রাধা। দাস তো কথনো মিথ্যা বলে না।

অশোক। এথনো আমি রাজা?

(আকালের পুনঃ প্রবেশ)

রাধা। হ্যাঁ মহারাজ !

অশোক। তবে আমি তোমার সম্মুখে বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে সসাগরা পৃথিবী দান করলেম।

রাধা। প্রভু, প্রভু, আপনারাই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, আপনারাই রাজ্য নষ্ট করলেন।

উপ। মন্ত্রীবর, বৌদ্ধসঙ্ঘ লোভী নয়। আমি সেই সঙ্ঘের প্রতিনিধিস্বরূপ যুবরাজ সম্প্রীতিকে চারি কোটী স্বর্ণমুদ্রায় রাজ্য বিক্রয় কচ্চি এর কারণ শুনুন,—মহারাজ শতকোটী স্বর্ণমুদ্রা সঙ্ঘে প্রদান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে ছিয়ানব্বই কোটী প্রদান করেছেন, অবশিষ্ট মুদ্রা প্রদানে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হোক্। আকাল পদ্মাবতী প্রভৃতিকে লয়ে এসো।

[আকালের প্রস্থান।

রাধা। ভাণ্ডার শূন্য,—এত স্বর্ণমুদ্রা কিরূপে প্রদান করি। কোন বন্ধু রাজার সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। দেখি, কিরূপ হয়।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, কাঞ্চনমালা প্রভৃতিকে লইয়া আকালের প্রবেশ)

উপ। মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার আজ্ঞা, মন্ত্রীর প্রতি প্রদান করলেন না?

অশোক। প্রভু আপনার কৃপায় আমার দিব্য-চক্ষু প্রস্ফুটিত। আমি বুঝেছি,—রাজ্য,ধন, কীর্ত্তিকলাপ কিছুই আমার নয়, সকলই বুদ্ধদেবের,—আমি নিমিত্ত মাত্র ছিলেম।

উপ। মহারাজ, আপনার অন্তর হতে কাম-ক্রোধাদি রিপু—দারুণ পরীক্ষায় ইতিপূর্ব্বে বহির্গত হয়েছিল। যখন রাজ্যদান করলেন, তখনও দানগৌরব আপনার অন্তঃকরণে ছিল। সে গৌরবের অধিকারী 'মার'। সে গৌরব পরিত্যাগ করেছেন, বুঝেছেন —আপনি নিমিত্ত মাত্র। এক্ষণে বুদ্ধ-দেবকে দর্শন করবার দৃষ্টি আপনার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত,—জ্যোতির্ম্ময়কে দর্শন করুন। মা পদ্মাবতী, মা দেবী, তোমাদের কার্য্য পূর্ণ, তোমাদের যশোগাথা ধরণী ব্যাপ্ত হবে,—পতির সঙ্গে একত্রে দর্শন করো। বৎস কুনাল, তুমি দিব্যচক্ষে সস্ত্রীক দিবা-রাত্র প্রভুকে দর্শন কচ্চ—তথাপি নরচক্ষে দর্শন করো, এ নিমিত্ত চক্ষু প্রাপ্ত হয়েছ। আকাল, তুমি-প্রভুর দর্শনে ত্রিকালজ্ঞ হয়ে প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করো। তোমার আত্ম-ত্যাগী সাধনের তুলনা হয় না। মন্ত্রীকে বলো যে, বৌদ্ধসঙ্ঘ লোভী নয়; অংশে অংশে ক্রমে ক্রমে অর্থ প্রেরণ করবেন। সঙ্ঘের অর্থের নিমিত্ত চিন্তিত হবার প্রয়োজন নাই। মহারাজকে প্রতিজ্ঞা হতে মুক্ত করবার জন্য সঙ্ঘ মুদ্রা গ্রহণ করবেন। সকলে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করো।—

পটপরিবর্ত্তন।

শূন্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রকাশ।

(সম্মুখে মার করযোড়ে দণ্ডায়মান)

উপ। মার, এইবার আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করবো। প্রভুর ইচ্ছায় কার্য্য বর্জ্জন করে নির্ব্বাণ-কামনায় ধ্যানস্থ থাকবো।

মার। তিরস্কার করবেন না, আমি পরাজিত। নির্ম্মল হৃদয়ে আমার অধিকার নাই। জয় বুদ্ধদেবের জয় !

সকলে। জয় বুদ্ধদেবের জয়! জয় ধর্ম্মের জয় !! জয় সঙ্ঘের জয় !!!

সমবেত সঙ্গীত।

মরি ভুবনমোহন মূরতি।
হয়ে ভ্রান্তি-তিমির চরণ মিহির জ্যোতি।
বিমল বদনমণ্ডলে, করুণার্ণব উথলে,
হেরি পরশে পুলক মানব-হৃদয়-কমলে;
দীন-শরণ-গতি, স্মরণে অমল মতি,
অবনী, তপন, ব্যোম, সমীরণ,
নিয়ত করিছে আরতি।

যবনিকা।

সমাপ্ত।

শাস্তি কি শান্তি?

উৎসর্গ

নাট্যগুরু

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়া ছি,শ্রদ্ধা—সকল উচ্চ স্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চ স্থানে যেরূপ উচ্চ কার্য্যেই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে—এই আমার বিশ্বাস। যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয়, সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া "ন্যাসান্যাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল, কিন্তু উপহার দিবার যোগ্য নাটক লিখিতে পারি নাই, এই জন্য বিরত ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তবে আর কবে আশা পূর্ণ করিব! সেই নিমিত্ত এই নাটকখানি অযোগ্য হইলেও আপনার পুণ্য। স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম। ভাবিলাম ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপূজা হইয়া থাকে।

বাগবাজার, কলিকাতা।
৩রা পৌষ, ১৩১৫।

চিরকৃতজ্ঞ,
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চরিত্র

—:*:—

পুরুষ।

প্রসন্নকুমার	...	...	ধনাঢ্য ভদ্রলোক।
প্রবোধ	...	...	ঐ পুত্র।
বেণীমাধব	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ জামাতা।
শ্যামদাস	...	...	ঐ বৈবাহিক। (নির্ম্মলার পিতা)
প্রকাশ	...	...	বেণীমাধবের বন্ধু।
পাগল	...	...	ছদ্মবেশী পরোপকারী সদাগর। (হরমণির অপরিজ্ঞাত স্বামী)
সর্ব্বেশ্বর	...	...	প্রকাশের দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারী।
ঘেঁচী	...	...	ঐ পুত্র।
বটকৃষ্ণ	...	...	নিষ্কর্ম্মা নেশাখোর।
হেবো	...	...	ঐ পুত্র।
শুভঙ্কর	...	...	মূর্খ গ্রহাচার্য্য।
মিঃ বাসু	...	...	ধনাঢ্য চরিত্রহীন যুবা।
মিঃ মল্লিক, মিঃ বড়	...		বিলাত-ফেরত ঘেঁচীর ইয়ারদ্বয়

ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস-ইনস্পেকটার, জমাদার, ডাক্তার, ঘটক, স্বর্ণকার, শুঁড়ী, বেসো, কোচম্যান, কন্যাযাত্রীগণ, পাহারওয়ালাগণ, ভৃত্য ও বেহারাগণ, বৃদ্ধ ও বালকগণ, দোকানদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

পার্ব্বতী	...	...	প্রসন্নকুমারের স্ত্রী।
ভুবনমোহিনী	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা।
প্রমদা	...	...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
নির্ম্মলা	...	...	ঐ বিধবা পুত্রবধূ।
হরমণি	...	...	ভিখারিণী।
চিত্তেশ্বরী	...	...	শুভঙ্করের ভগ্নী।

দাই, হরমণির পালিতাকন্যাগণ, দাসীগণ ইত্যাদি।

শাস্তি কি শান্তি?

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(প্রসন্নকুমারের শয়নকক্ষের সম্মুখস্থ দরদালান)

প্রসন্নকুমার ও পার্ব্বতী।

প্রসন্ন। কান্না তো চিরদিনই রইলো, কান্না তো আর ফুরোবার নয়। আমরা চিতেয় না পুড়ে আর সুশীলকে ভুলবো না; কিন্তু পরের মেয়ের কি ভাব্‌ছ?

পার্ব্বতী। আহা—এমন বউ কি কারো হয়! ভগবতি, তার কপালে এই লিখেছিলে!

প্রসন্ন। বউমা এই ক' বছর ঘরে এসে আপনার বাপ-মাকে ভুলেছে। আমায় বাপ জানে, তোমায় মা জানে। তিন দিন বাপের বাড়ী গে' থাকতে পারে না। এখন বিপদ কি বুঝেছ?

পার্ব্বতী। সে ভেবে আর এখন থেকে কি ক'র্‌বো?

প্রসন্ন। এখন থেকেই ভাবনা;—মেয়ে আমাদের ব'লে ঘরে এনেছি, সুশীল থাক্‌লে আমাদেরই, কিন্তু আমাদের হ'য়েও আমাদের জোর নাই। বউমার বাপ নিতে পাঠিয়েছে, বউমা তোমায় কি ব'লেছে জানি না, আমার পা দুটো জড়িয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, "বাবা, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিও না।" এদিকে ওর বাপের একেবারে জেদাজিদি।

পার্ব্বতী। আহা! মাগী সেথায় শুন্‌তে পাই, জামাইয়ের শোকে একেবারে অন্নজল ত্যাগ ক'রেছে, একবার ঘুরে আসুক।

প্রসন্ন। ঘুরে আসুক ব'ল্‌ছ, এলে রাখ্‌তে পা'র্‌বে?

পার্ব্বতী। সে বউমার মন।

প্রসন্ন। বউমার ষোল আনা মন। কিন্তু তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে কি?

পার্ব্বতী। কেন গা,—আমি কি মেয়ে মানুষ করি নি? আর বাছার কি কোন ঝক্‌কি আছে? আট দিনের দিন বাছা ঘর ক'র্‌তে এসে আমার সঙ্গে গুড়্‌ গুড়্‌ ক'রে কাজ কর্ম্ম ক'রে ফির্‌চে। যে কাজ পড়ে, বলে,—"মা তুমি এখন জিরোও, আমরা কাজ শিখি"। এই এতদিন যেদিকে ফিরিয়েছি, সে দিকে ফিরেছে। একে রাখতে পা'র্‌বো না কেন ভা'ব্‌ছ? আমার পেমার চেয়ে আদর ক'রে রাখ্‌বো।

প্রসন্ন। আমি কি ব'ল্‌ছি বুঝ্‌তে পাচ্চ না। মেয়েমানুষ ক'রেচ, এই তে মনে ক'চ্চ রাখা সোজা। মেয়ে পরের বাড়ী যাবে, যত দিন থাকে, খাইয়ে দাইয়ে আদর ক'রে রাখা; কিন্তু এ রাখা এক সর্ব্বনেশে রাখা। দেখছ কি, সেই সর্ব্বনাশের দিন থেকে ব্রহ্মচারিণী সেজেছে! আমাদের গৃহীর সংসারে ব্রহ্মচারিণীকে রাখা বড় কঠিন, তা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

(নির্ম্মলার প্রবেশ)

নির্ম্মলা। কেন বাবা, কেন কঠিন মনে ক'চ্চ? আমি যে পাঁচ বচ্ছর মায়ের শিক্ষায় কুল-বধুর আচার শিখেছি, স্বামী ইষ্টদেবতা বুঝেছি। তাঁর প্রত্যক্ষ এক সেবা, আর মনে মনে সেবা,—দুই সেবাই তোমাদের ঘরে এসে শিখেছি। আমার স্বামী প্রত্যক্ষ নন,—কিন্তু আমার অন্তরে আছেন। আমি আমার ইষ্টদেবতার সেবা কি ক'রে ক'র্‌তে হয়, তাঁর ধ্যান ক'রে জান্‌বো।

প্রসন্ন। মা, তুমি যদিচ বালিকা, কিন্তু দেখছি বুদ্ধিতে আমার মায়ের মত। আমার ভাবনার কথা কি, তা তো তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ; তোমায় সকল বিলাস থেকে বঞ্চিত ক'রে, কি ক'রে আমি সংসার ক'র্‌বো? তুমি মা মালসা পোড়াবে, আর বাড়ীতে নানাবিধ সামগ্রী আস্‌বে, নানা ভোগের জিনিস—ছেলের জন্য মেয়ের জন্য আন্‌বো, কিন্তু তোমায় দিতে পা'র্‌বো না; বরং তোমার কোন দ্রব্যে প্রয়াস হ'লে বঞ্চিত ক'র্‌বো। নচেৎ আমার কর্ত্তব্য করা হবে না। মাগো, এই ভাবনায় আমি আকুল হয়েছি।

নির্ম্মলা। কেন বাবা, কেন তুমি আকুল হয়েছ? মা, তুমি বাবাকে বোঝাও, আমার জন্য যেন উনি কিছু ভাবেন না। আমি বাড়ীর বড় বউ,—আমার সংসার,—তুমি কি বারো মাস পা'র্‌বে? আমি এখন সংসার ক'র্‌বো, আমি ঘরকন্না বজায় ক'র্‌বো, দেওরকে দেখ্‌বো, আই-বুড়ো ননদকে দেখ্‌বো, তোমাদের দেখ্‌বো, এখন আমি তোমাদের বেটাবউ একত্রে। চাকরলোকজনকে দেখ্‌বো, এই কাজ আমার ইষ্টদেবতা আমায় দিয়ে গিয়েছেন। আমায় তিনি পরখ ক'র্‌তে লুকিয়ে আছেন—দেখা দিচ্ছেন না, দেখছেন—আমি তাঁর মনের মতন কাজ ক'র্‌তে পারি কি না। যে দিন আমার কাজ ফুরোবে, যেদিন আমি ক্লান্ত হবো,—সেই দিন তিনি আমায় আদর ক'রে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। মা—তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলে।—বাবাকে ভাব্‌তে বারণ করো'।

প্রসন্ন। ভগবান্! কি বজ্রাঘাত বুকে করেছ! এ রাঙা স্ত্রীকে রাজসিংহাসনে বসাতে দিলে না

পার্ব্বতী। আ পোড়া কপাল—আ পোড়া কপাল!—এমন ক'রে আমার ঘর ম'জ্‌লো

নির্ম্মলা। না বাবা—না মা—আমি তোমাদের কাঁদ্‌তে দেবো না, তোমরা আমার মুখ চেয়ে স্থির হ'য়ে থাকো। আমি ঠাকুরপোর বেটা কোলে ক'রে তোমাদের কোলে দেবো, তোমরা কেঁদো না, তোমাদের ঘর আমি বজায় ক'র্‌বো।

(নেপথ্যে হরমণির গীত)

"হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেষু গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥"

প্রসন্ন। গিন্নি, তুমি এ ভিখিরীর গান শুনেছ? ওকে ডাক্‌তে পাঠাও, শোন, শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

নির্ম্মলা। আমি ঝিকে বলি, বাড়ীর ভেতর ডেকে আনুক্।

প্রসন্ন। না, এই ঘরেই ডেকে আ'তে বলো।

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

পার্ব্বতী। ঘরের ভেতর ভিখিরী মাগীকে ডা'কবে?

প্রসন্ন। তুমি ওকে দেখো নি, ও কে আমি বুঝ্‌তে পারি নি। যে দিন ছোঁড়াকে বা'র ক'রে নিয়ে গেল, আমি বৈঠকখানায় প'ড়ে আছি,—ও রাস্তায় গাচ্চে,—আমার প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল। আমি ওকে দু'টি টাকা দিতে গেলুম, তা ব'ল্লে,—"বাবা আর এক দিন এসে গান শুনিয়ে যাবো"। আমার বোধ হলো—যেন আমার শোক-শান্তির জন্যই গাচ্ছিল।

(নির্ম্মলার পশ্চাৎ হরমণির গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(হরমণির গীত)

কেন দিবানিশি ভাসি আঁখিজলে।
মৃদু মৃদু ভাষে হৃদি পরশে,
কে বলে,—"তাপিত তনয়, আয় রে কোলে !
ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেয়েছি,
যত কেঁদেছ, তত কেঁদেছি,
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি।
কেন পান্থবাসে, ভ্রম নিরাশে,এসো আবাসে,—
দূরে থেকো না, পাবে যাতনা,
জ্বালা সবে না—হৃদি-কমলে।"

পার্ব্বতী। ব'সো বাছা, ব'সো।

হর। মা, আমায় ব'স্‌তে বল্‌ছ ? আমি কে জানো ?

প্রসন্ন। তুমি কে ?

হর। বাবু, আর তো আমার পরিচয় নাই, কি পরিচয় দেবো ? তবে আগে কি ছিলুম,— ব'ল্‌তে পারি।

প্রসন্ন। তুমি কাদের মেয়ে ?

হর। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাড়ী নবদ্বীপ, কোলকাতায় বে হ'য়েছিল। বিবাহের পর আমার স্বামী বিদেশে চাক্‌রী ক'র্‌তে গেলো, বাপের বাড়ী এসে রইলুম। কিছুদিন পরে আমার বাপ খবর পেলে, আমার স্বামী জাহাজডুবী হ'য়ে হাঁস-পাতালে মারা গিয়েছে।

পার্ব্বতী। আহা বাছারে—এ সর্ব্বনাশ যেন শত্রুরও হয় না।

নির্ম্মলা। কি ক'রে খবর পেলে ?

হর। আমাদের পল্লীতে একঘর জমীদার আছেন, তাঁর ছেলে বেড়াতে গিয়েছিল, সেই খবর দিলে।

পার্ব্বতী। তার পর মা—তারপর ?

হর। আমি বাপের বাড়ীই রইলুম—

প্রসন্ন। শ্বশুর বাড়ী রইলে না কেন ?

হর। আমার শ্বশুরদের তো কেউ ছিল না,—আমার স্বামী তার বিমাতার ভায়ের কাছে মানুষ হয়েছিল।

প্রসন্ন। তোমার বাপ মা আছে ?

হর। না বাবু, আমিই তাদের কাল হ'য়ে ছিলুম। আমি বিধবা হবার পর আমার বাপ মা বিধবার অপেক্ষা কঠোর আচারে রইলেন। আমার বাবার খাবার সময়ে একবার মার সঙ্গে দেখা হতো, আমাকেও বালিকা ব'লে মায়িক স্নেহ ক'র্‌তেন না, শাস্ত্রমত বিধবার আচারেই রেখেছিলেন।

পার্ব্বতী। তবে মা, তুমি কাল হ'লে কিসে ?

হর। আমাদের পল্লীর সেই জমীদারের ছেলে, আমার প্রতি কুদৃষ্টি দেয়, আমার বাপের উপর তাড়না করে। মকদ্দমা-মামলায় সর্ব্বস্ব যায়। তিনি কোল্‌কাতায় পালিয়ে এলেন। নানা দুঃখে কোল্‌-কাতাতেই আমার মা-বাপ মারা গেলেন। আমি নিরুপায় হ'য়ে এক বাড়ীতে র'াধুনী হ'লুম। তখন মা—জানিনি যে, সে বাড়ী আমাদের জমীদারের ছেলের শ্বশুর-বাড়ী। একদিন রাত্রে সেই জমীদারের ছেলে শ্বশুরবাড়ীতে এসে আমাকে আক্রমণ করে, ধরা প'ড়ে লোকের কাছে আমার অপবাদ দেয়। তারা আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। আমার নামে নানান কথা উঠ্‌লো,—গর্ভপাত ক'রেছি পর্য্যন্ত অপবাদ হ'লো,—কোথাও আর চাক্‌রী পেলুম না। তিন দিন অনাহারে থেকে গঙ্গার ঘাটে শুয়ে মনের খেদে ডুবে ম'র্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় নিরাশ্রয় দেখে দীনবন্ধু আমায় আশ্রয় দিলেন। একজন দেখ্‌তে পাগলের মতন, সে যেন আমায় জান্‌তো, সে যেন আমার মনের কথা বুঝেছিল। সে আমায় ধমক দিয়ে ব'ল্লে, "কেন আত্মহত্যা ক'র্‌বি ? তোর সর্ব্বস্ব গিয়েছে— গিয়েছে, এখনো তোর দেহমন রয়েছে,দীনবন্ধুকে দে,দীনবন্ধু তোরে দেখ্‌বে"। তার কথায় মনে হ'লো, যেন দীনবন্ধু আমায় আশ্বাস দিচ্চেন। তাঁর সঙ্গে গেলুম, একখানি কুঁড়ে ঘরে নিয়ে আমায় রা'খলেন। সেই ইস্তক সেই পাগ্‌লার কাজ করি, আর ভিক্ষে ক'রে খাই।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। বাবু, বউঠাকুরুণের বাপ এসেছেন।

প্রসন্ন। বুঝি বউমাকে নিয়ে যাবার কথা ব'ল্‌তে এসেছেন। এই দু'টি টাকা নাও বাছা।

[হরমণিকে টাকা দিয়া প্রস্থান।

পার্ব্বতী। বউ মা, এই টাকাটি দাও। (হরমণির প্রতি) তুমি আর একদিন এসো, গান শুন্‌বো।

নির্ম্মলা। (হরমণিকে টাকা দিয়া) একটু দাঁড়াও। (পার্ব্বতীর প্রতি) মা, আমি এর সঙ্গে কথা কইলে দোষ হবে?

পার্ব্বতী। না, দোষ কি হবে। শীগ্‌গির এসো, বেলা নাই, গা টা ধুয়ে শীতলের সামগ্রী ব'ার ক'রে দেবে।

[প্রস্থান।

নির্ম্মল। হ্যাঁগা সে পাগ্‌লা কে? পাগলা কি তোমার স্বামী? তোমায় নিরাশ্রয় দেখে স্বর্গ থেকে এসে তোমায় দেখা দিয়েছন?

হর। আমি মা এত কি তপস্যা ক'রেছি, যে তিনি স্বর্গ থেকে এসে আমায় দেখা দিবেন? কিন্তু আমার সে পাগ্‌লাকে দেখে স্বপ্নের মতন আমার স্বামীকে মনে পড়ে।

নির্ম্মলা। হ্যাঁগা, তুমি সেই পাগ্‌লার কি কাজ করো?

হর। নবদ্বীপে কীর্ত্তন হয়, আমি শুনে শুনে কীর্ত্তন গাইতে শিখেছিলুম। সন্ধ্যার পর বাবা-মা ব'সে মালা ফেরাতেন আর আমার কীর্ত্তন শুন্‌তেন। এখন আমায় কীর্ত্তন গাইতে অনেকে নিয়ে যায়। কীর্ত্তন গেয়ে যা রোজগার করি, তাইতে অনাথা কুড়িয়ে এনে প্রতিপালন করি— এই পাগ্‌লার কাজ। আর ভিক্ষা ক'রে যা পাই, পেটের মত রেখে পাগ্‌লার কাজেই দিই।

নির্ম্মলা। সেই অনাথাগুলি কোথায়? আমায় একদিন দেখাবে?

হর। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলো, যদি ওঁরা আন্‌তে বলেন, একদিন সঙ্গে ক'রে এনে দেখাব। আজ চ'ল্লুম মা, আমি ভিখারী, আমায় চেনো না,—আহা তোমার যে দশা—[illegible] মানুষের সঙ্গে কথা ক'য়ো না, সে পুরুষ মানুষ হো'ক, মেয়েমানুষ হোক্। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বলে মা—

'পুরানো বসন, ভাতি, অবলা জনের জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে"

ভিখারিণীর এই কথাটি মনে রেখো—'অবলা জনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।" আমি এখন আসি, তোমাদের ঝিকে বলো, আমায় বার ক'রে দেয়।

নির্ম্মলা। চল, ব'ল্‌চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বটকৃষ্ণের বহির্ব্বাটী।

চণ্ডুপানরত বটকৃষ্ণ ও শুভশঙ্কর।

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

সর্ব্বে। জলেই জল বাধে,—ওঃ প্রসন্নবাবুর জোর কি জোড় বরাত এক দফা ছেলের বে দিয়ে মার্‌লে, তারপর বিধবা হয়ে বউটো বাড়ী রইলো, সে সব গয়না খুলে দিয়েছে, কম নয়, যেমন ক'রে হোক দশ বার হাজার টাকার। আর আজ শুন্‌ছি —ওর জামাইটে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যাচ্ছিল, ট্রামে টক্কর লেগে প'ড়ে গিয়ে উরুতের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। বাঁচে কি না, বড়মানুষ জামাই—বাস—জামাই চক্ষু বুজলে সমস্ত বিষয় ঘরে চ'লে এলো!

বট। তুমি কোথায় শুনলে—তুমি কোথায় শুনলে ?

সর্ব্বে। আমি প্রকাশবাবুর কাছে কাজ করি কি না, ওর জামাইয়ের বড় বন্ধু, ব'ল্‌ছিলো বাঁচে কি না!

বট। না—বাঁচ্‌বে না! প্রসন্নর এখন তেজ বরাত জামাইয়ের বিষয় ঘরে এলো ব'লে!

সর্ব্বে। আর আমার বরাত দেখ না, 'দু'দুটো মেয়ের বে দিলুম, একটা দোজপক্ষে, একটা তেজপক্ষে; তেজপক্ষেটার কাস রোগ দেখেই দিয়েছিলুম, তা দুটোই যেন তালের খুঁটি, মরবার নাম করে না, যা'হোক ম'লে বাড়ীখানা ঘরখানা বেচে নিতে পার্‌তুম। তেজপক্ষেরটা এখনও তিন সের করে খাঁটি দুধ খায়।

(ঘেঁচীর প্রবেশ)

ঘেঁচী। শীগ্‌গির এসো—তোমার ছোট জামাই খাবি খাচ্চে, খাট এয়েছে।

সর্ব্বে। সত্যি নাকি? তুই বাড়ী থেকে গোটা দুই তালা নিয়ে আয়, ঐ বুড়ো ব্যাটার আবার দোজপক্ষের মেয়ে আছে, ঘর-দোর সব বন্ধ ক'র্‌তে হবে।

ঘেঁচী। সে তোমায় শেখাতে হবে না—সে তোমায় শেখাতে হবে না,—তবে আর তোমার থান কাপড় প'রে সরকার সেজেছিলুম কি কর্‌তে? আমি দাস-কোম্পানীর কাছ থেকে কনট্রাক্‌টারের সরকার ব'লে তিনটে তালা নমুনা এনেছি?

শুভ। (ঝিমাইতে ঝিমাইতে) কেমন গুণে ব'লেছিলুম—জামায়ের বিষয় মার্‌বে।

সর্ব্বে। আরে র'সো, খাবি খেয়ে না ঝেড়ে ওঠে!

[ঘেঁচী ও সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

বট। হীরের টুক্‌রো ছেলে!

শুভ। দেখ না—শীগ্‌গির কোথায় কি দাঁও মারে।

বট। কই আমার তো গ্রহ কাট্‌লো না? একটা মেয়ে নেই, যে বরাত ঠুকে তেজপক্ষে দেবো।

শুভ। এইবার কাট্‌বে, শনি গিয়াছেন রাহুর ঘরে, রাহু গিয়াছেন শনির ঘরে, কেতুতে মঙ্গলে লেগেছে জাপটা জাপটি, এই বাগ পেয়ে বৃহস্পতি মাথা কাড়া দিচ্চে। ঐ তোমার হেবো, হেবোতেই তোমাকে নেওয়াল ক'রে দেবে।

বট। আরে কই, দুটো তিনটে সম্বন্ধে তো ছেলে দেখ্‌তে এসেই ভেঙ্গে গেলে। বে দিতে পাল্লেও কিছু পেতুম।

শুভ। ও হেবো, হেবো তোমার বড় ক্ষণজন্মা ছেলে—

বাঁয়ে শেয়াল ডাইনে ষাঁড়।
খেজুর গাছে ঝোলায় ভাঁড়।
তিন প্রহরে জন্মে ছেলে।
একেবারে ওঠে মট্‌কায় ঠেলে॥

ঐ বুধটে সম্বন্ধ ভাঙ্‌ছে, বৃহস্পতিটে খাড়া হ'তে দাও, হয় তোমার হেবো কোন জমীদারের মেয়ে বিয়ে ক'র্‌বে, নয় কেউ পুষ্যিপুত্র নিলে বলে! চাই কি ওর মামার বিষয় মা'র্‌তে পারে।

বট। আরে যাও, চণ্ডুর ঝোঁকে কি ব'ক্‌চ,—ওর মামাদের রাবণের গুষ্টি, একটা ক'রে মরতে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবে।

শুভ। কেউ টেঁক্‌বে না—কেউ টেঁক্‌বে না, তোমার কুমড়ো ভাগ্যিতেই সব ঠিক ক'র্‌বে তোমার চালে কেমন কুমড়ো ফলেছে। খনার বচন আছে।—

চালে যদি কুমড়ো ফলে।
মামার বংশ রাহুই গেলে।

(হেবোর প্রবেশ)

হেবো। বাবা—বাবা, বেণীবাবু ব'লেছে, এইবারে খুব বড়মানুষ হব।

শুভ। হবেই তো বাবা—হবেই তো—

হেবো। ও তোমার বিদ্যেয় নয়, তুমি খাঁটি খেয়ে ছাই গুণেছ। বাবা, বেণীবাবু ব'লেছে, আমি ইংরিজি শিখ্‌লেই সাহেব করে দেবে। চাঁদনি থেকে পোষাক কিনে দিয়েছে।

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ।

চিত্তে। (শুভঙ্করের প্রতি) ওরে শীগ্‌গির আয়!—শীগ্‌গির আয়! বড় একটা স্বস্ত্যয়ন হাতে লেগেছে,ঐ প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের জামাই গাড়ী থেকে প'ড়ে মর মর হয়েছে, চল্‌ চল্‌ স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে হবে।

শুভ। ওর ছেলের বেলা ওর বেয়াইয়ের বাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন করেছিলুম, দক্ষিণেটিও হাতে করা আর ওর মেয়েটিরও হাতের খাড়ু খোলা। আমি যার নৈবিদ্যি গুছিয়ে আন্‌তে পার্‌লুম না। প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে আমার চেনে।

চিত্তে। ও শিম্লে গেছে জামাই দেখতে, একবার ছুটি বাড়ীতে থেতে আসে, জামাইয়ের বাগানেই থাকে। শীগ্‌গির আয়—

[চিত্তেশ্বরী ও শুভঙ্করের প্রস্থান।

বট। হ্যাঁরে হেবো, তুই হরমণির কাছে যাস্‌ শুন্‌তে পাই,তার টাকা কড়ি এদিক ওদিক প'ড়ে থাকে, কিছু সরাতে পারিস নি?

হেবো। তোমার ও বুদ্ধি আমি ক'র্‌বো না। আমি সাহেব হবো, একটা সিগারেট দিতে পা'র্‌তে তো দেখাতুম কেমন সাহেবের মত সিগারেট খাই, আমি ঠিক সাহেবের মত দৌড়ুতে শিখেছি। হরমণি ওষুধ আন্‌তে পাঠিয়েছিল,আমি একদৌড়ে এনে দিলুম। হরমণি ব'লে—"তুই সাহেব হ'তে পা'র্‌বি"। আমি বেণীবাবুকে দেখতে চল্লুম, যদি ডাক্তার ডাক্‌তে বলে —এক দৌড়ে ডেকে আন্‌বো।

বট। আর তোর বেণী বাবু—সে যেতে বসেছে।

হেবো। না—অমন কথা বলো না বলছি!

[প্রস্থান।

বট। না—যেমন বরাত—তেমনি ছেলে—মানুষ হ'লো না। অমন বড় মানুষের বাড়ী যাতায়াত কচ্ছে, একদিন একটা সোণা রূপোর জিনিস লুকিয়ে আনতে পারলে না। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরের দরদালান।

নির্ম্মলা ও পার্ব্বতী।

নির্ম্মলা। মা, আমি শুনেছি, আমার বাবাকে বলেছিল, যে এখন ঠিক লোক পাওয়া যায়, না, স্বস্ত্যয়ন শান্তি ঠিক হয় না। দুর্গা নাম ক'র্‌লে আপদ্‌ কাটে। [illegible] মা, আমরা ঠাকুর ঘরে গিয়ে আপনারা দুর্গা নাম করি।

পার্ব্বতী। স্বস্ত্যয়ন শান্তিতে হয় না মা, তবে লোক করে কেন?

নির্ম্মলা। কই মা—আমার বেলা তো কিছু হলো না, বাবা তো ঢের খুঁজেছিলেন, ঠিক লোক তো পাওয়া যায় না।

পার্ব্বতী। না, এ খুব ভাল লোক পেয়েছি, এ শুভঙ্কর আচার্য্যি, গ্রহ ফাঁড়া কাটাতে অমন আর নাই।

নির্ম্মলা। শুভঙ্কর আচার্য্যি—কোন্‌ শুভঙ্কর? শুভঙ্করই তো আমাদের বাড়ী স্বস্ত্যয়ন করেছিল।

পার্ব্বতী। সে মা—পরমায়ু কি কেউ দিতে পারে।

(শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

চিত্তে। এই নাও, এ কি আস্‌তে চায়! বলে আমায় শ্মশানে গিয়ে সাধন ক'র্‌তে হবে। এখন আর আমি কারো স্বস্ত্যয়ন শান্তি করতে পা'র্‌বো না। আমি ঢের বুঝিয়ে সুজিয়ে এনেছি।

শুভ। (জনান্তিকে কথা কহিবার ভাণ করিয়া) দিদি, তুই আমায় খাবি, এই স্বস্ত্যয়ন শান্তি ক'রেই আমার শরীর গ'লে যাচ্ছে।

চিত্তে। না না—এ বাড়ী তোরে স্বস্ত্যেন ক'র্‌তেই হবে। নে ফর্দ্দ ধর—আমি দপ্তরখানা থেকে দোত কলম কাগজ এনেছি, নে ধর।

(দোয়াত, কাগজ ও কলম প্রদান)

শুভ। ধ'র্‌বো আর কি শনির শান্তি ক'র্‌তে হবে পশুতে অশুভ ক'রেছে,—

যেখানে অশুভ করেছে পশু।
শনির শান্তি ক'র্‌বে আশু॥

বচন প'ড়ে র'য়েছে। তবে রাহু-কেতুরও হোম করতে হবে, মঙ্গলেরও দুটো জবা দিতে হবে, আর শুক্রের অর্ঘ্য, আর রবির গোরোচনা। এই—

চিত্তে। আর বুধের যে কি করিস্‌?

শুভ। বুধের একখানা কাঁচা নৈবেদ্যি, আর বৃহস্পতির মুণ্ডি তোলা সন্দেশ।

চিত্তে। আর চন্দ্রের রূপোর থালা, ভুলে যাস্‌ সব। এখন ধর— মূল স্বস্ত্যেনের ফর্দ্দ ধর।

শুভ। শনির দোষ-শান্তির বচন পড়েই রয়েছে,—

মাষকলাইঞ্চ তৈলঞ্চ মহিষাশ্চ লোহাং
চণকশ্চ বস্ত্রং তণ্ডুলস্য গাদা।
বেদাগঞ্চ পান্না সুবর্ণস্য থালা
সদক্ষিণা দানে শনিদেব তুষ্টঃ॥

চিত্তে। নে নে বচন রাখ,—শু'নচো গা গিন্নি, বল'না, ও এখন সমস্ত রাত শ্লোক আওড়াবে। নে ধর—কি কি চাই।

শুভ। এই ধর না কেন—মাষকলাইঞ্চ—

চিত্তে। মাসকলাই—এই এক মন ধর—তার পর কি বল?

শুভ। তৈলঞ্চ—

চিত্তে। নে তিন ঘড়া খাঁটি সর্ষের তেল। জানো গা গিন্নি, আমার ওর সঙ্গে থেকে থেকে সব মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে। তার পর বল?—

শুভ। মহিষাশ্চ—

চিত্তে। মোষ নিয়ে কি কর্‌বি! ওর বদলে একটা বাছুরওয়ালা গাই ধর।

শুভ। লোহাং—

চিত্তে। লোহা ব'ল্‌তে হবে না—লোহা ব'লতে হবে না,—ও খানচারেক বঁটী আর খান চার পাঁচসেরি কড়া হ'লেই চল্‌বে।

শুভ। চণকশ্চ—

চিত্তে। ছোলা—দু'মন ধরি—ও শুক্‌নোই ভাল, ভিজে ছোলা হ'লে বেশী লাগবে, সংক্ষেপে সেরে দে।

শুভ। বস্ত্রং—

চিত্তে। কাপড় পঁচিশ জোড়া—ঐতেই সেরে নিতে হবে।

শুভ। তণ্ডুলস্য গাদা—

চিত্তে। হাঁ মন কতক চাল লাগ্‌বে।

শুভ। বেদাগঞ্চ পান্না—

চিত্তে। পান্নাটি একটু বেদাগ চাই, আর সোণার দু'খানা থালা আর দক্ষিণে যা দিতে পারো—এই তো? আমি তোর চেয়ে ফর্দ্দ ক'র্‌তে পারি। কলসী দুই ঘি আর ফুল দূর্ব্বো তুলসী—এই গুলো তো চাই—কেমন রে?

শুভ। আর বেল কাঠ।

চিত্তে। নে হবে হবে। গিন্নি, টাকা ধরে দেবে না কিনে দেবে?

পার্ব্বতী। ফর্দ্দ খানা রেখে যান, আমি সরকার মশাইকে দিয়ে কিনে আনাবো।

চিত্তে। গিন্নি, তুমি বুক বেঁধে ঘুমোও, কাল শান্তি হ'য়ে যাক্‌, পরশু তোমার জামাই হেঁটে তোমার বাড়ী আস্‌বে, তখন যা বিদেয় ক'র্‌তে হয়, করো। আমি বলে কয়ে অল্পে স্বল্পে সেরে দিলুম। নে চল্‌—আমি হবিষ্যির টাকা নিয়ে তোরে ডাক্‌তে গিয়েছি।

[শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, এরা জোচ্চর—ও তো হাজার টাকার ফর্দ্দ ক'রলে।

পার্ব্বতী। না মা না, গ্রহ শান্তিতে করণকস্তি করেই লোকে ফল পায় না।

নির্ম্মলা। তুমি এসো মা, আমরা দুর্গা নাম করিগে।

পার্ব্বতী। ও বাছা, আমার কি মনস্থির আছে যে দুর্গা নাম ক'রবো।

নির্ম্মলা। তুমি যেমন পারো, চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা বালিসের উপর রাখিয়া অর্দ্ধশায়িত-অবস্থায় বেণীমাধব শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষারত ভুবন-মোহিনী ও কক্ষদ্বার-সন্নিকটে পাগল উপবিষ্ট।

বেণী। ভুবন, বাবাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ?

ভুবন। বাবা কি যেতে চান?

বেণী। ওঁদের বড় ক্লেশ হবে। ওঁদের আমি জামাই নই, ওঁদের আমি ছেলের অধিক। আমার মুখ চেয়ে ওঁরা ছেলের শোক ভুলে-ছেন। যাকে তাকে "এই আমার জামাই" ব'লে দেখিয়েছেন, শতমুখে সুখ্যাতি করেন। আমার শোক পুত্রশোকের অধিক লাগ্‌বে।

ভুবন। তুমি কেন অমন ক'চ্চ? সবাই ব'ল্‌চে—ভাল হবে।

বেণী। ভাল হই ভাল, আমার তো অসাধ নাই। কিন্তু উরুত কেটে কেউ বাঁচে না।

ভুবন। ওই তোমার এক কথা, ডাক্তাররা ব'লে গেল, আর তুমি এমন ক'চ্চ! প্রকাশবাবু বলে, এমন হাজার হাজার লোক ভাল হয়।

বেণী। সে বেশ তো, আমি যা ব'লচি—শোনো—আমার বাপ ছিলেন না, আমার মা বে দিয়েই কাশীবাসী হয়েছেন। তিনি শ্বশুর ম'শায়কে ব'লে গিয়েছেন—"আমার ছেলে আজ থেকে তোমার।" সেই ইস্তক তিনি আমায় ছেলের অধিক দেখেন। তোমার মা আমায় মায়ের মতন যত্ন করেন। তুমি তাদের দেখো, তাদের দে'খ্‌বার আর কেউ নাই। তোমার ছোট বোন বালিকা, আর তোমার ছোট ভাইটে তো অলবড্ডে, আর বিধবা জা,—তারা ছেলেমানুষ, কিছু জানে না। আমার ভাল মন্দ হ'লে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী অন্নজল পরিত্যাগ ক'র্‌বেন।

ভুবন। ওগো তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, অমন বক্‌বে তো আমি উঠে যাবো।

বেণী। আমি ঘুমুবো—খুব ঘুমুবো, তুমি রেগো না, সে ঘুম আর ভাঙ্গাতে পা'র্‌বে না। যতক্ষণ জেগে থাকি, শোনো—তোমার নামে আমি উইল ক'রেছি, বলেছিত পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে এসে ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে যৎকিঞ্চিৎ হয়েছে, তাই থেকে আমি অনেক পৈত্রিক সম্পত্তি কিন্‌তে পেরেছি, এতে আমার বৈমাত্র ভাইপো, খুড়তুতো ভাই এদের কোন অংশ নাই। তোমার নামে আমি সব উইল ক'রে দিয়েছি, প্রকাশ তার এক্‌জিকিউটার।

পাগল। বাঃ!—

বেণী। তোমার বাপকে এক্‌জিকিউটার ক'র্‌বো মনে ক'রেছিলুম, কিন্তু দেখলুম, তিনি শোকাতাপা, হয়তো দেইজীরা ঝগড়া ক'র্‌বে; তিনি নিরীহ মানুষ, অত জঞ্জাল তাঁর ঘাড়ে দিলুম না।

পাগল। বেশ!—

ভুবন। হ্যাঁগা, কাল সকালে বলো না।

বেণী। কাল সময় পাবো কখন? সকালে ডাক্তাররা এসে পা কাট্‌বে; আর সময় পাই কি না জানি না। প্রকাশ আমার কে—শোনো,—প্রকাশ আমার বন্ধু নয়, ভাইয়ের অধিক, তোমাকে সে ভগ্নীর চেয়ে স্নেহ করে।

ভুবন। হ্যাঁগা, প্রকাশ বাবুর পরিচয় আমায় কি দিচ্চ? আমাদের পাড়ার,—ছেলে-বেলা থেকে আমাদের বাড়ী আসে, কত আদর কর্‌তো,—কতদিন আমার সঙ্গে খেলা করেছে,—আমি প্রকাশ বাবুকে জানি নে।

বেণী। না—জানো না, আমি দু' তিন বার বিপদে পড়ি, প্রকাশ বাড়ী বাঁধা দিয়ে

আমার সাহায্য করেছে,হু'বার কঠিন ব্যায়রাম হয়, প্রাণ উৎসর্গ করে আমার সেবা ক'রেছে। তুমি জেনো, তোমার মুখপানে যদি কেউ চায়—আমার রাগ হয়, কিন্তু প্রকাশকে তোমার কাছে একলা রেখে কাজে বেরিয়ে যাই। সে তোমার হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। ভাল গয়না কোথাও দেখ্‌লে জোর ক'রে কিনে আনে। প্রকাশকে তুমি আপনার জেনো, কারুর কথা শুনে তাকে পর করো না। প্রকাশের যদি স্ত্রী না থাক্‌তো, আমি সমাজ মান্‌তুম না, আমি প্রকাশকে অনুরোধ ক'র্‌তুম, তোমায় বিবাহ করে। যাক্ সে কথা—আমি তোমায় প্রকাশকে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

পাগল। মরি মরি!—

বেণী। কে ও?

ভুবন। সেই পাগলা, ও যাক্ না—বসে থেকে আর কি করবে?

বেণী। না না,ও থাক্,আমি হৃদয়হীন কোলকাতার রাস্তায় পড়েছিলুম, ও আমায় না তুলে আন্‌লে সেইখানেই মরে পড়ে থাক্‌তুম। ভাই, এদিকে এসো—তুমি আমার কে ছিলে জানি না, তোমার কৃপায় আমি ভুবনকে দেখ্‌তে পেয়েছি!

পাগল। আর বন্ধুর হাতে হাতে স'পে দিতেও পার্‌বে।

বেণী। তুমি হৃদয়বান্—পাগল নও, তোমার কথার ভাব আমি বুঝেচি, কিন্তু তুমি জান না, আমার সে বন্ধু নয়।

ভুবন। ওর সঙ্গে কি বক্‌ছ?

বেণী। ওকে তুমি চেনো না; কি যত্নে আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে জান না; ওর ঋণ আমার জন্মান্তরেও শোধ হবে না। ও যদি কখনো আসে, পাগল ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রো না।

[পাগলের প্রস্থান।

(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

ম'শায়, আবার কেন এত রাত্রে এসেছেন? আমি বেশ আছি, আপনি বাড়ী যান, নইলে আমার ঘুম হবে না।

প্রসন্ন। কই বাবা, এখন'তো ঘুমুতে পা'চ্ছ না?

বেণী। এই ওষুধ খেয়ে এইবার ঘুমুবো,—আপনি আসুন।

প্রসন্ন। হ্যাঁ এই যাই বাবা। একবার দেখে যাচ্ছি।

বেণী। তা বেশ ক'রেছেন, কা'ল আর আপনি আ'সবেন না, operation হবে, আপনি দেখ্‌তে পা'র্‌বেন না।

প্রসন্ন। না না—তা আস্‌বো না—তা আস্‌বো না।

বেণী। তা এখন আপনি যান,—আপনি থা'ক্‌লে আমি ঘুমুতে পা'র্‌বো না।

প্রসন্ন। চল্লুম—চল্লুন। তুমি এখন একটু ভাল আছ তো?

বেণী। আজ্ঞে হাঁ, আমি বেশ' আছি। আপনি আসুন, বাড়ীতে খবর দেন গে—আমি আছি ভাল, তাঁরা আবার ভাব্‌ছেন।

প্রসন্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি আসি—আমি আসি।

[প্রস্থান।

বেণী। দেখ্‌ছ—পাগলের মত হ'য়েছেন, ওঁদের দেখ্‌বার আর কেউ রইলো না!

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। কি, এখনো বক্ বক্ ক'চ্ছ? না—আমায় আর বাড়ী যেতে দিলে না। আর ভুবন, তুমিও তো বেশ।

ভুবন। আমি কি কর্‌'বো বলো? আমি ব'লছি ওষুধটো খেয়ে শোও,তা কিছুতেই শুনবে না।

প্রকাশ। নাও, তুমি উঠে যাও, আমি ব'স্‌ছি। তুমিও শোওগে। কিছু তোমার ভাবনা নেই। নাও বেণী, ওষুধ খাও।

বেণী। কেন ঘুমের জন্য ব্যস্ত হ'চ্চ? পা কাটিয়ে অঘোর ঘুমুবো, আর ঘুমুতে কাউকে ব'লতে হবে না।

প্রকাশ। তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, সৃষ্টির লোক্‌কে কাঁদান কেমন তোমার অভ্যেস! যা হবার তা হবে, তুমি এখন স্থির হও।

বেণী। আমার আর একটি কথা,—ভুবনকে তুমি দেখ্‌বে?

প্রকাশ। গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্যি ক'রবো না কি বল? ভুবন আমার তোমার দেখ্‌তো নয়। যখন তোমার বে হয় নাই, তখন থেকে আমি ভুবনকে জানি, তা তো জানো? আমি তিনটে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে জোর ক'রে বে দিয়েছিলুম। এ তো তোমায় কতবার ব'লেছি।

বেণী। আমার মতন ক'রে দেখো,—ও কখনো কোন দুঃখ জানে না; একেবারে মাথায় বজ্রাঘাত হবে—একেবারে অনাথা হবে। তুমি দেখো, বল—দেখ্‌বে?

প্রকাশ। হাঁ দেখ্‌বো। এই ওষুধটা খাও।

বেণী। আমি তোমায় প্রকাশকে সঁপে দিয়েছি,—প্রকাশকেও তোমায় সঁপে দিচ্চি। প্রকাশকে ভায়ের মতন দেখ্‌বে। ওর সম্পদ তোমার সম্পদ, ওর বিপদ তোমার বিপদ, ওর স্ত্রী তোমার ভগ্নী, ওর ছেলে তোমার ছেলে। আমি চোখ বুঁজলে প্রকাশ ছাড়া তোমার কেউ নাই। তোমার বাপ-মা তোমায় স্নেহ করেন, কিন্তু তোমার অন্তরের ব্যথা বুঝ্‌বেন না, প্রকাশ বুঝ্‌বে; ওর কাছে কোন কথা গোপন ক'রো না। ও বড় যত্ন জানে—তোমায় বড় যত্ন ক'র্‌বে। ভাই প্রকাশ, তোমায় আমার কিছু ব'ল্‌বার নাই, তুমি আমার মন বোঝো; তুমি যদি না থাকৃতে, আমার মৃত্যু আরো ক্লেশকর হ'তো! তোমার মুখ দেখে, আমার মনে শান্তি হ'চ্চে,—আমার ভুবনকে দে'খ্‌বার লোক রইল'।

প্রকাশ। ভাই, তুমি বড় বিপদ ক'র্‌লে, ওসুধটা খাও।

বেণী। দাও। (ঔষধ সেবন করিয়া) ভুবন, তুমি আমার এক পাশে ব'সো,—প্রকাশ এক পাশে ব'সো। তোমরা কথা কও, ভুবনকে ভরসা দাও, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমুই।

ভুবন। এই যে আমরা ব'সে আছি। আবার চাইচো কেন? চোখ বোজো। এই যে আমি তোমার গায়ে হাত দিয়ে র'য়েছি।

(পাগলের পুনঃ প্রবেশ)

পাগল। অহো—আমার অমন বন্ধু নাই।

ভুবন। তুমি আবার কেন এয়েছ?

প্রকাশ। না না, আসুক, ও বড় সেবা করে। (পাগলের প্রতি) কেন ভাই, আমি তোমার বন্ধু। তুমি বেণীকে রাস্তা থেকে এনেছ, আমাকে কিনে রেখেছ।

পাগল। আমার বন্ধু হ'য়ে কি ক'রবে? আমার যুবতী মাগও নাই, টাকাও নাই। এইবার পাগলকে ভাল লাগ্‌বে না। আমি চ'ল্লুম, কিন্তু পাগ্‌লার কথাটা একটু ঠাউরে দেখো।

[পাগলের প্রস্থান।

ভুবন। ও পাগল—ওর কথায় কি ভা'ব্‌ছ?

প্রকাশ। ভাবি নি, বাঁচাতে পারি তবেই,—বড় বেশী দায়িত্ব বটে।

ভুবন। (ইঙ্গিত করিয়া) চুপ!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

পার্ব্বতী।

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

চিত্তেশ্বরী। ওগো গিন্নি, দক্ষিণে নিয়ে এসে ব'সো, শান্তিজল নেবে। তোমার ছোট মেয়েকে, ছেলেকে আর বউকে ডাকো, ক'জনে বসে শান্তিজল নাও।

পার্ব্বতী। বউমাকে ডাকৃছি—ঠাকুরঘরে আছে; ছোট মেয়ে তো বাড়ীতে নেই; এই শোকতাপের সংসার দেখে, সেটা ভায়ের শোকে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিল,

—তাই তার মামারা নিয়ে গিয়েছে। ছেলে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে।

চিত্তে। তবে তোমরা এসো, তোমার ছেলে-মেয়ের হ'য়ে তুমিই শান্তিজল নেবে এখন। তোমার কাজ চোটাপটে হ'য়ে গিয়েছে। হোমের আগুনের শিখে সোণার বর্ণ হ'য়ে একতালা অবধি উঠেছিল; আমি ভাবলুম—কড়ি ধরে। শুভো ব'সে নাগাল পায় নাই,—দাঁড়িয়ে উঠে আহুতি দিয়েছি। এমন শান্তি আর কারো বাড়ীতে হয় নাই।

পার্ব্বতী। হাঁ মা, কাল রাত থেকে যে সবাই বড় ভয় পেয়েছে শুনচি। কর্ত্তা আজ ভোর না হ'তে চ'লে গিয়েছে,—তিনটে বাজ্‌তে চ'ল্লো, এখনো ফির্‌লো না,—আমার বুক কাঁপ্‌ছে মা!

চিত্তে। কিছু ভয় নাই—কিছু ভয় নাই, খবর আন্‌তে পাঠাও, এতক্ষণ তোমার জামাই উঠে বসেছে। ওই শান্তিজল দিতে ডেকেছি, সে আস্‌ছে। কা'ল আবার এসে পূর্ণ ঘড়ায় শান্তি ক'র্‌বে। যাও গিন্নি, দক্ষিণে নিয়ে এসো।

পার্ব্বতী। মা, আমার প্রাণের ভেতর কেমন হু হু ক'রে উঠ্‌ছে,মনে হ'চ্চে যেন আমার মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌বে। শুভ হ'লে এমন হ'চ্চে কেন মা!

চিত্তে। ও ভয়েই জয়—ভয়েই জয়! তুমি দক্ষিণে আনো। বামুন উপোসী আছে, গিয়ে হবিষ্যি ক'র্‌বে, সন্ধ্যে হ'লে আর হবে না।

পার্ব্বতী। হাঁ মা, শুভ হবে তো?

চিত্তে। শুভ হবে না? ওর এমন শান্তি নয়! ওর নাম শুভঙ্কর, যেখানে শান্তি ক'র্‌বে, সেইখানে শুভ হবে।

(শুভঙ্করের প্রবেশ)

শুভ। আমি কাল এসে দক্ষিণে নেবো আর শান্তিজল দিয়ে যাবো। আজ এখন চল্লুম—তোমার জামাই-বাড়ী শান্তিজল দিতে।

পার্ব্বতী। দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও, আমি দক্ষিণে এনে প্রণাম করি।

[পার্ব্বতীর প্রস্থান।

শুভ। আরে নে স'রে আয়, গতিক বড় খারাপ! চাকর-বাকরেরা কি কাণাকাণি ক'চ্চে।

চিত্তে। দাঁড়ানা—এই আন্‌লে।

শুভ। না—না, ঐ শোন্‌,—বাইরে কি গোল হ'চ্চে শোন্‌—পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়! যা পেয়েছি সেই ভাল, আমি হরে ভারীকে আট আনা পয়সা কবলে এনে-ছিলুম সব সরিয়েছি।

চিত্তে! আর ঘিয়ের কলসী দুটো?

শুভ। আর রাখ্‌ তোর ঘিয়ের কলসী।

নেপথ্যে প্রসন্ন। গিন্নি—গিন্নি—

শুভ। ঐ ভাখ্‌ মজালে! আজ বুঝি মার খেয়ে বিদেয় হ'তে হয়।

(পার্ব্বতীর পুনঃ প্রবেশ)

পার্ব্বতী। এই বাবা দক্ষিণে নাও। (দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করণ)।

(প্রসন্নকুমার ও ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

প্রসন্ন। গিন্নি, শান্তি ক'চ্চ? এই নাও—সব শান্তি ক'রে তোমার ভুবনকে এনেছি।

পার্ব্বতী। ওমা আমার কি হ'লো গো!

(মূর্চ্ছা)

(নির্ম্মলার বেগে প্রবেশ)

ভুবনমোহিনী ও নির্ম্মলা। মা—মা—

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি, মাথাটা কোলে তুলে নাও, আমি জল আনি।

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

ভুবন। (পার্ব্বতীকে কোলে টানিয়া) মা—মা—

প্রসন্ন। ডেকো না ভুবন—ডেকো না—মরে যদি—ম'রে বাঁচুক!

(জল লইয়া নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

বউ মা, কেন মুখে জল দিচ্ছ? ম'রে জুড়ুক! এ বড় জ্বালা মা—বড় জ্বালা! আধ পোড়া হ'য়ে আছে, মরে শীতল হোক্! (শুভঙ্করের প্রতি) কে তোম্‌রা —শাস্তি ক'র্‌তে এসেছ না কি? শাস্তি হ'য়েছে তো! আর কেন বাবা—আর হেতায় কেন?

শুভ। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

প্রসন্ন। ভয় নাই—ভয় নাই—তোমাদের অপরাধ নাই।

[শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।

পার্ব্বতী। (মূর্চ্ছান্তে) মা—মা—ওমা—কি হ'লো গো।—ভুবন—ভুবন মা আমার—কি হ'লো! আমার সোণার ভুবনের কি হ'লো গো। ও মা, আমার বাবাকে কোথায় রেখে এলি! ওগো কি রাক্ষসী জন্মেছি গো! সৃষ্টি খাবো না কি গো? কি হ'লো গো—কি হ'লো!

প্রসন্ন। খুব কাঁদো—যত পারো, কাঁদো! চেষ্টা করো—কাঁদতে পারো দেখ! দেখ দেখ কেঁদে যদি একটু শীতল হও! আমার চোখে কান্না নাই—শরীরে জল নাই—আগুনে শুকিয়ে গেছে! কেবল আগুন —কেবল আগুন ধু ধু জ্বলছে—কিন্তু পুড়িয়ে ছাই করে না!

পার্ব্বতী। ওগো আমার বেণীকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে গো! আমার বড় সাধের জামাই যে গো! আমি সুশীলের শোকে পড়েছিলুম, বেণী আমার মুখে জল দিয়েছে গো! ওগো কি হ'লো গো—কি হ'লো!

ভুবন। মা মা—আমাকে দেখ! (ক্রন্দন)

প্রসন্ন। না না চক্ষু বুঁজে থাকো! তুমি আমার মতন কঠিন নও, চোথ ঠিক্‌রে প'ড়বে! আর চেয়ো না, পৃথিবী দেখো না। যা হবার হোক, কাণে কিছু শুনো না—কিছু দেখো না—কিছু শুনো না,—বড় জ্বালা বড় জ্বালা!

পার্ব্বতী। ওগো তুমি যে ব'ল্‌লে—বেণীর চিকিৎসা করাচ্চ! কি চিকিৎসা করালে —আমার বেণীকে এনে দাও! কি চিকিৎসা করালে—কি চিকিৎসা করালে!

প্রসন্ন। সে কথা শুন্‌বে? শুন্‌বে?—শুন্‌বে? শোনো তবে,—ডাক্তার ডাকিয়ে বাছার পা কাটালুম, রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল!—সেই রক্তে বেণীকে ভাসিয়ে দিলুম! চক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছি,—মূর্চ্ছা যাই নাই,—মৃত্যু হয় নাই! মরণ নাই, পাষাণ—পাষাণ—বুক আমার পাষাণ। এই দেখ—এই দেখ—

[বক্ষে করাঘাত করণ।

নির্ম্মলা। বাবা, বাবা—কি করো—কি করো?

প্রসন্ন। কেন মা, ভয় পাচ্ছো? এই দেখ না পাষাণ—পাষাণ! নইলে তোমার এই দশা, ভুবনের এই দশা,—আমি তো রয়েছি! (পার্ব্বতীর প্রতি) কি দেখ্‌ছ —কি দেখ্‌ছ? আমার কি ইচ্ছে হ'চ্ছে জানো?—তোমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি! এ যন্ত্রণা তোমায় না সইতে হয়!

নির্ম্মলা। মা মা, তুমি উঠ—বাবাকে ঠাণ্ডা করো,—তোমার শোক ফেলে দাও মা! সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে দেখ্‌ছ না মা! বাবা, তোমায় কিন্তু ব'ক্‌বো, তুমি অমন ক'রো না।

প্রসন্ন। মা আমার—মা আমার—বড় যন্ত্রণা! ওহো হো! বাপ আমার, তোমায় কেটে মেরে ফেল্‌লুম! আহা হা!—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বেণীমাধবের উদ্যানবাটিস্থ কক্ষ।

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী।

প্রকাশ। গরীব গুর্ব্বোদের যেমন দিতেন থুতেন, সমিতি-আশ্রমের যা চাঁদা দিতেন, তা ঠিক আছে। তোমার শাশুড়ী কাশীতে আছেন, তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, অতিথি সেবা করেন, তার বন্দোবস্ত উইলে আছে। তবে এইটুকু কাঁচা ক'রে গেছে, আমার বারণ শুনলে না, বেণীর বৈমাত্র ভাইপো আর দেইজীরা বেণী যেমন মাসোহারা দিচ্ছিলেন, সেই রকম পাবে —একথা মুখে রেখে গেলেই হ'তো; উইলের ভেতর রেখেই ওদের বিষয়ের উপর একটা দাবী রেখে গেল। শুনতে পাই, এই সূত্র ধ'রে তারা একান্নভুক্ত ব'লে নালিস ক'রবার উদ্যোগ ক'চ্চে; তা করুগ্—আমি ভাবি নে। কিন্তু ভাবচি—

ভুবন। আর কি ভাবছ ?

প্রকাশ। কি ভাব্ছি ? বেণী তো তোমার ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে।

ভুবন। আর কে আমায় দে'খবে ? বাবা তো পুত্রশোকে, জামাইয়ের শোকে একেবারে পাগলের মতন হ'য়েছেন।

প্রকাশ। কি ভাব্ছি—বুঝতে পা'চ্ছ না। মকদ্দমা-মামলা নিয়ে, বিষয় -বন্দোবস্ত নিয়ে, তোমার সঙ্গে হামেসা দেখা ক'রতে হবে। তুমি যুবতী, আমারও বয়স ঢলে নি। আমি নিন্দুক লোককে বড় ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় ক'রো না, যে যা বলে বলুক।

প্রকাশ। আমি আমার জন্যে ভাবি নে। তোমার নামে যদি কলঙ্ক রটে, আমার বজ্রের মত বা'জবে।

ভুবন। প্রকাশ বাবু ঠিক ব'লো, আমার ভার কি তোমার বেশী বোধ হ'চ্চে ? তোমার আসা-যাওয়া তো নূতন নয় ? তোমার স্ত্রীর সঙ্গে—তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়ে থিয়েটার দেখে এসেছি। সে কাজে যেতো, তোমাতে আমাতে সমস্ত দিন দু'জনে ব'সে কথাবার্ত্তা ক'য়েছি।—তুমি হারমোনিয়াম বাজিয়েছ, আমি গান ক'রেছি; আজ কেন তুমি আমায় কলঙ্কের ভয় দেখাচ্চ ?

প্রকাশ। তোমার ভার নেওয়া আমার অমত, কি বলো ভুবন ? আমার অন্তরে তোমার কোথায় স্থান, তা তুমি জানো না! তবে পাছে তোমার নিন্দা হয়—এই ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় করো না।

প্রকাশ। তুমি অভয় দিলে আর আমার ভয় কি।

ভুবন। তুমি অমন গম্ভীর হয়ে কথাবার্ত্তা কইচ কেন ?

প্রকাশ। যাক্, সে কথা তো চুকে গেল,—আজ আর তো মাথা ধরে নি ?

ভুবন। একটু টিপ্-টিপিনী স্থরু হ'য়েছে।

প্রকাশ। এই বেলা অডিকলন দাও না ? কই শিশিটে কোথায় ? (তাক হইতে শিশি লইয়া) নাও, ভাল করে মাথায় দাও। আজ মালীরে ফুল দিয়ে যায় নাই ?

ভুবন। না,—আমি বারণ ক'রে দিয়েছি।

প্রকাশ। কেন ফুলের তোড়ায় দোষ কি ? ফুল প্রকৃতির নির্ম্মল আদর্শ।

ভুবন। ফুলটুল ঘরে রাখ্লে লোকে নিন্দে ক'রবে।

প্রকাশ। কেন—কি নিন্দে ? তুমি কি মনে করেছ—তুমি এক বস্ত্রে হবিষ্যি ক'রে ভূমিশয্যায় দিন কাটাবে—সেই আমি দে'খবো ? না, তা আমি দে'খতে পা'রবো না। যতক্ষণ তুমি আছ, আমি জান্বো —সেই বেণী আছে। আমি সেই বেণীর

ঘর যেমন ছিলো, তেমনি দে'খতে চাই। নইলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে পা'রবো না। তোমায় কুৎসিতা কুরূপা দেখলে আমি বেণীর শোক ভুলতে পা'রবো না।

ভুবন। না না—ছিঃ—ছিঃ আমার কি এখন ও সব সাজে।

প্রকাশ। সাজে না?—আমি বন্ধু ব'লে এ কথা বলছ; তোমার মার কাছে এ কথা বলতে পারবে? পবিত্রতা—মনে। অনেক কুচরিত্রার বাহ্যিক বিধবার আচার থাকে, সে তাদের কলুষিত মনের আবরণ মাত্র। তুমি ফুলের ন্যায় নির্ম্মল,তোমার সে আবরণের আবশ্যক নাই। তোমার ফুলের মতন চিরদিন দেখবো, এই আমার সাধ; এ সাধে আমায় বঞ্চিত ক'রো না। মনে ক'রে দেখ,—তুমি যখন বালিকা, তখন আমি তোমায় কুৎসিত সাজে দেখতে পারতুম না,—আমি নিজে তোমায় সাজিয়ে দিয়েছি। তোমার একদিন বেশভুষায় ত্রুটি দে'খলে বেণীকে ধমকেছি—তোমাকে ধমকেছি। তোমায় কুরূপা দে'খলে আমার মনের প্রতিমা কুরূপা হবে।

ভুবন। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমার ছোট ভগ্নীর কাল বে—শুনেছ কি?

প্রকাশ। হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছে। তোমার বাপ ভালই ক'রেছেন। তবু নূতন জামাই নিয়ে কতকটা ভুলে থাক্‌বেন। বড়ই শোক পেয়েছেন। আমায় সেথায় থাক্‌তে হবে, দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।

ভুবন। আমি সেখানে গিয়ে কেমন ক'রে কালামুখ দেখাবো তাই ভাবছি।

প্রকাশ। একবার যেতে তো হবে। তুমি দিবারাত্র ভেবো না, নিশ্বাস ফেলো না। ঐ সব ক'রেই তোমার মাথা ধরে, আমি চল্লুম। কাল তোমার বাপের বাড়ীতেই হয় তো দেখা হবে। তুমি এখন কি ক'র্‌বে?

ভুবন। আমি একজনকে ব'লেছি, তার গান শুনবো।

প্রকাশ। কার—হরমণির? তা শুনো,—সে সব সেকেলে গান। আমি মনে কচ্চি—তোমায় একটা গ্রামোফোন এনে দেবো। অতি চমৎকার গ্রামোফোনের উন্নতি হ'য়েছে। নূতন যে সব গানের রেকর্ড আমদানি হ'য়েছে, সে সব স্পষ্ট স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভুবন। আর গ্রামোফোন কি হবে?

প্রকাশ। কি হবে—একলা ব'সে ব'সে ভাববে? তা হবে না। আমার পরিবার ব'লেছে, সে এর ভেতর একদিন এসে তোমার থিয়েটারে টেনে নিয়ে যাবে। আসি।

[প্রস্থান।

ভুবন। ঘরটি মনের মতন ক'রে সাজিয়েছিলুম। আর কার জন্য! না, যেমন সাজানো ছিলো—তেম্‌নি রেখে দেবো। আমি ফুলের তোড়া আন্‌তে ব'লে দেবো।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। মা, এই ঘরটি বুঝি সাজিয়ে-গুজিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে দেবে? এক একবার স্নান ক'রে এসে স্বামীর ছবি প্রণাম ক'রে যাবে? তা বেশ বেশ! স্বামীপূজার জন্যে বুঝি সুগন্ধ এনেছিলে? কিন্তু বড় ঝাঁজ।

ভুবন। হ্যাঁ হ্যাঁ—

হর। এ ঘরটি যেন তোমার ঠাকুর ঘর হ'লো, এখানে তো কারুকে আস্‌তে দেবে না। তুমি তো তোমার আলাদা ঘর ক'রেছ—যখন এখানে আসবে—তখন তুমি সধবা, নইলে তুমি অদৃষ্ট দোষে বিধবা হ'য়েছ—বিধবার মতই তো থাক্‌বে, সেই ভাল—সেই ভাল।

ভুবন। কই—তোমার মেয়েগুলি আসে নি?

হর। তারা গাড়ীতে আসছে, অনেকগুলি সোমত্ত হয়েছে, তাদের তো আর হাঁটিয়ে আন্‌তে পারি নি। তাদের বে দিতে পারি নাই। বিধবাকে যেমন সাবধানে রাখতে হয়, যুব কুমারীকেও তেম্‌নি সাবধানে রাখতে হয়। তুমি তো সব জান মা,

বিলাস তো বিধবার নয়, অবিবাহিতা যুবতীরও নয়। তবে যেখানে পাঠিয়ে নিয়ে যাই, সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাই,—যেমন তুমি মা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে তোমার স্বামীর ঘরে এসেছ। বড় সাবধানে রাখি, যার পুরুষের আশ্রয় নেই, তারে সদাই সতর্ক থাকৃতে হয়,—সদাই কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকৃতে হয়, শত্রুর মত বিলাস ত্যাগ ক'রৃতে হয়। পোড়া বিলাসই ছ্যমন ডেকে আনে মা; তাই মা সদাই সতর্ক থাকি—মেয়েগুলিকে কাজকর্ম্মে জোড়া রাখি। রোগীর শুশ্রূষা, অতিথি সেবা—এই সব শেখাই। আহা যার স্বামীর আশ্রয় নাই, বিলাস-বর্জ্জিত হ'য়ে অনাথ সেবাই তার আশ্রয়।

ভুবন। কই গো—এখনো যে তোমার মেয়েগুলি আস্ছে না?

হর। এই যে আস্ছে।

(হরমণির পালিতা কন্যাগণের প্রবেশ ও ভুবনকে নমস্কার করণ)

ভুবন। ব'সো—ব'সো, একটু জিরোও।

১ম কন্যা। জিরোবো কেন মা? আমরা তো গাড়ীতে এসেছি। আজ্ঞা করুন—গাই। (হরমণির প্রতি) কি গান গাব মা?

হর। কাল যেটি শিখেছ—গাও!

(কন্যাগণের গীত)

কুসুমে আমার নাহি অধিকার,
কেন বা কুসুম তুলিব আর,
যতনে কুসুম করিয়ে চয়ন—
সোহাগে সাজিব—সোহাগে কার।
তাম্বুল-রাগ অধরে, রঞ্জিব কার আদরে,
কি কাজ মুকুরে—মিলিবে না তার
নয়নে নয়ন লালসায়।
কি কাজ মোহন বেশে,
উরু-চুম্বিত চারুকেশে,
নাহি তো কান্ত, কেন সীমন্ত,
যতনে সরল করি মিছার।
কেন সৌরভ মাখি অঙ্গে,
গেছে গৌরব তার সঙ্গে,
দুগ্ধফেন শয্যা—লজ্জা—
সে বিনা সকলি হেরি অসার।

ভুবন। আজ তোমরা এস মা, আমায় বাপের বাড়ী যেতে হবে। আমার ছোট বোনটির বিয়ে।

হর। শুন্‌ছি না কি মা, তোমাদের বউয়ের ভায়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন?

ভুবন। হাঁ,—তারা মানুষ ভাল। বাবা মনে করেছেন, যে ঝিয়ে বউকে আর মেয়েকে সেখানে রেখে দিনকতক মাকে নিয়ে বেড়িয়ে শোকটা একটু নিবৃত্তি ক'রৃবেন। আর ভাইটি আমার কাছেই থাকুক আর মামার বাড়ীতেই থাকুক, যেখানে হয় থাকৃবে।

হর। মা, তোমার কাছে কি! তোমার তো শ্বশুর-শাশুড়ী দেখি নাই, তোমায় তো একজনের কাছে থাকৃতে হবে। তোমার এই সোমত্ত বয়েস,—এই রূপ,—তোমার তো একা থাকা ভাল দেখায় না। একলা থেকো না মা, কাঙ্গালের এই কথাটি নিয়ো। জেনো মা, পোড়া কলির দৃষ্টি বিধবার উপরেই বেশী। দেবতার মতন সেজে কলির চেলারা বিধবার সর্ব্বনাশ ক'রৃতে চার্‌দিকে ফেরে। এই মানুষই দেবতা- আর এই মানুষই মা কলির চেলা! কাঙ্গালের কথা মনে রেখো মা। তবে মা, আজ আমরা আসি।

ভুবন। এসো বাছা এসো—এই টাকা নাও।

হর। একদিন ভাল ক'রে গেয়ে নিয়ে যাবো।

ভুবন। না না, তোমার অতিথি সেবার জন্য নাও।

হর। দাও মা, মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[নমস্কার করিয়া হরমণি ও কন্যাগণের প্রস্থান।

ভুবন। বিধবার কি লাঞ্ছনা! ভিখারী মাগীও দু'কথা ব'লে যায়, কাণ পেতে শুন্‌তে হয়। বিধবা যেন চোর, সদাই ভয়ে ভয়ে থাকৃতে হবে। এ শাস্ত্র তা কই মাগ ম'লে

নাই? প্রকাশ বাবু ঠিক বলে,—যাদের বিধবাকে চিতের আগুনে পুড়িয়ে মার্‌বার নিয়ম, তাদের শাস্ত্রে আর কি হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রসন্নকুমারের বহির্ব্বাটীস্থ পূজার দালান।

প্রসন্নকুমার, শ্যামাদাস, বটকৃষ্ণ, ঘটক, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ।

১ম বরযাত্রী। বড় চমৎকার সেজেছে—যেমন বর তেমনি ক’নে!

প্রসন্ন। ভাই আশীর্ব্বাদ করো, বেঁচে থাক। যে বরাত!

শ্যামাদাস। সত্য ভাই, কি অদৃষ্টই আমরা ক’রেছিলুম.গিন্নী এক হাতে চোখ মুছেছে, এক হাতে বর সাজিয়েছে! আজ বড়ই আনন্দ হ’তো, কিন্তু আনন্দ কি নিরানন্দ, আমি বুঝতে পাচ্চি নে!

প্রসন্ন। ভাই, তোমার উপর সব ভার, আমি ফুলশয্যার পরদিনই গিন্নীকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। আমি বাড়ীতে আর টিক্‌তে পাচ্ছি নে। তোমার উপর সকল ভার। এখন তোমার মেয়ে, তোমার বউ—তুমি দেখো।

শ্যামাদাস। বেয়াই, দেখ্‌তে শুন্‌তে কি আর ইচ্ছা করে! এমন জান্‌লে কি আর সংসার-ধর্ম্ম ক’র্‌তুম!

প্রসন্ন। যা ব’ল্লে বেয়াই, বড় ঝক্‌মারি হয়েছে—বড় ঝক্‌মারী হয়েছে! যমের যন্ত্রণার চেয়ে আর যন্ত্রণা নাই।

ঘটক। আজকের দিনে ও সব কথা রাখুন। পাত হ’চ্ছে, দু’ বেইয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ান। কই নাপিত কোথা গেল? বরকে আনুক, পঙ্‌ক্তিতে ব’সে খাবে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবু! গিন্নীমা শীগ্‌গির ডাক্‌ছেন। জামাইবাবু হাত-পা ধুতে গিয়ে আর উঠতে পাচ্ছেন না। হাতে মাটী ক’র্‌তে পারেন নাই,—সেখানেই শুয়ে প’ড়েছেন—হাতে পায়ে খাল ধ’রেছে।

প্রসন্ন ও শ্যামাদাস। অ্যাঁ অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ!

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

১ম বরযাত্রী। তাই তো হে—কি বিভ্রাট! ওহে স’রে পড়ি এসো।

২য় বরযাত্রী। একখান গাড়ী যোগাড় হবে তো?

[বরযাত্রীগণের প্রস্থান।

ঘটক। দেখ,—ওলাউঠো হবার আর সময় পেলে না! আমার বিদেয়ের দফা গয়া!

বট। আঃ—খাওয়া দাওয়াটা দেখ্‌ছি ভেস্তে গেল!

(প্রকাশ ও ডাক্তারের প্রবেশ)

প্রকাশ। ডাক্তার, তোমায় আজ আর আমি বাড়ী যেতে দেবো না।

ডাক্তার। আমি কি ক’র্‌বো বল? True Asiatic Cholera. এক ভেদে যখন নাড়ী ছেড়ে গেছে, তখন চিকিৎসায় কি ক’র্‌বে! আমি তো এ রকম Case একটাও ভাল হ’তে দেখি নাই।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ। প্রকাশবাবু—প্রকাশবাবু, ডাক্তার-বাবুকে শীগ্‌গির নিয়ে আসুন, জামাই বাবু কি রকম ক’চ্চেন।

ডাক্তার। তবেই হ’য়েছে।

প্রকাশ। চল, চল।

ডাক্তার। আর চ’লে কি ক’র্‌বো!

[ডাক্তারের অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান।

প্রকাশ। (জনান্তিকে প্রবোধের প্রতি) প্রবোধ, তোমার বড়দিদিকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ো; ব’লো—প্রকাশ বাবু রোগীর কাছে থাক্‌তে বারণ ক’রেছে। তার বড় অসুখ যাচ্ছে জানো। আমি বারণ করেছি বলো—সেখানে থাক্‌তে দিয়ো না।

[প্রকাশ ও প্রবোধের প্রস্থান।

বট। আর খাওন দাওন ক'র্‌বে না। পাতা হ'চ্ছিল।

ঘটক। আরে নাও নাও, আমার বিদেয়টা মাটী হ'লো।

বট। আঃ—মর্‌বার আর সময় পেলে না! আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! নেসা হয়েছে, ভেবেছিলুম—খানিকটা ক্ষীর খাবো।

নেপথ্যে ডাক্তার। আর কি ওষুধ লিখ্‌বো, gasp ক'চ্চে, দু'মিনিটের ভেতর মারা যাবে।

ঘটক। ক্ষীর খেয়ো এখন—ঐ শোনো,—লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

সর্ব্বেশ্বরের বহির্ব্বাটিস্থ ঘেঁচীর কক্ষ।

সর্ব্বেশ্বর ও ঘেঁচী।

ঘেঁচী। বাবা, তুমি খুব কুলীন বামুন আছ. যদি চার ফেল্‌তে পারো দেখো।

সর্ব্বে। আর চার ফেল্‌বো কোথা? জামাইয়ের খাট এলো, তবু ম'রেও ম'লো না।

ঘেঁচী। ওদিকে কিছু হবে না. ওদিকে কিছু হবে না। ও, কেশে কেশে এখনও বিশ বছর বাঁচ্‌বে। তুমি দেখ,—প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের ছোট মেয়েটা বের রাত্রেই র'াড় হ'য়েছে, তুমি তদ্‌বির করো, যদি ওর মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বে দেয়।

সর্ব্বে। হাঁ হাঁ শুনুচি শুন্‌চি, প্রকাশ বাবুকেও নাকি ব'লেছে।

ঘেঁচী। তুমি শুন্‌বে আর কি, আমি তোমায় ঠিক খবর দিচ্ছি। মনের খেদে ব'লেছে, যদি সাত বার বিধবা হয়, সাত বার বে দেবো।

সর্ব্বে। বটে—বটে—ঘটক পাঠাব না কি?

ঘেঁচী। না—না, যা ফন্দী ব'লূছি শোনো; —প্রকাশ বাবুর কাজ ক'রো, তোমায় প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তো আলাপ আছে, গিয়ে খুব দুঃখ ক'রো। ব'ল্‌বে—"আহা এমন মেয়েটিও বিধবা হ'লো। আমার যদি মেয়ে হ'তো, আমি কিছু মান্‌তুম না, ফের বিয়ে দিতুম। যদি ভাল বর পাও, কারুর কথা শুনো না, ফের মেয়ের বে দাও।" আরও ব'ল্‌বে—"আমার ছেলেটা যে ভাল লেখাপড়া জানে না, তা হ'লে জোর ক'রে তোমার মেয়ের সঙ্গে বে দিতুম। দেখ্‌তুম কে কি বলে।" বুঝেছ? এই কথাগুলি পাখীপড়ার মতন শিখে যাও।

সর্ব্বে। কেন—তুই তো খুব ইংরিজি শিখেছিস্?

ঘেঁচী। ঐ এদিক ওদিক সিগারেট মুখে দিয়ে দুটো বোল ঝাড়ি, তাই বুঝি মনে ক'রেছ—ছেলে লায়েক। ছেলের বিদ্যে জাহির ক'রো না, মূর্খ ছেলে ব'লো; তাহ'লে সে আপনা হ'তে বল্‌বে—বিলেত পাঠাব, বিলেতে লেখাপড়া শেখাবো।

সর্ব্বে। দাঁও লাগ্‌লে হয়—দাঁও লাগ্‌লে হয়।

ঘেঁচী। তুমি লাগাতে পার্‌লে ঠিক্ লাগ্‌বে। সে এক রকম পাগলের মত হয়েছে শুনেছি। মিথ্যে কথা ক'য়ো না। ঐ রোগটি চাপতে হবে। সে বড় খাঁটি লোক—খুব দরদ জানাবে। পার্‌বে তো? না,—আমি নিজেই যাচ্ছি। তোমার নাম ক'রেই ব'ল্‌বো—"বাবা জান্‌তে পাঠালেন—আপনি কেমন আছেন?" আমি ঠিক জমি চ'ষে আস্‌বো, তারপর তুমি না ভড়কাও।

সর্ব্বে। আচ্ছা—আচ্ছা—তাই তুই যা, তাই তুই যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

প্রসন্নকুমারের ভোজন-কক্ষ।

প্রসন্নকুমার, নির্ম্মলা ও পার্ব্বতী।

প্রসন্ন। এত কে খাবে ?

নির্ম্মলা। বাবা যা পার খাও, ক'দিন তো ভাত মুখে ক'র্‌তে পাচ্ছ না। মাছ ছেড়ে দিয়েছ, মাছ খাওয়া অভ্যেস, পেটের অসুখ না হ'লে হয়।

প্রসন্ন। তোমরা মাছ খাবার আর যো রাখলে কৈ বাছা ? এই যে রাক্ষসের মত খাচ্ছি —এই ঢের। প্রমদা কি খায় ? রাত্রে সেও নাকি তোমার মতন লুচি টুচি খেতে চায় না ?

নির্ম্মলা। আমি বলি তুই ছেলে মানুষ, খা ; তা লুচি পাতে দিলে উঠে যায়, ফলটল খেয়েই থাকে।

প্রসন্ন। সে কোথায় ?

পার্ব্বতী। সে শুয়েছে।

প্রসন্ন। এত সকাল সকাল শুয়েছে কেন, অসুখ বিসুখ হয়নি ত ?

পার্ব্বতী। না।

প্রসন্ন। প্রমদা— প্রমদা –

পার্ব্বতী। আস্‌চে।

(প্রমদার ধীরে ধীরে প্রবেশ)

প্রসন্ন। আয়, এইখানে বোস,—আমি হাতে ক'রে লুচি দিচ্ছি খা। (দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রমদার বসিয়া পড়ন) কি, অমন ক'চ্ছিস কেন ? তোর যে একেবারে মুখ-চোখ চুপ্‌সে গেছে। কিছু খাস্‌নি নাকি ? ও —আজ একাদশী !—(উঠিয়া পড়ন)

পার্ব্বতী। উঠো না—উঠো না !

প্রসন্ন। না, দুধের মেয়ে—এক ফোঁটা জল খেতে দাও নি। নেতিয়ে পড়েছে, চল্‌তে পাচ্ছে না, ব'সে প'ড়লো, আর আমি খাব বৈ কি

নির্ম্মলা। বাবা, অদৃষ্টের লেখা তুমি কেমন ক'রে মুছ্‌বে ?

প্রসন্ন। এ কি যন্ত্রণা ! আগে চিতেয় চেপে ধ'রে যে পুড়িয়ে মার্‌তো, সে যে ছিলো ভাল ! দিন দিন একি যন্ত্রণা ! সন্তানের দিন দিন এ কষ্ট কি ক'রে দেখ্‌বো ! এই কি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম ! এই কি লোকাচার, এই কি হিন্দুর কোমলতা। এ অধর্ম্ম,—এ নারীহত্যা,—এ বালিকা-হত্যা !

নির্ম্মলা। বাবা, কি ক'র্‌বে, এর তো উপায় নেই।

প্রমদা। বাবা, তুমি খেতে ব'সো।

প্রসন্ন। দেখ দেখ—জিব শুকিয়ে গিয়েছে, কথা কইতে পাচ্চে না ; একটু জলও ত মুখে দেবে না ! ধন্য দেশাচার !

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

প্রমদা। মা, তুমি বাবাকে খাওয়ালে না ?

নির্ম্মলা। উনি খাবেন এখন ;—চল্ তোর মুখে চ'খে একটু জল দিয়ে বাতাস করিগে, শুবি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পার্ব্বতী। মধুসূদন ! এমন ক'রেই কি লোকের কপাল পোড়ে !

(প্রসন্নকুমারের পুনঃ প্রবেশ]

প্রসন্ন। তুমি ত স্থির আছ দেখ্‌ছি ! কি ক'রে স্থির আছ, আমায় ব'লে দাও,— আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনে।

পার্ব্বতী। কি উপায় আছে, –কি ক'র্‌বো !

প্রসন্ন। কি ক'র্‌বে কি ! ছুটে পালাও,— কাপড় ফেলে দাও,—ঘরে আগুন জালিয়ে দাও,—মেয়েটাকে বঁটী দিয়ে কাটো,— বউটাকে বঁটী দিয়ে কাটো।

(নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

পার্ব্বতী। তুমি স্থির হও। আমার যন্ত্রণা বুঝে স্থির হও, আমি তোমার ভয়ে স্থির আছি, আমার প্রাণ জ্ব'ল্‌ছে, তা কি তুমি

বুঝ্‌ছ না। তুমি অমন ক'র্‌লে আমি কোথায় দাঁড়াব ক'র্‌বে, বিধাতার সঙ্গে তো বাদ চ'লে না।

প্রসন্ন। কেন চলে না? আমি বাদ ক'র্‌বো,—আমি আবার মেয়ের বে দেবো। দেখ্‌বো যম ক'টা নেয়। আমি যমের সঙ্গে বিবাদ ক'র্‌বো—বিধাতার সঙ্গে বিবাদ ক'র্‌বো।

নির্ম্মলা। বাবা!

প্রসন্ন। কি ব'ল্‌তে চাও—কি উপদেশ দেবে? বিধাতার নির্ব্বন্ধ জেনে মনকে বোঝাবো? এতদিন বুঝিয়েছি, আর বোঝাতে পারি না। তুমি যদি পুত্রশোক পেতে,—বালিকা পুত্রবধূকে হবিষ্যি ক'র্‌তে দেখ্‌তে,—যদি বড় মেয়ের সাজান ঘর শ্মশান দেখ্‌তে,—বের রাত্রে যদি বালিকার মাথায় বজ্রাঘাত দেখ্‌তে,—তুমি স্থির থাক্‌তে পার্‌তে না। তবে তোমার শাশুড়ী! বোধ হয় লোহা দিয়ে কে ওকে ফিরে গড়েছে, নইলে বুকে পাথর বেঁধে কি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!

পার্ব্বতী। ঘর-সংসার কি ভাসিয়ে দেবে! এখনও ত ছেলেটি রয়েছে! যারা যাবার গেছে,—যারা রয়েছে, তাদের তো তোমায় দেখ্‌তে হবে?

প্রসন্ন। বেশ কথা, এসো দেখি এসো। আর ধর্ম্মের মুখ চেয়ো না, লোকনিন্দা ভেবো না, আবার মেয়ের বে দিই এসো।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমার নির্ম্মল হৃদয়ে কেন এ কালো মেঘ উদয় হ'য়েছে? বিধবার কি সংসারে কাজ নাই? ব্রহ্মচারিণীর কি প্রয়োজন নাই? এ কর্ম্মক্ষেত্রে বিধবার মত কার মহৎকার্য্য কর্‌বার সুযোগ হয়? কে স্বার্থশূন্য হ'য়ে পরের ছেলে মানুষ করতে পারে? বিধবা অপেক্ষা কে ব্রত-ধর্ম্মপরায়ণা? কে নির্লিপ্ত সংসারী? কার স্বার্থশূন্য সেবা সংসারে আদর্শ? কেন পাপকথা তোমার পবিত্র জিহ্বায় উচ্চারণ ক'চ্চ?

প্রসন্ন। কেন, কি পাপ? বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত- নীতিসঙ্গত। তবে নিষ্ঠুর লোকাচার?—যা হবার হবে। লোকনিন্দা গ্রাহ্য ক'র্‌বো না।

নির্ম্মলা। বাবা, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হ'তে পারে, নীতিসঙ্গত হ'তে পারে, কিন্তু বিধবাবিবাহ অন্যের বোঝবার নয়, বিধবাই বুঝুক। যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয়,—নীতিসঙ্গত হয়, সে বিধবা আপনি বুঝে, ইচ্ছা হয়, বিবাহ করুক,—অন্যে তার দরদী হ'য়ে বিবাহ দিলে পাপগ্রস্ত হবে। বাবা, আমার বাপ-মা যদি দরদী হ'য়ে আমার বিবাহ দিতেন, তা হ'লে কি আমি সুখী হতুম?

প্রসন্ন। তুমি যোগিনী—তুমি ব্রহ্মচারিণী, তোমায় দেখে সংসার চলে না।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমায় মিনতি কচ্চি,—বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে ব্রহ্মচারিণী থাক্‌বে না, হিন্দুসমাজের এ গঠন থাক্‌বে না, আর এক গঠন হবে,—হিন্দু সংসার অন্য অবস্থা হবে। বাবা, যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, সে দেশেও যে বিধবা, চির-বৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত সতী ব'লে গণ্য। বাবা, বিধবা-বিবাহ শুন্‌লে আমার হৃৎকম্প হয়। মনে হয় বুঝি হিন্দুসমাজে সতীত্ব লোপ হবে। বাবা, আপনার কন্যাকে মমতাবশে হিন্দুরমণীর উচ্চ সতীত্ব-গৌরব হ'তে বঞ্চিত ক'রো না।

প্রসন্ন। তুমি তোমার শাশুড়ীর মত নিষ্ঠুর! চক্ষের উপর দুধের মেয়ের অবস্থা দেখ্‌লে! যদি টাক্‌রা লেগে মরে, তোমাদের ধর্ম্ম, এক ফোঁটা জল দিতে নিষেধ, এই তোমার শাশুড়ীর মাতৃস্নেহ! বেশ, তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা নিয়ে থাকো, এ জ্যান্তে মরা-আমি রোজ, রোজ দেখ্‌তে পার্‌বো না! যে দিকে হয় চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, সঙ্গে যাও। খেতে বসে-ছিলেন, আর তো খাওয়াতে পার্‌বে না। শোয়াওগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—•—

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী।

ভুবন। প্রকাশ বাবু, তুমি আজ তিন দিন এসো নাই কেন?

প্রকাশ। বড় কাজের ছঞ্চাট প'ড়েছে।

ভুবন। আমিও তো তোমার কাজের ভেতর। তুমি একবার এসো, তাই কতক ভুলে থাকি, তোমার কতক্ষণে আস্‌বার সময় হবে, আমি ঘড়ি দেখি। তুমি তিন দিন আসো নাই, আমার কি ক'রে কেটেছে, তা আমিই জানি। আজ যদি তুমি না আস্‌তে, এ সাজান ঘর দেখ্‌তে পেতে না; আমি ফুলদান, ছবি, আসবাব, সব ঘর থেকে বার ক'রে দিতুম। তুমি আসো ব'লে সাজিয়ে রেখেছি, তুমি মানা করো ব'লে সরাই নি। তুমি যদি না এসো, তাহ'লে এ সব আর কেন।

প্রকাশ। আমার অপরাধ হয়েছে, আমি বড় বিপদে পড়েই আসি নাই।

ভুবন। কেন—কি বিপদ?

প্রকাশ। আমার হুণ্ডি ফিরে এসেছে, লাখ টাকা জোগাড় না ক'র্‌তে পার্‌লে কারবার থাক্‌বে না।

ভুবন। কেন—কেন—এর জন্যে বিপদ কিসের? তুমি আপনার বাড়ী বাঁধা দিয়ে আমার স্বামীর উপকার ক'রেছ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে তোমার কারবার বাঁচাও।

প্রকাশ। কি ব'ল্‌ছ?

ভুবন। কি ব'ল্‌ছি কি? আমার বিষয় থাক্‌তে তুমি বিপদ্‌গ্রস্ত হবে, সে কখনই হ'তে পারে না।

প্রকাশ। বেণী থাক্‌তো—সে আলাদা কথা; আমি তোমার বিষয় থেকে কি ক'রে দেনা শোধ ক'র্‌বো?

ভুবন। প্রকাশ বাবু, তুমি কি মনে করো, তোমার বিপদ আমার বিপদ নয়? আমি কার মুখ চেয়ে আছি? আমার যদি সর্ব্বস্ব যায়, তুমি যদি বেঁচে থাকো, আমার কি ক্ষতি হবে? বোধ হয় তুমি মনে কচ্ছিলে, আমি মিছে কথা বলি যে, তোমার পথ চেয়ে থাকি। না, আমার মিছে কথা নয়। তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাকো, আমার মনে হয়—আমি বিধবা নই, মনে হয়—তোমায় আমার কাছে রেখে, সে কাজে বেরিয়ে গেছে। আমি যেমন আমোদ ক'র্‌তুম, তেম্‌নি আমোদ করি। আমার মনে অসুখ থাক্‌লেও তোমার সাম্‌নে প্রকাশ করি না, পাছে তুমি অসুখী হও। আমার ছোট বোন যখন বিধবা হয় পাছে ভুলাউঠো রোগীর কাছে থেকে আমার অসুখ হয়, সে বিপদের সময় তুমি আমায় মনে ক'রেছ! আমার ভাইকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছ যে, আমি যেন সেথা থেকে সরে থাকি।

প্রকাশ। একি বেশী ক'রেছি ভুবন?

ভুবন। তবে আমি যদি তোমায় লাখ টাকা দিই, সেইটেই কি বেশী ক'র্‌বো?

প্রকাশ। ভুবন,—

ভুবন। নাও—আর ভুবন নয়! আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে নয়— কেমন আছি?

প্রকাশ। ভুবন, তুমি আমার কে—আমি আজ বুঝ্‌তে পার্‌লুম। আমি আজ বুঝ্‌তে পার্‌লুম, কেন আমি কাজ-কর্ম্মে অলস, কেন আমার বাড়ী ভাল লাগে না, কেন তোমায় রাত্রে স্বপ্ন দেখি! যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, কেন মনে হয়—আমি অন্য পৃথিবীতে আছি, কেন মনে হয়, তোমার কাছেই থাকা স্বর্গ—আর অপর স্বর্গ নাই!

ভুবন। ইস ইস, প্রকাশ বাবু খুব বক্তা!

প্রকাশ। না ভুবন, বাধা দিয়ো না, আমার হৃদয়-আবেগ আগে প্রকাশ ক'র্‌তে দাও। আমার আবেগ ক্ষুদ্র বুকে ধরে

না। আমার আক্ষেপ হয়, কেন দিবারাত্র তোমার কাছে থাকতে পারি না, কেন দিনরাত তোমায় যত্ন ক'রতে পারি না। বিধাতার বিড়ম্বনায় কেন আমরা প্রভেদ। যদি আমি স্ত্রীলোক হ'তেম বা তুমি পুরুষ হ'তে, তা হ'লে তো এক মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ হ'তো না। বিধাতার বিড়ম্বনা! আর অধিক কি ব'ল্‌বো।

ভুবন। আমার কি মনে হয়—তা তুমি ব'ল্‌তে পারো ?

প্রকাশ। কি ব'ল্‌বো, তুমি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

ভুবন। তোমার কি বোধ হয়—আমার মনে হয় না, যে তুমি আমার কাছে সর্ব্বদা থাকো ? তুমি যে আক্ষেপ ক'রলে, আমার সে আক্ষেপ হয় না—এই কি তোমার ধারণা ?

প্রকাশ। না—না, তোমার অকপট ভালবাসা —এর প্রতিদান নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র, আমা হ'তে এর প্রতিদান হয় না।

ভুবন। নাও—ও কথা রাখো ; আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাক্‌লে তুমি বেজার হও ; আজ আমিও বেজার হয়েছি, তুমি অমন অপরিষ্কার হ'য়ে এসেছে যে ? নাও,—এই ফুলটি নাও। (ফুলদানি হইতে একটি ফুল লইয়া প্রকাশকে প্রদান ও ফুলটি প্রকাশের বক্ষে ধারণ)

প্রকাশ। আমার অপরাধ হ'য়েছে, মাপ ক'রো।

ভুবন। থাক্ থাক্, ও কথা রাখো—অন্য কথা কও।

প্রকাশ। কি কথা কব ? যদি দিবারাত্র তোমার কথা কইতে পেতুম, তা হ'লে আমার তৃপ্তি হ'তো।

ভুবন। আচ্ছা, আমার কথাই কও। আচ্ছা—আজ আমায় কেমন দেখ্‌ছ' বলো ?

প্রকাশ। কথায় কি বোঝাবো। যদি আমার চোখ তোমায় দিতে পারতুম—তাহ'লে তুমি বুঝতে পারতে। আমার ইচ্ছা হয় কি জানো ? তোমার পায় তলায় ব'সে আমি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি!

(তদ্রূপ করণ)

ভুবন। (চেয়ার সরাইয়া লইয়া) ও কি ছেলে-মানুষি করো—

প্রকাশ। কে আস্‌ছে। (ত্রস্তভাবে উত্থান)

(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

প্রসন্ন। ভুবন, তোমার মত কি ? কেও প্রকাশ!

প্রকাশ। আজ্ঞে হাঁ। অসুখ ক'রেছে শুন্‌লুম, —তাই দেখ্‌তে এসেছি কেমন আছে। রোজ বিকেলে মাথা ধরে ব'ল্‌ছেন—তাই ডাক্তার একটা ওষুধ দিয়েছিল, তাই দিতে এসেছি। আমি চল্লুম, আফিস থেকে এসেছি, এখনো বাড়ী যাই নাই—

[প্রকাশের প্রস্থান।

প্রসন্ন। তোমার অসুখ হয়েছে, আমায় ব'লে পাঠাও নি কেন ? কে ডাক্তার এসেছিল ?

ভুবন। সামান্য অসুখ, বিকেলে একটু মাথা ধরে. উনি কোন্ ডাক্তার এনেছিলেন।

প্রসন্ন। নাম জানো না! মাথায় অডিকলন দিতে ব'লেছে! প্রকাশ অডিকলন এনে দিয়েছে!

ভুবন। কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে ?

প্রসন্ন। ব'ল্‌ছিলুম চল, তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে। এখানে থাকা ভাল নয়, অন্ততঃ লোকের চক্ষে ভাল নয়।

ভুবন। আচ্ছা প্রকাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি।

প্রসন্ন। আমি তোমায় নিয়ে যাবো, প্রকাশ কি ব'ল্‌বে ?

ভুবন। তিনি বলেন, অনেক ঝঞ্ঝাট, দেইজীরা সব নালিসপত্র ক'চ্চে ; আর সেই-ই গিয়েছে, যেমন সংসার পাতা, তেমনি তো রয়েছে। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে গাছিয়ে তো যেতে হবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা, আমি বউমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি, দু'জনে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে চলো। আর সংসার যেমন পাতা আছে থাক্ না,

তুমি একা থাকো—তাতে আমার নিন্দা হয়।

ভুবন। আমি একা থাক্‌লে যদি দোষ হয়, প্রবোধ আমার কাছে থাকুক না ?

প্রসন্ন। না না,—সে ছেলেমানুষ থেকে কি হবে ?

ভুবন। বাবা আমার সেখানে থাকা অসুবিধে। তোমার বউ মাল্‌সা পোড়াবে, এক কাপড়ে থাকবে, আমার অত সয় না। তার মতন না থাক্‌তে পারলে লোকে কথা তুল্‌বে।

প্রসন্ন। তোমার গর্ভধারিণী অনুরোধ ক'রেছিলো, বউ মা অনুরোধ ক'রেছিলো, তুমি অনুরোধ রক্ষা কর নি, আজ আমার কথা উপেক্ষা ক'র্‌লে। যা ভাল বোঝ কর, তুমি স্বাধীন, আমার তো জোর নাই! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছিলুম জানো ? প্রমদার আবার বে দেবো কি না ?—আমি উত্তর পেয়েছি, চল্লুম।

[প্রস্থান।

ভুবন। প্রকাশ বাবুকে দেখে বুঝি ওঁর মনে কি হ'য়েছে, তাই রাগ ক'রে গেলেন। আমার ওঁদের হোথা পাঁচজনের সঙ্গে চ'ল্‌বে না। আর প্রকাশবাবু যেন বাবাকে দেখে থতিয়ে গেল। আসুক, আমি ব'ল্‌বো ও কি স্বভাব! যখন মনে দোষ নাই—একত্রে ব'স্‌তেই দোষ।

[প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—::—

পথ।

অগ্রে প্রসন্নকুমার তৎপশ্চাৎ চিত্তেশ্বরী, বটকৃষ্ণ, শুভঙ্কর, সর্ব্বেশ্বর ও হেবোর প্রবেশ।

চিত্তেশ্বরী। বাবু, পুরুত না পাও, আমার ভাই তোমার পুরুত হবে। এই বটকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরের পুরুত হবে, আর আমি জন-কতক মেয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এয়ো হব।

হেবো। আর আমি নিত্‌ বর।

সর্ব্বে। আমি কি প্রস্তুত থাক্‌বো ?

প্রসন্ন। আমি এখন ঠিক ব'ল্‌তে পারি নে, আমি খবর পাঠাবো।

চিত্তে। গিন্নীর মত ক'রো বাবা, দুধের মেয়ে একাদশী ক'রে যে মারা যাবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা—আচ্ছা, তোমরা যাও।

চিত্তে। (জনান্তিকে) দেখ বটকৃষ্ণ, যদি নাপিত না পাওয়া যায়, হেবোকে নাপিত ক'র্‌তে হবে।

হেবো। অ্যাঁ জুচ্চুরী! তবে আমি নিত্‌ বরও হব না।

[প্রস্থান।

সর্ব্বে। আর কথায় কাজ নাই, চল চল—ঐ পাগলা ব্যাটা আস্‌ছে, না ভাংচি দেয়।

[প্রসন্নকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(পাগলের প্রবেশ)

প্রসন্ন। কি হে পাগল ?

পাগল। মেয়ে জবাই করা মাংস কখন খাইনি, যদি কোথাও পাই, তারই চেষ্টা দেখ্‌ছি।

প্রসন্ন। আমি খেয়ে যদি থাকে তোমায় দেবো।

(শ্যামদাসের প্রবেশ)

শ্যামা। বেয়াই, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।

প্রসন্ন। দাঁড়াও বেয়াই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। (পাগলের প্রতি) আচ্ছা, তোমায় তো সকলের দুঃখে দুঃখিত দেখি। রাস্তায় মানুষ প'ড়ে থাকে, তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা ক'রো, অনাথ অনাথিনীকে আশ্রয় দাও; কিন্তু বালিকা পতিহারা—তাদের শোচনীয় অবস্থা কেন ভাব না ? তাদের দুঃখে দুঃখিত নও কেন ?

পাগল। পাগ্‌লামো শুন্‌বে তো শোনো,

—যে যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, আমি সেই সেই দেশে গিয়েছিলুম। দেখেছি; অনেককে কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত ক'র্‌তে হয়। এ দেশে কন্যা-ভার এক মহা ভার। অবলার দুঃখমোচন করা যে কোন্‌ মহাপুরুষের সাধ্য,তা আমি জানি না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে হিন্দুসমাজের দাম্পত্যবন্ধন অন্তরূপ হবে, সতীত্বের উচ্চ মর্য্যাদা কতক পরিমাণে লাঘব হবে। অর্থলোভে সমাজভয়বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্যতীত বিধবাবিবাহ ক'র্‌তে কেউ সম্মত হবে কিনা—সন্দেহ স্থল। এরূপ অবস্থায় বিধবাবিবাহের পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব। বা রে আমি! এই যে পণ্ডিতের মত বক্তা হ'য়েছি!

প্রসন্ন। যাও—তুমি পাগল, তোমার কথা কে শোনে।

শ্যামা। বেয়াই, তোমায় ব'ল্‌তে যাচ্ছিলুম, ব্যস্ত হ'য়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। তোমারও অর্থ আছে, আমারও অর্থ আছে, আমাদের মত অবস্থার লোকও অন্যান্য আছে। সমস্ত পণ্ডিত একত্র ক'রে, সমাজ একত্র ক'রে—একটা বিরাট সভা হোক্‌; যদি সকলে স্থির করেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হোক্‌।

প্রসন্ন। পণ্ডিতেরা তো বিদ্যাসাগরের সময় থেকে মত দিয়ে আস্‌ছে যে, শাস্ত্রমতে বিধবার বিবাহ হ'তেই পারে না।

শ্যামা। কিন্তু যদি সমাজের প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রেই বিধি আছে—দেশ, কাল পাত্র বিবেচনা ক'রে নিয়ম পরিবর্ত্তন ক'র্‌বে। সমাজের সম্মতি ব্যতীত দেশাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করা সেচ্ছাচারিতা হয়।

প্রসন্ন। সমাজ কই? সমাজ কুৎসা জানে —অবস্থা দেখে না।

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

শ্যামা। এক রকম প্রস্তুতই হ'য়েছে বোধ হ'লো।

[শ্যামাদাসের প্রস্থান।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। পাগল, তুমি অমন ক'রে বেড়াও কেন?

পাগল। পাগল—পাগলই, পাগল আবার কবে মদনমোহন হয়।

হর। তুমি পাগল কেন হ'লে?

পাগল। হব না, আমার মাগ বিধবা হয়েছে।

হর। মাগ বিধবা হ'য়েছে কি?

পাগল। ও অমন হয়, সে তোমায় একদিন ব'ল্‌বো।

হর। না—তুমি বলো।

পাগল। রাস্তায় পেড়াপীড়ি ক'র্‌ছ কেন? লোকে যে তোমায়ও পাগল বল্‌বে। ব'ল্‌বে—বুড়োমাগী রাস্তায় পাগলকে টানা-টানি ক'চ্চে।

হর। (স্বগত) কে এ।

পাগল। ইস্‌—তুমি যে বড় ভাবিকা! তোমার নাম হরমণি না হ'য়ে রাধারাণী হ'লে ভাল হ'ত।

হর। কেন?

পাগল। তোমাকে রাজা ক'রে তোমার মতন কোন ভাবুক তোমার কোটাল ক'র্‌তো।

হর। ব'ল্‌লে না—তুমি কে?

পাগল। ও পাগ্‌লামোর ঝোঁকে একদিন বেরিয়ে যাবে।

হর। যাবে তো?

পাগল। যাবে বই কি।

[পাগলের প্রস্থান।

হর। (স্বগত) একে দেখে আমার মনে নানা ভাবের উদয় হয় কেন? কে—এ? একি কোন ছদ্মবেশী দেবতা!

(হরমণির গীত)

ধরি ধরি যেন মনে হয় হেন,ধরিতে তাহারে নারি
দেখা দিয়ে যায়, অমনি লুকায়,
আঁখি ভরে আসে বারি॥
বাসনা কত মানসে ভাসে,
দিবানিশি ফিরি তাহারই আশে,
অবশে হৃদি-আবেশে—
পদে বিকাইতে চাহি তারি॥

তারি পানে প্রাণ টানে,
ধ্যানে-জ্ঞানে—তারে আপন বলিয়ে জানে,
ফিরিতে সে নারে আপন পাসরে,
কেঁদে বলে আমারি॥

[হরমণির প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ বসিবার ঘর।
প্রসন্নকুমার ও পার্ব্বতী।

প্রসন্ন। এসো, তুমি আমায় স্থির হ'তে ব'লো না?

পার্ব্বতী। আর উপায় কি আছে।

প্রসন্ন। ভাল, তুমি স্থির হ'য়ে শোনো,—আমি তোমার বড় মেয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম,—তার মত জান্‌তে গিয়েছিলুম।

পার্ব্বতী। সে কি ব'ল্লে?

প্রসন্ন। ব্যস্ত হ'য়ো না; শোনো—সমস্ত স্থির হ'য়ে শোনো। আমি বাড়ী থেকে নেমে দেখি—একখানা টম্‌টম্ র'য়েছে। খেয়াল ক'র্‌লুম না, ভাব্‌লুম—কে কোথায় এসেছে। বাড়ী ঢুকে দেখি যেন চাকর-বাকরেরা কেমন হ'লো। ভাব্‌লুম আমায় দেখে জড়সড় হ'য়েছে। বোধ হ'লো—পুরোণ খানসামার ইচ্ছে, আমায় বৈঠকখানায় বসিয়ে ভুবনকে খবর দেয়। সে সব এখন বুঝ্‌ছি—তখন বুঝি নাই।

পার্ব্বতী। কি—কি—ভুবনের কিছু হ'য়েছে না কি?

প্রসন্ন। শোনো—আমায় স্থির হ'তে বলো, তুমি স্থির হ'য়ে শোনো। প্রতি কথা শোনো,—তার পর ভুবনের ঘরে গেলুম, দেখ্‌লুম কি জানো?—বড় বড় ফুলদানে বড় বড় ফুলের তোড়া র'য়েছে, যেমন সাজান ঘর—তেম্‌নি সাজান র'য়েছে, যেন তোমার জামাই কোথায় বেড়াতে গিয়েছে। তোমার ভুবনের, তোমার জামাই থাক্‌তে যেমন সাজগোজ, তেম্‌নি সাজগোজ—বরং বেশী। হাতে গয়না নাই, কিন্তু হাতের শোভা কম নয়, বিবিয়ানা শোভা; মাথায় অডিকলন দিয়েছে—চুল একগাছিও এ পাশ ওপাশ নাই। শেমিজপরা, ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি পরা—এ আর এক রকমের শোভা! বুঝেছ কি—কি রকম?

পার্ব্বতী। অ্যাঁ!

প্রসন্ন। বুঝ্‌তে পারো নি,—না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পা'র্‌বে না। এই বেশভূষা, মাথায় সিন্দুর নাই, বোধ হয় সিঁথের শোভা নষ্ট করে ব'লে নাই। তোমার জামাই নাই, কিন্তু তোমার মেয়েকে একলা দেখ্‌লুম না। একটি সুন্দর যুবা, যে গোলাপফুল ফুলদানে আছে, সেই গোলাপের একটি ছোট ফুল তার বুকে। দু'জনে এমনি ক'রে র'য়েছে, যে পেছন থেকে তোমার আমার ভুল হবে, বুঝি জামাই মরে নাই। এ কে জানো?

পার্ব্বতী। প্রকাশ।

প্রসন্ন। হ্যাঁ প্রকাশ; আমায় দেখে থতমত খেলে। আমায় দেখে মিথ্যা কথা ব'ল্লে,—বল্লে তোমার মেয়ের ব্যামো হ'য়েছে—ওষুধ দিতে এসেছে। সমস্ত মিথ্যা, চোরের মত চ'লে গেল। কিছু ব'ল্‌ছ না যে?

পার্ব্বতী। ও তো বেণী থাক্‌তে যাওয়া-আসা ক'র্‌তো শুন্‌তে পাই; আর বেণীর বিষয়-আসয় ঐ তো দেখ্‌ছে-শুন্‌ছে; তাতেও তো যাওয়া-আসা ক'র্‌তে হয়।

প্রসন্ন। হুঁ!—অমন ক'রে ঘর সাজিয়ে বসে না,—অমন ক'রে মুখোমুখি ক'রে থাকে না,—অমন ক'রে মিথ্যা কথা বলে না,—অমন ক'রে পালিয়ে যায় না। তুমি দেখে এসো, দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে। তুমি ঘর দেখ্‌লে বুঝ্‌বে,—মেয়ের সাজ দেখ্‌লে বুঝ্‌বে,—মেয়ের কথা শুনে আরও বুঝ্‌বে।

পার্ব্বতী। বুঝে কি ক'র্‌বো। যা ব'ল্‌চ—যদি সত্যি হয়—

প্রসন্ন। ভাল বোঝ নি। এখনো ভাব্‌ছ—আমার ভ্রম হ'য়েছে, তাই ব'ল্‌ছ, যদি

সত্যি হয়। শোনো—আমি বাড়ীতে আন্‌তে চাইলুম্, আমার মুখের উপর ব'ল্লে, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করি! আমার কাছে থাক্‌বে কি না, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে! হেথায় বউমার সঙ্গে থাকা তার সুবিধা হবে না; তবে তার ভাই সেখানে থাকে, আপত্তি নাই; সে প্রকাশকে ডেকে আন্‌তে পা'র্‌বে, সে ছেলেমানুষ, তারে দু'জনে ভুলিয়ে রাখ্‌বে। তারে আদর করবে, সে কাছে থাকলে কতক লোকের মুখ বন্ধ হবে। এই তো অবস্থা, এখন কি বল?

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। মা, বউদিদি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছে, বাবা খান নি, বাবার খাবার গরম ক'রে আনবে?

প্রসন্ন। (প্রমদার হাত ধরিয়া) দেখ, মেয়ের মুখ পানে চেয়ে দেখ, যেন ফুলের কলির মত দিন দিন প্রস্ফুটিত হ'তে চ'ল্লো, এর বৈধব্য-যন্ত্রণা! দেখ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।

পার্ব্বতী। আমায় আর কেন দেখাচ্চ, আমি দিন-রাত দেখ্‌চি।

প্রসন্ন। যা, খাবার গরম ক'র্‌তে ব'ল্‌গে—আমি যাচ্চি।

[প্রমদার প্রস্থান।

ঐ যে পদ্মের মত নির্ম্মল মুখখানি দেখ্‌লে,—ঐ যে সরলতার আবাসভূমি দেখ্‌লে,—যে নির্ম্মলমুখ তোমার ভুবনের দেখেছিলে—যদি এখনো না বোঝো—ঐ নির্ম্মল মুখ কপটতাপূর্ণ দেখ্‌বে, কলঙ্কের চিহ্ন ঐ মুখে দেখ্‌তে হবে, স্পর্শ ক'র্‌লে ঘৃণা হবে—বলো এখনো বলো—তোমার কি মত?

পার্ব্বতী। কি ব'ল্‌বো! মা হ'য়ে কেমন ক'রে পরপুরুষকে দিতে ব'ল্‌বো! তুমি যন্ত্রণায় বল্‌চ—বড় যন্ত্রণা; তুমি ভাল ক'রে বুঝে দেখ,—যা শাস্ত্রসঙ্গত নয়, যা লোকাচারবিরুদ্ধ, এমন কাজ কেন ক'র্‌তে চাচ্চ? শুনেছি, এতে ব্যভিচারিণী হয়। আমরা আপনার পেটের মেয়েকে কেমন ক'রে ব্যভিচারিণী ক'র্‌বো?

প্রসন্ন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ, দেশাচারবিরুদ্ধ—এই ভাব্‌ছ? ভয় পাচ্ছ, কন্যাকে ব্যভিচারিণী ব'ল্‌বে? হোক্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ,—হোক্ দেশাচারবিরুদ্ধ; বিবাহ দিলে তবু একটা নিয়মাধীন থাক্‌বে, ভ্রূণহত্যা হবে না, কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হবে না, একেবারে লোক-ধর্ম্মে ঘৃণিত হবে না। বলো—সম্মতি দাও।

পার্ব্বতী। এমন অন্যায় কার্য্যে কি ক'রে সম্মতি দেবো? মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে হবে,—আমরা কেন মহাপাপ ক'র্‌বো—মেয়েকে কেন মহাপাপে লিপ্ত ক'র্‌বো?

প্রসন্ন। এখনো ব'ল্‌ছ মহাপাপ! ভ্রূণহত্যা—মহাপাপ নয়! স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া মহাপাপ নয়? নীতিবিরোধী কাজ মহাপাপ নয়! উপায় থাক্‌তে উপায় না করা মহাপাপ নয়! চক্ষের উপর অনাচার দেখ্‌বে,—চক্ষের উপর মেয়ে ভ্রষ্টা হবে দেখ্‌বে—চক্ষের উপর উপপতির আনাগোনা দেখবে? বোঝো, এখনো বোঝো।

পার্ব্বতী। কেন, বিধবাতে কি সতী নাই? ইন্দ্রিয় কি এতই দুর্দ্দম, যে নিষ্ঠাচার—ধর্ম্মাচরণে দমিত হয় না?

প্রসন্ন। তোমার বউমার আদর্শ দেখাচ্চ? শিবপূজার যোগ্য নির্ম্মল ধুতুরা, বিলাস-সজ্জিত সংসার-উপবনে সর্ব্বদা ফোটে না। স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রৎ অবস্থার উদাহরণ নয়। আর ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম কি না—তোমার সন্দেহ আছে? পুত্রশোকাতুরা নারী, বৎসর ফেরে না, আবার পুত্র প্রসব করে। ইন্দ্রিয়তাড়নায় উপপতির দাসী হয়, শোণিত-সম্বন্ধ বিচার থাকে না।

(প্রমদার পুনঃ প্রবেশ)

প্রমদা। বাবা!

প্রসন্ন। যাচ্চি—যাও।

[প্রমদার প্রস্থান

এখনো মেয়ের মুখ চাও,—নিষ্কলঙ্ক মেয়েকে কলঙ্ক-সাগরে ফেলো না,—ব্যভিচার হ'তে রক্ষা ক'রো—সম্মত হও। তুমি কঠোর জননী, তুমি সর্পিণীর ন্যায় নিজ সন্তান নষ্ট ক'র্‌তে পারো; তুমি সন্তানের দুঃখে কাতর নও, তুমি প্রস্তর-নির্ম্মিত, তোমার মমতা নাই। এখনো বল্‌ছি,—নিষ্ঠুর হ'য়ে কঠোর যন্ত্রণা দেখ না। বিবাহ দিতে সম্মত হও, দাও—সম্মতি দাও, কন্যাকে কঠোর যন্ত্রণা হ'তে ত্রাণ করো। (সম্মুখস্থ টেবিল হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া) নচেৎ পতিহত্যা দেখ—স্বয়ং বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করো, তা হ'লে বুঝ্‌বে—কি যন্ত্রণা! (বক্ষে ছুরিকা-ঘাত করিবার উদ্যম)

পার্ব্বতী। ও কি—ও কি! কি করো—কি করো! আমি সম্মত—আমি সম্মত! তুমি স্থির হও।

প্রসন্ন। সম্মত—সম্মত? আমার পা ছুঁয়ে বলো—সম্মত?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ—তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ঘেঁচী সাহেবের বাটীর কক্ষ।
ঘেঁচী ও প্রমদা।

প্রমদা। হ্যাঁ গা, আবার সব চাকর-বাকরকে মাইনের জন্য আমার কাছে ঠেকিয়ে দিয়েছ কেন?

ঘেঁচী। ওরা তো পাঁচ মাসের মাইনে পায় নাই শুন্‌লে, আর নীচেয় দেখে এসো, সারি সারি পাওনাদার বিল হাতে ক'রে বসে আছে। টাকা চাই—বুঝ্‌লে?

প্রমদা। আমি মেয়েমানুষ, টাকা কোথায় পাব? বাবা বাড়ীখানা আমার নামে দিয়েছিলেন, তা তো উড়িয়েছ; গয়নাগাঁটি যা ছিল, সবই তো বেচেছ।

ঘেঁচী। না বেচ্‌লে না; তুমি আমার sweet heart, তোমার গয়না কিনে দেবো। যাও, তোমার বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো।

প্রমদা। তিনি কতবার টাকা দেবেন? বিলেতে তো দু'তিনবার টাকা পাঠালেন, সেখানে কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কি ক'রে জেলে যাও, বাবা টাকা পাঠিয়ে জেল বাঁচালেন; জাহাজ ভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, আর এখানে এসেও তিনবার টাকা নিয়েছ। বাবা আর টাকা দেবেন না।

ঘেঁচী। দেবেন না কি, টাকা নিয়ে এসো। বাপের কাছ থেকে পারো, মায়ের কাছ পারো, বোনের কছে থেকে পারো, তোমাদের বউয়ের কাছ থেকে পারো, যেমন ক'রে পারো,—টাকা আনো, নইলে চল্‌বে কি করে? খরচ পাতিতো দেখ্‌ছ? এখন তো আর বাঙ্গালী নেই যে, চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁইশাক খেয়ে চল্‌বে, আর একটা পিরাণ গায়ে দিয়ে বেরোবো।

প্রমদা। আমি কোন্ মুখ নিয়ে তাদের কাছে টাকা চাইতে যাব?

ঘেঁচী। এই মুখে! আর না পারো, সোজা উপায় তো বল্‌চি,—মিঃ বাসু এখনি তোমায় নিয়ে যেতে আস্‌বে, তার বাগানে আজ পার্টি—'বল' হবে, তুমি তার [illegible] নাচ্‌বে চলো, টাকা এসে যাবে।

প্রমদা। আমি বাগানে নাচ্‌তে যাবো? তুমি কি একেবারে মনুষ্যত্বহীন? আপনার স্ত্রীকে এই কথা বল্‌ছ? আপনার স্ত্রীকে বাগানে নাচ্‌তে নিয়ে যাবে?

ঘেঁচী। কেন দোষ কি? দেখছ তো সব gentlemen স্ত্রী নিয়ে আসে, তাদের সঙ্গে নাচ্‌লে কি হয়?

প্রমদা। ওদের সঙ্গে বেহায়াগিরি কর্‌তে বল? ওরা তো সব বেশ্যা!

ঘেঁচী। তা'হলে তুমিও বেশ্যা। তোমার যেমন দোজপক্ষে বে, ওদেরও তেমনি। তবে তফাৎ এই—ওরা সভ্য, তুমি

জানোয়ার। তোমায় ছুঁতে ঘেন্না করে।

প্রমদা। আমি তোমার ভয়ে তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ ক'রেছি, মদ ঢেলে দিয়েছি, তুমি কি না আমার ঘরে মাতাল ছেড়ে দিয়ে সরে যাও; আজ কি না নাচ্‌তে যেতে বল্‌চ। স্বামী হ'য়ে এই সব কথা মুখে আনো ?

ঘেঁচী। তোমার স্বামী! তাই বের দিন পরপুরুষ বোলে শিউরে উঠেছিলে—মূর্চ্ছা গিয়েছিলে। স্বামী কে? টাকা পেয়ে-ছিলুম, তোমায় নিয়েছিলুম। টাকা চাই—জোগাড় কর। বাপের কাছ থেকে পারো, আর বাগানে গিয়ে মিঃ বাসুর কাছ থেকেই আদায় করো, একটা ঠিক করো। (ঘড়ি দেখিয়া) এখনি তারা আস্‌বে,—বাপের কাছে না যাও; বাগানে যেতে হবে—আমি টেনে তোমায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাব। গাড়ীর শব্দ হ'চ্চে—ঐ বুঝি তারা এলো, কি ক'র্‌বে বল ?

নেপথ্যে বড়াল। সাব উপর হ্যায় ?

নেপথ্যে বেহারা। হ্যায় খোদাবন্দ।

প্রমদা। আমি যাচ্চি যাচ্চি—বাপের বাড়ী যাচ্চি।

ঘেঁচী। আচ্ছা যাও, টাকা আন্‌তে পারো—ফিরে এসো; আর বাগান যেতে চাও—বহুৎ আচ্ছা; নইলে তোমার যেথায় ইচ্ছে—চ'লে যাও।

প্রমদা। আচ্ছা—আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি।

[প্রমদা ও তৎপশ্চাৎ ঘেঁচীর প্রস্থান।

(মিঃ বাসু, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালের প্রবেশ)

বড়াল। মিঃ বাসু, আপনি যদি বিলেত যেতেন, তা হ'লে দেখতেন—কি আমোদের জায়গা।

বাসু। মা বা রাজী হচ্ছে না, টাকা দিতে চাচ্ছে না, ব'ল্‌ছে এইখানে আমোদ কর।

(ঘেঁচীর পুনঃ প্রবেশ)

ঘেঁচী। Hallo Mr. Basu, how do yon do ?

বাসু। তোমার মাগ কোথা ?

ঘেঁচী। সে তার বাপের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়েছে, directly বাগানে যাবে।

বাসু। (মল্লিকের প্রতি) আমি তোমায় ব'লেছি, ঘেঁচীর সব দম্‌বাজী, আর আমি এক পয়সাও বার ক'র্‌বো না। চলো চলো—বাগানে চলো, সেখানে সব বোসে আছে।

মল্লিক। আমার wife আপনার partner হবে। আর বলেন Mrs. বড়ালও আপনার সঙ্গে নাচ্‌তে পারে।

বাসু। না—না—আমি যার জন্যে party দিলুম, তাই-ই হলো না। মাগ কোথায় সরিয়ে দিয়ে বলছে, বাপের বাড়ী গিয়েছে।

ঘেঁচী। Oh no—Oh no—

[মিঃ বাসুর পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—::—

বেণীমাধবের বাগানের পুষ্করিণীর ঘাট।

ভুবনমোহিনী।

ভুবন। না—না—আমার বাপের বাড়ী থাকাই উচিত। না সেথায় টেঁক্‌তে পার্‌বো না। কাশী যাই, আমার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে থাকি। প্রকাশ কি আমার মনের ভাব বুঝেছে, সে কি তাই আসে না? ভালই! সে এলে, তার সঙ্গে হাসি-কৌতুক ক'র্‌লে, যেমন একত্রে বসি—তেমন একত্রে বস্‌লে,—আমি আর মন বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বো না। সে বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝেই আসে না। না, আমি তারে না দেখে থাক্‌তে পার্‌বো না। এই যে প্রকাশ—

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ বাবু, তুমি এসো না কেন ? এসো

যদি তো দু'দণ্ড বসো না। তোমার কি হ'য়েছে? কেউ বুঝি তোমায় আস্‌তে মানা করে?

প্রকাশ। হ্যাঁ মানা করে, আমার মন মানা করে।

ভুবন। কেন—কেন—আমি কি কিছু ব'লেছি? তুমি কি অভিমান ক'রেছ? তুমি কি লোকাপবাদ ভয় ক'রে এসো না?

প্রকাশ। ভুবন, তুমি জানো কি, আমি কে?

ভুবন। আমার স্বামীর বন্ধু, আমার আশ্রয়।

প্রকাশ। না, জানো না, আমি তোমার শত্রু,—আমার এই দেহে তোমার শত্রু প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে। তুমি নির্ম্মল-আত্মা, তাই আমার পাপ ইচ্ছা তুমি বুঝতে পারো নাই। আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারি নাই। যেদিন হঠাৎ তোমার বাপ এসেছিল, সেইদিন আভাস পেয়েছিলুম। তোমার পায়ের কাছে ব'সে, তোমার মুখের পানে চেয়ে আমার চক্ষু দিয়ে ভুষমণ প্রবেশ করেছে; তাই তোমার বাপের কাছে মিথ্যা কথা ব'লেছিলুম। তুমি যখন সেই মিথ্যা কথার জন্য তিরস্কার ক'র্‌লে, আমি তোমায় বোঝাতে পারি নি—কেন মিথ্যা কথা ক'য়েছি;—আমিই সম্পূর্ণ বুঝি নাই; কিন্তু ক্রমে আমার সেই পাপ-ছবি আমার সম্মুখে উদয় হ'য়েছে। তুমি আমায় তিরস্কার করো, তিরস্কার ক'রে বিদায় দাও। আর আমার মুখ দর্শন ক'র্‌বে না প্রতিজ্ঞা করো।

ভুবন। তুমি না আসো না আস্‌বে; আমি তোমায় বিদায় দিতে পা'র্‌বো না। তুমি কি ব'ল্‌ছ—আমি বুঝেছি; আমি জানি নি, আমি কোথায় দাঁড়িয়েছি, আমি জানি নি—আমি কি করি, আমি জানি নি—তুমি না এলে আমার কি হবে—আমি কি ক'রে থা'ক্‌বো! তোমায় না দেখ্‌লে আমি চারদিক্ শূন্য দেখি। আমি বুঝেছি, বুঝেও আমার উপায় নাই।

প্রকাশ। এখনও উপায় আছে—এখনও আমরা পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করি এসো। তোমায় না দেখলে আমিও দশ দিক্ শূন্য দেখি, কিন্তু তোমায় দেখ্‌লে দাবানল জ্বলে উঠে, আত্মহারা হই—সংযমহারা হই! আমার কি দুর্দ্দম লালসা—তুমি জানো না। আমি অস্থির—দিবারাত্র আমার পাপ চিন্তা। তুমি আমায় ঘৃণা ক'রে বিদায় দাও।

ভুবন। তোমার আবার ব'ল্‌চি, তুমি আমার কাছে বিদায় চেও না। আমি সর্ব্বনাশ বুঝেছি, তবু আমার ভয় নাই, তবু আমি ব'ল্‌তে পা'র্‌বো না—তুমি এসো না। এখনো মনে হ'চ্চে—যা হবার হবে, তুমি এ'।

প্রকাশ না—আমি আর আস্‌বো না। কিন্তু আমি জড়িয়ে প'ড়েছি, তোমার সঙ্গে না দেখা ক'রেও উপায় নাই। তোমার বিষয় বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আমার দেনা শুধেছি। উপস্থিত পরিশোধের উপায় দেখছি না। আমার কাযকর্ম্ম বিশৃঙ্খল হ'য়েছে; আমি আস্‌বো না মনে করি, থাক্‌তে পারি নে। বাড়ী থেকে বেরুই, আবার ফিরে যাই। আমি কত রাত্রি তোমার বাগানের দোর দিয়ে ফিরে গেছি।

ভুবন। এ কথা তুমি কাকে বল্‌ছ—কাকে শোনাচ্চ? আমি রাত্রে ছাদে উঠে তোমার বাড়ীর দিকে চাই, তুমি আস্‌বে না জানি, তবু মনে করি—যদি এসো। না—না—তুমি ঠিক ব'লেছ—আমাদের আর একত্রে থাকা নয়। এত যন্ত্রণা—আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবু, সর্ব্বেশ্বর বাবু এসেছেন। তিনি ব'লছেন—বড় দরকার।

প্রকাশ। আমি চল্লুম।

ভুবন। না এইখানেই ব'সো, এইখানেই তারে ডাকাও। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুকে ডেকে আন।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

তুমি যা ব'লছ—ঠিক, আর আমাদের দেখা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অপেক্ষা করো, তুমি কথা কও—আমি আস্‌ছি। না—আর অপেক্ষা কেন ? তোমার সঙ্গে আর দেখা করা উচিত নয়—সর্ব্বনাশ হবে।

[ভুবনমোহিনীর প্রস্থান।

প্রকাশ। আর হেথায় আস্‌বো না—আর দেখ্‌তে পাবো না, ওঃ—কি দুর্দ্দম হৃদয়-দ্বন্দ্ব !

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

সর্ব্বে। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে ! আপনি বেণী বাবুর বিষয়-আসয় বাঁধা দিয়েছেন—প্রকাশ হয়েছে। বেণীবাবুর জ্ঞাতিরা কা'ল আপনার নামে নালিশ ক'রবে। তাদের খোরাকি প'ড়ে গিয়েছে - আপনি একজিকিউটার হ'য়ে বিষয় নষ্ট ক'চ্চেন, তারা ভুবনমোহিনীর উত্তরাধিকারী—এই অভিযোগ ক'রেছে। উকীল বল্লেন—চাই কি ফৌজদারী হ'তে পারে। বেণী-বাবুর শ্বশুরও শুনছি—তাঁদের পক্ষ হ'য়েছেন। মহাজনদের 'ডিউ' প'ড়ে গিয়েছে, সে না হয় ইন্‌সল্‌ভেণ্ট নিয়ে সাম্‌লাবেন ; কিন্তু দেইজীদের মামলা, উকীল ব'লেছে, ভুবনমোহিনী বিরূপ হলে সর্ব্বনাশ। ভুবন-মোহিনীর দেনায় বিষয় বাঁধা পড়েছে না দেখালে, আপনার নিস্তার নাই।

প্রকাশ। আচ্ছা—যাও।

সর্ব্বে। মশায়, যাও ব'লছেন কি ? সর্ব্বনাশ হবে। ভুবনমোহিনীকে হাত কর্‌তে না পার্‌লে ফৌজদারী সোপরদ্দ হবেন। বেণী বাবুর শ্বশুরেরও আপনার উপর ভারি রাগ। তিনি আপনাকে সন্দেহ করেন, তিনি আপনাকে মজাতে পার্‌লে ছাড়-বেন না।

প্রকাশ। যাও—যাও।

সর্ব্বে। যে আজ্ঞে চল্‌লেম ; আমি—চাকর, আর কি বল্‌বো ? আপনি উপায় থাকৃতে না উপায় করেন, অপবাদ যা হবার হয়েছে, শেষটা মজবেন।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। ধর্ম্মপথ অতি কঠিন পথ—কণ্টক-ময় পথ ! এ পথে পদে পদে নরকযন্ত্রণা ! সত্য, উপায় ত রয়েছে। ভুবন আমায় ভালবাসে, সাফাই দেবে। না—দেবে না ! আমি পর, আমা হ'তে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে ; আমায় বিদায় দিলে, এসো না ব'ল্লে। মনের ঝোঁক দু'দিনে চ'লে যাবে, ভাল-বাসা থাকৃবে না। তবে কেন মন্ত্রণা পাই, — কেন আসামী হয়ে দাঁড়াই,—কেন স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাই, কেন লোকের চক্ষে ঘৃণিত হই ! কিসের পাপ - কিসের চিন্তা ? কেন, ভালবাসায় পাপ কি—এ তো হয়েই থাকে, আমরা স্ত্রী-পুরুষের মত থাকৃবো, আমি ইন্‌সল্‌ভেণ্ট নিয়ে আবার কর্ম্মকাজ ক'র্‌বো। ভুবনকে কিছু জানৃতে দেবো না, সে যেমন আমার মাথার মণি আছে, তেম্‌নি থাকবে। অকপট প্রণয়ে দোষ কি !

(ভুবনমোহিনীর পুনঃ প্রবেশ)

ভুবন। এখনো ব'সে কেন—কি ভাবছ ?

প্রকাশ। ভাবছি - আমরা কি চিরদিন জল-বার জন্য সৃষ্ট হয়েছি ? অকপট ভাল-বাসা কি কিছুই নয় ! সমাজবন্ধন কি সর্ব্বস্ব ! তুমি আমায় ভালবাসো, আমি তোমায় ভালবাসি, কেন চিরদিন পর হ'য়ে থা'কৃবো ? আমি দেখছি, জগতে তুমিই আমার আপনার আছ, আর কেউ নাই তবে কেন তোমায় চিরদিনের জন্য পর কর্‌বো ! অকপট প্রণয় যদি দোষের হ'তো, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গৌরবের কেন ? তাতে তো লোক-অপবাদ ছিল, কলঙ্ক ছিল। প্রেমই গৌরবের ! বিবাহ-বন্ধন — ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমাজ বন্ধন।

ভুবন। কি বল্‌ছ ? কেন আমায় উন্মত্ত কচ্ছ ? আমার শিরায় শিরায় অগ্নিময় রক্তস্রোত

ধাবিত! সর্ব্বনাশ হয়—নরক হয়—যা হয়—আমি এই মুহূর্ত্তে ঝম্প দিতে প্রস্তুত! তুমি আমায় মানা করো, তুমি ব্যাকুল-চিত্তে আমার মুখপানে চেয়ে র'য়েছ, আমার আনন্দ হ'চ্ছে। আমায় মানা করো, তোমার পায়ে ধরে বল্‌চি—মানা করো।

প্রকাশ। চলো—চলো, এখানে কে দেখ্‌বে।

ভুবন। না তুমি যাও, বিদায় হও, তোমার কাছে থাক্‌বো না, তুমি আর এসো না।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। ভুবন—ভুবন—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুর সংলগ্ন বিশ্রাম-কক্ষ।

প্রসন্নকুমার ও ঘেঁচী।

প্রসন্ন। বেরোও আমার বাড়ী থেকে।

ঘেঁচী। কুচ পরোয়া নেই, আমি তোমার কাছে আসিনি, আমি আমার স্ত্রীকে নিতে এসেছি। আমার স্ত্রীকে আটক ক'রে রেখেছ কেন?

প্রসন্ন। দূর হ!

ঘেঁচী। আচ্ছা, আমি কা'ল পুলিসে নালিস ক'র্‌বো।

প্রসন্ন। আমি তোর নামে খোরাকির নালিস ক'র্‌বো।

ঘেঁচী। হাঃ হাঃ!—আমার টুপীটে শীল ক'রে খোরাকি আদায় ক'রো! সোজায় মিটিয়ে ফেলো না, কিছু টাকা দাও, চ'লে যাচ্চি। নইলে বাবা কেন পুলিসে কেলেস্কার ক'র্‌বে? বেশী নয়—টাকা শো পাঁচেক হ'লে, এখন এক রকম চালা'তে পার্‌বো। দুটো ছোট আদালতের ডিগ্রী আছে,—না meet ক'র্‌তে পার্‌লে দাঁড়াতে পার্‌বো না।

প্রসন্ন। যা জেলে যা। আমি অনেক দিয়েছি—আর এক পয়সাও দেবো না।

ঘেঁচী। জামাই জেলে যাবে—সে কি ভাল দেখাবে?

প্রসন্ন। আমার কাছে তুমি আর এক পয়সা পাবে না,—বিলেত থেকে তো খুব লেখা-পড়া শিখে এলে, তোমায় সেথা টাকা পাঠিয়ে জেল থেকে খালাস ক'রেছি, passage money দিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। ফিরে এসেও তিনবার টাকা নিয়েছ, বাড়ীখানা দিয়েছিলুম—বেচে মেরে দিয়েছ।

ঘেঁচী। কত টাকা দিয়েছেন? সব শুদ্ধ জোর পনের হাজার টাকা হোক্। তোমার বড় জামাই প্রকাশ যা পেয়েছে, তার এক পাই নয়, তোমার বড় মেয়ের সব বিষয় মেরেছে।

প্রসন্ন। কি ব'ল্‌লি Rascal!

ঘেঁচী। সত্য কথা ব'ল্‌ছি, আমি যদি তোমার জামাই হই, প্রকাশ বাবু তোমার বড় জামাই নয়? ঐ বটকৃষ্ণ আর শুভঙ্কর একটা ছুঁড়ি এনে মালা বদল করে দিয়েছে—তাই বুঝি ধরা প'ড়েছি? আমিও তোমার যেমন জামাই, প্রকাশ বাবুও তোমার তেম্‌নি জামাই। তবে মাঝে এই যে দেওয়া Hypocrisyটা নাই।

প্রসন্ন। বেরো—দূর হ! বেয়ারা—বেয়ারা!

ঘেঁচী। আচ্ছা বাবা! তোমার মেয়ে বেচে টাকা আদায় ক'র্‌বো, কা'ল পুলিসের শমন পাবে।

(বেহারার প্রবেশ)

প্রসন্ন। গলাধাক্কা দে বা'র ক'রে দে!

[ঘেঁচী ও পশ্চাৎ বেহারার প্রস্থান।

(পার্ব্বতী ও নির্ম্মলার প্রবেশ)

পার্ব্বতী। কি গো—কি গো—

প্রসন্ন। প্রমদা এয়েছে না কি?

পার্ব্বতী। হাঁ, একটু আগে এয়েছে, খায় নাই—খেতে বসিয়েছি।

প্রসন্ন। বিষ খেতে দাও, আপদ চুকে যাক্!

নির্ম্মলা। বাবা, রাগের কথা নয়।

প্রসন্ন ? রাগের কথা নয়। প্রমদাকে হেথায় পাঠিয়ে দিয়ে আমায় শাসাতে এসেছিল, টাকা দাও—নইলে পুলিসেনালিস ক'রবো। এখন কি মেয়ের হাত ধ'রে পুলিসে গিয়ে দাঁড়াবো ? লজ্জায় কারো সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারি না ;—পুলিসে দাঁড়ালে বাড়ীতে এসে মুখে চুণকালি দেবে। এ বিপদ কি মানুষের হয়!

নির্ম্মলা। বাবা, ও ভেবে আর কি ক'র্‌বে ? জামাইয়ের উপর রাগ ক'রে মেয়েকে কোথায় ভাসিয়ে দেবে ? ঠাকুরঝি হেতায় থাকুক, সে যা করে ক'রবে।

প্রসন্ন। কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

নির্ম্মলা। যন্ত্রণা ব'লে আর কি হবে—আমাদের হ'য়ে কর্ম্মভোগ কে ক'র্‌বে! ও যা' হবার হবে; পুলিসে কাটানছিটেন হ'য়ে যায়, সে ভাল। ঠাকুরঝি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এখানে থাকুক।

প্রসন্ন। আমার কি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বে ? আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে ? পাড়ায় নাম উঠেছে—ক্রিশ্চান প্রসন্ন। ঘটক সাবধান ক'রে গেছে, মেয়ে বাড়ীতে থাক্‌লে ছেলের সঙ্গে কেউ বে দেবে না।

পার্ব্বতী। না হয় ছেলে আইবুড়ো থাক্‌বে। এখানে জায়গা দেবে না, শ্বশুরবাড়ীতে জায়গা পাবে না, স্বামী যন্ত্রণা দেবে—তবে সত্যি সত্যি ।ক মেয়ের গলায় পা তুলে দেবো ?

প্রসন্ন। বউমা, শুভক্ষণে মেয়ের দুঃখে দুঃখী হয়ে আবার বে দিয়েছিলুম। ওঃ—এত অপমান—এত অপমান!

নর্ম্মলা। বাবা, এ তো রাগের সময় নয়।

প্রসন্ন। কে রাগ ক'চ্চে—কার উপর রাগ ক'রবো ? কারো কথা শুনি নি,—কারো কথা মানি নি,—জাত যাবার ভয় করি নি,—একঘরে হ'বার ভয় করি নি। ভেবেছিলুম আবার মেয়ের ঘর বর হবে, তা:বেশ ঘর ক'রে দিয়েছি—বেশ বর ক'রে দিয়েছি। এখন আর যাবে কোথায় ? আমার দায় আর কে ঘাড়ে ক'রবে ? লোকে ঘৃণা করে করুক,—মুখ দেখাতে না পারি না পার্‌বো,—এই খানেই থাক। যত্ন ক'রে বিষ কিনে এনে গুলেছি, এখন গিল্‌তে হবে। না ম'লে তো জুড়োবো না!

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, বাবা রাগ ক'রে গেলেন। ঠাকুরঝি বোধ হচ্ছে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে।

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

পার্ব্বতী। কর্ত্তাকে দুষবো কি, আমারই ছুটে পালাতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

নির্ম্মলা ও প্রমদা।

প্রমদা। জানি নে বউদিদি, আমার এমন ক'রে কতদিন যাবে। জানি নি—কি ক'রে দিন কাটে! এক একবার মনে হয়, আমি কি এই জন্যে জন্মেছিলুম! দিন দিন যেন ঘোর দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন রয়েছি! ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার পাশে যেন একটা কি ভয়ঙ্কর জন্তু প'ড়ে আছে, তার নিঃশ্বেসের ঘড়্ ঘড়্ শব্দে হৃৎকম্প হয়,—দুর্গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ! মনে হয়—এই কি আমার স্বামী! একে শ্রদ্ধা ক'র্‌বো কেমন ক'রে,—ভক্তি ক'র্‌বো—সেবা ক'র্‌বো কেমন ক'রে! কিছু পরে রক্তচক্ষে আমার পানে চায়, কি বিকট দৃষ্টি—আতঙ্ক হয়!

নির্ম্মলা। তুই কিছু ব'ল্‌তে পারিস্‌ নি?

প্রমদা। কাকে ব'ল্‌বো—কে শুন্‌বে? কথার মধ্যে কথা, "যা—বাপের কাছে যা, টাকা নিয়ে আয়; আর গয়না থাকে দে। যেথায় পাস্—টাকা আন।' যদি বলি, "টাকা কোথায় পাবো?" তার উত্তর তোমার কাছে ব'ল্‌তে আমার ঘৃণা হচ্চে,—তুমি শুন্‌লে প্রত্যয় ক'র্‌বে না যে স্বামী, স্ত্রীকে এ কথা ব'ল্‌তে পারে।

নির্ম্মলা। ছিঃ ছিঃ—বাবা কি সর্ব্বনাশই ক'রেছেন।

প্রমদা। তারপর পাওনাদারের কিচি কিচি, লোকজন মাইনের জন্য কুকথা বলে, আমায় দেখিয়ে দেয়,বলে ওর ঠেঙে আদায় কর। দিন এক রকমে কাটে, সন্ধ্যা হ'লে পিশাচের নৃত্য। যারা সব সঙ্গী, তারা গাউন পরিয়ে কাদের নিয়ে আসে, কে জানে। তারা কুলবধূ কি কে—তাদের আচারে বোঝা যায় না, কার কে স্বামী বোঝা যায় না। সেইখানেই আমায় যেতে বলে, তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে বলে, না গেলে গা'ল দেয়—মারে। কতদিন উপোস যায়, একবার জিজ্ঞাসা করে না—আমার খাওয়া হয়েছে কি—না। মদ খেতে বলে, অন্য পুরুষের কাছে ব'স্‌তে বলে। আমি কুণ্ঠিত হ'লে বলে, অসভ্য—জঙ্গ্‌লা—সভ্যতা জানে না। বউদিদি, আমার অদৃষ্টে এত ছিল!

নির্ম্মলা। ছিঃ ছিঃ কুলাঙ্গার, এ কি মানুষ! আহা দিদি তুই বড় দুঃখিনী!

প্রমদা। তারপর শোনো, তারা চ'লে গেল, ঝগড়া সুরু হ'লো, গাল মন্দ তিরস্কার। হয় তো তাদের সঙ্গে চ'লে গেল। একা রইলুম—চাকর বাকরেরা তার কুৎসা ক'চ্চে—আমার কুৎসা ক'চ্চে, একা ঘরে ব'সে শুনি। যখন বাড়ী ফিরে এলো,হয় তো বেয়ারা কোচমানে ধরে আন্‌চে, মুদ্দরের মত বিছানায় এসে প'ড়্‌লো। এই আমার জীবন, এই সুখের জন্য বিবাহ হ'য়েছে। এই আমার স্বামী—এই আমার সংসার। তবু তো দিদি ম'র্‌তে পারি নে—ম'র্‌তে তো ভয় হয়।

নির্ম্মলা। বালাই ম'র্‌বি কেন? তুই হেথা থাক্, আর সেথা যাস্‌ নি।

প্রমদা। দিদি, কেমন ক'রে থা'ক্‌বো? শুন্‌লে তো, আমি থাক্‌লে প্রবোধের বে ভেঙ্গে যাবে; বাবা লোকের কাছে মুখ দেখাতে পা'র্‌বেন না ব'ল্লেন।

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি তুই দুঃখ করিসনে, বাবা জামাইয়ের উপর রাগ ক'রে ব'লেছেন।

(১ম দাসীর প্রবেশ)

১ম দাসী। হ্যাঁগা বউ ঠাক্‌রুণ, দিদি বিবি যে খেয়ে গেলেন, ওঁর বাসন মাজ্‌বে কে? আমি ছোঁবো না, চাক্‌রীর জন্যে জাত হারাবে কে?

নির্ম্মলা। নে নে, আমি বাসন মাজ্‌বো এখন।

(২য় দাসীর প্রবেশ)

২য় দাসী। আমাদের সব মাইনে চুকিয়ে বিদেয় ক'রে দাও। বিবি দিদি থাক্‌লে আমরা এখানে থাক্‌বো না।

নির্ম্মলা। এখন যা না—তা তখন যাস্‌।

দাসী। তা বাছা—তোমরা লোকজন দেখো।

[দাসীদ্বয়ের প্রস্থান।

প্রমদা। বউ দিদি, আমি হেথায় থাক্‌বো কেমন ক'রে? প্রবোধের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে; লোকে একঘরে ক'রেছিল,—তোমার বাপ কতক'রে লোক্‌কে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাবাকে সমাজে চলন ক'রেছেন। যদি আমার স্বামীর হিন্দুয়ানী আচার ব্যবহার থাক্‌তো, তাহ'লে বাবাকে সমাজভ্রষ্ট হ'তে হ'তো না। আমাদের ক্রিশ্চান ব'লে জানে; আমি হেতা থাক্‌লে আবার বাবাকে সমাজে ঠেল্‌বে। আর দাসীরা তো আমার সামনেই জবাব দিয়ে গেল।

নির্ম্মলা। কেন—কি হয়েছে? দাসী চাকর আর পাওয়া যাবে না,—তুই কাঁদিস্‌ নি, কোথায় যাচ্চিস্‌?

প্রমদা। সগ্‌ড়িখালা মাজি গে।

নির্ম্মলা। (হাত ধরিয়া) না—না, মাথা খাবি, আমি সগড়ি নেব এখন।

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্বতী। ও মা, হাতে-ভাতে ক'রে উঠে এসেছিস্ ? নে—আমি খাবার আন্‌চি, খাবি আয়।

প্রমদা। হ্যাঁ মা, আমি যদি এ বাড়ীতে দাসীর মতন হয়ে থাকি, যদি দাসীদের একটা ঘরে শুই,—আলাদা খাই—আলাদা থাকি, তা'হলেও কি জা'ত যাবে ? হাঁ মা, তবে আমি কোথায় দাঁড়াবো ? আমার কি হ'লো মা !

পার্ব্বতী। নে তুই কাঁদিস্ নে, তুই হেথায় থাক্‌বি নি তো কোথায় যাবি ? নে—খাবি আয়।

প্রমদা। না মা—আর আমি খেতে পা'র্‌বো না।

নির্ম্মলা। থাক্—থাক্—ও বাজারে খাবার-গুলো খেয়ে কাজ নাই,—আমি খাবার তৈরি ক'চ্চি।

(হরমণির প্রবেশ)

পার্ব্বতী। এসো মা !

নির্ম্মলা। (প্রমদার প্রতি) ঠাকুর্‌ঝি তোরা কথাবার্ত্তা ক, আমি আস্‌ছি, মা এসো। (গমনকালীন পার্ব্বতীর প্রতি জনান্তিকে) বাবার কথা আড়াল থেকে শুনেছে।

[পার্ব্বতী ও নির্ম্মলার প্রস্থান।

হর। হ্যাঁ, মা, তুমি কি তোমার বোনের বাড়ী গিয়েছিলে ?

প্রমদা। হ্যাঁ, অনেক দিন দেখি নাই, এক-বার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।

হর। তোমায় সেথা রা'খ্‌তে চাইলে না ? হাস্‌ছ যে ? বুঝি ধুলো পায়ে বিদেয় দিয়েছে ? খেতে টেতে ব'লেছিল ?

প্রমদা। আমি বাড়ীতে এসে খেয়েছি।

হর। হ্যাঁ বুঝেছি,—এখন আর তাঁর কারো ঝকি সইবে না। তা বেশ হ'য়েছে, তোমায় সেথা রাখ্‌লে আমি থাক্‌তে বারণ ক'র্‌তুম। এখন কি তুমি এখানেই থাক্‌বে ?

প্রমদা। মা, আমি একদিন এয়েছি, এইতেই চাকর দাসী শুদ্ধ থাক্‌তে চাচ্চে না। আমি থাক্‌লে ভায়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে—আমার স্বামী এসে উপদ্রব ক'রেছিল, বাবা রাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

হর। তবে কোথায় থাক্‌বে ?

প্রমদা। আমার স্বামীর কাছে যাবো।

হর। সে যে তোমায় যন্ত্রণা দেয় শুনেছি ?

প্রমদা। আর কোথায় যাব মা !

হর। আমার ছোট মুখে বড় কথা হবে,—কিন্তু মা তুমি বড় দুঃখী, তোমার স্বামী তো নয় মা, স্বামী ব'লে কার কাছে থাক্‌বে ? সে তো তোমায় স্ত্রী ব'লে নেয় নি।

প্রমদা। তুমি তবে সব শুনেছ ?

হর। না মা, আমার শোন্‌বার দরকার নেই, যারা সমাজ মানে না, তারা টাকার জন্যে বিধবাবিবাহ করে। তোমার শ্বশুরকে জানি,—তোমার স্বামীকে জানি,—তোমার স্বামীর ইয়ার্‌দের জানি,—কি সব ভূতের কীর্ত্তি হয়, তাও আমি জানি। নির্ম্মলা কুলস্ত্রীর এদের হাতে পড়ে যে কি যম-যন্ত্রণা, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। এদের লোকভয় নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাই মা তোমায় ব'ল্‌তে এসেছি, যদি মা কোথাও স্থান না পাও, তুমি আমার কাছে এসো।

প্রমদা। কেন মা—তোমায় মজাবো কেন ? আমার স্বামী উপদ্রব ক'র্‌বে, আমার বাবার নামে নালিস ক'র্‌তে চায়।

হর। পারে—আমার নামে ক'র্‌বে ; তাতে আমার ভয় নাই ; এমন অনেকে ক'রেছে। অনেকে বুঝে গিয়েছে,—আমি অনাথা, আমি অনাথাকে আশ্রয় দিতে ভয় পাই নে। তুমি কিছু মনে ক'রো না মা !

প্রমদা। আমি তোমার কাছে থাক্‌লে, লোকে কি ব'ল্‌বে?

হর। লোকের সঙ্গে আর তোমার আমার সুবাদ কি? লোকের সঙ্গে সুবাদ—তারা অনাথাকে পীড়ন ক'র্‌বে, ঘৃণা ক'র্‌বে, শাস্তি দিতে চাইবে—লোকের সঙ্গে এই সুবাদ। তবে আর লোকের কথায় কি এসে যায়! তুমি তো বোঝো মা, জাত যাবার ভয়ে তোমার বাপ তোমায় জায়গা দিতে কুণ্ঠিত? তোমার মা জোর ক'রে কিছু ব'ল্‌তে পারেন না। তুমি মা লোকের কথা ভেবো না। তুমি আমার সঙ্গে চল।

প্রমদা। মা, আমার মরণই ভাল।

হর। কেন মা ম'র্‌বে? আমিও ভেবেছিলুম ম'র্‌বো; তার পর বুঝ্‌লুম—ম'রে কি হবে, ম'র্‌বো কেন? যত দিন বাঁচ্‌বো, আমাদের মত অনাথার সেবা ক'র্‌বো।

(হরমণির বালিকাগণের প্রবেশ)

হর। এস। আমি তোমায় গান শোনাবার জন্যে এদের ডেকেছি। গাও মা তোমরা অনাথনাথের গানটি গাও তো।

বালিকাগণের গীত।

ভবে কাজ র'য়েছে, কাজ ফেলে গেলে,
তাঁর কাছে যাব কি ব'লে,
সুধান যদি গুণনিধি, 'কাজ কারে দিয়ে এলে?'
বোঝাতে অনাথের ব্যথা,
ক'রেছেন কৃপায় অনাথা,
না বুঝলে ব্যথা, হয় না মমতা;
নেব কোলে আপন বলে,
শ্রীনাথের অনাথ পেলে।
প্রভুর সেবা—অনাথা সেবায়,
সে সেবায় হেলায়—হব অপরাধী পায়,
কায়মনে রই সেবায় রত, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ঠেলে।

হর। তোমরা বাড়ী যাও, আমি যাচ্ছি।

[বালিকাগণের প্রস্থান।

প্রমদার প্রতি) কি ভাবছ মা?

প্রমদা। আচ্ছা মা, আমি বউকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো।

হর। তাই ক'রো; সে সতীলক্ষ্মী, কখনো তোমাকে মন্দ পরামর্শ দেবে না। আমি চল্লুম মা, রোগীদের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আ'সছি।

[প্রস্থান।

প্রমদা। না, আমি আমার স্বামীর কাছেই যাবো। আমি ম'জতে ব'সেছি—আমিই মজি, আমি কেন এ কাঙ্গালকে মজাবো? বাবা এখানে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন, কিন্তু আমার স্বামীর উপদ্রবে দিন দিন জ্বালাতন হবেন; হয় তো সত্যি পুলিসে নালিস ক'র্‌বে। আর বাবার মুখ হেঁট ক'র্‌বো না। প্রবোধের বে হবে না, সমাজের ঠেলা থা'ক্‌তে হবে। কেন—আমার জন্য সকলের কষ্ট কেন? আমার অদৃষ্টে যা আছে—তাই হবে। আমি কাকেও না ব'লে চুপি চুপি ঝিদের কিছু ক'র্‌লে, পাল্কী আনিয়ে খিড়্‌কি দোর দে চ'লে যাই!

নেপথ্যে নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি—

প্রমদা। যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীর [illegible]

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী।

ভুবন। গাউন-পরা একেবারে [illegible] এসে উপস্থিত। [illegible] দেয় না, তাই এই সং [illegible]

প্রকাশ। কি মনে ক'রে [illegible]

ভুবন। মতলব ভাজেন না [illegible] অছিলের এসেছেন, [illegible] রাখি। আমি [illegible] ক'রেছি। বলুন,— [illegible]

আবার রাগ ক'র্‌বেন, আমায় কাছে কারুকে আস্‌তে দেন না'।

প্রকাশ। অমনি খাইয়ে দাইয়ে বিদায় দিলে বুঝি ?

ভুবন। বোধ হয় খেয়েই এসেছিল; তোমার আস্‌বার সময় দেখে আমি আর খাবার কথা তুল্লুম না।

প্রকাশ। কেন রা'খ্‌লে না ? বোনাই আস্‌বে, আমোদ আহ্লাদ চ'ল্‌বে, আমি পুরোণ হ'তে চল্লুম, নূতন মানুষ পাবে।

ভুবন। বেইমান তো এক রকম নয়। এখন বাবুকে সাতবার ডাক্‌তে পাঠাতে হয়, আবার কত ভিরকুটী হ'চ্চে!

প্রকাশ। ভিরকুটী আর কি, বোনাই আসা যাওয়া ক'র্‌বে, এতো ভাল কথাই ব'ল্‌ছি। শ্যাম্পেন চ'ল্‌বে, নাচ চ'লবে, বিবি হবে, আমরা বাঙ্গালী মানুষ অতদূর তো পারবো না।

ভুবন। আহা ঠমক দেখ !

(পাগলের প্রবেশ)

পাগল। হুকুম !

ভুবন। ও আবার কি ক'র্‌তে এয়েছে ?

প্রকাশ। আমিই ডেকেছি, মজা দেখ না। (পাগলের প্রতি) তুমি এখন কি হ'য়েছ, শুনিয়ে দাও।

পাগল। গণৎকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। কি ক'রে গণৎকার হ'লে ?

পাগল। তোমায় তো ব'লেছি, একদিন রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে প'ড়েছি, উঠে দেখি যে ম'রে গণৎকার হয়েছি।

প্রকাশ। ঘুম থেকে উঠেই বুঝি ম'রে জন্মালে ?

পাগল। হ্যাঁ—এই দেখ না, তুমি সাধু ছিলে, এই একে দেখে ভয়ে সাধুটা গেল মরে, —এখন ঘুম থেকে উঠে ফিট্‌বাবু হ'য়েছ।

প্রকাশ। এর হাত দেখ্‌তে পারো ?

পাগল। হাত দেখতে আর হবে না, চিনি মেখে বিষ খেয়েছে; আগে টের পায় নি, ক্রমে বিষ ধ'র্‌বে।

ভুবন। তুমি বল পাগল, দেখ্‌ছ না বদ্‌মাইসি, আমায় ঠেস্ ক'রে কথা ক'চ্চে।

প্রকাশ। আরে না না—শোনো না। তুমি প্রথম কি জন্মেছিলে ?

পাগল। তোমার মতন ঘরজামাই।

ভুবন। কথার ছিরি শুনেছ ? আমি গা ধুইগে।
[প্রস্থান।

প্রকাশ। তারপর ম'রে ?

পাগল। ম'রেই দেখি, মাগ বিধবা হয়েছে, কাজেই সদাগর হ'য়ে গেলুম।

প্রকাশ। তারপর বুঝি গণৎকার হয়েছ ?

পাগল। না, মাঝে পাগল হই; পরশু মরে গণৎকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। ঘুমিয়ে মলে বুঝি ?

পাগল। না, জেগে জেগেই মলুম।

প্রকাশ। এবার আবার কতদিনে মরবে ?

পাগল। তার ঠিক নাই। ঠাওরাচ্চি, মাস দুই তিনে ম'র্‌বো।

প্রকাশ। ম'রে কি হবে ?

পাগল। পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টার।

প্রকাশ। পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টার হবে কেন ?

পাগল। তবে আর গণৎকার হ'য়েছি কি ক'র্‌তে ? গণৎকার হয়ে দেখছি কে কোথায় সদাশিব-চায়েনরূপের নোকরী গদীতে বাটা বাদ দিয়ে জাল হাণ্ডনোটের টাকা নিচ্চে; এ সব গুণে নিচ্চি। তারপর পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টার হয়ে তারে বাঁধবো।

প্রকাশ। কাকে বাঁধ্‌বে ?

পাগল। এই ধর না কেন, তোমায় বাঁধ্‌তে পারি।

প্রকাশ। তুমি পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর হবে ?

পাগল। গোয়েন্দাও হ'তে পারি,—না ম'লে কি ক'রে ব'ল্‌বো। এই দেখ না কেন, তুমি কি ঠাওর পেয়েছিলে যে, সাধু ম'রে জোচ্চোর লুচ্চ হয় ?

প্রকাশ। তুমি কে ? সদাশিব-চায়েনরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, ভারতবর্ষের সকল স্থানে তাদের কুঠী আছে, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট এমন কি ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতি তাদের খাতির করে, তুমি সামান্য

ব্যক্তি, তাদের গদীর খবর কেমন ক'রে জান্‌লে?

পাগল। কেন গণৎকার হ'য়ে?

প্রকাশ। না, তুমি ঠিক বলো, তুমি টাকা কোথা পাও? অনেক সৎকার্য্য করো দেখতে পাই। হরমণি তোমার কে? আচ্ছা গুণে বল দেখি আমার কি হবে?

পাগল। তুমি রাস্তার তেমাথায় এ'সে পড়েছ; যে দিকে এসেছ, সে দিকে আর ফের্‌বার যো নাই, তবে এখন তোমার এক পথ সোজা, আর এক পথ আঁকাবাঁকা। সোজা পথে গেলে এ বাড়ীর দিকে পেছু ফির্‌তে হয়, বরাবর সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে উঠ্‌তে হয়।

প্রকাশ। আর তুমি যদি ম'রে ইন্‌স্পেক্টার হ'য়ে বাঁধো?

পাগল। ম'রে না ইনস্পেক্টর হ'লে তো বাঁধবো না, চাই কি তোমার বন্ধু হ'তে পারি।

প্রকাশ। গদীতে গিয়ে কি ক'র্‌বো?

পাগল। আঁতের ময়লা ধুয়ে জাল হ্যাণ্ডনোটের কথা ব'ল্‌তে হবে। নাকে কানে খৎ দিলে চাই কি তারা দায়দখল কাটিয়ে দিতে পারে। এই বেণীবাবুর বিষয় যার যার কাছে বাঁধা রেখেছ, আমি গুণে দেখেছি, সদাশিব-চায়েনরূপ সব মর্টগেজ কিনে নিয়েছে। বেণীবাবুর দেইজীরা যে ফৌজদারী মোকদ্দমা ক'চ্চে, তা থেকেও বেঁচে যেতে পারো। তবে কি জানো—আবার মর্‌তে হবে। যেমন সাধু ম'রে লোচ্চা-জোচ্চর হ'য়েছ, তেম্‌নি লোচ্চা-জোচ্চর ম'রে আর এক জন্ম নিতে হবে।

প্রকাশ। আর বাঁকা পথে?

পাগল। এইবার পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামো ক'চ্ছ? মাকড়সা সুতো বুনে আরো জাল বাড়ায়—জাল কমে না। বাঁকাপথ থেকে ফিরে সোজাপথে চ'ল্লে একটু সোজা হয়, তবে সোজা বোঝা—সোজা নয়। বোঝে না কেন, সেই যে বেণীর কাছে বোসেছিলে, পাগল পাগ্‌লাম ক'র্‌লে, সোজা পথ দেখ্‌তে পেলে—কিন্তু সে পথে যেতে পার্‌লে না। তা তুমি এক্‌লা নও, সোজা-পথ দেখতে জগৎ শুদ্ধই পায়, কিন্তু সোজা পথের পথিক হাজারে একটা হয় কি না সন্দেহ।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। আর কিছু নয়—বেটা প্রসন্নবাবুর কাছে যায়, সব শুনেছে। কিন্তু আমি সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে জাল হ্যাণ্ড-নোট discount ক'রেছি, কি ক'রে জান্‌লে। সর্ব্বেশ্বর কি ব'লেছে? না, সে তো সর্ব্বেশ্বরও জানে না। এ বেটা কে? এ বেটা কি গোয়েন্দা! চারদিকে জড়িয়ে পড়েছি, সবদিক সাম্‌লাই কি ক'রে?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—::—

ঘেঁচী সাহেবের বাটীর ফটক।

(ঘেঁচীর বাটী হইতে বাহির হওন ও প্রমদার প্রবেশ)

ঘেঁচী। কি, টাকা এনেছ?

প্রমদা। না, বাবা আর টাকা দেবেন না।

ঘেঁচী। দূর হও, হাজার টাকা হাতে লাগতো, বাগানে গেলে না। ভাবলুম, আচ্ছা সতীগিরি ফলাতে চাচ্চ, বাপের কাছ থেকেই টাকা আনো—আপত্তি নাই। টাকাকে টাকা হাতছাড়া হ'লো, party তে নিমন্ত্রণ হবে না, সব দিক মাটী। বেরোও!

প্রমদা। কোথায় যাব?

ঘেঁচী। যেখানে খুসী—যাও—বেরোও!

প্রমদা। আমি রাস্তায় বেরোবো কোথায়?

ঘেঁচী। সে তুমি জানো, যাও চ'লে যাও—তোমার বাপের বাড়ী যাও। আমায় যেমন হাঁকিয়ে দিয়েছে, আমি কাল তার

নামে নালিশ কর্বো,—সমন পেলে টাকা দেয় কি না দেখবো; তুমি হেথায় থাক্‌লে নালিস হবে না। যাও যাও—অনেক মাথা খাটিয়ে মতলব বার ক'র্‌তে হয়, মতলব ফাঁসিও না। যাও—যাও, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

প্রমদা। আমায় বার ক'রে দিও না—আমায় বার ক'রে দিও না; আজকের রাত্তিরের মত থাক্‌তে দাও, কাল সকালে চ'লে যাবো।

ঘেঁচী। বেরোও!

(গলাধাক্কা প্রদান, প্রমদার বাহিরে পতন ও ঘেঁচীর ফটক বন্ধকরণ)

প্রমদা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো—দোর খুলে দাও গো! ওগো বড্ড মেঘ ক'রেছে, ঝড় আস্‌ছে, আমি কোথায় যাবো। আমার বাপের বাড়ী জায়গা নাই, বোনের বাড়ী জায়গা নাই, আমি রাত্তির থেকে, কাল সকালবেলা যেখানে হয় চ'লে যাব। দাও গো দাও—দোর খুলে দাও।

ঘেঁচী। কোথাও জায়গা না পাস্, যা গঙ্গায় ডুবে মর্‌গে।

প্রমদা। ওগো, আমি নীচের এক কোণে পড়ে থাক্‌বো, দোর খুলে দাও।

ঘেঁচী। (চাবুক হস্তে ফটক খুলিয়া) বেরোও—বেরোও! (প্রহার)

প্রমদা। মেরো না—মেরো না—ম'রে যাব—ম'রে যাব; পড়ে গিয়ে বড্ড লেগেছে। মেরো না—মেরো না—আমি একা মেয়ে-মানুষ রাত্রে কোথায় যাব?

ঘেঁচী। চ'লে যাও—চ'লে যাও, বাপের বাড়ী চ'লে যাও, নইলে সব মতলব মাটী ক'র্‌বে। (প্রহার)

প্রমদা। ওগো ম'রে যাব—ম'রে যাব। ও বাবা—গো—ও বাবা গো—

ঘেঁচী। যাও—

(প্রহার)

প্রমদা। ও মাগো—ও মাগো—

[দৌড়িয়া পলায়ন।

ঘেঁচী। গঙ্গার দিকে ছুটে গেল না? ডুবে মরে তো শ্বশুর বেটার নামে মস্ত Charge দেওয়া যায়। বেয়ারা!

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। হুজুর!

ঘেঁচী। হামি club মে যাতা, বিবি আওয়ে ঘুস্‌নে মাৎ দেও।

[প্রস্থান।

(কোচম্যানের প্রবেশ)

বেহারা। দেখ ভাই, এ শালা সাব্, আপ্‌না জরুকি চাবুক দেকি নিকাল দিয়া।

কোচ। আওরাৎকি মারা! শালাকা গর্দ্দানা নেই পাক্‌ড়ো কেঁও! তেরা ক মাহিনাকো তলপ বাকী?

বেহারা। ওহি পাঁচ মাহিনা।

কোচ। চল্ তলপ নেই মিলেগা, কাম ছোড়কে চলা যাই,—নালিস কর্‌কে তলব লে গা।

বেহারা। পিছে শালা ফ্যাসাদ করে?

কোচ। ক্যা ফ্যাসাদ্! সয়তানকো পাশ নেই রহা না। লেও কাপড়া ওপড়া লেকে চলো। খানসামাভি কাম ছোড় দেগা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—::—

পথ।

আদ্র'বসনা প্রমদা।

প্রমদা। তুমি বের রাত্রিতে ফেলে চ'লে গিয়েছ,—আমি অনাথা, আমায় দয়া করো। তুমি দেখা দিয়ে কেন আবার নির্দ্দয় হ'য়ে চলে গেলে? আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও; আমি কোন্ দিকে যাবো—পথ জানি না! আমি তোমার কথায় যাচ্ছি। কোথায় গঙ্গা জানিনি,—তুমি না নিয়ে গেলে কে পথ ব'লে দেবে? দেখা দিয়ে ব'লে দাও কোথায়

গঙ্গা! মা গঙ্গা তুমি কোথায়? আমি কতক্ষণে পৌঁছব? কতক্ষণে আমি তোমার কোলে স্থান পেয়ে পবিত্র হবো! আমি পবিত্র হ'লে, আমার স্বামী স্বর্গ থেকে এসে ব'লেছেন, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করে আমায় তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কোথায় গঙ্গা—কতক্ষণে পৌঁছব? আর যে চ'লতে পারি নে,—আবার কোন মাতাল রাস্তায় ধর্‌বে। তা হ'লে মরে যাবো, আর পালাতে পার্‌বো না-এই আড়ালে একটু বসি।

(পথিপার্শ্বস্থ দোকানের অন্তরালে উপবেশন এবং দরজা খুলিয়া স্বর্ণকারের বাহির হওন)

স্বর্ণকার। কেরে—এত রাত্রে দোকান ঘরের পাশে? চোর বেটী—সেদিন অম্‌নি এসেছিলি! হারামজাদী, হাতুড়িপেটা ক'রবো।

প্রমদা। আমি চোর নই বাবা! আমি গঙ্গায় যাচ্ছিলুম!

স্বর্ণকার। বেটী, পূর্ব্বমুখো গঙ্গায় যাচ্ছিলে? পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা!

(পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পাহা। কেয়া হল্লা রে?

স্বর্ণকার। পাহারাওয়ালা সাহেব, এই বেটী সেদিন দোকানে সেঁদিয়েছিল, আমি পাহারাওয়ালা ডাকৃতে ছুটে পালালো।

২য় পাহা। তু—কোন্ হ্যায় রে?

প্রমদা। আমি বাবা ভালমানুষের মেয়ে, আমাদের বাড়ী ওদিকে, আমি গঙ্গাতীরে যাচ্ছিলুম।

১ম পাহা। ইধার গঙ্গাজী যাতিথি?

প্রমদা। সত্য ব'লছি, আমি গঙ্গায় ডুবে ম'রতে যাচ্ছিলুম, আমার আর কোথাও স্থান নাই।

১ম পাহা। আরে জেহালমে বহুৎ জায়গা হ্যায়, চল্ শ্বশুরী।

(প্রহার)

প্রমদা। ও মাগো—মলুম গো!

২য় পাহা। আরে থানামে যাকে মরো।

(মিঃ বাসু, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়াল প্রভৃতির প্রবেশ)

বড়াল। দেখ দেখ মজা দেখ,—হেঁটে আস্‌তে চাচ্ছিলে না বাবা!

প্রমদা। দোহাই বাবা—আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চলো। আমি ডুবে ম'র্‌বো—দেখবে! এখানে মেরে ফেলো না, আমার গতি হবে না! আমার স্বামী গঙ্গায় পবিত্র হ'তে বলেছেন, আমি সত্যি মরবো! গঙ্গায় না ম'লে আমায় তিনি নেবেন না!

১ম পাহা। চল্—তোম্‌কো কুয়ামে গাড়ে গা!

বাসু। আরে বাঃ বাঃ—ঘেঁচীর মাগ—ঘেঁচীর মাগ! বিবিসাহেব—এখানে কেন? পাহারাওয়ালা, এ চোর নয়, ছেড়ে দাও।

১ম পাহা। আপ্‌লোক্‌কো আদ্‌মি? নেহি পছঁনা! কসুর মাপ কিজিয়ে।

[পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রস্থান।

স্বর্ণকার। ও বাবা, গোরা ক্ষেপে বেরিয়েছে।

(দ্বারবন্ধ করণ)

বাসু। এস বিবিসাহেব, এই কাছেই বাগান, আমোদ করিগে।

প্রমদা। আমায় ছুঁয়ো না—আমায় ছুঁয়ো না।

বড়াল। কেন বাবা! রাত্রে বেরিয়ে পড়েছ, —আর সতীগিরি নাড়ছ কেন? চল না, মিঃ বাসু পাঁচশো টাকা দেবে!

(হস্তধারণ)

প্রমদা। ছেড়ে দাও—তোমার পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও!

বাসু। আর কেন চাঁদ, রাস্তায় হাত পাগড়া-পাগড়ি!

প্রমদা। পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা, আমি চোর, আমায় থানায় নিয়ে যাও।

বাসু। প্রাণ চুরি ক'রেছ।

প্রমদা। পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা—

মল্লিক। চলো পাঁজা-কোলা ক'রে নিয়ে যাই।

বড়াল। না, কিছু ক'র্‌তে হবে না—কিছু

ক'র্‌তে হবে না। তুমি এমন কেন ক'চ্ছ ? ঘেঁচী রাজী আছে। ভাবছ কেন- চল না—তোমার উপর খুব খুসী হবে।

প্রমদা। দোহাই তোমাদের—দোহাই তোমাদের! আমি ডুবে ম'রবো—ডুবে ম'র্‌বো—

বাবু। প্রেমে ডুবিয়ে রাখবো! চলো, তুলে নিয়ে চলো—তুলে নিয়ে চলো।

(সকলের বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার চেষ্টা)

(বেহারা ও কোচম্যানের প্রবেশ)

বেহারা। আরে কোচোয়ানজি—বিবি!

কোচ। আরে ফিন্ শালালোক বদিয়াদি কর্‌তা।

(প্রহার)

বড়াল। এই বেয়ারা—এই কোচম্যান—

বেহারা। ফিন্ শালা, বেয়ারা বোলাইত!

কোচ। মারো শালা লোক্‌কো—মারো শালা লোক্‌কো—

[প্রমদা ব্যতীত সকলের মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান।

প্রমদা। আর তো চ'ল্‌তে পাচ্ছিনে, মা গঙ্গা, কোথায় তুমি! (মূর্চ্ছা)

(হেবো ও হরমণির প্রবেশ)

হেবো। হরমণি—হরমণি—এই যে!

হর। বেয়ারা, কোচোয়ান ঠিক বলেছে, এ দিকেই এসেছে। মা—মা—(কোলে লইয়া) ইস্ ভারি জ্বর—গা পুড়ে যাচ্ছে!

হেবো। নেকা বেটী! রাস্তায় ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এয়েছে কি না! বেটী হরমণির বাড়ী যেতে পাল্লে না! আমি যদি চাবুক মার্‌তে দেখ্‌তে পেতুম, তা হ'লে ঘেঁচীকে এক থাব্‌ড়ায় ঘুরিয়ে দিতুম!

প্রমদা। আর মেরো না—মেরো না! আমি ম'রে যাব।

হর। ভয় নাই মা—ভয় নাই; আমি হরমণি চিন্‌তে পাচ্ছো না ?

প্রমদা। মা হরমণি! তুমি আমায় গঙ্গায় নিয়ে চলো, আমি ডুবে ম'রবো।

হর। কেন মা ডুবে ম'রবে ? আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রমদা। না মা,—বাড়ী নিয়ে যেয়ো না—গঙ্গায় নিয়ে চলো। আমি বাঁচবো না মা আমি গঙ্গায় ম'লে আমার পাপ দেহ শুদ্ধ হবে, আমার স্বামী আমায় ব'লেছে—আমায় নিয়ে যাবে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বে।

হেবো। কে তোকে নিয়ে যাবে ? আম্‌রা তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।

হর। হেবো, বাবা একখানা পাল্কী দেখ।

হেবো। এত রাত্রে পাল্কী কোথায় পাবো ? বলিস্ ত আমি ওকে কোলে ক'রে নিয়ে যাই। ও বক্‌ছে, তুই কি শুন্‌ছিস্ ? আমার মা অমনি মর্‌বার সময় মিছে ব'কেছিল।

প্রমদা। না বাবা—মিছে নয়! সে আমায় ব'লে গিয়েছে, গঙ্গায় ম'রে শুদ্ধ হবো, তবে সে আমায় স্পর্শ ক'রবে।

হর। হেবো, দেখ বাবা দেখ, একখানা পাল্কী দেখ।

হেবো। আমি দেখছি, এত রাত্রে পাল্কী পাবো না। যদি পাল্কী না পাই, এসে কিন্তু আমি কোলে ক'রে নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

প্রমদা। মা, সে এসেছিল,—আজ আবার ব'লে গেল! আমি রাস্তায় ছুট্‌ছি,—সে ব'ল্‌লে, যা গঙ্গায় ডুবে মর্; তারপর আমি যেখানে আছি, তোকে নিয়ে যাব। তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি প'ড়্‌ছে, কড় কড় বাজ ডাক্‌ছে, চেঁচিয়ে ব'ল্লে—আমি শুন্‌তে পেলুম। ব'ল্লে, চল্ চল্, মর্‌বি চল্, নইলে তোরে নেব না।

হর। পাল্কী আসুক, আমি তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাবো মা! অহো! বাছা নিরাশ্রয় হ'য়ে আপনার স্বামীকে স্মরণ ক'রেছে, তাই খেয়াল দেখ্‌ছে।

প্রমদা। দেখ' দেখ'—ওই এসেছে,—ওই টোপর মাথায় দিয়ে এসেছে,—ওই আমায় ডাক্‌চে,—দেখতে পাচ্ছ না—দেখতে পাচ্ছ না!

প্রকাশ। তুই এখানে কি ক'রতে এসেছিস্ —বেরো।

পাগল। গোয়েন্দা হ'য়ে খবর নিতে এসেছি. খবর পেয়েছি—চল্লুম।

[পাগলের প্রস্থান।

প্রকাশ। বেটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা, নইলে জাল হ্যাণ্ডনোটের কথা জান্‌লে কি ক'রে? ব্যাটা শাসিয়ে গেল, বোধ হয় কালই ওয়ারেণ্ট বেরুবে। হে মজে মজুক, আমি আপনি বাঁচবার তো চেষ্টা পাই।

(ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

একি, তুমি এখানে কি ক'রতে এসেছ? লোকে কি বোলবে?

ভুবন। আর লোকে কি ব'লবে? লোক বলাবলির আর কি বাকী আছে? আমায় দেখে চাকর দাসী শুদ্ধ কানাকানি ক'চ্চে।

প্রকাশ। সে তোমার আপনার দোষ। চিত্তি তো তোমায় গোড়ায় ব'লেছিলো, তুমি পেটের কাঁটা খসিয়ে ফেলো। তুমি কারো কথা শুনলে না, তা আমি কি ক'রবো?

ভুবন। তোমার কি আর মনুষ্যত্ব নাই? একে তো এই মহাপাপ ক'রেছি তার উপর জীবহত্যা ক'রবো—ভ্রূণহত্যা ক'রবো!

প্রকাশ। কেন দোষ কি? অমন আকচার তো হ'চ্চে। তুমি কথা না শুনলে, তোমার কাছে আমি যেতে পার্‌বো না।

ভুবন। প্রকাশ, তুমি কি আর সত্যি সত্যি সে মানুষ নও? তোমার কি সব গিয়েছে? তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ ক'রে আর দেখা দাও না। আমি অবলা, নিরাশ্রয়. তোমার জন্য বাপ ত্যাগ ক'রেছি,মা ত্যাগ ক'রেছি, আশ্রয়হীনা ভগ্নীকে বাড়ীতে জায়গা দিই নাই। ভাইকে আস্‌তে দিই নাই। তুমি আমার এই দশা ক'রে বোল্‌ছ কি না—ভ্রূণহত্যা না ক'রলে আমার কাছে আস্‌বে না।

প্রকাশ। তুমিই তো আমায় কুপথগামী ক'রলে। আমার দেবতার মত চরিত্র ছিল,—আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই নি,—তুমি বারণ শোনো নাই। আমি লোকনিন্দার ভয়ে আস্‌তে চাইতুম না,—তুমি লোকনিন্দা উপেক্ষা ক'রতে ব'লেছ।

ভুবন। হাঁ, সত্যই বলেছি, আমি সহস্রবার দোষী; কিন্তু কে আমায় বিধবার আচারে থাকৃতে নিষেধ ক'রেছিল? আমি সধবার আচারে যেরূপ ছিলুম, তা অপেক্ষা শতগুণে বিলাসী কে করেছিল? কে আমায় ফুল পর্‌তে বলে দর্পণে মুখ দেখ্‌তে ব'ল্‌তো? কে আমায় সকলের উপদেশ উপেক্ষা কর্‌তে বলে [illegible] উদ্দীপক আহারে প্রবৃত্তি দিয়ে[illegible]? যদি আমিই অপরাধী হই, অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই? সম্পূর্ণ শাস্তি কি এখনও হয় নি? তোমার বন্ধুকে স্মরণ করেও কি মার্জ্জনা কর্‌তে পারো না? অবলা আশ্রিতা বলেও কি মার্জ্জনা ক'র্‌তে পার না? আমায় রক্ষা করো, আমায় আত্মঘাতিনী করো না?

প্রকাশ। আমি তোমায় গর্ভশুদ্ধ বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌বো না; তুমি ছেলে কোলে ক'রে বেড়াবে, ছেলের মা হবে—সখ হ'য়েছে। তুমি দোষ মনে ক'চ্চ, তোমাদের বউকে জিজ্ঞাসা করো দেখি, সে কেমন দোষ বলে! সে যদি যদি দোষ না বলে, তাহ'লে তো রাজী আছ? ভুবন, এ কেন দোষ মনে ক'চ্চ, এ সকল ঘরেই আছে; তবে তোমার মতন কেউ ঢলাঢলি ক'র্‌তে চায় না! আমি যা বল্‌চি করো, তারপর তোমার কথা আমি রাখ্‌বো।

ভুবন। আমাদের বউ আমার আর মুখ দর্শনও কর্‌বে না।

প্রকাশ। কেন কর্‌বে না, তুমি মিনতি ক'রে চিঠি লিখে দেখ' দেখি? সে মুখদর্শন কর্‌তে চায় না সাধে? চিত্তিকে বলেছে, গর্ভবতী বিধবার কাছে যাব কেমন করে? আমার যে নিন্দা হবে?

ভুবন। সে দেবী, সে কখনো আমায় পাপে মতি দেবে না।

প্রকাশ। না দেবে না! সে কি আমার মত তোমায় স্পষ্ট করে ব'লবে? তোমায় আর বলে গিয়েছিল কি? বলেছিল না— কাশীতে গিয়ে থাকো, তার মানে কি? তুমি তারে ডেকে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করো, স্পষ্ট কথা সে ব'লবে।

ভুবন। না—না, আর তুমি আমায় লাঞ্ছনা করো না, সে কখন বল্‌বে না।

প্রকাশ। সে ব'ল্‌বে—নিশ্চয় ব'ল্‌বে। এই তারই কথায় তো চিতি তোমায় ব'লে-ছিল। শোন,—কথা কাটাকাটি করো না,—পত্র লিখে পাঠাও। সে বল্লে তো রাজী আছ? আমি যা বল্‌ছি তা করো, তারপর তোমায় যে ক'র্‌বো।

ভুবন। কি লিখবো?

প্রকাশ। জন্মের শোধ একবার দেখা ক'রে যাও। এই চিতি আস্‌চে, চিতিকে দে পাঠিয়ে দিচ্চি।

ভুবন। আচ্ছা আমি লিখ্‌ছি। সে যদি না বলে?

প্রকাশ। সে না বলে, আমি তোমায় বিবাহ ক'র্‌বো। নাও কাগজ-কলম নাও, চিঠি লেখো! লেখো—"দিদি, জন্মের শোধ আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাও।"

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

কেমন চিত্তেশ্বরী, তোমায় বলে নাই যে ঠাকুরঝিকে পেটের কাঁটা সরাতে ব'লো?

চিত্তে। ওমা—বলে নাই, মাথার দিব্বি দিয়ে ব'ল্লে। বলে, ওষুধপত্র না খেতে চায়, গলায় পা দিয়ে খাইও।

ভুবন। (পত্র লিখিয়া) এই লিখ্‌লুম, হবে?

প্রকাশ। হবে—হবে—দাও। (পত্র গ্রহণ করিয়া) তুমি যাও, এখনই সব লোক আস্‌বে। আমার একই কথা, আমি যা বল্‌ছি—তা করো; আমায় সাফাই লিখে দিও যে, তোমার কাছে আমার আর দায়িত্ব নাই, তোমার দেনায় আমি বাঁধা দিয়েছি। আমায় অবিশ্বাস করো,—আমি যে কর্‌বো আর কাগজখানি আমায় তুমি দেবে। ঐ বুঝি কে আসছে, আমি অন্য ঘরে বসাই, তুমি শীগ্‌গির চলে যাও।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

ভুবন। (পদধারণ করিয়া) প্রকাশ, আমায় এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো। আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছ, তাতে আমি দুঃখিত নই! তুমি সাফাই লিখে নিতে চাও, আমি রাজী আছি,—আমায় কলঙ্ক থেকে মুক্তি দাও—তুমি আমায় বিবাহ করো। আমি তোমার গলগ্রহ হব না, আমি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে থাক্‌বো, ভিক্ষা ক'রে খাব। কিন্তু লোকে বেশ্যা বলে ঘৃণা ক'র্‌বে,—ভিক্ষা ক'র্‌তেও বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে না। বাপ, ভাই কাছে আস্‌বে না—আমায় এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার করো।

প্রকাশ। যাও যাও, আর ঢলাঢলি করো না, যা বল্‌লুম—করো।

[প্রস্থান।

চিত্তে। বাছা আমি যা বল্‌ছি শোনো,—ও সব নটো লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রো না। যে করে তখন ক'রবে, তুমি তো এখন ঝাড়াঝাপ্‌টা হও। ও সব বাড়ীতেই হ'চ্চে। খুব সোজা,—আমি একটা মাগী ঠিক ক'রেছি, সে রাত্রে এসে তোমায় খালাস ক'রে যাবে। কাকে-কোকিলে টের পাবে না, ভোরে উঠে দেখবে, তুমি যেমন ছিলে—তেমনি, আর কারু কাছে তোমার মুখ নীচু হবে না। আর তোমাদের বউকে ডাকাডাকি কিসের? সে তো আমায় বোলেই দিয়েছিল,—এখন কি জীব হ'য়েছে যে জীবহত্যা হবে? আহা, বাছা কেঁদো না,—ন'টো মানুষের দমে পড়ে বাছার এই দশা! তুমি এসো, আমি সেই মাগীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি। (স্বগতঃ) ছুঁড়ি অংখারে দেখতে পেতো না,—আমি স্বস্ত্যেন ক'রতে ব'লেছিলুম, আমায় দূর দূর

ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল, একবার পেলে হয়।

[প্রস্থান।

ভুবন। কি বল্লে,—মাকে খবর দেবে? মার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে হতো। ঝিকে দিয়ে প্রবোধকে ডাকৃতে পাঠাই। কি হবে—কি ক'রবো? মার কাছে যাবো? কি হ'লো কোথায় যাবো?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

পার্ব্বতী ও নির্ম্মলা।

পার্ব্বতী। আমি হেথায় থাকৃবো না—থাকৃবো না! ও, মেয়েকে বিষ খাইয়েছে,—গলায় পা তুলে দে মেরেছে। আমায় গলা টিপে মার্‌বে,—তোর গলা টিপে মার্‌বে—পালাই চল—পালাই চল, পরের বাছা—কেন অপঘাতে মর্‌বি!

নির্ম্মলা। মা, তুমি অমন হ'লে কেন? আমি তোমায় ব'ল্‌ছি, ঠাকুরঝি বেঁচে আছে, আজই দেখতে পাবে।

পার্ব্বতী। দেখ্‌তে পাব কি—দেখেছি, অপঘাতে মরে পেত্নী হ'য়েছে। সে এসেছিল—আমায় বলেছে—"দেখ মা, আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে।"

নির্ম্মলা। মা, আমি তো তোমার সঙ্গে কখনো মিথ্যা কথা বলি না, তুমি কেন অবিশ্বাস ক'চ্ছ? হরমণি, ঠাকুরঝিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসচে। সত্যি, তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি—সত্যি।

(প্রমদা, হরমণি ও প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

প্রসন্ন। এই নাও, তোমার মেয়ে নাও, আর আমার কলঙ্ক ক'রো না। আর আমায় আত্মগ্লানিতে পুড়িয়ে মেরো না। আমি নিষ্ঠুর বাপ, তাই বোলেছিলুম—গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌বো, তাই বোলেছিলুম—বিষ দাও।

পার্ব্বতী। দেখ—দেখ—পেত্নী হ'য়েছে দেখ, আমার কথা সত্যি কি না দেখ।

প্রমদা। মা—মা—দেখ না মা—আমি বেঁচে আছি।

পার্ব্বতী। বউ মা—বউ মা, পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো, পেত্নী ছুঁলে পেত্নী হ'তে হবে।

(পার্ব্বতীর প্রস্থান ও প্রমদার পশ্চাৎ গমনোদ্যোগ)

হরমণি। যেও না, ওঁর এখন চৈতন্য নাই। যে দিন থেকে তুমি নিরুদ্দেশ, সেইদিন থেকে ওঁর এই দশা হ'য়েছে।

প্রসন্ন। হরমণি—হরমণি, এর আগে খবর পেলে বুঝি এ সর্ব্বনাশ হ'তো না।

হর। বাবু, ডাক্তার মানা ক'রেছিল, ব'লেছিল—এই কাহিল অবস্থায় হঠাৎ আপনার জনকে দেখলে মারা যাবে। তাই বাবু খবর দিই নাই। একটু সাম্‌লাতেই খবর দিয়েছি। আর বাঁচবার আশা ছিল না, সেজন্যও খবর দিতে কুণ্ঠিত হ'য়েছিলুম।

প্রসন্ন। মা, মা, আমার উপর অভিমান করে গিয়েছিলে মা! আমি বড় জ্বালাতন হ'য়ে নিষ্ঠুর কথা মুখে এনেছিলুম, তুমি তাই কি আমার বাড়ী ফিরে এসো নাই?

প্রমদা। বাবা, আমি ভালই ক'রেছি। ভগবান্ আমায় পথ দিয়েছেন; আমি নিরাশ্রয় হ'য়েছিলুম, আমি এই দেবীর কৃপায় নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হ'য়েছি,—আমার জীবন বিফল নয় বুঝেছি।

প্রসন্ন। মা, তুমি কেন নিষ্ঠুর হ'য়েছ, আমার কাছে কেন থাকৃবে না? আমার সর্ব্বস্ব যাক্—লোকে ঘৃণা করুক,—আমার অন্তরের নিধি,—আর তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! তোমার গর্ভধারিণীর দশা চক্ষে দেখলে, ওকে কে দেখবে? বউ মা একা,

একা তো বাছা সেবা ক'রতে পা'রবে না,
—তুমি থাক মা, আমার কথা ঠেলো না।

প্রমদা। বাবা, আমি আস্‌বো, সেবা ক'রবো, কিন্তু হেতা থাক্‌বো না। আমার জন্যে অনেক স'য়েছ, আর যন্ত্রণা দেবো না। যেমন আমাকে নিয়ে তোমার কলঙ্ক হ'য়েছে, আমি ভগবানের কার্য্যে দেহ দিয়েছি, তোমার সে কলঙ্ক দূর হবে; তোমার মেয়ের গৌরব অনাথা ক'রবে,—নিরাশ্রয় বালক ক'রবে। বাবা, আমি এত দিনে আমার জীবনের সঙ্গী পেয়েছি,—এত দিনে আমি ভগবানের ঘরে আশ্রয় পেয়েছি,—ভগবানের সংসারে ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। সে শান্তিময় সংসার,—সে সংসার থেকে আমায় এনো না। আমার জন্যে অনেক ভেবেছ, অনেক স'য়েছ—নিশ্চিন্ত হও।

(নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

নির্ম্মলা। বাবা—বাবা, মা কেমন নিঃঝুম হ'য়ে প'ড়েছেন,—মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্চে,—ছোট ঠাকুরঝির নাম ক'চ্চেন,—ব'ল্‌ছেন,—"কই রে আমার প্রমদা কইরে"!

প্রসন্ন। এ্যাঁ—এ্যাঁ—

নির্ম্মলা। বাবা, ব্যস্ত হ'য়ো না, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। ঠাকুরঝি, তুমি যাও, তুমি মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াও গে; হয় তো তোমায় চিন্‌তে পা'রবেন। আমি হরমণিকে একটা কথা ব'লে যাচ্চি।

[হরমণি ও নির্ম্মলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হর। কি মা কি ?

নির্ম্মলা। মা, আমি যোগে গঙ্গাস্নান ক'রতে গিয়েছিলুম,—কে আমার পাল্কীতে কতকগুলো ফুল, একটা তোড়া, একটা হাতীর দাঁতের বাক্স, তার উপর লাল ফিঁতে দে বাঁধা একখানা চিঠী দিলে। দরোয়ানেরা ভিড়ে ঠাওর পেলে না—কে। চিঠীতে লেখা, বাক্সোতে কুড়ি টাকা ক'রে দশ হাজার টাকার নোট আছে, আরও দশ হাজার টাকা দেবে যদি আমি তার বাগানে যেতে রাজী হই। ছোট্ ঠাকুরজামায়ের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে লিখেছে যে, এই ঠিকানায় পত্র দিলেই আমি পাবো। এ কে তা বুঝতে পাচ্চি নে,—বাক্স ফিরিয়ে দেব কি ক'রে ?

হর। সে ছোঁড়া আর কেউ নয়, বোস সাহেব না কি বলে। তার বাপ নাকি ম'রে গিয়েছে—কতকগুলো টাকা হাতে প'ড়েছে, তাই এই কীর্ত্তিগুলো ক'চ্চে। তুমি মা এ সব কথা গোপন ক'রো না। অনেক বিধবা লোকনিন্দার ভয়ে এই সব কথা গোপন করে,—তাতে বদ্‌মাইস লোক প্রশ্রয় পায়,—বিধবাকেও লোকে সন্দেহ করে। লোকনিন্দা আর বিনা অপরাধে বাড়ীর তাড়নায় সে মনে করে, আপবাদ তো হয়েইছে, একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলে।

নির্ম্মলা। না মা, আমি এ কথা গোপন ক'রবো ? আমার শ্বশুর এক রকম হ'য়ে আছেন,তাই বাবাকে ডাকৃতে পাঠিয়েছি।

হর। বেশ ক'রেছ মা, তোমার বাবা যা হয় ক'রবেন। আমি আস্‌ছি,—তোমরা ছেলে মানুষ, তোমার শাশুড়ীর কাছে রাত্রে থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। বাবা এখনও আস্‌ছেন না কেন ? তিনি কি খবর পান নি ? ডাক্তারও তো এলো না।

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

কেন গা, তুমি কি ক'রতে এসেছ ?

চিত্তে। এই চিঠিখানা দিতে এসেছি, তোমার বড় ননদ দিয়েছে।

(পত্র প্রদান ও নির্ম্মলার পাঠ)

আমার উপর রাগ ক'রো না মা, আমরা শাস্তি-স্বস্ত্যেন ক'রে খাই,—ওই আমাদের রোজগার।

নির্ম্মলা। (পত্র পাঠ করিয়া) তার কি হ'য়েছে ?

চিত্তে। মা, কুকাজ ক'রে ফেলেছে, ঘর-দোর সব ভেসে গিয়েছে; নাড়ী নাই, মর'বার সময় তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে কি ব'ল্‌বে। দুর্ব্বুদ্ধি দেখো মা, ক'র্‌লি— ক'র্‌লি, নিজের বাড়ীতে কর্—তা নয়, আস্তাবল বাড়ীতে গে উঠেছে।

নির্ম্মলা। সে না ভূতের বাড়ী বলে ?

চিত্তে। প'ড়েঝ'ড়ে যাচ্চে, তাই বলে। ঠিক বাগানের পেছনে। আজ যদি যাও, দেখা হবে; নইলে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, আড়াই প্রহর পেরোয় কি না।

নির্ম্মলা। আচ্ছা তুমি যাও, এখানে বড় বিপদ; দেখি কি হয়—তার পর যাবো।

চিত্তে। তা আমি বলিগে, তুমি আস্‌চো; শুনে একটু ঠাণ্ডা হবে। আমার সঙ্গে এলেই হ'তো, ওই গাড়ীতেই রেখে যেতুম। আমায় গাড়ী ক'রে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে কি না।

(নেপথ্যে শ্যামাদাসের গলাখাঁকারি দেওন)

(স্বগত) কোন মড়া আবার গলাখাঁকারি দিয়ে আসছে; ছুটো ভুজং দিতে পা'রলুম না। (প্রকাশ্যে) তবে যেও মা,— লজ্জার কথা,—থানাপুলিসের কথা,— পাঁচজনকে ব'লো না। আমি বলিগে, তুমি আস্‌ছ।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে পুনরায় গলাখাঁকারি দেওন)

নির্ম্মলা। কেও বাবা ? এসো না—

(শ্যামাদাসের প্রবেশ)

বাবা অনেক কথা,—আমার ঘরে এসো; মা কেমন হ'য়ে প'ড়েছেন, ছোট ঠাকুরঝিকে দেখে পেত্নী মনে ক'রেছেন। তুমি এই চিঠী দেখো।

শ্যামা। বারণ ক'র্‌লুম শুন্‌লে না; নিজের দোষে ছারেখারে দিলে। (পত্র গ্রহণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মদের দোকানের সম্মুখস্থ বাজারের পথ।

(সর্ব্বেশ্বর ও ঘেঁচীর প্রবেশ।)

সর্ব্বে। আমি বাড়ী সাজাচ্ছি,—দেখি হেবো ব্যাটা এদিক ওদিক ঘুর্‌চে। বোধ হয় মিঃ বাসু চিতিকে যা বোল্‌ছিলো—সব শুনেছে। আমাকে দেখে ছুটে পালিয়ে এলো। ব্যাটা তো খবর দেবে না ?

ঘেঁচী। শুনে থাকে শুনেছে, আমি আটক ক'রে রাখবো এখন। তোমরা সব জমাদার, পাহারাওয়ালা সেজে, প্রকাশকে নিয়ে ভুবনের বাড়ীতে গিয়ে ওঠো; চিতি খবর পেয়েছে, কাজ ফর্সা হ'য়েছে। কিন্তু প্রকাশের ঠেঙে আগে লিখিয়ে নিয়ো যে, সে দেখেছে,—প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে আমার স্ত্রীর লাস চালান দিয়েছে। একটা এফিডেভিট ক'রে নিলেই হো'ত, ভাল তা থাক, আমাদের হাত ছাড়িয়ে যাবে কোথায় ? ওই যে হেবো আসছে, দাও দাও—আমার ইনস্পেক্টার সাজবার দাড়ি-গোঁপটা দাও, তুমি স'রে পড়ো।

[ঘেঁচীকে দাড়িগোঁপ দিয়া সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

(হেবোর প্রবেশ)

হেবো। বেটারা সব কি বলাবলি ক'র্‌লে। হরমণি বুঝে নেবে এখন। হ্যাঁ—চিতি প্রসন্নবাবুর বউকে নিয়ে আস্‌বে।

ঘেঁচী। ভাই হাবু, আমি গোঁপ-দাড়ি রেখেছি ব'লে চিন্‌তে পাচ্চ না ?

হেবো। তুই ঘেঁচী! তোকে মারবো, আমি তোরে খুঁজচি।

ঘেঁচী। মারো ভাই, আমি আর ঘেঁচী নই, —আমি দাড়ী রেখেছি আর নাম রেখেছি —পরোপকারী।

হেবো। সত্যি ?

ঘেঁচী। আর আমি মিথ্যা কথা বলি নি।

হেবো। তুই এখানে কি ক'চ্চিস্ ?

ঘেঁচী। যেমন বেণীবাবু রাস্তায় প'ড়ে পা ভেঙ্গেছিলেন, মুখে মদ দিয়ে পাগল বাঁচিয়েছিল,—টাকা আন্‌তে ভুলে গিয়েছি, কি ক'রে মদ কিনবো ভাব্‌চি,—মদ না

নিয়ে গেলে তো সে বাঁচবে না; তবে তুই যদি ভাই একটি কাজ করিস্, তবে মানুষটা বাঁচে।

হেবো। কি বল্—কি বল্—আমি ক'র্‌বো।

ঘেঁচী। আচ্ছা—তুই এই মদের দোকানে বোস, আমি মদ নিয়ে যাই; টাকা এনে তোকে নিয়ে যাবো। তুই ঘোড়া চ'ড়তে চেয়েছিলি, ঘোড়া এনে তোকে চড়িয়ে নিয়ে যাব। তুই ব'স্‌বি তো ?

হেবো। তা পারবো।

ঘেঁচী। দাঁড়া, আমি ডাক্‌লে আসিস্। (শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখে গিয়া) "এই, দু' বোটল ভালা হুইস্কি ডেও। হামারা আড্‌মি হিঁয়া রহেগা,—হাম্ কুছ চিজ খরিড কর্‌কে জল্‌দি আতা।" হাবু!—(হেবোর নিকটে আগমন)—বস। (শুঁড়ির প্রতি) হামি জল্‌ডি আতা।

[মদ লইয়া প্রস্থান।

শুঁড়ি। তুমি সাহেবের কি কাজ করো ?

হেবো। কোন্ সাহেব ?

শুঁড়ি। কোন্ সাহেব কি ? ওই যে তোমায় ব'সিয়ে রেখে চ'লে গেল ?

হেবো। ও পরোপকারী, টাকা আন্‌তে গেল, আমায় ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাবে ?

শুঁড়ী। পরোপকারী কি ? ওর নাম কি ?

হেবো। ও ঘেঁচী সাহেব ছিল, এখন দাড়ি-গোঁপ রেখে পরোপকারী হ'য়েছে।

শুঁড়ী। অ্যাঁ—ঘেঁচী! সে ত জোচ্চর—তুমিও জোচ্চর!—টাকা দাও।

হেবো। আমি টাকা কোথায় পাবো ?

শুঁড়ী। পাবে কোথায় কি!—পুলিসে ধরিয়ে দেবো। তুমি ওর সঙ্গে বেড়াও, আমি দেখেছি।

হেবো। না—না, আমি ওর সঙ্গে বেড়ায় নি।

শুঁড়ী। এই এক সঙ্গে ছিলে, আর বলছ বেড়াও নি।

(হরমণির প্রবেশ)

হেবো। ও হরমণি—হরমণি—

হর। কি রে হেবো!

হেবো। হ্যাঁ, আমি তোর কাছে যাচ্ছিলুম। ঘেঁচী আমায় বসিয়ে মদ নিয়ে গেছে। এরা টাকার জন্যে পুলিসে দেবে ব'ল্‌চে।

হর। দাও বাবা ছেড়ে দাও, কত টাকা ?

শুঁড়ী। না মা, ওরে ছেড়ে দিচ্চি, তোমার টাকা চাই নে। আমি শালার ঠেঙে টাকা আদায় কর্‌বো,—দাড়ি-গোঁপ প'রে আমায় ঠকিয়ে নে গেল।

হর। তুই আমার কাছে কেন যাচ্ছিলি ?

হেবো। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, ওরা ভূতের বাড়ী কি পরামর্শ কর্‌লে। চিতি প্রসন্ন-বাবুর বউকে নিয়ে যাবে। বাসু সাহেব টাকা দেবে।

শুঁড়ী। কি ব'ল্‌চে মা—কি ব'লচে! ওই বাসু সাহেব ব'ল্লে না ? দু'তিন বেটা জড়িয়ে মদ নিতে এসেছিল। বলাবলি ক'চ্ছিল বটে। চিত্তেশ্বরী বেটী কার বউ বা'র কর্‌বে। তা বলতো মা, ব্যাটাদের খুব জব্দ করে দিই। এ বাজারে আরো সব লোক আছে—তাদের সব টাকা পাওনা,—ওদের উপর খুব রাগ। ব্যাটারা রাস্তায় মেয়ে-ছেলে চ'ল্লে বেইজ্জত করে। সেদিন যে ব্যাটারা পালালো। হাবু বাবু, প্রসন্নবাবুর বউ না—কি বল্লে ?

হর। হাঁ বাছা—সে সতীলক্ষ্মী, তারে বে-ইজ্জত ক'রবার চেষ্টা পাচ্চে।

শুঁড়ী। মা, তুমি কিছু ব'লো না,—আমরা ব্যাটাদের টিট ক'রে দিচ্চি। বাড়ীটে দেখিয়ে দিয়ো তো হাবু বাবু!

হর। না বাছা মারামারি ক'রো না, আমি প্রসন্নবাবুর বাড়ী গিয়ে সাবধান ক'চ্চি।

[হরমণির প্রস্থান।

হেবো। শুঁড়ী ভাই, তুমি জব্দ ক'রে দাও। কারু কথা শুনো না।

শুঁড়ী। বেসো, যা তো—আকড়ায় খবর দে তো। হাঁ র—সেই মুখোস টুখোসগুলো আছে না ?

বেসো। হাঁ।

শুঁড়ী। এসো ত হাবু বাবু।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের ভগ্ন আস্তাবল বাড়ীর উপরিস্থ হলঘর।

(ঘেঁচী, মিঃ বাসু, মিঃ বড়াল, মিঃ মল্লিক ও চিত্তেশ্বরী)

বাসু। কই - এখনো যে আ'স্‌ছে না। আমার কিছু ভাল লাগ্‌চে না। আমি তাকে সর্ব্বস্ব দিতে রাজী আছি, তাকে বে ক'র্‌তে রাজী আছি। আমি প্রকাশকে দশহাজার টাকা দিয়েছি, তার পাল্কীর ভেতর দশহাজার টাকা দিয়েছি। (চিত্তে-শ্বরীর প্রতি) চিতি, যদি না আসে, তাহ'লে আর আমি তোর মুখ দেখ্‌বো না।

চিত্তে। কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ? আমার কাঁচা কাজ নয়,—এই এলো ব'লে, তোমরা মদ টদ খাও! আমি চাকরের কাছে খবর নিয়েছি, খাল পারের গাড়ী ডাক্‌তে ব'লেছে। আমি মিছে টাকা খাই নি, আমায় বেধর্ম্মে পাবে না। কাল তোমার বাড়ী গিয়ে বখ্‌সিস্ নেবো।

বাসু। তুমি যা বখ্‌সিস্ চাও দেবো। আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হোক্, তোমারও প্রাণ ঠাণ্ডা ক'র্‌বো।

চিত্তে। আচ্ছা—দাঁড়াও, আমি এগিয়ে দেখছি! আমি যে দম্ লাগিয়েছি, এসে প'ড়লো বলে। ঘেঁচী, বাবা, তুমি ইন্‌-স্পেক্টার সেজে থাকো। দাই মাগী আমায় খবর দিয়েছে যে সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। আমি প্রকাশ-ট্রকাশকে নিয়ে আসি গে।

বাসু। না, তুমি আগে দে'খ।

চিত্তে। কেন ভাব্‌ছ, আমি ত তাই যাচ্ছি।

[চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।

বাসু। আঃ কতক্ষণে আসবে,—আমি তারে ভুলিয়ে আমার ক'রবো। টাকা দিয়ে হোক, পায় ধ'রে হোক, সে যদি আমার হয়, আমি কিছু চাই না।

ঘেঁচী। এসে প'ড়লে আর যাবে কোথা?

বাসু। ঘেঁচী, দেখ'—দেখ'—এগিয়ে দেখ'। একখানা গাড়ীর শব্দ পাচ্চি।

ঘেঁচী। হ্যাঁ হ্যাঁ,—বটে বটে। তুমি মেয়ে কাপড়খানা মুড়ি দিয়ে থাক', আমরা সব সরে যাচ্চি।

[মিঃ বাসু ব্যতীত সকলের প্রস্থান এবং বাসুর কাপড়ের আবরণ দিয়া উপবেশন।

(হেবো, শুঁড়ী ও বেসোর নীরবে প্রবেশ এবং বাসুকে বন্ধন করণ)

বাসু। ও বাপরে - কে রে! ঘেঁচী—ঘেঁচী আমায় বাঁধচে!

(ঘেচী, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালের পুনঃ প্রবেশ)

ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়াল। কি হে—কি হে?

(দোকানদারগণের নীরবে প্রবেশ এবং সকলে মিলিয়া ঘেঁচী, মিঃ মল্লিক ও বড়ালকে বন্ধন)

হেবো। শালা ঘেঁচী, আমায় ধাঁধা দিয়ে মদ খাবে? শালাকে ঘোড়ার মুখোসটা পরিয়ে দাও। আমি টগাবগ্ হাঁকাবো।

ঘেঁচী। ওরে ছাড়—ছাড়—

হেবো। (মুখে লাগাম দিয়া) এই ডাইনে চলো—বাঁয়ে রাখ্‌খো—

ঘেঁচী। ওরে ছাড়—ছাড়—

হেবো। ছাড়বো কেন! শুঁড়া ভাই, ঘোড়ার মুখোসটা এই ব্যাটার মুখে দাও। ডাক শালা—চিঁ হিঁ হিঁ কর।

বাসু। বাবা আমার মুখে দিও না, আমি হাঁপিয়ে ম'রে যাবো।

শুঁড়ী। সাহেব দাড়ি কামা'লে কখন ?

ঘেঁটী। দোহাই বাবা, আমায় ছাড়িয়ে দাও বাবা, আমি তোমার টাকা দিচ্ছি।

হেবো। শুঁড়ী ভাই, তুমি আগে টাকা নিয়ো না,—মুখোসটা পরিয়ে দাও,—আমি আগে খানিক ঘোড়া হাঁকাই।

১ম দোকানী। দাওতো—দাওতো, ভাল্লুকের আর বাঁদরের মুখোস দুটো দাওতো,—আমি দু'শালাকে নাচিয়ে টাকা আদায় করি। আর এই ব্যাটাকে গাধার মুখোস দাও, ব্যাটা গাধা, এই ব্যাটাদের পরামর্শে বাপের বিষয় ওড়াচ্ছে।

বাসু। না বাবা, আর মুখোস দিতে হবে না, আমার আক্কেল হ'য়েছে। যার যা পাওনা আমি সব দিচ্ছি, আমায় ছেড়ে দাও।

১ম দোকানী। না সাহেব, একটু নাচো-- তাহ'লে মনে থা'কবে।

(ঘেঁটী, মিঃ মল্লিক, মিঃ বড়াল ও মিঃ বাসুকে যথাক্রমে ঘোড়া, ভাল্লুক, বাঁদর ও গাধার মুখোস পরাইয়া দিয়া সকলের গীত)

গীত।

এরা বাছা বাছা সাচ্চা জানোয়ার
দিশী কি বিলিতী ছাঁচে আঁচে বুঝে ওঠা ভার॥
এ ঘোড়া নিজেই জোড়া, নিখুঁত
গড়ন আগাগোড়া,
খায় বিলিতী কচুর গোড়া, দৌড়টা
খুব চটকদার॥
মুলুকজাদা ভালুকটা ধেড়ে,
বেড়িয়ে এলো জাহাজ চড়ে,
কে জানে কে শেখালে,
খেল্ খেলে খুব চমৎকার॥
ইটী ঠিক বাদর খাঁটী, ভিরকুটীতে পরিপাটী,
এক ধরণের জন্তু ক'টী,
এরও নাচের বেশ বাহার॥
গাধা কিন্তু ছিল হেতায়,
ধাত্ পেয়েছে গা ঘসে গায়,
এখন আর ওরে কে পায়,
গাধার হ'য়েছে সরদার॥
আধ্ বিলিতী আধ্ দিশী ঢং,
দো আঁস্‌লা নাচন কোঁদন,
ভাবি তাই ন্যাজ কেন নাই,
এইটি তো ভুল বিধাতার॥

(শ্যামাদাসের প্রবেশ)

শ্যামা। এ সব কি কচ্চ ? ছেড়ে দাও

শুঁড়ী। বাবু, সাহেবদের একটু আক্কেল দিচ্ছি।

শ্যামা। দাও—দাও—খুলে দাও—

(শুঁড়ী ও দোকানদারগণ কর্ত্তৃক সাহেবদের বন্ধন ও মুখোস মোচন)

মিঃ বাসু, তোমার টাকা নাও। তুমি একজন মান্যগণ্য লোকের ছেলে,—একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ ? এই অসৎ কার্য্যে যে সব টাকা খরচ ক'চ্চ, এতে সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষা ক'রতে পা'রতে। কিন্তু তোমার অপরাধ কি দেবো —দেশের দুর্দ্দশা—বড়মানুষের ছেলের এ সৎপ্রবৃত্তি হ'লে অনাথা বিধবা খেতে পায়,—দরিদ্র বালক স্কুলে প'ড়্তে পায়, —দেশে বাণিজ্য বিস্তারে অনেক বেকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়। কিন্তু কি বিড়ম্বনা, এ সৎপ্রবৃত্তি বিরল! সৎপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে তোমার মত অনেকেরই পশুবৃত্তি প্রবল হয়।

বাসু। না ম'শায়, দেখ্‌বেন—আমি শোধ্‌রাবো, আমি আর এদের সঙ্গে বেড়াবো না। ম'শায়, আমার বাপ নাই,—আপনি আমার বাপ,—আমায় মাপ ক'র্‌বেন। ভাই, তোমাদের সকলের টাকা চুকিয়ে দিচ্ছি।

হেবো। আমি ঘেঁটী ব্যাটাকে আর গোটা দুই কিল ঝাড়্‌বো।

শ্যামা। না বাবা—যেতে দাও।

ঘেঁটী। আচ্ছা বাবা, এ দাঁও ফস্‌কালো, আমি দেখে নিচ্ছি।

[ঘেঁটীর প্রস্থান।

গুঁড়া। ম'শায় শুন্‌লেন ? হাবু বাবু যা ব'লে-ছিলেন, তাই ঠিক হ'তো।

শ্যামা। যাক্ গে—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

ভুবনমোহিনী ও দাই।

দাই। মা, আমি চিত্তেশ্বরীকে ব'লেছি, তুমি এ কাজ ক'রেছ; নইলে সে আবার তোমায় ভুজং দিতে আস্‌তো। সে কি মতলবে ফিরুচে, আমার উপরও হারামজাদীর রাগ আছে। বোধ করি, তোমাকে আমাকে জব্দ ক'র্‌বার জন্যে এই সব কুবুদ্ধি দিয়েছে। তুমি ভেবো না, আমি তোমায় খালাস ক'রে দিয়ে যাবো; আর ছেলে হোক্, মেয়ে হোক্, আমি নিয়ে যাব। এমন আমরা করি,—হরমণি আমার ঠেঁয়ে কত ছেলে নিয়েছে। এমন কুকাজ আগে ক'রেছি,—ফ্যাসাদে প'ড়তে প'ড়্‌তে র'য়ে গেছি। হরমণি আমায় বাঁচিয়েছে, আমি তার কথাতে শুধ্‌রেছি। আমি চল্লুম মা, কারো পরামর্শ শুনো না—বিপদে প'ড়্‌বে, হয় তো মারাও যেতে পারো, অনেকে মারা গিয়েছে। আমি আসি।

ভুবন। আচ্ছা মা, এসো।

[দাইয়ের প্রস্থান।

প্রবোধ এখনো ফির্‌লো না কেন ? ছেলে-মানুষ, কারুকে কি ব'লে দিলে।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ। দিদি, আমায় যে বড় তাড়িয়ে দিয়েছিলি ? তুই না ডাকুলে আমি আর আস্‌তুম না। রাগ ক'রে গিয়েছিলুম,—তোর কে কাজ ক'র্‌তো দেখ্‌তুম। এই আফিং এনেছি নে। আমি কেমন সেয়ানা—এত আফিং কি দেয় ? চার দোকান থেকে কিনেছি।

ভুবন। দেখ, আমি যদি কোথাও যাই, তুই বাবার পায়ে ধ'রে বলিস,—আমায় যেন মাপ করেন। বউকে বলিস,—আমি বড় হতভাগিনী, আমার বাক্‌সোতে খান দুই চার গয়না আছে, তুই নিস্। বউয়ের কথা শুনিস্, তোর ভাল হবে। আর অমন ক'রে ছোঁড়াদের সঙ্গে বেড়াস্‌নি,—প্রকাশের কাছে যাস নি। ওরা আমায় ব'লেছে, তোকে মেরে ফেল্‌বে।

প্রবোধ। তুই কোথায় যাবি ?

ভুবন। সে তোকে ব'লবো ; এই বিল্বপত্রটা নিয়ে যা,—মার পায়ে [illegible] করে নিয়ে আয়,—আমি তোরে পাঁচটা টাকা দেব।

প্রবোধ। তুই কবে আস্‌বি ?

ভুবন। সে সবাই জান্‌বে—কবে আস্‌বো।

প্রবোধ। তুই কাঁদ্‌ছিস কেন ?

ভুবন। আমার চোখে বালি প'ড়েছে। যা, এই বিল্বপত্রটা নিয়ে যা।

[প্রবোধের প্রস্থান।

প্রভু, এ অসতীকে কি মাপ ক'র্‌বে! বড় হতভাগিনী ব'লে যদি মাপ ক'রো! যে আমার জঠরে এসেছ, তুমিও আমায় মাপ ক'রো! আমিও তোমার সঙ্গে ম'র্‌চি, তুমি অভাগা, তাই অভাগিনীর জঠরে এসেছ! আমি যখন সধবা, তখন কেন এসো নি তাহ'লে কি আদর, তা দেখ্‌তে! অন্তর্যামি,—তুমি অন্তর জানো,—তুমি আমার মনের ব্যথা বোঝো। আর কি—আর আমার বাকী কি! আর কেন প্রাণের মমতা করি,—আফিং গুলে খেয়ে ফেলি,—ড্যালাটা তো গিল্‌তে পা'র্‌বো না।

হর। এ কি! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছ ?

ভুবন। কেন মা, এ আর সর্ব্বনাশ কি !

হর। আত্মহত্যা ক'র্‌বে ? কেন—কার জন্যে ? পাপ ক'রে থাক, পাপকার্য্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আত্মহত্যা,

ভ্রূণহত্যা দুই মহাপাতক ক'রো না! যা ক'রেছ, ভগবান কৃপাসিন্ধু,—তাঁর কাছে মাপ চাও। মানুষ দুর্ব্বল, তিনি জানেন, তিনি মাপ ক'র্‌বেন। তুমি আজীবন তাঁর কার্য্য করো। সন্তান হয়, ক্ষতি কি ? আমি নিয়ে লালন-পালন ক'র্‌বো। তুমি কিছু ভেবো না, তুমি সৎকার্য্য ক'রে কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করো। এখনো দেহ আছে, অনেক কাজ কর্‌তে পা'র্‌বে। আপনার অবস্থায় অন্য অভাগিনীর অবস্থা বুঝ্‌বে। তাদের তুমি আশ্রয় হবে, তুমি ভয় ক'রো না, ভগবানের কৃপায় তোমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে। আমি মা, তোমায় মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছি নে। যে নিরাশ্রয়, তাঁরে তিনি আশ্রয় দেন; যে তাপিত, তার তিনি তাপ হরণ করেন।

ভুবন। কেন মা, আমায় বারণ ক'চ্চ ? আমার দাঁড়াবার স্থান কোথায় ? রাজরাণী ছিলুম,—সর্ব্বস্ব খুইয়ে ভিখারিণী হ'য়েছি! শুনেছি, যাদের কাছে এ বাগান বন্ধক আছে, তারা বাগান দখল ক'রে আমায় তাড়িয়ে দেবে। বাপ আমার মুখ দেখেন না,—মা আমার নাম ক'রতে সাহস করেন না। এই পেটের কণ্টক র'য়েছে,—কলঙ্কিনী ব'লে কেউ স্থান দেবেনা।

হর। মা, ভগবানের রাজ্যে তাঁর জীবের স্থান নাই, এ কথা তুমি মনে করো ? কায়-মনোবাক্যে যে ভগবানের আশ্রিত, তার জায়গা নাই ? তারে লোকে ঘৃণা ক'রবে? এই তো আমায় লোকে ঘৃণা ক'রতো,—আর তো এখন ঘৃণা করে না। ভগবানের কৃপায় আমার তো স্থান আছে, আমি তাঁর নিমিত্ত হ'য়ে অনেককে তো স্থান দিতে পেরেছি। কলঙ্কিনী হ'য়েছ,—কলঙ্কভঞ্জনকে ডাকো। তাঁর শরণাপন্ন হ'লে সকল কলঙ্ক দূর হবে। এই গানটি শোনো,—

গীত।

যদি শরণ নিতে পারি রাঙ্গা পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় পলায়॥
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাক্‌লে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তাঁর করুণায়॥
যে করুণা যাচে, আসেন তার কাছে,
অভয় চরণ তার তরে আছে,
ডাক পতিত, পতিতপাবন, ত'র্‌বে নামের মহিমায়॥

ভুবন। মা, সত্যই কি তিনি কলঙ্কভঞ্জন ?

হর। হ্যাঁ সত্য—সত্য—সত্য; সাধুর মুখে শুনেছি সত্য,—জীবনে দেখছি সত্য,—এখনো দেখছি সত্য! তোমার কোথাও স্থান না থাকে, আমি তোমায় স্থান দেবো। জেনো, তাঁর কৃপা হ'লে পৃথিবীতে কারো অকৃপা থাকে না; তুমি তাঁরে ডাকো।

ভুবন। আচ্ছা মা, আমি তাঁরে ডা'ক্‌বো।

হর। বল,—'কলঙ্কভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন করো'।

ভুবন। কলঙ্কভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন করো।

হর। আমি চল্লুম, তুমি এ বাড়ীতেই থাক্‌তে পাবে, তার উপায় হ'য়েছে।

ভুবন। মা, এক একবার দেখা দিয়ো, তা'হলে আমার ভরসা হবে।

হর। আমি দু'বেলা আস্‌বো, তুমি কিছু ভেবো না।

[প্রস্থান।

ভুবন। দয়াময়, প্রভু, তুমি কোথায় ? পতিত-পাবন, পতিতকে পায়ে রাখো। আমি অজ্ঞান,—তোমায় ডাক্‌তে জানি না। আমি কলঙ্কিনী,—তোমার কাছে যেতে সাহস পাই না! আমি জগতে ঘৃণ্য,—আমি নারীকুলে কলঙ্ক,—পবিত্র পিতৃ-মাতৃকুলে কলঙ্ক,—দেবতুল্য স্বামীর কলঙ্ক। আমার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দাও,—আমায় মহাপাপ হ'তে উদ্ধার করো। তুমি কলঙ্কভঞ্জন, তোমার নামের সার্থকতা করো! (নেপথ্যে কলরব শুনিয়া) এ কি, এ কারা আস্‌ছে!

(চিত্তেশ্বরী, প্রকাশ এবং পুলিসের বেশে সর্ব্বেশ্বর, শুভঙ্কর ও প্রকাশের দরোয়ানের প্রবেশ)

ভুবন। প্রকাশ বাবু, এ সব কি?

প্রকাশ। শোনো ভুবন, ভাল চাও, এই কাগজখানায় সই ক'রে দাও, আমায় জেল থেকে বাঁচাও। নইলে গর্ভনষ্ট ক'রেছ, তুমিও জেল খাটো, আমিও জেল খাটি।

ভুবন। প্রকাশ বাবু, তোমাদের কুমন্ত্রণা সিদ্ধ হয় নাই, আমি মহাপাপ করি নাই। তুমি এখনও মানুষের সমাজে বেড়াও,—আপনাকে মানুষ বোলে পরিচয় দাও? আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ক্ষান্ত হও নাই, কুমতলব দিয়ে আমায় জেল খাটাবার চেষ্টা ক'রেছ! চিত্তেশ্বরী, তোমার মতলব আমি শুনি নাই; তুমি যে দাই পাঠিয়েছিলে, সে তোমায় মিথ্যা খবর দিয়েছে:

শুভ। আচ্ছা—আচ্ছা, যাবে কোথা? এইবাটীতে আফিং গুলেছ,—পাতায় আফিং লেগে র'য়েছে,—আমাদের সাড়া পেয়ে আফিং ফেলেদিয়েছ। এই আমি কুড়িয়ে এনেছি। তোমার ভাই যখন আফিং কেনে, আমি রোঁদে বেড়িয়ে আফিংএর দোকানের কাছে ছিলুম—দেখেছি। আমি তাকে শুদ্ধ বেঁধে নিয়ে যাবো।

প্রকাশ। বা—বা বাঃ জমাদার সাহেব! আস্‌বার সময় তুমি কি কুড়ুচ্চ, আমি বুঝতে পারি নি; এখন আর যাবে কোথা! (ভুবনর প্রতি) তোমায় থানায় যেতে হবে, তোমার ভাইকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তোমার বাপের গালে আরও চুণকালি প'ড়বে।

ভুবন। এ্যাঁ—এ্যাঁ! দাও, কি কাগজ দেবে—আমি সই কচ্চি।

প্রকাশ। এই নাও সই করো। (কাগজ প্রদান)

ভুবন। (পাঠ করিয়া) কি! আমি সব উপপতি আন্‌তুম, তাদের জন্যে ধার ক'রে বিষয় বাঁধা প'ড়েছে লিখেছ; আমি সই ক'রবো, তুমি আদালতে দেখাবে। এক কলঙ্কে আমার বাপের মাথা হেঁট হ'য়েছে, আরও সহস্র কলঙ্ক দেবে! যাও, আমি সই ক'রবো না।

চিত্তে। তবে জমাদার সাহেব, বাঁধো—হাতে হাতকড়ি দাও।

সর্ব্বে। জমাদার সাহেব, হাতকড়ি লাগায়কে চালান দিজিয়ে।

(হাতকড়ি দিবার উদ্যোগ)

ভুবন। অনাথনাথ, কোথায় তুমি! নিরাশ্রয় অবলাকে আশ্রয় দাও দয়াময়, বিপদভঞ্জন, লজ্জা-নিবারণ,—কুলবালার লজ্জা রাখো দয়াময়! দয়াময়,—আমার কেউ নাই! তুমি অনাথনাথ অনাথের আশ্রয়। প্রভু, শরণাগতকে পায়ে স্থান দাও। (মূর্চ্ছা)

(পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণসহ পাগলের প্রবেশ)

পাগল। এই যে মা—অনাথনাথ তার ভৃত্যকে পাঠিয়েছেন। (প্রকাশের প্রতি) প্রকাশ বাবু, এবার ম'রে সদাশিব-চায়েনরূপের কর্ম্মচারী হ'য়েছি। জাল হাণ্ডনোটের জন্য ওয়ারিণ ধ'র্‌তে এসেছি।

প্রকাশ। কিসের জাল?

পাগল। কেন ভুলে যাচ্ছেন প্রকাশ বাবু? অনেকবার তো স্মরণ ক'রে দিয়েছি, আপনি রমণীমোহন বাবুর নামে জাল হাণ্ডনোট সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে বাটা বাদ দিয়ে টাকা এনেছেন,—আমি এখন সদাশিব-চায়েনরূপের কর্ম্মচারী কি না,—সেই জাল হাণ্ডনোটের দরুণ আজ পুলিস থেকে ওয়ারেণ্ট বার ক'রে ধ'র্‌তে এসেছি,—বুঝলেন?

প্রকাশ। দশ হাজার টাকা বইতো নয়, আমি সে টাকা ফেলে দিচ্চি।

ইন্। বাবু, ফোর্জারি চার্জ্জ, টাকা দিলে তো কাটবে না; তবে আদালতে টাকাটা জমা দেবেন, কিছু সাজা কম হ'তে পারে।

[শুভঙ্কর, সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতির পলায়নের উদ্যোগ।

ইন্। তোমরা যেও না—তোমরা যেও না,—যাবার তো যো নাই,—জাল পুলিস সেজেছ। (চিত্তেশ্বরীর প্রতি) ঠাক্‌রুণ, তোমাকেও যে যেতে হ'চ্ছে, জেলের কয়েদীরা তোমায় দর্শন ক'র্‌বে।

চিত্তে। কেন—কেন—আমি কি ক'রেছি?

ইন্। এই ভদ্রলোকের মেয়েকে মজাবার জন্যে সব পুলিস সাজিয়ে এনেছ। (শুভঙ্করের প্রতি) শুভঙ্কর ঠাকুর, চলো,—জেলে হোম ক'র্‌তে হবে।

ছদ্ম-পাহারাওয়ালা। হামলোক প্রকাশবাবুকা দরোয়ান, বাবু উর্দ্দি দেকে হামলোক্‌কো লে আয়া।

ইন্। এব লোক্ কা জানে দেও। যাও, ইসি কাম মাৎ করো।

ছদ্ম-পাহা। নেহি খোদাবন্দ! নাক ডল্‌তা, কান ডল্‌তা। (প্রকাশের প্রতি) শালা, হামলোক্‌কো ফ্যাসাদ মে গিরা দেয়া।

[প্রস্থান।

হেবো। পাগলা, বেটী ওঠে না! এখনো দাঁতকপাটী মেরে র'য়েছে।

পাগল। (মুখে জল দিয়া) ওঠো মা ওঠো, ভয় কি?

ভুবন। ভগবান্ কোথায় তুমি!

পাগল। দেখছ না মা, তিনি তাঁর ভৃত্যদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সর্ব্বে। আচ্ছা, এই মেয়েমানুষকেও নিয়ে চলো। আমি চার্জ্জ দিচ্চি, এই আফিং গুলে আত্মহত্যা ক'র্‌তে গিয়েছিল।

শুভ। এই আফিংএর ড্যালা। আমাদের সাড়া পেয়ে এই বাটীতে গুল্‌তে গুল্‌তে ফেলে দিয়েছে,—শালপাতে এখনো আফিংয়ের দাগ র'য়েছে। ওর ভাই আফিং কিনে এনেছে।

সর্ব্বে। নিয়ে চলো, নইলে তুমি ঘুস খেয়েছ, তোমার উপরওয়ালাকে ব'ল্‌বো।

ইন্। আপনাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে ভদ্রলোকের মেয়ের অপমান ক'র্‌তে পারিনি। উনি চণ্ডুখোর, আফিং নিয়ে এসে গুলেছেন। আমি যখন উপরওয়ালার হুকুম পাবো, তখন ধ'র্‌বো। আমি জালজোচ্চরের কথায় কোন কাজ ক'র্‌তে বাধ্য নই! যা ব'লতে হয়, থানায় গিয়ে ব'লবেন।

প্রকাশ। আমি charge দিচ্ছি—attempt at suicide.

ইন্। আপনি চোর-ডাকাতের অধম। আফিং গুল্‌লে কিছু হয় না,—খাওয়া চাই, তবে attempt at suicide হবে। (পাহারাওয়ালাগণের প্রতি) চল, ই-সব লোক্‌কো থানামে লে চলো।

(বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

বট। পাগল, কেমন তোমায় সন্ধান ব'লে দিয়েছি? বাঁধো, প্রকাশে ব্যাটাকে বাঁধো। বেটার বৈঠকখানায় দশ টাকার নোট প'ড়েছিল, তাই নিয়েছিলুম ব'লে ব্যাটা পুলিসে দিতে চায়,—আর ব্যাটার সাফাইএর সাক্ষী হও, পুলিস সাজো;—পাজী ব্যাটা!

পাগল। আহা! তোমায় নিরপরাধে বাঁধিয়ে দিচ্ছিল হে? তুমি আর অমন সঙ্গে মিশো না।

বট। আবার! হেবো আমায় সাবধান ক'রে দিয়েছে। (পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টারের প্রতি) হাতকড়ি দে নে যাও, কেমন ব্যাটা, আমায় বাঁধিয়ে দেবে?

[অপরাধিগণকে লইয়া পুলিসের ও তৎপশ্চাৎ বটকৃষ্ণের প্রস্থান।

ভুবন। বাবা তুমি কে মহাপুরুষ! এ ঘোর সঙ্কটে আমায় উদ্ধার ক'র্‌লে? আমি অজ্ঞান, আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি। বাবা, কে তুমি আমায় পরিচয় দাও!

পাগল। মা, আমি ভগবানের দাস। তুমি ভয় ক'রো না,—ভগবান্ তোমায় দয়া ক'রেছেন।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ নির্ম্মলার কক্ষ।

শ্যামাদাস ও নির্ম্মলা।

নির্ম্মলা। বাবা, ডাক্তার কি ব'লে গেল?

শ্যামা। আর ব'ল্‌বে কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু!

নির্ম্মলা। কিন্তু বাবা, আজ সকাল থেকে তো একটু একটু জ্ঞান দেখ্‌তে পাচ্চি।

শ্যামা। ও কিছু নয়,—শোকের উপর শোক পেয়ে শরীর জীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছিল,—ওই প্রমদাকে দেখে যে দিন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চ'লে এলো,—তুমি বিছানায় শুইয়ে দিলে,—সেই দিনই ডাক্তার দেখে ব'লেছিল যে বাঁচবার উপায় নাই। আমরা টের পাইনি, বিকারের খেয়ালে উঠে হেঁটে বেড়াতো। আমরা মনে ক'রেছিলুম বাই! বাই নয়—ঘোর বিকার।

নির্ম্মলা। বাবা, আমি একটা কাজ ক'রে ফেলেছি; উনি বট্‌ঠাকুরঝির নাম কচ্ছেন, আমি তাকে আনিয়েছি।

শ্যামা। তা বেশ ক'রেছিস্।

নির্ম্মলা। আমার শ্বশুর যদি কিছু বলেন?

শ্যামা। সে না দেখ্‌তে পেলেই হ'লো। তুই এখনো স্নান-টান করিস্ নি?

নির্ম্মলা। কেমন ক'রে ক'র্‌বো,—ঠাক্‌রুণ ঘুমুচ্ছেন, ঘুম থেকে উঠে যদি শৌচ-টৌচ যান।

শ্যামা। অম্‌নি ক'রে তুমিও যাবে আর কি! না খাওয়া না দাওয়া, সমস্ত রাত জাগরণ! তিন জন লোক রাখিয়ে দিয়েছি, তাতেও তোমার হয় না।

নির্ম্মলা। বাবা, তারা কি ঠিক যত্ন ক'রে ধ'র্‌তে পারে। আর উনি মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন,—একজন আপনার লোক কাছে না থাক্‌লে হঠাৎ যদি কিছু হ'য়ে পড়ে।

শ্যামা। তোর ছোট্ ঠাকুরঝি কোথায়?

নির্ম্মলা। সেও তো সবে এই যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে বেঁচে উঠেছে, সেও তো অষ্ট প্রহর র'য়েছে। আমি মাঝে মাঝে জোর ক'রে খেতে পাঠিয়ে দিই, একটু শুতে পাঠিয়ে দিই।

শ্যামা। আর তুই যে আপনার শরীর দেখ্‌ছিস্ নে, তুই যদি পড়িস, তা'হলে কি হবে?

নির্ম্মলা। না বাবা—একি আমার প'ড়্‌বার সময়? আমি প'ড়্‌লে এখন চ'ল্‌বে কেন?

শ্যামা। হ্যাঁ—অসুখ তোমার সময় বুঝে আস্‌বে কি না? পাগ্‌লামো করিস্ নে, ওরই ভেতর শরীর বাঁচিয়ে চল্। যা নাইগে, একটু গড়িয়েও নিস্। তোমার বিপদ হ'য়েছে, শরীর তো তা মান্‌বে না।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমার আশীর্ব্বাদে কেন মান্‌বে না! নইলে লোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'র্‌বে কি ক'রে! বাবা, তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, রাম সীতা [illegible]ন বনে, লক্ষ্মণ পাহারা দেবার জন্যে [illegible]দ্দ বৎসর ঘুমোন্ নি?—আমি খুব বিশ্বাস করি। শরীর তো মনের দাস,—আমি আমার শাশুড়ীর সেবা না ক'রে অসুখে পড়্‌বো!—কখন না।

শ্যামা। তা না পড়ো বেশ তো, ঘুমুচ্ছে ব'লছ—এখন তৃতীয় প্রহর হ'তে চল্লো, মাথায় একটু জল দাওগে না।

নির্ম্মলা। ছোট্‌ঠাকুরঝিকে খেতে পাঠিয়েছি, সে এলেই যাব। তুমি কিছু ভেবো না, আমি ঠিক শরীর বাঁচিয়ে চলি।

শ্যামা। দেখ্ খেয়ে দেয়ে নে,—ডাক্তার বড়

ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। ও ঘুম নয়, মাঝে মাঝে অঘোর হ'য়ে থাকুচে। কেমন হ'য়ে আছে জানিস্?—যেন ঘড়ীর দম নাই, হঠাৎ কখন বন্ধ হ'য়ে যাবে।

নির্ম্মলা। তবে আমার শ্বশুর কেমন হয়ে রয়েছেন, তুমি একটু সতর্ক থেকো।

শ্যামা। নে নে-তোর অত ভাব্‌তে হবে না, তুই দু'টি খেয়ে নিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

য্যাশায়িতা পার্ব্বতী, পার্শ্বে নির্ম্মলা ও হরমণি।

নির্ম্মলা। এই আবার কথা কইতে কইতে অঘোর হ'য়ে পড়্‌লেন,-- কিন্তু যখন উঠ্‌ছেন, তখন তো বেশ জ্ঞান দেখ্‌ছি।

হর। মা, মৃত্যুর আগে অমন হয়,—যেমন প্রদীপ নেব্‌বার আগে সল্‌তেটা একবার জ্ব'লে ওঠে। আমরা বৃথা আশা কচ্চি, অমন হয়—আমি অনেক দেখেছি।

নির্ম্মলা। ওই আবার চেতন হ'য়েছে।

পার্ব্বতী। মা হরমণি, ভুবন আমাকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে বলেছে; তুমি তারে ব'লো সে আমার কাছে অপরাধী নয়; আমি কঠিন মা, আমিই তার কাছে অপরাধী; ব'লো আমি পাগল,—আমার জ্ঞান ছিলো না। আমার অঞ্চলের নিধি প্রমদাকে চিন্‌তে পারি নাই,—পেত্নী ব'লেছি,—তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি মা নই, মা হ'লে এ তো পার্‌তুম না—মা হ'লে আমার বাছাকে চিনতুম। ভুবন গায়ে ধুলো মেখেছে বোলে তাকে তফাতে রাখতুম না। মা হোলে সন্তানকে ভুলে থাক্‌তুম না। আমি বুঝ্‌তে পারছি, আমার চরমকাল উপস্থিত। ব'লো মা —ব'লো, আমি তারে আশীর্ব্বাদ ক'রে মরেছি। সে যেন আমার উপর অভিমান করে না, সে যেন মা ব'লে আমায় এক একবার মনে করে।

হর। তবে মা—তোমার ভুবন পা'র ধুলো নিতে এসেছে, পা'র ধুলো দাও।

পার্ব্বতী। কই মা কই—আমার ভুবন কই ?

(ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

ভুবন। এই যে মা! মা, আমি বৃথা জন্ম জন্মেছিলুম,—তোমাদের কলঙ্কের জন্য জন্মেছিলুম; মার কাছে সন্তানের অপরাধ নাই,—এই ভরসায় এসেছি। সতীলক্ষ্মী বউদিদির কৃপায় তোমার দর্শন পেয়েছি। —পা'র ধুলো দাও মা—আমি কলঙ্কিনী, —তোমার পা ছুঁতে আমার সাহস হয় না।

পার্ব্বতী। এসো মা,— মার কাছে তোমার অপরাধ কি ? আমি তোমায় দেখি নাই, তাই তো মা তুমি গায়ে কালী মাখ্‌তে পেরেছ। আমি তোমায় জোর ক'রে এনে কেন কাছে রাখিনি!—তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে পথ ভুলেছ, ধর্ম্মে তোমার মতি হোক্।

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি, বাবার গলা পাচ্চি,— তিনি কেমন হ'য়ে আছেন, তুমি স'রে এসো।

ভুবন। মা! আসি।

পার্ব্বতী। এসো মা,— তোমায় যত দেখ্‌বো, আমার দেখ্‌বার সাধ তো ফুরোবে না! কিন্তু আর আমার দেখ্‌বার সময় নাই, এই মা আমার শেষ দেখা।

[পদধূলি লইয়া ভুবনের প্রস্থান।

হরমণি, তুমি আমার কে ছিলে মা! দুখিনীর দুঃখে তাপিত হ'য়ে কোন স্বর্গ থেকে দেবী এসেছ!

হর। আমি যে তোমার দাসী।

(প্রমদার প্রবেশ)

পার্ব্বতী। আহা বাছা, আমি তোমায় পেত্নী

ব'লেছিলুম! তুমি ছোঁবে, এই ভয়ে পালিয়ে এসেছি! আমার মুখে গঙ্গাজল দাও; তুমি গঙ্গাজল মুখে দিলে,মা জাহ্নবী আমায় কোল দেবেন। (প্রমদার তথা করণ) আর মা, আমি কর্ত্তার কাছে যতক্ষণ না বিদায় ল'য়ে যাই, তুমি যেও না।

প্রমদা। আমি কোথায় যাব মা?

পার্ব্বতী। তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে এসেছিলে, তোমায় যত্ন করি নাই,—তাই তুমি অভিমান ক'রে আমার কাছে থাকতে চাও না। তোমায় বিদায় দিয়েছিলুম ব'লে থাকো না। দুখিনী মা মনে ক'রে আর অভিমান ক'রো না।

প্রমদা। মা মা—ভগবতী, স্নেহময়ী জননী! তুমি কেন মা এ কথা ব'লছ? তোমার স্নেহের কণামাত্র অন্যকে দেওয়ায় আমায় লোকে স্নেহময়ী বলে। করুণাময়ী, তোমার অপার করুণা কি তোমার সন্তান জন্ম-জন্মান্তরে ভুলবে!

(প্রসন্নকুমার ও পাগলের প্রবেশ)

প্রসন্ন। পাগ্‌লা আয়, না এলে আমি তোরে মারবো,—আমি তোর চেয়েও পাগল, তা জানিস্? দেখ্ বড় দুখিনী, জনমদুখিনী, আমি জ্বালার উপর জ্বালা দিয়েছি। আয় আয়, তোকে দেখে যদি অভাগিনী জুড়োয়!

পার্ব্বতী। (পাগলের প্রতি) বাবা এসেছ? তোমায় আমি ডেকেছি। তুমি আমার মৃত্যুর সময় সাম্‌নে দাঁড়াবে। তোমার কৃপা হ'লে ভগবান্ আমায় কৃপা ক'রবেন।

পাগল। আরে মাগী কি বকে! আমি ওর ছেলে, তা ভুলে গিয়েছে।

পার্ব্বতী। তবে বাবা—এসো; তোমার হাতে আমার পাগল স্বামীকে সঁপে দিই। ও বড় জ্ব'লছে, ওকে দেখ্‌বার আর কেউ নাই।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ। বাবা—বাবা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি, আমি বাড়ী থেকে বেরুবো না,—যা বল্‌বে শুনবো। তুমি রাগ ক'রো না, মাকে ভাল ক'রে দাও। সবাই বোল্‌চে, মা ম'রে যাবে, তুমি ভাল ক'রে দাও!

প্রসন্ন। পাগ্‌লা—শুন্‌ছিস্—চুপ ক'রে রয়েছিস্ যে? এ সময় কি বোল্‌তে এসেছে শোন্। আমি কত সইবো—কত সয়!

পাগল। বাবু তুমি কি বোল্‌ছ? এ সংসারে তো স'ন্নাসন্নির কথা নয়,—কাজ করবার কথা,—কাজ করো। কাপুরুষে পরের জ্বালা ভুলে আপনার জ্বালা নিয়ে বিব্রত হয়।

পার্ব্বতী। এসো এসো—আমার মাথায় পা দিয়ে বিদায় দাও,—আমায় এখনি যেতে হবে। বেণী এসেছে—সুশীল এসেছে, দাও—দাও আমার মাথায় পা দাও! আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি, আমি অজ্ঞান—অজ্ঞানের অপরাধ নিয়ো না!

পাগল। বাবু মাথায় পা দাও।

নির্ম্মলা। ঠাকুরপো, গঙ্গাজল মুখে দাও।

(প্রবোধের তদ্রূপ করণ]

পার্ব্বতী। দীনবন্ধু! (মৃত্যু)

প্রবোধ। ওমা—মা!—

প্রসন্ন। পাগল, ফুরুলো—আর হেথায় কি ক'রবো!

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। (হরমণির প্রতি) মা, যা করবার তুমিই করো,—আমার বাবাকে খবর পাঠাও।

হর। কিছু ভেবোনা মা, তিনি লোকজন নিয়ে বাইরে আছেন।

প্রবোধ। বউদিদি—বউদিদি, মা কি মরে গেল? আর কি আস্‌বে না! মা মা—

নির্ম্মলা। মা—মা, কাঁদতে রেখে গেলে,—

কাঁদ্‌বো, কিন্তু এখন নয়। তোমার ছেলে অবোধ, আমার উপর ভার, (পাদস্পর্শ করিয়া) মা আশীর্ব্বাদ করো, সে ভার লইতে আমি কাতর না হই।

প্রমদা। বউদিদি, আমি মাকে ছোঁব না,—আমার জাত নাই। আমরা মার সন্তান নই, তুমিই মাঁর সন্তান। তুমি দেবী, তোমায় তো বলবার কিছু নাই যে ব'ল্‌বো।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

নির্ম্মলা। ঠাকুরপো ওঠো,—কেঁদো না; এতদিন খেলিয়ে বেড়িয়েছ, এখন তোমার কাজ। মার কাজ করো,—মা স্বর্গে যাচ্ছেন, তুমি পথে ফুল ছড়িয়ে দেবে!

প্রবোধ। (নির্ম্মলার গলা ধরিয়া) কি ক'র্‌বো বউদিদি ?

(লোকজন লইয়া শ্যামাদাসের প্রবেশ)

শ্যামা। চল, আমরা নিয়ে যাই। নির্ম্মলা, প্রবোধকে সরকার মশাই নিয়ে যাবে এখন, তোমার কাছে এখন থাক্। (লোকজনের প্রতি) চলো চলো, বিছানা শুদ্ধ নিয়ে যাই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রকাশের বহির্ব্বাটী-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান।

সর্ব্বেশ্বর, ঘেঁচী, শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরী।

চিত্তে। এই আর বুঝতে পারো না ? আমার বোধ হয় ও একটা মাড়োয়ারী,—হরমণি ওর আগেকার মেয়েমানুষ,—এখন বিধবা জুটিয়ে দেয়। প্রসন্নর বউটোর উপর ওর টাঁক আছে, তাইতে ওদের দিকে এত হ'য়েছে।

ঘেঁচী। ঠিক.—ও এক চা'ল বটে; ও পরোপকার বোলে সব ঢাকা যায়।

সর্ব্বে। তা আমাদের ছেড়ে দিলে কেন ?

ঘেঁচী। বাবা, তুমি আমার বাবার যোগ্য এক দম্ নও। তোমাদের নামে পুলিস কেস চালালে পেট শুদ্ধ ভুবনকে গিয়ে সাক্ষী দিতে হ'তো না ? তা নইলে বুঝি তোমাদের উপর দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছে! প্রকাশকে ডাকালে ?

সর্ব্বে। বেয়ারাকে খবর দিতে পাঠিয়েছি।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। বাবুকা অসুখ হয়েছে, বাবু শুইয়েছে।

ঘেঁচী। শুলে হবে না,—বল্ ঘেঁচী সাহেব এসে ব'সে আছে!

[বেহারার প্রস্থান।

চিত্তে। ওর মতলব বুঝতে পাচ্চি নে। ও হ্যাণ্ডনোট জাল ক'রেছে কি না,—তাই পাগ্‌লা বেটাকে ভয় ক'চ্চে। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না। আর ওকে এত দরকারই বা কি ? আমি প্রসন্নবাবুর ঝিকে আর বেয়ারাকে হাত ক'রেছি; তারা ব'ল্‌বে,—তারা শুনেছে, প্রসন্ন তার স্ত্রীকে ব'লেছে যে বিষ দাও।

ঘেঁচী। আর প্রকাশকে দিয়ে বলা'তে হবে, সে লাস চালান দিতে দেখেছে।

চিত্তে। কেন—শুভঙ্কর ব'ল্‌বে এখন, যে ঘাটে পোড়াতে গিয়েছিল—দেখেছে। বটকৃষ্ণটা যে বেহাত হ'লো,—ওরা দু'জনে ব'ল্‌লে পাকা হ'তো।

শুভ। দিদি, আমায় জড়াস্ নে,—আমার বড় ভয় করে। ঐ পাগলা বেটা কমেন দিয়ে ফ্যাসাদে ফেলে দেবে। এ বয়সে ঘানি টান্‌লে বাঁচবো না।

চিত্তে। দেখ, অমন ক'র্‌বি তো বেণেদের বাড়ী থেকে হোম ক'র্‌তে গিয়ে সোণার বাটী চুরি ক'রে এনেছিস্, ধরিয়ে দেবো। ব্যাটা ছেলে, কাছা দেয় না—ভয়েই ম'লো!

ঘেঁচী। ভয় কি গণৎকার, গুণে দেখ না,—কেতুকে কাম্‌ড়েছে রাহু, আর মঙ্গলটা

আমাদের শত্রুর বুকে বাঁশ দিয়েছে। (সর্ব্বেশ্বরের প্রতি) বাবা তুমি আজই ওয়ারেণ্ট বা'র করো,—'বোমসেলে'র মতন একেবারে ব্যাটাদের ঘাড়ে পড়া যাক্। পিসী, তুমি বটকৃষ্ণকে হাত করবার চেষ্টা পাও। শুভঙ্কর আর ও তো কুঁচ্‌লে থায়? ওকে দিয়ে বলাতে হবে যে, ওর কাছ থেকে প্রসন্ন কুঁচ্‌লে নিয়ে গেছে? দেখ না, দশ বিশ টাকা ছা'ড়্‌লে হবে না?

সর্ব্বে। না, ওর প্রকাশ বাবুর উপর বড় রাগ।

ঘেঁটী। হাতে টাকা পেলে, টাকার গর্ম্মিতে রাগের গর্ম্মি কেটে যাবে।

সর্ব্বে। আমার বড় পাগলা বেটাকে ভয় হ'চ্ছে।

ঘেঁটী। ছ্যা, ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! আমার বাপ বোলে আর পরিচয় দিও না। তোমায় দিয়ে কোন কাজ হবে না, আমি নিজেই ওয়ারেণ্ট বার ক'র্‌বো।

চিত্তে। তাই যাও বাবা—তাই যাও; আর দেরী ক'রো না।

ঘেঁটী। দাঁড়াও না, প্রকাশকে যদি ভুজং-ভাজং দিয়ে হাত ক'র্‌তে পারি—দেখি। ওকে দিয়ে একটা এফিডেভিট ক'রে নিতে চাই যে, ও লাস চালান দিতে দেখেছে। বলা যাক না, বাপকে বাঁচাতে ভুবন সাফাইনামা লিখে দেবে। বাবা দেখ, বেয়ারা বেটা প্রকাশকে ডাক্‌লে কি না।

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। হাঁ ডেকেছে। যাও, তোম্‌রা আমার বাড়ী থেকে বেরোও। (সর্ব্বেশ্বরের প্রতি) সর্ব্বেশ্বর, আর ত আমার কিছু নাই যে লুঠবে, তবে আর হেথায় কেন? যাও, আর আমার বাড়ীমুখো হ'য়ো না।

ঘেঁটী। প্রকাশবাবু, তুমি এমন আহাম্মুখ কেন? প্রসন্নকে ফাঁসাদে ফেল্‌লে তোমার সব দায় কেটে যাবে।

প্রকাশ। মাপ করো,—তোমাদের ঠেঙে মাপ চাচ্ছি—বেরোও। আর কথা নয়, কার সঙ্গে কথা ক'চ্চ জানো না! অনেক পাপ ক'রেছি, আর নরহত্যা করিও না। এখনি না বেরুলে আমি একটা একটা ক'রে খুন ক'র্‌বো।

শুভ। ও দিদি, চল্—চল্—চল্!

সর্ব্বে। যাচ্চি বাবু—যাচ্চি বাবু!

ঘেঁটী। প্রকাশ বাবু!

প্রকাশ। Brute! (ধাক্কা প্রদান)

[প্রকাশ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে চিত্তেশ্বরী। আমি তো বোলেছি, ওকে দিয়ে কাজ হবে না।

প্রকাশ। আমি কি সেই!—আমারই কি হাতে হাতে বেণী তার স্ত্রীকে স'পে দিয়ে গিয়েছিল? আমিই কি তার মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, আমার জীবন থাকৃতে ভুবনের অনিষ্ট হবে না?—আর সেই ভুবনকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার জন্যে যত্ন ক'রেছি! অবলার সর্ব্বনাশ ক'রে—নানাপ্রকার উৎপীড়ন ক'রে ক্ষান্ত হই নাই! এ কি দুঃস্বপ্ন দেখলুম!—না সত্য ঘটনা হ'য়ে গিয়েছে! আমায় কেন পাগল দয়া ক'র্‌লে! জেল না খাট্‌লে আমার কিসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে! আমার মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? বিশ্বাস-ঘাতক, বিধবার সম্পত্তি অপহারক, সতীর ধর্ম্মনষ্টকারী, বন্ধুদ্রোহী!—শুনেছি না তুষানল ক'রে পুড়ে মরে! দেখি, সে জ্বালায় যদি এ যন্ত্রণার উপশম হয়!

(পাগলের প্রবেশ)

পাগল। প্রকাশবাবু, এই দশহাজার টাকা তুমি নাও,—যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিও।

প্রকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ—দাও দাও,—আমায় মাপ ক'রো না, মিয়াদ দাও। সদাশিব-চারেনরূপ টাকা নিলে আমার সাজা কম হবে। যাতে সাজা বৃদ্ধি হয়—করো: আমি

ভুবনকে গর্ভপাত ক'র্‌তে পরামর্শ দিয়েছি —সে কথা আদালতে ব'লো। আমি আশ্রিতা অনাথা বিধবাকে মজিয়ে তার নামে অপবাদ দিয়ে পীড়ন ক'রে সাফাই লিখিয়ে নিতে গেছি—সব ব'লো। তোমার সাক্ষীর দরকার হবে না, আমি সব স্বীকার ক'র্‌বো। দেখি যদি জেল খেটে আমার অশান্ত হৃদয় কিছু শান্ত হয়। বল' বল' —কি উপায় আছে বল'? আমি দাবানলে জ্বল্‌ছি,—মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে বল? তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত আছে ব'ল্‌বে, সেই প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো।

পাগল। তুমি স্থির হও।

প্রকাশ। আমায় অবিশ্বাস ক'চ্ছ? আর অবিশ্বাস ক'রো না,—বড় প্রাণের জ্বালা —বড় প্রাণের জ্বালা! তুমি মহাপুরুষ, —মহাপাপের কি যন্ত্রণা—জানো না! আমি ভুবনকে পীড়ন ক'রে লিখিয়ে নিতে গিয়েছিলুম!—তার চক্ষের জল আমার মনে প'ড়্‌ছে,—বেণীর মৃত্যুশয্যা মনে প'ড়্‌ছে,—বেণীর অকপট বিশ্বাস মনে প'ড়্‌ছে! আমি অশান্ত, আমার এ জগতে শান্তি নাই,—তুমি আমার বুকে পা দাও, —যদি শান্ত হ'তে পারি।

পাগল। তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে তাঁর দাস হও,—তোমার অশান্তি দূর হবে।

প্রকাশ। তুমি সত্য তো পাগল নও, কি পাগলের মত কথা ক'চ্চ! কি কোরে প্রার্থনা ক'র্‌বো? আমার পাপ জিহ্বায় সে পবিত্র নাম আস্‌বে কেন? আমায় তিনি কৃপা ক'র্‌বেন কেন? আমি কি বোলে কৃপা প্রার্থনা ক'র্‌বো? আমি প্রার্থনা কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছি,—কই প্রার্থনা তো ক'র্‌তে পারি নাই! আমার ভয় হয়! বিশ্বাসঘাতককে তিনি দয়া ক'র্‌বেন কেন? আমি নিরাশ্রয় অবলাকে কলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়েছি,—সংসার ছারেখারে দিয়েছি,—পিতৃতুল্য প্রসন্নবাবুর মাথা হেঁট ক'রেছি! কোথায় যাবো—কি ক'র্‌বো—কি হ'লো! জ্বালা—জ্বালা—দারুণ জ্বালা! পাগল, আমায় পায়ে রাখো! (পদদ্বয় ধারণের উদ্যোগ)

পাগল। (নিবারণ করিয়া) কি করো! ভয় নাই,—ভগবান্‌কে ডাকো,—তিনি করুণাময় জানো না? আমি সামান্য মানুষ,—আমার কেন পায়ে ধ'র্‌ছ।

প্রকাশ। না না, তোমার চরণস্পর্শ ক'র্‌বো না, আমার স্পর্শে তুমি অপবিত্র হবে। কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

[প্রস্থান।

(হেবো ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

হেবো। পাগলা! বাবা তুই যা ব'ল্‌বি শুন্‌বে, ও আর ঘেঁচীদের সঙ্গে যায় না। তুই যে কাজ দিবি, ক'র্‌বে। (বটকৃষ্ণের প্রতি) কেমন বাবা?

বট। ম'শায়, আপনাকে আমি চিন্‌তে পারি নাই। আমি ভাব্‌তুম, আপনি কি মতলবে পরোপকার করেন। আপনার অসীম দয়া; আমি মুদীর হাতচিঠি ছিঁড়ে ছিলুম,—আমার নিশ্চয়ই জেল হ'তো,—এ বয়সে জেল খাট্‌লে বাঁচতুম্ না,—আপনার কৃপায় রক্ষা পেয়েছি। আপনি আমার ছেলেকে দয়া করেন,—আমাকেও পায়ে রাখুন।

পাগল। হেবো, তোর বাপকে কি কাজ দিবি?

হেবো। বাবা বড় পেটান্তে,—নেশা করে কি না? কাঙ্গালীদের খাবার চাক্‌তে দে, তা'হলে আর চুরি ক'র্‌বে না।

পাগল। হাঁ হাঁ, বেশ ব'লেছিস্ (বটকৃষ্ণের প্রতি) তুমি কা'ল থেকে কাঙ্গালী-ভোজনের কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত হয় পরীক্ষা ক'রো, আর দাঁড়িয়ে থেকে কাঙ্গালীদের খাওয়ার তদারক ক'রো।

হেবো। কেমন বাবা, বেশ কাজ পেলে তো? যাও।

বট। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর দুর্ম্মতি না হয়।

[বটকৃষ্ণের প্রস্থান।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। বাবা হাবু, তুমি দেখগে—যে অনাথা বিধবাকে তুমি গঙ্গাতীর হ'তে এনেছিলে, সে ঘোষ বাবুদের সাবানের বাক্স কেমন সুন্দর তোয়ের ক'র্‌তে শিখেছে।

হেবো। না—আমি যাবো না। আমি হেবো,—নেকা বেটী আমায় বল্‌ছে, হাবু —হাবু!—হাবু তো বোকা।

হর। না না, হেবো—হেবো! (সাদরে পৃষ্ঠে আঘাত করণ)

হাবু। হিঃ হিঃ হিঃ!

[প্রস্থান।

হর। পাগল দাঁড়াও, কি ব'ল্‌বে ব'লেছিলে বল?

পাগল। আর কি ব'ল্‌বো,—মাঝে মাঝে মরি আর জন্মাই, তা তো শুনেছ।

হর। তুমি প্রথম কি ক'রে ম'লে?

পাগল। সে হাঁসপাতালে।

হর। বলো—বলো—হাসপাতালে কেন গিয়েছিলে?

পাগল। এক গলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম,—সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে গেলুম।

হর। একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

পাগল। দাঁড়াবো না; বে ক'র্‌লুম যে!

হর। বে ক'র্‌লে কি?

পাগল। কি আর, বে ক'র্‌লুম।

হর। একগলা জল কি?

পাগল। আজকাল যে দিন প'ড়েছে, বে ক'র্‌লেই একগলা জলে দাঁড়াতে হয়।

হর। তোমার স্ত্রী আছে?

পাগল। সে বিধবা হ'য়েছে।

হর। সে কি? বলো, বলো—

পাগল। আমি একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম, —ভেবেছিলুম মাঝখানে গিয়ে ডুব দিয়ে তার জন্যে মাণিক তুল্‌বো। মাণিক তুল্‌লুম, তাকে দেবার জন্যে আ'ন্‌ছিলুম, —এমন সময় দেখি—হাঁসপাতালে ম'রেছি; ম'রে পাগল হ'য়ে জন্মালুম।

হর। (পদদ্বয় ধরিয়া) বলো—বলো—তুমি কে?

পাগল। হরমণি, আর বলায় তো ফল নাই, —এখন আর অন্য পথ তো নাই,—আমাদের পথ তো চিনে নিয়েছি, তবে আর কেন জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?

হর। প্রভু ইষ্টদেবতা!

(মূর্চ্ছা)

পাগল। হরমণি, হরমণি—কেন আত্মহারা হ'চ্চ? আমরা যে পথে চ'লেছি, যদি ঠিক যেতে পারি, [illegible] উপরে যেথায় স্বার্থশূন্য মহাপুরুষ[illegible] স্থান, সেথায় তাঁদের পদসেবা ক[illegible]র জন্য ভগবান্ আমাদের নিযুক্ত ক[illegible]ন। স্থির হও, হেথায় কাজ শেষ ক[illegible]

হর। পায়ের ধুলো দাও, [illegible]মি পবিত্র হই।

পাগল। তুমি পবিত্রা,—[illegible]মায় পবিত্রা জেনেই গঙ্গার ঘাট থেকে তোমায় এনেছিলুম। তোমার অপ[illegible] শরতের মেঘের ন্যায় ভেসে গিয়ে[illegible] তোমার নির্ম্মল জ্যোতিতে আমার [illegible] উজ্জ্বল! যাও কাজ করো,—কর্ম্মভূ[illegible] অবকাশ তো নাই যে কথাবার্ত্তা কবো

[পাগ[illegible] প্রস্থান।

হর। ভগবান্—ভগবান, তুমি [illegible] কল্পতরু! আমার প্রার্থনা পূর্ণ হ'[illegible] আমার স্বামীর দর্শন পেরেছি।

(প্রকাশের পুনঃ প্র[illegible])

প্রকাশ। হরমণি—হরমণি, আমি তোমায় খুঁজ্‌তে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় ভুবনের কাছে নিয়ে যাও; তার পায়ে ধ'রে মাপ চাইবো। না—না, সেথায় যাবো কেমন ক'রে? সে আমার মুখ দর্শন কর্‌বে কেন! আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয় না—সর্পদংশন করে না!—কি হ'লো, কোথায় যাবো!

[প্রস্থান।

হর। অনুতাপানলে দগ্ধ হ'চ্চে। ভগবান্—পতিতপাবন! তুমি তো অনুতপ্তকে মার্জ্জনা করো!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

পথ।

(রকে বসিয়া ধূমপানরত বৃদ্ধগণ
এবং পথে ক্রীড়ারত বালকগণ)

১ম বৃদ্ধ। ছেলেটা আছে শুনতে পাই।

২য় বৃদ্ধ। যেমন দেমাকে চোখে দেখ্‌তে পেতো না, তেম্‌নি বেটা জব্দ হ'য়েছে। ভগবান্‌ আছেন কি না, অত দম্ভ সইবেন কেন ?

১ম বৃদ্ধ। বেটার বউটাও নাকি একটা বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আস্‌নাই ক'রে-ছিলো, emdty house এ পাল্কী ক'রে যেতো আস্‌তো।

২য় বৃদ্ধ। ওরে—ওরে ছোঁড়ারা, ওই প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে আস্‌ছে—ওই প্রসন্ন বাঁড়জ্যে আস্‌ছে !

বালকগণ। হাঁ তো রে !

(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

ও খৃষ্টান প্রসন্ন—ও খৃষ্টান প্রসন্ন, নাতি হয়েছে,—সন্দেশ খাওয়ালে না ? আমরা আটকৌড়ে বাজাতে যাবো। আমরা ছড়া শিখেছি,—

আট কৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো।
কুলো বাজিয়ে নুড়ো জ্বেলেছে ভুবন-প্রকাশ আলো॥
খবর দিলুম মাতামহ, ছেলে হয়েছে বেশ।
তে রাত্তিরে পিণ্ডি দেবে খাওয়াও না সন্দেশ॥

বৃদ্ধগণ। এই ছোঁড়ারা কি করিস্‌—কি করিস্‌ ? (সঙ্কেতে উৎসাহ দান)

১ম বৃদ্ধ। প্রসন্ন বাবু ভাল আছেন তো ? বড় যে কাহিল দেখ্‌ছি ?

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান ও পশ্চাতে বালকগণের ছড়া বলিতে বলিতে অনুসরণ।

২য় বৃদ্ধ। এসো না—এসো না, রগড় দেখা যাক্‌ !

১ম বৃদ্ধ। আরে নাও চল্লুম,—খুব জব্দ হ'য়েছে।

২য় বৃদ্ধ। এখনো দেমাক কমে নি, কারো সঙ্গে কথা নাই,—ঘাড় গুঁজেই চ'লেছে।

[সকলের প্রস্থান।

(হরমণি ও পাগলের প্রবেশ)

হর। সে কালীঘাটে একটি বিধবাকে খালাস ক'রতে গেছে। আমি তারে সেখানে রেখে আস্‌চি।

পাগল। তুমি শীগ্‌গির যাও, এই গলির মোড়ে আমার জুড়ী তৈরি আছে ; তাকে ব'লো আর তার গোপন থাকা হবে না। সক-লকে জানা'তে হবে সে বেঁচে আছে ; নইলে তার বাপের মহা বিপদ হবে। একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে এসো।

হর। কি হ'য়েছে ?

পাগল। যাও যাও—শীগ্‌গির যাও, কথার সময় নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রসন্নকুমারের বহির্ব্বাটীর কক্ষ।
প্রসন্নকুমার।

প্রসন্ন। কেন আর প্রাণের মমতা করি ! কিসের পাপ ? শাস্ত্রের শাসন ! আত্ম-হত্যা পাপ কেন ? নিষ্ঠুর শাস্ত্র ! শাসন-বাক্য লিখেছে,—যেন দুঃখের না অবসান হয়, ম'রে না জুড়ুতে পারে। আর আমার কিসের শাস্ত্র ? হেয় জীবনভার কেন বইবো !—সন্তান-হত্যা ক'রবো না,—পাপিনী অনুতাপে দগ্ধ হোক্‌—দুঃস্বপ্নে দিবারাত্র আচ্ছন্ন থাকুক। কন্যাহত্যায় ফল নাই,—আমি ম'লেই ফুরুবে। এ হেয় দেহভার কেন আর বইবো ? শুনেছি

হাইড্রোস্যানিক এসিড অতি তীব্র বিষ,—মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না। কই—শিশিটে কিনে এনে কোথায় রা'খলুম? বোধ হয় আল্‌মারীর ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। (নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া) কারা আস্‌ছে!

(ঘেঁচী, সর্ব্বেশ্বর, মিঃ বড়াল, মিঃ মল্লিক, পাহারাওয়ালা, জমাদার, ইন্‌স্পেক্টার প্রভৃতির প্রবেশ)

ঘেঁচী। ধরো, খুনে!

প্রসন্ন। (ইনস্পেক্টারের প্রতি) কি, আমায় ধর্‌বে? ধরো,—নিয়ে চলো,—আমার সম্পূর্ণ হোক। এত চৌকীদার সঙ্গে ক'রে এনেছ কেন? আমি মৃত, তবে যে টুকু দুঃখভোগ ক'র্‌বার জন্য জীবিত থা'কৃতে হয়, সেটুকু জীবিত আছি।

ইন। ম'শায় আমার অপরাধ নাই,—এই ওয়ারেণ্ট দেখুন,—আপনার নামে খুনি ওয়ারেণ্ট জারি হ'য়েছে। আপনার জামাই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত ক'রেছেন যে, আপনি আপনার কন্যাকে বিষ দিয়ে মেরেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এঁদের জবানবন্দী নিয়ে ওয়ারেণ্ট দিয়েছেন,—আপনাকে যেতে হবে। আপনি মানী লোক, আপনাকে ধ'র্‌তে আসায় আমি দুঃখিত।

(নির্ম্মলাকে টানিয়া চিত্তেশ্বরী ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

চিত্তে। ইনস্পেক্টার সাহেব, এই নির্ম্মলা।

প্রসন্ন। হ্যাঁ ইনস্পেক্টার, আমি খুনেই বটে।

(চিত্তেশ্বরীর গলা টিপিয়া ধরণ এবং পুলিস কর্ত্তৃক চিত্তেশ্বরীর মুক্তি)

ঘেঁচী। খুনে দেখছ না? দাও দাও—হাতকড়ি হাতে দাও।

(প্রসন্নকুমারের হস্তে পুলিসের হাতকড়ি দেওন)

বড়াল। বিধুমুখী, এইবার চলো—তোমার জন্য সেদিন বড় মা'র খেয়েছি! ব'ল্‌তে হয়, দশ হাজার মনে ধরে নি,—আরও দশ হাজার মিঃ বাসু দিতেন। এখন যে যেতে হ'চ্চে।

নির্ম্মলা। ইনস্পেক্টার বাবু, আপনি যে জন্যেই আসুন, আমি জানি নি—এঁরা কি ষড়যন্ত্র ক'রেছেন,—কিন্তু কুলবধূর অপমান কেন শুন্‌ছেন? আমার মিনতি রাখুন,—আমার শ্বশুরের হাতে হাতকড়ি দেবেন না,—কোথায় নিয়ে যেতে হবে বলুন,—আমি কচি ছেলের মত নিয়ে যাচ্চি।

ইন। মা, কি ক'র্‌বো? তোমার নামে ওয়ারেণ্ট রয়ে'ছে। এঁরা ব'লেছেন যে তুমিও বিষ দেওয়াতে সাহায্য ক'রেছ।

নির্ম্মলা। আচ্ছা, আমাকেও নিয়ে চলুন,—হাতকড়ি খুলে দেন।

চিত্তে। না, খুনের হাতে হাতকড়ি দেবেন না! না ধ'র্‌লে আমায় খুন ক'র্‌তো ইনস্পেক্টার বাবু তো চোখের উপর দেখ্‌লে?

নির্ম্মলা। ইনস্পেক্টার বাবু, হাতকড়ি খুলে দেন। আমার অপমান দেখে আমার শ্বশুর রেগেছিলেন। আমায় বিনা কারণে এই চণ্ডালদের সাম্‌নে টেনে এনেছিল,—তাই আমার শ্বশুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'য়েছিল। রাখুন—রাখুন, অবলার মিনতি রাখুন,—হাতকড়ি খুলে দিন।

ইন।—না মা, তা পা'র্‌বো না,—এখনো তোমার শ্বশুরের চক্ষু দেখ—[illegible] দেখ,—ছেড়ে দিলে এখনি খুন [illegible] যাবে।

নির্ম্মলা। এদের সব সরিয়ে দিন,—তা হ'লে তো খুন ক'র্‌তে পার্‌বেন না। তার পর হাতকড়ি খুলে দে নিয়ে যান। দিন—দিন, হাতকড়ি খুলে দেন—আপনার পায়ে ধ'র্‌চি।

চিত্তে। খুনের হাতে হাতকড়ি দেবে না তো কি? শ্বশুরের জন্যে রস হ'চ্ছে! এও তো খুনে,—একেও হাতকড়ি দাও।

সর্ব্বেশ্বর। (জনান্তিকে ইনস্পেক্টারের প্রতি) ইনস্পেক্টার বাবু, একে থানায় নিয়ে যাবেন না; মিঃ বাসুর বাগানে নিয়ে চলুন,—আপনি যা চান—তাই পাবেন।

ইন। এঁরা খুনে কি না, তা হাকিম বিচার ক'রবেন; কিন্তু প্রকৃত যদি কেউ খুনে থাকে, তা আপনারা।

(শ্যামাদাসের প্রবেশ)

নির্ম্মলা। বাবা, আমার শ্বশুরের হাতকড়ি খুলিয়ে দাও।

শ্যামা। চুপ কর,—তুই হেথায় কেন ?

ইন। আজ্ঞে, ওঁর নামেও abetment of murder এর charge আছে, এই warrant দেখুন।

শ্যামা। তোমরা এত লোকে এই ভদ্রলোককে নিয়ে যেতে পা'রতে না ? হাতকড়ি দিয়েছ কেন ?

ইন। উনি এই স্ত্রীলোকের গলা টিপে ধ'রেছিলেন,—উনি উন্মত্তের মতন হ'য়েছেন,—কাজেই হাতকড়ি দিতে হ'য়েছে। আমার কর্ত্তব্য ক'রেছি,—রাগ ক'র্‌বেন না।

(সদাগরের পরিচ্ছদে পাগলের প্রবেশ)

পাগল। ইনস্পেক্টার ছেড়ে দাও; এরা খুনে নয়,—ষড়যন্ত্র ক'রে মিথ্যা খুনের দাবী দিয়েছে।

ঘেঁচী। মিথ্যাকথা! ব্যাটা ভোল ফিরিয়েছে,—এখানে পাগ্‌লামো চ'ল্‌বে না। আমার স্ত্রীকে খুন ক'রেছে।

(হরমণি ও প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। তোমার মিথ্যা কথা,—এই আমি জীবিত। তোমায় পরপুরুষ জ্ঞানে বিবাহসভায় মূর্চ্ছা গিয়েছিলুম; আমার অদৃষ্টের দোষে তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়। তুমি যে নিষ্ঠুরতা ক'রে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সে ভগবানের কৃপা। তাঁর কৃপায় আমার প্রকৃত স্বামীর চরণ ধ্যান ক'র্‌তে এখন আমি আর কুণ্ঠিত নই।

শ্যামা। ইন্‌স্পেক্টার এই শুন্‌লে ? হাতকড়ি খুলে দাও, তুমি চ'লে যাও।

ঘেঁচী। না, এ আমার স্ত্রী নয়; হরমণি একটা ছুক্‌রি সাজিয়ে এনেছে।

ইন। ম'শায় মাপ করুন। আমার উপর ওয়ারেণ্ট জারি ক'র্‌বার হুকুম। ইনি এর কন্যা কি না, সে বিচার আমি এখানে ক'র্‌তে পারি না,—আমি এদের চালান দিতে বাধ্য।

পাগল। আমি ব'ল্‌চি, তোমার কোন আশঙ্কা নাই; সমস্ত দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, তুমি ছেড়ে দাও। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট থেকে warrant কাটিয়েছি।

ইন। ম'শায় দেখ্‌ছি আপনি সজ্জন—পরোপকারী; কিন্তু আপনি কে তা আমি জানি নি; আপনার দায়িত্বের উপর নির্ভর ক'রে খুনী আসামী ছেড়ে যেতে পারি না।

পাগল। আমি সদাশিব-চায়েনরূপের প্রধান অংশীদার। আমার নাম সদাশিব; আমি এর কন্যাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে গিয়ে ওয়ারেণ্ট cancel করিয়েছি।

ইন। অ্যাঁ আপনি! ম'শায় ম্যাজিষ্ট্রেটের order আনুন,—আমি অপেক্ষা ক'চ্চি।

বড়াল। (ঘেঁচীর প্রতি জনান্তিকে) দম দিচ্চে! order cancel কি পাগ্‌লা ব্যাটার কথায় হয়!

ঘেঁচী। অপেক্ষা কি ? খুনে আসামী নিয়ে চলো; নইলে তুমি neglect of dutyর chargeএ প'ড়বে।

সর্ব্বে। তুমি কোথাকার আহাম্মুখ! পুলিসে কাজ করো,—এই পাগলা ব্যাটার দমে ভুল্‌ছ ?

ইন। খুব মতলব এঁটেছেন,—শেষটা টিক্‌লে হয়। একি! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে!

(ম্যাজিষ্ট্রেট, শুভঙ্কর ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

ম্যাজি। (ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়ালের প্রতি) তোম লোক হ্যায়, এই তিন আড্‌মিকো handcuff চড়াও।

(পুলিসকর্ত্তৃক ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়ালের হস্তে হাতকড়ি প্রদান)

(প্রসন্নকুমারের প্রতি) inspector, take off the handcuff.

[পুলিসকর্ত্তৃক প্রসন্নকুমারের হাতকড়ি মোচন।

(সদাশিবের প্রতি) Well সদাশিব,—

বড়াল ও মল্লিক। Do not arrest us unlawfully.

ম্যাজি। No—not at all, you are in the conspiracy. (প্রমদার প্রতি) Lady, হামি দুঃখিত, আপনাকে আমার আদালতে যাইতে হইয়াছে। (সদাশিবের প্রতি) Mr. সদাশিব, I came to apolgize to প্রসন্নবাবু and his daughter-in-law for having issued warrant against them. I came myself with the order; it is with your mans'uppose. (বটকৃষ্ণের প্রতি) আপনার নিকট order আছে?

বট। হ্যাঁ হুজুর। (অর্ডার-পত্র প্রদান)

ম্যাজি। (প্রমদার প্রতি) Once more lady, আপনি ক্লেশ করিয়া আমার আদালতে গিয়াছিলেন, আমি ক্ষমা চাহিতেছি। সদাশিব, your testimony alone was sufficient; you could have spared the lady. আমি সকলের নিকট pardon চাহিতেছি।

শ্যামা। সাহেব—সাহেব, আপনার বদান্যতায় আমরা চিরবাধিত। আপনি ভদ্রলোকের আর কুলবধূর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন।

ম্যাজি। Oh—this is the daughter-in-law? Innocence herself! Oh you hell-hounds! (নির্ম্মলার প্রতি) মাম্নি, মার্জ্জনা করিবেন; আমি না বুঝিয়া আপনার বিপক্ষে warrant দিয়াছিলাম।

(নির্ম্মলার করযোড় করিয়া অভিবাদন)

(মিঃ বাসুর প্রবেশ)

বাসু। বাঁধো ব্যাটাদের— বাঁধো ব্যাটাদের! (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) কে ইনস্পেক্টার সাহেব,—তুমি ইনস্পেক্টার সাহেব? এই চিঠি দেখ,—এই ঘেঁচী ব্যাটা আমায় লিখেছিল যে, ভদ্রলোকের মেয়ের নামে খুনি charge দিয়ে আমার বাগানে নিয়ে যাবে, আমি ওকে বিশহাজার টাকা দেবো।

ম্যাজি। Thank you gentleman.

শুভ। আর এই চিঠি দেখুন—বড়াল সাহেব লিখেছিলেন—মল্লিক সাহেবকে; মল্লিক সাহেব সেই চিঠির পিঠেই জবাব দিয়েছিলেন, প'ড়ে দেখুন। লেখা আছে, কুলবধূকে অপমান ক'র্বার সুযোগ হ'য়েছে।

সর্ব্বে (স্বগত) ইস্! পেকে উঠ্লো। (গমনোদ্যত)

বাসু। (হস্ত ধরিয়া) তুই ব্যাটা গোড়ার ছে,—তুই যাবি কোথায়?

সর্ব্বে। দোহাই সাহেব—দোহাই সাহেব, আমি প্রকাশ বাবুর কর্ম্মচারী।

বাসু। না. তুই ঘেঁচীর বাবা।

ম্যাজি। Oh yes, take him for aiding and abetting.

সর্ব্বে। (জানান্তিকে) চিত্তেশ্বরী, বেটা ঘানি টানালে।

ম্যাজি। Oh! Is that চিত্তেশ্বরী? Arrest her also.

(পুলিস কর্ত্তৃক সর্ব্বেশ্বরের হাতে হাতকড়ি দেওন।

সর্ব্বে। (ঘেঁচীর প্রতি) ও নচ্ছার বেটা, আমার হাতেও হাতকড়ি দেওয়ালি!

ঘেঁচী। বাবা চুপ করো, ম্যাজিষ্ট্রেট জুলুম ক'চ্চে।

ম্যাজি। Oh I see father and son!

(পুলিস কর্ত্তৃক চিত্তেশ্বরীকে ধৃত করণ)

চিত্তে। আমায় কেন ধ'র্‌চ—আমায় কেন ধ'র্‌চ, আমি কি ক'রেছি?

শুভ। কেন, তুইই তো সব পরামর্শ দিয়েছিস।

বট। আমাকে পঞ্চাশটে টাকা দিতে গিয়েছিলে,—আমি সাক্ষী দেবো,—প্রসন্নবাবু মেয়েকে খাওয়াবার জন্যে আমার কাছে কুঁচলে আর আফিং নিয়ে গিয়েছিলেন।

চিত্তে। তুই তো ব'লেছিলি। (শুভঙ্করকে দেখাইয়া) আর এ চোর, একেও বাঁধো

বেনেদের বাড়ী হোম ক'র্‌তে গিয়ে সোনার বাটী চুরি ক'রেছে। আমি চোরাই মাল ধরিয়ে দিচ্ছি।

পাগল। না সুন্দরি, আমি সে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে শুভঙ্করকে দিয়েছি।

ম্যাজি। Take them to the lock-up. সদাশিব, I must go now. I repeat, I am very sorry gentlemen. What is done can not be undone. The Worthies have also put me in a mess. I ought to write a report I suppose. Good day to you all.

শ্যামাদাস ও পাগল। Good day—Good day.

(ঘেঁচী প্রভৃতি অপরাধিগণকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের প্রস্থান।

শুভ। বাবা, ভাগ্যিস হেবোর কথা শুনে, তোমার কাছে গিয়ে প'ড়েছিলুম। নইলে ভো বেশ হাত-সাজন্ত গয়না প'র্‌তে হ'তো! এই নাক মোচড়া—কান মোচড়া! তোমার কাঙ্গালীদের পাত কুড়িয়ে খাব, তবু আর আচার্য্যিগিরিতে এগুচ্চি নি।

পাগল। আচ্ছা যাও।

[শুভঙ্করের প্রস্থান।

বাসু। শ্যামদাস বাবু, আপনি আমার বাপের স্বরূপ! আপনার শিক্ষাতে আমার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, আর আমি মিঃ বাসু নাই, —মন্মথ বসু ব'লে পরিচয় দিই। (নির্ম্মলার প্রতি) সতী লক্ষ্মী! আমি অজ্ঞান, আমার অপরাধ নিয়ো না,— আমি তোমায় মাতৃজ্ঞান করি।

শ্যামা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও, বংশের গৌরব রক্ষা করো।

[নির্ম্মলা ও প্রমদার প্রস্থান।

পাগল। (গমনোদ্যতা হরমণির প্রতি) হরমণি, যেও না। (সকলের প্রতি) আপনারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, পরিচয় পেয়েছেন; আরও পরিচয় শুনুন,—হরমণি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। (প্রসন্নকুমারের প্রতি) বাবু, দুঃখে কাতর হবেন না; এ পরীক্ষার স্থান,— নিরপবাধেও দুঃখভোগ ক'র্‌তে হয়। তার দৃষ্টান্ত এই সাধ্বী হরমণি। আমি ডাক্তার হ'য়ে জাহাজে যাই, জাহাজডুবি হ'য়ে পীড়িত অবস্থায় হাঁসপাতালে থাকি। শুনে থাক্‌বেন,—একজন জমীদারের ছেলে—আমার মৃত্যু রটনা ক'রেছিল; তারই তাড়নায় হরমণি দ্বিচারিণী-অপবাদে সমাজচ্যুতা হয়। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে. তিনদিন অনাহারে থেকে আত্মহত্যা ক'র্‌তে চেয়েছিল। এখন তো ঈশ্বরকৃপায় হরমণির হৃদয় শান্তিপূর্ণ।

[সকলকে প্রণাম করিয়া হরমণির প্রস্থানোদ্যোগ।

শ্যামা। মা, তুমি নমস্কার ক'রো না, তোমার স্বামীর ন্যায় তুমি সকলের প্রণম্য।

হর। বাবু, অমন কথা ব'ল্‌বেন না,— আমার অপরাধ হবে। আমি ভিখারিণী, আপনাদের দাসী।

[হরমণির প্রস্থান।

পাগল। শ্যামাদাসবাবু, আপনি প্রসন্নবাবুকে বাড়ী নিয়ে যান।

প্রসন্ন। কি, তুমি এখনো আমার দরদ ক'চ্চ? কেন ক'চ্চ? তাতে কি ফল হবে? আমার চরম হ'য়েছে! যেটুকু বাকী ছিল, তাও হ'য়েছে,—খুনে অপবাদে হাতে হাতকড়ি প'ড়েছে।

পাগল। ম'শায়, সংসারে এসে সুখদুঃখ তো সকলেরই হয়।

প্রসন্ন। এতো হয়? ছেলে মরে, জামাই মরে, — এক মেয়ে কলঙ্কিনী, এক মেয়ে ভিখারীর আবাসে ভিখারিণী—ফৌজদারী আদালতে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়,—হৃদিভঙ্গ হ'য়ে স্ত্রীর মৃত্যু,—রাস্তায় হাততালি দিয়ে ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়,—যারা পদলেহন ক'রেছে, তারা পশু অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে,—সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে

পুনঃপুনঃ আঘাত করে,—তাপিতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে আপনাদের ধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় দেয়,—হাতে হাতকড়ি,—বিমল পুত্রবধূকে বর্ব্বরে টেনে আনে,—খুনে অপবাদ দেয়,- এক জীবনে কি এতো হয়?

পাগল। সত্য, আপনার দুঃখের ভার অতিশয় অধিক। কিন্তু আমিও অনেক সহ্য ক'রেছি। নিরপরাধে সেই জমীদারের তাড়নায় জেল খেটেছি। পাগলের মতন পথে পথে ঘুরেছি। অবশ্য আপনার মত অত দুঃখ পাইনি, কিন্তু বোধ হয়, চেষ্টা ক'র্‌লে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়। আমার হ'য়েছে, হরমণির হ'য়েছে, আপনারও হবে। আমি নিরাশ্রয়—পথে বেড়াতুম, ক্রমে পুষ্করিণী থেকে শাক তুলে বিক্রয় ক'রে ঈশ্বর-কৃপায় আমার এই উন্নতি। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আমার গদী আছে। তাঁর কৃপায় এখন তাঁর দাস,—শান্তিময়চিত্তে তাঁর কার্য্যে নিযুক্ত। আপনি তাঁর দাস হোন, তিনি শান্তিদাতা, শান্তি দেবেন।

শ্যামা। মহাশয়!

পাগল। 'মহাশয়' ব'ল্‌বেন না। আমি পাগল হ'য়ে বেড়াতুম, পাগল নাম আমার বড় মিষ্টি।

শ্যামা। আচ্ছা পাগল, তুমি সামান্য দীনবেশে বেড়াও কেন?

পাগল। বাবু, দীনবেশে—আমিও যে এক-দিন দীন ছিলুম, তা আমার সর্ব্বদা মনে প'ড়বে। আর দীন ব্যতীত দীনের দুঃখ কে বুঝবে? দীন কাকে বিশ্বাস ক'রে তার মনোবেদনা জানাবে। ম'শায়, আমার অপর কার্য্য র'য়েছে। প্রসন্নবাবু, ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করুন। তিনি শান্তিদাতা, অবশ্যই শান্তি দেবেন।

প্রসন্ন। আচ্ছা, যাও যাও!

পাগল। ম'শায়, ওঁর ভাব বুঝতে পাচ্ছি না, আপনি সতর্ক থা'ক্‌বেন।

[পাগলের প্রস্থান।

প্রসন্ন। বেয়াই, তুমি আমায় চেনো?

শ্যামা। (স্বগত) এঃ! মস্তিষ্ক বিকল হ'লো না কি?

প্রসন্ন। কি ভাব্‌ছ? আমি পাগল হই নি! সত্যই চেনো না,—আমি খুনে চেনো কি?

শ্যামা। বেয়াই, ও সব আর ভেবো না। এসো, আমরা পাগলের আদর্শ নিই; যতদিন বাঁচি, পরের উপকার করি। চলো আমার বাড়ীতে যাবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা আস্‌চি, বউমাকে চাবিটে দিয়ে যাই।

শ্যামা। শীগগির এসো, আমি ব'সে রইলুম।

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

হা ভগবান্! মানুষটা অস্থির হ'য়েছে! এ কি! এখানে কিসের শিশি? (তুলিয়া লইয়া) এ যে, 'হাইড্রোস্যানিক এসিড' লেখা। ও—আত্মহত্যা ক'র্‌তে এনেছিল!

(নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

নির্ম্মলা। বাবা, আমার শ্বশুর এক ঘটী গঙ্গা-জল নিয়ে খিড়কি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

শ্যামা। কোথায় গেল? (স্বগত) এঃ—উন্মাদ হ'লো!

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষান্তর।

ভুবনমোহিনী ও হরমণি।

হর। মা, তোমার বিষয়-আশয় পাগল দেখছে,—বন্ধক খালাস ক'রে নিজে রেখেছে। তার আয় থেকে সব মাসোহারা দিয়ে পাঁচ বছরে দেনা শোধ হবে। তোমার বিষয় তুমি পাবে

ভুবন। না মা, আমার বিষয় কাজ নাই, তুমি আমায় একটু স্থান দিও। আমার বোনের সঙ্গে থেকে আমিও তোমার কাজ ক'র্‌বো। আমার বিষয়ের উপস্বত্ব, যতদিন বেঁচে থাকি, তোমাদের কাজে দিয়ো।

হর। মা, আমাদের কাজ নয়,—ভগবানের কাজ।

ভুবন। মা, আমার ছেলের মুখ দেখে মনে হয়,—আত্মহত্যা ক'রে কি মহাপাতকই ক'রতে ব'সেছিলুম। দিনের বেলায় তুমি নিয়ে যাও, আমি কতক্ষণে রাত হবে, কতক্ষণে বাছাকে আবার দেখবো, ব'সে ব'সে ভাবি।

হর। মা, লোকের মুখে চাপা দেবার জন্যে দিনের বেলা নিয়ে যাই। কেউ দেখে পাঁচ কথা কবে, তোমার বাপ বেঁচে র'য়েছেন।

ভুবন। কি চুণক লিই বাবার গালে দিলুম! আজও প্রকাশের সাজা হ'লো না, পাগ্‌লা বাবা তারে ছেড়ে দিলেন, সাজা দেওয়া-লেন না? সে জেল খাট্‌লে না?

হর। মা, সাজা দেবার কর্ত্তা ভগবান্, তুমি আমি নই। হিংসা-দ্বেষ মন থেকে ছেড়ে দাও। পরের অনিষ্ট করা নয় মা—আপনার অনিষ্ট করা। ভগবানের এমন নিয়ম নয় মা,—যে পরের হিংসা করে। যে মন থেকে পরহিংসা ছাড়ে,—জগতে তার শত্রু থাকে না, হিংস্রক জন্তুও তারে হিংসা করে না, ক্রূর সর্প তাকে দংশন করে না! তুমি মন থেকে হিংসা-দ্বেষ ছেড়ে দিয়ে ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে কায়মনোবাক্যে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করো, তাতে মা আপনার মঙ্গল হবে, ভগবানের কৃপায় মহাপাপ নষ্ট হ'য়ে দেহ-মন নির্ম্মল হবে, তাঁর নির্ম্মল চরণ দর্শন পাবে। গান শোনো মা,—

গীত।

প্রাণময় প্রাণনাথ আমার।
ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর॥
ব্যথা পেয়েছ প্রাণে, প্রাণে ব'সে প্রাণনাথ জানে,
চাও রে ব্যথিত তাঁর বদন পানে;
প্রেম বিনা কি নেভে জ্বালা,
জ্বালিয়ে জ্বালা জুড়ায় কার॥
নিরমল হৃদয়-কমল, ঢাল্‌লে তায় গরল,
কোমল কমল শুকিয়ে যাবে,
তায় পূজা হবে না আর॥

হর। আমি চল্‌লুম মা।

[প্রস্থান।

ভুবন। ভগবান্, আমায় কৃপা করো! আমি কোন রকমে জ্বালা ভুলতে পাচ্ছি নে। আমার অন্তরের আগুন থেকে থেকে দাবানলের মতন জ্বলে ওঠে! তারে আমি ভাইয়ের অধিক জান্‌তুম। তারে আমার স্বামী হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেল, সে আমার সর্ব্বস্ব নিলে, কলঙ্কিনী ক'র্‌লে! আমি আমার বাপের কাছে যেতে পারি না, মায়ের মৃত্যুর সময় চ'লে আস্‌তে হ'লো! যে আমার এ দশা ক'রেছে, তাকে ভুল্‌বো কি ক'রে? না না, আমারও তো দোষ;—সে আস্‌তে চায় নি, আমি তারে জোর ক'রে আসতে ব'লেছি। না, সে তার ভাণ, সে তার কপটতা। সে আমার অনুরাগ বাড়াবার জন্যে আসতে চাইতো না। সে অনায়াসে আমায় কলঙ্ক থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তো, সে আমায় বিবাহ ক'র্‌লে সমাজে আমার মাথা হেঁট হ'তো না। লোকের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌তুম, আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেউ উপহাস ক'র্‌তে পার্‌তো না. আমার গর্ভের সন্তানকে পরের কাছে মানুষ ক'র্‌তে দিতে হ'তো না, আমার সন্তানের স্তন-দুগ্ধ গেলে ফেলে দিতে হ'তে না। আমি তার পায়ে ধ'রে সাধলুম, সে আমায় তাড়িয়ে দিলে। কই প্রভু, কই ভুল্‌তে পাচ্ছি? তার যে মুখ মনে হ'লে আমার তাকে তুষানলে পোড়াতে ইচ্ছা হয়।

গঙ্গাজলের ঘটী হস্তে প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

প্রসন্ন। এই যে ভুবন! কোলে ছেলে নেই, আদর ক'চ্চ না?

ভুবন। বাবা!

প্রসন্ন। চিন্‌তে পেরেছ—আমায় চেনা যাচ্চে? এখনো আমায় চেনা যায়? এখনো আমায় দেখে সেই মানুষ ব'লে বোধ হয়? এখনো আমার মুখ কালিতে ঢেকে যায় নাই! তবে আর কি হ'লো!

ভুবন। বাবা—বাবা!

প্রসন্ন। ডাকো! আর কি মমতা আছে, যে বাবা ব'ল্লে মমতা হবে! আর কি মমতার স্থান আছে যে মমতা থাক্‌বে! দাবানলে শুকোবে না, তবে আর কিসের তাপ!

ভুবন। বাবা—বাবা, তোমায় দেখে আমার ভয় হচ্চে!

প্রসন্ন। ভয় তো হবেই,—তোমার যম যে আমি।

ভুবন। বাবা—বাবা,—আমায় মেরো না!

প্রসন্ন। কলঙ্কিনী, এখনো তোর বাঁচ্‌বার সাধ! এখনো বেঁচে থেকে পৃথিবী কলঙ্কিত করবি? এখনো বেঁচে থাক্‌তে চাস্? তোর মনে অনুতাপ হয় না? মনে ক'রে দেখ, তোর আচরণ দেখে গিয়েই প্রমদার বিয়ে দিয়েছি! তোর আচরণেই প্রমদা চণ্ডালের তাড়না স'য়েছে, চণ্ডালের চাবুক খেয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে, নিরাশ্রয় হ'য়ে রাস্তায় প'ড়েছিল!—তোর আচারেই তোর মাতৃহত্যা হ'য়েছে, তোর আচারেই তোর বাপের মাথায় কলঙ্কের বোঝা, কলঙ্ক-কালিতে সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে গিয়েছে, নীচ লোকে উপহাস করে, ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়, হাততালি দে নেচে নেচে ছড়া কাটায়! তোর আচারেই আজ হাতকড়ি প'রেছি, তোর আচারেই আমার পবিত্র কুলবধূকে চণ্ডালে স্পর্শ ক'রেছে, পিশাচিনীতে টেনে এনেছে!—না, এ পৃথিবীতে তোরও থাকা উচিত নয়, আমারও থাকা উচিত নয়।

ভুবন। বাবা—বাবা,—মার্জ্জনা করো!

প্রসন্ন। হ্যাঁ মার্জ্জনা ক'র্‌তেই এসেছি। দেখ্—তাই গঙ্গাজলের ঘটী হাতে; তোর মৃত্যুর সময় তোর মুখে দেবো—তোর গতি হবে! মৃত্যুই তোর মার্জ্জনা।

ভুবন। বাবা—বাবা,—যদি মেরে ফেল্‌বে, পায়ের ধুলো দাও, একবার ভুবন ব'লে ডাকো, মর্‌বার সময় জেনে যাই যে, তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'রেছ। তুমি সত্যই ব'লেছ, আর আমার বাঁচবার সাধ হওয়া উচিত নয়। আমার ভুল হয়েছিল, আমার ছেলের মমতায় ম'রতে ভয় হ'য়েছিল,—সে পাপ মমতা! সে আমার স্বামীর ছেলে নয়—প্রকাশের ছেলে। আর তার মমতা কি! বাবা, মারো,—দাও পায় ধুলো দাও, আমি বুক পেতে দিচ্ছি।

প্রসন্ন। নে—ভগবানকে ডাক! এই ঘটী নে—গঙ্গাজল মুখে দে, মুখ ফিরিয়ে ব'স—তোর মুখ দেখে আমার কঠোর হাতও কম্পিত হচ্চে!

ভুবন। ভগবান্!

(প্রসন্নকুমারের ভুবনমোহিনীকে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত।)

প্রসন্ন। গঙ্গাজল মুখে নে, যদি বেঁচে থাকিস্—শোন,—আমি তোরে মাপ ক'রেছি। শুনে যা ভুবন ব'লে ডাক্‌চি শোন,—ভুবন—ভুবন—আমার ভুবন, মা আমার!—না শুন্‌তে পেলি নি! চল্, তোর সঙ্গে যাই! তুই ছেলে মানুষ,—একলা যেতে পারবি নি!

(নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্যম ও প্রকাশের আসিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লওন)

প্রকাশ। একি, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছেন! দিন—ছোরা দেন—আমার বুকে দেন।

প্রসন্ন। না, তুমি জীবিত থাকো, তোমার কার্য্যের ফল দেখো। মৃত্যুতে শাস্তি হয়, কন্যাকে শাস্তি দেবার জন্য হত্যা ক'রেছি। আত্মহত্যা ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলুম, তুমি ছোরা কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু আর ছোরার প্রয়োজন নাই, আমি এই পাপ দেহ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পা'র্‌বো !

প্রকাশ। তবে আমারও মৃত্যু দেখুন ! (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

প্রসন্ন। না না, তোর মৃত্যু দেখ্‌বো না !

[পতন ও রক্তবমন।

(পাগল, হেবো শ্যামদাস, শুভঙ্কর ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

হেবো। পাগল,—দেখ্ দেখ্—এই তিনটেতে খুন হ'য়েছে !

পাগল। হেবো, শীগ্‌গির ডাক্তার ডেকে আন বাবা !

[হেবোর প্রস্থান।

প্রসন্ন। বেয়াই এসেছ, পাগল এসেছ ? আমি মেয়েকে নিয়ে যাচ্চি। ভুবন, মা, চলো !— (মৃত্যু)

প্রকাশ। ভুবন, যদি জীবিত থাকো, শোনো,— আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছিলুম; আমি স্বার্থের জন্য তোমায় কুপথগামী ক'রেছি। বাবা পাগল, তুমি আমায় সতর্ক ক'রেছিলে, আমি মনের দম্ভে বুঝি নাই। ভেবেছিলুম, আমার মনের বল আছে, কুপথগামী হবো না, বন্ধুর বিশ্বাসভঙ্গ ক'রবো না। আমার ভ্রম, অবস্থাই বলবান, মানুষের বল নাই। আসন্ন মৃত্যুতেও আমার অনুতাপানল নির্ব্বাণ হ'চ্চে না। তুমি সাধু, আমার মাথায় পা দাও।

পাগল। আমি কে !—দয়াময় জগদীশ্বরকে ডাকো।

প্রকাশ। দয়াময় ! (মৃত্যু)

(হরমণি, প্রবোধ, নির্ম্মলা ও প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। বাবা—বাবা—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে !

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি,—এখনো হাঁ কচ্চেন। ঠাকুরপো, মুখে গঙ্গাজল দাও, এই ঘটীতে আছে। (প্রসন্নকুমার, ভুবনমোহিনী ও প্রকাশের মৃতদেহে গঙ্গাজল প্রদানপূর্ব্বক নতজানু হইয়া করযোড়ে) দীনবন্ধু, আমার শ্বশুর বড় তাপিত, তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছেন, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আশ্রয় দিও। কলঙ্কিনীও তোমার শরণাগত, করুণা নয়নে দেখো। পতিতপাবন, পতিতের ভার তোমার !

পাগল। হরমণি, দু'একটা কাজে সফল হ'য়ে আমরা মনে করেছিলুম, আমাদের পরোপকার কর্‌বার শক্তি আছে, হায়—সে বৃথা দম্ভ !—আমরা কেবল কার্য্যের অধিকারী, ফলাফল তাঁর !

হর। হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ স্বামী,—তোমার চরণকৃপায় বুঝেছি—কার্য্যের ফলাফল তাঁর— আমরা নিমিত্ত মাত্র।

শ্যামা। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

পাগল। শ্যামাদাস বাবু, বিবেচনা করুন, বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা—শাস্তি কি শান্তি ?

যবনিকা।

প্রায়শ্চিত্ত।

নীলকান্ত সান্যাল বড় জবর এটর্ণি ছিলেন। অনেকের জুচ্চুরী মকদ্দমা জিতাইয়াছেন, অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, অনেক বড় ঘর নষ্ট করিয়াছেন; জুচ্চুরী মকদ্দমা তাঁহার একচেটে। উকীল পাড়ায় তাঁহার নাম ছিল —বারেন্দ্র গুয়োটা। তাঁহার পিতা একজন প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন; মিথ্যা কথা বড় ঘৃণা করিতেন, তিনি জানিলে সান্যাল মহাশয় ওকালতি শিক্ষা করিতে পারিতেন না। তবে উকীল হইলেন কিরূপে? নীলকান্তের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যদিচ এনট্রান্স একজামিন দিয়া সেরা জলপানি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পিতার দৈন্যদশা বশতঃ তাঁহার পড়া শুনা চলিল না। উমাচরণ বাবু নামে একজন উকীল তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বড় প্রশংসা করিতেন, তিনি তাঁহার আফিসে তাঁহাকে কর্ম্ম দিলেন, উপস্থিত ত্রিশ টাকা বেতন, কিন্তু নীলকান্তের এমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে, এফ্ এ, বি এ, এম্ এ, চাকরি করিতে করিতে অনায়াসে পাস করিলেন। ক্রমে উমাচরণ বাবুর আর্টিকেল ক্লার্ক থাকিয়া এটর্ণিশিপ একজামিন দিয়া উমাচরণের পার্টনার হন।

উমাচরণ বাবুর সকল কাজকর্ম্মই নীলকান্ত বাবু করিতেন। মক্কেলেরা উকীল হইবার পূর্ব্বেই উমাচরণ বাবু অপেক্ষা নীলকান্ত বাবুকে পছন্দ করিত। উকীল হইয়া নীলকান্ত বাবু দেশে গিয়া পিতাকে সুসংবাদ দিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব এই সংবাদে আহ্লাদিত হওয়া দূরে থাক, একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "বাবা তোমার ওকালতির পয়সা আমি খাইতে পারিব না। যদি আমায় অন্ন দিতে চাও, অন্য চাকরী বাকরী করো, ওকালতী ছাড়িয়া দাও।" নীলকান্ত বাবু বড় সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। যখন তিনি আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন, তখনই তাঁহার আয় দু হাজা'র টাকার কম নয়। কলিকাতায় বাড়ীঘরদোর বিষয় আশয় করিয়াছেন। বাপকে বলিতেন, তাঁর গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত একটু কুঁড়ে করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বাপের একটী পৈত্রিক বিগ্রহ ছিল, বৃদ্ধ তাঁহার সেবা করিতেন, এই জন্য কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই।

নীলকান্ত কলিকাতায় জমীজরাত করিয়াছেন। দেশে একটু চাসবাস আছে, তাতে ঠাকুর সেবা চলে। বৃদ্ধ, পুত্র কলিকাতায় কি করে না করে, বড় সংবাদ জানিতেন না। কিন্তু যেদিন শুনিলেন, উকীল হইয়াছে, সেই দিন হইতে সংবাদ লইতেন, তিনি ওকালতী ছাড়িয়াছেন কি না। ছয়মাস গত হইল, তথাপি ওকালতী ছাড়েন নাই, এ খবর পাইয়া বৃদ্ধ পুত্রকে পত্র লিখিলেন যে, তোমায় আর আমাকে টাকা পাঠাইতে হইবে না। চাষের আয়ে আমার ঠাকুরসেবা চলিবে। ধুমধাম করিয়া রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি যে সব উৎসব হইত, বৃদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন।

নীলকান্তের পিতৃভক্তির অভাব ছিল না। পিতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত দেশে গেলেন। পিতা বলিলেন, বাপু, সামান্য টাকার কথা কি বলিতেছ, যদি ওকালতী না ছাড়ো, তোমার হাতের পিণ্ডও আমি লইব না। নীলকান্ত একরূপ পিতার উপর রাগ করিয়াই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নীলকান্ত একটু বিষয় আশয় করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যথায় বাড়ী করিয়াছেন, সেই পল্লীতেই কতক জায়গা জমী ছিল। সেই জায়গায় এক মাগী রেওতের নামে পল্লীর দুই একটী ভদ্রলোক আসিয়া অভিযোগ করিল যে, সে মাগী বড় বজ্জাত, নিতাই

ঘোষের ছেলেকে একশো বাপান্ত করিয়াছে। তিনি মাগীকে ডাকাইলেন। মাগী বলিল, "হাঁ, রাগের মাথায় কি বলিয়াছি। আমি গরীব লোক, ভাড়াটে রাখিয়া খাই, এক নূতন ভাড়াটে ছুঁড়ি আসিয়াছে, পয়সা কড়ির মুরোদ নাই—সেই ভাড়াটে ছুঁড়ির উপর রাগ করিয়া ভূতো রোজ আমার খোলার চালে ঢিল ফেলে।" পল্লীর এক ভদ্রলোক উত্তর করিল, "ভূতো ঢিল ফেলে বলে, তার বাপান্ত চোদ্দপুরুষন্ত কেন কর্‌লে বাছা?" মাগী দর্জ্জাল, উত্তর করিল, "কেন কর্‌বো না বাবু? বাপের দেখেই তো ছেলে শেখে। তিনি যেমন গুণ্ডামী করে মাগীদের দোর ঠেঙ্গিয়ে বেড়ান, ছেলের শাসন নাই, ছেলেও তেমনি ধিঙ্গী হয়েছে।" নীলকান্ত বাবু মাগীকে শাসিত করিয়া পাড়ার লোকদের শান্ত করিলেন, কিন্তু সেই মাগীর কথা তাঁহার মনে আঁচড় দিল। ভাবিলেন, কথাটী সত্য, অনেক স্থলে পিতার দোষে পুত্র মন্দ হয়।

এদিকে তাঁর বুড়া বাপ, তাঁর নিকট এক পয়সা লন নাই, এমন কি, পিতাপুত্রের চিঠি পত্রও চলে না। তিনি পত্র লিখিলে বুড়া সে পত্র খোলেন না। তার অন্ন খাওয়া পাপের জন্য বৃদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এ সব কথা ভাবেন। কিন্তু আবার মনে হয়, ওকালতীতে বিস্তর আয়, এ কাজ কি ক'রে ছাড়া যায়। আর দু'চার বছর কাজ করে কিছু সংস্থান হ'লে তারপর যা হয়। হঠাৎ সংবাদ আসিল, পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বিগ্রহটী পৈতৃক জমীর সহিত বৃদ্ধ গুরুকে দিয়াছেন। পীড়ার সংবাদ পুত্রের নিকট পাঠান নাই; সুতরাং একেবারে মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পঁহুছিল। এদিকে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান ছিল না। নীলকান্ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন, গৃহিনী গর্ভবতী, যখন পূর্ণগর্ভা, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ আসিল। পিতৃশ্রাদ্ধ ধুমধাম করিয়া করিবেন, শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ড দিতে বসেন, এমন সময় তাঁহার গৃহিনী পুত্র প্রসব করিলেন। পিতার মৃত্যুর পাঁচদিন পরে মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছিল ভাবিয়াছিলেন, আর পাঁচ ছয়টা দিন কোনও রূপে কাটিয়া যাইবে। ইহার ভিতর প্রসব হইবে না। কিন্তু শুভ অশৌচ হইয়া শ্রাদ্ধে ব্যাঘাত হইল। শ্রাদ্ধে ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। মনে পড়িল, তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, "তোর অর্থ গ্রহণ করা দূরে থাক, তোর পিণ্ড গ্রহণ করিব না।" লোকে তাঁহাকে বারেন্দ্র গুয়োটা বলিত, তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। রেওত মাগী বলিয়া গিয়াছিল, "পুত্রের দোষে পিতাকে অকথ্য গালি খাইতে হয়।" পিতার আদর্শ, পুত্র গ্রহণ করে। পুত্রের চরিত্রের জন্য পিতার দায়িত্ব। তিনি অনেক ভাবিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধে একরূপ ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহার মনে দারুণ অশান্তি জন্মিল। তিনি ওকালতি ছাড়িয়া দিলেন। পিতার তেজস্বী চরিত্রের ছবি উজ্জ্বলরূপে তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। ভাবিলেন, আমি যে উকীল হইয়া জাল জুচ্চুরী করিয়াছি, তাহাতে ধার্ম্মিক পিতার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, এ সকলের প্রায়শ্চিত্ত কি? যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে এবং তাহাকে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক করিতে পারি, তাহা হইলে হয়তো আমার কতক প্রায়শ্চিত্ত হয়।

ওকালতি ত্যাগ করিয়া তিনি মাষ্টারি করিতে লাগিলেন, যে সকল সম্পত্তি করিয়াছিলেন, এমন কি, বাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হইল, সেই অর্থে যাহাকে যাহাকে ঠকাইয়াছেন মনে পড়িল, তাহা সমপরিমাণে সেই সকল ব্যক্তিকে মিনতি করিয়া দিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন। যেরূপ যত্ন, তাহার চরিত্রের প্রতিও সেইরূপ বিশেষ লক্ষ্য। কোনরূপে মিথ্যাকথা না শেখে, কোনরূপে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত মারিয়া নিষ্ঠুর না হয়, জুজু কুনো বুড়ো প্রভৃতি কেহ ভয় না দেখায়, লোককে যাতে সম্মান করিতে শেখে, সাবধানে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর ক্রমে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পাঠে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে থাকিল। এমন কি, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় সকলে পাইল। চরিত্রও অতি উন্নত, সুসাহসী, দয়াবান্। এই

সময়ে নীলকান্তের জীবনে একটী কঠোর সমস্যা উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার বড় ভাজকে ঠকাইবার নিমিত্ত নীলকান্ত বাবুর দ্বারা জাল উইল করাইয়াছিলেন। নীলকান্ত সেই উইলের সাক্ষী। কিন্তু সেই জাল উইল, প্রস্তুতের পূর্ব্বে তাঁহার মুমূর্ষু ভ্রাতা নরেন্দ্র বাবু, যাঁহার উইল বলিয়া সেই জাল উইল প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি কোনও এক ইংরাজ উকিলের দ্বারা উইল প্রস্তুত করান। তখন সে সাহেব বাগানে থাকে, বোটে করিয়া আফিসে আনাগোনা করে। হঠাৎ ঝড় ওঠায় বোট ডুবিয়া যায়। আসল উইল, সাহেবের এক ডিড্ বাক্‌সোয় ছিল, তাহাও ডুবিয়া যায়। সুতরাং সে উইল হওয়া না হওয়া সমান হইল। দেবর দেবেন্দ্র বাবু জাল উইলেরই প্রবেট লইলেন। ধনাঢ্য পরেশ বাবুর বাগান, গঙ্গার উপরেই ছিল। গঙ্গায় চড়া পড়ায়, সেই চরও বাবুর বাগানের সীমাভুক্ত হইল। চরে বালি কাটিতে কাটিতে একটী বাক্‌স পাওয়া গেল। এ সেই বাক্‌স, যাহাতে উইল ছিল। যেদিন বাক্সটি পাওয়া যায়, সেইদিন কোন কারণে, পরেশ বাবুর স্ত্রীকে কমিশনে একজামিন করিবার নিমিত্ত বড় বড় কাউন্সিলি উকিল তাঁহার বাগানে ছিল। কৌতূহলবশতঃ বাক্স তাঁহাদের সম্মুখেই ভঙ্গ করা হয়। পার্চ্চমেণ্ট কাগজে একখানি উইল পাওয়া গেল। মৃত নরেন্দ্র বাবু, পাছে তাঁহার ভাই দেবেন্দ্র কোনরূপ ফন্দীবাজী করিয়া তাঁহার উইল নামঞ্জুর করিয়া দেন, সেই নিমিত্ত এক কাউন্সিলির দ্বারা সেই উইল সংশোধিত করান। সেই কাউন্সিলিই সেইদিন বাগানে উপস্থিত। তাঁহারই সম্মুখে উইল পাওয়া গেল। পরেশ বাবু উইল হইয়াছে জানিতেন। নরেন্দ্র বাবু তাঁহার বন্ধু ছিল, তিনি স্বয়ং সেই উইলের সাক্ষী ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু, যিনি বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার সহিত ইঁহার মনান্তর। একদিন নাকি বেশ্যা লইয়া দাঙ্গা হওয়ায়, দেবেন্দ্র বাবু পরেশ বাবুকে চাবুকাইয়া দিয়াছিলেন। পরেশ বাবু ভাবিলেন, হয় তো এতদিনে দিন পাইয়াছি, এই উইল লইয়াই দেবেন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিব। প্রকৃত উইলের যে বড় ডাক্তার সাক্ষী, তিনিও জীবিত। উকিল সাহেবের দু'জন কেরাণী সাক্ষীও জীবিত। উইল করার পর যে সকল বড় বড় ডাক্তার দেখিতেন, তাঁহারাও জীবিত। একজন না একজন ডাক্তার সে সময়ে বাড়ীতে দিন রাতই থাকিত। তাহারা দেখিয়াছিল, উইল করার পরদিন হইতে নরেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞা ছিল না, ও তিনদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। পুনর্ব্বার উইল করা অসম্ভব। পরেশ বাবু এই সকল সংবাদ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। ভাল উকিলের দ্বারা জানিলেন, মকদ্দমা চলিতে পারে। ভাজ ঠাকরুণ দেবেন্দ্রের তাড়নায় ভিন্ন বাড়ীতে আছেন, তিনি পরেশ বাবুর অর্থ-সাহায্যের ভরসা পাইয়া মকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নীলকান্ত বাবুর সাক্ষীর উপর মোকদ্দমা বিশেষ নির্ভর। নীলকান্ত বাবুও পাকা করিয়া উইল করিয়াছেন, ইংরাজ ডাক্তারও তাহার সাক্ষী আছে, কিন্তু সে ডাক্তার মৃত বা কলিকাতায় নাই। তাহার উপর সেই জাল উইল ত্রয়োদশ বৎসর মাতব্বর হইয়া আছে। হঠাৎ তাহা টলাইয়া দেবার যো নাই। ভাজ ঠাকরুণও সাদাসিদে অলবড়ুড়ে ছিলেন, লজ্জা সরম কম ছিল, দেবেন বাবুর মোসাহেবরা তাঁর চরিত্রদোষ রটনা করিত। নিন্দাপ্রিয় লোকেরাও কতক বিশ্বাস করিত। জাল উইলে সেই চরিত্রদোষের কথা স্পষ্টরূপে আছে। এতদিন পরে আসল উইল সাব্যস্ত করা নিতান্ত সহজ নয়। তবে একবার কপাল ঠুকিয়া দেখা যাক বলিয়া এই মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে।

নীলকান্ত বাবু বিষম সমস্যায় পড়িলেন। মিথ্যা কথা কহিবেন না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে দ্বীপান্তর যাইতে হয়। তিনি দ্বীপান্তরিত হইবার ভয় ও দেবেন্দ্র বাবুর লক্ষ টাকা প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া স্থির করিলেন—সত্য কথাই বলিব। কিন্তু এই নিদারুণ দুশ্চিন্তায়

তাঁহার সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হয়। পীড়ত অবস্থায়ও সাক্ষী দিতে গেলেন। সত্য কথা বলিলেন। তাঁহার সংশোধিত চরিত্র সম্বন্ধে ভাজ ঠাকরুণের কাউন্সিলি এরূপভাবে জজের নিকট বলিলেন এবং সকলেই তাঁর সত্যানুরাগে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে জালের অভিযোগ রহিল না। জজ সাহেবও নীলকান্ত বাবুর চরিত্রের এই পরিবর্ত্তন পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শয্যাগত হইলেন। ক্রমে পীড়া সঙ্কট হইয়া উঠিল, জীবনের আশা রহিল না। এক একবার আবল্যের মত হইত, আর বলিতেন, "বাবা, এখনও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?" একদিন প্রাতে দেখা গেল, তাঁর বদন হর্ষোৎফুল্ল—বন্ধুবান্ধবের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। আশাপ্রদ কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। তিনি কেবল একটু মৃদু হাস্য করিলেন। ডাক্তার বন্ধুবান্ধব সকলে চলিয়া গেল, গৃহিণীকেও স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন। পুত্রকে ডাকিলেন, বলিলেন, বাবা বিজয়, তোমার বয়স বারো বৎসর মাত্র, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার ন্যায় বালককে কেহ বলে না, কিন্তু তুমি এই বালক বয়সে তাহা শুনিবার যোগ্য। আমার কিছুই সংস্থান নাই। তোমার জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিব না। তবে আমার এক ভরসা, তোমায় এক অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছি,—ধর্ম্মানুরাগ; তুমি ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবলে সংসারযাত্রা তোমার সহজেই নিষ্পন্ন হইবে। ধর্ম্মের উপর ভরসা রাখিও। তোমার প্রতি গুরুতর ভার অর্পিত। তোমার গর্ভধারিণীর কেহই নাই, সে ভার তোমাকেই বহন করিতে হইবে, কিন্তু ভীত হইও না, ধর্ম্মচ্যুত হইও না, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবে।" বালক অবিরল ধারায় রোদন করিতেছিল। মুমূর্ষু বলিল—"রোদন সংবরণ করো, আমার জীবনবৃত্তান্ত শোন।" আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। বলিলেন, "শুনিয়া থাকিবে, আমি এক একবার বলিতাম, 'বাবা, এখনো কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?' আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আজ প্রাতে পিতা আমার নিকট আসিয়াছিলেন, বিস্মিত হইও না—সত্য। আজ আমায় মার্জ্জনা করিয়াছেন, তোমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাঁর আশীর্ব্বাদে তুমি নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিবে।" নীলকান্তের মৃত্যু হইল। লোকে দেখিল, যেন সুখনিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে।

সৎকার করিয়া বিজয় ঘরে আসিল, কিন্তু পিতৃসম্পত্তি কিছু না থাকাতেও তাহার কোন অভাব রহিল না। নীলকান্ত সত্য সাক্ষ্য দেওয়ায় সকলের মনে বিস্ময় জন্মিয়াছিল, সকলেই তাঁর চরিত্রের শত ধন্যবাদ দিয়াছিল। যে বিধবা যথার্থ উইল বলে সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন, তিনি বিজয়ের একরূপ অভিভাবিকা মাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিজয় কালে একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইল, অতি কর্ম্মক্ষম বলিয়া লোকে জানিল, তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন,—"ধর্ম্মবল অপেক্ষা বল নাই।"

টাকের ঔষধ।

—০০—

ভুবনমোহনের পিতা মৃত্যুর সময় তাঁহার প্রতিবাসী ধনাঢ্য বন্ধু ধর্ম্মদাস বাবুকে তাঁহার সামান্য সম্পত্তির এক্‌জিকিউটার করিয়া যান। ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীর নিকটেই ভুবনের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে কিঞ্চিৎ জমিও ধর্ম্মদাস বাবুর রেওতি জমির সংলগ্ন ছিল। ভুবনের বাপ কিছু কোম্পানির কাগজ রাখিয়াও যান, এই সম্পত্তির আয়ে ভুবন দুঃখে-সুখে মানুষ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিল। ভুবনের বাপের মৃত্যুর পরই কে এক ব্যক্তি, এক্‌জিকিউটার ধর্ম্মদাস বাবুর নামে উকীলের চিঠি দিল, যে ভুবনের বাপ তাহার দশ হাজার টাকা ধারে। উকীলের চিঠি পাইয়া ধর্ম্মদাস বাবু ক্রোধে অধীর, তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"আমি জীবিত থাকিতে নাবালকের বিষয় ফাঁকি দিয়া লইবে, তাহা কদাচ হইবে না।" মকর্দ্দমা বাধিল; তিন চারি বৎসর মকর্দ্দমার পর হাইকোর্টে প্রমাণ হইল যে, ভুবনের বাপের দেনা নয়। মকর্দ্দমা জিত হইল বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি নালিশ করিয়াছিল, সে নিঃস্ব, তাহার নিকট খরচা আদায় হইল না। এ দিকে মকর্দ্দমা খরচায় ভুবনের বাপের কোম্পানির কাগজ গেল। বাড়ী ও বাড়ীর নিকটস্থ জমি উকিলের খরচায় বিকাইল। বাড়ী ও জমি ধর্ম্মদাস বাবু কিনিয়া রাখিলেন; কেননা ভুবনের পৈত্রিক সম্পত্তি ভুবন মানুষ হইয়া যগুপি, যে টাকায় ধর্ম্মদাস বাবু কিনিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু করিয়া শোধ করিতে পারে. এমন কি দুই পাঁচশো টাকা ছাড়িয়া দিয়া ভুবনকে সে সম্পত্তি পুনরর্পণ করিবেন। ভুবন ধর্ম্মদাস বাবুর আশ্রয়েই রহিলেন। বন্ধুর পুত্র কোথায় যাইবে, ধর্ম্মদাস বাবুই মানুষ করিবেন। কিন্তু ভুবন মানুষ হইবার ছেলে নয়। ধর্ম্মদাস বাবু অল্পদিনেই তাহা বুঝিলেন। ভুবনের লেখাপড়া হইবে না, তবে আর মিছা স্কুলের মাহিয়ানা দিয়া ফল কি? কাছে রাখিয়াই কাজকর্ম্ম শিখাইবেন। একে তো বয়াটে ছেলে, তাহার উপর পাছে বয়িয়া যায়, এ নিমিত্ত ভাল কাপড় চোপড় দিতেন না; সদাসর্ব্বদা দাবে রাখিতেন; চাকর-বাকরের সহিত এটা সেটা ফরমাস খাটাইয়া পরীক্ষা করিতেন, যদি কোনও রূপে কাজ শিখে; এইরূপে ছয় বৎসর কাটিল। ভুবনের বয়স এখন বৎসর ষোল। ভুবন অতি সুশ্রী। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রতি পূজায় তাঁহার বাটীতে থিয়েটার দিতেন; সেই থিয়েটার তিনিই বসাইতেন, ভুবনকে সুশ্রী দেখিয়া তাঁহার দলে নিলেন। ভুবন থিয়েটারের কার্য্য শীঘ্রই শিখিল। ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ী ছাড়িয়া সেই থিয়েটারের কর্ত্তার বাড়ীতে রহিল। ধর্ম্মদাস বাবু খুব রাগিলেন; কিন্তু ভুবনের থিয়েটারের মুনিব বাবুও তো যে সে লোক নয়, ধর্ম্মদাস বাবু গায়ের রাগ গায়েতেই সহ্য করিলেন। ভুবন থিয়েটারের অভিনেতৃগণকে সাজাইতে বিশেষ পটু হইল। এরূপ সাজাইত, যে যাহাকে সাজাইত, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিত না। ভুবন ক্রমে একজন নিপুণ বহুরূপী হইল। সুন্দর পরচুল তৈয়ারী করিতে পারিত। এখন ভুবন থিয়েটারের কাজের লোক।

ক্রমে ভুবন একটী সাধারণ রঙ্গালয়ের সাজঘরের কাজ পাইল। ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীর মেয়েদের থিয়েটার দেখিবার বড়ই সখ, থিয়েটার দেখাইতে অনেক টাকা ব্যয় হয়। এক-

দিন ধর্ম্মদাস বাবু ভুবনকে দেখিয়া তাহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তুই থিয়েটারে থাকৃতে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে, মেয়েদের থিয়েটার দেখাতে হয়! আহা, তোর বাপের সঙ্গে আমার কত বন্ধুতা ছিল! তা দু' একখানা পাশ টাস্ এনে দিতে পারিস্ নে?" ইহাতে ভুবন অতি সহজেই সম্মত হইল। হামেসা পাশ আনিয়া দেয়। ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীতে ভুবনের যাতায়াত চলিল। ধর্ম্মদাস বাবুর শরীরে তো রাগ স্থায়ী হয় না, ভুবনকে আবার আদর করেন। এইরূপে কিছুদিন যায়। দিন কতক ভুবন আর আসে না। ভুবনের থিয়েটারে নূতন বহি হইয়াছে —বড় জাঁকের। ভুবনের খোঁজ পড়িল; দুই চারিদিন ডাকাডাকির পর ভুবন আসিল; ধর্ম্মদাস বাবু আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেনরে ভুবন, আসিস্ নি কেন?

ভুবন। আজ্ঞে মনে বড় দুঃখ হয়েছে।

ধর্ম্মদাস। কেনরে?

ভুবন বলিল—"আজ্ঞে আমার মাথায় টাক পড়ছে, আমায় থিয়েটার ছাড়তে হবে, সকলে আমায় ঠাট্টা করে।" ভুবনের মাথায় চাদর বাঁধা ছিল; চাদর খোলায় ধর্ম্মদাস বাবু দেখিলেন, যে সত্যই ভুবনের মাথার সুন্দর চুলগুলি উঠিয়া গিয়াছে; চারিধারে চুল আছে, আর সমস্ত মাথায়ই টাক। ধর্ম্মদাস বাবু অনেক সান্ত্বনা বাক্য দিলেন—"বেটাছেলে—দোষ কি।" কিন্তু ভুবনের মন সান্ত্বনা মানিল না। সে বলিল—"দেশে থাকিব না, বিবাগী হয়ে চলিয়া যাইব।" আভাসে বলিল, থিয়েটারে গিয়ে :বয়াটে হইয়াছে কি না, যে অভিনেত্রীরা আদর করিত, তাহারা ঘৃণা করে; মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া যাইবে। তাহার পর দুই-তিন মাস আর ভুবনের সাক্ষাৎ নাই। ধর্ম্মদাস বাবু সন্ধান লইলেন, ভুবন আর থিয়েটারেও যায় না। একদিন ভুবন আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত। ভুবনের আমোদ ধরে না। নমস্কার করিয়া বলিলেন—"মহাশয় প্রতিশ্রুত আছেন যে, আমার পৈত্রিক বাড়ীও জমি যাহা কিনিয়াছেন, তাহা আমি টাকা দিতে পারিলে পুনরর্পণ করিবেন! অবশ্যই পঞ্চাশ যাইট হাজার টাকা খরচ করেছেন, আমি সে সমস্ত টাকা মায় সুদ আপনাকে দিতেছি, আপনি আমাকে আমার সম্পত্তি দিন।" ধর্ম্মদাস বাবু অবাক্, দুই তিন মাসের মধ্যে এত টাকা কোথায় পাইল! জিজ্ঞাসা করিলেন—"এতটাকা কিরূপে রোজগার করিলি?" ভুবন উত্তর করিল—"রোজগার করি নাই, করিব।" ধর্ম্মদাস বাবু ভাবিলেন, ছোঁড়া পাগল হইয়াছে। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে রোজগার করিবি?" ভুবন অদ্ভুত গল্প বলিল—"মহাশয় জানেন, আমি মনের দুঃখে নানা কারণে দেশ ছাড়িয়া যাই। নানা স্থান ভ্রমণ করি; সকলেই টাকের উপর দৃষ্টি করে, ঘৃণায় ভাবিলাম, এ প্রাণ রাখিব না। আমি জলে ঝাঁপ দিব ভাবিতেছি, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া, আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"আরে মূর্খ,তুই কি নিমিত্ত মরিতে যাইতেছিস্? আমি তোরে ঔষধ শিখাইয়া দিতেছি, এক পক্ষের মধ্যে তোর মস্তকের কেশ যেরূপ ছিল,সেইরূপ হইবে। আর সে ঔষধ বেচিয়া তুই ধন কুবের হইবি।" ধর্ম্মদাস বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—সে ঔষধটা কি?" ভুবন পকেট হইতে এক-শিশি তৈল বাহির করিয়া বলিল—"আজ্ঞে,এই তেল।" ধর্ম্মদাস বাবু বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন,—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই টাকা দিতে পারিস, আমি তোর সম্পত্তি ফিরিয়া দিব।" ভুবন জিজ্ঞাসা করিল—"কত টাকা?" ধর্ম্মদাস বাবু বলিলেন—'লাখ টাকা।' মহা আনন্দে ভুবন চলিয়া গেল।

ইহার দুই মাস পরে ভুবন ধর্ম্মদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সবিস্ময়ে ধর্ম্মদাস বাবু দেখিলেন, ভুবনের মস্তকের কেশ পূর্ব্ববৎ হইহইয়াছে! হাতে কতকগুলি কাগজ, আহ্লাদের সহিত ভুবন দেখাইতেছে,—জার্ম্মাণী হইতে চিঠি আসিয়াছে, আমেরিকা হইতে চিঠি আসিয়াছে, ফ্রান্স হইতে চিঠি আসিয়াছে, তেলের মসলা বলিয়া দিলে ভুবনকে কেহ দুই লাখ,

কেহ তিন লাখ টাকা দিতে প্রস্তুত। ধর্ম্মদাস বাবু অবাক্! জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত টাকা দিয়া তাহারা মসলা জানিতে চায় কেন?" ভুবন বলিল—"আরে মশায়, ক্রোর ক্রোর টাকা রোজগার করিবে! আমি কারুকে দিতাম না আপনি বেচ্‌বো মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু পৈতৃক বাড়ীর আমার বড় লোভ। আমি শীঘ্র যাহাতে মহাশয়কে টাকা দিয়া আমার বাড়ী লইতে পারি, সেই জন্য আমি, যে বেশী টাকা দিবে তাকে তেলের মসলা বলিয়া দিব।" ধর্ম্মদাস বাবু আশীর্ব্বাদের ছলে ভুবনের মাথায় হাত দিয়া চুল টানিয়া দেখিলেন, পরচুলা নয়। বলিলেন—"চিঠিপত্রগুলো আমার দিয়ে যা, আমি দেখিব,ছেলে মানুষ—না ঠকিস্!" ভুবন চিঠিপত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। তিন চারি দিন পরে আবার ধর্ম্মদাস বাবু টেলিগ্রাফ করিয়া জানিয়াছেন; একখানি চিঠিও জাল নয়। ধর্ম্মদাস বাবুর বড়ই লোভ হইল। ভুবনের নিকট মসলা জানিতে পারিলে তিনিই তো রোজগার করিতে পারেন। ভুবনকে বলিলেন,—"আর অন্যকে কেন বেচ্‌বে, আমাকেই বোলে দে না!" ভুবন কুণ্ঠিত হইল। ধর্ম্মদাস বাবু বলিলেন—"শোন্ না শোন্ না, আমি বাড়ী, তোর বিষয় সম্পত্তি, সব ছেড়ে দিচ্ছি।" ভুবন বলিল—"মহাশয় সে যো নাই!"

ধর্ম্ম। কেন, কেন, কি হয়েছে?

ভুবন। সে সব থাক মহাশয়, আপনি শুনে দুঃখিত হবেন!

ধর্ম্ম। বল্, বল্, কি বল?

ভুবন। সন্ন্যাসী মানা করে দিয়েছে, যে কদাচ ধর্ম্মদাস বাবুকে বেচো না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেন'? সে বল্লে কি জানেন মশায়, আপনি এক জনকে দিয়ে মিছে নালিশ করে আমাদের বিষয় বেচে নিয়েছেন! আমি বল্লুম,—'সন্ন্যাসী ঠাকুর, কখনো না, আমার অসহায় বাল্যকালে তিনি অন্ন দিয়া আমার প্রতিপালন করিয়াছেন! ধর্ম্মদাস বাবু তো—ধর্ম্মদাস বাবু!' তাহাতে সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—আচ্ছা তুই পরীক্ষা কর, ধর্ম্মদাস বাবু যদি তোর সমস্ত সম্পত্তি তোরে ফিরিয়ে দিয়ে লিখে দেন—যে আমি একজিকিউটার ছিলাম; ভুবন বয়াটে হয়ে যায়, তাই এত-দিন বিষয় দিই নাই, এখন মানুষ মুনুষ হয়ে এসেছে, আমি তার সম্পত্তি তাকে প্রত্যার্পণ করলুম। যদি সত্যই ধর্ম্মদাস বাবু—ধর্ম্মদাস বাবু হন, এই যদি তোমায় লিখে দেন, তা হলে তুমি তারে দিও।' আমি তর্ক করিলাম—মশায়! তিনি ৫০।৬০ হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী ঘরদোর করেছেন, এমন অন্যায় কথা বল্‌লে হবে কেন?' এই না মশায়, সন্ন্যাসী চক্ষু দুটো লাল করে—আমি ভাবলুম বুঝি আমায় ভস্ম করবে,—বল্লে, এ না করলে যদি তুই ধর্ম্মদাসকে তেলের মসলা বলিস, মুখে রক্ত উঠে মরবি! দিন মশায়, কাগজপত্র দিন। আর ত বেশী দর পাচ্ছি না, ঐ তিন লাখ টাকাতেই বেচি।

এ কথা শুনিয়া ধর্ম্মদাস বাবু একটু চিন্তান্বিত হইলেন। সেই সময় একজন ধনাঢ্য বিধবা, ধর্ম্মদাস বাবুকে তাহার সম্পত্তি তদারক করিবার ভার দিতে চায়, কিন্তু নানা লোকে নানা ভাংচি দেয়; বিশেষ ভুবনের সম্পত্তি লওয়ায় পাড়ায় তাঁহার বিশেষ নিন্দা রটিয়াছে। ভুবনের সম্পত্তি যদি এরূপে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে লোকের নিন্দা আর বিধবা মানিবে না। আর কেশের তৈল লইয়া তো তিনি অপর্য্যাপ্ত রোজগার করিবেন। ধর্ম্মদাস বাবু বলিলেন—"আচ্ছা সন্ন্যাসী যেরূপ বলে আমি সেইরূপই করিব, তাহা হইলে আমায় দিবি?"

ভুবন। মশায়, আর লাখ খানেক টাকা দিতে হবে।

ধর্ম্ম। না না, অত নয়, তোরে হাজার পঞ্চাশেক দেবো।

ভুবন। মশায় প্রতিপালক, আপনার অনুরোধ কিরূপে ছাড়াব, তাই করবেন।

ধর্ম্ম। তবে আমি উকীল এনে লেখা পড়া করি?

ভুবন। তা করুন।

ধর্ম্ম। কিন্তু দেখ, আমি যে তেলের মসলা জেনে নিয়ে তোর বিষয় ফিরিয়ে দিয়েছি, একথা কারুকে বলতে পারবি নি।

ভুবন। আপনি যদি মানা করেন, আমি কেমন করে বলবো!

ধর্ম্ম। দেখিস, খবরদার!

ভুবন দিব্য করিয়া স্বীকার পাইল, সে কাহাকেও বলিবে না। "আর—তৈলের কথা কন্য কেহ জানেও না। কাকেই বা বল্‌বো, কে অত দর দিয়া নেবে। আপনি মুরুব্বি, আপনাকে এসেই বলেছি। ভালমন্দ কি কর্‌বো না কর্‌বো, সে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে, আর কার সঙ্গে করবো বলুন?

ধর্ম্ম। বেশ বেশ, তা হলে আমি লেখা-পড়া সব ঠিক করি?

ভুবন। যে আজ্ঞে।

দুইদিন পরে ধর্ম্মদাস বাবু ভুবনকে ডাকাইলেন, ভুবনও তাঁর এক বাল্যবন্ধু এটর্নীকে সঙ্গে করিয়া আসিল। লেখাপড়া সব ঠিক, ভুবন দলিল পাইল, রেজেষ্টারী করা দলিল ভুবনের এটর্নী লইয়া যাইল। অন্দরের এক নিরিবিলি ঘরে ভুবন তৈল তৈয়ারী করিল। ধর্ম্মদাস বাবু, কিরূপ তৈল তৈয়ারী করিতে হয়, শিখিলেন। শুঁকিয়া দেখিলেন, ভুবনের হাতে যে তেলের শিশি দেখিয়াছিলেন, সে তৈলেরও যেরূপ গন্ধ, ইহারও সেইরূপ। মাল-মসলাও শিখিয়াছেন। ভুবন চলিয়া গেল। ধর্ম্মদাস বাবুও তেলের শিশি লইয়া গাড়ীতে বাহির হইলেন।

চারি পাঁচদিন পরে, একদিন, ভুবন, ধর্ম্মদাস বাবুর অবিদ্যার বাড়ী গিয়া উপস্থিত। সেখানে সেই মাগী ধর্ম্মদাসকে আগাগোড়া ঝাঁটাপেটা করিতেছে। ধর্ম্মদাস বাবু তেল মাখিয়া, সিঁথের কাছে একটু টাক পড়িয়াছিল—তাতে চুল হওয়া দূরে থাক্‌, যে চুল ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এই নিমিত্তই ধর্ম্মদাস বাবুর শাসন হইতেছিল। ভুবন যাইয়া বলিল—"মশায় সে সন্ন্যাসী বেটা বড় পাজী, এই দেখুন—আমার মাথায় আবার পূর্ব্ববৎ টাক পড়িয়া গিয়াছে! ক্রোধে ধর্ম্মদাস বাবু ভুবনকে ধরিতে গেলেন; ভুবনের মাথায় হাত দেওয়ায় একটা টাকের পরচুলা, ধর্ম্মদাস বাবুর হাতে আসিল। ভুবনের মাথায় যেমন চুল তেমনি। ভুবন আর দুইটা পরচুলা দিল একটির উপর যেন টাকের উপর ছোট ছোট চুল; আর এক-টিতে তাহা অপেক্ষা বড় চুল। ভুবন বলিল "মহাশয়, মাথায় এই তিন তিন খানা ছাল উঠে পূর্ব্ববৎ প্রায় হইয়াছে! এ কেশ তৈলের মসলা, যাহা আপনি আমার নিকট শিখিয়া-ছেন, সে কথা আমি কাহাকেও বলিব না,—একথা আপনাকে আমি আবার দিব্য করিয়া বলিতেছি।" এই বলিয়া ভুবন হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। শুনা যায়, কোনও অজানিত কারণে, বিধবাও তাঁহার সম্পত্তি তদারকের ভার ধর্ম্মদাস বাবুকে দেন নাই।

বাল বিধবা

শিখেছিস ঝুম্‌কো লতা,
তপন-তাপে শুকিয়ে যেতে,
শুকাতে জানিনে সই,
তাপে জ্বলি দিনে রেতে।
শুনলো চাঁপার কলি,
নে না কেন আমার বরণ,
কাঁচা সোণার মত হবি,
খুলবে বরণ খেল্‌বে কিরণ।
আঙ্‌রাকে সাধি কত,
দেয় যদি তার বরণ কালো,
পুড়ে পুড়ে হইনি আঙ্গার,
আঙ্‌রা হ'লে ছিল ভালো।
নলিনী নয়ন খুলে,
চেয়ে থাকে রবির পানে,
কার পানে চায় নয়ন আমার,
আমার রবি অস্ত জানে।
উঠলো কত মেঘের মালা,
রইলো না আর গেল ঝ'রে,
বার'মাস ঘোর বরিষা,
কেশ র'য়েছে আঁধার ক'রে।
বসন্তে ডাকে কোকিল,
তারপরে তার গলা ধরে,
আমার আর নাই বসন্ত,
স্বর কেন গেল না হরে।
ব'য়ে যায় উজানে বান,
থাকে না আর খানিক পরে,
তরঙ্গ অঙ্গে আমার,
সমান চলে উজান ভরে।
দিনে দিনে চাঁদ ক্ষয়ে যায়,
শেখনা বদন চাঁদের কাছে,
গোলাপে রাগ থাকে না,
অধর-রাগ তো সমান আছে।
র'য়েছে দশন-পাঁতি,
কুন্দ প'ড়ে থাকে কত,
এ কেমন কি হ'লো ছাই,
কমল-কলি হয় তো নত।
শোন্‌ লতা দুখের কথা,
র'য়েছিস্‌ তুই তমাল বেড়ে,
গেছে তমাল ঝড়ে প'ড়ে,
ধরায় লোটাই তারে ছেড়ে।
যুঁই কি বেলার দু'দিন খেলা,
মকরন্দ যায় তো ছুটে,
সেফালি ঝ'রে পড়ে,
দেখেছি সকালে উঠে,—
সৌরভে যার গরব আমার,
সে গরব তো গেছে ঘুচে,
সবাই মিলে দে না ব'লে,
সুরভি যায় কিসে মুছে?
দেখি যখন জ্বলছে চিতা,
ভাবি আমার শয্যা পাতা,
শুইনি তাতে, কি জানি তায়
পাব কিনা জানি না তা।
আশ্বাসে মধুর ভাষে,
মিত্যা কত বলে আশা,—
"গেলে কই কে আর ফেরে?"
তবু প্রাণে আশার বাসা।
উন্মাদিনী ভাবি মনে,
স্বপ্নে যদি আনে ফিরে,
রাত কাটে হায়, দেখিনে তায়,
বুক ভেসে যায় নয়ন-নীরে।
পুড়ে পুড়ে কঠিন হ'লো,
গল্‌লো না কায় মাটীর ব'লে,
এ তাপে গ'লতো লোহা,
গ'লে যেত পাষাণ হ'লে।
বিধবার কে আছে আর,
আপনার শুধু আছে মরণ,
সেও দেখি পর হ'য়েছে,
দিন গেল কই ক'রলে স্মরণ।

প্রেমের জ্বালা

বলি ওলো নবীন কলি,
তোর প্রাণে ভাই সয়তো এত,
ফুলে ফুলে বেড়ায় অলি,
অলির ছলা বুঝিস্‌নে তো!
অন্য ফুলে পিয়ে মধু,
গুন্ গুনিয়ে আসে যখন,
কে জানে তুইলো কেমন,
সোহাগ ক'রে হাসিস্ তখন।
ভাবি মনে শিখি মেনে,
তোর কাছে তায় ক'র্‌তে যতন,
কাছে এলে আগুন জ্বলে,
অম্‌নি ভেসে যায়লো নয়ন।
সয় কত তোর কোমল প্রাণে,
যাস্‌নে জ'রে রিশের বিষে,
ফেলে তোরে সে চায় পরে,
দেখে শুনে ভুলিস্ কিসে?
কোথায় পেলি ভালবাসা.
থাকিস্ ভাল ভালবেসে,
সয় যদি তোর বুকে এত,
ঝরিস্ কেন শুকিয়ে শেষে?
বলে বলুক মুখের কথা,
প্রতিদান সে চায় না প্রেমে,
লুকিয়ে রেখে আগুন বুকে,
তোর মত সে শুকায় ক্রমে।
সয় ব'লে সই সয়লো কত,
সইতে কি হ'য়েছি নারী,
ছি ছি ছি ধিক্ জীবনে,
জীবনের সার নয়ন-বারি!
অনল-তাপে গলে শিলা,
গলে না তো নারীর কান্না.
মজে তবু ভালবাসে,
নারীর প্রাণে নাইকো হায়া!

মেঘনাদ-বধ গীতিকা।

প্রস্তাবনা।

যদি ধন প্রয়োজন না হইত কদাচন,
রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন?
বিমল কবিত্ব আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ কেমন!
আসি এই রঙ্গস্থলে, কত লোকে কত বলে,
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন;
কাব্যে যার অধিকার, দাস তার তিরস্কার,
অকপটে কহে, করে মস্তকে ধারণ।
সুধীজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
তিরস্কার তাঁর—দোষ বারণ কারণ;
'এন্‌কোর' 'ক্ল্যাপে' যার, আছে মাত্র অধিকার
তাঁর (ও) আজি করি আমি চরণবন্দন!
সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনা নৃত্য,
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন;
রুণুঝুণু নাহি আর, কঙ্কনের ঝনৎকার
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনিপতন।
গভীর তুলিয়া তান, মধুর মধুর গান,
গদ্য-পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু;
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায় যতি বিভাগের হেতু।
হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবনসঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে যতিরে বলিদান
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন।
যাঁর মনে উঠে যাহা. তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যা কার্য্য আমি করিব এখন॥

প্রমীলা।—

সাহানা মিশ্র—যৎ।

মাধুরী স্বভাবে কিবা বিহরিছে মনে।
তব সহবাসে নাথ জানিব কেমনে॥
কোকিল তুলিছে তান, কিবা প্রাণ করে গান,
মোহিত হৃদি-বাদনে॥
পরিয়ে কুসুম গাঁথা ধীর বায় নাচে লতা,
কিবা প্রাণ প্রণয়-পবনে॥

মদন ও রতি।—

বেহাগ-খাম্বাজ—ত্রিতালী।

জয় রাজরাজেশ্বরী, শিবে শুভঙ্করী,
জয় ভুবনেশ্বরী পদ্মাসনা।
জয় ভয়বারিণী, শশাঙ্ক-ধারিণী,
তারিণী জয় হর-বরাঙ্গনা॥
হর উরুবাসিনী, সুর-অরি নাশিনী,
দামিনী-হাসিনী দিগঙ্গনা।
তরুণ-অরুণ জিনি, চরণ নলিন ভাতি,—
দেহি দীন হীনে কৃপাকণা॥

মায়া কন্যাগণের ছলনা।—

খাম্বাজ—ত্রিতালী।

কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে?
না জানি কে অভাগিনী কাঁদে তোমা বিহনে॥
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গেতে ফুলধনু,
কটাক্ষে কুসুম শরে, কেবা স্থির ভুবনে!
অধরে সুধার রাশি রেখেছে কে গোপনে?
অমর-নগরবাসী, তব প্রেম-অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধ'রে ল'য়ে যাই যতনে।
নন্দনকানন মাঝে সুরগণ সদনে॥

রাক্ষস সৈন্যগণ?—

সারঙ্গ মিশ্র—ঝাঁপতালা।

অগ্রসর অগ্রসর, ডাকে শুন ভেরীবর,
ভীমরবে চরাচর কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে।
বাজে ভেরী ঘোর রবে, কে অলসে বাসে রবে,
কে আহবে পরাভবে, রণমত্ত রক্ষগণে॥
কর্ব্বূর-গৌরব হ্রাস, কে করে জীবন আশ,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস পড়েছে অন্যায় রণে।
গরজে সম্মুখ-অরি, চল রণে তারে স্মরি,
বৈরী-গর্ব্ব খর্ব্ব করি, নহে ত্যজি এ জীবনে॥

স্বর্গে দেববালাগণ।—

ভীমপলশ্রী—দাদরা।

শাণিত কিরণরাশি হাসি খেলে।
পরিমল বিমল ফুল-আঁখি খোলে॥
প্রেমিক প্রাণ, প্রেমে সুধা ঢালে,
প্রেমিক প্রাণ দোলে লহরমালে
নয়নে নয়নে কথা, মিলনবিহীন ব্যাথা,
মোহন বদন মন নাহি হেলে॥ ৫৮৩॥

রক্ষ ও রক্ষ—নারীগণ।—

হরশৃঙ্গার মিশ্র—একতালা।

পুরুষ।—

ঘুচিল অরির শঙ্কা, শূন্যময় স্বর্ণ-লঙ্কা,
আর কার মুখ চেয়ে, রণে রক্ষঃ যাবে ধেয়ে,
কাঁদ লঙ্কা কাঁদরে বিষাদে।

স্ত্রী।—

মরি অকলঙ্ক-চাঁদ, অস্তাচলে মেঘনাদ,
বিধাতা সাধিল বাদ, সুখ-সাধ অবসাদ,
উঠরে বিলাপ-ধ্বনি গগনের ছাদে॥ ৫৮৪॥

সীতারাম গীতিকা।

মিশ্র ঠাকুর।—

বাঙ্গালি—কার্‌ফা।

মেরে রামা হো—মেরে রামা হো!
বিভীষণ! চিত বাঁধ রহো।
রাক্‌সাসা তু, নাহো কুলিন্ মে,
কপি হীনমতি বন্‌মে ঘুমে,
রাম কহো ভাই. রাম কহো।
আবি বীর ভয়া, গির-শির ফাড়ে,
আকুল সাগর কুঁদ পড়ে,
কৃপাসিন্ধু, ভাই, রাম ধিও ভাই রাম ধিও॥

———

শ্রী ও চন্দ্রচূড়।—

সিন্ধু মিশ্র—একতালা।

ভীমা রণ-রঙ্গিনী মা।
মুক্তকেশী ষোড়শী উমা, হর-রঙ্গিনী শ্যামা॥
দৈত্যদলনা নগনা. হুঙ্কার ঘোর আঁধার দিশা,
ঘোর নিশারূপিনী বামা নিরুপমা।
সুভাষিণী, সুহাসিনী, শিব-সঙ্গিনী,—
শিবে ভক্তোন্মাদিনী মনোরমা॥

———

শ্রী।—

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

তারে ছেড়ে এসেছি।
সুখ-সাধে কেন সাধে জলাঞ্জলি দিয়েছি॥
না হেরে তাহারে ব্যাকুল মন,
না জানি প্রাণ মম কঠিন কেমন!
এ জীবনে সার বিরহ-দহন,—
সহে কেহে এমন আরো—যত সহেছি॥

———

চাঁদশাহ ফকির—

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরী।

মগন রহো মেরা ভাই।
মাল খাজানা দুনিয়াদারি
কাম কেয়া ভাই রহো মুল্লাই॥

ফরাক্ তুঁনে, তুঁহু আলোক নিরঞ্জন,
আপনা বেগানা, নেহি দোস্ত দুষমন,
হোই ইসাদি, বাদী-ফৈরাদি নেহি—
কোন্‌তু তু আপন বাতাই॥

———

জয়ন্তী।—

ভৈরবী—তেওরা।

উদার অম্বর, শূন্য সাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা-চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূন্যে ফোটে অভিমান॥
অহম্ অহম্ ইতি শূন্যে বিভাসিত,
শূন্যে বিকসিত মনোবুদ্ধিচিত,
মদ-মাৎসর্য্য, ভোক্তা-ভোজ্য, শূন্য সকলি এ ভান॥

———

উড়েনীগণ।—

ঝিঁঝিট মিশ্র—খেমটা।

আরে কেমতি এমতি কৌচি কঢ়াই।
ছোড়িদে দোধি বেচিবাকু যাই॥
দোধি টিকা তু নেই নে, মোতে ছোড়ি দে,
দোধিকো পাই, অঞ্চড় ধরুচি কায়?
তু এমতি সেমতি নহু বধাই॥

———

জয়ন্তী।—

সুরাট মিশ্র—পটতাল।

বনরাজী নীল সুনীল অম্বর,
নীল নীলাচল নীলজলধর,
নীল কলেবর জগন্নাথ জন-জীবন যদুপতি জনার্দ্দন
রাধা-রঞ্জন রাস-রসিকবর, রমানাথ হৃদি-রমণ হে
বিশ্বরূপ বিশ্ব-স্বরূপ সুন্দর,
কুঞ্জবনবিহারী কামিনী মনোহর,
জগদীশ্বর, মুরলীধর—
স্মর-সন্মোহন, পাবন পরমাত্মন্,
বিপিন-বিমোহন গোপীকা-ভূষণ,
প্রেমিক-হৃদয়-রতন॥

গঙ্গাধর স্বামী।—

যোগিয়া মিশ্র—ত্রিতালী।

শ্মশান-ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ—
নির্ম্মল ধবল তরঙ্গ জটা-জূট'পর!
লম্বোদর বাঘাম্বর, হর ধূর্জ্জটি যোগেশ্বর॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু তাল,
ববব্যোম্ ঘোর রোলে বোলে গাল;
শক্তি-সাধন গান, গভীর তান,
তাণ্ডব-নর্ত্তন, কম্পিত ত্রিভুবন.
সাগর ব্যোম বিলোড়িত—মর্ত্ত্য-আমোদিত.
ব্যোমকেশ শঙ্কর শুভঙ্কর॥

শ্রী।—

মূলতান মিশ্র—ত্রিতালী।

আমি সন্ন্যাসিনী।
রাজরাণী নহি আমি, শূন্যমনা উন্মাদিনী॥
দেহ বিলাস-বর্জ্জিত, অভিলাসহীন-চিত,
কিবা ধারা প্রবাহিত, নারি বুঝিতে কামিনী॥

শ্রী।—

বেহাগ মিশ্র—ঠুংরী।

বিহগ-বিহগী অনুরাগী,
মাধুরী মোহিত তুলিছে তান।
তটিনী তর তর সুন্দর বহিছে এক তান॥
ভুবন-ব্যাপিত পুলকিত একতান চলে,
একতান উঠে গগনমণ্ডলে,
স্থলে-জলে বহে গান, একতান বাঁধে প্রাণ॥

জয়ন্তী।—

ইমন-কল্যাণ—তাল ফেরতা।

চিতহর স্বর মনোহর, বিহগ-কলস্বর তটিনী
তর তর।
স্থল সলিল ভূধর জলধর সুন্দর॥
সুন্দরোপবন বহে, ভুবন-ব্যাপিত সুন্দর প্রবাহে,
ভুবন সুন্দর সুন্দর নয়নে, সকল সুন্দর সুন্দর
জীবনে,
সুন্দর জীবনে সুন্দর নেহারে,
মগন প্রাণ-মন সুন্দর সাগরে,
খেলে সুন্দর-লহর॥

নাগরিকাগণ।—

খাম্বাজ মিশ্র—খেম্‌টা।

আমোদ-তুফান চলে কানে কান।
ডোবে ওঠে চলে হেলে দুলে ভেসে প্রাণ॥
সেজেছে কুসুম-কানন, গগন-গহন মেতেছে মন,
মত্ত হৃদি ঢালে মাতুয়ারা তান॥

নাগরিকগণ।—

ঝিঁঝিট মিশ্র—খেম্‌টা।

নয়ন ভরি হেরি রাজা-রাণী—
মেঘের কোলে স্থিরা দামিনী।
চল দেখি আদরভরা বদন দু'খানি॥
জয় সীতারাম, বল অভিরাম,
হিন্দুস্থান পাবে প্রাণ,
রবে ধরম-করম, জুড়াবে তাপিত মরম,
রবে মানীর মান, রবে ধন-প্রাণ,
হবে ভারতে হিন্দু-রাজধানী, জয় ভবানী॥

জয়ন্তী ও শ্রী।—

মল্লার—ত্রিতালী।

বীর ধীর চলে সমরে।
বীর ধীর অমর মর দেহ ধরে॥
সন্ সন্ লৌহ-ধারা বরিষণ, বীর-হৃদয় নর্ত্তন,
তৃণ জ্ঞান প্রাণ, সম্মুখ সমরে অর্পণ—
বীর-হৃদয় সাধ করে॥

জয়ন্তী ও শ্রী।—

পঞ্চম-বাহার—ত্রিতালী।

ত্রিপুরান্তকারী, ভৈরব শূলধারী,
ভুবন সংহার কারণ হে।
ঊর্দ্ধ বদনে "নাশ নাশ" রব,
সৃষ্টি ধ্বংস কর প্রলয় ভৈরব,
বব ব্যোম্ বব ব্যোম্ ঘোর রব,
দশ-দিশা-গ্রন্থি ভঞ্জন হে॥
ভূত প্রেত সনে তাণ্ডব নর্ত্তন,
টল টল ঢল ঢল ত্রিভুবন পদভরে কম্পন,
আপন জীবন নাশন হে॥

মৃণালিনী গীতিকা

পর্য্যটক।—

কাফিমিশ্র—ত্রিতালী।

মন! বায়ু পরাজিত তব গগনে।
কার অন্বেষণে মন রত ভ্রমণে॥
বুদ্ধি-স্মৃতি সাথী পরিহরি,
চল আশা ধরি,—
পিয়াসা কি মিটিল না ভ্রমণ করি?
আত্মহারা চল ক্ষিপ্ত পারা—
নিরাশ-সাগরে পন্থাহারা;
মন বুঝ যতনে,—
দিন গেল মন! ভুল কেমনে?

দিগ্বিজয়া।

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা।

হয়েছি জ্যান্তে মরা তোমায় হেরে।
তোর চোখ দুটি বিঁধেছে বুকে,
আমার দফা দেছে সেরে॥
রয়েছি এঁচে,—
পাই যদি তোর অধর-সুধা, উঠিলো বেঁচে;
স'রে আয় ও কালোসোণা,
তোমার তিলক চাটি মনে বাসনা;
পাথরে কমল-কলি, মন-অলি তোর সঙ্গে ফেরে॥

পাটনী।—

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আমি নবীন পাটনী—
কসে অকূল পাথার হব'পার।
আমার ছোট তরী, বোঝাই ভারি,
কুল ছাড়া সই হলো ভার॥
ভরা গাঙ চলে কানে কান,
জোর বাতাসে উঠেছে তুফান,
এক টানাতে নেজায় টেনে, বায় কি সে উজান;
যে বাইতে পারে, পেলে তারে—
হাল ছেড়ে দিই হাতে তার॥

গিরিজায়া।—

সিন্ধুমিশ্র—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

কালো মেঘ গেছে স'রে মৃণালিনী ভেসেছে।
রসের ভরে দিয়ে সাঁতার মরাল ভেসে এসেছে
হিল্লোলে হৃদয় দোলে নীরব ধারা বয়,
নীরবে মৃণালিনী নীরব কথা কয়—
নীরবে মরাল চেয়ে রয়;
ভালবাসার মৃণালিনী মরাল ভাল বেসেছে

দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া।—

সুরট-মিশ্র—খেম্‌টা।

গি। তুই যা স'রে, তোরে মালা দিছি রাগ ক'রে
দি। তুই মার ধ'রে, কে সরে প্রাণ ধ'রে॥
গি। তুই আমার চোখের বালাই,
দি। তোর কাছে কাছে ঘুরিলো তাই;
গি। তোরে আমি দেখ্‌তে পারি নে,
দি। ও কথার ধারও ধারি নে,
ও কথা কাণে ধরি নে;
গি। নে নে তুই স'রে যা—
দি। এই যে—এই যে তুই বদন তুলে চা;
গি। কেন রে ছোঁড়া, কেন রে মুখপোড়া,
তুই আস্‌বি কি গায়ের জোরে?
দি। ও ছুঁড়ি, ও ছুঁড়ি,—
ওলো প্রাণ মন কাঁদে যে তোর তরে॥

সূচী পত্র।

পুস্তক		পৃষ্ঠা
১।	শঙ্করাচার্য্য	১
২।	ঘ্যায়সা-কা-ত্যায়সা	৭৪
৩।	কবিতামালা	৯৯
৪।	বহুরূপী-বিদ্যা	১০১
৫।	বর্ত্তমান রঙ্গভূমি	১০৩
৬।	পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত	১০৬
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ	১১১
৮।	স্বামী বিবেকানন্দের গান	১১৪
৯।	হর-গৌরী	১১৫

শঙ্করাচার্য্য।

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(১৩১৬ সাল, ২রা মাঘ, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

উৎসর্গ।

আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী—

কালীপদ ঘোষ।

ভাই,

আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত দর্শন ক'রেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার "শঙ্করাচার্য্য" দেখ্‌লে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ ক'র্‌লেম, তুমি গ্রহণ কর।

গিরিশ।

সময় সংক্ষেপার্থ * [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

চরিত্র

(পুরুষ)

মহাদেব । ব্রহ্মা । ব্যাসদেব । শঙ্করাচার্য্য ।

গোবিন্দনাথ ... ... শঙ্করাচার্য্যের গুরু ।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ ।—

সনন্দন (পরে পদ্মপাদ), শান্তিরাম, গণপতি, মণ্ডনমিশ্র (পরে সুরেশ্বর), হাবা (পরে হস্তামলক), আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য ।

রামদাস ও সখারাম ... ... শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাসী ।
জগন্নাথ ... ... ঐ পুরাতন ভৃত্য ।
কুমারিল ভট্ট ... ... কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক ।
প্রভাকর ... ... ঐ শিষ্য ।
ক্রকচ ... ... কাপালিক গুরু ।
উগ্রভৈরব ... ... কাপালিক ।
অভিনব গুপ্ত ... ... তান্ত্রিক পণ্ডিত ।
শিউলি ।

ইন্দ্রাদি দেবগণ, জনৈক ঋষি, বিদ্যাধরগণ, চণ্ডালবেশী ভৈরবগণ, বৃদ্ধ বৌদ্ধকাপালিক ও তৎশিষ্যগণ, চণ্ডালবালক, সুধন্বা রাজার সেনাপতি ও সৈন্যগণ, কুমারিল ভট্টের শিষ্যগণ, পণ্ডিতগণ, শিউলি বালকগণ, মণ্ডনমিশ্রের পুরোহিত, অমরক রাজার মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও প্রেতাত্মা, প্রভাকর (হাবার পিতা) ও তৎপ্রতিবাসী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রেতগণ, ভৈরব, অভিনব গুপ্তের শিষ্য, ভগন্দর ব্যাধি, গৌড়পাদ, কাশ্মীর-সারদাপীঠের মন্দির-রক্ষক ইত্যাদি ইত্যাদি ।

(স্ত্রী)

মহামায়া ।
বিশিষ্টা ... ... শঙ্করাচার্য্যের মাতা ।
রমা ও গঙ্গা ... ... ঐ প্রতিবেশিনী ।
উভয়ভারতী ... ... মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী (শাপভ্রষ্টা সরস্বতী)
সরমা ও অম্বালিকা ... ... অমরক রাজার রাণীদ্বয় ।
কামকলা ... ... ক্রকচের উপপত্নী ।
শিউলিনী ।

মহামায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ, বিদ্যাধরীগণ, চণ্ডালিনীবেশী ভৈরবীগণ, দুইজন স্ত্রীলোক, কুমারী, নর্ত্তকীগণ, যমজ-শিশুমাতা, শিউলিনীর প্রতিবেশিনী, অমরক রাজার অন্যান্য রাণীগণ, কলাবিদ্যাগণ, প্রভাকরপত্নী, কামকলার সঙ্গিনীগণ, বিকটাগণ, কামাখ্যাদেবী ইত্যাদি ইত্যাদি ।

শঙ্করাচার্য্য।

প্রস্তাবনা।

কৈলাস।

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ।

ব্রহ্মা। হে সর্ব্বজ্ঞ, কিবা তব অজ্ঞাত ভুবনে,—
তথাপি চরণাম্বুজে করি নিবেদন,
হেরিয়ে রোরুদ্যমান ক্ষুধার্ত্ত বালকে
মাতার মমতা হয় যেমতি বর্দ্ধিত,
তেমতি একান্ত আর্ত্ত দেবতামণ্ডল
আসিয়াছে মনস্তাপ করিতে জ্ঞাপন,
জগৎ-জনক, তব স্নেহ-বৃদ্ধি হেতু।
নিষ্ঠুরতা-বারণ-কারণ নারায়ণ,
ব্রাহ্মণের বিদ্যাদর্প করিতে দমন—
হইলেন বুদ্ধ অবতার;
যুক্তিবলে পরাজিয়ে বেদজ্ঞমণ্ডলে
শূন্যবাদ প্রচারিলা রমেশ সংসারে।
হীনমতি নরে, দেবমায়া বুঝিতে না পারে,
বেদবিধি যাগ-যজ্ঞ রহিত ধরায়।
নিরীশ্বর স্বেচ্ছাচার শূন্যবাদ মতে,
পাপভার বৃদ্ধি দিন দিন,—
যজ্ঞভাগ বিনা যত দেবতা মলিন।
কর দেব উপায় ইহার,
বেদবিধি করহ উদ্ধার,
সংসারে কল্যাণ পুনঃ হউক্ স্থাপন।

মহা। চিন্তা দূর কর দেবগণ,
ধরার রোদন নিত্য স্পর্শে কর্ণে মোর;
তাহে আমি মনে মনে করিয়াছি স্থির,
ধরি ভবে নরের আকার,
অতি গুহ্য তত্ত্ব আমি করিব প্রচার
মানব-কল্যাণ হেতু;
যেই গুহ্য তত্ত্ব মম আত্মার স্বরূপ—
প্রিয় গৌরী-গণপতি-কার্ত্তিকেয় হ'তে—
বিশুদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞান দানিব সংসারে।
যা'বে কার্ত্তিকেয় ভবে,
বৌদ্ধগণে দমিয়া প্রভাবে
কর্ম্মকাণ্ড করিবে উদ্ধার।
ধরি নরের আকার, শিষ্যরূপে তা'র
পদ্মযোনি, কর্ম্মকাণ্ড করহ প্রচার—
'মণ্ডন' নামেতে খ্যাত হও ধরাতলে।
নরকায় ধরাতলে ধর, জনে জনে
নিজ আচরণে, আদর্শ-প্রদানে,
বৈদিকনিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন।
ব্রহ্মসূত্র বেদার্থের করিতে প্রচার
লইলাম ভার।
শিষ্যসহ হবে মম ধরায় বিহার।
যুক্তিবলে বৌদ্ধমত করিব খণ্ডন,
দমিব দুষ্কৃতগণে আছে যে যথায়।
যাও ইন্দ্র, ধর নর-কায়—
রাজ্যেশ্বর হয়ে রহ মম প্রতীক্ষায়,
ঘুষিবে সুধন্বা নামে তোমা সবে ভবে।
যাও সবে মায়ার প্রভায় ধর নর-কায়।

দেবগণ। জয় জয় উমাপতি, জয় মহেশ্বর,
বেদসূত্র প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হর।

[দেবগণের প্রস্থান।

মহা। এস মহামায়া, লীলায় আশ্রয় কর দান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

সঙ্গিনীগণসহ মহামায়ার আবির্ভাব।

(গীত) *

স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন-গঠিত স্থানে।
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব-প্রাণে॥
স্বপনঘোরে আপন পাসরে,
জনম-মরণে ঘূর্ণিত নরে,
মোহ তমসা যামিনী ঘোরা
জড়িত স্বপন-ডোরে;
সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা, অবসাদ নাহি মানে॥
মানব-বেদনা স্মরণে, স্বপন ঘোর হরণে,
জ্ঞান-কিরণ-দানে—
নর-শঙ্করে হের ধরাপরে,
জাগাইতে মোহ-নিদ্রিত নরে,
বিমল বেদগানে॥

---

* সঙ্গীতকালীন দৃশ্যপটে শঙ্করাচার্য্যের অষ্টবর্ষ-ব্যাপী লীলা যথা—মাতৃক্রোড়ে শঙ্কর, 'মাতৃমুখে শঙ্করের পুরাণ শ্রবণ,' 'পিতার নিকট শঙ্করের শাস্ত্রপাঠ' 'গুরুগৃহে শঙ্কর.'—দৃশ্য-চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে পরিদৃশ্যমান।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী। *

(শঙ্কর)

শঙ্কর। ব্যোম সমীরণ তপন সলিল ধরা,
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যস্থল পূর্ণ সমুদয়।
নিত্য যেন কর্ণে মোর আসে,
কহে কত জন অশরীরী ভাষে—
"অলসে আবাসে কিবা হেতু ?
প্রতীক্ষায় ব্রহ্মাণ্ড তোমার।"
এ কি ঘোর মস্তিষ্ক-বিকার !
কেবা আমি !—
কেন হেন উত্তেজনা মম প্রতি !
না না, কভু নয় মস্তিষ্ক-বিকার,
সিংহ সম গর্জ্জি অনিবার
অন্তরাত্মা কহে,—"কর আঁখি নিমীলন,
হের নিত্য চৈতন্য-স্বরূপ তুমি।
কার্য্যে নরকায়, এসেছ ধরায়,
যাও নিত্যধামে পুনঃ কার্য্য-অবসানে।"

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি কেন এমন চুপ ক'রে ব'সে থাক ? তোমার শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত হয়েছে। যদি তোমার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম না হ'তো, আমি তোমার বিবাহের উদ্যোগ করতেম। তুমি বিষয়কার্য্যে মনোযোগী হও। তিনি বড় সাধ ক'রে মহাদেবের নিকট পুত্র-কামনা ক'রেছিলেন, তাঁর কৃপায় তুমি সেইরূপ পুত্রই জন্মগ্রহণ করেছ। তাঁর মৃত্যুর সময় তুমি বালক ছিলে, তিন বর্ষ অতিক্রম করনি, আমার হাত ধ'রে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, এই বালক হতে আমার সংসার উজ্জ্বল হবে, পিতৃদেব গণের নাম চিরস্মরণীয় হবে, তুমি একে যত্নে লালন-পালন করো। বাবা, আমি তো তাঁর সে আজ্ঞা পালন করতে পারছিনে।

শঙ্কর। কেন মা—কেন এ কথা বলছো ? তোমার অসীম যত্নে আমি এক বৎসর বয়ঃক্রমে বর্ণ উচ্চারণ করতে শিখেছি, দ্বিতীয় বর্ষে তোমার শ্রীমুখে পুরাণ শ্রবণ ক'রে পুরাণ-পাঠে অনুরাগী হয়েছি, তৃতীয় বর্ষে পুরাণের অমৃতলহরী পান ক'রে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করেছি। তোমার লালন-পালন, তোমার শিক্ষায় গুরুজনের সেবা অভ্যাস করেছি, গুরুর কৃপালাভে সক্ষম হয়েছি, সেই অনির্ব্বচনীয় করুণায় তিনি আমায় বেদবিদ্যা প্রদান করেছেন। তুমি আদর্শ-জননী, সকলই তোমার শিক্ষাপ্রভাবে। মা গো, বহু তপস্যায় তোমার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি যে দিবারাত্র অন্যমনে থাকো, তোমায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য দেখি। যেমন বিদ্যানুরাগ, বিষয়ানুরাগ সেরূপ নাই, এতে আমার বড়ই আশঙ্কা মনে হয়।

শঙ্কর। মা গো, কিবা ফল সামান্য বিষয়-অনুরাগে ?
উচ্চ প্রাণে বিষয়ের অনুরাগ কিবা ?
বিষয়জড়িত চিত্ত উন্নতি-সাধনে
অক্ষম সতত মাতঃ !
জনম-পত্রিকা মম হেরি সাধুগণে
করিয়াছিলেন তব সম্মুখে গণনা—
দীর্ঘায়ু নহিক আমি।
তবে মাতা কয়দিন ভঙ্গুর জীবনে,
কি কারণে করিব বিষয়-আলোচনা ?
চতুর্থ আশ্রম সার শাস্ত্রে এ প্রচার,
একমাত্র মুক্তিপথ চতুর্থ আশ্রম।
তাই মা গো, সন্ন্যাস-গ্রহণে সাধ সদা মনে,
দেহ যদি অনুমতি, জননি, কৃপায়—
মানব-জনম হয় সার্থক আমার।

বিশিষ্টা। বৎস, বাক্যে তোর—
আতঙ্কে শিহরে মম প্রাণ !
যাদুমণি, অন্ধের নয়ন তুমি দুখিনীর ধন ;
পতিহীনা অনাথিনী আমি—
তব চাঁদমুখ হেরি পাসরি সকল জ্বালা ;
দারুণ কথায়,
কেন পুত্র, দেহ ব্যথা মায়ের হৃদয়ে ?

শঙ্কর। জনক-সমীপে মাতা অঙ্গীকৃত তুমি
উচ্চশিক্ষা দানিতে সন্তানে।

---

* ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের অন্তর্গত 'কাল্তি' গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান। এক্ষণে এই গ্রামের নাম 'ক্যালাডি।'

সাধ সদা আছিল পিতার,
যাহে কুমার তাঁহার,
হয় তাঁর বংশমান রক্ষণে সক্ষম।
যতি-পন্থা লভে কেহ যদি,
উচ্চগতি হয় সে বংশের,
সেই পন্থা-প্রার্থী পুত্র তব,
তাহে তুমি বিঘ্নদান ক'রো না জননি।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ মা, তুই যেন চিম্‌ড়ে মড়া মাগী, বাবা-ঠাকুর মরা থেকে ক্ষিদেতেষ্টা খেয়েছিস্, কচি ছেলেটাকেও সেই ধারা শিখুচ্ছিস্। এখানে দু'জনে বিজ-বিজ কচ্ছিস্, এখনো খেতে দিস্ নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে শোনো,—

জগ। কি বলে শোনো,—কচি ছেলে দু' একটা বায়না নেবে নি? আমরা ওদিনে খাবার দেরী হ'লে হ্যাঁতাল দিয়ে হাঁড়ী ভেঙ্গে তবে ছাড়তুম।

বিশিষ্টা। বাবা শোন্—বলে 'সন্ন্যাস নেবো'।

জগ। হাউড়ে মাগী, ছেলে ভুলুতে জানে নি। সন্ন্যাস বায়না নিয়েছে, বল্ না কেনে সন্ন্যাস কিনে দেবো। (শঙ্করের প্রতি) আয় রে আয়, হাটে যাবো, ভাল ভাল সন্ন্যাস কিনে এনে দেবো। নে রে খাবি আয়, চল্ মাগী দিবি আয়। ওঠ্ ওঠ্—খাবি চল্।

শঙ্কর। জগা দাদা, এখনো সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হয় নাই।

জগ। নে—তখন খেয়েদেয়ে সারবি। আমরা বুড়ো মিন্সে, নাবার বেলা হ'লো, খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই ক'চ্চে, আর তুই খাস্‌নি। তা ছেলের দোষ কি বল, ঐ মাগী সব শিখোয়।

শঙ্কর। না জগা দাদা, বলে ব্রাহ্মণের না সন্ধ্যা সেরে খেতে নাই। মার এখনো স্নান হয় নাই, মা স্নান ক'রে এসে অন্ন দেবেন।

জগা। এখন দু'ক্রোশ পথ চানকে যাবি না কি? তা যা মর্‌গা! এই ছেলেটাকে শিকেয় টাঙ্গিয়ে শুকো। জাত যাবে যে, নইলে দেখ্‌তুম—কেমন উপোসী রাখিস্, আমি তিনবার এড়া ভাত তেঁতুল লঙ্কার চাট্‌নি দিয়ে খাওয়াতুম। লে—কি ল্যাথাপড়া সারবি আর, নে মাগী নেয়ে আয়! এই ঘরে দু'ঘটি জল মাথায় দে কেন্নাই?

বিশিষ্টা। না বাবা, নদীতে অবগাহন করবো।

জগ। যাস্ যাবি, রোদে পুড়ে মরবি, তা আমার কি! আয়, ছেলেটার লেগে ভাত চাপা দিয়ে যাবি আয়।

বিশিষ্টা। আমি ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি, তুমি বাবা খাইও। আমার বাবা শিবের মাথায় জল ঢেলে আস্‌তে দেরী হবে।

জগ। বুঝেছি—বুঝেছি, আজ বুঝি কি পালপর্ব্বণের দিন, দাঁত ছিরকুটে থাক্‌বি, কিছু খাবি নি! ছেলেটাকেও তাই বুঝি শিখুচ্ছিস্?

[বিশিষ্টার প্রস্থান।

নে রে নে, কি ল্যাথাপড়া সায় ক'র্‌বি কর্, তোরে খাইয়ে তবে নাওয়া-খাওয়া ক'র্‌বো। শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে নে, খেয়ে দেয়ে দু'ভেয়ে হাটে যাব। তুই সন্ন্যাস চাচ্চিস্ তো, তোর জন্যে খুব ভাল সন্ন্যাস কিনে আন্‌বো।

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে যায় দিন!
ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে খেলে মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান মহা অন্ধকারে,
ঘোরে ফেরে জন্ম-মৃত্যু ঘূর্ণিপাক-মাঝে।
ভ্রম-বলে রহে ভুলে কল্যাণ না চায়;
বার বার ঠেকে, পুনঃ পুনঃ দেখে,
শিখেও না শিখে হায়!
মহাভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে,
জেনে শুনে আছি বদ্ধ আপন পাসরি।
অন্ধকারে কত দিন র'ব—কত দিন স'ব—
ভ্রমে ভ্রমে গাঢ়তর ক্রমে।
যাই—যাই, হেথা আর তিল নাহি র'ব,
হাহাকার ধ্বনি হায় কতই শুনিব,
ছেদিব—ছেদিব মায়ার বন্ধন দৃঢ়;
জীবকুল ব্যাকুল সংসারে।

[শঙ্করের প্রস্থান।

জগ। ওই—ও—ও খেপ্‌লো পারা! আমার গালে মুণ্ডে চড়ুতে ইচ্ছা হচ্ছে। সেই বাম্‌না বুড়োকে বলেছিলুম, তা শুন্‌লে? যে কচি-ছেলেকে ল্যাথাপড়া শিখিও নি, মাথা ঠিক থাক্‌বে নি।

* (রমার প্রবেশ) *

রমা। জগন্নাথ, বিশিষ্টা কি স্নানে গিয়েছে?

জগ। আরে সে মরে কেন্নাই, এথানে এক ঢং দেখ মাসী, ছুধের ছেলেটা বল্‌তেছে কি জানো, "যাই আমায় ডাক্‌তেছে!" আমি মাগী-মিন্সেকে মাথা খুঁড়ে বল্লুম, তা শুন্‌লে নি। বন্নু—এখন ল্যাখাপড়া শিখিওনি, এখন মাঠে খামারে নিয়ে যাই, লাচুক কুঁদুক; ছুদের ছেলে ল্যাখাপড়া শিখিওনি,—তা মাগীও বুড়্‌বুড়্‌ ক'রে পুরাণ বলে, আর মিন্সেও পুঁথি নিয়ে বসে। এখন ছেলের যে মাথা বিগুড়্‌লে, সামাল দেয় কে?

রমা। কি হয়েছে রে—কি হয়েছে?

জগ। ওগো মাসী, যদি দেখ্‌তে তো জান্‌তে। গোটা ছুটো চোক কপালে না তুলে বলে, "আমায় ডাক্‌তেছে—ডাক্‌তেছে, আমি যাই।" এই ছেলে-বয়সে খেপে গেলো মাসী, আমার মাথামুড় খুঁড়্‌তে ইচ্ছে ক'চ্চে।

রমা। ওরে বাছা, খ্যাপেনি রে খ্যাপে নি। তবে শুন্‌বি?—ঠাকুরপো তখন বিদেশে, বিশিষ্টী ছুঁড়ীকে মানা করতুম যে, ভর সন্ধ্যাবেলা শিবের মন্দিরে যাস্‌ নি, তা সে বাছা রোজ না গেলেই নয়। একদিন কালামুখী এসে বল্‌ছে কি জানিস্‌—লজ্জার কথা, তুই ছেলের মতন, তাই বলি,—বলে 'ও দিদি, আমার গর্ভ হয়েছে।' শুনে, আমার আহ্লাদ হলো, বল্লুম—"বেশ তো রে বেশ তো, তোরা মাগী-মিন্সেতে ছেলে ছেলে করিস্‌।" তা কালামুখী বল্লে কি জানিস্‌—বল্লে 'ও দিদি, মন্দিরে আমার পেটে হাওয়া সেঁদিয়েছে।' ভাগ্যিস্‌ ঠাকুরপো ফিরে এলো—তাই লজ্জা রক্ষে হ'লো।

জগ। ক্যানে মাসী ক্যানে?

রমা। তুই ছোঁড়া আবার হ্যাকা,—স্বামী ঘরে নাই, গর্ভ হ'লো, তা হ'লে কি আর মুখ দেখানো যেতো।

জগ। তবে পেটে হাওয়া সেঁদুলো কি মাসী?

রমা। ওরে গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। মাগী বুঝ্‌তে পারে নি, ওই শিবের মন্দিরে গর্ভ থেকে কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে। তা আমি এত মিন্সকে বোঝালুম যে, ঠাকুরপো, গুণিন-টুনিন এনে ছেলেকে দেখাও, তা আমার কথায় কান দিলে?

জগ। না মাসী না, সোনার চাঁদ ছেলে, উপদেবতা দৃষ্টি দেবে ক্যানে?

রমা। তুইও ঐ হাউড়ো বামুনের ভাত খেয়ে হাউড়ো হয়েছিস্‌ কি না।

জগ। ক্যানে গো—আমি কি কন্নুম? আমার খেত-খামারের কাজে যদি একটু এদিক্‌ ওদিক্‌ পাও, তা হ'লে আমায় কানমুটী দিয়ে দিও।

রমা। তুই আর কি কর্‌বি? তোর তো সব মনে আছে। ছেলে [illegible] দিন হ'লো,—হুদো হুদো মিন্সে, হুদো হুদো মাগী সব ছেলে দেখ্‌তে এলো না? সাত পুরুষে কেউ চেনে যে, কোত্থেকে তারা এলো? আর এক মাগী এসেছিল—তা দেখেছিলি? তার সঙ্গে গোটা আষ্টেক ছুঁড়ী।

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই মাগীকে আজ মাঠের দিকে দেখ্‌লুম।

রমা। বটে! সে অলক্ষণে মাগী যত দিন দেশে থাকে, ছেলেপুলেকে সাবধানে রাখ্‌বো, বেরুতে দেবো না। তুইও বাছা মাঠে ঘাটে বেশী রাত করিস্‌নি।

জগ। ওগো—ওই বুঝি সে মাগী আস্‌ছে!

রমা। এক পাশে দাঁড়া—এক পাশে দাঁড়া, মাগীটা বেরিয়ে যাক্‌, কি অলক্ষণ হয়—কে জানে! ঠাকুরপো মর্‌বার দিনও শুনেছি, শ্মশানে মাগীরা এসেছিল। (অদূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) তোদের বাড়ীর ভেতর দিকে চল্লো যে রে!

জগ। দাঁড়াও, আমি দেখে নিচ্চি। [*] হই অলুক্ষুণে মাগী রে হই! ঘর বিগে যে চলেছিস্‌? তোরা কে বটিস্‌ বল্‌ তো? জানিস্‌ বেটীরা, জগা এখনো মরে নাই, তোদের ভিরকুটি চল্‌বে নি। ছেলেটার মাথা বিগুড়্‌তে এসেছিস্‌?

(অষ্টসখী-বেষ্টিতা হইয়া মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ।

জগ। ভাল চাস্‌ তো এখান থেকে যা, নইলে কাস্তে দিয়ে তেরে নাক কেটে নেবো।

(মহামামায়া ও সঙ্গিনীগণের গীত)

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুসী।
মান-অপমান সমান তো তার,
তার কাছে নয় কেউ দোষী॥

এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বোম্ ভোলা' ব'লে কেন, নাও না যেচে যা খুসী।
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে ভাল মন্দ নাই হুঁস্-ই ॥

জগ। হই, আমাকেও নাচায় গো! বোম্ ভোলা—বোম্ ভোলা— [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতে স্নান করিতে যাইবার পথ।

(রমা, গঙ্গা ও পশ্চাৎ বিশিষ্টার প্রবেশ)

রমা। এসো না গো—এসো না, এমন পায়ে পায়ে গেলে তো সাত দিনে নদীর ধারে পঁউছোবো না।

বিশিষ্টা। তোমরা যাও দিদি, আমার শরীর কেমন ক'চ্চে। (পথিমধ্যে উপবেশন)

রমা। দেথ দিদি, তোমার মিছে ভাব্না দেখে বাঁচি নে। আট বছরের ছেলে কোথায় যাবে? এই আমাদের ঘরের ছেলে একটা বায়না নেয় না? এই যে ভূতো সে দিন মেলা দেখ্তে যেতে চাচ্ছিল,—আমি হাত ধ'রে টেনে এনে ঘুম পাড়ালুম—ভুলে গেল। সন্ন্যাসী হওয়া মুখের কথা কি না, দুধের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে, উনি ভেবে বাঁচ্চেন না। এসো—এসো, বেলা প'ড়ে গেলে নাইবে না কি?

বিশিষ্টা। না দিদি, তোমরা এগোও, আমি আর চল্‌তে পাচ্ছি নি। (শয়ন)

গঙ্গা। ও ভাই, দেখ্ দেখ্—সত্যি সত্যি ভিরমি গেলো নাকি? বউ—বউ! ও মা, কি করবো গো, কি হবে!

বিশিষ্টা। বাবা, দরিদ্রের নিধি দিয়ে কেন হ'রে নিতে চাচ্চ? আমি যে জনমদুখিনী, আমার অন্ধের নড়ি কেন কেড়ে নিচ্চ? আমি কি ক'রে প্রাণ ধর্‌বো! আমি যে বাছাকে একদণ্ড না দেখ্‌লে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি। এ কি! এ কি! বাবা, আমার ছেলে কোথা গেল—ছেলে কোথা গেল—

রমা। হ্যাঁগা—এ কি সত্ত সত্ত বিকার হ'লো নাকি? মাগী কি ব'কৃচে গো!

(দ্রুতবেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, মা—ওঠো মা!

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার পুত্র দাও—আমার পুত্র দাও!

শঙ্কর। এই যে মা—আমি তোমার কাছে র'য়েছি।

বিশিষ্টা। কে রে শঙ্কর! বাবা বল্—আমায় ছেড়ে যাবি নি?

শঙ্কর। মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি কোথায় যাবো?

রমা। দেখ দেখি মাগীর আক্কেল! বাবা শঙ্কর, তোমার মাকে এতদূর আর স্নান ক'র্‌তে আস্‌তে দিও না। এখন অথর্ব্ব হ'য়েছিস্, নেই এতদূর নাইতে এলি। এতদূর আস্‌তে দিও না বাবা!

শঙ্কর। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মা স্রোতস্বতী আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে, আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়ে যাবে,—অনায়াসেই মা আমার অবগাহন-স্নান কর্‌তে পার্‌বে।

গঙ্গা। দেখ্‌ছিস্ লো দেখ্‌ছিস্—এই ছেলে নাকি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কচি ছেলে—আক্কেল কি বল, মার এতদূর আস্‌তে দুঃখ হয়, তাই মনে করেছে, নদীটা বাড়ীর দোর-গোড়ায় নিয়ে আস্‌বে।

রমা। হাঁ বাবা, তাই করো। তোমাদের বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে নদী নিয়ে যেও, তা হ'লে আমাদেরও কাছে হবে, নাইতে পার্‌বো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। এখন যদি হ্যাঁতালি, তোর কোন্ বাবা রাখে! অপঘাতে না ম'লে তোর চল্‌বে নি লয়? খুদে দাদা আয়, আমি মাকে ধীরি ধীরি নিয়ে যাই।

[শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস দেবি সলিলরূপিণি, শস্য-প্রদায়িনি,
জীব-প্রাণ-সন্তাপহারিণি,
এস ভূধর-নন্দিনি, সাগর-গামিনি,
দুখিনী ব্রাহ্মণী ক্ষীণা জননী আমার—
তব পূত-বারি চির-কাঙ্গালিনী।
বরদে বন্দিনি, ভক্ত-নিস্তারিণি,
এস গো মা পশ্চাতে আমার,—
যথা সুরধুনী পতিত-পাবনী,
শুনি অগ্রগামী ভগীরথ-শঙ্খধ্বনি

ঋষি-শাপে ভস্ম-বংশ উদ্ধার কারণ ;
তেমতি গো, হে পূতসলিলে,
এস পাছে করতালি শুনি,
বিলোল-তরঙ্গে জল-রাশি !
মুকুতা-নির্ঝর
ফুৎকারে ফুৎকারে নিরন্তর করিয়া সৃজন।
হৃদে ধর' রবি-শশী তারামালাছবি,
তা হ'তে সুন্দর দয়ার্দ্র হৃদয় তব।
এসো দয়াময়ি পাছে পাছে,
দুখিনীর সন্তাপ বারিতে,
ভেদি শাল তাল তমাল কানন,
রক্ষা করি দেবতা-ভবন—
পিতৃগণ স্থাপিত দাসের ;
এস নৃত্য করি তরঙ্গে তরঙ্গে পূতকায়া !
এস মাতা,—
শঙ্খ-ধ্বনি বিনা দাস দেয় করতালি।
ওই যে—ওই যে—বরদে বরদে—
কৃপাময়ী উল্লাসে নাচিয়া আসে !
সার্থক জীবন মম,
মাতৃকার্য্যে—
করুণায় সমাগত আমোদিনী বারি !
(করতালি দিয়া)
নমো নমঃ শেখর-নন্দিনি জননি,
তরল-তরঙ্গিণি, সাগরগামিনি !
পূতসলিলে, সন্তাপহারিণি,
শ্যামলা-মেদিনী শস্য-বিধায়িনি !
ভক্তজনাশ্রয়-সম্পদ-সুখদে,
নমস্তে তটিনি, অভয়ে বরদে !
[করতালি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্করের গমন এবং পশ্চাৎ স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হওন। *

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ।
মহামায়া উপবিষ্টা।
(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে ? তুমি একাকিনী হেথা ব'সে র'য়েছ কেন মা ?

মহা। মা, আমি আশ্রয়হীনা, পতি-পরিত্যক্তা, আমার আর এখান সেখান কি ?

বিশিষ্টা। তোমার সধবার মত বেশ দেখ্‌চি।

মহা। আমার সধবা বিধবা কি ? আমায় যা ব'লে ডাকো—তাই। যখন যে অবস্থায় পড়ি—সেই অবস্থায় থাকি। আমি সংসারে একরকম বহুরূপী সেজেই বেড়াই।

বিশিষ্টা। মা, তুমি এই যুবতী, তোমার তো পথে পথে বেড়ান ভাল নয়, লোকে যে তোমায় নিন্দা করবে।

মহা। আমার আর কি আছে মা, আমার নিন্দা-স্তুতি দুই সমান। আমি আছি বল আছি, না আছি বল না আছি। আমার সকল অবস্থাই সইতে হয়।

বিশিষ্টা। যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি ইচ্ছা করো, আমার গৃহে থাক্‌তে পারো।

মহা। কৃপা ক'রে স্থান দাও—থাক্‌বো। কিন্তু মা, আমি বড়ই চঞ্চলা, কখন্ কি ভাবে থাকি, আমিই জানি না। পতি রমণীর একমাত্র আশ্রয়, সে আশ্রয় যার নাই, তার দশা কি, তা তো তুমি জানো মা !

বিশিষ্টা। আচ্ছা মা, তোমার যত দিন ইচ্ছা হয়, এইখানে থাকো।

মহা। মা, তুমি আমার স্থান দেবে ? আমি আশ্রয়-হীনা হয়ে বেড়াই। আমার জাত নাই, কুল নাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব সমান হয়েছে, আমায় স্থান দিলে লোকে যে তোমায় নিন্দা করবে মা।

বিশিষ্টা। নিন্দা হয় হবে, অনাথাকে আশ্রয় দিতে আমি নিন্দাভয় করি না। এমন কি, আমার পুত্রের অন্ন নিয়ে অনাথাকে দিতে আমার পতির আজ্ঞা।

মহা। আমি যদি কোথাও চ'লে যাই, তার পর এলে আমায় আশ্রয় দেবে ?

বিশিষ্টা। হ্যাঁ মা, তুমি যখন কোথাও না আশ্রয় পাবে, এসো।

মহা। তবে মা, আমি এখন যাই, আবার আস্‌বো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুই যা, তোরে আর আস্‌তে হবে নি।

---

* এই নদীর প্রাচীন নাম পূর্ণা বা চুর্ণা, এক্ষণে 'আলোয়াই' নামে পরিচিত।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, ও অনাথিনী, ওকে কেন রূঢ় কথা বল্‌চ ?

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—ও সেই বটে! বেটী বহুরূপী, কা'ল এসেছিল—অম্‌নি গেরুয়া প'রে আট্‌টা চুঁড়ী নিয়ে। আজ আবার ঢং ক'রে শাঁখা প'রে গেরস্তের বউ হয়েছে।

মহা। বাবা, তুমি তো আমায় চেনো না, আমায় চিন্‌লে কি আমি গৃহস্থের বউ, সাম্‌নে থাক্‌তুম। যে আমায় চেনে, তার কাছে তো আমি থাকি না।

জগ। শোনো শোনো—বেটীর ঢংএর কথা শোনো; বেটী সৃষ্টি ঘোরে, আর বলে, চিন্‌লে সাম্‌নে দাঁড়ায় না। কা'ল বেটী কি কর্‌লে—আমায় ধেই ধেই নাচালে!

বিশিষ্টা। মা, তুমি কিছু মনে করো না, ও হেলা-গোলা মানুষ, কারে কি বল্‌তে কি বলে। তুমি এসো বাছা, তোমার যখন ইচ্ছা হয়, আমার কাছে এসে থেকো।

মহা। মা, যদি বাঁধা থাকি, তোমার কাছেই থাকবো।

[মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। মা, খুদে দাদা তো যে সে নয়। শুন্‌চি, নদীটে নাকি টেনে হিঁচুড়ে নিয়ে এলো গো!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। না জগা দাদা, মা ইচ্ছা ক'রে এসেছেন।

জগ। উঁহুঁ—তোরে চিন্‌তে নার্‌লুম, তা আমার চেনাচিনিতে কাজ নেই, তোদের খেয়ে মানুষ, তত দিন পারি, তোকে ছোট ভাইয়ের মতনই দেখ্‌বো।

শঙ্কর। হ্যাঁ দাদা—তাই দেখো।

জগ। আমি খামারে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখস্থ নদী।

শঙ্কর।

শঙ্কর। সংসার-বাসনা
আজি বৈরাগ্য-প্রভাবে এ শরীব ত্যজি
শীঘ্র হও স্বতন্তর।
ধরি ঘোর কুম্ভীর আকার, স্বরূপ তোমার,
তটিনী-সলিলমধ্যে কর অবস্থান।
যদ্যপি আমারে হের এ সংসারে—
করি আক্রমণ, সলিলে করিহ নিমগন,
পাপ-পঙ্কে প্রাণীরে করহ নিত্য যথা।
কিন্তু যদি পারি ল'তে সন্ন্যাস-আশ্রম,
ত্যজি এই পূতবারি করিও গমন।
যুগ-যুগান্তরে—
অন্য দেহে কভু যদি আসি এ সংসারে,
দেখা হবে তব সনে।

(নদীতে অবতরণ।)

(রমা ও গঙ্গার প্রবেশ)

রমা। লোকে যে বলে—কলিতে ছেলের মুখে আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়, দেখ্‌ছি তো ভাই, তা তো সত্যি! ছেলেটা কা'ল বল্লে যে, নদীটা আমার বাড়ীর দোর-গোড়ায় টেনে নিয়ে যাবো, তা তো ঠিক।

গঙ্গা। আমাদের কর্ত্তা বলে—অমন হয়। অমন অনেক নদীর মুখ ফেরে। নদীর মুখে নাকি চড়া পড়েছে, কাল্‌কের ঘোর বৃষ্টিতে এই দিকে জল ভেঙ্গেছে।

রমা। ঠিক ওদের দোর দিয়ে জল ভাঙ্‌লো, ওদের লক্ষ্মী-নারায়ণ ঠাকুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বেঁকে এলো, সোজা এলে মন্দিরটে ডুবে যেতো। এ সব ভাই ঠিক দৈবঘটনা মনে হয়।

গঙ্গা। (সহসা নদীগর্ভে শঙ্করকে দেখিয়া) ও শঙ্কর—ও শঙ্কর!—জলে নামিস্‌ নে—কুমীর দেখা দিয়েছে, ওরে উঠে আয়—উঠে আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে) ওগো, আমায় বুঝি কুমীরে ধরেছে, আমার মাকে ডাকো—

রমা। ওরে সর্ব্বনাশ হলো রে—সর্ব্বনাশ হলো, শঙ্করকে কুমীরে ধরেছে।

(বিশিষ্টার বেগে প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা মহাদেব—রক্ষা করো—রক্ষা করো—

শঙ্কর। মা, আমায় কালে ধরেছে, আমায় কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না, তবে যদি আমায় সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দাও, তা হ'লে আমার রক্ষা হয়।

বিশিষ্টা। ওগো, আমার সর্ব্বস্ব নাও, কেউ রক্ষা করো।

শঙ্কর। মা, রক্ষা নাই, অনুমতি দাও, বৃথা কেন জলে অবতরণ কচ্ছ? এই দেখ, আমায় দুর-জলে নিয়ে যাচ্চে। মা, অনুমতি দাও, দুরন্ত কুম্ভীর এইবার গভীর জলে নিমগ্ন কর্‌বে—

বিশিষ্টা। আমি অনুমতি দিলুম— আমি অনুমতি দিলুম,—বাবা আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে উত্থিত হইয়া) মা, কুম্ভীর আমায় পরিত্যাগ করেছে। মা গো, গর্ভে স্থান দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছ, অশেষ ক্লেশে লালন-পালন করেছ, আজ আমার জীবন দান কর্‌লে। মা, যে মহাপুরুষেরা আমার জন্ম-পত্রিকা দেখেছিলেন, তাঁরা তোমার সম্মুখে আমি অল্পায়ু, এইমাত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর বলাবলি করেছিলেন, আমার তাঁদের বাক্য কর্ণগোচর হয়। তাঁরা বলেছিলেন, আমার অষ্টবর্ষমাত্র পরমায়ু। আজ সেই অষ্ট বর্ষ পূর্ণ; কিন্তু তাঁদের আদেশ ছিল, যদি অষ্টম বর্ষে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। আমি এ সংবাদ অবগত হয়েই পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেম। পুত্র-স্নেহে তুমি সে অনুমতি দিতে অসম্মতা ছিলে; কিন্তু মা, আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে, অন্তক কাল কুম্ভীররূপে আমায় বধ কর্‌তে উপস্থিত হয়েছিল। কৃপাময়ি, তুমি অনুমতি দান ক'রে আমার জীবন রক্ষা করেছ।

বিশিষ্টা। বৎস! আজ আমি বুঝ্‌লেম যে, কামনা অপেক্ষা হীনকার্য্য আর পৃথিবীতে নাই। আমি পুত্র-কামনা ক'রে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করেছি। আজ আমি তোমা হেন রত্ন পেয়ে গৃহ হ'তে বিদায় দেবো - মা হয়ে সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছি। আমায় কি যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে ভগবান্ সৃজন করেছিলেন? আমি অভাগিনী রমণী, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এসো বাবা, ঘরে এসো, আজ তোমার কোলে অন্নব্যঞ্জন দিই, কিন্তু কা'ল যেন আর সূর্য্যোদয় না দেখ্‌তে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

গঙ্গা। হ্যাঁ লো, কিছু তো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, মাগী অনুমতি দিলে আর কুমীর ছেড়ে দিলে।

রমা। বোন্, সকলেই আশ্চর্য্য! আজ আমার বিশ্বাস হ'চ্চে, শিবের মন্দিরে যে বিশিষ্টার গর্ভে একটা জ্যোতি প্রবেশ করেছিল, এ কথা সত্য। শঙ্করের সকলই আশ্চর্য্য।

গঙ্গা। হ্যাঁ ভাই, সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুন্‌তে পাই! যখন গুরুগৃহে ভিক্ষা কর্‌তো, এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কাছে ভিক্ষা কর্‌তে যায়, ব্রাহ্মণী তিনটি আমলকী দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'লেছিল, "বাবা, বিধাতা আমাদের দীন-দুঃখী করেছেন, গৃহে মুষ্টিমাত্র অন্ন নাই,—কি দিয়ে তোমার সেবা কর্‌বো?" শুন্‌তে পাই, ছয় বছরের ছেলে ধ্যান ক'রে মা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনে তাদের ঘরে অচলা করেছে!

রমা। চল্ না দেখি, ওরা মায়ে পোয়ে কি ক'চ্চে।

গঙ্গা। না ভাই, আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। আট বছরের ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ কর্‌বে, দেখে বুক ফেটে যাবে।

রমা। সত্যি সত্যি কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে?

গঙ্গা। শঙ্করের মা পরিহাস ক'রেও কখন মিথ্যা কথা বলে না, যখন অনুমতি দিয়েছে, বারণ কর্‌বে না।

রমা। আমরা ভাই প্রাণ ধ'রে পার্‌তুম না। মিথ্যাকথায় নরক হয় হ'তো, ঐ ছেলেকে বিদায় দিয়ে কি স্থির থাকা যায়?

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

শঙ্কর ও বিশিষ্টা।

শঙ্কর। মা, তোমার অনুমতি পেয়ে মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, কালরূপী কুম্ভীরের কবল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছি। সন্ন্যাসীর একদিনও গৃহে বাস অবৈধ; বিদায় দাও।

বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি, তুমি সকল শাস্ত্র প'ড়েছ, বল্‌তে পারো, কি উপাদানে বিধাতা রমণী সৃজন করেন? সামান্য মৃত্তিকার দেহ হ'লে কি এত সহ্য হয়? সে কি তোমার মত পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়ে প্রাণ ধ'র্‌তে পারে

তুমি চ'লে যাবে, তাতেও কি মৃত্যু হবে?
জানি নি বাবা, কেন রমণী এত কঠিনা হয়!

শঙ্কর। কর শোক পরিহার জননি আমার,
ভঙ্গুর শরীরে, ক্ষণপ্রভা-দীপ্তি সম
ক্ষণস্থায়ী প্রভামাত্র মানব-জীবন;
ভূত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘময়;
শোক দুঃখ আনন্দ বৈভব,
ক্ষণস্থায়ী এ ক্ষণ-জীবনে।
অসীম অনন্ত ভবিষ্যৎ।
ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে ক্ষণিকের হেতু
উপেক্ষিয়া ভবিষ্যৎ সুখের প্রয়াস,
হেন ভ্রান্তি ভ্রান্তিময়ী অবিদ্যা-প্রভাবে!
যাব গৃহ ত্যজি,
কিন্তু প্রাণ মম রহিবে তোমার পাশে।
দেখ মা দেখ মা—আনন্দিত পিতৃলোকগণে—
সন্ন্যাস-গ্রহণে মম।
তুমি ভাগ্যবতী,
সন্ন্যাসীরে দেছ গর্ভে স্থান।
ছিল বালক সন্তান মাত্র রক্ষক তোমার,
এবে মহা আশ্রমের বলে,
দেবতামণ্ডলে
নিয়ত রবেন সবে রক্ষণে তোমার।
ক্ষুদ্র শক্তি মম,
তব সেবা কি সম্ভব আমা হ'তে!
শত গুণে সেবাপ্রাপ্ত হবে গো জননি,—
কমলা আপনি
ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ রাখিবেন তব।
তৃপ্ত তুমি অতিথি-সেবায় চিরদিন,
অতিথি না বিমুখ হইবে এই গৃহে।
দান-ধর্ম্মে পূজা-ব্রতে রহ মা নিরত।
যেইক্ষণে করিবে স্মরণ,
করি সত্য পণ—
সেই ক্ষণে আসিব মা তোমার সদনে।

বশিষ্টা। কেন বাবা, কেন আর দুঃখিনী জননীকে প্রতারণা করো? আমি তোমার গুরুর নিকট শুনেছিলেম, তুমি দেবকার্য্যে এসেছ, দেবকার্য্যে ভুবন ভ্রমণ ক'রে জীবের উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত থাক্‌বে। আমি দুঃখিনী, আমায় কি তোমার স্মরণ থাক্‌বে? স্মরণ থাক্‌লেও তোমায় সংবাদ কি ক'রে দেবো যে, তুমি আমার নিকট আস্‌বে? অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্যে সন্তান কামনা করে, তোমার পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিগণকে দিয়েছ, তাঁরা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করেছেন। আর আমি বিধবা ব্রাহ্মণী, আমারই বা গ্রাসাচ্ছাদন কি, ভিক্ষান্নে অনায়াসে জীবন নির্ব্বাহ হ'তে পারে। কিন্তু বাবা, তোমার চাঁদমুখ দেখে আমার আশ্বাস হয়েছিল যে, গর্ভজাত পুত্রের হস্তে অগ্নি গ্রহণ কর্‌বো, সে আশায় আজ নিরাশ হলেম।

শঙ্কর। দেবকার্য্যে হয় যদি জনম আমার,
তিলমাত্র ভুলিব মাতায়,
হেন কি সম্ভব তার দেবকার্য্যে জনম যাহার?
সত্য কহি দেবতার নামে,
যবে দেবি করিবে স্মরণ—
স্তন্যদুগ্ধ আস্বাদন পাব আমি মুখে;
যথা রহি তখনি আসিব,
তিলেক না বিলম্ব করিব—
অন্তকালে অগ্নিক্রিয়া করিব নিশ্চয়।
চিন্তা দূর কর গো জননি,
অসঙ্কোচ-চিত্তে দেহ বিদায় আমায়!

বিশিষ্টা। চিন্তা দূর করিব কেমনে,
চিন্তার সাগর-মাঝে ফেলেছ আমায়।
যার মুখ তিলেক না হেরি,
দশদিশি অন্ধকার নয়নে আমার—
তারে না দেখিব,
শ্মশান সমান গৃহে একাকিনী রব,
বিজ্ঞ হয়ে কহ তুমি চিন্তা ত্যজিবারে?
আজীবন চিন্তা তব মাতার সঙ্গিনী!
মৃত্যুকালে চিন্তা সনে বিচ্ছেদ আমার।

শঙ্কর। জননি আমার—
এ হৃদিদৌর্ব্বল্য দেবি কর পরিহার,
নহে তব উপযুক্ত হেন দুর্ব্বলতা।
যেহেতু করেছ মা গো পুত্রের কামনা,
পূর্ণ ক'রেছেন হর তোমার বাসনা।
দেবকার্য্যে জীবন-যাপন—
অতি বাঞ্ছনীয় কার্য্যে রবে পুত্র তব।
ক্ষণিক বিচ্ছেদ হেতু চিন্তা নহে শ্রেয়,—
মাত্র মাতা দৈহিক বিচ্ছেদ,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা কেন স্বপ্নের মিলনে!

যেই কালে করিলে প্রসব,
হের সে আকারে নাহি আর মম,—
কালে অন্য ব্যতিক্রম ঘটিবে এ ক্ষণস্থায়ী কায়।
তবে কোন্ দেহ পুত্রের তোমার,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা যার করে সন্তাপিত ?
কৌমার, যৌবন—শরীরের করিছে বর্তন,
মৃত্যুকালে জীর্ণবাস প্রায়
প'ড়ে রবে শরীর ধরায়।
শারীরিক বিচ্ছেদ আশঙ্কা করো দূর।
জ্ঞানচক্ষে নেহারি জননি,
তুমি আমি বিশ্ব অবিচ্ছেদ,
দেখ, তুমি আমি—নাহি ভেদাভেদ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছি এক হয়ে।
অলক্ষিতে কালস্রোত ধায়,
আর মা রহিতে নারি গৃহে—
বিদাও তনয়ে, পদে প্রণাম জননি।

[শঙ্করের প্রস্থান।

বিশিষ্টা। চল চল—আমারই বা কিসের গৃহ, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রামদাসের বাটী।

রামদাস ও সখারাম।

রামদাস। দেখ্, ছোঁড়া ধাপ্পাবাজী ক'রে আমায় প্রতিশ্রুত ক'রে নিয়েছে, কাজেই ওর মার গ্রাসাচ্ছাদন আমায় যোগাতে হবে। কিন্তু সে খরচটা বাজে, আবার ফিরে এসে আপনার পৈতৃক বিষয় কেড়ে নেবে।

সখারাম। তুমি দেবে কেন ?

রাম। কি কর্‌বো বল ? রাজা রাজশেখর ওর সহায়, স্বয়ং ওর কুটীরে এসে টাকা ঢেলে গেছেন।

সখা। ও সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল না শুনেছি ?

রাম। ঢং ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে। রাজা জেনে গেল—বড় সাধু, একেবারে গোলাম হয়ে রইল। দেখিস্ নে, ছদ্মবেশে রাজার লোক এসে ভারে ভারে ওর বাড়ীতে সামগ্রী দিয়ে যায়। ওর মা রাজরাণীর মত দুহাতে বিলোয়। ঐ দেখ্ দেখ্—ঐ সব সামগ্রী নিয়ে যাচ্চে। ওঃ—বিস্তর সামগ্রী! দেখ্, ওর মার গ্রাসচ্ছাদনের ভার নিয়ে বড় বুদ্ধির কাজই করেছি। আমার বাড়ীতে মাগীকে নিয়ে আস্‌বো, যা জিনিসপত্র আস্‌বে, তা আমিই পাবো। মাগীর এক বেলা একমুটো খাওয়া আর একখানা কাপড়, সেটা বড় গায়ে লাগ্‌বে না। কিন্তু ছোঁড়া ফিরে এসে বিষয়টা কিন্তু ফিরিয়ে নেবে।

সখা। মেজো খুড়ো, তুমি বিষয়টা আমাকে দাও দেখি, কই কে ফিরিয়ে নেয় ? দাও—তুমি আমায় দাও।

রাম। না রে ছোঁড়া—লোভ করিস্ নি—লোভ করিস্ নি, ফিরিয়ে নেয় নেবে—ফিরিয়ে নেয় নেবে ; তোরে বল্লুম ব'লে কি সম্পত্তির আমি পিত্যেশ রাখি। জ্ঞাতির বউ, যদি কিছু নাই-ই থাক্‌তো, আমি প্রতিপালন কর্‌তুম না ?

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। ওগো, বাছা আমার কোন্ পথে গেল ? আমি যে তার পিছু পিছু এসে তারে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় গেল ? আমি আর একটিবার দেখ্‌বো। আমি বিদায় দেবো তো ব'লেছি, আর একটিবার দেখে বিদায় দেবো। ঐ যে —ঐ যে—ঐ বুঝি যাচ্চে—ঐ বুঝি যাচ্চে—

সখা। মেজো খুড়ো, তোমার বরাৎ ভাল, মাগী বুঝি এইখানেই অক্কা পায়।

রাম। আরে দূর পোড়াকপালে, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে, ছোঁড়া এখনি ফিরে এসে মুখাগ্নি কর্‌বে আর বিষয়-আশয় বেচে কিনে চ'লে যাবে; বুকের উপর ব'সে আর এক বেটা ভোগ কর্‌বে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। ও মা, আমি যে তোমার বাড়ী থাক্‌তে এসেছি। ওঠো, না মা, ওঠো না।

রাম। এ আহ্লাদী বেটী আবার কে রে—মা ব'লে এলো !

মহা। ওঠো ওঠো—ঘুমিও না। (অঙ্গ স্পর্শকরণ)

বিশিষ্টা। (উত্থিত হইয়া)

এ কি ! এ কি ! এ কি দেখি একাকার !
বিশাল বিস্তার—আমি আমি—নহি কেহ আর,
অসীম অসীম—দশদিশি অনন্ত অসীম—

মহা। মা, তোমার শঙ্করকে আমি দেখে এলুম। সে বল্লে, মাকে নিয়ে বাড়ীতে থাক্‌গে। আমি আস্‌ছি, আমি এলুম ব'লে।

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে—এই যে আমার শঙ্কর এসেছে! দেখ মা দেখ, আমার এক শঙ্কর ছিল—কত শঙ্কর হয়েছে—আমার শঙ্করময়! এই যে আমার কোলে শঙ্কর, আমার স্তন-পান ক'চ্চে শঙ্কর, এই আমার আঁচল ধ'রে শঙ্কর, এই যে আমার শঙ্কর বেদ পাঠ ক'চ্চে!

মহা। হ্যাঁ মা, এসো এসো, ঘরে এসো,—তোমার শঙ্কর তোমার ঘরে, আমি তাইতে তোমায় দেখ্‌তে এসেছি।

[বিশিষ্টাকে লইয়া মহামায়ার প্রস্থান।

সখা। মোজো খুড়ো, এ মাগী চোর! এ পুত্রশোকে পাগল হয়েছে, টাকা আছে সন্ধান পেয়েছে, হাতাবে, তাই 'মা' ব'লে এসেছে। খুড়ো, ও মাগীকে তাড়াও।

রাম। তুই যা তো বাবা, দেখ্‌ তো—

সখা। খুড়ো, তুমিও এসো,—ও ডাকাতনী, আমি একলা ওর কাছে যেতে পারবো না। ঐ দেখ, পাঁজাকোলে ক'রে তুলে নিয়ে গেল! বেটী ডাকাতনী, বেটীর সঙ্গে লোক আছে।

রাম। চল্‌ তো—চল্‌ তো—দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

নর্ম্মদা-তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম।

ধ্যানমগ্ন গোবিন্দনাথ।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। হেরি এই বিদ্যমান গুরুদেব মম,
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সম্মুখে আমার,
প্রত্যক্ষ অনন্তদেব নর-কলেবরে!
হেরি যার সহস্র বদন
ত্রাসিত হইল জনগণ,
তাই ধরি মানব-মূরতি
ভগবান্ পাতঞ্জলরূপে
বসিতেন প্রভু মম পাতাল-ভুবনে।
এবে মম কল্যাণ-সাধনে
যতিবর উদয় গুহায়
গোবিন্দনাথের কলেবরে।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
পরব্রহ্ম মানব-শরীরে,
করি নমস্কার শত চরণ-অম্বুজে।
অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার,
জ্ঞানাঞ্জনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান,
অবতীর্ণ তুমি ভগবান্!
কর কৃপা কাতর কিঙ্করে।

(জনৈক ঋষির প্রবেশ)

ঋষি। বাপু, কার অনুসন্ধান করো?

শঙ্কর। প্রণাম যতিবর! আমার ইষ্টদেবের নিকট আগমন করেছি, তিনি অন্তরে অন্তর আকর্ষণ পূর্ব্বক কৃপায় এ স্থানে আমায় ল'য়ে এসেছেন।

ঋষি। বৎস, বুঝেছি তুমি কে!

[ঋষির প্রস্থান।

শঙ্কর। কিবা শান্তিময় স্থান!
যেন তরুলতা ফুলপুষ্প
একতানে করে বেদগান,
অলির গুঞ্জন ঐক্যতানে সম্মিলিত;
ঈর্ষ্যাদ্বেষ-বর্জ্জিত প্রদেশ,
হেরি সমুদয় নিত্যানন্দময়।
এ কি! অকস্মাৎ ঘোর কলনাদে
প্রবাহিণী নর্ম্মদা জননী!
শান্ত হও কল্লোলিনি,
কল্লোলে তোমার—
ভঙ্গ হবে সমাধি প্রভুর।
শান্ত হও, শান্ত হও—কল-নিনাদিনি!
এ কি! উচ্চতর কল্লোল উত্থিত,
শুন বাণী, শান্ত হও নর্ম্মদা জননি,
সমাধিতে বিঘ্ন নাহি করো।
তথাপিও উচ্চনাদ—
ক্ষমা কর অপরাধ—
বদ্ধ রহ কমণ্ডলু-মাঝে
যদবধি সমাধিস্থ রহিবেন প্রভু।

(নর্ম্মদার শঙ্করের কমণ্ডলু-মধ্যে প্রবেশ

গোবিন্দ। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া)
বৎস, মুক্ত কর নর্ম্মদায়;

হের জলচর ব্যাকুল সকলে,
জল বিনা ত্যজিবে জীবন।

(শঙ্করের নর্ম্মদাকে মুক্তকরণ)

কহ বৎস, কেবা তুমি, কি নাম তোমার ?

শঙ্কর। নাহি রূপ, নাহি নাম, বর্ণ বা উপাধি,
নাহি জল, নাহি স্থল, সূর্য্য, সমীরণ—
চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার।

গোবিন্দ। প্রত্যক্ষ হইল মম ব্যাসের বচন।
অবগত হইয়াছি শ্রীমুখে তাঁহার,
বেদবিধি উদ্ধারের তরে, ধরণী মাঝারে
বিশ্বনাথ আসিবেন নর-কলেবরে।
হ'লে শিব অবতার, লক্ষণ তাহার—
কমণ্ডলু-মাঝে হবে আবদ্ধ তটিনী।
বাড়াইতে গৌরব আমার
আগমন তব এ আশ্রমে।
এস কহি তত্ত্ব-কথা শ্রবণে তোমার।

(কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান)

শঙ্কর। গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষ সকলি,
বিকসিত বিজ্ঞান-নয়ন—
অনন্তের প্রতিরূপ হেরি।
কল্পব্যাপী সসীম ধরায়
চক্রাকারে মায়া প্রবাহিতা,
বাঁধে কত কার্য্য-কারণের শ্রেণী,
গঠে আকাশে প্রস্তর ;
'আমি' অহঙ্কার—ক্ষুদ্র কীটের ভিতর,
প্রহেলিকা অনন্তের সসীম আকার গড়ে।
এই ঘোর প্রহেলিকা-মাঝে
আত্মতত্ত্ব জীব নাহি হেরে :
সূর্য্য যথা কুজ্ঝটিকাবৃত,
মায়া-ঘোরে চৈতন্য ছাদিত।
ভীম রোলে কারণ-প্রবাহ বহে,
ভাতে সূর্য্য চন্দ্রমা তারকা
অনন্ত—অনন্ত কোটী ধায়।
অহমিতি গর্জ্জিছে সলিল—
অহম্-পূর্ণ অখিলমণ্ডল,
স্বপ্ন সমুদয়—আমি মাত্র জ্ঞানময়—
সত্য নিত্য আনন্দ-স্বরূপ।

গোবিন্দ। বৎস, লীলার কারণ চক্ষু কর আবরণ।
সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ণ তব।
কার্য্য মম অবসান—
এবে নিজ স্থানে করিব প্রয়াণ।
যাও তুমি বারাণসীধামে,
এই দণ্ড করহ গ্রহণ—শিবদত্ত দণ্ড সন্ন্যাসীর।
সন্ন্যাস-আচারে যেই এই দণ্ড ধরে,
নরত্ব মোচন সেইক্ষণে।

(দণ্ড প্রদান)

এই দণ্ড-বলে ভ্রমি ভূমণ্ডলে
দমিবে দুষ্কৃত জনে।
জনম সফল, বৎস, শিষ্যত্বে তোমার,
যাত্রা কর বারাণসীধামে।

শঙ্কর। প্রভু, তব সেবা-অধিকার করুন প্রদান,
কিছু দিন রহি এই স্থানে
পূজিব রাজীব-পদযুগ,
অভিলাষ অন্তরে দাসের।

গোবিন্দ। হইয়াছে গুরুসেবা সম্পূর্ণ তোমার।
সমাধির বিঘ্ন কল্লোলিনী
কমণ্ডলু-গর্ভে বদ্ধ করিয়াছ তুমি,
তাহে তব পূর্ণ গুরুসেবা।
এস বৎস, যাত্রা করি দুই জনে,
নর-হর মহেশ-প্রস্তর—
একত্রে করিব দরশন।
শুন, পুলকিত চরাচর,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
জয় জয় রবে, সম্ভাষিছে তোমায় চৌদিকে।
হের অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী আদি
নৃত্য করে শিব সংকীর্ত্তনে—
ত্রিভুবনে জয় জয় রব।

(বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় জয় বিশ্বনাথ !

(সকলের গীত)

বিমল কান্তি বিরাজে শান্তি, নেহার নর-শঙ্কর।
বেদসূত্র—মুক্ত ব্যক্ত, সত্যমূর্ত্তি সুন্দর ॥
মোচন মোহ-অঞ্জন, সন্দ-দ্বন্দ্ব-ভঞ্জন,
জ্ঞানালোক রঞ্জন,—
উচ্চতান—বেদগান—পূর্ণ অবনী-অম্বর।
জয় জয় জয় জগত-জ্যোতি, যতীশ যোগেশ্বর॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—মণিকর্ণিকার ঘাট।

(গঙ্গাস্নানার্থে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। জগন্মাতা জগৎপিতা বিরাজিত ধামে ;—
বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী আসি
ধরাবাসী বিশ্বপ্রেমে,
যাহে জগজ্জন লভি দরশন
মুক্তিধনে হয় অধিকারী।
শিব-শিরোজটাবিহারিণী সুরধুনী
উত্তরবাহিনী বেড়ি পুরী মেখলা যেমতি।
কৃতার্থ—কৃতার্থ নর-জনম আমার।

(সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের বেদরূপী কুক্কুর চারিটি সহ প্রবেশ)

(সকলের গীত)

ভরপুর নেসা কেন করবি ফিঁকে।
এটা সেটা ছুটো ফিঁকে দেখে॥
মজা তো মজা আর ফিঁকে বেলকুল,
পুরা মজা লিয়ে থাক্ না মজগুল,
ন্যাকা ভেকা পারা চাস্‌নে জুল্ জুল্ ;
আপনা মজাতে দেল পূরা রেখে।
বে-মজা আস্‌বে তো দিবি ফিঁকে॥

শঙ্কর। এ কি বিঘ্ন! সুরাপানোন্মত্ত চণ্ডাল-চণ্ডালিনী কুক্কুর সমভিব্যাহারে পথ রোধ করেছে. (প্রকাশ্যে) আরে চণ্ডাল, এ কিরূপ তোমার আচরণ? গঙ্গাস্নানের পথ রোধ ক'রে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্যগীতে মগ্ন আছ। তুমি অস্পৃশ্য, পথ দাও, দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। (কুক্কুরকে সম্বোধন করিয়া) হ্যাদে কেলো, এটা কে বটে রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। আরে বর্ব্বর, তুমি কথায় কর্ণপাত কচ্ছ না? দূরে গমন করো।

চণ্ডাল। (অন্য কুক্কুরকে সম্বোধন করিয়া) কি বল্‌ছে রে ধ'লো, কি বল্‌ছে বুঝ করতে পাচ্ছিস্? আমি ত লারছি। এটা মদ খেয়ে কি আবল-তাবল বকে রে?

স্ত্রীগণ। আরে কি বকে রে—কি বকে!

* [শঙ্কর। (স্বগত) এ সুরাপায়ী তো গঙ্গাস্নানের বড় বিঘ্ন কর্‌লে। (প্রকাশ্যে) রে চণ্ডাল, সত্বর পথ মুক্ত কর্—দূরে যা।

চণ্ডাল। আরে এটা খ্যাপা পারা! খেপ্‌ছ কেনে? তোমার বাতটা তো বুঝ্‌তে লার্‌চি।

স্ত্রীগণ। আরে কি বলে রে—কি বলে?

শঙ্কর। উন্মত্ততা পরিহার কর্—দূর হ!

চণ্ডাল। দেখ্‌ছি তো সন্ন্যাসী, লেকেন তোমার আকেলটা তো দেখি না। সাজাগোজা ক'রে গেরস্তিকে ভোগা দিয়ে পেট চালাও। (কুক্কুরের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এই কেলো-ধলোর আঁতে যা আছে, তোমার তা মালুম নেই। তুমি কি নেলাখেলা বাৎ বল্‌ছ বটে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!] *

শঙ্কর। (স্বগত) এ বর্ব্বরের আচরণে ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন। (প্রকাশ্যে) সত্বর আমার নিকট হ'তে দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। আরে কেমন ধারা বাৎ বলে রে? হাঁরে কেলো, তোর আঁতের কথা জানে না, সন্ন্যাসী হয়েছে! কে কাকে কোথায় সর্‌তে বল্‌ছে, রে? হাঁ কেলো, হ্যাঁ রে ধলো, অন্নময় কোষ ছেড়ে কোথায় যাবে রে? ওরে চৈতন্যকে জুদা করে রে! সৎচিৎ অখণ্ড আনন্দ রূপটা চেনে না, অজুদাকে জুদা কর্‌তে চায়! চৈতন্যকে ফারাক্ কর্‌বে। এ কেমন মানুষটা রে? এর আকেলটা তো দেখি না।

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। (স্বগত) কে এ চণ্ডাল, এ যে বেদ-নির্ণীত বাক্য প্রয়োগ কচ্ছে! চণ্ডালের মুখে এ কি বার্ত্তা! সত্য—অসঙ্গ, সৎ, অদ্বিতীয় সুখরূপ ব্রহ্মবস্তুর তো ভেদ নাই।

চণ্ডাল। আরে থোড়া থোড়া আকেল বুঝি আস্‌ছে রে কেলো! আরে ধলো, তোর আঁতের বাতটা সমজ করিয়ে দে!—বল তো—গঙ্গাজীকে সূর্য্যি আর হাঁড়িয়ার সরাপ যে সূর্য্যি চমকে, এ কি জুদা সূর্য্যি? এ বাতটা বুঝে না! বুঝে না, সোনার কলসীর বিচে আর কাঁজির হাঁড়ির

বিচে আকাশটা জুদা জুদা বল্‌চে! ও তো ফারাক্ দেখে—এক দেখে না। ও কেমন সন্ন্যাসী রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

চণ্ডাল। কি অভিমান রাখে রে! এ চণ্ডাল, এ সন্ন্যাসী, এ কি ব'লে রে? আঁধারে এককে নানান্ দেখে, শুক্তিকে রূপা দেখে, দড়িকে সাপ দেখে,—এক জানে না,জুদা জুদা জানে। —তুই কেমন মানুষ রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। মহাত্মন্, কি হেতু ছলনা অজ্ঞ দাসে?
দেহ পরিচয়, কোন্ মহাশয়
উদয় সম্মুখে মম।
শত কোটি প্রণাম চরণে,
অভাজনে ঈদৃশ করুণা তব।
পূর মন-আশ, কর দেব স্বরূপ প্রকাশ,
ধন্য জন্ম হোক্ দরশনে।
অকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,
পাদপদ্ম-পরশনে দেহ অধিকার।

চণ্ডাল। হের মম স্বরূপ আকার শক্তি-সমন্বিত,
চারি বেদ শুনীরূপে সাথে।

(সহসা চণ্ডালের মহাদেবমূর্ত্তি ধারণ এবং চণ্ডাল-চণ্ডালিনীগণের ভৈরব-ভৈরবীরূপে ও কুক্কুর চারিটির চারিবেদরূপে রূপান্তরিত হওন)

শঙ্কর। নমো নমঃ চিদানন্দ শঙ্কর মহেশ,
নমঃ লোকলোকেশ্বর, প্রকাশ যাহায়,
যে আত্মা সত্তায় জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাসমান,
কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর শিব,
ব্রহ্মবিদ্যা বিশ্বেশ্বরী চির-আলিঙ্গিত,
ধর প্রভু শত নমস্কার।
শ্রোতব্য মন্তব্য বিধি-বিধায়ক গুরু,
ভিক্ষুবর যোগেশ্বর শূলী শম্ভু ভব,
ভাবাতীত, শত শত নমস্কার পদে।
সদানন্দ ঘন, বোধরূপ চিন্ময়,
বিশ্বস্রষ্টা ঘটে ঘটে সম বিভাসিত
নির্লেপ আকাশ সম—
পরব্রহ্মে নমস্কার মম!
যাঁর কৃপা-সুধাদানে সংসার-দহনে
শান্তি প্রাপ্ত হয় জনগণ।
নমো নমঃ চরণে তোমার,
দেহ জ্ঞানে আমি তব দাস,
অংশ জীব জ্ঞানে;
আত্মজ্ঞানে অভেদ, চৈতন্যে সংমিলিত।
দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে তব দরশনে;
ভ্রান্তি দূর শান্তিদাতা তোমার প্রসাদে।
লোকনাথ, কোটী প্রণিপাত
আগে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে তব।

মহা। তব প্রতি তুষ্ট অতি শুন যোগিবর!
বৎস, তুমি স্বরূপ আমার,
বেদজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ মহাকৃতী।
কর মম কার্য্য সমাধান ভবে।
কার্য্য অবসানে, পুন এক আত্মা হব দুই জনে;
বোধরূপে রহিব অনন্তকাল!
বেদবিধি বিশৃঙ্খল হের ধরাতলে,
জ্ঞানহীন শাস্ত্রব্যাখ্যাকার
বেদমর্ম্ম ক'রেছে ছাদন।
* [বেদবেত্তা বেদব্যাস,
ব্রহ্মাদ্বৈত মীমাংসা নির্ম্মাণে
ক'রেছেন সাঙ্খ্যাদি খণ্ডন।
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আবরণে লুপ্ত সে সকল।
সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত, সাধ্যায়ত্ত নহে তো কাহার
স্বরূপ সূত্রের মর্ম্ম করিতে প্রকাশ।
তুমি মুনে, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞতা আধারস্বরূপ
অবনীতে অবতীর্ণ নরদেহে।
ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতি সুনির্ণীত,
অদ্বৈতপরতা ভাষ্য করিয়া প্রস্তুত] *
জনহিত করহ সাধন,
অজ্ঞানতা করহ দমন,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা দেখাও মানবে।
ভাষ্য তব ভাস্করস্বরূপ
মোহ-তম করিবে বিনাশ।
সহ শিষ্য করিয়ে ভ্রমণ
ভ্রান্তমত খণ্ডন করহ প্রিয়তম।

[সদলে মহাদেবের অন্তর্দ্ধান।

শঙ্কর। নমঃ বিশ্বেশ্বর শক্তি দেহ হর,
তব কার্য্যভার করিব উদ্ধার
শক্তিতে তোমার শক্তিময়।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। এ তাপপূর্ণ সংসার-অরণ্যে আর কত দিন একাকী ভ্রমণ ক'র্‌বো? বহুস্থান ভ্রমণ কর্‌লেম, দৈববিড়ম্বনায় সজ্জনলাভ তো হলো না। তবে তো বৃথা মানব দেহ, মুক্তি-বাসনা কে পূর্ণ ক'র্‌বে? মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, সজ্জনসংসর্গ,—তিনের যোগাযোগ ব্যতীত তো মুক্তিলাভ হয় না। হায়, মহাজনের তো কৃপা হলো না, দর্শন তো দিলেন না!

(শঙ্করাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ)

শঙ্কর। এসো কে কোথায়,
মহাকার্য্যে যে আছে সহায়,
এসো ত্বরা কাল ব'য়ে যায়।
মহাকার্য্যভার—ধর্ম্ম-সংস্কার,
জ্ঞানজ্যোতি বিকাশ ধরণীতলে;
স্বার্থপরতায় কপট ব্যাখ্যায়
শাস্ত্রমর্ম্ম আচ্ছন্ন ধরায়।
শুদ্ধ তত্ত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার,
স্বেচ্ছায় সে মহাভার করেছি গ্রহণ।
উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,
এস, এস, বিলম্ব না সহে আর,
অনাচার ব্যভিচারে কলুষিত ধরা!

সনন্দন। এই যে যতীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তেজঃপুঞ্জ
মহাপুরুষ গুরুদেব আমার সম্মুখে!
অকিঞ্চনে চাহ প্রভু করুণা-নয়নে।
দাবদগ্ধ শশকের প্রায় ভ্রমি এ ধরায়
শান্তিহীন ত্রিতাপ-পীড়িত;
বিপ্রকুলোদ্ভব দীন দাস—
কাবেরী তটিনীতটে চোলদেশবাসী,
আশ্রিত শরণাগতে কর কৃপা দান।

শঙ্কর। বৎস, তব দর্শন-আশায়
প্রতীক্ষায় বহুদিন আছি কাশীধামে।
শান্তিদাতা বৈরাগ্য তোমার,
বিবেক বৈরাগ্য তব সাথী
বিরক্ত সন্ন্যাসী তুমি;
সাহায্যে তোমার,
বহুকার্য্য করিব উদ্ধার।
'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য করহ গ্রহণ,
নরত্ব ত্যজিয়ে নারায়ণ তুমি আজি।
যথায় ভ্রমিবে—তব অঙ্গবায়ু-পরশনে
জীব স্নিগ্ধ হবে;
কৃপায় তোমার,
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদূরিত;
জ্ঞানচক্ষুবলে—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন।

সনন্দন। গুরুদেব—গুরুদেব—পতিতপাবন দয়াময়,
স্নিগ্ধ প্রাণ, নবীন জীবন দান ক'রেছ কৃপায়।

শঙ্কর। এস বৎস, ওই বটবৃক্ষমূলে আসন আমার,
সানন্দে করিব দোঁহে শাস্ত্র-আলোচনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। বামুনগুলোর আক্কেল দেখ দেখি, বাড়ীতে অতিথ-পতিত ফেরে না, তাইতে ভাব্‌ছে, মাগীর পোঁতা টাকা আছে। মাগীকে তাড়িয়ে তাই নিবে। মাগীকে তাড়াতে এলে হাঁতাল ঝাড়্‌বো নি—যা থাকে বরাতে শেষে। সর্ব্বস্ব দিয়ে গেল, তাতে মন উঠ্‌ছে নি।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। কে রে, কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লি! শঙ্কর এলি?

জগ। (স্বগত) ইস্, মাগীর আর বাঁচ্‌বার ধারা নেই। ব্রহ্মদত্যি মাগী এলে যে দুটি খাওয়াতো। সে বেশ ভূতের ভূত, আমি তাকে খুব ভালবাসি—তবে একটু ভয়ও লাগে।

বিশিষ্টা। বাবা এসো—তুমি যে অনেকক্ষণ মা ব'লে ডাকো নি. তোমার চাঁদমুখে মা বলা যে অনেকক্ষণ শুনি নি।

জগ। মা মা—তুই বাড়ীর বার্‌কে আস্‌বি? চান্ কর্‌বি? আয় কেন্‌না, একটু ফাঁকায় যাবি, ঘরে ব'সে কি কর্‌বি? চান কর্‌বি আয় আয়, আয়—

বিশিষ্টা। বাবা, আমার শঙ্কর এ বাড়ী ছেড়ে যাবে না। সে এখানটি না হ'লে বসে না, ঐ ঘরটি নইলে তার পড়া হয় না, ঐখানে সে

শুতে ভালবাসে,—ঐখানে ব'সে ছুটি খায়। লোকে বলে, বিদ্যা শিখেছে—কিন্তু বাছা খেতে জানে না। আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পারে না। আমি আঁবাগী স্নানে গিয়েছিলুম,—হেঁসেলে দেখ্‌বে এসো না, যেমন অন্ন তেমনি প'ড়ে আছে, বাছা খেতে পায় নাই।

জগ। এঃ, মাগী একটা ভাত দাঁতে কাটে নি। দূর তোর ল্যাখাপড়ার মুখে ছাই। আমাদের চাষার ঘরে ল্যাখাপড়া শেখে না—বেশ আছে, আমার মাগছেলে যে নাই, তা হ'লে কি ক'রে ছেলে শিখোয় দেখাতুম—পুঁথিমুখো হ'লে খাবাড়ে দিতুম। বামুনগুলো ওইটে যুতু করেছে, আমাদের ল্যাখাপড়া শিখোয় না। ল্যাখাপড়া ছেলেকে শিখোয়, আর আপনারা মরে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

হাঁ্যাগা, তুমি কেনন ধারা গো—কেমন বেহ্ম-দত্তির ঘরের মেয়ে গো? মাগী ক'দিন খায় নি, তা দেখনি,— আর 'মা' ব'লে ধেয়ে ধেয়ে এসো। লাও—পারো ছুটি খাওয়াও ; আর দেখ—ওর জ্ঞাত্‌গুলোন মাগীকে বাড়ী থেকে খেদিয়ে দেবার যোগাড়ে ফির্‌চে। চাষের জমী নিয়ে মন উঠে নি, ছুটো খেতে দিতে জিব বেরুচ্ছে। তা নেই দিগ্‌কে, তো মাগীর ভূত বেঁচে থাক্। অতিথ-পতিত নাগা-ফকীর কেউ তো ফেরে নাই, তা দেখে পাড়ার লোক বুক ফেটে ম'র্‌চে। সলা ক'চ্চে গো, মাগীকে তাড়াবে, ব'লেচে এস্‌বে।

মহা। আসুক, কার সাধ্য মাকে এখানে থেকে তাড়ায়?

জগ। বেশ কথা, আমায় দেখে শুনে চিনে রাখো। রাতভিতে একলা ছুক্‌লো মাঠ থেকে আসি, আমার ঘাড়ে চেপোনি। লাও আজ একটি বামুন আনা করাও, ছুটি রান্নাবান্না করাও।

মহা। তুমি যাও, আমি খাওয়াচ্চি।

জগ। হাঁ্যা দেখ বাছা, তুমি ভাল বেহ্মদত্যির ঘরের মেয়েটি বটে,কিন্তু তোমার ভুতুড়ে ভাবটি গেলো নি। ও বেটার শোকে প্রাণ ছাড়্‌বে, তার বুঝ্ রাখো?

মহা। তুমি ভেবো না, আমি খাওয়াবো।

জগ। শোন—একটা পরামর্শ করি।

মহা। কি?

জগ। তুমি আমার ঘাড়ে চাপ্‌তে পারো? তা হ'লে আমি এ বামুনগুলোনের কলজে ছিঁড়ে খাই। আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা,—আমার কেউ কোথাও নাই যে, রোজা এনে ঝাড়ান-ঝোড়ান কর্‌বে। তুমি আপুনি ছেড়ে দিয়ে যেও।

মহা। জগন্নাথ, তুমি আমায় ভয় কর কেন? তুমি মাকে ভালবাস,—আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট, আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

জগ। হা দেখ্—ভালবাসায় কাজ নেই, তুমি মায়ের খোঁজ-খবরটা রেখো, আমি পালপার্ব্বণে এক আধঠা কেলে ছাগল যোগাড় ক'রে খাওয়াবো।

বিশিষ্টা। বাবা,বাবা—আমার হৃদয় ছেড়ে কোথায় গেলি? আমি যে তোকে না দেখে থাক্‌তে পারি নি। আমি যে চার্‌দিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি, আয় বাবা আয়।

মহা। মা—মা—কেন কাঁদ্‌ছ? তোমার শঙ্কর আস্‌বে ; শিষ্য পড়াচ্চে দেখে এলুম।

বিশিষ্টা আঁ্যা—কখন আস্‌বে? সে যে খায়নি! তাকে ডেকে আনো।

মহা। না মা, সে এখন শিষ্যদের পাঠ দিচ্ছে—সে কি এখন আস্‌বে? তার কি এক আধ জন শিষ্য যে, পড়ান শেষ ক'রে [illegible]স্‌বে? সে তোমায় খেতে ব'লেছে, তো[illegible] প্রসাদ নিয়ে যাবো, তবে সে খাবে।

জগ। (স্বগত) হুঁ—সন্ধান রাখে। এই যে কাশী থেকে লোক এয়েছে, তার মুখে শুন্‌লুম, খুদে দাদার পোণ পোণ শিষ্যি সেবক হয়েছে। (প্রকাশ্যে) হাঁ্যাগা—তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

* [মহা। আমি যে এই দেখে এলুম।

জগ। (স্বগত) হুঁ—গাছ চেলে যাওয়া-আসা করে। (প্রকাশ্যে) তা হাঁগা, একদিন গাছে চাপিয়ে ছেলেটাকে এনো না, মাগী হা-হুতাশ করে,—দেখিয়ে নিয়ে যেও না।

মহা। সে আস্‌বে না, আমি তো তার খবর এনে রোজ দিই।

জগ। তুমি তার কাছে যাওয়া-আসা করো না কি ?] *

মহা। আমি যে তার কাছে নিয়ত আছি। আমরা যে অভেদ, আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে তো আমি একদণ্ড থাকি না।

জগ। এঃ! তার কাছে আর তোমায় ঘেঁস্‌তে হয় নি। সে—সে বামুনের বামুন নয়, গায়িত্রী ঝাড়্‌লে কাউকে আর টেঁক্‌তে হবে নি।

মহা। সে কি ? আমি যে তারে ধ'রে নৃত্য ক'রে বেড়াই।

জগ। ঐ নাচন-কোঁদন তফাতে—সে চিড়িং-চাড়াং ছাড়্‌বে, তোর বাবার বাবা তার কাছে ঘেঁস্‌তে নার্‌বে।

মহা। আমি কে জানো ?

জগ। তুই বল্লি কই ? আমি তো এগুতে এগুতে তোর গাই-গোত্র জান্‌তে চেয়েছিলুম, আমি যার গয়ায় গিয়ে তোর পিণ্ডি দিতে চেয়েছিলুম, তা তুই বল্লি কই ? তা না বলেছিস্ নেই নেই, তুই যে এই মাগীকে দেখিস্ শুনিস্, এইতে মনে করি, তুই বাপের ঠাকুর পেত্নী। তা দেখ্, ছেলের শোকে যা দেখ্‌ছি, মাগী আর দিন কতক টেঁক্‌বে, তার পর তোর খুসী হয় আমায় বলিস্—আমি তোর পিণ্ডি দেবো।

মহা। যে হাতে প'ড়েছি, আমার কোটিকল্পেও নিস্তার নেই। চঞ্চল হয়ে বেড়িয়েছি, বেড়াচ্ছি, বেড়াবো।

জগ। আচ্ছা, তুই কে ?] *

মহা। আমায় চিন্‌বে ; আমি তোমায় পরিচয় দিয়েছি—বুঝ্‌তে পারো নি। যখন বুঝ্‌বে—তখন চিন্‌বে।

(গীত)

যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপ্‌নি থাকে না।
সবাই জানে, জেনে-শুনে মনে রাখে না॥
যে আমায় জান্‌তে পারে, তার কাছে থাকি স'রে,
এই ধরে ধরে ধ'র্‌তে নারে, দেখে দেখে না॥
ভালবাসি খেল্‌তে আসি, খেলার ছলে কান্না-হাসি,
কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেখে না॥

জগ। ভূতুড়ে গানও এমন মিষ্টি!

বিশিষ্টা। মা, দেখ' দেখ'—ছেলে-বুদ্ধি কি না, শঙ্কর আমার শিব সেজে এসেছে। আহা, দেখ' দেখ'—আভূতি-বিভূতিতে বাছার যেন রূপোর শরীর হয়েছে। আ মরি মরি—কি জটাজূটধারী, কি সুন্দর ললাটে শশিকলা এঁকেছে! কি উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি! সখ ক'রে কপালে আর একটি সুন্দর চোখ এঁকেছে! ও মা, ও মা—কি ক'রে গো—বুড়ো মিন্সেগুলোর আক্কেল নেই গা, ত্রিকেলে মিন্সেরা আমার বাছার অকল্যাণ হবে বোঝে না! দেখ' মা দেখ' মা—বারণ করো, আমার বাছার পায়ে যেন বিল্বপত্র দেয় না। কই রে—কই,—আমার শঙ্কর কোথায় গেলি! বাছা, দেখে যা, পল আমার যুগ জ্ঞান হ'চ্ছে, কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ হয়েছে, তো বিনা আমার দশদিক্ শূন্য! আয় যাদু—আমার অঞ্চলের নিধি ঘরে আয়। এই যে আমার বাবা এসেছে,—ওই যে—ওই যে আমায় মা ব'লে ডাক্‌ছে।

[বেগে বিশিষ্টার প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মহামায়া ও জগন্নাথের গমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—গঙ্গাতীরস্থ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম-সম্মুখ।
গণপতি ও শান্তিরাম।

গণপতি। সনন্দনের প্রতি প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ, তা উনি ইচ্ছাময়, উনি সব কর্‌তে পারেন। এ দিকে অনাচারী দেখ্‌তে পারেন না, কিন্তু সনন্দন যে আচারভ্রষ্ট, তা দেখেও দেখেন না। শীতের ভয়ে এক দিনও গঙ্গা-স্নান করে না।

শান্তি। বড় ফিকির শিখেছে, বলে কি জানো, গুরুদেব ব'লেছে, "গঙ্গা আর আমি এক।" গুরু-গঙ্গা এক—তা আমরাও জানি, তা আমাদের অত নিষ্ঠা নাই ; আমরা গঙ্গাস্নান না ক'রে তো বিশ্বেশ্বর দর্শনে যেতে পারিনে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সনন্দন কোথা গেল ?

গণপতি। (জনান্তিকে) পলকে প্রলয় দেখ্‌ছেন।

শান্তি। আজ্ঞে, আপনি যে পারে কি কার্য্যে পাঠিয়েছেন। ঐ যে—পারে এসে সনন্দন দাঁড়িয়েছে, পার হ'তে পাচ্চে না।

শঙ্কর। সনন্দন—সনন্দন ; শীঘ্র এসো—সনন্দন, এসো—এসো—

সনন্দন। (গঙ্গার পর-পার হইতে স্বগত) যাঁর কৃপায় ভবসিন্ধু পার হ'বো, তিনি আহ্বান ক'চ্ছেন, আমি সামান্য নদী পার হ'তে চিন্তা ক'চ্চি।

শঙ্কর। সনন্দন, এসো—

সনন্দন। যাই প্রভু যাই—জয় গুরুদেব!

(গঙ্গায় অবতরণপূর্ব্বক আগমন এবং সনন্দনের প্রতিপদক্ষেপে গঙ্গায় পদ্মের আবির্ভাব।)

শঙ্কর। বৎস, দেখ'—দেখ'—কি আশ্চর্য্য!—সনন্দনের পদবিক্ষেপের নিমিত্ত নদী-বক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'চ্চে।

সনন্দন। (নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণামপূর্ব্বক) প্রভু, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

গণপতি। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (সনন্দনের প্রতি) ভাই সনন্দন, ঈর্ষাবশতঃ তোমার কতই নিন্দা করেছি, এতে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হয়েছি, তোমার কৃপা না হ'লে সে অপরাধ মার্জ্জনা হবে না।

সনন্দন। কেন ভাই—কেন ভাই—মিনতি ক'চ্চ? ভাই ভাইয়ে তো প্রেমের কলহ অনেক হয়। গুরুদেব যখন তোমাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, আমার মনে ঈর্ষা হয়, প্রভু বুঝি আমায় ওরূপ ব্যাখ্যা ক'রে দেন না। কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার সমান কৃপা, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ বুঝ্‌তে পারি না। মাতা যেরূপ কোন্ পুত্রের কিরূপ আহার-বিহারে স্বাস্থ্য-বর্দ্ধন হবে, তার ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব তদ্রূপ অধিকারিভেদে জ্ঞান-সুধা বিতরণ করেন। ভাই, এসো —আমরা গুরুদেবের জয়ধ্বনি করি।

সকলে। জয় গুরুদেবের জয়!

শঙ্কর। বৎস সনন্দন, আজ হ'তে তোমায় পদ্মপাদ ব'লে ডাক্‌বো। তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা, কি আশ্চর্য্য গুরুভক্তি, তোমার গুরুভক্তিতে আমার ঈর্ষা হয়। গুরুভক্তিতে তোমার আদর্শ যে গ্রহণ কর্‌বে, ভব-সমুদ্র তার গোষ্পদ।

(ছদ্মবেশে ব্যাসদেবের প্রবেশ)

ব্যাস। অহে, এখানে কে আচার্য্য আছেন, শুন্‌ছি না? তিনি না বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করেছেন? তিনি কোথায়?

শঙ্কর। প্রভু, দাস আপনার সম্মুখে।

ব্যাস। কে—তুমি—তুমি ভাষ্যকার? তুমি বালক, গুহ্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখো নাকি?

শান্তি। কে আপনি—কাকে কি বল্‌ছেন? সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষকে কি ভাষায় সম্বোধন কচ্চেন?

ব্যাস। ভাল ভাল—সর্ব্বজ্ঞ বটেন? কি ভাষ্য করেছ হে—শুন্‌তে পাই?

শঙ্কর। প্রভু, যে সকল গুরুপদস্থ মহাপুরুষেরা সূত্রার্থ অবগত আছেন, তাঁদের আমি প্রণাম করি। আমি তাঁদের অনুগামী, আমি ভাষ্যকার ব'লে স্পর্দ্ধা করি না, মহাশয় যদি অনুগ্রহ ক'রে প্রশ্ন করেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিতে প্রস্তুত।

ব্যাস। ভাল—ভাল,—আমি তোমার ভাষ্যদর্শনে উৎসুক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে। এই স্থানেই কি আমাদের প্রশ্নোত্তর হবে?

শঙ্কর। কৃপানিধে, যদি পদার্পণে আমার আশ্রম পবিত্র করেন, দাস কৃতার্থ হয়।

ব্যাস। ভাল ভাল, তোমার আশ্র[illegible] উত্তম স্থান।

[শঙ্করাচার্য্য [illegible]াসের প্রস্থান।

সনন্দন। ভাই, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কে? কোন অসামান্য ব্যক্তি নিশ্চয় ; নচেৎ গুরুদেবের যেরূপ খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত, কোন মহাপুরুষ ব্যতীত এঁর সহিত তর্কে অগ্রসর হ'তে সাহস করা সম্ভবপর নয়।

গণপতি। তোমার ওই কেমন,—চারদিকে মহাপুরুষ দেখ্‌ছ। ইদানীং কিছু বাড়াবাড়ি—যোগিনী দেখ্‌ছ, সিদ্ধচারণ দেখ্‌ছ, গজানন দেখ্‌ছ, তোমার সম্মুখ দিয়েই সব বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যায়, আর তো তাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাবার পথ নাই।

সনন্দন। ভাই, আমার সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যদিচ আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্ব্বদা আগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝ্‌তে পারি না। চল না—শোনা যাক্—কিরূপ পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়।

শান্তি। আর কি শুন্‌বে, দু'কথায় গুরুদেব থ বানিয়ে দেবেন।

সনন্দন। না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হচ্ছি।

গণপতি। আরে যেও এখন—শোনই না,—কি বুজরুকিটে কর্‌লে, বল তো? নদীর জলে পদ্ম ফোটালে কি ক'রে?

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব আজ্ঞা কর্‌লেন, আমি চ'লে এলেম।

[সনন্দনের প্রস্থান।

গণপতি। হ্যা দেখ—বুঝেছ—বল্‌লে না। গুরুদেব নিরিবিলি ওকে ভোজবিদ্যা দেন। আমি তাই তো ভাবি, এত গুরুভক্তি কিসের? অষ্টপ্রহর গুরুসেবায় থাকেন, ওর অর্থ আছে—অর্থ আছে।

শান্তি। না ভাই, পদ্মপাদ গুরুভক্ত মহাপুরুষ, ওর শ্রদ্ধায় নদীবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে।

গণ। ইস্ ইস্—তুমি যে একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে গেলে! আজ থেকে উনি পদ্মপাদ হলেন না কি? পদ্মপাদ কা'রে বলে জানো? এক নারায়ণই পদ্মপাদ, আর পদ্মপাদ কে?

শান্তি। কেন, তুমিও ত তখন পদ্মপাদের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা কর্‌লে?

* [গণ। আবার পদ্মপাদ—কানে যেন খোঁচার মত বাজে। এতে নারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়—জানো? সে কথা যাক্—এই যে, এত দিন পাঠ নিচ্চি, কিছু বুঝ্‌তে-সুজ্‌তে পাচ্চ? আমি তো ভাই, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। উনি আজ এক কথা বল্‌লেন, কা'ল এক কথা বলেন। আমার এখানে পোষাবে না। স্পষ্ট কথা বল্‌চি, অন্য একটা অধ্যাপক দেখে নেবো।

শান্তি। ছিঃ ছিঃ—কি বল্‌ছ—এতে যে অপরাধী হবে! এঁর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে?

গণ। ভাই, আমার স্পষ্ট কথা,—ভেবেছিলুম, দু' একটা বিদ্যালাভ কর্‌বো। শুনেছিলাম, ওঁর কথায় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়েছেন, নদীর গতি ওঁর আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে, নর্ম্মদা-সলিল কমণ্ডলুস্থ করেছেন,—তাই লোভে লোভে এসে পড়েছিলুম; তা কৈ, একটাও তো বিদ্যে দিলেন না। দুটো একটা যদি ওষুধপালা শেখাতেন, তা হলেও যা হোক্, একরকম ক'রে কর্ম্মে খেতেম। বিফল পরিশ্রম কর্‌লেম।

শান্তি। কি হে—তুমি কি আমায় পরীক্ষা কচ্চ? ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রয়াস না ক'রে সামান্য চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়াসী? ক্ষুদ্র ভোজবিদ্যা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা?

গণ। ভোজবিদ্যাটা ক্ষুদ্র হ'ল বুঝি? ওই সনন্দন একটা বিদ্যের চোটে ওর কাজ গুছিয়ে নিলে; পদ্মপাদ নাম বাগিয়ে নিয়েছে। এখন যেখানে যাবে—ওর সম্মান কত? আর ব্রহ্ম-বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা কচ্চ—সে আর আমার মাথামুণ্ড কি—তা বলো না? "তত্ত্বমসি"—"সোহহং"—পাঠ নিতে গেলে, এই নিয়ে লাঠা-লাঠি হানাহানি। ওই সব আস্‌ছে, আশ্রমে ছিল, আবার এইখানে এসে কিটিমিটি বাধাবে, আমি চল্লুম।

[গণপতির প্রস্থান।

(শঙ্করাচার্য্য, ব্যাস ও সনন্দনের পুনঃ প্রবেশ)

ব্যাস। ভাল ভাল, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপ্তে আবার আমাদের তর্ক হবে। তুমি সুপণ্ডিত বট, তোমার তর্কশক্তি অতি প্রখর। আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার সহিত তর্ক ক'রে পরম আনন্দলাভ হয়েছে; এইবার দেখ্‌বো—তুমি কিরূপ উত্তর প্রদান করো।

শঙ্কর। প্রভু, আপনি আনন্দলাভ করেছেন, এ অপেক্ষা দাসের ভাগ্য-প্রসন্নতার অধিক পরি-চয় আর নাই। আমার ভাষ্যে যদি দোষ থাকে, আপনার দ্বারাই সে দোষ সংশোধিত হবার সম্ভাবনা।

ব্যাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি খুব সাবধানী তার্কিক, এইবার তর্কে তোমার সতর্কতা বুঝ্‌বো।

সনন্দন। আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম পূর্ব্বক

দাসের নিবেদন, হরিহরের বাদানুবাদ তো কোটিকল্পে অবসান হবে না। গুরুদেব, যদিচ আমি অজ্ঞান, আপনার কৃপায় আমি যেরূপ দৃষ্টিলাভ করেছি, তাতে আমার অনুমান—ইনি স্বয়ং ব্যাসদেব—সাক্ষাৎ নারায়ণ আর শঙ্করাচার্য্য—সাক্ষাৎ শঙ্কর। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্", আমি উভয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। আপনাদের উভয়ের বিবাদ, এ স্থলে আমাদের কি কর্ত্তব্য, আজ্ঞা করুন।

শঙ্কর। বৎস পদ্মপাদ, তুমিই ধন্য! আমি অজ্ঞ, বুঝ্‌তে পারি নাই, ইনি ব্যাসরূপী স্বয়ং নারায়ণ নিশ্চয়। হে লোকপালক, হে স্থিতি-কর্ত্তা নারায়ণ, আপনি ঋষিরূপ ধারণ ক'রে অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করেছেন, বেদ-বিভাগ করেছেন, ভারতসাগর নির্ম্মাণ করেছেন। এ মহৎ কীর্ত্তি আপনাতেই সম্ভব; আপনার বেদসূত্রের ভাষ্য করতে আমি সাহসী হয়েছি, নিজগুণে দাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার ভাষ্যের সংস্কার করুন।

ব্যাস। ভাষ্যের সংবাদ তব পাই শিবলোকে,
দুর্জ্ঞেয় সূত্রের ভাষ্য অন্যে অসম্ভব,
তোমাতেই সম্ভব কেবল।
বেদমর্ম্ম প্রচারার্থে তব আগমন,
অভিলাষ পূর্ণ বৎস হইয়াছে মম,
দুর্জ্ঞেয় সূত্রের ভাষ্য করেছ রচনা।

শঙ্কর। প্রভু,
কার্য্য যদি পূর্ণ মম ধরণীমণ্ডলে,
পরমায়ু অবসান হয়েছে নিশ্চয়।
কৃপায় করুন সাথী অপেক্ষা করিয়ে,
জাহ্নবী-সলিলে আমি করি তনু ত্যাগ।

ব্যাস। অষ্টবর্ষ পরমায়ু করিয়ে গ্রহণ
এসেছিলে ধরাতলে,
অষ্ট বর্ষ বৃদ্ধি আয়ু সন্ন্যাস-গ্রহণে;—
যোড়শ বৎসর পূর্ণ যদিচ তোমার,
হয় নাই কার্য্য অবসান।
মায়া-আবরণ করি উন্মোচন—
দেবলীলা কর দরশন,
কেবা তুমি, এসেছ কি কাজে,
নরসাজে কোথায় কে বসে দেবগণ।
শিষ্যত্ব গ্রহণ তব প্রয়াস সবার,
দিগ্বিজয়ে হবে সবে সহায় তোমার।
হের যোগবলে—
বৌদ্ধগণ বিনাশ কারণ,
কর্ম্মকাণ্ড করিতে প্রচার,
কার্ত্তিকেয় অবতার শঙ্কর-আদেশে,
বিখ্যাত ধরণীতলে কুমারিল্ল নামে।
যবে তুমি দেবে দরশন,
করিবেন ষড়ানন স্বধামে গমন,
শক্তিধর রয়েছেন তব প্রতীক্ষায়।
স্বয়ং ব্রহ্মা শিষ্য তাঁর মণ্ডন নামেতে,
কর্ম্মিশ্রেণী-মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক—
নিবৃত্তিতে অনাদর তাঁর।
পরাজয় করি তাঁয়,
শুদ্ধ সত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর।
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল,
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে,
করহ প্রমাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।
নারীরূপে সরস্বতী গৃহিণী তাঁহার,
ধরাধামে বদ্ধ দেবী তব প্রতীক্ষায়।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধি মম বরে হউক তোমার,
যোড়শ বৎসর রহ অধিক সংসারে।
নাস্তিকতা পুণ্যভূমে হোক বিদূরিত,
ভ্রান্ত বেদব্যাখ্যা হোক নাশ,
দুষ্কৃতি-দমন, পাপাচার-নিবারণ
কর বৎস প্রভাবে তোমার;
জ্ঞান-সূর্য্য হোক প্রকটিত,
ভারত উজ্জ্বল হোক গৌরব-প্রভায়।

শঙ্কর। প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনার শক্তিতে আমার ভাষ্য যেন লোকসমীপে গৃহীত হয়।

ব্যাস। তথাস্তু।

(অন্তর্দ্ধান)

শঙ্কর। কৃতার্থোঽহং—কৃতার্থোঽহম্!—(শিষ্যগণের প্রতি) বৎস, তোমরা প্রস্তুত হও, অদ্যই আমরা প্রয়াগধামযাত্রা করবো।

শান্তি। প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।

সনন্দন। যদি অনুমতি হয়, একবার নগর-প্রান্তর

ভ্রমণ করি। অতি মনোহর স্থান, যেন তপোবন।

শঙ্কর। বৎস, ওরূপ কৃত্রিম তপোবন এক্ষণে ভারতবর্ষে অসংখ্য, এই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগের আবাস। ব্যভিচার, অনাচারের বিলাসভূমি। তুমি অগ্রসর হও, আমরা ঐ পথেই গমন কর্‌বো।

সনন্দন। প্রভু, যদি এরূপ কুৎসিত স্থান, তবে আমাকে একক অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা কচ্চেন কেন?

শঙ্কর। বৎস, কি বিরাট্ অত্যাচার-দমনের নিমিত্ত দেবদেব আমাদের উপর ভারার্পণ করেছেন, তা একাকী গমনে তুমি প্রত্যক্ষ কর্‌বে। আমি অচিরে তোমার পশ্চাৎ গমন কচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম।*

বৃদ্ধ বৌদ্ধ-কাপালিক ও শিষ্যগণ।

শিষ্য। আপনার কি অদ্ভুত কৌশল! এ কুমারী যে আপনার করগত হবে, এ আমরা সম্ভবপর বিবেচনা করি নাই। আর অসূর্য্যম্পশ্যা, আপনি সন্ধানই বা কিরূপে কর্‌লেন?

কাপা। বাপু, থাকো—থাকো, ক্রমে ঐ সকল শক্তি তোমাদেরও আমি প্রদান কর্‌বো। তোমরাও কত শত রাজকুমারীকে বশীভূত কর্‌তে পার্‌বে।

শিষ্য। অদ্য চন্দ্রমাশালিনী রজনী, যদি আজ্ঞা দেন, ফুলশয্যা প্রস্তুত আছে, কুমারীকে লয়ে প্রভু আজই বিহার করুন।

কাপা। আমার অশীতিবৎসর বয়ঃক্রম অতীত হয়েছে। সেই সকল বালকের হৃৎপিণ্ডে যে সমস্ত সুরা প্রস্তুত হয়েছে, সে সুরা উপর্য্যুপরি একপক্ষ পান ক'রেও আমি প্রকৃত যৌবন লাভ কর্‌তে পারি নাই। আজ যে যমজ শিশু তাদের মাতার সহিত আনীত হয়েছে, তাদের বক্ষের উষ্ণ শোণিতে সুরা প্রস্তুত ক'রে পান করি, দেখি—যদি সবল হই।

শিষ্য। কেন প্রভু, চণ্ডালের হৃৎপিণ্ডে যে নূতন সুরা প্রস্তুত করেছিলেন, তার তো আশ্চর্য্য শক্তি আজ্ঞা করেছেন। অদ্য সেই সুরা পান করুন, আমরা আপনার প্রসাদভোজী, কুমারীর আলিঙ্গনতৃষা দিন দিন বড়ই প্রবল হয়েছে।

কাপা। কুমারীকে আজও আমাদের কার্য্যতৎপরা করা হয় নাই। যদি তোমরা নিতান্ত ব্যগ্র হয়ে থাক, দেখি সুরা ও সঙ্গীতপ্রভাবে আমায় আলিঙ্গনে কুমারী সম্মতা হয় কি না। নর্ত্তক-নর্ত্তকী ও উদ্দীপক সুরা ল'য়ে এসো, আর কুমারীকেও আনয়ন কর্‌তে বল।

শিষ্য। প্রভু, আমরা সকল আয়োজনই করেছি, কেবল আপনার আজ্ঞা অপেক্ষা।

(বাঁশরী দ্বারা সঙ্কেতকরণ)

(দুইজন স্ত্রীলোকের এক কুমারীকে লইয়া প্রবেশ)

[নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের যুগলে যুগলে আগমন]

১মা স্ত্রী। (কুমারীর প্রতি) বসো, এইখানে বসো, এখনই দেবী-শরীর লাভ কর্‌বে। তোমার প্রতি প্রভুর বড় কৃপা, সেই জন্য তোমায় প্রধানা সঙ্গিনী কর্‌বেন।

কুমারী। কি বল্‌ছ? আমি ইষ্টদর্শনের নিমিত্ত এসেছি। আজ পূর্ণিমা; আজ ইষ্টদর্শন করাবেন—যোগিরাজ আমার নিকট প্রতিশ্রুত। সঙ্গিনী কর্‌বেন, এরূপ অনুচিত কথা কি জন্য বল্‌ছ? আমি চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করেছি, ইষ্টধ্যানে চিরজীবন অতিবাহিত কর্‌বো।

২য়া স্ত্রী। বালিকা! পূজার বিধি জানে না, দেহদানে যেমন পূজা হয়, সেরূপ কি অপর পূজায় হ'তে পারে? ইনি তোমার ইষ্ট, এখনই বুঝবে যে, ইনি মনুষ্য নন, নররূপী দেবতা। চরণামৃত পান কর।

কুমারী। না, আমি ইষ্টদর্শন ব্যতীত চরণামৃত পান কর্‌বো না।

---

* ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় এইরূপ কুৎসিত-প্রকৃতি অনেক কপটাচারী বৌদ্ধ ভারতের নানাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া জগতের অকল্যাণকর সাধনায় নিযুক্ত থাকিত।

কাপা। ব্যস্ত হয়ো না, আমার প্রসাদ পান করবে।

(নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত)

ফুলকাননে—
চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি দু'জনে।
ধরি আদরে করে, কত রাখি আদরে,
তারই সোহাগে মাতি হৃদয়রাগে—
কত আশ-পিয়াস জাগে ;
দোঁহে দোঁহা চাহি কত সাধ মনে।
রসরঙ্গ তরঙ্গিত তারই সনে॥

কাপালিক। (কুমারীর প্রতি) প্রসাদ পান করো।

কুমারী। এ কি কুৎসিত সঙ্গীত! এ কি কুৎসিত নৃত্য! আমি এ কোন্ স্থানে এসেছি?

শিষ্য। (জনান্তিকে) প্রভু, সহজে হবে না—সহজে হবে না। বিভীষিকা প্রদর্শন করা যাক্।

কাপা। মাতার সহিত যমজ বালককে নিয়ে এসে। মাতৃহস্তে বালকের বক্ষঃ বিদারিত দেখুক, মন্ত্রপূত সেই শোণিতের ফোঁটা ললাটে দিলেই মুগ্ধ হবে। আর সেই চণ্ডাল-বালককে লয়ে এসে সম্মুখে বধ করো।

[জনৈক শিষ্যের প্রস্থান।

(নৃত্য-গীত চলিতেছে, এমন সময়ে মাতার সহিত যমজশিশু ও চণ্ডাল-বালককে লইয়া শিষ্যের পুনঃ প্রবেশ)

শিষ্য। নাও, চরণামৃত পান করো।

(যমজশিশু-মাতার চরণামৃত পানকরণ)

তোমার সন্তান রক্ষা হয় না, সেই নিমিত্ত প্রভু তোমার প্রতি কৃপা ক'রে এই যুগল সন্তান বলি গ্রহণ করবেন। এই যুগল শিশুর শোণিতে তোমার দেবতার ন্যায় পুত্র এই দণ্ডেই উদ্ভব হবে, সে পুত্রের কোন কালে ক্ষয় নাই। নাও, এই দুই ছুরিকা দ্বারা দুই শিশুর বক্ষ বিদীর্ণ করো। (চণ্ডালের প্রতি) এই নে, ছুরী নে, গুরুদেবের সম্মুখে বক্ষের রক্ত দান কর্—চণ্ডালত্ব ঘুচে ব্রাহ্মণত্ব ও অমরত্ব লাভ করবি।

চণ্ডাল। না না, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বুকে ছুরী মারতে পারবো না।

শিষ্য। খড়্গ দ্বারা বধ করবো?

কাপা। না, তিষ্ঠ, অগ্রে এই কার্য্য সমাধা হোক।

শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নাও নাও, সন্তান বলি প্রদান করো।

কাপা। যুবতীকে অগ্রে আমার কোলে স্থাপন করো, নচেৎ যুবতী ভীতা হবে।

কুমারী। কি বিভীষিকা! এ যে অনাচারী ব্যভিচারী কাপালিক!

শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নে—বলি দে।

মাতা। না বাবা, আমার সন্তান না বাঁচে না বাঁচুক, আমি সন্তান বলি দিতে পারবো না।

চণ্ডাল। ও বাবা! মেরো না—মেরো না—

কুমারী। (আকর্ষিতা হইয়া) কপট সন্ন্যাসী, আমায় স্পর্শ করিস্ নে—

কাপা। প্রেয়সি, স্ত্রীলোকের মানা—উদ্দীপনা মাত্র।

কুমারী। মহাদেব—মহাদেব, রক্ষা করো—

(বেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। ভয় নাই—ভয় নাই। কাপালিকের প্রতি) আরে দুরাচার কাপালিক—

কাপা। কে ও? সন্ন্যাসী!—তোমার মস্তকের প্রয়োজন। (শিষ্যগণের প্রতি) বন্ধন ক'রে বধ করো।

সনন্দন। আমায় বধ ক'রবে করো, এদের পরিত্রাণ দাও।

(সকলের উচ্চ হাস্যকরণ)

কাপা। বন্ধন ক'রে অগ্রে সন্ন্যাসীকে বধ কর।

(শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সন্ন্যাসীকে বধ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নয় কাপালিক। (কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক) দুরাচারগণ, নিস্পন্দ হও।

(কাপালিক ও তৎশিষ্যগণের তদবস্থাপ্রাপ্তি হওন)

(সসৈন্যে সুধন্বারাজার সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। এই যে, যতীশ্বর! আমরা মহারাজ সুধন্বার অনুচর, যতীশ্বর ভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন, রক্ষার্থে আমরা প্রেরিত।

শঙ্কর। বীরবর, মহাদেবীই আমার রক্ষাকর্ত্রী। নরনাথকে আমার আশীর্ব্বাদ প্রদান করবে, আর আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করবে যে, এই ব্যভিচারীদিগকে যেন ভারতবর্ষ হ'তে বহিষ্কৃত করেন। এদের বন্দী ক'রে লয়ে যাও।

(রাজসৈন্যগণ কর্ত্তৃক কাপালিক ও তৎশিষ্যগণকে বন্ধনকরণ)

(যমজ শিশু-মাতার প্রতি) মা, তোমার পুত্রদ্বয় শতবৎসর পরমায়ু লাভ করবে। (কুমারীর প্রতি) কুমারী জননি, অচিরে তোমার ইষ্টদর্শন হবে। (চণ্ডালের প্রতি) যুবক, তুমি কায়মনে ব্রাহ্মণ-সেবায় রত হও, তোমার চণ্ডালত্ব দূর হয়ে যোগি-গৃহে জন্ম হবে।

সকলে। জয় যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। সেনাপতি, এদের নিজ নিজ স্থানে লয়ে যাও।

[সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৎস, স্বচক্ষে অবলোকন করলে, কিরূপ অত্যাচার! শক্তিধর কুমারিলভট্ট বৌদ্ধগণের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করতে পারেন নাই। অনেকেই কৃত্রিম তপোবন নির্ম্মাণ ক'রে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচ্চে। এদের প্রক্রিয়া দ্বারা দানবীয় শক্তিলাভ হয়, সেই জন্য অনেক ভ্রান্ত জীব এই দুরাচারদিগের অনুগামী। এই দুরাচার-দমনভার মহাদেব তোমাদের উপর স্থাপন ক'রেছেন তোমরা সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো, শিবোঽহং—শিবোঽহম্।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং,
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ,
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ম মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুমারিলভট্টের আশ্রম।

তুষানলে তনুত্যাগাভিলাষী তুষমঞ্চোপরি উপবিষ্ট কুমারিলভট্ট, সম্মুখে প্রভাকর প্রভৃতি শিষ্যগণ।

কুমারিল। যাই বৎস, তোমা সবে করিয়া কল্যাণ।
পূর্ব্বকৃত মহাপাপ-প্রায়শ্চিত্ত কারণ,
তুষানলে দেহত্যাগ বিধান কেবল।
শোক পরিহর, কর্ত্তব্যে না হও পরাঙ্মুখ।

প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে,
বঞ্চনা করিছ কি কারণে!—
পাপ কি পরশে কভু এ দেব-শরীরে?
তবে কেন সঙ্কল্প দারুণ—
তুষানলে তনু সমর্পণ?
হেন কঠিন ব্রত কোন্ প্রয়োজনে?
সংসার আঁধার হবে তব অদর্শনে।
প্রভু, তব আজীবন কঠোর সাধনে
কর্ম্মকাণ্ড বেদের হয়েছে প্রবর্ত্তিত;
যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ ভারতে।
বিহনে তোমার—
কর্ম্মকাণ্ড লুপ্ত দেব হবে পুনর্ব্বার।
শিষ্য প্রতি তব স্নেহ জননীর প্রায়,
পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করুণায়,
ক্ষান্ত হও মহাত্মন্, পুত্রের মায়ায়!

কুমারিল। চিন্তা দূর কর বৎসগণ।
ছিল যেবা প্রয়োজন শরীরধারণে,
সে কার্য্য হয়েছে সমাধান।
যন্ত্রমাত্র জেনো এ শরীর;
কার্য্য অবসানে কিবা যন্ত্রের আদর?
কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত না হবে কদাচন।
বেদবিধি উদ্ধার কারণ, হইয়াছে মহান্ উদ্ভব!

বালসূর্য্য প্রায় তাঁর কিরণমালায়
দশদিক্ প্রকাশিত।
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-জ্যোতি যবে বিকসিবে,
ভ্রান্তি-তম কোথাও না রবে—
ভারতে হইবে পুনঃ উচ্চ বেদধ্বনি।

প্রভাকর। প্রভু,কেন হেন ছলনা এ দীনপুত্রগণে।
নির্ম্মল শরীরে দেব প্রায়শ্চিত্ত কিবা।

কুমারিল। জানো না জানো না বৎস
পাপের প্রভাব!
একমাত্র নিরঞ্জন নির্ম্মল কেবল,
সমল সকলি আর এ তিন ভুবনে,
কেবল অপাপবিদ্ধ বিভু সনাতন।
শুন বৎস, যৌবন যখন,
বৌদ্ধগণে করিতে ছলনা
করিলাম শিষ্যত্ব স্বীকার।
শিষ্যত্ব না করিলে গ্রহণ
গুহ্য বৌদ্ধ-তত্ত্ব নাহি হয় অবগত।
করি এই কপট আচার,
হইলাম জ্ঞাত বৌদ্ধ গুহ্য সমাচার;
করিয়াছি ব্যক্ত ব্যভিচার সে সবার।
সুধন্বা রাজার স্থানে পাইয়া আশ্রয়,
সাধিয়াছি বৌদ্ধের সংহার।

২য় শিষ্য। বিনাশিয়ে কপট আচারী বৌদ্ধগণে
পাপস্পর্শ হইল কেমনে।

কুমারিল। যে হোক সে হোক বৎস, শিক্ষাদাতা যেই,
এক বর্ণ শিক্ষাদান যে জন করিবে,
গুরুপদবাচ্য সেই শাস্ত্রের বচন।
বৌদ্ধনাশে স্পর্শিয়াছে গুরুবধ-পাপ।
অন্য মহাপাপ মম করহ শ্রবণ—
বেদ সত্য করিতে প্রমাণ,
বেদহীন বৌদ্ধবাদ খণ্ডন কারণ,
কোন এক বৌদ্ধ সনে রাজার সভায়,
আছিল সে বৌদ্ধ মম প্রধান শিক্ষক,
দৃঢ়পণে কহিলাম সবার নিকটে—
ঝম্প দিব গিরি-শৃঙ্গ হ'তে,
বেদ যদি সত্য হয়, রবে মম প্রাণ।
শৃঙ্গ হ'তে লম্ফদানে রহিল জীবন।
কিন্তু সংশয়ব্যঞ্জক বাক্য করি উচ্চারণ,
"বেদ যদি সত্য হয়"—হেন দ্বিধা ভাবে

"যদি" বাক্য উচ্চারণে সংশয় বুঝায়;
সে মহাপাতকী, যার বেদেতে সংশয়।
দৃঢ়রূপে কর শেষ বচন গ্রহণ,—
সংশয় বুঝায় যাহে হেন বাক্য কভু—
বেদের সম্বন্ধে বৎস, করো না প্রয়োগ।
প্রিয় পুত্র তোমরা আমার,
অন্তকালে কর দেহে অগ্নি-সংস্কার।

প্রভাকর। প্রভু, মার্জ্জনা করুন, সন্তানগণকে এ কঠোর আজ্ঞা প্রদান করবেন না।

কুমারিল। দেখ বৎস, পাপ-তাপ তীব্র কি প্রকার।
পাপানল দেহ দহে দেখহ আমার

(অকস্মাৎ কুমারিল ভট্টের দেহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হওন)

শিষ্যগণ। প্রভু কি করলেন— হায় হায় কি হলো।

কুমারিল। রোদন সংবরণ করো, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ক'রো না। প্রভু, কোথায় তুমি! এখনো তো দর্শন দিলে না? এখনি তো দেহ-যন্ত্র ভস্ম হবে, আর কিরূপে তোমায় দর্শন করবো! কই প্রভু—এখনো তো দয়া হলো না! এই যে, এই যে দয়াময় কৃপা ক'রে উদয় হয়েছেন।

(শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। অহো ধৈর্য্য—অহো তেজ!

কুমারিল। প্রভু, আজ্ঞা দেন, অনলে দেহ আহুতি প্রদান করেছি—পূর্ণাহুতি হ'লে তোমায় দর্শন ক'রে স্বস্থানে গমন করি।

শঙ্কর। বাক্য মম ধর তেজীয়ান্!
মতিমান্ হও হে সম্মত,
যোগবলে করি তোমা যৌবন প্রদান,
পূর্ণ-অঙ্গ দেহ লাভ করিবে এখনি।
চিত্ত তব অনুতপ্ত পাপে,
'তত্ত্বমসি' বাক্যে তাপ হইবে নির্ব্বাণ।
তুলা যথা অগ্নি-পরশনে,
জ্ঞানাগ্নিতে সে প্রকার দগ্ধ পাপচয়।
মহাবাক্যে দেহে পাপ না রহিবে আর।
হে ধীমান্ কর মোরে সম্মতি প্রদান।

কুমারিল। মহাভাগ, অবসান কার্য্য এ সংসারে,
তবে আর পঞ্চভূত-নির্ম্মিত বিকার
সহিবারে কহ দেব কোন্ প্রয়োজনে?
মায়াধীশ তুমি প্রভু তবু যোগীশ্বর,
মায়ার প্রভাব কি প্রকার

মহামায়া কাঁদে, ব্রহ্ম তায় কাঁদে,
মুক্ত কর দারুণ বন্ধনে।
যাই নিজ ধামে, করিয়াছি আদেশ সাধন;
লভিতে পরম দেহ আজ্ঞা দেহ দাসে।
অভ্যুদয় তব জ্ঞান করিতে প্রচার;
লয়েছ অদ্বৈত বাদ স্থাপনের ভার,
তাহে নাহি হবে তব মোরে প্রয়োজন।
মণ্ডন নামেতে সুধী মিশ্রকুলোদ্ভব,
কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করি মম স্থানে,
কর্ম্মশ্রেণী-মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক, নিবৃত্তিতে অনাদর তার।
পরাজয় ক'র প্রভু তায়
শুদ্ধতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর!
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল।
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে,
করহ প্রমাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।

শঙ্কর। কহ ধীর, কোথা সেই মিশ্রের আশ্রম,
কোন্ মহাশয় সেই জন,
কিবা কার্য্য সিদ্ধ হবে পরাজয়ি তারে?
মম সহ দ্বন্দ্বে বা কি হেতু প্রবেশিবে,
বেদ-দ্বন্দ্বে মধ্যস্থ কে হবে?
জয় পরাজয় কেবা করিবে নির্ণয়?

কুমারিল। রেবাতটস্থিত মাহিষ্মতীপুরবাসী।
পরাজয়ে তার, হবে তব মহাকার্য্যোদ্ধার,
প্রধান অদ্বৈত-পন্থা মানিবে সকলে।
শাস্ত্র-দ্বন্দ্ব তব সনে বাধিবে যখন,
মধ্যস্থ স্বীকার ক'রো পত্নীরে তাহার;
সরস্বতী শাপগ্রস্তা হয়ে ব্রহ্মলোকে
মিশ্র-প্রণয়িনীরূপে আছেন ভূতলে।
দম্পতীর পরাজয়ে মানিবে বিস্ময়;
মোক্ষলুব্ধ যথা যেই সাধু সদাশয়,
আদরে অদ্বৈত-পন্থা করিবে আশ্রয়।
কহি শুন মণ্ডনের আবাস-লক্ষণ,—
তথা বেদমন্ত্রগান করে পক্ষিগণ,
কর্ম্ম হেতু পুনঃ পুনঃ বেদ উচ্চারণে
বেদবাক্য শিখিয়াছে বন্যপক্ষিগণে।
যজ্ঞধূম সতত উত্থিত সেই পুরে,
কার্য্য সিদ্ধ হবে বশে আনি কর্ম্মবীরে।
যাবৎ এ পাপ-তনু ভস্ম নাহি হয়,
কৃপায় এ স্থানে তিষ্ঠ দেব দয়াময়!

(শিষ্যগণের প্রতি)

শুন মম প্রিয় শিষ্যগণ
ত্রাণকর্ত্তা হের, কর আশ্রয় গ্রহণ।

শঙ্কর। ভট্টরাজ, বলো—শিবোঽহম্—

কুমারিল। (শিষ্যগণের প্রতি) মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো—শিবোঽহং শিবোঽহম্—

সকলে। শিবোঽহং শিবোঽহম্।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

উভয় পার্শ্বে তাল, নারিকেল ও খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী।

(কাতালহস্তে জনৈক শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। (একটি তরুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এইবার তোকে দেখ্‌ছি, তুই খুব বেহায়া, আবার খুব পালা ছেড়েছিস্। আয়, মাথা নামা। (তরুর মস্তক অবনতকরণ ও শিউলীর পালা কর্ত্তন) কেমন, আবার পালা ছাড়্‌বে? এই কাতান আমার কাছেই রইলো, যা—ঘাড় তোল্।

(মস্তকত্যাগ ও তরুর পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি।)

পালা কটা গুছিয়ে নিই, মাগী রাঁধ্‌বে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য বিদ্যা, এঁর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করি। (প্রকাশ্যে) প্রভু, অকিঞ্চনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন।

শিউলী। আরে কে রে? তুই কাকে বল্‌ছিস্? এই দড়াগাছটা দেখে বুঝি বামুন ঠাওরালি? তোদের গাঁয়ে বুঝি বামুন নাই, পৈতে চিনিস্ নি? তোদের গাঁ-খানি তো বেশ, বামুনের

দৌরাত্মি নাই! আমাদের এখানে বামুনে হাড় জ্বালিয়ে খায়, আর যেগুলো জটা রাখে—সেগুলো ডাকাত। ছোটলোকের ঘরে বউ-ঝি বা'র করে রে—বউ-ঝি বা'র করে। তোদের গাঁখানি বেশ, বামুন নেই বেঁচেছিস্।

শঙ্কর। প্রভু, আমার প্রতি কৃপা করুন।

শিউলী। আ গেল যা, আমি বল্‌চি—আমি বামুন নই। বামুন দেখ্‌বি তো চ,—দেখাই গে। তোর কাঁথাকে কাঁথা কেড়ে লিবে। আমি তাই ভয়ে বামুনের ছাঁই মাড়াই নি। আর যদি জোয়ান বউ-ঝি দেখেছে তো অম্‌নি নোলা সক্‌সকিয়েছে। বউ-ঝিরা রাত ক'রে সব জলকে যায়, নইলে টেনে নিয়ে চ'ল্লো। মদ খাওয়ালে, জবা ফুল পরালে, এই এমন বাধায়ের বাধায়ে এই বামুনগুলো। * [বুঝ্‌লি—জাত-জন্ম আর রাখেনি।

শঙ্কর। আপনার বিদ্যা আমায় দান করুন।

শিউলী। আরে ওই—এ কোন্ গাঁয়ের ছেলেটা! আমার সাত পুরুষে ল্যাথাপড়া করে নি। যদি বিদ্যে চাস্, একটা বামুন দেখে ধর্‌গা যা, তবে জল তুলিয়ে লিবে, কাঠ কাটিয়ে লিবে। আর দেখ্, তোর বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন থাকে, দেখাস্ নি—দেখাস্ নি, জবার মালা গলায় দি জাত খাবে। এই তো তোকে বল্লু, বামুন দেখেছি কি বউ-ঝি সুরিয়েছি। আর আমরা তো পদে আছি, চাঁড়ালগুলোর বউয়ের জাত খাবে, সন্ত ছেলেটা দুটো পিঁড়ের মাঝে ফেলে চেপে মার্‌বে, শুকিয়ে তার উপর ব'সে মদ খাবে, বল্‌বে পদ্মে ব'সে মধু খাচ্চে।]* বিচ্ছ, বেটারা যেন কেলে ভোম্‌রা, আর জোয়ান চাঁড়াল রাত ভিতে দেখেছে কি ঠেঙ্গিয়ে মেরেছে।

শঙ্কর। শিব—শিব—শিব! কি অত্যাচার! দেব-দেব, শক্তি প্রদান করুন, এই বামাচার দমন করি। বেদদ্বেষী বৌদ্ধ, মানব-অহিতকর কুৎসিত শক্তি-অর্জ্জনের জন্য এইরূপ কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হয়।

শিউলী। তুই কি চাঁড়াল? তো স'রে যা। জোয়ান চাঁড়াল মেরে হাড় বেছে লিয়ে মালা বানায়, আবার মদে বুড়িয়ে রাখে।

শঙ্কর। প্রভু, দয়া করুন, আমি আপনার শরণাগত।

শিউলী। তুই রস-টস খাস্ না কি? তা আয়—তোরে ঠোঙা ক'রে ঢেলে দেবো। আর রসুই হ'চ্চে, দু'গরাস খেয়ে নিস্ তো খেয়ে লিবি।

শঙ্কর। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা? আমার কাস্তে-খানা লিবি?

শঙ্কর। না, আপনি যে মন্ত্রে বৃক্ষের মস্তক অবনত কল্লেন, আবার পূর্ব্ববৎ হ'তে আদেশ দিলেন, সেই মন্ত্র প্রদান করুন।

শিউলী। ও! তুই দেখেছিস্ না কি? মাগী বুঝ্‌তে লারে, ওই ডরে তো রাত ক'রে কামাতে আসি। কেউ যদি দেখে তো ব'ল্‌বে, ভূতুড়ে মন্ত্র শিখেছে। বাম্‌নাগুলো ধ'রে লিয়ে গিয়ে বলি দেবে।

শঙ্কর। দিন প্রভু আমায় কৃপা ক'রে মন্ত্র দিন।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা?

শঙ্কর। না বাবা, আপনার দাস—আপনার পুত্র।

শিউলী। ওরে পরাণটা জুড়িয়ে দিলি রে! আমার ঘরে 'বাবা' বল্‌বার ছ্যালো, সেটা যমে লিয়েছে। স্থাথ্, মন্ত্র তোরে শিখুচ্চি, যত দিন এ গাঁয়ে থাক্‌বি, এক একবার আমায় বাবা বল্‌বি, আর তা না বলিস্—মাগীকে এক একবার মা বলিস্। মাগী ব্যাটাটার জন্যে বড় কাঁদে জানিস্! তোর চাঁদমুখে মা বাক্যি শুন্‌লে তার মনটা একটু সামাই যাবে। আয়, মন্ত্র দিবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের বাটী।

মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী।

মণ্ডন। বিরক্ত ক'রে তুলেছে—বিরক্ত ক'রে তুলেছে। কোথা হ'তে এক সম্প্রদায় শাস্ত্র-জ্ঞানহীন পাষণ্ডেরা এসেছে, পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী, মূঢ়েরা অবগত নয় যে, কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ।

উভয়। এরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ তো কলিতে বিধি আছে?

মণ্ডন। কে বলে বিধি আছে?—তারা বেদার্থ বোঝে না, সেই জন্য বলে বিধি আছে। আর সন্ন্যাসপন্থা, বিধি থাক্‌লেও সে পন্থা-গ্রহণ কদাপি উচিত নয়। তারা এক প্রকার বৌদ্ধের ন্যায় নাস্তিক, কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞের প্রতি আস্থাহীন। ঈশ্বর, জ্ঞান, এই সমস্ত অযৌক্তিক বাক্য সর্ব্বদাই আলোচনা করে। ভগবান্ জৈমিনি মীমাংসা-শাস্ত্রে দৃঢ়রূপ প্রতিপন্ন করেছেন, মন্ত্ররূপ ঈশ্বর ব্যতীত "ঈশ্বরো নাস্তি।"

উভয়। তুমি বুঝি আজ তর্ক কর্‌তে পণ্ডিত পাও নি, তাই আমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে এসেছ?

মণ্ডন। এক প্রকার যথার্থই অনুমান করেছ।

উভয়। কেন—এত লোকের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে মন ঠাণ্ডা হ'ল না?

মণ্ডন। আরে নাও, একটা যুক্তি খণ্ডন কর্‌বার শক্তি কারো নাই, তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি তৃপ্তি হয়?

উভয়। না, আমায় মার্জ্জনা করো, আমি তোমার সঙ্গে ব'সে সমস্ত রাত বকাবকি কর্‌তে পার্‌ব না। কল্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ, ভোরেই আয়োজন কর্‌তে হবে।

মণ্ডন। কি অযৌক্তিক কথা সব বল্লে, শুনে তুমি হাস্য সংবরণ কর্‌তে পার্‌বে না। আরে মূর্খ, অযৌক্তিক কথা কি মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে চলে! ঈশ্বর ফলদাতা, এ অযৌক্তিক কথা শিষ্যকে বোঝা গে যা। নিত্য প্রত্যক্ষ দেখে কর্ম্মফল মানে না, একটা ঈশ্বর এনে ফলদাতা উপস্থিত করে। আরে মূর্খ, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ কর্‌লেই দগ্ধ কর্‌বে। কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ, যুক্তিসাপেক্ষ নয়। যা প্রত্যক্ষ, তার বৈপরীত্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ কর্‌বার প্রয়াস পায়।

উভয়। একটু স্থির হও ঠাকুর, আমি তো আর তর্ক কচ্ছি না যে, তুমি আমার কাছে হাত-মুখ নাড়্‌চ।

মণ্ডন। আঃ শোনো না—শোনো না—কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান্ জৈমিনি হ'তে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে একেবারে সকলকে নিরস্ত কর্‌লুম।

উভয়। আর বলায় কাজ নাই—থামো।

মণ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর। এই তুমি যখন গণনাদি করো, আমি তোমার আনন্দের নিমিত্ত তোমার নিকট গিয়ে সে সকল আলোচনা করি। আর আমি আমোদ ক'রে বল্‌তে এসেছি, তুমি আমার তর্কের কথা শোনো না। আজ হ'তে আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার গীতও শুন্‌বো না, বীণাবাদ্যও শুন্‌বো না, তোমার অঙ্কবিচারও দেখ্‌বো না। হ্যাঁ, আমি এমন মিশ্র নই, আমার এক কথা, তখন বুঝ্‌বে। হ্যাঁ—আমোদ ক'রে বল্‌তে এসেছি, উনি শুন্‌বেন না, কেন বল দেখি?

উভয়। তুমি আমার বীণা না শোনো নেই শুন্‌বে, আজ আমি তোমার তর্ক শুন্‌বো না।

মণ্ডন। তবে যাও, আমার মন্দাগ্নি হয়েছে, আজ আমি আহার কর্‌বো না। কা'ল পিতৃশ্রাদ্ধ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শয়ন করি।

উভয়। না না, রাগ ক'রো না, শুন্‌বো বই কি, তুমি জলযোগ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌বে, আমি শুন্‌বো।

মণ্ডন। যাচ্ছি—যাচ্ছি, শোনো না; শোনো না—

উভয়। এসো এসো, সব প্রস্তুত, নষ্ট হবে।

মণ্ডন। উদর এক মহা বিঘ্ন, ভগবান্ জৈমিনি উদরের দৌরাত্ম্যে কেন অভিসম্পাত প্রদান করেন নি, আমি তাই ভাবি।

উভয়। এসো এসো—

মণ্ডন। অতি মূঢ়ের ন্যায় কথা, কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ—

[মণ্ডন মিশ্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া উভয়ভারতীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিউলী-পল্লীর অপরাংশ।

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সম্মুখে তৎপ্রতিবেশিনীগণ।

প্রতিবেশিনী। সর্দ্দারণী, তুই ইখানকে ব'সে ব'সে কান্‌বি? আহা! কেনে কি কর্‌বি! যা ঘর্‌কে যা।

শিউলিনী। আমার ঘর আর কোন্ খান্‌কে মা! আমার ঘর যে আঁধার হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনী। তা মা, সাঁজ হয়ে এলো, ইখান্‌কে

ব'সে কি কর্‌বি? যা, সর্দ্দার খেটে আস্‌বে, তার খাওয়া-দাওয়া দেখ্‌বি নি?

শিউলিনী। আর মা, সে কি মুণ্ডে ভাত দেই, আমি যে তার ডরে ঘরকে কানি নি, বুকে পাথর বেঁধে থাকি, আমাকে কান্‌তে দেখ্‌লে সে ভেউ ভেউ ক'রে কানে, তাই ইথানকে কান্‌তে এনু। আমার সে চাঁদা গিয়েছে, আমার পরাণটা এখনো রয়েছে! এতক্ষণকে সে পালা কুড়িয়ে ঘরকে আস্‌তো, খাবার নেগে হুজ্জুত কর্‌তো, বড় বান্দেরে ছ্যালো, বল্‌তো ঝাল হয় নি, নুন হয়নি, গোসা কর্‌তো; আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে মুখে খাবার দিতুম। এই ফাল পাড়্‌ছে, এই পালা কাট্‌ছে, এই হাতা-সেথা দৌড়ুছে, এই মা ব'লে ঘরকে আস্‌ছে। মিন্সেকে কাজে যেতে দিতো নি, বল্‌তো—"কেনে—এখন আমি ডাগর হয়েছি, আমি গাছে ভাঁড় বান্‌বো, হাটকে গিয়ে রস বেচ্‌বো।" মোর হাত থেকে যোঁটনকাটী লিয়ে বল্‌তো—"গুড় বনাবো।" আমার সে চাঁদা ব্যাটাকে যমে নিলে মা—যমে নিলে! যাবার সময় বল্লে, দু'চক্ষে জল গড়ুচ্ছে, বল্লে —"মা, আমায় রাখ্‌তে লার্‌বি। তোরা মোর ছাতিতে পা-টা দে, আমার পরাণটা জুড়ুক!" মিন্সের লেগে ঘরকে থাকি মা—নইলে এক বিগ দিয়ে চ'লে যেতুম!

প্রতিবেশিনী। তা সর্দ্দারনী, কেনে কি কর্‌বি! পোড়ারমুখো যম, ঘর-ঘর কাঁদাচ্ছে। নে ওঠ্‌—ঘরকে যা, আবার মিন্সে এসে ঢুঁড়্‌বে।

শিউলিনী। যাই মা, ঘর তো নয় মা, আমার বন পারা ঠেক্‌চে।

(শঙ্করাচার্য্যকে লইয়া শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। ওরে মাগী, দেখ্‌ দেখ্‌—কারে সাথে লিয়ে এসেছি দেখ্‌! আঁখ মেলে দেখ্‌, দেখে পরাণটা জুড়ুবে!

শিউলিনী। আহা! কার ছা রে কার ছা?

শঙ্কর। মা, আমি তোমার ছেলে।

শিউলিনী। ও বাছা! আমায় মা ব'লে ডেকো নি, আমি রাক্ষসী, আমায় মা বলা সয় নি! আহা, পরের বাছা, আমায় মা বলো নি?

শঙ্কর। কেন মা, তুমি আমার মা, তোমায় কেন মা বল্‌বো না?

শিউলিনী। ওরে যাদুমণি—যাদুমণি—বাপ্‌ধন— আমার চাঁদাধন, আয় আয় ঘরকে আয়, আমার আঁধার ঘর আলো কর্‌বি।

শিউলী। মাগী, মাগী,—[illegible], চাঁদ-মুখে আমায় বাপ্‌ বলেছে!

শিউলিনী। আয়, চাঁদা আয়, ঘরকে বস্‌বি আয়।

প্রতিবেশিনী। (স্বগত) আহা, কার বাছা রে— আহা, কি চাঁদ পরা ছেলেটি রে। মা বাকিতে মাগীর পরাণটা জুড়ুলো!

(শিউলী-বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। সর্দ্দার মাম্নি—সর্দ্দার মাম্নি! এ কি নূতন চাঁদা দাদা এসেছে?

শঙ্কর। হ্যাঁ ভাই, আমি তোমাদের চাঁদা দাদা।

বালকগণ। বাঃ বাঃ, বেশ নূতন চাঁদা দাদা।

১ম বালক। চাঁদা দাদা, তুমি খেলাও?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

২য় বালক। তুমি লাচো?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

৩য় বালক। তুমি মোদের আদর ক'র্‌বে?

শঙ্কর। তোমরা যে আমার ভাই, আদর কর্‌বো না?

বালকগণ। বাঃ বাঃ বাঃ!

শিউলিনী। আয় আয়, তোরাও তোর চাঁদা দাদার সঙ্গে চল্‌, আমি ফুল্‌কো বানাবো, তোরাও এক এক গাল খাবি।

(বালকগণের গীত)

বাঃ বাঃ বাঃ—নূতন চাঁদা দাদা লিয়ে খেল্‌বো।
লেচে লেচে বাটে চল্‌বো—দুল্‌বো—হেল্‌বো॥
খেল্‌বো ছুটাছুটি, খেল্‌বো ধূলালুটি,
খেল্‌বো ঝুলঝাঁপ, খেল্‌বো তুড়িলাফ,
চাঁদাকে কাঁধে লিব, কাঁধে চাপ্‌বো।
চাঁদা দাদা লিয়ে, গাব তালি দিয়ে,
লতায় দোলায় ব'সে দুল্‌বো॥

[বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

(জনৈক পণ্ডিতের প্রবেশ)

পণ্ডিত। হেথায় কোথায় নীল জবা, মণ্ডন মিশ্রের যেমন আক্কেল—শিউলীপাড়ায় নীল জবা— দুর্ল্লভ পুষ্প তাঁর জন্য এখানে ফুটে থাক্‌বে!

আরে! ওই শিউলী ছোঁড়াগুলো কাকে বেষ্টন ক'রে নৃত্য ক'চ্ছে? মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বস্ত্র পরিধানে, এ তো দেখ্‌ছি একজন সন্ন্যাসী বালক, রহস্যটা কি দেখ্‌তে হ'লো। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন।

সনন্দন। অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ, দ্বারবানেরা কদাচ প্রবেশ কর্‌তে দেবে না। সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক নিজের পিণ্ড নিজে দান করে, সে নিমিত্ত গৃহে শব থাকায় যেরূপ কার্য্য পণ্ড হয়, সন্ন্যাসীর আগমন সেইরূপ বিঘ্নকর, গৃহস্থের ধারণা। সেই হেতু পিতৃশ্রাদ্ধে সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হওয়ার প্রতি মণ্ডনের বিশেষ নিষেধ। আর শুন্‌লেম, মণ্ডন মিশ্র উগ্রস্বভাব। আপনার আগমনে কার্য্য পণ্ড হ'লে আপনাকে অপমানিত কর্‌তে পারেন।

শঙ্কর। বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার,
দেবকার্য্য করিব উদ্ধার,
ইথে বিঘ্ন কদাচ না হবে।
স্নেহময়ী জননী যেমতি
রাখেন সন্তানে বক্ষে করিয়ে ধারণ,
সেইমত জগন্মাতা এ দীন সন্তানে
মহাশক্তি আবরণে রক্ষেন সতত।
দেবকার্য্যে বিঘ্ন অসম্ভব!
করিয়াছি বিদ্যালাভ গুরুর প্রসাদে,
যেই বিদ্যাবলে
মণ্ডনের গৃহ-পার্শ্বে নারিকেল-তরু
করি মোরে মস্তকে ধারণ
মণ্ডন-প্রাঙ্গণ-মাঝে করিবে স্থাপন।
চিন্তা ত্যাগ কর মতিমান্;
মহামায়ী প্রসন্ন সন্তানে,—
পুত্র তার কুত্রাপি না পাবে পরাজয়।
পরম পণ্ডিতগণ হ'লে সম্মুখীন,
বিদ্যা তার মহামায়ী করেন হরণ;
সেই হেতু সর্ব্বত্র বিজয়, মম শক্তি-বলে নয়,
অজেয় জগতে আমি মায়ের প্রভাবে।

সনন্দন। বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব,
সন্দেহ-ঝটিকা করে আলোড়িত হৃদি।
শাস্ত্র-তর্ক হৈল তবে ব্যাসদেব সনে;
তাহে মম জন্মেছে ধারণা,
মীমাংসা সম্ভব নহে তর্ক-বলে কভু।
শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে তব কিবা প্রয়োজন?
প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র ঋষি-বিরচিত,
কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্পর;
এ বিরোধে আকুল অন্তর মম।
যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,
তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর,
ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন কিরূপে হবে মম,
প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের মূরতি!

শঙ্কর। বৎস, স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ,
তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য-নিরূপণে—
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত;
তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন;
শুন বৎস,
যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানব-কল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।
বেদমর্ম্ম-বর্জ্জিত কুতর্করত জন—
নিরাস কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন!

সনন্দন। মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন,
বিমল অদ্বৈতপন্থা বুঝিতে না পারি,
জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান।

শঙ্কর। বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহা বাক্যত্রয়ে,—
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য সপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।
এই মহা সত্যের আভাস
যে মুহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।
'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে * সংশয়াঃ'
হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায়।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক-প্রভাবে
আলোকিত হয় হৃদিস্থল।

তর্কযুক্তি দার্শনিক মীমাংসা সকল
স্থান নাহি পায়,
এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান-ক্ষয়।

সনন্দন। প্রভু! ব্রহ্ম অস্তি, সপ্রকাশ,
প্রিয় বস্তু সেই,—
তিনি আমি দ্বৈত বোধ, অদ্বৈত কিরূপে?
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে—
তিনি আমি ভেদ বস্তু-জ্ঞানে?

শঙ্কর। ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্নিবেশ,
আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার?
পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্!
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোঽহং-ভাব অহং-বর্জ্জনে!
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়,
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং-ক্ষয়ে।
সাধন-সাপেক্ষ এই মহা জ্ঞানার্জ্জন,
সাধন-নিবৃত্তি,—তেঁই সন্ন্যাস-গ্রহণ।

সনন্দন। নিবৃত্তি-সাধন যদি এই জ্ঞানার্জ্জনে,
তবে কেন আমা সবে দেন কার্য্যভার?
কি হেতু বা কার্য্যভার করেন গ্রহণ?
মণ্ডনের সনে বাদ কিবা প্রয়োজন?

শঙ্কর। দেহধারী মাত্র বৎস মায়ার অধীন।
মায়া, কার্য্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর।
সদসৎ কার্য্য দ্বিপ্রকার।
অসৎ কার্য্যেতে জ্ঞান করে আবরিত,
কার্য্য ক্ষয় হয় সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বিদ্যাদান,
যে কার্য্য-প্রভাবে,
অবিদ্যা বিনাশে হয় মহা বিদ্যার্জ্জন!
রহ সবে ভ্রাতৃবৃন্দ একত্র আশ্রমে,
চিন্তা কর দূর—
করিবে মণ্ডন মম শিষ্যত্ব গ্রহণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

উগ্রভৈরব ও গণপতি।

গণপতি। দেখ গুরুজি, তোমার জন্যে যে প্রকৃতি বাগিয়ে রেখেছি, যদি তুমি হাত করতে পার।

উগ্র। কোথায়—কোথায়?

গণ। দেখ গুরুজি, দেখ্‌লেই তোমার মুণ্ড ঘুরে যাবে।

উগ্র। বটে বটে—কোথায় বল্ দেখি?

গণ। এই সহরেই বেড়াতে দেখেছি, সে এলো ব'লে।

উগ্র। তবে কোন সামান্যা বনিতা।

গণ। না গুরুজি—না, পিরীতবাজ—পিরীতের জন্যে মরা। মনের মানুষ পায় না ব'লে কেঁদে বেড়ায়।

উগ্র। তবে যোগাড় করো বাবা যোগাড় করো।

গণ। যোগাড় কি আমার কর্ম্ম গুরুজি? তা হ'লে তো আমি বাগিয়ে নিতুম। বাগিয়ে তোমায় নিতে হবে।

উগ্র। তার কিছু আছে টাছে?

গণ। আছে না আছে, কেমন ক'রে জান্‌বো গুরুজি? অষ্টালঙ্কার-ভূষিতা! সে দিন গজ-গমনে আমার সাম্‌নে ঝম্-ঝম্ ক'রে চ'লে গেল, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়্‌তে পড়্‌তে সাম্‌লে গিয়েছি। (অদূরে মহামায়াকে দেখিয়া) ঐ—ঐ—

উগ্র। আহা হা! দেখ শিষ্য, আমি একটি ফুল পড়ে দেবো, তুমি যোগাড় ক'রে ঐ ফুলটি ওর নাকের গোড়ায় ধর্‌তে চাও।

গণ। সে খুব সোজা, এ দিকে খুব মোলায়েম মেয়েমানুষ।

উগ্র। তুই আলাপ করেছিস্ না কি—তুই আলাপ ক'রেছিস্ না কি?

গণ। খুব আলাপী—ইয়ার মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে।

(অবিদ্যারূপিণী মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কি হে ছোকরা—কি দেখ্‌ছ?

গণ। গুরুজি, এগোও, পাল্লা দাও।

মহা। উনি তোমার কে? গুরুজী না কি? এগিয়ে আসুন না।

উগ্র। এগিয়েই তো আছি—এগিয়েই তো আছি, এই তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মহা। আমিও তোমার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমার মতন লোক পেলে আমি প্রেম ক'রে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

গণ। তা দেখ মেয়েমানুষ, আমার গুরুজী খুব রসিক।

মহা। শুধু রসিকের কর্ম্ম নয়, আমার একটি কাজ করতে হবে।

উগ্র। কি হুকুম করো—কি হুকুম করো?

মহা। দেখ, মনের কথা তোমায় খুলে বলি, আমি বড় দুখিনী।

উগ্র। তোমার কিসের দুঃখ, কি করতে হবে, হুকুম করো?

মহা। আমি শত্রুর জ্বালায় অস্থির হয়েছি, আমার বিস্তৃত রাজ্য, হঠাৎ শত্রু উপস্থিত হয়ে বুঝি আমার রাজ্য কেড়ে নেয়।

উগ্র। বল না বল না—কথাটা কি বল না?

মহা। আমি সত্যই বলেছি। আমার শত্রু প্রবল হয়ে দিন দিন আমায় রাজ্যচ্যুত করচে, তাই তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি।

উগ্র। কি তোমার যৌবনরাজ্য না কি?

মহা। হ্যাঁ—ধন-জন-যৌবন-সৌভাগ্য—সমস্তই আমার অধিকারে।

উগ্র। এ্যাঁ!

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা ক'রো না, এই আমার অলঙ্কার দেখ—এ বহুমূল্য, তোমার মনে হয় কি? আর তুমি কি চাও, আমায় বলো—আমি এখনি তোমায় দেবো।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, কিছু টাকা আদায় করো না?

মহা। কি—টাকা চাও? নাও—এই এক থলে মোহর নাও, আমার যা কিছু আছে, সব তোমায় দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি স্বীকার পাও—আমায় তুমি প্রাণ দেবে।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, দিয়ে ফেলো—দিয়ে ফেলো।

উগ্র। চুপ কর্ না বেটা, রসের কথা হচ্চে। (মহামায়ার প্রতি) হ্যাঁ, তোমায় দিলুম, কায়মনপ্রাণ তোমায় দিলুম।

মহা। অমন না—চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী ক'রে বলো যে, তুমি আমার।

উগ্র। (স্বগত) কি বলে বেটী!

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, ধোঁকা খাচ্চ কেন? ব'লে ফেলো না!

মহা। তুমি পেছুচ্চো, আমি চল্লুম। আমি আর এক জায়গায় মনের মতন লোক দেখে নিই গে।

উগ্র। না না—পেছোবো কেন—পেছোবো কেন, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার।

মহা। তবে আমার শত্রু দমন করো। আমার প্রধান শত্রু শঙ্করাচার্য্য।

গণ। কেন—কেন—তিনি তোমার শত্রু কিসে?

মহা। তুমি ছেলেমানুষ—তুমি কি বুঝবে? ওই শঙ্করাচার্য্য-সহায়ে আমার শত্রু মাথা কাড়া দিয়েছে, নইলে কোথা তারে এক কোণে ঠেলে রেখে দিয়েছিলুম। এত দিন শঙ্করাচার্য্য না হ'লে হয় তো সে মারা পড়্তো।

উগ্র। কে সে?

মহা। সে আমার ভগ্নী। এক মায়ের পেটে আমরা যমজ সন্তান। ঠিক আমার মতনই দেখ্‌তে—আমার ঐশ্বর্য্য আছে, তার বিনা ঐশ্বর্য্যতেই ঐশ্বর্য্য; আমার শক্তি আছে, তার বিনা শক্তিতেই শক্তি; আমার ভোগ আছে, তার বিনা ভোগেই আনন্দ।

উগ্র। আচ্ছা, তোমার এত ঐশ্বর্য্য, তুমি তারে দমন করতে পারো না?

মহা। না—সে দুর্দ্দম। তারে দমন করতে যদি পারে—সে একজন, বোধ হয় তুমি।

উগ্র। কিসে জান্‌লে?

মহা। আমায় দেখ্‌ছ—সুন্দরী, কিন্তু আমি তোমার মার চেয়ে বড়; তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করতে আস্‌ছ।

উগ্র। ও শাস্ত্রে আছে, রমণী জননী—জননী রমণী।

মহা। এইতেই তুমি আমার প্রাণের অধিক। তুমি শঙ্করাচার্য্যকে বধ করো, তোমার এই শাস্ত্র জগতে প্রচার করো; তা হ'লেই আমার শত্রুদমন হবে।

উগ্র। আমিও তো তাই খুঁজ্‌চি—আমিও তো তাই খুঁজ্‌চি। শঙ্করাচার্য্যকে বলি দিলে আমি তো অষ্টসিদ্ধি লাভ করি।

মহা। দেখ, তুমি আমার প্রিয় সন্তান।

গণ। (জনান্তিকে) ও গুরুজি, এ যে বেয়াড়া বাক্যি ঝাড়ে?

উগ্র। তুই কি বুঝ্‌বি ছোঁড়া, ও খুব রসিকা।

গণ। এরা আবার ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে কারা আস্‌ছে গো?

মহা। ওরা আমার সখী, বুঝেছ? যখন তুমি আমার হ'লে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা থাক্‌বো।

(অবিদ্যা-সহচরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

হেসে হেসে কাছে ব'সে মনমোহিনী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে, সে রসে তারে ভোলাই॥
কারু প্রেমিকা নারী, কার' করে দিই তরবারি,
মানের কানে কেউ জটাধারী;
কাঞ্চনে বা সিংহাসনে, ভুলিয়ে আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে,
আশা ধ'রে পায়ে ফেরে,
বুঝে না বুঝ্‌তে পারে, ধর্‌তে সোনা ধরে ছাই॥

[মহামায়া ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

উগ্র। নিদয় হয়ে চ'লে যাচ্ছ যে—নিদয় হয়ে চ'লে যাচ্ছ যে?

[উগ্রভৈরব ও গণপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের কক্ষ।

পিতৃশ্রাদ্ধোদ্যত মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত।

(সহসা নতশির নারিকেলবৃক্ষ হইতে মুণ্ডিতমস্তক ও কন্থাধারী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ)

মণ্ডন। এ কি বিঘ্ন! আরে অস্পৃশ্য শবদেহ-স্বরূপ কার্য্যহন্তা মুণ্ডিতমস্তক কোথা হ'তে?

শঙ্কর। আপনার তো চক্ষু আছে, দেখ্‌ছেন—এই মুণ্ডিত মস্তক গলদেশ হ'তেই উঠেছে।

মণ্ডন। আরে গর্দ্দভ, শিখা-ধারণ যজ্ঞোপবীত ধারণ তোমার ভার হয়েছে, তাই ত্যাগ করেছ; কিন্তু দেখ্‌ছি, গর্দ্দভের ন্যায় কন্থাবহন কর্‌তে পটু।

শঙ্কর। কিন্তু তোমাদের পুরুষানুক্রমে শ্রুতির নিবৃত্তিমার্গ ভার বোধ হয়ে আস্‌চে। গর্দ্দভ যেরূপ কেবল অস্থিমুষ্টি-বহনে অক্ষম, সেইরূপ নিবৃত্তিমার্গ তোমাদের বংশে অসহ্য; সেই নিমিত্ত নারী সেবার জন্য কর্ম্মী গৃহস্থ ভাবে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ইন্দ্রিয়পরতার আবরণ করেছ।

মণ্ডন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা গেছে, বোঝা গেছে,—স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছ। এ দিকে শিষ্য করেছ, পুঁথির ভার বহন ক'রে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাচ্ছ।

শঙ্কর। আর তোমারও কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মকাণ্ড বুঝ্‌তে আমার কিছু বাকী নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ ক'রে গুরুসেবায় অলস হয়ে স্ত্রীর সেবা করতে এসেছ; আর মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃত দাহন ক'রে কর্ম্মবীর নামে আপনাকে প্রচার কচ্চ।

মণ্ডন। আরে কৃতঘ্ন মূর্খ, স্ত্রীলোকের গর্ভে বাস করেছিস্‌, স্ত্রীলোকের দ্বারা পালিত হয়েছিস্‌, আবার সেই স্ত্রীলোকের নিন্দা কচ্ছিস্‌? অকৃতজ্ঞ পামর!

শঙ্কর। আর তুমি পণ্ডিত! স্ত্রীলোকের স্তনপান করেছ, স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মেছ, আবার স্ত্রীলোককে ভার্য্যারূপে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়-লালসা তৃপ্ত কচ্চ।

মণ্ডন। তুই ব্রাহ্মণ হয়ে অগ্নি ত্যাগ করেছিস্‌, শাস্ত্রমতে এতে ইন্দ্রহত্যায় পাতক হয়, তা জানিস্‌?

শঙ্কর। আমি ইন্দ্রহত্যার পাতকী হ'তে পারি, কিন্তু আত্মহত্যার অপেক্ষা মহাপাপ আর শাস্ত্রে নাই। তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা না ক'রে আত্মনাশে প্রবৃত্ত হয়েছ, তুমি আত্মঘাতী। যে আত্মঘাতী, তার অসূর্য্যতমোময় লোকে বাস হয়।

মণ্ডন। তুই চোর, তুই দ্বারবানদের প্রতারিত ক'রে চোরের ন্যায় এ স্থানে প্রবেশ করেছিস্‌।

শঙ্কর। গৃহস্থের অন্নে ভিক্ষুকের অংশ আছে। তুমি ভিক্ষুককে বঞ্চিত কর্‌বার জন্য গৃহদ্বার আবদ্ধ রাখো এবং চোরের ন্যায় সেই ভিক্ষুকের অংশ ভক্ষণ কর্‌হ।

মণ্ডন। দূর হোক—ইনি আবার ব্রহ্মবিৎ সেজেছেন! কোথায় ব্রহ্ম আর কোথায় তোমার

মত মূর্খ! কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলি। পরিপাটী ভোজন ক'রে বেড়াবে ব'লে সন্ন্যাসী সেজেছ।

শঙ্কর। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় তোমার মত দুরাচার; কোথায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ আর কোথায় ঘোর কলিকাল; তুমি নারীর সহিত বিহার করবার জন্যে কর্ম্মীর ভাণ করেছ

পুরোহিত। বৎস মণ্ডন, আমি তোমার পুরোহিত, তোমার হিতার্থে বল্‌ছি, ইনি যতিবেশধারী তোমার গৃহে আগত, এ ভেকের সম্মান নৃপতি হ'তে সামান্য ব্যক্তিরও করা কর্ত্তব্য। ইনি কপট ব্যক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি যিনিই হোন, পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে সমাদরে ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য তোমার অনুরোধ করা উচিত; এরূপ কটূত্তর করা উচিত নয়। দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, কিন্তু এই বালক সন্ন্যাসী—পরিহাস-চ্ছলে তোমার কথার উত্তর প্রদান ক'চ্চেন, তিলমাত্র বিচলিত নন। তুমি সুবোধ, ক্রোধ পরিহার ক'রে এঁর অভ্যর্থনা করো। আমার অনুমান হয়, ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, এঁর ব্যঙ্গপরিহাসও শাস্ত্রসঙ্গত; এতে বোধ হয়, ইনি শাস্ত্রজ্ঞ।

মণ্ডন। ব্রাহ্মণ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) হে যতি, অদ্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্য আপনার নিকট আগত নই, আমি সদ্‌ভিক্ষার কামনায় সমাগত। আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হোন, এই আমার প্রার্থনা। কর্ম্মকাণ্ড আপনার প্রিয়, কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্ত আমার জীবন। আমার যাচ্ঞা, তর্কে পরাজিত ক'রে আমায় কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত করুন; আর আপনি যদি পরাজিত হন—আমার ব্রহ্মাদ্বৈতমত আশ্রয় করুন। পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত হোন, নচেৎ আমার নিকট আপনি পরাজিত—স্বীকার করুন, আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি।

মণ্ডন। যতিবর, অনুমান হয়, আপনি সম্প্রতি এ প্রদেশে আগত। যদি অনন্তদেব, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি আমার সহিত বাদানুবাদে ইচ্ছুক হন, আমি পরাজিত, এরূপ বাক্য কখনও আমার মুখ হ'তে নিঃসৃত হবে না। আমি উপযুক্ত তার্কিক, চিরদিনই তর্ক করি। সামান্য ব্যক্তির সহিত তর্কে আমার তৃপ্তি জন্মে না। যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে প্রকৃত বেদমার্গ কি, তা প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল। মধ্যস্থ স্থির করুন,—আমি বিবাদে প্রস্তুত।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাদে যাঁর পরাজয় হবে, তিনি নিজ মত পরিত্যাগ ক'রে বাদীর মত গ্রহণ করবেন। যদি আমি পরাজিত হই, আমি সন্ন্যাস আশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শিখা ও যজ্ঞোপবীত পুনর্ব্বার ধারণ ক'রে আপনার ন্যায় গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করবো। আর যদি আপনি পরাজিত হন, শিখামুণ্ডন-পূর্ব্বক আমার নিকট সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করবেন। যে ব্যক্তি পরাজিত হবেন, তিনি অপরের শিষ্যত্ব-গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না, এরূপ পণ করতে আপনি প্রস্তুত?

মণ্ডন। নিশ্চয়। আপনি বালক, অনভিজ্ঞতাবশতঃ কলিতে নিষিদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেছেন। আপনি মেধাবী দেখ্‌ছি, আপনাকে সংসারী করতে পারলে সমাজের হিতসাধন করা হবে। কারে মধ্যস্থ স্থির করবেন, বিবেচনা করেছেন?

শঙ্কর। আপনার গৃহিণী।

মণ্ডন। উত্তম—উত্তম। আপনি তবে আমার গৃহিণীর গুণব্যাখ্যা শ্রুত আছেন?

শঙ্কর। হাঁ—তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, আমার এইরূপ ধারণা।

মণ্ডন। বিচারের দিন স্থির করুন।

শঙ্কর। আমি সর্ব্বদাই বিচারের জন্য প্রস্তুত, যদি আপনার অভিমত হয়, কল্যই বিচার আরম্ভ হোক।

মণ্ডন। উত্তম। আসুন—অদ্য কৃপা ক'রে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

[শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রস্থান।

পুরোহিত। এ কি, এই কি শঙ্করাচার্য্য? শুনেছি, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মাকে পরাজয় করতে সক্ষম। কে জানে, বিচারের ফল কিরূপ হয়।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

(দুই জন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আর কোথায় যাচ্চ—কি দেখ্‌বে? মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায়। মণ্ডন নিশ্চয় পরাজিত হবে।

২য় পণ্ডিত। মাল্য শুষ্কপ্রায় কি?

১ম পণ্ডিত। মণ্ডনের গৃহিণী উভয়ভারতী মধ্যস্থা নিযুক্ত হন। তিনি সুযোগ্য মধ্যস্থই বটেন। মণ্ডনের স্ত্রী বলেন যে, একপক্ষে তেজঃপুঞ্জ যতি—নারায়ণস্বরূপ, আর অপরপক্ষে স্বামী সতী স্ত্রীর সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই জন্য কার জয় কার পরাজয়—তিনি মুখে প্রকাশ কর্‌তে অসম্মত। যতির গলায় একটি মালা প্রদান করেছেন, স্বামীর গলায় অপর একটি প্রদান করেছেন। যাঁর গলদেশের মালা অগ্রে শুষ্ক হবে, তিনিই পরাজিত প্রতিপন্ন হবেন। আমি মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায় দেখে এসেছি। দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ হ'লো, লজ্জা রাখ্‌বার আর স্থান নাই, একজন বালক এসে সমস্ত প্রদেশ জয় ক'রে যাবে, এ অতি অসহ্য! বিশেষ মণ্ডনের পরাজয়ে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে; তা হ'লে আর আমাদের সম্মান কোথায় থাক্‌বে?

২য় পণ্ডিত। চ'লে এলেন কেন? চলুন না, দেখা যাক্—শেষ কি হয়।

১ম পণ্ডিত। শেষ যা, তা আমি বুঝেই এসেছি। দুর্দ্দম বালক—বোধ হয় যেন স্বয়ং জৈমিনিকে পরাস্ত কর্‌তে পারে।

২য় পণ্ডিত। তবে কি উপায়?

১ম। দেখি কি উপায় কর্‌তে পারি। যদি কোনরূপে ওর শরীরে পাপ প্রবেশ করে, তা হ'লে বিদ্যাভ্রষ্ট হবে। যাতে গুরু-অপমান-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হয়, তারই চেষ্টায় এসেছি।

২য় পণ্ডিত। আপনি এ যতির বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ বর্ণনা কর্‌চেন, তাতে এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

১ম পণ্ডিত। আছে।

(শিউলী ও শিউলিনীর প্রবেশ)

শিউলিনী। আরে মিন্সে, এখানে তো চাঁদাকে দেখ্‌ছি নি, তবে কোন্ বিগে গেল রে? তোকে বল্লু, আমি ফুল্‌কো বানাচ্চি, তুই বাছার সঙ্গে যা। তুই গেলি নি—তুই নড়্‌তে লাড়্‌লি।

১ম পণ্ডিত। আরে, তুই কাকে খুঁজ্‌ছিস্?

শিউলিনী। আমার চাঁদাকে খুঁজ্‌ছি। হ্যাঁ বাবাঠাকুর, ছেলে বুদ্ধিতে কোন্ বিগে গিয়েছে, বল্‌তে পার?

১ম পণ্ডিত। (২য় পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে) কাকে খুঁজ্‌ছে জান?—শঙ্করাচার্য্যকে। (শিউলিনীর প্রতি) চাঁদা তোর কে? তারে খুঁজ্‌ছিস্ কেন?

শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপ্‌ধন, আমার পরাণের পরাণ, সে চাঁদমুখে আমায় মা বলেছে গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে! আমি তার জন্য মোর ফুলকো বানিয়েছি, সে খায় নি গো, আমার পরাণ কৎ কৎ কচ্চে।

২য় পণ্ডিত। সে তোর ছেলে নাকি?

শিউলিনী। হে গো, সে আমায় চাঁদমুখে মা বলেছে, আমার বুক-জুড়োনো চাঁদা!

শিউলী। বাবাঠাকুর, আমি দু কেঁড়ে রস দেবো, আমার চাঁদা কোথায়, ব'লে দাও।

শিউলিনী। আরে চাঁদা রে চাঁদা—খেসে আয়, খেয়ে তবে খেলাতে যাবি।

১ম পণ্ডিত। তোর চাঁদা তো হেথায় নাই।

শিউলী। তবে কোন্ বিগে গেল বাবাঠাকুর—কোন্ বিগে গেল? ছেলে বুদ্ধি গো—বাবার খাওয়া নাওয়া মনে থাকে নি।] *

১ম পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আয়, তোদের চাঁদাকে দেখিয়ে দিই গে।

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর—চলো। মিন্সে তোমায় দু কেঁড়ে রস দেবে। আমি তার চাঁদমুখে দুখানা ফুল্‌কো তুলে দিয়ে পরাণটা জুড়োব।

১ম পণ্ডিত। আয়। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্য, এইবার তোমায় বুঝে নেবো।

২য় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) এ আবার কি কচ্চ? এদের নিয়ে কোথায় যাবে?

১ম পণ্ডিত। চল না, তোমায় বল্‌ছি।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের বাটীর বিচার-মণ্ডপ।

মণ্ডন মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং কাণ্ডার-অভ্যন্তরে উভয়ভারতী।

মণ্ডন। মালা শুষ্ক কণ্ঠে মম প্রত্যক্ষ নেহারি,
পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।
তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ তুমি বেদজ্ঞ পণ্ডিত,
প্রতি ছত্রে যুক্তি মম করেছ নিরাস,
অংশে অংশে করি মম তর্ক-বিশ্লেষণ।
মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,
সামান্য মানব তুমি নও;
মান হত, দম্ভ বিচূর্ণিত
প্রভাবে তোমার যতীশ্বর।

শঙ্কর। কহি আমি সভাস্থলে হে পণ্ডিতবর।
তর্ক-যুক্তি-শক্তি তব অতীব প্রখর,
বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয় তুমি।
পণ্ডিতসমাজ মাঝে কহি সত্যবাণী,
পরাজিত নহ কোন মতে;
তর্ক-যুদ্ধে জিনে তোমা নাহিক ভুবনে।
কিন্তু—
মম সনে তর্কযুদ্ধে বাক্ বিজড়িত;
বুঝ চিতে পণ্ডিতপ্রবর,
তর্ক-যুক্তি—বুদ্ধি-শক্তিবলে,
জ্ঞান মাত্র হৃদয়ের ধন।
জ্ঞান—দীপ্ত নহে কদাচন,
বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।
বুদ্ধিবলে বুদ্ধি পরাজয়—
নিত্য হের শত শত হয়;
কিন্তু জেনো বৈরাগ্যের অমোঘ প্রতাপ।
হৃদি-মাঝে ধরে যে বিষয়-অনুরাগ,
তর্কযুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপন;
শ্রেয়োমাত্র বিষয়-অর্জ্জন।
স্বার্থ তারে করে প্রতারণা—
যাগ-যজ্ঞে মতি স্বর্গসুখের কামনা;
মুক্তি-তত্ত্বে অন্ধ দৃষ্টি তার।
বিবেক আশ্রয়ে হয় স্বার্থ বিদূরিত,
করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে।
যুক্তি-বলে প্রত্যক্ষ না হয় পরাজয়
বৈরাগ্যে বিজিত তব তর্ক-যুক্তি-বল।
প্রতিশ্রুত ছিলাম দুজনে—
পরাজয় হইবে যাহার,
সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অপরের।
মান, যদি পরাজয় হইয়াছে তব,
পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে।
কিন্তু পণে মুক্ত করি তোমা সবার সম্মুখে।

মণ্ডন। যতিবর!
হীনজ্ঞান কোন্ হেতু করহ আমায়?
পণে মুক্ত কর যদি তুমি,
কেন তাহা করিব গ্রহণ?
নিরাস করেছ, আমি বদ্ধ আছি পণে,
এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম-গ্রহণে।

শঙ্কর। হে পণ্ডিতবর!
স্বার্থের স্বভাব জেনো এতই প্রবল,
পরাজয়ে অভিমান নহে বিদূরিত;
অভিমানে পণে মুক্ত না কর গ্রহণ;
কিন্তু জেনো—মমাশ্রম অভিমানহীন।
অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার
সার পন্থা—সন্ন্যাস-গ্রহণ-অধিকার।

মণ্ডন। যতীশ্বর, রুষ্ট নাহি হও মম ভাষে।
দম্ভ-অভিমান-পূর্ণ নেহারি তোমায়;
দম্ভে মোরে ঋণে কর ত্রাণ,
অভিমানে মম সনে তর্কে বাদী তুমি,
অভিমানে সর্ব্বস্থানে করহ ভ্রমণ,
শিক্ষাদান অভিমান রয়েছে নিশ্চয়।

শঙ্কর। যদ্যপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা,
অভিমান হৃদে স্থান না পাইত আর।
ঈশ্বর-প্রসাদে—
তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার।
ব্যথা পাই হেরি যথা অজ্ঞান-তিমির,
যাই তথা ঘোর তম হরণ কারণ।
সেই হেতু তব সনে দ্বন্দ্ব প্রয়োজন।
স্থিরচিত্তে শুন মতিমান্,
জন্যবস্তু নশ্বর জানহ সপ্রমাণ।
কর্ম্মজন্য স্বর্গলাভ নশ্বর নিশ্চয়।
কোটিকল্প স্বর্গভোগে তাহে কিবা ফল।
কোটিকল্প অন্তে যদি ভোগ শেষ হয়,
দুঃখ পুনশ্চয়—
পুনরায় কার্য্য-প্রবর্ত্তনা;
স্বর্গলাভ স্বর্গক্ষয় পুনঃ পুনঃ হয়—

ভাসে জীব অশান্ত এ স্রোতের প্রভাবে।
কিন্তু জ্ঞানদীপ্তি পাইলে হৃদয়ে,
যেই জ্ঞান আবরিত মায়ার প্রভাবে,
স্ব-স্বরূপ পায় দরশন,
লভে তায়—
নিত্যানন্দ অনন্তে বিশ্রাম।
হেন শান্তি চাহে যদি প্রাণ,
কর মম আশ্রয় গ্রহণ।
অন্যে নাহি জানে, বোঝে যার প্রাণে,
বোঝে মাত্র সেই জন।
অবিবেকী জন,
স্বার্থ তারে করে প্ররোচন
নির্ব্বাণ মরণ সম।
কিন্তু যেই ত্রিতাপ-দহনে
বুঝিয়াছে মনে
শান্তিলাভ বিনা নাহি যন্ত্রণা ঘুচিবে,
সেই এই মহা-পন্থা ল'বে।
যদি ত্রিতাপ-জ্বালায়
প্রাণ তব চায়—
কর বিবেক আশ্রয়।
স্বার্থ হবে ক্ষয়,
আবরিত জ্ঞান-জ্যোতি হবে উদ্ভাসিত,
শান্তি দেবী বসিবেন হৃদয়ে তোমার।

মণ্ডন। গুরু—কল্পতরু।
অহেতুকী কৃপার আধার!
এত কৃপা সন্তানে তোমার?
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার,
সহি তিরস্কার,
এসেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল-প্রদানে!
চল দেব, দাসে লয়ে শান্তিময় স্থানে।

২য় পণ্ডিত। মিশ্র! তুমি কুহকীর কুহকে কেন মুগ্ধ হচ্চ? অনাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসী ভোজবিদ্যা-বলে তোমায় পরাজয় করেছে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে—ও সামান্য ব্যক্তি।

মণ্ডন। হাঁ, কুহকী বটেন। যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ, সেই কুহকী। আর সামান্য কি বলছেন, সামান্য হ'তেও সামান্য;—নচেৎ আমার ন্যায় হীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) প্রভু, কৃপা ক'রে অদ্বৈত-জ্ঞান দান করুন।

শঙ্কর। বৎস, এ জ্ঞান-বিকাশের পূর্ব্বে একটি কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। সে কার্য্য কাহারও নিকট অতি সহজসাধ্য, কাহারও পক্ষে অতি কঠিন। কার্য্য—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তত্ত্বমসি বাক্য, গুরুবাক্যে মহাবিশ্বাস ব্যতীত কদাচ ধারণা হয় না। জেনো, ভব-সংসারে গুরুই একমাত্র সার বস্তু। জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা, পরমৈশ্বর্য্যদাতা—গুরু ব্যতীত আর কেহই নাই। গুরুবাক্যে উপলব্ধি হয় যে,আমি মুক্ত, বদ্ধ নই। আমি বদ্ধ, এ কল্পনামাত্র; মুক্ত অবস্থাই আমার স্বরূপ অবস্থা। গুরুবাক্যে এই পরম অবস্থা দর্শন হয়। মানবের হিতার্থে মায়াধীশ ঈশ্বর,নিজমায়ায় নরদেহ ধারণপূর্ব্বক গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন। অদ্বৈত-জ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস। অদ্বৈত-জ্ঞানবিকাশের পর গুরু অন্তর্হিত হন। ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য্য। সেই কার্য্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব তাঁর স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। শিষ্যও তখন দ্বৈত অবস্থা পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপ-দর্শনে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করে।

(শিউলী ও শিউলিনীকে লইয়া প্রথম পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আরে মাগী, এই দেখ্‌ না, তোর চাঁদা ব'সে আছে।

শিউলী। হই যে—সব টিকিবাজ ভট্‌চাজ দেখ্‌চি না! তা দেখ ঠাকুর, আমার বড় কিছু নেই, আমার কাছে কিছু পাবে নি; তবে রসের কেঁড়েটা, ডেলের হাঁড়্‌টে আর মোওর রুটী কর্‌বার চিম্‌টেটা; আর দেখ্‌ছো তা— পাতা শিয়োনো কাপড় পরনে। জোয়ান বউ-বিটীও নেই যে, তোমাদের পুজো কর্ত্তে দেবো। তা উথানকে আর ক্যানে লিয়ে যাচ্চ?

১ম পণ্ডিত। আরে দেখ্‌ না—ওই তোর চাঁদা ছেলে।

শিউলিনী। আরে হ—হই বটে রে—হই তো চাঁদা ব'সে বটে! (নিকটবর্ত্তী হইয়া) আরে বাপ্‌ধন—এ বামুনগুলোর ইথানে এলি ক্যানে? আহা বাছা, কা'ল রেতে তো কিছু খাস্‌নে, লে—এই রসেতে একটু গলা ভিজো,—এতে

বেশী নেশা হবে নি, এক এক চুমুক দে আর গলা ভিজো। ঝাল দে—টক্ দে কা'ল রেতে ভাল করেছি রে—

শঙ্কর। কেন মা, তুমি এত কষ্ট করেছ? আমি তো ভিক্ষা করেছি।

শিউলিনী। ক্যানে? তোর ভিক্ মাঙ্‌তে কি গরজ নেগেছে? য' দিন এই বুড়ো-বুড়ী আছে, ত' দিন তুই ব'সে ব'সে খা ক্যান্‌না? পাখি-পাখালি যা খেতে চাইবি, তাই পাবি। বুড়ো ফাঁদ পেতে পাখিপাখালি খুব বাগিয়ে ধরে। কেনে গাছতলায় ব'সে থাকিস্? আমার ঘর আলো ক রে ঘর্‌কে এসে বোস্, আর যা মন্‌কে চায়, বল্—রেঁদে দিই—খা।

শঙ্কর। আমি গৃহী নই, আমি সন্ন্যাসী!

শিউলিনী। ওরে বাছা, ন্যাসানিসিতে তোর কাজ নাই। ছেলেবয়সে ন্যাসাট্যাসা করিস্ নি। এই ছাখ্‌না—মিন্সে ন্যাসা ক'রে ভোমা মেরেছে, কাজকর্ম্ম পারে নি।

শঙ্কর। মা! তোমার আর বাবার পৃথিবীতে তো আর কাজ নাই। তোমাদের কর্ম্ম অবসান হয়েছে।

শিউলিনী। দেখ্ দেখ্ মিন্‌সে! ছেলেবুদ্ধি—কি বলে শোন্? বলে, কাজে কাই নি! কাজকর্ম্ম কর্‌বো নি বাবা তো খাব কি বল্? ঘরে কি পোঁতা কড়ি আছে?

শিউলী। নে মাগি! বক্‌বি না খাওয়াবি? ছেলেটা কা'ল রাত থেকে কিছু খায়নি, তার হুঁস রাখিস্? আর আমায় বল্‌ছিস্ ন্যাসা খায়,—ন্যাসা খাস্ তুই।

শিউলিনী। আ আমার পোড়া মু! মউয়োর ফুল্‌কো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নে বাছা খা। (শঙ্করকে স্পর্শকরণ) ও মিন্‌সে—ও মিন্‌সে, সব ফাঁক হয়ে যাচ্ছে! তুই আমি—আমি তুই! ও মিন্‌সে আমি—আমি—আমি!

শিউলী। আরে মাগি—কোথায় কে রে—কোথায় কে? (শিউলিনীকে স্পর্শকরণ) আরে নেই নেই নেই রে! আরে হোই—সেই।

১ম পণ্ডিত। যতিবর! এরা তোমার কে এসেছে? তোমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সব এসেছে দেখ্‌ছি—তুমি খাও। বোধ হচ্চে, তোমার আত্মীয়।

শঙ্কর। পরম আত্মীয়! দেখ্‌ছেন না প্রভু, সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতী! গুরুদম্পতিরূপে আমায় কৃপা করেছেন! যাঁর বাক্যের প্রভাবে—জড় নারিকেল-বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে আমায় মণ্ডনের আলয়ে উপস্থিত করেছে। মিশ্র, তুমি আশ্চর্য্য হয়েছিলে, দ্বারবানেরা কেন আমায় আস্‌তে বাধা দেয় নি। তোমার গৃহপার্শ্বস্থ নারিকেল-বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে তোমার প্রাঙ্গণে আমায় উপস্থিত করেছে। বৃক্ষের উপর আধিপত্য-লাভ আমি এই গুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হয়েছি।

শিউলী। অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিৎ সুখরূপ।

শিউলিনী। শিবোঽহং শিবোঽহং এই তো স্বরূপ।

১ম পণ্ডিত। এ কি! এ কি কোন কুহক নাকি? সামান্য শিউলী শিউলিনীর মুখে এ কি উক্তি? তবে তো এই মহাপুরুষের অহিত-ইচ্ছায় মহাপাপে লিপ্ত হয়েছি! প্রভু, প্রভু—রক্ষা করুন!

শঙ্কর। কেন মহাশয়, আমায় কি নিমিত্ত স্তুতি ক'চ্চেন?

১ম পণ্ডিত। গুরুদেব, আমায় পায়ে ঠেল্‌বেন না। আমার ন্যায় মহাপাপীকে উদ্ধার করাই আপনার প্রশংসা। শুনুন—আমি কিরূপ পাপাশয়। আপনি শিউলীর নিকট যে বৃক্ষ অবনত কর্‌বার মন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন, তা আমি জান্‌তে পারি। যখন মণ্ডন পরাজয়প্রায় বুঝ্‌লেম, তখন এই শিউলীর উদ্দেশে গিয়ে—এই শিউলীকে ল'য়ে এসেছি। আমার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, এই ব্রাহ্মণ-সভাস্থলে আপনি এই শিউলীর সম্মান কর্‌তে পার্‌বেন না। আর শিক্ষাদাতার সম্মান না কর্‌লেই আপনি শক্তিচ্যুত হবেন। এই অভিপ্রায়েই আমি এই শিউলী শিউলিনীকে লয়ে আসি। কিন্তু আমি অজ্ঞান! আমি জানি না যে, জীবশিক্ষার্থে—এই মুক্তাত্মা পুরুষ-প্রকৃতি—শিউলি শিউলিনীরূপে অবস্থিত। যখন আপনার শিক্ষাদাতা—তখন এঁরা সামান্য নন—এ জ্ঞান আমার জন্মায় নি। এক্ষণে আমার নয়ন উন্মীলিত। এ সমস্ত আপনার কৃপা। যখন

কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, তখন পদে স্থান দিন। (পদধারণ)

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়! (সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

মণ্ডন। প্রভু, দাসকে গ্রহণ ক'রে সেবায় নিযুক্ত করুন।

শঙ্কর। চল বৎস, সকলে একত্রে পরমানন্দ উপভোগ করি।

সকলে। সচ্চিদানন্দ শিবোঽহং—সচ্চিদানন্দ শিবোঽহম্।

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। যতীশ্বর! আমার স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাও? (পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। (স্বগত) শিব শিব!—দেবী সরস্বতী বিঘ্ন উৎপন্ন কর্‌লেন।

উভয়। যতিবর! আপনি জ্ঞানী, আমার স্বামীকে পূর্ণ পরাজয় করেন নাই। আমার স্বামী পরাজিত, কিন্তু শাস্ত্রমতে আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, আমায় পরাজয় ক'রে আমার স্বামীকে ল'য়ে যান।

শঙ্কর। স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক কিরূপ সম্ভব?

উভয়। যতীশ্বর, আপনি তো অবগত আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সহিত ও জনক সুলভার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হাঁ মা, যথার্থ ব'লেছেন। যিনি অদ্বৈতমতের বাদী, তিনি পুরুষ হন আর স্ত্রী হন, তাঁর সহিত আমি তর্কে প্রস্তুত। আপনি প্রশ্ন করুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর-প্রদানে যত্নবান্ হই।

উভয়। সুন্দর কাকে বলেন?

শঙ্কর। এক সচ্চিদানন্দই সুন্দর। অপর সুন্দর কি?

উভয়। রমণীতে কি সৌন্দর্য্য নাই?

শঙ্কর। সেই অতুল সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র এবং সেই তাঁরই প্রভাবে ক্ষণস্থায়ী। শ্রী, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সমস্তই সেই বৃহৎ বস্তুর অংশ। মাত্র সেই—আর কোথাও ত কিছুই নাই।

উভয়। তবে নারীর হাবভাব—নারীর সৌন্দর্য্য কিছুই উপলব্ধি করেন নাই?

শঙ্কর। সামান্য বিষয়—ওর উপলব্ধির তো বিশেষ প্রয়োজন নাই। একের উপলব্ধিতেই ত সমস্ত উপলব্ধ হয়। আমরা বৃথা সময় ব্যয় কর্‌চি। আপনার কি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন আছে—করুন।

উভয়। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ, এই ধারণা আমার জন্মেছে। তবে কামশাস্ত্রের আলোচনা আমার সহিত হয় নি। বলুন—কামকলা কিরূপ ও কয় প্রকার এবং তার আধার কি? নর-নারীতে তার কিরূপ অবস্থান?

শঙ্কর। (স্বগত) সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু যখন বাদে প্রবৃত্ত, একে নিরস্ত করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) দেবি! মাসান্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর্‌বো। আমায় একমাস কাল সময় প্রদান করুন। আপনি অবগত আছেন, বাদানুবাদে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

উভয়। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থানোদ্যম)

মণ্ডন। প্রভু, সন্তানকে ভুল্‌বেন না।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, সকলই সময়সাপেক্ষ; সময়ে দেবদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত-শৃঙ্গ।

শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ।

শঙ্কর। সন্ন্যাস-আশ্রম, মণ্ডন না করিলে গ্রহণ,
জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচার।
কিন্তু মহাবিঘ্ন তাহে বাগ্‌দেবী!
মণ্ডন-গৃহিণীরূপে দেবী সরস্বতী,
কামশাস্ত্র ল'য়ে দ্বন্দ্ব মম দেবী সনে।
কিন্তু কামচিন্তা যোগিদেহে অতি অনুচিত
হয় তায় সন্ন্যাস-পতন।
করি পরকায় আশ্রয়গ্রহণ
কামশাস্ত্র করিয়ে অর্জ্জন,
পরাজিব মণ্ডন-পত্নীরে;
তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয়।

কর্ম্মকাণ্ড করিলে খণ্ডন
জ্ঞানকাণ্ড ধরামাঝে হইবে প্রচার।
(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া)
যোগদৃষ্টে করি বিলোকন,
আসি ওই নরপতি মৃগয়া কারণ—
মহা শ্রমে হইয়াছে তনু-ত্যাগ তার।
ওই দেহে এখনি পশিব।
চল বৎস, অদূরস্থ পর্ব্বত-কন্দরে,
সাবধানে রক্ষা কর যতি-দেহ মম।
মাসান্তে এ দেহে পুনঃ করিব প্রবেশ।
* [সনন্দন। প্রভু, পরকায়-প্রবেশ-শ্রবণে
হয় মম আতঙ্ক উদয়।
পশি পরকায়—
যোগিশ্রেষ্ঠ মীননাথ মুগ্ধ হন তায়,
কামরূপা কামকলা রমণী-প্রভাবে।
যোগীশ্বর শিষ্য তাঁর গোরক্ষনাথ নাম,
বিশেষ প্রয়াসে মুক্তি দানেন গুরুরে।
শঙ্কর। ত্যজ ভয়, না কর সংশয়,
মুগ্ধ না হব কদাচন।
বাঞ্ছা মম বিদ্যা-উপার্জ্জন,
কামতৃপ্তি-বাসনাবর্জ্জিত চিত।
যেই জন বাসনা-বর্জ্জিত,
কদাচিৎ না হয় মোহিত;
ব্রজধামে কৃষ্ণলীলা দৃষ্টান্ত তাহার।
সনন্দন। প্রভু, শুনেছি শ্রীমুখে,
মহা বলবান্ কাম মোক্ষপথে অরি।
কামচর্চ্চা কাম-আলাপনে জন্মে সংস্কার,
বহু জন্ম-গ্রহণের হেতু তায় হয়।
শঙ্কর। শাস্ত্রমত বাক্য তব হে তীব্র সন্ন্যাসি!
কিন্তু বৎস, করহ শ্রবণ,—
দেব-প্রয়োজনে মম ধরা আগমন,
কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যাণ।
করেছি উদ্যম,
যদি তায় দৈব-বিড়ম্বনে
কোনক্রমে বিঘ্ন হয় মম,
যদি পশি পরকায়, সংস্কার পরশে আমায়,
বুঝিব অন্তরে,
দেবকার্য্য উদ্ধারের তরে—
করিবারে মানবের হিত—
সহি যথোচিত মহামায়া-ছলনা-প্রভাবে।
শুন বৎস, নিজ স্বার্থ দিব বিসর্জ্জন,
যে হয় সে হয়, কাম-বিদ্যা করিব অর্জ্জন।
দেবকার্য্য সাধনের তরে
না হব পশ্চাৎপদ আত্মবিসর্জ্জনে।
হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়
দেবদেব-পদাশ্রিত আমি,
সংস্কার কভু না স্পর্শিবে, কার্য্যসিদ্ধি হবে;
নির্ব্বিঘ্নে পশিয়ে পুনঃ এ যোগি-শরীরে,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা করিব প্রচার।
এস বৎস, গুপ্ত স্থানে রাখিব শরীর,
সাবধানে গৌরবে রাখিও সবে মিলি।] *
সনন্দন। হৃদিকম্প হয় প্রভু, সংকল্পে তোমার!
শঙ্কর। চিন্তা কর দূর, চল পর্ব্বত-গহ্বরে।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনস্থলী।

সজ্জিত চিতা-পার্শ্বে অমরক নৃপতির মৃতদেহ।
উভয় পার্শ্বে সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণ,
সম্মুখে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

সরমা। (মন্ত্রীর প্রতি) বাবা, তুমি সুযোগ্য মন্ত্রী, রাজ্যভার তুমিই গ্রহণ করো; আমি রমণী, রাজ্যপরিচালনা তো আমাতে সম্ভব নয়। আমি উদ্বাহের দিন পণ ক'রেছিলাম যে, আমি জীবনে-মরণে মহারাজের সঙ্গিনী। মহারাজ আমায় ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবে না! আমি সহমরণে যাবো, তার উদ্যোগ করো।

অন্যান্য রাণীগণ। দিদি, আমরা তোমার দাসী, আমাদের ছেড়ে যেও না।

মন্ত্রী। হায় হায়! কি কুলগ্নেই মহারাজ মৃগয়া-যাত্রা ক'রেছিলেন।

সরমা। বাবা, প্রাতঃকালে হাসি-মুখে বিদায় নিয়ে এলেন, সূর্য্যাস্ত না হ'তে চন্দ্রমুখে ছায়া পড়্লো। হায় হায়, আমাদের মত অভাগিনী কি কেউ জন্মগ্রহণ করেছে! এ জ্বালা কেবল অনলে নির্ব্বাণ হওয়া সম্ভব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী মশায়, আর কেন—শবদেহ চিতায় উত্তোলন করুন।

সরমা। বাবা, অপেক্ষা করো, আমি সহমৃতা হব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী মশায়, যা হয়, শীঘ্র করুন। দ্বাদশ দণ্ড

অতীত হয়েছে,আর শব-দেহ রাখা উচিত নয়। বিলম্ব হ'লে প্রেত আশ্রয় করতে পারে।

মন্ত্রী। (সরমার প্রতি) মা,দেখুন দেখুন—মহারাজ যেন চক্ষু উন্মীলন কচ্চেন! দেখুন দেখুন— মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি। মা, আপনি মুখে একটু জল দেন তো।

সরমা। মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনি, মা রক্ষা করো!

রাজদেহে শঙ্কর। এ কি—কোথায় আমি— এরা কে?

সরমা। মহারাজ, দেখুন, আমরা আপনার চরণের দাসী।

শঙ্কর। মহামায়ার কি প্রভাব! কি ছিলেম, এ তো আমার স্থান নয়! নিদ্রাবস্থা কি জাগ্রত অবস্থা! (প্রকাশ্যে) তোমরা কে?

সরমা। মহারাজ, চিন্‌তে পাচ্চেন না? আমরা দাসী।

শঙ্কর। হাঁ, সত্য সত্য, আমি কে?

সরমা। মহারাজ, স্থির হন, আপনি মৃগয়ায় ক্লান্ত হয়ে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হুঁ, রাজকায়ে—রাজা—চলো গৃহে যাই। জীবের গর্ভবাসের পর স্মৃতি থাকা অসম্ভব। চলো চলো—অহো, মহামায়ার কি ভীষণ প্রভাব!

* [(মৃতরাজার প্রেতাত্মার প্রবেশ)

কে তুমি? মৃত রাজার প্রেতাত্মা! এ দেহে আর তোমার অধিকার নাই।

সরমা। মহারাজ, কি বল্‌ছেন?

শঙ্কর। না, কিছু না। (প্রেতাত্মার প্রতি) দেহের মমতা এখনো পরিত্যাগ করো নি! যাও, দেবদেবের কৃপায় প্রেতদেহ পরিত্যাগ ক'রে দিব্যদেহ ধারণ করো। যত দিন তোমার দেহ ভোগ করি, তত কল্প তুমি স্বর্গভোগ করো! কি হলো—কে আমি? আমি রাজা, এই সকল রাজ্ঞী। এসো—এসো প্রেয়সি, গৃহে যাই চলো। (উপবেশন)

সরমা। মহারাজ, স্থির হোন—স্থির হোন।

শঙ্কর। চিন্তা ক'রো না আমি সবল হয়েছি, এসো প্রিয়ে! (গাত্রোত্থানকরণ)

অম্বালিকা। (জনান্তিকে সরমার প্রতি) দিদি, এ কি কোন প্রেত আশ্রয় করেচে?

শঙ্কর। না না, প্রেত দেহ-মমতা ত্যাগ ক'রে স্বর্গলাভ করেছে।]* [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ।

জগন্নাথ ও মহামায়া।

জগন্নাথ। হাঁরে, তুই কেমন পেত্নীটে বল্? মাগীর হাল্‌টা দেখ্‌ছস্? তবু তোর মনে দুঃখু হয় নেই? মর্‌বার আগে এক দিনকে খুদে দাদাকে লিয়েআয়।

মহামায়া। সে এখন রাজা হয়েছে, তাকে আন্‌বো কি ক'রে?

জগ। তবে তুই কিসের পেত্নী? তুই যে বল্লি, মায়ের কাছে আস্‌বে?

মহা। সময় হ'লে আস্‌বে।

জগ। তোদের আবার কেমন সময়? মাগী ম'লে এনে কি কর্‌বি?

মহা। আমি থাক্‌তে মর্‌বে কেন?

জগ। তুই থাক্‌তে যদি মরে নি, তবে তুই মলি কিসে?

মহা। আমি তো মরি নি, আমি অনাদি।

জগ। তুই তো ভারি মিছকতুরে, তোর কথায় প্রত্যয় আর থাক্‌বে নি।

মহা। কি ক'রে জান্‌লি—আমি মরেছি?

জগ। জ্যান্ত মানুষ আর কে কোথায় পেত্নী হয়?

মহা। আমি তো পেত্নী নই।

জগ। তোর বাপ পেত্নী।

মহা। আমার তো বাপ নাই।

জগ। না থাকে নেই, আমার কথা একটা শুন্‌বি?

মহা। কি বল?

জগ। খুদে দাদা কোন্‌খানে আছে, আমায় ব'লে দে।

মহা। সে এখন অমরক রাজা হয়েছে।

জগ। ভূতে চিন্‌তে পারে?

মহা। তা পারে।

জগ। তবে ধর্, আমার ঘাড়টা মুচুড়ে ধ'রে মেরে ফেলে ভূত ক'রে দে।

মহা। কেন—ভূত হয়ে কি কর্‌বি?

জগ। কি কর্‌বো, তা তখন তোকে শুনোবো। খুদে দাদাকে এনে মাগীকে দেখাবো।

মহা। ছিঃ ছিঃ, ভূত হ'তে আছে!

জগ। তা তোর কি বল্ না—আমার যদি এখন

সথ হয়। তোর ছিঃ-ছিক্কারে আর কাজ নেই। আমায় ভূত ক'রে দে, মাগীর দুঃখু আর আমি দেখ্‌তে লার্‌চি। আমি খুদে দাদাকে বাড়ীতে আন্‌বো।

মহা। তোর কথায় সে আস্‌বে কেন?

জগ। এসবে, এসবে,—আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌বো, "আমি তোর জগা দাদা, আমার কাঁধে চেপে সেখানে একবার বেড়াবি চল্‌।" চখোচখি হ'লে সে আমার কথা আর ঠেল্‌তে লার্‌বে। ধর্‌ ধর্‌—ঘাড়টা মুচুড়ে ধর।

মহা। জগন্নাথ, তোমার যে প্রেম, তুমি মুক্তাত্মা; তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।

জগ। হ্যাদে, তুই ও সব কি বলিস্‌ বল্‌ তো? খুদে দাদার কাছে শিখিস্‌ না কি?

মহা। সে না শেখালে আমায় কে শেখাবে বল।

জগ। আচ্ছা, তার মা মাগীর উপর তোর দরদ হয় নি ক্যানে?

মহা। না হ'লে আমি সেবা কর্‌তে আস্‌বো কেন?

জগ। তোর ছাই দরদ! মাগীর আকারটা দেখ্‌ছিস্‌? তবু একবার ছেলেটাকে এনে দেখাতে লার্‌লি?

মহা। কেন আনি না জানো? যে দিন ছেলের সঙ্গে মাগীর দেখা হবে, সে দিন মার শরীর থাক্‌বে না।

জগ। না থাকে না থাক্‌বে, বেঁচে আর কি কচ্ছে, না হয় একবার চাঁদমুখখানা দেখে মর্‌বে।

মহা। সময় না হ'লে তো আর দেখা হবে না।

জগ। তোরে লার্‌লুম, তোর ছেঁদো কথা কে বুঝ্‌বে বল্‌?

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে? আর আমার সঙ্গে প্রতারণা করো না। তুমি সামান্যা নও, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছ, পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ করো।

মহা। কেন মা আমি তো তোমায় বলেছি, আমি তোমার মেয়ে!

বিশিষ্টা। না মা, আমায় ভাঁড়িও না। আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আমার শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গ। আমায় কে স্বপ্নে বলেছে, আমার শঙ্কর আর তুমি ভিন্ন নও। পরিচয় না দাও, আমায় বল—সত্যই কি দেবদেব আমার জঠরে জন্মগ্রহণ করেছেন?

মহা। মা, দেবদেব তো স্বয়ং তোমায় এ কথা বলেছেন।

বিশিষ্টা। তবে কেন মা আমার পুত্র-জ্ঞানে এ যন্ত্রণা? তবে কেন আমি তার চাঁদমুখ একদণ্ড ভুল্‌তে পারি না? তবে কেন আমি মহামায়ায় আচ্ছন্ন? আমি কত দিনে মুক্ত হব মা! আমি তো দেহ হ'তে পৃথক্‌ হয়েছি, তবে কেন দেহ ছেড়ে যেতে পাচ্চি না?

মহা। মা, তোমার যে কামনা,—তোমার পুত্রের হাতে অগ্নি নিয়ে দেহ ভস্ম কর্‌বে।

বিশিষ্টা। সত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে?

মহা। দেবমন্দিরে চল মা, দেবদেব স্বয়ং তোমায় এ কথা বল্‌বেন।

বিশিষ্টা। না মা, তোমার কথাতেই প্রত্যয়; তোমার কথা দেবদেবের কথা পৃথক্‌ নয়। তোমার কথাতেই আমার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। আমি মা মায়ার প্রপঞ্চ বুঝেছি, মায়া কেন বল্‌চি, তোমার প্রপঞ্চ বুঝেছি। আমার একটি সাধ পূর্ণ করো, আমি তোমায় স্বহস্তে রাঙ্গা জবা দিয়ে সাজাব। এসো মা, ঘরে এসো।

মহা। তুই পেত্নী পেত্নী করিস্‌, দেখ্‌ছিস্‌—মা কত আদর কচ্চে!

জগ। না না, যা যা—তুই পেত্নী লস্‌।

[বিশিষ্টা ও মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। ওটা কে বটে? খুদে দাদা কি বে করেছে? না, এ তো ধাড়ি মাগী! তবে এ কে? ওই—ওই—যেন যেন—মনে মনে আঁচ দিচ্চে। মা না বল্লে—মহামায়া? অ্যাঁ! ওই বেটী সব ঘুরোয় না কি? খুদে দাদা বল্‌তো,—ওই মায়ায় ঘুরপাক খাওয়ায়। যা থাকে বরাতে, পরের মেয়ে মান্‌বো নি, ওকে চেপে ধর্‌বো, ব'ল্‌বো—বল্‌ বেটী তুই কে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অমরক রাজার অন্তঃপুর-সংলগ্ন উপবন।

অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর। নিদ্রাগত অভিভূত-প্রায়—
স্বপ্নাচ্ছন্ন রয়েছি কোথায়?

দিবানিশি কি যেন রয়েছি ভুলে!
সৌদামিনী-ঝলক সমান
হয় কভু আলোকিত প্রাণ,
যেন কোন জ্যোতির্মূর্ত্তি হেরি বিস্ময়মান,—
হয় তায় আকুল অন্তর।
আছি যেন আবদ্ধ পিঞ্জরে!
মহাপ্রাণী রয়েছে শরীরে,
কোন্ পথে যায় সে বাহিরে,
প্রবেশে বা কোন্ পথে!
এ কি! কেবা আমি—
আছি বদ্ধ এই ক্ষুদ্র কায়!
জ্ঞান হয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে মম স্থান!

(সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণের রঙ্গরস সহকারে প্রবেশ)

সরমা। এ কি মহারাজ, এইখানে পালিয়ে এসেছ? তা যাও—আর তোমার সঙ্গে কথা কব না—আমরাও চল্লুম।

শঙ্কর। শুন সুবদনি, হয়ো না মানিনী,
কামকলা-বিহারকুশলা,
মাগি পরিহার, সমযোগ্য যোদ্ধা তব নই।
বিশ্রাম কারণে, এসেছি এ স্থানে,
দীক্ষা পুনঃ করিব গ্রহণ।
পুনঃ কিবা নবরঙ্গ দেখিব রঙ্গিণি!
দেখ দেখ হতেছে স্মরণ—
কোথা—কোথা—এ কি ঘোর আবরণ!

সরমা। (জনান্তিকে) বোন্‌ তোরা মহারাজকে নিয়ে উপবনে যা। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ডাকৃতে পাঠিয়েছি, মহারাজের বনে মূর্চ্ছাভাব হয়ে যেরূপ অবস্থা হয়েছিল, এখন মাঝে মাঝে আবার সেই অবস্থা দেখছি।

অম্বালিকা। দিদি, দিবারাত্র অন্তঃপুরবাসে হয় তো মহারাজের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হয়েছে। ব'লে ক'য়ে মহারাজাকে রাজকার্য্যে পাঠান যাক্।

সরমা। না দিদি, এর বিশেষ তত্ত্ব আছে! আমরাই পরাজিত, এতে মস্তিক বিকল কি নিমিত্ত হবে? অবশ্যই এর কোন গুহ্য কারণ আছে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বার প্রয়োজন।

শঙ্কর। পর্ব্বত-কন্দরে নিবিড় গহ্বরে—
কই—কোথা—করি অন্বেষণ।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

অম্বালিকা। এ কি! এ যে কোন যোগীর পূর্ব্বস্মৃতি বোধ হ'চ্চে!

সরমা। আমারও সেইরূপ অনুমান হয়। যাও, মহা-উদ্দীপক সুরা আমার ঘরে আছে, নিয়ে পান করাও।

অম্বালিকা। তাতেই বা কি ফল হবে, বুঝতে পারি না। সুরাপ্রভাবে মহারাজের তো ক্ষণিক চঞ্চলতাও কখন দেখি নাই।

সরমা। যাও যাও, মন্ত্রী আস্‌ছে।

[অম্বালিকার প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। জননী রাজরাণি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

সরমা। মন্ত্রি, মহারাজের প্রতি লক্ষ্য ক'রেছেন? যে দিন মহারাজ মূর্চ্ছাগত হন, তার পর হ'তে মহারাজকে কি পূর্ব্ববৎ দেখ্‌ছেন?

মন্ত্রী। মা, আমরা রাজকর্ম্মচারিগণ মিলিত হয়ে গোপনে এই পরামর্শই করেছিলেম। পূর্ব্বে রাজকার্য্যে মহারাজ এরূপ পারদর্শী ছিলেন না, শাস্ত্রালাপে পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত। মা, আপনি কিরূপ লক্ষ্য ক'রেছেন?

সরমা। নন ইনি পূর্ব্ব-নৃপবর।
—বিপদ্‌ সময়
তাই কহি মন্ত্রিবর লাজ পরিহরি—
যদিচ বিলাসে মগ্ন দিবস-যামিনী,
রঙ্গরস-কৌতুক-কলাপে রত,
কিন্তু কোন আসক্তি হেরি নে কভু।
পূর্ব্বে নৃপবর,
ব্যথিত হ'তেন চারু কটাক্ষ-প্রহারে।
এবে যেন শিক্ষার কারণ,
শিক্ষাপ্রিয় বালক যেমন,
অবিচল কটাক্ষ-ঈক্ষণ করে।
অঙ্গস্পর্শে নাহি শিহরণ,
পুরুষ-উচিত নাহি আগ্রহ কখন,
মুগ্ধচিত নহে সুরাপানে।
আসক্তিবিহীন,
কামিনীর গর্ব্ব হয় লীন,
শতনারী ঈর্ষাহীন প্রভাবে রাজার।
ল'য়ে কুলবতী, গোপিনী যুবতী,
শ্রীপতির রাসলীলা বিহারের প্রায়,

নারী সনে বিহার রাজার।
জনে জনে মানি পরাজয় ;
ঈর্ষ্যানেত্রে না চায় যুবতী
পরস্পর প্রতি,
পূর্ণ মনোরথ সবে রাজার সেবায়।
কভু নৃপমুখে শুনিয়ে বচন
কাঁপে প্রাণ মম!
যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতি হয় উদ্দীপন,
বিমন সতত হেরি!
তেঁই জ্ঞান হয়,
বুঝি যতীশ্বর কোন মহাশয়,
পশি মৃত নৃপতির কায়
ভোগ ইচ্ছা করেন খণ্ডন।

মন্ত্রী। বুদ্ধিমতী সরস্বতী সম তুমি রাণী,
ক'রেছ স্বরূপ অনুমান।
তবে কি উপায়
যোগিবরে আবদ্ধ রাখিতে নৃপদেহে?
হইয়াছে বুঝি বা সময়,
ভোগ অবসানপ্রায়,
ভোগ-অন্তে প্রবেশিবে নিজদেহে।

সরমা। কর, বৎস, উপায়-বিধান,
আত্মহারা মোরা সবে ;
নিশিদিন আশঙ্কায় বিকল অন্তর।

মন্ত্রী। মা, আমরা মন্ত্রণা ক'রে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেছি, যথায় শবদেহ পাবে, তখনই তা দগ্ধ কর্বে। প্রতি শবদেহের মূল্য শতমুদ্রা, আর যোগীর শবদেহের মূল্য সহস্র মুদ্রা ঘোষণা করেছি। উপস্থিত এ উপায় ভিন্ন অপর কোন উপায় তো লক্ষিত হ'চ্চে না।

সরমা। বাবা, এ কার্য্য আমাদের পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। যেরূপ লক্ষণ দেখ্‌ছি, বহুদিন যে যোগীশ্বর এ দেহে অবস্থান কর্‌বেন, এরূপ সম্ভব নয়। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হ'লেই যোগিবর নিজদেহ গ্রহণ কর্‌বেন। তৎপর হন, অম্তই দূত নিযুক্ত করুন।

মন্ত্রী। হ্যাঁ মা, সত্বর হওয়াই কর্ত্তব্য। কয়দিন কয়েকজন যোগিপুরুষ মহারাজের অনুসন্ধান ক'চ্চে, আমি তাদের রাজপুরে আসা নিবারণ ক'রেছি ; বোধ হয়, এই যোগিবরেরই তারা শিষ্য, গুরুর সন্ধানে এসেছে, যেরূপ গোরক্ষনাথ মীননাথের অনুসন্ধানে এসেছিলেন।

সরমা। সতর্ক থাকুন, কোনরূপে না রাজদর্শন পায়।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্তে পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষতল।
শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।
(গণপতির প্রবেশ)

শান্তি। দেখ দেখ, আমাদের সেই সহাধ্যায়ী গণপতি নয়? ওহে গণপতি— গণপতি—

গণ। (স্বগত) এই মজালে! সেই শান্তে বেটা!

শান্তি। কি হে গণপতি, চিন্‌তে পাচ্চ না না কি?

গণ। তুমিও চ'লেছ, আমিও চ'লেছি, চেনাচিনিতে কাজ কি?

শান্তি। কেমন আছ?

গণ। তোমরা কেমন আছ? বাবা, আমি সাফ্ বুঝে চ'লে এসেছি, কিছু পেলে? না জল তোলা আর পা টেপাই সার!

শান্তি। ভরপুর পেয়েছি, গুরুদেবের সংসারে অভাব কিসের?

গণ। তা তো বটে, অভাব অন্নবস্ত্রের!

শান্তি। তুমি কোথাও কিছু পেলে না কি?

গণ। কোথাও কিছু নেই—বুঝ্‌লে? বুদ্ধির জোরে যে যা ক'রে নিতে পারে।

শান্তি। তোমার তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু বাগালে?

গণ। বাগাবো কি, তেমন বাগমাফিক চেলা পাচ্ছি নে, নইলে এখানে যোগাড় খুব ছিল!

শান্তি। বল না, আমরাই না হয় তোমার চেলা হ'চ্চি।

গণ। ভাই, তা যদি হও, তা হ'লে বাপের কাজ করো।

শান্তি। কি যোগাড়টাই বলো?

গণ। দেখ, এ দেশের রাজা বেটা ম'রে গিয়েছে মনে ক'রে চিতেয় চড়াতে যাচ্ছিল, থামকা বেঁচে উঠেছে। এই না—নগরে দিবারাত্র আনন্দ চলেছে। সন্ন্যাসী-ফকিরের খুব আদর, রাণীদের কাছে পর্য্যন্ত যেতে পারে! আর

খালি ওষুধ খুঁজ্‌ছে, কিসে রাজাকে বশ কর্‌তে পার্‌বে। রাণীরা প্রায় এক হাজার—পরমা সুন্দরী! ধাপ্পা-ধুপ্পি লাগাতে পার্‌লে দু'চার বেটী হাতেও লাগ্‌তে পারে। তোমরা যদি আমার শিষ্য হয়ে আমায় জাহির করো, তা হ'লে বেশ মজায় সব থাকা যায়। কামিনী চাও—কামিনী, কাঞ্চন চাও—কাঞ্চন, সব রকম মজা চলে। আর পরম মান, রাজার মাথায় গিয়ে পা দাও।

শান্তি। তা আমরা শিষ্য হব কেন, তুমি কেন আমাদের শিষ্য হও না?

গণ। আরে শোন না, আমি যে তেমন তোমাদের মত মন দিয়ে বুলিগুলো শিখি নি! তাই মনে কচ্চি, আমি থাক্‌বো মৌনী, তোমরা সব বুলি ঝাড়্‌বে। দুই এক পাই বখরা বেশী চাও, তাও নিও।

শান্তি। রাজার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

গণ। সে যো নাই বাবা! রাজা খালি অন্দরে রাণীদের নিয়ে আছে, দিনরাত সরাপ চল্‌চে—আমোদ চল্‌চে—গান চল্‌চে।

শান্তি। রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা কর্‌তে পারে না?

গণ। দু'একটা গাইয়ে-গুণীকে কখনো ডাকে। সন্ন্যাসী-ফকিরের রাজার কাছে ঘেঁস্‌বার যো নাই; মন্ত্রী বেটারা খেদিয়ে দেয়। বড় মজার দেশ—বুঝ্‌লে, একটা মড়া—একশো একশো টাকায় বিকোয়; সন্ন্যাসী-মুদ্দোরের দাম হাজার টাকা।

শান্তি। মুদ্দোর নিয়ে কি করে?

গণ। কি জানি, বেটা বাপের পিণ্ডি চড়ায়! তিপান্তর মাঠে রাবণের চিতের মত চুলি জ্বল্‌চে, ঝুপ-ঝাপ ক'রে দিনরাত মড়া এনে ফেল্‌চে।

(সনন্দনের প্রবেশ)

শান্তি। (সনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জনান্তিকে) সনন্দন, গুরুদেব এই স্থানে নিশ্চয় আছেন।

সনন্দন। (জনান্তিকে) আমারও তাই অনুমান হয়। নগর ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লেম, পুরবাসীরা দিবারাত্র আনন্দে মগ্ন,—কোথাও রোগ, শোক, দৈন্য নাই। অতি সুব্যবস্থায় রাজ্য পরিচালিত। প্রজাগণ পরস্পর ঈর্ষা-দ্বেষবর্জ্জিত, যেন এক পরিবার হয়ে একত্রে বাস কচ্চে। প্রান্তরে, উপবনে দেখ্‌লেম—সাময়িক শস্য, সাময়িক ফলপুষ্প অপর্য্যাপ্তরূপে ধরণী উৎপাদন করেছেন।

গণ। (স্বগত) কি বলাবলি কচ্চে! (প্রকাশ্যে) কি হে, তোমাদের আচার্য্য এখানে এসেছেন না কি?

সনন্দন। তিনি কামরূপী, সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত কোনরূপে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

গণ। ওহে সনন্দন—ওহে সনন্দন! না—পদ্মপাদ না বল্লে বুঝি উত্তর দেবে না?

সনন্দন। না, তুমি পদ্মপাদ বল্লো নাই, তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বো না। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত সাক্ষাতের কিরূপ উপায় হয় দেখি। বোধ হয়, মহাপুরুষ যে রাজদেহে প্রবেশ করেছেন, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তা অনুমান করেছেন, সেই জন্য শবদেহ দাহন কচ্চে। শীঘ্র গুরুদেবের স্বশরীরে না প্রত্যাগমন কর্‌লে বিপদের আশঙ্কা আছে!

[গণপতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গণ। ব্যাটারা কি বলাবলি কর্‌লে, কি দাঁওরে ফির্‌চে। এই সেই তান্ত্রিক ব্যাটা, যে ব্যাটা শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্ব করে। গুরুজি, গুরুজি, শোনো শোনো—

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

উগ্র। কি বল্‌ছ?

গণ। যদি ছুটো একটা বিদ্যে ছাড়ো তুমি যা খুঁজ্‌চ, আমি ব'লে দিই।

উগ্র। আমি কি খুঁজ্‌ছি? কি ব'লে দেবে?

গণ। আরে, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? কাশীতে তোমার সঙ্গে দেখা। আমি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেম, তুমিও তল্পী বইয়ে নিয়েছ। তবে তোমার কাছে ঢং-ঢাংটা শিখে নিয়েছি বটে, তাইতে একরকম চ'লে যাচ্ছে।

উগ্র। না, আমি আর তাঁর অনুসন্ধান করি না।

গণ। বাবা, আমার চেয়েও সাফ্ মিথ্যা ঝাড়্‌তে জানো। তা শোনো, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা সব এসেছে, এইখানেই শঙ্করাচার্য্য কোথায় আছে।

উগ্র। আচ্ছা তুমি আমার নিকটে কি বিদ্যা চাও?

গণ। ঐ ভেল্‌কি বিদ্যা—ধূলোকে সোনা করা শেখাবে ?

উগ্র। হ্যাঁ, শেখাবো। তুমি যদি আমি যেরূপ বলি, সেইরূপ ক'রে আমার কার্য্যের সহায়তা করো।

গণ। কি করতে হবে, বলো ?

উগ্র। কিন্তু দেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা করো কি আমার মন্ত্রণা প্রকাশ করো, তা হ'লে তোমার নিস্তার নাই; স্বয়ং শিবও তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না। আমার শক্তি দেখো—(ধূলিমুষ্টি লইয়া সম্মুখস্থ বটবৃক্ষে নিক্ষেপ ও বৃক্ষের জ্বলিয়া উঠা, পুনরায় ধূলি-নিক্ষেপ ও বৃক্ষের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি)

গণ। তুমি আমার ধরম-বাবা, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই শুনবো।

উগ্র। এই পুষ্পটি ল'য়ে রাণীর কাছে যাও।

গণ। বাবা, দরাজ তো হুকুম দিলে, আমায় ঢুক্‌তে দেবে কেন ?

উগ্র। এই তোমার মস্তকে সিন্দূরের টিপ দিচ্চি, কেউ তোমায় নিবারণ করবে না।

(টিপ দেওন)

গণ। (স্বগত) বাবা ! এ বেটা আচ্ছা বুজরুক তো ! বেটার কাছে থাক্‌তে হ'লো ! তবে মল-মূত্র ঘাঁটে, মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ থেকে স'রে প'ড়েছিলুম।

উগ্র। কি ভাব্‌ছো ?

গণ। বাবা, তোমার গোলাম বাবা, তোমায় প্রাণ সঁপ্‌লুম বাবা। আমি সোনা করা বিদ্যে-টিদ্যে চাই না—ঐ সিন্দুর পড়াটা শিখিয়ে দিও। যেখানে সেখানে যেতে পার্‌লেই, আমি এক-রকম চালিয়ে নেব। এখন কি করতে হবে, বল ?

উগ্র। রাণীকে এই ফুলটি দাও গে। (পুষ্প প্রদান) ব'ল,—এই ফুল রাজাকে শুঁকতে দিলে রাজা তাঁর বশীভূত হবেন, আর কয়েকটি রমণী তাঁর নিকট পাঠাবো, তাদের অষ্টপ্রহর যেন রাজার সঙ্গে থাক্‌তে দেন। ব'লো, তা হ'লে আর রাজ-শরীর ত্যাগ ক'রে যোগী নিজশরীরে যেতে পার্‌বে না।

গণ। বাবাঠাকুর, ব্যাপারখানা কি ?

উগ্র। পরে জান্‌বে; যাও—আজ্ঞামত কার্য্য করো।

[গণপতির প্রস্থান।

নিশ্চয় রাজশরীরে শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করেছেন। রাজাকে বলি দিতে পার্‌লেই যোগি-বরকে বলি প্রদান করা হবে, আমি অষ্টসিদ্ধি লাভ করবো। এখন যাই, অবিদ্যা-শক্তির নায়িকাগণকে আবাহন ক'রে রাজসমীপে প্রেরণ করি। তারা অমাবস্যা পর্য্যন্ত রাজাকে মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌তে নিশ্চয় পার্‌বে।

[প্রস্থান।

(সনন্দন, শান্তিরাম ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। ভাই, সর্ব্বনাশ ! কোন প্রকারে তো রাজদর্শন পাওয়া গেল না। সন্ন্যাসীর রাজার নিকট যাওয়া একেবারেই নিষেধ। গুরুদেব তো দেখ্‌ছি, মহামায়ার প্রভাবে রাজশরীরে আবদ্ধ হয়েছেন। এ দিকে তো শবদেহ দাহ-নের আজ্ঞা প্রচার হয়েছে। কি জানি, যদি কোন সুচতুর দূত গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়,—তা হ'লে তো দেহ দগ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে, তারা তো রাজশক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না। বিষম সঙ্কট উপস্থিত। গুরুদেব স্বয়ং না উপায় কর্‌লে তো উপায় দেখ্‌ছি নে। প্রভু, আশ্রিত সন্তানগণের প্রতি বিরূপ হবেন না ! প্রভু, স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করুন।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা।— (গীত)

পর্‌লে পরে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না॥
সোনায় লোহায় ঘ'সে ঘ'সে,
তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোনার শেকল, কিন্‌তে মেলে না॥
সে শেকল শক্ত লোহার, আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার,
হার ব'লে প'রেছে গলে, অমনি ফেলে না॥
লোহার শেকল মনে হ'লে,
তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোক পেয়েছে, চোক না পেলে, না॥

সনন্দন। দেখ—দেখ ভাই, এ তো সমান্য রমণী নয় ! সঙ্গীতের ভাবে বোধ হয়, যেন সাধন-প্রথা

সম্পূর্ণভাবে অবগত। সঙ্গীতচ্ছলে আমাদের উপদেশ প্রদান ক'র্‌লে, যেন—বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হ'লে জীবের চৈতন্য লাভ হয় না। (মহামায়ার প্রতি) মা, তুমি কে গা?

মহা। তোমাদের মা।

সনন্দন। যদি মা, এ মহাবিপদে আমাদের উপায় করুন।

মহা। তাই তো এসেছি। এ বেশে রাজদর্শন পারে না; এস, তোমাদের গায়ক ও যন্ত্রী সাজিয়ে দিই।

সনন্দন। মা, আমরা তো যন্ত্র-বিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা কোন বিদ্যাই অবগত নই।

মহা। এসো, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো।

সনন্দন। (অন্যান্য শিষ্যগণের প্রতি) এসো ভাই।

শান্তি। কি হে, এ উন্মাদিনীর সঙ্গে কোথায় যাবে? আমাদের একদিনে সঙ্গীত-বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যালাভ হবে না কি? অপর উপায় করা কর্ত্তব্য।

সনন্দন। ভাই, তোমরা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে চিন্‌তে পাচ্চ না? ইনি ব্যতীত উপায় নাই।

শান্তি। তবে চলো। তুমিই আমাদের নেতা, যেরূপ ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অমরক রাজার বিলাস-গৃহ।

সরমা ও অম্বালিকা।

সরমা। রাজাকে ফুলটি শুঁক্‌তে দেবো কি না ভাবৃচি, কি জানি যদি কিছু অনিষ্ট ঘটে। আমার এ সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস হয় না।

অম্বালিকা। ফুল শুঁকে কি আর অনিষ্ট হবে?

সরমা। *[অবশ্য কোন অবিদ্যাশক্তির প্রভাব এই ফুলে আছে। এ সন্ন্যাসী শক্তিসম্পন্ন, আমার ধারণা হয়েছে; কিন্তু এ শক্তি সংসারের অহিত-সাধক। যদি কোন যোগিরাজ মহারাজের শরীরে সত্যই প্রবেশ ক'রে থাকেন, তিনি রাজদেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের কামনা; কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না ঘটে। যোগীর অনিষ্টসাধনে মহাপাপের সঞ্চয় হয়।

অম্বালিকা। দিদি, যে পথে চলেছ, সেই পথেই চলো। যোগিরাজকে রাজদেহ হ'তে বহির্গত হ'তে দেওয়া কোনরূপেই উচিত নয়। তা হ'লে আমাদের বৈধব্য ঘট্‌বে, রাজ্য ছারখারে যাবে। যদি উপায় থাকে, কেন না কর্‌বো? তোমার যদি ভয় হয়, আমায় দা[illegible], আমি ফুল শোঁকাচ্চি।

সরমা। কিন্তু] *[illegible] যোগীর নিকট কি পণ করেছি, জানো? যদি আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়, মহারাজকে নিয়ে ঘোর শ্মশানে উপস্থিত হ'তে হবে। দাস-দাসী কারেও সঙ্গে নিতে পার্‌বো না।

অম্বা। সে তখন দেখা যাবে।

সরমা। ফুল শোঁকাতে চাও শোঁকাও। কিন্তু বোধ হ'চ্চে সন্ন্যাসী—কাপালিক। কাপালিকদের রাজবলি, যোগিবলি প্রয়োজন হয়।

অম্বা। না না, তোমার ভাই সকলেই সন্দেহ। আমরা কেঁদে কেটে ধ'রেছিলুম, তাই আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন।

সরমা। আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই শুনি, ফুল শোঁকোবো।

(অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার,
স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর!
ভোজবাজি প্রায়
এই আছে এই কোথা যায়,
নির্ণয় না হয় কিছু তার!
বুঝ কিবা স্বপ্নের প্রভাব।
স্বপন-গঠিত বহে অনন্ত সময়
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল—অনন্ত এ স্থান,
সমুদয় স্বপ্ন-বিনির্ম্মিত।
ব্যোম সমীরণ স্থল জল চন্দ্রমা তপন,
অনন্ত অনন্ত বিশ্ব স্বপনে সৃজিত।
ঘোর স্বপ্ন—
স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন বুদ্ধি—স্বপন সকলি!
সত্য কিবা কে জানে সন্ধান!
কেবা জ্ঞানবান্‌
সত্য তত্ত্ব করিবে প্রচার;
কেমনে এ স্বপ্নঘোর হবে বিদলিত!

সরমা। মহারাজ, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুল—কেমন সুন্দর আঘ্রাণ!

শঙ্কর। (ফুল লইয়া আঘ্রাণপূর্ব্বক) কে বলে

স্বপ্ন—এই তো, এই তো সব বিদ্যমান—এই
তো সুন্দর সংসার!

সরমা। মহারাজ, ফুলটি সুন্দর নয়?

শঙ্কর। ফুল নহে সুন্দর সুন্দরি—
তব করস্পর্শে সুন্দর কুসুম,
তোমার অধর-রাগে রঞ্জিত প্রসূন,
সৌরভ—পরশি তব কর,
সৌন্দর্য্য-গঠিত তব কায়।
এসো প্রিয়ে বিলম্ব না সয়,
অধর-সুধার আশে তৃষিত এ প্রাণ,
শিরায় অনল খেলে কটাক্ষে তোমার,
আলিঙ্গনে কর সুশীতল।
আন সুরা—আন সুরা—জলুক অনল,
ভোগতৃষা-হলাহল হউক্ প্রবল,
ভোগমাত্র সার বস্তু মানব-জীবনে।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

মরি মরি! বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত কি সুন্দর গান!
অনিলে মিশিল যেন!
সঙ্গীতনিপুণা কেবা সহচরী তব?
বিমুগ্ধকারিণীগণে আন সন্নিধানে।

অম্বালিকা। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সরমার প্রতি জনান্তিকে) দিদি, বোধ হয়, সন্ন্যাসী যাদের গান করতে পাঠিয়ে দেবেন ব'লেছিলেন, তারা আস্‌চে।

(উগ্রভৈরব-প্রেরিত অবিদ্যা-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বায়।
সোহাগে গাইছে পাখী, চকোর উধাও ধায়॥
অবশে এলোকেশে, অরুণ-আঁখি চায় আবেশে,
কাঁচলী পড়ে খ'সে, কাতর পিপাসায়।
ভরা লাবণ্য-জলে, তরঙ্গ রঙ্গে চলে,
হিল্লোলে কমল দোলে, উথ্‌লে মধু যায়॥

শঙ্কর। মাত প্রাণ, কর পান আনন্দলহরী,
গাও গাও, সুরাপাত্র দেহ বিধুমুখি!
তোল তান—মত্ত কর প্রাণ—
বয়ে যাক বিলাস-নির্ঝর।

(বিদ্যাসঙ্গিনীগণ সহ মহামায়া ও যন্ত্রহস্তে সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রবেশ)

(গীত)

কাতব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
সুরবরমন্দির-তরুতলবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥
অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ,
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

শঙ্কর। এ কি এ কি, ঘোর আবরণ!
সত্য বোধ অনিত্য স্বপনে!
কি ঘোর ছলনে—
র'য়েছি আবদ্ধ এই স্থানে!
বিশ্বব্যাপী আত্মা বদ্ধ এই ক্ষুদ্র দেহে!

(অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের গীত)

রমণী রমণকুশলা।
করে সুধা পেয়ালা-ভরা নয়ন-বিলোলা,
শিহরে আবেশভরে সুরত-বিহ্বলা॥

শঙ্কর। যাও যাও—
নাহি আর মাধুরী এ গীতে,
জ্ঞানারুণে বিকসিত চিত-শতদল;
বিদূরিত অবিদ্যা-আঁধার।
আর বদ্ধ রাখিতে নারিবে।
দেহ হ'তে পৃথক্ তো আমি!

কিন্তু কোথা পথ?

কোন্ পথে হব বহির্গত?

অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ। মহারাণি মহারাণি,—এদের তাড়িয়ে দেন, নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

মহামায়া। (অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের প্রতি)

এসো, মেশো আবার শরীরে,

আর কার নাহি অধিকার।

কাল গত, সুদিন আগত,

নাহি রবে মায়ার প্রভাব আর।

এসো বিদ্যারূপে হই পরিণত;

ত্যজি স্থান নাহি অন্য অধিকার।

[বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের পরস্পর মিলিত হইয়া মহামায়ার সহিত প্রস্থান।

শঙ্কর। সত্য সত্য, এই তো নেহারি—

মন নিজ স্থান পরিহরি

ভ্রমে গুহ্য-লিঙ্গ-নাভিস্থলে.

কামপূর্ণ স্থান,—পাশবীয় ইচ্ছার প্রবৃত্তি।

এই কলুষিত স্থানে ভ্রমে সদা মন।

সামান্য মক্ষিকা যথা পুরীষ-প্রয়াসী,

সেইরূপ নিম্ন পদ্মদলে ভ্রমে মন,

জড় প্রায় নাহি কোন জ্ঞান।

হৃৎপদ্ম—যথা ব্রহ্ম-জ্যোতি দীপ্তিমান্—

বারেক না উঠিবারে চায়।

উঠ মন! তুমি মধুমক্ষিকার প্রায়,

হৃৎপদ্মে বসি হের

উর্দ্ধে পদ্ম কণ্ঠমাঝে রাজিত ষোড়শদলে,

শুন শুন ব্রহ্মগাথা হইতেছে গান,

অন্য শব্দ শুব্ধ সমুদয়!

উঠ উচ্চতর—ভ্রূ-দ্বয়-মাঝে,

নেহার দ্বিদল পদ্ম দামিনী-গঠিত যেন,

জ্যোতির্ম্ময় স্থান।

হও স্থির! হের মন—

কিবা ব্যবধান

তুমি আর সহস্রার পদ্মমাঝে।

কর ষট্‌পদ্ম ভেদ,

ব্রহ্মরন্ধ্রে হের মুক্তিপথ,

ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ—ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ।

চল পদ্মপাদ—

[ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের অমরুকরাজদেহ পরিত্যাগকরণ এবং শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রস্থান।

অম্বা।—সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো! কে আছ, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দাও।

সরমা। কারে সংবাদ দেবে? যোগিরাজ রাজ-দেহ পরিত্যাগ করেছেন। এসো, আমরা প্রস্তুত হই, চিতানলে বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণ করবো। চলো, রাজদেহ তুলসীমঞ্চে লয়ে যাই।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের বাটী।

মণ্ডন মিশ্র।

মণ্ডন। এতদিন এক স্রোতে বহিত সময়,

অন্তরের দ্বন্দ্ব মম না ছিল কখন;

এবে সন্ধিস্থলে উপনীত জীবন-প্রবাহ।

*[অজানিত বিস্তৃত সুমুখে পন্থাদ্বয়,—

একদিকে টানে বাসনায়,

অন্যদিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ।

আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন,

কিন্তু বাজে বেদনা হৃদয়ে।

সত্য জ্ঞান করিতাম যাহা,

সুশোভিত সুন্দর সংসার,

বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল!

মহা দ্বন্দ্ব—হয় তাহে আকুলিত মন।

সত্যমূর্ত্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার।

প্রপঞ্চ সকলি!

জ্ঞানালোক-ঝলকে ব্যথিত হয় প্রাণ!

সত্য মূর্ত্তি মনোহর বিবেক-নয়নে,

বাসনা-জড়িত-চিত করে বিচলিত।]*

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। কি মিশ্র ম'শায়, আমায় ছেড়ে যেতে চান—যাবেন, তার আর ভাবনা কি? কিন্তু আচার্য্য আমায় না পরাজিত ক'র্‌লে আমি ছেড়ে দেব না। আমার সহিত মাসান্তে বিচার করবেন ব'লেছিলেন। কিন্তু কই, একমাসের অধিক তো অতীত হয়েছে। তবে আর কেন, এসো—যেমন ছিলুম, তেমনি থাকি।

মণ্ডন। আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু যেমন ছিলুম, তেমন আর থাক্‌বার উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, আবার বিশ্বাস করি—সকলই

সত্য, কিন্তু উপায় নাই। যখন স্থির চিন্তায় বসি, আচার্য্য স্মরণ ক'রে চিন্তাপ্রবাহ যে কোথায় যায়, তা নির্ণয় ক'র্‌তে আমি অক্ষম। আনন্দময় অসীম সাগরের আভাস যেন চক্ষে নিপতিত হয়! মনে হয়, স্বর্গাদি তুচ্ছ কামনা লয়ে কি প্রকারে এতদিন কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেম! ভেবেছিলেম, কর্ম্মই সর্ব্বস্ব, কিন্তু কেন—কিসের কর্ম্ম—আমার কর্ম্ম কি? কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আবার তোমার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাই, তুমি আমার নয়ন-পথে পতিত হও, তখনি বাসনা বলে—"কেন, এই তো ভোগের সংসার, ভোগই মোক্ষ, অপর মোক্ষ কি?"

উভয়। অমন গম্ভীর হয়ে কথাবার্ত্তা কইলে আমি কিন্তু তোমার কাছে থাক্‌বো না। হায় রে, কি ভয়ই দেখালুম! আমি চ'লে গেলে তো তুমি বাঁচো।

মণ্ডন। তোমার আজ এ কৌতুক-কলাপ কি নিমিত্ত? দেখ্‌চি, তোমার চিত্ত অতি প্রফুল্ল; বোধ হয়, আমার প্রতি দোষ দিয়ে তুমি ইচ্ছা ক'রেই চ'লে যেতে চাচ্চ।

উভয়। কোথায় চ'লে যাব? আমার যাওয়া ইচ্ছা? এতদিন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর থাক্‌বে না।

মণ্ডন। তোমার কথার ভাব ত আমার অনুভূতি হচ্চে না। তোমার মুখে কদাচ অসঙ্গত কথা নির্গত হবে না। তুমি এই মৃত্যুর আগার সংসারে ব'ল্‌চ—চিরদিন অবিচ্ছেদে থাক্‌বো? যদি বিচ্ছেদ না হয়,সে তো কেবল মরণাবধি।

উভয়। জীবন-মরণ আমাদের তো নাই; আমরা পরস্পর, প্রেমে আবদ্ধ, সে বন্ধন মৃত্যুতে ছিঁড়্‌তে পার্‌বে না। আজ এই অনিত্য বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে সেই চির-বন্ধনে পরস্পরে এক হয়ে থাক্‌বো।

* [মণ্ডন। উভয়ভারতি—উভয়ভারতি, তুমি কি আমায় ছেড়ে যাবে?

উভয়। দিন দিন তুমি ত ভারি পণ্ডিত হ'চ্ছ? অবিচ্ছেদের নাম বুঝি ছেড়ে যাবে? তুমি মনে ক'চ্ছ, বুঝি সন্ন্যাস নিয়ে আমায় ছেড়ে পালাবে? তা ছাড়্‌বো না—পালাতে পার্‌বে না। আর পালাবেই বা কোথায়? তোমার আচার্য্য আর আমার সঙ্গে বিচার কর্‌তে আস্‌বে না। আমার অতি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ প'ড়ে শেখে না, ঠেকে শেখে।]*

মিশ্র,মিশ্র—শুভক্ষণ উপস্থিত, এই যে তোমার আচার্য্য।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

বাবা, আমি পরাস্ত।

শঙ্কর। মা, তবে বর দেন যে,যত দিন আমার ভাষ্য প্রচলিত থাক্‌বে, তত দিন আপনি আমার মঠরক্ষিণী হবেন। মা বিদ্যারূপিণি, তুমি না সংসারে বিদ্যমান থাক্‌লে আমার ভাষ্য পৃথিবীতে লুপ্ত হবে।

উভয়। বৎস, তোমার কার্য্যে আমি সহায় মাত্র, তোমার ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাক্‌বে না।

মণ্ডন। উভয়ভারতি, উভয়ভারতি—তুমি কে? এত দিন তোমায় চিনি নাই। এত দিন তুমি পরিচয় দাও নি! পরিচয় দাও—তুমি কে? কি ভাগ্যে আমার গৃহিণী হয়েছিলে?

উভয়। শোনো মিশ্র, ব্রহ্মলোকে সপ্তর্ষি বেদপাঠ কচ্ছিল, আমি চতুর্ম্মুখের পার্শ্বে ছিলেম। ঋষি-মুখে বেদবাক্য স্খলিত হওয়ায় আমি হাস্য করি। সে নিমিত্ত সপ্তর্ষি লজ্জিত হন। চতুর্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় অভিশাপ প্রদান করেন যে, মানবী হয়ে ধরণীতলে অবতীর্ণ হও। অভিশাপে আমার আনন্দ হ'লো।

মণ্ডন। এ দারুণ অভিশাপে আনন্দ?

উভয়। শোনো মিশ্র, কি নিমিত্ত ঋষিজিহ্বায় বেদবাক্য স্খলিত হয়েছিল। ধরায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার হওয়ায় যাগযজ্ঞ ধরণীতে লুপ্ত হয়। সেই জন্য দেবতারাও মলিন হয়, চতুর্ব্বেদও মলিন আবরণে আবৃত হয়। সেই আবরণ উদ্ঘাটিত হবে, বিমল অদ্বৈত-পন্থা সূর্য্যের ন্যায় মোহ-তম নাশ করবে, আমি উপস্থিত থেকে সেই নররূপী শঙ্কর দর্শন করবো। দেবদেবের নরলীলা কল্পে কল্পে কদাচ হয়; সেই লীলা দর্শন করবো—এই আমার আনন্দ হয়েছিল। এক্ষণে নররূপী শঙ্করের নিকট পরাজিত হয়ে বিধিবাক্যে আমি অভিশাপমুক্তা। এই মূর্ত্তিতে তোমার সহিত এই শেষ দেখা; কিন্তু জেনো,

আমরা অবিচ্ছেদ। আমি কে জেনেছ, গুরুর প্রসাদে অচিরে উপলব্ধি কর্‌বে—তুমি কে।

[উভয়ভারতীর অন্তর্দ্ধান।

মণ্ডন। কোথায় গেল?

শঙ্কর। দিব্যচক্ষে দর্শন করো, ওই মা শ্বেতশতদল-বাসিনী—শ্বেত পদ্মাসনে বিরাজিতা। তুমি মণ্ডন নাম পরিত্যাগ ক'রে আজ হ'তে 'সুরেশ্বর' নামে খ্যাত হও। মোহমালিন্য দূর ক'রে চলো—মহাকার্য্যে গমন করি।

পট-পরিবর্ত্তন।

কমলবনে সরস্বতী।

(কলাবিদ্যাগণের গীত)

কবি-রবি-ছবি নখরে ঠিকরে।
রাগ-রঙ্গ গুঞ্জরে করে, মোহ নাশি বেদহাসি অধরে॥
ধ্যানগঠিত শ্বেত-মূরতি, দিব্যাম্বরা শ্বেত-জ্যোতি,
ভূষণসিত জ্ঞানভাতি সহস্রারে বিহরে॥
শ্বেতাঙ্গিনী ভারতী, শ্বেত-সরোজে আরতি,
আলোকিত ভ্রান্তি-রাতি, শ্বেত কিরণনিকরে॥

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।*

পল্লী-প্রান্তস্থ পথ।

ক্রীড়ারত বালকগণ।

১ম বালক। বুড়ী হবে কে? তুই বুড়ী হ।

২য় বালক। বাঃ, মজা দেখ না? আমি খেল্‌বো না, বুড়ী হয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বো?

৩য় বালক। ওরে ওরে—ঐ হাবা আস্‌ছে, ওকে বুড়ী করি আয়।

১ম বালক। না, না—ও ইচ্ছে হয় বস্‌বে, নইলে উঠে কোথা চ'লে যাবে।

২য় বালক। আচ্ছা ভাই, ও অমন কেন? একদিন খেল্‌তে চায় না।

১ম বালক। তবে আর হাবা কি? ওর মা খাবার দিয়েছে, আমি কত দিন ওর হাত থেকে কেড়ে খেয়েছি, কিছু বলে না।

২য় বালক। তুমি ভাই ওকে বড় মারো।

১ম বালক। কিছু বলে না, তাই হাতের সুখ করি।

২য় বালক। না ভাই, ওকে মেরো-টেরো না।

৩য় বালক। দেখ্, ওকে ঘোড়া কর্‌বি?

২য় বালক। না, না—কেন বামুনের পিঠে চাপ্‌বো?

১ম বালক। ওরে আয় না, আয় না—ও কাঁধে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে এখন।

৩য় বালক। না ভাই, এখন তুমি চোর হয়েছ, খেলা দাও।

(খাবার হস্তে হাবার প্রবেশ ও চুপ করিয়া এক স্থানে উপবেশন)

এই হাবা এসে ব'সেছে।

১ম বালক। (অন্যান্য বালকের প্রতি) ওরে, খাবার নিয়ে এসেছে, খাই আয়।

২য় বালক। কেন ওর খাবার কেড়ে খাবি?

৩য় বালক। তোর ইচ্ছা না হয়, তুই খাস্ নি। (হাবার হস্ত হইতে খাবার লইয়া ২য় বালক ব্যতীত সকলের আহার) হাবা বুড়ী হোক্, নাও চোখ বোজা, চোর হও।

১ম বালক। এই হাবা, চো'খ টিপে ধর্ না, কিসের বুড়ী হ'লি? ধর্ না চেক টিপে,—(মাথায় চড় মারিয়া) এটা পারিস্ নে?

২য় বালক। কেন ওকে মার্‌চিস্? নে খেল্।

(বালকগণের ক্রীড়া ও গীত)

হয়েছে—টু দিয়েছি, লুকোবো না ছোঁ' দেখি?
তাড়া দাও, তা হবে না, চোর হয়েছ—চালাকি?
ছাই জানিস্ লুকোচুরি;
ছুঁবি? তোর মুরোদ ভারি,
এক ছুটে ছোঁব বুড়ী, ভাঙ্‌বো তোর জারী,
সাত চাঁদ গায়ে দেব, ঝাড়্‌বো মাথায় চক্‌মকি।

(৩য় বালকের ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে হাবা [বুড়ী] কে স্পর্শকরণ এবং তৎপশ্চাৎ ১ম বালকের ৩য় বালককে স্পর্শকরণ)

১ম বালক। আমি তোকে ছুঁয়েছি, তুই চোর হয়েছিস্।

৩য় বালক। আমি বুড়ী ছুঁলে, তার পর তুই আমায় ছুঁয়েছিস্।

১ম বালক। মিছে কথা বলিস্ নে, আমি আগে ছুঁয়েছি।

৩য় বালক। তুই মিছে কথা বলিস্ নি, আমি আগে বুড়ী ছুঁয়েছি।

১ম বালক। আচ্ছা, বুড়ী বলুক। হাবা, বল্ তো —আমি আগে ছুঁই নেই? আমি আগে ছুঁয়েছি, তার পর ও তোকে ছুঁয়েছে। বল্ না —বল্ না বেটা (প্রহারকরণ)

২য় বালক। কেন ওকে মারিস্—কেন ওকে মারিস্?

১ম বালক। ওরে, ওর মা আসছে—পালাই চল্—

[বালকগণের পলায়ন।

(প্রভাকর ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

প্রভাকর-পত্নী। দেখ দেখি, ব'সে ব'সে মার খাচ্চে। খাবার হাতে দিলে বেরিয়ে আসে, আর ছেলেগুলো কেড়ে নেয়। তুমি তো ছেলেগুলোকে কিছু বল্‌বে না। মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেয়, খাবারগুলো কেড়ে খায়।

প্রভাকর। আমি কিছু বলি নি, যদি এতেও চৈতন্য হয়। এদের সঙ্গে খেল্‌তে ইচ্ছে হয়, কি রাগ হয়,—তা হলেও বুঝ্‌বো যে, জ্ঞানসঞ্চার হচ্চে।

প্রভাকর-পত্নী। আর তোমার মার খেয়ে জ্ঞানে কাজ নেই। পোড়ারমুখো ছেলেরা!—আমি আর বাছাকে বেরুতে দেবো না।

(জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। ওহে প্রভাকর—প্রভাকর, এই দিক্ দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন। তুমি একেবারে পায়ে ধ'রে পড়—আর ছেলেটাকে পায়ে ফেলে দাও। ক্ষমতার কথা বল্‌বো কি হে, আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লুম, মরা ছেলেটা বাঁচিয়ে দিলে!

প্রভা-পত্নী। হ্যাঁ জ্যাঠা,—সত্যি?

প্রতি। হ্যাঁগো, মরা ছেলে কোলে ক'রে মা মাগী কাঁদ্‌চে, তাদের ভাগ্যক্রমে সেই স্থান দিয়ে মহাপুরুষ যাচ্চেন;—দেখে দয়া হলো, বল্লেন, 'কাঁদ্‌চো কেন, তোমার পুত্র ত মরে নাই।' ওমনি মৃতপুত্র যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌লো!

প্রভাকর। আমার প্রতি কি দয়া হবে?

প্রতি। অবশ্যই হবে, উনি দয়ার সাগর।

(শঙ্করাচার্য্য এবং সনন্দন, মণ্ড মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শঙ্কর। সুরেশ্বর, এ কোন্ দেশ? যেন কোন মহাপুরুষের আবাসস্থল বোধ হচ্ছে। দেখ দেখ,—মাধব-মালতী পরস্পর আলিঙ্গিত ও পুষ্পিত, যেন শান্তিদেবী বিরাজ কচ্চেন; প্রান্তর শস্যশালিনী, পাখীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে মনুষ্যের নিকট বিহার ক'রে গান কচ্চে, যেন হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত স্থান। হেথায় নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ অবস্থান কচ্চেন।

প্রতি। (প্রভাকরের প্রতি জনান্তিকে) নাও, নাও—পায়ে ধরো।

প্রভাকর। (হাবার হস্ত ধরিয়া) নে, প্রণাম কর্। (শঙ্করাচার্য্যের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া) প্রভু! কৃপা করুন,—বহুদিন অপুত্রক ছিলেম, শেষ অবস্থায় এই পুত্রসন্তান লাভ হয়; কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তে আমার ও আমার ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণা শতগুণে বর্দ্ধিত। পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু অদ্যাবধি একটি বাক্য নিঃসরণ করে নাই, দিবারাত্র অন্যমন। ভোজ্যবস্তু মুখে দিলে কখনো আহার করে, পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বসময়ে কটিদেশে থাকে না, শুচি-অশুচি জ্ঞান নাই, যজ্ঞোপবীত দেহ হ'তে প'ড়ে যায়, তার প্রতি লক্ষ্য নাই। সমবয়স্কের সহিত কখন ক্রীড়া করে না, কোন দুষ্ট বালক যদি কখনো প্রহার বা অন্যরূপ পীড়ন করে, তাতে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করে না। মানবের আকারমাত্র, কিন্তু জড়ের ন্যায় অজ্ঞান। প্রভু, আপনার কৃপায় মৃতবালক জীবন পেয়েছে,—আমার এই জড়বালকের উপায় করুন। দেখুন—কাষ্ঠবৎ আপনার পদতলে পতিত রয়েছে, যে অবস্থায় রাখুন, সেই অবস্থায় থাকে।

শঙ্কর। আপনি জড় বল্‌ছেন, কিন্তু আপনি আমায় প্রণাম করতে বল্‌লেন, তা তো বুঝ্‌লে?

প্রভাকর। কিছুই বোঝে নাই। আমি আপনার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ কর্‌লেম, সেই অবস্থাতেই পতিত রয়েছে। প্রভু, আপনি মস্তকে পদার্পণ করুন।

শঙ্কর। বালক, তুমি কে? কেনই বা এই জড়ের ন্যায় অবস্থান কচ্চ? (হাবার মস্তকে হস্তার্পণ)

হাবা। নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ,
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।

ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো,
ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ।

শঙ্কর। (প্রভাকরের প্রতি) শুন দ্বিজবর, তোমার বালক কি আত্মপরিচয় দিচ্ছে।

হাবা। তপন-কিরণে যথা ভুবন প্রকাশ,
সেইরূপ মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয়াদি যত
ক্রিয়াবান্ যাহার প্রভাবে,
আকাশের তুল্য শুদ্ধ নিরঞ্জন যেই—
নিত্যজ্ঞানস্বরূপ সে শুদ্ধ-আত্মা আমি। ১
বহ্নির উষ্ণতা যথা বহ্নির স্বরূপ,
নিত্যজ্ঞান স্বরূপ যাহার,
জড়মতি প্রকৃতি যে বিরাট্ আশ্রয়ে
সচঞ্চলা কার্য্যে পরিণতা,
অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ অহম্। ২
বদনের প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমন
বদন হইতে নহে পৃথক্ কখন,
বুদ্ধিরূপ মুকুরে বিম্বিত আত্মা তথা
জীব-ভাব করিয়ে কল্পনা,
ভিন্ন ভাবে আপনার পরমাত্মা হ'তে—
সেই নিত্য বোধরূপ পরমাত্মা আমি। ৩
প্রতিবিম্ব নাহি রহে মুকুর বিহনে;
সেইরূপ আত্মবুদ্ধি হইলে বিলীন,
পরমাত্মা বিম্বিত যাহাতে,
অখণ্ড অসঙ্গ আত্মা রহে বিদ্যমান,
সেই পরমাত্মা মম আত্ম-পরিচয়। ৪
মনের যে মন, যিনি চক্ষুর নয়ন,
ইন্দ্রিয় যাহারে নাহি পায় দরশন,
আমি সেই মুক্তজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৫
বহু জলপাত্রে যথা তপন বিম্বিত,
অদ্বিতীয় নির্ম্মম সে চিৎ স্বপ্রকাশ—
নানা ঘটে নানারূপে হয় বিদ্যমান,
আমি সেই নিত্যজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৬
এক সূর্য্য যথা রূপ-প্রকাশ কারণ,
বহু চক্ষু হেরে তাহা তাঁহার প্রভায়,
সেইরূপ এক বহু বুদ্ধিতে প্রকাশ,
বহু জ্ঞানে বহু বুদ্ধি এক বস্তু হেরে,
বহুভাবে বিম্বিত সে নিত্য আত্মা আমি। ৭
মেঘাচ্ছন্ন হেরি দিবাকর,
প্রভাহীন রবি জ্ঞান করে মূঢ়জন,
সেইরূপ চিৎ বস্তু মায়া-আবরণে
বদ্ধ জ্ঞান করে আপনায়,
সেই নিত্য চিৎরূপ স্বরূপ আমার। ৮
জগতে সমস্ত বস্তু যাহাতে প্রকাশ,
অণু হ'তে বৃহতের আধার স্বরূপ,
স্বচ্ছরূপ বস্তুগত আকাশ যেমন—
সেই নিত্য জ্ঞানরূপ স্বরূপ আমার। ৯
কৃপাপ্রার্থী তব প্রভু, আশ্রিত তোমার,
হে গুরু, হে বিকার-বিহীন মহাত্মন্,
স্ফটিকের পার্শ্বে রক্তজবা সংস্থাপনে
আরক্ত স্ফটিক হয় জ্ঞান,
চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যথা চঞ্চল সলিলে
বহু চন্দ্র হয় অনুমান,
পরমাত্মা পরমপুরুষ তুমি দেব,
তেমতি এ বহুভাবে মায়ায় প্রকট,
কৃপা কর নিরাশ্রয় জনে।

শঙ্কর। হে বালক, তুমি জীবন্মুক্ত পুরুষ, করগত আমলকীফলের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার হস্তগত। তুমি হস্তামলক নামে জগতে বিখ্যাত হও। তুমি বহুজন্ম তপস্যার ফলে সংস্কার-বর্জ্জিত। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান করো। (প্রভাকরের প্রতি) পণ্ডিতবর, প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেন—আপনার পুত্র জড় নয়। আপনি গৃহী; এ অসঙ্গ পুত্র আপনার প্রয়োজন নাই। এ পুত্রসন্তান আমায় দান করুন।

ভা-পত্নী। না—না, আমার যেমন জড় ছেলে ছিল, সেই জড় ছেলে থাকুক, আমার ব্রহ্মজ্ঞানী ছেলে চাই না। আমি এ সন্তান তোমায় দেবো না,—আমার বাছা জড় হয়ে আমার ঘরে থাকুক।

শঙ্কর। মা, কারে পুত্র ব'ল্‌ছ? স্মরণ করো, তুমি তোমার শিশু পুত্র লয়ে যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলে; যমুনায় পতিত হয়ে তোমার শিশুর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এই সাধু তোমার রোদনে দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে তোমার শিশুর শরীরে প্রবেশ ক'রেছেন। তুমি ভেবেছিলে, তোমার পুত্র মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিল—তা নয়, তুমি এই মহাপুরুষকে গৃহে লয়ে এসেছ। পাছে সংস্কার স্পর্শ করে, সেই নিমিত্ত জড়ের ন্যায় ইনি অবস্থান করতেন। এই সাধুর প্রভাবে এ প্রদেশ শান্তিপূর্ণ। মা, তোমার গৃহে

নারায়ণ আছেন, পুত্রভাবে তাঁর সেবা করো, যশোদার ন্যায় নারায়ণ-পুত্র লাভ করবে।

প্রভা। ব্রাহ্মণি, এসো—গৃহীর আবাসে যোগীর প্রয়োজন নাই। পুত্রজ্ঞানে এত দিন যে এই ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের সেবা করবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাদের পরম ভাগ্যফলে। পুত্রের মমতা এই যোগিবরের পদে অর্পণ করো।

প্রভা-পত্নী। যতীশ্বর,এ দেহে মহাপুরুষ থাকুন আর যেই থাকুন, আমি এত দিন পুত্রজ্ঞানে পালন করেছি। পুত্রস্নেহ যে কি কঠিন বন্ধন, আপনি যতি, আপনি কি জান্‌বেন? আমি অতি অভাগিনী!

শঙ্কর। না দেবি, তুমি সুভাগিনী, মুক্তাত্মার সেবা করেছ,—অচিরে মায়ারাজ্য পরিত্যাগ ক'রে প্রেমরাজ্যে নারায়ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হবে।

প্রভা। যতীশ্বর,আপনার বস্তু আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু সংসার আমার অন্ধকার জ্ঞান হ'চ্চে। প্রণাম। (পত্নীর প্রতি) এসো, গৃহে যাই. নারায়ণকে মনোবেদনা জানাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রতিবাসী। প্রভু, আমায় পদধূলি প্রদান করুন। আমার জীবন সফল হোক্। ব্রাহ্মণকুলে আমি একজন জ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তি।

[শঙ্করাচার্য্যের পদস্পর্শ করিয়া প্রণামকরণ।

শঙ্কর। দেবদেবের প্রসাদে অচিরে দিব্যজ্ঞান লাভ করবে।

প্রতি। প্রভু, আজ আমার পরম ভাগ্য, যতীশ্বরের দর্শন, স্পর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ ক'র্‌লেম।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শঙ্কর। এসো হস্তামলক, তোমার কার্য্য অবসান হ'য়েছে। আমাদের এখনো বহুকার্য্য অসমাপ্ত। (আনন্দগিরির প্রতি) আনন্দগিরি, তুমি ধন্য, তোমার ভাষ্য জনসমাজে পূজ্য ও হিতকর হবে। সনন্দন, চিৎসুখ, তোমাদের ভাষ্য-পাঠেও আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি।

সনন্দন। প্রভু, আমি অপরাধী, আপনি সুরেশ্বরকে যখন ভাষ্য-রচনার আদেশ প্রদান কল্লেন, আমরা অনেকেই বিরূপ হ'য়েছিলেম, বিশেষতঃ আমি। ভাবৃতেম, যে, ব্যক্তি সংসারে লিপ্ত ছিলেন, কর্ম্মকাণ্ড যাঁর জীবন ছিল, তিনি বিমল অদ্বৈতভাষ্যের টীকা কিরূপে করবেন। সে ভ্রম আমার খণ্ডন হয়েছে।

শঙ্কর। সুরেশ্বর, প্রারব্ধ বলবান্। প্রারব্ধে তুমি অপর দেহ ধারণ ক'রে বাচস্পতি মিশ্ররূপে তোমার কার্য্য সমাপ্ত করবে। তখন আমার ভাষ্যের টীকা পূর্ণ হবে। সুরেশ্বর, তুমি কোন আভাস পেয়েছ কি, তুমি কে?

মণ্ডন। আমি আপনার দাস, অপর আভাস আমার প্রয়োজন নাই।

শঙ্কর। আমি তোমায় পদ্মযোনিরূপে দর্শন করেছি। দেবী সরস্বতী তোমার গৃহে আবদ্ধ ছিলেন,—এখনো তোমার সঙ্গিনী, নচেৎ এরূপ টীকা সামান্য শক্তিতে প্রস্তুত হয় না। (হস্তামলকের প্রতি) হস্তামলক, তোমার তো কথাই নেই, তুমি সংসারাশ্রমে যেরূপ ছিলে, এ আশ্রমেও সেইরূপ। তা তোমায় কোন ভাষ্য-রচনার আদেশ ক'রে, তোমার আনন্দের বিঘ্ন ক'র্‌বো না,তুমি নিয়ত ব্রহ্মানন্দেই অবস্থান করো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতোপরি কাপালিকের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বন
শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর। এ কোন্ স্থান? প্রকৃতি যেন কোন পৈশাচিক শক্তিতে আচ্ছন্ন। তরুলতা মলিন, বিহঙ্গ রবহীন,—যেন অশান্তির আবাসস্থান।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়্‌বো না, আমার সকলের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লজ্জা করে, সবাই হাস্‌বে আর ব'ল্‌বে, এটা এত আহাম্মুখ! আজ একলা পেয়েছি, ছাড়্‌বো না। আমার বড় গোল বেধে গিয়েছে, আমি মেধাহীন—আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

শঙ্কর। কি বাপু, কি বুঝ্‌তে পারো না?

শান্তি। এই প্রভু বলেন,—অদ্বিতীয়,অসঙ্গ, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মই বিদ্যমান—আর সকলই মায়া। আর দেবদেবী, নোড়ানুড়ি যাবেখানে দেখেন, অম্‌নি ছন্দে-বন্দে স্তব রচনা করেন। গঙ্গা, নর্ম্মদা প্রভৃতি যে যেখানে নদী আছে, এমন কি, ডোবা নালা বাদ যায় না, তার স্তব আওড়ান,—সকলকেই তো মুক্তিদাতা বলেন। কিন্তু বৈষ্ণব এলে তাকেও থ ক'রে দিচ্ছেন শৈব এলেও তাই,—যেখানে যে উপাসক আছে, খুঁজে খুঁজে গিয়ে তো তাদের পরাস্ত করেন। এর কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা অঠিক, আমি বুঝ্‌বো, বলুন?

শঙ্কর। যত দিন দেহবুদ্ধি রহে,
পূজা, স্তব, যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন।
মুক্ত-আত্মা প্রভৃতি রহেন পূজারত
যত দিন দেহবুদ্ধি রয়।
সমাধি ব্যতীত নহে দেহবুদ্ধি লয়।
এই হেতু মুক্ত-আত্মাগণে
নিরত রহেন দেবদেবী-পূজারত।
মুমুক্ষু যে জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর;
উপাস্য বস্তুতে তাহে জন্মে প্রিয় জ্ঞান,
ন মুগ্ধ অহর্নিশি রহে,
ইষ্ট-মূর্ত্তি হেরে সে হৃদয়ে।
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে
উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি;
দেবদেবী উপাসনা তেঁই প্রয়োজন।

শান্তি। প্রভু, আপনার কথা ভারি গোলমেলে,যদি এ সব প্রয়োজন, তবে দেশ-বিদেশ ঘুরে তর্ক করেন কেন?

শঙ্কর। হীনবুদ্ধি নরে, বিদ্যা-দম্ভভরে
হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধকেরে।
অহঙ্কারে ভাবে ভ্রান্ত অন্য সম্প্রদায়,
সত্য উপলব্ধি মাত্র কেবল তাহার।

শান্তি। আর আপনিও তো তাই বলেন, বলেন—অদ্বৈতবাদই সত্য, আর সব ঠিক নয়। যে যা বল্‌তে আসে, অম্‌নি মুখ থাবড়ে দিয়ে তো তার মত উল্‌টে দেন।

শঙ্কর। দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান্‌,
ইষ্ট তার জগতের ইষ্টের স্বরূপ
নিত্যানন্দময় বিভু ব্যাপ্ত চরাচরে,
ইষ্ট যাঁর প্রিয় নিজ সম,
তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—এই মহাবাক্যত্রয়
করিতে স্থাপন, মম তর্ক প্রয়োজন,
ইহার অধিক নাহিক শাস্ত্রশিক্ষা আর।
সেই প্রিয় বৈষ্ণবের স্বামীর সমান,
পত্নীজ্ঞানে শাক্ত ভজে তাঁরে,
প্রকৃতি প্রভেদ—প্রিয় যে সম্বন্ধ যার,
যেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশ্বরের সনে।

শান্তি। ও বাবা,—আপনার ছেঁদো কথার ভেতর আমি সেঁদোতে পার্‌বো না। আমায় ব'লে দিন—মন পর্য্যন্ত তো বুঝ্‌তে পারি, তার পর আমার স্ব-স্বরূপ আবার কি?

শঙ্কর। মন পর্য্যন্ত তো জানো? কার মন বল দেখি?

শান্তি। বড় সোজা কথাটি জিজ্ঞাসা কল্লেন কি না! তা জান্‌লে আপনাকে বিরক্ত কর্‌তেম কি না,আমিই আচার্য্য ব'নে যেতেম। আপনি মরা মানুষ বাঁচান, বোবা কথা কওয়ান, আমায় একটু বুদ্ধি দিয়ে দিন, যাতে একটু বুঝ্‌তে পারি।

শঙ্কর। বৎস, সাধন প্রয়োজন। সাধন করো—সমস্ত বুঝ্‌বে।

শান্তি। যা কর্‌তে হয়—সে আপনি করুন। সাধন ক'রে তো মন বশ কর্‌তে বলেন? সে আমার কর্ম্ম নয়। সে সব পদ্মপাদ প্রভৃতিকে বলুন। আমি চোখ বুজে মন স্থির কর্‌তে নির্জ্জনে ব'সলেই, মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজ্‌লেই অমনি সৃষ্টি-সংসার ঘুর্‌তে চল্‌লো। এ মন নিয়ে—কি সাধন ক'র্‌বো বলুন? আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি, আমার মিষ্টিও লাগে,—
"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্‌।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"
এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার করলেম, যা কর্‌বার—কর্‌বেন।

শঙ্কর। বৎস, সার তত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে, বহু সাধনফলে এ ধারণা জন্মে। ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করগত।

(মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ)

শান্তি। ম'শায়, আপনি মাঝে মাঝে ফাঁকিও চালান। কা'ল সকালে যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, কা'ল আবার আপনার সঙ্গে পেড়াপীড়ি করবো। এই ব'লে রাখ্‌লেম।

শঙ্কর। দেখ, এ অতি কুৎসিত স্থান। এ স্থানে আশ্রম করা উচিত নয়। পদ্মপাদ প্রভৃতিকে ডাকো, আমরা অন্তই এ স্থান পরিত্যাগ করবো।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

কে আপনি?

উগ্র। আমি আপনার চরণাশ্রিত—ভিক্ষাপ্রার্থী।

শঙ্কর। কি, আজ্ঞা করুন?

উগ্র। আমি আত্মোন্নতির ইচ্ছা করি।

শঙ্কর। আমার উপদেশ-গ্রহণে ইচ্ছুক কি?

উগ্র। না, আমার অন্য পন্থা, অদ্বৈত-পন্থা নয়। আমি শক্তির প্রয়াসী, সিদ্ধাই-অর্জ্জন আমার কামনা।

শঙ্কর। তবে কি নিমিত্ত এ স্থানে আগত?

উগ্র। আপনার দ্বারা সেই সিদ্ধাই লাভ করবো।

শঙ্কর। কিরূপ, প্রকাশ করুন।

উগ্র। আমি বহুদিন ভৈরবের উপাসনার পর, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমার আজ্ঞা দেন যে, যদি কোন রাজা বা নির্ম্মলাত্মা সাধুর মস্তক হোমে আহুতি প্রদান কর্‌তে পারিস্, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, অষ্টসিদ্ধি লাভ করবি।

শঙ্কর। মহাশয়, যদি অদ্বৈতপন্থা অবলম্বন করেন, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ক্ষুদ্র শক্তি পদদলিত ক'রে আনন্দধামে উপনীত হবেন।

উগ্র। না, আমার সামান্যই প্রয়াস—আমার অষ্টসিদ্ধিই বাসনা। আমার ভিক্ষা, আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করুন্।

শঙ্কর। আমি কিরূপে আপনার বাসনা পূর্ণ করবো?

উগ্র। যদি আমার উপকারার্থে ইচ্ছা করেন, অনায়াসেই পারেন। আপনি সর্ব্বদাই প্রচার ক'রে থাকেন, এ অনিত্য শরীর পরকার্য্যে নিযুক্ত ক'রে রাখাই কর্ত্তব্য। আমি আপনার সেই বাক্যের পরীক্ষা ক'চ্ছি। যদি পরকার্য্যার্থে শরীর ধারণ ক'রে থাকেন, আমি যদ্বারা ইষ্টলাভ করি, দেহের দ্বারা সেই কার্য্য করুন্।

শঙ্কর। আমায় কি কর্‌তে বলেন?

উগ্র। নিবেদন করেছি, এক নির্ম্মল সাধুর মস্তক আহুতি দেওয়া আমার প্রয়োজন। আমি সমস্ত স্থান অন্বেষণ ক'রে পবিত্র সাধু কোথায় দেখ্‌লেম না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের চিত্ত আমার ন্যায়ই সমল। অতএব আপনি আপনার মস্তক ভিক্ষা দিন। প্রভু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত নাই, পরকার্য্যে দধীচি আপনার অস্থি প্রদান ক'রেছিলেন। আমায় মস্তক প্রদান ক'রে জগতে দধীচির ন্যায় যশস্বী হউন।

শঙ্কর। উত্তম। আমি এ ভঙ্গুর দেহ তোমার কার্য্যে প্রদান করবো। যথার্থ বলেছ—পরকার্য্যে দেহ-অর্পণ মানবের উচ্চ কর্ত্তব্য। কিন্তু নির্জ্জন কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যেরা তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করবে।

উগ্র। আসুন—আসুন প্রভু, এখন আপনার শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,—আমার আশ্রমে আসুন—সে অতি নির্জ্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গণপতির প্রবেশ)

গণ। কি করবো, কোথায় যাবো। পথ চিন্‌তে পাচ্চি না, কেন এ দুরন্ত কাপালিকের কাছে এসেছিলুম। আমায় নরবলি দেয় তো নিস্তার পাই। হায় হায়—ইচ্ছা ক'রে আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

[সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, হস্তামলক, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। কই—গুরুদেব কোথায় গেলেন?

গণ। পদ্মপাদ,—পদ্মপাদ,—রক্ষা করো!

সনন্দন। কি গণপতি,—কি হয়েছে?

গণ। উগ্রভৈরব নামে এক ঘোর কাপালিকের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

সনন্দন। কেন—কি হয়েছে?

গণ। দেখ, শত শত কুৎসিত কর্ম্ম আমায় করতে হয়,—সতীকে ভুলিয়ে আন্‌তে হয়, কোথায়

কোন্ চণ্ডাল আছে, অনুসন্ধান ক'রে তাকে ভুলিয়ে আন্‌তে হয়। যদি না করি—মারে, খেতে দেয় না। পালাতে পারি না,—পালাতে গেলে—কি যাদু করেছে, পালাতে গেলে পথ ভুলে যাই। সমস্ত দিন ঘুরে-ফিরে ফের ওর আস্তানায় এসে প'ড়্‌তে হয়। যে দিন পালাবার চেষ্টা করি, সে দিন আর যন্ত্রণার শেষ থাকে না। যে সব যুবতী স্ত্রীলোক কুকার্য্যের নিমিত্ত এনেছে, আর এমন কি—যারা জানে যে, তাদের বলি দেবার জন্যে এনেছে, মেয়েই হউক, পুরুষই হউক, যে খর্পরে প'ড়েছে, পালাতে পারে না। ভাই, তোরা আমায় রক্ষা কর্।

সনন্দন। সে কাপালিক কোথায় থাকে?

গণ। এখানেই থাকে! কিন্তু সে কোন্ স্থান—আমি চিন্‌তে পারি না। আমি কোথায় রয়েছি, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

সনন্দন। তোমার কোন চিন্তা নাই, গুরুদেবের শরণাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে এসো।

গণ। শোন শোন,—আচার্য্য এখানে আস্‌বেন, তাই এই পর্ব্বতে কাপালিক এসেছে। সে গুরুদেবকে খোঁজে, ওঁরে বলি দিতে চায়। উনি কোন্ রাজশরীরে যখন ছিলেন, তখন থেকে বলি দেবার জন্যে ঘুর্‌চে। ভাই, তোরা পায়ের ধূলো দে।

(সকলের পদধূলি গ্রহণ।)

তোরা কি জানিস্। এ কথা আর কেউকে বল্‌তে গেলে কে যেন আমার গলা টিপে ধ'র্‌তো, কিন্তু তোদের তো ব'ল্‌তে পার্‌লুম। আমি গুরুদেবের কাছে অপরাধী, তোরা ব'লে ক'য়ে আমার অপরাধ মাপ ক'র্‌তে বলিস্। (চমকিত হইয়া) এই যে আমার ভূত নেবে গিয়েছে, এই যে আমি পথ চিন্‌তে পাচ্চি? ও ভাই—ও ভাই—তোরা পায়ের ধূলো দে, আমায় আর পায়ে ঠেলিস্ নি, আমায় তোদের সঙ্গে রেখে দে। (পুনরায় সকলের পদধূলি গ্রহণ)

সনন্দন। এসো, তিনি দয়ার সাগর, তোমায় মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

গণ। ও ভাই, ও ভাই—আজ কি তিথি, অমাবস্যা কি? হাঁ, আজ অমাবস্যা,—আজ গুরুদেব বলি দেবার চেষ্টা পাবে।

সনন্দন। তুমি কি বল্‌ছো?

শান্তি। ভাই, আমার বড় আশঙ্কা হ'চ্চে, যখন তোমাদের ডাক্‌তে যাই, একজন তান্ত্রিক—জবার মালা গলায়, কপালে রক্তচন্দন লেপন করেছে; বোধ হলো, আশ্রমের দিকেই আস্‌ছে। গুরুদেব কি তাঁরই সঙ্গে গেলেন। তিনি দয়াময়, যে যা প্রার্থনা করে, তারই প্রার্থনা রক্ষা করেন।

সনন্দন। অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ! চলো—কোথায় কাপালিকের আশ্রম দেখাবে।

গণ। এসো—এসো।

সনন্দন। চলো, সেই পাষণ্ডই গুরুদেবকে স্তবস্তুতি ক'রে কার্য্যোদ্ধার করবে। উনি পরকার্য্যে মস্তক দিতেও প্রস্তুত হবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উগ্রভৈরবের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য্য ও উগ্রভৈরব।

শঙ্কর। তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমায় মস্তক দেবার জন্য ধ্যানস্থ হচ্চি।

উগ্র। আমি প্রস্তুত, কেবল খড়্গপূজা ক'রে খড়্গগ্রহণ করি।

(খড়্গ আনয়নার্থে গমন।

শঙ্কর। মেদিনীতে মৃত্তিকা মিশাও,
মিল জলে সলিল দেহের,
অনিলে অনিল, তেজ সহ তেজ,
ঘট নাশে ঘটাকাশ আকাশে মিশাও।

(সমাধিস্থ হওন)

(খড়্গ লইয়া উগ্রভৈরবের পুনঃ প্রবেশ)

উগ্র। এইবার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, এইবার অষ্ট-সিদ্ধি লাভ কর্‌বো। এ কল্পান্তে—ইচ্ছা হয়, অপর কল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাক্‌বো। কেবল ভোগ—কেবল ভোগ! ভোগ অপেক্ষা মোক্ষে কি সুখ! বহু কঠোর করেছি, এইবার কেবল ভোগ। ব্রহ্মাণ্ডের সুস্বাদ বস্তু উপভোগ, ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরী রমণীর সেবা-গ্রহণ, ইচ্ছায়

সর্ব্বত্র ভ্রমণ, ইচ্ছার মূর্ত্তি ধারণ। (শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া) নিশ্চল হয়ে রয়েছে, এইবার কার্য্যোদ্ধার। জয় ভৈরবজি!

(খড়্গোত্তোলন)

(দ্রুতবেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। আরে দুরাচার পাষণ্ড নররূপী দৈত্য!—

(গর্জ্জন করিয়া সনন্দনের নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া কাপালিককে বিদীর্ণকরণ)

(মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, শান্তিরাম, হস্তামলক ও গণপতির প্রবেশ)

মণ্ডন। এ কি! গুরুদেব কি নৃসিংহদেবকে আবাহন করেছেন! গুরুদেবের কৃপায় আমরা সকলে কৃতার্থ।

শঙ্কর। (নৃসিংহদেবের স্তব)

নিম্নকায় নর, কেশরী উর্দ্ধে,
প্রকট ভীম তনু অসুর-বিরুদ্ধে,
নমস্তে নৃসিংহদেব।
হিরণ্যকশিপু-নিপাত নখরে
শক্ররূপ বিভু তারিতে নফরে,
মুক্তি-প্রদায়ক এব।
অনাদি এক সৃষ্টিপ্রারম্ভে,
প্রহ্লাদ-বচনে সম্ভব স্তম্ভে,
ভক্তাধীন নমস্তে!
নরক-নিবারণ, দুষ্কৃতি-হরণ,
ভীত নিরাশ্রয়-সঙ্কট-শরণ,
চরণ বর্গপ্রদ হস্তে!
গর্জ্জন-স্তম্ভিত অসুরপ্রমাদে,
গর্ব্ব নিপাতিত ভীষণনাদে,
দুর্জ্জন কম্পিত দাপে।
দয়া-পয়োধি, নিধি-সম্পদদাতা,
রাতুল পদ ভব-অর্ণব-ত্রাতা,
দীনতারণ তাপে।
সৃষ্টিস্থিতিলয়-বিধানকারী
ভক্ত-হৃদাসন নিয়ত বিহারী,
রাধিত সুরনর-নাগে।
শঙ্কা-সঙ্কুল-ত্রিভুবন শ্রীপতি,
উথলিত প্রলয়—সম্বর মুরতি,
দীনাশ্রিত জন মাগে।

(নৃসিংহদেবের অন্তর্দ্ধান)

মণ্ডন। প্রভু, দেখুন, দেখুন—সংজ্ঞাহীন পদ্মপাদ দণ্ডায়মান।

শঙ্কর। পদ্মপাদ—পদ্মপাদ, প্রকৃতিস্থ হও,—প্রকৃতিস্থ হও, শান্তি—শান্তি!

সনন্দন। প্রভু, আমি কোথায়? এই যে সেই দুষ্ট কাপালিক! একে কে নিধন বর্‌লে? গুরুদেব—গুরুদেব!—তিনি কোথায় গেলেন—তিনি কোথায় গেলেন?

শঙ্কর। বৎস, কার অনুসন্ধান কচ্চ—নৃসিংহদেবের? তিনি যার হৃদয়বাসী, আমার শত্রু নষ্ট ক'রে তার হৃদয়েই প্রবেশ করেছেন।

মণ্ডন। তুমি কোথায় ছিলে?

সনন্দন। ভাই, আমি গুরুদেবের বিপদ্ জেনে নৃসিংহদেবকে স্মরণ করেছিলেম, তার পর আর আমার কিছু স্মরণ নাই।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, সাধারণ ব্যক্তির পদরক্ষার জন্য গঙ্গাবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। তোমার সাধনবলে রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ—নৃসিংহরূপে আমায় রক্ষা করেছেন।

গণ। (সাষ্টাঙ্গ হইয়া) প্রভু, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মণ্ডন। প্রভু, এই গণপতির দ্বারা আমরা কাপালিকের সংবাদ পেলেম।

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। শুন গণপতি, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তুমি জান না, এই জন্য আমায় কত ক্লেশ দিয়েছ তা তুমি অনুভব করতে পার নাই। তুমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে, সন্দিহান হয়ে আমার স্থান ত্যাগ করো। তুমি ত্যাগ করেছিলে, কিন্তু নিয়তই আমার অন্তরাত্মা তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার সহিত অবস্থান করেছে, এতে আমার কিরূপ আনন্দ জানো? যেরূপ কোন সংসারী ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ একমাত্র পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌লে তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়, আমারও সেইরূপ। পাপ পন্থা কিরূপ ভীষণ, দেখেছ, সকলের নিকট সেই ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে, জীবের কল্যাণসাধন করো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাপালিকগুরু ক্রকচের আশ্রম।
ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ।

ক্রকচ। কে এ শঙ্কর! শুন্‌লেম, আমার প্রিয় শিষ্য উগ্রভৈরব কাপালিককে বধ করেছে! যথায় যায়, তথায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করে। আমার দূত সংবাদ এনেছে যে, কাপালিক-বিনাশে কৃতসংকল্প হয়ে রাজা সুধন্বা সসৈন্যে সজ্জিত। আমাদের ক্রিয়া-বলে সশিষ্য শঙ্কর ও সসৈন্যে রাজা সুধন্বার বধসাধন করা সত্বর আবশ্যক।

কামকলা। তোমরা সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে ভয়ে অভিভূত। সশিষ্য শঙ্করকে বধ কি নিমিত্ত কর্‌বে? আমাদের মতাবলম্বী করা যাক্, তা হ'লে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের নিকট অবনতমস্তক হবে।

১ম কাপা। তুমি কি মনে করেছ, শঙ্কর সামান্য ব্যক্তি, তুমি কটাক্ষে অভিভূত কর্‌বে?

কামকলা। কেন, শঙ্কর তো মনুষ্য, স্বয়ং শঙ্কর বিচলিত হয়েছিলেন। আমায় পরীক্ষা কর্‌তে দাও। শুনেছিলেম, অঙ্গনা-সম্ভোগের নিমিত্ত শঙ্কর পরদেহে প্রবেশ করেছিল, এ আস্বাদ যে পেয়েছে, তারে বশ করা অতি সহজ। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তারে বশীভূত কর্‌বো।

ক্রকচ। যাও, পারো উত্তম।

[কামকলার প্রস্থান।

আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। যথায় যে জৈন ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক,—বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পঞ্চোপাসকরূপে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচ্ছে, তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেছি। তারা সব সুসজ্জিত হয়ে আস্‌ছে। আমরাও সুসজ্জিত হয়ে অগ্রসর হই, মায়ানদী প্রস্তুত ক'রে রাজা সুধন্বার গতিরোধ করি। পরে ভৈরবদেবকে পূজায় সন্তুষ্ট ক'রে, তাঁর মারণ-শক্তিতে সমস্ত নষ্ট কর্‌বো। এসো—আমরা অগ্রসর হই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বটবৃক্ষতল।

(কামকলার প্রবেশ)

কামকলা। ক্রকচ, তুমি জ্ঞানহীন! আমার দাসত্ব ক'রেও রমণীর কটাক্ষ-প্রভাব বোঝো নাই। তুমি কাপালিক, মন্ত্রই জানো, রমণীর মন্ত্র অবগত নও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কে কোথায় শরীরধারী, যে নারীর কটাক্ষে না বিদ্ধ হয়! শঙ্কর তো পরকায়ে রমণীর আস্বাদ পেয়েছে। সে আমার হাবভাবে, অঙ্গসঞ্চালন দর্শনে, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুক্কুরের ন্যায় অনুগামী হবে। আরে পুরুষ! নারীর নিকট তোদের দম্ভ কিসের? বুঝি আস্‌ছে, আমি সঙ্গিনী-বেষ্টিতা হয়ে মাধুরীজাল বিস্তার কর্‌বো। দেখি—যোগিমীন আবদ্ধ হয় কি না!

[প্রস্থান।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। বহুকার্য্য এখনো সম্মুখে।
সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক, ন্যায়,
বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি
হীনজ্যোতি বেদান্ত-তপন-অভ্যুদয়ে।
পরাজিত পঞ্চ উপাসক,
আছিল নির্ম্মলচিত্ত যে পন্থী যথায়,
করিয়াছে শিষ্যত্ব গ্রহণ,
প্রধান সকলে রত বেদান্ত-প্রচারে।
একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক।
বৌদ্ধগণ প্রচ্ছন্ন হইয়ে
অদ্যাবধি নানাভাবে আছে নানা স্থানে।
স্বার্থপর পাষণ্ড সকলে
মানব-অহিত কার্য্যে নিযুক্ত নিরত।
সে সবার বিনাশ ব্যতীত,
শান্তি নাহি হইবে স্থাপিত।
গৃহস্থিত বহ্নি যথা দগ্ধ করে গৃহ,
সেইমত সে সবার সিদ্ধিশক্তি যত,
বিনাশিবে পৈশাচিক-চমূ!

(সঙ্গিনীগণ সহ কামকলার পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

না হেরে মাধুরী যে নারীর অধরে।
ছি ছি সখি, মিছে আঁখি তার কিসের তরে॥
রে না নারীর আদর, এত তার কিসের আদর,
কিসের এত গুমর নিয়ে থাকে লো সে গুমরে॥
ার কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধে লো পায়,
তার গায়ের হাওয়া কি সয় গায়!—
প্রেমরসে যার প্রাণ রসে না,
শুকিয়েছে প্রাণ জোর ক'রে॥

ামকলা। আহা, মরি মরি! তোমার পূর্ণ-যৌবন, যুবতীসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্গ কেন ব'সে আছ? তুমি পণ্ডিত, শিক্ষাই ক'রেছ, তর্কে পণ্ডিতকে নিরাশ করতে পারো। কিন্তু খণ্ডানন্দ বিনা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না, তা কি তুমি জান না? আমরা যুবতী, পরস্পর ঈর্ষ্যাবর্জ্জিত। তোমার সেবার জন্য এসেছি। তুমি ভোগের জন্য পরদেহে প্রবেশ করেছিলে। রাজরাণীরা অশিক্ষিতা অঙ্গনা, তাদের সহিত কি আনন্দ পাবে? আমাদের সেবায় নর-শরীরে নিত্যানন্দের আভাস প্রাপ্ত হবে।

শঙ্কর। স্বাগত জননি,—
এসো এসো অবিদ্যারূপিণি,
মায়াশক্তি স্বরূপিণি—
মহাকার্য্যে হও মা সহায়।
করো সংহারিণী প্রভাব বিস্তার,
অনাচারে নাশ অনাচার,
বিদ্যারূপে বিহর সংসারে,
এসো কুৎসিতারূপিণি,
দুর্জ্জনের শাস্তি-বিধায়িনি,
দুর্ম্মতি কাপালীগণে করহ বিনাশ।
রূপ পরিহর—নিজ রূপ ধর,
কুৎসিতা, বিনাশ করো কুৎসিত প্রকৃতি,
হও নিজ সংহার-কারণ।

(কমণ্ডলু হইতে বারিনিক্ষেপ)

কামকলা। দেহে অগ্নিবর্ষণ হ'চ্চে, দোহাই শঙ্কর—দোহাই শঙ্কর! রক্ষা করো! আমরা প্রতিজ্ঞা কচ্চি, তোমার শত্রুবিনাশে সহায় হব।

শঙ্কর। যাও মা যাও, দুষ্কৃতগণের ধ্বংসবিধান করো।

কামকলা। শঙ্কর, আজ হ'তে আমি তোমার দাসী, আমি যোগিনী আরাধনায় যোগিনী-শক্তি লাভ করেছিলেম, তোমার কমণ্ডলুর বারিস্পর্শে আমি শক্তিহীনা। আজ হ'তে তোমার দাসী। তুমি সতর্ক হও। এই যে ঘোরতর দুর্য্যোগ দেখ্‌ছ,—এ কাপালিক-মায়াপ্রভাবে। তুমি শিবশক্তি প্রকাশ ব্যতীত এই উগ্রমায়া নিবারণ করতে পারবে না। এখনি শত সহস্র বজ্রপাত হবে, সসৈন্য রাজা সুধন্বা ও সশিষ্য তুমি বজ্রাগ্নিতে ধ্বংস হবে।

শঙ্কর। আমি জগন্মাতার আশ্রিত, সামান্য কাপালিকশক্তি আমার অনিষ্টসাধন করবে না। আপনি যান, যদি আমার সাহায্য করবার ইচ্ছা করেন, কাপালিকগণের ভৈরব-পূজার ব্যাঘাত করুন্।

*[কামকলা। কিরূপে করবো—আজ্ঞা দাও।

শঙ্কর। ক্রকচ যখন ভৈরব-পূজায় নিযুক্ত হবে, তুমি মোহিনীরূপে তার সম্মুখীন হয়ে মনশ্চাঞ্চল্য উৎপাদন করবে। তা হ'লেই ভৈরব রুষ্ট হবেন।]*

কামকলা। বাবা, আমাদের উপায় করো।

শঙ্কর। দেবদেবের কার্য্যে সহায়তা করো, দেবকার্য্যের সহায়স্বরূপ কৈলাসে যোগিনীরূপে বাস করবে। চিরদিন কপট ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হবে।

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। প্রভু, সম্মুখে সহসা বিপুল নদীস্রোত প্রবাহিত, রাজা সুধন্বা আপনার সাহায্যে যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেছেন, তাহা অগ্রসর হয়ে কাপালি-প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে নাই। আর যেরূপ ঘোর দুর্যোগ উপস্থিত, তাতে তো বিষম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, রাজাকে সসৈন্য আমার পশ্চাতে আসতে বলো, এ মায়ানদী অনায়াসেই আমরা পার হয়ে যাবো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত হোমকুণ্ড।
পূজারত ক্রকচ।

ক্রকচ। হে প্রভু, হে রুদ্রমূর্ত্তি বিকট ভৈরব, আবির্ভাব হয়ে পূজা গ্রহণ করো। শত্রু বিনাশ ক'রে তোমার ভক্তগণের হিতসাধন করো।

(সুসজ্জিতা কামকলার প্রবেশ)

কি কামকলা, তুমি হেথায় কেন?

কামকলা। আমি অঞ্জলি প্রদান কর্‌বো।

ক্রকচ। আজ কি মোহিনীবেশ ধারণ করেছ! আজ আমি তোমার সংসর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী উপভোগ অপেক্ষা পরমানন্দ উপভোগ কর্‌বো। মনোমোহিনি, পূজা সমাপ্ত ক'রে ভৈরবের কৃপায় অগ্রে শত্রু বিনাশ করি।

কামকলা। শীঘ্র সমাপ্ত করো, আমিও পিপাসী।

ক্রকচ। অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, আমি পূর্ণাহুতি প্রদান করি।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। কাপালিক!

ক্রকচ। কে তুমি?

শঙ্কর। তোমার শত্রু, তোমার সমস্ত অধিকার রাজসৈন্যে পরিবৃত, কিন্তু এখনো তোমার জীবনরক্ষার উপায়বিধান কচ্চি। তুমি ভৈরবের নামে প্রতিশ্রুত হও যে, মানব-অহিতকর কার্য্যে আর নিযুক্ত থাকবে না; তোমার দলস্থ সকলকে হীনপন্থা হ'তে বিরত ক'র্‌বে। ভারতবর্ষে কাপালিকগণের মধ্যে তুমি প্রধান, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রে জনহিতকর অদ্বৈতপন্থা স্থাপনের সহায় হও, গুহ্য কদাকার সম্প্রদায় বিনষ্ট করো, নচেৎ মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ক্রকচ। তুমি মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।—
আয় আয় বিকটা প্রকৃতি,
কুক্রিয়ায় যে আছ যথায়,—
এসো শীঘ্র মহামারি, বায়ু-সঞ্চালনে;
এসো, হও মহাবলে অশনি সম্পাত,
বহ ঘোর প্রলয়-পবন,
উথল প্রলয়-বারি সাগর হইতে।

[হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান।

(বিকটাগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত।

খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ গুট্ গুট্ গুট্ গুট্
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেঁকে ঝেঁকে।
ঝিল্ ঝিল্ ঝিল্ ঝিল্ খিল্ খিল্ খিল্ খিল্
ডেকে হেঁকে এঁকে বেঁকে॥
তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়ি, হাঁকড়ি চিকুরি,
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তালি, হাড়ে হাড়ে ঢালি,
খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ ফেলে মেঘে ঢেকে,
ঝড়ি বুড়ী ছোটে, কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ হেঁকে॥
কল্ কল্ কল্ কল্ চলে নোনা জল,
তাথাই তাথাই, মাতি মাতি থাই,
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আগুনে সেঁকে॥

শঙ্কর। মহাবিদ্যা হও মা উদয়,
ক্ষুদ্র শক্তি করহ হরণ।

[বিকটাগণের অন্তর্দ্ধান।

কাপালিক, দেখ মন্ত্র বিফল তোমার।

ক্রকচ। ত্যজ দম্ভ,
এখনি বুঝিবে মম শক্তির প্রভাব।
ভূত প্রেত পিশাচ দানব,
হও অবির্ভাব—
কর পরাভব এই হিংস্রক যোগীরে

[হোমকুণ্ডে [illegible]তি প্রদান।

(ভূত-প্রেতগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত।

দে—দে রে দে রে দে না হানা।
মার্ মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ খা না খা না॥
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তোড়ে তাড়,
মাটী ফাঁড় পাড় পাহাড়,
মোচড়া ঘাড়, চিবো হাড়,—
গুমে গুমে পোড়া হাওয়া,
ভ'লকে ভ'লকে উঠুক ধোঁয়া;

তোল রোল গণ্ডগোল,
আকাশ জোড়া তুফান তোল ;
ফেরুকে ফণা গর্জ্জে এসে,
ঢুনিয়া মেথে ফেল্ না বিষে ;
এক গাড়ে—নিঃঝাড়ে,
যে আছে—না বাঁচে,—
বুড়ো ধুবো মাগী ছানা ॥

শঙ্কর। হর শক্তি হে নন্দিকেশ্বর,
শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার।

[ভূতপ্রেতগণের অন্তর্দ্ধান।

কাপালিক,
এখনো করহ নিজ মঙ্গল সাধন,
কুমতি করহ পরিহার।

ক্রকচ। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ !
এস এস বিকট ভৈরব,
বিপক্ষের দম্ভ চূর্ণ কর আবির্ভাবি।
করি এই দুষ্টের নিধন,
নিজ পূজা ভূমণ্ডলে করহ স্থাপন,
রক্ষা করো আশ্রিত সকলে।

(হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান)

(হোমকুণ্ড হইতে ভৈরবের আবির্ভাব)

ভৈরব। আরে দুরাচার কাপালিক, তোর এখনো জ্ঞানোদয় হ'লো না ? প্রত্যক্ষ দেখ্‌লি, বিশ্বধ্বংসকারী অমঙ্গলশক্তিসকল আবাহন ক'রেছিলি, সমস্ত শক্তি যার শক্তিতে বিমুখ হ'লো, এখনো তার পূজা না ক'রে বিরুদ্ধাচরণ কচ্ছিস্ ? এখনি তোর বিনাশ-সাধন করি ; ধরার অমঙ্গলশক্তি মঙ্গলময় নররূপী শঙ্করকে অবলম্বন ক'রে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হোক্।

ক্রকচ। আমি যে হই, আপনার নিকট আমি অপরাধী নই, আপনার আমি উপাসক।

ভৈরব। তুই উপাসক নয়,মন্ত্র-বলে আমায় বশীভূত কর্‌বি, এই তোর কাম্যকল্পনা। কিন্তু স্বয়ংই তার বিঘ্ন উৎপাদন ক'রেছিস্, কামাসক্ত হয়ে আমার পূজায় প্রবৃত্ত হয়েছিস্। তোর পূজা পণ্ড, তোর মন্ত্রে আর আমি বাধ্য নই। বিনাশ প্রাপ্ত হ। তোর বিনাশে পৃথিবীতে প্রচার হোক্ যে, উৎকট কাম্যক্রিয়ায় ধ্বংস হবার আশঙ্কা আছে। নিষ্কাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি অন্য আধারে বহুদিন অবস্থান করে না।

(ভৈরবের শূলাঘাতে কাপালিকের মৃত্যু)

হে প্রভু, হে রুদ্রেশ্বর, হে স্বয়ম্ভু, দাসকে আজ্ঞা দেন, এই দণ্ডে যুদ্ধার্থে সমাগত দশসহস্র কাপালিককে ভস্মসাৎ করি।

শঙ্কর। হে ভৈরবদেব, হে শিবসহচর ! ধর্ম্মরক্ষা, পৃথিবীরক্ষার ভার ভৈরবদের উপরেই অর্পিত, —মানবের মঙ্গলবিধান করুন।

ভৈরব। শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। হে প্রলয়াগ্নি, উদ্দীপ্ত হয়ে কাপালিকগণকে ভস্ম করো, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বিনষ্ট হোক্,পৃথিবীতে সতীত্বনাশ, নরহত্যা প্রভৃতি দানবীয় কার্য্যকলাপ কপটাচারিগণের সহিত ভস্ম হোক্।

(ভৈরবের অন্তর্দ্ধান)

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। প্রভু,প্রভু—আশ্চর্য্য ঘটনা ! কাপালিকগণ মহাবলে উষ্ণ জলপ্রবাহ সৃজন ক'রে সৈন্যসামন্ত বিনষ্ট করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সহসা বিদ্যুদবরণী এক রমণী সেই মায়াস্রোত নিবারণ ক'রেছেন। বহু উৎপাত উৎপাদন ক'রেছিল, সেই রমণীর প্রভাবে সকলি বিফল হয়েছে। সহসা যেন মৃত্তিকা হ'তে মহা-অগ্নি উত্থিত হয়ে কাপালিকগণকে ভস্মসাৎ ক'চ্ছে।

শঙ্কর। চল বৎস, দুষ্কৃতিগণ নিজ দুষ্কৃতিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়েছে। উপস্থিত এ স্থলে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত। এক্ষণে কামরূপের তান্ত্রিকগণ পরাজিত হ'লেই ভারতবর্ষের কোন স্থান অপরাজিত থাকবে না। (সচকিত হইয়া) মা মা !—

শান্তি। প্রভু, অকস্মাৎ এরূপ চঞ্চল হ'লেন কি নিমিত্ত ?

শঙ্কর। বৎস, আমি মাতৃদর্শনে গমন করবো। মা আমায় স্মরণ ক'রেছেন, আমি মুখে তাঁর স্তন্যদুগ্ধের আস্বাদ পেয়েছি। তোমরা সকলে মিলিত হয়ে অদ্যই কামরূপ অভিমুখে অগ্রসর হও। আমি মাতৃদর্শনানন্তর তথায় উপস্থিত হবো।

শান্তি। যথা আজ্ঞা।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস, বায়বীয় দেহী,
বায়ুভরে লহ মোরে মাতৃসন্নিধানে।

[গগনমার্গে শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

(শয্যাশায়িতা বিশিষ্টার নিকট মহামায়া ও জগন্নাথ)

বিশিষ্টা। কই মা, এখনো তো আমার শঙ্কর এলো না? আমায় তো সে বলেছিলো, আমি স্মরণ কর্‌লেই সে আস্‌বে। সে তো আমার মিথ্যাবাদী নয়, তবে কেন এখনো বিলম্ব ক'চ্চে? এ জীর্ণদেহে আর অধিকক্ষণ তো প্রাণ থাক্‌বে না—আমি জোর ক'রে ধ'রে রেখেছি, আমি বাছাকে একবার দেখ্‌বো ব'লে ধ'রে রেখেছি, বেরুতে দিই নাই। সে আমায় 'মা' ব'লে ডাক্‌বে, শুনে তবে যাবো। তবে কেন মা—সে বিলম্ব ক'চ্চে?

জগ। (মহামায়ার প্রতি) হ্যাঁগা তুমি যে হও বাছা, তুমি কিন্তু বড় ছ্যাঁচড়া,—আমাদের মত পরাণটা তোমাদের নয়। তোমাদের ঘুরপাক খাওয়ান বুদ্ধি—ওই ঘুরপাকই খাওয়াও। মানুষের দরদ জানো নি। নিয়ে এসো, মাগী একবার দেখে মরুক্। ওঃ—খুদের একবার দেখা পেলে কানদুটো রগুড়ে ধ'রে হিঁচুড়ে আন্‌তুম। "জগা দাদা—জগা দাদা" কইতো, আমি ভাবতুম ভালমানুষ। দয়ামায়ার ধার দিয়ে চলে নাই। দেবতাগুলো আর জায়গা পায় নি, ভালমানুষ দে'খে তার পেটে ছেলে হন। আমার যদি কেউ ছেলে হ'তে আস্‌তো তো ঘাড়্‌না ঝেড়ে তাড়াতুম—হয় কেন্‌না দেবতা। যদি মায়া-দয়ার মাথা খাবি, তবে মানুষের ঘরকে কেন আসিস্? গাছ থেকে ঝুলে পড়্ কেন্নাই। তার ধনুক নিবি নে, বাশী নিতে হয় নে, মাথা মুড়্‌তে হয় মুড়ো,—কে তোরে কি ব'ল্‌তে যেতো।

বিশিষ্টা। বাবা শঙ্কর, আমি যে তোমার আশাপথ চেয়ে এখনো জীবন রেখেছি! বাপ আমার, আর কি মাকে দেখা দেবে না? তুমি যে আমার সাগর-ছেঁচা মানিক! আয় বাপ—মরণ-সময় দেখা দে! বাবা, তুমি তো মিথ্যাবাদী নও, তবে কেন দেখা দিতে আস্‌ছ না?

(শঙ্করের শূন্য হইতে অবতরণ)

শঙ্কর। এই যে মা—আমি এসেছি।

জগ। খুদে—খুদে—তুই ঝিঁকুড় ঝাম! একবার চোক চেয়ে দেখ্—মাগীর কি হাল ক'রেছিস্। এই তো উড়ে এস্‌তে পারিস্, এত দিন একবার এস্‌তে নার্‌লি, তা হ'লে তো মাগীর এমন বেহাল হয় নি।

মহা। জগন্নাথ, এসো, আমরা একটু অন্তরালে যাই, ওদের মায়ে-বেটায় কথা হোক্।

জগ। খুদে, একবার মা ব'লে ডাক্,—মাগীর প্রাণটা শীতল হোক্, আমি শুনে যাই।

শঙ্কর। মা—মা, তুমি যে মুহূর্ত্তে স্মরণ ক'রেছ তোমার স্তনদুগ্ধের আস্বাদন আমার মুখে এসেছে।

জগ। তুই কি দুধ খেয়েছিলি? মাগীর মাইয়ে দুধ ছিল না, পাথর-কুচি দিয়ে তোকে পেলেছে। আহা, যা হোক্, তবু মাগী শেষ দেখাটা দেখ্‌লে।

[জগন্নাথ ও মহামায়ার প্রস্থান

বিশিষ্টা। বাবা, আমার সময় উপস্থিত, পুত্রের কার্য্য কর।

শঙ্কর। (শিবের স্তব)

নগেন্দ্র-নন্দিনী-নাথ গিরীশ্বর,
নিন্দি রজতগিরি মনোহর।
নিশানাথ নবরঞ্জিত মূর্দ্ধনী,
নব নীলগল নাগধর॥
নকারায় নম।
মন্মথমর্দ্দন, মূরতি মহান্,
মহেশ মণ্ডিত মানব-ভাল।
মহামায়াধর মহিমা-অর্ণব,
মৃড় মৃতাসন করাল কাল॥
মকারায় নম।

শিব শুভশঙ্কর রূশেখর,
শক্তিসমন্বিত শিখরবাসী।
শ্বেত-অস্থিদল শরীরশোভিত,
ভস্মশ্বেতসিত অধরে হাসি॥
শকারায় নম।
বাঘাম্বর বিভু বিরিঞ্চি-বন্দিত,
বিশ্বেশ্বর বর অভয়কর।
ব্যোমকেশ ভব, ববব্যোম্ ঘনরব,
বাহনবৃষভ বিষাণধর॥
বকারায় নম।
যতীশ্বর যত যাজি যোগেশ,
যোগাসন যমদণ্ডহর।
যোগমায়ার্চ্চিত যোগী যাগব্রত,
যশস্বিন্ যুগ-অন্তকর॥
যকারায় নমঃ॥

বশিষ্ঠা। বাবা, ডমরু-ধ্বনি শুন্‌ছি, আমি শিব-লোকে যাবো না। শিবে আমার পুত্রজ্ঞান হয়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবের পূজা কর্‌তে পার্‌বো না। নারায়ণ আমাদের কুল-দেবতা, 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ ক'রে স্বামী আমার প্রাণত্যাগ করেছেন, তিনি নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন,—আমি তাঁর সহিত মিলিত হয়ে নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বো —এই আমার সাধ।

শঙ্কর। (নারায়ণের স্তব)

নত আশ্রিতা তাপিতা মাতা।
মরণে দেহি চরণ ত্রাতা॥
নায়কবর নব জলধর।
রাধা-রমণ রসিকপ্রবর॥
যজ্ঞেশ্বর জগজীবন।
ণকার নিত্যানন্দ ঘন্॥

পট-পরিবর্ত্তন—বিষ্ণুলোক।

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে গোলোকবিহারী মুরলী-ধারী! এই যে আমার স্বামী পরিষদরূপে তাঁর পার্শ্বে! আমি ভাগ্যবতী, সার্থক পুত্র গর্ভে ধারণ করেছিলেম! নারায়ণ—(মৃত্যু)

পট-পরিবর্ত্তন—পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য।

শঙ্কর। মা মা—যে রূপে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে, যে রূপে লালনপালন করেছিলে, সে রূপ হরণ করলে। বিশ্বজননি! সন্তানকে ভুলে থেকো না।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃপ্রবেশ)

জগ। ওই যা—আহা, ছেলে দেখ্‌বার জন্যে মাগীর পরাণটা ছিল! আহা, জন্মদুখিনী গো—জন্ম-দুখিনী! মিন্সে-মাগীতে পেটে খায় নি, ভাল একখানা পরে নি,—পরের লেগেই পাগল। আমি চাষার ছেলে, মা বলেছিনু,—তা ও ক্ষুদেকে চেয়ে যত্ন ক'রে আমায় পেলেছিল গো!

শঙ্কর। জগা দাদা—জগা দাদা—আজ আমরা মাতৃহীন হ'লেম।

জগ। কাঁদিস্ নে,—কাঁদিস্ নে, মাগী জুড়িয়েছে, এখন বেটার কাজ কর্। আমি এখন কোন্ থান্‌কে যাই—কি করি? মাগীকে একবার দেখে যেতুম, মা ব'লে ডাক্‌তুম—পরাণটা জুড়ুতুম। আমি এখন কি করি—বল্ তো ক্ষুদে!

শঙ্কর। জগা দাদা, জগা দাদা—তুমি শিব-পারিষদ, চিরপূজ্য হয়ে থাক্‌বে।

জগ। আর পারষদে কাজ নি! এখন কবে মরি, তুই এক একবার দাদা ব'লে মনে করিস্। (চমকিত হইয়া) হাঁ রে ক্ষুদে—কি ভেল্‌কী দেখাস্ রে? ওরে গাছপালা সব যে সাফ হয়ে যাচ্চে রে! ক্ষুদে ক্ষুদে—তোরে চিনে লিয়েছি। (মহামায়ার প্রতি) মাগী মাগী, জেনেছি তুই কে! আমিই এক—আমিই অনেক! আমি—আমি নই, সেই-ই আমি—সেই ই আমি।
[প্রস্থান।

মহামায়া। আরও কি ঘুর্‌বে—আরও কি ঘোরাবে?

শঙ্কর। ইচ্ছাময়ি, সে তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নয়। তুমি যতদিন ঘোরাবে, ততদিন ঘুর্‌বো। এখনো তো বঙ্গদেশ অপরাজিত, এখনো তো আমায় সংসারে সর্ব্বজ্ঞ প্রচার করো নাই; এখনো তো কাশ্মীরে সারদাপীঠে বিদ্যা-ভদ্রাসনে স্থান পাই নাই। আমি তোমার ইচ্ছা-ধীন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লে আমি কিরূপে নিস্তার পাবো?

মহা। ভাল ভাল—আমায় ছুঁব্‌বে বই কি! আমি আর কি কর্‌বো, আমি ত স্বাধীন নই, কেঁদে বেড়াই।

[প্রস্থান।

(রামদাস ও সখারামের প্রবেশ)

রামদাস। এই যে শঙ্কর, হেথায় কি মনে ক'রে?

শঙ্কর। মাতার মুখাগ্নি কর্‌বো।

রাম। বটে, তোমার ছেলেবয়স থেকে এত ভির্‌কুটী? মুখাগ্নি ক'রে মাতার সম্পত্তির অধিকারী হবে! কথার কথা ব'লে গিয়েছিলে, 'সম্পত্তি তোমায় দিলুম, মাকে দেখো।' তা মুখাগ্নি করো, আমরা চল্লুম।

শঙ্কর। আমি সন্ন্যাসী, সম্পত্তির তো প্রয়াসী নই।

রাম। কলির সন্ন্যাসী কি না, তাই মুখাগ্নি ক'র্‌বো। তারপর শ্রাদ্ধের অধিকারী হয়ে, রাজাকে ব'লে বিষয় কেড়ে নেবে, তা নাও। সংকার তুমি একলা করো, আমরা ও দেহ স্পর্শ কর্‌ব না। তোমার জন্মবৃত্তান্ত তো আমরা জানি, শিবগুরু ঘরে ছিল না, তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিল।

সখারাম। মোজা খুড়ো—চলো চলো,—এখানে থাকলে গ্রামে একঘরে কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্কর। শুষ্ককাষ্ঠে মাতৃদেহ হোক্ আচ্ছাদিত,
গৃহে হোক্ চিতার নির্ম্মাণ।
আজি হ'তে শূদ্রাচারী এ হীন প্রদেশে
শবদেহ দগ্ধ যেন হয় গৃহমাঝে;
ভিক্ষুক আসি ভিক্ষা নাহি করিবে গ্রহণ।
অগ্নিদেব, করে মম হও প্রজ্বলিত,
দগ্ধ করি মাতৃকায়া।

[সহসা শুষ্ককাষ্ঠে শবদেহ আচ্ছাদিত ও অগ্নি প্রজ্বলিত হওন।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কামরূপ—কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দির।

অভিনব গুপ্ত, তৎশিষ্য ও পলায়িত বৌদ্ধ কাপালিকগণ।

অভিনব। হ্যাদে শাস্ত্রজ্ঞান আছে কেডার? তন্ত্র-মর্ম্ম অনুভব কর্‌চে কেডা? শঙ্করটা তো সে দিনকর ছাওয়াল ; শক্তি মান্‌বার চায় নি, কাশীতে ঠেক্‌ছিলো! কামরূপ আস্‌বার চায় আসুক, থোতা মুখটা ভোতা কর্যা লয্যা চক্রে বসাইমু।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, যিনি শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান, যিনি শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান,—বৈষ্ণব, সৌর, জৈন, বৌদ্ধ, গাণপত্য,—যে যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি যে স্থানে ছিল, সকলে পাজিত হয়ে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছে। রাজা সুধন্বা অনুসন্ধান ক'রে যেথানে যে বৌদ্ধ-কাপালিক, জৈন প্রভৃতি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাদের বিনাশসাধন ক'চ্চে! আমরা পলায়ন ক'রে, ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

অভিনব। ভালই করৃচ, মহামায়ীর প্রসাদ পাতি থাহো, চক্র কর্‌তি থাহো, শঙ্করাটারে আস্‌তি দাও, তথন বোঝ্‌বার পার্‌বা—শর্ম্মারাম কেডা! এহন যাও—নিশ্চিন্ত হ'য়্যা বাসায় ব'স যাইয়া। ভয়টা কিসির? স্থাখ্‌বা এনে, শঙ্কইরা আইসা পদসেবা ক'র্‌বা।

বৌদ্ধগণ। প্রভু, আমরা আপনার শিষ্য, আমাদের রক্ষা-ভার আপনার উপর।

অভিনব। হ—হ—বলচি যে—নিশ্চিন্ত হ'য়্যা যাও।

[বৌদ্ধ কাপালিকগণের প্রস্থান।

শিষ্য। কর্‌তা, আপনি শঙ্কইয়ার সাথ তর্ক কর্‌বার চাও না কি? অমন কাজে যাইও না, মান খোয়াবা—কলাম। মুই তার তর্ক স্থাখ্‌ছি, কথায় তোর উঠ্‌তি থাহে, টিক্‌বে কেডা! তাই বল্‌তিছি, একটা উপায় করো, তর্কে যাইও না।

অভিনব। হ—হ—শুন্‌ছি বড় তার্কিক,—শুন্‌ছি বড় তার্কিক।

শিষ্য। যা শোন্‌চ, তা পাকা জান্‌বা।

অভিনব। তুমি কি কর্‌বার সলা দাও?

শিষ্য। তোমার নি মারণ আসে? একটা রোগ চাইলা নিয়া শঙ্করিয়ার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাও।

অভিনব। ঠিক্ বল্‌চো—ঠিক্ বল্‌চো—ওই বগন্দর রোগডা চালমু, যন্ত্রণার চোটে এ দ্যাশ ছাইরা রর দিবে।

শিষ্য। মারণ কর্‌বার চাও না ক্যান?

অভিনব। তার বিঘ্ন আছে। শুন্‌চি—বর যোগী, তার মারণে বিঘ্ন হইলিই আপন মরণ উপস্থিত হইব। ওই কর্কচ কাপালিক মারণ চাইলাছিলো, বিঘ্ন হওয়ায় তারে ভৈরবে মাইরে ফেলাইচে। ওই বগন্দর রোগ চালন করমু। আজই রাতারাইতি চলো—অভিচার করি।

শিষ্য। অঃ—ওই কৌশলই করো। শোন্‌চি, শঙ্কইরা আইজই তোমার সাথ বিচার কর্‌বার আস্‌বো।

অভি। আইচ্ছা, তুমি এহানে রও, বল্‌বা—পূজায় আছি। কাইল যাইয়া বিচার করমু।

শিষ্য। ভালো ভালো—কাইল আর বিচার কর্‌বো কেডা। বগন্দরের জ্বালাতেই অস্থির কর্‌বে।

(শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর। আপনি কি আচার্য্য অভিনব গুপ্ত?

শিষ্য। না, আমি তাঁর শিষ্য, তিনি এহন পূজায় আছেন।

শঙ্কর। আপনি আমার এই শিষ্যকে তাঁর নিকট ল'য়ে যান, আমার মন্তব্য আচার্য্যের নিকট প্রকাশ ক'র্‌বে।

শিষ্য। আচ্ছা, চলেন চলেন। (স্বগত) এহনই ট্যার পাইবেন অনে।

[মণ্ডন মিশ্রকে লইয়া শিষ্যের প্রস্থান।

(কামাখ্যাদেবীর প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, তুমি কে?

কামাখ্যা। আমি এই স্থানে থাকি। শোনো, তুমি বৃথা পরিশ্রম ক'রে এ দেশে এসেছ। এ কপটাচারী বামাচার প্রদেশে সরল অদ্বৈতপন্থা গৃহীত হবে না। তুমি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ ক'রে বিষ্ণুলীলার সহায় হবে, তখন এই বামাচার দমিত হয়ে অদ্বৈতমার্গ গ্রহণ ক'র্‌বে।

(অন্তর্দ্ধান)

শঙ্কর। মা কামাখ্যাদেবী কি সন্তানকে দর্শন দিলেন? জননীর আদেশ শিরোধার্য্য।

(ভগন্দর ব্যাধির প্রবেশ)

শঙ্কর। তুমি কে?

ব্যাধি। আমি ভগন্দর ব্যাধি, অভিনব গুপ্তের অভিচারে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু অনুমতি ব্যতীত আপনার দেবদেহে প্রবেশ কর্‌তে সাহস ক'চ্চি না।

শঙ্কর। কেন, দেহমাত্রই তো তোমার অধিকার?

ব্যাধি। হে সর্ব্বজ্ঞ, নিষ্পাপ শরীরে তো আমাদের অধিকার নাই।

শঙ্কর। আমি নিষ্পাপ নই, আমি জগতের পাপতাপ গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করেছি; তুমি আমার দেহে প্রবেশ করো।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের পাপ গ্রহণ ক'রেছেন সত্য, কিন্তু সে পাপ আপনার অনুমতি ভিন্ন আপনাকে স্পর্শ ক'র্‌তে পারে না। আর আমরা ব্যাধি, অশুচি অবস্থা ব্যতীত আমাদের প্রবেশে অধিকার নাই। আমার নিবেদন এই,—আমি অভিনব গুপ্তের অভিচার-বলে আহূত হ'য়েছি, যদি আপনার দেহে স্থান না পাই, আমি সেই পাষণ্ডের দেহ অধিকার ক'রে, তার পাপের দণ্ড-বিধান ক'র্‌বো।

শঙ্কর। না, তাতে অভিচার বিদ্যা ব্যর্থ হবে। এ বিদ্যা শাস্ত্রমূলক, আমি শাস্ত্র-রক্ষার্থে এসেছি, শাস্ত্র নষ্ট কর্‌বো না। এসো, আমি পাপকে আমার শরীর অধিকার কর্‌তে প্রশ্রয় দেবো। ভোগ ব্যতীত পাপের নাশ হয় না, জগতের পাপের ভোগ আমার শরীরেই হোক্।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আপনার সত্তায়, আমাদের কেন জন-অহিতকারী সৃজন করেছেন?

শঙ্কর। তোমরা জন-অহিতকর নও, তোমাদের তাড়নায় পাষণ্ডহৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবেশ করে। এসো, গোপনে আমার দেহে প্রবেশ কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক। *

কামরূপ—শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম।

সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, শান্তিরাম, গণপতি, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।

সনন্দন। ভাই, পবিত্র দেবশরীরে কিরূপে দুষ্ট ভগন্দর রোগ প্রবেশ কর্‌লে?

মণ্ডন। ভাই, এ সকল আমাদের পাপের ফলাফল। গুরুদেব আমাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এই ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন। আহা, দেখ দেখ—রোগের তাড়নায় গুরুদেব শীর্ণ হয়েছেন! আমি অনেক অনুসন্ধান কর্‌লেম, এ দেশে তো সুচিকিৎসক নাই।

সনন্দন। রাজা সুধন্বা দুইজন ভিষক্ লয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বলেন, এ রোগ তাঁদের অসাধ্য।

(হস্তামলক ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ এবং হস্তামলকের করযোড়ে শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। কি হস্তামলক?

হস্তা। প্রভু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন্।

শঙ্কর। তুমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পুরুষ, তোমার আবার প্রার্থনা কি?

হস্তা। প্রভু, আমি আপনার দাস, আমায় বঞ্চনা কর্‌বেন না।

শঙ্কর। ওহে, তোমরা শোন শোন—আজ মৌনী হস্তামলক আমার নিকট কি প্রার্থনা ক'চ্ছে।

আনন্দ। গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু বস্তু প্রার্থনীয় আছে।

শঙ্কর। এ বাতুলের প্রার্থনা কি জানো!

আনন্দ। আপনি অন্তর্যামী, আপনিই জানেন।

শঙ্কর। এ বাতুল আমার ভগন্দর রোগ প্রার্থনা করে। আরে পাগল, রোগ তোমায় কিরূপে প্রদান কর্‌বো?

হস্তা। প্রভু, আজ্ঞা করুন, আমি আকর্ষণ ক'রে লই।

শঙ্কর। (ব্যস্তভাবে) না না হস্তামলক, তোমার শরীর রোগগ্রস্ত হ'লে আমি রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণ যন্ত্রণা পাব।

হস্তা। ভাই পদ্মপাদ, গুরুদেব আমার প্রতি বিমুখ। গুরুদেব অভিচার-বিদ্যার সম্মানরক্ষার্থে অভিনব গুপ্তের অভিচারে ভগন্দর রোগগ্রস্ত হয়েছেন। সেজন্য চিকিৎসকেরা এ রোগ শান্তি কর্‌তে অক্ষম।

সনন্দন। ভাই, তুমি কিরূপে সংবাদ পেলে?

হস্তা। রাজবৈদ্যেরা অসাধ্য বলায় আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করেছিলেম। তাঁদের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হলেম, তর্কে পরাজিত হবার ভয়ে, অভিচার ক'রে গুরুদেবকে এই খল রোগগ্রস্ত করেছে।

সনন্দন। তুমি এখনো দুরাচারকে ভস্ম করো নি?

হস্তা। গুরুদেবের নিষেধ, তাই আমি নিজ শরীরে রোগ-গ্রহণের প্রার্থনা কচ্চি।

সনন্দন। হোক্ গুরুদেবের নিষেধ, আমি গুরুবাক্য-লঙ্ঘন-জনিত মহাপাপভার বহন কর্‌বো, তথাপি কপটাচারীর প্রাণবধ কর্‌তে নিরস্ত হব না। হে গুরুদত্ত চেতন মন্ত্র! তোমার প্রভাবে খল রোগ অভিচারী অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করুক্।

(অভিনব গুপ্ত ও তৎশিষ্যের প্রবেশ)

অভিনব। হ্যাহ হ্যাহ—আমার অভিচারের বলটা হ্যাহ—বগন্দরে জেরে ফেল্‌চে! (প্রকাশ্যে) শঙ্কর কেডা? আমি তর্ক কর্‌বার আইচি।

সনন্দন। হে খলব্যাধি, যদি এই দণ্ডে গুরুদেবের শরীর ত্যাগ ক'রে এই পশু-শরীরে প্রবেশ না করো, আমি অভিচারীর সহিত তোমায় বিনষ্ট কর্‌বো।

অভি। (অধীর হইয়া) ওরে বাপ্ রে—বাপ্ রে—মইল্লাম রে—মাইল্লাম রে—[illegible]াম!—

শঙ্কর। স্থির হোন্—স্থির হোন্—কি হয়েছে?

অভি। আমারে ক্ষমা করেন, আমারে রক্ষা করেন। ওরে গ্যালাম রে—গ্যালাম! মইষে চড়্যা আমারে মার্‌বার আইস্‌তেচে—কনে যামু—

সনন্দন। যমালয়ে যাও।

[সশিষ্য অভিনব গুপ্তের পলায়ন।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, কি কর্‌লে? তোমার বাক্য তো ব্যর্থ হবে না, নরহত্যা হবে যে?

সনন্দন। প্রভু, পশুহত্যা সামান্য পাতক, আপনার দর্শনে আমার দেহে স্থান পাবে না। দুষ্টের

মরণে পৃথিবীর ভার লাঘব হবে, এ প্রদেশে সতীর সতীত্ব রক্ষা হবে,অভিচারীরা এই পশুর পরিণাম দর্শনে ভীত হয়ে আর দুরন্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে না। আর আমি আপনার নাম স্মরণ ক'রে জনসমাজকে আশীর্ব্বাদ কচ্চি, যে শঙ্করলীলা আলোচনা কর্‌বে, তার প্রতি দুষ্টশক্তি বলহীন হবে।

শিষ্যগণ। জয় নররূপী শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। বৎস, সকলে প্রস্তুত হও, এ প্রদেশে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত, আমরা কাশ্মীর অভিমুখে গমন কর্‌বো। যেমন সপ্তদ্বীপ ধরায় জম্বুদ্বীপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জম্বুদ্বীপে যেরূপ ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ভারতবর্ষমধ্যে কাশ্মীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—যথায় সর্ব্ববিদ্যা-প্রকাশিনী সারদাদেবী বিরাজমানা। অদ্যই সকলে গমনার্থে প্রস্তুত হও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

কতদিনে হবে মম কার্য্য অবসান,
কর্ম্মভূমে কত দিন করিব ভ্রমণ!
ধন্য মহামায়া—
ধন্য এ ভৌতিক দেহ মায়ায় গঠিত,
চৈতন্য আচ্ছন্ন যার অদ্ভুত প্রভাবে।
প্রারব্ধ-গঠিত দেহ না হইবে ক্ষয়
কার্য্য অবসান বিনা।
বলবান্ কার্য্যের আসক্তি অদ্যাবধি!
বিদ্যা বা অবিদ্যা মায়া উভয়ই শৃঙ্খল;
স্বর্ণ-লৌহ-শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি
বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ,—
উভয়ই বন্ধন,
কার্য্যে কার্য্য ক্ষয় বিনা বন্ধন না যায়।
কে বলিবে কতদিনে কার্য্য ফুরাইবে!

(গৌড়পাদের প্রবেশ)

এ কি, আমার পরম সৌভাগ্যের উদয়! পরম গুরু গৌড়পাদের পাদপদ্ম দর্শন কর্‌লেম!

গৌড়। বৎস, তোমার চিন্তায় আমি আকর্ষিত; আমার পরমগুরু ব্যাসদেবের দর্শনলাভ করেছ, তাঁরই আদেশে ভাষ্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছ, তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ-প্রায়। তোমার ভাষ্য-প্রচারে অযথা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডিত হয়েছে, পুণ্যভূমি ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত। তোমার বেদান্ত-ভাষ্য ব্যতীত বৌদ্ধ-দর্শন খণ্ডিত হতো না। ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধশরীরে বেদ অস্বীকার ক'রে বোধিসত্ত্ব স্থাপন করেছিলেন, তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে বেদমর্য্যাদা রক্ষা হয়েছে; বৌদ্ধ-দর্শন যে বেদের অন্তর্গত, তা তুমি সপ্রমাণ করেছ। তোমার অল্প কার্য্যই অবশিষ্ট আছে, কাশ্মীরগমনে কার্য্য পূর্ণ হবে। তথায় বাগ্‌দেবীর বিদ্যাভদ্রাসন স্থাপিত। সেই বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশন ক'রে সংসারে প্রচার করো যে, তোমার প্রবর্ত্তিত পন্থাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশনের কারো অধিকার নাই। তুমি সেই মন্দিরের দ্বাররক্ষক অপরাজিত পণ্ডিতগণকে পরাজিত ক'রে, অদ্যাবধি অনুদ্‌ঘাটিত দক্ষিণ-দ্বার উন্মুক্ত-পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করো। পণ্ডিতবর্গের পরাজয়ে সকলের প্রতীতি জন্মাবে যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার মতই প্রকৃত মোক্ষপদ গৃহীত হবে। আমার বরে যোগশক্তিতে সশিষ্য মায়িক স্থান অতিক্রম ক'রে অচিরে তথায় উপস্থিত হও।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার বাক্যে কৃতার্থ হ'লেম। আমার কার্য্য বিফল নয়, আপনার আশ্বাস-বাক্যে প্রতীতি হ'চ্চে। আপনার চরণে শতকোটী প্রণিপাত।

গৌড়। বৎস, বর প্রার্থনা কর।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার দর্শন লাভ ক'রেছি, আমার আর বর প্রার্থনা কি! আজ্ঞা করুন, নিয়ত ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকি।

গৌড়। তথাস্তু।

[প্রস্থান।

(মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

মণ্ডন। প্রভু, রাজা সুধন্বা আপনার নিমিত্ত রথ লয়ে উপস্থিত আছেন।

শঙ্কর। বৎস, সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ব্যতীত তো অপর রথের প্রয়োজন নাই। চলো—রাজদর্শনে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

কাশ্মীর—সারদাপীঠ।

মন্দির-রক্ষক।

মন্দির-রক্ষক। এতদিনে কি কাশ্মীরের গৌরব, বীণাপাণি বাগ্‌দেবীর মহিমা—এই বালক সন্ন্যাসীর দ্বারা বিলুপ্ত হবে মার মন্দিরের দ্বারসমূহ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ দ্বারা রক্ষিত। জনে জনে অদ্বিতীয় দার্শনিক ; যাঁদের তর্ক-শক্তি সমস্ত ভারতে প্রচারিত, যাঁদের সম্মুখীন হ'তে কেহই কখন সাহসী হয় না—এই দুর্দ্দম বালক তাঁদের প্রতিভা বিনষ্ট ক'চ্চে! যিনিই এই বালকের সম্মুখীন হ'চ্ছেন, তিনিই পরাজয় স্বীকার ক'রে অবনত-মস্তকে এই বালককে দ্বারপরিত্যাগ ক'চ্চেন। মার মনে কি আছে—কে জানে! এই বালক কি সর্ব্বজ্ঞ? মার বিদ্যা-ভদ্রাসন কি অধিকার করবে?

(কয়েকজন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। মহাশয়, সর্ব্বনাশ! কে এ কুহকী? এর সম্মুখে বাক্‌শক্তি বিজড়িত! বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ পরাস্ত হয়ে দ্বার পরিত্যাগ করেছেন। সাংখ্য, দার্শনিক, যাঁর বিজয়-পতাকা এতাবৎকাল গর্ব্বে উড্ডীয়মান ছিল, তিনিও সন্ন্যাসীর নিকট পরাজয় স্বীকার করেছেন। দিগম্বরপন্থী পথরোধ করেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্যম নিশ্চয়ই বিফল হবে। বালকের তর্ক-শক্তিতে কাহারও জয়লাভের আশা নাই।

২য় পণ্ডিত। এখনও দেখুন—দক্ষিণদ্বার রুদ্ধ। দিগম্বরপন্থী সাধারণ পণ্ডিত নন, তিনি নিশ্চয়ই বালককে নিরস্ত করবেন। মা সারদাদেবী—নিজ সিংহাসন নিজেই রক্ষা করবেন, বিদ্যা-ভদ্রাসনের গৌরব কদাচ নষ্ট হবে না।

দৈববাণী। না।

২য় পণ্ডিত। ঐ শোন—দৈববাণী শোনো।

১ম পণ্ডিত। ঐ দেখ—দক্ষিণদ্বার উদ্‌ঘাটিত।

(দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওন—শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, তোটকাচার্য্য, হস্তামলক, চিৎসুখ, শান্তিরাম, গণপতি প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শিষ্যগণ। জয় সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

মন্দির-রক্ষক। এই কি শঙ্করাচার্য্য? পবিত্র বিদ্যা-ভদ্রাসন কি এই বালক কর্ত্তৃক অধিকৃত হবে? দৈববাণীও কি মিথ্যা? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) পণ্ডিতবর, আপনি বিদ্যাবলে পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত ক'রে দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত করেছেন, কিন্তু আমায় নিরস্ত করুন। যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত নয়, তারে সর্ব্বজ্ঞ ব'লে স্বীকার করা যেতে পারে না। কেবল তর্কবলে অন্যকে পরাস্ত ক'রে বিদ্যার পরিচয় হয় না, প্রকৃত জ্ঞানলাভই বিদ্যার পরিচয়। আপনি যদি শঙ্করাচার্য্য হন, এইরূপ লোকপরম্পরায় শ্রুত আছি যে, অঙ্গনাসঙ্গের নিমিত্ত আপনি পরকায় প্রবেশ ক'রেছিলেন। অতএব আপনার আসক্তিবর্জ্জিত চিত্ত আমি কিরূপে অবগত হব? সে পরিচয় না পেলে, এ সারদাপীঠে বিদ্যা-ভদ্রাসনে আপনাকে স্থান দিতে আমি প্রস্তুত নই। মায়ের কৃপায় আমি এই স্থান-রক্ষায় নিযুক্ত আছি।

তোটকাচার্য্য। আপনি সারদাদেবীর পীঠ-রক্ষায় নিযুক্ত থেকেও কি নিমিত্ত এরূপ অযৌক্তিক ভাষা প্রয়োগ কচ্চেন? যদ্যপি পূর্ব্বজন্মে কেউ শূদ্র থাকে, পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়েও কি তার বেদে অধিকার হয় না?

শঙ্কর। হে মহাত্মন্, আমি আমার আত্ম-তৃপ্তির জন্য এই আসনে উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে বেদান্ত-ভাষ্য প্রস্তুত করেছি। নারায়ণস্বরূপ ব্যাসদেব ভাষ্যপাঠে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেছেন। তথাপি জনসমাজে 'সর্ব্বজ্ঞ' ব'লে যদি আমি প্রামাণ্য না হই, তা হ'লে আমার ভাষ্য জনসমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে স্থানলাভ সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয়। আমি দেব-দেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে আমার ভাষ্য-প্রচারে প্রবৃত্ত। যদি আমি কৃতকার্য্য হয়ে থাকি, সারদাদেবী স্বয়ং আমায় স্থান দান করবেন।

দৈববাণী। বৎস, তুমি একমাত্র এই আসনের যোগ্য

অসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করো, তোমার উপ-
বেশনে আসনের মর্য্যাদা রক্ষিত হবে।

শঙ্কর। দার্শনিক ঋষিগণে,
কূটবুদ্ধি মানবের নিরাশ কারণে,
দমিবারে চার্ব্বাক সকলে,
দেশকাল অনুসারে করেছেন দর্শন রচনা।
যোগমার্গ, কর্ম্মমার্গ আদি
বিরচিত সময়-উচিত প্রয়োজনে।
এবে মুক্তিপন্থা প্রসারিত ঈশ্বর-কৃপায়।
বেদান্তসূত্রের অর্থ জগতে প্রচার
আত্মার প্রকাশ, অবিদ্যা বিনাশ,
ব্রহ্মজ্ঞানে আত্ম-দরশন,
গুহ্যতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' প্রকাশ ভুবনে।
মহাবাক্য হৃদিমাঝে করিয়ে ধারণ—
জনগণে আত্মজ্ঞানে কর অবস্থান।
মা সারদে তব পীঠে
মম কার্য্য হোক্ সমাধান।

(শঙ্করাচার্য্যের সারদাপীঠে উপবেশন)

ন্দির-রক্ষক। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আপনি যে সাক্ষাৎ জ্ঞানময় শঙ্কর, অজ্ঞানতাবশতঃ তা আমার উপলব্ধি হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর আমার প্রণাম গ্রহণ করুন্। এতদিন সারদামাতার আসন-রক্ষক ছিলেম, আজ হ'তে আপনার আসন-রক্ষক-পদে নিযুক্ত ক'রে কৃতার্থ করুন্।

ঙ্কর। পণ্ডিতবর, আমার আসন নয়, জননী সন্তানকে ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন মাত্র। মাতার আসনের আপনিই যোগ্য রক্ষক।

কলে। জয় নরশঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয়।

ঙ্কর। হে বিরক্ত সন্ন্যাসিগণ, এখনো প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। তোমরা দেশ-দেশান্তরে এই অদ্বৈত-ভাষ্য প্রচার করো। আমি কেদারনাথ দর্শন ক'রে কৈলাস-দর্শনে ইচ্ছুক। তোমাদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গী হবার ইচ্ছা করো,—এসো—আমরা অদ্যই যাত্রা করি।

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-সন্নিকট পর্ব্বতপ্রদেশ।

(মহামায়ার প্রবেশ)

গীত।

কব কারে আর সে বিনা কে জানে,
কি বেদনা তারি বিহনে।
বিরহ-গাথা থরে থরে গাঁথা
রহিবে নীরব বিজনে।
নয়নবারি মিশাও নীহারে,
ঘন শ্বাস মিশ পবনে,
হৃদয়তাপ তপনে মিলাও,
কঠিন কায়া মিল গিরিসনে,
শূন্য প্রাণ গগনে।
বিনা প্রাণাধার, আমি আমি নই,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা তাই প্রাণমই,
কতই সহেছি কত সহে আর,
মিছার কেন বা সই-—
বিফল আশা হৃদয়-মাঝে রাখিব কেমনে যতনে॥

[(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি। (স্বগত) ওরে বাপ্‌রে! সেই কাপালিক ব্যাটার অবিদ্যা। এখানে কি করতে মরতে এলো! পালাই—বেটী না দেখে।

মহা। বাবা—শোন—শোন—

গণ। কেন বাছা—তুমি পরের মেয়ে—পরের বউ, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, কেন তোমার কথা শুন্‌বো?

মহা। আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা শুনবে না?

গণ। মা আছ মা-ই আছ, তুমি ভালয় ভালয় পথ দেখ, আমিও ভালয় ভালয় পথ দেখি। আর বাছা তোমার পাল্লায় পড়্‌ছি নে।

মহা। শোন না, তোমার গুরুর সংবাদ দিচ্চি।

গণ। কে—সেই তোমার কাপালিক? সে বেটা অক্কা পেয়েছে, তা জানো না বুঝি? তাই আমায় ধোঁকা লাগাতে এয়েছ?

মহা। তুমি কি মনে ক'চ্চ? আমি সে তো নই, আমি যে তোমার সত্যি মা। তোমার চোখ ঢাকা রয়েছে, আমি তোমার চোখ খুলে দিতে এলেছি। তুমি আমায় কে মনে

করেছ? আমি সে নই, সে তোমার বিমাতা, আমি তোমার সত্যি মা।

গণ। বাছা, তোমার আর মা-গিরিতে কাজ নাই।

মহা। বাবা, আমি না পথ ছেড়ে দিলে পথ দেখ্‌তে পাবে না। তোমার চোখের আবরণ এখনো ঘোচে নাই। তুমি এখনো তোমার গুরুকে চিন্‌তে পারো নাই। তাই তোমায় বল্‌তে এসেছি, তোমার গুরু মানুষ নয়,তোমার গুরু সাক্ষাৎ শঙ্কর। এই কথাটি মনে রেখো, তা হ'লেই তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।

গণ। (স্বগত) না, সে বেটী তো নয়। (প্রকাশ্যে) তুমি কে মা?

মহা। বাবা, আমি বল্লেও তো বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তোমার বিমাতাও মরেছে, আমি যে দিন মর্‌বো, সেই দিন চিন্‌বে।]*

[মহামায়ার প্রস্থান।

[গণ। তাই তো—তাই তো, আমি যেন আর এক রকম সব দেখ্‌ছি। আমি নিদ্রিত না জাগরিত। আমি কোথায়, আমার শরীর কি হ'লো। এ সব কি? গুরুদেব—গুরুদেব—চরণে স্থান দাও।]

(মণ্ডনমিশ্র ও সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় ক'রে কাশ্মীরের সারদাপীঠে বাগ্‌দেবীর সিংহাসনে উপবেশন কর্‌তে কেহই সক্ষম হন নাই। গুরুদেব যখন সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় কর্‌লেন,—অকস্মাৎ দৈববাণী হ'লো—"বৎস, আমার আসনে উপবেশন কর্‌বার তুমি একমাত্র যোগ্য। আমার আজ্ঞায় আসন গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে 'সর্ব্বজ্ঞ' নামে প্রচারিত হও।" ভাই সুরেশ্বর, সমস্ত ভারতে অদ্বৈত মত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞানসূর্য্যে আলোকিত। ভাই,তুমি আনন্দ সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌লে কেন?

মণ্ডন। শুন ভাই, অন্তর বিকল কিবা হেতু।
তুষার-আবৃত ঘোর পর্ব্বত-প্রদেশে,
নিত্য রজনীতে—
বামাকণ্ঠে কেবা করে সকরুণ গান?
যেন কোন নারী বিরহবিধুরা,
মনোব্যথা কহে এই জনশূন্য স্থানে।
দেখ, দেখ, নারীমূর্ত্তি কে অগ্রগামিনী?

সনন্দন। হ'তেছে স্মরণ,
পূর্ব্বে যেন এই মূর্ত্তি ক'রেছি দর্শন।
আছিলেন গুরুদেব যবে পরকায়ে,
নাহি পাই কোন মতে রাজ-দরশন,
অকস্মাৎ কৃপা করি আসি এক নারী—
সঙ্কটে করিল মাতা উপায় বিধান।
হেরি অবয়ব মম হয় অনুমান,
অগ্রগামী রমণী-মূরতি সে সুন্দরী।
মহা হিতৈষিণী সেই জননীস্বরূপা,
তাহে কেন অনিষ্ট আশঙ্কা কর তুমি?

মণ্ডন। নহে এ সামান্য নারী হয় অনুমান।
প্রধানা প্রকৃতি।
মহাশক্তি ধরি নারী-কায় ভ্রমেন ধরায়,
তাঁর বিরহ-সঙ্গীতে ভয় হয় চিতে,
লীলা বুঝি অবসান-প্রায়;
অচিরে বা শিবশক্তি হয় সংমিলিত।

(শঙ্করাচার্য্য, শান্তিরাম, হস্তামলক, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

*[শান্তি। প্রভু, প্রভু—দেখুন, অকস্মাৎ গিরিশৃঙ্গ ভেদ ক'রে সলিল উত্থিত হচ্চে। প্রভু, ফিরুন, হেথায় বিপদ হ'তে পারে।

শঙ্কর। না বৎস, ভগবতী কিরূপ কৃপাময়ী দেখ। তোমরা দারুণ শীতে ক্লিষ্ট হয়েছ. সেই নিমিত্ত এই উষ্ণ প্রস্রবণ গিরিভেদ ক'রে উত্থিত হয়েছে। এর উষ্ণতায়—স্থান [illegible] অনুভব ক'চ্ছ না? আশঙ্কার কোন কা[illegible] নাই।

সনন্দন। প্রভু, সকলই আপনার করুণা।

গণ। বাবা—বাবা, তুমি শিব,আমি জেনেছি, মা আমায় বলেছেন।

শঙ্কর। দেখ দেখ, গণপতি কি বলে শোনো।

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়।]*

শঙ্কর। বৎসর, এ জনহীন প্রদেশে কয়দিন রমণীকণ্ঠনিঃসৃত কোন সঙ্গীতধ্বনি শুনেছ?

মণ্ডন। হাঁ প্রভু, আমি পদ্মপাদকে সেই কথাই বল্‌ছিলেম,—বোধ হ'লো, কোন রমণীমূর্ত্তি দূরে দৃষ্টিগোচর হ'লো।

শঙ্কর। উনিই আমায় সংসারে এনেছেন, আবার

উনিই আমায় সংসার হ'তে ল'য়ে যাবার জন্য এসেছেন। বৎস, আর আমি এ স্থানে কারে অবলম্বন ক'রে থাক্‌বো?

চিৎসুখ। প্রভু, কি নিদারুণ কথা বল্‌ছেন? আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যাবেন? জানেন তো, আপনি এই নরমূর্ত্তিতেই আমার হৃদয়েশ্বর।

শঙ্কর। বৎস, কারে পরিত্যাগ কর্‌বো?—তোমাদের হৃদয়ে আমার ভাষ্য স্থাপিত। তোমরা আমার হৃদয় অপেক্ষা প্রিয়, তোমাদের সাহায্যেই আমার কার্য্য সম্পন্ন। বৎস, চলো—কৈলাস দর্শন করি। কৈলাস হ'তে প্রত্যাগমন ক'রে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ো।

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

(কৈলাস)

দেবগণবেষ্টিত বৃষভোপরি হর-গৌরী।

শঙ্কর। বৎস, নরলীলা অবসান মম।
নিজ নিজ কার্য্য-অন্তে তোমরা সকলে,
যোগবলে হবে অবগত—
তোমা সবে জনে জনে কেবা।
কার্য্য অবসানে,
মম সম নিজ স্থানে করিও প্রয়াণ।

সনন্দন। প্রভু, আপনি লীলা সংবরণ কর্‌লেন, কিন্তু আমরা অনাথ হ'লেম।

শঙ্কর। বৎস, খেদ পরিত্যাগ করো। যে স্থলে বেদান্তচর্চ্চা হবে, জেনো—সেই স্থলেই আমরা যুগলে উপস্থিত হব, হৃদয়-মধ্যে নিয়তই আমাদের দর্শন পাবে।

(সমবেত সঙ্গীত)

বৃষভ-আসনে জগত-পিতা, জগত-জননী বামে।
কনক-রজত মিলিত ললিত, রাজিত যুগল ঠামে॥
হর—গৌর কর্পূর, গৌরী—চম্পা সুন্দর,
মনোমালিন্য-হরণ মূরতি, দীন-শরণ চরণ-জ্যোতি,
জয় জয় জয় হর-পার্ব্বতী, দ্বিদল চণক পুরুষ প্রকৃতি,
নিত্য চেতন নিত্য শকতি, লীলানিত্যধামে॥

যবনিকা-পতন।

যায়সা-কা-ত্যায়সা।

(প্রহসন)

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের "L' Amour Medecin" অবলম্বনে

প্রহসনোল্লিখিত চরিত্র।

পুরুষ।

হারাধন	"ম্যানিয়া"-গ্রস্ত বড়লোক। (পর হইবার আশঙ্কায় কন্যার বিবাহদান-বিরোধী)
রসিকমোহন	প্রেমোন্মত্ত যুবা (রতনমালার অনুরাগী)
সনাতন	হারাধনের প্রতিবাসী।
মাণিক	হারাধনের ভৃত্য। (গরবের অনুরাগী)
মিঃ নন্দী (দ্রুতভাষী), মিঃ ঢোল (মন্থরভাষী)	এলোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়।

জহুরী, এসেন্সওয়ালা, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈদ্য, হকিম, পশুচিকিৎসক, ড্রেসার, গো-বৈদ্য, বাদ্যকারগণ, পুরোহিত, নাপিত, মালী, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রতনমালা	হারাধনের কন্যা। (রসিকমোহনের অনুরাগিণী)
গরব	হারাধনের গৃহে প্রতিপালিতা দাসী

ধাত্রীদ্বয়, জোঁকওয়ালী, বেদিনী, এয়োগণ, বঙ্গরমণীগণ, পুরস্ত্রীগণ ইত্যাদি।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা।

প্রস্তাবনা।

—:*:—

(গীত)

দুনিয়া পুরোনো, হেথা চল্‌বে না কো নয়া ঢং।
হিঁদুয়ানী, টপ্‌কে গেলে, কালি মেখে সাজ্‌বে সং॥
যতটা সয় রয়, তার বেশী ভাল নয়,
চাল-বেচাল কি হিঁদুর ঘরে সয়?
বেচালে বেজায় নাকাল, দেখিয়ে দেবে রং বেরং॥
সেয়ানা যে শুনে শেখে, সেও ভাল যে শেখে দেখে,
বেকুবের হাড়ে হাড়ে শিখ্‌তে হয় ঠেকে,
নাক কান আপনি মলে,
তালি দে লোক দেখে রং॥

প্রথম দৃশ্য।

হারাধনের বাটী।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। বেটাদের বায়না কত—দশ হাজার নগদ, বিশ হাজার গয়না, হীরে-মাণিক, সোনা-রূপোর খাট-বিছানা, আবার নিজের মেয়েটি; চোর-দায়ে ধরা পড়েছি,—সাদি নেই দেঙ্গা! আমার মেয়ে বড় হুয়া তো কার বাবার কেয়া হুয়া! বে কভি নেহি দেঙ্গা! জাত জাঙ্গা? —জাঙ্গা! জাঙ্গা! বটে—বে দেবো! বেটারা লুচি খাবেন? আর আমার মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নবাবের-বেটা নবাব জামাই বাড়ী নিয়ে যাবেন,—আবার দান-সামগ্রী দাও, টাকা দাও,—সে পাত্র আমি নই, সে পাত্র আমি নই।

(মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। আজ্ঞে, সে পাত্র আপনি নয়, সে পাত্র আপনি নয়।

হারা। দেখ্ মাণ্‌কে, তুই একটু বুঝিস্ সুঝিস্—

মাণিক। আজ্ঞে হাঁ।

হারা। বল্ দেখি—মেয়ে আমার কি আর কার?

মাণিক। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

হারা। চোপ্‌রাও বেটা—বল্ মেয়ে আমার কি কার?

মাণিক। আজ্ঞে, কোন্ মেয়েটি?

হারা। বল্ বেটা, আমার মেয়ে, আর কোন্ মেয়ে?

মাণিক। আজ্ঞে, আপনকারই মেয়ে, আপনকারই মেয়ে।

হারা। তবে আর কে কি বলে।

মাণিক। আজ্ঞে, কে কি বলে, কে কি বলে?

হারা। ষোল বছরের মেয়ে হয়েছে—হোক্।

মাণিক। আজ্ঞে হোক্—হোক্।

হারা। তবে আর কি!

মাণিক। আজ্ঞে, তবে আর কি।

হারা। খপরদার বেটা, কারুকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিবি নি।

মাণিক। আজ্ঞে, তা কি হয়—বাড়ী ঢুক্‌বে কে?

হারা। দেখ্, ঘটক বেটাকে দেখ্‌বি কি অমনি দোরে খিল দিয়েছিস্।

মাণিক। আজ্ঞে, হুড়কো দেবো।

হারা। শোন্ মাণ্‌কে, বেটাদের আস্পর্দ্ধার কথা শোন্।

মাণিক। আজ্ঞে, শুন্‌বো বই কি—শুন্‌বো বই কি।

হারা। এখনি শোন্ বেটা।

মাণিক। আজ্ঞে, কান পেতে খাড়া রয়েছি।

হারা। বেটারা বলে,—ষোল বছরের মেয়ে হলো, একটি পাত্র ডেকে এনে বে দাও, আবার বলে, দান-সামগ্রী দিয়ে বে দাও,—আবার বলে, নগদ কিছু দিতে হবে। শুনেছিস্ বেটা-দের আস্পর্দ্ধা?

মাণিক। আজ্ঞে, খুব গরজে কথা বলে—খুবই গরজে কথা বলে।

হারা। আবার শোন্—বলে দৌহিত্র হবে।
মাণিক। আজ্ঞে, তা কি হয়—তা কি হয়?
হারা। বলে—আমার বিষয় ভোগ করবে।
মাণিক। ইঃ—তা আর করতে হয় নি!
হারা। তবে আর কি—আমি চল্লুম, তুই হুঁসিয়ার থাকিস্।
মাণিক। আজ্ঞে, খুব হুঁসিয়ার রইলুম।
হারা। দেখিস্। [হারাধনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হারাধনের বাটীর সম্মুখ।
বাটীর মধ্যে মাণিক।
(গরবের প্রবেশ)

গরব। (স্বগত) আমারও যেমন পোড়া কপাল, দিদিমণিরও তেম্নি। ভাগ্যিস গিন্নী ঠাঁই দিয়েছিল, তাই পেটের জ্বালায় ভিক্ষে করতে হয় নি। আহা, মাগী যেন মেয়ের মত ক'রে পেলেছে। আর তার মেয়ের এই পোড়া কপাল! আমার যেন বাবা টাকাকড়ি দিতে পারে নাই, তাই বে হলো না। ও মা, বুড়ো মিন্সে, টাকার কাঁড়ির উপর ব'সে আছিস্, তুই মেয়ে আইবুড়ো রাখ্ছিস্ কি দুঃখে! দিদিমণি যে তেমন নয়, তা নইলে ওই তো রসিক বাবু—ঘুর ঘুর ক'রে ঘোরে, দিদিমণিও জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে। আমরা হ'তুম, জানালা দিয়ে উলে গিয়ে যে ক'রে তবে আর কাজ।
মাণিক। (ভিতর হইতে) এই গরবি বেটী আসছে, দোর দিই। (দ্বার বন্ধ করণ)
গরব। (অগ্রসর হইয়া) মাণ্কে, দোর দিচ্ছিস্ কেন?
মাণিক। কর্ত্তা না তোরে পাড়া বেড়াতে মানা করেছে, আবার পাড়া বেড়াতে গিয়েছ? এই কর্ত্তাকে ডেকে দেখাচ্ছি।
গরব। আহা মাণিক, আমি তোমার জন্মে মরি, আর তুমি আমায় এ রকম কর?
মাণিক। আহা, মরো না, ম'রে দানো পাও!
গরব। তোকে কত সোহাগ করি—
মাণিক। সোহাগ তো ভুড় ভুড় করে,—"মাণ্কে, মুখপোড়া, ঝাঁটাখেকো!" আমি কাকুতি মিনতি করি,—"গরব, একবার চাও না চাইতে বয়ে মুখে খুতকুড়ি দিয়ে যাও,—আ তেম্নি থেঁতলান থেঁতলাবো।
গরব। তবে আমি বামুনবাড়ীর হীরের কা[ছে] চল্লুম, আমার মনের কথা তাকে বলি গে।
মাণিক। কেনে—তাকে বল্বি কেনে—আম[ার] কি কান নাই, আমি কি শুন্তে জানি নে?
গরব। তবে শোনো মাণিক শোন—(ফুস্ ফ[ুস্] শব্দ করণ)
মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল্—ওমন ফুস্ ফ[ুস্] করলে শুনবো কেমন ক'রে?
গরব। তুই দোরের আড়াল হ'তে শুন্তে পারি[স্] নে?
মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল্ দেখি—কে[ন] শুন্তে না পাই।
গরব। (স্বগত) ছোঁড়া আমায় ভালবাসে, ব[টে,] তো আমাদের জাত। মুখপোড়া যেন পা[য়ে] পায়ে ঘোরে। ওইতে তো আমার রাগ হ[য়।] (অস্পষ্ট শব্দ করণ)
মাণিক। আরে বুঝ্তে লার্চি।
গরব। দোর দিয়ে কি বোঝা যায়?
মাণিক। বোঝা যায় না!—তুই ঠায়ে ব'[লে] বুঝবো।
গরব। ও মনের কথা—ঠায়ে বল্লেও বোঝা য[ায়] না। কই, তুই বল্ দেখি, কেমন বুঝ্তে পারি।
মাণিক। ও গরব—গরবমণি—
গরব। আ মর্ মুখপোড়া! কি ফুস্ [ফুস্] ক'চ্চে দে[খ]
মাণিক। ফুস্ ফুস্ করবো [কে]ন? এই যে গ[লা] হাঁকারে বল্ছি,—ও গরব—গরবমণি—তু[ই] আমায় বে করবে?
গরব। এই দেখ কি ভড় বড় ভড় বড় ক[রে,] আমি একটিও বুঝ্তে পাচ্ছি নে।
মাণিক। বুঝ্তে পাচ্ছিস্ নে—তবে শো[ন] (দোর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া) ও গরব-গরবমণি—আমি তোমার জন্মে মরি!
গরব। ও মাণিক—মাণিকচাঁদ,—তোমার কা[নে] কানে একটা মনের কথা বলি—দাঁড়াও।
মাণিক। আচ্ছা, কি বল্বি বল্?
গরব। তুই চোক বুজে কান পেতে দাঁড়া, আ[মি]

আস্তে আস্তে মনের কথা বল্‌বো, নইলে কেউ শুনতে পাবে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি চোক মুদে দাঁড়িয়েছি, তুই বল্। (চক্ষু মুদিয়া দণ্ডায়মান)

গরব। আচ্ছা, আমি বল্‌ছি, তুই দাঁড়া। (বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করণ)

মাণিক। কই, বল্লি নি?

গরব। (ভিতর হইতে) তুই দাঁড়া—কর্ত্তাকে বলি, তুই পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলি।

মাণিক। ও গরব—তোমার পায়ে ধরি গরব। দোর খুলে দাও গরব।

গরব। না—তুই দাঁড়া, আগে কর্ত্তাবাবুকে বলি, তুই সনাতন বাবুর কাছে সম্বন্ধ কর্‌তে গিয়েছিলি।

মাণিক। দই—গরবের দই—এই নাক রগুড়্ছি—কান মল্‌ছি, ঘাট করেছি—আর অমন কর্‌বো নি।

গরব। আমি যা বল্‌বো—তা শুন্‌বি?

মাণিক। শুন্‌বো—শুন্‌বো—ঘাড় একাশি ক'রে শুন্‌বো, তুই যা বল্‌বি, শুন্‌বো।

গরব। আচ্ছা, তবে আয়।

(দোর খুলিয়া দেওন)

(উভয়ের গীত)

মাণিক।—

নাক কান মলালি, এখন পীরিত একটু কর!

গরব।—

ও মা ছিঃ ছিঃ তোর পীরিতে ভূতে কর্‌বে ভর!

মাণিক।—

গরবিণী গরবমণি, কও না কথা,
চাও না ফিরে!

গরব।—

মুখখানা তোর গোমড়াপানা, আঁত্‌কে উঠি,
চাইবো কি রে?

মাণিক।—

এত তোর গরব কিসে?

গরব।—

রূপের গরব—মর্ মিন্সে?

মাণিক।—

তাইতে তো আছি ম'রে!

গরব।—

মরেছিস্ বলিস্ কি রে? দেখি দাঁড়া হুড়ো ধ'রে!

মাণিক।—

ইস্ তোর সোহাগ ভারি!
এতটা কর্‌বি কদর?

গরব।—

কর্‌বো না কদর?
সাত রাজার ধন সোনার মাণিক—
তুই কি আমার পর!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হারাধনের বৈঠকখানা।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। ওঃ, শাস্ত্র কি মিছে!—গিন্নী যদি ম'লো তো মেয়ে বিইয়ে গেল! তাই তে তো বলে বিপদ্ একলা আসে না। মেয়ে যদি বিয়োলো তো বড় হলো,—কোত্থেকে পাড়ার লোকও জুটলো—বলে বে দাও। আচ্ছা, মেয়ে হবি হ—বড় হবি হ—তা মুখ গুম্‌ড়ে অমন ব'সে থাক্‌বি কেন? কেন—তা আমায় বোঝা! কথাই কইবে না—তো বোঝাবে কি? এই দেখ দেখি, এই এতগুলি বিপদ একেবারে ঘাড়ে চাপ্‌লো! আবার বিপদ মেয়েটাকে না দেখ্‌লে বাঁচিনে, মেয়েটার হাসি না দেখ্‌লে বাঁচিনে! মনে কর্‌লুম, তোয়াক্কা রাখ্‌বো না;—মন খারাপ হবে—টাকা নাড়বো-চাড়বো। টাকা নেড়েও সোয়াস্তি পাইনে, মেয়েটাকে মনে পড়ে!—মেয়েটার কি হলো—তাই তো—কি হলো—

(জহুরী, ছবিওয়ালা পোষাকওয়ালা ও এসেন্স-ওয়ালার প্রবেশ)

(স্বগত) এই দেখ, মাণ্‌কে বেটা দোর খুলে দিয়েছে। (প্রকাশ্যে) এখন তোমরা যাও গো—যাও, এখন আমার বড় মন খারাপ।

জহুরী। আজ্ঞে, তাই তো আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলুম।

সকলে। আজ্ঞে, তাই তে তো এলুম—তাই তে তো এলুম।

হারা। আমার বিপদ্—

সকলে। আহা, বিপদ্ শুনেই এসেছি—বিপদ্ শুনেই এসেছি।

(সনাতনের প্রবেশ)

হারা। আমার মেয়ের ব্যামো—

ছবিওয়ালা। অ্যাঁ, মেয়ের ব্যামো! তবে বস্‌তে হলো।

পোষাকওয়ালা। ব্যাওরাটা জানতে হলো।

এসেন্সওয়ালা। উপায় করতে হলো।

হারা। আর উপায়!—উপায়ের বা'র।

সকলে। সে কি—সে কি?

হারা। তা বই কি—কোন কথা ভাঙ্গে না, দিবা-রাত্রি চুপ ক'রে ভাবে, চোখ ছল-ছল করে, নিশ্বেস ফেলে, হলো—হাঁ ক'রে আকাশ পানে চেয়ে থাকে।

জহুরী। এর আর কি, সোজা উপায়। এই স্বদেশী স্যাক্‌রার গড়ন একছড়া হীরের "বঙ্গ-বাসী নেক্‌লেস" কিনে দেন, এখুনি এক গাল হাস্‌বে।

ছবি। ওতে হবে না, ওতে হবে না—এই স্বদেশী "কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীর চিত্র"খানি দেন, এখনি হেসে লুটোপুটি খাবে।

পোষাক। না—না—ওতে হবে না—এই স্বদেশী সাঁচ্চা "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেট"টি দেন দেখি, গায়ে দিয়ে আয়নায় মুখ দেখ্‌বে আর আহ্লাদে আটখানা হবে।

এসেন্স। আঃ, ওতে কি হবে,—এই স্বদেশী "বয়কট এসেন্স" দেন, শুঁক্‌বে—আর রোগ-বালাই দেশ ছেড়ে পালাবে;—প্রাণ ঠাণ্ডা হবে—মন ঠাণ্ডা হবে—বল্‌বো কি, এসেন্স শুঁকে পাগল ভাল হয়েছে।

হারা। আর আমায় বুঝি পাগল করতে এসেছ?

সনা। তাই তো, তাই তো,—যে যাঁর মাল বেচ্‌তে এসেছেন। ওঁর স্বদেশী স্যাক্‌রা হ্যামিল্টন, ওঁর স্বদেশী ছবি ফরাসী, ওঁর স্বদেশী বডি ন্যাঙ্কিনের আর ওঁর স্বদেশী এসেন্স জার্ম্মাণীর। কর্ত্তা ওতে ভোলে না হে—কর্ত্তা ওতে ভোলে না। তোমাদের মত স্বদেশী: জুটেই স্বদেশী কাজটা মাটী করতে বসেছ। আহা, শুভক্ষণে লোকের স্বদেশী জিনিসে ঝোঁক হয়েছে, তোমরাও এক দাঁও পেয়েছ—যত বিদেশী জিনিস এনে জুচ্চুরি ক'রে স্বদেশী ব'লে ধাপ্পা দিচ্চ। কর্ত্তা আমাদের সব বোঝে। (হারাধনের প্রতি) আমার কথা শোনো—মেয়ে বড় হয়েছে, বের সময় হয়েছে,—

হারা। হুঁ!

সনা। আমি যে 'রসিকমোহন' ব'লে পাত্রটি ঠিক করেছি, রূপে-গুণে, কুলে-শীলে যেমন হ'তে হয়, কিছু খরচ হবে না—

হারা। হুঁ।

সনা। রসিকমোহনের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দাও।

হারা। হুঁ!—আর তিনি বে ক'রে, আমার মেয়েটির হাত ধ'রে নে বাড়ী চ'লে যান! ওরে বাপ্ রে খুনে রে—

[দ্রুত প্রস্থান।

সনা। এইখানে এসেছ দাঁও বাগাতে?

জহুরী। আমরা তো বাগিয়েছিলুম, আপনি যে বাগড়া দিলেন।

সনাতন। নাও নাও, স'রে পড়ি এসো, এখানে বাগ-সাগ চল্‌বে না, দেখ্‌ছ না—টাকা খরচ হবে ব'লে মেয়ের বে দিচ্ছে না। বলে কি জানো, আমার মেয়ে আমার থাক্‌বে না, পরকে দেবো?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ম'শায়েরা ভেতরে থাক্‌বেন কি বাইরে থাক্‌বেন বলুন, আমি দোর দোব।

সনা। কেন বাপু, দোর দেবে কেন?

মাণিক। আজ্ঞে কর্ত্তার হুকুম—দোর দিতেই হবে।

সনা। দোর তো দেবে, আবার খুলে দেবে তো?

মাণিক। আজ্ঞে কালে সকালে,—কর্ত্তার হুকুম।

সনা। তবে আমরা চল্লুম।

মাণিক। আজ্ঞে, থাকেন থাকুন, কর্ত্তা বলেন নেই; কিন্তু দোর আমি দেবো।

সনা। আচ্ছা, বাপু, তুমি দোর দাও, আমরা চল্লুম।

(সকলের গীত)

বিক্রেতাগণ।—

রুখেছি স্বদেশহিতে জীবন দিতে চায় জনে।

সনাতন।—

তিরকুটিতে সবাই সমান কমবেশী নাই ওজনে॥

জহুরী।—

ঠিক স্বদেশী "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস" যে পরে,
দেশহিতৈষী ঠিক বলি তারে,
দেশের মুখ আলো সে করে;

ছবি।—

"কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীর" স্বদেশী তসবীর,
দেখ্‌লে ক্রমে স্বদেশ-প্রেমে ঝ'র্‌বে চোখে নীর;

পোষাক।—

আঁট্‌লে জ্যাকেট "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ",
আয়না ধ'রে বুকে দেখে স্বদেশ-প্রেমের জেদ,
জ্যাকেটে জমাট বাঁধে বঙ্গচ্ছেদের খেদ;

এসেন্স।—

সাধের এসেন্স সাধের নাম "বয়কট",
শুঁক্‌লে পরে স্বদেশ-প্রেমে করে সে ছট্‌ফট,
ঝাড়ে লেকচার চট্‌পট্, হয় বীরাঙ্গনা চট্;

বিক্রেতাগণ—

ফিরি দেশের তরে ফিরি ক'রে,
অনুরাগ খুব গদ্‌গদে।

সনা।—

এরা মর্‌বে কবে কে জানে,
কি আছে যমের মনে॥

(মাণিকের প্রস্থান ও স্থাদ্‌না লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

মাণিক।—

গুড়ি গুড়ি দাও পাড়ি, যাও বাড়ী,
নইলে এই স্থাদ্‌নো ঝাড়ি, থাক্‌তে নার্‌বে এখানে।
হেথায় চল্‌বে নি কো গান,
আমি মাণিক, নই পাঁড়ে দরোয়ান,
খুব সেটে দেবো দোর এঁটে,
কর্ত্তার কড়া হুকুম নাও শুনে॥

[মাণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাণিক। আর একটা কি কর্ত্তা বল্লে যে? হাঁ! এরা গেলো কি রইলো, খবর দিতে হবে। গেল বই কি? যদি বলে কোথায় গেল? দোর খুলে পেছু পেছু দৌড়বো? দেখ্‌বো কোথায় যায়? না, এখনি দেখ্‌বো নাকি? (দৌড়াইবার উপক্রম)

(হারাধনের পুনঃ প্রবেশ)

হারা। মাণ্‌কে, কি কচ্ছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে, দৌড়ব মনে ক'রে কাপড় গুটুচ্ছি।

হারা। কেন রে বেটা?

মাণিক। আজ্ঞে, যদি জিজ্ঞেসেন—ওরা কোথায় গেল, তা হ'লে বল্‌তে নার্‌বো, তাই পেছু পেছু দৌড়ব ভাব্‌ছি।

হারা। নে, তুই রতনকে ডেকে আন্।

মাণিক। আজ্ঞে, গরব যদি সঙ্গে আসে?

হারা। আসে আসুক।

মাণিক। আজ্ঞে দেখুন—আমার দায়-দোষ নাই। সে আস্‌বে, সে বড় বাধায়ে, দিদিমণির সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। আজ্ঞে, চল্‌লুম তবে?

হারা। জ্বালাতন কর্‌লে! নে তোরে যেতে হবে না, আমিই যাচ্চি।

[হারাধন ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রতনমালার কক্ষ।

রতনমালা ও গরব।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। শোন্ রতন, আজ আমি একটা হেস্ত-নেস্ত কর্‌বো—তবে ছাড়্‌বো। তোর কি হয়েছে, বল্‌তেই হবে। বল্‌বিনি?

রতন। কই, কি হয়েছে?

হারা। কি হয়েছে? অমন মুখ গোমড়া ক'রে থাক কেন? কি চাও, একটা মুখের কথা খসালেই তো হয়। কোন্ জিনিস তোমায় দিই নাই?—গয়না দিয়েছি, পোষাক দিয়েছি, ছবি দিয়ে ঘর সাজিয়ে দিয়েছি, ঘরের নীচে ফুল-বাগান ক'রে দিয়েছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, গান শিখিয়েছি, বুন্‌তে শিখিয়েছি, ছবি আঁক্‌তে শিখিয়েছি, ফটোগ্রাফ তুল্‌তে শিখিয়েছি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করেছি—

গরব। মাথা কিনেছ!

হারা। চুপ মাগী চুপ। গিন্নীর আস্কারাতে খুব বাড়িয়ে তুলেছে। (রতনের প্রতি) হাঁ রে, এক ছড়া হীরের "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস" নিবি?

গরব। ধুয়ে খাবে!—ঢের নেক্‌লেস আছে।

হারা। রবিবর্ম্মার ছবি নিবি?

গরব। গোল গোল বোম্বাই মুখ দেখে স্বর্গে যাবে।

হারা। স্থাখ বলে না,—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেট" নিবি?

গরব। হঁ্যা—সোলতে পাকাবে।

হারা। শিশি কতক "বয়কট এসেন্স" নিবি ?

গরব। একটা রাঙ্গা চুসি নিবি? এসেন্স কি কর্‌বে গো—চৌবাচ্ছার জল বাড়াবে না কি ? এসেন্সের শিশি যে আর ঘরে ধরে না।

হারা। তবে কি চায়—তুই ছাই আমায় বল্‌ না ?

গরব। চায় একটি বর।

হারা। চোপ্‌ মাগী চোপ্‌—যত বড় মুখ, তত বড় কথা!

গরব। তবে কাতলা মাছের মুড়ো খাবে।

হারা। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি ?

গরব। সত্যি না তো আর কি? সত্যি কথা বল্লে তো আর শুন্‌বে না।

হারা। কি সত্যি কথা—বল্‌ না ?

গরব। ঐ যে বল্লুম, বর চায়।

হারা। বর চায়—ছেলের হাতে মো? বর চায়—বাঁদর চায়—উল্লূক চায়—ভাল্লূক চায়! রতন, বল্‌ কি চাস্‌? বল্‌—বল্‌—বল্‌ছি? নইলে আমি আত্মহত্যা কর্‌বো, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো, বিবাগী হয়ে চ'লে যাবো!

রতন। কি বল্‌বো ?

গরব। (জনান্তিকে) বল্‌ না কেন—বর চাই।

হারা। (স্বগত) আমি স'রে পড়ি,—কি জানি, যদি ব'লে ফেলে। কথায় কান দেবো না। (প্রকাশ্যে) তুই বল্লি নি, আমি চল্লুম বিবাগী হয়ে। [হারাধনের প্রস্থান।

গরব। হঁ্যাগা দিদিমণি, বলি, মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌লে না যে বর চাই ?

রতন। নে, তুই আর জ্বালার উপর জ্বালাস্‌ নি, আমার মরণই ভাল।

গরব। হঁ্যা—সে এক রকম মন্দ নয়।

রতন। তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিস্‌?

গরব। ঠাট্টা কি গো, তোমার এত জ্বালা, ম'রে জুড়োবে।

রতন। মরণ বল্লেই তো মরণ হয় না!

গরব। তা হবে না কেন গো, ঠিক মরণ হয়।

রতন। কিসে ?

গরব। এই দড়ি, ছুরী, আফিং, গঙ্গায় ডোবা—

রতন। তুই ঠাট্টা কচ্ছিস, আমি সত্যি বিষ পেলে খাই।

গরব। তা বেশ তো গো, যদি মন হয়ে থাকে, বিষ খেতে চাচ্চ, খাও না। যেখানে আট আনা আফিংএর ভরি, সেখানে বিষের ভাবনা ?

রতন। আফিং কে এনে দেবে ?

গরব। তার জন্যে ভেবো না, আমি যোগাড় কর্‌বো।

রতন। তুই আমায় আফিং কিনে এনে দিবি ?

গরব। তা দিদিমণি, তোমাদের এদ্দিন খাচ্চি, পর্‌চি, গিন্নী কত যত্ন করেছে, কর্ত্তা কত আবদার সয়, তুমি তার এক মেয়ে, সখ ক'রে আফিং খেতে চাচ্চ, একটু আফিং এনে দিতে পার্‌বো না? লোকে যে বেইমান বল্‌বে!

রতন। তুই কি সত্যিই আমায় আফিং এনে দিবি? ঠাট্টা কচ্ছিস্‌?

গরব। হঁ্যাগা, তোমার এমন খাটো মন, বিশ্বাস করো না, তবে বুঝি তুমি ঠাট্টা ক'চ্চ ?

রতন। বুঝেছি বুঝেছি, আমায় বিষ এনে দিয়ে বাবাকে ব'লে দিবি।

গরব। মাইরি না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি। (গায়ে হাত দিয়া) হলো ?

রতন। গরব, তোকে মনে কর্‌তুম, তুই আমার আপনার। তুই আমায় হাতে ক'রে বিষ দিবি?

গরব। এ কাজ তো দিদিমণি, আপনার লোকেই করে।

রতন। স্বাথ্‌—আমার দুঃখ কেউ বুঝ্‌ছে না!

গরব। তোমার ঢং কেউ বুঝ্‌চে না ব'লে ?

রতন। ঢং কি রে ?

গরব। ঢং নয় তো কি? আমি কি মেয়েমানুষ নই, আমি কি কাণা? আমি কি দেখি নি—জান্‌লা খুলে তাকিয়ে থাকো, কখন্‌ সে আস্‌বে? সে চ'লে গেলে, অ... বুক ধড়ফড় কর্‌তে থাকে, চ'খোচ'খি হ'লে ওমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাও।

রতন। জান্‌লা—আহ্লাদে আটখানা, বুক ধড়ফড়—এ সব কি লো ?

গরব। ঐ সব গো—ঐ সব—

রতন। বাঃ, তুই তো বেশ গল্প কর্‌তে পারিস্‌।

গরব। আরো গল্প বলি শোনো,—একজনের বাপের এক মেয়ে, মাগ-ছেলে আর কেউ নেই, বাপ মিন্সে মেয়ের বে দেবে না, জামাই মেয়েকে বাড়ী থেকে নে যাবে, মেয়ের ছেলে হ'লে

বিষয়-ভোগ করবে। খুব আঁট ক'রে ব'সে আছে, লোকের কথায় কান দেয় না। এদিকে মেয়ে জান্‌লা খুলে এদিক্ ওদিক্ দেখে, মনের মতন লোকেরও দেখা পেলে, হাহুতাশ করে, বাপকেও কিছু বল্‌তে পারে না, ভেবে ভেবে সোনার অঙ্গ কালি হ'তে লাগ্‌লো।

রতন। তার পর কি হলো?

গরব। দিনরাত আকাশ পানে চেয়ে ব'সে থাকে, চাঁদ দেখে, ফুল শোঁকে, খায় না-দায় না, শোয় না-ঘুমোয় না, বাপকেও কিছু বলে না, জানে —বল্‌লেও বাপ শুনবে না।

রতন। তার পর কি করলে?

গরব। সে কি করলে জানিনে। আমরা হ'লে উপায় করতুম।

রতন। কি উপায় করতিস্?

গরব। উপায়ের ভাবনা? মনের কথা খুল্‌লে উপায় হয় না?

রতন। কি উপায়—কি উপায়?

গরব। আমি তো বলেছি, অম্‌নি উপায় হয় না, মনের কথা ভাঙ্গলে তবে উপায় হয়।

রতন। সত্যি গরব—কিছু উপায় আছে?

গরব। কিসের গো?

রতন। আচ্ছা, তুই এখনো ঠাটা কচ্ছিস্? আমার অবস্থা তো সব জেনেছিস্, তোর কাছে আর লুকোচুরি কি? বইয়ে পড়েছি, কিন্তু পরের জন্যে যে এত ক'রে ভাবতে হয়, যার সঙ্গে কেবল চ'খের দেখা, কখনো কথা কইনি, কাছে বসি নি, সে যে জীবনের সর্ব্বস্ব হয়, তা আগে বিশ্বাস করতুম না। এখন আর কি করবো, দেখ্‌ছি, এমনি ক'রে জ্ব'লতে জ্ব'লতে জীবন যাবে।

গরব। জীবন যাবে! নক্‌ড়া ছক্‌ড়া জীবন কিনা, গেলেই হলো! বালাই! তুমি সব কথা খুলে বলো,—কবে দেখা হলো, কোথায় দেখা হলো, এ যে দেখছি চোরে কামারে দেখা নাই, রাজমহলে সিঁদ! তুমি একা জ্বলছ, না সে লোকটাও তোমার জন্যে জ্বলছে, সব জানা চাই; দম্‌বাজ পুরুষের পাল্লায় না পড়ো।

(গরবের গীত)

পুরুষের নানান্ দমবাজী।
মন বোঝা নয় তো সোজা, সত্যি প্রেম কি কারসাজি॥
আগে সে কত কাঁদে, পায়ে ধ'রে কত সাধে,
নারীর প্রাণ বাঁধে প্রেম-ফাঁদে;
হাতে পেলে পায়ে ঠ্যালে, কাঁদা সাধা ভোজবাজী॥
সরলা কুলনারী, চল্‌তে হয় সাম্‌লে ভারি,
অবুঝ হয়ে চল্লে নানা লাঞ্ছনা তারি;
না হাতে পেয়ে, হাতে যেতে কেউ যেন না হয় রাজী॥

রতন। তার মনে কি আছে, জানিনে ভাই। আমি আড়াল থেকে শুনেছি, তার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা নিয়ে তাদের পাড়ার সনাতন বাবু এসেছিলেন। বাবা তো মাণ্‌কেকে দিয়ে বাড়ীতে লোক আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

গরব। তোমার সঙ্গে কি ক'রে দেখা হলো?

রতন। সে অনেক দিনের কথা, একদিন নূতন ঝির সঙ্গে মাসীর বাড়ী হ'তে ভাড়াটে গাড়ী ক'রে আস্‌ছি, আস্‌বার সময় হাবাকালা মাগী, গলীর ভেতর দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে পথ চিন্‌তে পাল্লে না; গাড়োয়ানও বাড়ী চেনে না, আমি তো কেঁদে সারা,—সেই সময় দেখা। ঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রে খবর নিয়ে, কোচবাক্সে উঠে বাড়ী রেখে গেল। আমিও গ্যাসের আলোয় আমার হৃদয়-দেবতাকে দেখ্‌লুম।

গরব। অম্‌নি প্রেমের গ্যাস জেলে বুঝি বাড়ীতে চ'লে এলে?

রতন। নইলে এত জ্বল্‌চি কিসে!

গরব। তাই তো এ গ্যাসের আলোর প্রেম, বড় দবদবে প্রেম! তা কিছু কথাবার্ত্তা হলো?

রতন। না, দেখ্‌লুম, আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছে আমি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তার পর থেকে দেখ্‌তে পাই, রোজ আমার জানালার পানে চেয়ে চেয়ে রস্তায় বেড়ায়। এখন বল্— কিছু উপায় করতে পার্‌বি?

গরব। এর উপায় যদি না ক'তে পারি, তবে গর-বের আর গরব কি? তোমায় কিন্তু যা বলি, তা করতে হবে।

রতন। কি করতে হবে বস্—কি করতে হবে বল্?

গরব। বেশী কিছু না—গব্ গব্ ক'রে খেতে হবে আর বিছানায় শুতে হবে।

রতন। অবার ঠাট্টা?

গরব। ঠাট্টা নয়, তুমি চুপ ক'রে বিছানা কামড়ে প'ড়ে থাকো, আমি কর্ত্তাকে বলিগে, তোমার বড় ব্যামো।

রতন। বাবা যে ডাক্তার ডাক্‌বে?

গরব। ডাক্‌লেই বা, ডাক্তার রোগ ঠাওর পায়, ভিটকিলুমি কি ঠাওর পায়?

রতন। আর ঢক্ ঢক্ ক'রে ওষুধ যে গিলোবে!

গরব। সে আমি আছি, সব ওষুধ পুকুরসই কর্‌বো।

রতন। তাতে কি হবে?

গরব। তার পর বৈদ্যরাজ এসে তোমায় আরাম ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

রতন। সে কি লো?

গরব। সে আছে আছে—তুমি এখন ঘরে গিয়ে রোগী হয়ে পড়। আমি চল্‌লুম, তোমার বাপকে গিয়ে খবর দিই গে।

রতন। উপায় কর্‌তে পার্‌বি তো?

গরব। না পারি, নিদেন আফিং এনে দেবো। যাও যাও, চুপি চুপি শোও গে, দেখ না গরবের গরবটাই! এখন তুমি রোগী হ'তে পারলে হয়।

রতন। তা খুব পার্‌বো, বেঁক্‌বো চুর্‌বো, মাথা চাল্‌বো, হিহি ক'রে হাস্‌বো, ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কাঁদ্‌বো, কখনো গুম্ খেয়ে প'ড়ে থাক্‌বো, তা হ'লে তো হবে?

গরব। বেশ হবে—খুব হবে—খাট আন্‌বার মত হবে।

(উভয়ের গীত)

গরব।—

ঘাপটি মেরে ছিল পিরীত, চাগাড় দিলে এইবারে।
না হ'লে হিষ্টীরিয়া হয় না পিরীত বাহারে॥

রতন।—

এমন কি বরাত আমার পিরীতে হবে বাহার,
আমি দাঁত ছিরকুটে থাক্‌বো প'ড়ে একধারে॥

গরব।—

ভিরকুটী দাঁতকপাটি, সেইখানে পিরীত খাঁটি,
এইবারে—তোমারে—কে পারে।

রতন।—

জানিনে পারি হারি, কুলনারী—
বেঁক্‌বো চুর্‌বো চাল্‌বো মাথা, কইবো না কোন কথা,
ফোঁস্ ফোঁস নিশ্বেস ফেলে ফোঁপাব বারে বা

গরব।—

মরি মরি এমন পিরীত পায় কি আর যারে ত
পিরীত যেমন পেলে তোমারে।

উভয়ে।

যে পীরিতে খাট না [illegible]সে, পিরীত কি বলি তা

[উভয়ের প্রস্থ

পঞ্চম দৃশ্য

হারাধনের ভিতর বাটী।

হারাধন ও মাণিক।

হারা। মানুকে?

মাণিক। আজ্ঞে—

হারা। কারুকে আস্‌তে দিস্‌নি তো?

মাণিক। আজ্ঞে তেমন মাণিকের মাণিক নই

হারা। কেউ এসেছিলো?

মাণিক। অনেক [illegible]।

হারা। ঐ সনাতনে [illegible]—ঐ যে সম্বন্ধ করে সে এসেছিল?

মাণিক। আজ্ঞে না।

হারা। তবে কে এসেছিল [illegible]?

মাণিক। বেলগেছে বাগানে মালী ডালা [illegible] এসেছিল।

হারা। সে কোথায় গেল?

মাণিক। সে বাড়ী ঢুক্‌তে য[illegible]। আমি ডা[illegible] খানা কাছাড়ে ফেলে গর্দ্দা[illegible] দিলুম, সে [illegible] ভোঁ ক'রে পালালো।

হারা। আ মর্ বেটা—ডা[illegible] ফেলে দিলি কে

মাণিক। আজ্ঞে—তাইত[illegible], কেন ফেল্‌লুম?

হারা। যা বেটা, কোথা ফেলেছিস্, কুড়িয়ে [illegible] আয়। (মাণিকের প্রস্থানোদ্য

শোন্ শোন্—রেওতেরা খাজনা দি[illegible] এসেছিল?

মাণিক। ঝাঁকে ঝাঁকে! আমি ছাদনা নিয়ে তাড়া করলুম।

হারা। যা বেটা সর্ব্বনাশ কর্‌লে, যা এখনি যা সব ডেকে নিয়ে আয়।

মাণিক। আজ্ঞে, এই চল্‌লুম—এই চল্‌লুম।

[মাণিকের প্রস্থা

হারা। দেখ, ব্যাটা আহাম্মুখ! যাই ডালখ[illegible] কোথায় ফেল্লে দেখি।

(কপট ক্রন্দন করিয়া বেগে গরবের প্রবেশ)

গরব। ও মা, কোথায় যাবো—কি সর্ব্বনাশ! বাপ মিন্সে কোথা গেল, শুনলে এখনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে।

হারা। কি কি—কি হয়েছে—চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

গরব। ওরে কি হলো রে—হায় হায়, এমন সর্ব্বনাশ কি কারো হয়? কর্ত্তা গেল কোথায়?

হারা। ওরে—এই যে আমি! কেন দশবাই চণ্ডী হয়ে নাচ্চিস্? কি হয়েছে বল্ না?

গরব। হায় হায়—বাপ শুনলে গলায় দড়ি দেবে! মেয়ে তো নয়, যেন জগদ্ধাত্রী! এমন সর্ব্বনাশও হয়!

হারা। ওরে, কি হয়েছে কি? গরব, ও গরব—

গরব। আমি জলে ঝাঁপ দিই গে—কর্ত্তাকে এ খবর দিতে পার্ব্বো না!

হারা। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! মাগী বল্‌বেও না, কেবল ধেই ধেই করে নাচ্‌বে।

গরব। ওগো, তোমরা কেউ কর্ত্তাকে ডেকে দাও—

হারা। ওরে, এই যে আমি?

গরব। আমি ওমন দমবাজীতে ভুলিনি; যাও, কর্ত্তাকে ডেকে দাও!

হারা। আরে এই যে কর্ত্তা—ত্থাখ্ না?

গরব। আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি, আমার বুকে দম্ ধরেছে! ওরে, কি সর্ব্বনাশ হলো রে—

হারা। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়েই রইলো!—এই যে আমি, দেখ্ না, আমি কর্ত্তা—আমি কর্ত্তা—

গরব। তুমি কর্ত্তা?—দাঁড়াও—তোমার গোঁপ দেখি ঠাউরে—ওগো, আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে গো—

হারা। ত্থাখ্ না বেটি—ত্থাখ্ না—(গোঁফ দেখান)

গরব। কর্ত্তা আমাদের লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে,—

হারা। এই রে বেটী—এই রে বেটী—(পায়চারিকরণ)

গরব। কর্ত্তা আমাদের খাঁকারি মারে—

হারা। তবে রে বেটী ত্থাকাপনা—

গরব। অ্যাঁ—তুমিই তো কর্ত্তা—তুমিই তো কর্ত্তা!—ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—সর্ব্বনাশ হয়েছে! দিদিমণি গো—

হারা। তোর কান্না রাখ্, কি হয়েছে বল?

গরব। কেমন ক'রে বল্‌বো গো—কর্ত্তার যে এক মেয়ে—

হারা। ওরে, তোরে ব্যগ্রতা করি, শীগ্‌গির বল্?

গরব। কর্ত্তা বাবু, সেই যে তুমি কত মুখনাড়া দিলে, বল্লে, "বিবাগী হবো!" সেই শুনে দিদিমণি একেবারে ঘরে চ'লে গেলো। তার পর বাগানের দিকে গিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে পুকুর পানে চেয়ে চেয়ে—

হারা। তার পর—তার পর?

গরব। তাড়াতাড়ি করো না কর্ত্তাবাবু, আমাকে দম্ ফেল্‌তে দাও।

হারা। তার পর—ও গরব—আর কত দম্ ফেল্‌বি?

গরব। এখনো একটু ফেল্‌বো—

হারা। না বাছা, আর দম্ ফেলিস্ নি—বল্—বল্, তার পর—

গরব। তার পর পুকুরপানে চেয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, "বাপই যদি বিবাগী হলো, আমার আর তবে থেকে কাজ কি, মরণই ভালো!"

হারা। ব'লে জলে ঝাঁপ দিলে?

গবর। না,—

হারা। তবে কি কর্‌লে—তবে কি কর্‌লে?

গবর। আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুলো।

হারা। আঃ বাঁচ্‌লেম, সর্ব্বরক্ষে—

গরব। সর্ব্বরক্ষে কি কর্ত্তাবাবু? শোন আগে—

হারা। আবার কি?

গরব। বিছানায় শুয়ে এই ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কান্না! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একেবারে অজ্ঞান, আর নড়েও না, চড়েও না।

হারা। তার পর—তার পর কি, শীগ্‌গির বল্?

গরব। তাড়াতাড়ি করো না কর্ত্তাবাবু, আমায় সব মনে কর্‌তে দাও!

হারা। আর মনে করিস্ নি গরব! বল্—বল্—

গরব। হ্যাঁ, এইবার মনে হয়েছে—গা মুখ সব পাঁশ হয়ে গেল, যত ডাকি "দিদিমণি দিদিমণি", সাড়াও নাই, শব্দও নাই। নাকে হাত দিয়ে দেখি—ও মা, নিশ্বেসও নাই।

হারা। অঁ্যা—নিশ্বেস নাই? হায় হায়, কেন আমার কুমতি হলো—কেন আমি বিবাগী হব বল্লুম। হাঁরে নিশ্বেস নাই?

গরব। ছিল না—অনেকক্ষণ ধ'রে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে, নাড়তে চাড়তে চোখ মিলে চাইলে। ছোট ক'রে বল্লে 'বাবা!' আবার অজ্ঞান। সেই থেকে একবার চেতন হচ্ছে, একবার অজ্ঞান হচ্ছে। ওরে, কি রাত পুইয়েছিলে রে—আজকের দিন কাট্‌লে যে বাঁচি!

হারা। কি সর্ব্বনাশ হলো—কি সর্ব্বনাশ হলো—মাণকে—মাণকে!

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

(মাণিকের প্রবেশ)

হারা। ওরে যা বেটা, শীগ্‌গীর যা!

মাণিক। যে আজ্ঞে। (মাণিকের গমনোদ্যোগ)

হারা। যাস্ কোথায়? শোন্, কোথা যেতে হবে ব'লে দিই, ছুটে যাবি।

মাণিক। যে আজ্ঞে। [ছুটিয়া গমন।

হারা। ওরে আবাগের বেটা, শোন্ শোন্, আমার সর্ব্বনাশ হ'তে ব'সেছে, জ্বালার উপর আর জ্বালাসনে।

মাণিক। আজ্ঞে না, আর জ্বালাব নি।

হারা। যেখানে যত ডাক্তার-বদ্দি পাস্, ধ'রে নিয়ে আয়। শীগ্‌গীর যা।

মাণিক। যে আজ্ঞে। [মাণিকের প্রস্থান।

হারা। হায় হায়! কি হলো—কি হলো! কি সর্ব্বনাশ হলো! (গরবের প্রতি) চল্ চল্, দেখে আসি। [উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিকিৎসকের বাজার।

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মিঃ নন্দী ও মিঃ ঢোল, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈদ্য, হকিম, ধাত্রী-দ্বয়, গো-বৈদ্য, পশু-চিকিৎসক, বেদিনী, জোঁকওয়ালী, ড্রেসার ও মাণিক।

(গীত)

চিকিৎসকগণ।—

এসেছি সকাল সকাল
এড়িয়ে রোগী যায় পাছে।
ক'রে আশ মুদ্দফরাস মুখ চেয়ে আছে॥
ওলাউঠো প্লেগ বসন্ত রক্ত-আমাশা,
আমরা আছি তাই সহরে করেছে বাসা,
ম্যালেরিয়ার খাসা তামাসা
আমরা সব লায়েক ভারি বুঝ্‌দারে বোঝে আঁচে
লোকের ভিড় কমাই, তাই সহরে হয় ঠাঁই,
রোগে ক'টা চালান দিত ছাই;
গাড়ী গাড়ী চালান দেবার টাটকা দাওয়াই সব আছে

অ্যালোঃ ডাক্তার।—

পিলপাউডার মিক্‌শ্চার,
এড়ান এতে নাই কো কার,

বৈদ্য।—

তৈল আর বটিকা আমার,
(সন্ত) আন্‌বার পারে ঘোর বিকার,

হকিম।—

দমকুল যায়, এয়'সা গুণ মেরি হালুয়া

হোমিঃ ডাক্তার।—

আমি রবিউল ঝাড়ি উল্টে বইয়ের পাত,
ওল্টাতে ওল্টাতে পাতা রোগী কুপোকাত

ধাত্রী।—

আমরা সব শিক্ষিত দাই, পরিচয় আর কি চাই

গো-বৈদ্য।—

মুই গোদাগা, গরু দাগি,

পশু-চিকিৎসক।—

কুত্তাকে মলম [illegible]াই—
ঘোড়াকে খাও[illegible] দাওয়াই,

বেদিনী।—

বাত ভাল করি, দাঁতের পোকা ভাল করি,
বেদিনী বসাই শিঙ্গে রক্ত চুষে খাই,

জোঁকওয়ালী।—

আমি ধেড়ে ধেড়ে জোঁক লাগাই,

ড্রেসার।

আমি ড্রেস করি আর পিচকিরি বাগাই,

মাণিক।

সবাই দেখ্‌ছি পোক্ত, রোগ বড় শক্ত,
এসো গিট্‌গিট্ চলে এসো কর্ত্তার এখন ব
তোমাদের দিক্ হাতে, হয় যাতে—
এস্‌পার কি ওস্‌পার—মেয়ে মরে আর বাঁ

সকলে।—
মেয়ে মরে আর বাঁচে ॥
[মাণিকের পশ্চাতে সকলের ভঙ্গিসহ প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

হরাধনের বহির্ব্বাটী।

হারাধন ও মাণিক।

মাণিক। আর মাণককে আহাম্মুক বল্‌তে পাবে নি। এই যে যেখানে ছিল সব ঝেঁটিয়ে এনেছি।

হারা। আরে বেটা, ডাক্তার বদ্দি আন্‌তে বল্লুম, এ কি করেছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে, ডাক্তারে যদি না শানে, হোমাপাখী লাগ্‌বে; তায় না থই পায়, বদ্দি গুলি ঝাড়বে; তাতে না বাগে, হকিম হালুয়া খাওয়াবে; এতেও না সামাল খায়, ডাক্তার ফাড়বে আর পিচকিরিওয়ালী পিচকিড়ি ঝাড়বে, আর ল্যাংড়া জড়াবে, আর জোঁকওয়ালী জোঁক লাগাবে, আর বেদিনী বেটী শিঙ্গে বসাবে।

হারা। আর সব কাদের এনেছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে, গরু দাগ্‌তে জানে, ঘোড়ার বাত ভাল করে, কুকুরের ঘায়ে মলম দেয়।

হারা। আরে বেটা, সর্ব্বনাশ করেছিস্,—সর্ব্বনাশ করেছিস্, বিদেয় কর, বিদেয় কর।

মাণিক। আজ্ঞে, বিদেয় হবে নি—সব রুকে এসেছে।

(ডাক্তারগণের প্রবেশ)

সকলে। আমাদের valueable time ব'সে থাকৃতে পারি নে।

(বৈদ্যের প্রবেশ)

বৈদ্য। আমিও বৈদ্যরাজ, আমারও সময় খাটো নয়।

(হকিমের প্রবেশ)

হকিম। হাম হকিম, হামার ফুরসৎ কম।

হারা। আচ্ছা—আসুন আপনারা, মেয়েটিকে দেখ্‌বেন।

[চিকিৎসকগণকে লইয়া হারাধনের প্রস্থান।

(ধাত্রী, গো-বৈদ্য, পশুচিকিৎসক, বেদিনী, জোঁকওয়ালী ও ড্রেসারকে লইয়া গরবের প্রবেশ)

গরব। ও মাণিক—মাণিক আমার—

মাণিক। আরে কি রে গর্‌বি—কি রে গর্‌বি,—আজ যে তোর সোহাগ বড়।

গরব। মাণিক, একটু বসো।

মাণিক। হাঃ হাঃ, আমার বরাত খুলেছে।
(উপবেশন)

গরব। (জোঁকওয়ালীর প্রতি) নাও এর কপালে দুটো জোঁক বসাও। (বেদিনীর প্রতি) তুমি শিঙ্গে বসাও। (গো-বৈদ্যের প্রতি) আর তুমি ছেঁদো দাগোতো গা। (পশুচিকিৎসকের প্রতি) আর তুমি তোমার ঘোড়ার দাওয়াই খাওয়াও।

মাণিক। হাঃ—হাঃ—হাঃ হাঃ, খুব মস্‌করা কচ্ছিস্।

গরব। আরে না না—মস্‌করা নয়—তোর বড় ব্যামো।

মাণিক। বেশ—বেশ—

গরব। নাও গো নাও—তোমরা কাজ করো। (গো-বৈদ্যের প্রতি) নাও—নাও ছাঁদো।

গো-বৈদ্য। (দড়ি লইয়া অগ্রসর হইয়া) কই—গরু কৈ?

গরব। (মাণিককে দেখাইয়া) এই যে গরু। ও গরু ছিলো, মানুষ হয়েছে! ছাঁদো—ছাঁদো (গোবৈদ্যের মাণিককে বাঁধিতে অগ্রসর হওন)

মাণিক। তবে রে বেটা, তুমিও মস্‌করা ক'চ্চ?

গরব। ছাঁদো গো—ছাঁদো—এখনি হাম্বা ক'রে খেপে উঠবে।

মাণিক। ওরে বাপরে—ছাঁদ্‌বে কিরে?

গরব। ধরো ধরো—নাও জোঁক লাগাও, শিঙ্গে বসাও, পিচকিরি দাও—
(সকলের অগ্রসর হওন)

মাণিক। ওরে বাপ্‌ রে—মারলে রে (পলায়ন।

ড্রেসার। রোগী যে পালাল—পিচকিরি কাকে দেবো?

গরব। তুমি পিচকিরি আপনি নাও।

জোঁক। আমাদের টেকা দাও—টেকা দাও—

বেদিনী। আমরা চ'লে যাই, আবরা না ডাক্‌লে আসি নি।

(স্তাদ্‌না লইয়া মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আয় কোন্ শালা ছাঁদবি—

বেদিনী প্রভৃতি। আরে দেইয়ারে দেইয়ারে—

[সকলের গোলযোগ করিয়া প্রস্থান।

(হারাধনের পুনঃ প্রবেশ)

গবর। হ্যাঁ গা কর্ত্তা বাবু, মেয়েটির আর কতক্ষণ ?

হারা। কতক্ষণ কি রে বেটী ?

গবর। কেন গো—সব যমদূত ডেকে এনেছ তো ? ওরা জনাজুতি বাড়ী ওজোড় করে। ক'জন জড়িয়ে একটা খুদে মেয়ে আর সাব্‌ড়ে পার্‌বে না।

হারা। চুপ বেটি চুপ, ওরা সব আস্‌ছে, শুন্‌লে এখনি সব রাগ ক'রে বেরিয়ে যাবে।

গবর। সে তো ভাল গো, মেয়ে তো গিইয়েছে, তোমার বাঁচ্‌বার উপায় হবে।

(বৈদ্য ও হকিমের প্রবেশ)

হারা। আসুন—আসুন ক'বরেজ মশায়, আসুন হকিম সাহেব, কি দেখ্‌লেন ?

বৈদ্য। ও ডাক্তারেরা দেখ্‌ছেন—দেখুন, রোগটি ত্রিদোষপূর্ণ, তৈল ঔষধ ব্যবহার কর্‌তে হবে।

হকিম। নেই, হালুয়া খিলাও—হালুয়া খিলাও, যব সারা পশিমা নিকাল যায়েগা, তব বেমারি ছুট যাগা।

বৈদ্য। আরে হালুয়া খাইলে প্যাট ফুলে মর্‌বে। তৈল ঔষধ দিয়ে বায়ুর সাম্য করা চাই।

হকিম। নেই সরবৎ পিলাও। আউর এই মগজ কদ্দুকা তেল শিরমে মালিস করো—ঠাণ্ডা হো জাগা।

বৈদ্য। আরে লও—লও—তোমার কর্ম্ম নয়—তোমার কর্ম্ম নয়। তোমার রাজমিস্ত্রীরে যাইয়ে হালুয়া খাওয়াও, সরবৎ পিয়াও, আরে ইসে মালিস করো।

হকিম। কেয়া বুরা বোল্‌তে হো।

বৈদ্য। হ, হক্ বল্‌তিছি।

হকিম। আও দেখে—

বৈদ্য। কি আমি মুসুরির ঝোল খাইয়ে বাক্ইচি, আমারে কম পাইছ ?

[উভয়ের দ্বন্দ্ব করিতে করিতে প্রস্থান।

গবর। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, দুর্গা বলো। তোমার [illegible] কাট্‌লো।

(অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া) এইবার শনি-মঙ্গল আস্‌ছে, এইটে সাম্‌লে যাও তো অনেক দিন টেঁক্‌বে।

(মিঃ নন্দী ও মিঃ ঢোলের প্রবেশ)

ডাঃ নন্দী। (দ্রুতভাষায়) আপনি মিছিমিছি কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে কতকগুলো আনাড়ি কেবল জড় করেছেন। বদ্দি, হকিম, হোমিওপ্যাথি ওরা রোগের কি জানে, প্যাথালজি পড়েছে ?

হারা। আজ্ঞে যা হয় আপনারা উপায় করুন—আপনারা উপায় করুন, মেয়েটি বাঁচ্‌বে তো ?

ডাঃ ঢোল। (মন্থর ভাষায়) ব—ড়—স—ক—ট। এমটিক অর্থাৎ যাতে বমি করে, এমন ঔষধ ব্যবহার কর্‌তে হবে।

ডাঃ নন্দী। এমটিক ! by no means কখনই না, পার্‌গেটিভ—জোলাপ দিতে হবে।

ঢোল। জোলাপ দিলে এখনই রোগী মারা যাবে।

নন্দী। বমন করালে এক মিনিট বাঁচ্‌বে না।

ঢোল। আপনার authority কি ?

নন্দী। আপনার authority কি ?

ঢোল। authority !—জোলাপ দিয়ে সেদিন একটাকে মেরেছ।

নন্দী। নাও নাও, সেদিন বমি করিয়ে তুমিও একটাকে মেরেছ।

হারা। ম'শায়, ঝগড়া কর্‌বেন না—ঝগড়া কর্‌বেন না, আপনাদের এই ফি নেন, রোগটা কি ঠাওরালেন ?

ঢোল। রোগ—ক্যাক্‌হেক্‌সিয়া।

নন্দী। ক্যাক্‌হেক্‌সিয়া !—কখনো না—কখনো হ'তে পারে না, সম্ভব নয়—অসম্ভব !—it is asphyxia (অ্যাস্‌ফিক্‌সিয়া)।

ঢোল। ম'শায়, উনি অন্যায় বল্‌ছেন।

নন্দী। অন্যায় বল্‌ছি, এ কি ছেলের হাতে পিটে, যা তা বল্লেই হলো—বে এলুম, কি নিলুম, চ'লে গেলুম। ঠাওরাতে হবে, ভাব্‌তে হবে, বিবেচনা কর্‌তে হবে, বিচার কর্‌তে হবে, চিন্তা কর্‌তে হবে, তবে একটা কথা বল্‌তে হবে।

হারা। (স্বগত) এক শালা জ্বর ধরেছে একেবারে চিনে জোঁকের মত, আর এক শালা চৌহম।

ঢোল। মহাশয় বুঝুন, আপনার একমাত্র কন্যা, এদিক ওদিক কিছু হ'লে পাগল হবেন, কেমন কি না, বিবেচনা করুন ; রোগ হলো সাংঘাতিক, মৃত্যু হ'তে পারে। ঔষধ দিতে হবে খুব বিবেচনা ক'রে।

নন্দী। নিশ্চয়, তার জন্যে যা কর্‌তে হয়, আমি প্রস্তুত। এ কি ছেলের হাতের পিটে, যে এলুম ; কি নিলুম, চ'লে গেলুম।

ঢোল। আপনি অন্যায় বল্‌ছেন,—অ্যাস্‌ফিক্‌সিয়া কখনই হ'তে পারে না, বরং অ্যাপোপ্লেকসি বলা যেতে পারে।

নন্দী। ননসেন্‌স, বাজে কথা, বরং বল্‌তে পারো ধনুষ্টঙ্কার। কারণ, শরীরের রক্ত, মাংসপেশী, শিরা, অস্থি, মজ্জা সমস্ত বিকৃত হ'য়ে রোগীকে ধনুকের মত ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে। এর লক্ষণ হাঁসফাঁস, এ পাশ ও পাশ, ঘন ঘন শ্বাস, হা হুতাশ,—কখনো বা কাসে, কখনো হাসে, কখনো ঝম্পন, কখনো বা কম্পন, ফুস্‌ফুস্ দাহন, নাড়ী অতি দ্রুতগতি, কখনো বা মৃদুগতি, ঘন ঘন মাথা চালা, সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা—অ্যাস্‌ফিক্‌সিয়া না বলে কোন্ শালার বেটা শালা ?

হারা। (স্বগত) বাপ! যেন পাঞ্জাব মেল চালালে। (প্রকাশ্যে) মশায় হয়েচে তো ?

নন্দী। এখনো আছে, সব নিঃশেষ হয় নাই।

হারা। আপনার থাক্—এবার ঢোল মশায় কেমন বাজেন দেখি।

ঢোল। অপমান—Defamation.

নন্দী। Defamation—Dum nation.

ঢোল। Dam nation—Dam fool! (পরস্পর দ্বন্দ্ব)

হারা। মশায়—ঠাণ্ডা হোন—ঠাণ্ডা হোন!

নন্দী। কি ? ঠাণ্ডা হবো—শালা ঢোল বলে Dam fool, চল্‌লুম!

ঢোল। চল্‌লুম!

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যম।

(মাণিক ও গরবের প্রবেশ)

মাণিক। এজ্ঞে, কেউ যেতে পাবেন নি—কেউ যেতে পাবেন নি।

গরব। আজ্ঞে, এই রেড়ীর তেল আর নুন গুলে এনেছি, কে বমি কর্‌বেন, কে জোলাপ নেবেন ?

ঢোল। আমি বমি কর্‌বো না—রোগী বমি কর্‌বে।

নন্দী। আমি জোলাপ নেব না—আমি জোলাপ নেব না, রোগী জোলাপ নেবে।

গরব। বদ্দি নারায়ণ, আপনারা খেলেই রুগীর খাওয়া হবে ; আপনারা মলেই রুগী বাঁচ্‌বে।

মাণিক। খাও ডাক্তার ববু! খাও,—তোমাদের চার্‌টি পায়ে পড়ি, খাও!

নন্দী। সত্যি খাওয়াবে নাকি! (লম্ফ দিয়া পলায়ন)

ঢোল। ও বাপ্! ওকে ধর, আমার পায়ে বাত আমি পালাতে পার্‌বো না।

[ধীরপদে প্রস্থান।

হারা। এদের তো হলো—এখন সে ডাক্তারবাবু কি কচ্চেন ? (নেপথ্যাভিমুখে উচ্চৈঃস্বরে) মশায়, কি হচ্ছে আপনার ?

নেপথ্যে। সিম্‌টম্ নিচ্চি—সিম্‌টম্ নিচ্চি—

হারা। আসুন—আসুন, বেরিয়ে আসুন।

নেপথ্যে। দাঁড়ান—দাঁড়ান—বই খুলে সিম্‌টম্ মিলুচ্চি—

গরব। আসুন—আসুন।

(পুস্তক পড়িতে পড়িতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের প্রবেশ)

হোমিও। বল্‌তে পারেন, শুয়ে কবার পাশ ফেরে ? ভ্রূর উপর মাছি বসে কি না ?

গরব। আজ্ঞে, উনি বল্‌তে পার্‌বেন না, উনি বল্‌তে পার্‌বেন না, আমি বল্‌ছি। ঘুমিয়ে পাশ ফেরে, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, মশা কাম্‌ড়ালে গা চুলকোয়, মাছি বস্‌লে তাড়ায়, আর তোমার মত ডাক্তার পেলে—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ায়।

হোমিও। কি—কি, অপমান—অপমান! আমি চল্‌লুম।

[প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের ভঙ্গীসহ গমন।

হারা। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিলে, ঝুড়ি ঝুড়ি বক্‌লে,

তড়্‌তড়িয়ে সর্‌লো। যাক্‌, এ বেটাদের কাজ নয়। কোন রকম টোট্‌কা ঔষুধ চেষ্টা করা যাক্‌।

[হারাধনের প্রস্থান।

গরব। এইবার আমার ডাক্তার খুঁজ্‌তে বেরুই—যে এক তুড়িতে রোগ ভাল কর্‌বে। যেমন ভরা রস যৌবন, তেমনি রসিক বদ্দিও তো চাই। এ রোগে বায়ু-পিত্ত কফ তিনই প্রবল, তবে বাইয়ের ভাগটা কিছু বেশী। আমি যে রুগী আর রোজা দুই-ই হ'য়ে হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি। ও বালাই ডাক্‌তে হয় না, থাম্‌কা এসে জুলুম করে।

গরবের গীত।

যৌবন কেন আসে কে জানে।
বাণ ডেকে গাঙ্‌ ভ'রে যেন ব'য়ে চলে উজানে॥
ফিরে বয় মনের ধারা, থাকে না কূল-কিনারা
ভেসে গিয়ে কূল না পেয়ে হয় দিশেহারা ;
ডোবে ওঠে তুফান খেলে, কখন তোলে কখন ফেলে
পাথারে পাক দে নে যায়, প্রাণ কাঁপে থর টানে।
তর্‌তরে জো'র বয় কাণে কাণে॥

(গরবের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

পথ।

(গরবের প্রবেশ)

গরব। ঐ দেখ, আবার মাণকে ছোঁড়া পেছু পেছু আস্‌ছে। ওকে তাড়াই, না তাড়ালে রসিক বাবুর সঙ্গে দেখা করা হবে না। ভয় দেখাই, নইলে সঙ্গ ছাড়্‌বে না। বিস্তর কাকুতি-মিনতি করে ; এক একবার ইচ্ছে হয় ছোড়াকে বে করি। বড় বোকা, তা বোকা তাতার না হ'লে, নাকে দড়ি দে বেড়াবো কি ক'রে?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ও গরব গরব! তুই যা বল্লি, তাই তো কর্‌নু, ডাক্তারদের তাড়ানু। তুই বিয়ে কর্‌বি ব'লেছিলি, বিয়ে কর। বিয়ে করবি তো ?

গরব। এসেছিস্‌—আয়, আমার সঙ্গে চল্‌।

মাণিক। কোথায় যাচ্ছিস্‌ ?

গরব। ও পাড়ায় ডাল বুড়ী বৈষ্ণবীর কাছে যাচ্ছি, চ'।

মাণিক। ছিঃ—ছিঃ! সেখানে কেনে রে ?

গরব। কারুকে বলিস্‌ নি, তোরে বে কর্‌বো, তাই তোরে এখন চুপি চুপি বল্‌ছি। আমি ওর কাছে ডাইনে মন্ত্রটী শিখেছি,—এখন গাছচালা মন্ত্রটী শিখ্‌তে যাচ্ছি।

মাণিক। ডাইনে মন্ত্র শিখেছিস্‌ কিরে ?

গরব। নইলে আর তোরে বে কর্‌তে চাচ্চি কেন ? তোর কাছে শুয়ে থাক্‌বো আর একটু একটু ক'রে তোর বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। নে নে, ঠাট্টা করিস্‌ নে, তোর কথা শুনে ভয় লাগে।

গরব। ভয় কিরে, তোর বুকের রক্ত খাবো, তাকি তুই টের পাবি ? এই ত্থাখ, তুই সাম্‌নে দাঁড়া দেখি, একটু খাই, তুই টেরও পাবি নে।

মাণিক। ওমন করিস্‌ তো তোরে বে কর্‌বো নি।

গরব। বে কর্‌বে বই কি!—মাণিকচাঁদ—মাণিক আমার—তোমাকে কি আমি ছাড়্‌বো, কর্‌বোই কর্‌বো। (উচ্চৈঃস্বরে বিভীষিকা দেখাইয়া) ওরে তোর বুকের রক্ত খাবার জন্ম আমরে জিব শুকিয়ে উঠছে!—মাণিকসাম্‌নে দাঁড়া, সাম্‌নে দাঁড়া,—আমি তোরে বে কর্‌বো—আমি তোরে বে কর্‌বো। হাড়িঝি চণ্ডীর দোহাই, আয় আয়, বুকের রক্ত মুখে আয়।

মাণিক। ওরে বাস্‌রে! [মাণিকের পলায়ন।

গরব। হাঃ হাঃ হাঃ—যাক্‌—অপদ গেল। এখন রসিক চূড়ামণি কোথায় দেখ। ঐ যে আস্‌ছে।

(রসিকের প্রবেশ)

রসিক। পিরীতে খুব আক্কেল দিলে বাবা! পিরীতে যে রাস্তায় রাস্তায় এমন ঘোড়দৌড় করায় তা জান্‌তেম না,—আবার রাতদুকুরে বুকের উপর ঢেঁকির পা পড়ে। একবার চোকের দেখা দেখ্‌তাম, তা তো তিন নন্দন গা ঢাকা নয়না-বাণ শুনেছিলুম, এমন হাড়ে হাড়ে বেঁধে তা কে জানে। দোতালা ঘর, বিদ্যা-সুন্দরের মত সুড়ঙ্গ কাট্‌তে পার্‌লেও তো সুবিধা নাই। মাথাল ঠাকুরের বরে যদি

একটা সুন্দরী পাই, গোঁসাই মদন রাজা, একটা পথ দেখাও, তোমায় পাঁচ কড়া সিন্নি দেব। ঐ যে—ঐ না গরবভরে গরবিনী এই দিকে আস্‌ছে? চাউনিটে যেন আমার উপরে একটু নেকনজর বোধ হচ্ছে, দেখি কথা ক'য়ে।

গরব। (স্বগত) এই যে দিদিমণির মতন মনে মনে ভাঙ্গছে গড়্‌ছে। নেহাৎ এক হাতে তালি বাজে নাই।

রসিক। ও গরব—গরবমণি!

গরব। ও মা, রাস্তার মাঝখানে কে ডাকে গো?

রসিক। এই যে আমি ডাক্‌ছি, তোমার নাম গরব না?

গরব। না।

রসিক। তুমি হারাধন বাবুর বাড়ী থাকে না?

গরব। ও মা, এ কে গো, পাগল নাকি?

রসিক। কেন গো, পাগল কি দেখলে?

গরব। আমি পাগল চিনি।

রসিক। পাগল চেনো?

গরব। চিনি বই কি?

রসিক। কি ক'রে চিন্‌লে?

গরব। এই তোমায় দেখে।

রসিক। তোমার খুব জবর ঠাওর, পাগলই ক'রেছ।

গরব। তবে আর কি, পথ দেখ, আমি চল্‌লুম।

রসিক। কোথায় চল্লে বল না?

গরব। আমার পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামো কর্‌বার সময় নাই, সরো।

রসিক। আমি তো পাগল নই।

গরব। এঃ তুমি এমন মিথ্যাবাদী, আপনার মুখে বল্লে পাগল, আবার বল্‌ছো পাগল নই। আমি চল্‌লুম, আমার কাজ আছে।

রসিক। কোথায় যাচ্চ?

গরব। রসিক খুঁজতে।

রসিক। ব্যস্! তবে আর কি, এই তো থান্‌কে থান তোমার সমুখে বজায়, আমি নামে রসিক, কাজে রসিক।

গরব। মিছে কথা।

রসিক। সে কি, আমি এত বড় রসিক, তোমার পছন্দ হ'চ্চে না?

গরব। না, তোমার রসিকের চেহারাই নয়।

রসিক। তোমার রসিক কিসে হয় শুনি?

গরব। রসিক আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়ায় গালে মুখে চড়ায়, দিন রাত বিরহে হা-হুতাশ করে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে, আর গাছ দেখ্‌তে পেলে একেবারে ডালে গিয়ে চড়ে।

রসিক। তবে আর কি, তবে আমিই সেই।

গরব। রসিক হ'লেই হলো, রসিক অম্‌নি প্রেমে টুপ-টুপে হবে, যেন নুনে ফেলা জারক নেবুটি! যার বদহজমি হবে, একবার গা চাট্‌লেই ভাল হবে।

রসিক। আমিও প্রেমের নুনে টুপ-টুপে হ'য়ে আছি; তোমার বদহজমি হ'লে বুঝতে পার্‌তে।

গরব। আবার তাতে লঙ্কা দেওয়া।

রসিক। আমিও লঙ্কার ঝোল মাখা।

গরব। তুমি ঠিক বল্‌ছ—প্রেমে টুপ-টুপে?

রসিক। ঠিক।

গরব। আচ্ছা দেখি, তুমি চাঁদ দেখ্‌লে কি কর?

রসিক। হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি।

গরব। হলো না, প্রেমিক চাঁদ দেখ্‌লে চোখে কাপড় দেয়, ঝাঁজ সইতে পারে না। মলয় হাওয়ায় গায়ে ফোস্‌কা পড়ে, ফুলের গন্ধে মাথা ধরে, আর ভোমরা দেখলে আঁৎকে উঠে দোরে খিল দেয়। আর ঘন ঘন ভির্‌মি যায়।

রসিক। আমার রোগ ধরেছ,—আমিও ঠিক অম্‌নি করি।

গরব। ওঃ, তবে তোমার কাঁচা প্রেম, পাকা প্রেম হ'লে সে আর একরকম।

রসিক। আমার কাঁচা পাকা দুরকমই!

গরব। কই—তোমায় তো প্রেমে জখম দেখছি নি?

(উভয়ের গীত)

গরব।—

পাক্‌লে প্রেম জখম হয় বেজায়।
নিশিদিন করে সে হায় হায়—
থেকে থেকে গালে-মুখে দুহাতে চড়ায়॥

রসিক।—

হায় হায়—(গালে চপটাঘাত করণ)

গরব।—

কখন বা হিঃ হিঃ হাসে,
কেঁদে কেঁদে কখন হাসে,
কখনো গুম্ খায়, আকাশপানে চায়—

রসিক। ওঃ, প্রাণ যায়! (হাস্ত, ক্রন্দন, কাসি, পরে গুম্ খাইয়া আকাশপানে দৃষ্টিপাত করণ)

গরব।—

যখন প্রেম বুকে বাজে, দুহাতে বুক চেপে থাকে,
থামকা তেওড়ে উঠে, ঘুরপাক সে খায়।

রসিক।—

বুক যায়, প্রেম গলায় গলায়।

(বুক চাপিয়া বসিয়া হঠাৎ খিঁচিয়া উঠিয়া গরবের চারিদিকে ঘূর্ণন)

গরব। বেশ বেশ দেখছি শেষ থামো থামো—এমন প্রেমে জমাট হয় না কার গোড়ায়॥

রসিক। সোজা তো নয় বুঝেছ, এখন অভয় দাও।

গরব। অভয় দিতেই তো এসেছি তুমি না ভয় পাও।

রসিক। তবে রতনমালা কি আমার কাছেই তোমায় পাঠিয়েছে?

গরব। ও মা, তোমার কাছে কেন? ও পাড়ার ভজহরিকে ডাক্‌তে যাচ্চি।

রসিক। আর নাকানি-চোবানি খাইয়ো না।

গরব। তুমি অবধূত হ'তে পার্‌বে?

রসিক। অবধূতের আবার লক্ষণ কি, আওড়াও, শুনে বুঝি।

গরব। ঝাড়িয়ে দিদিমণিকে আরাম কর্‌তে পার্‌বে?

রসিক। একটু জবর হেঁয়ালির ধাতে চলেছ, একটু সাদা কথায় বুঝিয়ে দাও।

গরব। পিরীতে ধর্‌লে কি হয়, তা তো তুমি আপনিই দেখালে, তবে এর উপর একটু রং চড়িয়ে, দিদিমণি আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আমি কর্ত্তাকে বলেছি, দিদিমণির ভারি অসুখ। কর্ত্তা মিন্‌সে ডাক্তার, বদ্দি, হকিম, কত কি আন্‌লে, কিন্তু রসিক বদ্দি নইলে তো রোগ ভাল হবে না,—তাই রসিক বদ্দি খুঁজ্‌তে এসেছি। এখন বৈদ্যরাজ, চলুন।

রসিক। চলো—চলো—কোথায় যেতে হবে বলো? আমি যমের বাড়ী যেতেও রাজী আছি।

গরব। বালাই! তা হ'লে আমার দিদিমণি কাকে নিয়ে থাক্‌বে?

রসিক। তাই তো, ঠিক বলেছ, যমের বাড়ী যাওয়া হলো না, তবে কোথায় নে যাবে চলো।

গরব। অত তাড়া কর্‌লে চল্‌বে না, তোমায় তো কর্ত্তা চেনেন না?

রসিক। না। আমার নাম জানেন, শুধু আমার সম্বন্ধ নিয়ে সনাতন খুড়ো আনাগোনা কর্‌ছেন।

গরব। এখন কর্ত্তা এমন লোক খুঁজ্‌ছেন, যে ঝাড়ান-ফোড়ন ক'রে ভাল কর্‌তে পারে। তুমি অবধূত সেজে আমার সঙ্গে এস।

রসিক। আচ্ছা বাবা,—প্রেমে যোগী সাজাবে? সাজাও, রাজী আছি। এখন সাজিয়ে গুজে নিয়ে চলো।

গরব। শুধু যোগী সাজ্‌লে তো হবে না, একটু ঝাড়ান মন্ত্র শিখ্‌তে হবে।

রসিক। আচ্ছা চাঁদ, তোমার পাঠশালের প'ড়ো ক'রে নাও।

গরব। এমন মন্ত্র ঝাড়্‌তে হবে যে, এক ঝাড়নে তোমাদের দুজনের রোগ আরাম হয়। পার্‌বে তো?

রসিক। পার্‌বো—খুব পার্‌বো।

গরব। এতে একটু চালাকি চাই তুমি ছেলে মানুষ, পার্‌বে না, তোমার সনাতন খুড়োর কাছে তালিম নাও।

রসিক। আমার তালিম নিতে হবে না, মদন রাজাই আমার তালিম দেবেন।

গরব। না না, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি গে চলো। বের সব জোগাড় কর্‌তে হবে; বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে।

রসিক। তাতে কি হবে?

গরব। ঐ তো বল্লুম, তুমি ছেলে মানুষ, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে না। চলুন, সনাতন বাবুকে সব বলি গে। তিনি যেমন যেমন বলেন, সেই রকম করো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বঙ্গরমণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

কাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে,কাজ কি বিবিয়ানা বাই।
বুকে-পিটে সেঁটে ধরে, জ্যাকেট বডির মুখে ছাই॥
এখন চলছে কস্তাপেড়ে সাড়ী,
শাঁখার আদর বাড়ী বাড়ী,
ভেঙ্গে কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ঘুচেছে কাচের বালাই॥
পরেছে ধুতিচাদর, বেড়েছে তাঁতির আদর,
কর্‌কচের কদর এখন,
লিবারপুল আমদানি নাই॥
দেখেছে ঠেকে শিখে, সাহেবয়ানা বেবাক ফিকে,
বলে না সাজ্‌তে বিবি,
সাবান ছেড়ে ব্যাসম তাই॥
সাহেব ব'লে দিতে ধোঁকা নাম রাখে না আকাবাঁকা,
(এখন) বলতে বাঙ্গালীর ছেলে,
বাঙ্গালীর আর সরম নাই॥
বুঝি বা এত দিনে গরবের দিন এলো ভাই॥

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

হারাধনের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। কি উপায় হবে? টোট্‌কা ওষুধেও তো কিছু হলো না। ক্রমেই বৃদ্ধি—ক্রমেই বৃদ্ধি! আগে কত সন্ন্যাসী অবধূত আস্‌তো, শুনেছি, তারা ফুঁ দিয়ে, ছাই দিয়ে মরা বাঁচাতে পারে। কি কর্‌বো—কি হবে?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, বড় ফ্যাঁসাদ বেধেছে গো—

হারা। কি রে কি—আবার কি ফ্যাঁসাদ?

মাণিক। এই গরবী বেটী হজ্জুত ক'রে আমায় বে কর্‌তে চায়॥

হারা। নে নে থাম্‌—বেল্লকোপনা রাখ।

মাণিক। না কর্ত্তাবাবু, তোমার পায়ে ধরি, বেল্লকোপনা নয় কর্ত্তাবাবু!

হারা। বে কর্‌তে চায় তো কি?

মাণিক। বড় হাঙ্গামা গো—বুকের রক্ত চুষ্‌বে।

হারা। বুকের রক্ত চুষ্‌বে কি?

মাণিক। হেঁ গো হেঁ, এক চুমুক বুকের রক্ত খাবে, তবে ছাড়্‌বে। আমি দেশের মানুষ দেশে চ'লে যাই।

হারা। এই দেখ, গর্‌বি বেটী এ বোকা বেটাকে কি ভয় দেখিয়েছে। নে তুই ভাবিস্‌নে, তোর কে কি করে?

মাণিক। ওই এলো গো—

[বেগে প্রস্থান।

হারা। কি কর্‌বো, কি হবে, আমার বরাতে তেমন একটা সন্নিসি-কন্নিসি জোটে না!

(গরবের প্রবেশ)

গরব। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

হারা। মাগীর আক্কেল দেখেছ! বেটী সকলের সঙ্গে ঢং ক'রে বেড়াচ্চে। কারুর সর্ব্বনাশ, কারুর পৌষ মাস! কি হয়েছে কি?

গরব। হিঃ—হিঃ—হিঃ—

হারা। আ মর্—তুই খেপ্‌লি নাকি? হেসে মরছিস্ কেন?

গরব। হুঃ—হুঃ—হুঃ—

হারা। কি কাণ্ডটা বল্ দেখি? তোর আক্কেল কি? বাড়ীতে না ব্যায়রাম? দাঁড়া বেটী, তোর হাসি বার কচ্চি।

গরব। হোঃ—হোঃ—হোঃ—কর্ত্তাবাবু, হাসো গো হাসো!

হারা। তোর ব্যাপার দেখে সত্যি হাসি পাচ্ছে। কি কাণ্ডটা বল দেখি?

গরব। হাসো—হাসো—আর দেরি ক'রো না, —আমার মত হোঃ হোঃ ক'রে হাসো।

অন্তরাল হইতে মাণিক। হেসো নি গো—হেসো নি, বেটী রুকে এসেছে।

হারা। খাম্‌কা হাস্‌তে যাব কেন? কি হয়েছে বল্?

গরব। সে আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, না হাস্‌লে কিছুতে বল্‌বো না, হাঃ হাঃ হাঃ— হাসো কর্ত্তাবাবু হাসো—হিঃ—হিঃ—হিঃ—

হারা। এই নে বেটী, হিঃ হিঃ হিঃ—এমন পাগল দেখি নি, হলো? এখন কি বল্?

গরব। তবে শোনো—এইবার দিদিমণির অসুখ ভাল হবে।

হারা। কি বলিস্, কি বলিস্, কেমন ক'রে কেমন করে?

গরব। আমি সেই তাকে পায়ে হাতে ধ'রে এনেছি।

হারা। কাকে রে?

গরব। ওমা! তুমি কিছু শোন নি নাকি? সহর শুদ্ধ লোকে ধন্যি ধন্যি ক'চ্চে। বলে সাক্ষাৎ পঞ্চানন্দ শিব। সবাই বল্‌ছে, ইনি আর দিন-কতক সহরে থাক্‌লে, নিমতলা আর কাশী-মিত্রের ঘাট হাওয়া খাবার বাগান হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি কর্ত্তাবাবু, একজনের মা মরা ছেলে কোলে ক'রে এনে পায়ের কাছে ফেলে দিলে, তা তিনি কি ছুঁলেন? একটা তুড়ি দিতেই ছেলেটা ধড়মড়িয়ে উঠে ঢিপ ক'রে তাঁর পায়ে একটা গড় ক'রে, মায়ের আঁচল ধরে তিড়িং তিড়িং ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে চলে গেল। আস্‌তে কি চান,কত ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে তোমার নাম ক'রে, তবে এনেছি।

হারা। কই, কোথায় তিনি?

গরব। এখনি ডেকে আন্‌বো?

হারা। আন্‌বি না তো কি?

[গরবের প্রস্থান।

এদ্দিনে বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হলো।

(অবধূতবেশী রসিকমোহনের সহিত গরবের পুনঃপ্রবেশ)

রসিক। তেরা ভালা হোয়।

গরব। ও ঠাকুর, খোট্টাই বুলি বলো না, উনি বুঝতে পারেন না।

হারা। এ কি—ইনি! এঁর যে এখনো ভাল ক'রে দাড়ী ওঠে নি, ইনি রোগ ভাল কর্‌বেন?

গরব। চুপ করো কর্ত্তা বাবু, ও সব কথা বলো না, শুন্‌লে চ'টে চ'লে যাবেন। বড় দাড়ী হ'লেই বুঝি বেশী বিদ্যে হয়? দাড়ীর সঙ্গে বিদ্যের সঙ্গে কি? দাড়ী বড় রাখ্‌লেই যদি পণ্ডিত হয়, তা হ'লে বোকা পাঁটাগুলো এক একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

মাণিক। (অন্তরাল হইতে) রোস্,দিদিমণি একবার ভাল হোক্, এঁকে ধ'রে বেটীর ভাইনে বিত্তি ছাড়াবো।

হারা। ম'শায়, আমি শুনেছি, আপনি চিকিৎসা-শাস্ত্রবিশারদ।

রসিক। না, চিকিৎসাশাস্ত্র এমন কিছু নয়, তবে কি জানেন, আমি দৈববিদ্যা লাভ করেছি; মন্ত্র, কবজ, জলপড়া, ঝাড়াঝোড়া, নানারূপ সুকৌশল আমার করায়ত্ত।

গরব। শুন্‌ছ কর্ত্তাবাবু—শুন্‌ছ?

হারা। (স্বগত) তাই তো, অদ্ভুত লোক। (প্রকাশ্যে) আমি সেই কথাই বল্‌ছি, আমি সেই কথাই বল্‌ছি।

রসিক। দেখি, আপনার হাত দেখি (হারাধনের নাড়ী দেখিয়া) আপনার কন্যার দেখ্‌ছি উৎকট পীড়া।

হারা। মশায়, কেমন ক'রে বুঝ্‌লেন?

রসিক। তাই যদি না বুঝ্‌বো, তবে আর চিকিৎসা করি কি? কি জানেন, "আত্মা বৈজায়তে পুত্রঃ" বাপ কি বেটা সিপাই কি ঘোড়া। আপনার ও আপনার কন্যার দেহের একই ধরণ। একটি স্ত্রীলোক পাগলের মতন হয়েছিল, তার বাপকে তিন কিল মার্‌লুম, আর তার পাগ্‌লামি ছেড়ে গেল।

মাণিক। (রসিকমোহনের নিকটে আসিয়া) ওগো, আমাকে গোটা দুই তিন কিলিয়ে, গরবি বেটীর ভাইনে বিত্তি ছাড়াও।

হারা। নে নে—চুপ—কর, স'রে যা। (মাণিকের অন্তরালে গমন)

রসিক। আপনাকে পরীক্ষা ক'রে আপনার কন্যার সব রোগ নির্ণয় কর্‌বো। কি জানেন, আমি স্ত্রীলোকের দেহ স্পর্শ করি না। জন্মাবধি আমার স্বভাবতঃ ঘৃণা। বিবাহ তো কর্‌বোই না, স্ত্রীলোকের দেহও কখনও স্পর্শ কর্‌বো না। এখন দাঁড়ান দেখি, হাঁ করুন।

(হারাধনের হাঁ করণ)

মাণিক। (রসিকের প্রায় নিকটে আসিয়া) ওগো, আমিও হাঁ কচ্চি, এই বেটীর রোগটা ঠাওরাও।

হারা। ভাথ্—দিক্ করিস্‌নি। (মাণিকের অন্তরালে গমন)

রসিক। ইস্, তাই তো—রোগ বড় সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। আচ্ছা ম'শায়, হাসুন দেখি।

(হারাধনের হাস্যকরণ)

ক। (অন্তরাল হইতে) এই দেখ আমিও—
(হাস্যকরণ)

। আবার জ্বালাতন করে।

চ। আচ্ছা, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলুন।
(হারাধনের জোরে নিশ্বাস ত্যাগকরণ)

ক। (অন্তরাল হইতে ইঙ্গিত করিয়া জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করণ)

ক। হুঁ—মানসিক পীড়া। আর কিছু দিন আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল। বড় বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে।

। হ্যাঁ ঠাকুর, তবে কি—এখন কোন উপায় হবে না?

ক। সে আপনার কন্যাকে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বো।

। তবে চলুন।

ক। যাবো কোথা? আমি স্ত্রীলোকের মন্দিরে কখনো প্রবেশ করি না। আপনার মেয়ে মলো কি বাঁচ্‌লো—তাতে আমার কি? আমার চিরকুমারব্রত ভঙ্গ হবে? বটে—বেশ তো আপনার উপদেশ? কোথায় সে মাগী,—তুই কেন আমায় এখানে আন্‌লি?

াণিক। (গরবকে দেখাইয়া) ওই যো—ওই যো—

ারা। ম'শায় খাঁ'ট হ'য়েছে, মাফ করুন, কথাটা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। তবে কি ক'রে রোগী দেখ্‌বেন?

সিক। হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—এই, এই ভাবনা? তিন তালিতে তাকে হেথা তুলে আন্‌বো। এক—দুই—তিন (তালি প্রদান)
(রতনমালার বেগে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়ন)

ারা। বাপ—কি কাণ্ড!

াণিক। বলিহারি রোজা, তিন তালিতে দিদিমণিকে চেলে আন্‌লে!

রব। ঠাকুর, আপনি আসুন, এইখানে বসুন। চলুন কর্ত্তাবাবু, আমরা এ ঘর থেকে যাই।

াণিক। যাবি কোথা—তুই বেটী ব'স কর না।

ারা। সে কি, যাব কেন?

রব। সে কি, রোজা দিদিমণিকে সব কথা জিজ্ঞেস কর্‌বে, তবে তো? চলো—চলো—দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো? এই বুঝি আবার চটালে, আর আমি খোসামোদ ক'রে ডেকে আন্‌তে পার্‌বো না।

হারা। না—না—না—চ।

গরব। মান্‌কে মুখপোড়া, চলে আয়।

মাণিক। তোর পেছু চল্‌লুম এই যে—

[হারাধন ও গরবের একদিক্ দিয়া এবং মাণিকের অন্যদিক দিয়া প্রস্থান।

রসিক। (রতনের সম্মুখে হস্তসঞ্চালনে ঝাড়নের ভাণ করিয়া) রতন, বেশ মেঘনাদের যুদ্ধ করেছ। জানালার আড়াল থেকে, দেদার নয়নাবাণ হেনেছ, আর আমি প্রাণের জ্বালায় রাস্তায় ছুটোছুটি করেছি। আর তুমি তোফা নিশ্চিন্ত আছ।

রতন। তা বল্‌বে বই কি, রাস্তা থেকে তোমার তিরন্দাজি কি কম? তুমি তো নিশ্চিন্ত ছিলে, আমি গরবকে দিয়ে ধ'রে এনেছি, তবে তো?

রসিক। তা বেশ সন্ন্যাসী সাজিয়েছ; এখন বাড়ী ডেকে যেন অম্‌নি বিদায় করো না।

রতন। আমার তো আর কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে একটি প্রাণ ছিলো, তা তো জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছ!

রসিক। আচ্ছা ভাল, যদি আমার জোর চলে, তবে জোর করে নে তোমায় বুকে রাখি।
(বাহু প্রসারণ)

রতন। থামো থামো—বাবা দেখ্‌ছেন। আমাদের ষড় যদি জান্‌তে পারেন, তবে তোমার বুজ্‌রুকি সব বেরিয়ে যাবে।

রসির। যো কি? আমি তো শুধু তালি দিয়েছি—তুমি যে রকম বুজরুকি ক'রে পাগলের মতন ছুটে এসে ব'সে পড়্‌লে, তাতে আমিই ধোঁকা খেয়েছিলুম যে, সত্যি বা কি হয়েছে।

রতন। আমার ওস্তাদ কেমন—গরবিণী!

রসিক। আমরা দু'জনেই এক গুরুম'শায়ের প'ড়ো।

হারা। (দূর হইতে গরবের প্রতি) এত ফুস্‌ফুস্ ক'রে কি বল্‌ছে?

গরব। ঝাড়ফুক্ কচ্চে কর্ত্তাবাবু—ঝাড়ফুক্ কচ্চে। দেখ্‌ছো না, দিদিমণির মুখে হাসি বেরিয়েছে।

রসিক। গরব তোমায় সব বলেছে তো?

রতন। সবই বলেছে, আমি ঠিক আছি। বাবা আস্‌ছেন, আমি এখন যাই।

[রতনের প্রস্থান।

হারা। (নিকটে আসিয়া) কেমন দেখ্‌লেন ?
রসিক। দেখ্‌বো আর কি, সমূহ বিপদ্ উপস্থিত।
হারা। কি—কি ঠাকুর, আরোগ্য হবার কোন আশা নাই ?
রসিক। আশা আছে, উপায় কর্‌তে পার্‌লে হয়।
হারা। উপায় আছে ?
রসিক। আছেও বটে—নাইও বটে।
হারা। ম'শায়, আমরা মুখ্য সুখ্যু লোক, আপনি পণ্ডিত, আপনার সব কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। যদি কোন উপায় থাকে, অপনি করুন। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনার দ্বারাই আমার কন্যা আরোগ্য হবে, নয় তো নয়।
রসিক। আপনার কন্যার পীড়া সম্পূর্ণ মানসিক। আমি বিশেষ পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত। সেই জন্য একটি বাতিক সৃষ্টি হইয়াছে, বিবাহের বাতিক। এর মনে দিনরাত বিবাহের বাসনা প্রবল। ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা! কি ঘৃণার কথা! ম'শায়, সমাজ থেকে বিবাহের কুপ্রথা কবে উঠে যাবে?
হারা। অতি উচ্চ প্রকৃতি—অতি উচ্চদরের লোক!
গরব। মানুষ নয় বাবু, মানুষ নয়!
হারা। এখন কি উপায় হবে ?
রসিক। দেখুন, যে সব লক্ষণ দেখ্‌লুম, তাতে শীঘ্র উপায় না কর্‌লে মৃত্যু সন্নিকট।
গরব। দিদিমণি,তোমার কপালে এই ছিল! (কপট ক্রন্দন)
হারা। হায় হায়, কি হবে! ম'শায়, আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকবো, আপনি রক্ষা করুন।
রসিক। ব্যস্ত হবেন না, স্থির হোন। এক্ষণে আপনার কন্যার উপায় কি জানেন? বিবাহের একটা অনুকল্প করতে হবে।
হারা। বিবাহের অনুকল্প কি রকম ?
রসিক। যেমন মধ্বাভাবে গুড়, ফুলচন্দন দিয়ে পূজা না ক'রে যেমন গঙ্গাজলে ফুলচন্দনের অনুকল্প ক'রে পূজা করা হয়, তেমনি মিছি-মিছি একটা বিবাহ-ব্যাপার বাধাতে হবে। সবই মিছে, মিছিমিছি বিবাহ হবে।
হারা। আজ্ঞে বে হবে ?

(রসিকমোহনের কপট ক্রোধে গমনোদ্যম)

গরব। (ব্যস্ততার ভাণ করিয়া) বা, সর্ব্বনাশ কর্‌লে, বাপই শত্রু, মেয়েটাকে খুন কর্‌লে।
হারা। ম'শায় চলে যাচ্চেন কেন, শুনুন না।
রসিক। কি শুন্‌বো, আমার বাজে কথা ক'বার সময় নাই, যতক্ষণ আপনাকে নিয়ে বকছি ততক্ষণ দশ বারটা লোকের প্রাণদান কর্‌তে পার্‌তেম।
হারা। (স্বগত) কোথায় যাই, মিছিমিছি কে [illegible] কর্‌তে আস্‌বে! যদি অনেক খুঁজে কোন বেটাকে পাই তো সে দাঁও বুঝে একটি কাঁড়ি টাকা নেবে! তা না হয় নিলে, কিন্তু পাত্র পাব কোথা। একেই বল্‌বো উপায় কর্‌তে! সাহস হয় না, যেমন গুণী, তেম্‌নি তিরিক্ষে মেজাজের ঠিক নাই।
রসিক। কি ঠাওরালেন ? আমি যাব না থাক্‌বো দেখুন, আমার সময়ের মূল্য আছে।
গরব। কি হবে কর্ত্তা বাবু, কি হবে ? তুমি এ[illegible] জানো,আর এর একটা উপায় করতে পাচ্ছ না
হারা। (স্বগত) যা আছে অদৃষ্টে ব'লে ফেলি এস্‌পার কি ওস্‌পার, মেয়ে এম্‌নেও গেছে ওম্‌নেও গেছে, (প্রকাশ্যে) ঠাকুর আপনি [illegible] কর্‌লে হয় না ?
রসিক। বটে! আমায় ডেকে এনেছিল, সে মা[illegible] কোথায় ? আমার হাতে আজ তার মৃ[illegible] আছে।
গরব। ওরে, বাপ রে, এখনি ভস্ম কর্‌বে!

(গরবের পলায়ন)

হারা। দোহাই ঠাকুর, আপনার সাত দোহাই তুমি আমার ধরম বাপ, [illegible] রক্ষা করো
রসিক। চুপ করো, আমি কাতরতা দেখ্‌তে পা[illegible] নে।
হারা। দোহাই আপনার, দোহাই আপনার
রসিক। থামো থামো, কি চাও বলো। বুঝে মাগীতে যখন ডেকে এনেছে, তখন স[illegible] বিপদ।
হারা। ঠাকুর, আজই বিবাহের লগ্ন আছে—[illegible] গোধুলিতে। আপনি দয়া করুন, আপন[illegible] অক্ষয় পুণ্য হবে; আপনি মিছিমিছি বর সে[illegible] ব'সবেন, মিছিমিছি সম্প্রদান হবে, তার [illegible]

আমার মেয়ে আমার বাড়ীতে থাক্‌বে, আপনি আপনার আস্তানায় চ'লে যাবেন।

রসিক। শুধু তো সম্প্রদান মিছিমিছি হ'লে হবে না, তোমার কন্যার প্রত্যয়ের জন্য, বিবাহের সমস্ত উৎসব করা চাই।

হারা। তাই তো, সময়াভাব, কি করি?

রসিক। তোমার দেখে দুঃখ হচ্চে। আচ্ছা, তুমি স্থির হও, আমি অভয় দিলুম। এক দুই তিন তালি আয় কে কোথায় আছিস্ সব চ'লে।

(বাদ্যকরগণের প্রবেশ ও বাদ্যকরণ)

মাণিক। ইস্, সব চেলিয়ে আন্‌ছে।

হারা। (বাদ্যকারগণের প্রতি) তোরা বেটারা কে? বেরো আমার বাড়ী থেকে, মজা পেয়েছ নয়?

[সভয়ে বাদ্যকরগণের প্রস্থান।

রসিক। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরোলুম।

(গমনোদ্যোগ)

হারা। কেন মশায়, কেন? আমার কি অপরাধ হলো?

রসিক। আমি ওদের ডেকেছি, তুমি বার ক'রে দিচ্চ?

হারা। আজ্ঞে, আপনি কখন্ ডাক্‌লেন?

রসিক। তিনি তালিতে তোমার মেয়েকে তুলে আন্‌লুম, এখনো তা বিশ্বাস করো না? দৈত্য-দানা ভূত-প্রেত-জিন যে যেখানে আছে, আস্‌তে হবে। এক—দুই—তিন তালি।

হারা। ও বাবা, এ যে ভূতগত ব্যাপার! মালীবেটা ফুলের মালা আন্‌ছে, নাপিত বেটা এসে হাজির, পুরুত মহাশয় শালগ্রাম হাতে করে!— ও বাবা, থাতায় থাতায় লোক!

[মালী, নাপিত ও পুরোহিতের যথাক্রমে প্রবেশ ও প্রস্থান।

মাণিক। দেখ্‌ছ কি কর্ত্তাবাবু, উড়োন মন্ত্র ঝাড়্‌ছে, দেখো কেন্‌না—গয়লা বাড়ী থেকে বাঁকী শুদ্ধ দই-ক্ষীর চাল্‌ছে, ময়রা-বাড়ী থেকে লুচিমণ্ডা আর ঘেমো বামুন ছকার গাম্‌লা নিয়ে ভাঁড়ার বিগে চলেছে।

হারা। (স্বগত) নিশ্চয় এ কোন মহাপুরুষ।

রসিক। দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি, মেয়ে সাজিয়ে আসুন, সব আমি ঠিক ক'রে নিচ্চি।

[হারাধনের প্রস্থান।

মাণিক। ঠাকুর, এই গরবির ডাইনেগিরিটে ভালো করো।

রসিক। ওর আর কি, তুমি বে ক'রে ফেল্লেই ভাল হয়ে যাবে।

গরব। ও মা, সে কি গো, কি লজ্জা!

[হাসিয়া গরবের প্রস্থান।

মাণিক। আজ্ঞে, বে কর্‌লেই ডানগিরি ভাল হয়?

রসিক। হয় বই কি, বে কর্‌লে মেয়েমানুষের আর রোগ থাকে না।

মাণিক। তবে আর যায় কোথায়!

[মাণিকের প্রস্থান।

(সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন। (রসিকের প্রতি) বাবাজি, কাণ্ডটা যেন যাদুবিদ্যা হয়েছে! আমি ভাবছিলুম, পাছে তুমি না পারো, ফস্‌কে যায়; তোমার এমন পোক্তাই আমি জানুতুম না। এ না হ'লে বুড়ো বে' দিত না।

রসিক। খুড়ো, এ তোমারই তালিম, এখন চুপ করো, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

সনাতন। আর আচানো কি বাবাজি, পান চিবোনা হয়ে গেছে। (নেপথ্যে বাদ্যকরগণের প্রতি) তোরা বাজা বাজা।

[সনাতনের প্রস্থান।

(এক দিক্ হইতে পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি ও অন্যদিক্ হইতে সজ্জিতা রতনমালাকে লইয়া হারাধনের প্রবেশ)

পুরোহিত। লগ্ন ব'য়ে যায় কর্ত্তা, কন্যা সম্প্রদান করবেন চলুন।

হারা। (রসিকের প্রতি) চলুন ম'শায়, চলুন অনু-গ্রহ ক'রে।

রসিক। কোথায় যাবো?

হারা। সে কি! বিবাহ করতে?

রসিক। বিবাহ করতে কি? ওঃ, হাঁ, হাঁ, বটে বটে, চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(এয়োগণের প্রবেশ)

(গীত)

দেখিস্ লো সাম্‌লে থাকিস্ বর গুণিন্ ভারি।
নয় যেমন তেমন বরণ করা, চাই হুঁসিয়ারি॥
বর মুখপানে চেয়ে, তিন তালি দিয়ে,
কি জানি মজায়, কোথায় চেলে নে গিয়ে;
বর যেমন তেমন নয়, ওর তুড়ি কথা কয়,
একে চাঁদ্‌নাতলা, কুলবালা, কি হ'তে কি হয়;
গুনি গুণের টানে প্রাণ টেনে নে,
মজায় এ কুলনারী।
যেন এয়োগিরি—হয় না ঝক্‌মারি॥

[এয়োগণের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

হারাধনের বাটী।

হারাধন, সনাতনা পুরোহিত, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ।

(বর-কন্যাবেশে রসিকমোহন ও রতনমালার প্রবেশ)

হারা। (রসিকের প্রতি) ঠাকুর, এইবার আমার কন্যা সেরেছে তো? আর ভয় নাই?

রসিক। আজ্ঞে, নারায়ণ সাক্ষাতে আপনি সম্প্রদান করেছেন, পুরোহিত মন্ত্র পড়েছে, এই সব বরযাত্রী কন্যাযাত্রী উপস্থিত, ভয়ের কারণ তো কিছুই নাই। এখন আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

(হারাধনকে উভয়ের প্রণাম করণ)

হারা। এ কি ঠাকুর, কাকে প্রণাম ক'চ্চ?

রসিক। আজ্ঞে, আপনি যখন শ্বশুর হলেন, পিতার স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম কর্‌বো না তো কি?

হারা। এ অনুকল্প প্রণাম—এ অনুকল্প প্রণাম। ভাল ভাল, এইবার আমার কন্যা বাড়ীর ভেতর যাক্?

রসিক। হ্যাঁ, বাসরে আমরা উভয়ে যাব বই কি।

হারা। বাসরও অনুকল্প নাকি?

রসিক। আজ্ঞে, সম্বন্ধটা অনুকল্প হয়েছিল, বিবাহ তো ঠিক্‌ঠাক হয়েছে শ্বশুর মহাশয়।

হারা। অ্যাঁ—শ্বশুর কি—কার শ্বশুর?

রসিক। আজ্ঞে, ম'শায়ের কন্যা, ম'শায়ই আমা[র] শ্বশুর, এ তো জলের দাগ নয় যে, মু[ছে] ফেল্‌লেই যাবে।

হারা। শ্বশুর—কোন্ ভেড়ের ভেড়ে শ্বশুর? তো[র] চোদ্দপুরুষ শ্বশুর হোক্। শ্বশুর কিসে[র] জুচ্চুরি আর জায়গা পাও নি?

সনাতন। তোমার কন্যাকে বিবাহ করেছে, তু[মি] শ্বশুর নও?

হারা। বিবাহ করেছে। হ্যাঁরে বেটা, বিব[াহ] কিরে বেটা? তবে রে বেটা, তুই কে[...] বেটা?

রসিক। আজ্ঞে আমি রসিকমোহন।

হারা। ও বেটা—তুমি রস্‌কে বেটা। তবে বেটা, তোমার চিরকুমারব্রত বেটা। [...] স্ত্রীলোকের মন্দিরে যাও না বেটা। [...] বাসরে যেতে ঘুরঘুর্ কচ্ছ বেটা? তবে বেটা, বিবাহ-প্রথা উঠিয়ে দেবে বেটা? [...] লোক স্পর্শ করো না বেটা? তাই আম[ার] মেয়ের হতে ধ'রে র'য়েছ বেটা?

রসিক। আজ্ঞে না, আমারও মন, আপনা[র] কন্যারও মন, এরূপ বিবাহে তো আমার সম্পূ[র্ণ] মত।

হারা। মত বই কি রে বেটা, বেরো বেটা জুচ্চ্‌রী জুচ্চ্‌রী। পুলিশ ডাকো—ও মাগো[...] ও গরবি, আমার মাথায় জল দে। কখনো না—আমি মেয়ে ছাড়্‌বো না।

সনা। ভায়া, বয়স্থা মেয়ে ক'রে ঘরে রেখেছিলে, সে আপনার পথ আপনি ক'রে নিয়েছে তুমি বাধা দিলে কি বিধাতার বিধান খণ্ডন হবে? কেন আর গোল ক'চ্চ? এই পাত্রের কথা তোমায় দুশো দিন বলেছি। এমন সুপাত্র আর কোথাও পেতে না।

হারা। বলেছ তো আমার মাতা কিনেছ। সুপাত্র নেই মাও্‌তা আমার বাড়ী থেকে সব নিকালো।

রসিক। আজ্ঞে, শালগ্রাম সম্মুখে বিবাহ দিয়েছেন এ কি বল্‌ছেন?

হারা। শালগ্রাম নেই মাও্‌তা, মুড়ি নেই মাও্‌তা আমার খৃষ্টানী মত। বেড়ো বেটা, পাহারাওলা ডাক্‌বো। (রতনমালার প্রতি) বাড়ীর

ভেতর যা বেটী? নইলে চুল ধ'রে নে যাব।

[র]তন। আজ্ঞে যার পরে আমায় সমর্পণ করেছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব?

[হা]রা। সমর্পণ করেছি বেটী? সাধুভাষা কইচ বেটী? তোর কোন্ বাবা সমর্পণ করেছে?

[গ]রব। হ্যাঁগা—সে কি গো? তুমি তো বাবা।

[হা]রা। তবে রে বেটী—সব্বাই জোটপাট খেয়েছ? বেটী ব্যামো ভাল করতে রেজ্জা এনেছো? ঠাকুর রাগ ক'রে চলে যাবে? ওরে বেটী, এখন যে গলাধাক্কা দিলে যায় না। দাঁড়া বেটী, তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢাল্‌বো বেটী।

[মা]ণিক। আজ্ঞে ও কিছু কর্‌বেন নি, আমিই জব্দ ক'রে দিচ্ছি।

[হা]রা। খুব নাকাল কর্, সব বেটাবেটীকে নাকাল কর।

[স]না। ভায়া, আর অমন কচ্চ কেন? বে তো আর ফিরবে না? পাহারাওয়ালা ডেকেও কিছু হবে না।

[হা]রা। ফিরবে না, ওর বাপ ফিরবে। আমায় তেমন বাপের বাপ পাও নি, এর হেস্তনেস্ত না ক'রে ছাড়বো?

রসিক। ম'শায় আপনি ক্রুদ্ধ হ'চ্চেন কেন? এই দেখুন, আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনার কন্যার জন্য লিখে এনেছি। আপনি তার ট্রষ্টি। আপনার কন্যা আপনারই থাক্‌বে,—তার উপর আজ হ'তে আমি আপনার পুত্র হ'লেম।

(দলিলাদি প্রদান ও হারাধনের পাঠ)

সনা। আর ভাবছো কি? বর-ক'নে আশীর্ব্বাদ করে বাসরে পাঠাও।

হারা। (পাঠ করিয়া) আঁা সনাতন এ সব কথা তো তুমি সম্বন্ধের সময় কিছু বলো নি? আমার মেয়ে যদি পর না হয় আমার বে দিতে আপত্তি নাই, এ তোমারই দোষ।

মাণিক। আজ্ঞে, দোষ এই গর্‌বির।

রসিক। দোষই তো, এইবার তুমি ওকে বে করবে।

মাণিক। এজ্ঞে, আর যায় কোথায়। আমি ন্যাকা ছিলুম, বুঝ পেলুম। (গরবকে টানিয়া) এই তোর কপালে সিন্দুর লেপলুম।

গরব। ও মড়া, কি কচ্ছিস?

মাণিক। আমি কি বে দেখি নি? বের সময়, রসিক বাবু, দিদিমণির মাথায় সিন্দুর লেপলে, গলায় মালা দিলে।

গরব। ত্যাখ্, ত্যাখ্, পোড়ারমুখো, তোর বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। খা, তোর মুয়ে চুম খেয়ে সে রক্ত আদায় কর্‌বো। তুই আমায় বে কর্‌বি বলেছিল্, আর যাস্ কোথা?

গরব। আমি মিছিমিছি বলেছিলুম।

মাণিক। আমিও মিছে বে ক'চ্চি। এ কর্ত্তাবাবুর বাড়ীটি কেমন, চোখের উপর তো দেখলি ছুঁড়ি, মিছে বে সত্যি হ'য়ে যায়।

গরব। তবে নে, আমিও তোর গলায় মিছে মালা দিই।

(উভয়ের গীত)

মাণিক।—

আর গরবে ফর্‌ফারিয়ে লার্‌বি যেতে গুমোরে।
বুকের মাঝে রাখ্‌বো ধরে জোর কোরে তোরে॥

গরব।—

আমি কি গুমোর করি, মাণিক মাণিক ক'রে মরি,
স'রে যাস্ দোষ তো তোরি, তুই ভারি মিছকতুরে॥

মাণিক।—

মুয়ে তাই নুড়ো জ্বালো,

গরব।—

মুখখানি চাই করতে আলো,

মাণিক।—

পীরিতের তোর রীতটি খুব ভাল,

গরব।—

এমন পীরিত পাবি কোথা আম'লো—

মাণিক।—

থুক্ দে মুয়ে যাও পেছু ফিরে,

গরব।—

ঠোনাতে চাই এমনি করে, সত্যি বল্ মাথার কিরে,
গাল পেতে তুই দিস্ কিরে?

মাণিক।—

থাকুক সোহাগ তোমার গরবমণিরে—

উভয়ে।—

যাবে দিন মজায়, মজায় চল্‌বে পীরিত খুব জোরে।

হারা। সাবাস্ মাণকে, বেশ করিছিস—খুব

করেছিস্। বেটী ধেই ধেই করে নাচতো, আমায় বেটী নাচিয়েছে।

মাণিক। এজ্ঞে, এখনো আম্যয় লাচাবে।

হারা। তা বেটী পারে। (গরবের প্রতি) বেটী, রোজা খুঁজে পেয়েছ বেটী, রোজা তোর ঘাড়ে চাপলো বেটী! (সনাতনের প্রতি) ভায়া, রস্‌কে বেটা যখন বে ছাড়বে না, যখন অনুকল্প বে সঙ্কল্প ক'রে নিলে, তখন এই ভদ্রলোক সব এসেছে, খাইয়ে-দাইয়ে দাও। গিন্নী থাক্‌লে আমোদ কর্‌তো, আর আমি মেয়ে পর হবে ব'লে বেজার হতুম; তা বেজার তো হয়েইছি,—এখন একটু আমোদ করি।

সনা। যে আজ্ঞে, পরিতোষ ক'রে খাইয়ে দিচ্চি।

হারা। আমার আক্কেল হয়েছে। বরযাত্রী, কন্যা-যাত্রী, সব উপস্থিত আছেন, সকলে শুনুন,—আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্য হেলন করে, বিবাহ-প্রথা অন্যমত করা, আপনার মাথায় কলঙ্ক-পসরা নেওয়া। আমার বাপ-মার পুণ্যে ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনুকল্প বে'তেই শেষ হয়েছে মুখে চুণকালি মাখতে হয় নি! ঋষিদের পায়ে প্রণাম করে সকলকে বল্‌ছি যে, বাল্যকালে কন্যার উপর পিতামাতার অধিকার, যৌবনে স্বামী অধিকারী; সে স্বামীতে বঞ্চিতা করে যে পিতামাতা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখেন, তার ঘর কলঙ্কিত হয় নিশ্চয়!

সনা। দেখলেন তো "যায়সা-কা-ত্যায়সা" হলো, এখন আমার অবিবাহিত ছেলের বাপেদের প্রতি যোড়করে নিবেদন যে, তাদের পাওনার দৌরাত্ম্যেই হিন্দুর ঘরে সব ধেড়ে মেয়ে রাখতে বাধ্য হচ্চে। হিন্দুস্থানীর মুখ চেয়ে কামড় একটু কম করুন। তা হলে গৌরীদান প্রভৃতি প্রাচীন শুভবিবাহক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।

হারা। (রসিকের প্রতি) বাবাজি, তোম্‌রা খুব একচাল চেলেছ, তোমাদের মেয়ে হ'লে আমিও তোমা চেয়ে মজবুত রোজা এনে দেখে নেব। (গরবের প্রতি) গরবি, গিন্নি তার স্ত্রীধন হ'তে তোকে কিছু দিয়ে গেছে, আর মাণকে, তোর যে টাকা আমার কাছে জমা আছে, তার উপর পাঁচশো টাকা আমি তোরে দিচ্চি, তোরা সুখে ঘর-ঘরকন্না করিস্। গরবি, এইবার তোরা বর-কনে নিয়ে বাসর ঘরে আমোদ করগে যা। মাণকে যা।

[বর-কন্যা লইয়া গরব ও মাণিকের প্রস্থান।

(সাধারণের প্রতি)

মশায় আমি এমন চটা মেজাজের লোক, তবু আমোদ কচ্চি, বের রাত্রে আপনারা দোষগুণ বিচার না করে সবাই আমোদ ক'রে যান।

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

বাসর ঘর।

সমাপ্তি গীত।

দেখে সুখের মিলন বিয়ের রেতে আমোদ যে করে।
আমোদ উথলে ওঠে তার ঘরে॥
সুচোখে চায় সুজন যে জন,
মুখপোড়ে তার যার পোড়া মন,
সরলের হাসি মুখে, কুটিলের বাঁশ চাপে বুকে,
ভাল বলা স্বভাব যাদের ভাল তার ঘরে পরে॥
"যায়সা-কা-ত্যায়সা" হলো,
আমোদ করে ঘরে চলো,
সহৃদয় হও হে সদয়, এই মিনতি যোড় করে॥
Happy New year to you all
নট নটীর সাধ অন্তরে॥

যবনিকা।

কবিতা-মালা।

বিগত-যৌবন।

—:০:—

১

গেছে দিন আছে তার স্মরণ কেবল,—
আছিল ললিত কায়, কেশজাল মেঘ প্রায়,
বিভাগী সীমন্ত-রেখা ধবল সরল,
অধরে আরক্ত রাগ, ভ্রমরার অনুরাগ,
ফুটিত ঈষৎ হাসে মুকুতার দল,
উথলিত যৌবন-তরঙ্গ ঢল ঢল,—
আছে তার স্মরণ কেবল।

২

তখন আসিত আর না দেখি এখন,
ধনী-মানী যুবা কত, বেশ করি নানা মত,
গুণগ্রাম-বিকসিত সুঠাম বদন ;
কেহ বাঁধা কেশ-পাশে, কেহ বা হাসির ফাঁসে,
কাহার হৃদয়ে বিদ্ধ কটাক্ষ ঈক্ষণ,
ইঙ্গিতে প্রস্তুত দিতে জীবন-যৌবন,—
কারে আর না দেখি এখন।

৩

সহিয়ে নিদাঘ-রবি, মেঘ-বরিষণ,
কুজ্ঝটিকা-ঢাকা দিশা, হেমন্তের তীব্র নিশা,
ঝটিকা করকা ঘোর তরঙ্গ নর্ত্তন,
উপেক্ষিত তৃণ জ্ঞানে, আসিতে আমার ধ্যানে,
প্রাচীর পর্ব্বত সম করিত লঙ্ঘন,
দেখে যেত ব্যগ্র তত যত অযতন,—
সহি রবি মেঘ-বরিষণ।

৪

কেন এলো কেন গেলো সুখের স্বপন,
এবে যদি দেখি কারে, ফিরে নাহি চাহে বারে,
ডাকিলে চিনিতে নারে ফিরায় বদন ;
বেণীতে নাহিক ফাঁস, অধরে কুহকী হাস,
বেঁধে না নয়ন, গেছে চপল যৌবন,
করি নাই আবাহন করি নি বর্জ্জন,—
এলো গেলো সুখের স্বপন।

৫

কাচ বাঁধি অঞ্চলে কাঞ্চনে অবহেলা,
কেন দিব দেহ দান, প্রাণ দিয়ে নেব প্রাণ,
প্রণয়-বন্ধন প'রে হবে কিবা খেলা ;
চাহিতাম উপাসনা, কাঁদাইব—কাঁদিব না,
না বুঝে বেদনা সহি বেদনা একেলা,
দান-প্রতিদানে ধরা আনন্দের মেলা ;—
কাঞ্চনে ক'রেছি অবহেলা।

মদিরা।

—:০:—

সরলা তরলা আমি মানব-মোহিনী,
সঙ্গমত রঙ্গ মম কত ;
বাসনার অনুগামী আনন্দদায়িনী
যে চাহে যে ভাবে তাহে রত।

যোগাসনে উচ্চ ধ্যানে উচ্চ কামনায়,
আমি তাঁর হৃদি-আমোদিনী ;
বিরাগী বাসনা তুচ্ছ করে যে হেলায়,
উন্মাদের আমি উন্মাদিনী।

শূর ধরি তরবারি শত্রুমাঝে ধায়,
নৃত্য যার অস্ত্র ঝন্ ঝনে ;
তৃণজ্ঞান করে প্রাণ বীর গরিমায়,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী রণাঙ্গনে।

বিলাসী নেহারে হাসি রমণী-অধরে,
রসবতী দূতী আমি তার ;
ভাসাই মাতাই মন রসের লহরে,
রঙ্গে খেলে তরঙ্গের হার।

নীচ সঙ্গে নীচ রঙ্গে করি নীচ সেবা,
তরলাঙ্গী ভাবের অধিনী ;
মনে মনে বুঝে দেখ নিন্দ মোরে যেবা
মত্ততার মঞ্চ এ মেদিনী।

স্মৃতি।

—:০:—

বহু দিন পরে কি দেখি আবার,
সে দু'টি নয়ন সোহাগে মাথা ;
সাধে সমীরণ খেলে ধীরে ধীরে,
অলকায় আধ বদন ঢাকা।

সেই তো গোলাপ সলাজ কপোলে,
সেই তো গোলাপ অধর-রাগে,—
মৃদু হাসি সনে বিষাদ মিলিত,
কেন হেন এ তো দেখিনি আগে।

সেই তো তটিনী সাগরগামিনী,
শশী-হাসি-ছবি হৃদয়ে ধরে ;
সেই তো কলিকা ঈষৎ দুলিয়া,
শিহরিছে ধীর সমীর-করে।

বাহু-পাশে বাঁধি নয়নে নয়ন,
যতনে দেখেছি বদনখানি ;
আজ' ধরি ধরি ধরিতে তো নারি,
আমার আমার—আমি তো জানি।

এলো এলো এলো, আবার ফুরা'লো,
চলে গেল কেন, কি অভিমানে,—
ছিল তো বেদনা মরমে লুকা'য়ে,
কেন বারিধারা নয়নে আনে!

এসেছিল সে কি দেখে গেল এসে,
প্রাণে প্রাণ আজ কাঁদে না কাঁদে,—
কেঁদে গেছে সে তো দেখেছে কেঁদেছি,
কাঁদিতে কাঁদাতে এলো কি সাধে!

দিয়েছি আহুতি হৃদয় সুসার,
দু'জনে যে ব্রতে ছিলাম ব্রতী,
নীরস জীবনে গেছে তো সকলি,
তবু কেন পুনঃ জাগিছে স্মৃতি!

শূন্যপ্রাণ।

—:০:—

মা ব'লে কাঁদিয়ে শিশু কাছে যেতে চায়
সবে মিলে করে নিবারণ,
কাঁদিছে কেন মা নাহি কোলে নেয় তায়
ভাসে আঁখি না বুঝে কারণ ;
যত্নে করে কত জন, কোলে নিতে আকিঞ্চন,
মাতৃহারা শূন্য ধরা কে তারে ভুলায়,
শূন্যপ্রাণ—শূন্যপানে চায়।

সুখের কৈশোরকাল সুখের সংসার
না চাহিতে মিলে প্রয়োজন,
পাঠ করি পিতৃস্থানে স্নেহ পুরস্কার,
সবাকার আদর ভাজন ;
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, বহিছে শ্মশান-বাত,
চিতায় পিতার মুখে অনল প্রদান
শূন্যপ্রাণ—নেহারে শ্মশান!

আমোদিনী প্রমোদিনী জীবন-সঙ্গিনী
ক্ষুদ্র গৃহ নাট্যশালা প্রায়,
সোহাগ হৃদয়-রাগে রজনী রঙ্গিনী
সোনার স্বপন ব'য়ে যায়,
কালের কুটিল রঙ্গ, চমকিয়া স্বপ্ন ভঙ্গ,
শূন্য গৃহ—নহে ত উজ্জ্বল নাট্যাগার,
শূন্যপ্রাণ—শূন্য এ সংসার!

কুলের তিলক কৃতী সুন্দর কুমার,
উচ্চ স্থানে প্রাপ্ত উচ্চাসন,
শ্রদ্ধাবান্ আজ্ঞাকারী নিয়ত পিতার,
শত স্রোতে বহে উপার্জ্জন ;
শমন হরিল তায়, হৃদি বিদ্ধ শেল-ঘায়,
চিত্রপ্রায় ব্যথা নাহি বুঝে বেদনায়,
শূন্যপ্রাণ—শূন্যেতে মিশায়!

একক বান্ধবহীন প্রবাসে নিবাস
কেহ আর নাহি আপনার,
বার্দ্ধক্যে অশক্ত দেহ—কৃপার প্রয়াস,
হৃদে সদা আতঙ্ক সঞ্চার,
কাটে দিন নাহি রহে, স্মৃতিমাত্র কথা কহে,
গোধূলি আলোক পিছে, সম্মুখে আঁধার
শূন্যপ্রাণ—কিছু নাহি আর!

বহুরূপী বিদ্যা।

কিংবদন্তী আছে যে, কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলে, "সীতার প্রতি যখন তোমার অনুরাগ, তুমি রামরূপ ধরিয়া তাহার মন হরণ করিলে না কেন ?" রাবণ উত্তর করিলেন,"আমি এরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে রূপ ধারণ করিতে হয়, সেরূপ ধ্যানের প্রয়োজন ; নচেৎ সে রূপ ধারণ করা যায় না। রামরূপ ধারণ করিতে গেলে রামের ধ্যানের প্রয়োজন, কিন্তু রামরূপ ধ্যান করিলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়,"পরবধূর সঙ্গ-প্রয়াস করিব কি ?" কথাটী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ করে, বহুরূপী নটের কার্য্যও বিশেষ উপদেশপ্রদ। মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় পঠিত যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়"—"অভিনয় ও অভিনেতা"—নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে অভিনেতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, কেবল সে ভূমিকা বুঝিলেই অভিনেতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে ভূমিকার ধ্যান অভিনেতার প্রয়োজন ; যে ধ্যানমুগ্ধ হইয়া অভিনেতা অনেক সময়ে নাটককারকে মুগ্ধ করিয়াছেন। অনেক সময়ে অভিনয়কালীন নাটককার অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছেন যে, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বোঝেন নাই, অভিনয় দর্শনে তাহা বুঝিলেন। "অভিনয় ও অভিনেতা" প্রবন্ধে তাহার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়াছি। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যে নাটককার লিখিয়াছেন, অথচ বোঝেন নাই কিরূপ ? তাহার কারণ এই, যে তন্ময় অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন, তাহার পর সে অবস্থা তাঁহার স্মরণ থাকে না। অভিনেতার তন্ময়ত্বে নাটককার তাঁহার তন্ময়ত্ব প্রত্যক্ষ করেন, এই তাঁহার চমৎকৃত হইবার কারণ। বলিয়াছি, ভূমিকা (part) বুঝিলেই অভিনেতা হয় না, নাটককার সকল সময়ে অভিনেতা নয়। সেক্সপীয়ার 'হ্যামলেটের' Ghost মাত্র সাজিতে পারিতেন। কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ ছবি তাঁহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়। তাঁহার মাংসপেশী সকল ইচ্ছামত চালিত হওয়া চাই—প্রেমিকের প্রেমিকা দর্শনে তাঁহার প্রেমভাব বদনে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক ; কাহাকেও বা মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষুর ন্যায় দর্শক দেখিবে। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই ভাব সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাইবে। এ সকলে বেশের (Make up) সাহায্য অত্যাবশ্যক। কোন যুবা বেশের সাহায্য ব্যতীত বৃদ্ধ সাজিতে পারে না, প্রৌঢ়াবস্থার অভিনেতাকে সাজের সাহায্য ব্যতীত প্রণয়মুগ্ধ যুবা দেখাইবে না। অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকানুসারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম-উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। গদাধারী ভীমের বেশ ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের সাজিবে না, শত্রুসংহারকারিণী এলোকেশী দ্রৌপদীর বেশভূষা, মলিনবসনা জানকী হইতে বিস্তর প্রভেদ হইবে। অবশ্য, এক ব্যক্তির সকল ভূমিকা শোভা পায় না। যথা —কোন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি লম্বোদর ব্যক্তি হাস্যরস উদ্দীপনের বিশেষ উপযুক্ত। সুন্দর সুগঠন পুরুষ নায়কের উপযুক্ত, অবশ্য খর্ব্বাকার কখনও দীর্ঘাকার হয় না, স্থূল দেহ কখনও সুঠাম হয় না। কিন্তু সুঠাম দেহ যাহা অভিনেতার হওয়া উচিত, তাহা বেশসাহায্যে বিকৃত করা যায় ; এবং যদি আকারে বিশেষ অন্তরায় না থাকে, রূপবান্ পুরুষ না হইলেও তাহাকে রূপবান্ সাজান যায়। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকার উপযোগী হয়। প্রেমিক উপযোগী সরল সুঠাম কোমল বাহু সব্যসাচী অর্জ্জুনের চলিবে না। ধনুর্গুণ ঘর্ষণে কঠিনহস্ত, যাহা শঙ্খ দ্বারা আবরিত করিয়া অর্জ্জুনকে বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে হইয়াছিল, তাঁহার সে রমণী চিত্তাকর্ষক বীরমূর্ত্তি একরূপ এবং পঞ্চবাণধারী মদনমূর্ত্তি অন্যরূপ—বেশের সাহায্যে

তাহা দর্শক দেখিবে। কোন্ ভূমিকায় কি বেশের প্রয়োজন, তাহা রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার বা নাটককার অপেক্ষা অভিনেতার বোঝা আবশ্যক। দর্পণ-সাহায্যের কল্পনায় তাঁহার কিরূপ মূর্ত্তি হওয়া উচিত, তাহা অভিনেতাই অবগত। অবশ্য, নাটককার একরূপ ধারণা করিয়াই লিখিয়াছেন, তিনি 'খড়ির আদরা' আঁকিয়াছেন, রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে, ইহা অভিনেতার ধ্যানের প্রাণ, অন্যে তাহা জানে না।

পাশ্চাত্য বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়ে দেখা যায় যে, ধ্যান অনুসারে বেশের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যথা Mrs. Siddons-এর Lady Macbeth এর বেশ এবং Sara Barnhardt (বার্ণহার) এর Lady Macbeth এর ধ্যানানুসারে প্রভেদ। মিসেস্ সিডনসের Lady Macbeth উগ্রস্বভাব, স্বামিসঞ্চালনকারিণী, ক্রূরকর্ম্মা নারীমূর্ত্তি। বার্ণহার (Barnhardt) লেডী ম্যাক্‌বেথের স্বামী অনুরাগিণী মূর্ত্তি। তিনি সিংহাসন প্রয়াসী নন; মিসেস্ সিডনস্ উচ্চাভিলাষী, সিংহাসনপ্রয়াসী। আমাদের যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, এ দেশে রামলীলাতে প্রতিবৎসর যেরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বদল হয়, বিলাতে সেইরূপ প্রতিবৎসর রোমিও-জুলিয়েট বদল হয়। কিন্তু প্রতিবৎসরে প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েট কোন না কোন প্রকার নূতনভাবে দর্শকের সম্মুখীন হয়। প্রত্যেক রোমিও-জুলিয়েটের ধ্যান পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সেই ধ্যানানুসারে তাঁহাদের পরিচ্ছদও পরিবর্ত্তিত হয়; নতুবা দর্শক নূতনত্ব দেখিত না।

অভিনেতার ধ্যানের মূর্ত্তি অভিনেতার প্রকৃত মূর্ত্তি নয়। সাজের সাহায্যে তাঁহার শরীরে ধ্যানের মূর্ত্তি যতদূর প্রকাশ পায়, নিশ্চয় তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে। রং, পরচুলা, মোম ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সাহায্যে এত দূর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভব যে, পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে চেনা যাইবে না। একজন সুন্দর পুরুষ কাফ্রী সাজিয়াছে, কালো রংএ রং ঢাকিয়াছে। নাকের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া তুলিয়া দড়ি রংএর সহিত মিশাইয়া দিয়া কাফ্রীর নাসিকা করিয়াছে, গালের হাড় মোম দিয়া উঁচু করিয়াছে, মোম দিয়া ঠোঁট পুরু করিয়াছে, কোঁকড়া পরচুলা পরিয়াছে, পোষাকও কাফ্রীর মত। কাফ্রীর চলন অনুকরণ করিয়াছে; ইহাতে সহজে তাহাকে চেনা কোন রকমেই যায় না।

অভিনেতা কুরূপই সাজুক, বা সুরূপই সাজুক, এমন কি, ভিখারী সাজিলেও যে সাজে দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সে সাজ পরিহার্য্য। কেন না দর্শক আমোদ করিতে আসিয়াছে, গলিতকুষ্ঠ রোগী ভিখারী দেখিয়া তাহার আমোদের নিতান্ত ব্যাঘাত হইবে। এ আবার এক তর্কের স্থল, কেহ বা বলিবেন,—"স্বাভাবিক দেখান উচিত।" কিন্তু যদি বোঝেন, কলাবিদ্যা ও স্বভাব এক নয়, কলাবিদ্যাবলে স্বভাবছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয় মাত্র, কলাবিদ্যা আনন্দপ্রদ, যদি ইহা সকলে বুঝিতেন, তাহা হইলে 'স্বাভাবিক' 'স্বাভাবিক' বলিয়া এত চীৎকার করিতেন না।

চিত্রকরের ন্যায় অভিনেতারও রং বোঝা আবশ্যক। চিত্রকর যেমন তাঁহার অঙ্কিত ছবি কোথা হইতে দর্শক দেখিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ রং দেন, অন্যাবস্থায় তাঁহার ছবি দেখিলে তাঁহার চিত্রবিদ্যা সেরূপ বোঝা যায় না। অভিনেতা সেইরূপ দর্শক যাহাতে তাহার সজ্জিতরূপের ছবি সম্পূর্ণ পায়, সেই অনুসারে রং মাখিবেন। দৃশ্যপট দিনের বেলায় দেখিলে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। রজনীতে দূর হইতে দর্শক দেখিবে, চিত্রকর সেই ভাবে লিখিয়াছেন। দৃশ্যপট দীপালোকে দূর হইতে ভ্রমোৎপাদন করে, [illegible]লোকে মোটা মোটা রংয়ের দাগ দেখা যায়। অভিনেতাকেও রং মাখিবার সময় বিবেচনা করিতে হইবে যে বৈঠকখানায় যেরূপ পাউডার মাখিয়া সুন্দর হইলে চলে, রঙ্গমঞ্চ হইতে সেরূপ চলিবে না। বেশী করিয়া লাল রং তাহার গালে দিতে হইবে, তবে গোলাপী আভার ন্যায় দূর হইতে দেখাইবে। ক্ষুদ্র চক্ষু বড় দেখাইতে গেলে চোখের কোণে কাজলের রেখা বিশেষ করিয়া দিতে হইবে বা চক্ষু কোটরগত করিতে হইলে চোখের কোলে বেশী করিয়া কালো রং দেওয়া আবশ্যক। দোকানে পরচুলা ভাল দেখিয়া লইলে চলিবে না। পরচুলা তাহা

উপযুক্ত হওয়া উচিত। ভূমিকা (part) অনুসারে বৃহৎ ললাট ক্ষুদ্র ললাট হওয়া তাঁহার প্রয়োজন, তাহাকে প্রয়োজন অনুসারে করমাস দিতে হইবে। ভাল পরচুলাটি দেখিয়াই পরিলে চলিবে না। আমরা দেখিতে পাই, যদি কেহ পরের দেখিয়া চুল ফেরান, তাহাতে অনেক সময়ে কদর্য্য দেখায়; কিন্তু যদি নিজের আকার অনুসারে অনুকরণ না করিয়া যে ভাব তাঁহাকে শোভা পায়, সেই ভাবে চুল ফেরান, তাহা হইলে সুন্দর দেখায়। অতএব কিরূপ পরচুলা ও পরিচ্ছদে তাঁহাকে ভাল দেখাইবে, তাহা অভিনেতার বিশেষ বোঝা আবশ্যক।

নাটকের ভাল ভূমিকা লইয়া সকলেই কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু কোন্ ভূমিকা তাঁহার শোভা পাইবে, বেশ ভূষা করিলে সে ভূমিকায় তাঁহাকে কিরূপ দেখাইবে, ইহা বিবেচনা না করিয়া যদি ম্যানেজারের প্রতি কেহ ক্রুদ্ধ হন, তাহা যে কেবল অসঙ্গত হইবে, তাহা নয়—তিনি যে ভূমিকা না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাহা পাইলে দর্শককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে, কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনারাজ্যে দর্শককে আনা তাঁহার কার্য্য। সেই কার্য্যের সহায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান; দ্বিতীয়—ধ্যানানুসারে অভ্যাস; তৃতীয়—সজ্জা। তৃতীয় হইলেও সজ্জার স্থান সামান্য নয়। তিনি অভিনয় করিতে না পারিলেও যদি তিনি ভূমিকা অনুসারে ঠিক সাজিতে পারেন, তাহাতেও ভূরি ভূরি প্রশংসাভাজন হইবেন। অভিনেতার কার্য্য যিনি সামান্য জ্ঞান করেন, তিনি ধ্যানাভ্যাস ও সাজের কথা কিছুই বুঝিবেন না; যিনি বুঝিবেন, তাঁহার জন্যই প্রবন্ধ লিখিলাম। যিনি না বুঝিবেন, তিনি যেন বৃদ্ধ বলিয়া আমায় মার্জ্জনা করেন।

বর্ত্তমান রঙ্গভূমি।

থিয়েটারের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া অনেক সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে সমালোচনা হইয়া থাকে। অনেকেরই মত, দর্শক কুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে; নাটক অভিনয় হইলে, লোক-সমাগম হয় না। রং তামাসা নৃত্যগীত—দর্শক এই সকলই দেখিতে ভালবাসে। বাধ্য হইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষেরা দর্শকের রুচির উপযোগী আয়োজন করেন। আবার কোন কোন সমালোচক অধ্যক্ষেরই দোষ দেন, তাঁহাদের মতে সাধারণের রুচি মার্জ্জিত করিয়া লওয়া উচিত। অধ্যক্ষেরা যদি কিঞ্চিৎ ক্ষতিস্বীকার করেন, ক্রমে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। এই উভয় শ্রেণীস্থ সমালোচকই কতক সত্য বলেন।

থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে কবি, হাফ্-আকড়া, পাঁচালী ও যাত্রার প্রাদুর্ভাব ছিল। হাফ্-আকড়া, কবি ও পাঁচালীতে গালিগালাজ চলিত এবং ঐ সকল গালি-গালাজ লইয়া সমাজে সকলে বিশেষ আনন্দ করিত। যাত্রায় বড় একটা কথাবার্ত্তা ছিল না। দু একটা কথার পর, "তবে প্রকাশ ক'রে বল দেখি?" বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর সঙের। সঙ্ হাল্কা সুরে গাইত, অপেক্ষাকৃত ভারি অঙ্গের পালার সুর হইতে সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ্ গালাগালিও দিত। তাই লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির আদর ছিল যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকে সম্পাদকে অতি অবক্তব্য ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত। যিনি গালাগালি দিতে সুনিপুণ হইতেন, আদর তাঁহার বেশী ছিল। ইংরাজী বিদ্যার যতই কেন দোষ দেন না, ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ দেখিলেন যে, সমাজের এরূপ রুচি

ভাল নয়। সমাজের বড় বড় লোক নাটক অভি-
নয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে নাটকের বড়
চটক হইল। নাটকসম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিসম্পন্ন
ব্যক্তি অনেক ছিলেন; সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সঙ্গীত
শিক্ষা দিতেন, সাজসরঞ্জাম পরিচ্ছদাদি ধনাঢ্য
ব্যক্তিরা অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিতেন ও পারিবারিক
অলঙ্কারাদি আনাইয়া অভিনেতাগণকে সাজাই-
তেন। অতি উচ্চ শ্রেণীর নাটক না হইলেও,
অধিকাংশ দর্শক তাহার রসাস্বাদন না করিতে
পারিলেও কৃতবিদ্য ব্যক্তির প্রশংসার অনুকরণ
করিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেন। টিকিট
কিনিতে পাওয়া যাইত না, সাধারণের মধ্যে
যাঁহাদের অদৃষ্টে টিকিট যোগাড় করিয়া নাটক
দেখা ঘটিত, তাঁহারা নাটক ভাল লাগুক আর না
লাগুক, অন্যের নিকট তাঁহার সৌভাগ্যের পরি-
চয় দিবার নিমিত্ত যাহা দেখিয়াছেন, তাহা শত-
গুণে বর্ণনা করিতেন। যাঁহাদের অদৃষ্টে নাটক
দেখা হয় নাই,—নাটক অভিনয় না জানি কি
ভাবিতেন। কোথাও একখানি নাটকের অভি-
নয় হইলে, সেই অভিনয়ের কথা কিছুদিন চলিত।

অভিনয়েও সাধারণের পক্ষে অনেক আশ্চর্য্য
জিনিস ছিল। কোথা হইতে অভিনেতারা
আসে, কিরূপে পট উত্তোলন ও পট পরিবর্ত্তন
হয়,—মূল্যবান্ পরিচ্ছদ—যাত্রার ন্যায় দর্শকের
নিকট হাত পা মুখ না নাড়িয়া পরস্পর কথা
কওয়া, রাজা, রাণী, রাজমন্ত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব,
এই সমস্তই অদ্ভুত জ্ঞান হইত। যাঁহারা কাব্য-
রসাস্বাদন করিতে পারিতেন, তাঁহাদের তো কথা
নাই, যাঁহারা রসাস্বাদন করিতে পারিতেন না,
তাঁহারাও লোকে পাছে বেসমজদার বলে, এই
ভয়ে প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের যাত্রা
বা কবির রুচির পরিবর্ত্তন হয় নাই। রং-তামসা
নীচ অঙ্গের আমোদ প্রভৃতিও পূর্ব্ববৎ রহিল।

বড়লোকের অনুকরণ করিয়া, নানা স্থানে
থিয়েটার হইতে লাগিল। চলিত রঙ্গমঞ্চে নানা-
স্থানে অভিনয় হওয়ায়, পূর্ব্বে যাঁহারা বড়লোকের
থিয়েটার দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের থিয়ে-
টার দেখিবার বিশেষ সুযোগ জন্মিল। এই
সকল অভিনয়ে অনেক কৃতবিদ্য থাকিতেন।
পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের মতে মত দিয়া সাধারণেও
তাঁহাদের প্রশংসা করিত। কিন্তু সখের থিয়ে-
টারেও সর্ব্ব-সাধারণের দেখিবার সুযোগ হইত
না; প্রকাশ্য রঙ্গালয় হওয়ায় সে অভাব দূর
হইল।

প্রকাশ্য রঙ্গালয় "নীলদর্পণ" লইয়া আরম্ভ
হয়। নীলদর্পণ যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহার
ইতঃপূর্ব্বে অভিনয়কার্য্যে অনেকটা দীক্ষিত
নীলদর্পণও অনেক মহলা দেওয়ার পর সাধারণে
সম্মুখীন হয়। তখনও সকলে জানিতেন না,—
কিরূপে দৃশ্যপট চালিত, কিরূপে অভিনেতার
সজ্জিত হইত। এখন খুব চটক, যাঁহারা অভিন
করেন, কিছু বোধশোধও আছে। অন্ততঃ শিখ
ইয়া দিলে শিখিতে পারে, এরূপ লোক অভিনয়
কার্য্যে ব্রতী। চটকে চটকে অনেক দিন চলিল

কিন্তু সে চটক আর নাই। এক্ষণে প্রা
সকলেই জানে, কিরূপে পটপরিবর্ত্তন প্রভৃতি রঙ্গ
লয়ের আভ্যন্তরীণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে
অপর কোন কার্য্যক্ষম না হইলে অভিনয়-কা
ব্রতী হয়। এমন কি কেহ বা নিজ অভিনয়াং
(Part) পড়িতে পারে না। তোতা পাখী
ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া অভ্যাস করাইয়া দেও
হয়। যেমনটি শেখান হয়, তাহা ঠিক পারে ন
বিকৃত করিয়া বলে; কোন গভীর ভাবাপন্ন কথ
সেই ভাবের উপযোগী সুর আনিতে না পারি
একটা কৃত্রিম সুরে বলিয়া থাকে; এরূপ স্থা
নাটক অভিনয় হওয়া একরূপ কঠিন হই
উঠিয়াছে। কিন্তু নাচতামাসা গান কত
শিক্ষা করিতে পারে। নিম্ন অঙ্গের সুর শি
করা অনায়াস-সাধ্য। প্রহসনে (Pantomim
যে সকল চরিত্র থাকে, তাহা সহজেই বুঝি
পারে, অভিনয়ও কতকটা স্বাভাবিক হ
অধ্যক্ষেরা সাজ, পোষাক, পট প্রভৃতি উপযে
করিয়া দেন। একখানি সামান্য ঘর আঁ
পটোর পক্ষে সহজ হয়, দর্জ্জী কি পো
নির্ম্মাণ করিতে হইবে,—তাহা বুঝিতে পা
পরচুলওয়ালা কিরূপ চুল তৈয়ারি করি
তাহাও জানে, এই সকল কারণে অভি
কতকটা ভাল হয়। তাহাতে আবার বে
ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চরং লেখক র
করেন। যাঁহাকে গালি দেওয়া মনস্থ, তাঁহ

ায় অভিনেতাকে সাজান হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত
বি শ্রোতার রুচি দিব্য পুষ্ট করে।

কিন্তু নাটকের বেলা বিষম হুলস্থুল পড়ে;
হারা অভিনয় করিবে, তাহারা সে সব চরিত্র
ঝে না। বরের সজ্জা পরিয়া সমস্ত জগতের
জা আবির্ভূত হন,—রাজমুকুট রাজ-অলঙ্কার
ারটুলী হইতে আইসে। রাজার ন্যায় চলিতে
নে না—বলিতে জানে না। বীরত্ব প্রকাশ
রিতে যাইলে অভিনেতা গোঁওয়ারের ন্যায় চীৎ-
র করে। বহুদিন হইতে ঐরূপ চীৎকার
নিয়া দর্শকও তাহা বীররস ভাবিয়া "এক্সেলেণ্ট
Excellent) করিয়া উঠেন। একখানি রাজ-
চা বহুদিন হইতে চিত্রিত আছে, সমস্ত পৃথিবীর
জা সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। পটো
নে না,—রাজবাড়ী কিরূপ, দর্জ্জী জানে
, রাজ পোষাক কিরূপ, পরচুলওয়ালা কখনও
জা দেখে নাই, কোন অধ্যক্ষের উপদেশে রাজা
ইলেই বাউরীচুল হয়, ইহা জানিয়াছে। এক
ক্তি যদি 'নল' ও 'ভীমসিংহ' সাজেন, দর্শক
লার নাম শুনিয়া ইনি 'ভীমসিংহ' কি 'নল'
জিয়াছেন, বুঝিতে পারিবেন। তাহার পর এক
গ্রাহ রিহারস্যাল দিয়া অভিনয় হইতেছে, সকলের
জ নিজ অংশ অভ্যাস হয় নাই, সুতরাং প্রম্‌টা-
র কথা প্রতি কান রাখিতে হইয়াছে। প্রম্-
রও উচ্চৈঃস্বরে—চেঁচাইতে বাধ্য,—তাহার
ন্তই অভিনয়ের প্রাণ, তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার
রিতেছেন, শ্রোতা ডবল অভিনয় শুনিতে পাই-
ছেন। কৃতবিদ্য হইয়া "কবি হাফ আকড়াইর"
চি দমন পূর্ব্বক যিনি উচ্চ রুচি লাভ করিয়া-
ন, তাঁহাকেই "পালাই পালাই" ডাকিতে
, অপর সাধারণের ত কথাই নাই।

নাটক বোঝাও কঠিন,—একটার একট্রেস
কে বুঝাইয়া দেয়, সুযোগ্য একটার না থাকিলে
আজি উচ্চ নাটকেরও হতাদর হইয়া থাকে,
হা কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। একটার
ক্‌ট্রেস তো একে লেখা-পড়া জানে না, তাহার
র বহু চেষ্টায় যে একট্রেসটিকে শিক্ষিত করা
, তাহাকে অনেক কাপ্তেন বাবু ষ্টেজ হইতে
য়া যান। যে একটার একটু ভাল হইয়াছে,
চ বন্ধু জুটিয়া তাহার সুখ্যাতি আরম্ভ করে যে,

তাহা দ্বারা আর কার্য্য হইতে পারে না। তাহার
পর অধ্যক্ষদেরও পুরাতন লোকদিগকে রাখিবার
চেষ্টা কম, তাঁহারা ভাবেন একজনকে তো
শিখাইয়াছি, আর একজনকেও শিখাইয়া লইব।
কোন একখানি নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত
হইবার দিনকতক পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে,
প্রায় সমস্ত অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহারা
প্রথম বারে অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা আর
নাই—এরূপ পরিবর্ত্তন যে কেবল অধ্যক্ষের দোষে
হয়, তাহা নয়, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দোষেও
হইয়া থাকে। যাহারা অভিনয় করে, একবার
সুখ্যাতি পাইলে তাহারা মাথা কিনিয়া লয়। মূর্খ,
কোন কালে হৃদয়ের শিক্ষা হয় নাই, সুতরাং
কৃতজ্ঞতা কাহার নাম অনেকেই জানে না, আমরা
কি হইয়াছি ভাবে; অধ্যক্ষও মনে ভাবেন "এর
এত স্পর্দ্ধা সহিব কেন, দূর হইয়া যাক্" কলহের
অন্যান্য কারণও আছে। তাহা অধ্যক্ষেরাও
বুঝেন, এবং তাঁহাদের সতর্ক হওয়াও উচিত।

অন্যান্য দেশে যথায় রঙ্গভূমি উন্নতি লাভ
করিয়াছে, সে উন্নতি অনেকটা সমালোচকের
সাহায্যে। সকল দেশেই অভিনয়-কার্য্য শিক্ষা
করিতে হইতেছে। প্রায়ই অশিক্ষিত ব্যক্তিরা
অভিনয়-কার্য্যে প্রথম ব্রতী। রাজসাহায্যে, ধনাঢ্য
ও পদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে নাটক অভিনীত হইত।
যোগ্য ব্যক্তি শিখাইত এবং সমালোচকের দ্বারা
যথাযোগ্য প্রশংসা পাইত। কোন অংশ অভিনয়
করিয়া একেবারে কেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য
হইতেন না। নাটকের ভাব, সমালোচকেরা
বুঝাইয়া দিতেন এবং দৃশ্যপট প্রভৃতি যথা
উপযোগী হওয়ায় সাধারণের প্রীতিকর হইত।
সাধারণ দর্শকেরা দৃশ্যকাব্যের দৃশ্য অংশে
বিমোহিত হইতেন এবং কাব্য অংশ সমা-
লাচক হইতে বুঝিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ
বাঙ্গালায় সেইরূপ সমালোচক বিরল। যে শ্রেণীস্থ
লোক একটার, প্রায় সেই শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সমা-
লোচক। তার পর তাহারা কখনও হৃদয়ের শিক্ষা
পায় নাই। কাগজ হাতে আছে, তাহাতে যাহা
নয়, তাহা লিখিতে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে
কেহ কেহ বা নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই
নাটক অভিনীত হইবে, প্রত্যাশা করিয়া

কোন থিয়েটারের অযোগ্য প্রশংসা করেন; কেহ নভেল লিখিয়াছেন, সেইখানি নট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হউক আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং থিয়েটারের প্রধান ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার তোষামোদ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় এবং কাগজেও অলীক প্রশংসা করিতে বাধ্য হন। অন্যান্য লোভের প্রত্যাশা রাখিয়াও সমালোচক চাটুকার হইয়া পড়েন। যথার্থ সমালোচনা করিবারও তাঁহার শক্তি নাই। কোন ভাষায় কোন উচ্চশ্রেণীর নাটক পড়েন নাই। মাতৃভাষা বাঙ্গালা বলিয়া বাঙ্গালা খবরের কাগজে তাঁহাদের লেখা চলে। তাঁহারা সমালোচক হওয়ায় রঙ্গভূমির সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

এই তো এক শ্রেণীর সমালোচক। আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া অভিমান রাখেন। তাঁহাদের চক্ষে কিছুই ভাল লাগে না। বাঙ্গালায় সেক্সপীয়ার নাই বলিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করেন; আরভিং নাই, সারা বাণহার্ট নাই—ইটালী দেশীয় চিত্রকর নাই—তবে তাঁহারা নাটক দেখিতেই বা যাইবেন কি?—আর সমালোচনার কথাই কহিবেন কি?—ইহাঁরা যদি একবার ভাবিতেন যে, বঙ্গের রঙ্গভূমির এই প্রথম অবস্থা, যাহা হইয়াছে—তাহা বিনা সাহায্যে; ইহার অধ্যক্ষেরা নানা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং যে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ অনেক ইংরাজ দর্শকের প্রশংসাপত্রে দেখিতে পাইবেন। লেডী ডফ্‌রিণ—যাঁহার চক্ষে বাঙ্গালী বাবু সম্পূর্ণ ঘৃণ্য,—তিনিও রঙ্গভূমির সুখ্যাতি করিয়াছেন। এডুইন আরনলডের ভারতভ্রমণ পুস্তকে বাঙ্গালা অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা লিখিত; অতএব সমালোচকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন, তিনিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর অবস্থা সম্পূর্ণ জানেন। তুলনায় ইংরেজের সমকক্ষ বাঙ্গালী কোন বিষয়েই হইতে পারে নাই, তবে যদি রঙ্গভূমি না হইয়া থাকে, তাহা তিনি যত দোষের ভাবেন,—তত নয়।

যে সকল বিষয় সংক্ষেপে স্পর্শ করিয়াছি, সময়ান্তরে তাহার প্রত্যেক বিষয়টি ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত।

আশুতোষ চিকিৎসা-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার্থে ফ্রান্সে যাইবার প্রার্থনা করায় তাঁহার পিতা বলেন,—'কেন, কি দুঃখে যাইবে? আমার অতুল সম্পত্তি, তোমারা দুই ভাই মাত্র, বড়-মানুষী করিয়া চলিবে।" আশুতোষ বিশেষ জিদ করায়, তাহার পিতা ভয় প্রদর্শন করেন যে, "যদি যাও, আমার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও তোমায় দিব না, তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নামে উইল করিয়া যাইব।" কিন্তু আশুতোষ নিষেধ না শুনিয়া শিক্ষার্থে ফ্রান্সে গেলেন।

আশুতোষের মাসিক দুই শত টাকা ছাত্রবৃত্তি ছিল ও যে কলেজে তিনি পড়িতেন, তাহা কোন একজন ধনাঢ্য ফরাসী কর্তৃক স্থাপিত। তথায় ব্যবস্থা ছিল যে, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থে ফরাসীদেশে যাইলে তাহার ব্যয় সঙ্কুলান কলেজ হইতে হইবে তিনি যাওয়ায় প্রথমেই তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হন কিন্তু পুত্রের যশঃসংবাদ দিন দিন শোনায় পিতা মন নরম হয় এবং পুত্রকে ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টারী শিখিতে আদেশ দেন। ছয় বৎসর পরে আশুতোষ ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগমন করিলে এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গৃহে স্থান পাইলেন।

আশুতোষের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রের উপ

তাঁহার পিতা বিরক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্র মূর্খ ও নীচাত্মা—ইহাই তাঁহার অসন্তোষের কারণ। উইলে দেবেন্দ্রকে সিকি সম্পত্তি দিয়া সমস্ত বিষয় আশুতোষকে দিয়া যান।

পিতার মৃত্যুর পর যখন উইল-পাঠ হইল, দেবেন্দ্রের ক্রোধের সীমা রহিল না। দেবেন্দ্র পিতাকে নানা কুবাক্য বলিতে লাগিলেন; কিন্তু আশুতোষ কহিলেন, "ক্ষান্ত হও, আমি পিতার অমতে ইউরোপ-যাত্রা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে যাইলে তিনি আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন। এক্ষণে আমি পিতৃবাক্য রক্ষা করিব। উইলে আমায় যাহা দিয়াছেন, তাহা তোমার; কিন্তু তোমার সিকি সম্পত্তি ব্যতীত, এ সম্পত্তিতে তোমার স্বেচ্ছাচার চলিবে না। অতিথিশালা প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া কলাপ আছে, এই সম্পত্তির আয় দ্বারা তাহা প্রথমতঃ রক্ষিত হইবে; সে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও যাহা বাকী থাকিবে, তাহা সামান্য নহে; সে আয়ে তোমার সিকি সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করিয়াও একজন গণ্য বড়লোকের মত চলিবে।"

দেবেন্দ্র যদিচ আশুতোষের বৈমাত্রেয় ভাই এবং উভয়ের বয়সে তিন বৎসর মাত্র পার্থক্য, তথাপি তিনি দেবেন্দ্রকে ভালবাসিতেন। লেখাপড়ার অযত্ন দেখিয়া শাসন করিতেন বটে, কিন্তু যেমন শিশু ভ্রাতার প্রতি অধিকবয়স্ক জ্যেষ্ঠের সন্তানবৎ স্নেহ থাকে, দেবেন্দ্রের প্রতি সেইরূপ স্নেহই ছিল; বিশেষতঃ তাঁহার বুদ্ধিমতী বিমাতা মৃত্যুশয্যায় দেবেন্দ্রকে সপত্নী-পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া যান,—বলেন, 'বাবা, এ অভাগা নিশ্চয় মূর্খ হইবে, দিন দিন কর্ত্তার বিরাগভাজন হইতেছে, তুমি ইহার শত দোষ মার্জ্জনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বিপদ হইতে রক্ষা করিও।" ইহাতে দেবেন্দ্রের প্রতি মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হইলেও বিমাতার মৃত্যুশয্যার অনুরোধ স্মরণ রাখিয়া আশুতোষ সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিতেন।

দেবেন্দ্র অতি নীচচেতা। ভ্রাতার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইত। তাহার সর্ব্বদাই চেষ্টা ছিল,—কোথায় কি সম্পত্তি অল্প মূল্যে কিনিবে; নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিবার সখও তাহার ছিল। জহরতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য; অল্প দরে বহুমূল্য কোনও দ্রব্য কিনিতে পারিলে, দুই চারিজন সমপ্রকৃতি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া দেখাইত, কেমন অল্পমূল্যে ফাঁকি দিয়া ক্রয় করিয়াছে। বন্ধুরা সকলেই ধনাঢ্য ব্যক্তি, এবং দেবেন্দ্রের মত কোথায় কি অল্প মূল্যে পাইবেন খোঁজেন। মজ্‌লীস করিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা হয় কে কেমন সেয়ানা; তাহারই বাহাদুরী—অতি নীচ আলাপ—কে কেমন তাহার রক্ষিতা বেশ্যাকে ফাঁকি দিয়াছে; কে কোন্ দরিদ্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া বেতি সুদে আসল ভারি করিয়া সম্পত্তি বেচিয়া লইয়াছে; অমুক বাবু পাঁচ হাজার টাকা দিয়া জুড়ি কিনিয়াছে, কিন্তু তাহার একটা ঘোঁড়া হইয়াছে, আহা! কি দুঃখের বিষয়! সকলেই দেবেন্দ্রকে উপদেশ দিয়া বলিত, "তুমি তো এ দিকে এত দাঁওবাজ, পাল-পার্ব্বণ অতিথিশালার খরচ কমাইয়া দাও না কেন?" দেবেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিত যে, তাহার কুচুটে ভাই যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে তাহার কিছু করিবার যো নাই।

দেবেন্দ্রের সরোজিনী নামে পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল, একটিমাত্র পুত্রসন্তান, নাম নৃত্যগোপাল, অতি সুবোধ; কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তাহার কোন যত্ন ছিল না। বিশেষতঃ সরোজিনী, অভি-সম্পাত কুড়াইতে বারণ করায় একরূপ তাহার সহিত আলাপ রহিত হইয়াছে।

এই সমস্ত দেবেন্দ্রের নীচ-প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া একদিন আশুতোষ আসিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র, দুঃখে না পড়িলে লোকে কোনও দ্রব্য অল্পমূল্যে বিক্রয় করে না। বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করাই আমাদের বংশাবলীর নিয়ম। কিন্তু তুমি লোকের বিপদের সুযোগ অনুসন্ধান কর, কখনও বা সম্পত্তির লোভে চেষ্টা করিয়া আপনাকে বিপদ-গ্রস্ত কর। অল্পমূল্যে জহরতাদি কেনো, হয় তো তাহা চোরাই মাল হইতে পারে। এ সমস্ত তোমার ভাল নয়।" কিন্তু তাহাতে দেবেন্দ্র কটূক্তি করিয়া বলিল,—"যাও, তুমি যা করেছ, সে সব জুচ্চুরি ক'রে; আপনার প্রতি দৃষ্টি কর না, আমায় উপদেশ দিতে এসেছ।" আশুতোষ বিরক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, বড় মন্দ বলে নাই। আমি তো লোকের নিকট টাকা

লই, কিন্তু টাকার সম্পূর্ণ কাজটা করা হয় না। এ জজের ঘরে একবার, ও জজের ঘরে একবার বেড়াইয়া কিসে ফি অধিক হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকি। সমস্ত বড়লোক আমার মক্কেল, কিন্তু প্রায়ই তাহাদের মকদ্দমা মিথ্যা; অনেক সময়ে গরীব প্রজাপীড়ন। এ কার্য্যটা আর করিব না। তাঁহার সমব্যবসায়ী বন্ধুবর্গ এ সঙ্কল্প বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিল এবং সকলেই বলিল,—"মকদ্দমা সত্য মিথ্যা জানা তো আমাদের কার্য্য নয়, মক্কেলের পক্ষসমর্থন করাই আমাদের কার্য্য। কার্য্য গৌরবের—কার্য্য দোষের নয়, কেন পরিত্যাগ করিব?" আশুতোষ বলিলেন, "আমার বিজ্ঞান-চর্চ্চা, বিশেষ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-চর্চ্চাই আনন্দপ্রদ। আমি সেই কার্য্যই করিব।"

আশুতোষ কার্য্য পরিত্যাগ করায় দেবেন্দ্র খুব খুসী। দাদা যে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা রোজগার করে, তাহা আর হইবে না, দু' হাতে খরচ করা, দান করা চলিবে না; সখ করিয়া নিত্য নূতন ঘোড়া কেনা বন্ধ হইবে। কিন্তু দুই এক বৎসরে সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। আশুতোষ ঔষধের বাগান করিয়াছেন। ঔষধ প্রস্তুত করেন, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যশ ও জাহাজ জাহাজ ঔষধ রপ্তানী হয়,—ইহাতে কমা দূরে থাকুক, চতুর্গুণ আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। দাদাকে কিরূপে টক্কর দিই, দেবেন্দ্রের মনে এই চিন্তাই দিবারাত্র। এমন সময় এক ব্যক্তি একখণ্ড হীরক বিক্রয় করিতে আসিল। হীরকখানি প্রায় কহিনুরের সমকক্ষ বলা যায়। যাচাই করিয়া দেখা গেল, কৃত্রিম হীরা নয়, কিন্তু মূল্য অতি সামান্য। এ কি চোরাই মাল? না —সে বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ রহিয়াছে। আদালতে প্রমাণ হইয়াছে, বিক্রেতা সত্যই তাহার অধিকারী। সে পারস্যদেশবাসী, হীরা বিক্রয় করিয়া দেশে যাইবে, কিন্তু বিলম্ব করিতে পারে না। যে সে ব্যক্তি তো এ হীরা ক্রয় করিতে পারিবে না। পঞ্চাশ হাজার টাকা কে সহজে বা'র করিবে? দেবেন্দ্র দর দাম করিয়া ত্রিশ হাজারে সে হীরা ক্রয় করিলেন ও পূর্ব্বপ্রথামত বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন—কারণ, হীরক দেখাইবেন।

বন্ধুগণ আসিলেন, হীরার প্রকৃত মূল্য কত, যাচাই করিবার জন্য তাঁহারা একজন জহুরী সঙ্গে লইয়া আসিলেন। হীরা প্রদর্শিত হইল, কিন্তু জহুরী দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিল। জহুরী বলিল,—"বাবু, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন?" সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কেন—এ কি সত্য হীরা নয়?" জহুরী বলিল, "সত্যই হীরা, কিন্তু সর্ব্বনেশে হীরা!" সকলে বলিয়া উঠিল, "কেন, কেন?" জহুরী বলিল, "এই হীরার লোভে পারস্যের রাজপুত্র এক ওমরাহপুত্রকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। কিন্তু সেই হীরক পরিয়া রাজপুত্র যখন শয়ন করিতে যান, দেখেন—সেই মৃত ওমরাও পুত্র তাঁহার ঘরে আসিয়াছে—হস্ত প্রসারণ করিয়া হীরা চাহিতেছে। দিন দিন এরূপ হওয়ায় পারস্য-রাজকুমার হীরা বিক্রয় করিলেন। যাহার নিকট হীরা থাকে, তাহার নিকটই সেই মৃত ওমরাহপুত্র যায়। এক মাস এই হীরা যাহার অধিকারে থাকে, অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হয়।" এ কথায় সকলে উপহাস করিল। জহুরী বলিল, "মহাশয়, উপহাস করিবেন না। এ হীরা শেষ যাহার নিকট ছিল, সে হঠাৎ একদিন পথে পড়িয়া যায়, চিকিৎসালয়ে আনীত হয়, অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিল, সেই অবস্থাতে বিহ্বল বকিত। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত, যেন কেহ তাহার নিকট আসিয়াছে এবং সে সভয়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। এইরূপ দুই তিন দিন গত হইলে তাহার মৃত্যু দিবসে চৈতন্য হয়। তখন সে ডাক্তারকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিল। ডাক্তার তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। বৃত্তান্ত এইযে, পারস্য রাজকুমার ওমরাহপুত্রকে বধ করিয়া হীরা গ্রহণ করেন ও ভয় পাইয়া হীরা বিক্রয় করেন বটে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিস্তার নাই, অচিরে তিনি জলমগ্ন হইয়া মারা যান। এইরূপে যার যার নিকট এই হীরা ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই সপরিবারে মৃত্যুমুখে পড়ে। শেষ যাহার কাছে ছিল, সে হীরা বিক্রয় করিতে আসে, কিন্তু পথে এক বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছা যায়; তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভাই এই হীরা পায় এবং পূর্ব্বোক্তরূপে হাঁসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একজন ডোমকে এই হীরা দিয়াছিল, সেই ডোম তিন টাকায় এক-জনকে বিক্রয় করে। চোরাইমাল কিনিয়াছে

বলিয়া পুলিশ তাহাকে ধরে,কিন্তু আদালতে প্রমাণ হয়, চোরাই মাল নয়। সেই ব্যক্তিই ইহা দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিয়াছে। সে আমার নিকট বলিয়াছিল যে, যদ্যপি সে ইহা দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সে আর মরিবে না।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমায় কি নিমিত্ত বলিয়াছিল?"

জহুরী উত্তর করিল, "সে একজন জহুরী, আমি দূষিত হীরা জানায়, তাহাকে হীরা রাখিতে নিষেধ করি। সে জন্য সে আমায় উত্তরে এই কথা বলে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিতে তাহাকে কে বলিয়াছে।' সে একটী চমৎকার ঘটনা বলিল। বলিল,— 'বাসায় শুইয়া আছি, রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন পারস্য উপসাগরে একখানি সজ্জিত নৌকা। নৌকা হইতে কে একব্যক্তি এক জনকে জলে নিক্ষেপ করিল। দেখিলাম, সে উঠিয়া তীর হইতে যে তাহাকে জলে নিমগ্ন করিয়াছিল, তাহাকে জলে নিমগ্ন করিল। পরে উভয়ে উঠিয়া আসিয়া অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যথায় যায়,তথায় সকলে মরে। শেষে হাঁসপাতালে যাইয়া এক-জনকে মারিল। কিছু পরে দেখি, প্রথমে যে জলমগ্ন হইয়াছিল, সে আমায় বলিল,—আমি কে জানিস্? হাঁসপাতালে হীরার কথা শুনিয়াছিস্— সে হীরা আমারই। হীরা তোর নিকট আছে, তুই যদি দেবেন্দ্র বাবুকে বেচিতে পারিস্, তোর ভাল হইবে। দেবেন্দ্রের শাস্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে শাস্তি দিব।" এ কথায় নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইতে লাগিল, কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না।

* * * *

দুই তিন মাস পরে বন্ধুরা শুনিল যে, দেবেন্দ্র পাগল হইয়া সেই হীরাখানি জলে ফেলিয়া দিয়াছে।

দেবেন্দ্র সত্যই পাগল হইয়াছে। দেবেন্দ্রের পুত্র নিত্যগোপাল আশুতোষের নিকট আসিয়া বলিল, "জ্যেঠা মহাশয়, বাবা যেন কিরূপ হইয়া গিয়াছেন, তাই মা আপনাকে বলিতে আসিয়াছেন।" ভাদ্রবধূ অন্তরালে থাকিয়া নিত্যগোপালের দ্বারা জহুরীর গল্পের কথা জানাইলেন। এই জহুরীকে দুইবার তিনি চোরাই মাল কেনা অভিযোগ হইতে রক্ষা করেন। জহুরীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় জহুরী বলিল যে, "মহাশয়, আমি হীরার লোভে মিথ্যা গল্প করিয়াছিলাম,তবে যে হীরাখানি বেচিয়াছিল, সে ডোমের নিকট খরিদ করিয়াছিল সত্য;—সেই ডোম হাঁসপাতালে এক ব্যক্তির বিশেষ শুশ্রূষা করে, সেইজন্য মৃত্যুকালে সে ব্যক্তি হীরাখানি দেয়। সে একজন সৈনিক, চীন-যুদ্ধে লুঠ করিয়া হীরাখানি পাইয়াছিল। ডোমের নিকট কেনার পর পুলিশকেস্ হইয়াছিল—সত্য। ডোমের নিকট যে কিনিয়াছিল, তাহার ধারণা ছিল, হীরা প্রকৃত হীরা নয়। আমি অল্প দামে হীরাখানি খরিদ করিব, এইজন্য 'ও ঝুটা হীরা'— এই ধারণা তাহার করিয়া দিই।" আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারস্যের রাজকুমার—এ সব কথা কি?" জহুরী বলিল, "আমি এরূপ একটি গল্প নভেলে পড়িয়াছিলাম। হীরাখানি দেবেন্দ্র বাবুর নিকট ভয় দেখাইয়া লইব, এই উদ্দেশ্যে এই গল্প করি।"

প্রিয়নাথ নামে আশুতোষের এক সহাধ্যায়ী সুযোগ্য ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, দেবেন্দ্রের মূর্ত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল চর্ম্মাবৃত দেহ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, বিকট-জ্যোতিযুক্ত চক্ষুদ্বয়, যেন ঠিক্‌রিয়া আসিতেছে। গভীর দুশ্চিন্তাক্রান্ত হইয়া বসিয়া আছে। আশুতোষ জিজ্ঞাসা করি-লেন, "দেবেন্দ্র, তোর কি অসুখ হয়েছে?" দেবেন্দ্র বলিল,—"না না, কিছু না, আর উপায় নাই, তারা সকলে একত্র হইয়াছে!—আমি কোন রকমে ফাঁকি দিয়া কাটাইতেছি!" জহুরীর গল্পের কথা বলিল। বলিল—"হীরা ফেলিয়া দিয়াছি, তথাপি সেই ওমরাও পুত্র হীরা চাহিতে আইসে। পারস্য রাজপুত্র তাহার পাশে দাঁড়াইয়া হাসে। আজ মাসাবধি হইল, তাহারা একা আসে না। যাহার বাড়ী ঠকাইয়া লইয়াছিলাম, সে বুড়ো আসে, সে ঐ কোণে বসিয়া কাসে। যাহার তালুক কিনিয়া-ছিলাম, তাহারা মায়ে বেটায় দোরের পার্শ্বে বসিয়া ফুস্‌ফুস্ করে। মাগী ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস

ফেলে। সেই নিঃশ্বাসে সাপের জাওয়ালী সৃষ্টি হইয়া, ছোট ছোট ফণা তুলিয়া ঘর-ময় বেড়ায়। সব মরিয়াও মরে নাই, সকলের চর্ম্ম নাই, মাংস নাই, তবু জীবিত আছে। হাড়ে হাড়ে বাজাইরা নাচে, হাঃ হাঃ করিয়া হাসে; চক্ষু নাই—তবু চোখের কোঠর দিয়া আমাকে লক্ষ্য করে। এখনি সব আস্‌বে—এখনি সব আস্‌বে—তোমরা পালাও—পালাও।"

আশুতোষ জহুরীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অন্য ঘরে ছিল, ডাকাইলেন। জহুরী মিথ্যা গল্প করিয়াছিল—বলিল। কিন্তু দেবেন্দ্র উচ্চ হাস্য করিল। দেবেন্দ্র বলিল,—কি মিছে—কি মিছে। ঐ যে তারা দু'জনে আসিয়াছে। ঐ যে সব সিঁড়িতে উঠিতেছে! বলিতেছে—হীরা গঙ্গাতে ফেলিয়া দিয়াছিস্—ডুব দিয়ে তোল। ঐ দেখ, ওমরাও পুত্র হাত পাতিয়া বলিতেছে—'দে হীরা আমায় দে। যা—যা—জলে থেকে তুলিয়া আন্।' শুনিতেছ না—শুনিতেছ না?" আশুতোষ বলিলেন, "তুমি স্থির হও, আমি ডুবুরী দিয়া হীরা উঠাইয়া আনিব।' দেবেন্দ্র বলিল—"না না—ডুবুরী আনিলে হইবে না, আমাকেই তুলিতে হইবে। হীরা আনিলেও নিস্তার নাই,—এই ওরা সব বাড়ী ফিরিয়া চাহিতেছে, জায়গা-জমী চাহিতেছে—জিনিসপত্র চাহিতেছে।"

আশুতোষ সতর্ক লোকজন নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভাদ্রবধূকে বলিলেন,—"বৌ বিশেষ সতর্ক থাকিবে, যেন কোনরূপে উঠিয়া না যায়।" নিত্য আসিয়া ভাইয়ের তদ্বির করেন। ক্রমে পৈতৃক বাটীতে আসিয়া ভ্রাতার তদ্বিরের জন্য রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই ভ্রাতার নিকট সতর্ক লোক থাকে। বায়ু-সেবনের নিমিত্ত লইয়া যান। এই সকল উপায়ে যেন নিদারুণ ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইতে লাগিল। ক্রমে এতদূর উপশম হইল যে, স্ত্রীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন, স্ত্রীর প্রতি তাহার আর পূর্ব্বের উপেক্ষার ব্যবহার নাই, ইহাতে সকলের মনে আশা জন্মিল।

নিত্যগোপাল তখন দশবৎসরের বালক; কিন্তু চিন্তাশীল। পিতার অবস্থার কথা চিন্তা করে। একদিন প্রিয়নাথের সহিত আশুতোষের কথায় বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার পাপজনিত মস্তিষ্ক-বিকার। বালকের প্রতি যদিও দেবেন্দ্রের স্নেহের অভাব ছিল, কিন্তু বালক মাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পিতার বিষয় ভাবিত। একদিন 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' পড়িয়া বালক জানিল যে, ব্রহ্মশাপে সগরবংশ ধ্বংস হওয়ায় গঙ্গা আনিয়া ভগীরথ, বংশের উদ্ধারসাধন করিয়াছিল। বালক ভাবিতে লাগিল, পিতার পাপমোচনার্থে সে কি কোন কার্য্য করিতে পারে না? আশুতোষের অপেক্ষাও যেন বালক পিতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু বালকের হৃদয়ে নাই। যে কারণেই হউক, তাহার মনে হইত যে, তাহার পিতার কোনরূপ উপশম হয় নাই; বাহ্যিক উপশমমাত্র। আশঙ্কা পিতৃব্যকে জানাইল, কিন্তু আশুতোষ সান্ত্বনা-বাক্যে বলিলেন—"তুমি বালক, বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার পিতা আরোগ্যের পথে আসিয়াছে।" এরূপ আশারও যথেষ্ট কারণ, স্ত্রীর গৃহে শয়ন করিতে দেবেন্দ্র নিত্য যান এবং ভাদ্রবধূর দ্বারা আশুতোষ সংবাদ পান যে, উত্তরোত্তর উন্নতিই বটে। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন প্রাতে একটা গোলযোগে আশুতোষের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেবেন্দ্র হাত-মুখ ধুইতে যাইয়া আর ফিরিয়া আইসে নাই। অনেক অনুসন্ধান হইতে লাগিল, দেবেন্দ্রের তত্ত্ব পাওয়া গেল না। বৈকালে সংবাদ আসিল যে, হেদোয় একটা মড়া ভাসিয়া উঠিয়াছে, মৃতদেহ তীরে তোলা হইয়াছে, সকলেই বলিতেছে—সে দেবেন্দ্র। ব্যগ্রচিত্তে আশুতোষ গিয়া দেখে যে, দেবেন্দ্রই বটে। দৃঢ় মুষ্টিতে কাদা ধরিয়া রহিয়াছে।

দেবেন্দ্রের এইরূপ অপঘাত-মৃত্যুর পর সরোজিনীর আর আত্মগ্লানির সীমা রহিল না। তাঁহার স্থির ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার অসতর্কতাতেই তাঁহার স্বামী বাটী হইতে বহির্গত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই ঘোর দুশ্চিন্তায় দুই তিন মাস পরে তাঁহারও মৃত্যু হইল।

আশুতোষ নিত্যগোপালকে বাটী লইয়া গেলেন। নিত্যগোপাল সকাতরে জ্যেষ্ঠতাতকে মিনতি করিয়া বলিল, "আমি গয়াধামে পিতা-মাতার পিণ্ডদান করিব।" আশুতোষ নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু বিশেষ কার্য্য-

বশতঃ যাইতে পারিলেন না, উপযুক্ত লোক সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার দুই চারিদিন পরে আশুতোষ নিত্যগোপালের হস্তাক্ষরে একখানি পত্র পাইলেন। পত্র পড়িয়া স্তম্ভিত হইলেন। নিত্যগোপাল লিখিয়াছে যে, তাহার পিতা অপঘাতে মরিয়াছেন, তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিবেন। ভগীরথ পিতৃপুরুষ উদ্ধারার্থে কঠোর তপস্যায় গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। ভগীরথের সার্থক জন্ম। নিত্যগোপাল শুনিয়াছে যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ ঊর্দ্ধে ও নিম্নে মুক্ত হয়। তাই পিতৃপুরুষের হিতার্থে নিত্যগোপাল সেই পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে তাহার বিশেষ অনুরোধ যে, যে সকল ব্যক্তির নিকট মন্দ উপায়ে তাহার পিতা সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সে সকল, তাহাদের যে উত্তরাধিকারী আছে, তাহাদিগকে পুনরর্পিত হউক। বক্রী যে বিষয় থাকিবে, সমস্ত যেন সৎকার্য্যে নিয়োজিত হয়। পত্র পাঠে আশুতোষ নিশ্বাস ছাড়িলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, ভাবিয়াছিলেন, সমস্ত সম্পত্তি সুবোধ নিত্যগোপালকেই দিবেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শোকমিশ্রিত আনন্দও জন্মিল, একবিন্দু অশ্রুপাতও হইল। গদগদবচনে বলিলেন, "আমাদের কুল উদ্ধারের নিমিত্ত পিতৃদেবগণের পুণ্যে কে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

ভক্তচূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে বিবেকানন্দ প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বরের মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহার জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন; ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম "বিলে" নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রাম দাদা বলিলেন, —"বিলে, কি এদিক্ ওদিক্ ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে বেড়াস্—যদি ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌বার ইচ্ছে থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল্;—এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না।" রামবাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বর আসিলেন, তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, "তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী কর্‌লি? গৃহীলোকের সহিত কথা কহিয়া আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব।" বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রাম দাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম! সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা। বিবেকানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথাই ভাবেন। এ কি—এরূপ কখনো দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট!

খ্যাপার কথা রাম দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —পরিচয় পাইলেন,—খ্যাপা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনী-বিদ্বেষী; শিশুকালে

মৃণ্ময়-শ্রীরামমূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন; কিন্তু যে দিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সে দিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভাল লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কল্‌কে কিনিয়া আনিলেন, সেইটী মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভান করিয়া বাল্যখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব-উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই! 'স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ' সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, প্রেমের শৃঙ্খল দিন দিন তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেমে—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই; গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন, —"শোন না, কথা শোন না।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—"কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি করিতে আসিস্?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।" ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া, বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরুশিষ্যের প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন,—"ও তোমার মাথার ব্যায়রাম!" দেবদৃষ্টিতে পরমহংসদেব যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন,—"ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম! অন্ধবিশ্বাসে সাকার মূর্ত্তি মান।" বিবেকানন্দ বলিতেন, এইরূপে তো তর্ক-বিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?" (পরমহংসদেব অন্ধ বিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন) জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?" গদগদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, সেই দিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম! বলিতেন,—"অন্ধ বিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, আমি স্বয়ং অন্ধ বিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ যতই দিবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণ অযৌক্তিক হয়। বিদ্যা বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না। এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তি, সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোনরূপ অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ, গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন,—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিও না।" কিরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড় বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্য ও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়। গুরু-উপদেশে ও সাধনার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন, সমাধি মস্তিষ্কের বিকার নয়, গুরুর নিকট সমাধিলাভের প্রার্থী হইলেন,—বলিলেন,—"আমায় পরম পদার্থ নির্ব্বিকল্প সমাধি দান

করুন। আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব।" গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"এই নির্ব্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত? ইহা তো পূর্ব্বে এক দিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময়, তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম, তুমি ভয় পাইয়া বলিলে,—'করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে।' দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি, পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম,—একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদানমাত্রই সমস্ত শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"করো কি গো! আমার যে বাপ আছে,—মা আছে।"

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে আমরা বলিতেছিলাম, গুরু শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন —"জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আসো নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য্য কর। জীবের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতিদিবস গতে শরীরত্যাগ হয়। তুমি শক্তিমান, সমাধিলাভের পরও ফিরিবে, তোমার মহাকার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য সমাধা না করিয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।"

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের একটি অবস্থা হইল, যে সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, "যাহা চাও, তাহা এই, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি। তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।"

কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরুর কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহানচিত্ত। পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন। সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহা জ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহা ভক্তি আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত। উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাব ধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ—ভক্তিবিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্য লোকে অজ্ঞানবশত করিয়া থাকে। জ্ঞান ভক্তি এক, জ্ঞান—বিবেকানন্দ; ভক্ত—পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞানলাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব বলিতেন যে, "ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্" তাহা সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দের গান।

রাগিণী মালকোষ—তাল যৎ।

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরা'পর,
নির্ম্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল
বিভোর বাল সন্ন্যাসী॥
রবিকরকর্ষিত,
কুজ্ঝটিকা ঘন
আবরে দিনকর-কান্তি,
মায়াবলম্বন, কায়া প্রকটন,
লীলা আবরণ ভ্রান্তি;
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ,
মহাহ্রদে নদ মহা সম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান্,
দুরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী
জন-মন-মার্জ্জিত শান্তি প্রদান;
সশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় আকিঞ্চন গান,
কৃপা-কণা অভিলাষী॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল একতালা।

কে রে নরেন্দ্রবর বীরেশ্বরদেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যাবিনাশকারী॥
তমাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি, কে এনেছে সহকারী॥
রহি পরহিতে রত, শিখাবে কি মহাব্রত,
এসেছ আশ্রিত স্বত, জন-মন-তাপহারী॥
গুরুপদে বলিদান, জীবন-যৌবন-মান
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দীন-ভিখারী॥

সাহানা—ধামার।

ভুবন ভ্রমণ কর যোগিবর যাঁর ধ্যানে।
তাঁহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথ পানে॥
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানব-চিত্ত, প্রভুর গৌরব-গানে।
নানা দেশে নানা ভাবে জয়ধ্বনি একতানে॥
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক-আলোক দানে।
জন-মন-পুলকিত, মোহ-নিশা অবসানে॥

হর-গৌরী।

চরিত্র।

পুরুষ

হর, নারায়ণ, নারদ, কার্ত্তিক, গণেশ, ইন্দ্র, মদন, নন্দী, ভৃঙ্গী, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, ভৈরবগণ, দেবগণ, ব্যাধগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

গৌরী, লক্ষ্মী, জয়া, বিজয়া, পৃথিবী, রতি, মেনকা, ভৈরবীগণ, দেবীগণ, ব্যাধপত্নীগণ, নাগরিকাগণ, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

হর-গৌরী

প্রথম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

কৈলাস।

(হর-গৌরী আসীন)

জয়া, বিজয়া, নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভৈরব-ভৈরবীগণ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

(গীত)

হৃদয়-আসনে ধ্যানে হের আনন্দ-মিলন।
নির্গুণে গুণ-সঞ্চার ধীর নীরে সমীরণ॥
অনন্ত সাগর-মাঝে, অনন্ত তরঙ্গ গাজে,
লীলারঙ্গ নানা সাজে, শিব-শিবা-আলিঙ্গন॥
প্রকৃতি-পুরুষ ক্রম, একে বহু বোধ ভ্রম,
দ্বিদল চণকসম চিরমিথুন বন্ধন॥

গৌরী। জয়া, আমার কেশরী কোথায়? তোরা সব আনন্দ কচ্ছিস্, সে তোদের সঙ্গে নৃত্য কর্‌তো, আজ কেন তাকে দেখছি নি?

জয়া। কে জানে মা, সে মড়ার কি হয়েছে! বুড়ো এঁড়েটাকে দেখলে সে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌তো, এখন মুখে লাথি মেরে গেলেও কিছু বলে না, এখন সে মুখ গুঁজড়ে কাঁদ্‌ছে।

(পৃথিবীর প্রবেশ)

গৌরী। কে মা তুমি? আহা, তোমার এমন মলিন বেশ কেন?

পৃথিবী। মা অন্তর্য্যামিনি, তুমি তো সকলই জানো। তোমার সতী-দেহত্যাগে নারী সতীত্ব শিখেছে, হর-গৌ[illegible] পুনর্ম্মিলনে নর-নারীর সম্মিলন হ[illegible]; কিন্তু তারা আবাসহীন, এক স্থানে স্থায়ী নয়, তারা আহার অভাবে পশু-অন্বেষণে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, পশু-পক্ষিবধে জীবিকানির্ব্বাহ করে। অবোলা পশু, নর-ত্রাসে দিন দিন মলিন। দেখ মা, তোমার বাহন পশুরাজ কেশরী পশুর দুঃখে দিবারাত্রি রোদন কচ্চে। আমি সকলের ধরিত্রী, তাদের দুঃখ কত সইবো? বাবা মঙ্গলময় সাদাশিব, মা সর্ব্বমঙ্গলা শিবানি, পশু-পক্ষীকে অভয় দান করো, নর-নারীকে আহার দাও, নিষ্ফলা দুহিতাকে ফলবতী করো।

হর। তথাস্তু।

(ব্যাধগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ভুকে মরি জান হায়রাণ।
কেমন বাবা মায়ি, তোদের পুতে নেই টান।
পুবে লালি থেলে, অমনি কোমর আঁটি,
করি ছুটাছুটি নিয়ে তীরকাঁড়ি,
কেখুন শীকার মিলে,
কেথুন জলে যায়ি [illegible] মিলে,
ঘাম পিয়াসে [illegible]।
আসে রাতি, তথা [illegible]
গাছে কি [illegible],
খোলা [illegible]—
দিন দিন [illegible]।

ব্যাধ। লে বাবা [illegible] লে, তোদের পূজা লে। রোজ রোজ পূজা কর্‌বো মনে করি, তা বনে বনে শীকার পেছনে ঘুরি, কোন দিন মেলে—কোন দিন মেলে না। পেটে খেতে পাইনে, কেমন ক'রে পূজা কর্‌বো। ঘর নেই, রোদে ঘুরি, জলে ভিজি, হিমে

কাঁপতে থাকি, ছেলে-মেয়েগুলোর পানে চাইবি নি। তোরা বাপ-মা—তোরা দেখবি নি তো দেখবে কে ?

গৌরী। বাবা, পরমানন্দ সদাশিবের কৃপায় তোমাদের সংসার আনন্দময় হবে।

(রতি ও পশ্চাতে মদনের প্রবেশ)

বাছা, তোমরা কে ?

মদন। মা, আমি অনঙ্গ, তোমার কৃপায় মায়া-অঙ্গে সস্ত্রীক হরগৌরী-দর্শনে এসেছি। পুরুষ-প্রকৃতির নিত্য-নবলীলা দর্শন ক'রে চরিতার্থ হবো।

রতি। বাবা, তুমি সদাশিব শিবময়,—আর বাবা বামদেব হ'য়ো না। রঙ্গময়ীর সঙ্গে নবরঙ্গে তোমায় দর্শন কর্‌বার বড় সাধ, সে সাধ পূর্ণ করো।

হর। তথাস্তু।

(পৃথিবী, মদন-রতি ও ব্যাধগণের গীত)

সকলে।—পূর্ণ আশা এসে কৈলাসে।

মদন ও রতি।—হবে নবভাবে নবলীলা,
নগবালা-দিক্‌বাসে॥

ব্যাধগণ।—পেটের দায় আর কি ছুটি,
পেটে মিল্‌বে দু'মুটি,

পৃথিবী।—হব ফলবতী, সদয়-হৃদয়
হৈমতী-ধূর্জ্জটী;

সকলে।—জয় জয় গৌরী-হর,
পরমানন্দময়ী পরম আনন্দ কর,
জয় জয় আনন্দলীলা গাও রে পরম-উল্লাসে॥

[পৃথিবী, মদন-রতি ও ব্যাধগণের প্রস্থান।

হর। ভগবতি, আজ সকলে আনন্দ ক'রে গেল। এখন তুমি ভোজনানন্দের উদ্যোগ করো। আনন্দময়ীর কৃপায় ভূতদানা নিয়ে আনন্দ করি।

গৌরী। ওদের তো মুখের কথায় "তথাস্তু—তথাস্তু" ব'লে বিদায় কর্‌লে, এখন হাঁড়ী যে শুকুচ্চে, ঘরে অন্ন নাই, তার হুঁশ আছে ? দেখ, কে যেন কাকে বলচে—উনি নেশার ঝোঁকে ঢুলচেন। শুন্‌ছো, ঘরে অন্ন নেই।

হর। সে কি ? এই তোমার বাপের বাড়ী থেকে অনেক সামগ্রী এল, ফুরুলো ? ঢের অন্ন আছে, দেখ গে।

গৌরী। সংসারের তো কিছু দেখ শোন না, ভূতদানা নিয়ে নেচে বেড়াও। বাপের বাড়ী থেকে যা এসেছিল, তাতে এত দিন চল্‌লো, চিরকাল চল্‌বে ?

হর। তুমি দশ হাতে খরচ কর্‌বে, চল্‌বে কেমন ক'রে বলো ?

গৌরী। শোন, ভাঙ্গড়ের কথা শোনো, আমি দশ হাতে তো খরচ করি, বার মুখে যে খাও, তার হুঁশ আছে ? এই গণেশটি যা হোক, ডাগর-ডোগর হয়েছে, তুমি আপনিই নাম রেখেছ লম্বোদর, সে ত হাতীমুখে খায়, কার্ত্তিকটি দেবকার্য্যে ঘুরে বেড়ায়, সোমত্ত ছেলে, খিদে পায়, সেটি ছ'মুখে খায়; আর তোমার পাঁচ মুখে সৃষ্টি দিলেও কুলোয় না। আমি দশ হাতে সব খরচ ক'রে ফেলেছি, বল্‌তে লজ্জা হয় না ? নির্গুণ পুরুষের দশাই এক।

হর। আর বকিয়ো না—বকিয়ো না। তুমি তো সগুণ, সেই ভাল।

গৌরী। এই আমার গুণেই চলচ বলচ। আমি যে ক'রে সংসার চালাচ্চি, তা আমিই জানি।

হর। নাও নাও, তোমার গুণ জানা গেছে। কথায় বলে, স্বামি-ভাগ্যে পুত্র, আমার দুই সোনার চাঁদ ছেলে। আর স্ত্রীভাগ্যে ধন, তোমার ভাগ্যেই আমি ভিক্ষা ক'রে বেড়াই, আবার কথা ক'চ্ছ ?

গৌরী। বলি হ্যাঁগা, নিমুরদে হ'লে কি হায়াও থাকে না ? কত সুখেই রেখেছ, আবার খোঁটা দিচ্চেন। কখনো একখানা অলঙ্কার পর্‌তে পেলুম না, একখানা ভাল কাপড় পর্‌তে পেলুম না—লোকে নাম রেখেছে দিগম্বরী। বাপের বাড়ী থেকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দেয়, ওঁর ভূতদানায় সব নয়-ছয় করে। তা করুক্ বাপু, কিছু বলিনি। স্ত্রী-পুত্রকে অন্ন দিতে হয়, তা কি পাঁচ জনকে দেখেও শেখনি ? আমার কপালে আগুন, তাই এই ঘর কচ্চি। আর ভাবতে পারি নি, দিন দিন ভেবে ভেবে কালী হলুম।

হর। আর তোমার নিত্যি ধেই ধেই নাচুনিতে আমারও হাড়মালা সার করেছ!

গৌরী। তবে থাক—আজ হাঁড়ি শিকের তোলা থাক্। আমি চল্লুম, তুমি গাঁজা খেয়ে ঝিমোও। তার পর ছেলে দুটো 'মা' ব'লে এলে বল্‌বো,—'যা, তোদের জন্মদাতার কাছে যা, না হয় তো তোদের মামার বাড়ী গিয়ে খেগে, এ ভাঙ্গড়ের বাড়ী অন্ন নেই।'

হর। নন্দি, এঁড়েটা খুলে আন্, ভিক্ষেয় বেরুই। শিব তো নয়, মাগীর তাড়নায় শব হয়ে রয়েছি!

গৌরী। ভিক্ষেয় যাচ্চ। নিত্য ভিক্ষে দেবে কে?

হর। আমার কপালে ছাই. তবে কি কর্‌বো বল? ব'সে থাক্‌লে বল্‌বে, 'ঝিমুচ্চে', ভিক্ষেয় যাচ্ছি, বল্‌ছ, 'দেবে কে?' আমার কি তোমার বাপের মত রাজ্য আছে যে, আমি চালাবো?

গৌরী। কেন, সংসারী হয়েছ, একটা উপায় কর্‌তে পারো না?

হর। এখন কি উপায় করি বল?

গৌরী। ঘরে অন্ন নেই, যাতে অন্ন হয়, তাই করো,—চাষ করো।

হর। নন্দি, শোন্; মাগী বলে কি শোন্! বলে, লাঙ্গল ঠেলো:—তার পর দেবতারা জেতে ঠেলুক।

গৌরী। আহা, মিন্সের জাত-কুল তো কত আছে—জেতে ঠেল্‌বে! ঘটে বুদ্ধি নাই, আমার বুদ্ধি নাও, চাষ করো যে, বার মাস ঘর অন্নে পূর্ণ থাকবে।

হর। বড় সোজা কথাটি ব'লে দিলে, চাষ কি না হাত দে হয়! তার জমী চাই, বীজ চাই, লাঙ্গল চাই, হেলে চাই, কৃষাণ চাই, সার চাই,—কত কি চাই, তা জানো? তবে চাষ হয়। মুখের কথা ব'লে দিলেন, 'চাষ করো।' বল্‌ছিলে নয়, আমার আক্কেল নাই? কার আক্কেল নেই, দেশে-দশে দেখুক্!

গৌরী। তোমার যদি আক্কেল থাক্‌তো, তা হ'লে আমার আক্কেল নেই, এ কথা মুখে আন্‌তে না। ইন্দ্রের কাছে জমী পাটা ক'রে নাও, কুবেরের কাছে বীজ নাও, বলরামের কাছ থেকে লাঙ্গল আনাও, আর তোমার বুড়ো এঁড়েটা আছে, আর যমের কাছ থেকে মোষটাকে নিয়ে এসো। আর সার? তোমার এঁড়েতে আর আমার সিংহীতে পর্ব্বতপ্রমাণ ক'রে রেখেচে।

হর। নন্দি, কি বলিস্ রে?

নন্দী। বাবা, লেগে যাই এসো।

হর। আচ্ছা, লাঙ্গলের [illegible], কোদাল, নিড়েন, এ সব কোথায় পাই?

গৌরী। কেন, তোমার শূলটো ভেঙ্গে সব গড়ে নাও না?

হর। শূল ভাঙ্‌বো?

নন্দী। (জনান্তিকে) বাবা—বাবা,—ভিক্ষেয় বেরিয়ে পড়ো। বেটী তোমার শূলী নাম ডোবাবে, শূলগাছটাও রাখ্‌বে না!

গৌরী। কেন, শূল নিয়ে কি করবে? ঐ এক শূলেই সব চাষের যন্ত্র হবে। তুমি না পারো, আমায় দাও, আমি বিশ্বকর্ম্মাকে ডেকে সব তোয়ের ক'রে নিচ্ছি।

হর। আচ্ছা, নাও।

ভৃঙ্গী। (জনান্তিকে) বাবা, কর্‌লে কি গো!

হর। চুপ কর না, দেখি না, কোন্ অগ্নি আমার শূল গালায়!

গৌরী। গালাতে পারি না পারি, তখন বুঝবো। ভৃঙ্গী, তুই যা, ইন্দ্রের কাছ থেকে জমীর পাটা নিয়ে আয়, কুবেরের কাছ থেকে বীজ নিয়ে আয়, বলরামকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে লাঙ্গলটা কাঁধে ক'রে আনিস্।

ভৃঙ্গী। মৃত্যুনাথের বাড়ী মোষ আন্‌তে কে যাবে মা?

গৌরী। ভয় কি, মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ক'রে যা, মৃত্যুঞ্জয় হবি।

হর। আচ্ছা, ও যাচ্ছে, বিশাইকে ডেকে আগে শূল্ গলাও।

(বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ)

বিশ্ব। বাবা, কেন স্মরণ করেছ?

হর। বাবা বিশাই, এই শূলটা গলাও তো, গালিয়ে চাষের যা যা দরকার, তোয়ের ক'রে দাও।

বিশ্ব। মা ক্ষেমঙ্করি, ক্ষমা করো, শিব-শূল গলায়, এমন শক্তি অনলের নাই।

নন্দী। (জনান্তিকে) বাবা, বেটী খুব জব্দ হয়েছে।

গৌরী। কি, শিব-শূল গলে না? কি ভোলা, আমায় ভুলাবে? কার নামে তুমি দিগম্বর? কার নামে তুমি শ্মশানবাসী? কার নামে তুমি সদাই বিভোর? কার নামে পতিতপাবনী সুরধুনী প্রবাহিণী হয়ে তোমার জটামাঝে বিরাজ কচ্ছে? কার নামে পাপীর পাষাণ-হৃদয় দ্রব হয়? পাপ-জড়িত কঠিন হৃদয় হ'তে কি তোমার শূল কঠিন যে, দ্রব হবে না? ভোলা, হরিনাম করো, দেখি, শূল দ্রব হয় কি না!

হর। উঃ, ক্ষেপীর ঘটে বুদ্ধি আছে বটে!

ভৃঙ্গী। বাবা, বেটী শূল গলালে, গলুক বাবা! —গাও বাবা, হরিনাম গাও, নেচে নি— শূল গলুক বাবা।

হর। বেশ বলেছিস্ বাপ! নাও বিশাই, এখন শূল গল্‌বে, তুমি গড়ন গড়ো।

(চতুর্দ্দিক্ হইতে ভৈরব-ভৈরবীগণের প্রবেশ ও সকলের হরিসংকীর্ত্তন)

বল প্রেমসে বদনে হরিবোল।
নেচে গগনভেদী তোলো রোল॥
অচল সচল ভূচর খেচর গাও রে হরিনাম;
নামের রঙ্গে নাম-তরঙ্গে ভাস অবিরাম;
অনল-জল পবন তপন, নামে দ্রব হও রে গগন,
নামে দ্রব হরির-শ্রীচরণ;
নামের প্রেমে দ্রবময়ীর তরঙ্গ গায় উতরোল।

হর। নন্দী-ভৃঙ্গী তোরা সব আয়, আমি দেবতাদের কাছে আপনিই সব জোগাড় কচ্ছি।

[জয়া-বিজয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজয়া। রঙ্গময়ীর আজ এ কি নূতন রঙ্গ? দেবদেবকে কৃষী সাজাচ্ছে!

জয়া। বিজয়া, তবে কৃষী কে? তুই কি জানিস নি, পুরুষ-প্রকৃতিতেই সৃষ্টি;—পুরুষ-প্রকৃতি ভিন্ন সৃষ্টিতে আর কি আছে? দেবদেব পুরুষরূপী, মহাদেবী প্রকৃতিরূপিণী। মা সতী-দেহ ত্যাগ ক'রে জগতে সতীত্বের মহিমা প্রচার করেছেন;—হর-গৌরীর প্রেম-সম্মিলনে জগতে নর-নারীর প্রেম-সম্মিলন হয়েছে। জগদ্‌গুরু শিব ব্যতীত কে কৃষি-কার্য্য শেখাবে, কার কৃপাদৃষ্টিতে পৃথিবী শস্যশালিনী হবে! এ হর-গৌরীর কন্দল নয়, জগতের মঙ্গল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

বৈকুণ্ঠ।

নারায়ণ ও লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। প্রভু, তোমায় ছেড়ে আমি পৃথিবীতে কতদিন থাক্‌বো?

নারা। দেবি, তুমি তো জান, আমাদের পালন-ভার। পৃথিবীতে নর-নারী সম্মিলন হয়েছে, কিন্তু সে নর-নারী এখন পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করে। প্রজাপতির প্রজা-সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু স্থিতির উপায়? দেখ, বর্ব্বর নর আবাস-নির্ম্মাণ জানে না। পশু যেমন পশুবধ ক'রে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করে, বর্ব্বর নরও সেইরূপ পশু-হননে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আবাস নাই, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই;—তরু-তল আবাস, পশুমাংস অশন, পশুচর্ম্ম বসন। নরের মঙ্গলার্থে মঙ্গলময় দেবদেব কৃষী হয়েছেন। তুমি ক্ষেত্রে উদয় হও। বর্ব্বর মানব শান্ত কৃষী হোক,—অন্নের সংস্থান হোক;—বনে বনে ভ্রমণ না ক'রে একস্থানবাসী হোক। আবাস নির্ম্মাণ করুক, শিল্পী হোক;—গৃহে অন্ন হ'লেই মানবের বর্ব্বরতা দূর হবে; সৃষ্টি-স্থিতি-কার্য্য সুসম্পন্ন হবে; ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্থাপন ক'রে আমাদের পূজা করবে, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি-স্থিতি হবে। ঐ দেখ, বিমানচারী দেব-দেবীরা মহাদেবের শস্য-ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য আস্‌ছে ইন্দ্রের বারিবর্ষণে পৃথিবী রজস্বলা.

যজ্ঞের বীজে গর্ভবতী, তোমার প্রসন্ন-দৃষ্টিতে ফলবতী হবে।

লক্ষ্মী। দেখ প্রভু, আবার যেন সাগরে বিসর্জ্জন দিয়ো না!

নারা। দেবি, পৃথিবীতে আমার পালন-কার্য্য, সে কার্য্যে তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, তুমি সঙ্গে না থাক্‌লে পালন-কার্য্য কর্‌বো কেমন ক'রে?

লক্ষ্মী। প্রভু, এক ভ্রান্তি দূর করুন,—দেবদেবের সংহার কার্য্য, তিনি হলধারী হলেন কেন?

নারা। দেবি যোগ-দৃষ্টিতে দেখ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় একই কার্য্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একে তিন, কেবল নামে পার্থক্য; সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। সংহার জীর্ণ পুরাতন সৃষ্টির সংস্কার মাত্র—নব সৃজনের কারণ! দেবদেব মহাদেব জগদ্‌গুরু, আর অন্য গুরু নাই, তিনি একমাত্র শিক্ষাদাতা। তিনি কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিতে হলধারী। শিব শুভকারী, জীবের শুভকার্য্যে রত। কৃষিকার্য্য অবলম্বনে মানব কৃষিকার্য্য শিক্ষা করে, আর উলঙ্গ ধনুর্দ্ধারী হয়ে পেটের দায়ে জীবহিংসা কর্‌বে না।

লক্ষ্মী। ঠাকুর, তবেই তো আমায় মজালে, ধরাতলে আমায় অচলা হয়ে থাক্‌তে হবে।

নারা। হ্যাঁ দেবি, থাক্‌বে বই কি। সুজলা ভারত হল-সঞ্চালনে অজস্র শস্যপূর্ণা থাক্‌বেন, বুভুক্ষু নরের দুঃখ দূর হবে। যতদিন স্বর্ণপ্রদ কৃষিকার্য্য মানব না পরিত্যাগ কর্‌বে, ততদিন তোমায় অচলা থাক্‌তে হবে।

লক্ষ্মী। কিন্তু প্রভু, যে দিন কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ ক'রে নর জঘন্য দাসত্ব-বৃত্তি অবলম্বন কর্‌বে, সে দিন আমি নর-আবাস পরিত্যাগ কর্‌বো।

নারা। সেই দিনই তো পৃথিবী শ্রীহীনা হবে।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। এসো মা—এসো, দেরী করো না,—শিবের শস্যক্ষেত্রে ব'সে, হর-গৌরীর লীলা দেখবে। বিরহ-বিধুরা গৌরী নবমোহিনী-বেশে শিবকে মোহিত ক'রে কৈলাসে নিয়ে যাবেন। দেখবে এসো—দেখবে এসো, আমি মন্ত্রণা দিয়ে নিয়ে এসেছি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

গৌরী, জয়া ও বিজয়া।

গৌরী। ওই তো অদূরে শস্যক্ষেত্র, কই জয়া, ভোলা কই?

জয়া। মা, তুমি যেমন ঢেঁকীচড়া মিন্সের কথা শুনে এলে, চল মা, ঘরে ফিরে চলো।

গৌরী। জয়া, শিব বিনা যে আমার ঘর শূন্য, সে বিনা আমি যে অচেতন—জড়—তা কি জানিস নে! তাঁর চেতনে আমি চৈতন্যময়ী, তাঁকে ছেড়ে কোথায় থাক্‌বো! প্রায় বর্ষ গত—মাঘ মাসে তিনি কৈলাস ছেড়েছেন, পৌষ উপস্থিত, আবার মাঘ ফির্‌লো,—জয়া, তবু তো ভোলা ঘরে ফির্‌লো না।

(গীত)

ভোলা ভুলে কোথা রহিল।
মাঘে অনুরাগে মেঘ বরষিল,
ফাল্গুন আগুন মলয় বহিল,
মধুমাসে ভাসে মধু কুসুম হৃদে,
বিরহি-হৃদে মধু নহিল॥
ঝড়দল বাদল, দামিনী দমকিল,
শারদা-কৌমুদী নিশা বিমোহিল,
মোদিনী মেদিনী, কুসুম-অঙ্গিনী,
হৃদি-কুসুম মম মুদিল॥
হেমন্তে হিমহার ঝর ঝর ঝরিল,
সাজিল সিত পীত হরিত লোহিত নীল,
দিবাকান্তকর প্রশান্ত করিল,
প্রাণকান্তে কে লো মোহিল॥

জয়া, কি উপায় করি? আমি পায়ে ধ'রে কৈলাসে নিয়ে যাই।

জয়া। মা, কেমন সুন্দর শস্যক্ষেত্র হয়েছে দেখছো, উনি কি এ ফেলে কৈলাসে যাবেন?

গৌরী। তবে চল জয়া, কার্ত্তিক-গণেশকে নিয়ে আসি, তাদের মায়ায় যদি ফেরেন।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মামী এসেছ, বেশ করেছ!

জয়া। তুই হতচ্ছাড়া মিন্সে আবার কি করতে এসেছিস্ রে?

নারদ। তুই কি বুঝবি বল্? আমার মামীর জন্যে প্রাণটা কত্ কত্ করছে, তোর মত কি ডাকিনীর প্রাণ!

জয়া। তবে রে, ঢেঁকীচড়া মিন্সে, আবার কোঁদল বাধাতে এসেছ বুঝি? দুর্গা দুর্গা! সকালবেলায় মিন্সের মুখ দেখলুম!

নারদ। আমার মুখ দেখলি, তোর ভাগ্যি ভাল; —খেতে না পেয়ে আঁতে-কন্তালে পেট পড়ে গিয়েছে, আজ খুব পেট ভ'রে খেতে পাবি। মামী, ও ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কি কিছু উপায় করতে পারবে? আমি যা বলছি, শোনো। তুমি তো জান না, মামা এখন ব'য়ে গিয়েছে, কতকগুলো এখানে কুঁচনী মাগী জুটেছে, তাদের পাছু পাছু ফিরছেন।

গৌরী। বটে—নারদ, বটে? জয়া, আমি তো তোরে বলেছি, কোন্ ভাগ্যবতীর কামনা পূর্ণ কচ্ছেন। কে কায়মনোবাক্যে পূজা করেছে, আশুতোষ আমায় ভুলে তাদের হয়েছেন।

নারদ। আ আবাগের বেটী! হুঁ, কে আর পূজা করেছে? মামার স্বভাব তো জানো না, মামা ঐ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

গৌরী। অ্যাঁ—বটে—বটে! ঘর-সংসার ভাসিয়ে দিয়ে কুঁচনী নিয়ে মেতেছে?

নারদ। তবে আর তোমায় বলছি কি?

গৌরী। চ' তো জয়া—চ' তো। একবার বেহায়া মিন্সেকে দেখি। আজ ভাল ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দেবো। মা! কি অভাগ্যি গো! এই কুঁচনী মাগীদের নিয়ে আছে।

নারদ। মামী, ওতে কিছু হবে না, ওতে কিছু হবে না! তুমি তো আর এখানে থাকতে পারবে না, আর ধ'রে নিয়ে যেতেও পারবে না। মামাকে কি ব'লে গাল দেবে বল? মামার কি গাল আছে? কুঁচনী-মাগীরা কত কি বলে গো—তা আর কি বলবো। তোমার গালে কি মামার হায়া হবে! তুমি ন'টো পুরুষের রীতি জান না মামী, ওদের গালে লজ্জা নাই। আমার কথা শোনো, তুমি কুঁচনী সেজে মামাকে জব্দ করো।

জয়া। মিন্সের কথা শোনো, মা কুঁচনী সাজবে কি?

নারদ। তবে যা, মামীকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে যা। মামী সেথা বাঘছাল পেতে প'ড়ে কাঁদতে থাকুন, আর মামা কুঁচনীর ঠোনা খান। তুই মাগী ডাকিনী, মোষের রক্ত খেগে, প্রেমের ধার ধারিস্ কি?

জয়া। তবে রে লক্ষীছাড়া মিন্সে, ঠোনায় গাল বেঁকিয়ে দেব।

নারদ। ওঃ, মাগী কি লক্ষীমন্ত ডাইনী গো! এই ডাইনীগুলো কাছে রেখেই তো মামীর ঘরে অন্ন নাই। মামী, শোনো, যদি মামাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাও, তা হ'লে কুঁচনী-সাজে মামা বেটাকে বুড়ো এঁড়ের মতন নাকে দড়ি দে কৈলাসে টেনে নিয়ে যাও।

গৌরী। হ্যাঁ নারদ, বলিস্ কি রে, কুঁচনীবেশে কি মহাদেব মোহিত হবেন?

নারদ। তুমি জান না মামী, চাষ ক'রে মামার চাষার মতন পচ্ছন্দ হয়েছে। নইলে আর তোমায় মনে পড়ে না, কুঁচনী নিয়ে আছে।

গৌরী। কি বলিস্ জয়া?

জয়া। মুখপোড়া বলছে মন্দ না।

নারদ। মামী, স'রে যাও—স'রে যাও; মামা এই দিকেই আসবে! এই গাছতলাটিতে বসে।

গৌরী। নারদ, কুঁচনীবেশে ভোলাতে পারবো?

নারদ। মামী, আমি মদন-রতিকে ডেকে পাঠিয়েছি।

গৌরী। আবার তাদের কেন ডাক্‌লি? ক্ষ্যাপা মানুষ, আবার মদনকে যদি ভস্ম করে।

নারদ। তার যো কি মামী! মদনটা একলা গিয়েছিল ব'লে ভস্ম করেছিল;— রতি সঙ্গে থাক্‌লে, মতি ফিরে তোমার মোহিনীমূর্ত্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে পাছু পাছু ছুটোছুটি কর্‌বে। দেখো মামী, বেটার কথায় যেন গ'লে যেও না, যেমন তোমায় ছেড়ে আছে, তেমনি খুব নাকাল ক'রো। যাও—যাও, সরে যাও— আস্‌বার সময় হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

শস্যক্ষেত্র।

মধ্যস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমান)

(ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেখ—দেখ, ক্ষেত্রের কি শোভা হয়েছে। আমার নন্দন-কানন পরাজিত!

শচী। মরি মরি, দেবদেব হলধারী; স্বয়ং লক্ষ্মী এসে উদয় হয়েছেন। ক্ষেত্রের শোভা হবে না? ধন্য ধরা, আজ হরের কৃপায় শস্য-শালিনী, জীবপালিনী!

(সকলের গীত)

নির্ম্মল শ্যামল নীলগগনে মিলে!
নীল তরঙ্গিত ধীর অনিলে।
রাশি রাশি, নয়নবিলাসী,
নীলরাজি ঢলে হিলে॥
স্বর্ণ বিভূষিত রবিকর-চুম্বিত,
শিহরিত সুললিত, তরে তরে কম্পিত,
আশ-বিকাশিত, মেদিনী মোদিত,
অঙ্কিত সুলজল গগন সুনীলে।

ইন্দ্র। চল, আমরা অন্তরাল হ'তে হর-গৌরীর নবলীলা দর্শন করি।

[প্রস্থান।

(শিব ও নন্দী-ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী। দেখেছ বাবা, কেমন ফসল, মা লক্ষ্মী আপনি এসে দাঁড়িয়েছে।

হর। মা লক্ষ্মী আসবে না বাবা, মা লক্ষ্মী আসবে না, মেয়ে কি বাপকে ফেলে থাক্‌তে পারে? এইবারে বেটীকে কাছে রাখবো, আর নারায়ণের ঘরে পাঠাবো না।

নন্দী। তা চলো বাবা, ধান কেটে নে কৈলাসে যাই।

হর। না, আর কৈলাসে কে যায়! এমন ধান হলো, মাগীর ডাকিনী যোগিনীকে খাওয়াতে? তুই যেমন, দিব্যি মজায় আছি, আর কৈলাসে যাবো না, মাগী যেমন মুখনাড়া দেয়, তেমনি একলা থাকুক।

ভৃঙ্গী। বাবা, মাকে না দেখে মন কেমন কচ্ছে।

হর। নে নে, এইবার গাঁজা টেনে নে, চল, ধান কাটি গে! নে, চল—

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মামা, খুব শস্য হয়েছে।

হর। (স্বগত) এ বেটা আবার কন্দল বাধাতে এলো না কি?

নারদ। মামা, দিব্য শস্য হয়েছে! এইবার কেটে নিয়ে কৈলাসে চলো, আর ক?

হর। আর বাবা, এখন কি যাবার যো আছে, এখনো কত কি কারকিত [illegible]কো। তুমি ঋষি মানুষ, এ সব তো কি[illegible]নো না! কৈলাসে যদি যাও তো ব[illegible] এখনও ঢের বাকী। এখনও চাষের কি হয়েছে?

নারদ। বটে—মামা, বটে, তবে আমি যাই, কৈলাসে গিয়ে বলি গে।

হর। কাজ কি বাবা, আবার তোমার কৈলাসে গিয়ে। সেখানে গিয়ে আর কি কর্‌বে?

নারদ। খবরটা দি গে গো,—এখনো মামা ছ'মাস আস্‌তে পার্‌বে না।

হর। না, না, তোমায় আর সংবাদ দিতে হবে না, আমি আজ নন্দীকে দিয়ে খবর পাঠাবো। আমি চল্লুম বাবা, আমায় এখন, ঢের কাজ কর্‌তে হবে।

নারদ। তবে আর খবর দিতে হবে না, আ

হর। হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি এসো—তুমি এসো।

[নারদের প্রস্থান।

বেটা কৈলাসে যাবে! খবর পেলে আসবে; যদি আসে, আমি বল্‌বো যাবো না—আর কি! নেহাৎ পেড়াপেড়ি করে, বলদ চেপে মার ছুট!

[নন্দী-ভৃঙ্গী সহ মহাদেবের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মাঠের প্রান্ত।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। বীণে! নূতন রসের নূতন পালা গাইতে পার্‌বি তো? বল্‌ছিস্ আবার—'কি জানি?' বল্‌ছিস্ মন্দ নয়—বল্‌ছিস মন্দ নয়! চতুর্মুখ ধ্যানে যে ভাব পায় না, সে ভাব তুই কোথায় পাবি! বীণে, এক মজা আছে—তা বুঝি জানিস্ নে? বেশ পার্‌বি —ঠিক পার্‌বি—হর-গৌরীর নাম করে গান ধর্‌বি,—ওরে, নামের গুণে রসে ভেসে যাবে!

(মদন ও রতির প্রবেশ)

এসেছো, বেশ করেছ, ভালা মোর ভাইরে —ভালা মোর দিদিরে! দেখো, ঠিক বাগিয়ে থেকো,—পাঁচটি বাণ একেবারে ছেড়ে, রতিকে এগিয়ে দিয়ে, তার পেছনে থেকো। ভয় করো না দাদা, ধনুকে গুণ দিয়ে নাও। আমি যাই, মামী কেমন বাগ্দিনী সাজলে দেখি। ধানের ক্ষেত অপচ কচ্ছে, দেখলেই মামা তেড়ে যাবে।

[নারদের প্রস্থান।

মদন ও রতি।— (গীত)

মদন।—

লুকিয়ে তোমায় পাশে থেকে,
হান্‌বো হরে পঞ্চশর।

রতি।—

রমণ-রসে মন মাতাব,
কাতর হবেন যোগেশ্বর॥

মদন।—

রসবতী তোমা বিনা বিফল ফুলবাণ,

রতি।—

ফুলবাণে না অধীর হ'লে আমার কিসের মান;

মদন।—

সাথী তুমি রসময়ী, তাইতে আমি ভুবনজয়ী,

রতি।—

একাকিনী আপনহারা আমার আমি নই।

উভয়ে।—

স্মরহর নয় তো আজ হর, রঙ্গময়ীর নটবর॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

ক্ষেত্র-প্রান্ত।

কুঁচনীবেশে গৌরী ও সখীগণ।

(গীত)

সাম্‌লে সই কাজ সেরে যাই,
আপন মনে জল সিঁচি।
হেতা কে মিন্সে করে কচকচি মিছামিছি॥
নই তো লো তেমন মেয়ে,
এদিক্ ওদিক্ দেখবো চেয়ে,
কাজ করা তো মাছ ধরা নিয়ে;
ঝিকিমিকি কচ্ছে বেলা,
বেলাবেলি সার এই বেলা,
সাঁজ না হতে না গেলে পর,
ঘরে হবে কিচকিচি॥

গৌরী। ঐ নন্দী আমাদের গান শুনে আসছে। আমি একলা থাকি, কি জানি, সকলকে একত্র দেখে যদি চিন্‌তে পারে। যদি না ভোলাতে পারি, সকলে মিলে ধ'রে কৈলাসে নে যাবো। আল কেটে দিয়েছিস্, ধান-গাছগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিস্, নন্দী বেটা দেখে রেগে আগুন হবে। তোরা যা, আমি একলা জল সেঁচে মাছ ধরি।

[গৌরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী।—

কেরে বেটী—তবে রে বেটী—
কেরে বেটী—কেরে ?

গৌরী।—

কেন রে বেটা—তবে রে বেটা—
বল্‌তে গেলুম তোরে।

নন্দী।—

ফসল ভাঙ্গলি অপ্‌চ কর্‌লি,
তোর বাবার খেতে কি পেলি ?

গৌরী।—

তোর মার ভাতারের ক্ষেত, না ?
দু'গালে চড় খেলি।

নন্দী।—

দেখছি মাগীর মস্তি ভারি,
তোর ভাতারের না কি ?

গৌরী।—

নয় তো কি রে লাঙ্গলে,
তোর ভাঙ্গড় বাপের ভয় কি রাখি।

নন্দী।—

ভাল চাস্ তো শোন্ আবাগী,
ভালোয় ভালোয় সর।

গৌরী।—

বেটার বড় লম্বা কথা,
তোর বাপের রাখি না ডর।

নন্দী।—

ওরে বেটী—তবে রে বেটী—
বড় যে লম্বা কথা ?

গৌরী।—

সর বল্‌ছি মর্কট-মুখো,
নইলে মুখ কর্‌বো ভোঁতা।

নন্দী।—

দাঁড়া তো আবাগের বেটী,
কোন বাবা তোর রাখে !

গৌরী।—

আয় তো বেটা, ডেকে আন্ তোর
যত বাবা থাকে।

নন্দী।—

দাঁড়া বেটী, ঝাড়ি মুটি,
গুঁড়ো কর্‌বো হাড়।

গৌরী।—

তবে রে আবাগীর পুত,
কামড়ে খাবো ঘাড়।

নন্দী।—

বাপ্ রে বাপ, বিষম মাগী,
যোষ খাবার ওর দাঁত !
পাড়ি মারি বাবার কাছে,
মুখ দেখে কাঁপে আঁত।
(উচ্চৈঃস্বরে) বাবা—বাবা !—

(হরের প্রবেশ)

হর। কিরে—কিরে ?

নন্দী।—

দেখো—ক্ষেত ভাঙ্গলে, জল ছেঁচলে,
অপচো কর্‌লে মাগী,
ঘাড়ের রক্ত খেতে চায়,
ডাইনী বেটী ঘাগী !

হর। কেরে—কেরে—কই ?

নন্দী। ওই বাবা ওই !

হর। (স্বগত) মরি মরি, কি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি।
(প্রকাশ্যে) কে তুমি ?

নন্দী।

বেটী এখন ঘাড় নুইয়ে জল সেঁচ্‌চে,
মুখে নাইকো রা।

হর।

নন্দী, আমি মাগীকে বিদায় কচ্চি,
তুই যা—তুই যা।

নন্দী। দেখো বাবা ! সাবধান, বেটী মস্ত ডান !

হর।

কে তুমি সুলোচনা, চাঁদের কোণা,
কও না কথা, চাও না ফিরে ?
কোথায় থাকো ? কথা রাখো,
বদন তোলো মাথার কিরে।
কেন লো একাকিনী, বিনোদিনী,
ছেঁচচো পাণি কিসের তরে ?
এসো না সোনামণি, চন্দ্রাননী,
আদর ক'রে রাখবো ঘরে।

গৌরী।—

আ গেল, ছারকপালে বুড়ো ছেলে,
তোর সনে মোর কিসের কথা ?

হর।—

বেঁধেছো রূপের ডোরে, এসো ঘরে,
কেন প্রাণে দাও লো ব্যথা!

গৌরী।—

আই আই, এ কি বালাই!
লাজ লাগে না, কেরে বুড়ো?

হর।—

দেখ না ও যুবতী রসবতী,
নই তো বুড়ো, রসের গুঁড়ো।
সুন্দরী পায়ে ধরি, জ্বলে মরি
থাকবো বাঁধা তোর পীরিতে।

গৌরী।—

ছিঃ এ কি? যাইগো চলে,
অবাক্ করলে বুড়োর রীতে!

হর। যেও না মাথাটি খাও।

গৌরী। সর সর, পথ ছেড়ে দাও।

হর। কে তুমি? পরিচয় দাও।

গৌরী। মুই গিরে বাগ্দীর মেয়ে, বুড়ো বরে দেছে বিয়ে, হাতী-শুড়ো, সরবুনো দুই ছেলে। গৌরী নামটি, খাই মচ্ছি ধরে, অন্ন নাইকো ভাতার-ঘরে, কোঁদল ক'রে মিন্সে গেছে ফেলে।

হর। মরি মরি ও বাগ্দিনী, কপাল পোড়া আমার অমনি, সাত কুঁদুলি আমার গৌরী নারী। ঘরে আমার জায়গা তো নাই, তাইতে হেতা চাষ করে খাই, একা থাকি মুখ নাড়াতে তারি। তোমার যেমন দুটি ছেলে আমার দু'টির নামে মেলে, ঠিক মিলেছে, তুমি আমার সই। একলা কেন রাত কেটে যায়, এসো থাকি তোমায় আমায়, পীরিত করো, সয়া তোমার হই।

গৌরী। করবে পীরিত? তাই তো সয়া! শক্ত মাছের চেংড়া ব'য়া, জল ছেঁচা কাজ লাঙ্গল ঠেলা নয়! মচ্ছি ধরি, পানি ছেঁচি, চাষীর ঘরে আমি বাঁচি? তোমার সঙ্গে পীরিত করা হয়? যদি সাথে মচ্ছি ধরো, জল ছেঁচতে নাইকো ডর, তা হ'লে নয় সয়া-সই পাতাই।

হর। ও বাগ্দিনী চাঁদবদনী, ধরবো মচ্ছি ছেঁচবো পানি, চাষে আমার মন তো তেমন নাই। তবে আর কি সুলোচনা, আর করো না বঞ্চনা; (আলিঙ্গনোদ্যত)

গৌরী। সরো, নই তেমন মেয়ে, ছোঁবে আমায় ফাঁকী দিয়ে! পাওনি তেমন বাগ্দিনী, মরদের ভিরকুটী, সব জানি, আগে জল ছেঁচো, তবে সয়া-অই, বাগ্দীর মেয়ে স্পষ্ট কই।

হর। আচ্ছা, হাতে সিউনি দাও।

গৌরী। ভাল এই নাও।

হর। (কিয়ৎক্ষণ জল সেঁচিয়া) বাপ বাপ কি, প্রেমের দায়! জল ছেঁচে প্রাণটা যায়।

(কোমরে হাত দিয়া উত্থান)

গৌরী। এক সিউনি জল সেঁচে কাঁকালে দিলে হাত, এই গুণে খাবে তুমি বাগ্দিনীর ভাত।

হর। ফের ছেঁচচি নাও—(কিয়ৎক্ষণ জল-সিঞ্চন) বল আর কি চাও, এই তো জল ছেঁচা হলো।

গৌরী। কুড়োও সামুক গুগ্লিগুলো।

হর। রাম রাম! এ কি হলো?

গৌরী। চুবড়িতে গুছিয়ে তোলো; ধরো এই সোনা ব্যাঙ।

হর। অ্যাঁ, ব্যাঙ! কি হবে?

গৌরী। মজা পাবে চিবিয়ে ঠ্যাং।

হর। জগন্নাথ—জগন্নাথ!

গৌরী। ধরো। ব্যাঙের ঝোলে জুড়োয় আঁত।

হর। (মৎস্যাদি ধরিয়া) চাঁদবদনি, এই তো সব হলো।

গৌরী। এখন কি দেবে বল?

হর। তুমি আমার আমি তোমার, আবার দেবো কি?

গৌরী। ও কথায় ভুলি নে সয়া, চলবে না কো ফাঁকি। দেখছি তুমি রসের বুড়ো কথায় পটু বটে, কি দেবে আগে দাও শুধু হাত কি মুখে ওঠে? যৌবন তোমায় অমনি দেবো, এমন মেয়ে নই। না দাও কিছু, পথ দেখ ভাই স্পষ্ট কথা কই।

হর। এ তিন ভুবন দিতে পারি, বল সই কি চাও?

গৌরী। বাড়াবাড়ি কাজ নেই, তোমার ঐ আংটীটি দাও।

হর। (স্বগত) তা ফ্যাসাদ দেছেন জগন্নাথ। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা এই নাও। (অঙ্গুরী প্রদান করিয়া) দেওয়া নেওয়া এই তো হোলো শশীমুখি! বুকে এসে এখন প্রাণ জুড়োও।

গৌরী। দাঁড়াও গায়ের কাদা ধুয়ে আসি।

হর। আর কাদা ধুয়ে কি হবে?

গৌরী। ও মা কোথাকার নোঙরা চাষী! আগে গা ধুয়ে আসি, রসো, এলুম বলে, তুমি ততক্ষণ বাসর সাজিয়ে ব'সো।

হর। শীগগির এসো পায়ে ধরি।

গৌরী। তোমায় ছেড়ে কি থাক্‌তে পারি!

[গৌরীর প্রস্থান।

হর। (কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া) অ্যাঁ কোথায় গেল বাগ্দিনী? এ কি মায়াবিনী? ওরে নন্দী ও ভৃঙ্গী, স্থাথ স্থাথ—খুঁজে দেখ, বাগ্দী মাগী গেল কোথায়?

নন্দী। বাবা, আছে প্রাণের ভয় ওটি আমাদের কর্ম্ম নয়।

ভৃঙ্গী। বোঝ না বাবা, ও ডাইনির ঝাড়, কামড়ে খাবে হাড়।

নন্দী। বাবা দেখছো কি, ও আমি ঠিক ঠাওরেছি, ও বাগ্দিনী নয়—মা।

হর। বলিস্ কি! তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ করলে! চল—চল কৈলাসে চল। যদি সত্যই মাগী এসে থাকে, তা হ'লে বড় ফ্যাসাদ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—•—

ব্যাধগণের কুটীর।

(ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীগণ)

১ম ব্যাধ। বাবা কেমন মজার কাম শিখালে, ঘর বেনিয়ে সব খাই দাই—কেমন মজায় আছি। আর শীকারের পিছে রাত্রদিন রোদ-বর্ষায় ঘোরা নাই।

সকলে। বোম্ ভোলা—জয় হর-পার্ব্বতী!

[সকলের গীত)

মিলে জুলে থাকি এক সাথি
খড়ে রোকে হিম বরষাতি,
মজেমে গুজারি ভোর রাতি।
কেমন কেমন পাকা শীষ কাটি,
নেই ছুটাছুটি, পেটে মিলে দিন ভোর পাটি
চিজ সবুজ তাজা এমন খুদে মাটি!
আর কি ভুকে মরি,
ক্ষেতে খামার খেটে সামে ফিরি,
সবকই জুটে করি মাতামাতি॥
জয় জয় হর-পার্ব্বতী।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—•—

কৈলাস।

(কৈলাসবাসিগণের গীত)

বিষাণ ঘন্ ঘন্ গভীর বাজে।
ঈশান ঈশ্বর বৃষোপরি রাজে॥
বোম্ বোম্ বব বোম্ বোলত গাল,
হাড়-মালা সেই ডমরু তাল,
বিশাল ত্রিনয়ন ভালে লাল,
জটাজুট দল জাহ্নবী কল কল,
ফণী-ফণ-ফণা গাজে॥

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। (স্বগত) বাবা কোঁদল, এই বার কচ্চি তোমায় খলিফা বেড়ে, ছেড়ো না, লেগো তেড়ে, ওরে ঢেঁকি দেখছিস্ কি মজা হবে বেড়ে—বেড়ে—বেড়ে, মামী লাগে এই হাত নেড়ে।

(মহাদেব নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

এই যে মামা চাষ করা হয়েছে।

হর। হ্যাঁ বাবা, হয়েছে বাবা—হয়েছে।

নারদ। তবে যে সেদিন ফাঁকি দিলে, বল্লে ছমাস এখন থাক্‌তে হবে, আমি মামীকে খবর দিতে এয়েছি।

(বেগে কার্ত্তিক ও গণেশের প্রবেশ)

উভয়ে। বাবা এয়েছে—বাবা এয়েছে।

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। বাবাতেগুলো কোথা যাচ্চিস্? ছুঁস্‌নে বাগ্‌দী হয়েছে।

নন্দী। (জনান্তিকে ভৃঙ্গীর প্রতি) বাবাকে আজ সারলে!

ভৃঙ্গী। (জনান্তিকে নন্দীর প্রতি) আজ প্যাঁচে ফেল্‌লে।

হর। কি বল্‌ছো গৌরী বাগ্‌দী কে। আমি— আমি।

গৌরী। ঘর ঢুকো না বল্‌ছি. তুমি বাগ্‌দী হয়েছ, আমার ছেলে-পুলে ছুঁয়ো না।

(দ্বার অবরোধ)

হর। এত দিনের পর চাষ করে ঘরে এলুম, দুটো মিষ্টি কথা বলো, কি মিছে বক্‌চো। নাও—সরো, ঘরে ব'সে একটু জিরুই। অনেকটা আস্‌তে হয়েছে।

গৌরী। জিরোও গে বাগ্দিনীর বাড়ী।

হর। তোমার কেমন কুঁদুলে স্বভাব;—থাম্‌কা বাগ্দিনী বাগ্দিনী এক ঢেউ তুল্‌লে। শোন তো নারদ—কথার শ্রী। চাষবাস করে এলুম, ঘরে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে কোন্দল! তুমি এত মিছে কথা কোথা পাও বল তো?

নারদ। মামী, বল্‌তে কি বাছা, তোমার মুখ বড় দড়। মামাকে কি মিছিমিছি বল্‌ছো?

গৌরী। না নারদ, তুমি জান না, বাগ্‌দী হয়েছে। বাগ্দিনীর সঙ্গে জল সেঁচেছে, কুঁচে-কাঁক্‌ড়া, গেঁড়ি-গুগ্‌লি, সামুক কুড়িয়েছে, ব্যাঙের ঝোল খেয়েছে।

হর। রাম—রাম! শোন নারদ—শোনো, মিছে কথার ভণিতা শোনো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ওগুলো তুমি মুখে আন্‌লে কি করে!

গৌরী। বটে—তুমি গিল্‌লে, আর আমি মুখে আন্‌লুম কি করে?

নারদ। সত্যি মামী, ছিঃ ছিঃ, ও কি কথা!

গৌরী। তবে নারদ দেখবে? এই হাতে নাতে ধরে দিচ্ছি। তোমার সেই আংটীটে কই?

হর। অ্যাঁ, তাই তো! আর চাষের কাজে হুঁশ থাকে না, কোথায় পড়ে গিয়েছে।

গৌরী। হুঁশ ছিল না বটে। বাগ্দিনীর মুখ দেখে বেহুঁশ হয়েছিলে!

হর। নাও, মিছে বকো না, ভাল লাগে না। নন্দী, ঐ ক্ষেতে কোথায় পড়েছে দেখেছিস্, —কুড়িয়ে টুড়িয়ে রেখেছিস্?

নন্দী। বাবা—(মস্তক কণ্ডূয়ন)

গৌরী। পথে শিখিয়ে আন্‌তে পারো নি, মিছে সাক্ষী দিতে হবে।

হর। ভৃঙ্গী দেখেছিস্?

ভৃঙ্গী। বাবা, সিদ্ধি ঘুঁটে আনিগে।

হর। অ্যাঁ, সে যে বহুমূল্য আংটী!

গৌরী। নারদ, ভাবতে মানা করো। সেই বাগ্দিনী আমায় সে আংটীটি দিয়ে গিয়েছে, আর ওঁর রীতের কথা সব বলে গিয়েছে। বলে, "ও মা, এমন বুড়ো তো কখন দেখি নি! গা ধোবার নাম ক'রে তবে বুড়োর হাত এড়িয়ে বাঁচি।" নারদ, দেখতে বলো—দেখতে বলো, এই আংটী কি না দেখতে বলো। (নারদকে অঙ্গুরী প্রদান)

হর। মিছে ফ্যাচাং দেখ! নে নন্দী চল, গাছতলায় বসিগে।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) মামা, এই আংটীটে বটে তো?

হর। তবে রে বেটা, কোন্দল পাকাবার ধাড়ি! যখন মাঠে গিয়েছিস, তখনই বুঝেছি, কি একটা ফ্যাচাং বাধবে।

নারদ। দোহাই মামা, আমি কিছু জানি নে মামা! ঐ মামী বেটী কি করেছে।

[গৌরীর প্রস্থান।

ওগো, যাচ্চ কেন গো—এখন আমার ঘাড়ে যে দোষ পড়চে!

হর। তবে রে ব্যাটা, কোন্দল বাধাবার আর জায়গা পাওনি, বাগ্দিনী সাজিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে নাকাল করো।

নারদ। মামা—দোহাই মামা, এর আমি কিছুই জানিনে। এর শোধ দাও মামা!

হর। নে ব্যাটা নে, আমার আর শোধ দেও-

রায় কাজ নাই, আমি বিল্বমূলে গিয়ে বসিগে।

নারদ। রাগ্ছো কেন মামা, আমার কথাটা কাণ পেতে শোন না। বেটী যেমন বাগ্দিনী সেজে তোমায় নাকাল করেছে, তুমি তেম্নি শাঁখারি সেজে বেটীকে জব্দ করো।

হর। অ্যা—কি করে নারদ, কি করে?

নারদ। ঠাণ্ডা হয়ে শোনো। আমি মামীকে জপাই,—মামী, এবার তো মামা আড়ি আড়ি ধান ঘরে এনেছে, তুমি এই বেলা দু-গাছি শাঁখা চাও, শাঁখা নইলে তোমার হাত খুল্বে না। মামী তোমার কাছে শাঁখা চাইবে, তুমি দিবে না, এই ফর্ফরিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাবে, তুমি সেখানে শাঁখারি সেজে গিয়ে বেটীকে জব্দ কর্বে।

হর। হুঁ হুঁ,—ভালা মোর বাপ্রে! ভালা মোর বাপ্রে! বুঝেছি-বুঝেছি! নারদ, এখানে আর গোল না, এখানে আর গোল না, আনাচ-কানাচ হ'তে কে কোথায় পরামর্শ শুন্বে; চল, বিল্বমূলে পরামর্শ করিগে।

নারদ। এসো মামা। তুমি আমায় দোষো, আমি তোমার হয়ে টানি, আর তুমি বলো, ও বেটা কুচক্রে! মামী আমার কে?—মামী তো পরের মেয়ে!—চল, পরামর্শ আঁটিগে। (স্বগত) লাগ্ লাগ্ আবার লাগ্—চার্দিকে ছড়িয়ে পড়ে লাগ্। আহা, কোন্দলের ধুক্ড়ি রে! ক'সে লাগো বাপধন!

[সকলের প্রস্থান।

(গৌরীর সহিত জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ)

জয়া। মা চলো, সেধে-পেড়ে আন্বে চলো। রাগ ক'রে গিয়ে গাছতলায় ব'সেছে। এসো—এসো, অনেকদিন যুগল দেখি নি; যুগল-দর্শনে কৈলাস আনন্দময় হোক্।

গৌরী। হাঁ জয়া, এতদিনের পর ঘরে এলো, কোন্দল ক'রে ভাল করিনি। চল যাই, ঘরে নিয়ে আসি।

(গীত)

চল তারে সেধে আনি চলে গেছে অভিমানে।
কাজ কি আমার মিছা মানে,
মানী আমি তারই মানে॥
কিছু তারে বল্লে পরে, বয়ান ব'য়ে বারি ঝরে,
বারি হেরি রইতে নারি [illegible] অন্তরে॥
কাতরা লো [illegible]রি তরে,
কেমন করে থাক্বো ঘরে,
ব'সে কোথা শূন্য প্রাণে চেয়ে আছে শূন্যপানে॥

জয়া। আয় লো সবাই আয়, যুগল দেখবি;—কন্দল দেখলি, মিলন দেখ্বি আয়।

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

—*—

বিল্বমূল।

(মহাদেব আসীন)

নারদ—অদূরে নন্দী ও ভৃঙ্গী।

নারদ। মামা ঠিক বুঝেছ, তুমি যে আবার আল্গা, তাই ভয় হয়। তুমি হয় তো ব'লে দেবে, নারদ এই বল্ছিল!

হর। না, আল্গা ব'লে কি এত আল্গা পেয়েছিস্! মাগী বড় দাগা দিয়েছে, এর শোধ তুল্বো, তবে ছাড়্বো।

নারদ। তবে শোন, কোন্দল মিটিয়ে ফেল, বেটী তোমায় সাধতে আস্ছে। একটু এড়ে থেকো, দুটো সাধুক পাড়ুক, তার পর যেয়ো।

(জয়া ও বিজয়ার সহিত গৌরীর প্রবেশ)

মামী, আমি মামাকে বল্ছিলুম, আর রাগে কাজ নেই, ঘরে চলো।

গৌরী। এসো—এসো, আর রাগে কাজ নেই।

হর। না—না, আমায় ঘরে কাজ নাই, আমি এইখানেই থাক্বো।

গৌরী। যোগ মেনে এসো। আর বাগ্দিনীর জন্যে ভেবে কি কর্বে? তুমি ঘরে এসো, আমি সেধে পেড়ে এনে মিলিয়ে দেব এখন।

হর। এখানেও বুঝি থাকতে দেবে না, কন্দল করতে এসেছ।

গৌরী। এসো, আর রাগে কাজ নেই, ঘরে এসো।

হর। নাও, তুমি রাজার ঝি, তুমি ঘরে গিয়ে থাকো। আমি ভিখারী মানুষ, গাছতলায় থাকি।

গৌরী। আমিও এই গাছতলায় বসলুম।

হর। দেখ দেখি, মিছে এই ছেলেপুলের সাম্‌নে কি গণ্ডগোল কর্‌লে!

গৌরী। তার আর লজ্জা কি? তোমার রীত সব্বাই জানে।

নারদ। (জনান্তিকে) মামা চেপে যাও।

গৌরী। তুমি ঘরে আস্‌বে না? আমিও এই গাছতলাতে বস্‌লুম।

হর। তা বসো না—বসো না, (হস্ত ধরিয়া) এই বাঘছালেই বসো না।

(গৌরীকে উরুর উপর স্থাপন)

(ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ ও গীত)

জটাজূট মিলে এলায়িত কুন্তল,
রজত-ভূধরে কিবা কনক উজ্জ্বল,
মোহন-মোহিনী রাজে, রসময়ী রসরাজে।
হাড়-মাল সনে কুসুমমালিনী,
যোগেশ্বর যোগসিদ্ধিশালিনী,
চন্দ্রশেখর হর, হর-উরুবাসিনী,
মন-বিকাশিনী চরণ-কমলদল—
আদরে ধরো হৃদিরাজে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

—*—

কৈলাস।

(গৌরী, জয়া ও বিজয়া)

গৌরী। (গীত)

কখনো তার মনের মত নই।
আপন-হারা, কেঁদে সারা, স্বতন্তরা সদাই রই॥
যেখানে সে হেরে নারী, তখনি ত হয় গো তারি,
মোহনকারী বহুরূপধারী;
একরূপে তার পোরে না মন,
যে যেমন তার সনে তেমন,
পরবেঁসা সে কেমন কেমন,
সয় ব'লে আর কত সই॥

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মামী, মামা কোথা?

গৌরী। আর বাছা, জানই তো, আমার কাছে কি সে থাক্‌তে চায়! কোথায় কে ডোমনী, কুঁচনী আছে, তারই সঙ্গে বুঝি ঘুরছে।

নারদ। সেটি বাছা তোমার দোষে। আমার পরামর্শ শোনো, যাতে মামা তোমা ছেড়ে একদণ্ড না নড়তে পারে।

জয়া। যা যা কুঁদুলে মিন্সে, তোর আর পরামর্শে কাজ নাই; তোর পরামর্শ শুনে বাবা আরও বিগড়ে গেছে। চাষ থেকে আসবার পর মা কন্দল কোর্‌লে, তাইতে বাবা আরো আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো হয়ে বেড়াচ্ছে। কুঁদুলে মিন্সে বুঝি আবার কন্দল বাধাতে এসেছিস্? না মা, তুমি ঐ ঢেঁকিচড়া মিন্সের কথা শুনো না।

নারদ। তোদের সঙ্গে বেড়িয়েই তো মামী, মামাকে ঘরবাসী কর্‌তে পার্‌লে না। তো মাগীদের যেমনি সাজ, তেম্‌নি সাজে মামীকে রেখেছিস্, এতে মামা ভুল্‌বে কিসে? এই

সুরপুরে সব বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখে এলেম—তারা সব জানে—পতিকে সতীর কি ক'রে ঘরে রাখতে হয়। মামীকে বেশভূষা করতে দিবি নি, তোদের ডাইনীর সর্দ্দারনীর মত করে নিয়ে বেড়াবি, এতে মামা ঘরবাসী হবে কিসে? মামী, তুমি আমার কথা শোনো, এই মাগীগুলোর সঙ্গে ওমন ছাই মেখে নেচে বেড়িও না। আমার বুদ্ধি শোনো, ভাল করে বেশভূষা করো; দেখ দেখি, মামা কোথায় যায়। তোমার ভুবনমোহিনী রূপের কাছে ত্রিভুবনে কি আর রূপ আছে?

গৌরী। আর বাছা, ভুবনমোহিনী রূপ। এই মা তো কত করে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল; তাতে কি তোমার মামার মন পাওয়া যায়? ও খালি এদিক্ ওদিক্ উঁকি ঝুঁকি মেরে বেড়াবে।

নারদ। তোমার মা কি সাজাতে জানে যে, সাজাবে। দুহাতে শাঁখা পর দেখি, দেখি, কেমন মামার মন না ভোলে। এই দেখে এলুম—শাঁখা প'রে লক্ষ্মী নারায়ণকে চোখে চোখে রেখেছে, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণী শাঁখা প'রে গৃহী কোরেছে, শচী ইন্দ্রকে ভেড়ো করেছে। সহস্রলোচন, সহস্র চোখে শচীর পানে চেয়ে থাকে, এত অপ্সরী কিন্নরী, কারো পানে ফিরে চায় না। তুমি দুপাটি শাঁখা পরো, দেখি, মামা কেমন না তোমার বশ হয়।

গৌরী। বাছা, ভিখারীর ঘরে এসেছি শাঁখা কোথায় পাব?

নারদ। কেন—মামাকে বলো—মামা কিনে দিক্। তুমি আবদার করে ধরে ব'সো দেখি। দেবে না তো কি? তুমি না দিলে ছেড়ো না। তুমি কন্দল করতেই পারো বাছা, ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ নিতে জানো না।—ঐ মামা আসছে, তুমি ধ'রে বসো, বলো—শাঁখা দাও।

গৌরী। যদি বলে, কোথায় পাবো?

নারদ। তুমি বলবে, যেখানে পাও। তুমি ছাড়বে কেন? তুমি বাগিয়ে আদায় করতে জান না, তাই। নাও, তুমি ধরে ব'সো, ছেড়ো না। যেন বলো না, নারদ শিখিয়ে দিয়েছে। একবার তুমি শাঁখা পরলে বুঝি, মামা কেমন ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়।

(হরের প্রবেশ)

হর। কি নারদ, কি মনে করে?

নারদ। এই এদিক্ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম, মামা কেমন আছে, একবার দেখে যাই।

হর। বুঝি আবার কি কন্দলের মন্ত্রণা দিতে এসেছ?

নারদ। আমি এইমাত্র আসছি, কেমন মামী? (গৌরীর প্রতি জনান্তিকে) কোন কথা ভেঙ্গো না। (জনান্তিকে মহাদেবের প্রতি) মামা, সেই কথা তুলেছি। বেটী এখনি শাঁখা চাইবে, তুমি না দিতে চাইলেই রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যাবে।

জয়া। ঐ দেখ মা, কুঁদুলে মিন্সে কাণে কাণে কি পরামর্শ দিচ্চে। (নারদের প্রতি) কিরে মিন্সে—কি মন্ত্রণা দিচ্ছিস্?

নারদ। (জনান্তিকে মামা, কথাটা ঢেকে নি। (প্রকাশ্যে) সত্যি কথা বলতে কি মামা ঐটি তোমার বড় দোষ। একদিন রাগের মুখে এক কথা হয়ে গিয়েছে, শুনচি না কি, তুমি ঘরে থাকো না;—মামী কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

হর। বাছা, দুঃখের জালায় দোরে দোরে ভিখ করে বেড়াই, ঘরে থাকবো কি বল

নারদ। (জনান্তিকে) মামী, আগে থাকতে কাটান গাচ্ছে; তুমি কথাটা তোলো।

গৌরী। তা ভোলানাথ, বলছিলুম কি, হাত দু'খানি খালি থাকে, বড় লজ্জা করে, আমায় দু'হাতে শাঁখা কিনে দাও।

হর। আবার বুঝি নারদের পরামর্শ শুনেছ দু'দণ্ড ঘরে এলুম, তা থাকতে দেবে না আমি শাঁখা কিনে দেব! আমার তো সম্বলের মধ্যে ভিক্ষের ঝুলি, আর বুড়ো এঁড়েটা আমি ভিখারী নাগাড়ী, শাঁখা কোথায় পাব

গৌরী। দোহাই ভোলানাথ, তোমার পায়ে ধরি আমার বড় সাধ হয়েছে;—সকলে শাঁখা হাতে দিয়ে আসে, আমি লজ্জায় হাত বার করতে পারি নে।

হর। নাও বুঝেছি, আমার ঘরে থাক্‌তে দেবে না। আমার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, তুমি শাঁখার বায়না ধর্‌লে;—কোথায় পাই? একটা হিসাব করে কথা বল তো সাজে।

গৌরী। কেন—দিতে কি নাই? আর কখনো কি তোমার কাছে কিছু চেয়েছি! বড় মুখ করে একটা জিনিস চেয়েছি, তা কথার শ্রী শোনো!—বলে, ঘরে টেঁক্‌তে দেবে না। নাও—তোমার ঘর নিয়ে তুমি থাকো, আমার যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যাই। কেন—এত কি! তুমি শাঁখা দিতে পার্‌বে না?

হর। আমায় বেচলেও শাঁখার দাম হবে না।

গৌরী। তুমি দেবে না?

হর। মুরোদ থাক্‌লে তো দেবো। তোমার শাঁখার ভাবনা কি? রাজা বাপ রয়েছে, গিয়ে নিয়ে এসো না।

গৌরী। তা বেশ, সেই কথাই ভাল। জয়া, ছেলে দুটোকে নিয়ে আয় তো। আমি চল্লুম, পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়িতে জায়গা দেবে! —ও মা—ওঁর ঘর না কর্‌লে চল্‌বে না।

(প্রস্থানোদ্যতা)

হর। গৌরী যেও না—যেও না—আমার মরা মুখ দেখ, যেও না—

গৌরী। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) না, আমি থাক্‌বো না; রোজ রোজ মুখনাড়া আমি স'ব না। আয় জয়া, আমি এগোই, ছেলে দু'টোকে সঙ্গে নিয়ে আয়।

[গৌরী, জয়া ও বিজয়ার প্রস্থান।

হর। ও নারদ, সত্যি সত্যি গেল যে?

নারদ। যাবেই তো—তোমার সঙ্গে কি কথা! —মামী বাপের বাড়ী যাবে, তুমি সেখানে বুড়ো শাঁখারি সেজে শাঁখা বেচতে যাবে, নাম বল্‌বে, ভোলা শাঁখারি।

হর। না না নারদ, গৌরী গেলে আমি কৈলাসে থাক্‌তে পার্‌বো না; ওকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড থাক্‌তে পার্‌ব না।

নারদ। ছেড়ে থাক্‌বে কেন মামা, তুমিও পেছু পেছু যাও না। তোমায় নাকাল করেছে, তুমি শোধ দেবে না?

হর। না বাছা, আর শোধাশোধি কাজ নেই, আমার শোধবোধ হয়েছে,—আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে, তুই ফেরা। আমার উপর রাগ করেছে, আমার কথায় ফির্‌বে না।

নারদ। মামা, আর যদি তোমার কোন কথায় থাকি, তা হ'লে আমায় যে কুঁদুলে বলে, সেই কুঁদুলেই যেন হই। শোধ দাও না মামা, তুমি এমন আল্‌গা কেন?

হর। না—না আমি ফিরিয়ে আনি।

[হরের প্রস্থান।

নারদ। না ঢেঁকি, ভাল হলো না, মামা বেটা হাতে পায়ে ধ'রে ফেরাবে। বল্‌ছিস্—'ইন্দ্র রথ নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছে, মামীকে গিরি-পুরে পৌঁছে দেবে, মামা ধর্‌তে পার্‌বে না?' তুই জানিস্ নে ঢেঁকি, জানিস্ নে, মামা এক পা ফেল্লে ব্রহ্মাণ্ড পার হতে পারে! চ' চ', পরামর্শ দিতে হবে, না ফেরে। মামা-মামীর শাঁখা পরাণর পালা না হ'লে নরলোকে স্ত্রীকে অলঙ্কার দিতে শিখবে কেমন করে? পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে নর-নারী গৃহী হলো, চাষী হলো, শিল্পী হওয়া তো চাই। অলঙ্কার না হ'লে নারীর শোভা হয় না। মামা, মামীকে শাঁখা পরালে নরলোকে স্ত্রীর আদর হবে; পুরুষ-প্রকৃতির লীলা দেখেই তো শিখবে। চল—ঢেঁকি চ'ল, কচ্‌কচিই তো তুই ভাল বাসিস্, রাতদিনই তো কচ্ কচ্ করিস্।

(গীত।)

আজ ঢেঁকি, সেজেছ চমৎকার।
আ মরি আঁক্‌সলিধারী, ঝিঙ্গের ঝুঁটির কি বাহার॥
চূণকালীতে টানা দু'নয়ন,
শোণের লাগাম বাঁধা চাঁদবদন,
পেটে পাড়া মেটে কেশ চিকণ;
ভাঙ্গা কুলোর কিবা দু'টি কাণ,
ছেঁড়া চটের পাখা হরে সাত কুঁদুলির প্রাণ,
কোঁদল ঠেসা, বাবুই বাসা,
রেকাব দু'টি ঝুল্‌ছে খাসা,
কোঁদলের ধুকড়ি পিঠে নারীর কাজনাশা;
গোদা পায়ের লাথি-খেকো সখের বাহন রে আমার॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•—

শৈল-পথ।

(গৌরী, জয়া ও বিজয়া)

গৌরী। জয়া, নারদের পরামর্শে ভোলাকে ছেড়ে চলে এলুম, ভাল হলো না! একলা কৈলাসে ভোলা নয়ন-জলে ভেসে যাচ্ছে। আমার শাঁখায় কাজ নাই, কৈলাসে ফিরে যাই। কেন জয়া আমার বাঁ অঙ্গ নাচ্‌ছে? কেউ কি আমায় স্মরণ কচ্ছে? বোধ হয়, ভোলা ব্যাকুল হয়েছে, তাই চরণে চরণ বাজ্‌ছে, দক্ষিণ নয়ন নাচ্‌ছে।

জয়া। না মা, তা নয়। গিরিপুরে মেনকা রাণী অধীরা হয়েছেন। তুমি গিরিপুরে চলো, বাবা গিরিপুরে আপনিই যাবেন। তুমি রাগ ক'রে চলে এসেছ, বাবা সেধে না নিয়ে গেলে, তোমার যাওয়া ভাল দেখাবে না। ইচ্ছাময়ী, মেনকা রাণীরও তো ইচ্ছা পূর্ণ করা তোমার উচিত।

(ইন্দ্রাদি দেবদেবীগণের প্রবেশ)

(গীত)

দামিনীদাম নলিনী চরণে, নব বামা নবরঙ্গিনী।
তরুণ-তপন নখর-নিকরে, তপত-কনক-অঙ্গিনী॥
শশিশেখরা অমিয়-হাসি, মুক্তকেশী বিভুবিলাসী,
উমেশ-হৃদয়বাসী;
বরাভয়করা অভয়া বরদে,
মাতঙ্গিনী আমোদ মদে,
বরবন্দিনী নগনন্দিনী,
ভুবনমোহিনী ভবেশ-সোহিনী,
শিবে—শিবলীলা-সঙ্গিনী॥

ইন্দ্র। মা, আশীর্ব্বাদ করো।

গৌরী। কে বাবা তুমি?

ইন্দ্র। আমি ইন্দ্র, তোমার বরে দেবরাজ। তুমি কঠিন পথে পদব্রজে যাচ্ছ, তাই আমি রথ নিয়ে এসেছি। কৃপা ক'রে যদি আমার রথে আরোহণ করো।

গৌরী। বাবা, তুমি চিরসুখী হও। এরা কারা বাবা?

ইন্দ্র। এরা গিরিপুরে তোমার পূজা দেখবে বলে এসেছে। এস মা।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

—•—

হিমালয়-পথ।

(কতিপয় নাগরিকার প্রবেশ)

১ম নাগ। ওই উমা আস্‌ছে—ওই উমা আস্‌ছে!

২য় নাগ। ঐ যে উমা, ঐ যে গিরিরাণী উমাকে দেখে পাগলিনীর মত ছুট্‌ছে; ঐ যে নগরবাসীরা আনন্দ-রব কচ্ছে!

(গীত)

আমার উমা এলো বলে।
পাগলিনী গিরিরাণী, চলে আকুল কুন্তলে॥
মা এলো মা এলো সাড়া পড়িল নগরে,
সারি সারি নাগরী ধাইল সত্বরে,
মত্ত হৃদি বেগে জীবন-তরঙ্গ চলে॥
চারু চিকুরে কারো আধ' রচিত বেণী,
আধ রঞ্জিত অলকা-তিলকা-শ্রেণী,
আমোদ-মদভরে অচল টলটলে॥

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

—•—

হিমালয়-অন্তঃপুর।

(মেনকা ও গৌরী)

মেনকা। উমা—উমা, তুই একলা কি করে এলি? হঠাৎ চলে এলি কেন? জামাই তো ভাল আছে? ছেলে দু'টি কার কাছে রইলো? আহা, মা আমার শুকিয়ে গেছে! কি রে, ঝগড়া-কজ্জল করে আসিসনি তো?

গৌরী। না—মা না,—অনেক দিন তোমাদের দেখি নি, তাই দেখতে এলুম।

মেনকা। তা বেশ করেছিস্, ছেলে দু'টিকে নিয়ে এলি নি?

গৌরী। তারা জয়ার সঙ্গে আছে, বাবাকে প্রণাম ক'রে আস্‌ছে।

মেনকা। তুই হঠাৎ এলি, একটা খবর পাঠাতে হয়, আমি লোকজন পাঠাতুম।

গৌরী। না মা, আমি চ'লে এলুম, রোজ রোজ ঝগড়া সইতে পারি না।

মেনকা। আহা মা, ঝগড়া করে, সে খ্যাপা মানুষ। তা আয়, তোর পৌঁছানোর খবর কৈলাসে পাঠাই। সে তোকে ছেড়ে থাকৃতে পারে না, কত ভাবছে। আমি কাঁদাকাটি ক'রে তিন দিনের বেশী তোকে রাখতে পারি নে। চারিদিনের দিন সকাল বেলা শিঙ্গে ডমরু বাজিয়ে হাজির হয়। তা আয়, একটু জিরুবি। আহা, পথে বড় দুঃখ পেয়েছিস্, না?

গৌরী। না মা, ইন্দ্র আমায় রথে ক'রে পাঠিয়েছে।

মেনকা। তা বেশ বেশ, দেবরাজের অসুরনাশ হোক্। তা এসেছিস্ তো দিন কতক এখানে থাক্। আমি জামাইকে আন্‌তে রাজাকে পাঠাই।

(গীত)

এসেছিস্ মা থাক্ না উমা দিনকত।
হয়েছিস্ ডাগোর-ডোগোর
কিসের এখন ভয় এত॥
বলিস্ যদি আনি মা জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
সবাই মিলে করবো যতন
যোগাব তার মনোমত॥
খল কপট তো নাইকো তার মনে,
যে ডাকে, সে ফেরে তার সনে—
মান-অভিমান তার মনে নাই,
কুচুটে তো তুই যত॥
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতে এলে হর,
সঁপে দিছি পরের হাতে,
জোর আমার তো নাই তত॥

গৌরী। সে হেথায় এসে থাক্‌বে, তা হ'লে শ্মশানে শ্মশানে হাড় কুড়িয়ে বেড়াবে কে? ভূতদানা নিয়ে নৃত্য হবে কোথা? দুঃখের কথা বলবো কি মা—একদিনও ঘরবাসী করতে পারি নেই। দেবরাজ কতবার মন্দির ক'রে দিলে, তা ভূতদানাদের বলে, 'ভেঙ্গে ফেল!' তার কি লোকালয় ভাল লাগে? সখের মধ্যে এক ধূতরো ফুল; আর যেথায় যা পায় বিলোয়। মা, আমার ভাবনা কি ছিল? যে যা চাইলে, তারে তা দিয়ে দিলে, —ইন্দ্রত্ব ইন্দ্রত্বই নাও, ব্রহ্মত্ব ব্রহ্মত্বই নাও, ঘর-সংসারে তো দুখ-দরদ নেই। যদি মনে করতো তো লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা থাকতো। তা নয়, দোরে দোরে যাবে আর ভিক্ষা মাগবে।

মেনকা। হাঁ উমা, সত্যি? লোকে যা বলে, শুনে ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে।

(গীত)

জামাই না কি শ্মশনবাসী শুনতে পাই।
আমি ভেবে সারা, বল মা তারা,
সত্যি কি না শুধাই তাই॥
একে সে ক্ষেপা সন্ন্যাসী,
বুঝিয়ে কোথায় করবি ঘরবাসী,
পোড়ার উপর এ কি পোড়া শুনে ভয় বাসি—
হয়ে এলোকেশী উলাঙ্গিনী
বসিস্ বুকে শরম নাই॥
মরি ভেবে বুঝবি আর কবে,
ক্ষেপাকে কে বোঝালে তবে,
মার প্রাণে বল্ আর কত সবে—
ঘর করেছিস্ ভূতের বাসা,
মেতে বেড়াস মেখে ছাই।
নয় তো এখন কচি মেয়ে, সে দিন গিয়েছে,
যা হোক্ দুটো গুঁড়োগাড়া কোলে হয়েছে,
আর কতকাল এলো হয়ে বেড়াবি নেচে?
তুই যদি না বুঝে চলিস্, বুঝবে কি ভাঙ্গড় জামাই

গৌরী। আমি একলা বুঝলে কি হবে? সে বুঝি বুঝবে, সে বুঝি ঘরবাসী হবে?

মেনকা। সে বাছা একলা কেন জামাইকে দুষছো? তুমিও তো শুনতে পাই, তার সঙ্গে চে চে বেড়াও। বেটা ছেলে, ওরা সংসারের কি জানে, ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে স্থিতু কর্‌তে হয়। তা এত বোঝাই, তোর এ কান দিয়ে সেঁদোয়, ও কান দিয়ে বেরোয়। শুনতে পাই, সে হেথায় থাকতে চায়, তার আমার মান অভিমান নেই, তুই নাকি কুচুটেগিরি করে বলিস্,—'এখানে কোথায় থাক্‌বে?' আয়, মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(কার্ত্তিক ও গণেশের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। ওরে ঝাঁক ঝাঁক ময়ূর ধরে নিয়ে যাবো। দেখলি নি, কত খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। ধর্‌তে যাবি?

গণেশ। না, আমি গান গাবো।

কার্ত্তিক। না ভাই, তুমি গান ধরো না। তুমি গান ধর্‌লে ময়ূর তো ময়ূর, বাঘ সিংহী পর্য্যন্ত পালাবে।

গণেশ। এখন আর আমি তেমন গাই না, বেশ গাই, এই শোনো—

কার্ত্তিক। ওরে না না—এখনি তোর গান শুনে সব চমকে উঠবে।

গণেশ। তুমি জান না—এখন আমি বেশ গাই। এই শোনো—

(গীত)

জয় ব্যোমকেশ ব্যোমকেশী মাম্নি।
তাথেই তাথেই গরজ গভীর,—
আও আও আও, উধাও গাও,
গান মান, তাল তান, রঙ্গে শৃঙ্গধর
বরশির আওয়ো মাতাম্নি॥
উচ্চ শুণ্ড ঊর্দ্ধতুণ্ড, তাণ্ডবে তোল স্বর প্রচণ্ড,
সাগরাম্বর, গিরি-কন্দর, পুর' তানে ব্রহ্মাণ্ড,
জ্ঞান—জ্যোতি, উথল' ভাতি, বগল ঘন বাজাম্নি।

নেপথ্যে। আরে কি রে—কি রে?

কার্ত্তিক। দেখ দেখি—কি গোল বাধালি, তোর গান শুনে সব ছুটে আসছে।

গণেশ। শুনতে আসছে।

(গীত)

উচ্চ শুণ্ড, ঊর্দ্ধতুণ্ড, তাণ্ডবে তোল স্বর প্রচণ্ড,
সাগরাম্বর, গিরিকন্দর, পুর তানে ব্রহ্মাণ্ড,

নেপথ্যে। ওরে কি হলো রে—কি হলো? পর্ব্বতের চুড়ো ভেঙ্গে পড়লো না কি?

(মেনকা প্রভৃতি পুরবাসিনীগণের প্রবেশ)

মেনকা। তাই তো বলি—আমার গণেশ গান ধরেছে। এসো দাদা, আর গান গেয়ে কাজ নেই, খাবে এসো।

কার্ত্তিক। দেখ দেখি, তোরে বল্লুম—খামকা গোল কর্‌লি!

গণেশ। কল্লুম কল্লুম, তোমার কি, আমি আবার গাবো।

মেনকা। গেয়ো এখন দাদা—গেয়ো এখন। এখন খাবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হিমালয়-পথ।

(নন্দী, ভৃঙ্গী ও প্রমথগণ-সহ শাঁখারিবেশে হরের প্রবেশ)

(গীত)

শাঁখা চাই!
তিনটি ভাই একই ধারা, কারো কসুর নাই।
তিন গুণাকর, তিনটি সো[illegible],
গুণের পালাম কোথা পাই॥
শাঁখা চাই!
ব্রহ্মচারী ধ্যানে থেকে,
আপন বেটী তাড়নে ঝেঁকে,
চার মুখে বেদ-বিধি ছোটে,
নিজের বিধির নাই বালাই॥
শাঁখা চাই!
একটি মাধব কত ঠাটে,
ঘুরে বেড়ান মাঠে ঘাটে,
তাকে তাকে ফাঁকে ফাঁকে,
কুল মজাতে চান সদাই॥

শাঁখা চাই।
আর এটি তোলা শাঁখারি,
ফেরেন যেথা থাকে নারী,
জাত কি অজাত, আচার-বিচার
হাবা-যেন্না নাই কো ছাই॥
শাঁখা চাই।

হর। নন্দী, তোরা সরে পড়, গৌরীর সখী আস্‌ছে, আমাদের একত্রে দেখলে চিনে ফেল্‌বে।

(নন্দী, ভৃঙ্গী ও প্রমথগণের প্রস্থান)

(নাগরিকাগণের প্রবেশ)

চাই শাঁখা চাই।

১মা নাগ। ওলো—ওলো, মিন্সে শাঁখা বেচতে এসেছে।

২য় নাগ। ও শাঁখারি—ও শাঁখারি, দেখি কেমন শাঁখা। আঃ গেল যা, পোড়ারমুখো কথা কানে তোলে না।

হর। চাই শাঁখা চাই।

১মা নাগ। আঃ গেল যা মিন্সে, তোর কপালে ছাই। কেমন শাঁখা দেখা।

হর। চাই শাঁখা।

২য়া নাগ। মিন্সে তুই কালা নাকি, শাঁখা দেখা।

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। কি লো কি, এখানে সব গোল কচ্ছিস্ কি?

১মা নাগ। এই দেখ ভাই, এক মিন্সে কালা শাঁখা বেচ্‌তে এয়েছে। খালি চেঁচাচ্ছে, 'শাঁখা চাই।' বল্‌ছি দেখি, তা থুবড়ো মিন্সে ছোট কথা বুঝি কাণে তোলে না।

জয়া। কই কই, ওরে শাঁখারি শাঁখা দেখা না?

হর। তোর আর শাঁখা দেখে কাজ নাই, আমার মুখ দেখে যা।

জয়া। আঃ মরি, চাঁদমুখের কি ছিরি, মুখের বালাই নিয়ে মরি। নে মিন্সে নে, শাঁখা দেখি দে। যার হাতের শাঁখা নাই, ভাল, মন্দ পছন্দ করে যাই।

হর। এ শাঁখা দেখে তুই কি কর্‌বি? শাঁখা দেখলে অমনি দাঁত ছিরকুটে মর্‌বি।

জয়া। আঃ গেল, কেরে মিন্সে, আমি পার্ব্বতীর সখী, আমি শাঁখা দেখ্‌বো কি? নে নে, রাগ বাড়াস্‌নি কথায়, তোর মত শাঁখারি কত মার পায়ে গড়াগড়ি যায়।

হর। তা বুঝে নিয়েছি, তোমার মুখখানি দেখে আর তোমার মিষ্টি কথায়।

২য়া নাগ। দেখাও না শাঁখারি, ও রাজার মেয়ের সই, ওর সঙ্গে বকাবকি করে কি?

হর। চোখ থাকে তো দেখে যা, এ শাঁখা চেনা তোর কর্ম্ম না, এ শাঁখা ব্রহ্মা পারে না গড়তে ধ্যানে, আমার কারিকুরী তুই কি বুঝবি, যে জানে—সেই জানে।

জয়া। আহা, রসের কারিকর, দেখাও মেনে।

হর। এই ছাখ,—(জয়া ও নাগরিকাগণের শাঁখা দেখিয়া চমৎকৃত হওন) উল্‌টে ফেল্‌লি যে নাক্। কেমন, তাক্ হ'য়ে গেছিস্ তো?

সকলে। আঃ মরি—আঃ মরি, দিব্যি শাঁখা—দিব্যি শাঁখা।

জয়া। ও শাঁখারি—ও শাঁখারি, তুই আমার সঙ্গে আয়, তোর শাঁখা নেবে গৌরী। যে দাম চাস্, পাবি। এই শাঁখা জোড়া বেচে নেয়াল হ'য়ে যাবি।

হর। নে নে, আমায় তেমন শাঁখারি পাস্ নে। যার সখ হবে, সে এখানে এসে নেবে। আমি কারো বাড়ীতে দিই না পা।

জয়া। শোন্ না—শোন্ না, সে রাজার ঝি, এখানে আস্‌তে পারে কি?

হর। আরে নে নে, তোর গৌরীকে জানি, থরথরে মুখখানি;—তার ভাতার মরে ভিক্ষা ক'রে, তার আবার গুমর কি রে? শাঁখা পর্‌তে চায়, আসুক হেতায়, আমি যাই নে কোথাও কারো কথায়।

জয়া। এই বুড়ো, হ'গালে চার চড় খাবে, নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবো, তবে

যাবে। ভাল চাস তো আয়, নইলে মরবি ঠোনার ঘায়।

হর। ঢের দেখিছি ঠোনা, তুই তো তুই, তোর গৌরীকে আছে জানা। তোর মাগীর চোখ রাঙ্গানীতে ভয় করি, আমি তেমন না।

জয়া। হাঁরে মিন্সে—তবে রে মিন্সে। ভয় করিস নে—দেখ তবে। (সবলে হরের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

হর। চল যাচ্ছি, টানাটানি করো না—টানাটানি করো না, কোথায় যেতে হবে?

জয়া। পথে এসো, এখন হলো! এখন আস্তে আস্তে পেছু পেছু চলো!

হর। (স্বগতঃ) এরা মহামায়ার সঙ্গে ফেরে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ফ্যালে ফেরে, নিশম্ভু-শম্ভু-বধের সাথী, যে শম্ভুর বুকে মারে লাথি, তার সই; এদের বলে কি শিব-বল চলে, ভালয় ভালয় আগু হই!

(নারীগণের গীত)

বুঝবো আজ কেমন শাঁখারি।
ভিরকুটী ছরকুটে দেব,
দেখ্‌বো তোর কিসের জারী॥
ছোটমুখে তোর বড় কথা,
করবো থোঁতামুখ ভোঁতা,
রাজ ঝিয়ারী রাজেশ্বরী
আসবে তোর হেতা?
কপালে তোর ছাই,
বুড়ো ব'লে এড়িয়ে গেলি তাই,
নয় পাঁচ মাথা কার বেঁচে যেত,
বুকের পাটা কার ভারি॥

[হরের হস্ত ধরিয়া জয়া ও নাগরিকাগণের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হিমালয়-অন্তঃপুর।

মেনকা, গৌরী, বিজয়া ও পুরবাসিনীগণ।

(মহাদেবকে লইয়া জয়া ও নাগরিকাগণের প্রবেশ)

জয়া। মা শাঁখা পরতে চেয়েছিলো, এই শাঁখারিকে ধরে এনেছি।

মেনকা। কেমন শাঁখা, দেখি, দেখি।

হর। তুই নিবি না কি? এ শাঁখা তোরে বেচি নি। তোর গাল তোবড়া, তুই বুড়ী থুড়ী, তুই এ শাঁখা পরে করবি কি?

মেনকা। তা হলোই বা বাছা, দেখাও না দেখাও না। শাঁখা কি আমি প'রবো, আমার মেয়েকে কিনে দেব।

হর। মনে করেছিস্, ওমনি শাঁখা পরাবো না কি? যে শাঁখা পরবে, আগে তার মুখ দেখি।

গৌরী। ও শাঁখারি, আমি পরবো।

হর। এগিয়ে এসো, ভাল করে ঠাউরে দেখি, তবে শাঁখা বার করবো। (গৌরীর অগ্রসর হওন)

১মা পুর। ও মা, বুড়ো মিন্সে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো যে গো।

গৌরী। কই, শাঁখা দেখাও।

হর। ভাল করে আমার মুখের [illegible]ন চাও, ঠাওরে দেখি।

মেনকা। এ বুড়ো কে গো? সোমত্ত ঝি, কিছু গুণ-গান করবে না কি?

হর। আচ্ছা, এই শাঁখা দেখ দেখি, পছন্দ হয় না কি?

পুরবাসিনীগণ। আহা, দিব্যি শাঁখা—আহা, দিব্যি শাঁখা! তোমার গৌরীর যেমন নধর হাত, তেম্‌নি সুন্দর শাঁখা!

মেনকা। ও শাঁখারি, নে—শাঁখাজোড়াটি দে, দাম চাস্ কত টাকা? দেখ তো গৌরী, হাতে হবে না কি?

হর। ঠিক হবে; আমি মনে-ধ্যানে দিছি জোঁকা।

মেনকা। কি দাম নিবি বল্?

হর। আন তেল-জল, আগে শাঁখা পরাই; বেশ সেজেগুজে তো আছ, নূতন কাপড় তো পরেছো, আর সাজগোজ কাজ নাই।

২য়া পুর। ওগো শাঁখা পরবে, শাঁখ বাজাও, —তোমার জামাইয়ের মঙ্গল তো চাই।

গৌরী। তোমার নাম কি শাঁখারি? তোমার খুব কারিকুরী। তুমি কোথায় থাক? মরি—মরি, দিব্যি শাঁখা—আ-মরি! তোমার নামটি কি?

হর। ভোলা শাঁখারি। আমার বড় দজ্জাল নারী, তার মুখের তোড়ে ঘরে রইতে নারি, তাই শাঁখা করি ফেরি। কোঁদল ক'রে বাপের বাড়ী চলে গেছে, তার শরীরে রাগ ভারি।

গৌরী। তোমার গিন্নীর নামটি কি?

হর। গৌরী। দুটি ছেলে, আমার কাছে থাকে না মূলে। আমার দেখ্‌ছো যেমন পেটটি ডাগর, একটি ছেলে তেম্‌নি লম্বোদর। আর একটি ছেলে, সদাই বেড়ান তীরধনুক নে খেলে। আমি ঘুরে ঘুরে খরচ জোগাই; ছেলে যেন ষড়ানন, ছ'মুখে করে খাই খাই। তার আবার লম্বা কোঁচা, রোচে না যা তা। এই শাঁখা বেচে যা পাই, তাতেই খরচপাতি যোগাই।

গৌরী। বটে, তোমার গিন্নীর নাম গৌরী?— তোমার দুটি ছেলে? তবে সব তো গেছে মিলে। তা হ'লে তুমি আমার সয়া, আমি তোমার সই।

হর। সই, তোমার এত দয়া,—আমায় বল্লে সয়া! আমার আজ ভাগ্যি গেল ফিরে। আমি তা হ'লে এখানে থাকি, আর তোমার মুখখানি দেখি;—পারি নি, হায়রাণ হয়েছি শাঁখা মাথায় ক'রে ফিরে।

গৌরী। তা বেশ তো—বেশ তো, এখন বল, শাঁখার কি দর?

হর। কেমন শাঁখা আগে বল সই?

গৌরী। বলেছি তো সয়া, অতি সুন্দর।

হর। শাঁখার নাইকো জোড়া, ধ্যানে গড়া, এর নাইকো অন্ত দাম। বিনামূলে দিয়ে যাবো, আমিও সই বিকিয়ে রব, যদি কৃপা ক'রে পূরাও মনস্কাম। তুমি সই, আমি সয়া, একবার আলিঙ্গন দাও, করো দয়া।

মেনকা। তবে রে হতচ্ছাড়া ছাড়কপালে! যা মুখে এসে, তাই বলে! এই মার খেলে!

(হরের গৌরীর পশ্চাতে লুকাইত হওন)

গৌরী। না মা, রাগ করো না, তামাসা কচ্চে সই ব'লে। নাও শাঁখারি, শাঁখা পরাও।

হর। হাতখানি বার ক'রে দাও।

(গৌরীর তথা করন)

১মা পুর। ও মিন্সে, শাঁখা পরা, হাত ওমন করে টিপছিস্, লাগবে যে! দেখ, কথা শোনে না—চেয়ে আছে করে হাঁ!

হর। যার যে কাজ, সেই বোঝে, তোম্‌রা তো বোঝো না? মৃণালের মত কোমল হাতে, বাজে যদি শাঁখা পরাতে, তাই টিপে টিপে কচ্ছি সরল, নাও, শাঁক বাজাও, করো না গোল। (শাঁখা পরাইয়া) কেমন সেজেছে, দেখ—দেখ! সই, সয়াকে ভুলো না কো!

(স্ত্রীগণের গীত ও হরের নৃত্য)

মনোমোহিনী শিবরাণী সেজেছে শাঁখা প'রে।
সতীর জ্যোতি ভগবতীর রেজেছে মৃণাল করে।
সীমন্তে সিন্দূরের শোভা,
শ্বেত শাঁখাতে আভা কিবা,
ভুবন-মনোলোভা, রাঙ্গা-পায়ে দে রাঙ্গা জবা,
নয়ন-তারা সাজলো তারা,
হেরে হৃদয়-তাপ হরে॥

মেনকা। ও মা, বুড়ো নাচে যে গো—পা মুচড়ে ঘাড়ে পড়্‌বে না তো?

জয়া। রাণী-মা, তুমি ঘরে যাও তো, খুব রসের বুড়ো, আমরা একটু নাচাই। মিন্সের বুড়ো বয়সে এত গা, যৌবনে কি ছিল ভাবচি তা!

মেনকা। না—না, অন্তঃপুরে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। উমা, কি দাম চায়, জেনে আয় দিব্যি শাঁখা, তোরে দিব্যি সেজেছে, আমি দেব, যা চায়!

[জয়া, বিজয়া ও গৌরী ব্যতীত মেনকার সহিত অন্যান্য নারীগণের প্রস্থান।

গৌরী। বল এখন কি দাম দিতে হবে ?

হর। ও কথা তো হয়ে গেছে, জিজ্ঞেস কচ্চ কেন তবে ?

গৌরী। ছিঃ, একশোবার ও তামাসা ভাল কি ? আমি সতী, আমার স্বামী পশুপতি; বুড়ো হয়েছো, বোঝো না, অমন কথা বলো না; তিনি কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন ধর্ম্মে দাও মতি। যে পর-নারীকে চোখ দেয়, তার ইহকাল পরকালে নাই গতি। হৃদে করো শিবের ধ্যান, পাবে দিব্যজ্ঞান, দূর হবে দুর্ম্মতি; তিনি অগতির গতি।

হর। তাই তারে ছেড়ে এসেছ রসবতী! আর সতীগিরি আমার কাছে কেন নাড়ো! সতী-গিরির বড়াই ছাড়ো! আহা, বুড়ো শিবকে ফেলে এসেছ চলে! এই তুমি যুবতী, বাপের বাড়ী কার মুখ চেয়ে কাটাও রাতি ? নাও—নাও, আমি তোমার সয়া, করো দয়া। আমি জানি তোমার প্রকৃতি, তুমি মহারঙ্গিণী গুণবতী। ক'রে দয়া, চাঁদমুখে বলেছ সয়া। এখন দাও আলিঙ্গন, বাঁচাও জীবন। চির-কাল তো এই চলে, আলিঙ্গন দেয় আলাপ হ'লে, তাতে কি কেউ মন্দ বলে ?

গৌরী। আরে বুড়ো হুড়ো, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা, আমায় শেখাচ্ছিস্ পতিব্রতা! আমাদের সোহাগের কন্দল, তুই কি জানবি তা বল ? আমি কি একদণ্ড আছি তাঁরে ছেড়ে, শক্তি কি কখন শিব ছাড়া ? আমি শিবের নারী, আমায় শেখাচ্ছিস্ সতীগিরি! তুই তত্ত্বকথা কি জানিস্ আমার বাড়া ? দু'দিন এয়েছি রাগ করে, আজ বাদে কাল চলে যাব ঘরে। ছিল শাঁখার সাধ, তোমার কল্যাণে ঘুচলো বিবাদ, দিচ্চি এনে যে দাম চাও, খুসী হয়ে ঘরে যাও।

হর। কাজ নাই আমার শাঁখার পণে, তুষ্ট হলুম কথা শুনে। বলেছ সয়া, রেখো দয়া, ভুলো না, রেখো মনে; আমি সদাই থাকবো তোমার ধ্যানে।

গৌরী। দাম নাও তো নাও, নইলে শাঁখা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

হর। তবে দাও।

গৌরী। (খুলিতে গিয়া) ও মা—এ যে খোলা যায় না!

হর। ও মনের মত হাতে, শাঁখা বসেছে জেঁতে।

গৌরী। দেখ বুড়ো, তোর শাঁখা করবো গুড়ো, দাম নিবি তো নে, নইলে ফেলি ভেঙ্গে।

হর। আচ্ছা ভাঙ্গো, নিয়ে যাবো ভাঙ্গা গুঁড়ো। তবু দাম নেব না, আমি দামের প্রত্যাশী নই, আমার কথা নড়ে না, আমি এমন নই বুড়ো। যা চেয়েছি, তা যদি পাই, নিয়ে স'য়ের বালাই, আমোদ ক'রে ঘরে চলে যাই।

গৌরী। (শাঁখা ভাঙ্গিবার নানারূপ চেষ্টা করিয়া) এ পোড়াশাঁখা ভাঙ্গে না লো! এ শাঁখা নয়, বজ্র। তাই তো, শাঁখা প'রে কি বালাই হলো! শাঁখার কোণাও ঝরে না, শাঁখায় ঠেকে পাথর হয়ে যাচ্চে দু'খান!

হর। গড়েছি মনের সাধে, বেঁধেছি শাঁখার ফাঁদে, ও শাঁখা কি ভাঙ্গতে পার সই। ভাঙ্গবার শাঁখা নয়, মন না ভাঙ্গলে শাঁখা ভাঙ্গে না। তোমার সঙ্গে মনে মনে মিল, তুমি সই, আমি সয়া হই।

গৌরী। আন্‌তো ছুরি, হাত কেটে শাঁখা বার করি।

হর। কাটবে কাটো, কিন্তু দেখো, শাঁখায় রক্ত মেখো না কো। রক্ত লাগলে এক ছিটে, শাঁখা নেব না, পালাব একছুটে! কাজ কি অত বালাই, দাওনা কেন কৃপা করে যা চাই।

গৌরী। হ্যাঁ লো জয়া, কি বলে যে বুড়ো। আমি জগন্মাতা, আমায় বলে নানান কথা, মহেশ্বর বিনা কার মাথার উপর মাথা! অন্য যে কেউ আমার মুখপানে চাইতো, পুড়ে তখনই ছাই হতো। বুঝতে নারি বুড়োর প্রকৃতি, আমায় ছলতে এলেন কি পশুপতি ? আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করি, এ শাঁখা যে ভাঙ্গতে নারি! বলছে, গড়েছে ধ্যানে, এ কে গড়েছে আর মহেশ বিনে!

জয়া। হ'য়ে ভয়ঙ্করী দেখা দাও শঙ্করী! শিব যদি না হয় শিবে, তোমার করাল-মূর্ত্তি দেখে তখনি পরমাণু হবে, কে এ বুড়ো বোঝা যাবে।

গৌরী। এসো সখা, তোমার পণই দেব, কিন্তু সইতে পারো কি না, আগে পরখ করে নেব।

হর। ভাল,—ভাল, কি পরখ করবে চলো।

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

—:*:—

হরের বক্ষোপরে কালীমূর্ত্তি প্রকাশ।

(যোগিনীগণের গীত)

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা নয়নে অট্ট-বিকট-হাসি।
করাল কাল লটপটকেশী বদন বিশ্বগ্রাসী॥
বিশাল লোল রসনা, রক্ত-সিক্ত-দশনা,
কপাল-মাল কর-কিঙ্কিণী, উন্মাদিনী মাতঙ্গিনী,
ভীমা প্রতিমা প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডা-চণ্ড-নাশী॥

পট-পরিবর্ত্তন।

—:*:—

পূর্ব্বদৃশ্য।

(হর, গৌরী, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ)

হর। পরখ করা তো হলো, এখন আমার শাঁখার পণ কৈ সই?

গৌরী। প্রভু, আমি তোমা বিনা তো আর কারো নই, ঐ চরণে চিরদিন বাঁধা রই।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। কি গো মামা, কি গো মামী! এখন চাপা দিয়েছ দেখছি কোঁদলের ধামী।

জয়া। কন্দল কি করে হয় বল? এখানে তো ছিলে না তুমি!

নারদ। বলি মামা কেমন? মামী, কেমন শাঁখা? চক্ষু সার্থক করি, হাত নেড়ে একবার দেখা! হর-গৌরীর লীলে, একবার ভাব রে মন হৃদয় খুলে!

(ইন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, কুবের প্রভৃতি দেবগণ ও মদন-রতির প্রবেশ)

বিশ্ব। মা, তোমার শাঁখায় সাধ ছিলো, আমায় বল্লে না? মার হাতের শাঁখা আমি গড়্‌তে পেলুম না! বাবা, আর তো তোমায় বাবা বলে ডাক্‌বো না

কুবের। মা, আমি তোমার ধনের ভাণ্ডারী, তোমার ধন যক্ষ হ'য়ে রক্ষা করি। যদি সাজবার ছিল সাধ, আমায় কেন বল নাই শঙ্করী।

ইন্দ্র। মা—মা, এত ছলনা, মিথ্যা আমি দেবরাজ, তোমায় শঙ্খ দিয়ে আমার পূজা করা হলো না!

গৌরী। (বিশ্বকর্ম্মার প্রতি) বাছা, তুই আমার একটি কাঁচলি করে দে। কুবের, তুই স্বর্ণ-বিল্বপত্র এনে দিস্ ভোলার চরণে।

হর। (ইন্দ্রের প্রতি) তোমার নন্দনের জবায় পূজা ক'রো রাঙা-পায়।

নারদ। কোথায় গো—দেখ সে গো আই, বরণ করে নাও তোমার বাঘিনী মেয়ে আর শাঁখারী জামাই! মামা, আজ আর মদনকে কিছু বলো না। এসেছে রতি-মদন, ওদের দু'জনের আকিঞ্চন, দেখ্‌বে যুগল-মিলন। বড় সাধে সাজিয়েছে বাসর, তুষ্ট হয়ে দাও বর, দিগম্বরী-দিগম্বর! যেন পুরুষ-প্রকৃতির কৃপায় মদনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

উভয়ে। তথাস্তু।

(মেনকা প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ ও চারিদিকে বেষ্টন করিয়া হর-গৌরী বরণ)

গীত।

খ্যাপা পারা একি ন্যাংটা জামাই লো।
মরি সরমে মরমে কেমনে যাই লো
একে বরণডালা নিয়ে মাথায়, বাধে পায় পায়,
ভাঙ্গে ঢ'লে পাছে পড়ে লো গায়,
দেখ লো মেনে, চায় বদন পানে, চল্ ঘোম্‌টা টেনে,
আছে কে জানে কি ভাবে ভাবি তাই লো॥

(বেগে নন্দী, ভৃঙ্গী ও প্রমথগণের প্রবেশ)

(গীত)

বাবা কি বিচার তোমার,
শুধু সারা হোলেম লাঙ্গল চ'ষে।
মাকে পরালে শাঁখা, না দেখে মরি আপশোষে॥
বাবা মা ফিরবে ঘরে,
নাচবো বগল বাজিয়ে জোরে,
ঠাসবো গাঁজা কল্‌কে ভরে,
দম লাগাবে বাবা ব'সে॥
মাকে দেবো জবা তুলে,
সাজাবে বাবা ধুতরো-ফুলে,
এলোকেশীর দেখবো হাসি,
জটাধারীর বামে ব'সে॥

১ম পুর। ও মা, এরা কারা গো?

২য় পুর। ঐ তোমার উমার বে'র দিন এই ভূত-দানাগুলো আসেনি?

মেনকা। এদের ভূত-দানা ব'লো না,—এরা মহা-শৈব, শিবসহচর—এদের কৃপা না হ'লে শিবের কৃপা কেউ পায় না। এরা আমার উমার কার্ত্তিক-গণেশ যেমন, তেমনি আদরের ছেলে। এরা মা—বাবা বই জানে না, ভক্তির নাই তুলনা।

নন্দী। বাবা, দম দিয়ে আমাদের সরিয়ে দিলে, শাঁখা পরান দেখালে না! মা, তুমি কোন্ ডাক্‌লে?

ভৃঙ্গী। *মা, তুমি কেমন গা? বাবা না হয় ভোলা, তুমি কি করে ভুলেছিলে?*

নন্দী। ও ভোলা বাবা, ও পাষাণীর মেয়ে মা! আমরা তোমাদের ছেলে নয় বুঝি? সবাই আমোদে নাচবে, আর আমরা ভেসে যাই! এখন যদি বুড়ী আইয়ের কাপড় কেড়ে নি, তা হলে কি হয় মা?

ভৃঙ্গী। না—না, বেলগাছে নিয়ে তুলি আয় না।

মেনকা। তবে রে হতচ্ছাড়ারা, গণেশকে না খাইয়ে তোমাদের খেতে দি, আর আমার এই খোয়ার!

নন্দী। না—না আয়ি মা, তুমি মায়ের মা, তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম!

ভৃঙ্গী। আমরা বাবার চেলা, নেশার ঝোঁকে থাকি, কখন কি বকি, আমরাই তোমাকে সঙ্গে ক'রে গিরিপুরে আনি; আমরা তোমার আদরের নাতি, জননী—রত্নগর্ভা গিরিরাণী।

নারদ। আয়ি, দেরী ক'চ্চ কেন? জামাই কোলে করে নাও, বাসর জাগো গে।

মেনকা। দূর কালামুখো!

(পুরবাসিনীগণের গীত)

আদরে বাসরে নে যাই চল,
মাথায় ঢেলে দেব গঙ্গাজল।
শুনেছি পাগ্‌লা তায় হয় লো শীতল।
একে ক্ষেপী মেয়ে, নেচে বেড়ায় ধেয়ে,
বর ক্ষেপা নিয়ে,
বুঝে চলে না তো এত বুঝাই লো॥

[হর-গৌরীকে লইয়া মেনকা প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণ, পশ্চাতে নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি প্রমথগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র। কি মদন, কেমন বাসর সাজালে? কোথায় রত্ন পেলে? যা চাও, অমরাবতী থেকে নিয়ে এসো। এমন দিন আর হবে না! চলো চলো, বাবা বলেছেন, আমি নন্দনে জবা আন্‌তে যাবো।

মদন। দেবরাজ, আজকের বাসর মণি-মাণিক্যের নয়। আজ পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের জন্য বসুমতী মনের সাধে তাঁর লতা-কুসুম আমায় দিয়েছেন। বাসরে ষড়ঋতু একত্র হয়েছে। এই স্বভাব-কুঞ্জে আজ [illegible]-গৌরী-*মিলন। দেবরাজ, আজ হ[illegible]গৌরী-মিলন দেখে নয়ন সার্থক হবে।*

নারদ। দেবরাজ, মদন ঠিক বলেছে, ভগবতী বাগ্দিনীর বেশ ধরেছিলেন, সেই সময় মহাদেবের প্রতি মদন শর-নিক্ষেপ করেছে, রতি তাঁর প্রকৃতি মুগ্ধ করেছে, সেইরূপ হরের হৃদয়ে জাগছে, আজ সেই শোভাময়ী প্রকৃতির মাঝে স্বভাব-ভূষিতা বাগ্দিনীর সঙ্গে কৃষিরাজ মহেশ্বরের মিলন হবে; আজ নূতন ভাবে নূতন লীলা! এ লীলায় নর শিকারবৃত্তি ছেড়ে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করবে, পৃথিবী ফলবতী হবে। মদন অনঙ্গ হয়ে মিলন-রঙ্গ দেখে নাই, সেই রঙ্গ আজ দেখ্‌বে। দিগম্বর-

দিগম্বরী বর দিয়েছেন, তাই সকলের মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ইন্দ্র। বটে—বটে ঋষিরাজ, তবে আমি জবা আনি গে। ঋষিরাজ, বুঝলেম, লোকে তোমায় বলে, তুমি কন্দল বাধাও, আজ বুঝলেম, তোমার কন্দল নয়, তোমার কন্দলে জগতের মঙ্গল।

নারদ। চল রে বীণে, দেখবি চল,—ভুবনে এই রসের লীলা গেয়ে বেড়াবি।

[মদন ও রতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(মদন-রতির গীত)

দেখবো যুগল নয়ন ভরে সাজিয়েছি বাসর।
রতি মদন, বুঝবো দু'জন,
আজকে কেমন যোগী হর॥
শরৎ-বসন্ত সনে, দেছে কুসুম সযতনে,
হেমন্ত শ্যামল সাজে, সিত পীত লোহিত রাজে,
কোকিলের তান-তরঙ্গ দোলে গগনে ;
প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন প্রকৃতির উদার আসর॥

[মদন ও রতির প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

স্বভাব-কুঞ্জ।

(বাগ্দিনীবেশিনী গৌরী ও হর)

গৌরী। কি সয়া, আমি গা ধুয়ে এসে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি কি না তোমার গৌরীর কাছে পালিয়ে এসেছ? তা হবে না, আজ আমি তোমায় নিয়ে থাক্‌বো, আজ আর তোমার গৌরীকে পাবে না।

হর। আমায় আর খুঁজেছ কই সই, এই তো ভোলা শাঁখারির কাছে আংটি দিয়ে শাঁখা পরে এসেছ। সে আংটীটি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে, তোমার গুণাগুণ সব বলে গেছে। এই নাও, তুমি আংটী চেয়েছিলে, তুমি নাও।

(নারদ, নন্দী, ভৃঙ্গী, মদন, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও প্রমথগণ এবং জয়া, বিজয়া, রতি, দেবীগণ ও যোগিনীগণের প্রবেশ)

নারদ। দেখো দেবদেব, তোমার দাসের কথা না মিথ্যা হয়! জগৎ শোনো, ভক্তি ক'রে যে এই "রামেশ্বর-শিবায়ন" শুনবে, যে ভোলা শাঁখারির চাতুরী ধ্যানে দেখবে, তার সঙ্গে ষড়রিপুর চাতুরী চল্‌বে না! যে নারী হর-গৌরী স্মরণ ক'রে শুভদিনে শুভ শঙ্খ করে ধারণ করবে, হর-গৌরীর কৃপায় তার পতি-ভক্তি অচলা হবে, মাথার সিন্দুর উষার মত উজ্জ্বল থাকবে। আমি হরিদাস, হর-গৌরীর দোহাই দিয়ে বল্‌ছি, আমার কথা মিথ্যা নয়। জয় হর-গৌরীর জয়!

সকলে। জয় হর-গৌরীর জয়!

(সমবেত-সঙ্গীত)

পিও চরণে সুধা মাত হরষে।
কাণে কাণ রসের তুফান, রসে ভেসে প্রাণ রসে॥
গৌরী-হরে বিমল খেলা,
শুন্‌লে হরে মনের মলা,
কমলা থাকেন অচলা ;
ষট্‌পদ্ম ফোটে, মধু ওঠে, প্রেমের ধারা পরশে॥
জয় হর-গৌরী বল, থাক্‌বে মনের সন্তোষে॥

যবনিকা পতন।

াবলী সিরিস

গিরিশ গ্রন্থাবলী

(দ্বাদশ ভাগ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

[বলিদান বাদে]

(১২শ ভাগ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।
বসুমতী কার্য্যালয়।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২০

চরিত্র।

(পুরুষ)

উপেন্দ্রনাথ	...	...	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
শৈলেন্দ্রনাথ	...	...	উপেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
নীরদ	...	...	ঐ পুত্র।
মন্মথ	...	...	ঐ শ্যালিকা-পুত্র।
বৈদ্যনাথ	...	...	ঐ বন্ধু।
নিতাই	...	...	ঐ বন্ধু (হাইকোর্টের উকীল)।
হীরু ঘোষাল	...	...	ঐ প্রতিবেশী।
ভৈরবা, শ্যামা	...	..	ভৃত্যদ্বয়।
শিবু	...	...	এটর্ণি।
নকুলানন্দ	...	...	অবধূত।
শরৎ	...	...	উচ্ছৃঙ্খল যুবক।
সতীশ, প্রমথ, বিহারী	...	...	ঐ বন্ধুগণ।

ডাক্তার, উপেন্দ্রবাবুর বাটীর জমাদার ও দ্বারবান্‌দ্বয়, পুলিস ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণ, রেজিষ্ট্রার ও তৎকর্ম্মচারী, জনৈক ভদ্রলোক, পাওনাদারগণ, আদালতের পিয়াদাগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

বিরজা	...	...	উপেন্দ্রের বিধবা জ্যেষ্ঠা-ভ্রাতৃবধূ।
তরঙ্গিণী	.	...	ঐ স্ত্রী।
সরোজিনী	...	...	শৈলেন্দ্রের স্ত্রী।
মণি	...	...	কীর্ত্তনওয়ালী।
ফুলী	...	...	ঐ কন্যা।
কুমুদিনী	...	...	বারাঙ্গনা।

কুমুদিনীর মাতা, বারাঙ্গনাগণ ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

গৃহলক্ষ্মী

বা

আদর্শ-গৃহিণী।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

উপেন্দ্র ও তরঙ্গিণী।

উপেন্দ্র। এবারটা পূজোর ঝগ্ড়া আমার সঙ্গে চ'ল্‌বে না—শৈলেন আছে, নীরদ আছে, তাদের সঙ্গে ক'রো।

তরঙ্গিণী। দিদি, এসো না গো।

নেপথ্যে বিরজা। যাচ্ছি। ক্ষেমা, বামুনঠাকুরকে ব'ল গে, ছোটবাবুর ময়দা-টয়দা সব ঠিক ক'রে রাখে, তার আসবার সময় হ'লো। আর সব যেন দমে রেখে দেয়, ছোট বউএর উপর ভার দিয়ে যেন তিনি না শুতে চ'লে যান।

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। কি রে, কি?

তর। শুন্‌চ' গা, এবার পূজোর খরচের ভার নীরের উপর,—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। এক আধখানা লুচী পেতুম, এবার পূজোয় তাও পাব না দেখ্‌ছি।

বিরজা। দাঁড়া দিদি, আমি বুঝি ভাঁড়ার ঘরের চাবিটে ফেলে এসেছি।

[বিরজার প্রস্থান।

নেপথ্যে বিরজা। কোথা ছিল?

নেপথ্যে ঝি। আমায় তেল বা'র ক'র্‌তে দিলে যে গো?

নেপথ্যে বিরজা। মনেরও ঠিক নাই।

(বিরজার পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা। হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলি?

তর। দাঁড়াও, তোমার সাত পৃথিবী ঘোরা হোক্, বসুমতী স্থির হোন্, তবে ত ব'সে কথা শুন্‌বে।

বিরজা। না রে, সব হয়েছে, এইবার কাপড় ছেড়ে গায়ে ঘটি দুই জল ঢেলে,মালা ফিরিয়েই শোবো।

উপেন্দ্র। এই রাত্রে গায়ে জল ঢাল্‌বে?

বিরজা। ও আমার অভ্যাস আছে। (তরঙ্গিণীর প্রতি) নে—বল্—কি বল্‌ছিলি?

তর। বল্‌ছেন কি জানো, দিদি,—এবার ছোট্ ঠাকুরপো আর নীরের হাতে সংসার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ওঁরে কিছু ব'ল্‌লে ব'ল্‌বেন—"যাও নীরদের কাছে যাও!" ছোট্ ঠাকুরপোর তবু চোখের চামড়া আছে, নীরের কাছে চাইতে গেলে ক্যাট্-ক্যাট্ ক'রে শুনিয়ে দেবে। তবে ইনি একেবারে বিবাগী হন নাই। ছোট বউএর আর বউমার পূজোর গয়না গড়ানর ভার উনি রেখেছেন।

বিরজা। হ্যাঁগা, তা ক'দিন হ'তে শুন্‌চি বটে, নীরদ সব ক'চ্চে কর্ম্মাচ্চে,—তা ওরা ছেলে-মানুষ—সব গুছিয়ে পা'রবে?

উপেন্দ্র। সব ব্যবস্থা করাই.ত আছে, এদিক্‌কার খরচপাতি সব দাওয়ানজী ক'র্‌বে, ওরা হিসেবপত্র দেখবে। আর আমিও ওদের হাতে দিয়ে কিছু নিশ্চিন্ত নাই। চিরকালই কি বাঁচবো, ওরা সব বিষয়-আশয় কোথায় কি আছে, বুঝে নেবে না?

বিরজা। শুন্‌ছি নাকি খুড়ো-ভাইপোর খরচ-পাতি নিয়ে খিটিমিটি হয়?

তর। নীরে সাম্‌লে সুম্‌লে টেনে রা'খতে চায়, আর ঠাকুরপোর দরাজ হাত।

উপেন্দ্র। তোমায় এ খবর কে দিলে?

বিরজা। কেন, মোনা বলে,—"বড় মা, মেশো মশায়কে ব'লো যে, দাদাতে ছোট মেশোতে ব'নবে না।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওদের খুড়ো-ভাইপোয় খরচ নিয়ে তর্ক হয়েছিল বটে। তা মোনা কোথেকে জান্‌লে,—ও ত ঘরে ব'সে প'ড়ছিল?

বিরজা। কে, মোনা? ও জানে না—তোমার সংসারে এমন কিছু কাজ আছে? ও দাসী-চাকর কি দিয়ে ভাত খাচ্চে—জানে। (তরঙ্গিণীর প্রতি) এ দিকে ত তোমার বোন্‌পো বোকার মতন বেড়ায় দেখতে পাও,—ও সব জানে—সব পারে। পড়া শুনোয় ত শুনেছি, ওর সঙ্গে কোন ছেলে পারে না; সে দিন বাগান থেকে সেই কাৎলা মাছটা এসেছিল —কুট্‌লে। সে দিন দুকুর বেলায় ব'সে আমার সুপুরী কুচিয়ে দিলে। আর এমন সুন্দর তোড়া, ও যে খিড়কীতে ফুল বাগান ক'রেছে, সেই বাগান থেকে তোয়ের ক'রে এনে ছোটবউ আর বউমাকে দেয়—তোমায় আর কি বল্‌বো। তোমার কাছে ভয়ে আনে না, পাছে তুমি বকো। আজ ছানার ডালনা খেলে, ও কার রান্না—ঐ মোনার। একটা উনুন কিনে এনেছে, আমার ঠেঙে আনাজ নিয়ে এক একদিন রাঁধে।

উপেন্দ্র। তা তোমায় তোড়া এনে দেয় না?

বিরজা। (হাসিয়া) একদিন এনেছিল, আমি ব'ক্‌লুম, ঠাকুরপূজোর ফুল নষ্ট ক'র্‌লি? সেই ইস্তক ওদের ঘরে দিয়ে আসে।

তর। ও ঠাকুরপূজোর ফুল নষ্ট করে কেন?

উপেন্দ্র। ওঃ—মাসীগিরি ফলান হ'চ্চে!

বিরজা। তাই বটে! ও কি কিছু নষ্ট করে? তোমার বোন ম'রে গেল, পাঁচ বছরের ছেলেটি বাড়ীতে এসেছে। সেই দিন থেকে কখন আব্‌দার ক'রে [illegible]ছে—এই জিনিসটে খাব? বাগান থেকে ঝোড়া ঝোড়া ফুল আস্‌ছে, ও আপনি ফুলগাছ পুঁতে দুটো ফুলের তোড়া বাঁধে, তাই নষ্ট করে। তুমি মাঝে মাঝে ওকে শাসাও শুন্‌তে পাই। ও তোমার বোনপো নয় আমার বোনপো,—অমন ছেলে হয়!

উপেন্দ্র। ওর মতন ছেলে হাজারে একটা দেখ্‌তে পাই না। দাদা থাক্‌লে এতদিন ওকে বাড়ী ঘর-দোর ক'রে দে স্থিতু ক'র্‌তেন।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। বাবা, হিসেবপত্র আমায় যা দেখতে বলেন, দেখছি, খরচের দায়ী আমি হব না।

উপেন্দ্র। কেন?

নীরদ। আমি কাঁহাতক লুকিয়ে রাখবো? ছোট-কাকা দশ পনের হাজার টাকার চেক্ কেটে-ছেন; বলেন, দাদাকে বলিস্ নি। সে কাগজে জমাখরচ ক'র্‌তে দেননি। কাল আমার সঙ্গে তর্ক কিসের? উনি পাঁচ হাজার টাকার ফের চেক্ কাট্‌তে চান, আমি চেক্-বই দিই নাই।

উপেন্দ্র। যা—যা—এখন যা।

নীরদ। আপনি একটা বিলি করুন, রোজ রোজ আমি ঝগড়া কর্‌তে পার্‌বো না।

উপেন্দ্র। আচ্ছা—আচ্ছা—তা হবে।

[নীরদের প্রস্থান।

তর। তোমার ভয়ে আমি বলি নাই। ছোটবাবুর একটু বেচাল হয়েছে। নীরে আমায় বল্‌তো, আমি বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাই, দিন দিন রাত ক'রে আসে। ছোটবউ সাম্‌লায়, সেই জন্যই বামুনঠাকুরকে বলে,—"চ'লে যাও আমি খাবার দেব।' বামুনঠাকুরের দোষ নাই। আড়মাড় কথা

কয়ও শুন্‌তে পাই, বোধ হয় কিছু খায় টায়।

বিরজা। এ কথাটি কেন মুখে গো দিয়ে চেপে রেখেছ দিদি?

তর। কি কর্‌বো, ব'লে কে দোষী হবে বল?

উপেন্দ্র। কিসের দোষ? যদি তুমি এতটাই বুঝেছিলে, আমায় এতদিন বলা উচিত ছিল।

তর। বল্‌বো আর কি, তুমি কি জান না,—না দেখ্‌তে পাও না?

উপেন্দ্র। না, দেখতে পাই না,—দেখ্‌তে পেলে তোমার মত চুপ ক'রে থাক্‌তেম না। ব'লে দোষী হবে মনে ক'রে বলোনি—আশ্চর্য্য!

তর। তোমার কাছে আমার সবই আশ্চর্য্য!

উপেন্দ্র। তা হবে।

বিরজা। তা মন্দ কি ব'ল্‌ছে? এদের দু'জনের ভাই-অন্ত প্রাণ! শ্বশুর ম'রে গেলেন, তার ছ'মাস পেরুলো না, শাশুড়ী ঠাকরুণ আট মাসের ছেলে রেখে চ'লে গেলেন,—আমি একদিন ধম্‌কালে আমায় তেড়ে আস্‌তো।

উপেন্দ্র। বড়বউ, যা শুন্‌ছি, এ যদি সত্য হয়, আর সম্ভবও মনে হ'চ্চে, তা না হ'লে ওর এত টাকার দরকার কি? বড়বউ, জানো ত, না থাওয়া না দাওয়া—মাম্‌লা মোকদ্দমা ক'রে তাই কি সব বিষয় পেলুম? দেইজীদের আর বুড়ো মল্লিকের গ্রাস থেকে দাদা বিষয় বার ক'রে গেলেন,—আর তিনি পুণ্যাত্মা, ভুগ্‌তে আমায় রেখে গিয়েছেন। বড়বউ, তোমায় বলি নাই, এর মধ্যে দু'বার হাণ্ড নোটের টাকা চুপি চুপি চুকিয়ে দিয়েছি। মনে ক'রলুম, বিষয়কর্ম্মের ভার দিই, ভার পড়্‌লে শুধরে যাবে। তা এতদুর বাড়াবাড়ি করবে আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। সত্যি কি মদ ধ'রেছে?

তর। সত্যি মিথ্যা আর কি! খেতে বসেছিল, মাংস দিতে গিয়েছিলুম, মুখে ভক্‌ ভক্‌ ক'রে গন্ধ পেয়েছি।

উপেন্দ্র। তোমার পেটে যে এত কথা চাপা থাকে, তা আমি জান্‌তুম না।

তর। চেপে রাখাই ভাল, অনেকবার ব'লে দোষী হয়েছি।

উপেন্দ্র। যদি তোমার নীরে হ'তো, তা হ'লে চেপে রাখ্‌তে পা'রতে না। (বিরজার প্রতি) বড়বউ, মিছে আটু-পাটু—সংসার রাখ্‌তে পারবে না। যখন মদ সেঁধোলো, তখন আর উপায় নাই,—ও রোগের ওষুধ নাই। ওর যা মন যায় করুক্‌, আমি কোথাও চ'লে যাই, ওর ভাবনা ঢের ভেবেছি, আর পারি না।

বিরজা। রাগ ক'রো না, ঠাণ্ডা হও, নয় সব থানে-থারাপ হবে। মেজো বউ, তোরে বল্‌বো কি, ওকে মাই দিয়ে আমার বাঁজা মাইয়ে দুধ এসেছে। ও এমন অধঃপাতে যেতে বস্‌লো! এ আমারই পোড়া কপাল—আর কিছু নয়। ঠাকুর যে পরকে বিশ্বাস ক'রে বিষয় খুইয়ে-ছিলেন, সে ত ছিল ভাল। ওরা দু'ভায়ে মোট ক'রে আন্‌তো নিতো খেতো! এ কি সর্ব্বনাশ হলো—এ বাড়ীতে মদ সেঁধোলো!

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। কুচ পরোয়া নাই, আমি কারো এন্‌তাজারির ভেতর নাই। অত হিসেবকিতেবের ভেতর আমার চ'ল্‌বে না।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। দাদা, নীরে কি না বলে—চেক-বই দেবে না? কেন—তোমার বিষয়ে হাত দিচ্ছি নি, তুমি কোণে ব'সে থাক্‌তে পার, আমি যদি না পারি। থরচ ক'র্‌বো না—ভোগ ক'রবো না—তবে বিষয় হয়েছে কি কর্‌তে?

উপেন্দ্র। নীরে—নীরে—

নেপথ্যে নীরদ। আজ্ঞে—

শৈলেন্দ্র। নীরেকে ডাক্‌ছেন কি,— আমি নীরের কি তোয়াক্কা রাখি?

বিরজা। চল্‌—চল্‌, শুবি চল্‌।

শৈলেন্দ্র। কে বড় বউদিদি, প্রণাম। দেখ—পাঁচশো টাকা মাসোহারায় কি আমার চলে? কম ক'রে একটা garden party তিন শো টাকার কমে হয় না। এই ধরো না—

বিরজা। নে চল্‌—চল্‌—

শৈলেন্দ্র। যাচ্চি, ন্যায্য কথা ব'লো—

[শৈলেন্দ্রকে টানিয়া লইয়া বিরজার প্রস্থান।

উপেন্দ্র। নীরে—

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। আজ্ঞে—এই যে আমি।

উপেন্দ্র। তোমারও কি কিছু মাসোহারা বাড়িয়ে দিতে হবে না কি?

নীরদ। আজ্ঞে খাতা দেখুন, দু'মাসের মাসোহারা আমার জমা আছে।

উপেন্দ্র। চল, বাইরে চল, দাওয়ানজীর বাসায় লোক পাঠা।

তর। হ্যাঁ গা, এই রাত্রেই—

উপেন্দ্র। নাও নাও—থামো।

[উপেন্দ্র ও নীরদের প্রস্থান।

(বিরজার পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা মেজ্‌ঠাকুর-পো কোথায় গেল?

তর। দাওয়ানজীকে ডাক্‌তে পাঠিয়ে বাপ-বেটায় খাতা দেখ্‌তে চ'ল্লো। আজ আমায় তম্বি হচ্চে—বলি নি কেন? ব'ল্লে দোষী হ'তুম, মনে ক'রতেন—ভায়ের নামে লাগাচ্চি। উনি যে হাণ্ডনোটে টাকা দিয়েছেন বল্লেন—সে হাণ্ডনোটটা কিসের? নীরে খবর নিয়েছে, হাণ্ডনোট কেটে ইয়ারবন্ধুদের ধার দিয়েছে। নীরে ব'ল্‌তে গিয়েছিল, তা ব'লছে কি জানো? তোদের ও সব কথায় থাক্‌বার আবশ্যক নাই। তা কাজ কি বাপু! দিদি, তুমি জানো না, ঢের দিন ঢের কথা হয়ে গিয়েছে। ব'ল্লে, আমি মুখে কেন গো দিয়েছিলুম, আমি উত্তর করলুম না। ব'ল্লে বল্‌তো, কান-ভাঙ্গানি দিচ্চে।

বিরজা। তা তুই আমায় চুপি চুপি বলিস্ নি কেন?

তর। শেষটা আমার ঘাড়ে এসেই পড়্‌তো। সেবার কাপড় বিলোনর কথা বলি নাই? কত কথা শুনেছি তা ত জানো?

বিরজা। তা আয়, তুই খাবি আয়।

তর। না দিদি, আমার মুখে আজ কিছু উঠ্‌বে না।

বিরজা। তা তুই না খাস্, সমস্ত দিন খেটে মচ্চি, আমায় খাবার দিবি আয়। মোনা আমায় ব'লেছিল যে, বড় মা, বড় বড় সব জুড়ী ক'রে ছোট মেশোর কাছে ভাল ভাল সব ঘুঘু আস্‌চে। আমি তারে ধমকে দিয়েছিলুম, ব'লেছিলুম,—"তা তোর কি, তুই ও সব কথায় থাকিস্ নি।"

(সরোজিনীর প্রবেশ)

সরো। ও দিদি, বমি ক'চ্চে! চাপ্ চাপ্ মাসের মত কি উঠ্‌ছে, বুঝি নাড়ী প'চে বেরুচ্চে।

বিরজা। দূর পোড়াকপালি!

[বিরজা ও সরোজিনীর প্রস্থান।

তর। নীরে ঠিক বলে, ভাইয়ের চরিত্রটা নিজে বুঝুন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

শৈলেন্দ্রের কক্ষ—শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। দাদা কাল কিছু ব'লেছেন?

সরো। আমি ত তা জানি না।

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি কিছু ব'লেছেন?

সরো। বড়দিদি কাঁদ্‌লেন, ব'ল্লেন—পাঁচভূতে খারাপ ক'রেছে।

শৈলেন্দ্র। তুমিও মনে মনে কত গালাগাল্ দিয়েছ?

সরো। আমি তোমায় গালাগাল্ দেব?

শৈলেন্দ্র। সমস্ত রাত ঘুমোওনি দেখ্‌ছি।

সরো। না না—

শৈলেন্দ্র। তবে কি কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করেছ?

সরো। তুমি আর অমন করো না। তুমি যখন বমি করো, মনে হলো, তোমার দম আট্‌কে যাবে।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, আমি রোজ রাত ক'রে আসি, মুখে একটু মদের গন্ধও পাও, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো নি কেন?

সরো। আমি কি জিজ্ঞাসা করবো?

শৈলেন্দ্র। আমি উচ্ছন্ন গিয়েছি।

সরো। বালাই।

শৈলেন্দ্র। শোনো, কুমুদিনী ব'লে এক ছুঁড়ী থিয়েটার কর্‌তো, তাকে শরৎ, যে আমাদের

বাড়ী আস্‌তো সে রেখেছিল। সেই শরৎ আমাদের কজনকে এক দিন তার বাড়ীতে গান শুন্‌তে নে যায়।

সরো। সে কথা আমি শুনে আর কি কর্‌বো, তুমি আর খেয়ো না।

শৈলেন্দ্র। শোনো, শুন্‌লে বুঝ্‌বে, আমি পায়ে বেড়ি পরেছি।

সরো। সে কি ?

শৈলেন্দ্র। দুই এক দিন অম্‌নি গান শুন্‌তে যাই, শরৎ সঙ্গে থাকে, এক দিন হীরু ঘোষাল আমাকে বল্লে—"ছোট বাবু, শুন্‌তে পাই, রোজ তোমরা গান শুনে এসো, আমায় একদিন শোনাও না।"

সরো। হীরু ঘোষাল শুনেছি, বড় ভাল লোক নয়।

শৈলেন্দ্র। স্থির হয়ে শোনো, আমি হীরু ঘোষালকে নিয়ে সেখানে গেলুম; মনে কর্‌লুম, শরৎ এখনি ইয়ার-বন্ধু নিয়ে আস্‌বে, আস্‌তে দেরী দেখে হীরু ঘোষালকে ডাক্‌তে পাঠালুম, সেও ফির্‌লো না। ক্রমে কথায় কথায় রাত হয়ে গেল, আমি উঠ্‌বো মনে ক'চ্চি, এমন সময় দেখি, শরৎ একলা এসে উপস্থিত হলো,—আমায় দেখে মুখ ভার কর্‌লে। আমার কথায় ভাল ক'রে জবাব দিলে না।

সরো। কেন তার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল ?

শৈলেন্দ্র। না। শরৎ একটু ব'সেই কুমুদকে ডেকে বাইরে গেল। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। মিনিট দশ বাদে ছুঁড়ীর গলা শুন্‌তে পেলুম, বল্‌ছে—"আমি ইয়ার বন্ধুকে ব'স্‌তে দেব না ? এতে তুমি না থাকো, যাও, চাইনে।" শরৎ ব'ল্লে, "আচ্ছা তাই।" আমি ব্যাপার কি জান্‌তে উঠ্‌ছি, এমন সময় কুমুদ ফিরে এসে আমার হাত ধ'রে বসালে।

সরো। কেন—ওদের কি হ'লো ?

শৈলেন্দ্র। ব'ল্‌ছি, শোনো,—কুমুদ ব'ল্লে—"দেখ ভাই, আমার অন্যায়টা বোঝো, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, উনিই তোমায় সঙ্গে ক'রে এনে আলাপ ক'রে দিয়েছেন। তুমি ভদ্রলোক এসেছ, আমি তোমায় খাতির ক'রে বসিয়েছি, এই আমার পরাধ। বাবু তোমায় সন্দেহ ক'রে, জবাব দিয়ে চ'লে গেলেন।" আমি বল্লুম, "আমায় সন্দেহ করেছে ?" কুমুদ বল্লে, "হ্যাঁ, নইলে আর বন্ধুত্ব কি ? মনে করেছেন, এক শো টাকা ক'রে আমায় দিতেন, তা না পেলে আমি আর খেতে পাব না ? ওঁর বন্ধুবান্ধবের সুখ্যাত গায়ে সয় না। তোমার কথা এক দিন বলেছিলুম ব'লে কত ঠাট্টা ! আমার একটা পেট আর দু'খানা কাপড়, অত ডব্‌-ডবানির ধার ধারি নে। ওঁর এক শো টাকা তোমাদের জুতো ফিরিয়ে দে আমি পাব।"

সরো। হ্যাঁগা, এক শো টাকা ক'রে দিত ?

শৈলেন্দ্র। ও আর বেশী কি দিত,—গাইতে জানে, নাচ্‌তে জানে, মজ্‌লিসি মেয়েমানুষ। আমারও শরতের উপর মন চটে গেল,—আমি তারে বল্লুম, "তুমি শরৎকে আর আস্‌তে দিয়ো না, তোমার খরচপাতি আমি দেব।" এই যাতায়াত সুরু হ'লো। পাঁচজন ইয়ারের খাতিরে একটু একটু মদও চল্লো। কাল বাগানে বেটক্কর হয়ে গিয়ে এই ঢলা-ঢলি।

সরো। তা বেড়ি পায়ে দিয়েছ কি ?

শৈলেন্দ্র। বুঝ্‌তে পাচ্চ না, এক জনের অন্ন মেরেছি।

সরো। তা তুমি তাকে কিছু থোকা দিয়ে দাও, আর সেখানে যেও না।

শৈলেন্দ্র। সে কথা আমি তারে বলেছিলুম, সে বলে, "আমি তোমায় না দেখ্‌লে গলায় ছুরি দেব।" আর তার আটুপাটু দেখে আমারও কতকটা টান হয়েছে।

সরো। তা তুমি তার বাড়ীতে এক আধবার যেও, কিন্তু মদ খেও না।

শৈলেন্দ্র। ওই ত হয়েছে মুস্কিল, তার বাড়ী গেলে পাঁচ জন যোটে, উপরোধ এড়ান যায় না, একটু একটু খেতে বেশী হয়ে যায়।

সরো। তা তুমি তাকে লুকিয়ে আমাদের বাড়ী এনো।

শৈলেন্দ্র। সে কি হয়?

সরো। কেন হবে না? আমি কাকেও বল্‌বো না, আর আমি দোর বন্ধ ক'রে দেব, কেউ আমাদের মহলে আস্‌তে পার্‌বে না।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, সে সত্যিই আমায় না দেখ্‌লে মর্‌বে? এ কদিনেই কি এত ভালবেসেছে?

সরো। তোমার ভালবাসা ত বিচিত্র নয়, যে দেখ্‌বে, সেই ভালবাস্‌বে।

শৈলেন্দ্র। এখানে আন্‌লে তোমার মনে রিষ হবে না?

সরো। রিষ হবে? তুমি যদি শদটা বিয়ে করো, তা হ'লে কি তুমি আমার পর হবে?

শৈলেন্দ্র। সেও তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চায়।

সরো। তা বেশ, তুমি এনো।

শৈলেন্দ্র। তুমি আর একটি কাজ কর্‌তে পারো?

সরো। কেন পার্‌বো না?

শৈলেন্দ্র। আমি আর এক বিপদে পড়েছি, ব্যাঙ্ক থেকে হাজার পনের টাকা বার ক'রে নিয়েছি। তা সব আমি খরচ করি নি, এক জন বন্ধুলোক বিপদে পড়েছিল, তারে জেলে নিয়ে যায়, তাইতে বেশী ভাগ্‌ খরচ হয়েছে। আর কুমীর গয়না ছিল না, খানকতক গয়না গড়িয়ে দিয়েছি। আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগান-টাগান যেতেও কতক খরচ হয়েছে।

সরো। তা আর বিপদ্‌ কি? মেজ ঠাকুর কি সে টাকা দেবেন না?

শৈলেন্দ্র। দেবেন না কেন? আমি ভাব্‌ছি যে, নীরোর পরামর্শ শুনে আমায় যদি পৃথক্‌ ক'রে দেন। আমার বল্‌তে ভয় করে, তুমি বড় বউদিদিকে ব'লে যদি এর কোন মীমাংসা ক'রে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। আর বলো, আমার পাঁচশো টাকায় আঁটে না, হাজার খানেক টাকা যদি আমায় মাসোহারা ক'রে দেন, আর পূজার সময় যদি হাজার চারেক দেন, তা হ'লে আমার চলে যায়।

সরো। তা আমি ব'লে ঠিক কর্‌তে পারি। তুমি যাও, চানটান ক'র গে, ভেবো না। তোমায় গলায় কাপড় দিয়ে মিনতি ক'চ্চি, আর যা করো, মদটা খেও না।

শৈলেন্দ্র। দেখ—আমি মদ খেতে চাই না, ভাল লাগে না, আর দেখ্‌তেই ত পাচ্চ—বরদাস্তও হয় না। পাঁচ জনে ধরে, চক্ষুলজ্জা এড়াতে পারি না।

সরো। এমন কি চক্ষুলজ্জা? তুমি বলো, অমন পেড়াপীড়ি কর ত আমি তোমাদের সঙ্গে মিশ্‌বো না। তুমি ও ছাই ছুঁয়ো না। যাও, চানটান ক'রে দু'টি খেয়ে একটু শোও।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, কুমুদকে এখানে আন্‌লে তোমার মনে কিছু হবে না?

সরো। না, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—না। সে তোমায় ভালবাসে, আমি তোমায় বল্‌ছি, আমি তারে বোনের মত ভালবাস্‌বো।

শৈলেন্দ্র। আমি মেজদাদার কাছে কেমন ক'রে মুখ দেখাব ভাব্‌ছি।

সরো। তুমি ভেবো না, তিনি বাড়ীর ভেতর এলে তুমি তাঁরে বলো, আর অমন কাজ কর্‌বো না; তা হ'লে তিনি আর কিছু বল্‌বেন না।

শৈলেন্দ্র। তুমিও স্নানটান কর গে। তুমি সমস্ত রাত জেগেছ, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

[শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

সরো। মন্মথ ত মিছে বলে না, ঐ পাড়ারমুখোরাই নর্ব্বনাশের গোড়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

নীরদ, হীরু ঘোষাল ও মন্মথ।

হীরু। ছিঃ ছিঃ, ছোটবাবুর মুখ একেবারেই আল্‌গা হয়ে পড়েছে, একেবারে যাচ্ছেতাই! বেশ্যাবাড়ী গিয়ে পাঁচ বেটা মাতালের সাম্‌নে মেজো কর্ত্তাকে যা মুখে এলো, তাই বল্লেন। রাম রাম—শুনে কানে হাত দিতে হয়!

বল্লেন কি না, মেজো বাবু ওঁর বিষয়টা ফাঁকী দিয়ে নিতে চান।

মন্মথ। তা ঘোষাল মশায় কার ঠেঙে শুনলেন?

হীরু। আরে আমি স্বকর্ণে শুন্‌লুম।

মন্মথ। আপনি সেথায় যান না কি?

হীরু। আরে না না, ছোট বাবুর পাল্লায় ত পড়ো নাই। আমি কি অত জানি, বল্লেন,—"চল ঘোষাল, বেড়িয়ে আসি।" উনি যে হোতায় নে যাবেন, তা কে জানে?

মন্মথ। তারপর বুঝি আপনাকে ঘরে দোর দিয়ে রাখ্‌লেন, আর বেরুতে দিলেন না।

হীরু। সে একরকম দোর দেওয়াই, চাদর কেড়ে নিলেন, কি করি বল?

মন্মথ। কাজেই মশায়কে ব'সে শুন্‌তে হলো। আমি শুন্‌লুম না কি, আপনার নাক টিপে ধ'রে মদ খাইয়ে দিয়েছেন?

নীরদ। আরে, চুপ করো না মন্মথ, কি বলেন শোন না। (হীরু ঘোষালের প্রতি) বাবাকে বুঝি খুব গালমন্দ হলো? কি বল্লেন?

হীরু। সে আমার মুখে আর শুনে কাজ নাই।

মন্মথ। তা হ'লে ওঁকে গিয়ে আবার জিব ছুল্‌তে হবে, নইলে মুখ সাফ্‌ হবে না?

নীরদ। তা আপনি বাবাকে সব বল্‌বেন, বাবা আমাকেই দোষেন, তা ওঁদের টাকা ওঁরাই খরচ করবেন, আর আমি ওঁদের কথায় থাক্‌বো না। আজ আমি খাতা বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

(বৈদ্যনাথের প্রবেশ)

বৈদ্য। কি ঘোষাল, খবর কি? কার ব্যাটা মলো, কে জেলে গেল, কে বিধবা হলো, কার সর্ব্বনাশ হলো—তুমি ত ঘুরে ঘুরে পরের ভাল দেখেই বেড়াও।

হীরু। বড় আমুদে লোক, আমায় দেখ্‌লেই ঠাট্টা করেন।

(বিরক্তভাবে নীরদের প্রস্থানোদ্যোগ)

বৈদ্য। নীরো, বাড়ীর ভেতর যাচ্ছ, তোমার বাবাকে খবর দিও।

[নীরদের প্রস্থান।

হীরু। তা তোমায় দেখিনে যে—দেখিনে যে?

বৈদ্য। আর দেখ্‌বে কি ক'রে বল? এ বাড়ীতে কি ঢোকবার যো আছে, ঢুক্‌লে হিংসেয় বুকের ছাতি ফেটে যায়।

মন্মথ। কেন বৈদ্যনাথ বাবু—কেন বৈদ্যনাথ বাবু?

বৈদ্য। ঐ জিজ্ঞাসা করো না ঘোষালকে! ওর বরদাস্ত আছে, আমরা এত বরদাস্ত করতে পারি না। ঘোষাল, তোমার খুব বরদাস্ত,—তুমি শুন্‌তে পাই, দুবেলা, এ বাড়ীতে এস।

মন্মথ। তা ওঁর, অনুগ্রহ আছে। ছোট বাবুর সঙ্গে গাড়ী করে যাওয়া আসা আছে।

বৈদ্য। অ্যাঁ! তুমি সব কখন্ করো ঘোষাল? আর পরোপকারই বা ক'রে বেড়াও কখন্?

হীরু। বসো না—তামাক খাও না।

বৈদ্য। বস্‌বো কি, আগে খাবারটা দাও, ভায়ে ভায়ে বাধ্‌বে? কি বুঝ্‌ছ?

হীরু। সেইটে কি ভাল?

বৈদ্য। ভাল নয়?—সংসারটা ছারখারে যাবে,—আমরাও যেমন বাজার করি গামছা কাঁধে ক'রে, এরাও তেম্‌নি বাজার করবে, দেখে চক্ষু জুড়াবে।

মন্মথ। না মশায়, উনি তেমন নয়, উনি মেটামেটি কর্‌তেই এসেছেন। তাই বল্‌ছিলেন, ছোটবাবু মেজো মেশো মশায়কে গালাগালি করেছেন।

হীরু। দোষগুণ সব বল্‌তে হয়—দোষগুণ সব বল্‌তে হয়, নইলে মিট্‌বে কিসে? আমি তো আর পরের কাছে বলতে যাইনি।

বৈদ্য। বল্‌ছিলে বই কি! চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সব পরিচয় দিচ্ছিলে, নইলে আমি আর শুন্‌লুম কোথেকে যে, এদের সব বাধাবাধি হয়েছে।

হীরু। সে এঁদের এই পুরুত বল্‌ছিল। আমি তারে ধম্‌কে দিলুম।

বৈদ্য। সে বলবে কেন? তুমি তাকে সাক্ষী মান্‌লে, সে বল্লে, আমি চালকলা বেঁধে খাই, অত খবর রাখিনে।

হীরু। নাও, বসো, আমি তোমার সঙ্গে ছড়া কাটতে পার্‌বো না। আমি চল্লুম।

বৈদ্য। চল্লে কেন, ছোট বাবু কি বলেছে,

উপেনকে ব'লে যাও। যা মুখে এসেছে—বলেছে, তুমি আর সইতে পার্‌লে না, তাই উঠে চ'লে এসেছ—কি বল?

মন্মথ। উনি যাচ্চেন না; আপনি চ'লে গেলে, মেশো মশায়ের কাছে আস্‌বেন এখন। আমি মেশোমশায়কে ব'লবো—কি বলেন ঘোষাল ম'শায়?

হীরু। আমার আর কি, ভায়ে ভায়ে পীরিত-প্রণয় থাকে, দেখ্‌তে ভাল হয়।

বৈদ্য। কেন, ভায়ে ভায়ে বাদাবাদি ক'রে অরুচি হয়েছে না কি? একটা তোমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, কোন্ দালালীটে সুবিধা বল দেখি? মনে ক'চ্চি, পেন্সনটা নিয়ে সেই সুরু কর্‌বো। বেশ্যার দালালী সুবিধা, না হাণ্ডনোটের দালালী সুবিধা, না মকদ্দমার দালালী সুবিধা? তুমি পাকা লোক, তিন রকমই তো চালাচ্চ।

হীরু। নাও নাও, আমার তোমার মতন বখামো কর্‌বার সময় নাই।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(নকুলানন্দ অবধূতের প্রবেশ)

অব। (হীরু ঘোষালকে ধরিয়া) কোথা যাও, শোনো—তোমার ভারি বিপদ দেখ্‌ছি। সে দিন তুমি সন্ধ্যার সময় বটতলা দে' চ'লে যাচ্ছিলে, অম্‌নি তোমায় ভূতো চাঁড়াল পেয়েছে।

হীরু। কি অবধূত—কি অবধূত—ক' ছিলুম উড়্‌লো?

অব। ভূতো ব'স্, তুই আমার হাত এড়াতে পার্‌বি না, আমি তোরে হুফুঁয়ে তাড়াব।

বৈদ্য। তুমি তাড়াতে পার্‌বে না—তুমি তাড়াতে পারবে না, ওরে আঁতুড়ে চাঁড়াল ভূতে পেয়েছে।

অব। তা হ'তে পারে, তবে সে ভূতের বাপ।

হীরু। নাও, ছাড়ো—ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

বৈদ্য। ছেড়ে দাও অবধূত, ওর এখন ঢের কাজ, ও এখন বিম্‌লির ছুক্‌রীর দালালী কর্‌তে যাবে।

হীরু। দেখ, ও রকম ঠাট্টা-তামাসা ক'রো না, ও সব আমার ভাল লাগে না।

অব। না, ও বুদো স্যাক্‌রার মট্‌কা ভাঙ্গবে।

হীরু। তোমার আজ খুব দোক্তা রুস হ'য়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি।

অব। চাঁড়ালের ভূত কি না, ভারি জোর করেছে, একটা ছাঁদন-দড়ি পেতুম, কেমন চাড়ালভূত দেখ্‌তুম, তোমার আড়কাটায় টাঙ্গাতুম।

মন্মথ। অবধূত ম'শায়, আমি আন্‌চি।

হীরু। না বাবা, ও তামাসা নয়। কি জানি, ও গাঁজাখোর বেটা এখনই বেঁধে ফেল্‌তে পারে।

অব। হুঁ হুঁ—ভূতো—(মুখে ফুঁ দেওন)।

হীরু। দেখ দেখি, বেটা ফুঁ দিয়ে থুথুতে মুখটা ভরিয়ে দিলে।

অব। ব্যস্, ঘোষাল বেঁচে গেলে।

মন্মথ। না অবধূত ম'শাই, এখনো বেঁচে নাই, ভূতো ওর মাথায় চেপে আছে।

অব। তবে চট্ ক'রে দু'ঘটি চোনা নিয়ে এসো দেখি, ওকে নাইয়ে দিই।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। এই যে ব'দে, মরিস্ নি?

বৈদ্য। ম'র্‌বো তো তোদের ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি দেখ্‌বে কে?

উপেন্দ্র। মন্মথ, দেখ্ তো ছোট বাবু কোথায়?

হীরু। তিনি অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন।

উপেন্দ্র। বটে! এই যে সকালে পা [illegible]য়ে মাপ চাইলে, ব'ল্‌লে আর বেরুব না!

অব। সেঁজো পেত্নীতে টেনেছে—সেঁজো পেত্নীতে টেনেছে—

বৈদ্য। অবধূত, সেঁজো পেত্নীতে কি ক'রে পেলে?

অব। ঐ ভূতো চাঁড়াল জুটিয়েছে।

বৈদ্য। ঠিক বলেছ অবধূত।

উপেন্দ্র। ভূতো চাঁড়ালটা কে?

বৈদ্য। কে হে, ঘোষাল?

হীরু। এই দেখ দেখি মেজো বাবু,—এই গাঁজা-খোর বেটা বল্‌ছে, আমায় ভূতো চাঁড়ালে পেয়েছে—আমায় ছাঁদনদড়ী দে' বাঁধ্‌তে

চায়— আমার মাথায় চোনা ঢাল্‌তে চায়। আর বৈদ্যনাথ বাবু টোয়াচ্চেন।

উপেন্দ্র। ছেড়ে দাও অবধূত—ছেড়ে দাও।

অব। যা ভূতো, আজ হাত এড়ালি, তোর মাথা আমি মুড়োবো।

[হীরুর প্রস্থান।

উপেন্দ্র। কি হ'য়েছে বদ্দিনাথ?

বৈদ্য। ও ঠিক ঠিক বলে, বলে—ওরে চাঁড়াল ভূতে পেয়েছে।

উপেন্দ্র। কি অবধূত, তুমি সেঁজো পেত্নী ছাড়াতে পারো?

অব। বড় শক্ত পেত্নী। কামিক্ষে থেকে ডাকিনী আন্‌তে হয়।

বৈদ্য। কেন—তুমি ঝাড়াও না?

অব। না—ও বড় খারাপ—সে আমারও কাঁধে চাপ্‌বে।

উপেন্দ্র। মন্মথ, যা তো।

মন্মথ। আসুন না অবধূত ম'শায়।

উপেন্দ্র। না না—থাক্ থাক্।

[মন্মথের প্রস্থান।

তবে কি অবধূত—তুমি সেঁজো পেত্নী ছাড়াতে পারো না?

অব। ও এ পারে ছাড়বে না। গাঙ্গ্‌পারে গিয়ে গণ্ডী দিতে হয়, তবে ছাড়ে।

উপেন্দ্র। (বৈদ্যনাথের প্রতি) কিছু শুনেছ?

বৈদ্য। শুনেছি বৈ কি।

উপেন্দ্র। কি করি বল দেখি?

বৈদ্য। ফেরাতে হ'লে একেবারে লাগাম কস্‌লে ফিরবে না; একটু ছুটতে দিতে হবে।

উপেন্দ্র। তাই তো আমি কিছু বলিনি। বলি একটু আধটু বেড়ায়-চেড়ায়—বেড়াক্। কিন্তু মদ ধরেছে—আর তো রক্ষে নাই? এরই মধ্যে হাজার পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে।

বৈদ্য। Double W—(woman and wine) এ তো সোজা নয়?

অব। সোজা!—একেবারে গাছে তুলে আছাড় দেবে।

বৈদ্য। তা তুমি ছাড়াতে পার্‌বে না—তবে আর কি তুমি অবধূত?

অব। ও পেত্নী ছাড়ে পেত্নী দিয়ে। ভূতটুত হয়—জলবিছুটীতে যায়।

উপেন্দ্র। কি করা যায়? পাঁচশো টাকা ক'রে মাসোহারা নিচ্চে, তাতে চলে না, এত কি খরচ?

বৈদ্য। খরচ কর্‌লে খরচ কি? দাও দেখি তোমার বিষয়টা, তিন মাসে না ফুঁকে দিয়ে আবার দেনা ক'রে জেলে যেতে পারি? তোমার মতন তো রাত্রে দু'জনকে ডেকে পোলাও খাওয়া নয়, আর ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিয়ে ছুটো খোসগল্প ক'রে টাকাটা সিকেটা দেও-য়াও নয়? একটা নামজাদা মেয়েমানুষ নীলামে ডেকে নিতে এক রাত্রে দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। খরচ কর্‌বে? তা বল—হীরে ঘোষালের মতন দু'একটা দালাল ধরিয়ে দিচ্ছি!

উপেন্দ্র। তা তুমি একটা পেত্নী জোগাড় করো।

অব। একটা কুনো পেত্নী মজবুত—পাই তবে তো। এ সেঁজো পেত্নীর হাত ছাড়াতে কুনো পেত্নী পারে, আর কারো সাধ্য নাই।

বৈদ্য। ও নেসার ঝোঁকে বলে ঠিক। তা তোমার হাতে ঢের যে পরীটরী আছে শুন্‌তে পাই, তারা কিছু কর্‌তে পারে না?

অব। ওরে বাপ রে—পরীর ঝাঁকে ফেলে,—তা হ'লে একেবারে উধাও ক'রে নিয়ে যাবে, ইডেন গার্ডনে হাওয়া খাওয়াবে।

উপেন্দ্র। দেখ একবার ভাবি পৃথক্ ক'রে দিই, আবার ভাবি, আজ পৃথক্ ক'রে দেবো, কাল পথের ভিকিরী হবে।

অব। সেঁজো পেত্নীকে চার খাওয়াতে হয়। না—চার খাওয়াতে গেলে ঘাড়ে চাপ্‌বে। তবে আলকলতার বিচি আর কনক ধুত্‌রোর শেকড়—রুগী না গাঙ্গ পার কর্‌লে উপায় নাই। বেটী গঙ্গা পেরুতে পার্‌বে? পারে —পোল হয়েছে!

উপেন্দ্র। দেখ—ও কথা বল্‌ছে মন্দ নয়, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবো।

বৈদ্য। যাবে কি?

অব। ও কি যেতে চায়—কুঁপোর পুরে সে যেতে হয়।

উপেন্দ্র। কে সে বেটী, সন্ধান কর্‌তে পার্‌লে না হয় কিছু টাকাকড়ি কর্‌লাই।

বৈদ্য। কি অবধূত—কোন্ গাছের পেত্নী, সন্ধান কর্‌তে পারো?

অব। আমার কর্ম্ম নয়, ও ভুতো চাঁড়াল পার্‌বে। ও পেত্নীকে বাগাতে পার্‌বে না—ও পেত্নীকে বাগাতে পার্‌বে না। ও সেঁজো পেত্নীর তিন পুরুষে একটা ভূত থাকে, সেই ভূতটো বেটীকে ঘোরায়, তাকে যদি দুধ-কলা দেঁ বশ কর্‌তে পারো, তা হ'লে বাগ্‌লে বাগ্‌তে পারে।

বৈদ্য। এই যে অবধূত সব জানো দেখ্‌ছি?

অব। জানি বৈ কি—আর জন্মে যখন রাজপুত্র ছিলুম, ঐ সেঁজো পেত্নীর ঝাঁকে পড়ি, দেখ্‌লুম, তিন প্রহর রাত্রিটিও হয়, সেই ভূতটো এসে সিস্ দেয়, আর বেটী অম্‌নি ধড়্‌মড়িয়ে উঠে "বাবা বাবা" ব'লে ছুটে যায়।

বৈদ্য। দেখ, মাথা খারাপ হয়ে এক রকম পাগ্‌লামো করে, কিন্তু ঠিক বলে। ও বেটীদের একজন ভালবাসার মানুষ থাকে সেই বেটাকে যদি কিছু দিয়ে বশ কর্‌তে পারো, তা হলে হলেও হ'তে পারে।

অব। উঁহু—গাঙ্ পার কর্‌তে হবে—গাঙ্ পার কর্‌তে হবে।

বৈদ্য। আজ চল্‌লুম।

উপেন্দ্র। যাবে কেন—একত্রে খাই গে এসো না।

বৈদ্য। না হে, আমি খেয়েছি।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। এস অবধূত, তুমি রাজপুত্রের আগের জন্মে কি ছিলে বল্‌বে চল—শুন্‌তে শুন্‌তে যাই।

অব। না, সে জন্মে ছিলুম—কাল পেঁচা। যার চালে গিয়ে বস্‌তুম, তার ভিটে মাটী চাটি হতো। না—রাজপুত্রের পরের জন্মে—সেটা।

উপেন্দ্র। অবধূত, তোমায় একতাড়া তুরিতানন্দ পাঠিয়েছি পেয়েছ?

অব। হ্যাঁ—হ্ঁসের গোল্লানন্দও ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কুমুদিনীর বাটীর কক্ষ।

সতীশ, বিহারী, প্রমথ ও কুমুদিনী।

সতীশ। কই, এখনো যে বাবু আসেনি?

কুমু। বাবু আজ আস্‌বেন না, আমায় সে যাবার হুকুম হয়েছে।

সতীশ। যাবে না কি?

কুমু। রাম! আমি শরতাকে ব'লে পাঠিয়েছি, সে আস্‌বে।

প্রমথ। অমন কাজ ক'র না, ধরা প'ড়ে যাবে। সে দিন রাত দুপুরে চাবি ফেলে গেছি ব'লে এসেছিল—জান তো?

কুমু। আমি সব দিক্ না সাম্‌লে কি শরতাকে আনি? সদর দেওয়া থাকে, ওর সাড়া পেলেই শরতাকে ভাড়াটের ঘরে পাঠিয়ে দিই।

প্রমথ। আমায় কিছু জুয়েলারি কিনিয়ে দাও, তোমারই তো লাভ।

কুমু। আমি কি চেষ্টা করিনি? আমি তারে বিষ দেখিয়ে বলেছিলুম, "শরতার নূতন মেয়েমানুষ আমায় হীরের ঝাপ্‌টা দেখিয়ে গেল।" ও বলে, "আমি টাকা হাতে পাচ্ছিনে, দাদার সঙ্গে গোলমাল যাচ্ছে।

প্রমথ। তা তোমার কি? টাকার ভাবনা কি? হ্যাণ্ডনোট কাটুক্ না, দশটা মহাজন মুখিয়ে আছে। এই বেলা কিছু হাতি[illegible] নাও, বুঝ্‌লে? হাতে থাক্‌তে থাক্‌তে বাগিয়ে নাও। মণি কীর্ত্তনী তার মেয়ে ফুলীকে জোটাবার চেষ্টায় আছে। সে বেটী আড়্‌চে, ঘরে মানুষ আন্‌তে চায় না, নইলে এতদিন তোমার বেহাত হয়ে যেতো।

কুমু। তা হোক্, আমি আর পারি না। রোজ রোজ ঘ্যান্‌-ঘ্যানানি, ইয়ার-বন্ধু এলে বেজার, মুখোমুখি ক'রে থাকো!

বিহারী। আরে অত কেন? শরতের কাছে তো পেটভাতা, কিছু বাগিয়ে নাও না, আর প্রায় তো দশটার পর চ'লে যাচ্ছে, তোমার তো কোন দিকে আটক নাই।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—•—

গঙ্গাতীর।

(গীত)

হে দীনশরণ, বন্ধন-মোচন,
তাপে তাপ যার ত্রিতাপ-বারণ,
নিঠুরতা নয়, হে করুণাময়,
করুণা তোমার কলুষ-হরণ।
তোমারে পাসরি, ভবে ভ্রমি হরি,
বদ্ধ মায়া-ঘোরে মোহে ডুবে মরি,
ঘোর পাপ-পঙ্কে কেমনে হে তরি,
বিনা পাপহারী পঙ্কজ-চরণ॥
ভীষণ পাথার না করি বিচার,
সুখ-সাধে দুখ-সাগরে সাঁতার,
বাসনার ছলে উন্মাদ চীৎকার,
শাসন-মত্ততা দমন কারণ॥
জনম-মরণ নিয়ত ভ্রমণ,
অন্ধের নয়ন নহে নিমীলন,
নিবিড় তিমির তাহে আবরণ,
কভু নাহি পশে বিবেক-কিরণ,
অন্ধ আঁখি পায়—তোমার কৃপায়,
আলোক-ঝলকে আগে ব্যথা পায়,
অন্তর নির্ম্মল আলোক-প্রভায়,
তাপেতে কাঞ্চন উজ্জ্বল-বরণ॥

(মণি কীর্ত্তনীর প্রবেশ)

মণি। এই যে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে মোনা বাবুর বাঁধা গান গাওয়া হচ্চে। স্তাথ—এখনও বোঝ,—আজ যেন ঠ্যাকার ক'রে কারুকে ঘরে আস্তে দিচ্ছিস্ না, তার পর তোমায় রাজপুত্র এসে বে করে নিয়ে যাবে নয়! ওঃ, সাবিত্রী এসে জন্মেছে কি না, চারকাল সতী থাক্‌বেন!

ফুলী। আচ্ছা আচ্ছ', তুই যা—

মণি। আচ্ছা, তুই অমন করিস্ কেন? তোরে মল্লিকবাড়ী কীর্ত্তন করতে নিয়ে গিয়েছিলুম। হীরু ঘোষাল বলে, মল্লিকদের ছেলে তোরে চার হাজার টাকা দিতে চায়, আর দুশো টাকা ক'রে মাসোহারা দিতে চায়। কদিন আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে জুড়ী ক'রে ঘুরেছে—দেখেছি।

ফুলী। মা, তুমি এই গঙ্গার তীরে কি বল্‌ছ? তুমি কীর্ত্তন গাও, কৃষ্ণনাম করো, আর আপনার পেটের মেয়েকে এই সব কথা বল্‌ছ? তুমি আসরে গাও যে, ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই, আর তুমি গঙ্গাতীরে এই সব কথা বল্‌ছ? যাও, আমি দোরে দোরে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে খাব। তুমি ও সব কথা যদি বল, তোমার বাড়ীতে থাক্‌বো না।

মণি। ওলো, বুঝেছি লো বুঝেছি। আমাদেরও তোদের বয়স ছিল, মোনা বাবুর পীরিতে প'ড়েছ, মোনা বাবুকে বিয়ে করবে—নয়?

ফুলী। সে যে বড় ভাগ্যিমানী, যে মাথা কেটে তপিস্যে ক'রেছে, সে তার গলায় মালা দেবে। আমার যা জন্ম, আমি তার পা ধোয়াতেও পারি না।

মণি। আচ্ছা, তোর মল্লিকদের ছেলে পছন্দ না হয়, আরও তো সব ঘুর্‌ছে, তাদের ঘরে জায়গা দে। আর মোনা বাবুকে আন্‌তে চাস্, তাও আন্—আমি কিছু ব'ল্‌বো না।

ফুলী। মা, তুমি যদি ফের ও সব কথা বল্‌বে, আমি গঙ্গায় গিয়ে উলবো।

মণি। তবে থাক্ এই গঙ্গাতীরে—আমার আর বাড়ী ঢুকিস্‌নে।

ফুলী। মা, আশীর্ব্বাদ করো, মা গঙ্গা আমায় স্থান দেন।

মণি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমন ঢের ঢং আমি জানি—আমায় আর শেখাতে হবে না। আমার এক কথা, যদি আমার মতে চলিস্, তবে বাড়ী ফিরিস্, নইলে এই গঙ্গাতীরেই থাক্—আর ভিক্ষে ক'রে খাস,—আমি তোরে বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না।

[প্রস্থান।

ফুলী (গঙ্গার প্রতি) মা, এই পৃথিবীতে কি আশ্রয় পাব না, না পাই—তোমার কোলে আশ্রয় দিও।

(জনৈক বৃদ্ধাকে লইয়া মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। এই যে ফুলী! ভাখ—এই বুড়ীটা গাড়ী চাপা পড়েছে, ডান্ হাতটা একেবারে গেছে। একে হস্পিটালে নিয়ে যেতে হবে। তুই একে নিয়ে ঐ গাছতলাটায় ব'স্, আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী নিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

সরোজিনীর কক্ষ।

সরোজিনী ও শৈলেন্দ্র।

সরোজিনী। তুমি আবার মদ খেয়ে এসেছ ?

শৈলেন্দ্র। একটু খেয়েছি, এস হে—

(পুরুষবেশী কুমুদিনীর প্রবেশ)

দেখ, কেমন আমার ইয়ার এনেছি, এর কাছে একটু ইয়ারকি শেখো, নইলে কি খালি প্যান প্যান করে কাঁদলেই আমি বাড়ীতে থাক্‌বো ? আমাদের ইয়ারের প্রাণ, ইয়ারকি চাই—বুঝলে ?

সরো। ও মা—কে গো ?

শৈলেন্দ্র। চেয়ে দেখ, তোমায় খেয়ে ফেলবে না। দেখ দেখি—কেমন ফিট্ ইয়ার ছোক্‌রা—পচ্ছন্দ হয় ?

সরো। বাড়ীর ভেতর কাকে নিয়ে এয়েছ গো ?

কুমু। কেন প্রাণ, পছন্দ হচ্চে না ? তোমার ভাতার বাড়ীতে থাকে না, আমি একটিন্ থাক্‌বো, তোমায় তুলে সমস্ত রাত বুকে ক'রে রাখ্‌বো।

সরো। ও মা, কাছে আসে যে গো!

(ঘোম্‌টা দিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান)

কুমু। আবার ঘোম্‌টা কেন প্রাণ! বদন তুলে ছুটো হেসে কথা কও।

(কুমুদিনীর নৃত্য-গীত)

রমণীর মুখের হাসি, অমৃতরাশি সুধা ক্ষরে।
সে হাসি প্রেমের ফাঁসি, সাধ ক'রে প্রাণ গলায় পরে॥
যে বলে মন মজে না, আপন মন তো সে বোঝে না,
দেখেনি যে,—তুচ্ছ করে,
নারী কে চিন্‌তে পারে ?
যে বলে পারি—চিন্‌তে নারে।
দেখেছে যে নারীর আঁখি,
জান্‌তে কি তার আছে বাকী,
সুধা-গরল একাধারে,—
জেনে শুনে প্রাণ না মানে,
তবু গরল হৃদে ধরে॥

কুমু। মানময়ি! পায়ে ধরি, মান ভিক্ষা দাও! বদন তোলো, একটি চুমো খাই।

(আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হওন)

সরো। (সরিয়া গিয়া) ও দিদি—ও দিদি—ও দিদি—ছোঁড়া, কাছে আসিস্ নি। (উচ্চৈঃস্বরে) ও দিদি—ও দিদি—

শৈলেন্দ্র। চুপ করো না কুমুদ ; তুমি তো আন্‌তে বলেছ, মেয়েমানুষ দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

নেপথ্যে বিরজা। কি রে—কি রে—

সরো। তুমি নিয়ে যাও—নিয়ে যাও, ওরা সব আস্‌ছে।

(বিরজা ও তরঙ্গিণীর দ্রুত প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। (স্বগত) সব ইয়ারকি মাটি কর্‌লে!

বিরজা। ও মা—এ কে ? কে রে তুই ? ঝি, ঝি—মেজো কর্ত্তাকে খবর দে তো। ঝেঁটিয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো, তা জানিস্ ?

শৈলেন্দ্র। বউদিদি, মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌ছি।

কুমু। দেখি না—দেখি না—ওঁর ঝাটা কত দেখি না। আমি এ বাড়ীতে পা ধুতেও আসি না। পায়ে ধ'রে সেধে এনেছে, তবে এসেছি।

বিরজা। এ কে! মেয়েমানুষ না কি ?

শৈলেন্দ্র। মেয়েমানুষ নয় তো পুরুষমানুষ ? আর আমি যদি আমার ইয়ার বন্ধুকে আমার স্ত্রীর কাছে আলাপ ক'রে দিতে আনি, তাতে কার কি!

বিরজা। হতচ্ছাড়া ছোঁড়া, এই কুঁজড়ো খান্‌কীকে বাড়ীর ভেতর বেটাছেলে সাজিয়ে এনেছ? তোর আক্কেল নাই, একেবারে উচ্ছন্ন গেলি?

কুমু। কি, আমি কুঁজ্‌ড়ো খানকী? শৈল, তোর সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, আমার অপমান করতে এনেছিস্? এই চাঁ'ল ঝাড়ুনী মাগীকে দিয়ে আমার অপমান ক'চ্ছিস্?

তর। ও মা!—আস্পর্দ্ধা দেখ!

বিরজা। ঝি, ছুঁড়ীকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দে তো।

কুমু। এসো না—এসো না,—চলো না—দেখি কেমন ঝাঁটা। ধুনীর মাকে দিয়ে একবার ঝাঁটা দেখিয়ে দিচ্ছি। শৈল, বাড়ীতে পুরে অপমান করলি! এঁ্যা! আমার কপালে এই ছিল—আমার কপালে এই ছিলো!

(মাথা খুঁড়িবার ভাণ)

শৈলেন্দ্র। (বাধা দিয়া) থাম্ না—থাম না—তোর পায়ে পড়ি—থাম্ না, আমি অপমান দেখিয়ে দিচ্ছি। (বিরজা ও তরঙ্গিণীর প্রতি) আমার ঘর থেকে তোমরা সব বেরোও। উনি পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন, গঙ্গা নাইতে যান, ওঁর আবার ইজ্জত!

তর। ঠাকুরপো, বড়দিদিকে কি বলছ?

শৈলেন্দ্র। যাও—যাও, আর ফোড়ন দিয়ে কাজ নাই। মণি কীর্ত্তনীর মেয়ে ফুলীকে এনে যে ইয়ারকি হয়, তাতে কিছু হয় না? বাড়ীর ভেতর এনে যে দশজনের সাম্‌নে নাচ হয়, গান হয়—তাতে কিছু হয় না?

বিরজা। হতচ্ছাড়া, যা মুখে আস্‌ছে—বলছিস্, দূর হ' ছুঁড়ি—দূর হ'।

কুমু। আর অতয় কাজ নাই, দূর কে হয়—দেখে যাচ্ছি,—আমি শেষ না দেখে যাচ্ছি নে। আমি তো কারো দাসীবৃত্তি ক'রে বাড়ীতে থাকি নি। গলায় কাপড় দিয়ে সেধে এনেছে, তবে এসেছি।

বিরজা। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) এই সব কথাগুলো তুই দাঁড়িয়ে শুনছিস্, মুখে লাথি মারছিস্ নি?

শৈলেন্দ্র। খবরদার—খবরদার বলছি—বেরোও, আমার ঘর থেকে বেরোও—নইলে হাত ধ'রে বার ক'রে দেবো।

বিরজা। ভগবান্, এত অদৃষ্টে ছিল।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। এ কি হচ্ছে!

শৈলেন্দ্র। কিছু না, আপনি কেন হেথায় এলেন?

বিরজা। উনি খান্‌কী এনেছেন বাড়ীতে, আর আমাদের সব বার ক'রে দিচ্ছেন।

উপেন্দ্র। শৈলেন, শেষ এত দূর হ'ল। আমায় না মানো, যে তোমায় মাই দিয়ে মানুষ করেছে, তারে বলছ—বেরোও। তুমি কি সব ভুলেছ? তোমার বংশ ভুলেছ—মান ভুলেছ—মর্য্যাদা ভুলেছ—ভ্রাতৃস্নেহ ভুলেছ—মাতৃতুল্য বড় ভাজকে ভুলেছ? শৈলেন, তোমাকে বয়াটে বল্লে আর তোমার গাল হয় না। আজও এমন বয়াটে নাই যে, তার মার মত বড় ভাজকে বলে—বেরোও—বড় ভাইকে মুখের উপর এমনি জবাব করে,—সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গে কুলটাকে আলাপ ক'রে দিতে আসে! ছিঃ! তোমাকে আর কি বল্‌বো,—আমার মৃত্যু ইচ্ছা হচ্ছে।

শৈলেন্দ্র। (অস্ফুট স্বরে) ফুলী বাড়ীতে আস্‌তে পারে, সে বুঝি খড়দর মা-ঠাক্‌রুণ!

[কুমুদিনী ও তৎপশ্চাৎ শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

নেপথ্যে কুমুদিনী। খবরদার, আমার গায়ে হাত দিস্ নি, আমার বাড়ীমুখো হবি তো জুতো খাবি।

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। দাঁড়া না—দাঁড়া না,—ঘাট মান্‌ছি—ঘাট মান্‌ছি—

উপেন্দ্র। বড় বউ, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! আর এ বাড়ীতে কেন? ওই হেথায় থাকুক, আমরা চল—কোথাও চ'লে যাই। ভগবান্! আমার মৃত্যু নাই! দাদা, আমায় এই দেখ্‌তে হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলে? সব গেল—পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ সব লোপ হলো, ধিক্ আমার জীবনে।

বিরজা। ঠাকুরপো তুমি ও কি ক'চ্ছ? আমি স্থির আছি, আর তুমি অমন চঞ্চল হ'চ্চ? তুমি

কাকে বল্‌ছ, কার উপর অভিমান ক'চ্ছ? ও অধঃপাতে গেছে—যাক্, ও আলাদা হয়ে যা খুসী তা করুক্। ও বয়ে গেছে ব'লে সব ক্রিয়া'কর্ম্ম বন্ধ করবে? তুমি বাড়ী থেকে চ'লে যাবে? কেন—কি হয়েছে? ও যাক্—ও অধঃপাতে যাক্—ওর কর্ম্মভোগ—ও করুক;—তুমি কাল পাঁচজনকে ডেকে একটা ব্যবস্থা করো।

উপেন্দ্র। আর ব্যবস্থা নয়, আর আমি বরদাস্ত করবো না, সংসার ছারেখারে যাক্, কীর্ত্তি-কলাপ লোপ হোক্. বিষয় ছারখার হোক্, পূজোর টাকা নেড়ে প্যায়দায় থাক্—ওর আর আমি মুখ দেখ্‌তে চাই নে। যা অদৃষ্টে থাকে হবে।

বিরজা। মেজো বউ, ঘরে নিয়ে যা।

উপেন্দ্র। উঃ, এত বড় স্পর্দ্ধা—দুনিয়া দৃক্‌পাত নাই।

তরু। মিছে রেগে মাথা গরম কচ্ছ কেন, সমস্ত রাত ঘুম হবে না। শোবে এসো।

উপেন্দ্র। যথেষ্ট হ'লো।

[তরঙ্গিণী ও উপেন্দ্রের প্রস্থান।

সরো। দিদি, আমার দশা কি হবে?

বিরজা। কেন দিদি, তুমি রাজলক্ষ্মী; রাজলক্ষ্মী হয়েই থাকবে।

সরো। তোমরা যে ভিন্ন ক'রে দেবে, আমি কোথায় দাঁড়াব?

বিরজা। ছোট বউ, কাকে ভিন্ন করবো? যে দিন আমার দেহ-প্রাণে ভিন্ন হবে, সে দিন শৈল আমার প্রাণ থেকে যাবে কি না, জানি না। তুই কি ভাবছিস, শৈলেনের উপর আমি রেগেছি? ও নেসার ঝোঁকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছে, সত্যি সত্যি যদি গলাধাক্কা দেয়, তা হ'লেও কি আমি ওরে পর ক'র্‌তে পারবো? তুই জানিস্ নি, কি ক'রে ওরে মানুষ করেছি। ভগবতি, কি করলে। শৈলেন আমার,আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পারতো না—দাদা বকলে আমার আঁচলে মুখ লুকিয়ে এসে কাঁদতো! সেই শৈলেন আমার এমন হ'লো কেন?

সরো। ও দিদি, ওর অপরাধ নাই, আমি না বুঝে আসতে বলেছিলুম। রোজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, আমি মনে করেছিলুম, ওকে আনলে ঘরে থাকবে। আমার মাপ করো দিদি। আমি এত হবে জানি নে। পুরুষ-মানুষ মনে ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

বিরজা। তোমার অপরাধ কি দিদি, তুমি সতী-লক্ষ্মী, তুমি বেশ করেছ, কেঁদ না।

সরো। কি হবে দিদি?

বিরজা। রাধাবল্লভজী কি এমনই করবেন। শুধরে যাবে—ভাবিস্ নি, আয় আমার ঘরে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

উপেন্দ্র, নিতাই, শৈলেন্দ্র ও নীরদ।

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি মেজদাদাকে বলুন, আমায় মাপ করুন; আমি বড় হয়েছি বটে—কিন্তু বুদ্ধিতে বড় হই নি। আমি ছেলেবেলায় যেমন দুষ্ট ছিলুম, তেমনি আছি। ছেলেবেলায় ওঁরে দুষ্টুমি ক'রে কত গালা-গালি দিয়েছি, তখন তো মাপ করেছেন—তবে এখন কেন আমাকে পৃথক্ ক'রে দিতে চাচ্ছেন? বিষয় কর্ম্ম তো আমায় শেখান নি, বিষয় পেলে তো আমি রাখতে পারব না।

নিতাই। তা বেশ, বিষয় যদি না তুমি manage করতে পারো, তোমার মেজদার উপর ভার দিও, আর তোমার মেজদার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ক্রমে বুঝতে শেখো। তোমরা পৃথক্ হচ্ছ না, কার কি বিষয়,সেইটে ঠিক ক'রে নিচ্ছ। এ ভাল শৈলেন, আমি তোমাদের বন্ধু,আমি

সৎপরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা যেমন এক সংসারে এক অন্নে আছ, তেমনই থাক্‌বে।

শৈলেন্দ্র। বিষয় বখরা না হ'লে কি নয়?

উপেন্দ্র। না, তোমার কি আছে না আছে—জেনে নাও। তুমি খরচ কর্‌তে গেলে আমি বাধা দিই; তুমি পাঁচজনের কথায় হয় তো মনে করো, বুঝি আমার কিছু তাতে লাভ আছে।

শৈলেন্দ্র। না মেজদা, আমি তা কখনো মনে করি না। খরচের টানাটানি হ'লে ছেলেবেলা যেমন কাঁদতুম্, সেই রকম করি। তবে মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে কি ব'লে ফেলেছি, তা আমার মনে নাই। আমি বয়ে গেছি, আমার শুধরে দাও তা না হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হবে। আমি কিছু জানি নি শুনি নি, আমার হাতে বিষয় পড়লে দুদিনে সব ঠকিয়ে নেবে।

উপেন্দ্র। তুমি যাতে জান্‌তে শুন্‌তে পারো, সেই জন্যে নীরেকে আর তোমাকে বিষয় দেখ্‌তে শুন্‌তে দিয়েছিলুম, তা তুমি বুঝে চল্লে কই?

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি বলুন, উনি আমায় শেখান, ঐ নীরের সঙ্গে আমি পারিনে। ও টিপে টিপে বুড়ো পিতামহর মত কথা কয়, আমার সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যায়।

নীরদ। কেন কাকাবাবু, আমি আপনার কখনো অসম্মান করি, তবে কেন বাবার কাছে এমন মিছে বলছেন?

নিতাই। নীরদ, তুমি এখান থেকে যাও।

নীরদ। (উঠিয়া) আমি যাচ্ছি, কাকাবাবু অন্যায় বলছেন।—যেমন নিয়ম বাবা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই নিয়মে আমি চ'ল্‌তে চেয়েছি—এই আমার দোষ। বাবার কাছে হিসেব নিয়ে আমায় যেতে হ'তো, উনি তো যেতেন না।

শৈলেন্দ্র। নীরো, ব'স, আমি তোর নামে লাগাই নি, তুই যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া কত্তিস্, গালাগাল দিতিস্, তাতে আমার কিছু হ'তো না। আমি বল্‌তুম—"বাবা, আমার খরচটা না হ'লে চ'ল্‌বে না, তুই মেজদাদাকে ব'লে এটা পাশ ক'রে দিস্।" তুই "ন্যায্য—অন্যায্য—উচিত—অনুচিত" এই সব বল্‌তিস্—তাই তো আমার—

নীরদ। তাইতে ব'ল্‌তেন,—"তোর তো বাপের বিষয় খরচ কচ্ছি নে—"

শৈলেন্দ্র। সেটা কি আমি সত্যি সত্যি ব'লেছি? তা হ'লে ভয় ভয় ক'রে তোর কাছে চাইবো কেন?

নীরদ। সত্যি মিথ্যে আমি জানি নে, সে আপনারা বুঝুন।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। আমি বুঝ্‌ছি, তোমাদের দু'জনের ব'নবে না, কিন্তু আমি তো চিরদিন থাক্‌বো না? তুমি তোমার বিষয় বিভাগ ক'রে নাও।

শৈলেন্দ্র। কি কর্‌তে হবে?

নিতাই। এই মথুর বাবু, কুঞ্জবাবু, ভবানী বাবু—এঁদের তিনজনের উপর তোমরা দু'ভায়ে ভার দাও, এঁরা তোমাদের বিষয় বিভাগ ক'রে দেন।

শৈলেন্দ্র। যদি না কর্‌লে না হয়—তা দিন্।

নিতাই। তবে এ মধ্যস্থনামা কাগজখানা তুমি নাও, পড়ে দেখো, এতে কি তোমার আপত্তি আছে, বলো—

শৈলেন্দ্র। আমার আর আপত্তি কি? আমি কি বুঝি? দিন্—আমি সহি ক'রে দিচ্ছি—

(সহি করিয়া দেওন)

নিতাই। দেখ, আর মত ব'দ্‌লো না। এতে সকল দিক্ ভাল হবে। নইলে, দেখ্‌লুম তো—তোমার ভাইপোর সঙ্গে বনে না, তোমার দাদার শরীরে ভদ্রাভদ্র আছে; আর হাজার হোক্ নীরো ওঁর ছেলে, তোমার একটু ব'রদোষ হয়েছে, নীরোর কথাই হয় তো ওঁর বেশী বিশ্বাস হবে,—হয় তো তোমায় কি একটা বল্‌বেন, তুমি সরল-প্রকৃতি, পাঁচজনের কথায় এক দিন রাগ করে কোন উকীলের হাতে গিয়ে পড়্‌বে, আর বিষয়টা ছন্নছন্ন হয়ে যাবে। তুমি জানো না, দশ বেটা ঘুরছে—কিসে তোমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে।

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দাদা যা করতে হয় করুন্, কিন্তু আমায় পর করবেন না।

উপেন্দ্র। আমি তোমায় পর করবো? তুমি কেন এমন হ'লে? কেন এই ছাই খেতে শিখ্‌লে? কেন তুমি ঘরের লক্ষ্মী ছেড়ে অনাচারী হ'লে? আমি পর করবো!—শৈলেন—শৈলেন—তুই জানিস্ নি, তুই আমার কে? আমার স্ত্রীপুত্র একদিকে—সর্ব্বস্ব একদিকে—তুই একদিকে। তোর সঙ্গে পৃথক্ হবো—তোর সঙ্গে পৃথক্ হবো!

নিতাই। ও কি—ও কি, উপেন—ঠাণ্ডা হও।

উপেন্দ্র। শৈলেন—শৈলেন—আমার মাথার ভেতর কেমন ক'চ্ছে, আমি চল্লুম—আমার দম আট্‌কে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

[শৈলেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

(নেপথ্যে উপেন্দ্রের পতন-শব্দ)

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। ওরে শীগ্‌গির জল আন—শীগ্‌গির জল আন। নিতাই বাবু শীগ্‌গির আসুন, মেজ্‌দা প'ড়ে গেছেন।

[নিতাইয়ের দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কুমুদিনীর গৃহ।

হীরু ঘোষাল, সতীশ ও শিবু উকীল।

হীরু। যা—সব বুঝি ফেঁসে গেল! নিতে ব্যাটা সব মাটী ক'র্‌লে!

সতীশ। কি হীরু, গলায় ছুরী দিতে দিলে না?

হীরু। আরে নাও, ঠাট্টা রাখো। ছ'মাস মেহনত ক'রে বাগিয়ে এনেছিলুম, নিতে বেটা সব ভেস্তে দিলে।

শিবু। কি—কি—হ'য়েছে কি বল না?

হীরু। ঘরোয়া পার্টিসন হবে!—বেকুবকে এত বোঝালুম যে, নিতের কথায় কান দিস্‌নে।

সতীশ। শিবু বাবুর হাতে পড়, খাঁড়া শানিয়ে রেখেছেন।

শিবু। কেন—কি খাঁড়া শাণিয়ে রেখেছি?

সতীশ। তবে কি ছুরী বাগিয়ে রেখেছেন, আমার মত জবাই করবেন?

শিবু। আমি আছি ব'লে এখনও ওয়ারেণ্টে ধরে নাই, সাতখানা ওয়ারেণ্ট থামিয়ে রেখেছি।

সতীশ। বল কি!—এমন? তোমার খরচায় ওয়ারেণ্ট বার ক'রে একত্রে আমায় ধ'রবে না কি?

হীরু। আরে নাও—নাও—কাজের কথা কইতে দাও। (শিবুর প্রতি) শিবু বাবু, এখন ও কথায় কান দেবেন না, এখন উপায় কি করি বলুন। বল্লুম যে—এখন ওদের ঘরোয়া পার্টিসন হ'তে চ'ল্লো।

শিবু। হুঁ—ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাবে আর কি।

সতীশ। তাই তো শিবু বাবু, আজ তোমার ঘুম হবে কি? তা এক উপায় আছে ঘোষাল। পার্টিসনটা হ'য়ে যাক্, বিষয়টা বাড়াতে শিবু বাবুর হাতে ফেলে দিয়ো, আমার মতন বাড়িয়ে দেবেন।

শিবু। তিনটে মর্টগেজ আদায় ক'রে দিলুম কি না।

সতীশ। তা দিয়েছ বই কি? সে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে, তোমার খরচা কত হ'লো? এখন ধারধোর ক'রে সে তো আমায় এনে দিতে হবে?

শিবু। তোমার ঠেঙে আদ্দেক খরচাও নিই নে, যা আউট পকেট।

সতীশ। আর শৈলেনের বিষয় পেলে আদ্দেকও নেবেন না, হয় সিকি, নয় দু'আনা।

শিবু। (স্বগত) থাকো, তোমায় দেখে নিচ্চি।

সতীশ। ভাবছেন্ কি?—মরার বাড়া গা'ল নাই, আমি ইন্‌সলভেণ্ট নেব।

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

হীরু। কি—কি—চাকর এয়েছিল কেন?

কুমু। দেখ দেখি—আমার মাথামুড় খুঁড়্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে; চিঠি লিখেছেন, আজ আর আসবেন না।

সতীশ। তা কাঁদ্‌বে নাকি? চোখে আঙ্গুল দেবো, না শরতাকে খবর দেবো?

কুমু। যাও—মিছে ভাল লাগে না। আজ তিন দিন হীরের ঝাপ্টা ঘরে রেখেছি, প্রথম বেচারা তিন দিন দামের জন্য আনাগোনা ক'চ্ছে। বুঝুন না শিবু বাবু, ভদ্রলোকের কতটা কথার খেলাপ হ'চ্ছে।

সতীশ। তাই তো! কথার খেলাপ তো তোমাদের জ'াতে হবার যো নাই! সত্যভঙ্গ হলো!

হীরু। কেন—কেন—বাবু আসবেন না কেন?

কুমু। তার মেজো ভাইয়ের কি মাথা গরম হ'য়েছে। তা হ'য়েছে ত কার কি রে বাপু! —টাকা ক'টা তো পাঠিয়ে দিলে হ'তো!

সতীশ। ওঃ বেজায় অন্যায়—বেজায় অন্যায়!

হীরু। শিবু বাবু, আমি চল্লেম—আমি চল্লেম, দেখি কত দূর হ'লো। যদি ফেরাতে পারি, চেষ্টাটা করি। আর তোমার নিতাই এর কি আক্কেল! সে কোন্ না মেজোর তরফ থাক্‌তো? এই যে আপনি দুপয়সা পেতেন, সেইটে সইছে না, পরের ভাল দেখ্‌তে পারে না।

শিবু। যে না বুঝ্‌বে—তার আর কি ক'র্‌বে বল? একলা খেতে চাচ্ছেন, তা খান; সুটটা হ'লে যা পেতেন, তার সিকিও পাবেন না।

হীরু। বেকুবি!—

সতীশ। চামার—চামার,—অমন বড় কাৎলা প'ড়েছে, পাঁচ জনে বখরা ক'রে খেতে চায় না!

হীরু। আমি চল্লেম—চল্লেম, যা খবর হয়, আপনার ওখানে দিচ্ছি।

শিবু। এসো না—আমার গাড়ীতে। (জনান্তিকে) ভেবো না,যখন আগুন ধরেছে—ধুঁইয়ে জ্ব'লে উঠ্‌বে। তুমি এই নীরো বাবুকে বাগিয়ে রাখো, সে মজবুত আছে, দু'দিনে চটিয়ে দেবে।

[হীরু ঘোষাল ও শিবু উকীলের প্রস্থান।

সতীশ। আর ভাবনা কিসের? আমি যাচ্ছি, শরৎকে খবর দি গে।

কুমু। সে আবার ক'দিন ঝগড়া ক'রে গিয়েছে; বাবু অনেক রাত্রি অবধি ব'সেছিল—সে এসে ফিরে গেছে।

সতীশ। সে এখন পাঠিয়ে দিচ্ছি; তুমি আমার একটা কথা শুন্‌বে?

কুমু। কি?

সতীশ। শরতাকে আনো আর যাই করো, সে ওর চোখে ধূলো দিয়ে চ'ল্‌বে। কিন্তু কাপ্তেনটা পেয়েছ, বেশ বাগিয়ে নিতে পার্‌বে, পাঁচ বেটাকে দিয়ে ছোঁড়াকে নষ্ট ক'রো না। শিবে উকীল আর হীরের সঙ্গে শৈলেনের চটাচটি ক'রে দাও। তুমি যা দোহাত্তা মেরে নিতে পারো নাও; পাঁচ জনকে খাইয়ে কি হবে?

কুমু। কি ক'রে চটাচটি কর্‌বো? এই হীরে ঘোষাল—শরতার কথা সব জানে।

সতীশ। তুমি ব'লো না,—এই হীরে, শিবু উকীলের সঙ্গে তোমায় জোটাতে চায়।

কুমু। ও হীরে সব ব'লে দেবে।

সতীশ। তুমি একথা ব'ল্লে হীরের ছায়া দেখ্‌লে, জুতো নিয়ে তাড়া ক'র্‌বে।

কুমু। তুমি যাচ্ছ—চলো, আমার নূতন বেহারাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই; শরতার বাড়ীটে দেখিয়ে দিয়ো; সে ভারি রাগ ক'রে গিয়েছে। আমি একখানা চিঠি লিখে রেখেছি, সে চিঠিখানা দেবে। তোমায়ই চিঠিখানা দিতুম, আমি লোক পাঠালে আর একটু মান ভাঙ্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

উপেন্দ্রবাবুর বাটীর সম্মুখ।

দ্বারদেশে জমাদার উপবিষ্ট।

(অদূরে মন্মথ ও তৎপশ্চাৎ ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। মোনা বাবু—

মন্মথ। কি রে ফুলী?

ফুলী। কি ক'রে নূতন নূতন ফুল তৈরি করো, আজ যে শেখাবে ব'লেছিলে?

মন্মথ। সে আমি একখানা বই দেবো—পড়িস্,—এখন যা। আর শিখতে চাস্, আমি শেমোকে অনেক শিখিয়েছি, আমি ব'লে দেবো, তার কাছে শিখিস্।

ফুলী। আজ একখানা নূতন গান বেঁধে দেবে ব'লেছিলে?

মন্মথ। এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি।

ফুলী। আমি আর একটি কথা বল্‌তে এসেছি।

মন্মথ। সে বলিস্ এখন।

[মন্মথের প্রস্থান।

ফুলী। আমি তোমার মনের কথা টের পাই। পাজী হীরে ঘোষালটা সৃষ্টির লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে বেড়ায়, এখন তোমাদের সংসার ভাঙ্‌বার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। তুমি তারে জব্দ করতে চাও; আমি ওরে এ বাড়ী থেকে ছল ক'রে তাড়াব। আমি ছল শিখেছি; ছল শুনে তুমি রাগ ক'রো না।

জমা। আরে বেটী তু আয়ি? তেরি ওয়াস্তে রোটি রাখ্‌খা, তু যব্ আয়েগি লে যা না। একঠো পদ গা বেটী।

ফুলীর গীত।

ঠুমুক্ চলত রামচন্দ্র বাজাত পাঁয়জনিয়া,
কিল্ কিলায়, উঠত ধায়, গীরত ভূমি লট্‌পটায়
ধায় মায় গোধলেত্ দশরথ কি রাণীয়া।
অঙ্কল রজ অঙ্গ ঝড় বিবিধ ভাঁত সো দুলাড়
তন্ মন্ ধন্ বাড় ডাড় কহত মৃদু বাণীয়া,
ঠুমুক্ চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়জনিয়া।
মেওয়া মিষ্টান্ হাল ভাউয়ে সো লে হলাল্
আউর লেহলাল পান বাঁশি তনমনিয়া,
তুলসীদাস অতি আনন্দ দেখ্ মুখারবিন্দ
রঘুবরকে ছবি সমান রঘুবর ছবি বনিয়া,
ঠুমুক চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়জনিয়া।

জমা। বহুৎ মিঠি পদ, দেল্ তর হো যাতা!

ফুলী। হাঁ বাবা, তোমার মেয়েটির খবর সত্যি?

জমা। আরে বেটী, কিষণজি দিয়া, কিষণজি লিয়া—ক্যা করে! দেখ্ বেটী, তু এক এক দফে মেরা পাশ আয়া কিরো; তেরি মু মেরা বেটীকা মাফিক, দেখকে জীউ ঠাণ্ডা হোতা।

ফুলী। তা তুমি পূজো ক'রবার ফুল তুললে না?

জমা। দরোয়ান লোক কই হ্যায় নেই, সামনে গিয়া, দেউড়ি ছোড়কে ক্যায়েসে যায়?

ফুলী। ওই তারা এলো ব'লে, তুমি ফুল তোলো গে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। এই তো বাবুদের বাগানে তুল্‌বে। কেউ এলে আমি তোমায় ডাক্‌বো।

জমা। আচ্ছা বেটী, জিতা রও—জিতা রও।

[জমাদারের প্রস্থান।

(হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। কি ফুলী, তোর বরাত খা[illegible], আমার কথা কানে কচ্ছিস্ নি। শুনে[illegible]দিন তে-তোলায় থাকতিস্, জুড়ী চ'[illegible] হাওয়া খেতিস্।

ফুলী। কই, তুমি পরখ দেখাও দেখি, এক-জনের মানুষ জুটিয়ে দাও দেখি। দেখি—তার—কি ক'রে দাও?

হীরু। কে—কে—তোর মা ছুকরী এনেছে না কি? কে—কে?

ফুলী। এই জমাদারের মেয়ে!

হীরু। জমাদারের মেয়ে কি?

ফুলী। হাঁ গো—দেশ থেকে এসেছে। রং যেন ফেটে পড়্‌ছে—আমার মতন বয়েস—মাথায় ঠিক আমার মত। তার কি নাক, কি মুখ, কি চোখ! আমি তার বাঁদীর যুগ্যিও নই। এই জমাদারের কাছে এসেছিল! জমাদার বল্লে, তোর মাকে ব'লে এর একটা হিল্লে ক'রে দিতে পারিস্? আমি বল্লুম—হীরু ঘোষালকে ব'লো।

হীরু। দূর! তোর মিছে কথা!

ফুলী। তুমি তারে জিজ্ঞেস করো না, মিছে কি সত্যি বুঝ্‌বে। আমি তারে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ফুল তুলতে গেছে।

[ফুলীর প্রস্থান।

হীরু। নবীন বাবুর হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষের উপর ঝোঁক! দেখি যদি হাতে লাগে!

(দূরে ফুলীর সহিত জমাদারের প্রবেশ)

ফুলী। আমি আর তোমার কাছে আস্‌বো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমায়ও গালাগাল দিচ্ছে, আমারও গালাগাল দিচ্ছে।

জমা। কোন্ রে?
ফুলী। যাও দেখতে পাবে এখন।

[ফুলীর প্রস্থান।

জমা। বেটা খোড়া দেওয়ানাকা মাফিক! বহুত মিঠি পদ গাহাথি!
হীরু। জমাদারজী, সত্যি নাকি?
জমা। হাঁ বাবু—
হীরু। তোমার মেয়ে?
জমা। হাঁ বাবু—
হীরু। বড় চমৎকার দেখতে?
জমা। হাঁ বাবু—প্রতিমাকা মাফিক থি। তা মেরা বকৃত!
হীরু। তোমার বকৃত তো ভালই। আমি আছি, ভয় কি?
জমা। কেয়া বল্‌তে হোঁ বাবু?
হীরু। তুমি তো একটি জামাই জোটাতে চাচ্ছ?
জমা। সো তো ঠিক হুয়া থা, মর্ গিয়া—কেয়া করে!
হীরু। সে তোমার ভাবনা নেই। সে তোমার ভাবনা নেই, আমি তোমার ভাল জামাই জুটিয়ে দেবো। তোমার বেটীকে খুব বড় মানুষের কাছে রাখিয়ে দেব, তোমার বেটী খুব সুখে থাক্‌বে। তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে, তুমি মাসোহারা পাবে। তোমার বেটীকে আমায় দাও।
জমা। কেঁও শালে! মেরা বেটীকা পাশ তোম্‌কো ভেজতা হায়!
হীরু। আচ্ছা আনো—আনো তোমার বেটীকে আনো।
জমা। এই তোম্‌কো ভেজে হুঁয়া!

(হীরু ঘোষালের গলা টিপিয়া ধরণ)

হীরু। ওরে বাপ রে—খুন কর্‌লে রে—খুন কর্‌লে রে!

(স্নান করিয়া দরোয়ানদ্বয়ের প্রবেশ)

দরোয়ানদ্বয়। আরে কেয়া করো জমাদার—কেয়া করো জমাদার, মর্ যাগা—মর্ যাগা—
(হীরু ঘোষালকে ছাড়াইয়া দেওন।)

(নীরদ, মন্মথ ও শ্যামা ভৃত্যের প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে—কি হয়েছে?
জমা। শালেকা হাম লউ দেখেঙ্গে—
নীরদ। দরোয়ান, জমাদারকে নিয়ে যাও, ঠাণ্ডা করো।

(হীরুর বেগে বাটীর ভিতর পলায়ন)

১ম দরোয়ান। আরে যানে দেও জমাদারজী—যানে দেও।

[জমাদারকে লইয়া দরোয়ানদ্বয়ের প্রস্থান।
[নীরদের বাটীর ভিতর প্রস্থান।

শ্যামা। ছোট দা বাবু, ঐ ফুলী বেটী বল্‌ছিলো তোর ঐ ঘেউ ঘেউএর কি কর্ম্ম? কি ক'রে জব্দ করতে হয়, ছাখ্। ছুঁড়ী খুব বাধায়ে!
মন্মথ। ও কি ক'রেছে?
শ্যামা। ঐ হীরু বাবুকে দিয়ে জমাদারের বেটী বার কর্‌তে ব'লেছে।
মন্মথ। বটে! এখনি খুন হ'য়ে যেতো। ফুলী কোথায় ডাক্ তো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

উপেন্দ্র বাবুর বহির্ব্বাটী।

নীরদ ও হীরু ঘোষাল।

নীরদ। বটে! মোনা—মোনা—

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। কি বল্‌ছ?
নীরদ। পাজী, ভেতুড়ে, তুই হীরু ঘোষাল ম'শায়ের সঙ্গে লাগিস্?
হীরু। না না, নীরো বাবু—যেতে দাও।
নীরদ। দূর ক'রে দেবো—জুতো মেরে দূর ক'রে দেবো!

(পত্রহস্তে শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। কি কচ্ছিস্ নীরো—কি কচ্ছিস্?
নীরদ। দেখুন দেখি—সে দিন শেমোকে শিখিয়ে দিলে, শেমো ক্ষেপা কুকুরে কামড়েছে ব'লে

ঘেউ ঘেউ করলে, ব্রাহ্মণ ছাতাচাদর ফেলে পালালো! আজ বাবার অসুখ শুনে দেখ্‌তে আস্‌ছেন, দরোয়ানকে দিয়ে ম'ার খাওয়ালে।

শৈলেন্দ্র। কি, হীরে দেখ্‌তে এসেছে? ঘর ভাঙ্‌তে এসেছে? মোনা, বেশ ক'রেছিস্‌ (হীরু ঘোষালের প্রতি) পাজী বেটা, ফের যদি বাড়ী ঢুক্‌বি—জুতিয়ে তাড়াবো। ছুঁচো বেটা, বেশ্যাবাড়ী ব'সে শিবু উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করো, আর যার খাও, তার বুকের উপর ব'সে দাড়ি ওপড়াও! আমি মাসোহারা দিই, তাই সংসার চলে, আর আমার সঙ্গে লাগো?

হীরু। কেন ছোট বাবু, আমার তো সে ধর্ম্ম নয়, আমি তো আপনাদের হিত বই অহিতে নাই।

শৈলেন্দ্র। ফের পাজী, মোনা—মার্‌ গালে থাবড়া।

হীরু। অত রাগ কেন—অত রাগ কেন, আমি নীরো বাবুর কাছে এসেছিলুম, তা আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। আমি ভালয় বই মন্দে নেই। বিনা অপরাধে অপমান ক'ল্লেন, তা করুন।

শৈলেন্দ্র। তবে রে পাজী! এ চিঠিতে কি লিখ্‌ছে? তুই ঘরের বউ ব'ার ক'র্ত্তে পারিস্‌।

নীরদ। কি—কি—কিসের চিঠি?

হীরু। বুঝি কুমুদ কি চিঠি লিখেছে; তার আমার উপর রাগ, বুঝি আমার নামে কি লাগিয়েছে।

শৈলেন্দ্র। কি লাগিয়েছে? শিবু উকীলের সঙ্গে তারে জোটাতে চাও?

নীরদ। তাই বেশ্যার চিঠি প'ড়ে, আপনি ওকে অপমান ক'চ্ছেন?

শৈলেন্দ্র। নীরে, মুখ সাম্‌লা।

নীরদ। কিসের মুখ সামলান? বাড়ীতে বেশ্যা আন্‌বেন, বেশ্যার কথায় বাড়ীতে ভদ্রলোকের অপমান ক'র্‌বেন! যান হীরু বাবু, আপনি আমার ঘরে বসুন গে।

হীরু। না -না—আমাকে নিয়ে গণ্ডগোল কেন, আমাকে নিয়ে গণ্ডগোল কেন?

শৈলেন্দ্র। নীরে, দেখ, মেজ্‌দার মুখ চেয়ে অনেক সহ্য ক'রেছি, জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেবো।

নীরদ। সে পারেন পাঁচশো বার, আপনি গুরু-লোক; কিন্তু তাই ব'লে আপনি একজন ভদ্রলোককে অপমান ক'রে তাড়াতে পারেন না, আপনার একলার বাড়ী নয়।

শৈলেন্দ্র। একলার বাড়ী নয়—তোর বাড়ী, দেখি তুই কি ক'রে হীরেকে রাখিস? মোনা, বেটার হাত ধ'রে বার ক'রে দে।

নীরদ। ওঃ! তাই তো বলি, ভেতুড়ের এত আস্পর্দ্ধা হলো কি ক'রে? আপনিই সব শিখিয়ে শিখিয়ে দেন?

শৈলেন্দ্র। শিখিয়ে দিই—খুব করি! (হীরু ঘোষালের প্রতি) বেরো শালা—দরোয়ান—দরোয়ান—

নীরদ। দরোয়ান ডাক্‌বেন না, দরোয়ান আমাদেরও মাইনে খায়। হীরুবাবু, বাবার বৈঠকখানায় গিয়ে বসুন।

শৈলেন্দ্র। বেরো বেটা—

(হীরু ঘোষালের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

(নীরদের মাঝে পড়িয়া হাত ছাড়াইয়া দেওন)

(শৈলেন্দ্রের ক্রোধে নীরদকে প্রহার)

মন্মথ। (মাঝখানে পড়িয়া) ছোট বাবু—ছোট বাবু, মেসো ম'শায়ের বড় অসুখ!

[অপ্রতিভ হইয়া শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

হীরু। নীরো বাবু, অপরাধ কি জানেন? উনি পাঁচ হাজার টাকার হীরের বাপ্‌টা কিনে দিচ্ছিলেন, তাতে প্রতিবন্ধক [illegible]ছি।

মন্মথ। কি ঘোষাল মশায়, তা [illegible]সিদ্ধি ক'রেছেন!

নীরদ। কি মন্মথ বাবু, ঠু'ঘা মার্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছ না কি? না তুমিই হীরু ঘোষালকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবে?

মন্মথ। আজ্ঞে না, আমার এত বড় কি আস্পর্দ্ধা; আমি বড় মাকে প্রণাম ক'রে চ'লে যাব।

হীরু। মন্মথ বাবু, কথাটা বেইমানি কথা হয়। আপনি নীরো বাবুর মাস্‌তুতো ভাই, নীরো বাবুর মা আপনার মাসী; বড় বউ ঠাক্‌রুণ তো আপনার কেউ নন; তবে যদি তাঁর সম্পত্তির লোভ থাকে, খোষামোদ করেন, সে অন্য কথা। ব'লতে হয় 'মাসীকে ব'লে চ'লে যাবো!' আর যাবেনই বা কোথা? বড় ভাই

রাগ ক'রে একটা কথা বলেছে, তাতে কি অমন কাটান ছিটেন ক'রে জবাব দিতে হয় ?

মন্মথ। মশায়, চুপ কল্লেন কেন?—আর একটু উপদেশ দিন্!

নীরু। না না—তুমি ছেলেমানুষ, উপদেশের কথা বল্‌তে হয় বই কি—উপদেশের কথা বল্‌তে হয় বই কি ?

মন্মথ। নীরো দাদা, আপনাদের অন্নে আমি মানুষ, যখন আপনার অপ্রিয় হয়েছি, আপনার পার ধূলো নিয়ে চলে যাবো। কিন্তু একবার বুঝে দেখ্‌বেন, মেজো মেসো মশায়ের এই সঙ্কট ব্যামো, ঘোষাল মশায় মাঝে থেকে কতদূর হয়ে গেল!

নীরদ। হুঁ—তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমায় লোকে সুবুদ্ধি বলে, তোমার পরামর্শ নেব বই কি;—বলো—আর কি বল্‌বে ?

মন্মথ। নীরো দাদা, যদি হেথায় থাকতুম - বল্‌তুম। আপনি জুতো মারলেও নিরস্ত হতুম না। কিন্তু বোধ হয়, আপনার কোন বিশেষ কার্য্যে আমি বাধা দিচ্চি, নইলে অত বিরক্ত আমার উপর হ'তেন না। কিন্তু অনেক সয়েছেন, এইটি ভিক্ষা যাচ্ছি,—মেসো ম'শায়কে দেখ্‌বার জন্য একজন চাকরেরও তো দরকার, যে ক'দিন না উনি আরাম হন, আমি রাত্রে এসে ওঁর কাছে থাকবো।

হীরু। তুমি থাক্‌বে না—তুমি যাবে কোথা? সব দিক্ দেখ্‌বে শুন্‌বে কে ?

নীরদ। বটে তো? আসুন ঘোষাল ম'শায়, কথাটা কি শুনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্মথ। মোনা বাবু, একটু ফ্যাসাদে পড়েছ? দুনিয়া আছে, খেতে পাবে, —ভেবো না। তবে এই,—বড় মাকেই বা কি বলি, আর মেসো ম'শায়ের ব্যামো দেখেই বা কি ক'রে যাই ? বড় মাকে বলা হবে না, তা হ'লে হীরে ঘোষালের বাবা হ'বো, আমার জন্য বড় মা আপনি পৃথক্ হবে। পেটের ছেলে থাকলে এতটা টান হ'তো কি না—জানিনে। ইস্, চোখ্ দিয়ে জল আনতে জানে! কিছু ঠিক হ'লো না।

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। মোনা বাবু, আমায় ডেকেছ ?

মন্মথ। হ্যাঁ, তুই হীরু ঘোষালকে দরোয়ান দিয়ে মার খাইয়েছিস্ ?

ফুলী। হ্যাঁ।

মন্মথ। দেখ্, তোরে আমি ভালমানুষ জান্‌তুম, তুই তো ভারি বজ্জাত! হীরু ঘোষালের সঙ্গে লাগ্‌তে গেলি কেন ?

ফুলী। তুমি যে হীরু ঘোষালকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও ?

মন্মথ। তোরে কে বলেছে?—মেশো ব'লেছে বুঝি ?

ফুলী। না।

মন্মথ। মিছে কথা ক'চ্ছিস্ ?

ফুলী। গলা কাট্‌লেও তোমার কাছে মিছে কথা কইবো না।

মন্মথ। আমি তাড়াতে চাই, তা তোর কি ?

ফুলী। তুমি যা চাও, তা আমি কর্‌বো, তা বারণই করো আর যাই করো।

মন্মথ। তোর পেটে পেটে এত, তা আমি জান্‌তুম না; ভালমানুষটির মতন থাকিস্!

ফুলী। জান্‌বে কোত্থেকে—তুমি তো আমাদের ঘরে জন্মাও নি! আমি সাপের ছানা, বিষ-দাঁতও উঠেছে—টের পেয়েছি। কিন্তু আমি কাম্‌ড়াবো না। পারি যদি, কেউ কাম্‌ড়ালে বিষ তুলে নেবো।

মন্মথ। আ মর্ ছুঁড়ি, তোর সব দুর্ব্বুদ্ধি জন্মেছে!

ফুলী। ম'র্‌বো!—তা দেখ্‌বে—কেমন ক'রে ম'রি।

মন্মথ। তুই যে বড় ম'র পায়ে ধ'রে, আমার সাম্‌নে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে ব'লেছিস্ যে, কুপথগামী হবি নি ?

ফুলী। তা তো হবোই না। তবে সাপের স্বভাব—ফণা ধরে—ফোঁস্ করে—না কাম্‌ড়ালেই তো হলো ?

মন্মথ। তুই অমন বুদ্ধি করিস্ তো আমার কাছে আসিস্ নি।

ফুলী। অমন বুদ্ধিও ক'র্‌বো, তোমার কাজ ক'রেও বেড়াবো।

মন্মথ। আর তোকে আমার কাজ ক'রতে হবে না, দূর হ'—

ফুলী। দূর ব'ল্লেই কি দূর হব?—তা হব না।

[ফুলীর প্রস্থান

মন্মথ। ওর মা ঠিক বলে, ও পাগল বটে! দুর্ব্বুদ্ধি কি ব'ল্লে! ওর কি মন-টন খারাপ হ'য়েছে? এ দিকে তো চমৎকার বোঝে, চমৎকার শেখে! বড় মা বলেন—ও ছোটঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু ও নির্ম্মল, ও ছেলে বেলা থেকে পাগ্‌লেটে, যা মুখে এলো ব'লে গেল!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। ওহে—আর কি ভাব্‌ছ? তোমার মেসো ম'শায় সেরে উঠেছেন। আমি তোমায় বলেছিলুম, জোলাপ খুল্‌লে সব ঠিক হয়ে য'বে।

মন্মথ। মশায়, মশায়—আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। না হে না, ও তোমার সাহেব ডাক্তারে বলে—apoplexy—হেন-তেন,—ও একটু মাথা গরম হ'য়েছিল, আর কিছু নয়। আর তুমি তো জানো, অন্য অন্য কেসে তো বেশ diagonosis করো; মেসো মশায়ের বেলা সাহেবের কথায় ভ'ড়কে গেলে কেন হে? তবে একটু ঠাণ্ডা রেখো, এখনি আবার তেড়ে বিষয়-কর্ম্মে না লেগে যান্!

মন্মথ। আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। No—no—nc—

[ডাক্তারের প্রস্থান।

মন্মথ। যাক্—একটা সমিস্তে কাট্‌লো, এখন বড় মার হাত ছাড়াতে পার্‌লে হয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—**—

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

বিরজা ও তরঙ্গিনী।

তর। দিদি, তুমি নীরেকেই দোষো, আজ ছোটবাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। অপরাধ এই—বামুনের ছেলে বাড়ীতে এসেছে, উনি ওঁর মেয়েমানুষ কি চিঠি লিখেছে, সেই রাগে তাকে জুতো মেরে বাড়ী থেকে বা'র করে দেবেন! নীরে দোষের মধ্যে ব'লেছে,—"বাড়ীতে এসেছেন, অপমান ক'চ্ছেন কেন?" এই নীরেকে ধ'রে চো'রের মা'র!

বিরজা। চোরের মা'র নয়, আর এক মুখে য শুনেছ, তাও নয়। [illegible] হোক্ খুড়ো, তাঁ খাতির বেশী, না ঐ [illegible] বামুনের খাতি বেশী?

তর। তুমিই এক মু[illegible] শুনে বল্‌ছ,—ঘরভাঙ্গ বামুন নয়, ঘরভাঙ্গা [illegible]না,—ঐ তো সব ভাঙ্গা ভাঙ্গি ক'চ্ছে।

বিরজা। ঐ ভাঙ্গাভাঙ্গি ক'চ্ছে? কথাটা যখন তুল্লে তখন বলি,—এই নীরে আজ ক'দিন ধ'রে ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা বল্‌ছে, আজ তো শুন্‌লুম —"ভেতুড়ে টেতুড়ে" যাচ্ছে তাই ব'লে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় ক'র্‌তে চায়।

তর। তাই এসে তোমায় লাগিয়েছে বুঝি? ঝাড়ই এক আলাদা।

বিরজা। ও ঝাড় কি, তা তুমিই জানো, কিন্তু মোন লাগাবার ছেলে নয়।

তর। নীরে ব'লেছে,—'ও বাড়ীতে থাক্‌লে আমি বাড়ীতে থাক্‌বো না।'

বিরজা। সে নীরে বুঝুক! ওকে যে ভেতুড়ে বল্‌বেন—তাড়াবেন, সে আমি থাকতে হবে না। বড়কর্ত্তা ওকে এনেছিল, ও বড়কর্ত্তার খায়—বড়কর্ত্তার বাড়ীতে থাকে। ও নীরের ভেতুড়ে নয়।

তর। ওঃ! তোমার যে মার চেয়ে দরদ! আমার বোন্‌পো, আমি এনেছিলুম, আমি যদি এখন রাখি, তা বড়কর্ত্তারই কি, আর তোমারই কি

বিরজা। বোন্‌পো তোমার বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তুমি ওকে নখে মারো। নীরে প[illegible] পার্‌তো না, স্কুল পালাতো, ও সব বল্‌তো ব'[illegible] সেই ইস্তক তোমাদের রাগ। এই যে মে[illegible] ঠাকুরপোর অসুখে প্রাণমন উৎসর্গ ক'রে সম[illegible] রাত জাগ্‌লে, সেটা হলো না—আর ও হ[illegible] ঘরভাঙ্গা!

তর। তুমি বড় কেঁটিয়ে শোনাও।

বিরজা। আমি কেঁটিয়ে শোনাই না—হক্ ক[illegible] বলি।

তর। হক কথা নয়—একচখো কথা কও। ও

টিপ্ নিতে ছোটবাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিলে, আর মোনা হ'ল ওঁর সো!

বিরজা। একচখো কথা কয়ে থাকি—কয়েছি, আর কথা বাড়াস্ নে।

তর। কথা বাড়াবাড়ি কি? ছোটবাবু যে মাত্লামো করবেন, ধ'রে মারবেন, আর মোনা তারে রোজ রোজ টোম্বাবে, আর তুমি মোনাকে আগ্লে প'ড়বে, এ কেন সইব গা?

বিরজা। কি—হ'য়েছে কি, কথাটা কি শুনি? ছোটবাবুর সঙ্গে পৃথক্ হবে? তা হও—মোনার কথা নিয়ে থেকো না।

সরো। ও দিদি—তোমার পায়ে পড়ি গো—তোমাদের পায়ে পড়ি গো!

বিরজা। নে নে সর্। (তরঙ্গিণীর প্রতি) পৃথক্ হ'তে চাও, পৃথক্ হও; হাঁড়ি আলাদা হয়, ভেয়ে ভেয়ে মুখ দেখাদেখি না থাকে, সে তোমরা বোঝ গে,—আমায় দেখিও না, আমার টানাটানি কি?—সংসারটা বজায় থাকতো এই, না থাকে—আমার হাত কি?—বলতে এসেছ—তোমার নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে,—রাগের মাথায় একটা গায়ে হাত তুলেছে, সেইটে শুনে; আর নীরে যে চোপা ক'রেছে, নীরে আঁক পেড়ে কথা কয়েছে, যে হীরে ঘোষাল তোমার ঘরে আসে নি, দরোয়ান একা তোমার মাইনে খায় না,—এ সব দেইজিগিরি কথা শোনানি, এ সব দাবোনি, ছেলেকে একটা কথা ধ'ম্কে বল্তে পারোনি,—মোনাকে তাড়াতে এসেছ—আর বখ্রা ক'র্তে এসেছ? তা ভাগ-বখ্রা করতে চাও—ভাগ বখ্রা করো, আমারও ভাগবখ্রা করে দিয়ো। তুমি ক'দিন ধ'রে খালি ছোট বাবুর দোষই দেখাচ্চ! জোয়ানকি বয়েসে মদ খায়, একটা কাজ ক'রে ফেলেছে; যদি তোমারই ছেলে ক'র্তো, তা হ'লে সইতো,—এ দেওর, তাই তোমার সইছে না।

তর। তুমি বড্ড কেঁটিয়ে বলো, কেন গা—কিসের এত ক্যাট্‌ক্যাটানি? ছোটবাবু না হ'লে সংসার না চলে, না চলুক, তোমার মেজ দেওর ব'লে আমাদের মা-পোকে বা'র ক'রে দাও, আর তোমার মোনা আঁটকুড়ো ঘরের পো হ'য়ে থাকুক।

সরো। ও দিদি!—ও দিদি, তোমাদের পায়ে পড়ি।

বিরজা। নে, থাম্ ছুঁড়ি! (তরঙ্গিণীর প্রতি) কি বল্লি কি বল্লি—মায়ে-পোয়ে চ'লে যাবে?

তর। যাব না তো কি? রাত দিন কে সইবে? আর তোমারই এত ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা কিসের? অত কথার আমি এলেক্কা রাখিনে।

বিরজা। মেজো বউ, বুঝ্লুম, আর মুখের ঝগড়ার কথা নয়; ঘর ভাঙ্গ্লো তো ভাঙ্গুক। তোমার যখন আমার সঙ্গেই বন্‌চে না, আমার আর বনানর দরকার নাই; ওদের ভেয়ে ভেয়ে একত্রে থাকুন্ আর ভিন্ন হোন্, আমায় ভিন্ন ক'রে দাও।

তর। বলি সে ভিন্ন ক'র্বার কর্ত্তা তো আর আমি নই।

বিরজা। তুমি বই আর কে? ওদের দু'ভেয়ের তো নিতাই উকীল এসে মিট্‌মাট্ ক'রে দিচ্ছিল, তোমার তর সচ্চে না। আমি বকাবকি করতে চাইনে, যা ভাল হয় তাই—তোমার ভাতারকে ডেকে করো।

তর। এর আর ভাল মন্দ কিসের? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—আছেই। ছোটবাবু মার্‌বেন, মাত্লামো ক'র্বেন, ভদ্রলোক বাড়ী এলে তারে অপমান ক'রে তাড়াবেন, আমি বলি গে যে বড়গিন্নীর হুকুম, এ সব স'য়ে থাক্‌তে পারো—থাক্‌বে, নইলে যে যার পথ দেখ। ও মা, এত কিসের গা?

বিরজা। যা কর্‌তে হয় করিস্, একদিনে পালাবে না, সবে ব্যামো থেকে সেরে উঠেছে, একটা কিচিকিচি ক'রে ব্যামোটা বাড়াস্‌নি—ভিন্ন হ'তে চাস্—আমি ব'লে ভিন্ন ক'রে দেবো, দু দিন সবুর কর্।

তর। উঃ, কত দরদ!

[প্রস্থান।

সরো। হাঁ দিদি—তোমরা ভিন্ন হবে?

বিরজা। না না—তুই এ সব কথা কিছু ছোটবাবুকে বলিস্‌নি।

সরো। আমি ব'লবো—আমি তোমাদের দাসী; দিদি! আমি তোমাদের পায়ে পায়ে থাক্‌বো। দিদি, ছোটবাবু সংসারের কিছু জানে না, আমিও কিছু জানিনি; তুমি নীরোকে বোঝাও, আমা-

দের যেন ভিন্ন ক'রে না দেয়। আমি ছোটবাবুর পায়ে ধ'রে বল্‌বো, নীরোকে কখনও আর কিছু ব'ল্‌বে না।

বিরজা। না—না,—যা—আমি নীরোকে বল্‌'বো, তুই কাঁদিস্‌নি।

সরো। (পদধূলি গ্রহণ)

বিরজা। জন্ম-এয়ো হও, ব্যাটা কোলে ক'রে রাজ রাণী হ'য়ে ঘর-ঘরকন্না করো।

[সরোজিনীর প্রস্থান।

ছোঁড়া-ছুঁড়ী দু'জনেই সংসারের ভালমন্দ কিছুই জানে না।

(মন্মথের প্রবেশ)

হ্যাঁরে মোনা, নীরে না কি তোকে ভেতুড়ে ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছিল ?

মন্মথ। কে বল্লে বড় মা ? নীরো'দা রাগ্‌লে অমন কত কি বলে, আমিও কত কি বলি! বড়মা, আমার এই টাকা ক'টা রাখো। (নোট প্রদান)

বিরজা। হ্যাঁরে, তুই টাকা কোথা পাস্‌ ? জলপানি থেকে জমাস্‌ না কি ?

মন্মথ। না—না।

বিরজা। এ যে দু'হাজার টাকার দু'খানা নোট দেখ্‌ছি! কোথায় পেলি ?

মন্মথ। কেন, বড় মা—আমি যে ফুলের বাগিচা ক'রেছি, ফুল বেচি, সাহেবেরা খুব পছন্দ করে, খুব দাম দিয়ে নেয়।

বিরজা। তা এ টাকা আমার কাছে রাখ্‌ছিস্‌ কেন ? ব্যাঙ্কে জমা দে না, সুদ পাবি।

মন্মথ। সে এখন ব্যাঙ্কে কোথায় রাখ্‌বো; আমার চাক্‌রী হয়েছে, বড় মা!

বিরজা। কোথা ?

মন্মথ। বিদেশে—আমি যাব।

বিরজা। বিদেশে—কোথা যাবি ? বুঝেছি—বুঝেছি, নীরের কথায় অভিমান ক'রেছিস্‌ বুঝি ?

মন্মথ। না—বড় মা।

বিরজা। দেখ্‌ মোনা—আমার সঙ্গে মিছে কথা ক'স্‌ নি। খবরদার, যেতে পাবি নি, তুই কেন অভিমান করেছিস্‌ ? তুই কি ওদের খাস্‌, না ওদের বাড়ীতে থাকিস্‌ ? আমি তোর মা! তুই আমার কাছে থাকিস্‌। আর রাগ ক'রে যে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিস্‌, আমি বুড়ো মানুষ, যদি ব্যামো-স্যামো হয়, কে দেখ্‌বে ? ওদের তো সব ভাগবথ্‌রা হ'তে চ'ল্লো। আমায় দেখ্‌বে শুন্‌বে কে ? নে—নে—তুই রাগ্‌ করিস্‌ নি।

মন্মথ। বড় মা, তুমি যে আমার মা, তা কি আমি আজ জানি ? আমার মা বেঁচে থাক্‌লে এত স্নেহ কর্‌তেন কি না জানিনে। যেথায় থাকি, এক দণ্ড কি তোমার খোঁজ না নিয়ে থাক্‌বো আমি ? আমার মনে হয়, মা ভগবতীর মূর্ত্তি তোমার মূর্ত্তি; তোমায় প্রণাম ক'রে যে কাজে যাই, সেই কাজ আমার পূর্ণ হয়।

বিরজা। নে নে ছোঁড়া, ট্যাপর ট্যাপর কথা রাখ্‌, তোর কিসের অভিমান ?

মন্মথ। বড় মা, এদের সংসার ভাঙ্‌বে। তুমি আমায় রেখে কেন লোকের কাছে দোষী হবে ? তোমার নামে যদি কোন কথা শুন্‌তে হয়, আমার বুকে বজ্রাঘাত হবে। তুমি আমায় মানা ক'রো না। তুমি আজই বুঝ্‌তে পারবে, কতদূর কি হয়েছে। তুমি পা'র ধুলা দাও, তুমি ভেবো না, আমি যেখানে থাক্‌বো, তোমার পা'র ধুলোতে আমি রাজরাজেশ্বর হব।

(পদ-ধূলি গ্রহণ)

বিরজা। আচ্ছা, তুই যা'স্‌, যাবি। আজ কিছু করিস্‌ নে, আমি কা'ল যা হয় তোকে বল্‌বো।

(মন্মথ গমনোদ্যত)

দেখিস্‌, আমার দিব্যি, কোথাও যাস্‌নি।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—•*•—

পথ।

হীরু ঘোষাল ও ভৈরবা।

হীরু। ভৈরবা, তুই এক কাজ কর্‌তে পার্‌বি ?

ভৈরবা। খুব পার্‌বো, আমি এখন খুব সেয়ানা হয়েছি।

হীরু। আমার মাচার সব লাউ পাড়্‌তে পার্‌বি ?

ভৈরবা। খুব পার্‌বো, আমার হাত খুব সাফাই আছে।

হীরু। আমার মাচাটা ভেঙ্গে দিতে পার্‌বি ?

ভৈরবা। খুব পার্‌বো, তিন নাড়ায় ভাঙ্গাবা।

হীরু। পার্‌বি বল্‌ছিস্—মেজোবাবু তোরে যে বক্‌বে ?

ভৈরবা। তাই তো, তার একটা হদিশ্ করো।

হীরু। তুই পার্‌বি নি।

ভৈরবা। খুব পার্‌বো, তুমি বল কেন্না।

হীরু। তোকে যখন মেজোবাবু বল্‌বে—"মাচা কে ভাঙ্গ্‌লে ?" তুই বল্‌বি—'ছোট বাবু হুকুম দিয়েছে।"

ভৈরবা। কই, ছোট বাবু তো হুকুম দেন নাই ?

হীরু। ছোট বাবু হুকুম দিলে বৈ কি ! শুনিস নি ? এই বেটা বকুনি খেয়ে মর্‌বে !

ভৈরবা। অ্যাঁ—ছোট বাবু হুকুম দিয়েছে ?

হীরু। দিলে না ? তোর সাক্ষাতে এই যে এইমাত্র হুকুম দিয়ে গেল ?

ভৈরবা। ছোট বাবু হুকুম দিয়েছে, ঠিক বল্‌ছ ?

হীরু। ছোট বাবুর যে লাউ খেতে ইচ্ছা হয়েছে রে ?

ভৈরবা। লাও তবে, তোমার মাচা ওজড় করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—•*o—

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

উপেন্দ্র, তরঙ্গিনী ও নীরদ।

উপেন্দ্র। তোমাদের মন্তব্যটা কি ?—বাড়ী ছেড়ে পালাবো—কি ক্ষেপে গিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বো—না ভাইকে খুন ক'রে ফাঁসী যাব ? কি হ'লে ভাল হয় বল—তাই ক'চ্ছি।

তর। তুমি ভাইকেই বা খুন কর্‌বে কেন—হ্যাংটো হয়ে নাচ্‌বেই বা কেন ? আমাদের মায়ে-পোয়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। ভাল কথা নেই, মন্দ কথা নেই—দিদি মুখ-ঝাম্‌টা দেবেন, আঁত জ্বালিয়ে কথা ক'বেন যে, ভাতারকে নিয়ে ভিন্ন হবি। তোমার ভাই আস্‌বেন হুম্‌কে হুম্‌কে মার্‌তে, তিনি মদ খাবেন, নাচ্‌বেন, খান্‌কী আন্‌বেন, আমার এই বউটিকে আজ বাদে কাল আন্‌বো মনে কচ্ছি। এর ভেতর আমরা থাক্‌তে পা'র্‌বো না, এ তুমি ভালই বল, আর মন্দই বল।

উপেন্দ্র। নীরো বাবু, তোমারও ওকালতী কি তোমার গর্ভধারিণী ক'চ্ছেন ?

নীরদ। কেন ম'শায়, আমি তো কিছু বলি নাই। মা'র খেয়েছি, লেগেছে, মার কাছে এসে ব'লেছি, এই অপরাধ আমার—এতে আপনি যা বলেন। ব্রাহ্মণ আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন, তাঁকে উনি একটা বেশ্যার কথায় অপমান ক'র্‌বেন, দরোয়ানকে দিয়ে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবেন, আমি একটা কথা ক'য়েছি, এই অপরাধে মা'র। কোন অপরাধ কর্‌তুম, উনি শাসন ক'র্‌তেন, তাতে মাথা তুলে কথা কইতুম, উনি মা'র্‌তেন, ধ'র্‌তেন, যা করতেন—আমি সইতুম। এ চাকর-নফরের সাক্ষাতে বিনা দোষে অপমান কর্‌বেন ?

উপেন্দ্র। এ আর্জ্জি শুনেছি, এ আর্জ্জি শুনেছি, এখন আমায় কি কর্‌তে হবে, সেইটে বলো। এই তো আমি মরণাপন্ন, তোমাদের দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ভাল, কি কর্‌তে হবে বল।

তর। তা বেশ তো, তুমি পারো না—আমি না হয় ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী যাই, এমন কি

লোক যায় না? এখানে থেকে রোজ কচ্‌কচি, তুমিও বেজার হও।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, আমায় শান্তিতে রেখে চ'লে যাবে—সোজা মীমাংসা ক'রেছ, তার পর বাড়ী ঘর-দোর বখ্‌রা হ'য়ে, মাঝে পাঁচিল উঠ্‌লে আস্‌বে।

তর। ভাগ-বখ্‌রা হয়, বাড়ীর ভেতর পাঁচিল ওঠে, তার সঙ্গে আমার সুবাদ কি? আমি বারোমাস ত্রিশদিন এই খোঁটা খেয়ে থাক্‌বো, তা পার্‌বো না।

নীরদ। আপনার অসুখ ব'লে সব কথা বলি নাই।

উপেন্দ্র। খুব অনুগ্রহ সকল কথা খুলেই বল।

নীরদ। ছোটবাবু ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে ঘোষাল ম'শায়ের লাউ-মাচা ভেঙ্গে লাউ পেড়ে আনিয়েছেন, ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদ্‌তে এসেছিল; আমি আর কি ব'ল্‌বো!

উপেন্দ্র। কেন, ট্রেস্‌পাসের নালিস ক'র্‌তে বলো না।

নীরদ। আপনি আমার উপরেই রাগ ক'চ্ছেন, তা কি ব'ল্‌বো।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। মেজদা, দেখুন, আপনার ব্যামো ব'লে কোন কথা আমি আপনাকে জানাই নাই। নীরো রটাচ্ছে, আমি ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে হীরু ঘোষালের লাউ-মাচা ভাঙ্গিয়েছি; ভৈরবা তার হাঁড়ি নষ্ট ক'রেছে, এ সব কি বলুন?

উপেন্দ্র। আমি আর কি বল্‌বো বল? আমার ব'ল্‌বার আর কিছু নাই।

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। থাক্—থাক্, আজ ওসব কথা থাক্ না শৈলেন! মাচা ভেঙ্গেছে, খুব ক'রেছে, ও যা পারে করুক্ গে। হীরু ঘোষাল ভৈরবাকে আপনি সঙ্গে ক'রে নে গিয়ে মাচা ভাঙ্গিয়েছে।

তর। দিদি, হাত গোণো না কি—না মোনা ব'লেছে।

উপেন্দ্র। কেন, থাক্‌বে কেন? সব মীমাংসা আজই ক'চ্ছি। শুন্‌ছি নাকি তুমিও তোমার সব বুঝে প'ড়ে নিতে চাও?

বিরজা। তুমি ঠাণ্ডা হও; সে কথার পিঠে কথা একটা হয়ে গেছে।

উপেন্দ্র। কেন, কথার পিঠে কথা কেন? যখন মিট্‌ছে, তখন সব দিক্ মিটে যাক্।

শৈলেন্দ্র। নীরদ, তোমার কাছে কি অপরাধে অপরাধী আমি যে, এই অপবাদটা রটাচ্ছ? কত বড় কথাটা বল দেখি?

নীরদ। বড় ছোট কথা তো আমি জানি নি, যা সত্যি, তা বলেছি।

শৈলেন্দ্র। তুই ভারি পাজী! আমায় কি কর্‌বি মনে ক'রেছিস্? পৃথক্ ক'রে দিবি—দে। অত ফন্দীফান্দা ক'চ্ছিস্ কেন?

বিরজা। থাম্ না শৈলেন!

শৈলেন্দ্র। থাম্‌বো কি গো? শুন্‌ছি, হীরু ঘোষালকে ব'লে দিয়েছে, পুলিসে নালিশ কর্‌তে!

উপেন্দ্র। হ্যাঁ নীরদ?

নীরদ। উনি এখন কত রকম বল্‌বেন! উনি আমার নামে কি না ব'ল্‌ছেন!

শৈলেন্দ্র। কি কি, তোর নামে কি কি ব'লেছি বল্?

নীরদ। আর কি ব'ল্‌বেন? বাবা কবে মর্‌বেন, আমি টাঁক্‌ছি, আমি কার সঙ্গে ইসারা করি! আর কি ব'লে সন্তুষ্ট হ'ন—হোন। আমি সত্য-পথ ধ'রে আছি, আমি তাতে ভয় করি না।

শৈলেন্দ্র। তোর আগাগোড়া মিছে।

নীরদ। আপনার মত অত শিক্ষা আমার নাই।

শৈলেন্দ্র। দেখ্ ছুঁচো, জুতো খাবি।

নীরদ। দেখুন—আমার অপরাধ দেখুন।

উপেন্দ্র। দু'জনের কাছেই যোড়হাত কচ্ছি, স্থির হও। সব বুঝেছি, যাতে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—তা কচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। কেন মেজদা—আমার [illegible] অপরাধ হ'ল?

উপেন্দ্র। অপরাধ কারো নয়—অপরাধ আমার! এতদিন বুঝ্‌তে পারি নাই, তাই টানাটানি ক'রেছি; তা দেখ বাবা নীরদ, শৈলেনের সঙ্গে আমি প্রাণ ধ'রে পৃথক্ হ'তে পার্‌বো না, তুমিও এক ছেলে,—স্ত্রীপুত্রও ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না। এতদিন শান্তিতে চ'লে এসেছে—তোমাদের ভাল লাগে নাই; মারামারি, দাঙ্গা, ফৌজদারী, হাইকোর্ট ক'র্‌তে চাও, তার উপায় ক'রে দিচ্ছি, প্রাণ ভ'রে ক'রো। দু' একদিন সবুর করো, আমার যা আছে, তা তোমার নামে লিখে দিচ্ছি।

তার পর তোমরা খুড়ো-ভাইপোয় ভাগবথ্‌রা ক'রে নাও, আমায় ছুটি দাও।

বিরজা। কেন, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? নিতাই তো ব'লে গেল ভাগ-বথ্‌রা ক'রে দিচ্ছে। তোমার যে অসুখ বাড়বে, স্থির হও না!

উপেন্দ্র। আর আমায় কারো দরদ ক'র্‌তে হবে না। দরদের আর দরকার নাই! আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্য হবে না। বউদিদি, তোমায়ও বল্‌ছি, বিষয় রইলো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি নে; তোমার আপনার কড়াগণ্ডা বুঝে নাও।

বিরজা। সে আমার যা হয় ক'র্‌বো; যা যা—তোরা যা।

উপেন্দ্র। না, কেউ যেও না। শোনো নীরদ, ডাক্তারেরা হাওয়া বদ্‌লাতে যেতে ব'ল্‌ছে। বিষয় আমার স্বকৃত রোজগারের নয়, বিষয় পৈতৃক, তুমি ওয়ারিসান, তোমায় লেখাপড়া ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি যা বোঝো, তাই ক'রো। আমার খাবার মত আমি রাখ্‌ছি, আর সব তোমায় দিচ্ছি। বড় বউদিদি, তোমারও কেন্নালো ক'রে নাও; না ক'রে নাও, তোমার দিব্যি আছে।

বিরজা। ছিঃ! দিব্যি দিও না।

উপেন্দ্র। একশোবার দিব্যি দেবো; নাও, সব বুঝে সুজে নিয়ে আমায় ছুটি দাও। দাদা ছুটি নিয়ে গেছে, আমিও ছুটি নিয়ে যাবো। নাও নাও, বুঝে সুঝে নাও, এখনি নাও, দেরী ক'রো না। না নাও, সকলকে খুন ক'র্‌বো। আমায় পাগল পেয়েছ—আমায় নাচাবে মনে ক'রেছ? সে জো নাই, আমি শক্ত আছি!

বিরজা। দেখ্‌—দেখ্‌—কি সর্ব্বনাশ হয় দেখ্‌।

উপেন্দ্র। সর্ব্বনাশ হোক্‌—সর্ব্বনাশ হোক্‌, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্‌। দাদা আমায় ব'লেছে—উড়িয়ে পুড়িয়ে দে, পথে পথে সব ভিক্ষে করুক্‌। দাদা—দাদা—শৈলেনকে দূর ক'রে দাও, আমার নীরোকে সব দিয়ে যাও। শৈলেন আমার কে? ভাই বই তো নয়!—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছে। নীরে আমার আপনার, স্ত্রীপুত্র আপনার।

বিরজা। তোরা দেখছিস্‌ কি?—শীগ্‌গির ডাক্তার ডাক্‌তে যা।

উপেন্দ্র। না না—ডাক্তার কেন—ডাক্তার কেন? উকীল ডাকো—আমি নিজেই যাচ্ছি। বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল তোল, পূজার দালান ভাঙ্গ—ভাঙ্গ—ভাঙ্গ—পাচ্ছিস্‌ নি! (মূর্চ্ছা)

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। বড় মা, তুমি দাঁড়িয়ে র'য়েছ, এইটে হ'লো!

উপেন্দ্র। (উঠিয়া) বেশ হ'য়েছে—খুব হ'য়েছে—তোর কি—তোর কি!

মন্মথ। মাসীমা, ব্রাণ্ডীর বোতল কোথা? ইস্‌—নাড়ী যে ভারি ক্ষীণ! নীরো দাদা—শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দিন—শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দিন—

শৈলেন্দ্র। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

[প্রস্থান।

মন্মথ। মেশো মশায়,—মেশো ম'শায়—একটু জল খান!

উপেন্দ্র। না মা—জল খাবো না—জল খাবো না—এ বাড়ীতে জল খাওয়া আমার হয়েছে!

নীরদ। মন্মথ—মন্মথ!—মদ দিও না, মদ দিও না—অ'রো গরম হবে।

মন্মথ। না, নীরো দাদা! আমি কি কচ্ছি, আমি জানি, মেডিকেল কলেজ আমার সে অধিকার দিয়েছে।

(ডাক্তার ও শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। বুঝি ক'জনে মিলে মানুষটাকে আমরা আছ্‌ড়ে মার্‌লুম। আহা! সংসার নিয়ে পাগল; আমরা ওরে চিরদিন জ্বালালুম, শেষে প্রাণ নিতে ব'সেছি।

ডাক্তার। ঠাণ্ডা হোন্‌, ঠাণ্ডা হোন্‌—দেখ্‌তে দিন।

শৈলেন্দ্র। নীরো, বাবা—তোর হাতে ধ'র্‌ছি, তুই সব ভুলে যা, দাদা বেঁচে উঠুক, তুই বংশের এক ছেলে, তুই সর্ব্বস্ব নিস্‌, আমায় হাততোলার উপর রাখিস্‌। বড় বৌদিদি কি ক'র্‌লুম—কি ক'র্‌লুম—কেন ঝগড়া ক'রেছিলুম!

মন্মথ। আমি 30 drops ব্রাণ্ডী দিয়েছি।

ডাক্তার। আর এক ডোজ দাও, you have saved the patient's life. Terrible nervo-

us weak ness, একটু stimulant ক'রে যাও, colla se না হয়ে পড়ে। সকলে ঘর থেকে স'রে যান। এ ঘরে আপনাদের কারো অধিকার নাই। মন্মথ থাকবে, আর আমি যে nurse পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে থা'কবে।

শৈলেন্দ্র। হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, ভয় নাই তো?

ডাক্তার। ভয় নাই আর কেন? রোগের চেয়ে তোমাদের ভয়! এই অবস্থায় খেয়োখেইয়ি ক'রে যেন মানুষটাকে না মারো, একটু ঠাণ্ডায় থাকতে দাও।

বিরজা। বাবা, বল বল—প্রাণটা পাবে তো?

ডাক্তার। উপস্থিত তো বিশেষ ভয়ের কারণ দেখ্‌ছিনে। আর গোলযোগ কিছু না হয়।

উপেন্দ্র। ভয় নাই—ভয় নাই—ম'র্‌বো না,—ম'লে এত দেখ্‌বে কে? ভয় নাই—ভয় নাই—

ডাক্তার। ঘুমের ওষুধটা দিয়ো হে!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

উপেন্দ্র, বিরজা ও তরঙ্গিণী।

বিরজা। ডাক্তাররা ব'ল্‌লে, তুমি বেড়িয়ে এস তোমার প্রাণ থাকলে সব বজায় থাক্‌বে। তুমি বেরিয়ে পড়, সংসারের যা হয়—হবে।

উপেন্দ্র। ডাক্তার তো ব'ল্‌ছে, কিন্তু আমি তো না নিশ্চিন্ত হ'তে পা'র্‌লে নয়। দাদার উইল মতে তোমার বিষয়ের আমি একজিকিউটার, তুমি যেন আমাদের মায়ায় প'ড়ে; আমার হাত-তোলার উপর থেকে সংসারে বাঁদীর মতন খাটছো। কিন্তু আমি তো মনে-জ্ঞানে জানি, তোমার বিষয় তোমার, আমরা তার অধিকারী নই।

বিরজা। তোমার ঐ এক আজগুবি ভাবনা, আমার বিষয়ের আবার অধিকারী কে? আর কার সংসারে বাঁদীগিরি কচ্চি? আমি হাতে তুলে দিলে তবে তোমরা খেতে পাও।

উপেন্দ্র। এই বোঝো; আমায় নিশ্চিন্ত হ'তে বল্‌ছো, তুমি বিধবা মানুষ, তোমার এত টানা-টানি কেন? তুমি এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তীর্থধর্ম্ম কেন কর না?

বিরজা। তা চলো, কোথা বেড়াতে যাবে, আমি তোমায় রেখে আসি।

উপেন্দ্র। আমায় রেখে আস্‌বে, আমার মন রেখে আসতে পা'র্‌বে না। তুমি ঠিক অবস্থা বুঝতে পাচ্ছ না, তাই আমাকে বেড়াতে যেতে বল্‌ছ। আমি দেখ্‌ছি, নীরের বুদ্ধি ভাল নয়। শৈলেনে ওতে বনিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। ও আইন শিখেছে, খালি আইন তোলে। আর হীরু ঘোষালকে যদি সত্যি শৈলেনের নামে নালিশ ক'র্‌তে ব'লে থাকে, এ কি তুমি সহজ মনে ক'চ্ছ?

বিরজা। তুমি শৈলেনের জন্যে ভেবো না। ও কুচুটেপনা জানে না; বয়েস দোষে খারাপ হ'য়ে প'ড়েছে, শুধরে যাবে; অমন হয়। এই তোমার ব্যামোর ক'দিন একবার বিকেলে ঘুরে আস্‌তো, একদিনও মদভাঙ্‌ ছোঁয় নাই। আমার পায়ে ধ'রে কেঁদে ব'লেছে, দাদা যা করবেন করুন। ওর সরল প্রাণ, ও ব'লেছে—একটা ঝোঁকে প'ড়েছি, কাটাতে পাচ্ছিনি; যখন বুঝেছে, শুধ্‌রে যাবে।

উপেন্দ্র। তা হ'লে আমায় বেড়াতে যেতে হয় না, আমি আজই আরাম হই। আমি মনে করি, ওরে তফাৎ করি, কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাই, ও সম্পূর্ণ আমার মুখ চেয়ে আছে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। ঐ দেখ্‌ দেখি, তোর জন্যে তোর দাদা বেড়াতে যেতে পাচ্ছে না। বলে, তোতে নীরেতে ঝগড়া ক'র্‌বি, ও সেখানে নিশ্চিন্দি থাক্‌বে কি ক'রে?

শৈলেন। বড় বউ-দিদি, আমি আর কিছু করবো না; নীরে যা করে করুক, আমি আর কিছু বল্‌বো না।

উপেন্দ্র। তুমি কি বল?—তোমায় যে ভূতে পায়।

শৈলেন্দ্র। না মেজ্‌দা, আমি শোধরাবার চেষ্টা কর্‌বো। তবে আমায় মাসোহারা বাড়িয়ে দেন, আমার ওতে চলে না।

উপেন্দ্র। শৈলো তুমি আমায় বিপদ্‌গ্রস্ত করেছ।

শৈলেন্দ্র। কেন মেজ্‌দা—কেন?

উপেন্দ্র। তোমায় মাসোহারা বাড়িয়ে দেবো,সে অতি সহজ কথা। সে তোমারই টাকা—তোমায় দেবো। তুমি খরচ ক'রে সর্ব্বস্ব উড়াও, সে তোমারই যাবে। আমি তোমার বখ্‌রা তোমায় দিয়ে এখনি নিশ্চিন্তি হ'তে পারি। আমি অনেক ভেবেছি—নিশ্চিন্তি হই; কিন্তু মনে করি, আর আমার মাথায় আগুন জ্বলে। তুমি কিছুই বোঝো না, সংসারের কিছুই জানো না, বিষয় পেলে তুমি তিন দিনে ওড়াবে। এ অবস্থায় আমি কি কর্‌বো—আমি বিষম সঙ্কটে প'ড়েছি। অন্যের যেমন ভাই হয়, তুমি যদি সেই ভাই আমার হ'তে, চিন্তার কোন কারণ ছিল না। আমি বাড়িয়েছি বই নষ্ট করি নাই। আমি তোমাদের কড়ায়-গণ্ডায় বিষয় বুঝিয়ে দিতে আজই পারি। —তুমি বুঝেছ কি—আমার কি সঙ্কট?

বিরজা। না—না—ও বুঝেচে। বুঝে চ'ল্‌বে বই কি।

উপেন্দ্র। না বড় বউ, তুমি বোঝ না; তুমি মনে কচ্চ—যেমন বিজয়া দশমীতে সিদ্ধি খেয়ে নেসা করে, এ সেই রকম, মনে কল্লেই ছাড়া যায়—কিন্তু তা নয়। আমি সন্ধান নিয়েছি, ওর সঙ্গ জুটেছে, যারা উচ্ছন্ন দেয়—এমন সব লোকের সঙ্গে ওর আলাপ! এ যে কতদূর শৈলেন সাম্‌লে উঠতে পার্‌বে, তা আমি জানি না। শোনো শৈলেন, যদি এ সংসর্গ তুমি ত্যাগ না করো, একেবারে ত্যাগ—ক'াল কর্‌বো নয়, তা হ'লে তুমি সাম্‌লাতে পার্‌বে। নচেৎ জেনো, তোমার সাম্‌লাবার আর কোন উপায় নাই।

শৈলেন্দ্র। আপনি যা বল্‌বেন, আমি তা কর্‌বো।

উপেন্দ্র। পা'র্‌বে? দেখ—ভাল ক'রে বিবেচনা করো।

বিরজা। হ্যাঁগা, তুমি অমন ক'চ্চ কেন? শোধরাবে তো বল্‌ছে।

উপেন্দ্র। বড়বউ, দাদাকে দেখেছিলে—দেবতাকে দেখেছিলে! দাদার সঙ্গীদেরই জানো; বাস্থু-কির মতন সংসার মাথায় ক'রে আছ, খাওয়াচ্ছ দিচ্ছ—লোকজনকে প্রতিপালন ক'চ্ছ,—এর বাইরে যে কি দৈত্যের সংসার আছে—তা জান না! কি পিশাচের নৃত্য, তা শুন্‌লে তুমি কানে আঙ্গুল দেবে। বেশ্যা, মাতাল কথায় শুনেছ, তারা কি পদার্থ যদি জান্‌তে, তাদের কি কুহক, তা যদি তোমার ধারণা থাক্‌তো, তা হ'লে শৈলেনের জন্যে আমারই মত ব্যাকুল হ'তে! তোমার শৈলেন ঘূর্ণিপাকে প'ড়েছে, তা থেকে তুল্‌তে পার্‌বো কি না জানি না।

বিরজা। হাঁরে—কি ক'রেছিস্?

উপেন্দ্র। ও জানে না কি ক'রেছে—ও সরলপ্রকৃতি, কালসর্পকে বিশ্বাস ক'রেছে, উচ্চ আমোদের আস্বাদ না পেয়ে, নীচ আমোদে রত হয়েছে। সঙ্গগুণে বুঝেছে, জীবনের সার এই কুৎসিত আমোদ! শৈলেন, শোনো, আমি যা বলি, শুন্‌বে?

শৈলেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, শুন্‌বো।

উপেন্দ্র। দেখো, পেছোবে না?

শৈলেন্দ্র। আজ্ঞে না, আপনি যা বল্‌বেন—শুন্‌বো।

উপেন্দ্র। তবে প্রস্তুত হও; আজই আমি বেড়াতে যাবো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তুমি এই কোল্‌কাতা সহর দেখেছ, আর তো কিছু দেখ নি? সংসার কি, দেখ্‌বে চলো। যে অর্থ তুমি ধূলো জ্ঞানে খরচ ক'চ্ছ, দেখ্‌বে—সেই অর্থে শত শত ব্যক্তির জীবন দান ক'র্‌তে পার্‌বে। খরচ কর্‌তে চাও, চলো দেখাই গে—কত খরচ কর্‌বার জায়গা আছে। দেখ্‌বে, কত দেখ্‌বার সুন্দর জিনিস আছে। প্রস্তুত হও, আমি গাড়ী রিজার্ভ করতে পাঠাচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। আজই?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—আজই—এখনই।

শৈলেন্দ্র। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বিরজা। কি ভাব্‌ছ?

উপেন্দ্র। আজ তো গাড়ী রিজার্ভ হবে না; একদিন আগে নইলে হয় না। রিজার্ভ গাড়ীতে না গেলে শৈলেনের কষ্ট হবে। কিন্তু ওকে বাড়ীতে রাখ্‌তে আমার ভরসা হয় না, কখন ফুক্ ক'রে বেড়িয়ে পড়্‌বে। রাত হ'লে ওর মন আন্‌চান

করবে, লুকিয়ে পালাবে। আর তারা ফিরতে দেবে না।

বিরজা। কা'লকের দিনটে ভাল নয়—কা'ল তেরস্পর্শ।

উপেন্দ্র। সন্ধ্যের পর দিন ভাল আছে, আমি পাঁজী দেখেছি। ভাবছি, সেই সময় যাত্রা ক'রে, সিঁথির বাগানে গিয়ে থাকবো। বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রে কাল ৮॥ টার ট্রেণে বেরিয়ে যাবো।

বিরজা। বেশ পরামর্শ ঠাউরেছ।

উপেন্দ্র। ও যাবে কি? আবার পাঁচ জনের পরামর্শে মত বদ্‌লাবে না তো?

তর। মত বদ্‌লিয়েই আছে, দেখ্‌লে না, গোঁজ গোঁজ ক'রে চ'লে গেল।

উপেন্দ্র। তা আমি তো চেষ্টা ক'রে দেখি।

বিরজা। এদিক্‌কার বন্দোবস্ত কি করবে?

উপেন্দ্র। ভাবছি, নীরোর নামে মোক্তারনামা দিয়ে যাব, অবিশ্যি নিতাই উকীল সব করবে কম্মাবে ব'লেছে; কিন্তু তবু আমার নাম সই করবার ভার রইলো, ও কি করতে কি করবে, তাই ভাবছি।

বিরজা। কি—ও টাকাকড়ি নষ্ট করবে—ভাবছ?

উপেন্দ্র। যাক্—যা হবার হবে, আমি তো ওকে নিয়ে বেড়িয়ে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কুমুদিনীর গৃহ।

কুমুদিনী ও শরৎ।

শরৎ। তোমরা যে ব'সে ব'সে রাত দুপুর পর্য্যন্ত ইয়ারকি দেবে, আর আমি ফিরে ফিরে যাবো, তা বাবা পোষাবে না।

কুমু। তুই তো জোটালি, আমি কি জুটতে চেয়েছিলুম?

শরৎ। আমি জুটিয়েছিলুম—বড় মন্দ করেছিলুম? জুটিয়েছিলুম—দু'পয়সা পাবে—রা'ত ৮টা ৯॥টার সময় বিদায় করবে। তা নয়, গালাগালি ইয়ারকি চালাবে। এক ঘুমের পর যে উঠে আসা, তা আমার পোষাবে না।

কুমু। তা এখন কি তুই ছেড়ে দিতে বলিস্? তা চল্, কোথা নিয়ে যাবি, চল্—এ বাড়ীতে থাকা চ'লবে না। আমি ছেড়ে দিলে, মা তুলতামাদি ঝগড়া করবে। এই মাসে প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকার গয়না দেবার কথা। প্রথমতঃ হীরের ঝাপটাটা কিনে দেবে ব'লেছে।

শরৎ। চার পাঁচ হাজার! কই, আমায় পাঁচ শো টাকা দে দেখি, আমার দেনা পত্তর হয়েছে।

কুমু। হাঁ, হাতে টাকা পেলে ভুতির ঘরে গিয়ে ওঠো, তোমায় কি আমি চিনি নি! পয়সার জন্যে ঝাঁটা মেরেছে তাই আমার কাছে এসো, আমিই তোমার জন্যে মরি। তোমার কি আমার উপর মন আছে!

শরৎ। তবে কি বাবা, আমি রাস্তায় রাস্তায় কার ঝি যাচ্ছে, খুঁজ্‌বো, আর তুমি দোতলায় পাঁচ ইয়ার নিয়ে মজা ওড়াবে!

কুমু। তুই এই পূজোটা পর্য্যন্ত সবুর কর, আমি মাকে বুঝিয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্চি।

শরৎ। আমি ছাড়্‌তে বলছি নি বাবা! আমার মদ-ভাঙ্গের খরচটা জুটিও। পাঁচশো টাকা না পারো, বড় দেনায় জড়িয়ে প'ড়েছি, শ'দুই তিন টাকা জোগাড় ক'রে দাও। ধোবারই দেনা পাঁচশ টাকা হয়ে প'ড়েছে, চার আনা ক'রে কামিজটে কাচতে নেয়।

কুমু। আচ্ছা, দেখি। আমার হাতে টাকা নেই।

শরৎ। তোমার একখানা গয়না দাও বাঁধা দিয়ে নিচ্চি। আমার বাবা স্পষ্ট কথা, ফাঁকা পীরিত তোমার সঙ্গে চ'লবে না। তোমায় কাপ্তেন জুটিয়ে দিয়েছি, আমারও কিছু চাই। তা নইলে বাবা, আমিও আর এক বেটীকে বাগিয়ে সাগিয়ে নেব।

কুমু। তা নেবে বই কি! তুই ভারি বেইমান! আমি ওর জন্যে মরি—আর আমার মুখের সামনে কথা শোনা না! তা যা'স্—তোর যেথা ইচ্ছা যা'স্! উনি না এলে আর আমার মুখে ভাত উঠবে না!

শরৎ। আচ্ছা বাবা, চল্লুম—এই পর্য্যন্ত। ফের যদি ডাকতে পাঠাও, টের পাবে।

কুমু। আচ্ছা, যখন ডাকতে পাঠাবো তখন। (বাঁ

খুলিয়া) নে—এই নে, আর যদি কিছু চাইবি, তখন দেখবি।

শরৎ। এ বালা তো আমিই দিয়েছিলুম, এর চৌদ্দ আনা পেতল, এ বেচে আর কি হ'বে।

কুমু। তুই এমনিই বেইমান্! আর আমি কোথায় কি পাব, রেখেছিস্ কি? এক এক ক'রে তো সবই নিয়েছিস্।

(হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। কিসের ঝগড়া? এ দিকে সর্ব্বনাশ! বাবু ভাই নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। দু'তিন মাস ফিরছে না। মতলবটা, বেড়িয়ে মন শোধরাবে, তোমায় ছেড়ে দেবে। এখন ঝগড়া রাখ, যদি রাখতে পার ত' তার উপায় দেখ।

শরৎ। কি! কি! ব্যাপার কি?

কুমু। এই তোরই নিশ্বেসে নিশ্বেসে তো আমার বাবুটি যেতে ব'সলো!

শরৎ। আরে থাম্—জোটালে কে? কি হীরু! ব্যাপারটা কি?

হীরু। আরে, সে ব্যাপার ঢের। কোন রকমে যাওয়াটা ভণ্ডুল করতে পারো—দেখ। গাড়ী রিজার্ভ হয়নি ব'লে আজ রাতটা সিঁথির বাগানে থাক্‌বে, কা'ল রেলে চড়বে,- তা' হলেই ফাঁকে পড়লে।

কুমু। তা আমি কি করবো?

হীরু। একখানা পত্র লেখ যে, তিন দিন যদি না দেখা পাই, বিষ খাবো।

কুমু। কি ক'রে পাঠাব, তুমি ত ব'লছ—বাগানে গিয়েছে?

হীরু। তুমি শীগ্‌গির লেখো। ওদের শেমো চাকর কাপড়-চোপড় নিয়ে বাগানে যাবে, তারই হাতে দেব,তুমি চিঠি লেখ,নীরো বাবু ঠিক পৌছে দেবে।

শরৎ। লেখ—লেখ।

কুমু। কেন, ছেড়ে যাক্ না, ব'ল্‌ছিলি যে?

শরৎ। সোনার চাঁদ, তুমি ঝগড়া করো, আমি তোমার ভালই খুঁজি। তুমি দু, একশো টাকা দিতে আমার সঙ্গে খিচিমিচি ক'রো, আর আমি তোমায় গাদা গাদা পাইয়ে দিচ্ছি। নে—লেখ্‌, লেখ্‌, হাত ছাড়া হ'লে এমন একটা কাপ্তেন বাগানো ভার হবে।

কুমু। দোয়াত-কলমটা আবার কোথায় ফেলেছি, ও ঘরে বুঝি।

[প্রস্থান।

হীরু। ওহে, নীরোদ তোমায় ডেকেছে।

শরৎ। কেন বল দেখি, কেন বল দেখি? সে আমায় চেনে না কি?

হীরু। সে সব জানে, সে বিচ্ছু ছেলে।

শরৎ। তা চল না যাই, মতলবটা দেখি।

হীরু। সে বাড়ীতে দেখা করতে চায় না, বলে মোনা দেখ্‌বে। সে তোমাদের ক্লাসে প'ড়তো, তোমায় চেনে।

শরৎ। বাড়ীতে দেখা করাটা ঠিক নয় বটে, শৈলেন আমার উপর চটা; তবে কোথায় দেখা করি?

হীরু। তার বাড়ীর সাম্‌নে এক বেটা গাঁজাখোর আছে।

শরৎ। সে আবার কে?

হীরু। সে এক বেটা পাগল, ওর বড় দাদার ইয়ার ছিলো, তার পর শবসাধন না কি ক'রতে গিয়ে ক্ষেপে গিয়েছে। সেই ইস্তক ওর বাড়ীর সাম্‌নে শিবের মন্দিরে একটা ঘর ক'রে দিয়েছে, আর ওর খরচপাতিও সব দেয়।

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমু। ও আমি পারলুম না।

শরৎ। কি লিখলি?

কুমু। শৈলেন, যদি না দেখা করিস্ তো বিষ খাব।

হীরু। ঐ হবে, ঐ হবে—দাও। এসো—যাবে?

শরৎ। চলো।

কুমু। যাবি কেন, আজ থাক্ না। এখানে খাওয়া-দাওয়া কর্ না, আজ এখন তো সে আস্‌তে পারবে না।

শরৎ। তোমার মুখ দেখে প'ড়ে থাক্‌লে কি হবে চাঁদ, পয়সা-কড়ির তো চেষ্টা করতে হবে?

কুমু। মর্ গে যা, তোর মুখ দেখ্‌তে নাই।

[শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

আমায় কি গুণ ক'রেছে! মা তো বলে মিছে নয়, ও হ'তেই আমি মজবো। এত মনে করি, আর দেখা ক'রবো না, ও ডেকে গিয়েছে—এক

আধ দিন ফিরিয়েও দিয়েছি, আবার বিছানায় মুখ গুঁজে সমস্ত রাত কেঁদেচি। ও চ'লে গেল, আমার যেন নাওয়া খাওয়া ভাল লাগচে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরোজিনীর কক্ষ।

শৈলেন ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। তুমি কেঁদো না, বেড়াতে যাচ্চি, তার জন্য তোমার ভয় নাই, আমি বেশ ভালই থাক্‌বো। কিন্তু আমি থাক্‌তে পারবো না; আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে!

সরো। আচ্ছা, তা হ'লে বড়ঠাকুরকে ব'লে তুমি থাক না, তুমি যাবে কেন?

শৈলেন্দ্র। না না, তুমি বুঝতে পাচ্চ না, আমার কি হয়েছে। এখানে থাক্‌লে আরও অধঃপাতে যাবো। কি করবো, তুমি আমায় বশ করবার জন্য গুণগান করতে পারো?

সরো। সে কি?

শৈলেন্দ্র। স্বামী-গুণগান করা আছে, আমি শুনেছি, ও কেউ কেউ জানে। তুমি সন্ধান করো। আমার বোধ হয় কি ক'রেছে, নইলে আমি এমন হলুম কেন? তুমি বউ-দিদিকে ব'লে লোক খোঁজো, যদি কেউ গুণগান করতে পারে, কেউ যদি কিছু খাইয়ে আমায় তোমার বশ করিয়ে দিতে পারে।

সরো। ও মা, না না, এমন কথা মুখে এন না। আমি মার কাছে শুনেছিলুম, কার কথায় কি খাইয়ে, তার স্বামীকে মেরে ফেলেছিল।

শৈলেন্দ্র। সেও ভাল, এ ভারি যাতনা। আমার মনে হ'চ্ছে—মেজদা রাগে রাগুক, আমি ছুটে সেইখানে চ'লে যাই। সেখানে গেলেও জ্বলি, এখানেও জ্বলি, আমি এক দণ্ড স্থির থাক্‌তে পারি না।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। কাকাবাবু, আপনার সেই রিভলভারটা ফের পাশ করাতে হবে।

শৈলেন্দ্র। তা তুমি পাশ করিও।

নীরদ। তাতে একটা নম্বর থাকে, আমি নম্বর জানি না, সে নম্বর না হ'লে তো পাশ হবে না।

শৈলেন্দ্র। সে কি—কই—নম্বর-টম্বর তো দেখি নাই। এই চাবি নাও, আমার বৈঠকখানা আলমারীতে আছে, দেখে নাও গে। এ চাবি নাও, আমাকে ... পাঁচ হাজার টাকার চেক কাটা'লে কেন?

নীরদ। টাকার তো দরকার হবে। আমার নামে মোক্তারনামা তো আজ সবে রেজিষ্টারী আফিসে গেয়েছে, পেতে দেরী হবে, তা না হ'লে তো আমি চেক কাট্‌তে পারবো না। ওঁর কাছে চেক কাটাতে গেলে এখনই ব'লবেন—"কি হিসেব—কি কিতেব" এখন তাড়াতাড়িতে কি ক'রে হিসেব করি?

শৈলেন্দ্র। তা বেশ করেছ।

[চাবি লইয়া নীরদের প্রস্থান

শোন,—তুমি না হয় সঙ্গে চলো। আমি এক দিনও দাদার সঙ্গে থাক্‌তে পারবো না। আমার এখন থেকে মন হু হু ক'চ্চে। কেন তার জন্যে এমন করি—বুঝতে পারি নে। সে পাজী, সে আমায় ভালবাসে না, সে ঝগড়া করে, তবু তারে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারি না! কি হ'লো —এ আমার কি হ'লো!

সরো। তোমার যদি অমন প্রাণ কেমন করে, তা হ'লে তুমি বেড়া'তে যেও না, আমি বড় দিদির পায়ে ধ'রে বলচি।

শৈলেন্দ্র। তুমি কিছু বোঝ না, তুমি বোকা, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বুঝতে পাচ্চ না? আমায় গুণ করেছে।

(নীরদের পুনঃ প্রবেশ)

নীরদ। কাকাবাবু, সে আলমারী খোলা র'য়েছে, তাতে তো রিভলভার নাই। খালি গোটাকতক ডিকেনটার র'য়েছে, আর বোতল আছে,

আপনি আর কোথায় রেখেছেন—মনে করুন। একদিন আপনি হাতে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি দেখেছি। মন্মথ জিজ্ঞোসা ক'রেছিল, আপনি বলেছিলেন—কাকে দেখাবেন।

শৈলেন্দ্র। উ—সেখানে কি ফেলে এসেছি! না, হাতে ক'রে এনেছি, আমার—

নীরদ। তা থাক্—আমি এক রকম পাশ করাবো এখন। কাকীমা, দেখেছ—উনি কোথায় কি রাখেন, তার ঠিক রাখ্‌তে পারেন না। দেখ্‌লে তো—দেখ্‌লে তো?

শৈলেন্দ্র। সত্যি আমার ভুলো মন, সব ভুলি। কিন্তু একবারও তো তাকে ভুলি নি। কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

(বিরজা ও তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

মেজ বউদিদি, আমি পাগল, আমি তোমায় কত কি ব'লেছি,—কিছু মনে ক'রো না, তোমার নীরোও যেমন, আমিও তেমন।

তর। মনে আর কি কর্‌বো—মনে আর কি করবো? তুমি নেশার ঝোঁকে কি ব'লেছ—তা কি ধরি?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, তুমি দাদাকে ব'লো, আমি একেবারে তু'মাস বেড়াতে পার্‌বো না।

বিরজা। তা না পারিস্ নেই পার্‌বি, তোর মেজদাদাকে এক জায়গায় রেখে ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা ক'রে চ'লে আস্‌বি! আর তোদের বাসাটাসা ঠিক হ'লে, হয় তো আমিও ছোট বউকে নিয়ে যাবো।

শৈলেন্দ্র। মেজ বউদিদি, তুমি একে দেখো; ও ভারি বোকা, কিছু জানে না। ও আমায় একটা কথা বল্‌তে জানে না, আমি চ'লে গেলে কেঁদে কেঁদে মর্‌বে। তুমি ওকে দেখো, বড় বউদিদি সংসার নিয়ে থাকেন। ও বড় দুঃখী, মেজো বউদিদি, ও বড় দুঃখী।

তর। দেখ্‌ব না তো কি ভাসিয়ে দেবো?

শৈলেন্দ্র। তুমি কেঁদো না, তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার রাগ হয়, বেড়াতে যাচ্ছি, ভালই তো হ'চ্ছে। ও কিছু বোঝে না—কিছু বোঝে না।

বিরজা। তোমার দাদা গাড়ী জুত্‌তে ব'লেছেন, তুমি তোয়ের হ'য়ে এসো। সময় হ'য়ে যায়, যাত্রা ক'র্ত্তে হবে।

শৈলেন্দ্র। তা আজ তো যাওয়া হ'লো না, আজ বাড়ীতে থাকুলে কি হয়?

বিরজা। কা'ল দিনটে খারাপ, আজ ভাল দিন আছে, যাত্রা ক'রে ঠাঁই-নাড়া হয়ে বাগানে গিয়ে থাকো গে। আমরাও সব যাচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। আমি চল্লুম।

[বিরজা ও তরঙ্গিণীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

[তরঙ্গিণীর ও বিরজার প্রস্থান, পশ্চাৎ সরোজিনীর বিরজার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ।

বিরজা। কি রে?

সরো। ও দিদি, আমার মন কেমন হয়ে গেল, তুমি ওরে যেতে দিও না।

বিরজা। হ্যাঁরে, তুই এমন আল্‌বড্ডে কেন? ভাই-এর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, যাক্ না কেন—শুধ্‌রে যাবে।

সরো। ও দিদি, আমার সর্ব্বনাশ হবে,—আমার এমনি মন হয়েছিল, সেই দিন হঠাৎ বাবা মলেন।

বিরজা। দেখ্, আবাগী, মুখে গোবর টিপে দেবো।

সরো। না দিদি, তুমি ব'কো না, আমার মন হু হু ক'রে কাঁদচে। কি হবে—কি হবে, মনে হ'চ্ছে, সর্ব্বনাশ হবে কে ব'ল্‌ছে!

বিরজা। চোপ্, বেহায়া, অমঙ্গল কথা মুখে আনিস্ নি! ওরা ঠাকুর প্রণাম ক'র্‌তে যাচ্ছে, আয়—ঠাকুর প্রণাম কর্‌বি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০•০—

শিবমন্দিরের সম্মুখ।

নকুলানন্দ অবধূত।

(খাবার লইয়া ফুলীর প্রবেশ)

অব। কে রে বেটী, কে রে বেটী—

ফুলী। বাবা, বড় গিন্নী তোমায় এই রসগোল্লা পাঠিয়েছেন।

অব। খবরদার বেটী, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্।

ফুলী। কেন বাবা, কি হ'লো ?

অব। আবার বেটী "বাবা" ! তোমার মা গচাবে ?

ফুলী। তবে তোমায় কি বল্‌বো ?

অব। বল্‌বি ভৈরব। না, তা হ'লে ভৈরবীর ঝাঁক এসে ঘাড়ে প'ড়বে।

ফুলী। তা পড়লেই বা বাবা !

অব। বেটী, পড়লেই বা, সাম্‌লায় কে রে বেটী—সাম্‌লায় কে ? আমি নন্দের গোপাল, হামা দিয়ে বেড়াব ! বুঝ্‌লি ?

ফুলী। হ্যাঁ বুঝ্‌লুম বই কি বাবা—তুমি নন্দের গোপাল !

অব। না, তাতেও প্যাঁচ আছে। বৃন্দাবনে বাঁশী বাজাতে হবে, গোপিনী বেটিরা ধড়াখানাও কেড়ে নেবে।

ফুলী। তবে কি হবে ?

অব। আমি কার্ত্তিক হব, ময়ূর চ'ড়ে উড়্‌বো।

ফুলী। সেও তো বিধবারা নিয়ে গিয়ে পূজো করবে।

অব। তাকে পা'রবো। পূজো খেয়ে "মা" ব'লে ফুরুক্ উড়্‌বো।

ফুলী। বাবা—

অব। ফের বেটি বাবা—

ফুলী। খাবার কি ঘরে রাখ্‌বো ?

অব। (গ্রহণ করিয়া) নে, গোটাকতক তুলে নে, কুমারী সেবা হোক্।

ফুলী। না বাবা, সে তখন এসে প্রসাদ পাব।

অব। তবে বেটি তোর সেই নবমীর গানখানা শুনিয়ে যা।

ফুলীর গীত।

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে।
মরি ত্রাসে কৈলাসে গে, কেমনে মা দিন কাটাবে
রবিশশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে, মুখপানে তার কেবা চ
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে পরে, তবে হাঁড়ী চড়্‌বে ঘরে
মন বুঝাব কেমন ক'রে, কপাল পোড়া কে ঘোচা
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয় বোঝাব কা
সে দেখ্‌বে কি দেখ্‌বি তাকে,
নিত্যি ভাং ধুতুরা খা

ফুলী। (স্বগত) হীরে ঘোষাল কাকে সঙ্গে ক' আন্‌ছে। কি মতলব আছে—লুকিয়ে শুন (প্রকাশ্যে) বাবা, এই মন্দিরটে সাফ্ ক বিল্বপত্রগুলো ফেলে দিই।

(ফুলীর মন্দিরে প্রবেশ)

অব। বেটির ডাকিনী অংশে জন্ম, না যোগি অংশে—না নায়িকা অংশে !

(শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। তুমি এইখানে ব'সে আলাপ করো না, গাঁজ টাজা খাও না।

[হীরু ঘোষালের প্রস্থা

অব। কে তুমি ?

শরৎ। আমায় চেনেন না, অবধূত ম'শায় ?

অব। চিনেছি, তুমি মুচি ভূতের বাচ্ছা—

শরৎ। অবধূত ম'শায়, একটা টিপ করি দাও।

অব। ও, টিপ তৈরি কর্‌বি ? তুই নন্দীর না দেখছি, দেখি কেমন তুই মজবুত ভূত। তৈরি কর, আমি বেলগাছের বেহ্মদত্যির সা আলাপ ক'রে আসি, সে এক আধ টান টা

[প্রস্থা

(নীরদ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। এই শরৎ বাবু।

নীরদ। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি দেখ, মোনা কোথায় সে যেন এদিকে না আসে।

হীরু। (স্বগত) বাবা, এত কি পরামর্শ আমায় ছাপিয়ে আমি শয়তা বেটার কাছে ঠিক বাব্ ক'চ্চি !

নীরদ। যাও না, যাও না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মোনা খালি আমার তক্কে ফিরুচে জানো?

নীরু। (স্বগত) আমি ও তক্কে রইলুম।

[প্রস্থান।

নীরদ। (সমীপবর্ত্তী হইয়া) শরৎ বাবু।

শরৎ। কি নীরদ বাবু, আপনি আমায় ডেকেছেন?

নীরদ। হ্যাঁ, আপনি আমার একটি কাজ কর্‌তে পারেন? আমি আপনাকে একশো টাকা দিই।

শরৎ। কথাটা কি ভেঙ্গে বলুন?

নীরদ। আজ যদি কাকা বাবু কুমুদের বাড়ী ফেরেন, সেখানে একটা ঝগড়া ক'রে ফৌজদারী বাধাতে পার্‌বেন?

শরৎ। বাবা, বড়মানুষের সঙ্গে কে লাগবে বল? শেষটা কি জেলে যাব?

নীরদ। তা যদি না যেতে হয়, আর উল্‌টে কিছু আদায় কর্‌তে পারেন, তা' হ'লে?

শরৎ। সে সব না বুঝে, জবাব কর্‌তে পাচ্চি নে।

নীরদ। এমন যদি কাজ হয়, আপ'ন যদি প্যাঁচে পড়েন, আমিও প্যাঁচে পড়্‌বো—তাহ'লে পা'রেন?

শরৎ। বাবা, যে রকম আঁচ দিচ্চ, এতো একশো টাকার কাজ নয়। একটা গুরুতর রকম মতলব করেছ।

নীরদ। আপনি ঠিক ঠাওরেচেন—একশো টাকা বায়না।

শরৎ। বাবা, বেশী রকম উঠ্‌তে পারবো না, চড়-চাপড়টার উপর যদি চলে তো হয়।

নীরদ। পাঁচ হাজার টাকা পেলেও নয়?

শরৎ। কি—খুন-খারাপি রকম না কি?

নীরদ। তা যদি হয়?

শরৎ। না—ইয়ারকিটা আস্‌টা দিয়ে বেড়াই, অতদূর উঠ্‌তে পার্‌বো না।

নীরদ। কাজ খুব সোজা, আমি যা দেবার তা দেবো, আর আপনিও কাকাবাবুর ঠেঙে কিছু আদায় কর্‌তে পার্‌বেন।

শরৎ। আচ্ছা, রকমটা কি শুনি?

নীরদ। আপনাকে তো দেখ্‌লেই কাকাবাবু ঝগড়া কর্‌বেন। আপনি তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে—একটা রিভল্‌ভার দিচ্ছি, দু'বার দেয়ালের গায়ে ছুড়্‌বেন। আর আপনি পালিয়ে গিয়ে থানায় জানাবেন, আপনাকে খুন ক'র্‌তে এসে-ছিল।

শরৎ। এ অবধি এক রকম হ'তে পারে। এর কত দাম?

নীরদ। কি চান?

শরৎ। দু' হাজার।

নীরদ। আর যদি বারান্দা থেকে ফেলে দেন, তা'হলে ক'হাজার?

শরৎ। ও বাবা, খুন হবে যে? সুখী লোক—যদি মারা যায়?

নীরদ। আচ্ছা, একটা লাঠি-টাটি মেরে জখম করা?

শরৎ। কত টাকা?

নীরদ। পাঁচ হাজার?

শরৎ। টাকা না নোট?

নীরদ। নোট।

শরৎ। যদি নম্বর আটক করো? যে বিচ্ছু দেখ্‌চি, পারো বাবা।

নীরদ। আমি নগদ টাকা দিয়ে নোট নিয়ে দেব। নইলে নোট পুড়িয়ে ফেল্‌বেন। আমি পাঁচ হাজার টাকা পোড়াতে দিচ্ছিনি, কাজের জন্যই দিচ্ছি।

শরৎ। আচ্ছা, বাবা, দেখি।

নীরদ। আপনার কোন ভয় নাই, এই রিভলবারের গায়ে দেখ্‌বেন, কাকাবাবুর নাম লেখা। কথাটা বুঝুন, উনি বেড়াতে যাচ্চেন, আপনারা সুযোগ পেয়ে আমোদ কচ্চেন। উনি সন্ধান পেয়ে রেগে রিভল্‌বার নিয়ে খুন কর্‌তে গেছেন, দুবার রিভল্‌বার ছুঁড়েওছেন। আপনি প্রাণের দায়ে পালাবার উপায় না পেয়ে ওঁরে মেরে পালিয়েছেন। তাঁরপর attempted at murder এর নালিশ কর্‌বেন, মানের দায়ে আমাদের টাকা দিয়ে মেটাতেই হবে।

শরৎ। বড় প্যাঁচোয়া কাজ বাবা। এতদূর কখন এগুই নি।

নীরদ। আমি আপনার পেছনে আছি, মামলায়-মকদ্দমায় কখন আপনার টাকার অভাব হবে না।

শরৎ। আচ্ছা, দেখি দাও।

নীরদ। এই নিন, আর এই পাঁচ কেতায় পাঁচ হাজার টাকার নোট।

[নোট দিয়া নীরদের প্রস্থান।

শরৎ। গাঁজাটা টেনে যাই—বড় ফাঁসাদের কাজ।
(প্রস্থানোদ্যত)

ফুলী। (স্বগত) কিছু তো বুঝতে পারলুম না, একে ভোলাতে পার্‌বো না।

(ফুলীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া কতকগুলি বিল্বপত্র শরতের গাত্রে নিক্ষেপ)

শরৎ। কে বাবা! কামিজ খারাপ ক'রে দিলে ?

ফুলী। কেন মশায়, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান না কি ?

শরৎ। কি কি, রকমখানা কি ?

ফুলী। আর আপনার সঙ্গে রকম কি বলুন—একটা ফুলের ঘা সয় না।

শরৎ। বাসি বেলপাতার ঝুরি কি সয় ? কামিজটায় দাগ লেগে গেলো, টাট্‌কা ফুল হয়, হৃদয়ে রাখি।

ফুলী। ইস্—আপনি রসিক বটে।

শরৎ। কোথায় থাকো চাঁদ ?

ফুলী। আপনার সঙ্গে থাক্‌বো মনে কচ্ছি।

শরৎ। আমি কোন্ নারাজ ?

ফুলী। ও বাবুটি কে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন ?

শরৎ। কে—কোন্ বাবু ? তোমার অত খোঁজে কাজ কি ?

ফুলী। তবে বাবু-ভেয়ের খোঁজ কারা করবে ?

শরৎ। কেন—আমায় পছন্দ নাই ?

ফুলী। আপনি ত আর যেচে কথা কন্ নি।

শরৎ। বাড়ী কোথায় ?

ফুলী। সঙ্গে আসুন—দেখ্‌বেন।

শরৎ। এখানে কি কচ্ছিলে ?

ফুলী। এই বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছিলুম, উনি বড় গণৎকার।

শরৎ। সত্যি নাকি ?

ফুলী। পরখ ক'রে দেখুন না, উনি ঠিক ব'লে দেবেন, আপনি কি করতে এসেছেন,—ভাল হবে কি মন্দ হবে ?

(অবধূতের প্রবেশ)

ফুলী। বাবা, এঁর হাতটা দেখ তো।

অব। ও নন্দীর বাচ্ছা, যে এই রক্তচন্দন বিল্বপত্র গায়ে প'ড়েছে। একবার চোখোচোখি চা তো। ইস্! একটা ঝন্‌ঝনে ভূত তোর পেটের ভেতর সেঁদিয়েছে। কটমটিয়ে চা, আমি এক টানে বা'র করি। (ইত্যবসরে ফুলীর শরতের পকেট হইতে রিভলভার তুলিয়া দেখন)

শরৎ। (চমকিত হইয়া) ইস—তুই চোর না কি পাহারাওয়ালা ধরিয়ে দেব জানিস্ ?

ফুলী। চকচক কচ্ছিল, কি ও—তাই দেখ্‌ছিলুম

শরৎ। ছেলেদের জন্যে পুঁতুল কিনিছি।

[প্রস্থান

ফুলী। (স্বগত) কিছু বুঝতে পা'রলুম না, শৈলেন বাবুর পিস্তল দেখ্‌লুম। কি ফন্দী করলে, ভাল বুঝ্‌তে পারলুম না। পেছু পেছু যাই, দেখি কোথায় চ'ল্‌লো।

[ফুলীর প্রস্থান

অব। কি রে বেটি, উড়তে চল্লি ? তা যা, আমি ওড়াই।

[পশ্চাৎ প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—:*:—

সিথির বাগান-বাড়ী।

উপেন্দ্র।

উপেন্দ্র। ওঃ—উদ্বেগে সমস্ত রাত ঘুম হ'লো না গাড়ীতে তুলতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত! আমোদ আহ্লাদ কিছু করে নাই, ছটফট করেছে, আমার খালি মনে হ'চ্ছে, উঠে পালাবে রাত আর নেই—

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

কে ও—শৈলেন ? কোথায় যাচ্ছিস্ ?

শৈলেন্দ্র। আমি আস্‌ছি।

উপেন্দ্র। আস্‌ছি কি—৮টার সময় গাড়ীতে উঠতে হবে, আস্‌ছিস কি?

শৈলেন্দ্র। আমি এখনি আসছি, নৈলে সর্ব্বনাশ হবে

উপেন্দ্র। সর্ব্বনাশ হবে কি রে ?

শৈলেন্দ্র। সত্যি বল্‌ছি—সর্ব্বনাশ হবে!

উপেন্দ্র। তোর হাতে ও কি ?

শৈলেন্দ্র। চিঠি। মেজ দাদা, আমি এখনি আস্‌বো।

উপেন্দ্র। দেখ, বুঝেছি, সে বেটী চিঠি লিখেছে। তাই যাচ্ছিস্। যেতে পাবি নে।

শৈলেন্দ্র। আমি যাব, নইলে স্ত্রীহত্যা হবে। তুমি জানো না মেজ দা, সে বড় একগুঁয়ে। সর্ব্বনাশ হবে, আফিং খাবে, নয় গলায় দড়ি দেবে।

উপেন্দ্র। হতভাগা, তোর লজ্জা-সরম কিছুই নাই।

শৈলেন্দ্র। মেজদা, সত্যি ব'লছি, আমি মদ খাই নি। আমায় না দেখ্‌তে পেলে সে মর্‌বে, নিশ্চয় মর্‌বে। একদিন ঝগড়া ক'রে আমার সাম্‌নে আফিং মুখে পূরেছিল, মুখ থেকে আঙ্গুল দিয়ে আফিং বার করে নিয়েছি,আঙ্গুলে এখনো দাঁতের দাগ দেখ।

উপেন্দ্র। শোন্ শৈলেন, তুই বেড়াতে যাবি, তোকে বাধা দেবার জন্যে ছল ক'রে এই চিঠি লিখেছে। তুই যেতে পাবিনে, তা হ'লে তোর বেড়াতে যাওয়া হবে না।

শৈলেন্দ্র। আমি একবার যাবো, এখুনি ফিরে আস্‌বো।

উপেন্দ্র। আমি তোরে যেতে দেবো না।

শৈলেন্দ্র। আমি যাবই, আমি কারো কথা শুন্‌বো না।

উপেন্দ্র। তুই পাগল হয়েছিস্, আমি তোরে বেঁধে গাড়ীতে তুল্‌বো।

শৈলেন্দ্র। না মেজদা, স্ত্রীহত্যা হবে, বাড়াবাড়ি ক'রো না। তোমায় মান থাক্‌বে না, আমি যাবই।

উপেন্দ্র। শোন্, যদি যা'স্, তাহ'লে এই পর্য্যন্ত, আজ থেকে তোর মুখ দেখ্‌বো না।

শৈলেন্দ্র। আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'লে যাচ্ছি, আমি এখনি ফিরে আস্‌বো।

উপেন্দ্র। না, তুমি যেতে পাবে না। তুমি বুড়ো মদ্দ হয়েছ, আজও তুমি বেশ্যার ছল বোঝো না! যদি আমার মুখ চাও ত আমার কথা ঠেলো না শৈলেন! লজ্জা, ঘৃণা ত্যাগ ক'রে অনেক স'য়েছি, আর সইবো না। যদি যাও, আর তুমি আমার ভাই নও।

শৈলেন। না হয় নাই হ'বো, আমি যাবই।

উপেন্দ্র। আমি তোয়ে কিছুতে যেতে দেব না।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও মেজদা—ছেড়ে দাও মেজদা, কেন অপমান হবে? আমি গোল্লায় যাই—মরি, তাতে তোমার কি! আমি তোমার [illegible] থা'ক্‌বো না, তুমি আমার কথায় থেকো না—

উপেন্দ্র। ছুঁচো, যা মুখে আসে ব'ল্‌ছিস্? নীরে নীরে—

নীরদ। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে—আজ্ঞে—

উপেন্দ্র। দোর বন্ধ ক'রে দে তো।

শৈলেন্দ্র। খবরদার—খুন ক'র্‌বো—ছেড়ে দাও—

[লাঠি তুলিয়া উপেন্দ্রকে ধাক্কা দিয়া বেগে প্রস্থান।

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

উপেন্দ্র। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি মনের ভ্রম!

(তরঙ্গিণীর কথা কহিবার উদ্‌যোগ ও নীরদের ইঙ্গিতে নীরব হওন)

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। কি গো—কি গো—হ'লো কি?

উপেন্দ্র। শৈলেন আমায় ধাক্কা মেরে চ'লে গেল।

বিরজা। তা যাক্—মরুক্ গে। তুমি বেরিয়ে পড়ো।

উপেন্দ্র। আর আমায় দুষো না—আর আমার অপ-রাধ নাই। আর আমার কারুকে কিছু বল্‌বার মুখ নাই। ও সত্যি সত্যিই খুন করতে পারে।

বিরজা। যাক্—যাক্—উচ্ছন্ন গিয়েছে, যাক্!

তর। লাঠি তুলেছিল?

উপেন্দ্র। যথেষ্ট হ'লো, হদ্দমুদ্দ হ'লো! আমি কি নির্ব্বোধ, কি বোকা, আমি কার জন্য টানাটানি করি? আমি ম'র্‌তে ব'সেছি, তবু ভাই ভাই ক'চ্চি! ছিঃ, ধিক্ আমায়! বড় বউ, সব আলাদা হওয়াই ঠিক। আমি কাশী যাচ্ছি, নীরের নামে মোক্তারনামা দিয়েছি। নিতাই একটা ভাগ-বাঁটরা ক'রে দিক, সহমানে হয় ভালো, নৈলে যা হয় হবে!

বিরজা। সে যা হয় হবে—তুমি এসো।তুমি ও সব কিছু ভেবো না, আপনার শরীর রাখ, বেড়াতে যাও। ভাব্‌ছ কি—তুমিই বা কি কর্‌বে—আমিই বা কি কর্‌বো? ওর অদৃষ্টে যা আছে—হবে। ও কি না—খুন কর্‌বো বলে! আমি বলি—কাকে বল্‌চে। দেখ, তুমি মন থেকে ওকে কুটো ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও তোমার

উপেন্দ্র। আশ্চর্য্য—এমন ক'রে বয়ে যায়।

[প্রস্থান।

নীরদ। জ্যেঠাই মা, কাকাবাবু পাগল হ'য়েছেন। আমি শুন্‌ছি, ওঁকে কি খাইয়ে এমন ক'রেছে। ও ভাগ-বথরা ক'রে দেওয়া নয়—ভাগ-বথরা করে দেওয়া নয়, ওঁকে মদ খাইয়ে সর্ব্বস্ব লিখে নিয়ে হাত পা বন্ধ করা উচিত। বাবাকে বুঝিয়ে বল গে—ভাইএর খাতিরে আর না কোল্‌কাতায় থাকেন। ডাক্তার ব'লেছে—তাহ'লে আর বাঁচ্‌বেন না, আর বেড়াতে যাওয়া না বন্ধ হয়।

বিরজা। বেড়াতে যাবে বই কি, তুই সব ঠিকঠাক্ কর্।

নীরদ। উনি আবার না বেঁকেন।

বিরজা। না—আমি বেঁকতে দেবো না। আহা! ভাই ভাই ক'রে প্রাণটা দিতে ব'সেছে। মেজ-বউ, বামুনকে বল—খানকতক লুচীটুচি ভেজে দিক্, আমি ওর কাছে যাই। ৮টার ভেতর ভাত খেয়ে যেতে পার্‌বে না।

[প্রস্থান।

নীরদ। মা, তুমি ও সময় কথা কইতে যাচ্ছিলে? তা-হ'লে ঐ ভেয়ের রাগ আমাদের উপর পড়্‌তো। তুমি কোন কথা ক'য়ো না, ওঁরা দেওর ভেজে যা হয় করুন। এবার আর ঠিক হ'চ্ছে না! খুব বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছে, লাঠি তুলেছিল।

তর। ওর কি হায়া আছে, লাঠি মার্‌লে হায়া হ'তো? হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, ভাই ওর পিণ্ডি দেবে!

নীরদ। তুমি দেখ না মা, কি হয়?

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

(শ্যামার প্রবেশ)

শেমো! এত দেরীতে চিঠি পেলে যে?

শেমো। আদ্দেক রাত্রি অবধি খাওয়া-দাওয়া হ'লো, তার পর ঘুমিয়ে প'ড়্‌লো। বড় মা—ছোট মা—কাছে কাছে ছিলো, আমি দিতে বাগ পাইনি।

নীরদ। তা, তুই ঠিক সময়ে দিয়েছিস।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফুলী। মোনাবাবু—মোনাবাবু—সর্ব্বনাশ হয়েছে!

মন্মথ। তোর গায়ে রক্ত কিসের? কি হয়েছে?

ফুলী। ও কিছু নয়—প'ড়ে গিয়েছি। শীগ্‌গির এসো, ছোটবাবুকে বাঁচাও।

মন্মথ। কোথা যাবো?

ফুলী। এসো—এসো—কুমুদের বাড়ী, সেখানে এতক্ষণ খুন ক'রেছে।

মন্মথ। খুন ক'রেছে কি?

ফুলী। এসো—এসো—বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছি।

মন্মথ। তুই যে চ'ল্‌তে পাচ্ছিস্ নি, ধুঁক্‌ছিস্?

ফুলী। চ'ল্‌তে পা'র্‌বো—চ'ল্‌তে পা'র্‌বো—এসো গাড়ী ক'রে যাই এসো।

মন্মথ। আমি তো সে বাড়ী জানি নি।

ফুলী। আমি সে বাড়ী দেখে এসেছি, ঘর দেখে এসেছি, পরামর্শ কতক শুনে এসেছি,—চিঠি রাস্তায় দেখেছি, ছোটবাবুর রিভলভার নিয়ে গেছে, যে নিয়ে গেছে তারে চিনেছি, বুঝি খুন ক'র্‌বে। এসো—এসো

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

কুমুদিনীর কক্ষ।

কুমুদিনী ও [illegible]

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। দোর খোল, [illegible]

কুম। কি—কি—তোমের [illegible] পড়েছ কেন?

(শৈলেন্দ্রের [illegible]

শৈলেন্দ্র। কে তোর ঘরে? [illegible] পূরে রেখে আমাকে চিঠি [illegible]

...গিয়েছে! আমি যখন ... তখন বুঝি এর ...

... জানাম।

... কেন?

... সঙ্গে ইয়ারকি?

শৈলেন। খুন ক'রবি নাকি—খুন ক'রবে ...

[শরতের পিস্তলের দুইবা ... লাঠি লইয়া শৈলেন্দ্রের মস্তকে আঘাতকরণ।

খুন ক'র্‌লে—খুন—ক'র্‌লে—

শরৎ। খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে—

কুমু। কি ক'র্‌লি মেরে ফেল্লি!

[শরতের শৈলেন্দ্রের বাম হস্তে পিস্তল দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

(কুমুদিনীর মা ও অন্যান্য বারাঙ্গনার প্রবেশ)

কুমু মা। ওরে কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি!

কুমু। শরতাকে গুলী ক'রেছিল, শরতা লাঠি মেরে পালিয়েছে।

কুমু-মা। অ্যাঁ খুন হ'লো না কি?—মুখে জল দে—মুখে জল দে!

(ফুলী ও মন্মথের বেগে প্রবেশ)

ফুলী। এই দেখ—সর্ব্বনাশ!

[মন্মথর সত্বর শৈলেন্দ্রের ক্ষতস্থানে চাদর দয়া ব্যাণ্ডেজ করণ]

মন্মথ। কে মা'র্‌লে?

কুমু। ওগো আমি কিছু জানি না! মারামারি হ'য়েছে, আমার ঘরে মানুষ ছিল দেখে, বাবু পিস্তল ছুড়েছিল, সে লাঠি মেরে পালিয়েছে। এই দেখ ভালে গুলীর দাগ দেখ।

ফুলী। দেখবে বই কি—কাকে দেখাচ্ছ? ... তোমার যে ঘরে জন্ম, ... চুপ ক'রে থাক, সব শুনেছি। ... জিজ্ঞেসা করেছিল—"তোমার ..." তুমি ব'লেছিলে—"মা বুঝি?" সে তোমার মা নয়—আমি।

সেই জন্য বড় মাকে তাঁর অংশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয়ে সমস্ত নষ্ট হয়, বড় মার অংশ থাকলে ঠাকুরের সেবা চলবে। বড় মাও স্বামীর আজ্ঞাপালনের জন্য, সংসার বজায় রাখবার জন্য ... গুলি দিয়ে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ ... সংসার নীরো দাদা ... থানায় থাকতে হবে ...

ফুলী। হ্যাঁ ম'শায়, আপনি খুনটা ...

জমা। এ কি, পাগলীটে এখানে কেন? তোর গা লউ কিসের?

ফুলী। আমি ছুটে আসতে পড়ে গিয়েছি।

জমা। এই পিস্তল ছুড়িয়াছিল? বাঁ হাতে ছুড়িয়াছে দেখছি।

মন্মথ। জমাদার সাহেব, হাঁসপাতালে নিয়ে চলো। [কুমুদিনীর প্রতি] হাঁ বাছা, তোমাদের ঘরে একটু মদ আছে?

জমা। আছে বই কি।—ঐ তো লট্‌খটি বাধাইয়াছে। ঐ যে বোতল।

[মন্মথের মদ লইয়া শৈলেন্দ্রের মুখে দেওন]

শৈলেন্দ্র। ও মা!

জমা। [শরতের প্রতি] বাবু, ফের থানায় চলিতে হইবে।

মন্মথ। জমাদার সাহেব, তোমার পাহারাওলাকে ধরতে বলো।

ফুলী। জমাদার সাহেব, ও জামাতে কি আছে দেখ, জামাটা সঙ্গে নাও।

শরৎ। জামা কাচতে দিতে হবে—জামা কাচতে দিতে হবে, জামা কি হবে?

জমা। দেখি বাবু, কি আছে? (জামার পকেট ... নোট বাহির করিয়া) এ যে তাজা নোট ... হাজার টাকা! বাবু আপনাকে টাকা ... খুন করিতে আসিয়াছিল না কি? আপ... তো আমি জানি, এ নোট কোথায় পাইলেন? কিছু বলছেন না?—আচ্ছা চলেন—হাকিমের কাছে বলিবেন।

ফুলী। শরৎ বাবু ছেলের জন্যে পুতুল কিনেছিলেন নিয়ে যাবেন না?

জমা। পুতুল কি রে ক্ষেপি?

ফুলী। ঐ যে পুতুলটো!

মন্মথ। ফুলী, কি বল্‌ছিস?

জমা। (পিস্তল তুলিয়া লইয়া) এইটা পুতুল—এইটা পুতুল! এই পুতুলটা কি বাবু কিনিয়াছিল না কি?

মন্মথ। জমাদার সাহেব ও পাগল—ওর কথা কি শুনুছ!

জমা। কেন বাবু, এর বিচে বাৎ আছে না কি? আপনি তো এমন কাজের নন, তবে ধমক দিচ্ছেন কেন?

মন্মথ। মশায়, ও সব কথা কইবেন এখন—হাস-পাতালে নিয়ে চলুন।

জমা। চলেন—চলেন। (কুমুদিনীর প্রতি) বিবি, সিধেয় মিটবে না।

কুমু। ও মা! কি খুনের লোক সব বাড়ী আস্‌তে দিয়েছিনু গো!

জমা। টেকা বাজিয়ে নিয়েছ, তবে আসিতে দিয়াছ সব এর বিচে আছে!—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

মন্মথ ও বৈদ্যনাথ।

মন্মথ। উনি তো লাঠি খেয়ে অজ্ঞান, এ দিকে ওঁর নামে Charge এলো, উনি রিভল্‌ভার নিয়ে খুন করতে গেছেন।

বৈদ্য। তবে তুমি মেটালে কি ক'রে?

মন্মথ। ফুলী দেখেছিল, নীরো দাদা শরৎকে রিভল্‌ভার আর পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা শরতের পকেটে পাওয়া গেল। এ দিকে নীরো দাদা কি করেছেন, জানেন? ঐ পাঁচ হাজার টাকার নোটের নম্বর আটক করেছেন।

বৈদ্য। সে যাক্—সে যাক্ তারপর মিট্‌ল কিসে?

মন্মথ। আমি নিতাই বাবুকে সমস্ত বল্‌লুম। শরৎও বেঁকলো, সে বল্লে আমি জেলে যাই আর যা হই, আমি সব খোলসা কথা বল্‌বো; এইতে নীরো দাদা ভয় পেয়ে আর সেই পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু ঘুস-ঘাস দিয়ে এক রকম তো মিটিয়ে রেখেছি। সে মিটে গিয়েছে।

বৈদ্য। তবে

মন্মথ। এই সব খবর পেয়ে মেসোমশায় কাশী থেকে এলেন, তাঁদের উপরেই রাগ কল্লেন। নীরো দাদার উপর সমস্ত দানপত্র ক'রে দিয়ে পার্টিসন সুট করতে ব'লে চ'লে গেলেন। সেই পার্টিসন্ সুট চলেছে।

বৈদ্য। আর নীরো যে শৈলেনের কাছে হ্যাণ্ডনোট কিনে নিয়েছে; সে কথাটা কি?

মন্মথ। ছোট বাবু যখন শয্যাগত, তখন নীরো দাদার দরদ দেখে কে? আমি রাত জাগি, আমায় উঠিয়ে দিয়ে উনি রাত জাগ্‌তে বসেন। সেই সময় ছোট বাবুর প্রিয় হয়ে, ছোট বাবু যে সব উন্‌পাঁজুড়ে লোককে টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেই সব হ্যাণ্ডনোট এন্‌ডোর্স ক'রে নিয়েছেন। আর এ সওয়ায়, কতকগুলো ভুয়ো হ্যাণ্ডনোটও নীরো দাদা করেছিলেন, সেগুলোও এন্‌ডোর্স ক'রে নিয়েছেন। সব জড়িয়ে প্রায় লাখ টাকা; ছোট বাবুকে তার দায়ী ক'চ্ছেন।

বৈদ্য। নিতাই কি বলে?

মন্মথ। বলেন—শিবু উকীলকে দিয়ে সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে নিয়েছে, এখন আর উপায় কি? এ দিকে সব টাকাকড়ি আটক করেছেন, পার্টিসন্ সুটের খরচায় সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে, এখনো ছোট বাবুর শিবু উকীলকে বিশ্বাস। নীরো দাদা, লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে আমার উপর আর বড় মার উপর ছোট বাবুর মন ভাঙ্গিয়েছে; তার ধারণা যে, আমরাই সব ভাঙ্‌চি দিয়ে মেসো মশাইকে খারাপ ক'রেছি। নীরো দাদাকে খারাপ ক'রেছি। এ ষড়যন্ত্র যা—আমরা সব মিলে জুলে ক'চ্ছি।

বৈদ্য। বড় বউ ঠাকরুণ কোথা?

মন্মথ। তিনি মেসো ম'শায়ের সঙ্গে কাশীতে দেখা ক'র্‌তে গেছেন।

বৈদ্য। ইস্! এতটা হয়ে গিয়েছে! আমি যখন ওয়ালটীয়ার বেড়াতে গেলেম, তখন বুঝি এর সূত্রপাত কিছু হয় নাই?

মন্মথ। না তার পরেই এই হাঙ্গাম।

বৈদ্য। এ সব খবর তুমি আমায় লেখ নাই কেন?

মন্মথ। আপনি মরণাপন্ন, শরীর সারতে গিয়েছেন, আর তখন আমিও এত ফন্দিবাজী বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই।

বৈদ্য। ওহে তুমি এ বাড়ীর সঙ্গে আমার সুবাদ জানো না, তাই পত্র লেখ নাই। আমি মানুষ হয়েছি কার হ'তে? বড় বাবু আমায় মানুষ ক'রেছেন। তোমার বড় মা যে চোখে উপেনকে দেখেন, সেই চোখে আমায় দেখেন। যাক্— যা হবার হয়েছে। কি করি বল দেখি?

মন্মথ। আপনি ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা করুন, ক'রে ওঁর চোখ ফুটিয়ে দেন।

বৈদ্য। ছোক্‌রা এততেও বোঝে নাই। আচ্ছা দেখি!

মন্মথ। ম'শায়, একটা কথা বলি, আমাকেও বিশ্বাস ক'র্‌বেন না।

বৈদ্য। কেন রে মূর্খ?

মন্মথ। আপনি যে মোনা দেখে গিয়েছিলেন, আমি আর সে মোনা নেই—আমি আর সত্যবাদী নাই, আমি জালিয়াৎ—জোচ্চোর; হীরু ঘোষাল প্রভৃতি যত অসৎ লোক—আমার বন্ধু। আমার সম্বন্ধে যে অপবাদ শুন্‌বেন—বিশ্বাস কর্‌বেন। আমি সকল কাজ কর্‌তে প্রস্তুত।

বৈদ্য। সে কি রে—কি বল্‌ছিস্? তোর কথা শুনেও আমি বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছি না।

মন্মথ। বিশ্বাস করুন।

বৈদ্য। এ দুর্ম্মতি তোমার কেন হ'লো

মন্মথ। কেন হ'লো? বড় বাবু আমায় অনাথ অবস্থায় কুড়িয়ে এনেছিলেন। বড় মা'র স্নেহে আমি রাজপুত্রের ন্যায় কাটিয়েছি—লেখা পড়া শিখেছি। আপনারা সকলে আমায় স্নেহ করেন—প্রশংসা করেন। আমি বড় বাবুর মৃত্যুশয্যার কাছে ছিলুম। যদিচ আমি তখনও বালক, তথাচ আমি তাঁর আন্তরিক মনোভাব বুঝতে পেরেছিলুম। তাঁর কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা ছিল—যেন পিতৃপুরুষের গৌরব বজায় থাকে। তিনি সেই জন্য বড় মাকে তাঁর অংশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয়ে সমস্ত নষ্ট হয়, বড় মার অংশ থাকলে ঠাকুরের সেবা চলবে। বড় মাও স্বামীর আজ্ঞাপালনের জন্য, সংসার বজায় রাখবার জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করে আসছিলেন। সেই সংসার নীরো দাদা জুচ্চুরি ক'রে ভাঙ্গছেন; আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেখবো ওঁর কতদূর জুচ্চুরি।

বৈদ্য। তুই খেপেছিস—খেপেছিস। ছোঁড়া—ঠাণ্ডা হ।

মন্মথ। আজ্ঞে না, আমি ক্ষেপি নি। অনেক রাত্রি জেগে চিন্তা করেছি। আপনি জানেন, অসৎমতি হৃদয়ে স্থান দেওয়া কি যন্ত্রণা—সেই দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। সত্যে জলাঞ্জলি দিয়েছি। সদিচ্ছায় জালাঞ্জলি দিয়েছি। আমার এখন চিন্তা কিসে নীরো দাদার সর্ব্বনাশ কর্ব্বো।

বৈদ্য। মন্মথ, তুমি কি মনে করেছ, কোন কুকার্য্যের দ্বারা সৎকার্য্য হয়? আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছি। আমারও তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল, নীরোর মাথা কেটে ফেলি। তুমি স্থির হও, অধর্ম্মপথে চলো না।

মন্মথ। অধর্ম্মপথে চল্লে কি হবে? হয় তো আমার দুর্নাম হবে, হয় তো আমি বিপদগ্রস্ত হবো, হয় তো আমার এ জীবন বৃথা হবে! কিন্তু মশায়, বড় মা আমার গলা ধরে কেঁদেছেন, চক্ষের জল ফেলেছেন,—বলেছেন—মোনা, কি হবে! আমি দেখবো—কি হয়, আমায় বারণ করবেন না।

বৈদ্য। ওরে শোন্ শোন্—

মন্মথ। না, আমি আর শুন্‌বো না। আপনি ছোট বাবুকে শিবু উকীলের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেন।

বৈদ্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিতাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা হয় কচ্ছি। বল্লি যে—সব টাকা কড়ি আটক হয়েছে, আমি কিছু টাকা দিচ্ছি—নে, যদি কিছু সচ্ছল হয়, দেখ্।

মন্মথ। না মশায়, আমি উপস্থিত সংসার একরকম চালাচ্ছি, আমার nursery থেকে প্রায় হাজার দশেক টাকা জ'মেছে, তা থেকে এখন চল্‌বে। শেষ যা ব্যবস্থা হয় কর্‌বেন।

[প্রস্থান।

বৈদ্য। ছোক্‌রা ভারি রেগেছে, রাগ হ'তেই পারে, আমি কাশীতে একবার উপেনের সঙ্গে দেখা করি?

(নিতাই উকীলের প্রবেশ)

হ্যাঁরে নিতে, ক'ল্‌কেতায় ব'সে—এই সব দেখলি বুঝি?

নিতাই। দেখ্‌লুম বই কি—কি কর্‌বো বল?—আমায় কি ঘেঁসতে দিলে? পুলিস কেস কাটিয়ে দিলুম। নীরে শৈলেনকে বোঝালে কি জানিস্? যে, আমি শৈলেনের বিপক্ষ হয়ে শৈলেনকে যে ব্যাটা লাঠি মেরেছিল—ঐ শরৎ না কি, তারে বাঁচিয়ে দিলুম। আর এখন তার ধারণা যে, আমি পরামর্শ দিয়ে এই পাটিসন্ সুট্‌টা করিয়েছি।

বৈদ্য। তা এখন উপায় কি?

নিতাই। বড় বউঠাকৃরুণের বিষয় কেয়ালো ক'রে নেওয়া—আর কোন উপায় নাই। তিনি এখন রাজী হ'লে হয়।

বৈদ্য। এখন শিবে ব্যাটার হাত থেকে শৈলেনকে বা'র কর্‌বার কি?

নিতাই। শৈলেন বোঝে তবে তো? আর শুধু বুঝলে হবে না, ওর cost না দিলে উকীল change হবে না।

বৈদ্য। তা দেখ—যা লাগে, আমি দিচ্ছি।

নিতাই। ওরে, সে তোর কেরাণীগিরি ক'রে টাকা জমিয়ে পার্টিসেন্ সুটের খরচা দিতে পার্‌বি নি। দেখ,—শৈলেনকে যদি বোঝাতে পারিস্, তার পর যা ক'র্‌তে হয়, আমি কর্‌বো।

বৈদ্য। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

নিতাই। সেই দিক্ ঠিক কর, আর বড় বউকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখা যাক—কত দূর হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কাশীধাম—উপেন্দ্রের বাসাবাটী।

উপেন্দ্র ও বিরজা।

উপেন্দ্র। এ কি—বড় বউদিদি—এসেছ?—ব'সে

বিরজা। না এসে কি করি বল?—সর্ব্বনাশ হ'য়ে যে? এ যে মাম্‌লা-মোকদ্দমায় সব যে ব'সেছে!

উপেন্দ্র। যাওয়া কি ভাল নয়? থেকে কি হ[illegible] মানুষকে বেশ্যার জন্য গুলী কর্‌বে, ছেলে টাকা[illegible] জন্য বাপের কথা শুন্‌বে না, কাকাকে বাঁ[illegible] দেবে,—স্ত্রী স্বামীকে দেখবে না, কিসে ছে[illegible] সর্ব্বস্ব হবে—এই নিয়ে দিবারাত্র বিব্রত থাক[illegible] বেশ হ'চ্ছে, এ টাকা যাওয়াই ভাল। স[illegible] ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি[illegible] সে তো বেশ ছি[illegible] চিন্তা ছিল না; স্ত্রী বশ [illegible], ছেলে বশ [illegible] ভাই বশ ছিল—

বিরজা। তা এখন কি ম[illegible] ক'রেছ, এইখ[illegible] ব'সে থাক্‌বে, আর সর্ব্বস্ব [illegible]?

উপেন্দ্র। তা যাক্ না—আমার [illegible]!—সর্ব্বস্ব [illegible] আর আমার নয়? যে দি[illegible]নলুম—বাড়ী[illegible] ফৌজদারী-খুনে মকদ্দমা, [illegible]ই দিন [illegible] ছেলেকে দানপত্র লিখে [illegible]র দিয়েছি, [illegible] আমার কি আছে যে দেখ[illegible]

বিরজা। কি হয়েছে—সব শুনেছ? শুন্‌তে [illegible] তো, তুমি বাড়ী থেকে চিঠি এলে খোলো না[illegible] পড়ো না—অমনি ফেলে দাও।

উপেন্দ্র। শুন্‌তে হবে না, শোনবার কিছু ন[illegible] তবে রেল ভাড়া ক'রে এসেছ, না শুনিয়ে নি[illegible] হবে না; শোনাও! শোনাবে তো এই—[illegible] দ্দমা রুজু হয়েছে, বিষয় বখরা হ'চ্ছে, টাকা[illegible] পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্ছে, শৈলেন আবার [illegible] মাগীর কাছে যাচ্ছে, আর একটা খুনো[illegible] হাঙ্গাম বেধেছে, নীরো কাকাকে ফাঁসা[illegible] চেষ্টায় আছে,—এই তো—না আর কিছু? সব তো শুনে এসেছি, কতক দেখেও এসে[illegible] আর নূতন কি শোনাবে?

বিরজা। তুমি রাগ করেই সর্ব্বনাশ ক'রলে, তোমার দোষেই সব গেল।

উপেন্দ্র। রাগ করবো না, স্থির থাকবো, বিষয়-আশয় বন্দোবস্ত ক'রবো—এই বলছ? রাগ ক'রে আসিনি, আপনার ইজ্জৎ বাঁচাতে এসেছি। সেখানে থাকলে হয় তো অপঘাতে মরতে হ'তো। হয় ছেলে মা'রতো, নয় ভাই মা'রতো। নয় তো কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা ক'রতে হ'তো।

বিরজা। কেন গো, কিসের কলঙ্ক—কিসের আত্মহত্যা?

উপেন্দ্র। কি—কি ব'ল্লে—কিসের কলঙ্ক? তুমি কি দাদার স্ত্রী নও? তুমি কি সেই বড় বউদিদি নও? আর কি কেউ সেই রকম সেজে এসেছে? তুমি ব'লছ—কিসের কলঙ্ক? বেশ্যা লয়ে খুনোখুনির মকদ্দমা আমাদের গুষ্টিতে হ'লো,—আর ব'লছ—কিসের কলঙ্ক?

বিরজা। তুমি সব শোনো নি, তুমি শৈলেনের উপর রাগ ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছ। এ সব তোমার নীরের জোটাজোট—তা জানো?

উপেন্দ্র। জানতুম না—তাই শৈলেনের উপর রাগ ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছি—সত্য, কিন্তু এখন দেখছি—খুব ভাল ক'রেছি। যদি সত্য হয়—নীরে কাকাকে ফাঁসাবার জন্যে এত মতলব খাটিয়েছে, তা'হ'লে বাপকে বিষ দিয়ে কর্ত্তা হ'তে চাইবে, এটা বড় বিচিত্র নয়! তাইতে তোমায় বললুম—কেন অপঘাতে মরবো, যা'র যা ইচ্ছে, করুক—আমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে কাশীবাস করতে এসেছি।

বিরজা। আমি বুড়ো মানুষ—কোথায় যাই?

উপেন্দ্র। কেন?—তোমার তো সর্ব্বস্ব র'য়েছে, তুমি মামলা-মোকদ্দমা ক'রে কেয়ালো ক'রে নাও।

বিরজা। আমি বুড়ো বয়সে আদালতে দাঁড়াবো—কেয়ালো ক'রে নেব?

উপেন্দ্র। সে তোমার ইচ্ছে। আমি কিছু সঙ্গে নিয়ে আসিনি, বিষয় প'ড়ে র'য়েছে। তুমি আপনার সম্পত্তি রক্ষা করো। পারো কিছু থাকবে—ঠাকুর সেবাটা চ'লবে। আমায় বলতে এসেছ—মিথ্যে, আমার তো হাত নাই। যদি আর একদিন দেরীতে আসতে, তা হ'লে আমায় হেতো আর দেখতে পেতে না, আমি এখান থেকে চ'লে যেতেম; কোথায় যেতেম—খবর পেতে না,—আর যাবও, নইলে তো জ্বালাতনের হাত থেকে বাঁচবো না?

বিরজা। কেন?—আমি এসেছি ব'লে—তুমি জ্বালাতন হয়েছ?

উপেন্দ্র। তুমি একা নও, নীরদের গর্ভধারিণী কা'ল এসেছেন। কেন—জানো? আমি নীরদকে বিষয়-আশয় সব দিয়েছি, আমার নামে কিছু কোম্পানীর কাগজ আছে, আমার খরচ চলবার জন্য সে আলাদা ক'রে রেখেছি; নীরদবাবুর মকর্দ্দমা-খরচার টানাটানি হ'চ্চে, সেই কাগজ ভাঙ্গাতে চান,—সেইজন্য এসেছেন। কা'ল ঝগড়া ক'রে মাথা ধ'রে প'ড়ে আছেন, তাই এতক্ষণ উঠে এসে তোমায় গলাধাক্কা দেন নাই। তোমার কথা বলা হয়েছে, শুনেছি—ভালয় ভালয় চ'লে যাও। ভাল চাও—দেশে ফিরে যাও, কারুর মুখ চেও না, নিতাইকে ব'লে আপনার বিষয় কেয়ালো ক'রে নাও, নইলে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে পথে দাঁড়াবে।

বিরজা। তুমি তো আপনি নিশ্চিন্ত হয়েছ, আমার ব্যবস্থা ক'রে দাও নি কেন? চলো—আমার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসবে।

উপেন্দ্র। তোমার ব্যবস্থা ঠিক আছে। দাদা তোমায় তাঁর অংশ দিয়ে গেছেন, তুমি নিতাইকে ডেকে চুপি চুপি আমায় সজ্জন বিবেচনা ক'রে দানপত্র ক'রে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল যে শৈলেন যদি আমার বশে থাকে, তাকে আমি তোমার অংশের অর্দ্ধেক দেবো।

বিরজা। তবে আমি এখন কোথায় দাঁড়াই?

উপেন্দ্র। আমি নীরেকে যে দিন সর্ব্বস্ব দানপত্র লিখে দিই, তার আগের দিন তোমার দানপত্রের পিঠে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছি যে,—দানপত্র নামঞ্জুর, দানপত্র স্থিরমস্তিষ্কে লেখেন নাই, স্বামীর শোকে বিবাগী হবেন মনে ক'রে মস্তিষ্কের তাড়নায় দানপত্র লিখে দিয়েছেন. স্থির মেজাজে লেখেন নাই, সুতরাং তা নামঞ্জুর। তুমি যাও, তোমার বিষয় আশয় দেখে নাও গে।

বিরজা। আমি অত পারবো না, আমারও খানকতক

কাগজ বের ক'রে দাও, তার সুদ থেকে আমি বৃন্দাবনে বসে খাই, ঠাকুর দর্শন করি।

উপেন্দ্র। এই না তুমি বিষয় রক্ষা কর্বার জন্যে আমায় অনুরোধ ক'চ্ছিলে? আমার হাত নেই, তুমি যা পারো টেনেটুনে রাখো, যদি কিছু থাকে ঠাকুর সেবা চ'লবে। ওরাও যখন মারামারি কাটাকাটি ক'রে ফতুর হবে, তাই থেকে যদি দু'মুটো দাও—খেতে পাবে। নইলে সব যাবে। এখন দেখো—তোমার যা খুসী করো।

(দুই রগে পান দিয়া তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। হ্যাঁগা—তোমাদের জ্বালায় মানুষ কাশীবাসী হয়েছে, এখানে গাড়ী ভাড়া ক'রে এসেছ—জ্বালাতন করতে।

বিরজা। জ্বালাতন ক'র্‌বো কেমন ক'রে?—তুমি আগে এসে আগ্‌লেছ? মেজো বউ, তোর লজ্জা নাই—সরম নাই,—ছেলেকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে সংসারটা ছারেখারে দিতে ব'সেছিস্‌?

তর। আর তুমি সব বজায় রাখ্‌তে ব'সেছ? তুমিই তো লাগানি-ভাঙ্গানি ক'রে দেশত্যাগী করিয়েছ। "ভাই ভাই" ক'রে তো মরতে ব'সেছিলো, এখনো মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই—তাই এখানে এসেছ।

বিরজা। মনস্কামনা পূর্ণ আমার হবে না কেন—তোমার হয় নাই, এখনো তোমার দেওর মরে নি, এখনো আমি বেঁচে আছি;—আমার বিষয়ে ভাগ আছে, এখনো যা হোক্‌ উপেনের হাড় কখনা খাড়া আছে, এখনো তোমার পুরো গিন্নীত্ব হয় নি।

তর। তোমার মুখে আগুন লাগুক্‌—মুখ পুড়ে যাক্‌—অকথা কুকথা ব'লে গাল দিতে এসেছ। আলালের ঘরের দুলাল মোনাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারনি ব'লে হিংসেয় ফেটে ম'চ্চ? বাড়ীর গিন্নী—বাড়ীর কল্যাণ করেন!

উপেন্দ্র। তুমি দাঁড়িয়ে কি শুন্‌ছ? আমি তোমায় না যেতে বল্লে যাবে না। তা থাকো—দু'জনায় ঝগড়া করো। মেজো বউ, শোনো, যদি এখান থেকে তুমি বিদেয় না হও, আমি বিদেয় হ'লুম। হয় তোমরা দু'জনে বিদেয় হও, নয়—আমি চল্লুম।

তর। বিদেয় আর বি[illegible]দেয় তো হয়েইআ[illegible] ভাল কথা বল্‌তে [illegible]ছিলুম—মন্দ হ'লো। কি পরামর্শ কর্‌বে করো দেওর-ভেজে—আ[illegible] চ'লে যাচ্চি। আমার নীরে বেঁচে থাকুক, এ[illegible] মুটো অন্ন দেবে, কারো পিত্যেশী আর আ[illegible] নই যে, 'বড় দিদি—বড় দিদি'—ক'রে বাঁদীগি[illegible] কর্‌বো।

বিরজা। না তোমার সে দিন কেটে গিয়েছে। তা[illegible] রগে পান দিয়ে ঝগড়া করতে এয়েছ। এখ[illegible] মনোবাঞ্ছা যা আছে, তা মায়ে বেটায় পূর্ণ করো[illegible] তবে তোমার বেটাকে ব'লে আমার বখ[illegible] আমায় দিইয়ে দাও। আমি ঠাকুরবাড়ীতে পড়ে থাক্‌বো, তোমাদের ছায়া মাড়াতে আস্‌বো না।

তর। ইস্‌—তা হ'লে তো সব হেজে যাবে—ম'[illegible] যাবে! গিন্নী গিন্নীত্ব কর্‌বেন না! তোমা[illegible] আবার বিষয় কি, তুমি তো সব দিয়েছ বিধবা মেয়ে মানুষের আবার বিষয় কিসের[illegible] শূর্পণখা হ'য়ে তো সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছ।

বিরজা। উপেন, আমি চল্লুম।

উপেন্দ্র। আমিও চল্লুম।

তর। কেন গো—কে'ন গো তোমাদের যেতে হবে কেন? আমি যাচ্ছি। পরামর্শ আঁটো।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

উপেন্দ্র। দেখলে, এখন যা ইচ্ছা হয় করো।

[উপেন্দ্রের প্রস্থান।

বিরজা। কাশী নাথ অপরাধ নিও না, আমি আর কারো মুখ চাইবো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কুমুদিনীর কক্ষ।

শরৎ ও কুমুদিনী।

শরৎ। আজ থেকে আমি এ বাড়ীতে আর আসবো না। তোমার মা যে আমায় দেখ্‌লেই ঝগড়া কর্‌বেন্, আর আমি তোমার খোসামদ কর্‌তে আসবো—তা হ'চ্ছে না। আমায় চাও, এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে চল।

কুমু। কোথায় যাব?—তোর এক পয়সার মুরোদ নেই।

শরৎ। চল—আমি ঘর ভাড়া ক'রেছি।

কুমু। ঘর তো ভাড়া ক'রেছিস্—আমার পেট চালাবে কে?

শরৎ। গয়নার বাক্স নিয়ে চল, বেচে কিনে একটা কারবার করবো। আমিও বাড়ী ছেড়ে—মাগ-ভাতারের মতন দু'জনে থাকবে।

কুমু। তুমি কারবার ক'র্‌বে? এই তিন বার ভারি ভারি গয়নাগুলো নে গিয়ে কারবার কর্‌লেন! আর আমার আছে কি?

শরৎ। যা আছে—এখন' ঢের আছে—নে।

কুমু। ঐ ক'খ'না গেলে বাঁচ বুঝি?

শরৎ। বাঁচা মরা কি? সে গয়না বেচে কি আমি কারবার করেছি? সে তো তোরে বলেইছি—আমি খরচ করেছি। মাইরি বল্‌ছি—এবার কাজকর্ম্মে মন দেবো; হাজার দুই টাকা পেলে কয়লার কারবার ক'রে দুদিনে ফেঁপে উঠ্‌বো। তা' হ'লে তোরও ঘরে আর মানুষ-জন আন্‌তে হবে না, আমারও কারো মোসাহেবি কর্‌তে হবে না।

কুমু। না ভাই, তুমি যেমন আস্‌চো—এসো। তুমি যখন আস্‌বে, যে থাকুক, আমি উঠিয়ে দেবো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না! শেষে কি ভিক্ষে কর্‌বো?

শরৎ। তবে তুমি আমায় চাও না?

কুমু। সে তুমি যা বলো, আমি আর গয়নাগাঁটি বেচ্‌বো না।

শরৎ। ওঃ! বুঝেছি—বুঝেছি—জবাব দিচ্চ, তা স্পষ্ট ক'রে ব'ল্লেইত হয়!

কুমু। এর আর স্পষ্টাস্পষ্টি কি? আমি কি মজ্‌বো? এই ফৌজদারী হওয়া থেকে কোন বড়মানুষের ছেলে তো তোঁর ভয়ে আমার ঘরে আস্‌তে চায় না। আর ৯টা না বাজতে বাজতে তো তুই আমার ঘরে এসে বস্‌বি।

শরৎ। আর আমার এই বুকের উপর দে' যে বাগান মার্‌চ? আমি এক দিন একটা কথা ব'লেছি? আমি আপনিই স'য়ে থাকি। যদি আমার সঙ্গে আলাপ রাখ্‌তে চাও, চলো, গয়না-গুলি বেচে কয়লার কারবার করি, দু'জনে থাকি। আর না চাও—এই পর্য্যন্ত।

(কুমুদিনীর মাতার প্রবেশ)

মাতা। হ্যাঁগা—তুমি কেমন ভদ্রলোকের ছেলে গা, মেয়ে'মানুষটাকে পথে বসাতে ব'সেছ? আবার গয়না নিতে এসেছ?

কুমু। খুব ক'রেছে, তোর বাবার কি? হারামজাদী বেরো—

মাতা। হ্যাঁ লো হ্যাঁ—বেরোবো বই কি? পিরীত ক'রে টুক্‌নি নিয়ে দোরে দোরে ঘুর্‌বি।

কুমু। দূর হ'—হারামজাদী, নইলে ঝেঁটিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব।

(হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। আরে থামো থামো—ঝগড়া রাখ—শরৎ চ'লে এসো—দাঁও আছে—একটা দাঁও আছে।

শরৎ। কি রকম—কি রকম?

হীরু। আরে এসো না বল্‌ছি—গোটা কতক মেয়ে মানুষ যোগাড় করতে হবে। ঐ মোনা একটা দাঁও খেলেছে, চলো না—শুন্‌বে।

শরৎ। চলো।

হীরু। গোটা আষ্টেক ছুঁড়ী যোগাড় করতে হবে।

শরৎ। তার আর ভাবনা কি? (কুমুদিনীর মাতার প্রতি) ওগো—আজ থেকে বিদেয় হ'লেম বাছা, আর তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ছি না।

কুমু। কেন আসবিনি—কেন আস্‌বিনি? আমি তোরে কি বলেছি?

শরৎ। কে বাবা এ কচ্‌কচির ভেতর আসে!

[হীরু ও শরতের প্রস্থান।

কুমু। (মায়ের প্রতি) দেখ্‌ হারামজাদী, শরতা যদি না আসে, তোকে আমি বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবো।

মাতা। তা দিবি বই কি,—তা না হ'লে পিরীত চল্‌বে কেমন ক'রে?

কুমু। তবে রে হারামজাদী! এই কাণা বৈরাগীকে নিয়ে তুমি পিরীত করো না। ঝাঁটা মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো।

মাতা। তা দিবি বই কি? পোড়ারমুখী, আর্সিতে নিজের মুখ দেখ্‌তে পাও না? "দাদ—দাদ" ব'লে আর কত দিন চল্‌বে! রং ঢাকা দিয়ে আর ক'দিন ঢাক্‌বি! যখন সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে বেরুবে, শরতা কোথায় থাকে—দেখ্‌বো।

কুমু। দাদ নয় তো কি রে হারামজাদী, তোর চোখে আগুন লাগুক।

মাতা। তুই মর্—মর্,—তোর বাড়ী আমি থাক্‌তে চাইনে।

[প্রস্থান।

কুমু। বেরো বেটি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শৈলেন্দ্রের কক্ষ।

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। আমিও পথে বস্‌লুম, তোমাকেও পথে বসালুম। নীরো আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

সরো। তা তুমি ভেবো না, দিন এক রকম ক'রে যাবে। আমি রাঁধবো বাড়বো—তোমার সেবা করবো—তোমার কোন কষ্ট হবে না। একখানি গাড়ী রেখো—বেড়াবে; একটা চাকর রেখো—বাইরের কাজকর্ম্ম করবে—তা হ'লে তোমার কষ্ট কি?

শৈলেন্দ্র। কি হয়েছে—তুমি জানো না, তাই বল্‌ছ কষ্ট কি? আমি পথে বসেছি।

সরো। কেন—কেন—তোমার তো বখ্‌রা আছে বখ্‌রা তো পাবে?

শৈলেন্দ্র। বখ্‌রা কবে হবে, তা জানি নি; এখন নীরের কাছে লাখের উপর দেনা হয়েছি, আমা[য়] কবে জেলে দেয়।

সরো। কেন—তুমি তো এক পয়সাও ওর কা[ছে] ধার করো নি, ওই বরং তোমার কাছ থে[কে] টাকা নিয়ে গিয়েছে।

শৈলেন্দ্র। কি ক'রেছে জানো? আমায় তো ফন্দি ক'রে মদ খাওয়ালে। তার পর রাতদিন সে[ই] খুনি মকদ্দমা—আমার কাছে নাকে কেঁ[দে] বল্‌তো, "কাকাবাবু, খুনি মোকদ্দমা, আমা[র] কাছে টাকা নাই, বাবা টাকা দিতে চাচ্চেন না কি কর্‌বো?" আমি হ্যাণ্ডনোটে ধার কর[তে] চাইলুম, তা কি করলে জানো?

সরো। কি করলে?

শৈলেন্দ্র। শোন মত্‌লবখানা, আমায় বল্লে কি জানো? "আমি তোমার নামে কতকগুলো টাকা হ্যাণ্ডনোটে সুদে খাটিয়েছি; সেই হ্যাণ্ড নোটগুলোর পিঠে তুমি সই ক'রে দাও, আ[র] তোমার কাছে যারা ধার করেছে, তাদের হ্যাণ্ড নোট যদি তোমার কাছে থাকে, তাতে সই ক'[রে] দাও, আমি সেইগুলো বাঁধা রেখে টাকা যোগা[ড়] কচ্চি। আমি বিছানায় পড়ে, অত ফন্দি বুঝ্‌[তে] পারি নি—সই করে দিয়েছি।

সরো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় উঠে যেতে বল্‌তো, কি সই করতে বটে। তা—তাতে কি হয়?

শৈলেন্দ্র। সেই সমস্ত হ্যাণ্ডনোটের টাকা আমা[র] কাছে আদায় করবে।

সরো। কি করে?

শৈলেন্দ্র। বল্‌ছি, কিন্তু তুমি তা বুঝ্‌তে পারবে না তবু—বল্‌ছি শোন—কত বড় ফন্দীটে শোন—

সরো। এর কি কোন উপায় নেই?

শৈলেন্দ্র। কি করেছে শোন—বলেছিল যে, আমা[র] নামে টাকা ধার দিয়েছে—সে মিছে কথা গোটাকতক বয়াটে ছোঁড়া নিয়ে, তাদের কি[ছু] কিছু দিয়ে হ্যাণ্ডনোট সই করিয়েছে। তাদে[র] কাছে তো টাকা আদায় হবে না, ও এখ[ন] আদালতে বল্‌তে চাচ্চে যে, আমার কাছে থে[কে] হ্যাণ্ডনোট কিনে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে

টাকা আদায় করতে পাচ্চে না, আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। আমি সে টাকার জামিন হয়ে পড়েছি।

সরো। তুমি কি সে সব বেচেছ?

শৈলেন্দ্র। বেচ্‌বো কেন—বল্লুম তো—বুঝতে পারবে না। এই শিবু উকীলকে দিয়ে আমার হেতে একখানা চিঠি নিয়েছে, আমি যেন মকদ্দমা-খরচার জন্যে হ্যাণ্ডনোটগুলো নীরোকে বেচেছি। মোনা আমায় বলেছিলো, আমি বিশ্বাস করি নাই, আজ নীরো উকীলের চিঠি দিয়েছে—সেই চিঠি পড়ে দেখি—এই সর্ব্বনাশ!

সরো। তুমি কি করবে মনে করেছ?

শৈলেন্দ্র। মনে করেছি, এ বাড়ীর অংশ বেচে এখান থেকে চ'লে যাব। নীরে দিন দিন আমাকে যে রকম বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'চ্ছে, তাতে আর এখানে থাক্‌তে সাহস হয় না। আমার Share বেচ্‌লে নগদ টাকা কিছু হাতে পাব, তাতে শিবু উকীলের courtএর দেনা কতক চুকবে, আর কিছু টাকা দিয়ে তালতলায় একখানি বাড়ী দেখে এসেছি, তোমার নামে কিন্‌বো! সেইখানে গিয়ে থাকবো। তবে টাকাকড়ি সব আদালত থেকে আটক হয়েছে। পেট চল্‌বে কিসে, সেই এক ভাব্‌না।

সরো। আচ্ছা—আমার কত টাকার গয়না?

শৈলেন্দ্র। বেচ্‌লে হাজার পাঁচ ছয় হবে।

সরো। তাতে মুদিখানার দোকান হয় না?

শৈলেন্দ্র। এই যে তুমি একটা রোজগারের উপায় শিখেছ দেখ্‌চি।

সরো। কেন কেন—তাতে দোষ কি? আমি মোনার ঠেঁয়ে শুনেছি, খেটে খেতে দোষ নেই, মোনা মিথ্যে কথা কয় না।

শৈলেন্দ্র। তাই মোনাতে তোমাতে মুদিখানার দোকান ক'রো।

সরো। তুমি না বল্লে, কেন করবো?

শৈলেন্দ্র। তোমার কথা শুনে—আমার বুক ফেটে যায়।

সরো। আমায় মাপ করো, আমি আর কিছু বল্‌বো না।

শৈলেন্দ্র। শোন সরোজিনী; তোমার মত নির্ম্মল স্ত্রী হয়, আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না; আমি রত্ন চিন্‌লুম—কিন্তু শেষে। এই রত্ন আমার ধুলোয় লুটাবে। এ খেদ আমার রাখ্‌বার জায়গা নেই। তুমি সিংহাসনের যোগ্য, তোমায় আমি বুদ্ধির দোষে পথে বসালুম। আমায় ধিক্!

সরো। কেন তুমি অমন ক'চ্চ—আমি তো পথে বসিনি! তুমি ভেবো না, দিদি বল্‌তেন, মোনা বলে,—যে ধর্ম্মপথে থাকে, ধর্ম্ম তার রাত দুপরে অন্ন জোটান! তুমি তো কখন অধর্ম্ম কর নি! আমিও অধর্ম্ম করিনি, —আমি কখনো মিথ্যে কথা কইনি,—আমরা দুঃখ পাবো না, তুমি ভেবো না।

শৈলেন্দ্র। অধর্ম্ম করিনি?—তোমায় ফেলে কাল-সাপিনীকে বুকে নিয়েছি; দেবতা স্বাক্ষী ক'রে তোমায় বিবাহ করেছি, তোমার ভার নেবো অঙ্গীকার করেছি,সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়েছে,—আমি অধম, নীরের চেয়েও অধম। নীরে আপনার স্বার্থ দেখে, আপনার স্ত্রীকে পথে বসায় না। আমি অলস আমোদপ্রিয়। আমি তোমার সর্ব্বনাশের হেতু।

সরো। তুমি কেন এমন ক'চ্ছ, শুনেছি—বয়েসকালে এমন সব্বাই করে। দেখ আমি কিছু মনে করিনি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

শৈলেন্দ্র। যদি আমায় কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সকলের চেয়ে পাপী কে? আমি উত্তর কি দিই জানো,—যে আমোদপ্রিয়, ব্যভিচারী, সেই মহাপাপী। ব্যভিচারী চোর হয়, খুনে হয়, বংশের পিণ্ডদাতা সন্তানকে রোগগ্রস্ত করে, নিজে কলুষিত হয়, স্ত্রীকে কলুষিত করে, সন্তানকে কলুষিত করে, বংশের ধারা কলুষিত করে। কিন্তু আর উপায় নেই—আক্ষেপে ফিরবে না।

সরো। শোন শোন—আমি উপায় ঠাউরেছি। এসো এসো—রাধাবল্লভজীর কাছে চলো—আমরা দুজনে রাধাবল্লভজীর কাছে দুঃখের কথা জানাই—রাধাবল্লভজী উপায় করবেন,—সত্যি বল্‌চি—সত্যি বল্‌চি। দিদি বল্‌তেন শোন নি? আমাদের সব ঠকিয়ে নিয়েছিল, রাধাবল্লভজী আবার পাইয়ে দিয়েছেন। এসো—এসো।

[শৈলেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া—সরোজিনীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—•••—

উপেন্দ্রের বাটী।

নীরদ ও ফুল।

নীরদ। শোন্—শোন্—

ফুলী। শুন্‌বো কি—তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে আসি কি না, তাই শুন্‌বো ?

নীরদ। তবে কার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসো—মন্মথর সঙ্গে ?

ফুলী। হাঁ, মন্মথর সঙ্গে—তার চাল নাই, চুল নাই—মন্মথর সঙ্গে।

নীরদ। তবে কার সঙ্গে শুনি।

ফুলী। কেন, ছোটবাবুর সঙ্গে। যার তোমাদের বিষয়ের তু'বখরা। বড়গিন্নির বিষয়ের এক বখরা। সে এখন তার মেয়েমানুষ ছেড়েছে আমি যদি জুট্‌তে পারি, মানুষ হয়ে যাবো।

নীরদ। হাঃ হাঃ—

ফুলী। হাস্‌'ল যে ?

নীরদ। ছোট বাবু পথে বসেছে—তার এ বাড়ীর অংশ আমি কিনেছি, তাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে।

ফুলী। উঠে যেতে হবে কেন ? বড়মার বাড়ীর অংশ বড়মা তাকে দেবে।

নীরদ। তুই বুঝি তাই মনে করেছিস্। সে হবে না—সে হবে না। সে কাকা বাবুতে বড় মা'তে মনভাঙ্গা-ভাঙ্গি হ'য়ে গিয়েছে। আর বড়মা'র বিষয় ?—সে এখন মকদ্দমা চলুক, তার পর নেবে। বড়মা বাবাকে সব লিখে দিয়েছে।

ফুলী। লিখে দিয়েছে বই কি ? আবার তোমার বাপ উল্টে তোমার বড় মাকে লিখে দিয়েছে।

নীরদ। তুই কি ক'রে জান্‌লি ? মন্মথ ব'লেছে বুঝি।

ফুলী। হাঁ, মন্মথ ত ব'লেছে।

নীরদ। এ সব কথা মন্মথর সঙ্গে হয় বুঝি ?

ফুলী। হয় বই কি, সে যে আমায় ভোলায়। বলে—আমি বড় মা'র বিষয় পাবো, তোরে দেবো। আমি সে ভোল্‌বার মেয়ে নই। আমি একটা দাঁও মারবো ব'লে এত দিন অপেক্ষা ক'চ্চি, নই কত লোক সাধাসাধি ক'চ্ছে।

নীরদ। তাই ছোটবাবুর কাছে দাঁও মারবে ম ক'রেছ ? তা সে জো নাই—সে জো নাই বাড়ী তো নিয়েইচি, আর মন্মথকে জিে করিস্,—আমি তার হাণ্ডনোট এনডো ক'রে নিয়ে তারে ভাসিয়েছি। তুই তো লে জানিস্—বুঝিস্ তো ? আমি সেই হাণ্ডনোে টাকা তার কাছে আদায় কর্‌বো বুঝেছিস্ ?

ফুলী। হ্যাঁ—হ্যাঁ শুনেছি বটে। আমি চল্লুম।

নীরদ। চল্লি কেন—চল্লি কেন—শোন্ না ? বড় মানুষ হ'তে চাস্ ? আমার সঙ্গে আ কর্—আমি তোর ভাল ক'রে দেবো।

ফুলী। হাঁ, তুমি আমার ভাল কর্‌বে। তো শরীরে ভালবাসা আছে ?

নীরদ। তুই যে বিশ্বাস করিস্ নি, আমি তে ভারি ভালবাসি, এক দিন যদি তোরে না দে আমার প্রাণ কেমন কর্‌তে থাকে ! সত্যি ফু আমি তোর জন্যে মরি !

ফুলী। তুমি কারো জন্যে মরো না, তোমার ব আমি বিশ্বাস করি না।

নীরদ। কি হ'লে বিশ্বাস করিস্ ?

ফুলী। সত্যি কথাটি বলো দেখি, মন্মথর সঙ্গে ক'রে আমায় দম্ দিচ্চ কি না ?

নীরদ। কি দম্ দিলুম ?

ফুলী। কি দম্ দিলে ? ছোট বাবু এমনি আল তোমায় সব সই ক'রে দিলে—নয় ? তো বাপ্ বা তোমায় তেজ্য পুত্তুর কর্‌বে—তু আমার ভাল ক'রে দেবে !

নীরদ। কে বল্লে রে—কে বল্লে রে ?

ফুলী। সে যে বলুক ; বড় মা আর কি কর কাশী গিয়েছেন ? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক জিজ্ঞেস কর্‌তে এসেছিলুম,—"কি হ'লো তা—তিনি তো ফেরেন নাই। আমি ছো বাবুর বাগানে চল্লুম।

নীরদ। চ'ল্‌বি কেন—চল্‌বি কেন—শোন্ ন কি চাস্ বল্ না, আমি দিচ্চি।

ফুলী। তোমার কথায়ই আমার বিশ্বাস হয় ন তুমি কি কম দমটি আমায় দিছিলে।

নীরদ। তুই তবু বল্লুবি দম্ ?

ফুলী। দম নয়?—আমি পড়্তে জানি, তুমি আমায় হ্যাণ্ডনোট দেখাতে পারো?

নীরদ। দেখাতে পারি, তুই দাঁড়া।

ফুলী। অনেকক্ষণ কথা ক'চ্চি, আমি চ'ল্লুম,—লোকে কি বল্বে! যদি দেখাতে পার, আর হাজার টাকা দাও,—তুমি যা বলো শুনি।

নীরদ। আচ্ছা, আজ রাত্রে তুই আমাদের সিঁথির বাগানে যাস্. শেমো তোরে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে। সেইখানে টাকা দেবো, আর হ্যাণ্ডনোট্ দেখাবো।

ফুলী। আমি সে মেয়ে নই, আমি কায়দায় ভেতর যাব না। যদি আলাপ কর্তে চাও, তোমাদের শিবের মন্দিরে যে অতিথির ঘর আছে, সেখানে আলাপ ক'র্তে পারি—সেখানে লোকে দেখ্‌লেও আমায় কিছু বল্বে না, সেখানে হামেসা যাওয়া আসা করি। আর তুমিও তো যাও, রাত ১০ টার পর দেখা কর্বো।

নীরদ। এই কথা তো?

ফুলী। আমার কথা ঠিক, তুমি ঠিক থাকলে হয়।

[ফুলীর প্রস্থান।

নীরদ। বেটীকে একবার বাগে পেলে হয়, বেটী ভারি পাজী। হ্যাণ্ডনোট্‌গুলো দেখিয়ে বেটীর বিশ্বাস জন্মাবো; টাকা চাইলে বল্বো উকীলকে দিতে হয়েছে, হাতে টাকা নাই, কা'ল দেবো। টাকা শো খানিক দিলেই বেটী বিশ্বাস কর্বে। বেটীর কি চমৎকার ছুটি ঢুলঢুলে চোখ!

(তরঙ্গিনীর প্রবেশ)

কি মা, কি হ'লো?

তর। দিলে না! তার উপর তোমার বড় মা'র ভাংচি,—সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে গেল। চাকরেরা ব'ল্লে, কোথা রেল-ভাড়া ক'রে যাচ্চে।

নীরদ। থাক, আমি ঠিক ক'রে দিচ্চি। আমি পাগল হ'য়েছে ব'লে দরখাস্ত লিখে রেখেছি, কা'ল আদালতে দাখিল ক'র্বো।

তর। তুই দরখাস্ত ক'রে কি কর্বি? কোম্পানীর কাগজগুলো যে তার ঠেঁয়ে—তুই কি ক'রে বার কর্বি?

নীরদ। সে ব্যাঙ্কে জমা আছে। সে ব্যাঙ্কে জমা আছে। সে ঠিক হবে এখন। আর তারে পাগল সাব্যস্ত কর্তে হবে, নইলে বড় মা যদি মকদ্দমা করে, তা'হলে বড় মা'র অংশটা বা'র ক'রে নিতে পার্বে।

তর। ওরে পাগল ব'লে কি হবে?

নীরদ। জান না—দানপত্র ফিরিয়ে দে গেছে। আমি বল্‌বো—পাগল হয়ে এই কাণ্ড ক'রেছেন, আদালত তা বিশ্বাসও কর্বে, থাম্‌কা থাম্‌কা কেউ বিষয় ফিরিয়ে দেয়!

তর। ঠিক হয়—ঠিক হয়, যদি কর্‌তে পারিস্, তা হ'লে বড় গিন্নীও জব্দ হয়—ও-ও জব্দ হয়।

নীরদ। মা, তুমি রেল থেকে এসেছ, ঠাণ্ডা হও গে, আমি সব ব'ল্বো এখন।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

টাকার ভারি দরকার। শিবু উকীল যদি মোনাকে বাগিয়ে শরতের হ্যাণ্ডনোট দু'খানা হাত ক'র্ত্তে পারে, তা'হলে এক ঢিলে দুই পাখী,—ফাঁক্‌তালে কিছু টাকা পাওয়া যায়,—আর শরতা ব্যাটাও একটু জব্দ হয়। পার্বো কি? দেখা যাক্, বুদ্ধিবলে কি না হয়!

(হীরু ঘোষাল, মন্মথ ও শিবু উকীলের প্রবেশ)

মন্মথ। এই তো নীরোদা র'য়েছেন, কি বল্‌ছেন—বলুন?

হীরু। তুমি তো ভারি বোকা, নগদ টাকা পাচ্ছ—নিয়ে যাও না। তুমি কি শরতের কাছে কিছু আদায় কর্তে পার্বে?

মন্মথ। না, পার্বো না—নীরো দাদা কাঁচা ছেলে কি না? তাই টাকা দিয়ে শরতের হ্যাণ্ডনোট দু'খানা নিতে চাচ্ছেন? উনি সন্ধান পেয়েছেন, শরৎ রিভার্‌সন্ রাইটে দশ পনের হাজার টাকার বাড়ী পেয়েছে, তবে হ্যাণ্ডনোট কিনতে চাচ্চে। আমি দু'খানা ছোটবাবুর কাছে বাগিয়ে এনডোর্স ক'রে নিয়েছি, আমি ও দু'খানা দেবো না, আমি শরতের বাড়ী বেচে আদায় কর্বো।

শিবু। সে নানান্ নট্‌খট—তা জানো? মকদ্দমা ক'রে আদায় করা তোমার কর্ম্ম নয়। মকদ্দমা খরচা কত? বাড়ী পেয়েছে—স্বীকার করি।

তুমি ডিক্রীজারি ক'রে, att ch ক'রে, বেচে কিনে নিতে পারবে? সে খরচা জোটাতে পারবে? তা' চেয়ে নগদ টাকা পাচ্চ—নিয়ে নাও।

মন্মথ। কত টাকা দেবেন?

নীরদ। দু'হাজার টাকা নে।

মন্মথ। আমি ও পুড়িয়ে ফেল্‌বো—দেবো না।

শিবু। আচ্ছা—আচ্ছা—চার হাজার টাকা নাও।

মন্মথ। পাঁচ হাজার টাকা দেন—অর্দ্ধেক ক'রে দেন।

শিবু। ওহে—দাও গে যাও—চার হাজার টাকা—ঢের হয়েছে। হাইকোর্ট সুট—পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচা প'ড়ে যাবে—কোথায় পাবে?

হীরু। বোকা—বোকা,—বল্‌লে বুঝবে না—বল্‌লে বুঝবে না!

মন্মথ। আমি কিন্তু নগদ টাকা নেবো।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমার আফিসে নিয়ে যেও।

মন্মথ। কখন্?

শিবু। কাল ১০টার সময়।

মন্মথ। আমি কিন্তু চেকটেক নেবো না, নম্বুরি নোটও নেবো না, নীরো দাদা আবার নোটের নম্বর আটক ক'রে দেবেন।

নীরদ। অ্যাঁ—এমনি আর কি!

মন্মথ। না—তুমি সব পার। এই যে শরতকে নোট দিয়েছিলে, তার নম্বর আটক ক'রে দিয়েছিলে।

নীরদ। সই ক'রে দিবি তো।

মন্মথ। না—তা করবো না।

শিবু। ও ছোট বাবুর Blank endorse আছে; সই করতে হবে না। তবে ঠিক রইল।

মন্মথ। হ্যাঁ।

[মন্মথের প্রস্থান।

নীরদ। কি বুঝ্‌তে পারলুম না ব্যাপার কি।

শিবু। ব্যাপারটা কি জানো, শরতকে ছোট বাবু পাঁচ হাজার ক'রে দু'বারে দশ হাজার টাকা ধার দেন, সেই হ্যাণ্ডনোট মন্মথ কি জানি কি ক'রে সই ক'রে নিয়েছে।

নীরদ। তা হ'লে সব হ্যাণ্ডনোট ছোটকাকা আমায় সই করে দেয়নি? কি পাজি দেখছ। আরও হ্যাণ্ডনোট ছিল।

শিবু। তাই তো দেখ্‌ছি। তার পর শুনুন, এখন মোনা কি ক'রে সন্ধান ক'রেছে, শরৎ তার মার বাপের বিষয় পেয়েছিল, মা মারা গেছে, ও এখন সেই টাকা আদায় ক'র্‌তে আমার কাছে গিয়েছিল। আমি আপনাকে ব'লে গেনুম না, একটা দাঁও আছে? ও সেই দু'খানা হ্যাণ্ডনোট।

হীরু। শিবু বাবু, ঐ হ্যাণ্ডনোট দুখানা পেয়েই নালিশ ক'রে দেবেন। শরতা বেটা নীরো বাবুকে যাচ্ছেতাই ব'লে গালাগাল দেয়। আবার শাশায়—বাগে পেলেই খুন ক'র্ব্বো।

শিবু। ঐ বিষয়টা পেয়েছে কি না! তাইতে নপর-চপর হচ্চে। ঐ attachment before Judgement ক'রে আমি শীল ক'চ্চি। নীরদ বাবু কাল যেন টাকাটা পাই। তা না হ'লে ছোঁড়া আবার অন্য কোন উকীলের কাছে যাবে, সে নিজে খরচা দিয়ে ওর হয়ে মোকদ্দমা ক'র্ব্বে।

নীরদ। শরতা ব্যাটাকে জব্দ করতে পারলে হয়, ব্যাটা আমায় ফাঁসাবার যোগাড় করেছিল।

হীরু। ওঃ, গা'ল যে দেয়! একবার বাড়ীখানা শীল করুন তো, তা হ'লে ব্যাটার একবার গা'ল বুঝি।

শিবু। ব'সবো কি? চেক একখানা দেবেন?

নীরদ। দেখি, অত টাকা ব্যাঙ্কে হবে কি।

[নীরদের প্রস্থান।

হীরু। শিবু বাবু, মোনা পাঁচশো দেবে ব'লেছে, আপনিও পাঁচশো দেবেন, শৈলেন বাবু ফেল্ হওয়া ইস্তক তেমন কোথাও কিছু হাত লাগ্‌ছে না।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, হবে, মকদ্দমাটা বাধাই না। নীরো বাবু বড় চালাক, কিছু আদায় করতে হবে।

হীরু। কি ক'বে—কি ক'রে?

শিবু। দাঁড়াও না, আগে affidav t ক'রে আদালতে দু'খানা হ্যাণ্ডনোট ফাইল করি। এইবার শ্রীমানকে শ্রীঘর দেখ্‌তে হবে, নয় যা চাইব, তাই দিয়ে মেটাতে হবে। দু'খানা হ্যাণ্ডনোটই জাল, মোনা খুব বুদ্ধি ক'রে নতুন ধরণের জাল ক'রেছে। আর যে বাড়ীর লোভে নীরদচন্দ্র

হ্যাণ্ডনোট দুখানি কিন্‌ছেন, সে বাড়ী অনেক দিন বিক্রী হ'য়ে গেছে। লোকে খিদের চোটে পাটকেলে কামড় দেয়—এ তাই।

হীরু। শিবু বাবু, এদের গতিক বড় ভাল নয়, এই সময় যা কিছু পাওয়া যায়, হাতিয়ে নাও। নিতাই উকীল যে রকম লেগেছে, বড় বউয়ের বিষয় কেয়ালো না ক'রে ছাড়ছে না।

শিবু। আমি আর তা ভাবছিনি? বড় বউকে দশ বছরের আয়ের ভাগ দিতে দু'পক্ষই জেরবার হ'য়ে পড়বে।

হীরু। তা হ'লে শৈলেনের খরচা যে আপনি ঘর থেকে চালাচ্ছেন, তার কি হবে?

শিবু। বাড়ীর share বেচে কিছু দিয়েছিল, আর যা বাকী আছে, তার একটা উপায় করতে হবে।

হীরু। তা হ'লেই হলো, তা হ'লেই হলো। আমি আপনাকে প্রথম জুটিয়েছিলুম। আপনি ফাঁকে পড়লে আমার কলঙ্ক হবে—কলঙ্ক হবে।

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। বাবু বল্লেন, উনি টাকা আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উপেন্দ্রের অতিথিশালার পশ্চাদ্ভাগ।

মন্মথ ও শরৎ।

মন্মথ। তোমার নামে শ্রীপুগির হ্যাণ্ডনোটের নালিশ হবে। তুমি জবাব দেবে, তুমি হ্যাণ্ডনোট দাও নাই—ও জাল।

শরৎ। তা আমি সই করে কি ক'রে ব'ল্‌বো যে জাল?

মন্মথ। আরে তাতে তোমার কোন ভয় নেই, এ জাল মকদ্দমার বিচার কেবল সই নিয়ে হবে না। এর ভেতর একটা মজা আছে; যে কাগজে হ্যাণ্ডনোট দু'খানা লেখা, সে কাগজ স্বদেশী মিলের, মোটে মাস আষ্টেক হ'ল ঐ মিল খোলা হয়েছে। আর তোমার হ্যাণ্ডনোটের তারিখ হ'চ্চে আড়াই বছরের আগেকার। যখন হ্যাণ্ডনোট সই ক'রেছে, তখন সে কাগজ জন্মায় নি, ঐ কাগজই জাল ধরিয়ে দেবে।

শরৎ। কিছু হবে বল্‌তে পারো?

মন্মথ। জেল হবে।

শরৎ। আরে না না, আমি আর সে দিক্ দিয়ে যাচ্চিনে। নগদ রেস্ত কিছু চাই।

মন্মথ। কেন বল দেখি? তুমি ত নীরদবাবুকে জব্দ কর্‌বার জন্য খুব রোক ক'রেছিলে?

শরৎ। ক'রেছিলুম বটে, এখন আর তা নাই। কুমী বেটীর সর্ব্বাঙ্গে কি বেরিয়েছে। তার রোজগারের পথ বন্ধ হ'য়েছে। চার ধারে দেনা, দাঁড়াতে পাচ্চি না, কিছু চাই।

মন্মথ। তা' যা চাও পাবে। নীরোদা' যখন মেটাতে আসবে, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, হাজার—যা চাও, দিতে হবে।

শরৎ। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি জাল ব'ল্‌বো—আমার আর কি?

মন্মথ। ছুঁড়ী টুঁড়ীগুলো এসেছে?

শরৎ। সব মজুত,—আমিও মজুত। একবার যদি চারে ফেল্‌তে পার, উনি আর এড়াচ্ছেন না। তা ছুঁড়ীদের কেন, আমরা দু'তিন জন হ'লেই তো ঠিক ক'রে দিতুম।

মন্মথ। না, কে আবার ব'লে দিত। দেখো না, ছুঁড়ীরা ঠিক করবে এখন। আর ছুঁড়ীদের কেউ কোথাও চেনে না, পূজো দিতে এসেছে। তোমাদের দল দেখ্‌লে অবধূত চিন্‌তে পার্‌তো। কি জানি, কি হ'তে কি হ'তো, এ ঠিক হয়েছে। ও সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছাদের সাত পুরুষে কেউ চেনে না।

শরৎ। দুই বন্দা যা ঝাড়বো—তা আমার মনেই আছে।

মন্মথ। (স্বগত) আগে ছোটবাবু হ্যাণ্ডনোটের দায় থেকে বাঁচুক, তার পর জাল মামলায় ফেলে নীরদাকে একবার বেড়াজালে ঘেরবো। বাছাধন কত কূটবুদ্ধি ক'রে কেটে বেরোন, একবার দেখ্‌বো। (প্রকাশ্যে শরতের প্রতি) চল হে চল, গা ঢাকা হই; ঐ আস্‌ছে। (স্বগত) পার্টিসন্ সুট না মেটালে কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অবধুত ও নীরদের প্রবেশ)

অব। এত রাত্রে কি ক'র্‌তে যাচ্ছ বাবাজী? আজ বড় ফাঁসাদ, স'রে পড়ো—আজ সরে পড়ো—কাল দিনের বেলায় এসো।

নীরদ। দিনের বেলায় ফুরসুৎ হোক না হোক্, না দেখ্‌লে শুন্‌লে যে অতিথির ঘরগুলো প'ড়ে যাবে। আপনি শুন্ গে—আমি দেখে শুনে আজ চ'লে যাচ্ছি!

অব। সে কি?—তা কি হয়? চলো—আমি তোমার সঙ্গে যাই।

নীরদ। কেন—কেন—ভয় পাচ্ছেন অবধুত ম'শায়?

অব। আরে আজ ত্'ঝাঁক পরী উড়ে উড়ে এসে ঐ বেলগাছে ব'সেছে! বেহ্মদত্যির আজ বেটার বে—নাচ-গান করবে।

নীরদ। না না—আপনাকে যেতে হবে না—আপনাকে যেতে হবে না।

অব। সে কি?—তোমার মতলবটা কি। তুমি কি পরীর-রাজ্যে উড়্‌বে না কি?

নীরদ। (স্বগত) ভাল বেটা গাঁজাখোরের পাল্লায় প'ড়েছি। (প্রকাশ্যে) হাঁ অবধুত ম'শায়, ভুলে গেছি—বড় মা কাশী থেকে এসে আপনাকে কেন ডেকেছেন, বলেছেন এই রাত্রেই দেখা কর্‌তে।

অব। তুমি কেন বল্‌লে না—এ রাত্রে যাই কি ক'রে, আজ ত্বকুর রাত্রে বেহ্মদত্যির বেটার বে, আমায় পুরোহিতগিরি ক'রতে হবে!

নীরদ। সে এসে করবেন এখন, সে এসে করবেন এখন।

অব। না—সেটা কি ভাল দেখায়? ও বেলগাছটিতে অনেক দিন আছে, অনেক দিনের আলাপ, মনে ত্বখুঃ করবে, সে ভাল দেখায় না।

নীরদ। (স্বগত) এ ব্যাটাকে নিয়ে তো ভারি মুস্কিলে পড়লুম।

অব। বড় ধুমধামের বিয়ে বুঝেছ? ডানা লুকিয়ে সব ঝম্ ঝম্ ক'রে পরী এসে সেঁধোলো। তারা সব খাওয়া দাওয়া করবে। গোটা দশ মৌচাক ভেঙ্গে নিয়ে গেছে, মধু খাবে।

নীরদ। পরীতে মধু খায় বুঝি?

অব। আর পাকা তেলাকুচো চোষে।

নীরদ। তা যে দেবেন, আপনি কি পাবেন?

অব। একটা মনসা কাঠের তাম্রকুণ্ড।

নীরদ। তবে যাচ্ছেন না যে?

অব। এই বাবাকে একটু তুরিতানন্দ দিয়ে, বাবা ঝিমুবে—আর আমি স'রে পড়্‌বো।

নীরদ। তবে তাই যান,—তবে তাই যান, আর দেরি করবেন না।

অব। দেখ,—তোমায় যদি ওড়ায়, তা হ'লে মন্দিরের চক্রটা ধরবে।

নীরদ। তাই করবো—তাই করবো।

অব। আর যদি ফুঁ ঝাড়ে, কাছা খুলে কাপড় ঝেড়ে পরবে।

নীরদ। যে আজ্ঞে, তাই করবো—তাই করবো।

অব। আর যদি কোন বেটী বে করতে চায়, তার মা বেটীর কান ত্বটো ধ'রে মুচ্‌ড়ে দেবে। বুঝলে—আমি চল্লুম,—বাবাকে শয়ন দি'গে। (অগ্রসর হইয়া) আর যদি মধু খাওয়াতে চায়—ত্বটো চেকুর তুল্‌বে।

(অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দণ্ডায়মান)

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই করবো।

অব। আর শোনো—শোনো,—যদি বাসর-ঘরে বসায়, তুমি একটা ত্বটো উল্‌টো ডিগ্‌বাজী খাবে।

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অব। আর দেখ—যদি ছাঁদনাতলায় নিয়ে যায়—

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি আস্‌ছি—আমি আস্‌ছি—

অব। আচ্ছা, তুমি এসো—আমি শয়ন দি গে।

[অবধূতের প্রস্থান।

নীরদ। আপদ্ গেল।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

অতিথিশালার অভ্যন্তর।

ফুলী।

ফুলী। এত দেরী ক'চ্চে কেন? ঐ আস্‌ছে।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। কে রে—ফুলী?

ফুলী। হাঁ, আজ থাক্—আমি চল্লুম। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে, রাত দুপুর হলো—এখানে উপদেবতা আছে।

নীরদ। আর নে—ঢং করিস্‌নে।

ফুলী। না না—আজ থাক্, কাল তখন সন্ধ্যে রাত্রে আস্‌বো। আমি একলা বসেছিলুম, কে যেন আসে পাশে কাঁদ্‌ছে।

নীরদ। আরে দূর—এই আলো জাল্‌লে সব থেমে যাবে। বাতাসের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

ফুলী। না—আমার ভয় হচ্ছে।

নীরদ। তবে আমার বৈঠকখানায় চ।

ফুলী। বাপ্ রে!—তা কি হয়—সবাই টের পাবে।

নীরদ। ভয় নাই—ভয় নাই—বোস্।

[দেশলাই জালিয়া বাতি প্রজ্বলিতকরণ।

তোর কপাল ফির্‌লো। আমি এই দেড়শো টাকা দিয়ে একটা ভাল বাড়ী ভাড়া করেছি, তোকে সেইখানে রাখ্‌বো, আর জিনিসপত্র খাট-বিছানা সব ঠিক ক'রে দিয়েছি। দেখবি যেন ইন্দ্রালয়।

ফুলী। তুমি কখন্ কর্‌লে? ঐ তো তোমার মিছে কথা, এইতে আমার অবিশ্বাস হয়।

নীরদ। আর অবিশ্বাস কেন চাঁদ—আর অবিশ্বাস কেন? এই তোমায় হ্যাণ্ডনোট দেখাচ্ছি।

ফুলী। আমি এক এক ক'রে দেখবো, ছোট বাবুর সই চিনি, সই দেখবো। তুমি যে যার তার নামে হ্যাণ্ডনোট দেখাবে তা হবে না। আর আটখানা হ্যাণ্ডনোট আমি শুনেছি আটখানা আমি গুণে দেখবো।

নীরদ। আচ্ছা—দেখ্।

(হ্যাণ্ডনোট প্রদান)

ফুলী। হ্যাঁ—ছোট বাবুর সই বটে। এই একখানা—এই দুখানা—

নীরদ। এই দেখ—এই দেখ—এই সাজিয়ে দিচ্ছি দেখ (তদ্রূপ করণ)।

ফুলী। (হ্যাণ্ডনোটগুলি লইয়া) এই তো হ্যাণ্ডনোট। টাকা কই?

নীরদ। আমি অদ্দেক কথা রাখলুম। তুমি অদ্দেক কথা রাখো। তার পর টাকা দিচ্চি, টাকা কি ফাঁকি দেবো? এততেও আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না? এসো প্রাণ, প্রাণ জুড়োও।

ফুলী। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরেঁ—ও নীরেঁ—নীরেঁ—আমি ফুলী নই—তোর ঘাড় ভাঙ্গবো!

নীরদ। তুই কত ঢং-ই জানিস?

(লুকাইত বারাঙ্গনাগণের প্রবেশ)

বারাঙ্গনাগণ। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরেঁ—ও নীরেঁ ও ফুঁলী নয়—ফুঁলী নয় তোঁর ঘাড় ভাঙ্গবে।

নীরদ। অ্যাঁ—এ সব কি? বদ্‌মাইসি জুচ্চুরী?

বারাঙ্গনাগণ। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরেঁ তোঁর ঘাঁড় ভাঙ্গবে—ঘাড় ভাঙ্গবে!

(নীরদকে বেষ্টন করিয়া বারাঙ্গনাগণের গীত)

এইবারে তোর বরাত ফিরেছে।
দোসর ক'রে রাখ্‌বে তোরে
পাঁচীর মা তাই আছে এঁচে॥
গান শোনাবে খোনা সুরে,
হাওয়া খাবি পেট্‌টি পূরে,
দিনেরেতে তেশূন্যেতে বেড়াবি ঘুরে;
সাঁজ সকালে সেওড়া ডালে,
ঝুল খাবি খুব উল্‌টো ধাঁচে॥

(ও নীরেঁ—ও নীরেঁ—ও নীরেঁ!)

নীরদ। চোর চোর—খুন কর্‌লে!

[বারাঙ্গনাগণের উচ্চৈঃস্বরে হাততালি দিয়া গান।

[এই অবসরে ফুলীর নোটগুলি আগুনে দগ্ধকরণ।

ফুলী। ফুস্—ফুস্—ফুস্, হ্যাণ্ডনোট তোর পুড়ে হলো ধূস্!

নীরদ। পুলিস—পুলিস, পাহারাওয়ালা—পাহারা-ওয়ালা—

[ফুলীর প্রস্থান।

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। খাও রসগোল্লা। (প্রহার)

নীরদ। ও বাপ্ রে—খুন কল্লে রে—

[নীরদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অবধূতের প্রবেশ)

অব। ইস্ নীরদ, বাসরে সেঁধিয়েছ! ডিগবাজী খাও —ডিগ্‌বাজী খাও!

নীরদ। রক্ষে—কর, রক্ষে কর, আমায় খুন করবে।

অব। চট ক'রে ডান বগলটা সোঁকো।

নীরদ। অবধূত মশায়, সব ডাকাত ছিল।

অব। ডাকাত কোথা—সব পরীর বাচ্ছা, পোঁ উড়ে গেল।

নীরদ। ঐ ফুলী! পাহারাওয়ালা ডাকো, বেটীকে বাঁধিয়ে দেবো!

অব। ফুলীর মতন দেখেছ, সেই পরীর রাণী, এখনো তোমার ঘাড়ে ভর ক'রে র'য়েছে।

নীরদ। তবে রে ব্যাটা গাঁজাখোর, তুমি এর ভিতর আছ।

অব। উঃ বক্কার হ'য়েছে। বিচেল দড়ি বেঁধে মাথায় কলসী কতক কোয়ার জল ঢাল্‌তে হবে।

নীরদ। সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো—সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো।

অব। ইস, বাঁধতে হবে, নইলে আজ খুনখারাপি করবে।

নীরদ। ওরে বাপ্ রে—শালা বাঁধতে চায় রে!

[প্রস্থান।

অব। দাঁড়াও দাঁড়াও, তিনি ফুঁয়ে তোমায় ঝাড়িয়ে দিচ্ছি।

[অবধূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

বিরজা।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। এ কি ঠাকুরপো! তুমি এমন হয়ে কেন?

উপেন্দ্র। যা হবার তা হ'য়েছি, পাগল হয়েছি—শোন নি?

বিরজা। পাগল হয়েছ কি?

উপেন্দ্র। কেন শোন নি? নীরো তার গর্ভধারিণী সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমি পাগল হয়েছি ব'লে আদালতে দরখাস্ত করেছে। আমার খোরাকি কোম্পানীর কাগজ আটক করেছে। আমা পাগল সাব্যস্ত করবে! নইলে সে কোম্পানী কাগজ হাতে পাবে না, তোমার বিষয় হা করতে পাবে না। আমি পাগল না হ'লে তোমার বিষয় যে তুমি পাবে।

বিরজা। অ্যাঁ বল কি! কি সর্ব্বনেশে কথা! তুমি বসো—বসো।

উপেন্দ্র। আর ব'সবো না, এ বাড়ীতে আমার স্থা নাই। এ বাড়ীতে থাক্‌লে আমায় গারদে দে তাই পালাচ্ছি। বড় মনে সাধ ছিল, শৈলেনে দেখবো;—সে তো এ বাড়ীতে নাই। য অপঘাত মৃত্যুর সাধ না থাকে—তুমি পালাও।

বিরজা। তুমি স্থির হও—স্থির হও, কে তোম গারদে দেয় দেখি! তুমি নাও নি—খাও নি?

উপেন্দ্র। আর নাওয়া খাওয়া, এখন যতদিন বাঁ ভিক্ষে ক'রে তো খেতে হবে। সর্ব্বস্ব আট হয়েছে, ভিক্ষে করে খাবো, নইলে কোথ খাবো?

বিরজা। ছিঃ! ছিঃ! এমন সন্তানও জন্মায়।

উপেন্দ্র। ঠিক সন্তান, কলির সন্তান! আমি চল্লু —আমি পালাই, আমার পায়ে বেড়ী দেবে- আমি সত্যি পাগল হ'য়েছি! আর পাগল কিসে?

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। এসো—এসো—ঘরে এসো,—আর শত্রু হাসিও না। ঘরে এসো—এখানে কি ক'চ্চ?

উপেন্দ্র। বেড়ী এনেছো! এইখানেই পরিয়ে দাও। না, একটু দেরী করো, দুটো কথা কই।

তর। আর কথা কয় না; এসো এসো।

উপেন্দ্র। তুমি কি জাত? তোমার কোন্ ঘরে জন্ম? তুমি কি মানুষের ঘরে জন্মেছ? ঠিক বলো—ঠিক বলো। তোমার জোড়া পৃথিবীতে আছে! তোমার ভারে পৃথিবী নেবে যায় না!

তর। নীরে—নীরে! শীগগির আয়—শীগগির আয়, এখানে তোর জেঠাই সোহাগ করে পাগল ক্ষেপাচ্চে!

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। জেঠাই মা, তোমার সঙ্গে আমাদের সুবাদ কি? বাবাকে তো পাগল ক'রে সব লিখে নিয়েছ, আবার কেন? বাবা আসুন—বাবা আসুন!

উপেন্দ্র। ছুঁসনে—ছুঁসনে—গায়ে হাত দিস্ নে। সবই তো হয়েছে, কেন নরহত্যা করাবি—কেন পুত্রহত্যা করাবি—কেন স্ত্রীহত্যা করাবি? সরে যা!

তর। ওগো—উন্মাদ হয়ে ক্ষেপেছে! নীরে, লোক ডাক্, লোক ডাক্, বেঁধে ফেলে রাখ্; নইলে খুনোখুনি করবে, খুনোখুনি করবে।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, খুনোখুনি কর্‌বো।

[তরঙ্গিণীর গলা টিপিয়া ধরণ।

নীরদ। খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে!

[দ্রুত প্রস্থান।

বিরজা। কি করো, কি করো, খুন হয়ে যাবে!

উপেন্দ্র। কিছু ব'লো না, বড় বউদিদি কিছু বলো না, এই জন্মেই সব হয়ে যাক্! (তরঙ্গিণীর প্রতি) এখনো মরিস নি!

(বৈদ্যনাথ, নিতাই ও মন্মথের প্রবেশ এবং তরঙ্গিণীকে মুক্তকরণ)

বৈদ্যনাথ। কি করো উপেন, কি করো?

নিতাই। বড় বউদিদি, শীগগির জল আনো।

(বিরজার জল আনয়ন ও তরঙ্গিণীর মুখে দেওন)

বৈদ্যনাথ। এ কি উপেন, কি কর্‌লে?

উপেন। কি করেছি, পাগল হয়েছি, জানো না? দেখে টের পাচ্ছ না? কাজ দেখে বুঝতে পাচ্চ না?

তর। ওরে বাবা রে, খুন করেছে রে—

উপেন। মরিস্ নি, মরিস্ নি? স্ত্রীহত্যা করা অদৃষ্টে নাই।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

বৈদ্য। উপেন উপেন, চ'লে এসো, চ'লে এসো।

উপেন। যাচ্ছি, রাস্তায় রাস্তায় তো ঘুরতেই হবে, ভিক্ষে ক'রে তো খেতেই হবে, আর তো উপায় নেই, আর তো উপায় নেই! কুলের ধ্বজা পুত্রকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছি, তা কি শোন নি?

নিতাই। এসো, এসো, রাস্তায় ঘুরবে কেন? আমার বাড়ী নাই, ব'দের বাড়ী নাই?

বৈদ্য। উপেন, চল চল।

উপেন। চল যাই, একবার শৈলেনকে আমায় দেখিও, যতক্ষণ তারে না দেখি, এ পাপ দেহে প্রাণ রাখ্‌বো। কিন্তু শীগগির দেখিও, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এ পাপ দেহে আর প্রাণ থাকতে চায় না।

বিরজা। ও মা, সার্জন যে গো!

[অন্তরালে গমন।

উপেন্দ্র। এই দেখ, আমার সুসন্তান দেখ, আমায় ধরিয়ে দেবার জন্য সার্জ্জন এনেছে।

ইন্‌স্পেক্‌টার ও পাহারাওয়ালাগণকে লইয়া নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। বিনোদ বাবু, বাঁধো—ধরো।

বিনোদ। কই খুন কই?

উপেন্দ্র। বাবা, ফাঁসী হবে না, ফাঁসী হবে না। খুন হয় নাই, বেঁচে গিয়েছে—বেঁচে গিয়েছে।

নীরদ। বিনোদ বাবু, ধরুন, গারদে নিয়ে যান। খুনে হয়েছেন। মা, মা, এ দিকে এসো, সার্জ্জন সাহেবকে বলো।

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। আর কি বল্‌বো বাবা, আমায় খুন করেছিলো বাবা, আমার গলা টিপে ধ'রেছিলো বাবা!

নিতাই। বিনোদ, সব বুঝ'তে পেরেছ তো?

বিনোদ। উপেন বাবু পাগল হ'য়েছেন না কি?

তর। উন্মাদ হয়েছে, খুনে হয়েছে, আমায় খুন কর্‌তে কর্‌তে রেখেছে, বেটাকে শাসিয়েছে।

নীরদ। বিনোদ বাবু, গারদে নিয়ে চলুন। ছাড়া থাক্‌লে খুন ক'রবেন।

নিতাই। বিনোদ, কিছু বুঝতে পাচ্ছ না? চলো, সব ব'ল্‌ছি।

বৈষ্ণ। (উপেন্দ্রের হাত ধরিয়া) চলো, চলো।

উপেন্দ্র। আহা, কুলতিলক, কুলতিলক, বংশ পবিত্র ক'রে জ'ন্মেছ। তুমি যে দিন জন্মাও, দাদা দেশে ঢাকঢোল রাখেন নাই, তুমিও খুব ঢাকঢোল বাজালে। ধন্য তুমি, তোমার গর্ভ-ধারিণী ধন্য, তোমার জন্মদাতা ধন্য! তোমার চিন্তা নাই, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না, তুমি দাঁড়িয়ে ভাবছ কেন? মতলব করো, পাগলা গারদে দিও।

নীরদ। বিনোদ বাবু, পাগল হয়েছেন—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?

বিনোদ। পাগল হ'য়েছেন, না করেছেন, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। দেখে শুনে আমিই পাগল হবার যোগাড় হয়েছি।

তর। নীরে, ভাল সার্জ্জন ডেকে নিয়ে আয়, ভাল সার্জ্জন ডেকে নিয়ে আয়!

বিনোদ। হ্যাঁ মা, তাই ডাকান, আমার কর্ম্ম নয়।

[ইনস্পেক্‌টর ও পাহারাওয়ালাগণের প্রস্থান।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, মনে ক'রেছিলুম, শ্বশুরের বংশ ক্ষেমা ঘেন্না ক'র্‌বো। কিন্তু আর কারো মুখ চা'ব না। তুমি আদালত থেকে শীগগির হুকুম বা'র করো। দশ বছর হ'ল, আমার এই দশা হয়েছে,—আমি বিষয় থেকে একটি পয়সা নিই নি। পেট-ভাতায় এদের সংসারে বাঁদীগিরি কর্‌চি। এখন কড়ায় গণ্ডায় আমার ভাগের ভাগ বুঝে নেব।

বৈষ্ণ। চলো না হে—চলো না—

উপেন্দ্র। দাঁড়াও দাঁড়াও, বাছার মুখকান্তি দেখছি—চাঁদমুখ দেখছি,—আমার বংশের তিলককে দেখছি।

বৈষ্ণ। এসো—এসো।

নীরদ। (তরঙ্গিণীর প্রতি জনান্তিকে) মা, দেখ না, আমি যদি গারদে না দিই তো আমার নামই নয়!

উপেন্দ্র। মরি মরি নীরদচন্দ্র রে!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেজেষ্টারী অফিস।

সতীশ, শরৎ ও হীরু ঘোষাল।

সতীশ। বল কি? নীরে—পনের হাজার টাকা দিয়ে—মেটালে না? ফোরজারী কেস! একেবারে যে চৌদ্দ বৎসর বনবাস? চাঁদ জেলে যাবে?

হীরু। সখ!

শরৎ। শুধু সখ নয় বাবা—নিতাই উকীল ব'ড়বৌ'র বিষয় আদালত থেকে বার ক'রে নিয়েছে। বড়বৌ ঠাক্‌রুণের ধনুকভাঙ্গা পণ—কড়ায় গণ্ডায় ভাগের ভাগ বুঝে নেবেন। কম ত নয়, তিনি দশ বছর বিধবা হয়েছেন, বিষয় থেকে একটি পয়সা নেন্‌নি, তাঁকে তাঁর দশ বৎসরের আয়ের ভাগ বুঝিয়ে দিতে খুড়ো ভাইপোর জীব বেরিয়ে প'ড়েছে। তাইতে নীরের হাতে নগদ যা কিছু ছিল, সব গেছে।

সতীশ। একটা বিষয় বাঁধা দিয়ে কেন দিক্ না! পনর হাজার বৈ ত নয়?

হীরু। বুঝ্‌তে পাচ্ছে না, অত বুদ্ধি নাই। তুমি বুঝি আজ্‌কাল দালালী ধ'রেছ?

শরৎ। নিতাই উকীল কিসে যো রেখেছে? সহজে হস্তান্তর করা যায়, এমন সব বিষয় ক্রোক্ ক'রেছে।

সতীশ। তা'হলে শিবু উকীল ত শৈলেনের কাছে ফাঁকে প'ড়্ল?

শরৎ। তেমনি কাঁচা ছেলে কি না; শিবু উকীল ফাঁকে পড়্বে কি? শৈলেনকে ফতুর কর্বে। শৈলেন দেনার জ্বালায় অস্থির হয়েছে, পাওনাদাররা তিষ্ঠুতে দিচ্ছে না, তাই মৎলব ক'রেছে, তালতলার বাড়ীখানা বেচ্বে।

সতীশ। সেই বাড়ীর দলিল রেজেষ্টারী ক'রে নেবার জন্যে ত আমি এসেছি, আমার একজন আত্মীয় কিন্‌ছে।

শরৎ। বুঝে সুজে কিনো, বাবা! ওর ভেতর গোল আছে। শৈলেন স্ত্রীধন ব'লে পরিবারকে দিয়ে বাড়ী বেচাচ্ছে; কিন্তু তা নয়, বাড়ী বেনামী। তার সব প্রমাণ শিবু উকীলের কাছে আছে। সেই প্রমাণের কাগজ-পত্তর হস্তগত কর্‌বার জন্যে, শৈলেন শিবু উকীলের কাছে হাঁটাহাঁটি কান্নাকাটি ক'চ্ছে—পায়ে পর্য্যন্ত ধ'রেছে।

হীরু। পায়েই ধরুক, আর মাথাই খুঁড়ুক, শিবু উকীল সেগুলিকে ইষ্টি-কবচ ক'রে রেখেছে।

শরৎ। আর এ দিকে শৈলেনকে ব'ল্‌ছে—আমি costএর দরুণ যে টাকা পাব, তার একটা কিনারা ক'রে দাও! তোমার বড় বৌদিদি ম'লে তুমি তার অর্দ্ধেক বিষয় পাবে, সেই স্বত্ব আমায় লিখে দাও, তা'হলে আর তালতলার বাড়ী নিয়ে কোন গোল ক'র্‌ব না। শুনছি—আজ সেই স্বত্ব রেজেষ্টারী ক'রে নেবে।

সতীশ। তবে আর কি! তালতলার বাড়ী নিয়ে শিবু উকীল আর কোন গোল কর্‌বে না।

শরৎ। না! সাধু—সাধু! দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে, শিবু উকীলের কাছে ঠেকেও যে তোর শিক্ষা হয় নি।

সতীশ। কি জানিস্, আমার খরচার জন্যে অমন ক'রে জড়িয়ে রেখেছিল। সেই costএর যখন কিনারা হ'চ্ছে, তখন আর শৈলেনের বাড়ী নেবে কেন?

শরৎ। কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ইট্ পাটকেল খাবে ব'লে। বাড়ী, ঘর, দোর না খেলে ওর রাত্রে ঘুম হয় না।

সতীশ। কি ক'রে নেবে বল্ না, সব খরচাই যদি চুক্‌ল?

হীরু। তিনখানা হ্যাণ্ডনোট ডিক্রী ক'রে জীইয়ে রেখেছে—এক দিকে শৈলেন বড়বৌর স্বত্ব লিখে দেবে, আর এক দিক্ দিয়ে শিবু উকীল তালতলার বাড়ী attach ক'র্‌বে।

(শিবু উকীলের প্রবেশ)

শিবু। ওহে শরৎ, হীরু, তোমাদের দু'জনের একজনকে শৈলেনকে identify কর্‌তে হবে।

শরৎ। তা ত কর্‌ব, কিন্তু এদিকে যে নীরে সাফ্ জবাব দিয়ে গেল।

শিবু। পাগল আর কি! সাফ্ জবাব দেবে কি? ওর শাশুড়ীর হাতে টাকা আছে, আমি তার কাছে যেতে ব'লেছি।

হীরু। ম'শায়, ও সব মন্মথর পট্টি,—তুমি শুনো না!

শিবু। পাগল হয়েছ? টাকা দিয়ে না মেটালে পুলিপোলাও যাবে যে? সে আমি ঠিক ক'রেছি, তোমাদের ভাব্‌না নেই। টাকা দিয়ে মেটাতেই হবে। ক'ল মকদ্দমা মুলতুবি নেব, তা'হলেই টাকার যোগাড় হবে।

শরৎ। জজ যদি মুল্‌তুবি না দেয়?

শিবু। দু'পক্ষ মিলে দরখাস্ত কর্‌ব, postpone হ'তেই হবে। তোমরা থেকো, আমি আফিস্‌ঘর থেকে একটা কাজ সেরে আস্‌ছি। হাকিমও আস্‌তে আর বেশী দেরী নাই।

সতীশ। শিবু বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

হীরু। এ দিক্ যা হয় হবে। এখন একটা মাল হাতে এসেছে—বল্‌লে গেরস্তর মেয়ে, সোয়ামী জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, মানুষ খুঁজ্‌ছে—বেড়িয়ে আস্‌বে।

শরৎ। এ সব কথা কি তোমার বাড়ীতে এসে ব'লে গেল?

হীরু। কাজের কথায় ঠাট্টা নয়। কাল সন্ধ্যের পর গঙ্গার ধারে দেখা—চাদর মুড়ি দে, একলা

ব'সে কাঁদছিল। আমি সব কথায় কথায় ভাব বুঝে নিলুম।

শরৎ। চেহারাখানা কি রকম দেখ্‌লে?

হীরু। বললুম চাদর মুড়ি দিয়েছিল। সে আর দেখতে হবে না। যে মিষ্টি কথা ক'ইলে, তাতেই বুঝ্‌লুম, একেবারে পরী না হোক্‌, সুন্দরী বটে। কাল তোমার মকদ্দমা, আমি পরশু গঙ্গার ধারে থাকতে বলেছি! একেবারে গয়নার বাক্স নিয়ে বেরিয়ে আসবে। তুমি রাজী না থাক,—বল, আমি অন্য লোক জোটাব!

শরৎ। আর কাজ কি তোমার অন্য লোক জুটিয়ে!

(শিবু উকীল, শৈলেন্দ্র ও সতীশের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। শিবুবাবু, আমি আপনার শরণাগত, গলায় গলায় হয়েছে. সাম্‌লাতে পার্‌ছি না। আমার রক্ষা করুন,—খেতে, বসতে, শুতে তাগাদা। এতদিন যাদের বিষয় দেখিয়ে রেখেছিলুম, নিত্যই দা ক্রোক দিতে তারা আর থাম্‌ছে না। জীবনে যে সব কথা শুনিনি, তা শুন্‌ছি—হজম ক'চ্ছি। আপনি সহায় হয়ে আমার বাড়ীখানি বেচিয়ে দিন্‌। দু'দিন একটু হাঁফ্‌ ছাড়্‌বার সময় পাই। (সতীশের প্রতি) সতীশ, টাকা এনেছ ত ভাই?

শিবু। শৈলেন বাবু, আপনি ব্যস্ত হ'চ্চেন কেন? আমার দলিলখানা রেজেষ্ট্রী হয়ে যাক্‌ তার পর যা ব'লেছি, তার নড়চড় হবে না।

সতীশ। না হে শৈলেন বাবু, আমি শিবুবাবুকে সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছি, উনি ব'লেছেন, কোন গোল হবে না। যে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার গলায় কি কেউ ছুরি দেয়? উনি ব'লেছেন, ও বাড়ী তুমি স্বচ্ছন্দে কিন্‌তে পার।

শৈলেন্দ্র। দেখ ভাই, শেষ যেন কোন গোল না হয়।

সতীশ। গোল কি? তুমি যাতে একটু ঠাণ্ডা হ'তে পার, আমি সেই চেষ্টাই কর্‌ব। আর শিবুবাবু আমায় কথা দিয়েছেন, কোন গোল কর্‌বেন না। যাক্‌ এখন দুর্গা ব'লে ত ঝুলে পড়, তার পর যা বরাতে আছে হবে।

শৈলেন্দ্র। দেখুন, পাওনাদারদের এম্‌নি জোর তাগাদা, আজ বাড়ী বেচে টাকা পাব শুনেছে, তাই এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে।

(রেজিষ্টার, কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রবেশ)

শিবু। আগে আমার দলিলখানা রেজেষ্টারী হয়ে যাক্‌।

(দলিল দাখিল করণ)

রেজি। কি দলিল?

শিবু। বলুন শৈলেন বাবু?

শৈলেন্দ্র। মর্টগেজ দলিল। সরোজা দাসীর অর্দ্ধেক সম্পত্তির আমি উত্তরাধিকারী। শিবুবাবু হ্যাণ্ড নোটের দরুণ আমার নিকট অনেক টাকা পান সেই টাকার জন্য এই দলিল লিখে দিচ্ছি।

রেজি। সনাক্ত কর্‌বে কে?

শিবু। এই হীরু ঘোষাল।

রেজি। ঘোষাল ম'শায়ের দেখেছি, এখানে মাসে দু' একবার যাওয়া আসা আছে।

হীরু। কি করি হুজুর! অনেকের সঙ্গে আলাপ, কা[illegible] কথা ঠেল্‌তে পারি না।

শিবু। হুজুর, এর সনাক্ত যদি গ্রহণ না করেন, আম[illegible] অপর লোক আছে।

রেজি। না না, উনিই করুন। কেমন ম'শা[illegible] আপনি একে চেনেন কি?

হীরু। আজ্ঞে, শৈলেন বাবুকে চিনি নি? চি[illegible] বই কি?

রেজি। বেশ—সই করুন। শৈলেন্দ্রের প্রতি আপনিও সই করুন। (কর্ম্মচারীর প্রতি) না[illegible] হে, এদের finger prin[illegible] নাও।

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। কই হে সতীশ, কত দূর?

সতীশ। এই যে হ'চ্চে। এই দলিলখানা হয়ে যাক্‌।

কর্ম্মচারী। (শিবুকে) এই নিন - আপনার রসিদ নি[illegible]

সতীশ। শৈলেন বাবু, দলিল pre[illegible]ent করুন।

রেজি। কি দলিল?

শৈলেন্দ্র। বিক্রয় কওয়ালা। তালতলায় আমার [illegible] একখানি বাড়ী আছে, তাঁর স্ত্রী ধনসম্পত্তি [illegible] কিনবেন।

শিবু। স্ত্রীধন-সম্পত্তি আপনি বিক্রয় কর্‌বার কে[illegible]

শৈলেন্দ্র। সরোজিনী আমায় নামে বিক্রয় কওয়[illegible] রেজেষ্টারী কর্‌বার power দিয়েছে, দেখুন।

শিবু। সরোজিনী দাসী এখানে উপস্থিত [illegible]

থাক্‌লে হাকিমকে ফৌজদারী সোপরদ্দ কর্‌তে বল্‌তুম।

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, আমার দয়া করুন, রক্ষা করুন।

সতীশ। সে কি শিবু বাবু, তুমি এই আমায় ব'ল্লে, কোন গোল নাই।

ভদ্রলোক। চুপ করো না—চুপ করো না—ইনি কি বলেন—শোনা যাক্‌। কি হয়েছে ম'শায়?

শিবু। হবে আর কি? এ সব জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়েছেন।

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, কি কথা ব'লে দয়ার উদ্রেক ক'র্‌তে হয়, জানি না। আপনার পায়ে ধরি, আমায় রক্ষা করুন।

শিবু। বটে, জুচ্চুরীর আর জায়গা পাওনি? এটা আদালত—তা জান? এখানে এসেছ জুচ্চুরী ক'র্‌তে? তুমি পায়ে ধর্‌ছ ব'লে কি আমি অধর্ম্ম কর্‌ব? নিরীহ ভদ্রলোককে ঠকাবে, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

ভদ্র। ম'শায় কি হয়েছে—বলুন।

শিবু। ভাগ্যিস্ আমি আদালতে উপস্থিত ছিলুম, কি হ'য়েছে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন? জোচ্চোরে মিলে আপনার টাকা ঠকিয়ে নিচ্চে।

ভদ্র। কেন মশায়?

শিবু। বাড়ী সরোজিনীর নয়, ইনি তাঁর নামে বেনামী ক'রেচেন। তার ভেতরে অনেক গোল। আমার কাছে সব প্রমাণ আছে, দেখ্‌তে চান—আমার আফিসে যাবেন। আর কিন্‌তে ইচ্ছা হয়—কিনুন। কিন্তু রাখ্‌তে পার্‌বেন না। আমার ডিক্রী আছে, এর সম্পত্তি ক্রোক করে নেব।

ভদ্র। বটে! বটে (শৈলেন্দ্রের প্রতি) ছি! ছি! ম'শায়, আপনি ভদ্রলোক, এমন জুচ্চুরী মত্‌লব করেন! (সতীশের প্রতি) সতীশ, তোমার উপর ভার দিয়াছিলুম। এই ভদ্র লোক না থাক্‌লে ত ঠক্‌তুম!

শিবু। আপনি cheating charge আনুন, ওকে জেলে দিন, আমি সাক্ষী দেব।

ভদ্র। আর যাক ম'শায়, আমি ও বাড়ী আর কিন্‌ব না। সতীশ, এস বাড়ী যাই।

[শিবু উকীলের প্রস্থান।

সতীশ। তুমি যাও, আমি পরে দেখা ক'রে তোমায় সব বল্‌ব।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান।

রেজি। ছিঃ! ছিঃ! শৈলেন বাবু, আপনি বড় ঘরের ছেলে, এ সব কি? সত্যপথ, সদ্ব্যবহার—লোকে আপনাদের কাছে থেকে শিখ্‌বে, তা না আপনারাই পথ দেখাচ্চেন? আর যাঁদের রেজিষ্ট্রেশন কর্‌তে হবে, তাঁরা অপেক্ষা করুন, আমার chamberএ একটি স্ত্রীলোক এসেছে, আমি তাঁর দলীল রেজেষ্ট্রি ক'রে আসি।

[রেজিষ্ট্রারের প্রস্থান।

১ম পাওনাদার। কি হ'ল ম'শায়? আমার টাকা পাব না? চুপ ক'রে রইলেন কেন? ব'লে এলেন যে—এইখানে সব চুকিয়ে দেবেন? এত দমবাজী?

শৈলেন্দ্র। হা ভগবান্!

২য় পাওনাদার। ওঃ—আবার ভগবান্ দেখান আছে! বলি ধর্ম্মজ্ঞান আছে না কি?

সতীশ। ম'শায়, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর কেন দিচ্ছেন? ইনি জোচ্চোর নন, রয়ে ব'সে নিন—আপনারা পাবেন।

৩য় পাওনাদার। আর পাবেন! এমন ঠকের পাল্লায় কখনো পড়ি নি! আর আছে কি?—পাব কি?

৪র্থ পাওনাদার। নাও নাও—যা পাও, ছাতা চাদর কেড়ে নাও—ছাতা চাদর কেড়ে নাও।

সতীশ। মশা'য়, মাপ করুন। (শৈলেন্দ্রের প্রতি। চল, শৈলেন বাবু, বাড়ী চল।

১ম পাওনাদার। নিদেন হাতের সুখটা ক'রে নাও ত হে! দুটো কান আচ্ছা ক'রে ম'লে দাও ত! টাকা যা পাব, তা ত দেখ্‌ছি।

সতীশ। শৈলেন, বাড়ী চল, তোমায় রেখে যাই, এ সব আর কি শুন্‌বে? সময় বিগুণ হ'লে, এমনি সব হয়।

শৈলেন্দ্র। তাই ত—তাই ত—দুঃখ কি? কিছু না—কিছু না! এম্‌নি হয়—এম্‌নি হয়!

সতীশ। চল—বাড়ী যাই।

শৈলেন্দ্র। বাড়ী?—চল। এম্‌নি হয়,—এম্‌নি!

২য় পাওনাদার। চল হে, চল। টাকা ত কোঁচড় ভ'রে পাওয়া গেল।

সতীশ। আবার থ'ম্‌কে দাঁড়ালে কেন? ও সব আর কি শুনছ?

শৈলেন্দ্র। কিছু না—কিছু না, এমনি হয়,—এম্‌নি হয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উপেন্দ্রের বাটী।

বিরজা ও নিতাই।

নিতাই। বউ দিদি, নীরে আর শৈলেনের উপর তুমি যে টাকার ডিক্রী পেয়েছ, তা সব টাকা নগদ দিতে পার্‌বে না, ওদের বিষয় ক্রোক দিতে হবে। তা সব তোমার নামে কিনি?

বিরজা। ঠাকুরপো কি বলে?

নিতাই। সে বলে, তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে।

বিরজা। তুমি কি বল?

নিতাই। আমি ত তোমায় জিজ্ঞসা ক'চ্চি।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি শৈলেনের কাছে আর একবার যাও।

নিতাই। আমি আরও দশবার যেতে রাজি আছি। কিন্তু গেলে ফল কি? তার সে ধনুকভাঙ্গা পণ। বাড়ী বেচে গেছে, এ বাড়ীতে আর আস্‌বে না। হাতে যা টাকা ছিল—গেছে, ছোট বউমার গয়না-পত্তর সব গেছে! চার্‌দিকে দেনা; তবু কারুর সাহায্য ও নেবে না।

বিরজা। ঠাকুরপো, মাই দিয়ে মানুষ ক'রেছি, আমি কি তার উপর রাগ ক'রে থাকৃতে পারি। এই অজগর পুরী, আমার মনে হয়, আমি শ্মশানে ব'সে আছি। আমি না ব'স্‌লে শৈলেন খেতে পার্‌ত না! সেই শৈলেন আমার পর হ'ল! ছোট বউ আঁচল ধ'রে ধ'রে ফির্‌তো! ঠাকুরপো রাগের মাথায় ব'লেছি, আর তোর মুখদর্শন কর্‌ব না। কাশী থেকে এসে আর তাদের দেখ্‌তে পেলুম না। আমারি বুকে শেল বিঁধে র'য়েছে নিতাই ঠাকুরপো, তুমি আর একবার যাও।

নিতাই। আমি কালই যাব।

বিরজা। আর ঠাকুরপো[illegible] ব'লো, আমি মেয়ে মানুষ, আমার ঘাড়ে [illegible] এম্‌নি ক'রে ফেলে দিয়ে পরের বাড়ী কি ব'সে থাকা ভাল?

নিতাই। পরের বাড়ী কি বউদিদি? আমাকে কি পর মনে কর, বড়দার সঙ্গে আমার কি সুবা[illegible] ছিল, তা তুমি যত জান, তত ত আ[illegible] কেউ জানে না! সে সব কথা কি ভুলে গিয়েছ?

বিরজা। ভুলিনি ভাই, কিন্তু কেন যে ভুলিনি, তা[illegible] জানি না। আট বছরের মেয়ে, এদের সংসারে এলুম, তখন ভাল ক'রে হাত তুলে খেতে শি[illegible]নি। মানুষ-মুনুস ক'রে শ্বশুর শাশুড়ী আমা[illegible] গলায় সংসার দিয়ে স্বর্গে গেলেন। বিষয় গেল বাধাবল্লভজীর কৃপায় আবার ফিরে পেলে[illegible] তখনও দেখেছি, এখনও দেখছি।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। বড় সু-খবর এনেছি, বড় সু খবর এনেছি বড় বউদিদি, সন্দেশ নিয়ে এসো! মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছ কি? মনে ক'চ্ছ আমি পাগল? মেডিক্যাল বোর্ডে বারোজ[illegible] সাহেব ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে, আ[illegible] পাগল নই। তোমার নীরে আর আমাকে পাগল বলতে পাচ্ছে না।

নিতাই। কি শুনে তুমি আবার ছুটে এলে? এবে[illegible] ডাক্তার বলে, তোমার heart week, কো[illegible] রকম উত্তেজনা, চলাবলা ভাল নয়।

উপেন্দ্র। চোপ্‌রাও, বক্তৃতা কর্‌িস্ কোর্টে।

বিরজা। স্থির হও, ঠাকুরপো, স্থির হও! কি কথা টাই বল না?

উপেন্দ্র। অতি সুসংবাদ,—অতি সুসংবাদ, কুলে[illegible] তিলক তোমার নীরে।

বিরজা। স্থির হয়ে বল'। ব'স ব'স অত হাঁপিও না। নীরে আবার কি ক'রেছে?

উপেন্দ্র। গুণধর বংশধর—জাল ক'রে হাজতে গেছে

বিরজা। অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ!

নিতাই। তুমি কার কাছে শুন্‌লে?

উপেন্দ্র। তোর মুহুরীর কাছে; ব'লে জজ postpone দিলে না। ফৌজদারী সোপরদ্দ ক'রবার হুকুম দিয়েছে। জামিন চাইলে, আদালতে কেউ জামিন হলো না। হাজতে নিয়ে গেছে, এ বংশের ছেলে জামিন পেলে না। ধর্ম্মের কল আপনি নড়ে!

(উপেন্দ্রের কম্পন, বিরজার পাখা লইয়া ব্যজন)

বাতাস ক'চ্ছ কি? মর্‌ব না—নীরের ফাঁসী না দেখে মর্‌ব না।

নিতাই। জাল কর্‌লে ফাঁসী হয়, তোকে কোন্ উকীল ব'লেছে?

উপেন্দ্র। মহারাজ নন্দকুমারের হয়েছিল, নীরেরও হবে। ফকির হয়েছি—ফকির হয়েছি, নইলে আজ কালীঘাটে পূজো দিতুম। নিতে চল্—কালীঘাটে যাই!

বিরজা। স্থির হও ঠাকুরপো—স্থির হও।

উপেন্দ্র। বাতাস ক'চ্চ—মাথা ঠাণ্ডা কর্‌বে? চিরকাল তোমার ঐ একদশায় গেল। এখনো শিখ্‌লে না, এখনো পরের জন্যে মাথা ব্যথা। না ম'লে স্বভাব যায় না। সংসার বজায় কর্‌বে? মনে ক'রেছ—আবার সব যেমন ছিল, তেমনি হবে? তোমার মরণ হয় না? তুমি মর্‌বে কবে?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার মুখে ফুলচন্দন প'ড়ুক, আমায় এখনি রেখে এসো, আমি আর সইতে পারি না। রাধাবল্লভ!

নিতাই। বউদিদি, তুমিও দেখছি যে পাগলের মত পাগ্‌লামি আরম্ভ কর্‌লে?

উপেন্দ্র। চোপ্‌ ষ্টুপিড্, তুই না সঙ্গে ক'রে আমায় মেডিক্যাল বোর্ডে নিয়ে গিয়েছিলি?

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, কি হবে? আমায় নিয়ে চল, আমি জামিন হয়ে ছোঁড়াকে খালাস ক'রে আনি।

নিতাই। বউদিদি, তুমি না বল, আর কারো মুখ চাইবে না?

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, আমার শ্বশুরের বংশে কলঙ্ক হবে; তুমি যাতে জামিন হয়, কর।

উপেন্দ্র। কি, জামিনে খালাস কর্‌বে? খুন কর্‌ব, কেটে কুচি কুচি ক'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। নিতেকে কাট্‌বো! তোমায় কাট্‌বো! আর ঐ সর্ব্বনাশী মেজ বৌকে কাট্‌বো। জামিনে খালাস কর্‌বে? খবরদার! খুনোখুনি হবে, খুনোখুনি হবে! জীবনে অনেক সাধ ছিল, দাদার নামে ডাক্তারখানা ক'রে দেবো, বড় বউদিদির নামে অতিথিশালা হবে, এমনি আরও কত কি! তখন পাগল ছিলুম, এখন ভাল হয়েছি, ভাইকে ফকির কর্‌তে নীরদচন্দ্রকে বিষয় দিয়েছি! এখন দুটি সাধ আছে—নীরের ফাঁসী দেখবো, আর—আর—আর শৈলেনকে একবার দেখবো! কি মমতা, কি মমতা! স্বহস্তে পুত্র বধ করা যায় না। ছোট ভাই লাঠি মার্‌তে এলেও তারে ভোলা যায় না।

বিরজা। ঠাকুরপো, চেঁচিও না, মেজবউ এখনি শুন্‌তে পাবে।

উপেন্দ্র। আহা, কুললক্ষ্মী গো—কুললক্ষ্মী। আমাদের ছোটখাট সংসারে তেমন জুত হলো না, একটা বড় রাজ-রাজড়ার ঘরে পড়্‌তো ত রণরঙ্গিণী হয়ে নাচ্‌ত! সংহাররূপিণী! একটা বলি না নিয়ে ঠাণ্ডা হবে না। বড় ঘুম পাচ্চে একটু ঘুমুই গে।

[উপেন্দ্রের প্রস্থান।

বিরজা। রাধাবল্লভ, আমার সোনার সংসার ছারখারে দিলে! নিতাই ঠাকুরপো, কি দেখ্‌ছ, আমার নীরেকে খালাস ক'রে এনে দাও। ঠাকুরপোকে আর তোমার বাড়ী যেতে দেব না। আমি না হলে ওকে কেউ ঠাণ্ডা কর্‌তে পার্‌বে না। শেষ কি সত্যি পাগল হবে! এক একটা ধাক্কা আসে, আর এমনি হয়ে পড়ে। হ্যাঁ নিতাই ঠাকুরপো, হাজতে ভাল ক'রে খেতে দেয় ত?

নিতাই। আহা, তা আর দেয় না!

বিরজা। তুমি কি এর কিছু জান্‌তে না?

নিতাই। আমি ত আজ আদালতে বেরুই নি। শুন্‌ছিলুম—পনের হাজার টাকায় রফার কথা হ'চ্চে। তা তোমায় বল্‌ব মনে ক'রেছিলুম।

বিরজা। যাও, যত টাকা লাগে, যা কর্‌তে হয়, নীরেকে খালাস ক'রে আন। নইলে তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না।

[নিতাইয়ের প্রস্থানোদ্যম।

দেখ, নীরেকে এনে আমায় এখান থেকে কোথাও পাঠিয়ে দাও, আমি তীর্থে তীর্থে ঘুর্‌ব। আর সইতে পারি না।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। বড় মা, তুমি তীর্থে যাবে বল্‌ছ ?

বিরজা। আর মা, এ সংসারে আমার জায়গা নাই। পাপে পরিপূর্ণ হয়েছে !

ফুলী। কোন্ তীর্থে যাবে বড় মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বিরজা। তুই ছেলে মানুষ, কোথায় যাবি ? তোর কি এরই মধ্যে তীর্থধর্ম্মের বয়স হয়েছে ?

ফুলী। ও মা, এমন কথাও ত কোথাও শুনি নি; ধর্ম্মকর্ম্মের আবার বয়স কি মা ! বয়স কম ব'লে কি যমে ছাড়বে ?

বিরজা। বালাই ও কি কথা বল্‌ছিস্ ?

ফুলী। বড় মা, আমি তীর্থ দেখ্‌তে বড় ভালবাসি। কোলকাতার ভেতর আর তার আশে পাশে যত তীর্থ আছে, নিত্য ঘুরে ঘুরে সব দেখে বেড়াই।

বিরজা। ছুঁড়ী বেশ কথা কয়, আবার ঐ একটা পাগ্‌লামী ক'রে বসে। কোলকাতায় আবার তীর্থ কি—রে ?

ফুলী। মা, তুমি দেখ নি,—কত তীর্থ আছে—একটী আছে—সতী তীর্থ, কা'ল দুকুর বেলায় তুমি যখন গঙ্গাস্নানে যাবে, তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন্‌ব।

বিরজা। হাঁ৷ রে ফুলী, কাছে এমন তীর্থ আছে, আমি নাম শুনি নাই ! আচ্ছা, কা'ল তুই আসিস, আমি গিয়ে দেখে আস্‌ব। যাই—ঠাকুরপো কোথায় দেখি ! মেজ বউ আবার হয় ত পাগল ক্ষ্যাপাচ্চে।

[প্রস্থান।

ফুলী। (স্বগত) মনে হ'চ্ছে যেন কোথায় যাই—কোথায় যাই,—বড় মা যদি তীর্থে যায়, সঙ্গে যাব। মোনা বাবু "পাতকোর ব্যাঙ আর সাগরের কথা" ব'লেছিল। আমার মনে হচ্ছে, যেন ছোট্ট পাতকোয়াটিতে আমার আর পোষাচ্চে না, প্রাণটা যেন সাগরে গে' মিশতে যাচ্ছে !

(মন্মথের প্রবেশ)

মোনা বাবু, বড় মা বল্লে, তোর এখন ধর্ম্মকর্ম্মে বয়স হয় নাই, কোন্ বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে হ মোনা বাবু ?

মন্মথ। কেন—তুই ত এই সব ধর্ম্মকর্ম্ম ক'চ্ছিস্ পরের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছিস্—দশজন তোর কত সুখ্যাত করে। তুই ত মনের সুখে আছিস্।

ফুলী। আছি, কিন্তু—

মন্মথ। আবার কিন্তু কি ?

ফুলী। তোমার কাছে মিছে কথা বল্‌ব না মো বাবু ! পরের কাজ কর্‌তে কর্‌তে খুব সুখ হয় কিন্তু— আমার কখন কখন মনে হয়, বুঝি সুখটুকু পাবার জন্যে পরের কাযে ঘুরি। মা হয়—পরের হিত ক'রে বেড়াই—আমার হবে ব'লে। সুখ হবে—ধর্ম্ম হবে—এ সব ব্যবসা, মোনা বাবু ! মার কাছে থাক্‌লে কুৎসি ব্যবসা শিখ্‌তুম, তোমার কাছে একটা গৌর ব্যবসা শিখ্‌ছি। মোনা বাবু, এর চেয়ে উঁচু কাজ নেই ? থাকে যদি, আমায় শেখাও

মন্মথ। আছে, তুই কি তা পার্‌বি ?

ফুলী। তুমি ব'লে দাও, পারি না পারি, চেষ্টা কর্‌

মন্মথ। তোকে শেখাব কি ক'রে ?—আমি শুনে বইয়ে পড়েছি—কিন্তু এখনও বুঝতে পারি কেমন জানিস্ ? তুই না বল্লি পরের হিত করি সুখ হয় ব'লে—ধর্ম্মলাভ হবে ব'লে ? যখন সুখের প্রত্যাশাটুকু তোর মনে [illegible] যাবে, ধ লাভের আশা বিসর্জ্জন দিতে [illegible]র্‌বি, তখন তোর মনে ঐ 'কিন্তু' টুকু থাক্‌বে না।

ফুলী। কি বল্‌ছ মোনা বাবু, বল—বল—

মন্মথ। বল্লুম ত, তুই এখন বুঝতে পার্‌বি শোন্, তুই হীন কুলে বেশ্যার ঘরে জ'ন্মেছি শুনেছিস্—ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই। কুপথ ছেড়ে সুপথে এসেছিস্। লোকের করলে ধর্ম্ম হয়, স্বর্গ হয়, এম্‌নি আরো কত হয়, তাই করিস্। কিন্তু সহস্রবার বেশ্যা হোক্, বিষ্ঠার কীট হই, নরকের কৃমি থাকি, তবু লোকহিত কর্‌ব, এই ভেবে লোকহিত কর্‌তে পার্‌বি, তখন আর

থাক্‌বে না; এর নাম আত্মবিসর্জ্জন—পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া। এর চেয়ে উঁচু কাজ আর নাই—বুঝলি?

ফুলী। আত্মবিসর্জ্জন!—আপনাকে বলি দেওয়া! বুঝতে পা'র্ব্ব কি না, পরে বল্‌ব মোনা বাবু!

[এক দিক্ দিয়া ফুলী ও অন্য দিক্ দিয়া মন্মথের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শৈলেন্দ্রের তালতলার বাটী।

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। সরোজিনি, এখান থেকে এক জায়গায় যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সরো। তুমি সঙ্গে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবে, আমি যাব।

শৈলেন্দ্র। তোমার ভয় ক'র্ব্বে না?

সরো। তোমার সঙ্গে আমার ভয় কি? তোমার সঙ্গে যমের বাড়ী যেতে আমার ভয় নাই? ভয় করবে বল্‌ছ কেন? কোথায় যাবে?

শৈলেন্দ্র। কোথায় যাব? সে বড় চমৎকার স্থান। সেখানে পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না, দেনার তাগাদা থাক্‌বে না, কেউ জোচ্চোর ব'লে গাল দেবে না। এখানে দুশ্চিন্তায় চোখ বুজতে পার্‌চো না, সেখানে গেলে ঘুম হবে। এমন ঘুমুব যে, আর কেউ জাগাতে পার্‌বে না।

সরো। তুমি কি বল্‌ছ? তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভিতর হাত-পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে! তোমার হাতে ও কি?

শৈলেন্দ্র। এই সেই মহাঘুমের মহৌষধ। দরিদ্রের এমন বন্ধু আর নাই।

সরো। অ্যাঁ—তুমি বিষ খাবে মনে করেছ?

শৈলেন্দ্র। বিষ কি? দুঃখের সাগর মন্থন ক'রে এই সুধা উঠেছে। তাপিতের এমন শান্তিদাতা আর নাই। যার অর্থ আছে, মান আছে, সুখ আছে, আশা আছে, সে বিষকে বিষ ব'লে শিউরে উঠ্‌বে, তুমি আমি ভয় করব কেন? এত যন্ত্রণায় তোমার মরতে ভয়?

সরো। ভয়? তোমার পায়ে মাথা রেখে মর্‌ব, সে ত আমার ভাগ্য! তুমি দাও, আমি হাসিমুখে খাচ্ছি। তুমি যে রকম ক'রে বল, আমি এখনি মর্‌ছি। কথার কথা নয়, সত্যি। তুমি কি শোন নি, সতীরা হাস্‌তে হাস্‌তে আগুনে পুড়ে মর্‌ত? মর্‌তে আমি ভয় করি না। কিন্তু তোমার জন্য ভয় করি। জান না, আত্মঘাতী অনন্ত নরকে ডোবে?

নেপথ্যে। শৈলেন বাবু বাড়ী আছেন? চালের টাকার জন্য এসেছি। দেবেন কি না, একটা খোলসা জবাব দিন। মশায় বাড়ীতে আছেন, গলা পেয়েছি। এই কি ভদ্রলোকের ব্যাভার? সমবচ্ছর ধ'রে খোরাক জুগিয়ে এলুম, আর এখন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন? ভাল জোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গেছে বাবা!

শৈলেন্দ্র। শুন্‌চ কি? নরক কি এর চেয়ে বেশী? যে আগুনে এখানে পোড়াচ্চে, সেখানে কি তেমন আগুন আছে? তুমি না খেতে পার, আমি খাই।

সরো। (শৈলেন্দ্রের হাত ধরিয়া বিষপানে বিরত করিয়া) কি ব'লে তোমায় বোঝাব? তোমায় বোঝাবার মত কথা আমি জানি নি। শোন, আমি সতী, আমার কথা কখন মিথ্যা হবে না। তুমি অনেক সয়েছ, আর দু'দিন ধৈর্য্য ধর। ভগবান্ নিশ্চয় উপায় করবেন।

শৈলেন্দ্র। এখনও বল্‌চ ভগবান্ উপায় কর্‌বেন? এখনো বল্‌ছো ধৈর্য্য ধর? ভগবান্ কার উপায় করেছেন? কত লক্ষপতি ভিখারী হচ্ছে, কত ক্রোড়পতির সন্তান অনাথ হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছে, তোমার মত কত নির্ম্মল কুলবধূ পেটের তাড়নায় বেশ্যাবৃত্তি ক'চ্ছে। কার উপায় হচ্চে, তা আমার হবে? আপনি না উপায় করলে, উপায় হবে না। তোমার কথায় অনেক ধৈর্য্য ধ'রেছি, আর ভুল্‌চি নি, হাত ছাড়, ভগবান্ হ'তে কোন উপায় হবে না। তাঁর দয়া নেই, তাঁর চেয়ে সয়তানের দয়া আছে, তাই ক্ষত হৃদয়ের এই ঔষধ দিয়েছে। হাত ছাড়, তোমার প্রয়োজন থাকে, অন্য পথ দেখ। আমার পথ আমি চিনেছি।

সরো। এই পথ ছাড়া আর কি পথ দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

শৈলেন্দ্র। আর কি পথ? বড় মানুষের ছেলে, চিরদিন ইয়ারকি দিয়ে কাটিয়েছি। লেখাপড়া শিখিনি, কাজকর্ম্ম জানিনি। বড় বউদিদি নিতাই দাদাকে চার পাঁচ বার পাঠালেন, অভিমান ক'রে গেলুম না। মোনা দেনাপত্তর চুকিয়ে দিতে চাইলে, অপমান ক'রে তাড়ালুম, পাছে আমার কথা বড় বউদিদিকে বলে, তাই ফুলী এলে গালাগালি দিয়ে তাড়াই। তোমার বাপের বাড়ী থেকে তিন চার বার ক'রে তোমায় নিতে এল, গেলে না; আর কি পথ আছে? বাড়ী বেচে দেনা শুধব মনে করলুম, শিবু উকীলের পায়ে পর্য্যন্ত ধরলুম, আদালতে জোচ্চোর ব'লে গাল দিলে। লোকের ভবিষ্যৎ আশা থাকে, তাই নিয়ে জীবনধারণ করে, আমার তা ও নাই। বড় বউদিদির বিষয়ের আমার উত্তরাধিকার শিবু উকীলকে লিখে দিয়ে এসেছি। সকল পথ বন্ধ হয়েছে, এখন এই মহাপথ মাত্র খোলা। তোমার যেতে ইচ্ছা হয়, চল; নইলে আমায় বাধা দিও না।

নেপথ্যে। শৈলেন বাবু, ভয় নাই, তাগাদা করতে আসিনি, দোর খোল, একটা কথা কও।

শৈলেন্দ্র। তোমার সাধ থাকে, এই সব উপহাস শোন, আমার হাত ছাড়। মনে করেছিলুম, তোমায় ফেলে পালাব না, তাই এত ক'রে বোঝাচ্ছিলুম, তুমি বুঝলে না। হাত ছাড়, কখনো তোমার গায়ে হাত তুলিনি, কালসর্প নিয়ে খেলা ক'র না, হাত ছাড়।

সরো। তুমি মারো কাটো, যা ইচ্ছে কর, আমি কখনো তোমায় এ মহাপাতক করতে দেবো না। তুমি অনন্ত নরকে ডুবতে যাচ্ছ, আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী?

নেপথ্যে। দরজা ভেঙ্গে ঢোক' না।

(দ্বার ভঙ্গ করিয়া শিবু উকীল, আদালতের বেলিফ, পিয়াদা প্রভৃতির প্রবেশ)

শিবু। সব ঘরে চাবি দাও, আর শীল কর, কোন জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে দিও না। এক কাপড়ে বা'র ক'রে দাও। (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) ওঃ, কি রূপ। কি চোখ! কি কপাল! কি ভুরু!

(সরোজিনীর দ্রুত গৃহে প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। কই গো, কোথায় গেলে? নরকের ভয় করছিলে না? এই দেখ, সব নরকের দূত। আর ঐ সাক্ষাৎ নরকের রাজা!

শিবু। বেলিফ, যে ঘরে ঐ মেয়েমানুষ সেঁধুলো, ঐ ঘরে আগে চাবি দাও।

(সরোজিনীর বাহিরে আগমন ও বেলিফের চাবি দেওন)

শৈলেন্দ্র। চল, এখন বুঝ্‌ছ কেন বিষ খেতে চাচ্ছিলুম? চল, এইবার গঙ্গায় ঝাঁপ দিই গে।

শিবু। কেন হে শৈলেন বাবু, বিষ খেতে যাবে কেন? গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাবে কেন? তোমার এমন পরিবার থাকতে আবার ভাবনা?

শৈলেন্দ্র। Rascal!

(শিবু উকীলকে পদাঘাত করণ)

শিবু। এই—পাক্‌ড়ো শালাকে

১ম পিয়াদা। হুজ্জুতি করবে!

(প্রহার)

সরো। ওগো, মেরো না, মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি। ছেড়ে দাও বাবা, আমরা চ'লে যাচ্চি।

শিবু। কেন, চ'লে যেতে হবে কেন? তুমি আমায় হুকুম কর, আমি সবই ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চি।

সরো। ভগবান্, কেন আমি স্বামীর কথা শুনে বিষপান করলুম না? পরপুরুষে আমায় কুচক্ষে দেখছে, ভগবান্ আমায় জরাগ্রস্ত কর। রাধাবল্লভজী, তোমার মনে এই ছিল!

শিবু। বাড়ী কোন্ ছার, সুন্দরি, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ওঃ, প্রাণ কি বেরোবার নয়!

(পিয়াদাগণের শৈলেন্দ্রকে প্রহার)

সরো। কে আছ, খুন করলে, রক্ষা কর, রক্ষা কর, দেখবার কেউ নাই? রাধাবল্লভ!

(বিরজা ও তৎপশ্চাৎ ফুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শৈলেন, শৈলেন! ওগো কে তোমরা?

কেন আমার বাছাকে ধ'রেছ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

১ম পিয়াদা। (শৈলেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া) আরে মায়ি, ছারিয়ে দাও, ছারিয়ে দাও! টেকা আনো, তবে তো ছারবে!

বিরজা। আমার সর্ব্বস্ব নাও, সর্ব্বস্ব নাও! ওগো, তোমরা জানো এ রাজার ছেলে, কপালদোষে ওর এই দশা! আহা, মেরেছে, মেরেছে? তোমাদের কি দয়ামায়া নেই! ওর যে ননীর গা! শৈলেন, শৈলেন, তুই আমার উপর অভিমান ক'রে খুন হ'তে বসেছিস্? কত টাকা চাও, আমি সর্ব্বস্ব দেব।

শিবু। কোথাকার ঝাড়াঝাড়ুনী মাগী এসে বলে সর্ব্বস্ব দিচ্চি। দূর ক'রে দাও মাগীকে! (সরোজিনীকে বিরজার নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া) সুন্দরি, তুমি কোথায় যাও? (অঞ্চল ধারণোদ্যোগ)

ফুলী। আরে নরকের পিশাচ! আর এক পা এগুবি ত এই ছোরা তোর বুকে বসাব।

(ছোরা প্রদর্শন)

শিবু। আরে ম'লো, এ বেটী আবার ছোরা বা'র করে ফেল্লে যে!

ফুলী। শিবে, তুই আমার চিনিস্নি? তোদের মত বাঘ ভালুকের কাছে যখন যেতে হয়, তখন এই আমার সহায়!

(নিতাই উকীলের প্রবেশ)

নিতাই। বড় বউদিদি, ফুলী, শিবু উকীল! এ সব কি ব্যাপার!

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি খুব সময়ে এসেছ, এদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় ফেলে দাও।

নিতাই। কিহে শিবু? বেলিফ, এই দশটা টাকা নাও, তোমরা জল খেও; শিবু, এদের নিয়ে বাইরে দাঁড়াও গে, আমি যাচ্চি।

[বেলিফ ও পিয়াদাগণের প্রস্থান।

শিবু। আমি বাড়ী সিজ্ (seize) করতে এসেছি, টাকা না পেলে যাব না। এরা সব এসে বে-আইন ক'রে আমায় বাধা দিচ্চে, আমি আদালত করব।

ফুলী। আর ঐ পাষণ্ড কুলস্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে যাচ্ছিল, আপনি ওকে বাঁধিয়ে দিন।

শিবু। মিথ্যাকথা, সাক্ষী কে?

ফুলী। সাক্ষী ধর্ম্ম! সাক্ষী তোমার অন্তরাত্মা। আর সাক্ষী তোমারই ঐ সব লোক!

১ম পিয়াদা। (প্রবেশ করিয়া) হাঁ হাঁ, কর্তা, আপনি চড়াও হইয়াছিলেন, বেইজ্জুত করতি যাইছিলেন।

বিরজা। নিতাই ঠাকুপো! দাও, ওকে বাঁধিয়ে দাও, যেমন ক'রে পার, এর বিহিত কর।

নিতাই। তুমি বলবে, তবে করব? (শিবুর প্রতি) শিবু, তোমায় একবার আমি দেখ্ব! এখন দূর হও।

[শিবু উকীল ও পশ্চাৎ পিয়াদার প্রস্থান।

ফুলী। বড় মা, আমি যাই, আমার কাজ আছে।

[প্রস্থান।

বিরজা। ফুলী, তুই সত্যি ব'লেছিলি, যেখানে আমার শৈলেন, আমার ছোট বউ, সে আমার তীর্থের চেয়েও বেশী।

নিতাই। বউদিদি, তুমি এদের নিয়ে বাড়ী যাও, এখানকার যা করতে হবে, আমি সব ক'চ্ছি।

[প্রস্থান।

বিরজা। দিদি চল। আমার লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাই।

সরো। দিদি, আমি ত তোমার দাসী, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।

বিরজা। শৈলেনকে? আমি যখন এসেছি, ওকে কান ধ'রে নিয়ে যাব। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) নীরেকে বাড়ী বেচে অভিমান ক'রে যাস্নি, সে বাড়ী ত আমি কিনেছি। আর আমার উপর রাগ? হ্যারে শৈলেন, কি দোষ তোদের কাছে ক'রেছি যে, এই শাস্তিগুলো আমায় দিচ্ছিস্?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, আমায় মার্জ্জনা কর।

বিরজা। চ'—বাড়ী চ'! এখানকার যা সব তোর দেনাপত্তর আছে, নিতাই ঠাকুরপো তা সব চুকিয়ে দেবে।

শৈলেন্দ্র। কিন্তু বউদিদি, তোমার ঋণ কেমন ক'রে শোধ যাবে? মা প্রসব করেছিলেন, তুমি মাই দিয়ে মানুষ ক'রেছ; আমি অকৃতজ্ঞ, তোমার

সাপিনী আপনার বিয়ে, কি, আপনি এম্‌নি ক'রে জ্বলে! দু'জনে মিলে, সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিলে, কেড়েকুড়ে নিলে, পথে বসালে, এখন কাছে গেলে, ঘেন্নায় দুর দুর্‌ করে। এ জ্বালা সয় না। দু'জনকে জব্দ কর্‌তে পারি, তবে মনের জ্বালা একটু জুড়োয়। মা পতিতপাবনি, তোমার কূলে দাঁড়িয়ে পাপ চিন্তা কচ্ছি! মা, বর দাও —যেন মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, এই দু'জনের শাস্তি দেখে তোমার কোলে শুয়ে সব তাপ জুড়ুব। আশা কি পূর্ণ হবে না? হবে—আমার মন বল্‌ছে—হবে। এক টানে জোড়া কাৎলা গাঁথবো। এই বাক্স আমার টোপ। আর দু'চা'রখানা পাতর পূরি। তেমন ভারি হয় নি। গয়নাগাঁটি ত কিছু রাখো নি, সব নিয়েছ। এখন এই পাথরকুচি নাও। আমার আপনা আপনি হাসি পাচ্চে। গেরস্তর মেয়ে—সোয়ামীর জ্বালায় বেরিয়ে যাব। ঐ যে একজন আস্‌চে, মুড়ি দিয়ে বসি। মড়া আবার গোঁফ পরেছে।

(চাদর মুড়ি দিয়া কুলবধূর ন্যায় উপবেশন)

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। (স্বগত) ও পারে কিছুতেই নে যাওয়া হবে না। ঐ বিন্দির ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলব। হীরু ঘোষাল জোটালে, ওকে কিছু দেবো।

(অপর দিক্‌ দিয়া হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। এই যে প্রেমচাঁদ বাবু এয়েছেন। (জনান্তিকে) কেমন বাক্স হাতে, চাদর মুড়ি,—সব ঠিক ঠাক, পেলে ত? আদাআদি চাই। (কুমুদিনীর প্রতি) এই নাও গো, খুব সুখে থাক্‌বে—খুব সুখে থাক্‌বে। প্রেমচাঁদ বাবু ভারি সজ্জন। ওপারে তোমার জন্য বাড়ী ঠিক করেছেন। গেরস্তর মত-নই থাক্‌বে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতল বাবু, ওঁর নামটি কি?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমার নাম কেনা দাসী। যদি পায় রাখেন, আমি তাই হয়েই থাক্‌ব।

হীরু। শুনুন শুনুন, প্রেমচাঁদ বাবু. কেমন রসিক দেখুন। সত্যি কি তোমার নাম কেনা দাসী গা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) না, ও বল্‌ছিলুম। আমার নাম লক্ষ্মীমণি।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতলবাবু, বলুন,—পায়ে রাখা কি বল্‌চেন, আমি ওঁকে মাথার মণি করে রাখব।

হীরু। হায় হায়—শোন গো শোন! তুমি যেমন রসিক, উনিও তেম্‌নি। নৌকায় ব'সে সব রসিকতা হবে। চলুন প্রেমচাঁদ বাবু, নৌকায় ওঠা যাক্‌।

কুমু। (বিকৃতস্বরে) প্রেমচাঁদ বাবু, আমি গেরস্তর বউ, এ পথ কেমন জানি নি, বড় যন্ত্রণায় বেরিয়েছি, আপনার পায়ে ধর্‌চি, অবলাকে মজাবেন না।

(বাক্স রাখিয়া পদধারণ)

হীরু। (স্বগত) এই বেলা বাক্সটা হাতাই। বাক্স তুলিয়া) ওঃ, ভারি আছে—ভারি আছে।

শরৎ। বিকৃতস্বরে) রাম—রাম পা ছাড়ুন, আমি আপনার পায়ে ধর্‌ব, আপনি কেন?

হীরু। বেশ হ'ল, গোড়াতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল, চলুন—চলুন, শীগ্‌গির এখন নৌকায় ওঠা যাক্‌। এখানে আবার লোক জ'মে যাবে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) দেখুন শেতল বাবু, আমি ঠাউরেছি, একে আর ও পারে নিয়ে যাব না, এই পারেই বাড়ী ঠিক করেছি। দু'জন থাক্‌ব, কি বল গা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমায় যেখানে রাখবেন, সেইখানে থাক্‌ব।

হীরু। তা কি হয়—তা কি হয়! গোড়ায় কথার খেলাপ! তুমি চ'লে এস—চ'লে এস। (কুমুদিনীর হস্তধারণ)

শরৎ। কই, নে যাও দেখি, তুমি কেমন নে যেতে পার? ছাড় শালা হাত! (একহস্তে কুমুদিনীকে ধরিয়া অপর হস্তে হীরুকে প্রহার)

হীরু। ছাড়্‌ শালা হাত! (শরৎকে বাক্স দ্বারা প্রহার)।

শরৎ। চল গো চল আমার সঙ্গে! ও শালা চোর।

হীরু। আমার সঙ্গে চল, ও শালা গাঁটকাটা।

কুমু। পাহারাওলা, পাহারাওলা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্চে।

হীরু। আমাকে ফাঁকি দিয়ে গহনা নেবে! এই ফাঁকি দেওয়াচ্ছি। (গঙ্গায় বাক্স ফেলিয়া দেওন ও টানাটানিতে কুমুদের স্বরূপ প্রকাশ)

উড়বে। এ.কে ? কুমী যে !

কুমু। হাঁ৷ হাঁ৷ কুমী, চিনেছিস্ বেইমান ! পাহারাওলা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্চে।

(দুই দিক্ দিয়া দুইজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

১ম পাহা। গঙ্গাজীমে কেয়া ফেক্ দিয়া রে ?

কুমু। পাহারাওলা সাহেব! এই দুই মিন্সে আমার বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। এই নাও সাহেব এ আবার গোঁফ (গোঁফ টানিয়া লওন) প'রেছে।

শরৎ। আঃ বেটি, মহাব্যাধির রস দিয়ে মুখটা ভরিয়ে দিলে!

হীরু। আমার গা ভরিয়ে দিয়েছে!

শরৎ। (স্বগত) তোমার এখন হয়েছে কি শালা! এ দিকে একটা হেস্তনেস্ত হোক্, তার পর রস দেখাচ্ছি। শালা ষড় ক'রে আমায় বাঁধিয়ে দাও।

১ম পাহা। শালা লোক পুরানো বদ্মাইস্, মোচ চড়ায়কে আয়া ! চল থানামে।

কুমু। পাহারাওলা সাহেব, এরা বকেয়া গাঁটকাটা। আমি ভিক্ষে শিক্ষে ক'রে যা কিছু জমিয়েছিলুম, নিয়ে মাসীর বাড়ী যাচ্ছিলুম। এরা পথে বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। এর নাম ব'লেছে শেতল, এর নাম বলেছে প্রেমচাঁদ।

১ম পাহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শেতল আউর প্রেমচাঁদ, পুরাণ বদমাস্। (২য় পাহারাওয়ালার প্রতি) নেই ভেইয়া

২য় পাহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দোনোকো হুলিয়া হ্যায়।

হীরু। আরে কোন্ শালা শেতল হ্যায়—আমি হীরু ঘোষাল।

কুমু। ঐ শোনো, আবার বল্‌ছে হীরু ঘোষাল। তোমার আরও নাম আছে না কি ?

২য় পাহা। হ্যায়ই ত—ও শেতল হ্যায়, হীরু হ্যায়, পীরু হ্যায়, আর কভি কভি পাঁচকড়ি হোতা হ্যায়। শালা পুরাণা বদমাস্।

১ম পাহা। আর এই শালা প্রেমচাঁদ, এক দফে হামার চাপরাস ছিনায় লিয়াথা, চল শালা থানামে।

(রুলের গুঁতা প্রদান)

হীরু। আরে থাম থাম, কথাটাই শোনো—

২য় পাহা। (রুলের গুঁতা দিয়া) থানামে চল শালা থানামে সব বাত হোগা।

কুমু। সেলাম—সেলাম।

শরৎ। বেটি, তোর মনে এত ছিল, শেষ হাতে দা দিলি ?

কুমু। জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক, লম্পট, তোর মনে এত ছিল ? অনাথা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করলি, তোদের জন্য কত ভদ্রসন্তান পথে ব'সেছে, কত রাজার ঘর উচ্ছন্ন গেছে, কত নিরীহ স্ত্রীলোক অকূলে ভেসেছে! ঘৃণিত বেশ্যার সঙ্গে যারা প্রবঞ্চনা করে, জেল কি, নরকেও তাদের উপযুক্ত শাস্তি হয় না। তোরা হীন, ঘৃণিত বেশ্যার চেয়েও ঘৃণ্য।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

মন্মথর গঙ্গাতীরস্থ নার্শারি।

চেয়ারে উপবিষ্ট অধ্যয়নরত মন্মথ।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। এই যে মন্মথ বাবু! আজ দু'দিন ধ'রে ফিরে ফিরে যাচ্চি! একা যে ? গুপ্ত বৃন্দাবনে রাধেশ্বরী কই ? ফুলী কই ?

মন্মথ। নীরো দা, তোমার মন বড় অপবিত্র। ফুলী নাম তুমি মুখে এনো না, তা'হলে তা'কে কলঙ্ক স্পর্শ করবে।

নীরদ। আর তুমি এমন পবিত্র যে, তোমার স্পর্শে সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মরি মরি, কলঙ্কভঞ্জন কৃষ্ণচন্দ্র আমার! তা হবে না! তুমি যে সাধু, পরোপকার কর, রাস্তা থেকে লোক তুলে নিয়ে সেবা কর, নিরন্নকে অন্ন দাও! ঠক্! ভণ্ড জালিয়াৎ!

মন্মথ। নীরোদা! আমি জাল করিয়েছিলুম বটে, কিন্তু সে আমার স্বার্থের জন্য নয়। তুমি অর্থ লোভে সংসারটাকে উচ্ছন্ন দিচ্ছিলে, বড় বৌ আমার গলা ধ'রে কেঁদে ব'লেছিলেন, "মোন

কি হবে।" তাঁর সে ব্যাকুলতা আমাকে জ্ঞান-শূন্য ক'রেছিল। আমি মৎলব ক'রেছিলুম, তোমাকে কোন রকম বিপদে ফেলে, সর্ব্বগ্রাসী মকদ্দমার মুখ থেকে তোমাদের সংসারটা রক্ষা করব। তাই জাল হ্যাণ্ডনোট সৃষ্টি ক'রেছিলুম। কুৎসিত চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেওয়া, কুসঙ্গে বেড়ান যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তা তুমি বুঝতে পারবে না। যখনি কষ্ট হ'ত, বড় মা'র চোখের জল মনে পড়্‌ত, আর আমি সব ভুলে যেতুম।

নীরদ। ব'লে যাও—ব'লে যাও,—আমি স্থির হ'য়ে শুন্‌চি।

মন্মথ। আমি ভেবেছিলুম, তুমি বিপদে পড়্‌লে পাটি-সন সুট তুলে দেবে, সংসারটা বজায় হবে। কিন্তু সে দিক্ দিয়েই গেলে না। তবু আমি শিবু উকীলকে postponement নিতে ব'লেছিলুম। জজ দিলে না, সকল সঙ্কল্পই বিফল হ'ল।

নীরদ। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বিফল হবে না। মৎলব ক'রেছিলে, বড় মা'র বিষয় হাতে পেয়েছ, ছোট কাকাকে এক রকম পেটভাতায় রাখলেই হবে, আর আমায় ভাসিয়ে সমস্ত বিষয়টা হাত ক'রে ফুলীকে নিয়ে মজা করবে। তুমি যে নিঃস্বার্থ—সাধু!—সয়তান!

মন্মথ। নীরো দা, আমি স্থির করেছি, কোর্টে গিয়ে বলব, আমিই তোমায় জব্দ কর্‌বার জন্যে জাল নোট তোমায় বেচেছি।

নীরদ। সাধু সাধু! ওঃ! আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা তোর! তুই এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছিস্? লজ্জা ক'চ্ছে না? তুই কি মনে করেছিস, আমি তোর কথা বিশ্বাস করি? তুই ভেবেছিস্, এই স্তোক দিয়ে আমার হাত থেকে বেঁচে যাবি। মনের কোণেও স্থান দিস্ নি।

মন্মথ। তোমায় আর কি ক'রে বিশ্বাস করাব?

নীরদ। বিশ্বাস কর্‌ব না, তোর কথা সত্য হ'লেও বিশ্বাস কর্‌ব না। শোন্, তোর সঙ্গে আমার অনেকদিনের দেনাপাওনা। আজ তারই হিসেব-নিকেস করতে এসেছি। জানিস্ নি, বার বার আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিস? ছোট কাকাকে যখন খুনি মামলায় ফেলি, তুই তার উদ্ধারকর্ত্তা। ফের যখন লাখ টাকার দাগে ফেল্‌লুম, ফুলীকে দিয়ে নোট পুড়িয়ে তুই তাকে বাঁচালি, ফুলীকে পাছে আমি তোর কাছ থেকে নি, এই জন্য চক্রান্ত করে আমায় দ্বীপান্তরে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রেছিস্। ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের মুখ থেকে আহার কেড়ে নিয়ে ভেবেছিলি, তাকে পিঁজরের পুরবি। আজ আমার হাতে তোর নিস্তার নেই। মনে ক'রেছিস্, তুই ফুলীকে নিয়ে রাসলীলা কর্‌বি, আর দ্বীপান্তরে ব'সে আমি সেই ছবি ধ্যান ক'র্‌ব। তার আগে তোকে খুন কর্‌ব।

মন্মথ। খুন কর্‌বে? তা'হলে ত তুমি পরম বন্ধুর কাজ কর্‌বে। আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি কিন্তু এখনও বল্‌ছি, আমি নিজের স্বার্থের জন্য করি নি। মকদ্দমা ওঠবার আগে তুমি যদি আমার কথা শুন্‌তে, পার্টিসন্ সুট রফা কর্‌তে, তা'হলে তোমাকে হাজতে যেতে হ'ত না। আমাকেও অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'ত না। নীরো দা, আমি অপরাধ করেছি, আমায় মার্জ্জনা কর। যে দণ্ড দেবে দাও, আমি বুক পেতে নেব। মৃত্যু এখন আমার শান্তি।

নীরদ। ফুলি! ফুলি! এখানে থাক্‌তিস্ ত দেখতিস, তোর পেয়ারের মোনা বাবুকে কি ক'রে খুন করি।

(খুন করিতে অগ্রসর হওন ও ফুলীর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হস্তধারণ)

ফুলী। ফুলি—ফুলি, এই যে ফুলী! ফুলী বেঁচে থাক্‌তে তুমি মোনা বাবুর গায়ে একটি আঁচড় দিতে পার্‌বে না।

নীরদ। ফুলি, সর্, বাধা দিস্ নি।

ফুলী। আজ দু'দিন তোমার পেছু পেছু ঘুরছি। তোমার চোখে তোমার অন্তরের অভিসন্ধি দেখেছি। আমি থাক্‌তে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না, মোনা বাবুকে মার্‌তে পার্‌বে না।

নীরদ। তবে তুমিই মর, মর, মর। (ফুলীকে অস্ত্রা-ঘাত ও ফুলীর পতন)।

মন্মথ। নীরো দা, কি ক'র্‌লে—কি করলে? নীরোদা যে দণ্ড তুমি আমায় দিলে, এর কাছে প্রাণ-দণ্ড অতি তুচ্ছ! ফুলি, আমার প্রাণরক্ষা কর্‌বার জন্য, তোর অমূল্য জীবন তুই বিসর্জ্জন দিলি? আহা, নির্ম্মল কুসুমকলি! নীরো দা, তুমি দাঁড়িয়ে

কেন? আমাকেও মার। এখন আমার প্রাণবধ করা করুণা। আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ! নীরো দা, আমায় মারো, জীবনে একটা ভাল কাজ করো। আমায় খুন করলে তোমার অশেষ পুণ্য হবে! মারো—মারো, দাঁড়িয়ে রৈলে কেন?

নীরদ। না, আর তোকে মারব না, তোকে কি দণ্ড দিয়েছি, আমি বুঝেছি, তুই বেঁচে থেকে জলে মর।

মন্মথ। নীরো দা, শোনো, তুমি পালাও, শীগ্‌গির পালাও। ঐ ঘরে কাপড় আছে এই রক্ত-মাখা কাপড় জামা ছেড়ে তুমি পালাও।

নীরদ। তোর মতলব যাই হোক, আপাতত তোর কথা শুনব।

[নীরদের কক্ষাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান।

মন্মথ। (নেপথ্যাভিমুখে) মালি, মালি, শীগ্‌গির পুলিশে খবর দে, খুন হ'য়েছে। আহা, চক্ষু যেন সজীব র'য়েছে, যেন মহা ধ্যানে মগ্ন! পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন! আমায় ভাল শিক্ষা দিয়ে গেল। আমি কথার কথা শিখিয়েছিলুম, ফুলী আমায় কাজে শেখালে!

(ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

ইন্‌স্। এ কি!—কে এ কাজ করলে?

মন্মথ। আমি!

ইন্‌স্। আপনি ফুলীকে হত্যা ক'রেছেন?

মন্মথ। হ্যাঁ।

ইন্‌স্। মন্মথ বাবু, এ কি সম্ভব?

মন্মথ। সবই সম্ভব। আমার অবাধ্য হয়েছিল, সেই রাগে মেরেছি।

ইন্‌স্। এ কি—নড়ে উঠলো কেন? চোখ মেলচে!

মন্মথ। ফুলি, ফুলি! ওঃ! মূর্চ্ছা হয়েছিল—বুঝতে পারি নি। একটু ব্রাণ্ডী দিই, যদি কিছু ফল হয়।

[প্রস্থান।

(নকুল অবধূতের প্রবেশ)

অব। আজ বাবার বিয়ে, দাও তোমার বাগান থেকে দুটো নাগেশ্বর ফুল পেড়ে। (ফুলীকে দেখিয়া) এ বেটী এখানে প'ড়ে যে! রং মেখেছে, বাবার বিয়ে দেখতে যাবে বুঝি! তাই ত বটে, তাই বটে! ঐ যে সব ঝম্ ঝম্ ক'রে আসচে যাচ্ছে

ফুলী। (চৈতন্যলাভ করিয়া) বাবা!

অব। বাবাই বল্, আর বেটাই বল্, বেটী, অ আর তোর সঙ্গে ঝগড়া করব না!

(মন্মথর ব্রাণ্ডী লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

মন্মথ। ফুলী, খা।

ফুলী। মোনা বাবু, ওষুধ আর খাব না, গঙ্গা দাও।

অব। খা বেটী, বাবার চরণামৃত খা, আমার ক লুতে আছে।

(কমণ্ডলু হইতে চরণামৃত প্রদান)

ফুলী। মোনাবাবু, আমায় একটু তুলে ধরো, গঙ্গা দেখ্‌বো।

অব। দেখ্‌বি বই কি রে বেটী,—দেখ্‌বি বই

(গঙ্গাভিমুখী করিয়া ফুলীকে শয়ান করান

ওঃ! তোকে আজ কোলে নেবে কি বেটীর, হাত তুলে তুলে নাচন্ দেখ! ঐ বেটী, তোর মত সব আকাশ ছেয়ে এ তোকে নিয়ে যাবে ব'লে!

ইন্‌স্। মা, এই গঙ্গা সাম্‌নে, তোমায় একা জিজ্ঞাসা করি। মা, কে তোমায় ছুরী মে

ফুলী। নীরদ বাবু!

ইন্‌স্। অবধূত, শুন্‌লে? বল্লে—নীরাদ (জমাদারের প্রতি) জমাদার, নীরদবাবুকে ঘাটে ঘাটে পাহারা বসিয়ে দাও, ষ্টেশনে লোক রাখ, আসামী যদি পালায়, তুমি ঠিকাগাড়ী ক'রো।

[জমাদারের

ফর্শা কাপড় চাদর পরে তাড়াতাড়ি গি বাবু আমায় বলে গেল,—"নর্শারি হ'য়েছে।" একজন এ বাড়ী সার্চ্চ (se কর, দু'জন পাহারা এখানে মোতায়েন আমি চট ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডা আসচি।

মন্মথ। (জনান্তিকে) ইন্‌স্পেক্টার বাবু, য কার্য্যটার কোন বিঘ্ন না হয় একটু দেখ

[...]নস্। আপনারা গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে রাখবেন, আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

[...]ব। ঐ বেটী দেখ—তোর রথ এল! যা বেটী হর-গৌরী মিলন দেখ্‌গে যা! বেটী নায়িকা ছিল কি না, বাবার মন্দিরে যখন যেত, পায়ে নূপুর বাজত—শুনতুম। বেটী শাপভ্রষ্টা হ'য়ে বেশ্যার ঘরে জ'ন্মেছিল। ওর মা কীর্ত্তন গাইত কি না! এ বেটী ত যখন বাবার কাছে কেঁদে কেঁদে গান ক'র্‌ত, তখন দেখতুম, বাবার গা জলে ভেসে যাচ্চে। ও বেটী না গেলে কি হর-গৌরীর মিলন হয়? দেখ্‌ বেটী, এই ফুল নিয়ে যা,—বাবাকে মাকে সাজাবি!

(ফুলীর গাত্রে ফুল ছড়াইয়া দেওন)

হরিনাম গান করে তোর মা, তোর মত মেয়ে পেয়েছিল। হরিনাম শোন্ বেটি! (ফুল দিতে দিতে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[...]লী। আত্মবিসর্জ্জন! মোনাবাবু বুঝতে পেরছ কি?

(মৃত্যু)।

[...]থ। ফুলি, ফুলি, সব ফুরুল'!

[...]ব। চল চল—মা গঙ্গা অধীর হ'য়েছে, বেটীকে তাঁর কোলে দিইগে চল! মিছে কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বেটী আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে।

[ফুলীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উপেন্দ্রের বাটীর কক্ষ।

বিরজা, নিতাই ও বৈদ্যনাথ।

নিতাই। বউদিদি, শিবু উকীলের নামে মকদ্দমা ক'রলে, আদালতে পাঁচ রকমের লোক পাঁচ কথা কইবে, একটা কুৎসা রটনা হবে।

বিরজা। কি, শিবু উকীলকে ক্ষমা ক'রব? আমার কুলবধূর অপমান ক'রেছে!

নিতাই। সে কি ব'লতে এসেছে, তুমি শোনো, তার পর যা ব'লবে—করব। (বৈদ্যনাথের প্রতি) ব'দে, শিবুকে নিয়ে আয়।

[বৈদ্যনাথের প্রস্থান।

(শিবু উকীলকে লইয়া বৈদ্যনাথের পুনঃপ্রবেশ এবং বিরজার অন্তরালে গমন)

শিবু। বউদিদি, এই দোরের পাশে আছেন, কি বল্‌বে বল।

শিবু। বউঠাকুরুণ, আমায় মার্জ্জনা করুন্। আমি আপনিই আপনার দণ্ড গ্রহণ ক'চ্চি। আর কেন আদালতে আমার নামে নালিশ করবেন। বৈদ্যনাথ বাবু, হ্যাণ্ডনোটগুলো আমায় দেন। মা, আমি নিজে থেকে টাকা দিয়ে শৈলেনবাবুর মকদ্দমা খরচ ক'রেছি। তিনি তার জন্য আমাকে এই সব হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছিলেন। আপনার সাম্‌নে সে সব ছিঁড়ে ফেলছি। (তথা করণ) আপনার অবর্ত্তমানে উনি যে আপনার অর্দ্ধেক বিষয় পেতেন, তা আমায় লিখে দিয়েছিলেন। আমি তা রিকন্‌ভে (reconvey) ক'রে দিচ্ছি, এই নিন্ তার দলিল। (প্রদান) মা, আমি আর কল্‌কাতায় থাক্‌বো না, পশ্চিমে কোথাও প্রাক্‌টীস করবো, আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দিন্।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি না বল্‌ছিলে ওঁকে ক্ষমা কর্‌তে?

নিতাই। না, শিবু উকীলকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না।

বিরজা। না নিতাই ঠাকুরপো! (বৈদ্যনাথের প্রতি) বদ্যি ঠাকুরপো, কি বল? শরণাগতকে পীড়ন করলে অধর্ম্ম হবে। রাধাবল্লভজী রাগ ক'রবেন। আমার শ্বশুরের ভিটে থেকে কেউ কখনো মনঃ-ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যায় নাই। তুমি ওঁর ন্যায্য পাওনা ওঁকে চুকিয়ে দিও।

নিতাই। শিবু, কাল দেখা ক'রো।

শিবু। এই দেবীকে আমি কটু কথা ব'লেছিলুম!

[প্রস্থান।

বৈদ্য। বউদিদি! উপেন কেমন আছে?

বিরজা। আর থাকাথাকি কি ভাই—সে মানুষ আর নেই। কেমন বিব্‌ভুল হয়েছে; কখন নিজেকে

মনে করে মরে গেছে, কখন কখন একটু জ্ঞান হয়। একটা কাগজের টুপি হাতে ক'রে বেড়ায়। রাধাবল্লভজীর মনে কি আছে জানি না। ওর ভরসা আর কিছু করি নে!

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। কে তোমরা পালাও—পালাও। মায়ে-বেটায় আবার কি পরামর্শ ক'চ্চে। যখনই অমনি ফুস্থুর-ফাস্থুর করে, তখনি দাউ দাউ ক'রে আগুন জলে ওঠে। পার্টিসন সুট হবার আগে অমনি ফিস্‌ফাস্ ক'র্‌ত। পাগল ব'লে উপেনের পায়ে বেড়ি দেবার আগে আবার তেম্‌নি ফিস্‌ফাস ক'রেছিল। উপেন ম'রে বেঁচে গেল। কাল থেকে আবার ফুস্‌ফুস চল্‌ছে।

বিরজা। সত্যি,—কথাতো একেবারে পাগ্‌লাম নয়। কা'ল সন্ধ্যারাত্রে নীরে হন্তদন্ত হ'য়ে এল। তার পর থেকে দু'জনে পরামর্শ চ'লেছে। এত কিসের পরামর্শ গা? হাজত থেকে ফিরে এসে অবধি গুম্ হ'য়ে র'য়েছে। কারো সঙ্গে দেখা না, পরামর্শ না, সন্ধ্যে হ'লে একবার ক'রে দোর খুলে বেরোয়, কার কাছে যায়—কে জানে?

উপেন্দ্র। পালাও পালাও, মাগীটা ব'ল্‌ছে,—"নর-বলি খাবো—খাবো।" ছোঁড়া ব'ল্‌ছে—"দেবো—দেবো।" উপেন ম'রে গিয়ে বেঁচে গেল। নইলে তাকে ধ'রেই বলি দিত।

নিতাই। উপেন, কি ম'রেছে—ম'রেছে ব'ল্‌ছ? এই ত দিব্যি আমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে র'য়েছ। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি কে বল্ দেখি?

উপেন্দ্র। তোমায় চিনি, তুমি নিতাই উকীল। এই ব'সে, আর এই তার বড় বউদিদি।

বস্ত। তবে যে ব'ল্‌ছ—উপেন ম'রেছে?

উপেন্দ্র। ম'রেছে—ম'রেছে—উপেন ম'রেছে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। আমার একটু তন্দ্রা এসেছে, আর অমনি চ'লে এসেছ? চল',—আমি বাতাস করিগে, একটু ঘুমাবে—চল। নিতাই দা, মেজদা খব-রের কাগজে একটা বড় গাধার টুপি ক'রেছেন, সেই স্কুলে যেমন মাথায় পরিয়ে দেয়,—সেইটে কখন' কখন' মাথায় দেন। আর বলেন—'মামলা ক'রে এনাম পেয়েছি।' বউদিদি, তুমি কি এই সব দেখ্‌তে আমায় বাড়ী আন্‌লে? তুমি না ব'ল্লে, তোকে দেখ্‌বার জন্য ঠাকুরপো প্রাণ রেখেছে। মেজদা, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছে না?

উপেন্দ্র। চিনেছি—চিনেছি—তুই শৈলেন। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলেছিলি। তোকে একটা পেত্নী ডাকলে, পেত্নীটা তোর ঘাড় ভাঙ্‌বে ব'লে, উপেন তোকে ছেড়ে দিতে চায় নি। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলে চ'লে গেলি।

শৈলেন্দ্র। মেজদা, সত্যিই তখন আমায় পেত্নীতে পেয়েছিল। আমি বুঝ্‌তে পারি নি, আমায় মার্জ্জনা কর, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে।

উপেন্দ্র। শিক্ষা হ'য়েছে?

শৈলেন্দ্র। মেজদা, দেনায় মাথার চুল বিক্রী হ'য়ে গেছে, জোচ্চোর খ্যাতি হ'য়েছে, লম্পটে স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে। এততেও যদি শিক্ষা না হয়, তবে আর কিসে হবে, তা জানি নি।

উপেন্দ্র। বটে বটে!—এতদূর হ'য়ে গেছে! লম্পটে তোর স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে? তা বেশ হ'য়েছে—বেশ হয়েছে। কি বল্লি—কথাটা বুঝি। লম্পটে তোর স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে? তবে ত তোর খুব শিক্ষা হ'য়েছে। যাক্—তা বেশ হ'য়েছে। তোর ভাই উপেন বেঁচে থাক্‌লে এতটা হ'ত না। তা, তুই ত তাকে লাঠি মেরে, মেরে ফেল্লি! এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে? তা কাঁদ—কাঁদ—কাঁদ্‌লে অনেক জ্বালা জুড়োয়। আমার চোখে জল নেই,—চোখের জল সব আগুন হ'য়েছে, তাই সর্ব্বশরীর জ্বল্‌ছে।

শৈলেন্দ্র। নিতাই দা, কি কুলাঙ্গার জ'ন্মেছিলুম। যুধিষ্ঠিরের মত ভাই আমার জন্য পাগল হ'ল!

উপেন্দ্র। চুপ কর্—ভাইয়ের জন্য কাঁদিস্‌নে। এখনি মায়-পোয়ে তোর পায়ে বেড়ি দিয়ে পাগ্‌লা গারদে পাঠাবে। উপেনকে পাঠাচ্ছিল,—ম'লো তাই বেঁচে গেল।

বৈষ্ণ। উপেন তুই ত মরিস্ নি, এই ত বেঁচে আছিস্।

উপেন। না, না—ম'রেছে—ম'রেছে,—তোমরা জান না। তার ছেলে দানসাগর ক'রেছিল। তোমা-

দের বুঝি নিমন্ত্রণ করে নাই, খুব ঘটা ক'রে দানসাগর ক'রেছিল। বাপের এক ছেলে—দানসাগর ক'র্‌বে না? ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে,—দানসাগর ক'র্‌বে না? খুব দানসাগর হ'য়েছিল,—বড় বড় উকীল কাউন্সিল সব সভাস্থ হ'ল—কত আইনের সব বিচার হ'ল—খুব দরাজ কাজ ক'রেছে। ঘটি, বাটি, ঘড়া, গাড়ু, খাট, বিছানা, গাড়ী, জুড়ি, বাগান-বাড়া সব দান করেছে। ভূদানে অশেষ পুণ্য, তাই তালুকমুলুক পর্য্যন্ত দান ক'রেছে। আর সোণারূপো মুটো মুটো দু'হাতে বিলিয়েছে। তার পর ভূরি ভোজন, খালি দীয়তাং ভুজ্যতাং—দীয়তাং ভুজ্যতাং—নেড়ে পেয়াদা পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।

বৈদ্য। উপেন, কোথায় শ্রাদ্ধ হ'লো? তুইও যেমন—

উপেন্দ্র। কেন হাইকোর্টে। কর্‌বে না—কর্‌বে না—বাপকে স্বর্গে দেবে না? বাপকে অন্নবস্ত্র দান কর্‌লে, তার সঙ্গে এই মটুক দিলে। মটুক দিতে হয়। বাপ যে! দেবে না? এই দেখ্‌—(টুপি পরিয়া) কেমন দেখাচ্চে বল্‌ দেখি?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার এই দশা চোখে দেখ্‌তে হ'ল!

উপেন্দ্র। বেঁচে থাক্‌লেই দেখ্‌তে হয়! অনেক দেখ্‌তে হয়, তাই উপেন ম'রেছে। নইলে ভাইকে পথের ভিখারী দেখ্‌তে হ'ত, লম্পটের হাতে কুলবধূর অপমান দেখ্‌তে হ'ত, ছেলে জাল করেছে দেখ্‌তে হ'ত,—তাই মরেছে—উপেন তাই ম'রেছে।

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। বড় মা, তোমার ফুলী ফুলের মত পুড়ে গেল।

সকলে। অ্যাঁ!—ফুলী পুড়ে ম'রেছে?

মন্মথ। খুন হ'য়েছে।

সকলে। কে খুন কর্‌লে?—কে খুন কর্‌লে?

মন্মথ। মা, ছুরি মেরেছে নীরো দা; কিন্তু খুন করেছি আমি। মা, আমারই হীনকৌশলে জাল মোকদ্দমার সৃষ্টি। তার জন্য নীরো দা'র ক্রোধ,—তার ফলে ফুলীর মৃত্যু।

উপেন্দ্র। কুলবধূ অপমান, নারীহত্যা! বেঁচে থাক্‌লে অনেক দেখ্‌তে হয়,—অনেক দেখ্‌তে হয়।

মন্মথ। মা, আমায় বিদায় দাও! আমি নর-সমাজে থাক্‌বার যোগ্য নই,—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! শুনেছি, ভগবান্ করুণাময়, তাঁর চরণ অবলম্বন ক'র্‌ব—যদি শান্তি হয়।

বিরজা। মোনা, শোন্। তোর হৃদয়—নিঃস্বার্থ হৃদয়। তুই ভুল ক'রেছিলি, অসৎ উপায় অবলম্বন ক'রেছিলি। অসদুপায়ে সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ভগবান্ মন দেখেন, তোকে ক্ষমা ক'রবেন। তুই যেমন তাঁর কাজ কর্‌ছিস্, তেম্‌নি কর—শান্তি পাবি।

(নীরদ, তৎপশ্চাৎ তরঙ্গিণী, তৎপশ্চাৎ ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার, পাহারাওয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ)

তর। ওগো—রক্ষা করো—রক্ষা করো, আমার নীরেকে পুলিশ ধ'র্‌তে এসেছে।

ইন্‌স্‌। In the name of the King, I arrest you for murder.

নীরদ। মিথ্যা কথা—প্রমাণ কি? কার হুকুমে অন্দরে এসেছ?

ইন্‌স্‌। নীরদ বাবু, সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে কি বাঘের ঘরে ঢুকেছি? এই দে'খুন—মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট।

বিরজা। ওগো—ঠাকুরপোকে দেখ—ঠাকুরপোকে দেখ।

বৈদ্য ও নিতাই। উপেন, উপেন—

উপেন্দ্র। অনেক দেখ্‌তে হয়—অনেক দেখ্‌তে হয়। নির্ম্মল কুলে কুলস্ত্রীর অপমান, জাল, নারীহত্যা, অন্দরমহলে পুলিস্, হাতে হাতকড়ি! অনেক দেখ্‌তে হয়! আরও দেখ্‌বার সখ আছে? আর কেন? চার পো পরিপূর্ণ হয়েছে—আর কেন? হৃদয় কি পাথরের চেয়েও কঠিন! ওঃ?—ওঃ! —(পতন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো—

বিরজা। ঠাকুরপো, আমি পতিপুত্রহীনা, আমার ভার কারে দিয়ে যাচ্চ? মোনা, একবার তুই ঠাকুরপোকে বাঁচিয়েছিলি, এবার রক্ষা কর।

মন্মথ। (পরীক্ষা করিয়া) Terrible brain straim—blood vessel ফেটে গিয়েছে, নাক দিয়ে রক্ত ছুট্‌ছে, আর আশা নাই, এইবার ফুরুলো!

তর। কি হ'লো—একদিনে পতি-পুত্র দুই-ই হারালুম? (পতন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো!

বৈদ্য। উপেন, ফেলে চলে গেলি! ভাইরে—

নিতাই। উপেন, উপেন—

বিরজা। ডেকো না, ডেকো না—বড় জ্বলেছে—একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমুক। আর কেন? নিতাই ঠাকুরপো, তোমরা ওর বন্ধু ছিলে, এখন বন্ধুর যা শেষ কাজ, তা করো। আহা! রাজরাজেশ্বর—ধূলোয় পড়ে লোটাচ্ছে! শৈলেন ওঠ্—এ বংশের মান-মর্য্যাদা এখন তোর হাতে। মেজবৌ ওঠ্ যা হ'য়েছে, আর ত উপায় নাই দিদি! নিতাই ঠাকুরপো, নীরে বংশের একমাত্র সন্তান, যাতে ফাঁসীটা রদ হয়, প্রাণপণ চেষ্টা কর, পিতৃপুরুষের জলগণ্ডুষ বজায় থাক্‌বে।

নিতাই। বউদিদি, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ধৈর্য্য! সংসারে কেমন করে থাক্‌তে হয়, তুমি শেখালে! তোমার মত বধূই কুললক্ষ্মী—আদর্শ-গৃহিণী। সমাজের কল্যাণের জন্য বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তুমি বিরাজ করো।

যবনিকা

মুকুল মুঞ্জরা।

(১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

চরিত্র।

(পুরুষ)

অচ্যুতানন্দ	...	...	জনৈক যোগী।
জয়ধ্বজ	...	...	কেরোলীর অধিপতি।
চন্দ্রধ্বজ	...	...	ঐ পুত্র।
বীরসেন	...	...	পাণ্ডীয়ানার অধিপতি।
মুকুল	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
ক্ষিতিধর	...	...	মুকুলের বিমাতৃ-পুত্র।
সুষেণ	...	...	কেরোলীর সৈন্যাধ্যক্ষ।
বরুণচাঁদ	...	...	পাণ্ডীয়ানার জনৈক বণিকের পুত্র।
মন্ত্রী	...	...	জয়ধ্বজের মন্ত্রী।
ভজনরাম	...	...	ঐ জনৈক কর্ম্মচারী।

সভাসদ্, রক্ষী, দূত, প্রহরিগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

তারা	...	...	পাণ্ডীয়ানার রাজকন্যা। (মুকুলের জ্যেষ্ঠা ভগিনী)
মুঞ্জরা	...	...	কেরোলীর রাজকন্যা।
চামেলি	...	...	ঐ সখী।
পান্না	...	...	ঐ সহচরী।

সখিগণ ইত্যাদি।

মুকুল-মুঞ্জরা।

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বন।

(তারা, অচ্যুতানন্দ ও মুকুল)

তারা। কর হে করুণা প্রভু ! দাসী অভাগিনী।
অচ্যুত। শিব শিব ! এ বিজনে কে তুমি জননি ?
সঙ্গে যুবা কেবা তব—কোন্ বংশধর ?
বল মা বিহনে তোমা শূন্য কার ঘর ?
ষড়ানন সনে যেন বনে বীণাপাণি !
কেন মা মলিন হেরি চাঁদমুখখানি ?
তারা। দেবের বাঞ্ছিত পুর পাণ্ডীয়ানা নাম,
প্রজার পালক বীরসেন গুণধাম—
নন্দন, নন্দিনী মোরা ; শুন ব্রহ্মচারি,
বিধি-বিড়ম্বনে প্রভু কানন-বিহারী।
অচ্যুত। অদ্ভুত বিধির লিপি ! কহ গো কল্যাণি !
বীরসেন ভূপতি অহল্যা নামে রাণী,—
বিশাল তমালে যেন হেমলতা ছবি,
পদ্মিনীর সনে যেন প্রেমে বাঁধা রবি
ছিল দোঁহে—
তারা। জনমদুখিনী অভাগিনী
জননী আমার আহা ছিল বিষাদিনী।
অচ্যুত। কহ বৎসে ! জান কিছু পূর্ব্ব-বিবরণ,
যজ্ঞফলে জন্মেছ কি নন্দিনী-নন্দন ?
তারা। যজ্ঞফলে জন্ম ; কিন্তু এ ছার কপালে
বিপরীত ফলিল সন্ন্যাসি ! ছার ভালে
অমৃতে উঠিল হলাহল, রত্ন-আশে
যত্ন করি সাধু জনে আনয়ে আবাসে,
অবিরল আঁখিজল—বরিষার বারি
ঢালি ধৌত করি পদ—পুত্রহীন নারী—
কহিত জননী সকাতরে—"কৃপা কর
কৃপাময় !" একদা আইল যোগীবর,
মেঘাচ্ছন্ন যেন দিনকর আচম্বিত।
মনের বেদনা তাঁরে জানাইল সতী :
আশ্বাসিল উদাসীন,—হবে পুত্রবতী।
স্বাতি বারি শুক্তি যথা যত্নে করে পান,
পিয়িল সে আশা-বারি পিপাসিত প্রাণ।
অচ্যুত। যজ্ঞ কৈল রাজরাণী সাধুর বচনে ?
তারা। সর্ব্বজ্ঞ ! কি অজ্ঞাত তোমার ত্রিভুবনে !
জন্মিল এ অভাগী-অভাগা পরে পরে,
হানিতে দারুণ শেল মায়ের অন্তরে।
ভুবনমোহন এই সুন্দর কুমার !
কিন্তু হায় কি কহিব কপালে অঙ্গার !—
এ হেন সুন্দর কায় জ্ঞান-জ্যোতিহীন,
শূন্য হৃদি, প্রশস্ত ললাট ধী-বিহীন ;
কত যত্নে না হইল মনের বিকাশ,
দিন দিন জননীর বাড়িল হুতাশ।

মুকুল। চল না—
তারা। কোথায় ?
মুকুল। যেথা হয়।
তারা। চল যাই,
ভক্তি ক'রে যোগীরে প্রণাম কর ভাই।
মুকুল। কারে ?
তারা। যোগীবরে।
মুকুল। নমঃ নমঃ।
অচ্যুত। হও সুখী।
অতঃপর কি হইল, কহ বিধুমুখি।
তারা। হাবা শিশু কোলে ল'য়ে কাঁদিল জননী,
কত দিনে দেখিল মা, আইল সতিনী।
অচ্যুত। পুন কি করিল রাজা দার-পরিগ্রহ ?
তারা। শুন প্রভু, পরে পরে মাতার নিগ্রহ।
নবরাণী কতদিনে হৈল পুত্রবতী,
আর নাহি সম্ভাষেন মায়েরে নৃপতি,
দম্ভভরে বিমাতা কলহ কৈল কত,
কি কহিব সহিল দুখিনী মাতা যত।
এক দিন মিথ্যাবাণী রচিয়া অদ্ভুত,
বিমাতা কহিল—"রাজা, তব জ্যেষ্ঠ সুত
বধিতে আসিল আজি আমার দুলালে ;
এ স্থলে থাকিতে যুক্তি নহে কোন কালে।'
মুকুল। আমি তো মারিনি, মিছে মিছে মিছে—
তারা। না,—না—
কূটবুদ্ধি কুটিলতা প্রকাশিল নানা,
প্রত্যয় করিল পিতা বিমাতার বোলে।
অচ্যুত। ধীর জন মুগ্ধ হয় নারীর কৌশলে।
তারা। বধিতে চাহিল রাজা আপন নন্দনে।
ভয়ে মাতা পুত্র ল'য়ে পশিল গহনে,—
সিংহিনী যেমতি পশে পর্ব্বত-গহ্বরে
সভয়ে শাবকে ল'য়ে কেশরীর ডরে।
পুত্র কোলে অভাগিনী আঁখি-জলে ভেসে,
কল্যাণ কামনা করি ভ্রমে দেশে দেশে ;
সাধুস্থান, দেবস্থান কৈল পর্য্যটন,—
রহিল আঁধার-মগ্ন তনয়ের মন।
তোমার মহিমা প্রভু বিখ্যাত সংসারে,
বড় আশে তব পদে সঁপিতে কুমারে
আসিতেছিলেন মাতা। নর্ম্মদার জলে
ডুবিল তরণী ; হায় দুরদৃষ্ট-কলে,—
হইয়াছে অভাগিনী সলিলে মগন,
আমা দোঁহে তুলিল ধীবর নেয়েগণ।
মুকুল। মা কোথায় ?
তারা। ঘুমায় মা।
মুকুল। যাবে না সেথায় ?
চল যাই মা'র কাছে।
তারা। কি হবে উপায় ?
অবোধ অজ্ঞানে প্রভু রাখ রাঙ্গাপায়।
অচ্যুত। ত্যজ ভয়, মমাশ্রয় করহ গ্রহণ,
এ সকল বার্ত্তা বৎসে! রেখ সংগোপন,
যেন বার্ত্তা কেহ নাহি জানে, নরপতি
এ রাজ্যের পিতৃবন্ধু তব, ভাগ্যবতি!
পাইলে সন্ধান পাছে বধে প্রাণ, তব
বিমাতার তৃপ্তি হেতু। শুনেছি সম্ভব
আসিছে এ দেশে তব বিমাতা-তনয়,
রাজার কুমারী সনে হবে পরিণয়,—
তাই ডরি কৃশোদরি!
তারা। কহি সত্য করি
সম্মুখে তোমার যোগীবর। আজি হ'তে
বাক্য মম কেহ না শুনিবে কোন মতে,
বোবা হয়ে' রব, তব চরণ সেবিব,
আজ্ঞা বিনা কোন স্থানে কভু না যাইব।
অচ্যুত। দেখ', রেখ,' প্রতিজ্ঞা তোমার বৎসে!
তারা। মম
প্রতিজ্ঞা অটল:প্রভু! নাহি হবে ভ্রম
তোমার প্রসাদে কভু।
অচ্যুত। এস মমাশ্রয়।
তারা। চল ভাই যাই চল।
মুকুল। মা গেছে কোথায়?
তারা। চল ভাই যোগীর আশ্রয়।
অচ্যুত। (স্বগত) এ কি দায়!
মম যজ্ঞফলে এই নন্দিনী-নন্দন,—
হেন বিঘ্ন কি হেতু হইল সংঘটন!
বুঝি রাজা বাক্য মম করিয়ে হেলন,
অসময়ে দেখেছেন পুত্রের বদন।
হর হর! নাহি জানি কি উপায় করি,
এ হেন দশায় হায় অহল্যা সুন্দরী!
রাজরাণী ধীবরের ঘরে ; কন্যাপুত্র
অনাথা বিজনে ; ধন্য ধন্য কর্ম্মসূত্র!
(প্রকাশ্যে)

চল বৎসে! রহ সদা দেবের সেবায়,
অশুভ হইবে শুভ মহেশ-কৃপায়।
শিব শিব! আশুতোষ! কপাল-মোচন!
বিঘ্ন দূর হবে মা গো! ক'র না রোদন।

তারা। আর কি হেরিব প্রভু! অভাগা মাতায়?

অচ্যুত। মৃত সঞ্জীবিত হয় হরের কৃপায়।
এস বৎসে!

তারা। চল ভাই!

মুকুল। কোথা মা কোথায়?

তারা। যোগীর আলয়।

অচ্যুত। জ্ঞান-হীন হায়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•••—

কক্ষ।

(বরুণচাঁদ ও ভজনরাম)

বরুণ। প্রাণের মানুষ মণি! বল দেখি শুনি,
মলিন কেন চাল্‌তা-বদনখানি?

ভজন। বিচ্ছেদে হেসে কেঁদে।

বরুণ। আহা বিরহে জরজর হ'য়েছ বটে!
প্রাণের মানুষ মণি! কিসের বিচ্ছেদ শুনি?

ভজন। পীরিতে জড়সড় হ'য়ে, বাছাদের কাছে বিদেয় নিয়ে, ছুটো বিষম খেয়ে, আহা—বাছারা আমার কেঁদে সারা।

বরুণ। মরি মরি, কারা কেঁদে সারা হ'ল মণি?

ভজন। আহা, জুতা জোড়াটি হাঁ ক'রে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে, পা-জামাটি শত চক্ষে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইছে, আর আমার হৃদবিহারিণী চাপকান অভিমানে থান থান হ'য়ে প'ড়েছেন, আর আমার খিড়কি-দার পাকড়ী ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ী চামচিক্‌ড়ী খেল্‌ছে, বাছাকে পাকিয়ে তেলে চুবিয়ে পোড়ালে যদি আমায় ভুল্‌তে পারে! আহা! বাছারা একাদিক্রমে দশ বচ্ছর আমার অঙ্গে অঙ্গে ফিরেছে, আজ পাষাণ প্রাণে তাদের ছেড়ে চ'লে এলেম।

বরুণ। আহা—হা, তাদের ছেড়ে এলে, কোন্ ছুটো মিঠে ব'লে এলে!

ভজন। নব অনুরাগে মুখে কথা সর্‌ল না, নূতন খাটো পায়জামা পায়ে এঁটে ধর্‌লে, নূতন চাপকান বুকে-পিঠে সেঁটে ধ'র্‌লে, নূতন পাক্‌ড়ী চুম্বন-ছলে মাথায় কাম্‌ড়ে দিলে, আর নব নাগরা ত্বরায় কুলের বার কর্‌লে।

বরুণ। আ মরি মরি! তবে তো তোমার বিচ্ছেদ মিলন এক সঙ্গেই হ'ল! আহা! এমন প্রেম কেউ কখন করেনি,—কেউ কখন করে নি!

ভজন। আহা, এমন খিদের জ্বালায় কেউ কখন মরে নি,—কেউ কখন মরে নি।

বরুণ। কেন মণি! গোবরা হাঁয়ে কেন কিছু দিলে না মণি?

ভজন। বদনে কিছু দিতে গেলে রাস্তা কে চলে বল? শুন্‌ছ না, সহর সরগরম; রকম রকম হুকুম বেরুচ্ছে, কখন্ মহারাজ এসেন—কখন্ মহারাজ এসেন। সাধে কি আর দশ বছুরে চাপকানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলো? বেড়ে সব খাটো-খাটো নূতন পোষাক বিলি হ'লো, রাজার হবু-জামাই বর আস্‌ছেন। সে দিকে তারা মায়ে-পোয়ে বেরিয়েছেন, এ দিকে আমাদের পেটের নাড়ী বেরুল। সরদার ঠাকুরের হুকুম কড়া; তাঁরই উপর অভ্যর্থনার ভার। সাড়ে তিপ্পান্ন জন হরকরা আছে। একবার ভজনরামকে হুকুম হ'চ্ছে, একবার ভজাকে হুকুম হচ্ছে, একবার [illegible]নকে হুকুম হ'চ্ছে, একবার রামকে হুকু[illegible]চ্ছে, একবার রামাকে হুকুম হচ্ছে, রাম্‌ভজন—ভজনরাম, রামভজন—ভজনরাম হরদম হচ্ছে। টাট্টু ঘোড়ার অংশে ভাগ্যে—দুই চরণ পেয়েছিলাম দাদা!

বরুণ। তাই তো বলি মনের মানুষ মণি, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শুনি, সহরে কি একটা হ'চ্ছে। খালি আনাগোনা—খালি আনাগোনা—বলি কার খানাটাই কি? নগরে নাগর মনোহর, নাগর টুকু কোথাকার?

ভজন। পাণ্ডীয়ানার রাজা।

বরুণ। আর তাঁর বজ্রবিদ্যাধরী জননী। ওঃ তোমাদের রাজকুমারীর পাথরে পাঁচ কিল

এমন রাজ চটক সম্বন্ধ কোন্ ঘটকচূড়ামণি যোটালে?

ভজন। রাণী পত্র লিখে পাঠিয়েছেন,—আমি ব্যাটা নিয়ে যাচ্ছি। রাজা অনূন ঘুরে পড়লেন। এমন উচ্চবংশ আর হবে না, কন্যাদান ঐখানেই ক'র্‌তে হবে।

বরুণ। বংশলোচন বাঁশ বটে। কিন্তু মনের মানুষ মণি। বড় নিরেট কঞ্চি গজিয়েছে, অমন বাপ-তাড়ান বংশ আর হবে না।

ভজন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বুড়ো রাজা বেঁচে আছে, কাশীবাস ক'রেছে।

বরুণ। বড় কড়া জান ব'লে মহাপ্রস্থান হয় নি, নইলে বঙ্গসুন্দরীর মহিমায় আর ছেলের গুণ গরিমায় সশরীরে স্বর্গলাভ না করে, এমন ব্যাটা ছেলেই নাই। ঠাকরুণ আমার পাহাড়ে পাটা, যার কাছে যান, তার ঘাড় বেঁকে যায়। পাটরাণী অহল্যা যেন লক্ষ্মী ছিলেন, মাগী ছুটো ছেলে মেয়ের হাত ধ'রে পালাতে পথ পেলে না।

ভজন। তুমি যে স্বয়ং বাল্মীকি বাবা। সাতকাণ্ড রামায়ণ আওড়াচ্ছ।

বরুণ। অরুণকাণ্ড তো শুন্‌লে না? তা হ'লে রাজকুমারীর কত জোর কপাল বুঝ্‌তে।

ভজন। শুন্‌ব কি? যে শ্লোক পাঠ ক'রছ, ব্যাখ্যা নইলে বোঝা যায় না তো—বাবা!

বরুণ। ব্যাপারখানা কি জান? রাজা বীরসেনের ছেলে হয় নি, হঠাৎ এক জাগ্রত যোগী এসে উপস্থিত। সে যোগীরাজ কে জান? যে চাক্ষুষ দেবতা তোমাদের শিবালয়ে আছে। আহা যোগীবরের কি হোমের জোর, প্রথমেই এক কন্যা সন্তান, তার পরেই এক হাবা ছেলে!

ভজন। হাবা ছেলে কিরে? রাজাত শুন্‌লেম খুব চট্‌পটে।

বরুণ। রোস বাবা, এই তো অরুণকাণ্ড গাচ্ছি, এর মধ্যে অহিরাবণের জন্ম আন্‌লে আমি পেরে উঠ্‌বো কেন?

ভজন। এ বুঝি সে ছেলে নয়?

বরুণ। রহ ধৈর্য্যং—রহ ধৈর্য্যং।

ভজন। সে হাবা ছেলের কি হ'লো?—হাবাটা কি?

বরুণ। হাবার টেক্কা হাবা; দশ বছর অবধি যোগীর বরপুত্রের বাক্ ফুট্‌লো না; বাক্ ফুট্‌লো তো সাত চড়ে 'ক' বেরোয় না।

ভজন। তার পর—তার পর?

বরুণ। তার পর রাজা আমোদে আটখানা।

ভজন। তা হবেই তো,—তা হবেই তো!

বরুণ। আহা এমন শ্রোতা না হ'লে ব্যাখ্যা ক'রে সুখ?

ভজন। না বাবা ইতি কর, সর্দ্দার আস্‌ছেন, এখনি তাড়া লাগাবেন আর শোনা হবে না। রাজা কি কর্‌লেন?

বরুণ। রাজা বঙ্গসুন্দরীকে ঘরে আন্‌লেন, সেই বঙ্গে খরের কন্যে পাওীয়ানার কুলের ধ্বজা এই রাণী,—যিনি শুভাগমন ক'রেছেন।

ভজন। এরও কি হোম ক'রে ছেলে না কি?

বরুণ। না,—রাজা স্বয়ংই হোম ক'রেছিলেন, মাতব্বর যোগীবরকে ডাক্‌তে হয় নি। ছেলে দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌লো—যেন কচুর তেউড়। আর এদিকে অহল্যারাণী নোন্তা ভাত খেতে লাগ্‌লেন।

ভজন। রাণী খুব নুণ মেখে খেত না কি? তাই ছেলেটা বোকা হ'য়েছিল।

বরুণ। নুণ মেখে নয়—নোণা চোখের জল মেখে। রাজা বঙ্গসুন্দরীকে নিয়ে উন্মত্ত, বড় রাণীর পানে ফিরে চান্ না, এদিকে সো-রাণীর তাড়না।

ভজন। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

বরুণ। দাঁড়াব কি, উঠে দাঁড়াব মণি!

ভজন। যা ব'লে যাই শোন; যুবরাজেতে আর সর্দ্দারেতে এই কথাই বুঝি হ'চ্ছিল, তার পরে তো সো-রাণী রাজাকে কেঁদে বল্‌লে, "তোমার হাবা ছেলে, আমার ছেলেকে আজ কাট্‌তে এসেছিল।"

বরুণ। এই থেই পেয়েছ মণি! আমার পালাটা দেখ্‌ছি আলটপ্পায় মেরে নিয়েছ।

ভজন। আমি ভাল শুনি নি, রাজা তো ছেলেকে কাট্‌তে হুকুম দিলে,—

বরুণ। ব'লে যাও বাবা, যেখানে ব্যাখ্যা অশুদ্ধ হবে, ধরে দেব।

ভজন। রাজা কাট্‌তে হুকুম দিলে।

বরুণ। ও শ্লোক তো পাঠ ক'রেছ,—এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে এস।

ভজন। মন্ত্রী না কি বাঁচিয়ে দিয়েছিল?

বরুণ। ব'লে যাও মণি, ব'লে যাও! আমি তো বলেছি, ব্যাখ্যা অশুদ্ধ হ'লেই ধ'রে দেবো।

ভজন। সেই রাত্রেই না কি রাণী ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় পালাল।

বরুণ। এইখানেই অরুণকাণ্ড শেষ, তারপর কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড আরম্ভ।

ভজন। কি রকম—কি রকম?

বরুণ। রাণীর কিচ্‌মিচিতে রাজ্যে কাক-চিল ব'স্‌তে পায় না, গলাবাজীর ধূম কি? যেন জাম্বুমানের সিংহনাদ! রাজা সেই জ্বালায় আর কুলতিলক পুত্রের মহিমায় দেশত্যাগী হ'য়ে কাশীবাসী হ'য়েছেন।

ভজন। ছেলেটা না কি খুব লম্পট!

বরুণ। সব লুট মণি!—সব লুট। এই যে দেখ্‌ছ আমি, আমারও যদি দুটো চারটে গুণের কম থাকে, তা মহারাজ আমার নিখুঁত! তবে এক যায়গায় একটু বেয়াড়া ঠ্যাকে; ঐ যে হাবা ভাই ছিল, তার কথা হামেসা বলে, বলে— "দাদা আমার বড় ভালবাস্‌তো।" যথার্থই হাবাটা ভালবাস্‌তো, কোলে পিঠে নিয়ে ফির্‌তো, এটাও খুব তার বশ ছিল, এই বঙ্গসুন্দরীর তর্জ্জন-গর্জ্জন আর কি? বলে, "এঁ্যা! আমার কথা শোনে না, সতীন-পোর বশ হলো।"

ভজন। তাই হাবাটাকে তাড়ালে?

বরুণ। তা না হ'লেও তাড়াতো; কিন্তু তোমার ব্যাপারখানা কি, বল তো চালতা-মুখ মণি? আজ তুমি কথা কয়ে যেথু থু খরচ কর্‌লে, আমি আফিংখোর তার উপর তোমার প্যাঁচা-ভাব। এই যে হঠাৎ তোমার তোতা-ভাবের কারণটা কি?

ভজন। বলি কি জান ভাই! আমার মনে বড় দুঃখ হ'য়েছে, মেয়েটাকে গৃহিণী মানুষ ক'র্‌তো; ছেলেবেলায় বিস্তর কোলে-পিঠে করেছি, একটা খারাপ বয়ে প'ড়ে যাবে!

বরুণ। তার কি উপায় কর্‌বে মণি! যা হবার তা হবে। তুমি আপনিই কেন দেখ না, এই দিব্বি রাজসংসারে সুখে ছিলে, রাজা ভালবাস্‌তো, যুবরাজ ভালবাস্‌তো, রাজকুমারীকে তো মানুষই ক'রেছিলে। এ সর্দ্দার বাহাদুরের কাছে এসে হাড় মাটী হবে কেন বাবা?

ভজন। এই দেখ না, রাজার কাছ থেকে ভিক্ষে করে আমাকে নিলে।

বরুণ। এই বোঝ, বরাতের ফের—বোঝ; রাজবাড়ীতে লোক ধন চায়, কড়ি চায়, তোমার মতন দাগা ষাঁড় কে চায় মণি? আমায় দেখ না মণি! সদাগরের ছেলে ছিলুম, পাওীয়ানার একজন প্রধান লোক, বাপ লেখাপড়া শেখালে, কাজকর্ম্ম শেখালে, এক মাগীর পাল্লায় প'ড়ে আফিংখোর হ'য়ে অজ্ঞাতবাস, তোমার দাদাই সর্দ্দারের খাস মোসাহেব! তোমার যেমন উপরির মধ্যে চড়টা চাপড়টা, আমার তেমনি খিচুনীটা আস্‌টা। ঐ তোমার সর্দ্দার আস্‌ছে, স'রে পড়, আমারও মৌতাতের সময় হ'য়ে এলো।

(ভজনরামের প্রস্থান ও সুষেণের প্রবেশ)

সুষেণ। বরুণচাঁদ! আচ্ছা তোকে যদি আমি রাজা ক'রে দিই?

বরুণ। না বাবা, দু'ভরি আফিং আনিয়ে দাও, তা হ'লেই এ কার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখালে!

সুষেণ। আচ্ছা, সত্যি তোরে যদি রাজা করি?

বরুণ। একটু আফিং আনিয়ে দিয়ে যা হয় কর বাবা! আমার আপত্তি নাই। থাম্‌কা রাজ-তক্তায় চড়িয়ে দেবে আর আমি মৌতাতে সারা হব বাবা!

সুষেণ। এই নে তোর মৌতাত নে। (আফিং প্রদান)

বরুণ। আঃ, বাঁচ্‌লেম; এখন তোমার যা প্রাণ চায় কর বাবা! রাজাই কর, আর রাণীই কর, আমি ভরপুর রাজি আছি।

সুষেণ। ভাখ্‌, আফিং দুধে ভিজিয়ে রাখ্‌বি।

বরুণ। কড়ার সরুটি ছাঁদা ক'রে পাঁকাটির নলটি দিয়ে ব'সে ব'সে টান।

সুষেণ। পাঁকাটীর নল কেন? সোণার নলে টান্‌বি।

বরুণ। না বাবা, তাতে জুৎ আস্‌বে না।

সুষেণ। আর কিসে আফিং টাফিং সেজে কি ক'র্‌বি রে?

বরুণ। ভরি বিশ ত্রিশ কলকের চড়িয়ে, তোফা কাঁচা তলতার নল ক'রে এক এক টান। এক-

বার পাঁকাটীতে মুখ, একবার তল্‌তাবাশে মুখ।

সুষেণ। আর দুধ টুধ খাবি নে?

বরুণ। ঐ যে পাঁকাটী দে সরের এক এক বুক্‌নী মুখে আস্‌ছে?

সুষেণ। আচ্ছা, তোর যদি এ সব হয়?

বরুণ। হাঁ, এ সব ক'রে দিয়ে রাজা ক'রে দাও, রাজি আছি; তখন যদি না রাজা হই, বিশ জুতো লাগিও।

সুষেণ। রাজা না হ'লে কি এ সব হয়?

বরুণ। তাই তো বাবা, মনের সাধ মনে মেরে আছি।

সুষেণ। আর তোরে যদি আমি রাজা ক'র্‌তে পারি।

বরুণ। তা আর পার না? তুমি মনে ক'র্‌লে কি না পার; চল্লিশ পঞ্চাশ ভরি আফিং আর তুমি খরচ ক'র্‌তে পার না?

সুষেণ। আচ্ছা, আমি খরচ ক'র্‌তে রাজী আছি।

বরুণ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।

সুষেণ। তোরে পরিচয় দিতে হবে যে, তুই রাজা বীরসেনের ছেলে।

বরুণ। ছেলে কেন বাবা, প্রপৌত্র হ'তে রাজি আছি।

সুষেণ। আচ্ছা চল্।

বরুণ। কোথা যাব?

সুষেণ। শিবগড় পর্ব্বতে।

বরুণ। কি বাবা, তুমি জানকীহরণ ক'র্‌বে না কি? এই অট্টালিকা ছেড়ে শিবগড় পাহাড়ে! ঐ পাঁচ ভরীর মৌতাত চালাও বাবা, খুশী আছি! দু-আঙ্গুল পুরু আফিং ভিজান সরে পাঁকাটী দেব, একি আমার বরাতে হয়? তা হ'লে বাবা সদাগরের ছেলে, ভুঁই থেকে বেভুঁয়ে পড়্‌বো কেন বাবা?

সুষেণ। শোন্ না অট্টালিকাতে থাক্‌বি।

বরুণ। ইয়া, ইয়া।

সুষেণ। আফিংয়ের কড়ায় পাঁকাটী দিবি, তল্‌তা বাঁশের নলে আফিং টান্‌বি।

বরুণ। ইয়া, ইয়া!

সুষেণ। চল্ শিবগড়ে চল।

বরুণ। বেসুর, বেসুর!

সুষেণ। চল্ না কেন?

বরুণ। ফের; ফিরে সুর বাঁধ— ফিরে সুর বাঁধ।

সুষেণ। না যাস্ তো তোর মৌতাত বন্ধ ক'রে দেব।

বরুণ। একেবারে কড়িমধ্যম লাগাবে বাবা!

সুষেণ। ত্থাখ, তুই যদি শিবগড় পাহাড়ে না যাস্— এই তো, এই শিবালয়ের ওদিকে,—তোর কোন কাজ নাই, মজা ক'রে, মনের সাধে যত আফিং চাস্ দেব, কাজের মধ্যে এই আফিং টান্‌বি আর ব'ল্‌বি যে, আমি রাজা বীরসেনের পুত্র। আর যদি স্বীকার না পাও বাবা! তা হ'লে পাচভরীর মৌতাত যেথা পাও যাও; আমার সাফ কথা।

বরুণ। বাবা! কুলমান মজিয়ে শেষে নিদারুণ বাণী! সেখানে যে বাঘের ভয়, বুনোরা থাকে।

সুষেণ। তোর ভয় কি? রাজার শিবিরে থাক্‌বি, তোর রক্ষক থাক্‌বে, তুই খালি আফিং নিয়ে আমীরি কর্‌বি।

বরুণ। চারিদিকে হালুম হালুম রবে নেশা যে ভেঙ্গে যাবে বাবা!

সুষেণ। যাবি কি না বল?

বরুণ। চোখ গরম কর কেন বাবা!

সুষেণ। যাবি কি না?

বরুণ। অগত্যা সম্মত; কি করি বাবা, প্রাণের উপর দাগাবাজী কর!

সুষেণ। রাজী আছিস্?

বরুণ। কোন্ রাজার শিবিরে যেতে হবে? বর বাহাদুরের বুঝি? বাবা, পাণ্ডীয়ানা থেকে যখন অত দূর এসেছেন, সহরে ধ্বজা গাড়তে বল না বাবা!

সুষেণ। সে বীরসেনের ছেলে তোকে পরিচয় দিতে হবে না; আর এক বীরসেন।

বরুণ। বীরসেনই হোন আর সিঙ্গিসেনই হোন, আমার আপত্তি নেই বাবা! সহরে আস্‌তে বল।

সুষেণ। তুই যাবি নে?

বরুণ। ব'ল্‌ছি তো বাবা, অগত্যা সম্মত; নাচার বাবা! আফিং না পাই, বাঘে খায় খাক্!

সুষেণ। আচ্ছা তবে ত'য়ের হ'; আমি তোরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বরুণ। আচ্ছা বাবা! এ ব্যাটার আচরণখানা কি? দেশ থেকে বিদেশে এলুম, ও ব্যাটাতো পথ থেকে আমায় চুনে নিলে; ছিল একভরী মৌতাত, দশ-ভরীর মৌতাত তুল্‌লে। আর ঘন ঘন দুধের বাটী,

গোলাপী খিলি, অম্বুরী তামাক হরদম্ এক বচ্ছর যোগাচ্ছে; ব্যাপারখানা কি? আঃ ব্যাজার ক'র না—ব্যাজার ক'র না! ব্যাটা রাজা কর্‌তে চায়, বনে নিয়ে যেতে চায়; ঠাকুর মা যে গল্প ব'ল্‌তো তার মতন বাবা ঠিকঠাক্ হ'য়ে আস্‌ছে। রাজপুত্র নিরুদ্দেশ ছিল, হঠাৎ বন থেকে বেরুল; "বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে!" রাজপুত্র ষোল বচ্ছর মালিনীর ভ্যাড়া হ'য়ে থাকে। আমিও তো বাবা সুষেণ মালিনীর দেড় বচ্ছর আফিংখোর। খামকা বন থেকে বেরুব—রাজা বীরসেনের পুত্র! এর ভিতর কিছু কথা আছে, নেহাৎ মজা ক'র্‌তে জঙ্গলে যাচ্ছে না। আচ্ছা, মন; বল দেখি, কার দরকার বেশী? ব্যাজার ক'র না—ব্যাজার ক'র না; রসো, রসো; ও ব্যাটা আমায় রাজা ক'র্‌তে চায়, আমি ওর ঠেঁয়ে আফিং চাই, গরজ কার বেশী? এখানে ভেড়ে কে? ভেড়ে ঐ ব্যাটা।

(রাজা ক্ষিতিধরের সহিত সুষেণের পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষিতি। কেমন লুকিয়ে তেরো ব্যাটার পোষাক প'রে তোমায় এসে ধ'রেছি বল? বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে! মার কথা কি মিছে হয়? কই, কে এমন লোক আমি দেখি, আমি আপনি শেখাব।

সুষেণ। (জনান্তিকে) মহারাজ! একে জান্‌তে দেবেন না,আপনি কে। মহারাজ! ও টের না পায় আপনি রাজা, তা হলে দমে যাবে, কথার জবাব দেবে না।

ক্ষিতি। আচ্ছা আচ্ছা; ও হে বাপু, আমি রাজা টাজা নই; আমি অম্‌নি একটা; দেখছ তো এই কাপড় চোপড়? কেমন বুঝিয়ে দিলুম? বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে।

বরুণ। এই যে, বর-সুধাকর স্বয়ং উদয়।

সুষেণ। চলুন চলুন, আপনার শিবিরে গিয়ে কথাবার্ত্তা হবে এখন।

ক্ষিতি। না,তুমি বল্লে কেমন মজার লোক দেখ্‌বো, নইলে তেরোকে সাজাব। আমি ঠক্‌ব না, বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে! এ বে যদি ভেঙ্গে যায় তো বড় মজা হয়, মা নাচ্‌তে থাকে। কই, কেমন মজার লোক দেখি?

বরুণ। (স্বগত) বাবা, যার খাই তার একটু গাই।

ক্ষিতি। কে তুমি?

বরুণ। আমি রাজা বীরসেনের পুত্র, আফিং পানে সদাই মত্ত; যদি মেয়ে দিতে হয় দাও, নইলে সটান চ'লে যাও, আমি আমার রাজ্যে ফিরে যাই।

ক্ষিতি। বাঃ! বাঃ! বাঃ! যেন হরবোলা!

বরুণ। পিক্ পিচো!

ক্ষিতি। বাঃ! বাঃ! বাঃ! তোমারও দেখ্‌ছি বুদ্ধি আছে, তুমি ভারী বুদ্ধি বার ক'রেছ! এ এম্‌নি দু'টো বেল্‌কোপণা ক'রলে তোমাদের রাজা আর মেয়ে দিতে চাইবে না। আমি কি আর বেল্‌কোপণা পারি নে?—পারি; কিন্তু তুমি যা বল্লে, যদি রাজা তবুও না চটে, আমাদের সমান ঘর ব'লে যদি তবুও মেয়ে গছায়। গছায় এর উপর দিয়েই যাবে! ওহে, তোমার ওপর বেল্‌কোপণা পারি।

বরুণ। তা বটে তো,—তা বটে তো!

ক্ষিতি। আচ্ছা, সব কথা তোমায় ভেঙ্গে জিজ্ঞাসা করি; ও যেন আমি সাজলে, তার পর তোমার রাজা দেখা করতে এল;—

সুষেণ। চলুন না মহারাজ! গোপনে সে সব কথা বল্‌ব।

ক্ষিতি। না—না, ভেঙ্গে চুরে নি। মা, রাণীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়েছে; আজই রাজা আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে; কখন সব বুঝে নেব? এক কথায় বুঝব; বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে! রাজা যদি বেল্‌কোপণায় চটে, ভাল; নইলে একে বর সাজাব; কি বল—আমার তো আর বে করা হবে না, চন্ননা বেটি মাথার দিব্বি দিয়েছে; আর যা যা ক'র্‌তে হবে, তুমিই ক'রো। এই দেখাটা হ'য়ে গেলে ঘাম দে জ্বর ছাড়ে; আজকের দেখাই তো দেখা?

সুষেণ। তা বই কি!

ক্ষিতি। বেশ—বেশ হ'ল!

বরুণ। এক রাজ্যি আর অর্দ্ধেক রাজকুমারী।

ক্ষিতি। আমি চল্লেম, তোমরা এস, রাজা যদি দেখা করতে এসে, সকলকে টিপে দিতে হবে কি না আমি রাজা, এ কথা না বলে।

[প্রস্থান।

বরুণ। সোণাচুরী, রূপোচুরী ঘটিচুরী,বাটিচুরী,পুকুরচুরী

অবধি শুনেছি, রাজাকে রাজা চুরী এ—বড় জবর!

ণ। আমি আজ তোর উপর ভারী খুসী হ'য়েছি, তুই খুব চালাকী ক'রেছিস্।

ণ। খুসী তো হলে, একটা প্রাণ খুলে কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ খুলে জবাব দাও দেখি। রাজকুমারী তোমার, না আমার?

ণ। নে নে, চল্—চল। তুই আজ যেমন খুসী ক'রেছিস্, যদি এমনি খুসী ক'রতে পারিস্, তা হ'লে তোর ভাল করি।

ণ। আচ্ছা বাবা! বেলকোপণা যতদূর ক'রতে বল, রাজী আছি; কিন্তু রাজকুমারী-টুমারী ঘাড়ে চাপিও না। আফিং না দাও বাবা, নেই দেবে! থাম্‌কা যে অবলার জাত-কুল খাব, তা পারব না।

ষেণ। পাজী ব্যাটা, অবলার জাতকুল কি রে? রাজার সক্ হ'য়েছে, তোকে নিয়ে একটু আমোদ ক'রবে।

ণ। আমোদ করেন করুন, কিন্তু মহারাজের এক কাটী বেরুনো ধাড়ি চন্নমা আছে, তা আমি শুনেছি।

সুষেণ। তা কি?

ণ। কিছু নয়, রাজকুমারীর জোর কপাল! একেবারে তিন বর উপস্থিত;—তুমি, আমি আর মহারাজ ক্ষিতিধর! চল তোমায় আমি খুসী ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু বাবা! আফিং ছাড়তে কিচিমিচি কর' না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

পথ।

(রাজা জয়ধ্বজ, মন্ত্রী ও সভাসদ্)

য়। রাণী অতি অমায়িক, সৌজন্যে আমাদের সকলকেই বশ করেছেন। মহিষীর নিকট শুনলেম, ব্যান ব্যান ক'রে কত আমোদ! ছেলেটী একটু উগ্রস্বভাব ব'লে যেন ভয়ে জড়সড়! কিন্তু দেখ মন্ত্রী! সিংহের শাবক সিংহই হয়, মহারাজ ক্ষিতিধরকে শিবগড় থেকে আনতে পারলে? আস্‌বেন কেন? আমরা নারিকেল নিয়ে ভাটকে না পাঠালে, তিনি নগরে আস্‌ছেন না। আমি আ'জ দেখা ক'রে আসি, কাল নারিকেল পাঠাব।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ ভাবতো আমি বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। আপনার রাজ্যে এসে শিবির পেতেছেন, নগর প্রবেশে আর আপত্তি কি?

জয়। আছে আছে.—কথা আছে; নইলে কি আমি জানুস্পর্শ ক'রে কন্যাদান ক'র্‌তে চাই। শিবগড় বনই ধ'রতে হবে, যেন মৃগয়া ক'র্‌তে এসে, মৃগ অন্বেষণে এতদূর এসে প'ড়েছেন; সৈন্য-সামন্ত কিছু সঙ্গে আনেন নাই; দু-চারজন লোক নিয়ে এসেছেন বই তো নয়। লোকে জান্‌বে মৃগয়া ক'র্‌তে এসেছেন! আমিও বিবাহ ক'র্‌তে গিয়ে কলিঙ্গের নগর প্রবেশ করি নি; নারিকেল পাঠিয়ে দিলে পর, তবে কলিঙ্গেশ্বরের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছিলাম। পাণ্ডীয়ানাপতির ব্যবহারে আমি বড় খুসী হ'য়েছি। তবে রাজ্ঞী আমুদে লোক, ব্যাটার বে হবে, মাগী আমোদে বাঁচ্‌ছে না! আর তাও বলি মন্ত্রী, আমার ঘরে আস্‌বে না কেন, কলিঙ্গেশ্বরের কন্যা আমার গৃহে! আজ দেবদেবকে পূজা ক'রে আমরা যাই চল।

স-সদ। আহা দেখুন মহারাজ! যুবরাজ কার একটী মেয়ে নিয়ে আসছেন; আহা দেখুন কি শোভা! যেন রতিদেবী মদনের সঙ্গে আস্‌ছে।

(যুবরাজ চন্দ্রধ্বজের সহিত তারার প্রবেশ)

জয়। কে এটী?

যুব। মহারাজ! এ কোন অভাগিনী বাক্‌শক্তি-বিহীনা, প্রান্তরে একাকিনী ব'সেছিল; বোধ-হয় আশ্রয়বিহীনা, আমি ইঙ্গিত ক'র্‌তেই সঙ্গে এলো; যদি রাজ-অনুমতি হয়, মুঞ্জরার কাছে এরে স্থান দিই।

মন্ত্রী। কার কন্যা, কোন জাতি? বিশেষ পরিচয় গ্রহণ ব্যতীত রাজপুরে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

সভা। মন্ত্রী মহাশয়ের কি বিবেচনা—আস্‌শেওড়ায় মাধবী-কুসুম ফুটেছে?

মন্ত্রী। তুমি জান না; কে কি ছলে এসে, কে জানে?

যুব। মন্ত্রিবর! যদি শত্রু-আশঙ্কায় অনাথা বালিকাকে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হ'তে হয়, তা হ'লে রাজা অপেক্ষা দীন-দরিদ্র হওয়া শ্রেয়ঃ। মহারাজের চরণে মিনতি, বালিকা আশ্বাসিতা হ'য়ে আমার সঙ্গে এসেছে, নিরাশ না হয়।

জয়। মন্ত্রী বল্‌ছেন—অজ্ঞাতকুলশীলা।

যুব। হে রাজন্! নেহার বদন সরলতা-
ময়; যদি রসনায় নাহি ধরে ভাব,
হৃদিভাব সুপ্রকাশ কমল নয়নে!
যেন ডরি মিথ্যার সংসার, কৃশোদরী,
আবদ্ধ ক'রেছে দুটী ওষ্ঠ-কিসলয়!
হের গণ্ড গোলাপ-নিচয় পরিচয়
করিছে প্রদান—রমণীর সহজাত
লাজ। নম্রমুখী হ'য়ে মৃত্তিকায় চায়,
জানায় রাজায়—নাহি স্থল ত্রিভুবনে—
আমি অভাগিনী; রুক্ষকেশে আচ্ছাদিত
কায়, যেন শৈবাল-বেষ্টিত কমলিনী!
পদ্মিনী হৃদয়ে মধু না ধরে গরল।
রাজপুরে রত্নের আদর, অনাদর
অবলায় ক'রে না ভূপাল!—নারী-রত্ন।

সভা। যুবরাজ কি ক'নে ধরে এনেছেন না কি? আহা, দেখুন দেখুন, মুখে যেন আরক্ত-আভা লুকোচুরী খেল্‌ছে।

জয়। ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞাসা কর না? যদি কিছু পরিচয় জান্‌তে পারা যায়।

(সভাসদের ইঙ্গিতকরণ)

যুব। বোধ হয় জানাচ্ছে যে, এখান হ'তে আবাস বহুদূর; বনের ফলে আর নদীর জলে জীবন যাপন করে; যেখানে দিনকর অস্ত যান, সেই স্থানেই গৃহ। লতা যেমন আশ্রয়বিহীনা হ'লে ধুলায় লুণ্ঠিত হয়, সেইরূপ আশ্রয়বিহীনা হ'য়ে মলিনা!

জয়। মনোভাব স্পষ্টই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে।

(সভাসদের ইঙ্গিতকরণ)

যুব। আহা মহাশয় দেখুন! চক্ষু দুটি ছল ছল ক'র্‌ছে; এর সঙ্গেও ব্যঙ্গ করেন।

জয়। কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে?

সভা। আজ্ঞে মহারাজ, রকমারি ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রেছি যে, যুবরাজকে বি[য়ে] ক'র্‌বে? আহা! সত্যই চক্ষু দুটি ছল[ছল] ক'চ্ছে! না না না, আমি একটা বোকার[াম]। কিন্তু যুবরাজ, যদি বাক্‌শক্তি থাক্‌তো, পারিজাত-হার তোমার যোগ্য।

জয়। মুঞ্জরা যদি স্থান দেয়, আমার আপত্তি না[ই]। বোধ হয় সুবোধ, আপনার অবস্থা বো[ঝে]। তুমি সত্বর প্রস্তুত হও। এস মন্ত্রী, আ[মরা] যাই।

[চন্দ্রধ্বজ ও তারা ব্যতীত সকলের প্রস্থা[ন]

চন্দ্র। এই যে মুঞ্জরা আস্‌ছে।

(মুঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ)

চামেলী। চাঁপা ফুলে খোঁপা বেঁধে
পাত্‌ব প্রেমের ফাঁ[দ]
আড় নয়নে আন্‌ব টেনে
ধ'র্‌ব সোনার চাঁ[দ]
কৌটো ক'রে রাখ্‌ব তারে
কেউ না দেখে আ[র]
বিরলে কৌটা খুলে দেখ[ব] [ত]ারে বার বার।

মুঞ্জরা। দূর মড়া, দাদা র'[য়েছে]। দাদা এটি [কে] দাদা?

চন্দ্র। ব'লব কেন?

চামেলী। দাদার ক'নে।

চন্দ্র। দূর মুখপুড়ি!

মুঞ্জরা। কে দাদা?

চন্দ্র। এটি কোন অনাথিনী, পথে ব'সেছিল, আ[মি] এনেছি; তুই রাখ্‌বি?

মুঞ্জরা। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ!

চন্দ্র। মেয়েটি বোবা, কথা কইতে পারে না।

মুঞ্জরা। আহা হা! মেয়েটি বোবা! তোম[ার] আঁচলে বাঁধা এ খানি কি?

চন্দ্র। ওকে কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিস্? ও বোবা শুন্‌[তে] পায় না; ইঙ্গিত না ক'র্‌লে ও বোঝে না।

(তারা কর্ত্তৃক মুকুলের ছবি চামেলীকে প্রদান)

চামেলী। আহা! কুমারি, দেখ কি চমৎকার ছবি

মুঞ্জরা। মরি কি মুরতি মনোহর! মরি ধন্য
চিত্রকর! মনোহর কল্পনা-প্রভাবে
এঁকেছে মোহন ছবি সুন্দর—সুন্দর!
একি একি খঞ্জন-গঞ্জন দুটী আঁখি—
আহা! কেন ভাবহীন—যেন বালকের
আঁখি দুটি! যৌবনে সাজে না এ নয়ন!
হৃদয়-দর্পণে নাহি ভাব-আভাস!
লক্ষ্যশূন্য চক্ষুহীন-প্রভা, কোন্ প্রাণে
কেমনে না জানি, চিত্রি চন্দ্রমুখখানি
অদ্ভুত তুলীর স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর;
জ্ঞান-রাগ-বর্জ্জিত এঁকেছে আঁখি দুটি;
কার প্রাণে নাহি বাজে সৌরভবিহীন-
ফুল্ল ফুল হেরি! এ কি একি সুধা নাই
সুধাকরে?

যুব। নহে চিত্র স্বভাবে অভাব!
হের বামা নিরুপমা, মদন-বিরহে—
রতি যেন ধরাতলে! বিধাতার ছলে
বাক্‌শক্তিহীন, সিংহাসন সুশোভন
হয় যার রূপে, হের দশা তার,—পথে
পথে ভ্রমে অনাথিনী! চিত্রকর অতি
স্বভাব নিপুণ, কীট কুসুম-মাঝারে,
কলঙ্ক চন্দ্রের হৃদে যার কল্পনায়,
সে বিধি কঠিন প্রাণে গড়েছে বালায়।

চামেলী। আহা! ইঙ্গিত ক'রে ব'ল্‌ছে, তোমার কাছে থাক্‌বে—তোমার মালা গাঁথবে।

মুঞ্জরা। পান্না, তুই এরে নিয়ে যা; বেশ ক'রে বেশভূষা ক'রে দিয়ে আমার ভাল কাপড়খানি প'র্‌তে দিস্। এই নাও তোমার ছবি নাও।

চামেলী। ও বল্‌ছে তুমি নাও।

মুঞ্জরা। আচ্ছা, আমার কাছে থাক্, পান্না নিয়ে যা।

[তারাকে লইয়া পান্নার প্রস্থান।

দাদা তুমি বল্‌তে পার, এ চোক দুটীতে কি ভাব দিলে ভাল হয়?

যুব। ও চোকের ঐ ভাব, ও কোন উন্মাদের ছবি, দেখছ না, হাব-ভাব সকলি বালকের মত—মন অপ্রস্ফুটিত।

মুঞ্জরা। আমার বোধ হয় নির্ম্মল মন, বাল্যসরলতা এখনও হৃদয় পরিত্যাগ করে নি, কুটিল-সংসার দেখবে না বলেই যেন চক্ষু লক্ষ্যশূন্য।

যুব। এই তো তুই ভাবে গদগদ হয়েছিস্। আমি চল্লেম, মহারাজের কাছে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

মুঞ্জরা। এ উন্মাদ জগৎ উন্মাদ করে, মরি
অধরে কি অপরূপ ভাব! বাল্যভাব
বিরাজে যৌবনে, অঙ্গে তরুণ অরুণ-
আভা, ফুলধনু ফুলশর করে, খেলে
কুটিল কুন্তলে! ধরে ধরণী কি হেন
চেতন-বিগ্রহ? ধন্য সেই ধাম, যথা
বিহরে এ মনোহর ঠাম! সুখী তথা
তরুলতা পাখী, দেখি কল্পনা-কৌশল,
বিধাতার ধ্যানের গঠন এ বদন!
উচ্চ ধ্যানে মগ্ন আঁখি তাই লক্ষ্যহীন!
ধরা কি নেহারে কভু ত্রিদিব-নিবাসী?

চামেলী। কি লো তুই যে গদগদ! একে পেলে স্বয়ম্বরা হোস্ না কি?

মুঞ্জরা। একে পেলে কত লোক স্বয়ম্বরা হয় লো!

চামেলী। বকুলমালা গলায় দিয়ে এলো বন থেকে; তাই তো বলি মনের কলি খুল্‌লো রূপ দেখে। কি লো, তুই থেকে থেকে চম্‌কে উঠ্‌ছিস না কি?

মুঞ্জরা। চামেলী! এ চিত্রকরের কল্পনা নয়, ওই স্থাথ্ সজীব বিগ্রহ।

চামেলী। বোধ হয় বনবাসী, দেবতা পূজা ক'র্‌তে ফুল তুলে এনেছে।

(মুকুলের প্রবেশ)

মুকুল। তুমি ফুল চাচ্ছিলে, এই নাও।

চামেলী। তুমি কে? আমরা তো ফুল চাই নি।

মুকুল। চাও নি, তুমি ব'ল্‌ছিলে বেস্ ফুল ফুটে র'য়েছে! তাই তুলে এনেছি, আমি তখন সেই লতার বনে ব'সেছিলেম।

মুঞ্জরা। সে তো চামেলী, বল্‌ছিলেম বটে!

মুকুল। তুমি নেবে না, তুমি প'র্‌বে বলে এনেছি।

মুঞ্জরা। আমি নেব, তুমি কে?

মুকুল। আচ্ছা, পর' এখন, (চামেলীর প্রতি) প'র্‌লে তুমি দেখ' ফুলগুলি কেমন দেখাবে এখন বেশ দেখাবে - বেশ দেখাবে, হি হি হি হি!

মুঞ্জরা। তুমি কে?

মুকুল। আমি এই খানে থাকি।

মুঞ্জরা। তোমার কে আছে?

মুকুল। মা ছিল কোথা গিয়েছে, দিদি ছিল, কোথা গিয়েছে, সব্বাই কোথা গিয়েছে। দিদি বলেছে, এই বাবার কাছে থাক্‌তে, তাই এখানে থাকি।

মুঞ্জরা। তুমি আগে কোথা ছিলে?

মুকুল। কোথায় ছিলেম, কে জানে!

মুঞ্জরা। তোমার কিছু বাল্যকালের কথা মনে হয় না?

মুকুল। না, আমার সব ছায়া ছায়া মনে হয়, আমার যেন রাত হয়েছিল, তোমায় দেখে যেন দিন হয়েছে, আমি আর ফুল তুলে আন্‌ব?

মুঞ্জরা। না না,—এই যে ঢের ফুল তুলে এনেছ।

মুকুল। আর ফুল তুলে আন্‌ব না?

মুঞ্জরা। না, অনেক ফুল এনেছ; তুমি হাস্‌ছ কেন?

মুকুল। আমি জানি নে, আমার বুকের ভেতর কেমন কর্‌ছে, তাই হাস্‌ছি; কি কর্‌ছে, বল্‌তে পার্‌ব না; তুমি এত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আমি কিছু বল্‌তে পার্‌লেম না; আমার এক একবার মনের ভিতর কেমন কর্‌ছে, কেন বল্‌তে পার্‌লেম না; আমার বড্ড ইচ্ছে তোমাকে বল্‌তে পারি, তুমি আমায় বল্‌তে শেখাবে? ঐ দেখ, আবার হাসি আস্‌ছে, কিন্তু হাস্‌ব না, আমি হাস্‌লে তুমি ভালবাস না, আমার কেমন হ'য়ে যায়; আমি কত বার মনে ক'রেছি—হাস্‌ব না; আমার কত কি মনে হ'চ্ছে, ছুটে ছুটে পালাচ্ছে, আমি কিছুই বল্‌তে পাচ্ছিনে, তোমার মনে কিছু দুঃখ হ'চ্ছে?—হুঁ হচ্ছে। আমি বুঝ্‌তে পারি, আমি যখন কত কি বলি, আপনি আপনি হাসি, দিদি অম্‌নি আমার মুখপানে চেয়ে থাকে, তার দুঃখ হয়—তার দুঃখ হয়, আমি বুঝ্‌তে পারি—আমি বুঝ্‌তে পারি।

চামেলী। তুমি সুখ-দুঃখ বুঝতে পার?

মুকুল। না, ওটা বুঝ্‌তে পারি নে; দুঃখ বুঝ্‌তে পারি, বল্‌তেও পারি কেমন। আমি এই চ'লে যাব, এঁকে দেখ্‌তে পাব না, আমার মনটা এক রকম হবে, তার নাম দুঃখ।

চামেলী। আর রাজকুমারীকে দেখ্‌লে যা হয়, তার নাম সুখ।

মুকুল। না না, খালি মনে হ'চ্ছে, আমি চ'লে যাব, আর দেখ্‌তে পাব না, এ দুঃখ একটু ভাল দুঃখ; আমি কি ক'র্‌ব জান? রাজকুমারীর পা'র দাগগুলি দেখ্‌ব।

মুঞ্জরা। দেখ, কেমন ফুল ফুটে র'য়েছে দেখ।

মুকুল। আর তো ফুল দেখ্‌ব না, আমি মনে ক'র্‌তেম, গাছে ফুল বেশ দেখায়, তাই তুল্‌তেম না, কিন্তু তুমি যে ফুলটি প'রে আছ, তা দেখে আমার মনে হ'লো, গাছে ফুল ভাল দেখায় না।

চামেলী। কমল সুন্দর, কুৎসিত ভ্রমর,
সে মাধুরী বোঝে প্রাণে;
শূন্যে সুধাকর, গহনে চকোর,
রজহাসি তারে টানে।
দামিনী দলকে, চাতক পুলকে
শূন্যে শোভা হেরি ধায়;
কাননে আবাস, হৃদি অপ্রকাশ,
রূপরাশি বাঁধে তায়।

মুঞ্জরা। আ মরণ নাইকো নয়ন, রূপ দেখে মন ভোলে না তোর
গড়চে একলা ব'সে, বনবাসে,
ভাঙ্‌তে বিধি নারীর গুমো[illegible]
চাতুরী বুঝ্‌তে নারি, মরি এ কি
বিধির খেল[illegible]
কাঁদে প্রাণ, পূর্ণ চাঁদে কালি দেছে
ক'রে হে[illegible]
সুধাময় হৃদয়-মাঝে জ্বালে নি সই
জ্ঞানের বা[illegible]
বুঝি বা বনে বনে, অযতনে,
মলিন হ'য়ে আছে জ্যো[illegible]
যদি কেউ যত্ন জানে, হয় গো মনে,
হয় তো ফোটে মলিন ক[illegible]
হয় তো বোঝে, ব্যথার ব্যথী হ'য়ে যদি
বুঝিয়ে ব'[illegible]
যদি কেউ যত্ন করে, আমি তারে
সত্যি বড় ভালব[illegible]
দেখ্‌লো পাগল যত্ন জানে, পাগল,
যতন অভিল[illegible]

চামেলী। দেখ্ দেখ্ সে পাগল-হাসি আর নাই

মুঞ্জরা। তুমি কি ভাবছ?

মুকুল। তুমি কি বল্‌লে, আমি কিছু বু[illegible]

পারলেম না; কেন বুঝ্‌তে পারলেম না—কেন বুঝ্‌তে পারলেম না, আমি কিছু বুঝতে পারব না? কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে, আমার কথা বল্‌ছিলে; তোমাদের কথা কি বুঝতে পারব না? আমার তোমাদের সব কথা বুঝতে ইচ্ছা হয়।

মুঞ্জরা। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

মুকুল। না না, দিদি ব'লে দিয়েছে বাবার কাছে থাক্‌তে; আমি তার কথা না শুনলে সে কাঁদবে! ঐ একটা বুঝতে পেরেছি,—ভালবাসি বুঝতে পেরেছি, দিদি আমায় বলে ভালবাসি, সে কি বলব? এই তোমায় ভালবাসি।

চামেলী। ছিঃ, ও কথা কি বলতে আছে?

মুকুল। বল্‌তে নেই? বুঝ্‌তে পেরেছি, ঐ দেখ কথা শুনে ওঁর মুখ কেমন হ'লো, আমি বুঝতে পেরেছি—আমায় বল্‌তে নেই, তোমায় বল্‌তে আছে, দিদি যদি আমায় বলে ভালবাসি, তা বল্‌তে আছে; আমি যদি তাকে বলি ভালবাসি, তা বল্‌তে আছে, আমি তোমাকে ভালবাসি বল্‌তে নাই; আমি চল্লেম।

মুঞ্জরা। যেও না,—যেও না।

মুকুল। তুমি মানা ক'র না, তা হ'লে আমি যেতে পারব না। কিন্তু যাব, এখানে আমায় থাক্‌তে নেই, আমি বুঝতে পেরেছি—আমি বুঝতে পেরেছি, এত দিন যেন রাত্রি ছিল—যেন সব ছায়া ছায়া দেখতেম, কিন্তু আজ যেন আমার মনের ভিতর দিন হ'য়েছে। তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌তে নেই, আমি চল্লুম।

মুঞ্জরা। না না, বল্‌তে আছে, তুমি যেও না!

মুকুল। ব'ল্‌তে নেই, আমি কুটীরে থাকি ব'লে বল্‌তে নেই; যদি তোমাদের মতন ঘরে থাক্‌তেম, তোমাদের মতন কথা কইতে পারতেম, তোমাদের কথা বুঝ্‌তে পারতেম, তা হ'লে তোমাদের কাছে থাক্‌তেম, আবার তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌তেম; তুমি মানা ক'র না, আমি চল্লেম। ফুল দিতে আছে কি?

মুঞ্জরা। হাঁ হাঁ আছে, তুমি দিও।

মুকুল। দিতে আছে?

মুঞ্জরা। হাঁ হাঁ, আমি যে দিন আসব, তুমি দিও।

মুকুল। তবে আমি ভাল ফুল তুলে আন্‌ব; আজ চল্লেম।

[প্রস্থান।

চামেলী। সখি! ও কি বুঝলে বল দেখি? যেন ব'ল্‌তেই পারলে না, ঠিক তো বুঝেছে।

মুঞ্জরা। অতি সুবোধ, তুমি নিশ্চয় জেনো, ইনি কোন সাধারণ ব্যক্তি নন; শুনেছি, দেবরাজ দৈত্যের ভয়ে পাতালবাসী হ'য়েছিলেন, সেইরূপ ইনিও এই কুটীরবাসী। তুই যোগীবরকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারিস্—ইনি কে?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। কুমারি! মহিষীর পূজা সমাপ্ত হয়েছে, তিনি এখনই যাবেন, তোমাদের ডাক্‌ছেন।

মুঞ্জরা। আহা, সখি! কি অপরূপ মূর্ত্তি!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

(বরুণচাঁদ, ক্ষিতিধর ও অনুচরবর্গ)

বরুণ। বাবা, রাজা-রাজ্‌ড়ার সঙ্গে বেলকোপনা! যদি বাবা মাথাটি উড়িয়ে নেয়?

ক্ষিতি। তোমার খুব বুদ্ধি আছে! আমি সব কথা সুষেণকে ভাঙ্গি নি, তোমায় বলি শোন,—আমি বে' করব না; কেন জান?—চন্ননা ব'লে একটা আছে, সে আমায় মাথার দিব্বি দিয়েছে।

বরুণ। ইস্, তবে তো ভারি প্যাঁচ্! বে'র তো গয়ায় পিণ্ডি প'ড়ে গিয়েছে!

ক্ষিতি। তবে যদি বল তুমি বে কর্ত্তে এলে কেন? আর কিছু না, চন্ননা বেটীর ভারি দেমাক হয়েছে, একটু মোড় দিয়ে নেব। দুদিক্ বজায়

হ'লো,—মা'র কথাকে কথা রাখা হলো চয়না-কেও মোড় দেওয়া হলো!

বরুণ। উঃ, রাজবুদ্ধি কি না?

ক্ষিতি। মা বড় লোভে প'ড়ে গিয়েছে; বুঝেছ, এখান থেকে কে চিঠি লিখেছিল যে—রাজা পাঁচখানি নগর যৌতুক দেবে; এইতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো, আমিও সঙ্গে চ'লে এলেম। এখন কর‍্তে হবে কি জান?—বিয়েও করা হবে না, যৌতুকও নিতে হবে, সব দিক্ বজায় রাখ্‌তে হবে!

বরুণ। বাবা, পেট পোরা রোগ, বদ্দির কাছে ছাপালে রোগ আরাম হবে কেন?

ক্ষিতি। তা দেখ, যৌতুক না হয় নাই হবে, বে'টা না হয়; আর হয়, তোমার সঙ্গেই হ'য়ে যাবে। সেই হ'লেই বেশ হয়, যৌতুকটা শুদ্ধ আমার হ'য়ে যাবে।

বরুণ। তবে মহারাজ, বেল্‌কোপনা আর কেন? আপনার রাজ্য ছেড়ে পরের রাজ্যে এসে পড়েছেন, মিঠেনের উপর দে কাজ ফর্সা করুন না?

ক্ষিতি। আমি তো তাই চাই—আমি তো তাই চাই! সুষেণকে ব'লে কাজ নেই, তুমি যা বোঝ তাই কর, তুমি পাকা লোক।

বরুণ। (স্বগত) আজ্ তো মাথা বাঁচাই—মিঠেনের উপর দে যাই।

(সুষেণের প্রবেশ)

সুষেণ। রাজা আস্‌ছে—রাজা আস্‌ছে।

ক্ষিতি। সব্বাইকে বল্‌ছি শোন্;—একে মহারাজ মহারাজ ব'লে ডাক্‌বি, যা বল্‌বে তাই শুন্‌বি, যদি আমায় বাঁধ্‌তে বলে—বাঁধ্‌বি, মাকে বাঁধ্‌তে বলে—বাঁধ্‌বি, বুঝেছিস্?

সকলে। আজ্ঞে হ্যা।

ক্ষিতি। নইলে গর্দানা যাবে, বুঝেছিস্ যা বলবে, তাই শুন্‌বি, (বরুণের প্রতি) আঃ, কি মজা—কি মজা! প্রথমটা মা খুব খুসী হবে, তার পর গর্জাতে থাক্‌বে—যেমন গর্জ্জে বাবাকে তাড়িয়েছে। দেখ, তোমারও বুদ্ধি বা'র করেছ, আমিও বা'র করেছি; বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে!

বরুণ। খাঁটী দু'মোণ—বেদাগ বুদ্ধিটুকু!

সুষেণ। চোপ্ ব্যাটা।

বরুণ। বাবা, বীরসেনের পুত্রকে ব্যাটা বল্‌ছ, আপনার বোল আপ[illegible] টুক্ বল্‌লে দশজনে কি বল্‌বে বাবা? আমি বীরসেনের পুত্র, এখনি হুকুমে দশজনে বেঁধে ফেল্‌বে, তা জান?

ক্ষিতি। বেশ ব'লেছ, কেমন জব্দ হয়েছ?

সুষেণ। আজ্ঞে হাঁ।

বরুণ। আমি তো মহারাজ, এখানে মন্ত্রী কে? কি কি রেশালা, আমার হাত্‌লে দাও, তবে তো গদী নেব; মন্ত্রী টন্ত্রী বড় কেউ নাই বুঝি?—পাঁচ ইয়ার নিয়ে এসেছি, কি বল?

ক্ষিতি। আমাদের তিন জনেরই বুদ্ধি আছে,—বুদ্ধি আছে।

বরুণ। বেজায়!

ক্ষিতি। হাঁ হাঁ, ইয়ার নিয়ে বেড়াতে এসেছ।

বরুণ। ঐ তো ডঙ্কা প'ড়লো, আমি অগ্রসর হ'য়ে নিয়ে আসি।

ক্ষিতি। হাঁ হাঁ, যা তোরা আমার সঙ্গে যেমন যাস্। কেটে ফেল্‌ব।

[সুষেণ ও ক্ষিতিধর ব্যতী[illegible] সকলের প্রস্থান।

সুষেণ। চলুন স'রে দাঁড়াই।

ক্ষিতি। কি মজা করে, লুকিয়ে [illegible]তে হবে।

[illegible] ভয়ের প্রস্থান।

(রাজা জয়ধ্বজ ও মন্ত্রী সহিত বরুণচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

বরুণ। যেমন পাণ্ডব-শিবিরে শ্রীকৃষ্ণ, তেম্‌নি এ দীনের শিবিরে মহারাজ, আপনি উচ্চাসন গ্রহণ করুন্।

জয়। না না মহারাজ! আপনার সৌজন্যে অতি সন্তুষ্ট হ'লেম।

বরুণ। বার বার মহারাজ ব'লে সম্বোধন কর্‌লে অধীন কুণ্ঠিত হয়, রাজচক্রবর্ত্তী কাশীবাসী মহারাজ বীরসেন আপনার শ্রীমুখের রাজা সম্বোধনের যোগ্য; আমি আপনার সন্তানের তুল্য।

জয়। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক! মন্ত্রী, লোকে কি না রটায়? সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি! একে বলে উগ্রস্বভাব—আরে উগ্র না হ'লে রাজ্যশাসন হয়?

বরুণ। (স্বগত) ওঃ শ্বশুর মশায় ভাবে গদগদ! (প্রকাশ্যে) মহারাজ, যখন পদার্পণ ক'রেছেন,—

জয়। সে কি বাপু—সে কি বাপু! রাজাধিরাজ রাজা বীরসেনের পুত্র, আমার রাজ্য পবিত্র হলো!

বরুণ। পিতৃদেবের সম্বন্ধে মহারাজ নিজগুণে যা বলেন; নিবেদন কর্‌ছিলেম,—মহারাজ পদার্পণ করেছেন, রাজরাণী জননী আপনার গৃহে যখন অতিথি,—

জয়। তাতে দোষ নেই বাবা,—তাতে দোষ নেই। কলিঙ্গের রাজকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন, এতে দোষ কি?

বরুণ। আজ্ঞে যাই বলেন।

জয়। দেখ্‌লে মন্ত্রী, দেখ্‌লে? তক্ষক শিশু গর্জ্জন কর্‌তে ছাড়ে না!

বরুণ। মহারাজ! নিবেদন এই;—আমার স্বভাব, কিছু অন্তরের ভাব গোপন কর্‌তে পারি নে, বোধ হয়, এই নিমিত্তই লোকে আমার নিন্দা করে।

জয়। না বাবা, তুমি অকলঙ্ক শশী!

বরুণ। জননীর অভিপ্রায় যদি মহারাজের হৃদয়ঙ্গম হ'য়ে থাকে, আর তাতে যদি মহারাজ সম্মত হন, আমার আবেদন, বাহ্য আড়ম্বর না হয়, অধীন জননীর অনুরোধে সামান্য মৃগয়ার ভাবেই এসেছে।

জয়। কি মন্ত্রী! বলেছিলেম—আঁ্যা—সিংহশাবক! বাবা, তোমার জননীর মনোভাব—তিনি সরলা, মহিষীর নিকট ব্যক্ত ক'রেছেন, আমি কৃতার্থ হয়েছি।

বরুণ। অধীনের অভিপ্রায়, শুভকার্য্য গোপনে নির্ব্বাহ হয়, পরে পাণ্ডীয়ানা হ'তে সংবাদ এলে পুরী প্রবেশ ক'রব; জননী ব্যগ্র হ'য়ে এলেন, তাই আমার সঙ্গে আস্‌তে হলো, আত্মীয়কুটুম্ব সঙ্গে না ল'য়ে আমার পিতা পিতামহেরা এরূপ কার্য্যে নগর প্রবেশ করেন না।

জয়। ভাল—ভাল, যেরূপ অভিরুচি।

বরুণ। কিন্তু মাতা এদিকে ব্যগ্র হবেন, মাতৃআজ্ঞাই বা লঙ্ঘন ক'র্‌ব কেমন ক'রে?

জয়। না বাবা, তার ভয় কি, গোপনে দেবালয়ে গন্ধর্ব্ববিবাহ হ'য়ে থাকুক, তার পর প্রকাশ্য কার্য্য হবে।

বরুণ। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন।

জয়। বাবা, এখন আসি।

বরুণ। আমি মহারাজের আজ্ঞাবাহী, যেরূপ অনুমতি।

জয়। মন্ত্রি! একটা কৌশল করেছি, জানুস্পর্শ ক'রে কন্যা সমর্পণ করতে হবে না; ছেলে মানুষ অতটা বুঝ্‌তে পারে নি, তা হ'লে সম্মত হ'ত না।

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

[রাজা, মন্ত্রী ও বরুণচাঁদের প্রস্থান।

(ক্ষিতিধর ও সুষেণের পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষিতি। হাঃ—হাঃ—হাঃ! খুব মজা ক'রেছে—খুব মজা ক'রেছে! কি তুমি কাঁপ্‌ছ কেন?

সুষেণ। না, না।

ক্ষিতি। না কি, তুমি যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছ!

সুষেণ। কি হয়, আজ তো হাতের পাশা ছেড়ে গেল! যা হবার হবে; সামনে অন্ধকূপ আর স্বর্গ, প'ড়তেও পারি, স্বর্গেও যেতে পারি।

ক্ষিতি। কি ভাব্‌ছ, কিছু বেমক্কা হ'ল না কি?

সুষেণ। না।

ক্ষিতি। তবে যাও তোমার যেথা খুসী, আমার ঘাম দে জ্বর ছাড়্‌লো।

[ক্ষিতিধরের প্রস্থান।

(বরুণচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

সুষেণ। তুই বেল্‌কোপনা না ক'রে খুব কায করেছিস—খুব সুবিধে ক'রে দিয়েছিস্। এখন আমার কপাল! তোর ভারি বুদ্ধি, আমি তোর কাছে কেনা রইলেম।

বরুণ। তা তো রইলে, এখনকার কি বল? এখন রাজাধিরাজ না বরুণচাঁদ?

সুষেণ। বরুণো, তুই যা চাস্, তাই দেব।

বরুণ। আর বাবা, রাজা ক'রে দিয়েছ, এর চেয়ে বেশী আর কি দেবে? একটু নাবিয়ে ফের আফিংখোর কর, প্রাণটা বাঁচুক।

সুষেণ। দেখ বরুণ, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে! চারিদিক্ থেকে ঘটক সম্বন্ধ আন্‌তে লাগ্‌লো, ব'লব কি—গণ্ডা গণ্ডা সম্বন্ধ এলো, আমি ভাব্‌লেম—একটা সম্বন্ধে রাজা ভরন্তর দেবে, আর রাজকুমারীর বে হ'য়ে যাবে। ভেবে চিন্তে কিছু স্থির ক'র্‌তে পারি নে, ভাব্‌লেম—

ক্ষিতিধরটা হাবাতে রাজা, কিন্তু বড় রাজবংশ, এ যদি রাজকন্যাকে বে ক'রতে চায়, আমাদের রাজা অন্য সম্বন্ধের কথায় কর্ণপাত ক'র্‌বে না— এর সঙ্গেই বিবাহ দেবে। আমি ভেবেছিলুম— এর সঙ্গে মিশে থাকি, না হয় এ রাজ্য ছেড়ে পাণ্ডীয়ানায় যাব, তাই রাণীকে চিঠি লিখ্‌লুম যে, "আপনি আপনার ছেলে ল'য়ে আসুন, এমন কন্যা আর পাবেন না! রাজা পাঁচখানি নগর যৌতুক দেবেন।" রাণী আমাদের রাজাকে লিখে পাঠালেন যে, "আমি ছেলে নিয়ে যাচ্ছি. তোমার কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেব," রাজা পত্র পেয়েই উন্মত্ত হ'য়ে গেল, সকলকে বলতে লাগ্‌লেন যে, ভাগ্য বড় প্রসন্ন, তাই পাণ্ডীয়ানার ঈশ্বরী তাঁর পুত্র নিয়ে আস্‌ছেন। আমার মৎলব ছিল যে, কোন রকমে রাজকুমারীকে হাত ক'র্‌ব ; কি ক'রে যে ক'র্‌ব, তার কিছু ঠিক ছিল না। ভাব্‌লুম—আপাততঃ সম্বন্ধগুলো তো ভেঙ্গে যাক্, তার পর, একেও হয় কোনরূপ ভাংচি দিয়ে তাড়াব, নয় এর সঙ্গে থেকে কোন রকমে রাজকুমারীকে হাত ক'র্‌ব, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছি। আমাদের রাজা আপনিই সব সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছে. বলে—ওরা কি রাজা, সব বাঁদীর বাচ্ছা। কোথাও বর নাই. ক্ষিতিধর এক বর হাজির আছে ; ক্ষিতিধরকে হাতও ক'রেছি, যা বলছি, তা শুন্‌ছে! আমি একবার মনে ক'র্‌ছি— এই করি একবার মনে ক'র্‌ছি—ওই করি ; তুই খুব সুবিধে ক'রে দিয়েছিস, কিন্তু যদি ধরা পড়ি? আমার বুদ্ধি স্থির নাই, বরুণচাঁদ! তোর পায়ে পড়ি, তুই এই কাজটী আমায় ক'রে দে। আমার অর্থের আশা নেই, উন্নতির আশা নেই, মুঞ্জরার কথা শুনব ব'লে আমি ভজনরামকে ভিক্ষে ক'রে নিয়েছি ; ভজনরামকে আমার কোন কথা ফুট্‌তে সাহস হয় না! ফুল প'র্‌তে প'র্‌তে পাল্‌কীতে উঠ্‌লো, আমার বুক পেতে দিতে ইচ্ছা ক'র্‌লে। বরুণচাঁদ, তোর বুদ্ধি শুনে আমি চল্‌বো ; তুই আমার প্রাণদাতা বাপ।

বরুণ। ক'টা কাজ একতন্তরে ক'র্‌ব বল?—রাজাগিরি—আবার তোমার বাবাগিরি ; দু'-রকম তো চলে না, একরকম রেহাই দাও!

সুষেণ। সত্যি বল্‌ছি বরুণ, আমার মাথা ঘুরছে, ভয়ে বুক কাঁপ্‌ছে, কি হ'তে কি হবে ; ওই তো অকালকুষ্মাণ্ড—কাকে প্রকাশ কর্‌বে! আমার মাথা দে আগুন বেরুচ্চে!

বরুণ। এ যে বাবা তোমার [illegible]ম! আফিং খেলে নেশা হবে না—পাপ[illegible]তে গেলে মন ধুকপুক্ ক'র্‌বে না—পিরীতে মাথা ঘুর্‌বে না, তা হ'লে এ সব করাই কেন বাবা? সক্ না থাকে, ছেড়ে দাও! মনটা আর অমন নওলা কি দওলা ক'র্‌বে না।

সুষেণ। যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, এখন আর ফিরি কি ক'রে? এ সব টের পেলে তো আর উপায় নেই? পাছে আমাদের পরামর্শ টের পায় ব'লে ভজনরামকে তাড়িয়েছি, সে আবার রাজসংসারে প্রবেশ করেছে।

বরুণ। কেন বাবা, চল না, রাতারাতি সর না, তোমার তো তিন কুলের মধ্যে—এক ভজনরাম, তাকে তো তাড়িয়েছ। আর একটা কথা বলি, তোমার চখের নেশা বই তো নয়, প্রাণের টান্ তো নয়, তা হ'লে তার এমন ক'রে সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে এগুতে না ; চোখের আড় হ'লে আর পিরীতের ঘোরটা অত থাক্‌বে না, এদিক্ ওদিক্ দু' একখানা কাঁচা পাকা মুখ দেখে ভুলে যাবে।

সুষেণ। সত্যি বল্‌ছি, আমার মুঞ্জরার জন্যে প্রাণ যায়!

বরুণ। প্রাণ যায় বই কি? তা নইলে কি আফিং খাই না লোকে পাপ করে, এখন তো বাবা তোমার মুঞ্জরার জন্যে প্রাণ যায়, আমারও আফিঙের জন্যে প্রাণ যায়, চল না বাবা, পরস্পর একটা মিটমাট করি গে! যা মৎলব ছিল খরচ করেছি, এখন আর না ঝিমুলে মৎলব জম্‌ছে না।

সুষেণ। আচ্ছা, কি হবে? মন্দটাই ধরা যাক্!

বরুণ। কি হবে, তার ভাল মন্দ নিয়ে গোল ক'র না বাবা! হবে, যা হবার হবে। তুমি যে ঘোড়ার চেলে কিস্তি মাৎ ক'র্‌বে, ঘর থেকে ঠিক দে বেরিয়েছ, তার যো নেই বাবা! বিধাতার চক্র বড় চক্র, আমি চক্রে ঘোর খেয়ে ব'লছি বাবা,

তুমি ঘোড়ার চেলে কিস্তী দিতে যাবে, কোথা থেকে সে বড়ে টিপে দেবে ; ব'ড়ের মুখে ঘোড়া ব'সবে না বাবা! সাধে কি বলে—সিদে পথের চেয়ে পথ নাই, তারা তুখোড় লোক, অনেক দেখে শুনে ব'লেছে—যারা সোজা পথে চলে, তাদের ঘোড়ার চালও ভাবতে হয় না, ব'ড়ের চালও ভাবতে হয় না। সন্ধ্যা বেলা বেশ সুনিদ্রাটুকু হয়, আর সকালে উঠেও কারুকে মুখ দেখাতে ভয় হয় না ; এই দেখ বাবা হাই উঠ্ছে, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কক্ষ।

(মুকুল ও তারা)

মুকুল। দিদি! তুমি আবার কোথাও চ'লে যাবে?

তারা। চ'লে যাব, আবার আস্ব।

মুকুল। তুমি যদি না যেতে, তোমার কাছে গান শুন্তেম, তুমি গান গাও না দিদি।

তারা। পূরিয়া—একতালা।

কেন ফুল ফোটে কে জানে,
কেন যায় শুকায়ে ঝরে কি অভিমানে॥
অযতনে ফুট্লে বনে, মলিন হবে অযতনে,
কে জানে শূন্যপানে চাও লো কার পানে,
বল ফুল মনের কথা, অযতনে পাও কি ব্যথা,
মন-সাধ আয় দু'জনে কই প্রাণে প্রাণে॥

মুকুল। দিদি—দিদি, বেশ গান, এর চেয়ে ভাল গান জান দিদি?

তারা। সিন্ধু—মধ্যমান।

কে জানে মজাবে নয়নে।
না বুঝে অবোধ আঁখি কি ছবি এঁকেছে প্রাণে॥
ব্যাকুল নয়ন আশে, অকূলে হৃদয় ভাসে,
বোঝালে বোঝে না মন, কত জ্বালা অযতনে।
কুসুমে নাহি সে শোভা, নহে শশী মনোলোভা,
কি জানি কি কথা কত দিবানিশি উঠে মনে॥
লাঞ্ছনা মন মানে না, যতন করে যন্ত্রণা,
কব ব্যথা কার সনে কে বুঝিবে সে বিহনে॥

মুকুল। দিদি, তোমার এ গান আমি বুঝ্তে পারি, বেশ গান, ঠিক তোমার গানের মত আমার মনে হয়, আরও কত! আমি যদি গাইতে জান্তেম, তোমার মত গেয়ে বল্তেম, "দিদি! তুমি আমায় ভালবাস, মাকে ভালবাস, এমন কারুকে ভালবাস,যারে ভালবাসি বল্তে নাই?" চুপ ক'রে রইলে! দিদি আমি বুঝ্তে পারলেম, তুমিও যারে ভালবাস, তারে ভালবাসি বল্তে নাই! তুমি আমায় গান ক'রে ব'ল্তে পার, তা হলে মনে কি হয়? হাঁ দিদি! ভালবাসা সুখ না দুঃখ? ভালবাসি, কিন্তু বল্তে নাই—ভালবাসি! আমার মনে কি হয় তুমি ব'ল্তে পার? আমি কত কি বলি, গাছের কাছে বলি, একলা ব'সে বলি, চাঁদ পানে চেয়ে বলি; আমার যেন মনে হয় এরা যদি বল্তে পার্ত তা হ'লে তাকে ব'ল্ত! আমি বলি আর গাছের গা দিয়ে যেন নিশ্বাস পড়ে! একলা বলি, হাওয়ায় যেন কাঁদে! চাঁদকে বলি, চাঁদ যেন শুকিয়ে যায়। ভালবেস দিদি, ভালবাসি ব'লতে নাই এমন ভালবাসা বেস' না! তা হ'লে দিদি, তুমি ফুলের মতন শুকিয়ে যাবে।

তারা। আর যদি ভালবেসে থাকি?

মুকু। তা হ'লে আয় দিদি, দু'জনে ব'সে মনের কথা বলাবলি করি।

তারা। কি ব'লবে বল?

মুকুল। চুপ ক'রে বসে থাকি, দিদি! তুমি কি মনে মনে তার সঙ্গে কথা কও? সে নয় সে যেন—

তারা। সে যেন সে যেন, মনে হয় হেন,
শিহরি নড়িলে পাতা ;
লতায় লতায়, পাতায় পাতায়,
কয় যেন তারই কথা।
ওই ওই ওই, কই ওই কই
চকিতে চমকে আঁখি।
কে যেন নয়নে, সে দুটী নয়নে,
রেখেছে যতনে আঁকি।

মুকুল। দিদি, তুমি তো কাঁদতে—কাঁদ! আমি
যদি কাঁদতে জানতেম, আমি কাঁদতেম।

তারা। কেঁদেছি কাঁদিব, কাঁদিতে কি বাকী,
কেঁদে কেঁদে যাবে দিন;
কেঁদে কেঁদে সারা, চাহে রে কাঁদিতে
নয়ন প্রবোধ-হীন।
যে দিকে ফিরাই, তারে দেখে আঁখি,
ঘুমালে ভোলে না তারে;
যত দেখে তত, ধারা ব'য়ে যায়,
তারে তো ভুলিতে নারে!

মুকুল। আমারও কান্না আস্‌ছে, কিন্তু কাঁদ্‌ব' না!
যারে ভালবাসি, তারে ভালবাসি ব'লতে নাই!
সেখানে থাক্‌ব না, গহন বনে থাক্‌ব; সেথা
সকলকে ভালবাস্‌ব, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লব,—
ভালবাসি—ভালবাসি! ভালবাসি ব'লতে নাই,
আগে জান্‌লে এখানে আস্‌তেম না! তুমি জেনে
শুনে, কেন হেথা এলে দিদি? দেখ, আগে সব
ভুলে যেতেম! কিন্তু আর ভুল্‌বে না, তুমি ভুল্‌তে
পার? দিদি কথা কও, চুপ্‌ ক'রে থেক না। এ
বড় জ্বালা আমি বুঝতে পেরেছি; তুমি ভুলতে
পার তো ভোল!

তারা। আপনারে ভুলে মন যতনে রেখেছে
তারে, মনহারা মন কেমনে ভুলিতে
পারে? চাঁদমুখ আঁকা হৃদিমাঝে, ধায়
মন সদা নিবারিতে নারি, কেন কেন
মন মানা নাহি মানে! অযতনে তবু
তারি, মন বারি, নারি হারি! মন তারি,
কেমনে ভুলিব,—মন তারি কিসে বারি!

মুকুল। দিদি, তুমিও পাগল, আমিও পাগল, কিন্তু
এখন কি আমি তেম্‌নি পাগল আছি?

তারা। যারে তুমি ভালবাস, সে যদি তোমায় ভাল-
বাসে?

মুকুল। এক একবার মনে হয় যেন, আমি তারে
বল্‌ছি—ভালবাসি, সে আমায় বল্‌ছে—ভাল-
বাসি। তখন মনে কি হয় আমি বল্‌তে পারি
নে, তুমি বল্‌তে পার?

তারা। ধরা ধরে মোহিনী মূরতি! ভালবাসা
লতায় লতায় পাখী গায় ভালবাসা
গান, ভালবেসে দোলে ফুল, ভালবাসা
ধীর সমীরণে, নাহি আর ভালবাসা
বিনা, সে আমার—সে আমার
ভালবাসা পরিপূর্ণ জগত সংসার!

মুকুল। কেমন হ'য়ে যায়, আবার তখনি চম্‌কে
উঠি, যে আমি সেই আমি! সে দূরে আমি দূরে,
আর সে ভালবাসা কোথায়! তুমি যারে ভাল-
বাস, তারে ফুল দিতে আছে?

তারা। না।

মুকুল। তবে দিদি, তুমি আমার চেয়ে দুঃখী; তুমি
বস, আমি ফুল তুলে আনিগে, সে যদি আসে
দেব।

[প্রস্থান।

তারা। নাহি আর ভাবশূন্য আঁখি, অধীরতা
নাহি আর, প্রেমের সঞ্চার বিকশিত—
হৃদপদ্ম হায় মিলন বিহনে পাছে
শুকায় আবার! আশা কত কয় মৃদু
মধু, হায় নাহি হয় প্রত্যয় সে ভাষে!
কেন কেন তবে বনে নৃপতিনন্দন,
রাজার নন্দিনী কেন বিপিনবাসিনী,
আশা মায়াবিনী! কেন শুনি সে মোহিনী
বাণী, আশে ভাসে প্রাণ, আশায় পাগল!
সকলি গিয়েছে, আশা রয়েছে কেবল।
উপহাস করে আশা তবু তার দাসী,
আশায় যাতনা তবু আশা ভালবাসি!
যোগীর বচন মত করি আচরণ,
যা হবার হবে আশে বাঁধিব জীবন।

(প্রথম চিত্র বাহির করি

আর তো নয়ন দু'টী রাগ হীন নয়,
হৃদয়ের অনুরাগ ওঠ তুলিকায়!

(দ্বিতীয় চিত্র লইয়া)

চিত্রি মম প্রাণেশ্বরে পূরাই বাসনা,
দুটি নয়নের ভাব হবে না—হবে না!
নব ভাবে ঢল ঢল উজ্জ্বল নয়ন,
প্রাণহীন তুলি কিসে লিখিবে তেমন?
ঊষার বরণ লয়ে আঁকিলে অধর,
হবে না—হবে না তবু তেমন সুন্দর!

(যুবরাজ চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ)

যুব। হেথায় একাকী ব'সে এ বালিকা কি কচ্ছে!

এ কি চিত্র করতে জানে না কি? দেখি কি চিত্র ক'রছে।

তারা। বৃথা চেষ্টা, সে অধরের ভাব, তুলি তুই চিত্র করতে পারবি না! সে অধরের উজ্জ্বল ভাব তুই কোথায় পাবি? সে নয়নাতীত নয়নের ভাব দেখে, আমি আত্মহারা হ'য়েছি। আমিই জানি না তোরে কি ক'রে ব'লে দেব?

যুব। কার চিত্র? এ যে আমার চিত্র. মনোরমা চিত্রকরী কি আমার চিত্র করার উপযুক্ত বিবেচনা করেছে? মুঞ্জরা কি অনুরোধ ক'রেছে? এ দীর্ঘ নিশ্বাস কা'র জন্যে প'ড়লো! বুঝি কোন পূর্ব্ব-সুখ-স্মৃতি জাগরিত হ'লো! আমার চিত্র পানেই চেয়ে র'য়েছে!

তারা। জড়িত কাঞ্চন, চাঁপার বরণ,
তুলি কোথা তুই পাবি?
নয়নের রাগে গলিয়ে সোহাগে,
তখনি ভাসিয়ে যাবি।
অধর তুলনা, কি আছে বল না,
কোথায় সে রাগ পাবি?
ভাবিতে ভাবিতে, ম'জে সে ছবিতে
আপনি কেন বিকাবি?

(চামেলী ও মুঞ্জরার প্রবেশ)

মুঞ্জরা। দাদা দেখ, তোমায় ব'লে দিই একে ভাই আমি কিছুতেই কাপড় ছাড়াতে পারলেম না, তুমি বল তো।

যুব। হ্যাঁ মুঞ্জরা, এ আঁকতে জানে আমায় বলিস্ নি?

মুঞ্জরা। আহা ফুলের পাগড়ী যে গড়ে গো—ঠিক যেন তোমার পাগ্‌ড়িটী,হীরে মতির বদলে ফুল দেওয়া, তোমার যে দেখা পেলেম না, শুকিয়ে গেল, আজ আবার গড়বে ব'লেছে! ওর ইঙ্গিতগুলি চামেলী ঠিক বোঝে। দেখ দাদা! চামেলী বলে এ তোমায় মনে মনে ভালবাসে; আহা! তা বাস্‌বেইত তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ!

যুব। ঠিক বলেছে, কৃতজ্ঞতা! কিন্তু লজ্জা পেলে কেন, ছবি লুকালে কেন?

মুঞ্জরা। চামেলী, বুঝিয়ে বল্ তো আজ আবার পাগ্‌ড়ী গড়ে, দাদা প'রবে।

[তারার প্রস্থান।

যুব। কোথায় গেল?

চামেলী। বোধ হয় বাবার বাগানে ফুল তুলতে গেল।

যুব। আমি দেখলেম, যেন চক্ষু দুটী ছল্‌ছল্ ক'রে এলো।

মুঞ্জরা। চোখ ছল্ ছল্ করবে কেন? দাদা যেন পলকে প্রলয় দেখে; ও অমন ক'রে থাকে কেন,—ও এমন ক'রে থাকে কেন, ও চ'লে গেল কেন,—হ্যাঁ দাদা! তুমি কি মনে কর অযত্ন করি? একে অনাথা তায় তুমি এনেছ! দাদা, তুমি জান তো আমি সুন্দর কত ভালবাসি, ও তো কথা কইতে পারে না, আপনার ভাবেই থাকে।

যুব। আহা মুঞ্জরা! ও যদি কথা কইতে পারতো, কি সুন্দর হ'তো! সত্যি ওই তোর নিশ্বাস পড়লো, এমন সুন্দর আমি কখন দেখি নি!

[প্রস্থান।

চামেলী। কই তোমার সে পাগল এলো না? তুমিও যেমন, সে ভুলে গেছে।

মুঞ্জরা। ত্যাখ্, ত্যাখ্, দাদার জন্যে কেমন ফুলের তোড়াটী আন্‌ছে।

(তারার পুনঃ প্রবেশ)

চামেলী। তোমায় নিতে বল্‌ছে।

মুঞ্জরা। তুমি রেখে দাও, দাদাকে দিও, বুঝিয়ে দে তো চামেলী!

চামেলী। ও বল্‌ছে ওই ছবি যার, সেই তোমায় দিয়েছে।

মুঞ্জরা। (ছবি দেখিয়া)
এ কি নব অনুরাগ নেহারি নয়নে,—
তরুণ অরুণ আভাকর স্নিগ্ধকর—
সূর্য্যোদয় হয়েছে হৃদয়ে, বিকশিত
মন-কমলিনী, ক্রমে দিনমণি যবে
প্রখর গৌরবে হেমকরে পদ্মিনীরে
স্পর্শিবে আদরে, উথলিবে কত মধু—
সে রাগ কেমনে কে বা আনিবে নয়নে?

চামেলী। রাজকুমারী! আমায় ব'লছে "ফুল তুলে আনিগে চল।"

মুঞ্জরা। তা যাও না।

[তারার প্রস্থান।

চামেলী। তুমিও চল না, ওই দেখ বোবার মন, একলাই চ'লে গেল। ওই তোমার পাগল আসছে।

(মুকুলের প্রবেশ)

মুঞ্জরা। এই দেখ, তোমার তোড়া নিয়েছি আমি—

মুকুল। আমার মনে ছিল, তোমায় রোজ ফুল তুলে দেব, কিন্তু আর ফুল তুলব না। তোমায় ফুল দিতে নাই, যারে ভালবাসি ব'লতে নাই, তারে ফুলও দিতে নাই, তুমি চুপ ক'রে র'য়েছ কেন, তুমি কি কিছু ব'লবে? যদি তোমায় ভালবাসি বলতে থাকতো, যা দেখছি সকলি তোমার মত সুন্দর হ'তো; মনের সাধে ফুল তুলে তোমায় পরাতুম, তোমায় ভালবাসি বলতে নাই, বড় দুঃখ! বড় দুঃখ! এ দুঃখ কি তুমি বুঝতে পার? এ দুঃখ আমি কোন্ গহ্বরে ব'সে জানাব, সেখানে কেউ শুনবে না। আমি মনে মনে তোমায় সাজাব'—সেখানে কেউ দেখবে না! আমি মনে মনে তোমার সঙ্গে কথা কব, সেখানে কেউ মানা ক'রবে না।

মুঞ্জরা। কেন কেন, আমার সঙ্গে কথা কইতে তো কেউ তোমায় মানা করবে না।

মুকুল। আমার মন মানা করে, তুমি রাজকুমারী আমি অনাথ কুটীরবাসী, যেমন সূর্য্য থেকে এক একখানি ক'রে মেঘ স'রে যায়, তেম্‌নি আমার মন থেকে ছায়া স'রে গিয়েছে; আমি আপনাকে দেখতে পেয়েছি, তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ।

[প্রস্থান।

মুঞ্জরা। (চামেলীকে ছবি দিয়া) আর এ ছবি আমার কাছে আনিস্ নে, আর এ ছবিতে আমার অনুরাগ নাই, প্রেমময় মূর্ত্তি আমার হৃদয়াসন অধিকার ক'রেছে; ছল ক'রে পাগল সেজে ছিল, পাগল ক'রে চলে গেল।

চামেলী। সত্যি! আমি এমন দেখি নি, পাগল তো কখন নয়।

মুঞ্জরা। শুনেছি, কোন কোন দেবমন্দিরে না চিরকুমারী-ব্রত করে? আমি সেই ব্রত করব।

চামেলী। আমি তোমার মনের কথা বুঝেছি, বুঝেই তোমায় আসতে মানা ক'রেছিলেম, তুমি কি সর্ব্বনাশ কচ্ছো বুঝতে পাচ্ছো না; তুমি রাজকুমারী, কাকে প্রাণে স্থান দিচ্ছ?

মুঞ্জরা। এখন আর কি উপায় আছে, হৃদয়েশ্বর হৃদয় অধিকার ক'রেছে। আমি কি ক'রে নিবারণ ক'রব? যা হবার হয়েছে।

চামেলী। তুমি কি ভাবছ না, রাজপুরে কি আগুন জ্বালাবে? তোমার বর এসে দ্বারে দাঁড়িয়েছে; রাজমহিষী ও রাজার তোমার বিবাহের উৎসাহে আনন্দের সীমা নাই; এ আনন্দে কেন নিরানন্দ ক'রবে? কলঙ্ক, গঞ্জনা কেন সাধ ক'রে কিনবে? তুমি মন বাঁধ, এ সব ভুলে যাও, নইলে সর্ব্বনাশ হ'বে।

মুঞ্জরা। আমি কাকে ভুলব'? সে যে আমার! তাকে ভুলব' কেমন করে? ভোলবার অনেক চেষ্টা করেছি; ভোলবার নয়, ভুলব' কেমন ক'রে।

ফিরি ফিরি ফিরি, মনে করি কত,
ফিরিতে পারি কি সই?
পরবশ মন, কেমনে নিবারি,
আমি তো আমারি নই!
হৃদয়বিহারী, হৃদি-অধিকারী,
কে তারে বারিবে, বল?
গিয়েছে সকলি, সকলি হ'রেছে,
আছে শুধু আঁখি-জল!
অন্তরে বাহিরে, বিহরে সে ছবি,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে;
আশায় নিরাশ, নিরাশায় আশ,
যে জানে লো সেই জানে!
পরপ্রেম-রসে, অবশ জীবন,
স্বপনের মত রহে;
কুলায়ে আমার, চ'লে যায় প্রাণ,
তারি পাছে পাছে রহে!
কত কথা কয়, তারি কথা কয়,
কাঁদে তবু চাহে তারে;
গাঁথে দিবানিশি, বিনা সূতা হার,
বাঁধা বিনা সূতা হারে।

চামেলী। বুঝেছি, চল আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে

মুঞ্জরা। কোথায় যাব? আমার কোথায় স্থান আছে

চামেলী। সে কি কথা!

মুঞ্জরা। তুই তো ব'লছিলি আমার বর এসে আজ বাদে কাল মালা বদল ক'রে গান্ধর্ব্ব বিবা

হবে। কোথায় যেতে বল, গৃহে যেতে বল, সেখানে প্রথম শুন্‌তে হবে গিয়ে আমার বিবাহের উৎসব, দেবালয়ে আমার বিবাহের মঙ্গল জন্যে পূজা; কিন্তু সে গহন বনে চ'লে গিয়েছে।

চামেলী। তা কি তুমি এখানে থাকৃতে চাও, না গহন বনে যেতে চাও? তোমার ভাব দেখে যে ভয় হয়।

মুঞ্জরা। আমি গহন বনে যাব না, আমি কুমারী-ব্রত অবলম্বন ক'র্‌ব। আমি পিতার কুলে কলঙ্ক দেব না, তা হ'লে আমার পাগলকে ছেড়ে দিতেম না। যখন সে চ'লে গেল, তখনি হাত ধ'রে ব'ল্‌তেম, তুমি আমার প্রাণেশ্বর! লজ্জাভয় করতেম না। সে ভয় কর'না, তার সঙ্গে আর দেখা ক'র্‌ব না; কিন্তু এই খেদ রইলো, তার মুখে আর 'ভালবাসি' শুন্‌তে পাব না। আমার বড় মন ব্যাকুল হ'চ্ছে; বনবাসী হ'য়ে তারে বল্‌তে পার্‌লেম না যে,'এই দেখ, আমিও তোমার মত বনবাসিনী! এখন বল, ভালবাস কি না?'

চামেলী। কি তুমি ব'লছ! একা কি কোথাও চ'লে যাবে?

মুঞ্জরা। তুমি কি আমায় ঘরে থেকে পরপুরুষের সঙ্গে মালা বদল করৃতে বল? পরপুরুষের কথা শুন্‌তে বল? পরপুরুষের সঙ্গে বিবাহের জন্য বেশ-ভূষা ক'র্‌তে বল?

চামেলী। তবে তুমি কোথায় যাবে?

মুঞ্জরা। কোথায় যাব জানি না, বোধ হয় কোন নির্জ্জন দেবালয়ে, সেখানে হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়-মন্দিরে রেখে দিবানিশি সেবা ক'র্‌ব।

চামেলী। তুমি কোথায় যাবে,—এখনি রাজদূত গিয়ে তোমায় ধ'রে আন্‌বে। তোমার মনের কথা তোমার বাপ-মাকে বল। কুমারী হ'তে হয়, তাঁহারাই তোমায় কুমারী ক'রে দেবেন।

মুঞ্জরা। চামেলী, তুই কি মহারাজকে জানিস্ নে? পাণ্ডীয়ানার রাণী এসেছেন, রাজা শিবগড়ে আছেন। মহারাজ আপনি সম্বন্ধ স্থির করেছেন; তিনি কি কোন বাধা মান্‌বেন?—মান্‌বেন না। আমি মনে মনে চিরদিন ভিখারিণী থাকৃবো। আজ উৎসবে সকলে উন্মত্ত—দেখ না, রক্ষকেরা পর্য্যন্ত আমোদে আমাদের নিকট হ'তে চ'লে গিয়েছে; আজ শীঘ্র খোঁজ হবে না। এই বনপথে চ'লে যাই; যেখানে দেবালয় পাই, সেইখানে গিয়ে ব্রতে ব্রতী হই। বাবা অচ্যুতানন্দের নিকট শুনেছি, কিছুদূর গেলেই একটি দেবালয় আছে, সেটী অতি নির্জ্জন, সেই খানেই গিয়ে থাকৃব।

চামেলী। তবে চল।

মুঞ্জরা। তুমি কোথায় যাবে?

চামেলী। তুমি কি জান না, আমি তোমার বড় ভগিনী? তোমায় রাজকুমারী আমি কখন' মনে করি নে, তুমি আমার ভগ্নী মুঞ্জরা। আমার বড় খেদ রইল, আমি তোমায় সিংহাসনে স্বামীর বামে দেখ্‌তে পেলেম না। তোমার সুখেই আমার সুখ, আমি তোমার সখী।

গীত।

মাড়্ খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

(আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণ সই—
বেঁধেছ ভালবাসায় আর তো কারো নই।
মলিন হ'লে বনে চ'লে, কে বসাবে তরুতলে,
আঁচলে মুখ মুছাবে সাথে তোমার দাসী কই?
বনফুল এনে তুলে, যতনে কে দেবে চুলে,
অকূলে যাচ্ছ ভেসে কি নিয়ে সই কূলে রই?

মুঞ্জরা। তবে চল দিদি, যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

রাজ-সভা।

(রাজা ও জয়ধ্বজ ও মন্ত্রী)

জয়। যেমন সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রেছি, তেম্‌নি মনের মত জামাতা বিধাতা বিনা আয়াসে এনে দিয়েছেন; আবার দেখ, মন্ত্রী! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ দেখ, মহিষীর নিকট শুন্‌লেম, কন্যাটি যেন অন্যমনা, সদাই কি ভাবে; কোথায় পাণ্ডীয়ানা আর কোথায় কেরোলী। আশ্চর্য্য এই—পাত্রী ও পাত্রের মনে প্রণয় সঞ্চার হয়েছে, যিনি ফুলে মধু সঞ্চার করেন, তাঁর এই কৌশল।

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। পাত্রটী কিঞ্চিৎ কৃশ, তা ব্যান্ ঠাকরুণ ব'লেই ছিলেন, অল্পবয়সে রাজ্যভার পড়েছে, সামান্য কথা তো নয়?

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। মন্ত্রী, তুমি সকল কথাতেই "আজ্ঞে আজ্ঞে" ক'রছ, এর কারণ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। আমি তোমার ভাব তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

মন্ত্রী। মহারাজ! অধীন ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়েছে।

জয়। কেন? এর কারণ কি? তোমার বিবাহে কিছু আপত্তি থাকে বল, ভাল মন্দ বিচার করি এস, তা না আমি যা বলি, তাতেই আজ্ঞে—আজ্ঞে।

মন্ত্রী। মহারাজ! পাত্র দেখে এলেম বটে, কিন্তু পাত্র দেখে আমার হৃৎকম্প হলো।

জয়। হুঁ, হুঁ! মন্ত্রী, বীরসেনের পুত্র, আমি মনে মনে ভেবেছিলেম কি ব'লে সম্বোধন ক'র্‌ব।

মন্ত্রী। মহারাজ! অধীনের অভিপ্রায় অন্য, আমার ভ্রমই হবে, কিন্তু অবিকল মহারাজ ক্ষিতিধরের অবয়ব, ঐরূপ মূর্ত্তি আমি কোন এক হীন ব্যক্তির দেখেছি।

জয়। তোমার আশ্চর্য্য আশঙ্কা! তোমার সন্দেহ আর কিছুতেই ঘোচে না, সে ভাল, সে ভাল, আমি নিন্দা করি না। ভাল তোমার সন্দেহের দৌড়টা শুনি, তোমার বিবেচনায় কি সেই হীন ব্যক্তি রাজপরিচ্ছদ প'রে আমাদের সহিত এরূপ আলাপ ক'র্‌লে।

মন্ত্রী। মহারাজ! নিবেদন তো ক'রেছি, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; আর এক অদ্ভুত কথা শুন্‌ছি, মহারাজ কি পাঁচখানি নগর কুমারীকে যৌতুক দেবেন, পূর্ব্ব হ'তে অভিপ্রায় করেছেন?

জয়। হাঁ হাঁ, সে পূর্ব্ব হ'তেই অভিপ্রায় করা বটে। কি জান, পাণ্ডীয়ানা-রাজ্যেশ্বরী আমোদ ক'রে মহিষীকে ব'লেছেন, "শুধু মেয়ে কি নেব—পাঁচ-খানি নগর নেব"। সে আমার কন্যারই থাক্‌বে।

মন্ত্রী। কিন্তু যৌতুকের কথা উল্লেখ ক'রে মহারাজ পাণ্ডীয়ানায় কি পত্র লিখেছিলেন?

জয়। সে কি?

মন্ত্রী। আমি এইরূপ শুন্‌ছি, এই পত্রেই বা কে লিখ্‌লে, আমি কিছু স্থির ক'রতে পাচ্ছি নে।

জয়। ও মিথ্যা কথা; আমার বোধ হয় ও রাজ্ঞীর কৌশল, স্বয়ং পুত্র নিয়ে এসেছেন, লোকে পাছে মন্দ বলে, তাই রটিয়েছেন, আমি পত্র লিখেছিলেম, সেই পত্র অনুসারে বিবাহ দিতে এসেছেন, এই তো আমার বিশ্বাস।

মন্ত্রী। পাণ্ডীয়ানা রাজবংশ উচ্চ বংশ বটে; কিন্তু এ বিবাহে একটু অনিয়ম হচ্ছে ব'ল্‌তে হবে।—রাজকুলের প্রথা ভাটে সম্বন্ধ আনে, পাত্রী-পক্ষ হ'তে ভাটের দ্বারায় নারিকেল প্রেরিত হয়, পাত্রপক্ষ হ'তে নারিকেল গ্রহণ করা হয়, তবে সম্বন্ধ স্থির হয়।

জয়। ও সকল নিয়ম তুমি আর আমায় কি শোনাচ্ছ।

মন্ত্রী। মহারাজ! এরূপ অনিয়ম কার্য্য কেন হ'লো আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

জয়। না বুঝ্‌তে পার, চুপ ক'রে থাক; এ আর বুঝ্‌তে পাচ্ছ না; ব্যান্‌ঠাকরুণ আমুদে, একা ব্যাটা, বে দেবার জন্যে ব্যগ্র। আর তাও ব' মন্ত্রী, আমার কন্যা গ্রহণ ক'র্‌বেন, এতে ভা নাই ব'লে কিছু বিশেষ অসম্ভ্রমের কথা নয়।

(যুবরাজের প্রবেশ)

(যুবরাজের প্রতি) কেমন, কি সন্ধান নিলে, আমি যা ব'লেছি সব ঠিক?

যুব। আজ্ঞে, মহারাজ দাসকে মার্জ্জনা হয়, আমার সংবাদ সকলি বিপরীত; আমি স্বয়ং শিবগড়ে গিয়েছিলেম; কৌশল ক'রে গোপনে রাজা ক্ষিতিধরকে দেখে এলেম।

জয়। বাপ্, আমিও শিবগড়ে স্বয়ং গিয়েছিলেম, বিনা কৌশলে প্রকাশ্যে রাজা ক্ষিতিধরকে দেখে এলেম।

যুব। মহারাজ, আজ্ঞা ক'রেছিলেন, পাত্র কৃশ।

জয়। যুবরাজ কি আজ্ঞা ক'র্‌ছেন, পাত্র স্থূলাকার?

যুব। মহারাজ, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা হয়, পাত্র শালবৃক্ষের মূলের ন্যায় স্থূল।

জয়। আর অঙ্গারের ন্যায় কালো।

যুব। মহারাজ, বর্ণের তুলনা অন্যায় নয় বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ অঙ্গার অপেক্ষাও হেয়; শুন্‌লেম তিনি কদাচারী, কার্য্যেও সেইরূপ দেখ্‌লেম।

দেখ্‌লেম, বনভ্রমণ ক'র্‌লেন, অতি নীচ আলাপ, নীচ প্রসঙ্গের কথাতেই রত।

জয়। ব'লে যাও, ব'লে যাও, একখানি অভিধান দেব কি, দোষের তালিকা তুল্‌বে? আরে মূর্খ! আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলেম, স্বয়ং আলাপ ক'রে এলেম; আমারই যেন ভ্রম হ'য়েছে, মন্ত্রী কি দেখ্‌লে জিজ্ঞাসা করি দেখি? কি মন্ত্রী, স্থূলকায়?

মন্ত্রী। আজ্ঞে অতি কৃশ, কিন্তু শুনেছিলেম তিনি স্থূলকায়।

জয়। মন্ত্রী, এবার থেকে তুমি কর্ণে দেখো, চক্ষের আর তোমার প্রয়োজন নাই! প্রত্যক্ষ কি দেখে এলে বল।

মন্ত্রী। আজ্ঞে কৃশই তো বটে।

জয়। যুবরাজ শুনুন, আমাদের সঙ্গে বিস্তর নীচ প্রসঙ্গ হ'লো, কি বল মন্ত্রী?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, যথাযোগ্য প্রসঙ্গই হ'লো।

জয়। সৌজন্য জানে না—কেমন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে সদালাপই ক'র্‌লেন বটে।

জয়। আবার বটে, শুন যুবরাজ, অতি কালো,—অতি স্থূলকায়,—অতি কদাচার,—অতি নীচ প্রসঙ্গে রত,—তার পর এ স্থলে বিবাহ দেব না—কোথায় কন্যা দেব? কোন্ বাঁদীপুত্রকে? পাণ্ডীয়ানা রাজবংশধরকে পরিত্যাগ ক'রে, বাঁদীপুত্রকে কন্যা দেব?

যুব। মহারাজ, আমি বিশেষসূত্রে অবগত হ'য়েছি, ক্ষিতিধর ইন্দ্রিয়াসক্ত, মাদকসেবা ক'রে থাকেন, ভগ্নীর কল্যাণার্থ মহারাজের চরণে বার বার নিবেদন ক'র্‌ছি,—মহারাজ অতি ক্ষুদ্র প্রজার প্রতি পক্ষপাতশূন্য, সামান্য লোকেরও দুঃখ মোচন করা মহারাজের চিরঅভিপ্রায়; মুক্তাকান্তি মুঞ্জরাকে বানরের হস্তে অর্পণ ক'র্‌বেন না।

জয়। তোমার কি মত? ঐ যে হাবীটাকে সঙ্গে ক'রে এনেছ, তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই, আর একটা হাবা ধ'রে এনে মুঞ্জরার বিবাহ দিই?

যুব। মহারাজ দয়ার অবতার, কন্যার প্রতি নির্দ্দয়াচরণ কর্‌বেন না, সে একটা বন্য ভল্লুক।

জয়। তুমি একবার বানর ব'ল্লে,—একবার ভল্লুক ব'ল্লে,—অতিথির অসম্মান ক'ল্লে, রাজার অসম্মান ক'ল্লে,—পিতার অসম্মান ক'ল্লে, রাজনিয়মে কি দণ্ড, তা জান?

যুব। যে দণ্ড আজ্ঞা হয় করুন, মুঞ্জরার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না, স্বর্ণ-প্রতিমা জলে ফেলে দিবেন না।

জয়। তুমি তোমার রাজার চরিত্র বিশেষ অবগত হও নাই, কারুর অমতে আমার কোন কার্য্য করার প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক বা বালকের দ্বারা চালিত হব, এরূপ প্রবৃত্তিও নাই। অকৃতজ্ঞ! আমি গৌরব নষ্ট ক'রে স্বয়ং পাত্র দেখ্‌তে গিয়েছি, স্বচক্ষে দেখে সম্বন্ধ স্থির ক'রেছি, আর তুমি অহেতু রাজসমীপে বাচালতা ক'র্‌ছ? ভাল, তুমি যেরূপ ব'ল্‌ছ, পাত্র যদি তাই হয়, তথাপি আমার কি কর্ত্তব্য? পাণ্ডীয়ানাবংশ পরিত্যাগ ক'রে কোন বংশে পুত্রীকে অর্পণ ক'র। বিপদে

যুব। মহারাজ গুণেরই গরিমা, বংশের গ.

যে বংশে মহাশয় ব্যক্তি উৎপন্ন হ'য়ে কি পরিবংশেরই গরিমা। গরিমা গুণের, বংশের বজ্রপাত

জয়। তোমার বিচারে পদ্মরাগের আকরে ৲ চণ্ডালের পদ্ম হয়, মীনধ্বজের বংশে আমি অবিবেচক রাজা, তুমি আমায় বিবেচনা শিক্ষা দিতে এসেছ, বীরসেনের বংশে বানর, ভল্লুক।

যুব। উচ্চগুণে কাচসনে প্রভেদ রাজন্
পদ্মরাগ, মৃত্তিকা আকর, আভা তার
আদর কারণ; খনি আঁধার মাঝারে
হীরা শোভে মুকুট উপরে নিজগুণে;
কীট জন্মে ফুলে, কীট ত্যজ্য, অতি ঘৃণ্য।
গুণবানে শোভা পায় বংশের গরিমা;
হীন, হীন চিরদিন—মলয় আবাসে
অহি যথা, পাণ্ডীয়ানা কুলে সেই মত
কুলের কলঙ্ক এই লম্পট ভূপাল।
চরণে স্মরণ মাগে দুহিতা তোমার,
হস্তিপদে দলিতা কর না কমলিনী;
নৃপমণি! কৃপায় নেহার অবলায়,
লজ্জায় না সরে বাক্ বালিকা-বদনে,
নহে কত করিত মিনতি, আঁখিবারি
ধরাসনে, অকূলে ফেল না দুহিতায়।
উচ্চানন্দ ত্যজি যার মাদক সেবন,
গণিকা-গমন, সে কেমনে পরিণয়-
প্রেমসুধা করিবে আদর, সাধ যার
কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন; হেম-পাত্রে

দেবের বাঞ্ছিত দ্রব্য হবে অভিলাষী ?
অতল সলিলে লক্ষ্মী, অশোক কাননে
সীতা, কার প্রাণ নাহি কাঁদে পিতা ; তাই
পরিণাম-ফল ভাবি অন্তরে ডরাই,
ভিক্ষা চাই ভগ্নীর কল্যাণ নরপাল—
সোনার প্রতিমা কোথা রাখিবে রাখাল।

জয়। তুমি এ স্থান হ'তে দূর হও, যে মূঢ় উচ্চনীচ বিচার শূন্য—যার মনে বংশের গরিমা স্থান পায় না—সে রাজসভার উপযুক্ত নয়। তার বনে বনে কিরাতের সঙ্গে ভ্রমণ করা উচিত, যখন তুমি পিতৃসম্মান জান না, এ স্থান তোমার যোগ্য নয় ; সদাচার শিক্ষা করে এস। নচেৎ তোমার মুখাব-
...াকন কর্‌তে আমার রুচি নাই।
এস,
আজ্ঞে। ...দ প্রাণ মুঞ্জরার তরে, সেই হেতু
মন্ত্রী। মহ... ...র সাধি নরনাথ ! বজ্রাঘাত
পাত্র দে... ...। বালিকা-শিরোপরে, ফুল্লফুল-
জয়। হুঁ, ...। অনল পশিলে তরুরাজী
মা... ...। শুষ্ক হয় ম্রিয়মাণ, সেই মত
ফুল্লকান্তি মুঞ্জরা শুখাবে, নিদারুণ
দুঃখানল পশিলে হৃদয়ে ; পরিণয়
পবিত্র আচার, কভু নাহি জানে যেই
দুরাচার, অযতনে কেমনে বঞ্চিবে
বালা তার হেয় সহবাসে ; রাহুসনে
শশীর বিহার, করি-দন্তে পদ্ম-হার,
চকোর পেচক বাসে, কাক সনে সারী,
এ কেমন সংঘটন বুঝিবারে নারি।

জয়। অজ্ঞ হ'য়ে বিজ্ঞসম আচার তোমার,
দূর হ' পাষণ্ড মূর্খ কুলের অঙ্গার !

যুব। পিতৃপদে রাজপদে মম নমস্কার !
(স্বগত) নাহি জানি কি উপায় হবে বালিকার।

[যুবরাজের প্রস্থান।

জয়। দূর হ—দূর হ, কি আস্পর্দ্ধা ! পুত্র হ'য়ে পিতার ন্যায় উপদেশ দিতে এলো ! আমি স্বচক্ষে পাত্র দেখে এলেম, আমার কথা অমান্য ! যৌবরাজ্য কুক্কুরেকে প্রদান ক'র্‌ব, এমন সন্তান অপেক্ষা নিঃসন্তান হওয়া ভাল। আমার আর কারুর সহিত পরামর্শ প্রয়োজন নাই ; কন্যাই

(ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন। মহারাজ ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! রাজকুমারীকে পরীতে নিয়ে গেছে।

জয়। মন্ত্রী, এ বাতুল কি বলে শোন।

ভজন। দোহাই মহারাজের ! দোহাই মহারাজে... এ রাজ্যে এসে পরী ...সা ক'রেছে। দোহা... মহারাজের ! দোহাই মহারাজের ! রাজকুমারীকে পরীতে নিয়ে গেছে।

জয়। ভজনরাম, এ তোমার কি বাচালতা ?

ভজন। দোহাই মহারাজ ! রাজকুমারী দেবাল... পূজা ক'র্‌তে গিয়েছিলেন, সেইখান থেকে... পরীতে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

জয়। মন্ত্রি, এ কি বলে ?

মন্ত্রী। ভজনরাম, স্থির হও ; রাজসম্মুখে কি অলী... কথা বল্‌ছ ?

ভজন। দোহাই মন্ত্রিবর। অলীক কথা নয় ; ঐ... বোবা ছুঁড়ীকে যুবরাজ নিয়ে এসেছিলেন— মানুষ নয়, পরী !

মন্ত্রী। তুমি কিরূপে জান্‌লে ?

ভজন। ও রোজ বনের ভিতর যায়, আর এব... মদ্দা পরীর সঙ্গে কথা কয় ; রাজকুমারীকে ত... কাছে নিয়ে যায়, ফুলের মালা পরিয়ে দে... একলা ব'সে বেলতলায় গান করে, একথা... ছবি পড়া দিয়েছিল। আজ রাজকুমারীকে ত... চামেলীকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

মন্ত্রী। তুমি কি ব'লছ, ঐ বোবা বালিকা ... ক'র্‌তো,—সে বোবা নয় ?

ভজন। যখন মানুষ হয়, তখন বোবা, আর য... পরীতে পরীতে দেখা হয়, গান করে, কাঁ... মন্ত্র পড়ে।

মন্ত্রী। আমার কথার উত্তর দাও,—সেই বালি... রাজকুমারীকে একজন পুরুষের সঙ্গে সা... ক'র্‌তে নিয়ে গিয়েছিল ?

ভজন। আজ্ঞে, সে পুরুষ নয়—পরী !

মন্ত্রী। তার পর ?

ভজন। ফুল-পড়া দিলে, ছবি-পড়া দিলে—

মন্ত্রী। তার পর, তার পর ?

ভজন। কোথায় উধাও ক'রে ভুলিয়ে

মন্ত্রী। তারা কোথায় থাকে জান?

ভজন। আজ্ঞে, তারা উপদেবতা; তারা গাছে থাকে কি আশমানে থাকে, কি ক'রে বল্‌ব?

মন্ত্রী। রাজকুমারীর পুরুষটার সঙ্গে ক'দিন দেখা হয়েছে?

ভজন। আমি আজ দেখেছি, আর রক্ষকেরা ব'ল্‌ছিল, আর একদিন দেখা হয়েছিল।

রাজা। মন্ত্রী, এ কি সর্ব্বনাশ হ'লো! আমার ঘরে গুপ্তপ্রেম! মন্ত্রী, আমায় ধর, আমার মস্তিষ্ক ঘুরুছে! কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি মেরুর ন্যায় স্থির, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে, এ শত্রুর ছল। ভজনরাজ, তুমি শীঘ্র যাও, রক্ষী সঙ্গে ল'য়ে রাজকুমারীর অনুসন্ধান কর, প্রাণপণে অনুসন্ধান কর; আর সেই যাদের পরী বল্‌ছ, তাদের যেথায় যে অবস্থায় পাও, বেঁধে নিয়ে এস।

ভজন। আজ্ঞে, তারা পরী, তাদের কোথায় পাব?

মন্ত্রী। বাচালতা ক'র না, যেথায় পাও—নইলে, মহারাজ রুষ্ট হবেন, শীঘ্র যাও।

জয়। ভজনরাম, যদি আপনার কল্যাণ চাও, তো তাদের যেথা পাও, নিয়ে এস।

[ভজনরামের প্রস্থান।

মন্ত্রি, সত্যই কি আমার গৃহে গুপ্ত প্রেম? এ কি! কি হ'লো! আমার কন্যা গোপনে অন্য পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যায়! মন্ত্রি, এ স্বপ্ন না সত্য? কলঙ্ক! কলঙ্ক! আমার কুলে কলঙ্ক হ'লো! মন্ত্রি, তুমি আমায় বল—ভজনরাম বাতুল হ'য়েছে, মুঞ্জরা গৃহে আছে। এ কি গ্রহ! আমার কন্যা ব্যভিচারিণী! আমি কখনও কারুর জীবনদণ্ডের আজ্ঞা দিই নাই, তবে কেন আমার প্রাণদণ্ড হয়! মন্ত্রি, তুমি আমায় বল, "মুঞ্জরা কোন দেবালয়ে গিয়েছে, স্বামীর কল্যাণার্থ কোন দেবপূজায় নিযুক্ত আছে।" আমি কি ক'রে প্রাণধারণ ক'র্‌ব! কেন আমার এ কাল-স্বরূপ কন্যা জন্মেছিল? মন্ত্রি, মন্ত্রি! তুমি বুঝ্‌ছ না—আমার উচ্চ মাথা হেঁট হলো! ভারতবর্ষে কলঙ্কের ধ্বজা উঠ্‌লো! কি হবে, কোথায় যাব?

মন্ত্রী। মহারাজ, নিশ্চয় কোন গুপ্তশত্রুর কার্য্য।

জয়। শত্রু নয়, আমার শমন! আমি কোথায় যাব? বর গৃহদ্বারে, কন্যা পরগতা হ'য়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে। এই রহস্য আমার কুলে? কি কৌতুক! কি কৌতুক! বিধাতা দুর্গমে রণে বনে কি এই নিমিত্তই আমার জীবন রক্ষা করেছিলে? দশানন যেমন আপনার মৃত্যুবাণ যত্ন ক'রে আপনার গৃহে রেখেছিল, আমিও কি আমার কালস্বরূপ কন্যাকে সেইরূপ লালন-পালন ক'র্‌লেম? অপর উপায় নাই; কেরোলী রাজ্য আজ ধ্বংস হবে!

মন্ত্রী। মহারাজ, দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন, সহসা কোন কার্য্য করার অগ্রে বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত। দেবতার লীলা বিচিত্র। কখনও কখনও দুর্ঘটনা হ'তে শুভ সূচনা হয়। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই পুরুষার্থ।

জয়। ধৈর্য্যের কি সীমা নাই? সহিষ্ণুতার কি পরিমাণ নাই? কুমারী ভ্রষ্টা হ'লো! কেন বজ্রপাত হ'ল না, কেন সর্পাঘাত হ'ল না, কেন চণ্ডালের হাতে মৃত্যু হ'ল না! এ অপমান কি করে সহ্য ক'র্‌ব! আমার প্রাণ যায়! দেখি, কোথায় সে পাপিষ্ঠা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(সুষেণ ও বরুণচাঁদ)

সুষেণ। ওরে বরুণচাঁদ, তুই হেথা?

বরুণ। তুমি বোধ ক'র্‌ছ কোথা?

সুষেণ। তবে সর্ব্বনাশ!

বরুণ। নইলে সাধে করি বনে বাস?

সুষেণ। ওরে ক্ষিতিধর বেটা ব'লেছে, রাণী জেনেছে।

বরুণ। বর্‌গো শুনেছে—বর্‌গো শুনেছে।

সুষেণ। ওরে সব ব'লে দিয়েছে,—সব ব'লে দিয়েছে।

বরুণ। আমি কি তোমায় ব'লছি, যে বলে নি?

সুষেণ। তুই শুনেছিস্ না কি।

বরুণ। না কি নয়, গলাবাজী শুনেছি।

সুষেণ। তারপর কি হ'লো?

বরুণ। তারপর তুমিও যেথা, আমিও সেথা।

সুষেণ। একটু দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পার্‌লি নে?

বরুণ। কেন, তোমার কি কান ছিল না?

সুষেণ। আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

বরুণ। আর আমি কি ভরসায় পালিয়ে এসেছি না কি?

সুষেণ। এখন উপায়?

বরুণ। উপায় বনবাস আর ব্যাঘ্রের গ্রাস, না হয় ক্ষেউরী হওয়া, আর যদি তেমন শ্রীচরণ থাকে তো টেনে চম্পট দিন।

সুষেণ। ক্ষেউরী কি রে?

বরুণ। বেড়ে শানান তলোয়ার দিয়ে ক্ষেউরী ক'রে দেবে—গলার উপর মাথামুণ্ড অত ঝোড়্‌ঝাড়্‌ রাখ্‌বে না।

সুষেণ। অাঁ, কি হ'লো!—অাঁ কি হ'লো! সব ফস্‌কালো,—সব ফস্‌কালো!

বরুণ। কি জান, অফিংএ যদি সব দিন সমান নেশা হ'তো, আর পাপ কর্‌লেই যদি কাজ হাঁসিল হ'তো, তা হ'লে এক রকম সুবিধা ছিল মন্দ না; এ সব কাজে একটু আধটু প্যাঁচ পড়ে বই কি?

সুষেণ। এ যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

বরুণ। এ কাজটাই গোড়া থেকে প্রাণ নিয়ে টানা-টানি। পিরীতের কাজটাই প্রাণ-খোয়ান কাজ। প্রথমে প্রাণ যায়, প্রাণ যায় বুলি উঠে, মাঝ-খানেতে প্রাণ যায়-ই, শেষটা কেউ প্রাণ বাঁচায় আর নইলে সেই প্রাণ যাওয়াতেই যাওয়া; তোমার তো বাবা পিরীতের প্রাণ গোড়া থেকেই যায় যায় সুরু ক'রেছে; তোমার যাওয়া প্রাণ না হয় গেল, আমি বাবা বে-পিরীতে মারা গেলুম, একেই বলে "সৎসঙ্গে কাশীবাস।"

সুষেণ। ঐ রে কে আস্‌ছে!

[সুষেণের প্রস্থান।

বরুণ। নিলে বাবা কাঁচা মুড়িটে ক্ষেউরি করে, আমার তো আর লম্বা ঠ্যাং নাই; আর কোথায় যাব, এইখানে ব'সেই ক্ষেউরী হই। এ টাল বুঝি কাট্‌লো। ঐ যে ওরা ওদিকে চল্‌লো, জীবনটা গেল ভাল! রাজতক্তা থেকে বনবাস রামচন্দ্রের হয়েছিল, আর আমার এই ফল্‌লো। তাঁর যেমন জানকী-হরণ, আমার তেমনি প্রাণে মরণ। বেশ গল্পটি রচলেম বাবা! রাজপুত্রের বনে গমন ও জীবন-বিসর্জ্জন, পরে যবনিকা-পতন। ওই যে আবার কে? এ যে দেখ্‌ছি ভজনরাম; ওরও যেন জোর বরাৎ—জোর বরাৎ ঠেক্‌ছে। না দেখ্‌তে পায় ভাল হয়, এক পাশ দিয়ে স'রে যাক্।

(রক্ষী সহ ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন। এ কে? আর কিছু না, একটা পরী—রাজা গোছের পরী,—ওই যে পোষাকে সব মুক্ত লাগিয়েছে! ও পরী না হ'য়ে যায়? পরী নইলে এমন সময়ে বনের ভিতর কে আর থাকে? আর কার বরাতে পরী ধরার হুকুম বল? একে একটু মিনতি ক'রে দেখি, যদি আমার কোন উপায় হয়। পরী মহাশয়!

বরুণ। হুঁ।

ভজন। আপনারা বনে এসে ভর করেছেন, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি পরী মহাশয়! আমি বড় বিপদে পড়েছি;—মহারাজ ব[illegible]ছেন, এই আপনাদের দলের বোবা পরীটে ও[illegible] সেই ঢ্যাঙ্গা পরীটে নিয়ে আয়। রাজা[illegible]র [illegible]র হুকুম জানেন তো?

বরুণ। বরাতকে বলিহারি যাই বাবা! অল্প দিনের ভেতর রকম ফের দেখ;—ছিলেম সুষেণ বাই-জীর তবলচির ভেড়ুয়া, একেবারে রাজতক্তা! কাননে এসে পরীর বাচ্ছা হ'লেম বাবা!

ভজন। পরী মহাশয়, আমার প্রাণ যাবে!

বরুণ। বনে ঐ রোগটা বেশী।

ভজন। শুনেছ,—ভূতুড়ে কথা শুনেছ, ও পরী না হ'য়ে যায়!

বরুণ। স'রে যাও তো—স'রে যাও, নইলে পরীর বাচ্ছা হয়ে হাওয়ায় উড়ে যাব।

ভজন। অ্যাঁ! এ কে? বরুণচাঁদ না কি? বরুণচাঁদ!

রুণ। মহারাজের আমার লম্বা-চিন্ আওয়াজ ; এ আফিংখোরের আওয়াজ চেপে কি সঙ্গ করা যায় ?

জন। ওরে ও বরুণো !

রুণ। কেন বাবা ? পরীর বাচ্ছা হ'য়ে এক পাশে প'ড়ে আছি, তুমি কেন চ'লে যাও না বাবা ?

ভজন। আরে তুই হেথা কেন ?

রুণ। তোমার অত তোয়াক্কায় কাজ কি মণি ?

ভজন। বনের ভেতর কি কর্‌ছিস্ ?

রুণ। নিরিবিলি ব'সে আমার বাপের পিণ্ডি দিচ্ছি ! বনে কি ক'রে মণি ? তুমি এসেছ পরী ধরতে ; আমি এসেছি বিদ্যাধরী ধ'রতে।

ভজন। অ্যাঁ ! বিদ্যাধরী ধরতে—তুই মন্ত্র জানিস্ না কি ?

রুণ। মন্ত্র জান্‌তে হবে, এমন কি কথা আছে ? তুমি কি মণি, মন্ত্র জেনে শুনে পরী ধরতে এসেছ ?

ভজন। বিদ্যাধরী কি বল্ দেখি ?

রুণ। তোমার পরী কি বল ? তোমার পরী না ব'ল্‌লে আমার বিদ্যাধরী বা'র কচ্ছি নে !

ভজন। ঐ রে ! ঐ বুঝি সেই চ্যাঙ্গা পরী !

রুণ। ঐ রে ! ঐ বুঝি আমার নেড়া বিদ্যাধরী !

ভজন। এ যে মন্ত্রী মহাশয় !

বরুণ। মণি ! আমি স'রে পড়ি পায় পায় !

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ ক্ষিতিধর যে, ও মহারাজ ! মহারাজ —কথাই কন না যে !

বরুণ। কে তোমার মহারাজ ? এই জিজ্ঞাসা কর তোমার ভজনরামকে—আমি ডানাকাটা পরীর বাচ্ছা।

মন্ত্রী। আর মহারাজ, ছলনা কচ্ছেন কেন ? আমি চিন্‌তে পেরেছি।

বরুণ। চিন্‌তে পেরে থাক বাবা, তোমায় দু'শ তারিপ দিচ্ছি, চ'লে যাও না ?

মন্ত্রী। চলে যাচ্ছি ; ভাব্‌লাম, মহারাজের সঙ্গে দেখাটা হ'লো, একবার আলাপ ক'রে যাই।

বরুণ। এই আলাপ তো হ'ল বাবা, বেশী নেওটা কেন ? স'রে পড়।

মন্ত্রী। বলি, হেথায় কি মনে ক'রে ?

বরুণ। রাজরাজড়ার মন, একটু পাইচারী করতে এসেছি।

মন্ত্রী। আসুন না, একটু পাইচারী ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাওয়া যাক্।

বরুণ। কেন বাবা, তোমার এমন কি মোলাম সঙ্গ যে, তোমার সঙ্গে পাইচারী করতে হবে ?

মন্ত্রী। বনে হাওয়া খেয়ে কি করবেন ?

বরুণ। একে তোমার রাজকুমারীর বিরহে জর জর, তাতে তোমার নিশ্বাস মলয়-বায়, বচন কোকিল-ঝঙ্কার, স্বয়ং পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়েছ ! একটু পাৎলা হ'য়ে পড় না বাবা !

মন্ত্রী। আমি মহারাজকে সঙ্গে না নিয়ে তো যাচ্চি নে। মহারাজ, কৃপা ক'রে আসুন !

বরুণ। আপনি যে আমার সঙ্গ ছাড়ছেন না, সে আক্কেল আপনার দর্শনেতেই পেয়েছি, আপনি কৃপা ক'রে আর সঙ্গে নেবেন কেন ? যা হয় কৃপা ক'রে এইখানেই ক'রে যান।

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারীকে প্রকাশ্য বিবাহ ক'র্‌বেন না বুঝি ? গান্ধর্ব্ব বিবাহই কর্ব্বেন।

বরুণ। মহাশয়ের দর্শনে সে মত আমার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন ভাব্‌ছি, সুঁদরী কাঠের রোশনাই ক'রে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন করব।

ভজন। তুই কাকে কি ব'লছিস্ ?

বরুণ। তুমি এ রাজা-রাজড়ার খেলা বুঝবে কি মণি !

ভজন। ইনি মন্ত্রী মশায়, জানিস্ নে ?

বরুণ। আমি রাজচক্রবর্ত্তী, জান না মণি ?

মন্ত্রী। ভজনরাম, মহারাজকে কি বল্‌ছ ?

ভজন। মন্ত্রী মশায়, এ যে বরুণচাঁদ !

মন্ত্রী। আরে না না, উনি মহারাজ ক্ষিতিধর।

ভজন। অ্যাঁ ! একে পরীতে পেলে না কি ! ম'শায়, এ বরুণচাঁদ,—আপনি চিন্‌তে পাচ্ছেন না।

মন্ত্রী। না না, তুমি জান না, উনি মহারাজ ! তুমি এক কাজ কর, মহারাজকে নিয়ে এস। রক্ষি, সাবধানে মহারাজকে নিয়ে এস ; দেখ যেন মহারাজ পালান না, তা হ'লে তোমাদের প্রাণদণ্ড হবে। মহারাজ, বড় উপকার করলেন, আমাকে আর তত্ত্ব জান্‌তে শিবগড়ে যেতে হ'লো না।

[প্রস্থান।

ভজন। আরে তুই মহারাজ কি ?

বরুণ। শুন্‌লে তো মণি, আমি বীরসেনের পাগ্‌লা ছেলে।

ভজন। তাইতে এ পোষাক. না?

বরুণ। আর কি!

ভজন। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, বরুণচাঁদ ব'লে কত অপরাধ ক'রেছি; তবে আসুন।

বরুণ। দেখ ভজন, তোমার এ অপরাধ মার্জ্জনা ক রব না; তবে করি, যদি এ রক্ষীদের নিয়ে পাতলা হও।

ভজন। মহারাজ, তা হ'লে আমাদের প্রাণবধ হবে।

বরুণ। স'রে যাও! স'রে যাও! আমায় এখন পরী পাবে!

ভজন। অঁ্যা, অঁ্যা!

বরুণ। গোঁ—গোঁ—

ভজন। অঁ্যা—অঁ্যা!

বরুণ। আমি পরী—আমি পরী! সব উড়িয়ে নিয়ে যাব—সব উড়িয়ে নিয়ে যাব।

ভজন। না বাবা পরী না বাবা পরী, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি!

বরুণ। আর যাবি কোথা, আর যাবি কোথা? আমি সেই বোবা পরী—আমি সেই বোবা পরী! গোঁ গোঁ—ধর্‌তো রে ভজনরামের মাথাটা কড়মড়িয়ে খাই!

রক্ষী। ম'শায়, এর কি হয়েছে?

ভজন। আর কি, পরীতে পেয়েছে!

বরুণ। হুঁ হুঁ।

রক্ষী। হাঁ ম'শায়, রাজকুমারীকে যে পরীতে উড়িয়েছে?

বরুণ। যাবি কোথা, যাবি কোথা? আমি সর্ব্বাইকে ওড়াবো! আর আর সব দানাদত্যি চ'লে আয়, যারে পা'স্ পা—আর ঘাড় ম'ট্‌কে খা! ওঁ—ধর্—ধর্—

সকলে। ও রে বাপ রে! ও রে বাপ রে!

বরুণ। ধর্! ধর্—

[ভজনরাম ও রক্ষীদের পলায়ন।

এইবারে আস্তে আস্তে চম্পট দিই। কোথায় যাই? ঐ ভাঙ্গা মন্দিরটেয় শুনেছি ভূতের আড্ডা, ওখানে বড় কেউ যায় না। আমার ঠেঁয়ে দুদিনের তো আফিং সম্বল আছে। যদি ভূতে পায়?—ভূতে তো পাবেই বাবা! হয় জ্যান্ত ভূত, না হয় মরা ভূত; জ্যান্ত ভূত তো দেখে শুনে নিয়েছি, একবার মরা ভূতের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখি। জ্যান্ত ভূতের জ্যান্ত তলোয়ার, মরা ভূতের মরা তলোয়ার, জ্যান্ত তলোয়ারের চেয়ে মরা তলোয়ার ভাল। গর্দ্দানা-চাঁদ! বলি ও বরুণচাঁদের গর্দ্দানা! তোমার বড় সুবিধে দেখ্‌ছি নে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

তারা ও মুকুল।

মুকুল। সেখানে থাকা ভাল নয়, তাই চ'লে এলেম, আমার মন যেন নর্ম্মদার মত চারিদিকে তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, আমি তার কথা শুন্‌তে পেলে সে দেবালয় এলে, মনকে ধ'রে রাখতে পার্‌তেম না; এখনও পারি না, সদাই মনে হচ্ছে, সে কোথায় আর আমি কোথায়, সে যদি দেবালয়ে আস্‌তো, আমি কি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তেম? মন আমায় টেনে নিয়ে যেত; তার কাছে গেলে ফুল দিতেম, তারে দেখ্‌লে আবার বল্‌তেম ভালবাসি! তারে দেখে ভালবাসি না ব'লে থাক্‌তে পার্‌তেম না। সে বড় ভালবাসার জিনিস! আহা, এমন ভালবাস্‌বার জিনিস ভালবাস্‌তে নাই ব'লে চ'লে এলেম, দিদি, তুমি আমায় শেখ্‌বার জন্যে যত্ন ক'র্‌তে, আমি শিখ্‌তে পার্‌তেম না ব'লে অসুখী হ'তে; কেন দিদি, শেখা তো ভাল নয়; আমি অনেক শিখেছি, শিখে শিখিছি শেখা ভাল নয়; আমি শিখেছি, তাই আমার দশা বুঝেছি; এখন আর আমার সে চোখ নাই, সে মন নাই, আমি আর সে মানুষ নই।

তারা। তোমার কি কিছু আগের কথা মনে পড়ে?

মুকুল। মনে পড়ে, মনে করিনে; যখন মনে পড়ে তখন যেন একটা সোণার স্বপ্ন ব'য়ে যায়, আবার তখনি মন কেঁদে ওঠে, "আমি কে এমন হলেম!"

তারা। তুমি কে বল দেখি?

মুকুল। ব'লে কি হবে, সুধু বলাই হবে, আর তো দিন ফির্‌বে না। সে সুখের দিন কি দুঃখের!

জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, সে দিনে যদি কাকেও ব'লতেম ভালবাসি, তা হ'লে আমায় কেউ মানা করত না। তখন ভালবাসতে ছিল, এমন ভালবাসতে নাই।

তারা। তুমি বনবাসী নও, তা কি তোমার মনে পড়ে?

মুকুল। দিদি, তাই আমি সে দিনের কথা মনে করি নে; আমার মনে হয়, যদি আমি যা ছিলেম, তাই হতেম, তা হ'লে বুঝি মা আমার অত দুঃখ পেতেন না, তোমায় এত দুঃখ দিতেম না, তুমি আমার জন্যে সোণার অঙ্গে মাটী মেখে বেড়াচ্ছ; মেঘে ঢাকা চাঁদখানির মত তুমি আমার জন্যে মলিন, তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত, দিদি, আমি বিস্তর দুঃখ পেয়ে তোমাদের এ দুঃখ বুঝেছি, আর আমার প্রাণে দুঃখ ধরে না, নইলে দিদি, মার জন্যে কাতর হতেম,—তোমার জন্যে কাতর হতেম; কিন্তু আমি কাতর নই। কেবল সে আছে, আর আমার কিছুই নাই; আমার সুখ নাই, দুঃখ নাই, আমার লাঞ্ছনা নাই, আমার গৌরব নাই, কেবল তারে দেখি, এক একবার মন কেঁদে ওঠে, আর তারে দেখ্‌ব না—আর তার কথা শুন্‌ব না—আর তার হাতে ফুল দেব না। তারে ভালবাসি! তারে ভালবাসি! তারে ভালবাসি! দিদি,—তুমিও ভালবাস, তুমিও মন খুলে বলো—ভালবাসি, ভালবাসি! তোমায় যদি কেউ ভালবাসতে মানা ক'রে থাকে, এখানে সে মানা নাই; চেঁচিয়ে বল ভালবাসি, আকাশ অবধি যাক্; দিদি আমি তোমার ব্যথায় ব্যথিত, আমার কাছে লজ্জা ক'র না; ভালবাসা যদিচ যত্ন ক'রে প্রাণে জায়গা দিয়েছ, যত্ন ক'রে রাখবে, তবু সে পোড়াতে ছাড়বে না। দেখ না, যখন দীর্ঘ-নিশ্বাস বয়, মনে হয়, সব যেন জ্বলে যাবে।

তারা। ব'লে কি আগুন নিব্‌বে?

মুকুল। না, নিব্‌বে না! আরও জ্ব'লবে!

তারা। তবে জ্বালা ব'ল্‌ব কার কাছে—

সে আমার কাছে কি আছে?
এ জ্বালা আর কি কারুর সয়?
সয় তারে যে সইতে পারে, অন্যে সারা হয়!
এ তাপে সাগর তাপে,
এ তাপে পবন কাঁপে,
এ তাপে মলিন দিনকর,
এ কত জ্বালা জেনেছে অন্তর!
জ্বালা জ্বলে নিরন্তর—
জ্বালা যতই জ্বলে ততই তার আদর।
যেমন তেমন নয় তো জ্বালা যে জানে সে জানে,
পোড়ে মন পোকার মত মানা তো না মানে।

মুকুল। দিদি, তুমি যারে ভালবাস, হেথা যদি তার দেখা পাও, তারে কি তুমি জ্বালার কথা বল? আমি তো বলি নে, শুধু বল্‌তে নাই ব'লে যে বলি নে, তা নয়; বল্‌তে থাক্‌লে ত বল্‌তেম না। এ কথার কথা ভালবাসি না, ভালবাসা-মাখা ভালবাসি; সে শুন্‌লে তার প্রাণে ব্যথা লাগে, কিন্তু যদি এমন হতো, সে আমায় ভাল বাসি বল্‌তো, আমি তারে ভালবাসি বল্‌তেম, তাপে তাপ জুড়িয়ে যেত; আহা, এ কি কারও হয়! দিদি, এ পৃথিবীতে হয়? তারা কেমন একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, বোধ করি, তারা কিছু দেখে না, সে দেখে একে, এ দেখে তাকে, কেবল চোখে চোখে দিন কেটে যায়। আমি চল্‌লুম, এ সময়ে সে আস্‌তো; আমি ফুল তুলে আনি গে; ফুল ছড়াব, মনে ক'র্‌ব তাকে দিচ্ছি।

তারা। আচ্ছা, তুমি ফুল তুলে এস, আমি তোমায় একটা কথা বল্‌ব।

মুকুল। তুমি ঠিক আমার মনের কথা বুঝতে পার, আমি ফুল না ছড়ালে তোমার কোন কথাই বুঝ্‌তে পার্‌ব না, আমার মন কে টান্‌ছে, সে এলো এলো মনে হচ্ছে, আমি চল্‌লেম!

[মুকুলের প্রস্থান।

(অচ্যুতানন্দের প্রবেশ)

অচ্যুত। বণিকের পরিচ্ছদ করেছ প্রদান ছদ্মবেশে?

তারা। প্রভু, তব আজ্ঞা সমাধান।

অচ্যুত। হের বৎসে! প্রেমের কি অদ্ভুত মহিমা

পরশে পরশমণি লৌহ স্বর্ণময়,
তমাচ্ছন্ন হৃদয়ে নেহার সূর্য্যোদয়,
হ'য়েছে দুর্দ্দিন গত প্রসন্ন সময়
তব প্রতি দেবতার কৃপা সবিশেষ,
অচিরে হইবে তব দুঃখ অবশেষ;
দেখা হবে পুন তব পিতামাতা সনে
মম বাক্যমত কার্য্য কর যতনে!

তারা। ভরসা কেবল তব যুগল চরণ,
মতি-গতি-হীন-দীন দুহিতা তোমার
কহ দেব, পুন কি পাইব শুভদিন?
পুন কি প্রসন্নময়ী জননীর মুখ
হেরিব? পাইব পুনঃ পিতৃ-দরশন?

অচ্যুত। সকলি হইবে বৎসে দেবের কৃপায়;
এস বৎসে দেবালয়ে কহিব উপায়,
রাজরাণী অহল্যার দুঃখ-অবসান,
রাখিবেন মহাদেব সতীর সম্মান।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চামেলী ও মুঞ্জরার প্রবেশ)

চামেলী। তোর যে দেখছি আমোদ আর ধরে না!

মুঞ্জরা। আমোদ ধ'র্‌বে কিসে বল,
আমোদ ধর্‌'বে কিসে বল,
পাব যারে তার আদরে সদাই চলচল।
আমার কিশোর বনবাসী,
আমার কিশোর বনবাসী,
গোপনে গহনবনে হের্‌ব বিনোদ-হাসি!
আমায় বলে ভালবাসি আমায় বলে ভালবাসি,
ভালবাসা ভালবাসি, নইলে কি সই আসি?
আমার ফুলের মত প্রাণ,
আমার ফুলের মত প্রাণ.
ফুল দিয়ে আদর করে, ক'র্‌ব তারে দান।

চামেলী। বুঝ্‌তে নারি রাজকুমারী তোমার কত ভাণ!

মুঞ্জরা। আ মর্‌! রাজকুমারী কি রে, বণিক্‌বালক বল?

চামেলী। পলক না প'ড়তে প'ড়তে তোমার ভোল্ ফেরে, কাঁহাতক্ মনে রাখি বল! ছিলে রাজ-কুমারী, হ'তে এলে কুমারী, বনে এসে রঙ্গ বাড়লো ভারি, নারীকে নারীর পাঠই তুলে দিয়েছ; বণিক্-বালক আমায় বে ক'র্‌বে?

মুঞ্জরা। আ মর্‌ তুই যে?

চামেলী। তুই যে, কি বল,—তুমি অধিকারী, পালা শিখিয়ে দাও, তবে তো গাইব!

মুঞ্জরা। তোর পালা তুই শিখে নে, আমি আপনার পালার জালায় অস্থির;—
থাক্‌বে না লো ভারিভুরি সে যদি আসে,
আমার প্রাণ গ'লে আসে দুনয়ন ভাসে;
ঘন ঘন অঙ্গ শিহরে,
প্রাণ দিয়েছি যার করে,
ভাণ ক'রে বল্ তার কাছে সই, ঢাক্‌ব কি করে?

চামেলী। আর ঢাকাঢাকি কার্য্য কি? যখন বনে এলে, কুলে জলাঞ্জলি দিলে, মাখামাখি হো'ক্ না; ভাবছ চোখে দেখে প্রাণ জুড়াবে?—
চোখের দেখায় মন কি ভোলে,
প্রাণ কি বোঝে তায়?
এ সুধার ক্ষুধা মেটে না সই;
আরও সুধা চায়।
চাঁদ দেখি কি চকোর থাকে স্থির?
চাতক কি জুড়ায় বিনা নীর?
সাগর হেরে নদী বয়ে যায়,
জুড়ায় মিলে কায়ে কায়,
বুকে বুকে মুখে মুখে ভালবাসা চায়,
এই তোমার কাছে পড়া কথা পড়াচ্ছি তোমায়।

মুঞ্জরা। আমি অলব' ব'লে প্রেম ক'রেছি
জ্বালায় কি ডরি,
আমি ম'জব ব'লে সই মজেছি, সাধ ক'রে মরি!
আমি পাই নে দিশে জুড়াই কিসে সরমের মানা,
আমি কূল ছেড়ে সই মাঝে পড়ে
পাইনে ঠিকানা;
আমি ভয় করি সই ফির্‌তে নারি
পাইনে কোন কূল,
আমি আপন ভুলে ভুল-বাজারে
বেসাত করি ভুল।

চামেলী। অমন মূল খুইয়ে ভুল ধ'রে কত দিন থাক্‌বে বল; যা হয় একটা ঠিক কর যেমন ব'লে বেরিয়েছ—হয় কুমারী হ'য়ে ধ্যানে ব'সে কাঁদ। এই দেবালয় আছে; আর নয় এই পুরুষের সাজ ছেড়ে ফেলে নাগরী সেজে নাগরের গলায় মালা দাও, বনের ভিতর ভুলের সওদাগরি ক'রে না-হাসি না-কান্না এ তোমার কতদিন চল্‌বে? আমি সাধ করে কি বলি, সোণার অঙ্গ সুধু সুধু কালি ক'রে কি কর্‌বে? এ সদাগরী কারুর চলে নি, তোমার চল্‌বে কেমন করে?

মুঞ্জরা। চামেলী সে বিরাগভরে চ'লে এসেছে, তার সঙ্গে দেখা না হ'লে আমার এ বেসাত ছাড়ব না। বনে যদি আমার প্রেম-পসরা প্রেম দে কেনে, তা' হ'লে তাঁর পসরা মাথায় ক'রে তাঁর সঙ্গে

সঙ্গে ফিরি, নহিলে আমি নারী কি ক'র্‌তে পারি? বল এখন যেথায় দুচোক যায় চল, এখানে তাঁর দেখা পেলেম না, বনে বনে ব'লে বেড়াই, 'কেউ আমার ভুলের পসরা নেবে গা?' আমার তো আর কুমারী হওয়া হলো না! একে আমার মনের ছলনা আমি আপনি বুঝতে পাচ্ছি নে, আবার দেবতার সঙ্গে ছল কেন! এই আমার কুমারী-ব্রত—আমার হৃদয়-মন্দির দেবালয়, সে আমার দেবতা, তাঁরই ধ্যানে দিন কাটাব; যদি তাঁর দেখা পাই, কি কর্‌ব তোরে কি ক'রে বল্‌ব!

চামেলী। এ পণ বড় মন্দ নয়, লোকে পণ করে আমি হেন ক'র্‌ব, তেন ক'র্‌ব। তোমার এ পণ বেশ, কি পণ করেছ জান না, এ পণের বালাই নিয়ে মরি।

মুঞ্জরা। পণে কি মন বাঁধা যায়
বসনে কি বাঁধে হাওয়া,
মন মানে না কারু কথা
আপন মনে আসা যাওয়া।
মন যদি সই শুনতো মানা
তবে কেন আস্‌ব বনে,
মন মানে না কোন মানা ফিরি তবে মনের সনে।

(মুকুলের প্রবেশ)

মুকুল। এই নাও—এই নাও—এই ফুল নাও—এই ফুল নাও—তোমায় ভালবাসি—তোমায় ভালবাসি।

চামেলী ও মুঞ্জরা—

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পায়?
বুঝি ছেঁড়া ফুলের ভালবাসা—
কথায় কথায় ছড়িয়ে যায়।
ভালবাসার সোহাগ জানে না,
বুঝি প্রাণ দে নয় কেনা,
ছড়িয়ে দিলে ভালবাসা—
কুড়িয়ে পাবে না।
যার প্রাণ দে কেনা ভালবাসা,
ছড়িয়ে দিতে সে কি চায়।

মুকুল। এখন তার ফিরে যাবার সময় হয়েছে,—আর তো ফুল নেবে না,—তার জন্তে তোলা ফুল বুকে তুলে রাখি।

মুঞ্জরা। তুমি কে?

মুকুল। আমি কেউ নই,—আমার সে—

মুঞ্জরা। তুমি হেথায় কি কর্‌ছ?

মুকুল। কি করছি ব'লব না ব'লেই বনে এসেছি,—তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ?

মুঞ্জরা। জিজ্ঞাসা কর্‌ছি কেন? আমি বণিকবালক সওদা এনেছি খদ্দের খুঁজছি!

মুকুল। তুমি কি পাগল! নগর ছেড়ে বনে এসেছ জিনিস বেচতে।

মুঞ্জরা। নগরে কেউ এ জিনিষ নেয় না, তাই বনে এসেছি; তোমায় নেবার মত দেখলুম, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

মুকুল। আমি পাগল, আমায় কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?

মুঞ্জরা। আমি পাগলই চাই, আমার ভুলের বেসাত পাগল নইলে কেউ নেবে না।

মুকুল। যদি তুমি আমার মত পাগল চাও, তো নির্জ্জনে ব'সে ফুল ছড়াও। তুমি ভুলের বেসাত নিয়ে ফিরছ, আমি আজন্ম ভুলে ডুবে আছি; কিন্তু ভুলের উপর ভুল—তারে ভুল্‌তে পাচ্ছি না। তুমি যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা ক'ব না; তুমি ঠিক তার মত, তোমার তার মত স্বর, তার মত অবয়ব, তার মত চোক, তার মত মুখ; মনে করেছি, তাকে আমি মনে মনেই দেখব, আর বাইরে দেখব না।

চামেলী। তোমার সে কে?

মুকুল। আমি তারে জানি, সে আমার; সে কে, তা জানি না।

চামেলী। সে কি পুরুষ মানুষ?

মুকুল। সে পুরুষ কি মেয়ে, তা জানি না; সে আমার তাই জানি।

মুঞ্জরা। প্রাণেশ্বর! আমি তোমার সেই দাসী।

মুকুল। তুমি কি সেই! যদি সে হও, স'রে যাও; আমি তাকে দেখতে হবে বলে চলে এসেছি; দেখা হলে তারে ভালবাসি বল্‌তে হবে ব'লে চলে এসেছি।

মুঞ্জরা। তোমার এখনও অভিমান! দেখ বনবাসি, আমিও বনবাসিনী, আর আমি রাজকুমারী নই। এখন তুমি কেন আমায় যেতে বল্‌ছ? আমি

তোমার জন্যে বনবাসিনী,—তোমায় কাছে থাকব।

মুকুল। তুমি রাজকুমারী, আমার জন্যে বনবাসিনী হয়েছ? হাঃ ধিক্ আমায়! কিন্তু বনবাসিনী হ'লেও তুমি রাজকুমারী। গোলাপ বনেই ফুটুক আর নগরেই ফুটুক—গোলাপ চিরদিনই গোলাপ। আমি যদি রাজকুমার হতেম, তা হ'লে তোমার কাছে থাকতেম। তোমার জন্যে রাজকুমার এসেছে, আমি শুনেছি। মাধবীলতা তমালেই ওঠে; তুমি যাও! তুমি বনে থেক না,আমি বড় ব্যথিত, আমায় কেন আর ব্যথা দাও?

মুঞ্জরা। আমি কোথায় যাব? আমার প্রাণেশ্বরকে ছেড়ে কোথায় যাব?

মুকুল। ছিঃ ছিঃ! ও কথা ব'ল না, আমায় অপরাধী ক'র না। আমি চির-বনবাসী, তোমার কাছে থাকা ভাল নয়, আমি চল্লুম।

মুঞ্জরা। নির্দ্দয়! যদি যাবে—যাও, আমি আর মানা ক'র্‌ব না; যদি এখনও অভিমান থাকে—পায়ে ঠেলে যাও; কিন্তু আর একবার ব'লে যাও,—আমায় ভালবাস। তোমার মুখে আর একবার শুনি, বল,—আর একবার বল; তার পর যেথা ইচ্ছা যাও, আমি আর বাধা দেব না।

মুকুল। তোমায় ভালবাসি! তোমায় ভালবাসি!! তোমায় ভালবাসি!!!

[প্রস্থান।

মুঞ্জরা। চ'লে গেল, এই সুখ-স্বপ্ন ফুরা'ল, সব শূন্য হলো! আর কি! ছিঃ ছিঃ নারীর জীবনে ধিক্! আর কি, সব শূন্য!

চামেলী। সর্ব্বনাশ,—মহারাজ!

মুঞ্জরা। আর সর্ব্বনাশ কি? সর্ব্বনাশের উপরে সর্ব্বনাশ, আর কি হবে।

(রক্ষিগণের সহিত রাজা জয়ধ্বজের প্রবেশ)

জয়। মুঞ্জরা! দ্বিচারিণী—পাপীয়সি!

মুঞ্জরা। পিতা, আমি দ্বিচারিণী নই,—অহেতু কেন তিরস্কার করো! আমি তোমার কন্যা,—সতী লক্ষ্মী রাজ-মহিষীর গর্ভে আমার জন্ম।

জয়। পাপীয়সি! মিথ্যা বল্‌ছিস্!

মুঞ্জরা। আপনার উপদেশে আজীবন মিথ্যা কথা তো শিখি নাই, আজ কেন মিথ্যা ব'ল্‌ব?—প্রাণের ভয়ে? আমি ক্ষত্রিয়-কুমারী, প্রাণের ভয় আমার নেই।

জয়। তবে তুই হেথা কেন? তবে তুই বালকবেশে কেন? কেন চ'লে এসেছিস্ বল্! (চামেলীর প্রতি) তুই কে? তুই কি চামেলী? তোর কি এই কাজ? তুই না সখী? তুই আমার মুখে কালী দিয়ে একে নিয়ে বনে চ'লে এসেছিস্?

মুঞ্জরা। পিতা, চামেলীকে তিরস্কার ক'র্‌বেন না, চামেলীর অপরাধ নাই, চামেলী আমার সঙ্গে এসেছে; চামেলী না এলে, আমি একা চ'লে আস্‌তেম্।

জয়। তুই কেন একা চ'লে এসেছিস্ বল্? নইলে নারীবধে—কন্যাবধে ঘৃণা ক'র্‌ব না! তুই দ্বিচারিণী, পরপুরুষের সঙ্গে চ'লে এসেছিস্, তা নইলে কথা কইতে পাচ্ছিস্ না কেন?

মুঞ্জরা। না, আমি দ্বিচারিণী নই।

জয়। মা, মা! আমার প্রাণ রাখ; তবে কি তুমি শিবগড়ে এসেছ? তুমি কি তোমার পতির উদ্দেশে এসেছ? বল মা বল, তুমি বল,—শিবগড়ে এসেছ, ক্ষিতিধরের উদ্দেশে এসেছ; তোমায় আবার মা ব'লে মস্তকে চুম্বন করি; বল মা, আমার কুলে কলঙ্ক হয় নি।

মুঞ্জরা। পিতা, আমি শিবগড়ে আসি নাই।

জয়। তবে কি এই দেবস্থানে ক্ষিতিধরের গলায় মাল্যদান ক'র্‌তে এসেছ?

মুঞ্জরা। না।

জয়। পাপীয়সি! দ্বিচারিণি! মিথ্যাবাদী রাক্ষসি! রক্ষি, এই দণ্ডেই বধ কর! বধ কর! বধ কর!

(অচ্যুতানন্দের প্রবেশ)

অচ্যুত। রক্ষি, ক্ষান্ত হও; মহারাজ! এ দেবস্থান হেথায় দেবতা অধিকারী, আপনি নন; এ স্থান কলঙ্কিত কর্‌বেন না।

জয়। ব্রহ্মচারি! তুমি পূজায় নিযুক্ত থাক; রাজকার্য্যে হস্তার্পণ ক'র না।

অচ্যুত। মহারাজ, আমি দেবকার্য্যেই এসেছি রাজকার্য্যে আসি নাই; দেবতার স্থান কলুষিত ক'রে কেন অপরাধী হন?

জয়। আর আমার কিসের দেবতা, আর আমা

কিসের ভয়? আমার কুলে কলঙ্ক! আমার কুলে কলঙ্ক!!

অচ্যুত। মহারাজ! আপনি দেবপ্রিয়, মহারাজের অকলঙ্ক কুলে কখনই কলঙ্ক হবে না।

জয়। ব্রহ্মচারি! আমায় কেন বৃথা প্রবোধ দাও? আমার কন্যা কলঙ্কিনী—পরপুরুষের অনুসরণ করেছে! হা ধিক্ আমায়!

অচ্যুত। মহারাজ! অদ্য আমার কথায় ক্ষান্ত হন, আমি মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছি না; দেবালয়ে আসুন, কল্য যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করবেন, কিন্তু আমার কথা মিথ্যা নয়—আপনার কন্যা কলঙ্কিনী নয়। আমি দেবাদেশে আপনাকে বল্‌ছি, আজ এরা দেবালয়ে বন্দী থাকুক, কল্য যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করবেন।

জয়। ব্রহ্মচারি! আজ তোমার কথায় ক্রোধ সংবরণ কল্লেম।

অচ্যুত। ভাল, কল্য যেরূপ ইচ্ছা হয় করবেন। মহারাজ, আসুন; তোমরা আমার সঙ্গে এস, দেবদেব সকলের মনোভীষ্ট পূর্ণ করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

— ০ —

বন।

(ভজনরাম ও চন্দ্রধ্বজ)

ভজন। পরী ধ'র্‌তে তো পারিই নি,—যদি তাতে এড়ান পেতেম, বরুণচাঁদ পালিয়েছে। কাল সকালে যদি তারে না হাজির কর্ত্তে পারি, মন্ত্রি মশায় ব'লেছে আমার প্রাণ যাবে।

যুব। পরী—তুই কি করে জান্‌লি?

ভজন। আর পরীর কি হাত পা আছে? আমি শুনেছি—তারা মানুষের কাছে বোবা হয়, আর পরীর কাছে কথা কয়।

যুব। তুই কি তার যথার্থ গান শুনেছিস্?

ভজন। আপনার কাছে কি মিথ্যা বল্‌ছি? সে গান গায়, ছড়া কাটায়।—

যুব। আচ্ছা আমি পরী ধ'রে দিচ্ছি, তোরে যেমনটি বলেছি তেমনটী ক'রতে যদি পারিস্?

ভজন। তা পারব না কেন? কিন্তু যুবরাজ আপনি যাবেন না; তারা এমনি যাদু কর্‌বে যে কোথায় উধাও ক'রে নিয়ে যাবে! ও পরীর জাত—আশমানে ফেরে!

যুব। তোর কিছু ভয় নাই।

ভজন। ওই সে দু'টো পরী একেবারে দেখা দিয়েছে।

যুব। আমি এখনি ধরছি, ভয় কি? দেখিস্, তোরে যেমন শিখিয়ে দিয়েছি, তেমন করিস্; যদি ভুলে যুবরাজ ব'লে ফেলিস্ তা হ'লে—তোরও প্রাণ যাবে, আমারও প্রাণ যাবে।

ভজন। আর যদি ভুলে যাই?

যুব। আচ্ছা তুই এদিকে আয়, আমি ভাল করে শিখিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(তারা ও মুকুলের প্রবেশ)

মুকুল। দিদি তুমি লোকের সাম্‌নে কথা কও না কেন?

তারা। আমি তোমার কল্যাণে মানত করেছি।

মুকুল। আমার আর কল্যাণ অকল্যাণ কি? আমি ভেবেছিলুম কোথাও চলে যাব, তা যাব না—তোমার কাছে থাকব; তোমার মুখে আমার মনের কথা শুনে আমার প্রাণ বড় শীতল হয়। তুমি বল্‌তে পার, আমার মনে এখন কি হচ্ছে?

তারা। মনের কথা বুঝ্‌তে নারি, মন তো আমার নয়,
ধরি ধরি মনে করি, ধ'র্‌তে করি ভয়।
থাকি সদা তারি ধ্যানে, তারেই সদা চাই,
সে যদি হায় কাছে আসে, কেঁদে চ'লে যাই!
আমার সুখের হাটে দুখের বেসাত লাভে হারাই মূল
ভুল পসরা মাথায় নিয়ে, আপন হলো ভুল।
যত্নে কেনা বিষের ডালি রাখি হৃদয়মাঝে,
সাধ ক'রে তায় জানাই জ্বালা, বারণ করে লাজে
বুঝে সুজে প্রাণ বোঝে না নয়নবারি সার,
যত্নে গাঁথি দিবানিশি নয়নজলে হার।

বল্‌ব তারে মনে করি ব'ল্‌তে নারি হায়,
সে যদি এ দারুণ ব্যথা শুনে ব্যথা পায়!

মুকুল। দিদি, আজ তুমি আমার মনের কথা ঠিক বল্‌তে পাল্লে না; আজ আর আমি তারে চাই নে, আজ আমি আপনাকে চাই—আমি তারে ভুল্‌তে চাই; আমি কেন এমন হলেম, তাই ভাবি।

তারা। কেন, সে তো তোমায় চায়! তবে কেন তুমি তারে ভুল্‌তে চাও?

মুকুল। ভুল্‌তে চাই কেন?—তোমায় কি বল্‌ব, আমি আপনিই জানি না! আমি তাই তোমায় ঠেঁয়ে শুন্‌তে চেয়েছিলেম। আমার মনে হয়, আমি অতি হেয়, আমি কেন এমন হলেম, যারে ভাল বাস্‌তে নাই, সে কেন ভাল বাসে? ওই দেখ, বনের পাখী ভালবেসে মুখোমুখি ক'রে রয়েছে—ওই দেখ, ভালবেসে ময়ূরময়ূরী নাচ্‌ছে—ওই দেখ, হরিণ-হরিণী সোহাগ কচ্চে, আমি কেন এমন হেয় হ'লেম? আমি আর ভালবাস্‌ব না।

তারা। প্রাণে বাসা ভালবাসা প্রাণ কি ভোলা যায়?
জড়িয়ে থাকে প্রাণে প্রাণে প্রাণ যে তারে চায়!
মনে করি ছিঁড়বে ডুরি মিছে অভিমান,
ভুল্‌তে গেলে আপন ভুলে শূন্য হেরে প্রাণ।
পাথরে দাগ প'ড়েছে পোঁছা কি তায় যায়?
নয় তো কথার ভালবাসা ভুল্‌বে কে কথায়?
ধরম করম সরম ভরম সকল যায় ভেসে,
মান অপমান থাকে না সে উদয় হয় এসে।
অভিমানে রাগ ক'রে হায় বাড়ে অনুরাগ,
অযতনে মনাগুনে বাড়ে এ সোহাগ।

মুকুল। দিদি, এ মনের খেদ জানাব কারে? সে আমার জন্যে সকল ত্যাগ কল্লে—রাজকুমারী বনবাসী হ'লো; আমি তার জন্যে তো কিছু পারলেম না! আমি বনবাসী, আমার কি আছে যে, আমি ত্যাগ করব! যদি দিদি, আমার রাজ-সিংহাসন থাকতো, যদি আমার ধনজন থাকতো, যদি আমি রাজকুমার হতেম—আর সে বনবাসিনী হ'তো, যদি আমি তার জন্যে সকল বিসর্জ্জন দিয়ে বনবাসী হতেম, তা হ'লে আমি তার কাছে যেতেম, ব'লতেম,—তোমার জন্যে সকল ত্যাগ ক'রেছি, এখন তুমি বুকের ধন বুকে এস! কিন্তু হায়, আমায় কিছুই নাই! যদি কখন এমন হয়—যদি তার জন্যে প্রাণ দেবার আবশ্যক হয়, তা হ'লে প্রাণ দিয়ে দেখাই। সে রাজ-কুমারী, আমার প্রাণের তো তার দরকার নাই, তবে কেন আর তার কাছে যাব? আমি এক-বার তার কাছে গিয়েছিলেম, কাছে গিয়ে রাজকুমারীকে বনবাসিনী ক'রেছি; আবার যদি কাছে যাই, তা হ'লে সে সোণার পদ্ম শুকিয়ে যাবে। দিদি, তুমি আমার একটী মিনতি রাখ, তুমি তার কাছে গিয়ে বল—আমি তারে ভালবাসি। দিদি, আমি কি আবার পাগল হ'য়েছি? আমি কি বল্‌ছি, বুঝতে পাচ্ছি না!

তারা। চুপ্ কর, কে আস্‌ছে! আমি আর কথা কইব না, তুমিও কথা ক'য়ো না!

(যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ ও ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন। মহাশয়, বল্‌তে পারেন—একটী বোবা কুমারী হেথা কোথা থাকে?

মুকুল। না।

ভজন। মহাশয়, অনুগ্রহ ক'রে বলুন, আমার ভাইটীকে নিয়ে আমি বড় ব্যস্ত হ'য়েছি। এটী বোবা, আমি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছি যে, বোবা কন্যাটীর কাছে থাক্‌লেই আমার ভাইটীর কথা ফুটবে; আমি তাই অনুসন্ধান কচ্ছি। হাঁ মা, তুমি ব'ল্‌তে পার? ও মা, ও মা, শুন্‌তে পাচ্ছেন না? ঐটী কে,—বোবা নাকি? তবে তো আমি পেয়েছি। (ইঙ্গিত করিয়া) ওরে ওরে এর কাছে থাক্, শুন্‌ছিস্? এ দিকে আয়!

যুব। অঁ্যা—অঁ্যা।—

ভজন। (ইঙ্গিত করিয়া) ও মা, এই আমার ভাইটী তোমার কাছে থাক্‌বে। কেমন রে, থাক্‌তে পারবি?

যুব। অঁ্যা—উঁ—অঁ্যা—উঁ।

মুকুল। এর কাছে কোথায় থাক্‌বে?

ভজন। মহাশয়, আপনি বাধা দেবেন না; ঐটী আপ-নার দাস। ও কথা কইতে পারুক, না পারুক তার জন্যে আমি তেমন ব্যস্ত নয়। ওর বুকে একটা বেদনা আছে, তাইতে ও অস্থির হয়।

মুকুল। আহা, কি ক'রে বেদনা হ'লো?

ভজন। ও ইঙ্গিত ক'রে জানাচ্চে কে ওরে মেরেছে।

মুকুল। আহা, একে কে মারলে!

ভজন। (ইঙ্গিত) ওরে, ওরে, তোকে কে মেরেছে? ও রে, ও রে, তোর কি হ'য়েছে, বল না?

যুব। অ্যাঁ-ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ।

ভজন। ও বলছে, আমার বুকে ব্যথা; কি ক'রে হ'লো বল না?

যুব। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ।

ভজন। ও বলছে মুখে বলা যায় না, বুক চিরে যদি কেউ দেখতে পারে, তো দেখতে পায়।

মুকুল। আহা! এই মুকের বুকে কি এমন দারুণ ব্যথা! বুক চিরে দেখানর ব্যথা কি এর বুকেও সেঁদিয়েছে? ও কি কাকেও ভালবাসে?

ভজন। তা আমি কি ক'রে জানব? বুকে ব্যথা— বুকে ব্যথা বলে, তাই জানি; ওরে, তুই কি কারুকে ভালবাসিস্?

যুব। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ।

ভজন। ও বুঝতেই পারে না, তা ব'লবে কি? হাঁ রে, তোকে কি কেউ মেরেছে?

যুব। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ;

ভজন। কে মেরেছে?

যুব। অ্যাঁ—ওঁ—অাঁ—ও। (ইঙ্গিতে তারাকে প্রদর্শন)

তারা। (স্বগত)

এ কি বেশধারী? বুঝিবারে নারি, হেরি
নয়ন খঞ্জন, মন চঞ্চল আমার।
কে এল ভুলাতে অবলায়? সকাতরে
মুখপানে চায়, কহে নীরব ভাষায়—
"মরি মরি হৃদি-বেদনায়, রাখ প্রাণ।"
বহে বারি বয়ান বহিয়ে, কত সহে
কামিনীর প্রাণে আর! এই কি আমার
প্রাণধন? ধিক্ মন, বৃথা আকিঞ্চন!
রাজার নন্দন কেন কাননে আসিবে?
অভাগিনী দুখিনীরে কেন সে চাহিবে!
প্রবঞ্চনা, আশার ছলনা—কি লাঞ্ছনা!
এ কি এ কি, প্রাণ টলে, ও মুখ-কমল
হেরি! নারী—কত সহিবারে পারি? ছিঃ ছিঃ
মন! কেন কর প্রতারণা? কত সবে
আর বার বার, সে তো নহে রে তোমার,
রাজার কুমার—সে যে রাজার কুমার,
কেন মন, অনুক্ষণ আকিঞ্চন তার?

মুকুল। তোমার ভাই কি কখন একে দেখেছে?

ভজন। কি রে তুই দেখেছিস্?

যুব। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ।

ভজন। বলছে, এই দেখছে আর বুকের ভিতর দেখাচ্ছে।

মুকুল। আহা, ভাই! তুমিও বড় দুঃখী; যদি তোমায় কেউ না স্থান দেয়, আমি তোমায় বুকে ক'রে রাখব। আমিও বড় দুঃখী, আমি তোমায় সঙ্গে সঙ্গে থাকব,—নির্জ্জনে ব'সে তোমার চোখে আমার মনের কথা পড়ব।

ভজন। ওরে, তুই এর সঙ্গে থাকবি?

যুব। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ।

ভজন। ও ব'লছে, না, আমি এর কাছে থাকব।

মুকুল। আর ও যদি না তোমার সঙ্গে নেয়?

ভজন। হাঁ রে, ও যদি না সঙ্গে নেয়?

যুব। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ।

ভজন। ও ব'লছে আমি পায়ে প'ড়ে ম'রব; তবে তুই ওকে বল।

যুব। (ইঙ্গিত করণ)

ভজন। ও ব'লেছে।

মুকুল। ও কি বলছে, আমি বুঝতে পারছি! ও ব'লছ "প্রাণেশ্বরি, আমার প্রাণ রাখ", ছিঃ ছিঃ! ভালবাসায় এত বিড়ম্বনা! এ সুখে এত বিষাদ! হায়, হায়, যে জেনেছে সে জেনেছে!

তারা। ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর প্রাণ, কেন চাও
কঠিন হৃদয় ভেদিবারে, বার বার
ক'র না আঘাত—একি বুঝি ভঙ্গ হয়
পণ! মন বাঁধিতে না পারি, প্রাণেশ্বর
মম নহে ভ্রম, আ রে আ রে মূঢ় মন
কি কুহকে হতেছ চঞ্চল? এ কেমন
বাসনা তোমার, কেন রাজার কুমার
বনবাসী হবে তোর তরে? কেন ভাণ
করি বেশ ধরি আসিবে বিপিনে, সুধা
আকিঞ্চন ত্রিভুবন করে নিরন্তর,
সুধা কার করে আকিঞ্চন? আরে মন
আশার ছলনে কেন হও জ্বালাতন?

[তারার প্রস্থান।

ল। তুমি কোথায় যাবে? (ইঙ্গিতকরণ)

।। অ্যাঁ—ও—অ্যাঁ—ও।

চুল। ওর কাছে যাবে? চল তোমায় নিয়ে যাই।

[যুবরাজ ও মুকুলের প্রস্থান।

জন। যা ভেবেছি তাই, এরেও পরীতে উধাও করলে। একটু আগে গিয়েই ডানা বায় ক'র্‌বে আর উড়িয়ে নিয়ে যাবে; আমার তো প্রাণ যাবেই, রাজাই মারুক আর পরীতেই মারুক। হায়! হায়! যুবরাজ আর রাজকুমারীর দশা কি হবে? পেছু পেছু যাব,—যাই, যা থাকে কপালে।

[ভজনরামের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

মঠের অভ্যন্তর।

(বরুণচাঁদ)

রুণ। আজ নেশাটি বেশ ভরপুর জমেছে। এখন একখানি ছাপরখাট আর দেড়ছটাক ওজনের এক মেয়েমানুষ পাশে ব'সে বাতাস করে, তাহ-লেই এপাশ ওপাশ করে, ঝিমুই। লোকে বলে হেথা বেহ্মদত্তির বাস; সে একরকম হলো ভাল, ভয়ে কেউ ঘেস্‌বে না। আচ্ছা, সন্ন্যাসী ব্যাটারা কি বেহ্মদত্তির বাচ্ছা—ওরা তো আসা যাওয়া করে দেখেছি, থাকি পড়ে এক পাশে, তেমন দানাদার ভূত থাকে,—এক ছিলেম তামাক সেজে এনে দেয়; তা ম'র্‌বে যত ব্যাটা হাবাতে —কদর বুঝবে কি বল? একটু ভূতুড়ে ধাত হওয়া মন্দ নয়, হলো দোকান থেকে আফিং তালটা ওড়ালেম—ক্ষীরের বাটিটে সরালেম, ঐ যে কে নড়ছে চড়ছে, একটু আড় হ'য়ে পড়ি।

(মন্ত্রী ও অচ্যুতানন্দের প্রবেশ)

মন্ত্রী। অদ্ভুত রহস্য কথা! কহ যোগিবর
বীরসেন নৃপতির নন্দিনী নন্দন!—
কোথা নৃপমণি কহ বিবরণ শুনি?
কোথায় দুখিনী রাণী অহল্যাসুন্দরী?

অচ্যুত। [illegible] করিয়া অর্পণ
কাশীধামে [illegible], পরে শুনি
[illegible]-কাহিনী, [illegible] অপরাধে জ্যেষ্ঠ
পুত্রে দিয়াছেন বনবাস।

মন্ত্রী। কেবা হেন
দিল সমাচার?

অচ্যুত। তাঁর অজিল প্রত্যয়
মম প্রিয় শিষ্যের বচনে, অনুতাপ
জ্বলিল হৃদয়ে, ভ্রমি নানা দেশ, শেষ
উপনীত মঠাশ্রয়ে আছেন গোপনে—
কহিলাম তোমারে এ কেহ নাহি জানে।

মন্ত্রী। শুনিয়াছি জ্যেষ্ঠপুত্র বাতুল অজ্ঞান,
নহে ত উচিত তাঁরে
কুমারী প্রদান।

অচ্যুত। প্রেমে বিকসিত হয় কুঞ্চিত হৃদয়,
সুধাকর-করে যথা কুমুদী মোদিনী,
শুভক্ষণে দরশন রাজপুত্রী সনে,
মন্মথ যুড়ির শর ফুল শরাসনে।
বিন্ধিল যুগল হৃদি হানি পঞ্চশর,
কোমলবন্ধনে রতি বাঁধিল অন্তর।
প্রেমশশী উদিল তিমির হ'ল নাশ,
সৌরভে গৌরবে হৃদি হইল বিকাশ।

মন্ত্রী। কি হেতু নিবার প্রভু কহিতে রাজায়,
বীরসেন পুত্রে রাজা দিবে তনয়ায়।
আনন্দে হইবে ভোর, বাঞ্ছা পূর্ণ হবে,
নাচিবে কেরলীপুরী আনন্দ-উৎসবে।

অচ্যুত। শুভক্ষণ যদবধি না হবে উদয়,
তদবধি পরিণয় ইচ্ছা মম নয়।
পাণ্ডীয়ানা রাজরাণী আছেন হেথায়,
প্রকাশ হইলে পাছে অনর্থ ঘটায়।
রহ স্থির, দেবকার্য্য দেবতা সাধিবে,
শুভক্ষণে শুভফল অবশ্য ফলিবে।
সহজে পাইলে রত্ন না হয় আদর,
পরীক্ষা করিয়া লব, প্রেমিক-অন্তর।
অনল-উত্তাপে হয় উজ্জ্বল কাঞ্চন,
পরীক্ষা করিয়া প্রেম বুঝিবে তেমন।

মন্ত্রী। কোথায় অহল্যা দেবী কহ মহাশয়?

অচ্যুত। আছেন গোপনে মম শিষ্যের আলয়।
নর্ম্মদার নীরে মগ্ন হয়েছিল রাণী,
ভাগ্যক্রমে জল হ'তে তুলিল পাটুনী।

আচরে মিলন হয়ে [illegible],
বার্ত্তা নাহি জানে [illegible]নে।

বরুণ। কে হে, বাবা, [illegible] ক'রে নেশা ছুটিয়ে দিলে? একটু ফাঁকায় গিয়ে আলাপচারী কর না বাবা?

অচ্যুত। কে তুমি?

বরুণ। আমি বেহ্মদত্তির ধাড়ী, বেলগাছ থেকে গড়িয়ে প'ড়েছি।

মন্ত্রী। এ যে পরিচিত স্বর—আপনি কি মহারাজা ক্ষিতিধর?

বরুণ। আগে ছিলুম বটে, এখন অপঘাতে ভূত হয়েছি বাবা।

:(রক্ষী ও ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন। দাঁড়া শালা, তোরে দানো পাওয়াচ্ছি।

বরুণ। কেন মণি, তুমি তো মূর্ত্তিমান দানো এসে হাজির হ'য়েছ; আর কেন দানোর গাঁদি লাগাও?

ভজন। তবে রে পাজি, তুমি পরী হয়েছ?

বরুণ। মিছে জুলুম কেন মণি? সে কলেবর তো বোদ্‌লেছি ঠ্যাং ধর না মণি—ঠ্যাং ধর না মণি,—ঠ্যাং ধ'রলে ব্যাঙে পায়।

মন্ত্রী। ভজনরাম, স্থির হও। কি হে, তুমি বহুরূপী নাকি? কখন মহারাজ ক্ষিতিধর, কখন পরী, কখন বেহ্মদত্তি।

বরুণ। আমি একরূপ আফিংখোর, তোমরা তো পাঁচজনেই বহুরূপী ক'রলে বাবা।

ভজন। তোর ঘাড়টা ভেঙ্গে দিতে পারি তো রাগ যায়।

বরুণ। গায়ের রাগ গায়ে মার মণি, ঘাড় ধরলে পরী হ'য়ে উড়ে যাব।

ভজন। এই তোমার ওড়াই।

বরুণ। কেন মিছে কষ্ট কর্‌বে মণি, ডানা বাঁধা প'ড়ে আছি।

মন্ত্রী। মহারাজ ক্ষিতিধর, তবে কি গান্ধর্ব্ব-বিবাহটা ক'রবেন।

বরুণ। না বাবা, যে আড়খতকাটা রাজকুমারী ছেড়ে দিয়েছে, তাতেই খুসী আছি।

ভজন। বেহায়া পাজী!

বরুণ। রাজী মণি রাজী!

ভজন। দাঁড়াও, তোমায় শেখাচ্ছি।

বরুণ। পাঠশালা তো সায় ক'রেছি মণি, আবার কেন নূতন ক'রে হাতে খড়ি?

অচ্যুত। তুমি কে?

বরুণ। রকম রকম তো পরিচয় শুন্‌লে বাবা, এক রকম ধ'রে নাও না।

অচ্যুত। মহাশয়! ইনিই কি ক্ষিতিধর সেজেছিলেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

অচ্যুত। আমার অনুরোধ, এঁকে কিছু বল্‌বেন না; আমার এঁকে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মন্ত্রী। আপনি অনুরোধ কচ্ছেন, এতে আমার কি কথা আছে।

অচ্যুত। তোমার নাম কি?

বরুণ। চট্ ক'রে বল্‌তে পার্‌বো না; হালি কি বকেয়া বলুন?

অচ্যুত। তোমায় কি বলে ডাকব?

বরুণ। সে মহাশয়ের কৃপা, মহারাজ ব'লতে পারেন —পরীর বাচ্ছা ব'লতে পারেন, বেহ্মদত্তি ব'লতে পারেন,—আর যদি আফিংখোর ব'লে ত্যাগ ক'রে যান তো দুশো ধন্যবাদ।

অচ্যুত। তুমি আমার সঙ্গে এস, একটা কথা আছে।

বরুণ। বড় নেশাই জমেছে, আর উঠতে পাচ্ছিনে, কাছে শুয়ে দুটো কথা কয়ে প্রাণ জুড়ায়ে যাও না বাবা!

ভজন। তবে রে বেটা পাজী!

বরুণ। আবার রোথারুখী কেন মণি! মোলাম আলাপচারী হ'চ্ছে, একটু আড়ি পেতে শুনে যাও না।

অচ্যুত। তুমি উঠে এস।

বরুণ। আচ্ছা বাবা যাচ্ছি, দেখুন যোগিরাজ! কিচ্‌কিচিতে নেশাটা ছুটে গ্যাছে, যদি একটু প্রসাদি আফিং থাকে তো দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

লতাকুঞ্জ।

(মন্ত্রী ও অচ্যুতানন্দ)

মন্ত্রী। যোগিরাজ! কি পরীক্ষা ক'রবেন!

অচ্যুত। স্বার্থ-বিসর্জ্জন জেন প্রেমের লক্ষণ।
পরসুখে সুখী যেই প্রেমিক সে জন।
কামগন্ধহীন যে পবিত্র ভালবাসা,—
ভালবাসে, কিন্তু দেছে বিসর্জ্জন আশা!—
স্বর্গীয় সে প্রেম! তার তুলনা কি হয়?
হেন প্রেমিকের স্পর্শে ধরা প্রেমময়!
কামের ছলনা—কিবা পবিত্র প্রণয়,—
পরীক্ষা করিয়া তার লব পরিচয়।
চল দোঁহে অন্তরালে করি অবস্থান,
প্রেমলীলা রঙ্গভূমি হের বিদ্যমান!

[উভয়ের অন্তরালে অবস্থান।

(মুঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ)

চামেলী। হের কুঞ্জবন, জুড়াবে নয়ন,
বিমোহিত মন গাইছে পাখী।
মরম গাথায়, প্রেমের কথায়,
নবীন লতায় আদরে শাখী।
মৃদু মৃদু বায়, হৃদয় মাতায়,
পুলকিত কায় চমকে কলি।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে, সোহাগে গলিয়ে,
বদন তুলিয়ে ডাকিছে অলি।

মুঞ্জরা। হেরি কুঞ্জবন, কাঁদে মম মন,
কোথা প্রাণধন রহিল মম?
সার দীর্ঘ শ্বাস, ফুরাইল আশ,
বৃথা অভিলাষ বিফল শ্রম!
দেখ সারী শুকে, ব'সে মুখে মুখে,
মন-সুখে কত সোহাগ করে।
গেল অনুরাগ, বাড়ে লো বিরাগ,
হেরিয়ে সোহাগ নয়ন ঝরে।
হের ঢলি ঢলি, ফুলে চলে অলি
ওঠে প্রাণ জ্বলি সহিতে নারি।
হৃদয়ের সার, কোথায় আমার,
বিনা প্রাণাধার মরে লো নারী।
মরি মরি মরি, কি করি কি করি,
কিসে প্রাণ ধরি বল না সই,
সে বিনা বিহ্বলা, আমি লো অবলা,
এ দারুণ জ্বালা কেমনে সই?

চামেলী। সখি, তুমি কেঁদে কেঁদে কেন সারা হও? যার উপায় নাই, তার জন্তে কেঁদে ফল কি?

মুঞ্জরা। সখি, যদি উপায় নাই ব'ল্লে মন বুঝত, তা হ'লে পৃথিবীতে দুঃখ নাই ব'ল্লে হ'ত। আমি কাঁদ্‌ব না তো কাঁদ্‌বে কে? আমি তোমায় মজালেম—রাজকুলে কালী দিলেম, না জানি অদৃষ্টে আরও কি ঘটে। সখি, সে যদি সুখে আছে এ সংবাদও পাই, তা হ'লেও কতক মন বাঁধতে পারি। তুমি কি বুঝ্‌ছ না, এ উপবন আমাদের কারাগার! যোগিরাজের প্রবোধবাক্যে এখনও আমাদের প্রাণ আছে; কিন্তু কাল যখন মহারাজ আমায় অন্য বরে মালা দিতে ব'লবেন তখনি জে'ন আমাদের প্রাণবধ হবে। তাই তোমাকে বার বার অনুরোধ ক'রছি, তুমি যোগিরাজের কথা শুন—কোথাও চ'লে যাও।

চামেলী। মুঞ্জরা, আমার প্রাণের কি এত আদর! আমি তোমায় বিপদ-সাগরে রেখে চ'লে যাব! তুমি কখন ভেব না, চামেলী এত হীন।

(মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। চামেলী, তুমি এ স্থান হ'তে এস, মহারাজের আজ্ঞা, রাজকুমারী একা থাক্‌বেন্। তোমার যেথা ইচ্ছা হয়, চ'লে যেতে পার।

চামেলী। মহাশয় কৃপা করুন, আমায় রাজকুমারীর কাছ থেকে যেতে ব'লবেন না। আমি এঁকে একা রেখে কোথায় যাব?

মন্ত্রী। রাজাজ্ঞা আমি লঙ্ঘন কর্‌তে পারি না, তুমি এস।

চামেলী। সখি কি হবে?

মুঞ্জরা। যাও সখি, যাও। দেবদেব তোমার কল্যাণ করুন, মনোমত স্বামী নিয়ে সুখী হ'য়ে কখন' অভাগিনী মুঞ্জরাকে মনে ক'র।

চামেলী। হা নির্দ্দয় বিধাতা অদৃষ্টে এত লিখিছিলে?

কাফি সিন্ধুড়া—খৎ।

বিধি কি গ'ড়েছ পাষাণে,
এখনও রয়েছে দেহে শত ধিক্ পোড়া প্রাণে।
কেমনে ভুলিব জ্বালা, বিপিনে বিধুরা বালা,
অকূলে আকুলা বালা,—
বিমলা বিজনবাসে শুকাইবে অভিমানে।

মন্ত্রী। এস, আর বিলম্ব ক'র না।

চামেলী। মুঞ্জরা! আর কি তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাব না!

[মন্ত্রী ও চামেলীর প্রস্থান।

মুঞ্জরা। আহা, প্রাণসখী আমা বই জানে না! আমি কত ভাববো, এ ভাব-তরঙ্গে কত ওঠানাবা কর্‌ব? এ জীবনভার কত দিনে যাবে? হায়, আর তারে দেখ্‌তে পাব না! আমার প্রাণ যদি মলয় মারুতের মত সর্ব্বগামী হ'ত, একবার প্রাণনাথের কাছে যেতাম, যদি নয়ন দুটি তারা হত, একবার প্রাণনাথকে দেখতেম! যদি ফুলের সৌরভের অঙ্গ হ'ত, তাঁর অঙ্গে থাক্‌তেম।

(মুকুলের প্রবেশ)

আহা, নয়ন। দেখ দেখ। এ কি, তুমি হেথায়? এখনি সর্ব্বনাশ হবে, যাও—যাও—শীঘ্র যাও।

মুকুল। মুঞ্জরা আমায় কেন যেতে বলছ'। আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব? আমি এই যোগিরাজের শিষ্যের নিকট শুনলেম্, তুমি বিপন্ন, রাজরোষে পতিত! আর আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।

মুঞ্জরা। না না, হেথা থেক' না। তুমি জান না, চারিদিকে রাজদূত তোমার সন্ধানে ফির্‌ছে, এখনি তোমায় দেখলে প্রাণবধ ক'রবে!

মুকুল। তুমি বনবাসে—তুমি কারাগারে—তুমি রাজকোপে পতিত! আমি প্রাণভয়ে পালাব? তুমি জান না, মৃত্যু আমার বন্ধু! মৃত্যু ভিন্ন আমার মনের জ্বালা যাবে না! যদি তোমার জন্য প্রাণ যায়, আমার অতি সুখমৃত্যু! তুমি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে, আমি কে? আমি তখন জান্‌তেম না, আমার তখন স্মরণ ছিল না, কে জানে, আমি কি মোহে আচ্ছন্ন ছিলেম। কিন্তু তোমার মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে, তোমায় হৃদয়ে ধ'রে, আমার সে তমঃ দূর হ'য়েছে! আমার হৃদয়-পটে সকল কথা অঙ্কিত ছিল, অজ্ঞান অন্ধকারে আমি দেখ্‌তে পাই নি, তোমায় হৃদয়ে ধ'রে আমার হৃদয় আলোকময়; সকলি দেখ্‌ছি, সকলি স্মৃতিপথে উদয় হচ্ছে; কিন্তু আক্ষেপ, সেই পূর্ব্বস্মৃতি আমার বিষময় হলো!

মুঞ্জরা। তুমি যাও, আমার মিনতি রাখ, কেন আমায় মহাপাপে মগ্ন কর? যদি আমায় ভালবাস, যদি কখন ভালবেসে থাক, শীঘ্র যাও, আর বিলম্ব ক'র না, আর ব্যথা দিও না। শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও!

মুকুল। মুঞ্জরা! আমি তোমার কাছ থেকে চ'লে গিয়েছিলেম ব'লে—অভিমান ক'রেছ? সে অভিমান ক'র না! আমি তোমার কাছে প্রাণ রেখে চ'লে গিয়েছিলেম;—তোমার কল্যাণের জন্য চ'লে গিয়েছিলেম! আমি বনবাসী, তুমি রাজকুমারী, আমার কাছে দুঃখ পাবে ব'লে চ'লে গিয়েছিলেম; তুমি রাজরোষে দণ্ড পাবে ব'লে চলে গিয়েছিলেম। প্রাণেশ্বরি, আর অভিমান ক'র না, তুমি রাজকুমারী, আমার জন্যে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রেছ, আমি বনবাসী,—আমার কিছুই নাই, তোমার জন্যে প্রাণ দিতে এসেছি, বাধা দিও না!

মুঞ্জরা। তুমি কেন আপনি মজ্‌বে, তুমি কেন আমায় মজাবে, এখনও যাও—এখনও যাও—আমার মিনতি রাখ।

মুকুল। তোমাকে মজাতে আর কি বাকী রেখেছি মুঞ্জরা? তোমায় মজিয়েছি, আমায় ম'জতে কেন মানা কর? আমি তোমার পিতার কাছে ব'লব —আমি কুহকী, তোমাকে যাদু ক'রে ভুলিয়ে এনেছি। আমি তাঁর পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রব, তোমায় তিনি মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

মুঞ্জরা। আমার পিতাকে তুমি জান না; তিনি স্নেহময়, কিন্তু ক্রোধে অনলস্বরূপ; আমি তাঁর বাক্য অবহেলা ক'রেছি, তিনি কখনই মার্জ্জনা ক'র্‌বেন না। তুমি প্রাণ দিলে আমার প্রাণ রক্ষা হবে না, তবে তুমি কেন প্রাণ দাও?

মুকুল। যদি তাই হয়, দুজনে একত্রে প্রাণ দেব! এ দুঃখের সংসার, আমাদের প্রণয়ের স্থান

নয়,—এ পবিত্র প্রণয়ের স্থান নয়। আমি এখন পাগল নই, আমি সকল বুঝেছি, এ প্রণয়ের অন্ত সুখধাম আছে—সেই সুখধামে আমরা যাব; আর আমায় নিষেধ ক'র না।

মুঞ্জরা। তুমি কি আমার ভালবাসা পরীক্ষা ক'রছ? তুমি কি আমায় সুখে মরতে দেবে না তাই এসেছ? কেন আর আমায় পতিঘাতিনী কর? তুমি যাও—যাও—যাও—তোমায় আমি ভালবাসি না; তুমি যাও—তোমায় কি বল্লে যাবে। এখনও রয়েছ—এখনও রয়েছ?

মুকুল। মুঞ্জরা! আমার প্রাণেশ্বরীকে ত্যাগ করে আমি কোথায় যাব? আমার হৃদয় কপটতা-শূন্য, তা ত তুমি মনে মনে জান। আমি তোমায় অকপটে ভালবাসি, সে ভালবাসার প্রাণদান ভিন্ন পরিণাম নাই! আমি তোমায় মিনতি ক'রছি, আর আমায় মানা কর না। তুমি কথায় ব'লছ আমায় ভালবাস না কিন্তু তোমার মুখে ভালবাসা উথ্‌লে পড়্‌ছে, আমি তোমার ভালবাসা-সাগরে ডুবে আছি, কথা শুন্‌ব কেমন ক'রে?

(যুবরাজ চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ)

যুব। পালাও—পালাও—শীঘ্র পালাও!

মুকুল। এ কি? তুমি মূক নও! তোমার বাক্‌শক্তি আছে?

যুব। কথার সাবকাশ নাই, এই পরিচ্ছদ পরিধান কর, শীঘ্র পালাও—শীঘ্র পালাও!

মুকুল। ভাই, তুমি যে হও, তোমার দুঃখে তোমার সঙ্গে আমি কেঁদেছি! তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত হও, আমি প্রাণ দিতে এসেছি, পালাব কেন? তুমি প্রেম শিখেছ—প্রাণ দিতে কি শিখ নি?

(রক্ষীর সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। তুমি কে?

মুকুল। তোমায় পরিচয় দেওয়া আমার প্রয়োজন নাই, তোমার প্রয়োজন কি বল?

মন্ত্রী। তুমি কি সাহসে রাজকুমারীর কাছে এসেছ?

মুকুল। যদি অপরাধ ক'রে থাকি দণ্ড দাও।

মন্ত্রী। রক্ষি, ওকে বন্ধন ক'রে বধ্যভূমিতে নিয়ে চল।

মুকুল। আমার দেহে প্রাণ থাকৃতে বদ্ধ ক'রবে এ আকাঙ্ক্ষা ক'র না। এইখানেই আমাকে বধ কর। আমার প্রাণপ্রিয়াকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণত্যাগ করি, আমায় বদ্ধ করবার চেষ্ট কর না, অকারণ [illegible]ওক গুলি নরহত্যার ভাগী হবে! তুমি জান না আমি ক্ষত্রিয়-পুত্র, আমার বাহুতে হস্তীর বল, জীবন থাকতে বন্দী হব না। কিন্তু আমার প্রাণবধ যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা হয়, আমায় বধ কর, আমি অঙ্গুলি-সঞ্চালন করব না।

মন্ত্রী। যদি তুমি যথার্থ ক্ষত্রিয় সন্তান হও, তোমার কি এই আচার? তুমি রাজকুলে কলঙ্ক অর্পণ কর,—অবলা রাজকুমারীকে ভুলিয়ে বনবাসী কর—এই কি তোমার ক্ষত্রিয়-গৌরব।

মুকুল। তুমি বৃথা লাঞ্ছনা আমায় দিও না; আমি না জেনে ভালবেসেছি, এই আমার অপরাধ। কপট সংসার—অকপট ভালবাসার স্থান নয়—এ আমি জানিতেম না, এই আমার অপরা[ধ।] আমি অতুলনা দেবীমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থান দিয়েছি,—এই আমার অপরাধ, এ ব্যতীত অন্য অপরাধে অপরাধী নহি।

মন্ত্রী। তুমি কি জান না, রাজকুমারীর সহিত তোমা[র] অবস্থায় কত প্রভেদ? তুমি বামন হ'য়ে চন্দ্র সুধার আকাঙ্ক্ষা কর?

মুকুল। আরে হীন রাজদাস! চন্দ্রসুধা আমার, আমিই চন্দ্রসুধার উপযুক্ত। কিন্তু এ হী[ন] সংসারে চন্দ্রসুধার উপভোগ হয় না! হীন বুদ্ধিতে আমার ভালবাসা উপলব্ধি করতে পারে না। আরে মূঢ়! তুই কি বুঝিস্ না, চন্দ্রসু[ধা] চকোর প্রয়াস করে, হীন প্রাণে কি [সে] সুধার প্রয়াস হয়? তোমার সহিত বৃথা বাক্য ব্যয়ের আমার প্রয়োজন নাই; আমার প্রা[ণ] বধ কর। কিন্তু একটী মিনতি, মহারাজের দর্শ[ন] পেলে আমিই বল্‌তেম, আমার প্রাণ বধে [যে] উভয়ের দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

মন্ত্রী। রক্ষি, ওকে নিয়ে এস, না আসে এই স্থানে উহার প্রাণ বধ কর।। আমি রাজসভ[ায়] আছি, এর মুণ্ড নিয়ে রাজসভায় উপস্থি[ত] হও।

যুব। মুঞ্জরা—মুঞ্জরা, দিদি, ভয় নাই! আমি প্রা[ণ]দানে তোমার পতির প্রাণ রক্ষা করব! রক্ষি[,] তোমরা আমায় জান?

রক্ষী। আজ্ঞে না।

যুব। আমি যুবরাজ, রাজার অনুপস্থিতিতে আমার আজ্ঞাই প্রবল! আমার অনুমতিতে মুঞ্জরাকে আর এই যুবা পুরুষকে তোমরা রোধ ক'র না। আমায় নিয়ে তোমরা রাজ সমীপে উপস্থিত কর। যাও, মুঞ্জরা তোমার প্রাণপতিকে নিয়ে যাও! যাও যুবা, পত্নীকে নিয়ে যাও! সত্বর হও— তোমার পত্নীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সত্বর হও, দূরদেশে পলায়ন কর! ভালবেসে যদি অপরাধী হ'য়ে থাক, সে অপরাধ আমি মস্তকে নেব।

(অচ্যুতানন্দ ও চামেলীর প্রবেশ)

অচ্যুত। যুবরাজ! রাজদ্রোহী হবার প্রয়োজন নাই। মুঞ্জরা আর এই যুবার প্রাণের জন্য তুমি ব্যাকুল হ'ও না। রক্ষি, রাজ-আজ্ঞা দেখ, এই যুবাপুরুষ ও রাজকুমারী রাজ আজ্ঞায় আমার আশ্রয়ে থাকবে, তোমরা প্রস্থান কর।

রক্ষী। যে আজ্ঞা যোগিবর! রাজ-আজ্ঞা আমাদের দিন।

অচ্যুত। এই নাও।

[রক্ষিগণের প্রস্থান।

চামেলী, তুমি রাজকুমারীকে ল'য়ে যাও।

[মুঞ্জরা ও চামেলীর প্রস্থান।

মুকুল। বাবা! রাজকুমারীর কোন আশঙ্কা নাই?

অচ্যুত। তুমি যদি না অবাধ্য হও, তা হ'লে কোন আশঙ্কা নাই।

মুকুল। প্রভু! আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

অচ্যুত। তা অপেক্ষা কঠিন কার্য্য করতে হবে।

মুকুল। প্রভু, আজ্ঞা করুন।

অচ্যুত। হাস্যমুখে, মহারাজ বীরসেনের পুত্রকে যদি রাজকুমারীকে অর্পণ করতে পার, বীরসেনের পুত্রের সহিত পরিণয়ের পর যদি রাজকুমারীর সহিত থাকতে স্বীকৃত হও, তা হলে তার জীবন রক্ষা হবে।

মুকুল। প্রভু, এ কঠিন আজ্ঞা ক'রছেন।

অচ্যুত। এ আমার আজ্ঞা নয়—রাজ-আজ্ঞা। তুমি রাজকুমারীকে ভুলিয়ে বনে এনেছিলে, প্রাণ দিলে তো সব ফুরিয়ে গেল, তা হ'লে তোমার অপরাধের শাস্তি কি হ'ল?

মুকুল। এতে রাজকুমারী সম্মত হবেন।

অচ্যুত। তুমি সম্মত হ'লেই রাজকুমারী সম্মত হবে।

মুকুল। প্রভু, অতি কঠিন আজ্ঞা, তথাপি আমি সম্মত।

অচ্যুত। তুমি মনে মনে ভাবছ পরিণয়ের পর আত্মহত্যা ক'রবে, তা হবে না, তোমায় স্বীকার পেতে হবে, তুমি স্বেচ্ছায় রাজকুমারীর সঙ্গে থাকবে।

মুকুল। ওঃ! কি কঠিন আজ্ঞা—কি কঠিন আজ্ঞা!

অচ্যুত। আমি তোমায় কিছু অনুরোধ করি না, তোমার ইচ্ছা। তুমি স্বাধীন, যদি চ'লে যেতে ইচ্ছা কর, অনায়াসে চ'লে যেতে পার, কেউ তোমাকে প্রতিরোধ ক'রবে না। কিন্তু তাতে তুমি নিশ্চয় জেন, মুঞ্জরার প্রাণনাশ হবে। আর যেরূপ বল্লেম, সেরূপ যদি স্বীকার পাও, মুঞ্জরা পরমসুখে কালযাপন ক'রবে; তোমার যা অভিরুচি তাই কর।

মুকুল। সন্ন্যাসি! আমার আর অভিরুচি কি, যাতে মুঞ্জরা সুখী হয়, সেই আমার ইষ্ট, আমি আত্মত্যাগে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কিন্তু প্রভু, জিজ্ঞাসা করি, আমি নিকটে থাকলে মুঞ্জরা কি সুখী হবে? তার অসুখ বৃদ্ধি হবে, মুঞ্জরা আমায় ভালবাসে!

অচ্যুত। মুঞ্জরা নিশ্চয় সুখী হবে, তার মন আমি বিশেষ জানি, সে যারে ভালবাসে, তারেও আমি জানি, তুমি সম্মত বা অসম্মত, এই আমার জানবার ইচ্ছা।

মুকুল। আমি সম্পূর্ণ সম্মত। (স্বগত) মন! আর কেন চঞ্চল হও, যদি মুঞ্জরা সুখী হয়, তোমার অসুখ কি? অনেক সহ্য করেছ, এতে কেন ভয় পাও? জীবন চিরস্থায়ী নয়—এক দিন যাবে, তোমার দুঃখের অবসান হবে।

অচ্যুত। সময়ান্তরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হবে, এখন আমি চল্লেম, তুমি এই দেবালয়ে থেক।

[অচ্যুতানন্দের প্রস্থান।

যুব। হে মহাত্মা যুবাপুরুষ! তুমি কে? তুমি কি কোন ছদ্মবেশী দেবতা! আমায় পরিচয় দাও, আমি তোমার দাস, আমি তোমার নিকট আত্মত্যাগ শিক্ষা করব।

মুকুল। আমি শুনলেম, তুমি যুবরাজ, তোমার

আচারে বুঝলেম, তুমি পরম বন্ধু। আমার পরিচয়ে তুমি সুখী হবে না। আমি কোন অসুখী ব্যক্তি, এই আমার পরিচয়। যুবরাজ! আমি তোমার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রইলেম। তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি সেই মূক বালিকাকে ভালবাস?

যুব। কথায় কি জানাব? তুমি প্রেমিক, আমার প্রাণ বোঝ। আমার হৃদয়ে সেই বালিকা ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই, তুমি তার কোন প্রিয় ব্যক্তি, এই নিমিত্ত তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেম। আমি ভালবাসা কি, তা পূর্ব্বে জানতেম না, কিন্তু যে দিন সেই বাক্‌হীন বালিকাকে প্রান্তরে দেখ্‌লেম, আমার জ্ঞান হলো, ধরা স্বর্গ। সেই দিন নূতন নয়ন পেলেম, সকলই সুন্দর দেখ্‌লেম! তুমি বিবেচনা ক'র্‌ছ, আমি মূকের ভাণ ক'রেছিলেম, তা নয়— আমার অপর উদ্দেশ্য ছিল, ইঙ্গিত ভিন্ন সে বোঝে না, আমি বাক্‌শক্তি ত্যাগ না ক'র্‌লে ইঙ্গিত শিখ্‌তে পারব না— আমার অন্তরের ভাব তাকে বোঝাতে পার্‌ব না, এই নিমিত্তই সঙ্কল্প ক'রেছিলেম যে, আমি আর এ জীবনে কথা কব না,— তোমার প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কথা কয়েছি; কিন্তু হায়, সে আমার প্রতি নির্দ্দয়! কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন দেব—সেই চিন্তা কর্‌ছিলেম, তোমার বিপদে আমার হর্ষ হ'ল, ভাবলেম এই আমার পরম সুযোগ। তার প্রিয়জনের প্রাণরক্ষায় প্রাণসমর্পণ ক'র্‌ব, এ অপেক্ষা এ সংসারে আমার আর কি সুখ আছে? ভাই বুঝ্‌লেম তুমি বড় দুঃখী; ভাই রে, আমিও বড় দুঃখী; আমি চল্লেম!

[যুবরাজের প্রস্থান।

মুকুল। বুঝি রোদনই হৃদয়ের উচ্চশিক্ষা! প্রেমের সার রোদন, তাই প্রেম পরম বস্তু! সে আমায় ভালবাসে না—এ কথা আমি প্রত্যয় ক'র্‌ব না, যোগী বল্লেও প্রত্যয় ক'র্‌ব না, স্বয়ং মহাদেব বল্লেও প্রত্যয় ক'রব না! সে ভালবাসে এই বিশ্বাসই আমার জীবন, এই বিশ্বাস আমার আশ্রয়, এই বিশ্বাস আমার পরম গতি! এ বিশ্বাস হারা হব না! বিড়ম্বনা! বিড়ম্বনায় আমার ভয় কি? পদে পদেই তো বিড়ম্বনা,—আজীবন বিড়ম্বনা! তবে বিড়ম্বনায় ভয় কি? আমি কি অঙ্গীকার পালন ক'র্‌তে পারব? জানি না, তার প্রাণরক্ষার জন্য স্বীকার পেয়েছি—কতদূর পার্‌ব, তা জানি না। সে যখন আমায় ব'ল্‌বে, প্রাণেশ্বর, তুমি আমায় কার করে সমর্পণ ক'র্‌ছ! তুমি কি আমায় বিচারিণী হ'তে বল?" আমি কি উত্তর ক'র্‌ব, আর কিছুই উত্তর নাই, তার গলা ধ'রে—"এস উভয়ে প্রাণত্যাগ করি।" ভেবে কি ক'র্‌ব! অকূল সাগর, কত ভাববো, ভাবনার শেষ নাই!

(তারার প্রবেশ)

তারা। তুমি হেথায় কি ক'র্‌ছ?

মুকুল। যোগিরাজ আমায় হেথায় থাক্‌তে বলেছেন, তুমি এত নির্দ্দয় কেন? যে তোমা ভিন্ন জানে না, যার তুমি হৃদয়সর্ব্বস্ব, যে তোমার পায় প্রাণ রাখতে এই দণ্ডে প্রস্তুত, তার প্রতি এত বিরূপ কেন? তোমার কি এই ভালবাসা! তবে তুমি আমার ভালবাসা বোঝ কি ক'রে? আমি যদি তুমি হ'তেম, তা হ'লে আমি তার গলা জড়িয়ে ব'ল্‌তেম, "আমি তোমার—আমি তোমার, জীবনে মরণে আমি তোমার।"

তারা। তুমি এত নির্দ্দয় কেন? যে তোমা ভিন্ন জানে না, যে তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগী, তারে তুমি ছেড়ে চলে গেলে, তুমি নির্দ্দয় নও?

মুকুল। না। আমি তারে ছেড়ে চ'লে গেছলেম তার কল্যাণের জন্যে, বনবাসীর সঙ্গে থেকে সে দুঃখ পাবে—তাই চ'লে গিয়েছিলেম। তুমি আমায় নির্দ্দয় বলছ, আমি হেথায় কেন এসেছি, তাই তোমায় বলি; আমি শুন্‌লেম, সে বিপন্ন, রাজরোষে দণ্ড পাবে, আমি তাই এসেছি, আমি তার জন্যে প্রাণ দিতে এসেছিলেম।

তারা। কি সর্ব্বনাশ!

মুকুল। তুমি ভয় পেও না, আমিও বিপদগ্রস্ত হ'য়েছিলেম—রাজদূত আমায় বন্দী ক'রেছিল; সে সময়ে আমার বিনিময়ে কে প্রাণ দিতে চেয়েছিল জান; যারে তুমি ঘৃণা কর,—যারে তুমি পায়ে ঠেল—যার পানে তুমি ফিরে চাও না—সেই বাক্‌হীন যুবা আমার বিনিময়ে প্রাণ দিতে

এসেছিল! কেন জান?—সে প্রেমের চক্ষে দেখেছে, তুমি আমার ভালবাস,তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর, তোমার জন্যে আমার রক্ষা করতে এসেছিল,—তোমার জন্যে সামান্য বনবাসীর সহায় হ'য়েছিল, তোমার জন্যে সে জগৎ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। সে তোমায় ভালবাসে; যদি তোমার মনে সত্য ভালবাসা থাকে—তুমি তারে দাও। সে যথার্থ ভালবাসার যোগ্য, আর তুমি নির্দ্দয় হ'ও না?

তারা। যে আমায় ভালবাসে তারে ভালবাসা দেব,—এ হ'তে আর স্বর্গে অধিক সুখ কি আছে! কিন্তু সে সুখের আমি প্রার্থী নই! আমি কোন সুখের প্রার্থী নই; আমি তোমার জন্যে জননীকে মলিন দেখেছি. তোমার জন্যে মা আমার বনবাসিনী—রাজরাণী ভিখারিণী; সে সকল কথা আমার অঙ্গে স্তরে স্তরে অঙ্কিত আছে। তুমি কে—তুমি জান কি?

মুকুল। তুমি কি, আমি কি ছিলেম, তাই জিজ্ঞাসা ক'রছ?—সে কথার সূচনা অনুশোচনা মাত্র, পূর্ব্বকথা সকলি আমার হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কিত ছিল, অজ্ঞান-তিমিরে ঢাকা ছিল, সে তম নাশ হয়েছে, এখন আমি সকল জেনেছি. সকল বুঝেছি, কিন্তু জেনে আর উপায় নাই, জেনে আর সেদিন ফির্‌বে না, যা হবার নয়—যা হবে না—আর তার বৃথা আন্দোলন কেন? আমি যোগিরাজের নিকট শুনেছি, মা আমার সুখে আছেন, সেই ভালই ভাল, কিন্তু আমার তাঁরে দেখ্‌তেও সাধ নাই। আমার দুঃখের জীবন—দুঃখের কাজে জীবন কাটাব, সেই জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি। এক চিন্তা তুমি, তুমি যদি না নির্দ্দয় হ'তে, তুমি যদি তারে ভালবা'সতে, আমার সে চিন্তা দূর হতো; আমার জন্যে তুমি অসুখী, কিন্তু তারে নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পার্‌তে!

তারা। মুকুল, তুমি রাজকুমার।

মুকুল। আবার কেন, আবার সে কথার উল্লেখ কেন? এখন আমি আশ্রয়হীন বনবাসী, বন আমার রাজ্য—আকাশ আমার চন্দ্রাতপ—তরুলতা আমার প্রজা—পাখী আমার বৈতালিক, ভেবেছিলেম হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়াসনে স্থান দিয়ে তার ধ্যানে থাক্‌ব, কিন্তু সে সুখেও বিধাতা আমাকে বঞ্চিত ক'রেছেন, আমি দারুণ পণে বদ্ধ হয়েছি।

তারা। সে কি?

মুকুল। সে কথা তোমায় ব'লব না, সে কথা বল্‌বার নয়, আমার অন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে, তাই হোক্, তুমি কেন শুনে যাতনা পাবে।

তারা। কি হ'য়েছে, আমায় বল?

মুকুল। সে কথা ব'ল্‌বার নয়—সে কথা ব'ল্‌ব না! তুমি অনুরোধ ক'র না; যদি অনুরোধ কর, তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব না; এই মাত্র জে'ন যে, আমি তারে ভালবেসে অপরাধী হয়েছি! এ পাপ-সংসারে আমার মত ব্যক্তির ভালবাসার অপেক্ষা অপরাধ নাই। আমি চল্‌লেম, যোগিরাজের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে। কিন্তু তোমায় আমি মিনতি কর্‌ছি, যদি পার, সে তোমায় ভালবাসে, তারে ভালবাস দিও। আমি তোমার অভিভাবক, আমি তোমায় বল্‌ছি, সে ভালবাসার যথার্থ পাত্র।

তারা। মুকুল! তুমি মিছে অনুরোধ কর্‌ছ; যদি সুদিন হয়, তবে ভালবাস্‌ব; যদি তোমায় কখন সিংহাসনে দেখি, যদি চিরদুঃখিনী মার মুখে কখন হাসি দেখি—তখন ভালবাসার কথা—তখন ভালবাসার প্রসঙ্গ, তা না হ'লে আমিও বনবাসিনী, আমার ভালবাসা কি? তুমি অতি দুঃখী—আমি তোমার দুঃখিনী ভগ্নী! আমি তোমার জন্য বাক্য ত্যাগ করেছি, তোমার জন্যে সকল ত্যাগ ক'রব; প্রাণের সুসার ভালবাসা ত্যাগ ক'র্‌ব। তুমি আমায় কাকে ভালবাসতে বলছ? আমি যাকে ভালবাসি, সে আমার হবার নয়!

মুকুল। আর যদি তোমার সে হয়?

তারা। হয় হোক্, আমিও পণে বদ্ধ, আমি তো স্বাধীন নয়? তোমায় যদি রাজসিংহাসনে দেখি, তাহা হ'লেই আমি আবার স্বাধীন।

মুকুল। দুরাশা কেন কর দিদি?

তারা। হোক্ দুরাশা, তবু আশা—দুরাশাই আমার জীবন, সে আশা আমি কখন পার ত্যাগ ক'র্‌ব না।

মুকুল। তুমি পাগল।

[মুকুলের প্রস্থান

(ভজনরাম ও বরুণচাঁদের প্রবেশ]

ভজন। (জনান্তিকে) সত্যি বরুণ, তুই বোবা ভাল ক'র্‌তে পারিস্‌?

বরুণ। আমি কি মিছে কথার মানুষ মণি, এক তুড়িতে অ্যাঁ করবে, দু' তুড়িতে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌বে—তিন তুড়িতে সাফ্‌!

ভজন। দেখ্‌, তুই যদি ভাল ক'র্‌তে পারিস, যুবরাজ তোরে যা ব'ল্‌বি তাই দেয়।

বরুণ। তুমি মণি, চেঁচামিচি কর্‌লে মন্তর খুল্‌বে না; আমি যেমন যেমন বলি, তুমি সায় দিয়ে যাও, দেখ মন্তরের গুণ আছে কি না।

ভজন। সায় দেব কি রে?

বরুণ। সাপের রোজা যখন বিষ ঝাড়ে, তখন রুগীকে নাই নাই করতে হয়, এ বোবা রুগী তো তা পারবে না, তাই তোমায় সে কাজ ক'র্‌তে হবে, তবে মন্তর ঝাড়ি দেখ মণি, এক ফুয়ে তুলে আনি। ভজনরাম! তোমাদের মহারাজের কি অত্যাচার, উপযুক্ত ব্যাটাকে কাটতে হুকুম দিলে।

ভজন। সে কি রে, কাটতে হুকুম দিলে কি?

বরুণ। না বাবা, রাজপুরের কথা পাঁচকাণ ক'র্‌ব না, ঐ ছুঁড়ীটে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছে!

ভজন। বল্‌—বল্‌, ও বোবা, শুন্‌তে পায় না, যুবরাজকে কাট্‌তে হুকুম দিলে কি?

বরুণ। (জনান্তিকে) চেপে যাও না! মন্তরের চোট দেখেছ? উঠে দাঁড়িয়েছে। (প্রকাশ্যে) না ভাই! কে কোথায় আনাচে কানাচে শুনবে।

ভজন। কে আছে, তা শুন্‌বে, তুই বল্‌! তবে যে শুন্‌লেম, যোগিবরের অনুরোধে মার্জ্জনা করেছেন।

বরুণ। হুঁ, রাজা-রাজড়ার রাগ আর গোখ্‌রো সাপের বিষ, ও শীগ্‌গির না'বে না। আমি যুবরাজের মুখেই শুন্‌লেম। (জনান্তিকে) দেখ্‌ছ, জিবের আড় ভেঙ্গে আস্‌ছে।

ভজন। সে কি, সে কি?

বরুণ। এতক্ষণ কেটেছে কি রেখেছে। (জনান্তিকে) দেখ মণি, মন্তর হাড়ে হাড়ে সেঁদুচ্ছে।

ভজন। কোন্‌ যুবরাজ?

বরুণ। না ভাই! রাজার বাড়ীর কথা আর আমার বলার দরকার নাই। (জনান্তিকে) কথার আগে খেঁচুনী ধরেছে, বুলি ফুট্‌লো ব'লে, আমার তেমন মন্তর নয়!

তারা। (ইঙ্গিত করিয়া মিনতি করণ)

ভজন। সত্যি তোকে যুবরাজ ব'লেছে?

বরুণ। না ভাই, আর আমার সে কথায় কাজ নাই (জনান্তিকে) এই দেখ্‌ছ মণি! কাণ ফুটেছে, আর একটুতেই বোল ফুটবে!

ভজন। হাঁ রে সত্যি?

বরুণ। সত্যি না তো মিছে?

ভজন। যুবরাজ তোরে ব'লেছে? তোর মিছে কথা।

বরুণ। যুবরাজ আমায় বলেন নি, একটা বোবা ছোঁড়াকে বলেছেন, তার ঠেঁয়েই আমি খবর পেলেম। (জনান্তিকে) নজ্‌রা দিও—নজ্‌রা দিও! মন্তরের কদর বোঝ,—গাঁটে গাঁটে মন্তর ধ'রেছে!

ভজন। সে কি রে? বোবার ঠেঁয়ে খবর পেলি কি?

বরুণ। খবরের অর্থ আছে; কি জান?—যুবরাজ কোন এক ছুঁড়ীকে ভালবাসেন; সে বোবা ছোঁড়া ছুঁড়ীকে চেনে, সে বোবা ছোঁড়াকে ব'লে দিয়েছে যে, সে যদি সে ছুঁড়ীর দেখা পায় তাকে যেন বলে, একবার যুবরাজের সঙ্গে দেখা করে, শেষ দেখা একবার দেখে যায়। (জনান্তিকে) এই দেখ মণি! মন্তর বুক দে ঠেলে মুখে উঠ্‌ছে!

ভজন। বোবাকে কি ক'রে ব'ল্‌লে?

বরুণ। আরে, এ আর বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, চিঠি লিখে দিয়েছে। লাগ্‌ ভেলকী লাগ্‌—মদন রাজার মামীর দিব্বিলাগ্‌।

ভজন। যুবরাজ এখন কোথায়?

বরুণ। সে কথাটী ভাই আমি গলা কেটে ফেল্‌লেও ব'ল্‌ব না। (জনান্তিকে) দেখছ রগড়—বোল ফোটে ফোটে হ'য়েছে, চল ভাই যাই।

তারা। বল'—বল'—যুবরাজ কোথায়?

বরুণ। খুড়ি থাক,—মদন রাজার পাঁচ শরকে!

(যুবরাজের প্রবেশ)

এই শোন ঠাকরুণ! রুগীর মুখে রোগ ব্যক্ত হো'ক। আসল থাকৃতে নকল কেন?

তারা। কই, কই—যুবরাজ কি পত্র দিয়েছেন, দাও

যুব। অ্যাঁ, তুমি বোবা নও?

তারা। না, যুবরাজ কি পত্র দিয়েছেন, দাও।

যুব। তিনি পত্র দেন নাই, মুখে ব'লে দিয়েছেন।

তারা। কি ব'লেছেন! যুবরাজ কোথায়? বল—শীঘ্র বল!

যুব। প্রাণেশ্বরি! যুবরাজ তোমার পদতলে।

তারা। ছিঃ ছিঃ! কি ক'র্‌লেম?

(প্রস্থানোদ্যতা।

যুব। কোথায় যাও—কোথায় যাও, একটী কথা কও! বল আমার কোথায় স্থান—স্বর্গে না নরকে? আমায় কি পায়ে রাখ্‌বে না?

তারা। যুবরাজ, আমায় ভুলে যান, আমি পণে বদ্ধ, আমি নিরুপায়!

যুব। তুমি কি আমায় ভালবাস না?

তারা। না।

যুব। তোমার কথা আমি শুন্‌ব না,—তোমার কথা আমি বিশ্বাস ক'রব না; চল, তুমি কোথায় যাবে আমার প্রাণপ্রিয়াকে ছেড়ে আমি থাক্‌ব না।

[উভয়ের প্রস্থান।

বরুণ। দেখ্‌লে মণি! মন্তরের বহর দেখ্‌লে? দু'ছুটো বোবার বোল ফুটে গেল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবালয়ের এক অংশ।

(যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ ও চামেলী)

যুব। চামেলী, তারা কি আমায় সত্যি ভালবাসে?

চামেলী। না।

যুব। ভালবাসে না?

চামেলী। এই যে ছুশো বার বল্লেম, হাঁ হাঁ ভালবাসে, তুমি শোন কই?

যুব। যদি ভালবাসে তো কথা কয় না কেন?

চামেলী। তুমি জান না দাদা, ও বড় শক্ত মেয়ে, তা নইলে কথা না ক'য়ে থাক্‌তে পারে! আমি যদি একদণ্ড কথা না কই, তো পেট ফেঁপে ওঠে, ও যেমন চতুরা, ওকে আজ একটু শেখাব। তুমি এইখানে চুপ ক'রে বস, খবরদার কথা ক'ও না।

যুব। চুপ ক'রে ব'সব কি রে?

চামেলী। তামাসা দেখ না, তুমি চুপ ক'রে ব'স না, মজা দেখাচ্ছি (স্বগত) বেশ মজা হবে, সন্ধ্যার সময় দাদাকে চিন্‌তে পার্‌বে না। (প্রকাশ্যে) দাদা, তুমি চুপ ক'রে ব'স, ঐ আস্‌ছে, কথা ক'ও না।

যুব। কেন রে?

চামেলী। চুপ কর, চুপ কর, ঐ এলো বলে।

(চামেলীর লুক্কায়িত হওন)

যুব। (স্বগত) আমায় ভালবাসে, নিশ্চয় ভালবাসে, তা না হ'লে আমার বিপদ শুনে কেন কাতর হবে? অমন নয়নের ভাব কখন দেখি নাই, অমন মধুর স্বর কখন শুনি নাই।

যদি কোন কথা কয় নি বদন,
কত কি বলেছে আঁখি,
সে নীরব ভাষে ভাসিয়াছে প্রাণ,
ভুলেছ হৃদয় না কি।
চোখে চোখে কথা চোখে চোখে ব্যথা,
কতই ক'য়েছে বালা,
রে পাগল মন কেন নাহি বুঝ,
কেন রে বাড়াও জ্বালা।
হ'লে চখে চখে ফিরাইত আঁখি
দেখিত সে পুন ফিরে,
নীরবে বসিত, নীরবে ভাবিত,
ভাসিত নয়ন-নীরে।
বিপদে পতিত শুনিয়া কামিনী,
ব্যাকুল হইল যবে,
সাধিলি রে বাদ, হ'ল না কি সাধ,
হৃদয়ে ধরিতে তবে
বুঝে কি বোঝ না লাজে করে মানা,
নারী প্রকাশিতে নারে
আরে রে পাগল বুঝিবি সকল,
হৃদয়ে ধরিলে তারে

(মুঞ্জরা ও তারার প্রবেশ)

মুঞ্জরা। হ্যা লো, আমি কি মিথ্যে ব'লছি ? চামেলী ব'ললে, তুমি মান ক'রে ব'সে থেক, মুকুল এলে কথা ক'ও না, আমি ব'ললেম, তা পারবো না, এই রাগ ক'রে ব'সে আছে, এত সাধ্য-সাধনা ক'রলেম, কিছুতেই উঠ্‌ল না।

তারা। দাঁড়াও আমি মান ভাঙ্‌ছি। (যুবরাজের নিকট তারার গমন)

[মুঞ্জরার প্রস্থান।

ওলো ও নাগরী প্রাণে মরি,
চাও না ফিরে কও না কথা,
দেখ না ধীর সমীরে সোহাগ করে,
তরুর সনে নবীন লতা।
ফুলের রেণু গায় মেখে হায়, সোহাগ
করে বনের পাখী,
ফুটেছে ফুলের কলি তাই ত বলি,
খোল ফুলের কলি আঁখি।
মানিনী মান কিসে তোর, কেন রাখ
বদন ঢেকে,
শুন লো কুহুস্বরে বারে বারে, মানা
করে কোকিল ডেকে।
সারী শুকে মুখে মুখে গঞ্জনা দেয়
সোহাগ ক'রে,
হেরি লো মধুর হাসি, হৃদবিলাসী,
এস ব'স হৃদয়পরে।
দেখ লো দেখ্‌বে বলে, সুখের মিলন,
গগনে ঐ ফুটলো তারা,
ওলো তোর মান কি এত, সইব কত,
হ'য়ে আছি প্রাণে সারা।
নাগরী সইতে নারি, পায়ে ধরি,
কথা না কও চাও না ফিরে,
ছাড় ছল, বদন তোল, মদন রাজার
মাথার কিরে।
চাও চাও ফিরে চাও কথা না কও মাথা খাও!
একি—যুবরাজ যে!

যুব। কি বলছ বল, নইলে আবার আমি মান ক'রব—কথা না কও, আমায় এই ছড়াটী শিখিয়ে দাও, তুমি মান ক'রে ব'স, আমি বলি, "কথা কইলে না—কথা কইলে না!" আচ্ছা, দেখি তোমার কত ছল; তবে আমি আবার বোবা হ'য়ে, আঁ্যা—ও—আঁ্যা—ও—ক'রব।

তারা। মহাদেব, তুমি সাক্ষী, আমি ছল জানিনে। যে ছল ক'রে আমার কাছে বোবা হবে, সে যেন কত কথা কয়, কত কথা কয়! সে যেন না বোবা হ'তে পারে, তার যেন আমার সঙ্গে কথা না ফুরোয়, সে যেন কথা কয়, আর আমি মনের সাধে শুনি।

যুব। মহাদেব তুমি সাক্ষী, আমি ছল জানি না! যে আমায় মনে ক'রে ছল ক'রে বল্‌ছে, সে যেন আমার গলায় মালা দেয়।

তারা। আমি কারুকে মনে ক'রে বলি নি, যে আমায় মনে ক'রে ব'লছে, সে যেন দিনরাত্তির চোখে চোখে থাকে।

যুব। আমি কারুকে মনে ক'রে বলি নি, যে আমায় মনে ক'রে বল্‌ছে, সে যেন আমায় ভালবাসে।

তারা। যে ভালবাসি জেনে মিছে কথা বল্‌ছে, সে যেন আমায় ছেড়ে থাক্‌তে না পারে।

যুব। যে আমায় মনে ক'রে একশোবার ব'ল্‌ছে, তার গলায় আমি মালা দিই। (মালা দেওন)

তারা। আমার যে সুধু সুধু মালা দিলে, আমি তার গলায় মালা দিই।

যুব। আমি তবে তার মুখ চুম্বন করি।

তারা। মুঞ্জরা আস্‌ছে।

(মুঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ)

যুব। আমরা এ দিকে লুকুই এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

মুঞ্জরা। ও যেমন চতুরা, তেমনি জব্দ হয়েছে।

চামেলী। জব্দ হ'য়েছে, হয়েছে! এখন তুমি মান ক'রবে কি না, বল ?

মুঞ্জরা। আমি যে মান জানি নে; তুই শিখিয়ে দে।

চামেলী। অত ঢং করিস্‌ নে লো, অত ঢং সাজে না! মান কি, তা জানে না! মান কি শেখাব না ?—খানিক মুখে কাপড় ঢেকে ব'সে থাকবি —কথা কবি নে, আর কি ?

মুঞ্জরা। ভালবেসে সই, জানি প্রাণ দিতে,
শিখিনি কখন' মান,
রবি হেরে খোলে নলিনী বয়ান, রহে
কি গো ম্রিয়মাণ ?

মান কি সজনী, সাজে তার সনে,
সে বিনে রহিতে নারি,
বল না বল না, কেমনে সই, ব্যাকুল
নয়নে বারি।
আছি তারি ধ্যানে, তারি সনে কথা,
মান ক'রে কিসে রব,
পরিয়াছি ফাঁসী, মন দাসী তার, পায়ে
ঠেলে—তবু চাব
সাজে না সাজে না, সাজে না লো মান,
মান দিছি সই তারে,
প্রাণ তারে চায়, বাঁধা তার পায়, সাধের
বাসনা হারে।
বহিলে পবন, চমকি অমনি, ভাবি
প্রাণধন আসে,
সদা তারি আশ, না মিটে পিয়াস,
মন অভিলাষে ভাসে।
সে কথা কহিবে, রহিব নীরবে, ঝাঁপিব
বদন বাসে,
কে রবে নীরবে, ঝাঁপিয়ে বদন,
মন রবে তারি পাশে।
সে কাঁদিলে কাঁদি, হাসি সে হাসিলে,
সে আমি নহি ত আমি,
জীবন যৌবন, প্রাণ মন কায়, সঁপিছি,
সে মম স্বামী।

চামেলী।— (গীত)

সিন্ধু খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

মান কি তোরে শেখাই সাধ ক'রে।
যে নারীর মানের আদর জানে,
প্রাণ দিতে হয় তার করে।
যে জানে না লো মান, পদে পদে হয় সে অপমান,
অযতনে ভাসে তার বয়ান—
মান বিনে আর কি দিয়ে বল,
রাখ্‌বি বেঁধে নাগরে।

মুঞ্জরা। চাহি না যতন, সদা চাহে মন,
রাখিতে যতনে তারে,
বিলায়েছি প্রাণ, ভাসাইয়ে মান,
নয়ন-নীরদ-ধারে।
কই কই সই, কই আমি কই
সে ছাড়া আমি তো নয়,
মান অভিমান, সকলি সমান, অপমানে
কিবা ভয়?
হৃদয়ের আলো, তারি ভাল ভাল,
তার আদরে আদরিণী,
সে বিনে কি জানি, তারি মানে মানী,
অভিমানে অভিমানী।

চামেলী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন পিরীত, কেউ
করে না—কেউ করে না।
পরে সই প্রাণ বিলা'য়ে, জ্যান্তে মরণ
কেউ মরে না—কেউ মরে না।
এমন ক'রে প্রাণ দিতে তো, পরের করে
মন সরে না—মন সরে না।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ বিকিয়ে গিয়ে, হাওয়ায় পীরিত
কেউ ধরে না—কেউ ধরে না।

মুঞ্জরা। যার প্রেম সাজে, সে প্রেম করে সই!
প্রেম জানে না—তারে মানা।
হাওয়ায় হাওয়ায় বাঁধাবাঁধি, যে জানে
না—সে জানে না।
সাধে কেনা সাধের পিরীত, সাধ বিনে
তো সাধ বোঝে না।
মান ক'রে যে মজ্‌তে ডরে, প্রেমরসে
তো সে মজে না।
আদর দিয়ে আদর কেনে, সে কি সখি
আদর জানে?
মানের কিসে গরব এত, মানের পণে
কে না মানে?
কেনা বেচা ভালবাসা, শিখি নি সই
শিখ্‌ব না আর,
ভালবেসে হেরে জিনে, ভালবাসা সাধ
থাকে যার।

চামেলী। এত সাধ ত কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দাও কেন?

মুঞ্জরা। যদি কাঁদ্‌তিস্ সখি! তা হ'লে কাঁদি কেন, তা জান্‌তিস্।

চামেলী। না ভাই! আমি কাঁদ্‌তে চাই নে, তোমার হাসি মুখ দেখে হেসে বেড়াই।

মুঞ্জরা। সই বল দেখি, কার উপর মান্ ক'র্‌তে বলিস্? যার মুখ দেখে মন মানে না,—

আপনি পায়ে গড়িয়ে পড়ে, তার উপর কি মান সাজে?

চামেলী। মান যদি না করিস্, তবে আমি মান ক'রে চল্লুম, তোদের কাছে আর থাক্‌ব না।

[প্রস্থান।

(মুকুলের প্রবেশ)

মুকুল। মুঞ্জরা. মুঞ্জরা! আবার তোমার জন্মে ফুল এনেছি, আবার তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌তে এসেছি।

মুঞ্জরা। আর তোমার ঠেঁয়ে ফুল নেব না, আর তোমার কাছে ভালবাসি শুন্‌ব না। আবার তুমি ফুল দিয়ে ভালবাসি ব'লে চ'লে যাবে, তা মনে ক'র না। এবার আমি তোমায় ফুল দেব, আমি তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌ব, দেখি তুমি কেমন ক'রে পালাও।

মুকুল। মুঞ্জরা! আর তুমি অভিমান ক'র না।

মুঞ্জরা। তুমি মালা পর'।

(গলে মাল্য দান)

মুকুল। কই, ভালবাসি ব'ল্‌লে না?

মুঞ্জরা। মনে ক'রেছিলেম ব'ল্‌ব, কিন্তু আর ব'ল্‌ব না!

মুকুল। কেন?

মুঞ্জরা। আমার যদি বলার ভালবাসা হ'ত, তা হ'লে ব'ল্‌তেম; ভালবাসি ব'লে যদি পালাতে জান্‌তেম, তা হ'লে ভালবাসি ব'ল্‌তেম্।

মুকুল। তোমার আবার অভিমান! তুমি যদি আমার মত পাগল হ'তে, আমার মত বনবাসী হ'তে, আমার মত রূপ দেখে মোহিত হ'তে, তা হ'লে বুঝ্‌তে, কি জ্বালায় পালিয়েছিলেম; আবার কি কুহকে ফিরে এসেছি, তা হ'লে তুমি হাওয়ায় হাওয়ায় ফুল ছড়াতে, আর ভালবাসি ব'লে কেঁদে চ'লে যেতে।

মুঞ্জরা। তুমি যদি আমার মত বনবাসী দেখ্‌তে, আমার মত বাঁধা প'ড়্‌তে, তা হ'লে তুমি আমার মনের কথা বুঝ্‌তে। আমি অভিমান ক'রে বলি নি, আমার মান অভিমান সকলই তুমি! একবার পেয়ে হারিয়েছিলেম, তাই সদাই, হারাই হারাই মনে হয়;—ভয় হয় পাছে আবার পালাও।

মুকুল। কোথায় পালাব! তোমা বই আমার কে আছে? কার কাছে পালাব? বনবাসী পাগলকে তোমার মত আর কে আদর ক'র্‌বে?

(চামেলীর পুনঃ প্রবেশ)

চামেলী। কুমার! আপনি মহারাণীর নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, বীরসেনের পুত্রের মিলনে যত্নবান হবেন।

মুকুল। সখি! এই দেখ,—এই মালা দেখ; আমি সে অঙ্গীকার তো রেখেছি!

চামেলী। আর একটী অঙ্গীকার আছে, আমার সখীর সঙ্গে সঙ্গে নিরত থাক্‌বেন।

মুকুল। যখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে, তখন তিরস্কার ক'র!

চামেলী। আমি রাজকুমারীর দাসী! জানেন তো একবার মানা ক'রেছিলেম ভালবাস্‌তে পাবেন না। আর এখন যদি বলি, আমার মনের মত জিনিষ না পেলে রাজকুমারীর কাছে থাক্‌তে দেব না।

মুকুল। তোমার মনের মত জিনিষ কোথা পাই ভাই? তবে আমার মন বাঁধা রেখে খুসী হ'তে পারি।

চামেলী। ও বাঁধা মন বাঁধা রেখে আমি আর কি ক'র্‌ব? কুমার, দাসী ব'লে পায়ে রাখবেন কি হীনা ব'লে মার্জ্জনা ক'রবেন কি? আমি মতিহীনা, পারিজাত কুসুমের কে অধিকারী, আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? আমি তাই আপনাকে ব'লেছিলেম, "রাজকুমারীকে ভালবাসি ব'ল্‌তে নাই।"

মুকুল। সখি! তুমি যদি সখা না বল, তা হ'লে মার্জ্জনা ক'র্‌ব না।

চামেলী। আমি আপনার দাসী।

মুকুল। তুমি আমার সখী।

(তারা ও চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ)

তারা। কেমন মুকুল! আমার আশা দুরাশা নয় ত?

মুকুল। কেমন আমি সত্যি ব'লেছি কি না বল?

বোবা যুবা তোমায় ভালবাসে কি না বল?

যুব। চুপ ক'রে রইলে যে?

তারা। পরের কথা পরই জানে, আমি কেমন ক'রে জান্‌ব, আমি আমার কথা ব'লতে পারি।

যুব। তাই বল, তোমার মুখে কথা স'র্লে বাঁচি! আমার ভয় হয়, পাছে আবার তুমি বোবা হও।

তারা। বোবা আমি একলা হই, আর তো কেউ বোবা হ'তে জানে না!

যুব। তুমি কথাই চাপা দিচ্ছ, মুকুলের কথার উত্তর দিলে না?

তারা। তোমায় ভালবাসি। হ'লো?—

যুব। না, আবার বল, সকলে শুন্‌তে পায় নি।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ বীরসেন অহল্যাদেবীর সহিত দেব-মন্দিরে আপনাদের অপেক্ষা ক'চ্ছেন!

মুকুল। দিদি, কি আনন্দের দিন! আবার পিতা-মাতার চরণ বন্দনা ক'র্ব।

তারা। মুকুল আমার আশা পূর্ণ হ'লো।

[সকলের প্রস্থান।

(বরুণচাঁদের প্রবেশ)

বরুণ। বাবা, রাজ-রাজড়ার হিড়িকে প'ড়ে একটু ঝিমুতে পেলেম না!—একি আফিংখোরের প্রাণে সয়? এই ফুস্‌মুতে যতদূর হয়।

(ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন। ও বরুণ—বরুণ! তুই ঠিক্ ব'লেছিস্!

বরুণ। কেন প্রাণসখি, আর জ্বালাতন কর? আফিং-পানে মদন বাণে জর জর হ'য়ে প'ড়ে আছি।

ভজন। ওরে, সুষেণ শিবগড়েই ছিল, তোর পত্র পেয়ে নেচে উঠলো! বর সেজে এসে প'ড়লো ব'লে!

বরুণ। প্রাণসই, কেন আর আমায় মিছে আশা দাও? আমার প্রাণনাথ কি আসবে?

ভজন। আ মর, প্রাণনাথ কি রে?

বরুণ। মর্ মর্ ক'র না সখি; আমি ষেটের বাছা; অবলা সরলা, বিরহজ্বালায় ধুক্ ধুক্ ক'র্‌ছি। আমার প্রাণনাথ না এলে এ ঝিমুনী যাবে না, তুমি এগিয়ে যাও, আমার প্রাণনাথকে এনে দাও! আমি রাজকুমারী, সুষেণ রাজের প্রেম-ভিখারী, ঘোর বিরহিণী নারী। সখি! তোমার মাথায় দিব্বি ভারী, যদি তুমি তারে না এনে এই প্রেমডুরিতে বাঁধ!

ভজন! আ মর, এ দড়ি গাছটা নিয়ে এসেছিস্ কি ক'রতে?

বরুণ। কি জানি প্রাণসখি, আমার প্রাণনাথ যদি তেউড়ে পালায়?

ভজন। কি মেলা নেশার ঝোঁকে "প্রাণনাথ প্রাণ-নাথ" ক'র্‌ছিস্?

বরুণ। না প্রাণসখি, এ আমার নেশার ঝোঁক না, এ আমার বিরহ।

ভজন। আ মলো, সুষেণ তোর প্রাণনাথ না কি?

বরুণ। আহা, প্রাণসখী নইলে, আর প্রাণের কথা কে বোঝে।

ভজন। তুই কি নব নাগরী হ'য়েছিস্ না কি?

বরুণ। আমি রাজকুমারী, পিরীত ক'রে প্রেমজ্বরে জরে আছি।

ভজন। মহারাজ আস্‌বেন জানিস্? তুই একটা বিদিকিচ্ছি ক'রবি নাকি?

বরুণ। কে—পিতা? তাঁর কাছে আমার প্রেমের কথা তুল' না! আমি গোপনে প্রেম ক'রেছি, গোপনে শুয়ে ঝিমোবো আর মাথা চুল্‌কোবো। যদি প্রাণপতিকে পাই, প্রেমের কথা ব'ল্‌ব, আর এই প্রেমডুরিতে বাঁধব।

ভজন। আরে, কি তুই আবোল তাবোল বক্‌ছিস্? সুষেণ এল ব'লে।

বরুণ। আহা! প্রাণসখি! প্রাণনাথের সংবাদ এনে আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার ক'র্‌লে, আমার প্রাণকান্তকে আন, আমি তোমায় বুড়ো নাকে নোলক পরিয়ে দেব!

ভজন। ঐ আস্‌ছে।

বরুণ। তবে সখী তুমি আদর ক'রে নাগরকে রাখ, আমি লজ্জা-বস্ত্র গায়ে দিই।

(সুষেণের প্রবেশ)

সুষেণ। কই ভজনরাম!—বরুণ কোথায়?

ভজন। এই যে।

সুষেণ! ও বরুণ! রাজকুমারী কই?

বরুণ। বরমালা বাগাচ্ছে।

সুষেণ। হাঁ রে, তুই যে লিখেছিস্, রাজকুমারী আমার জন্যে মরে! সত্যি?

বরুণ। পৌণে মরা!

সুষেণ। আমার বড় ভয় কচ্ছে, যদি রাজা এসে পড়ে?

বরুণ। ভয় কি প্রাণনাথ! পীরিতের ডোমচিল হ'য়ে উড়্‌ব!

সুষেণ। সত্যি ভজনরাম! তুমি রাজকুমারীকে রোজ আমার কথা বল্‌তে?

ভজন। তা না হ'লে আর মোহিত হ'য়েছে কিসে?

সুষেণ। দেখ ভজনরাম! তুমি যা চাও, আমি তাই দেব।

বরুণ। দেখ প্রাণনাথ! আমি প্রাণসখীকে নোলক দেব বলেছি, তুমি বাউটি গড়িয়ে দিও!

সুষেণ। সর্ব্বনাশ হ'ল—মহারাজ আস্‌ছেন।

বরুণ। প্রাণনাথ, এই মালা পর! (গলায় রজ্জু দিয়া বন্ধন) প্রাণসখি, ধর! প্রাণনাথ না পালায়।

সুষেণ। ও বরুণ, বরুণ! তুই আমার ধরম বাবা, ছেড়ে দে।

বরুণ। প্রাণনাথ! কিছু ভয় পেও না, আমি তোমার ধরম পিসা।

সুষেণ। তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দে!

বরুণ। প্রাণনাথ! আমি তোমার পায়ের মাদিছুঁচি; পায়ে ঠেলে কোথায় যাবে? প্রাণসখি! টেনে ধর, প্রাণনাথ বড় জোর কচ্ছে।

(জয়ধ্বজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

জয়। দেখ দেখি মন্ত্রি—দেখ দেখি! নারীর মনের কথা দেবতারাও বুঝ্‌তে পারেন না। মহারাজ বীরসেনের পুত্রের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছে, তা আমায় ব'ল্‌বে না! আহা, বাছাকে আমি কত কুবচনই ব'লেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই বাধা।

জয়। এত কি লজ্জা মন্ত্রী—এত কি লজ্জা! বাপ আর মা!—তুই পেটের ছেলে, আমার কাছে লজ্জা কি? গোপনে উভয়ের প্রেম হয়েছে, অ্যাঁ! দেখ দেখ, এতেই বলে নারীকে বিশ্বাস নাই। মন্ত্রি, কি আমোদের দিন,—কি আমোদের দিন! বীরসেনের পুত্রে পুত্রি অর্পণ ক'র্‌ব, কত বড় গৌরব—কত বড় সম্মান, অ্যাঁ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি?

জয়। দেখ মন্ত্রী! তুমি মিছে ক'য়ে বল গিয়ে আমি অন্য পাত্রে অর্পণ ক'রব, আমায় যেমন ভাবিয়েছে, আমি তেমনি একটু ভাবাব। অ্যাঁ, দেখ না দেখ না, কি বলে! জামাতা কি এসেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, দেবমন্দিরে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হ'য়েছে; তাঁরা ঐ আস্‌ছেন।

(মুকুল ও মুঞ্জরার প্রবেশ)

মুঞ্জরা। পিতা! আশীর্ব্বাদ করুন!

জয়। এস মা এস! ওরে এ কে? কার গলে বরমাল্য দিলি? কালামুখি! রাজপুত্রকে ছেড়ে বনের বানরটাকে মালা দিলি? কি সর্ব্বনাশ হ'ল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

বরুণ। মহারাজ, আমার চাঁদবদন দেখ্‌তে ব্যাকুল হ'য়েছেন। তা কি কর্‌ব মণি! আমি এখন রাজকুমারী, নাগর হ'য়ে আছি!

(বীরসেনের প্রবেশ)

জয়। আমি কি কুহকে আচ্ছন্ন হ'য়েছি? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! কালামুখি! কুলে কলঙ্ক দিলি!

বীর। মহারাজ! আপনার রাজ্যে আজ অতিথি।

জয়। মহারাজ বীরসেন! মহারাজ আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কালামুখী আমার মুখে কালী দিয়েছে, বনের বানরকে বরমাল্য দিয়েছে!

বীর। মহারাজ, আমার পুত্রবধূকে তিরস্কার ক'রবেন না, যদি মা আমার অপরাধী হ'য়ে থাকেন তো আমি আমার কুললক্ষ্মী নিয়ে ঘরে যাই! আপনার জামাতা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুল।

জয়। অ্যাঁ—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র? মন্ত্রী! দেখ দেখ, কেমন চন্দ্রবদন দেখ! আহা কি রূপলাবণ্য দেখ! হবে না, হবে না, মহারাজ বীরসেনের পুত্র! আহা দেখ—দেখ যেন ভূমিতলে চন্দ্র উদয় হ'য়েছে! এ সময়ে মহিষী কোথায় গেলেন? আমি মানা ক'রেছি ব'লে আস্‌তে নাই? ঐ মহিষীর কেমন গোঁ! আহা, কি রূপ! নয়ন জুড়াল! মন্ত্রী, তুমি মহিষীকে ডাক না? দেখে নয়ন সার্থক করুন।

মন্ত্রী। তিনি রাজরাণী অহল্যাদেবীর নিকট আছেন, তিনি কন্যা-জামাতাকে আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন।

জয়। দেখ দেখি—দেখ দেখি! আমার সঙ্গে ছল! দেখ দেখি! আহা, বাছার আমার মুখ কমল ঘেমেছে,—চামর ব্যজন কর! মহারাজ বীরসেন! কি আনন্দ—কি আনন্দ! আমার পুর উজ্জ্বল হ'লো—আমার বংশ-গৌরব উজ্জ্বল হ'লো!

(যুবরাজ, তারা, চামেলী ও সখিগণের প্রবেশ)

যুব। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন।

জয়। ওরে, তুই আমার সুখের দিনে কি বিভ্রাট কল্লি! মাথা খেয়ে বোবা ছুঁড়ীকে বিয়ে ক'রেছিস্ না কি?

বীর। মহারাজ জয়ধ্বজ! এটী আমার প্রিয়তমা কন্যা তারা, ভ্রাতৃস্নেহে মূকভাব অবলম্বন ক'রেছিল, বস্তুতঃ এমন মধুরভাষিণী আর নাই। আমি মল্ল-রাজের কন্যার পরিবর্ত্তে কন্যাদান ক'রেছি, আমার দান গ্রহণ করুন; অযত্ন ক'রবেন না।

জয়। অ্যাঁ! আপনার কন্যা? কি আনন্দ—কি আনন্দ! আহা! বাছার কি রূপলাবণ্য! মন্ত্রী, তোমায় বলেছিলুম? তোমরাই তো পাঁচ কথা কও! আহা, মরি মরি,—কুললক্ষ্মী মা আমার! মন্ত্রী, মহিষী কোথায় গেল? এ আনন্দের সময় আস্‌তে নাই? আহা দেখ দেখ, সাক্ষাৎ কমলা—সাক্ষাৎ কমলা।

বরুণ। মহারাজ, এ দিকে আর এক যোড়া প'ড়ে রইল; উঠে এসে আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদ যা ক'র্‌তে হয় করুন! নাগর আমার যেতে নারাজ।

(সুষেণকে রজ্জু ধরিয়া টানিয়া আনয়ন)

জয়। আরে, এ আবার কে? একি ক্ষিতিধর না কি?

বরুণ। আজ্ঞে মহারাজ, পূর্ব্বে বীরসেনের পুত্র ক্ষিতি-ধর ছিলেম, এক্ষণে মহারাজের রাজকুমারী,—আমার প্রাণনাথকে প্রেমডুরিতে বেঁধে টানাটানি ক'রেছে।

জয়। আরে এ কি বলে,—ভাঁড় নাকি?

বরুণ। প্রাণসখি, তুমিই কেন পরিচয় দাও না? আমার প্রাণনাথ তো পারবেন না।—বর, চোর হ'য়ে আছেন; নাগর গুণমণি! একবার চার চক্ষে চেয়ে শুভদৃষ্টিটা কর'।

জয়। এ কি সুষেণ?

বরুণ। আজ্ঞে হাঁ, আর আমি ওর পিরীতের আফিংখোর।

(ক্ষিতিধরের প্রবেশ)

ক্ষিতি। বেশ হ'য়েছে—বেশ হয়েছে! যেমন চিঠি লিখে আমাদের এনেছিলি, তেমনি জব্দ! বরুণ-চাঁদ, খুব করেছিস্। দাদা! ভাগ্যিস্ আমি বে করিনি, তা হলে তুমি কাকে বে করতে? দেখ্‌ছ, দেখ্‌ছ? বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে। বাবা, তুমি আমার উপর রাগ ক'র না। আমি তোমায় তখন ব'লেছিলেম,—দাদা আমায় কাটতে যায়নি, তা তুমি শুনলে না। এখন দাদাকে রাজ-সিংহাসন দাও, আমি আমোদ ক'রে বেড়াই; আমার ঝক্কি সয় না।

জয়। এই কি প্রকৃত ক্ষিতিধর?

বীর। ক্ষিতিধর, তোমার জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার বিশেষ শ্রদ্ধা, এই নিমিত্ত তোমায় মার্জ্জনা করলেম।

ক্ষিতি। দাদা, কিছু বল্‌লে না?

মুকুল। ভাই, তুমি আমার প্রাণের দোসর।

ক্ষিতি। ভাগ্যিস্ বে করি নি, কেমন বউ দিদি, বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে।

জয়। বটে মন্ত্রি বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা? দুরাত্মা সুষেণ! বামন হ'য়ে তোর চন্দ্রসুধা আকাঙ্ক্ষা? অকৃতজ্ঞ, তোর এই কাজ?

বরুণ। আজ্ঞে, ওর একলা নয়—সস্ত্রীক কাজটা হ'য়েছে। প্রাণনাথ, আমি তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি—ভয় নাই।

(অচ্যুতানন্দের প্রবেশ)

অচ্যুত। মহারাজ, শুভদিনে এ যোগীকে, এই ব্যক্তির আর ঐ বাতুলের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

জয়। যোগিরাজ, আপনার চরণকৃপায় আমার সকল মঙ্গল হয়েছে! আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। ভজনরাম ছেড়ে দাও।

বরুণ। প্রাণনাথ, প্রাণনাথ, প্রেমের ডুরি কেটে প্রাণ নিয়ে পালালে? প্রাণসখি, আমার কি হলো?

অচ্যুত। মহারাজ বীরসেন! আমি ভণ্ডযোগী নই, আপনি আমার কথা অবহেলা ক'রে অসময়ে পুত্রের মুখ দেখেছিলেন, তাতেই বিষময় ফল ফলেছিল। কিন্তু দেখুন, আমার যজ্ঞের ফল বিফল নয়।

বীর। যোগিরাজ! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

বরুণ। মন্ত্রী মশায়! আমার প্রাণবঁধু তো পালাল, এখন আমার মৌতাতের উপায় কি বলুন?

জয়। তুমি কে?

বরুণ। আজ্ঞে, ছিলেম বরুণচাঁদ,—তার পরে একে-

বারেই মহারাজ কিস্তিধর, তার পরে বনে গমন ও পরীর বাচ্ছা হওন—পরে বেহ্মদত্তি পাওন—এক্ষণে রাজকুমারী হ'য়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি।

জয়। বাচ্ছা, তুমি রাজসংসারে প্রতিপালিত হবে। (চামেলীর প্রতি) চামেলী, মা! তোমায় আমি তিরস্কার করেছিলেম, তুমি আপনার পুরস্কার আপনিই নিয়েছ।

চামেলী। মহারাজ আপনি পিতা।

বকুল। শুনছ মণি! সখীর মত সখী হ'তে—নোলক গড়িয়ে দিতেম। তুমি আমার জ্যান্ত প্রাণনাথ ছেড়ে দিলে, আমি বড় যত্নে প্রেমডুরিতে বেঁধে-ছিলেম।

সকলে— (গীত)

লুম-ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

তারার মালায় আয় রে শশী দেখ্‌বি যদি আয়।
ধরাতলে চাঁদের মালা ফুলমালা গলায়।
দেখ্‌রে শশী অধরে হাসি,
হবি নে আর কুমুদিনীর হাসি-প্রয়াসী,
মোহন হাসি মদন-রতি মোহিত হ'য়ে ফিরে চায়।
বলিস্ অলি ফুলের কলি তোদের বড় ভাব,
ভাব শিখে যা চোখে চোখে দেখে প্রেমের ভাব,
তোর বুকে ফুল কত মধু, মধুর লহর উছ্‌লে যায়॥

যবনিকা-পতন।

সপ্তমীতে বিসর্জ্জন।

পঞ্চরঙ্গের পাত্রপাত্রী।

পুরুষগণ।

গোবর্দ্ধন, উকীল, মামা, খোকাবাবু, সাতকড়ি, খানসামা,
দালাল, প্যালারাম, ধনী, গোঁসাই।

স্ত্রীগণ।

বিরাজ　　বিরাজের মা

আদালতের বেলিফ, ওয়ারেণ্টের আসামী, বাজীকর-বাজীকরী, বেহারা-বেহারাণী, চুড়িওয়ালা-চুড়ীওয়ালী, কাপড়ওয়ালা, খোস্‌বোওয়ালা, জরিফিতে-ওয়ালা, গাউনবডীওয়ালা, নাগরিক-নাগরিকাগণ, ঢুলী, কাঁশীদার, সাহেব, মেম, ইয়ারগণ, যাত্রাওয়ালাগণ,—অধিকারী, নন্দঘোষ, যশোদা, রাধা, কৃষ্ণ, বলরাম, রেবতী ও দোহার-গণ, সার্জ্জন, জমাদার ও পাহারা-ওয়ালাগণ, মিলিটারি লেডী ব্যাণ্ড।

প্রস্তাবনা।

(রমণী ও পুরুষগণ)

(গীত)

রমণীগণ।—

সই লো, সাজো সময়ে।
দেখি এই পূজোতে মিন্‌সে কি করে।

পুরুষগণ।—

রাগ ক'র না চন্দ্রাননি! আছি যোড়-করে।

১ম রমণী।—

শাড়ীর মুখে ঝাঁটার বাড়ী আমার গাউন চাই,

১ম পুরুষ।—

তাই হবে লো তাই;

২য় রমণী।—

হ্যামিল্‌টনের নেক্‌লস এবার তারাহারের মুখে ছাই

২য় পুরুষ।—

তাই হবে লো তাই।

৩য় রমণী।—

কাউরে ঢোলের আওয়াজ বেজায়
তালা ধ'রে যায়,
পূজোর ক'দিন ষ্টীমলঞ্চে বেড়াব গঙ্গায়,

৩য় পুরুষ।—

দু'জনে সাম্‌নে ব'সে ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়;

৪র্থ রমণী।—

আমায় কিনে দাও টম্‌টম্‌,
গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে রাখ্‌ব খানিক দম,
গো-টু-হেল্‌ বাঙ্গালী টোলা
পূজোর ভিড় কি কম?

৪র্থ পুরুষ।—
পাশাপাশি ব'সে দু'জন যাব রমারম্।
সকলে।—
পুজোটা কেটে যাবে আমোদের ভরে॥
[সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য।

—:*:—

নূতন বাজারের রাস্তা।

(এক দিক্ দিয়া ধনী, উকীল, দালাল ও অপর দিক্ দিয়া খোকা-বাবু ও ঠিকুজী-হস্তে খান্‌সামার প্রবেশ)

খান। খোকাবাবু সাবালক হয়েছে, কে হ্যাণ্ড-নোটে ধার দেবে দাও, এই ঠিকুজী দে'খে নাও।

দালাল। কত টাকা নেবেন? পাঁচশো টাকা কমিশন দিতে হবে। পঁচিশ পার্সেণ্টের দরে এক মাসের সুদ আগাম। দালালী বিশ পার্সেণ্ট; পদিয়ানী আর উকীল খরচা। টাকা চান্ ত আসুন, ধনী, উকীল প্রস্তুত, এই সঙ্গে আছে; হ্যাণ্ডনোট লেখা আছে, সই করুন—এই কলম নেন।

উকীল। এই হিসাবে দেখুন,—পাঁচশো টাকা কমিশনে গেল, এক মাসের সুদ আড়াই শো টাকা গেল, এই হ'লো সাড়ে সাতশো; আর দু'শো দালালী, এই সাড়ে নশো; হাজারের পঞ্চাশ টাকা হাতে আছে, আর আপনার ঘড়ি ঘড়ির চেন্ দিলেই উকীল খরচা মিটবে।

খোকা। আচ্ছা; এই ঘড়ী ঘড়ীর চেন নাও, নিদেন পঁচিশটে টাকা আমায় দাও।

ধনী। লোকসান হ'লো—লোক্‌সান হ'লো, তা নাও—নাও, কোথেকে আদায় হবে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি। ফের দরকার হয়, এইখান থেকেই নেবেন,এত কম সুদে আর কোথাও পাবেন না।

খান। এ ঘর তোমার বাঁধা রইলো।

দালাল। এই দুটো টাকা তুমি বক্‌শীশ নাও, বাবুকে নিয়ে এস ফের।

ধনী। তবে এস, টাকা দিই গে।
[সকলের প্রস্থান।

(বাজীকর ও বাজীকরীর প্রবেশ)

(গীত)

উভয়ে।—
দে'খে যাও ভানুমতীর খেল, খুসী হবে দেল্।
পুরুষ।—
আমি করি বাঁশবাজী,
স্ত্রী।—
আমি সব কাজে কাজী মাত করি বাজী,
উভয়ে।—
স্ত্রী।—এস হে সখের বাজী দেখ্‌তে কে রাজী,
মিন্‌ষে কত খাবে ডিগ্‌বাজী,
পুরুষ।—
ভানুমতী মুচ্‌কে হেসে ছোটাবে আকেল।

(আদালতের বেলিফ ও জনৈক ওয়ারেণ্টের আসামীর প্রবেশ)

আসামী। বুঝেছ বেলিফ সাহেব! আমি পালাবার ছেলে নই! অমন কতবার ধার ক'রেছি, কতবার জেলে গেছি। আমার সঙ্গে আসুন—পূজোর বাজারটা ক'রে আমি তোমার সঙ্গে জেলে যাচ্ছি; বেশী সওদা কিছু নেই, এই ধর-কোম্পানীর ওখান থেকে টাকা-শ চেয়েকের কাপড় নেব—এই বডি-টডি, যোড়া কত কজুতো, এই এক যায়গা থেকেই সব সওদা হবে। দরোয়ানের কাছ থেকে দু'টাকা ধার ক'রে তোমায় মদ খাইয়ে দেব এখন। হাঁ, আর একবার তোমায় এসেন্সওয়ালার দোকনে দাঁড়াতে হবে, সেখান থেকেও বিল সই ক'রে টাকা-শ দুইয়ের এসেন্স নিতে হবে, গোটা চার পাঁচ টাকা নগদও ধার পাব, তাতে তোমার গাড়ী-ভাড়া টাড়ী-ভাড়া সব হবে এখন। আমি বছর বছর জেলে অমন যাই, তুমি কিছু ভেব না। আর দেখ, তুমি নতুন এয়েছ, আলাপ ছিল না, এখন হামেসাই দেখা শুনো হবে, আঁবওয়ালার ধার আছে পাঁচশো, গয়লার সাড়ে চারশো, হোটেল-ওয়ালার পঞ্চাশ, মাসে তোমার দু'বার নিদেন ওয়ারিণ

নিয়ে আস্তে হবে, ক্রমে, আলাপ হোক, আমি কেমন মানুষ, তুমি বুঝ্তে পারবে।

বেলিক। হাঁ হাঁ, বুঝেছে বুঝেছে, আপনি বোনেদী আদমী, কয়জা তো কয়্তেই হোয়। দেখ বাবু, হাম্‌কো একটা কোর্ত্তা চাই।

আসামী। তা চল না, দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বেহারা ও বেহারাণীর প্রবেশ)

গীত।

পুরুষ।—

বাবু লোগ চালেগা সরাব খালি—
খোড়া মুবে মিলি।

স্ত্রী।—

হাম্‌কো না দেনেসে দেগা গালি।

পুরুষ।—

পিয়েঙ্গে বৈঠকে তোমারা সাত,

স্ত্রী।—

পিয়েঙ্গে হোয়েঙ্গে নেশামে কাত,

পুরুষ।—

মৎ ছোড় লাথ্, উসরোজ টুট দিয়া দাঁত;

স্ত্রী।—

তোম্ দুসরেসে দোস্তি কর হাম্ ঘরুমে চলি।
পিয়েঙ্গে সরাব খালি
নেই লাথ্ ছোড়েঙ্গে ক্যায়সে মিলি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোবর্দ্ধন ও প্যালারামের প্রবেশ)

গোব। বলি হাঁ রে, এখনও মুখোস্‌টা মুখে রেখেছিস্ কেন?

প্যালা। কেন, তুধারি পাওনাদার জানিস্ নি? আর বছর কি তুই কাপ্তেনী ক'রিছিলি? আমি সম্বচ্ছরটা চালিয়ে এসেছি। এই ভাদর মাসে গোলাপীর ঝাঁটা খেয়ে বেরিয়েছি বৈ ত নয়?

গোব। হাঁ রে, দিদিমা সব টাকা দিয়েছে?

প্যালা। কোথায় দেছে? এই তিন শো টাকা দেছে।

গোব। তুই শালা তবে ভালো ক'রে গণেশ সাজ্‌তে পারিস্ নি।

প্যালা। আর কি ক'রে সাজ্‌ব বল? দুটো হাতও বেঁধেছিলুম, মুখোস্‌টাও মুখে দিয়েছিলুম, পেটে সিঁদুরও মেখেছি।

গোব। তুই ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারিস্ নি?

প্যালা। তুই যেমন শিখিয়েছিস্, তেম্‌নি বলেছি।

গোব। কি বলেছিস্, বল্ দেখি।

প্যালা। বল্লুম—গোবর্দ্ধনের দিদি মা। কৈলাস থেকে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন, তোমার বাড়ী পূজো।

গোব। দিদিমা কি ব'ল্লেন?

প্যালা। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে, আর কি বল্‌বে?

গোব। তার পর কি বল্লি, বল্?

প্যালা। তার পর বল্লুম, টাকা দাও, গোবর্দ্ধনকে প্রতিমে গড়্‌তে দিতে হবে।

গোব। দিদিমা কি বল্লে?

প্যালা। আরে, সে বুড়িকে কি আর তুই জানিস্ নি? সে কি টাকা ছাড়্‌তে চায়?

গোব। তুই সে সিঁদুর মাখা বিল্বপত্র আর জবাফুল বুঝি দিস্‌নে।

প্যালা। দিলুম না, বল্লুম—তোমায় এই প্রসাদী বিল্বপত্র আর জবাফুল পাঠিয়ে দিয়েছে।

গোব। তুই ভাল ক'রে বল্‌তে পারিস্ নি।

প্যালা। তুই বেইমান, তোকে কি ব'ল্‌বো বল্? আমি যা গণেশগিরি ক'রে এলেম, তা সত্যিকার গণেশের বাবার সাধ্যি নেই যে করে; তুই যদি দেখতিস্ ত তাক্ হতিস্। শুঁড় নেড়ে বল্লুম যে, পূজোর সমস্ত টাকা যদি গোবর্দ্ধনের হাতে জমা কর, তবে মা আস্‌বেন, নইলে আমি চল্লুম। তা বুড়ী সমস্ত টাকা ছাড়্‌তে কিছুতেই রাজী না, বল্লে—অর্দ্ধেক আজ নাও, নবমী-পূজোর দিন অর্দ্ধেক দোব।

গোব। তবে পূজোর খরচ চলে কি ক'রে?

প্যালা। আরে, তার জন্যে ভাবিস্‌নি। যখন নতুন মেয়েমানুষ রেখেছিস্, দু তিন শো টাকার জিনিষ ধারে চল্‌বে।

গোব। তা দেখ্, যোগাড় দেখ্।

(কাপড়-ওয়ালা, খোস্‌বো-ওয়ালা, জরি-ফিতে-ওয়ালা বডি-গাউন-ওয়ালার প্রবেশ)

কাপ-ও। ও গণেশ-মুখো বাবু! কাপড়-চোগড় কিছু কিনবেন কি?

প্যালা। হাঁ, এই বাবুর মেয়েমানুষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও—ভাল বেণারসী, ভাল বোম্বাই।

কাপ-ও। আজ্ঞে গণেশ-মুখো বাবু! কোন্ ঠিকানায় —কোন্ ঠিকানায়?

প্যালা। ৩২ নম্বর তাঁবাগাছী পাঠিয়ে দাও, সেই-খানেই টাকা পাবে, আবার ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে, নোট ভাঙ্গাতে চল্লুম।

[কাপড়ওয়ালার প্রস্থান।

খোস্-ও। এসেন্স, ল্যাবেণ্ডার, আতর, গোলাপ, কিছু চাই কি?

গোব। হাঁ, ৩২ তাঁবাগাছী, কা'ল সকালে টাকা, এখন নোট ভাঙ্গাতে যাচ্ছি।

[খোস্‌বোওয়ালার প্রস্থান।

জরি-ও। রিবিন্ জরি-টরি কিছু চাই নে?

প্যালা। আহা, ৩২ নম্বরে পাঠাও না বা পাঠাবে।

[জরি-ফিতেওয়ালার প্রস্থান।

গাউন-ও। গাউন, বডি-টডি?

প্যালা। তাঁবাগাছী ৩২ নম্বর! এই নে, তুই কাল সকালে ব'সে দুহাজার টাকার জিনিস্ নিস্।

গোব। টাকা ত দিতে হবে!

প্যালা। দূর শালা নতুন মেয়েমানুষ রেখেছিস্, আবার টাকা দিতে হবে? ও কিপ্‌টে ব্যাটারা, যারা ভয়ে ভয়ে নগদ কেনে, তারা কল্‌কেতার সহরে ধার পায় না! তুই যত টাকার জিনিস ধার চাস্, আমি কল্‌কেতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। টাকা ছাড়া যা চাস্, আমি কল্‌কেতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। ওরে, প্রমদাদাস বাবাজী আর মামাকে তাঁবাগাছীতে দেখলুম।

গোব। তবে বুঝি, বিরাজের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে, ঐ গোঁসাই ব্যাটা ভারী সয়তান, চল, রঙ্গ ক'রে দেখা যাবে এখন। এইবার চল, বিরাজের মার চাল-ডাল কিনি গে, বেটী বায়না নিলে দুর্গো পূজোর!

প্যালা। আরে তোফা বিসর্জ্জনের দিন অবধি বাঁধা রোসনাই চ'লবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চুড়ীওয়ালা ও চুড়ীওয়ালীর প্রবেশ

উভয়ে। গীত।

> যব যব ঘুমকে বেচ্‌তা চুড়ী।
> যে চুড়ী পিনে ও হাঁকে বুড়ী॥
> চুড়ী সব্ হাত্‌মে বাজে ঠুন্‌ঠুন্,
> শোন্‌নেসে আদ্‌মী হো যায় খুন,
> কেত্তা কহেঙ্গে চুড়ীকা গুণ;—
> চুড়ী পিনলেসে বুড়ীয়া হো যায় ছুঁড়ী॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:o:—

পথ।

(জল সহিতে কতিপয় নাগরিক, নাগরিকা, ঢুলি ও কাঁশীদারের প্রবেশ)

সকলে। গীত।

> মরি হে পুরত্ পিসি ছিরির কি গঠন।
> খৃষ্টমাসের উইলসনের কেক্‌খানি যেমন।
> ছিরির গুঁড়ি লাগ্‌লে পরে গায়,
> রূপের ছটা উথ্‌লে পড়ে যায়,
> বুক্‌নীওয়ালা ছিরি যেমন বেঁটে গিরি গোবর্দ্ধন।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

—:o:—

বিরাজের দরদালান।

(গোঁসাই, মামা, বিরাজ, বিরাজের মা'র প্রবেশ

গোঁসাই। এই যে বিরাজ এসেছেন, তোমার যে রসিক নাগর আন্‌বের আমার মনস্থ ছিল, এনেছি; এর সঙ্গে প্রেম ক'রে কৃষ্ণ রাধার প্রেম হবে।

বিরাজ। ও মা, পোড়া কপাল আর কি! বলি

দাদা গোঁসাই, কোত্থেকে তুমি নিমতলার ঘাটের মড়া তুলে এনেছ, বল ত? মা গো, আমার রসিক পুরুষে কাজ নেই।

মামা। গোঁসাইজী, তুমি যে বলেছিলে প্রেমিকা।

গোঁসাই। পরম প্রেমিকা! এ সব কথা ত তুমি বুঝ্‌বে না, এ সব গুহ্যতত্ত্ব! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধার সাক্ষাৎ হয়, ভাগবতে একটা শ্লোক আছে—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যপস্থিতে" শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপেই রাধা সম্ভাষণ করেছিলেন।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, আর তোমার ভাই কাজ নেই, ওরে যেতে বল ভাই, আমার মাথা ঘুর্‌ছে। ভাই, খানকী বাড়ীতে কার্ত্তিকপূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো, সরস্বতী-পূজোই হয়, আমি ঠাউরেছি, দুর্গো-পূজো ক'রব, তার জন্যে আমার মাথা ঘুরছে।

গোঁসাই। বল কি, দুর্গো পূজো ক'রবে? আহা হা! রাধাবল্লভ তোমায় কি সুমতিই দিয়েছেন!

বিরাজ। পূজো করব কি গো, আমি ঠাকুর আন্‌তে পাঠিয়েছি।

মামা। বিরাজ!

বিরাজ। আপনি পরশু দিন আস্‌বেন, তখন কথা কব।

মামা। বিরাজ, আমি প্রেমিক পুরুষ, তোমাকে প্রেম দিতে এসেছি।

বিরাজ। দেখুন, আমার এখন মাথা নানান্ জ্বালায় ঘুরছে, তা পরশু নয়, আজ হ'লো কি বার?—আপনি শুক্রবারের দিন আসবেন্।

মামা। বিরাজ, আমি শুনেছিলেম, তুমি প্রেমিকা।

বিরাজ। গোঁসাই দাদা-ঠাকুর, তুমি কেমন মানুষ গা? এই জ্বালাতন ক'র্ত্তে লোকটা নে এলে? আমি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—সাত জ্বালায় জল্‌ছি।

গোঁসাই। তা তুমি একটু শীতল হও, উনি ব'স্‌ছেন!

বিরাজ। না ভাই, শুক্রবারের দিন সঙ্গে ক'রে নে এস, আজকালের কথা নয়।

মামা। হায় হায়, পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেল, তবু প্রেম্ বিলুতে পাল্লেম না।

গোঁসাই। তা দেখ বিরাজ, তুমি পাঁচ কাজের মানুষ, পাঁচ কাজে যাও, আমরা এইখানে ব'সে একটু রাসলীলার আলোচনা করি। ভেবেছিলেম, বিরাজ, তোমায় একটু গুহ্য-তত্ত্ব বল্‌ব; কি জান —শ্রীকৃষ্ণ একটু মধু পান ক'র্ত্তেন আর গোপিনী বিহার ক'র্ত্তেন। এ সব গুহ্যকথা, তোমায় কোন দিন বল্‌ব—কোন দিন বল্‌ব।

মা। দেখুন গোঁসাই-বাবা, আজকের মতন আপনারা আসুন, ওর মেজাজ বড় ভাল নেই, ও এক রকমের মানুষ, জানেন ত? বাবা, কিছু মনে ক'র না, ও তোমারই হবে, তবে ও খেপার মতন, আমি কি বল্‌ব বল?

বিরাজ। মা, তোর সব কথাতে কথা, ও আসুক না আসুক, তোর তাতে কি?

মা। মান কচ্ছিস্ কর মা! তোর ও মনের কথা বুঝেছে, আপনি আস্‌বেন—ঐ যে ব'ল্লে—শুক্রবারের দিন আস্‌বেন।

বিরাজ। মা, তুই দুর্গো-পূজো ক'র্‌বি, না এই কর্‌বি?

মা। ওরে বাছা, ঘর-দোর ক'র্ত্তে গেলে সবই চাই, —এও চাই, ওও চাই।

গোঁসাই। শোন, রাস-রসামৃত তখন ছিলেন মদ, এ সব গুহ্য-তত্ত্ব তোমরা বুঝ্‌বে না, তোমরা ছেলে মানুষ, তোমার মা বুঝবেন।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, সমস্ত দিন আজ মদ খাচ্ছি ভাই, আর এখন মদ খেতে ভাল লাগ্‌বে না; তোমার অনুরোধে এক গেলাস খাই। এখন তুমি ওকে নিয়ে চ'লে যাও।

গোঁসাই। দেখ্‌লে দেখ্‌লে, প্রগল্‌ভা প্রেমিকা, একেই বলে রাস-রসামৃত, পরেও গুহ্য-তত্ত্ব আছে।

বিরাজ। দেখ ভাই, আমার নেসা হয়েছে! সাত-ক'ড়ে ব্যাটাকে ঠাকুর আন্‌তে পাঠালেম, এখনও এলো না।

মামা। বিরাজ, একটি প্রেমতত্ত্ব গাইব, শুন্‌বে কি?

বিরাজ। দেখ ভাই, আমার জ্বালাতনের শরীর, শুক্রবারের দিন তুমি গেও, আমি শুন্‌ব।

গোঁসাই। আজকেই শুনে যাও বিরাজ, শ্রীকৃষ্ণ ত দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'ল্লেন!

মা। আহা!

বিরাজ। মা, তুই আমার হাড় জ্বালালি!

মা। ওরে, উপদেশ কথা ক'চ্ছে শোন। সকাল

থেকে ত মদ খাচ্ছিস্, না হয় এক গেলাস খেলি ব'সে।

বিরাজ। এই তোমার ব'সে মাথা খাই, দাও ত দাদাঠাকুর, এক গেলাস। দেখ মা, এই জন্যেই সাতক'ড়েকে আস্তে দিই নে। একটা ঠাকুর আন্তে পাঠালুম, দেড় ঘন্টায় ফির্লো না।

(চালচিত্তির লইয়া সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। এই নাও, ঠাকুর, ঠাকুর! তোমার চাল-চিত্তির ঘাড়ে ক'রে এনেছি।

বিরাজ। ঠাকুর? ও মা, দেখ্ দিকি, এ কে তুই বাড়ীতে আস্তে দিস্? বলে—একছিলিম তামাক খেয়ে যাক্, পান খেয়ে যাক্। আমি হ'লে খেংরা মার্তুম! একটা ঠাকুর আন্লে না গা?

সাত। তোমার যে বেজায় আব্দার! দুর্গা খুঁজ্লুম; দিলেন গণেশ লক্ষ্মী, সরস্বতী, তা কি সপ্তমীর রাত্রে পাওয়া যায়?

বিরাজ। পাওয়া যায় না মুখপোড়া!

মা। ওরে, পাই নি বলেই ত চালচিত্তিরখানি এনেছে, ওকে কেন গাল দিচ্ছিস্?

বিরাজ। চাল্চিত্তির নিয়ে তুই ধুয়ে খা! বেদানার বাড়ী সরস্বতী-পুজো হলো, সে দিন ধুম-ধাম, বাজনা, নেত্যগোপাল মুখুয্যে আমায় কত টীট্কিরি দিয়ে গেল।

মা। তা না হয় এ বচ্ছর নেই দুর্গোৎসব হলো।

গোঁসাই। সে কি মানস ক'রেছে, দুর্গোৎসব হবে না? শোন, এ সব শাস্ত্রের মর্ম্ম ত কেউ বোঝে না এই চালচিত্তির, আর একটি কার্ত্তিক হ'লেই চৈতন্যচরিতামৃতের মতে, যা বেদের ওপর, দুর্গোৎসব হয়।

বিরাজ। হাঁ গোঁসাই দাদা, হয় না কি?

গোঁসাই। বিরাজ, রাস-রসামৃত পান কর, আমি বুঝিয়ে দেব। ন'দে থেকে ভট্টাচার্য্যি এনে দেখ কে আমায় হটায়। এ সব গুহ্য-কথা, নিত্যা-নন্দ এই পুজোই ক'রেছিলেন,—কার্ত্তিক আর চালচিত্তির! বিরাজের মা! পুজো কর ত কার্ত্তিক আর চালচিত্তির পুজো কর, এমন শুদ্ধ পুজো আর হবে না, নিত্যানন্দ করেছিলেন।

মা। বাবা, এই পাগ্লা মেয়েটাকে বোঝাও।

গোঁসাই। বিরাজ, যাদু যাও। একটু রাস-রসামৃত পান ক'রে ইচ্ছে হয় ত যাও! বড় শুদ্ধ পুজো, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তীরে কার্ত্তিক আর চালচিত্তির পূজা করেছিলেন। নাও, রাস রসামৃত পান কর।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, যদি পাঁচ জনে নিন্দে করে তো তোমারই এক দিন, আর আমারই এক দিন।

গোঁসাই। এ সব গুহ্য ব্যব...

বিরাজ। না, ঐ যে বেদানা... মা এসে নাক নাড়া দেবে, আমি তা সইব না।

গোঁসাই। কার সাধ্য। তুমি একটা কার্ত্তিক এনে ফেল, আমি একবার দেখে নি। পাঠাও তো —আমার বাড়ীতে একবার পাঠাও তো। থাক্ আমি কাল সকালে আন্‌ব, পুঁথিগুলোর নাম ভুলে গেছি, রাস-রসে মুগ্ধ কি না বিরাজ!

সাত। বিরাজের মা! ন'দের টোল থেকে দায়েরা এই ব্যবস্থা এনেছে, দেবকণ্ঠ পদরত্ন তাতে নাম সই ক'রে দিয়েছে। কার্ত্তিক আর চালচিত্তিরতে যেমন শুদ্ধ পুজো হয়, এমন আর কিছুতেই নয়! গোঁসাইজি, শুদ্ধ চালচিত্তির নিয়ে সার, কার্ত্তিক বাজারে নেই।

বিরাজ। মুখপোড়া, একটা কার্ত্তিক খুঁজে পান না, আর আমার ঘরে ব'সে পান খাবেন, তামাক খাবেন!

মা। তুই বাপু ওকে গাল দিস্ কেন? আহা, বাছা চালচিত্তির ঘাড়ে ক'রে এনেছে, আর কার্ত্তিক থাক্‌লে আন্‌ত না?

বিরাজ। মা, তোর সঙ্গে আমার ব'ন্‌বে না।

গোঁসাই। রাস-রসামৃত পান কর—রাস-রসামৃত পান কর!

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, না হয় এক গেলাস খেলুমই।

সাত। তোমার অন্যায় রাগ, কার্ত্তিক, গণেশ, নন্দী, ভৃঙ্গী, কোন শালাকে কি আমি ছাড়ান দিতুম? তোমার বাড়ীতে এনে ফেল্‌বো, সাতকড়ি এমন ভেবো না!

মামা। বিরাজ, দুর্গোৎসব প্রেমের, প্রেমের দুটো কথা ত শুন্‌লে না!

বিরাজ। ভাই, তুমি শুক্রবারের দিন এসে ব'লো, আমি বড় ঝঞ্ঝাটে আছি। দাদাঠাকুর, বেদানার

মা এবার জগদ্ধাত্রী-পূজো ক'র্‌বে, তুমি যেমন ক'রে পার, কর।

গোসাই। ভয় কি, আমি আছি, তোর দুর্গোৎসবের ভাবনা কি? একটা কার্ত্তিক খাড়া কর্।

বিরাজ। এখ দেখ্ দিকি পোড়ারমুখো! দাদা গোঁসাই, সাতকড়ি পাতি পাতি ক'রে খুঁজে এলো, কার্ত্তিক পাওয়া গেল না। এখন কি হয় বল দেখি দুর্গোপূজোর?

গোঁসাই। সাতকড়ি, তুমি কি জানবে, চৈতন্য-চিন্ময়ে লেখা আছে—কার্ত্তিক আর চাল চিত্তির!

মা। তুই শোন্ না কেন—গোঁসাই বাবা যা বলে, তা শোন্ না কেন? ওর ওপর কি কেউ মত দিতে পার্‌বে?

বিরাজ। হাঁ দাদা গোঁসাই, কার্ত্তিক ত পাওয়া গেল না, কি হবে?

গোঁসাই। সে জন্য চিন্তা নাই। (মামার প্রতি) দেখুন, আপনি পরম প্রেমিক, কার্ত্তিক হয়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করুন। দেখ বিরাজ, রামলীলে দেখেছ ত?—রাম লক্ষ্মণ পূজো করে। এমন গোঁসাই আমায় পাও নি, একটা অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেব। এই যে প্রেমিক পুরুষ আছেন, একে পূজা কর।

মামা। মশায় কি বলছেন?

গোঁসাই। কার্ত্তিক হয়ে প্রেমিকার পূজা গ্রহণ করুন। শোন বিরাজ, ইনিই তোমার কার্ত্তিক হবেন।

মামা। মহাশয় কার্ত্তিক হব কি রকম?

গোঁসাই। প্রেম করেন ত এইরূপই করুন, নিতানন্দ-বিলাসে লেখা আছে।

মা। দেখ বাবা, খানিক কার্ত্তিক হয়ে বসবে বৈ ত নয়! ঘাড়-চালাচালি করনি, মেয়ে আমার আবদার নিয়েছে।

বিরাজ। বাবু, তোমায় সঙ্গে একটা সাফ্ কথা ব'লে দিলুম, শুক্রবারে দেখা কর্‌বো, কার্ত্তিক হও, ত হও, নইলে আমার পরিষ্কার কথা—তোমার সঙ্গে এই দেখা।

সাত। দেখ, কার্ত্তিক বাজারে পাওয়া গেল না, আপনি না হ'লে মেয়েমানুষের মন ভুল্‌বে না, আমি ওর মেজাজ জানি! তবে ময়ুর চান,—আর বছরকার কার্ত্তিকের ময়ূরের পেখম আছে, গরুবাঁধা খোঁটাটাও আছে, ঠিক্ ঠাক্ ময়ুর হবে এখন।

গোঁসাই। প্রেম করুন, কার্ত্তিক হোন্।

মামা। গোঁসাইজী, প্রেমের কথা দুটো একটা হবে ব'লেছিলে।

গোঁসাই। ময়ূরের পিঠে ব'সে হবে, ভাব্‌ছ কেন? সমস্ত রাত আছে, আমি কি তোমার হুইস্কির বোতল ঝকমারি কত্তে এনেছি? ময়ূরের উপর ব'সে প্রেমের তুফান উঠে যাবে এখন।

বিরাজ। মশাই, যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন শুনছি, আপনি প্রেমিক পুরুষ, আমার বাড়ীর কার্ত্তিকটি হ'লে আমার মুখটি থাকে।

মা। বল্ না লো, দু'টো মিষ্টি ক'রে বল্ না? আহা, এইবার বাবা ঘেমেছে।

বিরাজ। ভাই পিরীত কর্‌বে কি না, বল?

মামা। হাঁ।

বিরাজ। কার্ত্তিকটি হয়ে আমার মুখটি রক্ষে কর! বেদানার মা'র সঙ্গে আমার টক্করা-টক্করী, তুমি আমার মুখ রাখ্‌বে কি না, বল?

মামা। তুমি যা বল্‌বে তাই ক'র্‌ব।

গোঁসাই। বিরাজ, অমন প্রেমিক পুরুষ তুমি পাবে না! তুমি আর বছরের পাগড়িটি নে এস, আর তোমার যদি ঢাকাই কাপড় না থাকে, ডুরে পাছা পেড়ে হ'লেও চল্‌বে।

বিরাজ। হরে হাতীপেড়ে ঢাকাইখানা কুঁচিয়ে রেখেছে, দাদা ঠাকুর, তাতে চ'ল্‌বে না?

গোঁসাই। বেজায় চ'ল্‌বে! আমার মনে ছিল না, —'হাতী-পাড়শ্চ কার্ত্তিকশ্চ' কার্ত্তিকেরই হাতীপাড়!

বিরাজ। মা, দাদা গোঁসাই ব্যবস্থা দিচ্ছে, তুই হাতীপেড়ে কাপড়খানা নে আয়, আমার ছোট তোরঙ্গের ভেতর আছে, কৃষ্ণধন-বাবু আর বচ্ছর দিয়েছিল। আর সে কার্ত্তিকের পাগ্‌ড়িটে নে আয়, উনি বসুন। বেদানার মাকে ডেকে নে আয়, জল সইতে যাবে ত যাক্! আধ ঘণ্টাটাক্ বসুন, শুক্রবারের দিন আস্‌বেন, আমি আপনার প্রেমের কথা শুনব।

গোঁসাই। দেখুন, আপনার প্রেমে নির্ঘাৎ আছাড় খেয়ে প'ড়েছে!

বিরাজ। মশাই, আমার সাফ্ কথা! কার্ত্তিক সাজেন ত স'জুন, নইলে যান।

মামা। দেখ বিরাজ, তোমার জন্যে প্রাণ দেব।

গোঁসাই। বাঃ, প্রেমিক পুরুষ দেখ। ময়ূর চ'ড়ে উড়বেন, বিরাজ, আপনার প্রেমে লট্-ঘট্! প্রথম ছুঁটো ব্যজ ক'রেছিল, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে রাধা ক'রেছিলেন! আমার হাতে পুজো; আপনি একবার ময়ূর চেপে ব'স্‌বেন, আধঘণ্টার ভেতর পালঙ্কে গে শোবেন। ওর পূজাটাও বজায় হয়, আপনাকেও প্রেমিক ব'লে জানে। বিরাজমোহিনি, দেখ, একটা ময়ূর দেখ।

সাত। মাইরি মা, তিন গেলাস হুইস্কি না খেয়ে কোন শালা ময়ূর সাজ্‌বে! তোমার বাড়ী তামাক সাজি, না হয় গোলাপীর বাড়ী সাজবো!

মা। বিরাজ, একটু খাইয়ে দে না? তুই মানুষটো বুঝিস্ নি? দেখ্, দু'দশ যায়গা থেকে পেন্নামী আস্‌বে! দেখলি ত বাছা, কুমুরটুলীতে কার্ত্তিক পাওয়া গেল না!

[সাতকড়ির প্রস্থান।

মামা। ময়ূর-ময়ূর!

(নেপথ্যে)। দাঁড়াও, আর এক গেলাস হুইস্কি খেয়ে যাই।

বিরাজ। দাদা গোঁসাই, এ পূজো হবে ত?

গোঁসাই। এমন পূজো কেউ আর করে নি, এক হনুমানচন্দ্র ক'রেছিলেন, আর তুমি কল্লে।

(ঢুলীর প্রবেশ)

ঢুলী। হাঁগা, আর বচ্ছর কার্ত্তিক-পূজোয় বাজিয়ে গেছি, আর এখন কি না তোমার দরোয়ান বলে, আমি বাজাতে পাব না।

বিরাজ। দাঁড়া বাছা, বাজাস্ এখন! আগে কার্ত্তিক ময়ূরের ওপর বসুক।

[ঢুলীর প্রস্থান।

(সাহেব ও মেমের প্রবেশ)

গীত।

সাহেব।—

এই মেলে হয়েছি আমরা নূতন আমদানী।

মেম।—

নইলে গাউন কি কিনি, এ খবর আগে জানি।

সাহেব।—

মেম।—

তা ত নয়, ... ত নয়,
বিলিতি-ফেরত প্রাণে অত কি সয়!

সাহেব।—

ড্যাম গয়না খালি ইয়ারিং নেক্‌লেস,

মেম।—

গয়না ডার্টি একশেষ,
দেখ না ফিট্ ফাট্ বিলিতি ড্রেস,

সাহেব।—

বেশ্, বেশ্, বেশ ডিয়ার বেশ্;
মানি নে গড্ অর্ ম্যান্, আমরা গোরা ম্যান,

মেম।—

হাম্ লোক সব বিবি লোক হাতে সব ফ্যান্,

উভয়ে।

ক্যা মজাদার, ক্যা কহেনা, ক্যা কারদানী॥

মা। দাঁড়া বাছা দাঁড়া, এর পর নেচো, আগে কার্ত্তিক ময়ূরের উপর বসুক।

মামা। বাজাতে বল, ময়ূর পাঠিয়ে দাও!

(সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

সাত। মশায় ত কার্ত্তিক?

মামা। হুঁ।

সাত। আপনি মদ খান?

মামা। হুইস্কি খাই।

সাত। পিটে ব'সে খাবেন?

মামা। কেউ না টের পায় যদি।

সাত। সাফ্ খাবেন, সব্বার সাম্‌নে খাবেন, জ্যা... কার্ত্তিক, ভয় কি?

মামা। যদি লোকে কিছু বলে?

সাত। বিরাজের মা! আর একটা কার্ত্তিক দেখ, ... কার্ত্তিকের ময়ূর আমি হব না।

মা। কেন রে বাছা, কেন?

সাত। ও বল্‌ছে, হুইস্কি খাবে না।

মা। খাবে বই কি বাছা, খাবে বই কি! পেথম খু... না বাবা, পেথম খুলো না!

সাত। ম্যাও, বিরাজ এক গেলাস মদ দাও!

বিরাজ। সাতকড়ি, যদি তুই হুমড়ি খেয়ে নেশা ক'... পড়্‌বি, সাত খেংরা মেরে আমি তোকে তাড়া...

সাত। পড়্‌বো না বিরাজ দিদি, আমি কার্ত্তিক নি...

মা। উড়ো নি বাবা উড়ো নি, আমি পেন্নামী পাব নি।
বিরাজ। মর্ মাগি, ও না কি উড়্‌তে পারে?
সাত। বিরাজ দিদি, আমার ওড়ো ওড়ো প্রাণ কচ্ছে, গোঁসাইজী, হুইস্কির বোতলে আর নেই?
মামা। ভয় কি, এই ঘড়ির চেন নাও।
বিরাজ। মা তুই জল্ সইতে ডাক্‌লি নে?
মা। দাঁড়া বাছা দাঁড়া, আগে ময়ূর কাত্তিক ঠিক, ক'রে যাই।
সাত। ম্যাও, আপনি ত কাত্তিক? উঠে বসুন!
গোঁসাই। ঠিক্-ঠাক্ সাজিয়ে দাও। আর বছরের পাগড়ি মাথায় দিয়ে দাও।
বিরাজ। আপনি শুমুন, এই পাগড়ী পরুন; শুক্রবারে আপনার সঙ্গে প্রেমের কথা কইব।
মামা। দেখ, আমি যখন কাত্তিক হয়ে বস্‌ব, তুমি আমার পাশে দাঁড়িও, ওরির ভিতর দুটো একটা কইব।
বিরাজ। মাপ ক'র্‌বেন, আজ সাবকাশ পাব না, এক একবার এসে দাঁড়াব।
নেপথ্যে। বাজা বাজা বাজা, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়—বাজা বাজা বাজা!
মামা। ও কে, গোব্‌রা না?
বিরাজ। পাগ্‌ড়ী খুলো না—পাগ্‌ড়ী খুলো না।

(গোবর্দ্ধন, প্যালারাম ও তাহাদের ইয়ারগণের প্রবেশ)

সকলে। উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!
গোব। বলেছিলুম প্যালা, কাত্তিক নইলে পুজো! উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!
সকলে। উরুর্‌ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়।
বিরাজ। দেখ্ গোব্‌রা মাত্‌লাম করিস্ নি। দাদা গোঁসাই, পুজো আরম্ভ কর।
গোব। আরতি বাজিয়ে দে, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়।
সকলে। উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়। আরতি বাজা, আরতি বাজা, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়।
গোঁসাই। থাম থাম বিরাজ, তাড়াতাড়ি আমি পূজোয় বসি; হুইস্কির বোতলটা পাশে রেখো, ফুরুলে আমি চাইব না, ফের এনে দিও।
মা। বাবা এই ফুল নাও।
গোঁসাই। তড়ং নমঃ, খড়ং নমঃ, মাতালায় নমঃ, সোনাগাচ্ছায় নমঃ ইত্যাদি।

(যাত্রাওয়ালাগণের প্রবেশ)

অধিকারী। ও গো, আমরা যাত্রাওয়ালা, মওলা দেব, নবমীর দিন গাইব।
গোঁসাই। আচ্ছা, মওলা দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ ন্যাস করি।

(রাধা-কৃষ্ণের প্রবেশ)

গীত।

রাধা।—
ধিনি কেষ্ট তিনি তা, তুই পায়ের ওপর দেনা পা।
কৃষ্ণ।—
মানময়ী রাধে, তুই গেলাস ছুই আর হুইস্কি খা।
রাধা।—
চাট্ নে বুঝি আস্‌ছে বৃন্দে সই,
কালাচাঁদ, হুইস্কি তোমার কই?
কৃষ্ণ।—
বগলে এই যে বোতল, প্রেমময়ী ঢালো না
তবে প্রিয়ে বাঁশরী বাজাই।
রাধা।—
ফেল্‌ব কেশে দাঁড়াও মাধব, হুইস্কি আগে খাই।
কৃষ্ণ।—
সব খেও না, একটু রাখো, শুকুচ্ছে আমার গলা॥

(বলরাম ও রেবতীর প্রবেশ)

গীত।

বল।—
আমি গাঁজায় দম লাগাই, আমি বীর বলাই।
রেবতী।—
তোর পিরীতে আমি মরা
আধ্ ভরীটাক্ আফিং খাই।
বল।—
তুষ্টু বড় ঘন দুধে আর পেলে মাখন।
রেবতী।—
পুরু সরে আমার ড় মন।

উত্তরে।—

আর রাতাবিতে খুব পটু দু'জন।

বল।—

আমি ভোঁস্ হয়ে গে রাম-শিঙ্গে বাজাই।

রেবতী।—

আমি গা চুলকে তুলি হাই।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। হাঁ রে গোপাল, তুই নাকি আবচুলের বাড়ী মটন চপ্ চুরী ক'রে খেয়েছিস্?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ মা, পেটের জ্বালায় খেয়েছি।

যশোদা। তবে রে পাজী! (মারিতে উদ্যত)

দোহারগণ। ও মা কর কি—কর কি, যাত্রা ভেঙ্গে যাবে —যাত্রা ভেঙ্গে যাবে!

যশোদা। রাখ তোমার যাত্রা, না হয় তোমার দলে নেই থাক্‌বো! তা ব'লে ছেলে চোর হবে?

নন্দ। কি ক'রবে নন্দরাণী, কি ক'রবে বল, একেলে ছেলে ত বশ নয়!

যশোদা। দেখ নন্দ ঘোষ, তুমি আমায়ে রাগিও না। ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝেড়ে দেব, তেমন মাতাল যশোদা আমায় পাওনি!

নন্দ। ইস্, সখের দলে তুমিই একলা নেশা করেছ, আর ত কেউ করে নি! সখের যাত্রা, তুমিও সৌখীন যশোদা, আমিও সৌখীন নন্দ, তোমার ঝাঁটার কি ধার ধারি বল দেখি?

যশোদা। দেখ সেক্রেটারী, আজ একটা খুনখরাপী এইখানে হ'লো বলে।

[ভয়ানক গোলযোগ ও যাত্রাওলাগণের প্রস্থান।

সাত। কার্ত্তিক চল, যাত্রা করি গে চল।

মামা। না ভাই ময়ূর, আমার বড্ড নেশা হয়েছে।

সাত। ওঃ যাত্রাওয়ালারা বেজায় আমোদ ক'রে গেল। নেও, গোঁসাইজি, পুজো কর।

গোব। গোঁসাইজি, আরতি বাজাই, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

গোঁসাই। পাঁটা নে এস, রন্ধন কর।

গোব। প্যালা, পাঁটা কই?

প্যালা। পাঁটা কই, পেলুম কই?

গোব। পেলিনে শালা! হুইস্কি দাও, খেয়ে জয় মা চালচিত্তির ব'লে মোষ বলি হয়ে যাই।

গোব। বাজা ওরে বাজা বাজা;—উরুর ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

প্যালা। ব্যা ব্যা; বিরাজ, দুটি ছোলা ভাজা আর দু'গেলাস হুইস্কি দেও, তোমার নবমীপুজোর পাঁটা বলি পড়্‌ছি দাঁড়াও।

সাত। বিরাজ এখানে ময়ূরটো আছে দেখো।

মা। আর দিস্ নি, আর দিস নি, ও টল্‌ছে, বাবুকে ফেলে দেবে।

মামা। চুটিয়ে প্রেম কল্লেম বাবা।

বিরাজ। তুমি যে প্রেমিক পুরুষ, আজ জান্‌লেম।

গোব। বিরাজ, আরতি বাজাই? উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়।

বিরাজ। দাঁড়া না পোড়ারমুখো।

গোব। দেখ, আর পুরুতকে আরতি কর্ত্তে বল্, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়! সিদে বড় বুলি ধরেছে।

বিরাজ। থাম থাম, গোঁসাই দাদা ঠাকুর, কই, পাঁটা বলি ক'ল্লে না? ও মুখপোড়া, পাঁটা এনেছিস্?

গোব। ভয় কি বিরাজ!

প্যালা। গোঁসাইজি, সিন্দুরের টীপ দাও।

গোঁসাই। কার্ত্তিক-পুজোয় পাঁটা বলি কি—এক সসা-বলি—আর এক নর-বলি।

বিরাজ। আমার যেমন বরাত! চালচিত্তিরওয়ালা কার্ত্তিকের সাম্‌নে দুটো পাঁটা বলি হ'লো না?

প্যালা। ভয় কি বিরাজ! ব্যা—ব্যা, খাঁড়া নে এস।

বিরাজ। মা, মা, মিত্তিনদের বাড়ী থেকে দৌড়ে খাঁড়া নে আয়।

মা। ওরে, এত রাত্তিরে তারা কি দেবে রে বাছা!

বিরাজ। তুই ডাব কাটা দা-খানা নে আয়।

প্যালা। ব্যা—ব্যা।

সকলে। জয় মা চালচিত্তির।

১ম ইয়ার। খাঁড়া নিয়ে এস—খাঁড়া নিয়ে এস।

মা। বিরাজ, গোল বাধালি, বলি হ'তে দিস্ নি।

বিরাজ। বেটী প'বরি থানকী কি না?

মা। তুই সতীর মেয়ে, তুই চুপ মেরে বোস্, ও যে রক্তারক্তি ক'র্‌বে।

প্যালা। ব্যা ব্যা; বলি কর না বাবা, উঠে গি...

মা। বাবা, আর খাঁড়ায় কাজ নেই, এই ঝাঁটা-গাছটা নাও, আমি আল্‌তা গুলে আন্‌ছি, ঢেলে দিও, রক্ত হবে এখন।

১ম ইয়ার। বলি গোবর্দ্ধন, তুই কি নতুন রকম কল্লি বল্ দেখি? পাঁটা বলি ত ফিঃ দুর্গোৎসবে হয়, কার্ত্তিক বলি দিতে পারিস ত দেখি, একটা পূজো কল্লি বটে! আমি চট ক'রে মল্লিকদের বাড়ী থেকে খাঁড়াখানা আন্‌ছি।

মামা। সাতকড়ি, এ ঘরে আর দোর আছে, সটকে পড়ি। শালারা বল্‌ছে, কার্ত্তিক বলি দেবে।

সাত। ভয় কি, দু'গেলাস হুইস্কি খেয়েই তোমায় পিঠে ক'রে নে উড়্‌চি।

মামা। দেখ, খিড়কির পেছন-দোর দে আমায় পিঠে ক'য়ে নে বেরিয়ে পড়,বড় বেজায় মাতাল হয়েছে, গোব্‌রা গুওটা ভারী পাজী।

সাত। রাত ঢের হয়েছে, এখন আর হুইস্কি পাবে না, এইখান থেকে দু'গেলাস খেয়ে যাও।

প্যালা। ব্যা ব্যা, বাবা, ঘুমিয়ে পড়েছিলেম,কেউ ডেকে দিতে নেই? এ সব শালারাই যে প'ড়ে। ব্যা ব্যা; ওঠ্, শালারা ওঠ্।

সকলে। জয় মা চালচিত্তির, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

মা। হ্যাঁ বাপ্, হ্যাঁ, এই ঝাঁটাগাছটা নাও, কাটো।

সকলে। জয় মা চালচিত্তির। (বলি)

সাত। আর তোমায় পিঠে ক'রে থাক্‌তে পাল্লুম না, কাদা মাটিতে আমায় নাচ্‌তে হবে।

মা। এমন কি কারুর বলি হয় গা?

সকলে। (কাদামাটীর নৃত্য ও গীত)

ও মা চালচিত্তির, তুমি বেটী বেজায় পাঁটা-খোর।
কড়্‌মড়িয়ে হাড় ভেঙ্গে খাও
দাঁতের কি তোর জোর।
ময়ূর ময়ূর পেথম ধর পাঁটার নাড়ী খাও,
কার্ত্তিক দাদা মিটুলিটে নাও,
হাঁ কর ভাই কুল্‌কো যদি চাও,
ধ্যান্ডেশ্বরী দেখ তোমায় সবুর কর হ'লো ভোর,
যত চাও তত পাবে হয়ে থেকো নেশায় ভোর।

প্যালা। ব্যা ব্যা; চল, বিসর্জ্জন চল! দেখ, কার্ত্তিককে ময়ূরের সঙ্গে বাঁধ, আর গোঁসাইজীকেও জড়িয়ে নাও, নৌকো ক'রে বাচ্ খেলিয়ে ঢেলে দিও।

গোঁসাই। এ বিধি চৈতন্য-চরিতামৃতে নেই।

প্যালা। দেখ গোঁসাইজী, গোবর্দ্ধনের একটা কীর্ত্তি থেকে যাক, বাগ্‌বাজারের ঘাটে পাথর আছে; দুটি দুটি পাথর কার্ত্তিকের আর তোমার পায়ে বেঁধে, বাচ্ খেলাতে খেলাতে মাঝ-গঙ্গায় ছেড়ে দেব, টপ্ ক'রে ডুবে যাবে, কিছু ভয় ক'র না!

মামা। এ দিক্ দে আর দোর-টোর নেই?

গোঁসাই। বেল্‌কুল না।

মামা। বড় ফেঁসাদে ফেল্লে!

সকলে। উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

মা। বাবা, ভাসান কাল সকালে দিও, আজ সব শোও গে যাও!

মামা। কাল সকালে আমি আস্‌ব, এক রকম ক'রে বার ক'রে দাও।

সকলে। উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়। জয় মা চাল-চিত্তির।

মা। ওরে, সপ্তমীর পূজোর দিন বিসর্জ্জন দিবি কি?

সাত। মা, তুমি জান না, এ সংক্ষিপ্তসার পূজো, আমি আজ না ভাসান গেলে উড়্‌তে পার্‌ব না, আমি ফের কার্ত্তিক কাঁদে কচ্ছি; তোলো, উঠাও।

মামা। সাতকড়ি, তোর পায়ে পড়ি, পাটা ছেড়ে দে, শালারা এখনি গঙ্গায় চোবাবে, আমি মোটা মানুষ, সাঁতার জানি নে, টপ্ টপ্ ডুবে যাব।

সাত। আমি ময়ূর হ'য়ে উড়ে তোমায় কাঁধে ক'রে তুল্‌ব।

সকলে। বাঁধ বাঁধ, উরুর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়।

প্যালা। তোলো তোলো, ভাসান দে, গোবর্দ্ধন গেল কোথা?

মামা। শালারা সব মাতাল হয়েছে, মারি চোঁচা দৌড়।

গোব। কে বাবা তুমি কার্ত্তিক-পুরুষ! ফিরে চল, জম্‌কাল ভাসান দিতে হবে; মকির মা দুর্গা হবে বলেছে, নিরি লক্ষ্মী, গিরি সরস্বতী, কার্ত্তিক পাচ্ছিলুম না, তুমি আছ, গণেশ আমি আছি, হয় সাতকড়ে, নয় প্যালা সিঙ্গি, চল বাবা, আজ মজার তুফানে ভাসান যাই চল; মামা, তুমি বেড়ে কার্ত্তিক।

মামা। শালারা চিনেছে; বাবা, এই পায়খানা থেকে এসে তোমাদের সঙ্গে ভাসান যাচ্ছি।

গোব। মামা, তুমি ভাসান থেকে এসে পায়খানায় যেও, নয় ময়ূরের পিঠে পেট খোলসা ক'র; সাতকড়ি বড় সাদা লোক, তোমায় ঝাপ্‌টে ধ'রে গঙ্গায় উলে যাবে।

মামা। পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা!

(পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন প্রভৃতির প্রবেশ)

১ম পাহা। এ বাড়ীমে খুন হুয়া, হাম্ লোক জান্‌তা হ্যায়, নরবলি হুয়া।

মামা। না বাবা, সে ব্যাটা ঝাঁটা খেয়ে উঠে গিয়েছে, এখন আমায় ভাসান দেয়, তুমি সাম্‌লাও।

২য় পাহা। এ একঠো মাতোয়ারা হ্যায়।

মামা। বাবা, দু'গেলাস হুইস্কি খেয়েছিলেম বটে, ময়ূর চেপেই নেশা ছুটে গেছে, বাবা, ভাসানের ভয়ে পালাচ্ছি, জেলে দাও, গঙ্গায় চুবিও না বাবা।

১ম-পাহা। তোম্ খুন কিয়া।

মামা। কোন্ শালা কিয়া, বিরাজের মা ঝাঁটা মারা, আর আলতা গুলকে ঢাল দিয়া।

২য়-পাহা। তোম্ কোন্ হ্যায়?

মামা। বাবা, পিরীত করতে এসে ফ্যাসাদে প'ড়ে গেছি, ভোর রাত্ সাত্‌কড়ি ব্যাটার পিঠে ব'সে, দু'শো মশার কামড় সয়ে এখন বাবা প্রাণের দায়ে পালাচ্ছি।

১ম-পা। সাতকড়ি তোমারা কোন্ হ্যায়?

মামা। আমার চৌদ্দ পুরুষ হ্যায়, আর যে গোবর্দ্ধন যো হ্যায়, আমার বাবার বাবা হ্যায়, শালা যে এখানে আসে যায়, কোন্ শালা জান্‌তো। বাবা, নাকে খৎ, সাফ্ বেড়িয়ে যাচ্ছি। জমাদার সাহেব, পাগ্‌ড়ি কি দেখ্‌ছ?

বিরাজ। ওলো, কার্ত্তিক পালালো—কার্ত্তিক পালালো, ধর্ ধর্ ধর্! তোমার জন্যে নরবলি দিলুম, সপ্তমীতে দশমী করলুম, তোমার কি এই প্রেম? একবার না হয় গঙ্গায় বাচ্ খেলে ডুবতে। এখনও এস, বাচ্ খেল ত খেল; দেখ, তোমার সঙ্গে অন্য হিসেব নাই, বন্ধুত্ব হিসেবই আছে, তুমি যদি এ ব্যবহার কর, তা হ'লে ভাই, শুক্রবারের দিন আমাদের বাড়ীতে এস না। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, এক দিন না হয় গঙ্গা-জলে

মামা। দেখ, এই বিসর্জ্জনটা মাপ কর, তার পর বুকের রক্ত দিতে হয়, তোমার জন্যে দেব।

বিরাজ। এই বিসর্জ্জন গিয়ে এই শুক্রবারে আস্‌তে হয় এস, নইলে তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।

সার্জ্জন। দেখ চৌকিদার, এস্‌কো পাকড় লেও, বহুত পিরিতসে এস্‌কো বাত হোতা হ্যায়।

১ম পাহা। এ ত মহীন-বাবুকা মামা হ্যায়, হাম্‌কো তাজ্জব মালুম হুয়া, এ কার্ত্তিক হোকে নিক্‌লা।

গোবর। মামা মামা, শীগ্‌গীর এস; দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সব পাওয়া গিয়েছে, এক চোরা আর সিঙ্গি। তুমি সিঙ্গি সাজ, আমি চোরা হয়ে দাঁড়াই।

প্যালা। কিছু ভেব না, কিছু ভেব না, চোরা পেয়েছি।

মা। ও মা, কি সর্ব্বনাশ, গোঁসাই আবার টিকি ধরেছে।

বিরাজ। ঐ আরতির বাজনা বেজেছে, নইলে তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা।

মামা। বিরাজ, আমায় জলে ফেলবে না ত?

বিরাজ। দেখ ভাই, একবার ভাসানে তোমায় যেতেই হবে। জলে চোবাক্ আর না চোবাক্।

সকলে। উক্কর্ ঠাকুর বিসর্জ্জন যা[illegible]

গোব। সিঙ্গি পাওয়া গিয়েছে, মামা, মামা, তোমায় কার্ত্তিকই হ'তে হবে।

মামা। বাবা, ঐ কাজটা আমায় মা[illegible]র্ত্তে হবে।

গোব। মামা, খুন-খারপী হব। [illegible]ন না কার্ত্তিক সাজ্‌লে আমার বিসর্জ্জন হবে [illegible]

সকলে। উক্কর ঠাকুর বিসর্জ্জন [illegible]।

গোব। মামা পাঁচ ইয়ারের অনুরোধ এড়াতে পারব না, চালচিত্তিরের খোঁটায় বেঁধে তোমায় বিসর্জ্জন দিতেই হবে।

মামা। (ভেউ ভেউ রোদন)।

গোব। মামা, কাঁদ আর যাই কর, তোমায় ভাসান যেতেই হবে।

মামা। বাপ রে, আমি তার জন্যে কাঁদি নি; আমি মরব, আর ঐ যে অষ্টমীপূজোর দিন প্রেমদাস গোঁসাই সংকীর্ত্তনে নাচ্‌বেন, এ আমার প্রাণে সইবে না।

গোব। ওর বাবার সাধ্যি কি নাচে, আজই ওকে ভাস্‌ন দেব।

গোঁসাই। চৈতন্যচরিতামৃতে নেই।

প্যালা। (গোঁসাইজির টিকি ধরিয়া টান)

গোঁসাই। নিত্যানন্দ-বিলাসেও নেই, টিকি ছাড়।

প্যালা। টিকি ছাড়লে চোরা পাই কোথা বল?

বিরজা। গোঁসাই দাদাঠাকুর, তোমার পায়ে ধচ্ছি, আজকের রাত্‌টার মতন চোরা হয়ে আমার মান বাঁচাও।

গোব। দেখ মামা, তোমার ভাগ্‌নে-বউ আস্‌তে বলেছে শুক্রবারের দিন তোমার মনের কি কথা বুধবারের দিন ব'লে যেও।

বিরাজ। দেখ পাঁচ ঝঞ্ঝাটে ছিলুম, একবার না হয় কার্ত্তিক কি সিঙ্গি বিসর্জ্জনই যাও না?

মামা। থিয়েটারের সিঙ্গি?

বিরাজ। আবার সিঙ্গি কোথায়? তুমি কি সত্যি সিঙ্গি হবে?

মামা। আমি পার্‌ব না, সাফ্‌ কথা।

গোব। পার্‌বে না কি, পার্‌বে না ব'ল্লেই পার্‌বে না, উঠাও।

গোঁসাই। টিকি ছেড়ে দে বাবা, বাপের সুপুত্তর হয়ে ভাসান যাচ্ছি।

সকলে। জয় মা চালচিত্তির, উঠাও, বাজা বাজা, উল্লুক্‌ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়।

(মিলিটারি লেডী-ব্যাণ্ডের প্রবেশ)

(গীত)

মিলিটারি লেডী-ব্যাণ্ড সখের।
সৌখীন সব পেট্রণ, চাঁদা দেছে ঢের।
ছড়ি টানি নয়না হানি এমন কে আছে,
এটানে যাবে যে বেঁচে,
মোহিনী তান শুনে কে ফেরে না পাছে—
সখের মিলিটারি নারী সখের লোকের কদরের॥

সকলে। জয় মা চালচিত্তির, উঠাও! বাজা বাজা, উল্লুক্‌ ঠাকুর বিসর্জ্জন যায়!

যবনিকা পতন।

সভ্যতার পাণ্ডা।

(পঞ্চরঙ্গ)

চরিত্র।

পুরুষ।

পুরাতন বর্ষ, নূতন বর্ষ, নীলাকান্ত, পুরোহিত, ছিষ্টিধর, শশীভূষণ, দিনু, নসে,
বস্তিনাথ, ওল্ডইয়ার, নিউইয়ার, ক্রিস্মাস্, বিডার, সেলমাষ্টার, রাইটার,
বুক্‌কিপার, ক্ষুদেবর, যুবাবর, বরগণ, বেহারা, ক্রায়ার, ষড়ঋতুর
নায়কগণ, ষড়ঋতুর রঙ্গদারগণ, বিউগেলওয়া
হ্যাণ্ডবিলওয়ালাগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সভ্যতা, ভবতারিণী, বিশেশ্বরী, কুমুদিনী, কুলাঙ্গনাগণ,
ষড়ঋতুর নায়িকাগণ, ষড়ঋতুর রঙ্গিনীগণ,
ফিমেল---ক্রেতাগণ, বৃদ্ধা, ইত্যাদি।

অন্যান্যগণ

কিপার-কিপারেস্, বৃষ-গাভী, গর্দ্দভ, বানর-বানরী, [illegible]
হাড়গিলে, ভালুক-ভালুকী, ইত্যাদি
পরীগণ।

প্রথম দৃশ্য।

—•—

সভ্যতার বাটী।

সভ্যতা।— (গীত।

আমার মুখে হাসি চোখে ফাঁসি ভুবনমোহিনী।
মাদকতা প্রবঞ্চনা চিরসঙ্গিনী ॥
অনাচার আমার কণ্ঠহার,
দাসী হ'য়ে চরণ-সেবা করে ব্যভিচার,
আমি মধুমাখা কথা কয়ে, আগে ভোলাই কামিনী ॥
হৃদাসনে সযতনে পূজি অহঙ্কার,
সে যে প্রাণপতি আমার,
আমার হৃদয়-রতন, যতনের ধন,
জোর করি ত তার,
আমি তার গরবে গরবিনী আদরে আদরিণী ॥

(পুরাতন বর্ষের প্রবেশ)

সভ্যতা। গুডমর্ণিং ওল্ড ইয়ার! নিউ ইয়ার কে হবে, কিছু ঠিক কর্‌লে?

পু-বর্ষ। আজ্ঞে আপনি দেখে শুনে নিন্, মনের মত তো কারুকে [illegible] নব্বই সাল, একানব্বই, বিরানব্বই, [illegible] সাল যে সকল বঙ্গের উন্নতি [illegible], তার ত আর তুলনাই [illegible] বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্য-বিবাহ [illegible] আ্যাক্ট প্রভৃতি মহা মহা [illegible] করে গিয়েছেন। আমি যথাসাধ্য [illegible], রোদ, বৃষ্টি, হিম সয়ে, সে সকল কীর্ত্তি যে বজায় রাখতে পেরেছি, আজও যে আপনার নামে কলঙ্ক অর্পণ করিনি, এইতেই আপনাকে ধন্যবাদ দি। কাজে আন্‌তে পারি বা না পারি, হিঁদুর ডাইভোর্স-আ্যাক্ট সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করেছি।

সভ্যতা। না, তুমি খুব উপযুক্ত! খুব উপযুক্ত!

পু-বর্ষ। এখন আমার দারুণ চিন্তা হয়েছে, কে যে পঁচানব্বই সালত্ব গ্রহণ করবে, তা কিছু ঠিক কর্ত্তে পারছিনে; দেখ্‌ছি সব ছেলেমানুষ, এ হিন্দু ডাইভোর্স-আ্যাক্ট যে চলিত কর্‌তে পার্‌বে, এমন ত আমার ঠেকে না।

সভ্যতা। দ্যাখ, তুমি ভেব না, এই তুমিও তো ছেলেমানুষ ছিলে, তোমায় আমার সম্মান কে শেখালে! আমারি তো সহচরীরা,—প্রবঞ্চনা, মাদকতা, অনাচার, ব্যভিচার, এরাই তো তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছে! ওরির ভেতর একটা সেয়ানা সট্ট ছোঁড়া দেখে নাও।

পু-বর্ষ। একটা ছোঁড়া নিতান্ত মন্দ নয়. সে যা যা ক'র্‌বে বল্‌ছে, যদি পারে, ছোঁড়াটা নাম রেখে যাবে, কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না। সে সব ফটোগ্রাফ্ এনেছে চমৎকার চমৎকার; বল্‌ছে, সে এই সব পার্‌বে।

সভ্যতা। তুমি এ সব অবিশ্বাস ক'র না। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা কি কাজ না করে গেছেন, আর তুমিই বা কি না কর্‌লে? এ কি কেউ সম্ভব ভেবেছিল, হিঁদুতে মুর্‌গী খাবে? বামুন খৃষ্টান হবে? কুলের বধূ মেম সেজে হাওয়া খাবে, পূজায় সাহেবের খানা হবে, বাপ-ব্যাটায় গার্ডন পার্টি কর্‌বে, বেশ্যার সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ করে দেবে, বাপ-মাকে পৃথক্ কর্‌বে? তুমি তো সব জান, তোমায় আর কি বল্‌বো! আর ধর না, তুমিই যখন ফটোগ্রাফ দেখিয়েছিলে, তিরানব্বই সাল কি না বলেছিল? যে, 'ও ছেলেমানুষ পেরে উঠবে না।' তুমি হিন্দু ডাই-

ভোর্স অ্যাক্ট কল্পনা কর্‌লে, আর যার বাড়া নাই, রামায়ণ মহাভারতকে অশ্লীল প্রমাণ কর্‌লে।

পু-বর্ষ। তা পারে ভাল। দেখুন, ঐ আসছে, আমি বুড় হয়েছি, শীতে আর দাঁড়াতে পারছিনে, এই ক'টা দিন কাজ কর্‌ছি, পয়লা থেকে আমায় ছুটী দেবেন।

সভ্যতা। অবিশ্যি। কালগর্ভে তোমার জন্ত যশের মন্দির হয়েছে, পেনসন্ নিয়ে সেখানে গে বিরাম ক'রো। তবে যদি কখন কোন নূতন বৎসরে তোমার কীর্ত্তির কোন নজীর দরকার হয়, তা এক একবার এসে সাক্ষী দিয়ে যেও।

পু-বর্ষ। তা আমায় সাক্ষী দিতে আস্‌তে হবে না, রাজবাড়ী থেকে কুটীর পর্য্যন্ত আমার নজীর পড়ে আছে, আমার শীল মোহর করা। তা অনুমতি হয় তো আসি।

সভ্যতা। ছাখ, এই ক্রষ্টমাস আস্‌ছে, এই কীর্ত্তি রেখে যাবার দিন, এ সময় আলিস্যি ক'র না।

পু-বর্ষ। হাঁ, তা কি হয়।

সভ্যতা। গুড্‌ডে।

[পুরাতন বর্ষের প্রস্থান।

(নূতন বর্ষের প্রবেশ)

নব-বর্ষ। গুডমর্নিং লেডি!

সভ্যতা। তুমি কি নূতন সাল হবার প্রার্থনা কর?

নব-বর্ষ। ইয়েস্, এঁবং, নিশ্চয়, জরুর! আমার এই চারখানা ফটোগ্রাফ দেখুন। এম্‌নি কাজ ক'রে যশের মন্দিরে গে শোব, ইচ্ছে ক'রেছি! এর সজীব ছবি আমার আছে, দেখতে চান্, দেখবেন্ আসুন।

সভ্যতা। এ সব তুমি পার্‌বে?

নব-বর্ষ। আজ্ঞে হাঁ। না পারি, কাজ দেবেন না। চুরানব্বই আমায় বিশ্বাস করছেন না, আচ্ছা, উনি দেখুন, ওঁর চক্ষের উপর দেখাই। আমি নাম চাই নি, এই ক্রষ্টমাসেতে ওঁর কদ্দূর মুখ উজ্জ্বল করি।

সভ্যতা। আচ্ছা, তুমি কাজ আরম্ভ কর। এক একটা কাজ করে আমায় খবর দিও, আমি দেখে নেবো। যাও, কাজে যাও।

নব-বর্ষ। যে আজ্ঞে।

[সভ্যতা ও নববর্ষের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

চৌরঙ্গীর রাস্তা।—বেঙ্গল [illegible]বের সম্মুখ।

(এক জন বিউগেল ও দু[illegible]ন হাণ্ডবিল লইয়া প্রবেশ

বেউ-বাদক। ক্রষ্টমাসের দিন সাতপুকুরে বরে নীলেম হবে। যে যেমন চাও, তেম্নি পা[illegible] এই হাণ্ডবিল নিন, আর গান শুনুন, [illegible] গাই।

(গীত)

হবে নূতন নীলেমে, নূতন বরের আমদানী।
হররকম বর পাওয়া যাবে, বড় খুব বাচকানী॥
বিকুবে হায়েষ্ট বিডা[illegible],
ক্যাসপ্রাইসে পাবে না [illegible]রে,
পয়সা ফেল, হাত ধরে না[illegible] যারে,
হররকম প্যাটেনের [illegible]ন,
যে প্যাটনে নাই এ[illegible]নি॥
আড়ংছাটা, টেরিকাটা ফিট,
ফ্যাসানেবল্ ড্রেসকরা নিট্',
সভ্য ভব্য ব্রেক করা টিট্,
হবে না সিক অর সরি, আড়লে দিও চাবকানী॥

(হাণ্ডবিলওয়ালার হাণ্ডবিল পাঠ)

১ম হাণ্ড।—নিউ অক্‌সন! নিউ অক্‌সন!!
নিউ অক্‌সন!!!
সেভেন্ ট্যাঙ্কস্ ভিলা!
এক্‌স মাস্ ডে—টোয়েন্টি ফিফ্‌থ্ ডিসেম্বর,
এইট্টিন্ নাইন্টি ফোর,
টু বি সোল্ড টু দি হায়েষ্ট বিডার,
ফার্ষ্ট ক্লাস ব্রাইড-গ্রুমস্!

ওয়েল ড্রেষ্ট, সিভিলাইজড-ডোসাইল, এণ্ড টেম!
কাম্ ওয়ান্ এণ্ড অল্!
নূতন নীলেম! নূতন নীলেম!! নূতন নীলেম!!!
সাতপুকুর-বাগানে।
বড় দিন ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ সাল।
হায়েষ্ট বিডারে বিক্রি!
প্রথম শ্রেণীর ভাল বস্ত্র! ভাল পোষাক!
সভ্য—নিম্ন পোষমানা!
এস একজন ও সকলে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

ভবতারিণীর বাটী।

(ভবতারিণী ও বিশ্বেশ্বরীর প্রবেশ)

ভব। এস এস, অনেক দিনের পর দেখা হ'ল। পাঁচ ঝঞ্ঝাটে আর হাওয়া খেতে যেতে পারি নি, যাওয়াও হয় না, তবে কি মনে করে?

বিশ্বে। ভাই, নেমন্তন্ন কর্ত্তে এসেছি।

ভব। কি, পার্টি টার্টি কি কিছু আছে নাকি?

বিশ্বে। না, তা নয়, কন্যাযাত্রের।

ভব। বে কার?

বিশ্বে। কেন, কিছু শোন নি? বক্তৃতাও পড়নি? এড্ভারটাইজমেণ্টও দেখনি?

ভব। আর ভাই, পাঁচ ঝঞ্ঝাটে কি আর কিছু দেখ্তে শুন্তে পাই? হাওয়া খেতে তো যেতে পারিই নি. একদিন বে জিমন্যাসিয়েমে যাব, তাও হয়ে উঠে না। কার বে?

বিশ্বে। আমার।

ভব। বটে বটে, ইস্ তাই তো!

বিশ্বে। তোমায় ভাই যেতেই হবে।

ভব। ভাই, তাই তো ভাবছি!

বিশ্বে। না, ও ভাবছি না।

ভব। আমার কি ভাই অসাধ? আমি তোমার কোন্-বে'তে কন্যাযাত্রী যাই নি বল? প্রথমকার বেতে বাসর জাগি, দ্বিতীয় বেতে তেরাত্তির ছিলুম, যদি না ঝঞ্ঝাটে পড়তুম, তুমি জোড়ে ফিরে আসা অবধি তোমাদের বাড়ীতে থাক্তুম। তুমি কি ভাই আমার পর?

বিশ্বে। এত ঝঞ্ঝাটটা কিসের বল দেখি?

ভব। সে কথা আর তোমায় কি বল্‌বো বল! এই ভোরে ওঠা, টিথ বুরুস দিয়ে দাঁত মাজা, গোষলখানায় যাওয়া, ছোট হাজরে বড় হাজরে খাওয়া—কর্ত্তার সঙ্গে বসে খেতে হয়, কর্ত্তা একলা খায় না—টিফিন, ডিনার, তিনবার ড্রেস করা, তারপর মেয়েকে বৌকে পড়ান।

বিশ্বে। কেমন, শিখ্ছে কেমন?

ভব। মেয়ে আমার পেটের, বিয়ে পাস করেছে। রাইডীং, বক্সীং, জিমন্যাসটিক্ পর্য্যন্ত শিখেছে! তবে বৌটা মানুষ হ'ল না। আমি বারণ করে-ছিলুম যে, ছোট ঘরের মেয়ে এন না, কর্ত্তা শুন্‌লে না। সে সেই আইবুড়ীর মত ঘোম্‌টা দেবে, ছেলের সঙ্গে বেড়াতে যাবে না, ঘোড়া চড়বে না, গাউন পরবে না, দু'পাত ইংরেজিও পড়বে না।

বিশ্বে। তবে তো বউটা ব'য়ে গেল।

ভব। তা গেল বই কি! আসুক, ছিষ্টিধর বিলেত থেকে আসুক, বল্‌ছে, মেম বে করে আসবে। তদ্দিনে ডাইভোর্স অ্যাক্টও পাস হবে, উরির মধ্যে দেখে শুনে বৌটার একটা বে দেব।

বিশ্বে। দেখ, ঘর-ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্ম তো আছেই, কাল একবার ফুরসুত করে শুভদৃষ্টির সময় গিয়ে দাঁড়িও।

ভব। ভাই, একটু ফুরসুত নেই, কাল কর্ত্তার শ্রাদ্ধ।

বিশ্বে। সে কি? আসবার সময় তো দেখলুম, তিনি গাড়ীতে উঠেছেন।

ভব। হাঁ ডেথ্ রেজেষ্ট্রী কর্ত্তে গেল।

বিশ্বে। বটে! তোমার কি বে দেবেন?

ভব। না, তা না। কি জান, ছিষ্টিধর পরশু মেলে বিলেত যাবে, ঘেসেড়াগিরী শিখবে! কাজটা বড় শক্ত, ব্যারিষ্টারী ডাক্তারী নয় যে দু এক বছরে হবে, এসে ঘেসেড়ার অফিস খুলবে। সেখানে অন্ততঃ বছর দশেক শিখতে হবে,অ্যাদ্দিনে কর্ত্তার ভালমন্দ হোক, শেষ কি ব্যাটা থাক্‌তে ব্যাড়া-আগুনে পুড়বে, না জ্ঞাতে শ্রাদ্ধ করবে? তাই পুরুৎ-ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন, আজ ছিষ্টিধর মুখ-অগ্নি করে কাচা নিয়ে থাকবে, কাল্ সকালে শ্রাদ্ধ ক'রে পরশু মেলে উঠবে।

বিশে। বটে? তবে ভাই আর তোমার কি বল্‌বো।

ভব। তোমারও বে শুন্‌ছি তোমায়ই বা কি বল্‌বো! তা নৈলে একবার শ্রাদ্ধটাদ্ধ দেখে যেতে। তা সকাল সকাল তো বে চুকে যাবে, একবার তোমার নিউ ডিয়ারকে নিয়ে এদিকে আসতে পার্‌বে না?

বিশে। দেখি কদ্দুর হয় বল্‌তে পারি নি।

ভব। হাঁ ভাল কথা মনে হলো, কর্ত্তা ডেথ রেজিষ্টারী করে এলেই আমার কাঁদতে হবে; কখনো ত স্বামী মরেনি, কি করে কাঁদতে হয় জানিনি, অসভ্য কান্নাও কাঁদতে পারবো না

বিশে। ও সোজা। আমার স্বামী মর্‌তে রুমালে একটু অডিকলোম দিয়ে মুখে দিলুম। অডিক-লমের ঝাজে চোক দে জল পড়তে লাগলো, আর ফোঁপাতে লাগলুম।

ভব। থ্যাঙ্ক ইউ! বড় বাধিত হলেম!

বিশে। তবে ভাই এখন চল্‌লুম। আমার দাঁড়াবার জো নেই, এখনি ক'নে দেখতে আসবে।

ভব। একটু দাঁড়াও আর একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। কর্ত্তা বল্‌ছে যে মরণ-বাচনের কথা তো কিছু বলা যায় না, এক সঙ্গে মুখ-অগ্নিটা করে রাখবে।

বিশে। তা মুখ-অগ্নি কর করবে; খবরদার, শ্রাদ্ধটি কর্ত্তে দিও না।

ভব। কেন বল দেখি,—কেন বল দেখি?

বিশে। না, আর একটা বে আগে হোক্।

ভব। তেমন কি কপাল দিদি—তেমন কি কপাল! কর্ত্তা কি আর সত্যি সত্যি মর্‌তে পারতো না, তা কৈ, রাজী হয় কৈ! ছুটো বে আমার বরাতে নেই, আমি বুঝেছি।

বিশে। কেন, কর্ত্তার শ্রাদ্ধ হলেই তুমি বে করতে পারবে, আইনে বাধবে না।

ভব। তা তুমি বে-থা ক'রে এসো, এ গোলমাল্‌গুলো চুকে যাক্, তারপর যা হয় পরামর্শ কর্‌বো।

বিশে। তবে আসি?

ভব। এস দিদি, এস।

[বিশেশ্বরীর প্রস্থান।

এই যে, কর্ত্তা আসছেন!

(নীলাকান্তের প্রবেশ)

কি গো। এত দেরি?

নীল। কি করবো বল, রেজিষ্টার ব্যাটা আহাম্মক্, কোন রকমেই রেজেষ্ট্রী কর্ত্তে চায় না। আর সে ব্যাটার যে কথা— কে মরেছে, কিসে ম'লো, ব্যাটা যখন চোট্‌পাট্ শুন্‌লে, তখন থ হয়ে রৈল।

ভব। তুমি কি বল্লে,—তুমি কি বল্লে?

নীল। বল্‌লুম, আমি মরেছি, চুরট খেয়ে।

ভব। তা এইতে এত দেরি?

নীল। না, আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন করে এলুম, ছিষ্টিধর বলেছে, শ্রাদ্ধের পর গার্ডেন পার্টি হবে।

ভব। বল কি! তবে আমারো তো দু-পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে বল্‌তে হবে, আমি এই বেলা বেরিয়ে পড়ি

নীল। দাঁড়াও, পুরুৎ ঠাকুর আসুন, তিনি বলেছেন তোমার মুখ-অগ্নির পর তোমার শ্রাদ্ধ ব[illegible] থাকবে না।

ভব। তুমি কি আমারও ডেথ রেজেষ্ট্রী করে এসে[illegible] নাকি?

নীল। করলুম বৈ কি! এবারে বড় রেজে[illegible] ষ্টার ব্যাটা জব্দ হ'ল। মুদ্দফরাশকে কিছু দি[illegible] একটা কলেজের মুদ্দর্ দেখিয়ে বল্লুম, "এই আমা[illegible] স্ত্রী।"

ভব। ছিঃ, তুমি বড় অসভ্য! আমি চল্লুম, আ[illegible] কাটিয়ে আসি গে, আমি কি ওম্‌নি অসভ্যমর মরবো?

নীল। তুমি আমায় তেম্‌নিই পেলে বটে! দে[illegible] এস গে, এখনো লাস জলে নি, আগে গাউ পরিয়ে তবে লাস দেখিয়েছি।

ভব। তাই তো বলি, তাই তো বলি, তুমি কি এম অসভ্য কাজটা কর্‌বে!

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। কি গো! তুমি আবার কি অমত করছো মুখ-অগ্নির পর কি শ্রাদ্ধ বন্ধ থাকে? শ্র[illegible] কর্ত্তেই হবে।

ভব। তা যা ভাল বোঝেন, কিন্তু আমার এক বন্ধুর বড় অমত, সে বলে, আর একটা বে'র তবে তোমার শ্রাদ্ধ ক'রো।

পুরো। তা শ্রাদ্ধের পরও বে চলবে।

ভব। তা হ'লে আর আমার আপত্তি নেই।

পুরো। তা এস. ছিষ্টিধর আসছে, মুখ-অগ্নিটা[illegible]

সেরে যাই। ভাবছি, আজ রাত্রেই শ্রাদ্ধটা সারবো। কাল আবার একটা বে দিতে হবে।

(ছিষ্টিধরের প্রবেশ)

ছিষ্টি। বাবা! বাবা! প্যাসেজ এন্‌গেজ ক'রে এলুম।

ভব। পুরুৎ-ঠাকুর বলছেন, আজই তোমায় শ্রাদ্ধটা সারতে হবে।

ছিষ্টি। বেস কথা, কাজটা সেরে রাখাই ভাল। পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার কাল ফুরসুৎ পাব।

পুরো। তবে মুখ-অগ্নি করবে এস।

ছিষ্টি। এইখানেই হোক্ না, আমার ঠেঁয়ে লুসিফার ম্যাচ আছে।

পুরো। তবে দু'ট জ্বালো, দু'জনের মুখে দাও।

(ছিষ্টিধরের তথা করণ)

তবে কাচা গলায় দিয়ে বাইরে এস।

ছিষ্টি। আর কাচা গলায় দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে কালো ফিতে আছে।

পুরো। ওঃ! "উদ্যোগী পুরুষো সিংহ," এমন নৈলে ব্যাটা? তবে বাইরে এস, শ্রাদ্ধটা সেরে যাই। তোমাদের আর কি, মুখ-অগ্নি হোয়ে গিয়েছে, যে যার কাজে যাও। ব্রাহ্মণ-ভোজনের উজ্জুগ কর গে।

[পুরোহিত ও ছিষ্টিধরের প্রস্থান।

নীল। গিন্নি, একটা কথা ভাবছি।

ভব। আমিও ভাবছি।

নীল। কি বল দেখি?

ভব। তুমি বল দেখি?

নীল। ভাবছি, ফ্যান্‌সি বাজারে যাব।

ভব। ভাবছি বরের নীলেমে যাব।

নীল। বরের নিলেমে যাবে কি কত্তে?

ভব। তুমি ফ্যান্‌সি বাজারে যাবে কি কত্তে?

নীল। তুমি কি বর কিন্‌বে?

ভব। হুঁ। তুমি কি ক'নে কিন্‌বে?

নীল। হাঁ।

ভব। বেশ কথা।

নীল। বেশ কথা। তবে এস, দু'জনে কাঁদি।

ভব। নাও, এই এসেন্স চোখে দাও।

(উভয়ে রোদন)

নীল। হোয়েছে?

ভব। অনেকক্ষণ। আমি চোখের রুমাল খুলেছি।

নীল। আবার কি ভাবছো?

ভব। ভাবছি, আইনে বাধবে কি না।

নীল। না, বাধবে না, ডেথ রেজেষ্ট্রী হোয়ে গিয়েছে।

ভব। ঠিক্!—গুড বায়।

[উভয়ের সেক্‌হ্যাণ্ড ও প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ওল্ডকোর্টহাউসষ্ট্রীট

বা

লালদিঘীর ধারের রাস্তা।

কুলাঙ্গনাগণ— (গীত)

ফ্যান্সি হোয়েছে যাব ফ্যান্সি বাজারে।
ফ্যান্সি ধাঁজে, ফ্যান্সি কাজে,
ফ্যান্সি বাহারে॥
ফ্যান্সি আছে যার,
দেখতে যাবে সে ফ্যান্সি বাজার,
ফ্যান্সি দরে কিনে নেবে ফ্যান্সি ফুলের হার,
ফ্যান্সি কার্পেটের জুত দেব ফ্যান্সি হয় যারে।
ফ্যান্সি হেসে কেউ যদি সই ফ্যান্সি কথা কয়,
ফ্যান্সি চোকে দেখবো চেয়ে ফ্যান্সি যদি হয়,
ফ্যান্সি নৈলে নয়,
ফ্যান্সি প্রাণে সয় কি লো সই,
যে না ফ্যান্সির ধার ধারে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

বিবাহের সভা।

(সর্ব্বেশ্বর, শশিভূষণ ও দিনুর প্রবেশ)

সর্ব্বে। মশায়, নসিরাম বাবুর মাতুল ?

শশী। আজ্ঞে হাঁ, আর ইনি আমার বন্ধু।

দিনু। ইনি ব'ল্লেন, চল, কন্ডে দেখে আসি, এলেম সঙ্গে। পাত্রীটি আপনার কে মশাই ?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, আমার পরিবার।

শশী। ও হে, কি বলে কি ?

দিনু। আরে, কথার ভাব বোঝ না, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে দাও। উনি বলছেন, আমার পরিবারস্থ। তবে বুঝি, পাত্রীটির পিতা নাই ?

সর্ব্বে। আজ্ঞে না, তিনি আজ ত্রিশ বৎসর পরলোক-গমন করেছেন।

শশী। ও হে, কি বলে, কি এ ?

দিনু। তুমি বৈবাহিক, তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'চ্ছেন। আমরা ও সব বুঝি। মশাই, এ সব আয়োজন কি দেখতে পাচ্ছি ?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, নান্দীমুখের আয়োজন।

দিনু। দেখ শশিভূষণ, আমি বুঝতে পেরেছি, ইনিই তোমার বৈবাহিক। লোকটা দেখছি সুরসিক, তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'চ্ছে।

সর্ব্বে। আপনি কি বল্‌ছেন মশাই ? পরিহাস ক'র্‌ছি কি ? নসিরাম বাবু আপনাদের কিছু বলেন নি ?

দিনু। নসিরাম আমাদের কন্যা দেখতে পাঠিয়েছে। তা যাক্, ও সব কথা যাক্, কন্যাটির পরিচয় কি মশাই ?

সর্ব্বে। পরিচয় অতি আশ্চর্য্য। ইনি বিন্দাবন বিশ্বাসের কন্যা, তিরিশ বছরে বিধবা হন, আজ দশ বৎসর আমার প্রণয়িনী, আজ শুভ দিনে নসিরাম বাবুর হস্তে অর্পণ কর্‌বো।

শশী। ওহে দিনু। বলে কি ?

দিনু। মস্করা কচ্চে। মস্করা কচ্ছে। বোধ হয় পাত্রীটি এঁর শালী টালি হবে। তা বেশ মশাই, পাত্রীটি আনুন।

সর্ব্বে। তিনি আস্‌ছেন।

(বিশ্বেশ্বরী ও কুমুদিনীর প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

যোজ-পক্ষের ভাতার ইটি চমৎকার।
আমার হাফ সেয়ার, আর হাফ সেয়ার পেয়েছে
এই মাইডিয়ার সিস্টার॥
এম্নি ভাতার পেলে পরে পর,
বছোর বছোর সাজবো ক'নে, পাব নতুন বর,
গুণের নিধি ভাতার খুব জবোর,
এমন মুরুব্বি ভাতার আর কি আছে কার।
ভাতারের শুধবো কিসে ধার॥

দিনু। দেখছো দেখছো, বলেছিলেম, এঁরা সব সুরসিক লোক, এ দুটি কি নর্ত্তকী ?

সর্ব্বে। কি! এঁরা আমার পরিবার।

দিনু। তা বটে।

শশী। ও দিনু! আজ বিভ্রাট দেখছি।

দিনু। আঃ ছিঃ! তুমি মস্করা বোঝ না ?

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার!

বিশ্বে। হাফ্ ডিয়ার!

সর্ব্বে। ইনি তোমার মামাশ্বশুর, এঁর সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড কর।

বিশ্বে। গুডমর্ণিং! আর হাফ্ ডিয়ার, ইনি কে ?

সর্ব্বে। উনি ওঁর বন্ধু।

কুমু। সিস্‌টার ডিয়ার!

বিশ্বে। সিস্‌টার ডিয়ার!

(উভয়ের আলিঙ্গন)

শশী। ওহে দিনু চলো, বড় বিভ্রাট!

দিনু। দাঁড়াও দাঁড়াও, অভিনয়টা দেখি। এ দুটি কি থিয়েটার থেকে আনা হয়েছে ?

সর্ব্বে। কি! আমার পরিবারের সাম্‌নে অশ্লীল কথা আপনি উচ্চারণ করেন ?

শশী। কেন মশাই, থিয়েটার কি অশ্লীল কথা হলো ?

সর্ব্বে। খুব অশ্লীল! আপনি যদি নসিরাম বাবুর মাতুল না হতেন তো টের্‌টা পেতেন।

দিনু। শশী বুঝলে, এও একটি অ্যাক্টার।

সর্ব্বে। মশাই বড় শক্ত শক্ত বলছেন আমায়।

দিনু। না বাপু না, নাচ-গাওনা কি কর্‌বে কর। ওগো বাছারা, তোমরা অভিনয় সুরু কর।

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার! আমি এ উজবুকের কথায় খুব রাগছি।

বিশ্বে। রেগো না প্রাণনাথ, রেগো না।

সর্ব্বে। আচ্ছা রাগবো না, আমি গম্ খেয়ে বসি।

দিনু। হ্যাঁ বাছা, তোমাদের পালাটা কি?

বিশ্বে। বিবাহ পালা।

শশী। ওহে, পালাই চলো। বুঝছো না, এই বেটীই ক'নে।

বিশ্বে। পালাবেন কেন? যদি অনুগ্রহ করে এসেছেন, বে দিয়েই ঘরে নিয়ে চলুন।

(নেপথ্যে ঐক্যতান বাদন)

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার! বুঝি তোমার বর আস্‌ছেন।

কুমু। উলু—উলু—উলু—উলু—

দিনু। হ্যাঁ গা, এঁর এ বেশ কেন?

সর্ব্বে। উনি ঘোড়ায় চড়তে যাবেন।

দিনু। ইনি কি সার্কাস করেন?

সর্ব্বে। ছোট ডিয়ার! খুব রাগছি।

কুমু। তুমি ভারি ষ্টুপিড, তাই রাগছো। আমি তো সার্কাস কর্‌বোই, তবে সিস্‌টার ডিয়ারের বে, এই জন্যেই এতক্ষণ বাড়ীতে আছি।

(নসের প্রবেশ)

শশী। ও দিনু! এ যে আবাগের ব্যাটা নসে হে!

দিনু। বাঃ বাঃ! বর ঠিক সেজেছে!

শশী। আরে সেজেছে কি? সেই আবাগের বেটা দেখচ না?

নসে। হাজরা মশায়! ক'নে তো দেখিয়েছেন, শীগগির সম্প্রদান করুন।

দিনু। ওহে শশী! আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

শশী। আর বুঝবে কি, আমার গুষ্টির পিণ্ডি! ও বেটা এ বুড়ীকে বিয়ে ক'র্‌বে, তবে ছাড়বে! ও আবাগের বেটা! তুই এই মাগীকে বিয়ে কর্‌বি নাকি!

নসে। মামা, তার আর সন্দেহ রাখ?

দিনু। ও বাবু, ও হাজরা মশায়! এখন আমি সব বুঝেছি। তুমি বড় মাগটির বে দেবে? আর ছোটটির?

কুমু। আমি বরের নীলেম থেকে একটা দেখে শুনে নিয়ে আসবো।

দিনু। ও বাছা, এ দিকে এস তো, এ দিকে এস তো! বরের নীলেমটা কি শুনি?

নসে। দেখতে যাবেন, আপনাকে টিকিট দেবো।

শশী। ঐ নসে বেটা নীলেম করেছে। আমি বলি, কিসের নীলেম!

দিনু। তবে চল আর কি, চূড়োন্ত হ'লো।

নসে। মামা যেও না যেও না, আর বেশী দেরি নাই, উনি পাঁচ মিনিটের ভেতর নান্দীমুখ সেরেই কন্যা সম্প্রদান করবেন। এই যে পুরুৎ মশাই এয়েচেন।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

দিনু। মশায় বুঝি এই বিবাহের পুরোহিত?

পুরো। কেন, আপত্য কি?

দিনু। এ রকম বিবাহ আর কটি দিয়েছেন?

পুরো। আপনি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করছেন? আমায় চেনেন্ না, আমি স্মৃতিরত্ন, নূতন স্মৃতি ক'রেছি, তাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে যে, কন্যা সম্প্রদান করতে পারে, এক বাপ—আর স্বামী।

নসে। মামা, মামা, ইনি বড় উঁচুদরের পণ্ডিত, ইনি বড় উঁচুদরের পণ্ডিত, এঁর সঙ্গে তামাসা না।

দিনু। তবে পুরোহিত মশায়! স্বামী কন্যাকর্ত্তা হ'লে বরের সঙ্গে কি সুবাদ হবে?

পুরো। অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ! এরূপ সম্বন্ধ কেউ কখন শোনেনি, ভায়রাভাই শ্বশুর!

দিনু। পুরুৎ মশাই! আপনি বেঁচে থাক্‌বেন তো?

শশী। এরা কেউ মর্‌বে না! কেউ মর্‌বে না! তা তুমি দেখো!

পুরো। তুমি তো দেখ্‌চি খুব মেধাবী! তুমি একটা কাজ কর, আমার ব্রাহ্মণীকে বিবাহ কর। তুমিও অমরত্ব পাবে, দেশে দেশে যশ কর্‌বে। এ সব নতুন কারখানা, কোন দেশে নাই!

দিনু। এইটি ভটচাজ্যি মশাই ঠিক্ বলেছেন! হিন্দু-মুসলমানে, খ্রীষ্টানে এ আইন নাই!

পুরো। এই হিন্দুর ভেতর চলন ক'ল্লেম আমি।

শশী। ওহে, চল চল।

দিনু। আরে দাঁড়াও তোমরা মামা ভাগনেতে ক'নে জোটালে, আমার অদৃষ্টে কি হয় দেখি।

কুমু। তোমার অদেষ্টেও ক'নে জুটতে পারে।

দিনু। তা কই, জুটুক না।

কুমু। যদি স্বীকার পাও, তিন দিনের ভেতর মরবে, আমি তোমার ক'নে হতে স্বীকার।

পুরো। মশাই মশাই, স্বীকার পান, স্বীকার পান, মলেনই বা? খুব নাম রেখে যাবেন।

নসে। আর মরতে কোন কেলেশ হবে না। আমি ইলেকৃটিক্ ব্যাটারি দে আপনাকে মারবো।

সর্ব্বে। উঃ! আপনার দেখচি ভারি অদৃষ্ট! আপনার বৈজ্ঞানিক মৃত্যু হবে!

দিনু। তোর সাতগুষ্টির হোক্! ওঠ হে ওঠো।

পুরো। কেন, আপনারা যাচ্চেন কেন?

দিনু। যাচ্চি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে, আর কেন!

সর্ব্বে। সেকি সেকি! যখন পদার্পণ করেছেন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে যেতে হবে।

দিনু। ভোরপুর আনন্দ হয়ে গিয়েচে বাবু, ভোরপুর আনন্দ হয়ে গিয়েচে! যে সব কথা শুনলেম, তিন দিন আর খেতে হবে না।

কুমু। আপনি আমায় ইন্‌সাল্ট করছেন! যদি না বসেন, আপনাকে চাবকে দেব।

শশী। ও দিনু, বোসো, বোসো, বোসো। ছুঁড়ী সত্যি চাবকাবে। আগে পালাতে তো পালাতে, ও মাগী তেড়ে চাবুক মারবে।

পুরো। মশাই রাজি হোন্, আমি ব্রাহ্মণীকে ডেকে পাঠাই, এক দিনে তিনটে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হোক্‌

শশী। নে নে নসে, করবি কর্, আমরা ব'সে আছি। পুরুৎ-ঠাকুর একটা বে সারুন, তারপর কাল আমাদের বে দেবেন।

পুরো। আচ্ছা, না করেন ভাল। এতে জোর নেই। একটা নাম রেখে যেতে পারতেন। বোসো হে নসিরাম! বিশ্বেশ্বরী এস, নাও, এখন হাতে হাতে স'পে দাও, আমি একটু ব্যস্ত আছি, কাল এসে নান্দীমুখ ক'রবো। নিদে! এগুলো এখন সরিয়ে রাখ্।

[নিদের প্রবেশ ও দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান।

বলো, এত দিন, এ বড় ডিয়ার আমার ছিল, আজ তোমার হ'ল

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। বিশ্বেশ্বরি! ভাই, আমার শ্রাদ্ধ হোয়ে গিয়েছে, আমি এসেছি।

বিশ্বে। তবে দাঁড়াও হাফ ডিয়ার! এখন হাতে হাতে সোঁপো না! আমার ফ্রেণ্ড ভবতারিণী সাক্ষী হবে।

(নীলকান্তের প্রবেশ)

নীল। সর্ব্বেশ্বর বাবু! আমার শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আমি এসেছি।

ভব। কি, তুমি ফ্যান্সী বাজারে গেলে না?

নীল। না, বরযাত্রের নেমন্তন্নটা সেরে যাব। তুমি বরের নীলেমে গেলে না?

ভব। আমি কন্যাযাত্র সেরে যাব।

পুরো। আপনারা দু'জন বর-ক'নে আনতে যাবেন না কি?

নীল। আজ্ঞে হাঁ।

নসে। কি, মশাইদের বিবাহ করবার ইচ্ছে আছে?

ভব। আছে।

নসে। মশাই, অনুগ্রহ ক'রে আমার একটি কাজ কর্ত্তে হবে। আমার নীলেমে তিনটি লাটের অভাব। এডভাটাইজ করে ফেলেছি, না বর জোটাতে পারলে বড় অপমান হতে হবে, মামা, আপনি আর এই ভদ্রলোককে আমার এই উপকারটি করতেই হবে।

পুরো। না, আপনি এইখানেই বিবাহ করুন আপনি আপনার দ্বিতীয় পরিবারটি ছাড়ুন আপনি ভবতারিণীকে নিন, আপনি কুমুদিনীকে নিন, রাজচটক হবে।

নসে। তবে আমার বয়ের কি হবে?

পুরো। ঐ তো, তোমার মামা আর উনি রইলেন।

(বঙ্কিনাথের প্রবেশ)

বঙ্কি। ছিষ্টিধর বাবুকে কুমুদিনী গুঁই মিনেজারিতে টেনে নিয়ে গেল, তা নইলে তিনি আসতেন কি? বয়ের দরকার, তা আমি আছি, ভয় কি নসিরামবাবু?

শশী। ও দিনু, ধরে যে!

দিনু। ধরে ধরুক, আমিও মরিয়া হয়েছি, তুমি মরিয়া হও।

শশী। আচ্ছা, মরিয়া হলেম?

পুরো। বেশ বেশ, তবে আপনারা বে করুন, আহা, রাজচটক হবে, রাজচটক হবে!

(শশী ও দিনু ব্যতীত) সকলে। বেশ বেশ বেশ। আপনি তবে মন্তর পড়ুন।

পুরো। তোমরা আপনা আপনি মন্তর পড়ে নাও।

দিনু। সে কি হয়, আপনি মন্তর পড়ান।

পুরো। এ বের এই মন্তর!

দিনু। এই কথাটি ঠিক্ বলেছেন!

(সকলের নৃত্য-গীত)

কারখানা জমকাল—
এখন চলন হলে খুব ভাল॥
এই মলো তো এই মলো, বে হলো তো বে হলো,
খুব সোজা ওর বোঝা এ নিলে,
খুব মজা ফের বোঝা এ দিলে,
ক্যা জুৎ, ক্যা পুরুৎ, কনে বর ক্যা মজবুৎ,
উমেদার বর আবার বাঙ্গলা হলো উজ্জলো,
মুখ আলো॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

রাস্তা।

(ওল্ড ইয়ার, নিউ ইয়ার ও ক্রিষ্‌মাসের প্রবেশ ও নৃত্য)

(সভ্যতার প্রবেশ)

সভ্যতা। (গীত)

তোম্ তোম্ ফাষ্ট ক্লাস্ নিউইয়ার!
তোম্‌সে কাম্ চলেগা বেহেতর্
ওল্ড ইয়ার নো ফিয়ার!
এ তোমরা কাম্,
মেরা বাড়েগা নাম,
তোমকো দেগা এনাম,
বাড়তে রহো, কাম কর্‌তে রহো,
বাংলা চায়েন কর, বাংলা মেরি ডিয়ার!
দেখো ক্রিষ্টমাস্ ভেরি মেরি,
মেরি মর্‌রি ভেরি,
তোম পিয়ারা মেরা মেরি ল্যাড চেরি!
দিয়া বাংলা তুঝেমে,
খেলো মজেমে,
কেস্কো কেয়ার, খেল্‌তে রহো হিয়ার॥

সপ্তম দৃশ্য।

—:০:—

সাতপুকুরের বাগান।

নীলাম-ঘর।

(বিডার (নসে), সেলমাষ্টার, রাইটার, ক্রায়ার, বুককিপার, বেহারা, বৃদ্ধা, ফিমেলক্রেতা-গণ, বিশ্বেশ্বরী, বরগণ, ইত্যাদি)

ক্রায়ার। লাট সাবুন্টি ওয়ান। নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। ও দাঁত দেখচেন কি? পঁচিশের উর্দ্ধ বয়স নয়। পা দেখতে হবে না, বেশ নাচতে পারে, থিয়েটারে ক্লাউন সাজতো, মাজখানে সিঁতে, গালে জুল্‌পি, পাজীর পাজী, রোজ দু'তিন ঘা লাথি মার, তাতে রাজী। হাওয়া খেতে নিয়ে যাবার সাথি আর এমন পাবেন না। সিগারেট ধরিয়ে দেবে, পাইপ টান্‌বে, যে কিন্‌বে, তারে মনিব জান্‌বে।

১ম স্ত্রী। আট আনা।

বিডার। গোইং, গোইং, এইট অ্যানাজ, এইট অ্যানাজ।

বৃদ্ধা। টেন্ অ্যানাজ।

বিডার। বাড়ুন বাড়ুন, দশ আনায় এমন মালটা বিকিয়ে যাচ্চে।

৩য় স্ত্রী। এগার আনা।

১ম স্ত্রী। ইলেভেন হাফ।

বৃদ্ধা। ইলেভেন আনাজ থ্রি পাই।

বিডার। পৌনে বার আনায় যাচ্চে, পৌনে বার আনায় যাচ্চে। ডাকুন ডাকুন, ইলেভেন অ্যানাজ থ্রি পাই, ইলেভেন অ্যানাজ থ্রি পাই, ইলেভেন অ্যানাজ থ্রি পাই (বিড)।

রাইটার। আপনার নাম কি?

বৃদ্ধা। ধনমণি পোদ্দার।

রাই। কুমারী না বিধবা?

বৃদ্ধা। সধবা।

রাই। তা বুঝি হাওয়া টাওয়া খাওয়ার মতন নিলেন?

বৃদ্ধা তা বইকি।

রাই। এই টিকিট নিন, ক্যাস্‌ঘরে টাকা জমা দিন গে, রসিদ পাঠিয়ে দেবেন, মাল ডিলিভারি দেব।

বৃদ্ধা। দাঁড়াও, আমি আরো মাল কিন্‌বো, একেবারে টাকা জমা দেবো। কি জানেন, পাঁচটি স্বামী আমার মারা গিয়েছে, গোটা পাঁচ ছয় কিনে রাখি, যটা মরে, যটা থাকে।

রাই। তা নিন না, যটা নেবেন, মালের অভাব কি।

ক্রায়ার। লাট সাবুল্টি টু। জেতে চাষা, বড্ড পোষা জুত বুরুষ করে খাসা। ফুলগাছে জল দেবে, ফুলের তোড়া কর্‌বে, আর চাবুক বা লাথি য'ঘা মার, তা খাবে।

১ম স্ত্রী। ফাইভ অ্যানাজ।

বৃদ্ধা। টেন অ্যানাজ।

৩য় স্ত্রী। ওয়ান রুপি।

বৃদ্ধা। টু রুপিজ।

বিডার। টু রুপিজ, টু রুপিজ, টু রুপিজ, (বিড)।

যুবা। ওরে মেদো! এই যে বুড়ী বেটীই সব কিন্‌চে রে! ওগো ও খদ্দের! শোনো না, তুমি আমায় কিনো, আমি বড় খাসা বর।

১ম স্ত্রী। দাঁড়াও, তুমি আগে লাটে ওঠো, তার পর বিবেচনা।

যুবা। দোহাই বাবা! ও বুড়ীবেটী না কিনে নেয়!

ক্রায়ার। লাট সাবুল্টি থ্রি। বয়েস আটাশ, খাটবে এটা ওটা ফাই-ফরমাস, গান গাবে, হারমোনিয়ম্‌ শেখাবে, জুয়লোজিকেল গার্ডেন দেখাবে। আর হাই সার্কেলে ইন্‌ট্রোডিয়ুস করে দেবে।

বৃদ্ধা। টু রুপিজ।

১ম স্ত্রী। থ্রি রুপিজ।

বৃদ্ধা। সিক্‌স।

বিডার। সিক্‌স রুপিজ, সিক্‌স রুপিজ, সিক্‌স রুপিজ, (বিড)।

যুবা। মেদো! তুই থাক্‌তে হয় থাক্‌, আমি আর বরগিরি করবো না।

বেহারা। এই চোপ।

ক্রায়ার। লাট সাবুল্টি ফোর। দেখতে বুড়ো, কিন্তু আটে পিটে দড়। খোঁপা বেঁধে দেবে, সেজ সাজাবে, ছারপোকা মার্‌বে, মশারি সেলাই করবে। আর যদি কেউ ভদ্দরলোক দেখা কর্ত্তে এসে, তখনি সেখান থেকে সরবে।

১ম স্ত্রী। টু পাইস।

৩য় স্ত্রী। থ্রি পাইস্‌।

১ম স্ত্রী। থ্রি হাপ।

৩য় স্ত্রী। ফোর।

বিডার। গোইং, গোইং ফোর। ফোর পাইস, ফোর পাইস্‌। মাইডিয়ার! বড় সস্তা দরে যাচ্চে, তুমিই ডেকে রাখ।

বিখে। না মাইডিয়ার!

বিডার। আরে বোঝো না; ডেকে রাখ, মালটা লাভে ছাড়তে পারবে।

বিখে। না মাইডিয়ার! ও যদি মাল আমি রাখবো না।

বিডার। তবে বোঝো। ফোর পাইস্‌। (বিড)

রাইটার। আপনার নাম?

৩য় স্ত্রী। মনোমোহিনী কুণ্ডু।

রাইটার। সধবা বা বিধবা?

৩য় স্ত্রী। বিধবা।

রাইটার। ভালই হয়েছে। উনি[illegible] পক্ষের।

৩য় স্ত্রী। কি, ওঁর দুই স্ত্রী মারা [illegible] নাকি?

রাই। মারা কেউ যায় নি। [illegible] সার্কাস্‌ করতে বর্ম্মায় গিয়েছে, আর একটি [illegible] বিবাহ করেছে। তবে আর বলছি কি, মাল বড় ভাল মাল, আপনি যদি থিয়েটার কর্‌তে যান, ম্যানেজারকে রেকমেণ্ড করবে। ক্যাস্‌ ঘরে পয়সা জমা দিন, রসিদ পাঠাবেন, মাল ডিলিভারি দেব।

ক্রায়ার। লাট সাবুল্টিফাইভ। এটির বয়স পাঁচ বচ্ছর, হুইস্কি টানে খুব জবোর, কথা কয় হেসে হেসে, যে কিন্‌বে, তুলে রেখো গেলাশ-কেশে।

ক্ষুদে-বর। (গীত)

হাম্‌টি ডাম্‌টি টম্‌টি টম্‌।
কাম্‌ লেডি কাম্‌, খাসা বর হায় হাম্‌,
লাল লালা তারা রারা তারা রারা রা।

টেক্ মাই হ্যাণ্ড ওল্ড লেডী ফেয়ার,
হুয়া ক্যাসা খাসা পেয়ার,
লেট আস্ বি জলি, কাম ওল্ড পলি,
কিস্মি কুইক্ নো ডিলিড্যালি,
লাল্ লালা সা নি ধা পা নি সা সা,
তারা রা রা রা তারা রা রা রা॥

ক্রায়ার। এ বরের বড় বেশি দর। বড় বেশি দর। পঞ্চাশ টাকা বাঁধা, বিট তার ওপোর। তা দেখুন, আপনারা সব শেয়ারে নিন, এক এক উইক্ এক এক জন গেলাশকেশে রেখে দিন।

ফিমেলগণ। লাটে চড়াও, লাটে চড়াও।

বৃদ্ধা। কি, বিড করবে? পারবে না।

ফিমেলগণ। আমরা শেয়ারে নেব, আমরা শেয়ারে নেব।

বৃদ্ধা। আচ্ছা, লাটে উঠুক, আমার বিড সিক্সটী রুপিজ।

ফিমেলগণ। হাণ্ড্রেড।

বৃদ্ধা। বড্ড বেশি দর হলো।

বিডার। গোইং গোইং, হাণ্ড্রেড, হাণ্ড্রেড, হাণ্ড্রেড (বিড)।

ক্ষুদে-বর। আমি যাব না। আমি একে ছেড়ে যাব না। এ খুব হুইস্কী খায়।

এক ফিমেল। এস যাদু এস! আমি কেক দেব।

ক্ষুদে-বর। না, ফাউল্ রোষ্ট আর হুইস্কী।

এক ফিমেল। এই নাও। আমার ফেটিংয়ে বসো গে।

ক্ষুদে-বর। আর লেগ্ মটোন্।

এক ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর ডাইনীং নাইফ, ডাইনীং ফর্ক, কর্ক স্ক্রু।

এক ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর টাম্বলার গেলাশ।

এক ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর সোডাওয়াটার।

এক ফিমেল। এই নাও।

বৃদ্ধা। এর বয়েস কত?

যুব-বর। যত হোক না, তোর বাবার কি? খবরদার, গায়ে হাত দিস্ নি। তোর বরগিরীর মুখে মারি বিশ লাথি।

বেহারা। চোপ চোপ।

যুব-বর। চোপ রাও। ওস্কো হটায় লেও। হাম কামড়ায়েগা।

বেহারা। আরে চোপরাও, চোপরাও।

যুব-বর। আজ খুনোখুনি হব। নেই ছোড়েঙ্গে। ছোড় দেও, ছোড় দেও।

(ষ্টল কাঁধে করিয়া পলায়ন)

বেয়ারাগণ। পাক্ড়ো, পাক্ড়ো। (পশ্চাদ্ধাবন)

ফিমেলগণ। (গীত)

খেংরা মারো অকসানে।
কে জানে আসতো কে এখানে॥
মালগুলো পালালো, সয় বল কার প্রাণে॥

ক্ষুদে-বর। মাইডিয়ার ডোণ্টকেয়ার এই আছি।

ফিমেলগণ। এই কচি বখরাদার এর আবার।

বিডার। কে বিডার? আমরা ফ্রেষ লট এবার।

সেলমাষ্টার। সেল্মাষ্টার,

বুক্কিপার। বুক্কিপার,

বেয়ারার। বেয়ারার,

বিশে। কে শোনে, এ রদিমাল কে কেনে?

মহিলাগণ। ভারি খেদ, ছেল জেদ,
পাঁচটা লাট বিট দেবো মাল নেবো,
সাজিয়ে রাখবো বাগানে।
ফেটিনে নিয়ে যাব ময়দানে॥

অষ্টম দৃশ্য।

রাস্তা।

ক্রস্মাস্, ওল্ডইয়ার, নিউইয়ার। বড়দিনের খেল।

নবম দৃশ্য।

গ্রীষ্ম-ঋতু।

(নায়ক-নায়িকার গীত)

টলে লাল রবি, টলে লাল রবি।
লাল তোমারি বদন-ছবি॥

লাল আভা নয়নে, গগনে লাল মেঘদল,
রবি টলে, টলে টলে চলে জলে,
চাহি ফটিকজল চাতক কাতর,
থাকি থাকি পাখী সকরুণ বোলে,
দে জল দে কত নিদয় হবি!
পাখী কহিছে ছলে,
চাহ ফটিক জল, দারুণ তৃষা কেন সহ;
চূতলতিকাদল ধীর-সমীরে দোলে,
ডাকি কহে পাখী ছলে,—
পিও পিও বারি মোহন-মোহিনী,
হের মোহিনী মাধুরী মাধবী॥

(রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ)

বর্ষা-ঋতু।

—*—

(নায়ক-নায়িকার গীত)

গভীর মেঘদল গরজে।
বাজে বাজে প্রাণে, থেক না থেক না,
থেক না থেক না দূরে.
চাহি চুমিতে মুখ-সরোজে॥
চমকি চাকিচুকি, চমকি চমকি লুকি,
চপলা, মন উতলা,
নীরদ ঢালিছে ধারা তর তর ঝর ঝর,
চমকি শিহরি ঘন, নয়ন-নীর-ধারা নেহার,
কাতর কুলিশ কঠোর কত বাজে।
বাজে বাজে, না জেনে না বুঝে,
তোরি প্রেমে মজে॥

(রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ)

শরৎ-ঋতু।

—*—

(নায়ক-নায়িকার গীত)

মেঘে আর চাঁদ ঢাকে না।
বদনখানি আর ঢেক না॥
চাও হে চাও দেখি আঁখি,
ফুটলো কলি ঐ দেখ না।
সোহাগে কহিছে কথা তরুলতা
কেন ব্যথা দাও বল না॥
ছলনা আর কোর না,
রাগের ভরে আর থেক না।
কোর না পর কোর না,
সাধের শরৎ বাদ সেধ না॥
হাসবে কমল হেরে হাসি,
শশীর হাসির মান রেখ না॥

(রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ)

হেমন্ত-ঋতু।

—*—

(নায়ক-নায়িকার গীত)

তোরি আশে।
হের বেশভূষা পরি দাঁড়ায়ে রয়েছে ঊষা,
হেরিতে সাধ তব রঞ্জিত অধরে,
আদরে এখন দাঁড়ায়ে ঊষা তোরি তরে,
তোরি আশে।
প্রাণ-মন মম আশে বিলাসে, ভাসে ভাসে॥
নীহার-হার পরি, ঝর ঝর তর তর,
ঝরিছে মুকুতাপাঁতি,
রঞ্জিত কুসুমিত রমিত মোহিত বনরাজি;
হেমন্ত-হিল্লোলে, হেমশীর্ষ দোলে,
প্রান্তরে তরঙ্গ মালা,
হেলা দোলা, অঙ্গ তরঙ্গিত,
হেরিতে পিয়াস বিভোল
কপোত-কপোতী কত সোহাগে কহিছে কথা,
ব্যাকুল খেলিতে ভাসিতে সমীরে,
হেমকিরণ মাখি সাজি;
পাখী জাগে,
মাতি তরুণ রাগে গাইছে,
পবন কাকলি বহে,
গায়িছে পাখী অনুরাগে;
হৃদয়ে তোমারে ধরি,
বদন-রাগ হেরি,
নয়নে নয়ন অভিলাষে॥

(রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ)

শীত-ঋতু।

—*—

(নায়ক নায়িকার গীত)

হের ধূসর দিশা।
ধূসর ধূমরাশি নিবিড় কুয়াশা—
আদরে করিছে মানা,
যেও না যেও না নিশা,
যুবক যুবতী সাধ রহিল,
রহিল তোমারি বিধুমুখ-সুধা-পান-তৃষা॥
বরিষা ঈরিষা করি ধূসর রেণু কত উড়িছে ঝরিছে,
কিশোর অরুণ, কর বারিছে;
লোহিত সিত পীত তরে তরে ফুলকলি,
তারকা মেঘ-ঢাকা;
না হেরি উষা ব্যাকুল পাখী,
শাখী-শিরে বসি রহি রহি বোলে,
চ্যুত মুকুল দোলে কিরণ চুম্বন-আশা॥
চঞ্চল চিত মম নয়ন-কিরণ তব চুমিতে পিপাসা॥

(রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ)

———

বসন্ত-ঋতু।

—*—

(নায়ক-নায়িকার গীত)

স্বরে তোর মন মেতেছে কোকিলে ঐ কুহরে।
গাঁদা গোলাপ হার গেঁথেছে,
চেয়ে আছে তোর অধরে॥
কিশলয় কাঁপিয়ে মলয়,
তোর কথা কয় আমোদভরে,
বয় ধীরে সৌরভ বয়ে,
গা ছুঁয়ে তোর যায় আদরে॥
গুঞ্জরে ঐ ভ্রমরা ফুলে টলে ধায় বিভোরে,
চায় তোরে মন বিভোরা,
আঁখি বিভোর হেরে তোরে॥

(রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ)

———

দশম দৃশ্য।

—*—

পশু-শালা।

(কিপার কিপারেস প্রভৃতি গীত)

সকলে। তামাসা চল্‌তা হায় বহুৎ উম্‌দা।
হোগা ফায়দা, দেখো হিঁয়া ক্যাসা জুদা কায়দা॥

পু গণ। জানি মস্তি হুয়া,
স্ত্রীগণ। কেতনা কুস্তী কিয়া,
সকলে। ট্রাপেজ প্যারালেল্ বারমে ক্যা কহে তুমে
উল্‌টি পাল্‌টি লট্‌ লট্‌ লুটী তব ছুটী,
স্ত্রীগণ। উনে কিরা খায়া,
পু-গণ। জানি না হায়রাণ ভয়া,
স্ত্রীগণ। যেসা সেঁইয়া পেয়ারা,
পু-গণ। পিয়ারি যেসি জানি মেরা,
সকলে। খেলেগা জানোয়ার মাদি মরদা।
কিপার। আমাদের প্রথম তামাসা—সংস্কারক বৃষ
ও গাভী।

(বৃষ ও গাভী লইয়া বেহারার প্রবেশ)

গাভী। মাইডিয়ার বুল! তুমি আর ঘাস খেও না।
বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমি আর দুধ দিও না।
গাভী। না, দুধ দেব না, তুমি বল, ঘাস খাবে না?
বৃষ। না।
গাভী। প্রতিজ্ঞে?
বৃষ। প্রতিজ্ঞে।
গাভী। এসো সেক্‌হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল!
তুমি উলঙ্গ ষাঁড় দেখ্‌লে গুঁতিও।
বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও উলঙ্গ গাভী দেখ্‌লে
গুঁতিও।
গাভী। প্রতিজ্ঞে?
বৃষ। প্রতিজ্ঞে।
গাভী। এস সেক্‌হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল!
জবাই হইও, অমনি ম'র না।
বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও জবাই হইও, অমনি
ম'রো না।
গাভী। না।
বৃষ। না!
গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

গাভী। এস সেক্হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল্! এখন ত ম'লে, আর কি কর্‌বে?

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও তো ম'লে, আর কি করবে?

গাভী। তাই তো!

বৃষ। তাই তো!

গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

(উভয়ের গীত)

রিফর্ম্মার আমরা হু'জনে।
হু'জনে প্রথমে দেখা ময়দানে॥
তর্ক প্রথম অবসিনিটী নে,
তার পর কোর্ট সিপ করে বে,
তার পর শুন্‌লে প্রতিজ্ঞে,
শুন্‌লেন তো গুণ, এখন মানুন না মানুন,
যত ষাঁড় আছে আর গরু আছে,
আমাদের খুব জানে, খুব মানে॥

কিপার। আমাদের দ্বিতীয় তামাসা—অধ্যাপক গর্দ্দভ।

(গর্দ্দভ লইয়া বেহারার প্রবেশ)

গর্দ্দভ। আমার এমন সুশ্রী গড়ন ছিল না! মাথাটা গোল, মুখখানা চেপটা, হু'পায়ে হাঁটতুম, গায়ে মাছি বস্‌লে একটি লেজ নেই যে, তাড়াই।

কিপার। আচ্ছা, তবে এমন সুঠাম চেহারা হলো কিসে?

গর্দ্দভ। ছেলে বয়সে এক বোঝা বই মাথায় চাপালে, মাথাটা চেপটে গেল। চড়িয়ে মুখ লম্বা করলে। তার পর পিঠের ওপর হু'ছালা বই দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লুম, চার পায়ে হাঁটতে শিখলুম। কান দুটো টেনে টেনে লম্বা হলো, আর লেজ বেরুলো আপ্‌নি।

কিপার। ডাক্‌তে শিখ্‌লে কি করে?

গর্দ্দভ। ও লেজও বেরুনো, ডাকও খোলা!

কিপার। এখন কি করবে?

গর্দ্দভ। ট্রেনিং স্কুল?

কিপার। তার পর?

গর্দ্দভ। যারা ভর্ত্তি হবে, তারা ঠিক আমার মতন হবে বেয়াড়া।

কিপার। তারা কি করবে?

গর্দ্দভ। ঘাস খাবে, ধোপার বোঝা বইবে, আর বেয়াড়া ডাক ডাকবে।

গর্দ্দভ। (গীত)

কে আসবে আমার স্কুলে।
যাবে তিন দিনে তার লেজ ঝুলে॥
আমার এমনি [illegible] টান,
এক টানে তার লম্বা হবে কান,
চল্‌বে চারিটি খুরে,
গলাবাজী করবে জোরে,
ফুলে ফুলে ঘাড় তুলে॥

কিপার। আমাদের তৃতীয় তামাসা—স্মার্ত্ত বানর বানরী।

(বানর বানরী লইয়া বেহারার প্রবেশ)

বানরী। প্রত্যেক বানর ও বানরী কি মানুষের অনুকরণ করিতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য। কারণ, বিজ্ঞানমতে তারা স্বজাত।

বানরী। চুরি করতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। বড় বানরের লেজ ধর্‌তে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। ঝগড়া কর্‌তে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। দাঁত খিঁচুতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। আঁচড়াতে কাম্‌ড়াতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। বানরী বানরকে লাথি মারতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। ডাইভোর্স অর্থাৎ ফারখৎ করিতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। এখনি বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। তবে যাও।

বানর। আচ্ছা চল্লুম, দেখি এমন বাঁদর কোথা পাও

বানরী। আরে নাও নাও, তোমার মতন ধাড়ী বাঁদর গণ্ডা গণ্ডা। যে দিকে চাও, দেখে নাও আমি দেখবো, কোথা বাঁদরী পাও।

বানর। অভাব কি? রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে—

বানরী। তবে ডাইভোর্স?

বানর। ডাইভোর্স।

(উভয়ের গীত)

দু'জনে ছিলাম রেতে দু'ডালে।
হোলো শুভ দৃষ্টি সকালে॥
দুপুর বেলা এক ডালে বসে,
সজনে পাতা ঠুসেছি ক'সে,
কিচি কিচি দুপুর থেকে
ফারখৎ হলো বিকেলে॥

কিপার। আমাদের চতুর্থ তামাসা—ভলেন্টিয়ার ভেড়া।

(ভেড়া লইয়া বেহারার প্রবেশ)

কিপার। তুমি লড়বে?

ভ্যাড়া। লড়বো।

কিপার। কার সঙ্গে?

ভ্যাড়া। কারু সঙ্গে না, আপনা আপনি।

কিপার। ঘোড়া চড়বে?

ভ্যাড়া। চড়বো।

কিপার। কি ঘোড়া?

ভ্যাড়া। কাঠের ঘোড়া।

কিপার। বন্দুক ছুড়বে?

ভ্যাড়া। ছুড়বো।

কিপার। কি করে?

ভ্যাড়া। চোক বুজে।

কিপার। ঘোড়া থেকে পড়বে?

ভ্যাড়া। পড়বো।

কিপার। কখন?

ভ্যাড়া। বন্দুক ছুড়বো যখন।

কিপার। যদি কেউ লড়াই করতে এসে?

ভ্যাড়া। তা আমার কি? দৌড় মারবো ক'সে।

কিপার। তোমার মত ভ্যাড়া ভলেন্টিয়ার কটি আছে?

ভ্যাড়া। এক পাল ভ্যাড়া, এমনি সিং মোচড়া, এমনি রোকে, এমনি তাল ঠোকে, যদি কারু সাড়া পায়, এমনি চার পা তুলে পালায়।

কিপার। দাঁড়াও দাঁড়াও, একটি গান গাও।

ভ্যাড়া। (গীত)

শেম শেম, কাউয়ার্ড নেম,
রাখবো না আর ভ্যাড়ার পাল।
তোস-দান বাঁধা বন্দুক কাঁধা,
ভারি মিলিটারী চাল॥
রাগে ফাটি বাটি বাটী আমানি খাই সাজ সকাল
লড়তে এলে বন্দুক ফেলে চার পা তুলে
পেরুই খাল॥

হরদম হরদম রেগে লাল, পুরু ছাল॥

কিপার। আমাদের পঞ্চম তামাসা— হাড়গিলে কমিসনার।

(হাড়গিলে লইয়া বেহারার প্রবেশ)

কিপার। যখন এসেছ, পরিচয় দাও তুমি হেথায় কেন?

হাড়গিলে। আমায় চেন? আমায় জান? আমি হাড়গিলে।

কিপার। নামটি কোথায় পেলে?

হাড়গিলে। সায়েবদের এঁটো হাড় গিলে গিলে।

কিপার। কোথায় থাক?

হাড়গিলে। টেক্সর বিলে।

কিপার। কেন এয়েছো?

হাড়গিলে। কমিসনার হব বলে।

কিপার। তা হেথায় এয়েছ কি করতে?

হাড়গিলে। ভোট নিতে।

কিপার। কমিসনার হয়ে কি করবে?

হাড়গিলে। দেখছো দুটো ঠোট?

কিপার। দেখছি।

হাড়গিলে। শুনেছ খাই এঁটো হাড়?

কিপার। শুনেছি।

হাড়গিলে। এখন রেয়োতের হাড়মাস খাবো।

কিপার। তা পারো পারো।

হাড়গিলে। (গীত)

আজ ভোট দিয়ে কাল ওপারে যেও উঠে।
বাজাবো ঠোঁটে ঠোঁটে, নেব লুটে পুটে।
বলি ভালোয় ভালোয়
পালাও আলোয় আলোয়,

নইলে মুস্কিল, রোজ বস্‌বে শীল,
চাটী ভিটে মাটী, থাক্‌বে না, ঘটি বাটি,
পালাতে হবে ছুটে একছুটে ॥

কিপার। আমাদের ষষ্ঠ তামসা—পূজরি ভালুক ও যজমানি ভালুকী।

(ভালুক ও ভালুকী লইয়া বেহারার প্রবেশ।

ভালুকী। ইস্ তুমি ভারি টল্‌ছো!

ভালুক। তুমি যে থাবা থাবা মৌউও খাইয়েছ। তাতে নেশা হয়েছে।

ভালুকী। নৈবিদ্দি করবো কোন ঠাকুরের?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, নৈবিদ্দি সাজাও।

ভালুকী। পূজা হবে কার?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, ফুল দাও।

ভালুকী। মন্তর পড়ছো কি?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, তুমি শাঁক বাজাও।

ভালুকী। কেন পূজো কর্‌ছো?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, আমায় ধর।

ভালুকী। কেন, ধরবো কেন?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি একটু শোব।

ভালুকী। তবে মরো।

ভালুক। তা বল্‌তে ধারিনে, ঘুমুবো।

ভালুকী। যজমানবাড়ী যাবে না?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, ডোরা টান্‌বো।

ভালুকী। পোড়ার মুখো! দু থাবা মৌ খেয়ে চেত্তা মার্‌বি?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, কুস্তী লড়বো।

ভালুকী। কুস্তী লড়বি কার সঙ্গে?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, নাচ্‌বো।

ভালুকী। নাচ্‌বি কার সঙ্গে?

ভালুক। তা বল্‌তে পারি,—তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে।

(উভয়ের গীত)

নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী,
আমরা চাঁদমুখো আর চাঁদমুখী॥
পিরীত মাখামাখি, দু'জনে মেতে থাকি,
জরে ধুঁকী, আর মৌও চাকি,
পিরীত বাধলো যখন আমরা খোকা খুকী॥
ভোরে হাওয়া খেতে, পিরীত বাধলো পথে,
এখন জানাজানি ছিল লুকোলুকী।

একাদশ দৃশ্য।

—:*:—

পরীস্থান।

(পুরাতন বর্ষ, নব বর্ষ ও সভ্যতার প্রবেশ)

পু-বর্ষ। এ খুব চালাক ছোক্‌রা।

সভ্যতা। তুমি একেই কাজ কর্ম্ম দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। পয়লা জানুয়ারীতে তুমি ছুটী নিও, উনি কাজে বস্‌বেন। পঁচানব্বই সালত বাপু আমি তোমায় দিলুম! এ দিকে এস।

ন-বর্ষ। দেবীর কৃপা, দেবীর কৃপা!!

সভ্যতা। মন দিয়ে কাজ ক'রো।

ন-বর্ষ। আজ্ঞে আর ত্রুটি পাবেন না, ত্রুটি পাবেন না। যে রকম নমুনা দিলাম এই রকম এক্‌শটি কাজ দেখাব!

সভ্যতা। তা হ'লেই তোমার খুব যশ থাক্‌বে।

(গীত)

সকলে। বাহবা কি কায়দা বোঝা ভার,
দুদিন এসে বাংলা দেশে খুব গুল্‌জার কি বাহার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়,
যে সে নয়—
জাহাজ চড়ে এসেছে, ধ্বজা গেড়ে বসেছে,
আর কি ভয়;

সকলে। একচোট ওলোট পালোট,
চোটপাট কি জোটাজোট,
একাকার মজাদার॥

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়
আরো কত হয়,
যে সে নয়।
সেঁদুবে কারদানির জোরে,
ছোট বড় সকল ঘরে,

সকলে। চটুকে তুল্লে চুড়ো, চাগলো ছেলে বুড়ো,
মাগীরা জবর সবার, আর কি কার ধারে ধার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়,
যে সে নয়,
সহর দেখে মুচকে হেসেছে, সহর ভালবেসেছে,
আর কি ভয়॥

যবনিকা পতন।

বিবেক

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্মে
একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ এক
রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী,
না, যশঃ মান তিনি উপেক্ষা করিয়া
জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর কে
তাঁর নাই। তাঁহার সম্পত্তি প্রেম।
বৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী ক
বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার স
ছিল; সে নিমিত্ত তাঁহার এই
অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন
কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা
তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়া
এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর
নিমিত্ত নানাজনের সাহায্য প্রয়োজন হ
সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং।
বিশ্বাস রাখো, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্ব
ত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই পরকার্য্য
মহাব্রতে অগ্রসর হইতে পারিবে। "অগ্রসর হও
পশ্চাৎপদ হইও না," —বিবেকানন্দ বারবার উচ্চৈঃ-
স্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার
কার্য্য ভারতমাতার কার্য্য; দীন, হীন, সন্তাপিত, পদ-
দলিত ভারতমাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধ-
নের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ
করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের
উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল
এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের
নিমিত্ত বার বার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের
পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজী-
বন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁর সেই
মহাব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজী-
বন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন,
প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই

। বি.
জ্ঞানশূ...
অবস্থায় রাজ... বিবেকান...
—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধাশ... কা...
কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না,
উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা ...
করিবে না। পাঠানেরা রাজা হইয়া ধর্ম্ম চা...
য়াছিল, এই নিমিত্ত হিন্দুকর্ত্তৃক তাহাদের সিং...
বারবার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্তে
অপরজাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং পাঠানের
কোনও বংশীয় ধারা ভারত সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই।
মোগলেরা ভারত অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর
হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি
হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে
চলিল, কিন্তু যখন আওরংজেব হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি

নইলে মুস্কিল, রোজ বস্‌বে শীল,
চাটী ভিটে মাটী, থাক্‌বে না, ঘটি বাটি,
পালাতে হবে ছুটে একছুটে ॥

কিপার। আমাদের ষষ্ঠ তামসা—পূজরি ভালুক ও যজমানি ভালুকী।

(ভালুক ও ভালুকী লইয়া বেহারার প্রবেশ।

ভালুকী। ইস্ তুমি ভারি টলছো!

ভালুক। তুমি যে থাবা থাবা মৌউও খাইয়েছ। তাতে নেশা হয়েছে।

ভালুকী। নৈবিদ্দি করবো কোন ঠাকুরের?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, নৈবিদ্দি সাজাও।

ভালুকী। পূজা হবে কার?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, ফুল দাও।

ভালুকী। মন্তর পড়ছো কি?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, তুমি শাঁক বাজাও।

ভালুকী। কেন পূজো কর্‌ছো?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, আমায় ধর।

ভালুকী। কেন, ধরবো কেন?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি একটু শোব।

ভালুকী। তবে মরো।

ভালুক। তা বল্‌তে ধারিনে, ঘুমুবো।

ভালুকী। যজমানবাড়ী যাবে না?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, ডোরা টান্‌বো।

ভালুকী। পোড়ার মুখো! দু থাবা মৌ খেয়ে চেস্তা মার্‌বি?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, কুস্তী লড়বো।

ভালুকী। কুস্তী লড়বি কার সঙ্গে?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, নাচ্‌বো।

ভালুকী। নাচ্‌বি কার সঙ্গে?

ভালুক। তা বল্‌তে পারি,—তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে।

(উভয়ের গীত)

নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী,
আমরা চাঁদমুখো আর চাঁদমুখী ॥
পিরীত মাখামাখি, দু'জনে মেতে থাকি,
জরে ধুঁকী, আর মৌও চাকি,
পিরীত বাধলো যখন আমরা খোকা খুকী ॥
ভোরে হাওয়া খেতে, পিরীত বাধলো পথে,
এখন জানাজানি ছিল লুকোলুকী।

একাদশ দৃশ্য।

—:*:—

পরীস্থান।

(পুরাতন বর্ষ, নব বর্ষ ও সভ্যতার প্রবেশ)

পু-বর্ষ। এ খুব চালাক ছোক্‌রা।

সভ্যতা। তুমি একেই কাজ কর্ম্ম দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। পয়লা জানুয়ারী'ত তুমি ছুটী নিও, উনি কাজে বস্‌বেন। পঁচানব্বই সালত্ব বাপু আমি তোমায় দিলুম! এ দিকে এস।

ন-বর্ষ। দেবীর কৃপা, দেবীর কৃপা!

সভ্যতা। মন দিয়ে কাজ ক'রো।

ন-বর্ষ। আজ্ঞে আর ক্রটি পাবেন না, ক্রটি পাবেন না। যে রকম নমুনা দিলাম এই রকম এক্‌শটি কাজ দেখাব!

সভ্যতা। তা হ'লেই তোমার খুব যশ থাক্‌বে।

(গীত)

সকলে। বাহবা কি কায়দা বোঝা ভার,
দুদিন এসে বাংলা দেশে খুব গুল্জার কি বাহার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়,
যে সে নয়—
জাহাজ চড়ে এসেছে, ধ্বজা গেড়ে বসেছে,
আর কি ভয়;

সকলে। একচোট ওলোট পালোট,
চোটপাট কি জোটাজোট,
একাকার মজাদার ॥

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়,
যে সে নয়।
সেঁধুবে কারদানির জোরে,
ছোট বড় সকল ঘরে,

সকলে। চটুকে কুল্লে চুড়ো, চাগলো ছেলে বুড়ো,
মাগীরা জবর সবার, আর কি কার ধারে ধার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়,
যে সে নয়,
সহর দেখে মুচকে হেসেছে, সহর ভালবেসেছে,
আর কি ভয় ॥

যবনিকা পতন।

বিবেক

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন
একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ এক
রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী,
না; যশঃ মান তিনি উপেক্ষা করিয়া
জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর ক
তাঁর নাই। তাঁহার সম্পত্তি প্রেম।
বৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী ক
বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার স
ছিল; সে নিমিত্ত তাঁহার এই
অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন
কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা
তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়া
এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর
নিমিত্ত নানাজনের সাহায্য প্রয়োজন হ
সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং।
বিশ্বাস রাখো, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্ব
ত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই পরকার্য্য
মহাব্রতে অগ্রসর হইতে পারিবে। "অগ্রসর হও
পশ্চাৎপদ হইও না," —বিবেকানন্দ বারবার উচ্চৈঃ-
স্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার
কার্য্য ভারতমাতার কার্য্য; দীন, হীন, সন্তাপিত, পদ-
দলিত ভারতমাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধ-
নের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ
করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের
উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল
এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের
নিমিত্ত বার বার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের
পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজী-
বন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁর সেই
মহাব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজী-
বন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন,
প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই

জ্ঞানশূ
অবস্থায় রাজ
—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধা
কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না,
উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা সে
করিবে না। পাঠানেরা রাজা হইয়া ধর্ম্ম চা
য়াছিল, এই নিমিত্ত হিন্দুকর্ত্তৃক তাহাদের সিং
বারবার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্তে
অপরজাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং পাঠানের
কোনও বংশীয় ধারা ভারত সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই।
মোগলেরা ভারত অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর
হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি
হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে
চলিল, কিন্তু যখন আওরংজেব হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি

।

কার্য্যে

বিবেকানন্দ

নয়। বুদ্ধদেব সকলের

দেশ করায় অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী

তাহাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হই-

যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন,

বেকানন্দ তাঁহাদের নিমিত্ত কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,
—তাঁহাদের কার্য্য সকলকে শিক্ষা প্রদান। সন্ন্যাসী-
দের তিনি বলেন,—"দেশে, দেশে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ
করিয়া, দীনহীন সকলকে শিক্ষা প্রদান করো, যাহাতে
জনে জনে স্বধর্ম্মপালনে সক্ষম হয়, এরূপ উপদেশ
দাও, গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা দাও।" উপস্থিত হিন্দু-
ধর্ম্মের প্রধান মালিন্য এই যে, তমোগুণকে আমরা
সত্বগুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চ
শক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে,

ক ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে
তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলাম না,
। কিন্তু বলবান ইংরাজের লাথি
, ভয়ে কিছু বলিলাম না, বাড়ী
ক্ষমা করিয়াছি। ইহার নাম
নাম জড়ত্ব। এই জড়ত্ব—কুরু-
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।
গীতা শ্রবণে অর্জ্জুনের জড়ত্ব দূর
সতেজে গাণ্ডীব ধারণ করিলেন।
ই জড়ত্বের উপাসনা করিতেছি,
কোণে বসিয়া আছি। কোন্ জাতি
তি করিতেছে, তাহা দেখিবার
ধর্ম্মযাজকের কুপ্রথা মতে ভ্রমণ
যাইবে, আমরা ঘরের ভেতরেই
কিছুই দেখিব না, শুনিব না, মুখে
তি উন্নতি করিব,—জড়ত্বের এই

। বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান
র নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে,
পানিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইংরাজের
শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর
পূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিবেকা-
বলেন, আমরাও সেইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিব,
কিন্তু আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিকর
আহার করে, আমরাও পুষ্টিকর আহার করিব, টেবিল
চেয়ারের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ ইংরাজি
রকমে চলে, আমরা হিন্দুরকমে [illegible]ব। যেখানে
যা ভাল পাইব, লইব, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিব
আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু। হিন্দুর স্বতন্ত্রতা
নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটী আপত্তি উঠিতে
পারে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম্ম
ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি সাধন হইবে না।
কারণ ভারতবাসী সকলে এক ধর্ম্ম অবলম্বী নহে।
ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নিউপাসক পার্শী
প্রভৃতি নানাজাতি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ
না হইলে ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই
প্রশ্নে বিবেকানন্দ একটী চমৎকার উত্তর প্রদান
করেন। বিবেকানন্দ বলেন,—"নরসেবা তোমার
এক মাত্র ব্রত করো। এই সেবাধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম।
মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই

মনুষ্য। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত ব
করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত ন
থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূ
প্রত্যেক মানবের সেবাতে নিযুক্ত থ
মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য
সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন
থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া
জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কে
যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন
দেখিলে এই যে সংশয় আর কা
না। তিনি বুঝিবেন যে, প্রকৃত হি
অবলম্বনই,—ভারতের একতার এ
ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভার
ইহাতে ঘৃণা-বিদ্বেষ তিরোহিত হ
গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে প
মনুষ্য, ব্রহ্ম তাঁহাতে বিরাজমান।
করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও
ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। ত
ইহা কঠিন পন্থা,—কঠিন পন্থাই
বিবেকানন্দ ধনী বা বড়লোকের
বিলাসী হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান
এই নিমিত্ত বঙ্গযুবকগণকে তাঁহার কা
করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহা
তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্য্যভার গ্রহণে স
তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো
তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্য-
ক্ষম। বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস
করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো
জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম; অগ্রসর হও,

বি
তোমাদে
করো" – বিবেকান
"বিশ্বাস" দ্বারাই বিবেকা

ব

ক আমার পুর্ব্বের ইয়ার, তিনি
করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু
, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্চে।" কথাটা
না। এমন সময়ে অমৃতবাজার
সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার
লন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার
হইল না। তিনি বলিলেন, "চল
আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু
জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া
আমার দ্বিতীয় দর্শন।

ন যায়, ষ্টার থিয়েটারে (৬৮ নং
লীলা"র অভিনয় হইতেছে, আমি
রর Compoundএ বেড়াইতেছি,
নাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন
নি স্বর্গগত) আমায় বলিলেন,
থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন,
তে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনি-
আমি বলিলাম, "তাঁহার টিকিট লাগিবে না,
অপরের টিকিট লাগিবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে
অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি, দেখিলাম, তিনি
গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের Compound মধ্যে
প্রবেশ করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে করিতে
তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম
পুনর্ব্বার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার
করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন।
আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি চলিবে।
আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া
আসিয়া একটি boxএ বসাইলাম ও একজন পাখা-
ওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ
বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।

আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমার
নিজের অবস্থা বলা প্রয়োজন। আমাদের পঠদ্দশায়
যাঁহারা Yonng Bengal নামে অভিহিত হইতেন,
তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরি-
গণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী-শিক্ষার তাঁহারই
প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী,

...বসুর ষ্ট্রীটস্থ
...হংসদেব আসিবেন।
দর্শন করিবার নিমিত্ত
...নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও
...ছিল—দর্শন করিতে গেলেম। দেখি-
...রমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্ত্তনী তাঁহাকে
...ন শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরাম বাবুর
বৈঠকখানায় অনেক লোক-সমাগম হইয়াছে। পরম-
হংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি
জানিতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপ-
নাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা
কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ যদি
অতি সাধ্য-সাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ
পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে

ভাবিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণবশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তার একটি রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম, চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক্ হইতে নারায়ণ, আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্রে তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন, কে, আমার স্মরণ হইতেছে না; তিনি বলিলেন, "পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।" আমি চলিলাম, পরমহংসদেব ৺বলরাম বাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। (তৎকালে বলরাম বাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই) বলরাম বাবু বৈঠকখানায় শুইয়া ছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরাম বাবুর সহিত দুই একটি কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া, "বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি" বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—"না না, ঢং নয় ঢং নয়।" অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরু কি?" তিনি বলিলেন, "গুরু কি জান, যেন ঘটক।" আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হয়ে গেছে।" 'মন্ত্র কি?' জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানুজ প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে 'কবীর' নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামানুজ নামিতে নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানে 'রাম'

শব্দ উচ্চারণ
মন্ত্র হইল।
সিদ্ধিলাভ হ
তিনি বলিলেন
দেখাইও।"
দিন ইচ্ছা দেখি
আমি বলিলাম,
হংসদেব বলি
আমি উত্তর
বসেছিলেন
"না, একটি
এ কথা শেষ
বলরাম বা
আনাইলেন তি
করিলেন ত্র।
আমারও কা
না। ই
ভক্তের স
বাবুর ব
আমায়
আমি বা
খুব আন
ভাবিতে
পরমহং
আর ক
যে
ছিলাম, যা এ
তেছি তোমার
গুরু ক চাহি
গুরুও
করিয়া বে,
বলিলেন
মাত্র
হইয়া
নমস্কার করিলেন,
প্রথমবার
স্পর্শ, আমার
স্বর্গ হল।
অনেক দিন দি
কিছুদিন পরে